## সচিত্র প্রশার ও ত্রিপদী ছক্ষে সম্পূর্ণ জাদশ জন্ধ

# **শ্রীমদ্ভাগনত**

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল সংস্কৃতের প্রতান্তবাদ

৺উপেক্স চক্স মিত্র কর্ত্তক বিরচিত

ক্বভিবাসী রামায়ণ, শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সম্পাদক৺তারাচাদ সম্পাদিত

তৃতীয় মুদ্রণ

তারাচাঁদ দাসঞ্সঙ্গ

পুষ্ঠক বিক্রেতা ও প্রকাশক ৮২.আহিরীটোলা ট্রাট, কনিকাতা, গ্ৰকাশক—শ্ৰীবিশ্বনাথ দাস ৮২ নং আহিরীটোলা ইটি, কলিকাডা—৫

প্ৰকাশক কৰ্ত্বক সৰ্ব্যস্থ সংরক্ষিত।

ৰুল্লাকর—প্রীসাগরচর সামস্ত তারা আর্ট প্রেস ৮২, আহিরীটোলা ব্রীট, ক্রনিকাতা—৫

## ভূসিকা।

-----

কাল-প্রবাহের তাড়নে বিশ্ব-মানব যথন অবশ-শিথিলাঙ্গে ভাসমান, জ্ঞানের জ্যোতিঃ যথন অজ্ঞান তমসায় আচ্ছম; ভাবের স্রোত যথন মন্দীভূত — অবক্লম, তথন অভাবের তীব্রজ্বালা জগৎকে যে দগ্ধ করিবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ; সূর্য্যের উচ্ছল কিরণ-শ্রুলাল যথন পরিমান তথনই অন্ধলারের স্মাগম সূচিত হয় এ তো চিরস্তন কথা। যাহা চিরস্তন নিয়ম ভাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না, কালের তুর্বার গতির বিক্রমে দাঁড়াইবার শক্তি বিশ্বে কাহারও নাই, কাল অতি তুর্নিবার—

বহুনীন্দ্ৰ-সহস্ৰানি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে। কালেন সমতীতানি কালোহি ছুরতিক্রমঃ॥

কাল সহকারেই হউক বা অস্থ্য কোন কারণেই হউক, ভাবের ঘরে যথন অভাবের আনাগোনা আরম্ভ হয়, উপদর্গ যে তথন ঘটে এ অতি মোটা কথা; এবং এই কথা স্মরণ করাইবার জম্মই আজ কৃষ্ণাবতার কৃষ্ণদ্বিপায়নের মর্ম্মগাঁথার পূর্ব্বে আবার ভূমিকার স্থান হইতে বদিয়াছে।

বাঁহাদের অপাঙ্গবীক্ষণে বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় দাধিত হয়, সেই ভগবানের নামানুকীর্ত্তনই যাহার প্রধান উপজীব্য তাদৃশ গ্রন্থের ভূমিকা !—এ যে কত বড় বিড়ম্বনা, এ যে কত বড় ভাবের ঘরে অভাবের আগুন তাহা স্থধী-মাত্রেরই বিবেচ্য !

যিনি সচিচদানন্দবিগ্রহ, যিনি নিত্য সনাতন, যিনি অবাদ্ধানসগোচর, বাঁহার লীলায় এই বিশ্ব বিক্ত ; কিংবা বাঁহার লীলাবিলাসই এই বিশ্ব, সেই লীলাময়ের লীলামুবর্ণন যে সর্বব ভয়াপহ, এই বিশ্বাসই প্রকাশকের মুখরতার কারণ।

ভক্তকবি একদিন প্রাণের আবেগে গাহিয়াছিলেন—"মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লক্তয়তে গিরিম্। যৎকুপা ছমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥" পরমানন্দ মাধবের কুপায় তাই এ সম্বন্ধে ছ-চারিটি কথা বলিতে বিদ্যাছি।

ভগবানের লীলা দ্বিবিধ,—প্রকট ও অপ্রকট, প্রকটাবন্ধায় যে লীলা তাহার ফল অন্তরাদি নিধন দ্বারা ধরাভার হরণ, সাধুদিগের পরিত্রাণ ও ধর্ম সংস্থাপন, "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" এই লীলা ব্রহ্মাণ্ডের জীবনিচয়ের দৃশ্য, আর যথন এতাদৃশ লীলা জীবের নেত্র গোচরী, অন্তাবিংশ যুগে দাপরের শেষভাগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোক-শিক্ষার্থ যে লীলা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অন্ত জীবের নিকট স্পষ্টিভূত। এই লীলা-প্রচার, এই লোক-শিক্ষার অনুষ্ঠান, প্রায় সার্দ্ধশন্ত বৎসর কাল চলিয়াছিল তাহার পর অপ্রকট।

অপ্রকটাবন্ধায় মোহান্ধ জীবের হুর্দশা চরম সীমায় উপনীত হইতেছে দেখিয়া ভারতের জ্ঞান-ভান্ধর, লোকের হিতই যাহাদের ত্রত--তাদৃশ সর্বব্দম-ত্যাগী শোনকাদি ঋষিরন্দের আগ্রহাতিশয়ে সৃত এই হরিকথামূত বিতরণ করিয়াছিলেন। আবার তাহারই কিছুকাল পরে বিশ্ব যথন মায়ামুগ্ধ পশাচার হইয়া উঠিল, তথন বেদদূর্ত্তি প্রীকৃষ্ণবৈপায়ন বেদব্যাদ সৃতপ্রোক্ত দেই নামামূত পুনরায় কীর্ত্তন করেন; তাই এই ভাগবতের স্থি। অবশ্য লোক-শিক্ষার্থ তিনি অস্থান্থ উপায়ও অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসমূদ্য তাদৃশ ফলপ্রসূহয় নাই বলিয়াই প্রীমন্ত্রাগবতের অবতারণা।

স্বামিকত টীকার দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমেই বুঝা যায় যে—বেদবিভাগ ও নানা পুরাণোতিহাস প্রভৃতি রচনা করিয়া লোকের মোহান্ধকার যথন দুরীভূত হইল না এমন কি ভগবান বেদব্যাস যথন নিজেই তংসমুদ্ধ্যে তাদৃশ চিক্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারিলেন না, তথন বিশেষ চিন্তার পর এই ভাগবত মোহান্ধ মানবের অববোধের জন্ম প্রণয়ন করিলেন।

পুরাণান্তরেও দেখা যায়—বিদোক্ত ধর্ম যথন লোকের অবোধ্য হইয়া উঠিল, বেদ দিদ্ধান্ত যথন ছঃদিদ্ধান্তে ছরধিগম্য হইয়া লোককে উচ্ছুম্বল করিয়া তুলিল, তথন দেবগণ ভগবান বিফুর শরণাপন হন। তার ফলে ব্যাপক যিনি, সর্বস্তুতের অন্তরান্ত্রা যিনি, তাঁহাকে আবার প্রকট হইতে হইল; এই প্রকটতার নিদর্শন কৃষ্ণবৈপায়ন। "অবতারাহ্যদম্যোয়া হরেঃ সন্থনিধের্দ্ধিল।" এইবার ইহার কার্য্য হইল বেদ বিভাগ, ব্রহ্মদুত্র রচনা, নানাবিধ পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্য দিয়া তরলমতি মানবের ধর্ম্মভাব সম্পোদন; কিন্তু এ সব কার্য্যেও চিক্তশুদ্ধি হইল না। ভগবান ব্যাস যথন ইহাতেও পরিত্ব ইলেন না তথন চিন্তায় বিষশ্ধ হইলেন। এই চিন্তাবিমলিন ভাবকে দূর্যাস্ত্রত হইলেন না তথন চিন্তায় বিষশ্ধ হইলেন। এই চিন্তাবিমলিন ভাবকে দূর্যাস্ত্রত করিবার জন্ম দেবর্বি নারদ হরিগুণাস্কুকীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন এবং মহর্দি বেদব্যাসও ভাগবত নামক এই পরম রমণীয় শান্ত প্রণ্যন করেন।

এই ভাগবত-রত্নে নাই এমন কথা বড় অব্লাই দেখা যায়। দর্শন বল, ইতিহাস বল, সমাজ-নাতি বল, রাজনীতি বল, ইহাতে সকলই আছে; কিন্তু প্রধানরূপ ইহাতে পাইবে কি ?—ভগবল্লীলা প্রচারের মধুময় পদাবলী, ভগবচ্চিন্তার পরাকাষ্ঠা! জ্ঞানে বিদ্ধানে সার্বজনিত সম্মতি প্রায়শঃ ঘটিয়া উঠে না। জ্ঞানপথে ভগবংস্বারূপ্য লাভ করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠে, বোধ হয় এই কথা প্রকাশ করিবার জক্মই কৃষ্ণাবতার ব্যাস ভক্তিশুত্রের বিস্তার করিয়াছেন অধিক পরিমাণে।

বেদের ভাষা ও ভাব অভীব ত্বরগাহ বলিয়া লোক যথন বেদবিভায় হতাশ হইয়া আপাতরম্য ভোগ-হুখে নিমগ্র তথন নদীর স্রোতের মত ভারতের জ্ঞানধারা যেন কোন্ এক অনির্দ্ধিষ্ট মহাসাগরের বক্ষে লুকাইতে চেন্টা করিল। এ সব দেখিয়া ভারতের তদানীস্তন হিতৈথীগণ অনেক উপায় উদ্ভাবন ক্রিতে চেন্টা করিলেন; কিস্তু ফললাভ তাহাতে কিছু হইল না দেখিয়া যথন সকলে বিমর্থ, তুথনকার সৃষ্টি এই শ্রীমন্তাগবত। বেদের বিধি নিষেধের ধার আর প্রায় কারো ধারিতে ইইল না, দকলেই ভক্তিদূত্র লইয়া ব্যস্ত। ভক্তিশ্রোত যথন ভারতকে প্লাবিত করিয়া তুলিল, দেই সময় হইতেই যেন ভারত বৃঝিতে পারিল জ্ঞানমার্গ হইতে ভক্তিমার্গ অধিকতর স্থখাবহ। তথন ইইতেই যেন নাম মহিমার আধিক্যে ভারতের ধর্মভাব পুনরুদ্দীপ্ত ইয়া উঠিল। ব্যাসদেবের স্বহস্তরোপিত ভাগবত পাদপের শুদ্ধুমুখ্ত্রই অমৃতায়মান ফল দকল যেন ভবক্ষুধা বিদুরিত করিয়া দিল।

আজ আবার একদিন আদিয়াছে—যাহা হইতে শোচনায় দশা আর পূর্বেকখনও হয় নাই। যাহাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, ধর্মনিষ্ঠা জগৎকে স্তন্ধীভূত করিয়া দিত, আজ তাহারা অজ্ঞান, অসভ্য, ধর্মহীন প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত হইয়াও লজ্জা বোধ করিতেছে না, আজ তাহারা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় বীভৎসতার নগ্যমূত্তিকে পরম রূপবতী বলিয়া মানিয়া লইতেছে; স্থতরাং মূল ভাগবত সংস্কৃতাত্মক বলিয়া বাঙ্গলায় শাহাতে উহার বহুল পরিমাণে প্রচার হয় তাহাতেই মঙ্গল—এই ধারণার বশবতা হইয়া—স্বর্গগত উপেন্দ্রনাথ মিত্রের প্যারাদি ছল্দে নিবদ্ধ শ্রীমন্তাগবতের পুন্র্দ্রণে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইহা মূল ভাগবতের অবিকল অনুবাদ না হইলেও ছায়ানুবাদ ইহা সত্য। ভাগবতের বণিত ঘটনার পরিহার প্রায়ই করা হয় নাই। ইহার পাঠে ও প্রবণে অনেকের উপকার হইবার আশা করা যায়।

ইচছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক সংকথার পুনঃ পুনঃ আলোচনায় সন্তাবের পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনায় লোকের মানসিক বৃত্তির পরিণতি অন্তরকম হইয়া থাকে। অনত্যাদ বণতঃ "রাম" শব্দের পরিবর্তে 'মরা' 'মরা' বলিতে বলিতেও "রাম রাম" এই স্বরূপ অমর কবি পাইয়াছিলেন, এই সব ভাবিয়াই বহু অর্থবায়ে এই পুস্তক প্রচার করিলাম। ভক্ত বাঁহারা, সদভিলাষ বাঁহাদের, তাঁহারা যদি ইহার পাঠে বা শ্রবণে পরিত্ত হন, ত্বেই শ্রম ও অর্থবায় সফল বলিয়া মনে করিব। ইতি—

ৰাসন্তী পূৰ্ণিমা ১৩৩৬ \

বিনয়াবনত— প্রভাৱাভাঁদে দোস



# স্বৰ্গীয় প্ৰয়াগচন্দ্ৰ দাস পিতদেৰ উদ্দেশে

পিতঃ !

আপনি ধর্মপিপাস্থ পরম-বৈষ্ণব, আপনার উপযুক্ত পূজার সম্ভার এতদিন কিছু খুঁজিয়া পাই নাই, আজ উপযুক্ত সম্ভার পাইয়াছি বলিয়া এই শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থথানি আপনারি উদ্দেশে আপনার করকমলে উৎসর্গ করিয়া ধন্ম হইলাম।

> ষধ্য সম্ভান তোক্রাভাঁকে।

# স্কুটীপত্র।

--- 0;\*;0----

বিষয়	পৃষ্ঠা	, বিবয়	श्रेष
		শৃদী প্রদত্ত শাপ শ্রবণে রাজা পরীকিতের	
প্ৰথম ক্ষব্ধ।		বৈরাগ্য গ্রহণ ও রাজ্য ত্যাগ	95
		পরীক্ষিতের বৈরাগ্য গ্রন্থধারণ ও	
শৌনকাৰি ঋষিগণের প্রতি ভাগবত বিষয়ক প্রশ্ন	,	মহবিগণের সমাগম	و∙ه
হত কর্তৃক হরি গুণ বর্ণন	2	পরীকিৎ কর্তৃক ঋষিগণের প্রতি	
পরমেশরের আকার ও অবতার কথন	¢	প্রশ্ন ও গুকদেব সমাগ্য	9 4
ভাগবতের উৎপত্তি বিষয়ক প্রশ্ন	ь		
নারদ কর্তৃক ব্যাসের ভাগবভোপদেশ	> •		
ব্যাসের প্রতি নারদের স্বীর রক্ষজান			
শিক্ষা কথন	>8	দ্বিভীয় শ্বৰু।	
ব্যাস কর্ত্ক ভাগবত রচনা উপদেশ	39	विश्वास किया ।	
অরখামার দও বিধান	>9	রাঙ্গা পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি	92
শ্রীকৃষ্ণের দারকা গমনের উন্থোগ ও কুস্তী কর্তৃক		শুকদেৰ কৰ্তৃক জীবের পরলোক সাধনোপদেশ	42
শ্রীক্লঞ্চের প্রতি ন্তব	२১	গোগসাধন উপদেশ	₩8
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীল্মের উপদেশ		যোগিগণের ধ্যানের উপদেশ	44
ও ভীন্মের প্রাণত্যাগ	२७	দেহযোগের উপদেশ	<b>b</b> .2
শ্রিককের দারকার গমন	•	বোগিগণের যোগের ফলাফল কণন	44
শ্রীকৃষ্ণের দারকার প্রবেশ	৩>	বিচ্ছভক্তদিগের ফল কীর্ত্তন	>•
পরীক্ষিতের জন্ম বিবরণ	૭૯	শৌনক ও হত সংবাদ	22
ধৃতরাষ্ট্রের সংগার ভ্যাগ	৩৮	পরীক্ষিতের দ্বিতীঃ প্রশ্ন ও গুকদেবের	
ভীম ও যুবিষ্ঠির সংবাদ এবং		হরি:গুণ কীর্ত্তন	かぐ
অৰ্জুনের ধারক∶ হইতে আগখন	88	বন্ধাও নারদ সংবাদ	86
অৰ্জুন কৰ্তৃক শ্ৰীক্লকের নী দা সম্বরণ		ত্ৰহ্মা কৰ্তৃক আধ্যান্মিক বিচ্চা প্ৰকাশ	36
সংবাদ প্রদান	89	ব্ৰহ্মা কৰ্তৃক ঈশবের বিরাটরূপ নির্ণর	24
পৃথিবী ও ধর্ম সংবাদ	62	ঈশরের প্রতি ভক্তির উৎপত্তি ও তাঁহার	
রাজা পরীক্ষিং কর্তৃক কলির পাড়ন	49	মাহান্ত্য কণন	>••
পরীক্ষিতের বিপ্রশাপ প্রাপ্তি	98	একা কর্তৃক অবতার বর্ণন	<b>;•</b> ₹
পরীক্ষিতের শাব প্রাপ্তি শ্রবণে শ্মীকের বিদাপ	es.	ব্ৰহ্ম কৰ্তৃক ভাগৰত মাহান্য্য কংন	>.>

	-		
<b>বি</b> ধয়	পৃষ্ঠা	বিষর	পৃষ্ঠ
ওকদেবের প্রতি রান্ধা পরীক্ষিতের তৃতীয় প্রশ্ন	222	বেদাদি প্রকাশ	24.
একা ও ঈশ্বর সংবাদ	\$58	ব্ৰহ্মার ছুবা স্থাষ্ট বিবরণ	240
যোগবলে ব্রহ্মার নারায়ণের সহিত ক্রণোপক্রথন	>:4	মহুর উপাসনা বৃত্তাস্ত কথন	: > 0
শুকদেৰ কৰ্তৃক ভাগৰত বিচার	);b	বরাহ অবভার মাহাত্ম	: 64
শুক কর্তৃক শ্রীহরির স্বরূপ ও স্ট্ট্যাদি কীর্ত্তন	325	্রহ্মাদি কড়ক বরাহ মূর্ত্তির স্তব	\$50
শ্রীহরির বিভৃত্তি ও করাদি কীর্ত্তন	>२२	কশ্ৰপ ও দিতি সংবাদ	220
		। দিতির প্রতি কশ্বপের অভয় প্রদান	१८८
		· দিতির গর্ভতে <b>জ</b> দর্শনে দেবগণের	
		শকাও একার স্তব	4 <i>6</i> ¢
ভূতীয় ক্ষত্ম।		দিতির গর্ভ বৃত্তাস্তোপদক্ষে একা	
3 7 1		কর্ত্তক বিষ্ণুলোক বর্ণন	> 0 5
বিহুরের কৌরব গৃহ ত্যাগ	>>¢	সনকাদির বৈকুণ্ঠ দর্শন ও দারীধ্য	
বিহুর ও উদ্ধব স বাদ	<b>&gt;२</b> १	প্ৰতি অভিশাপ	২•৩
উদ্ধৰ সংবাদ	200	সনকাদি সন্মুখে শ্রীহরির আবির্ভাব	₹•€
মৈত্রেরে প্রতি বিছরের প্রশ্ন	200	সনকাদি কর্তৃক শ্রীহরির স্তব	२०१
মৈত্রের সংবাদ	১৩৭	বিষ্ণু কৰ্তৃক সনকাদির প্রতি অভয় প্রদান	5 o P.
স্ট দেবতাগণের ঈশ্বর স্বতি	202	শ্রীহরির প্রতি সনকাদির বিনয়	
মৈত্রেয় কর্তৃক পুনরায় স্বষ্টির বাখ্যা	282	এবং জন্ম বিজয়ের প্রতি হরির	
বিরাট পুরুষের ক্রিয়া বর্ণন	285	শাপ প্রধান	5 oF
বিছরের দিতীয় প্রশ্ন	>8¢	দিতির গর্ভ লকণে ও অসুরের জন্মে	
মৈত্রেরের দিতীয়বার উত্তর	286	চতুৰ্দিকে অলকণ প্ৰকাশ	२ऽ२
বিছরের মৈত্রের স্তৃতি ও ভূতীয় প্রশ্ন	78.9	হিরণ্যাক কর্তৃক ত্রিলোক বিজ্ঞাের	
মৈত্রেরে ভূতীয় বার উত্তর	285	সংক্ষেপ বৰ্ণন	२५७
মৈত্রেরের ভূতীয় উত্তরে জগতপ্রকাশ বর্ণন	>4.	হিরণ্যাক হইতে পূণিবী উদ্ধার	<b>२</b>
ব্রন্ধার ুতুমুখি ধারণ ও শ্রীহরি দর্শন	>6>	হিরণ্যাক বধ	२३१
ব্ৰহ্মা কর্তৃক শ্রীহরির স্তব	368	লোক সৃষ্টি বর্ণন	२५३
ব্রনা কর্তৃক <b>স্টি</b> লীলা <b>ল</b> ইয়া ঈশ্বর স্তব	762	প্রজাপতি কর্দমের প্রতি বিষ্ণুর বর দান	222
বন্ধার প্রতি ভগবানের উপদেশ	2.62	কর্দমের সহিত দেবাছুতির বিবাহ	२२४
মৈত্রের বিহুর সংবাদ	7.2.2	কৰ্দমের সহিত দেবাহুতির পবিত্র বিহার	224
कान ও मध्यत निक्षण	266	কৰ্দ্দের পত্নীসহ বিমান বিহার	>9.
ব্ৰহ্মার স্থান্টর সংক্ষেপে বিবরণ	292	দেবাহতির গর্ভে বিষ্ণুর প্রবেশ	
প্রজা স্টির বিবরণ	598	এবং ব্রহ্মা কর্তৃক দম্পতিকে অন্তর দান	২৩৩
বন্ধা কন্তা সন্ধ্যার পরিণাম	592	কপিলের জন্ম ও কদিখের বনে গমন	२७४

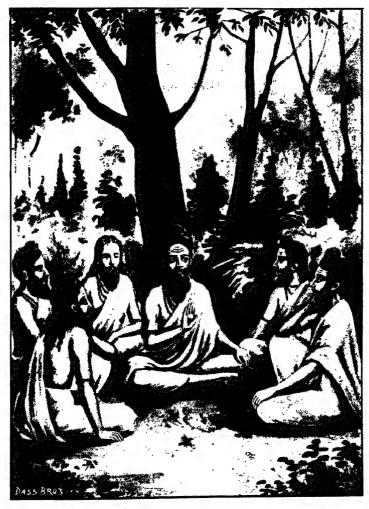
	সূচা?	ত্র।	<b>&amp;</b> •
<b>वि</b> षश	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কপিল কর্তৃক দেবাছুতির উপদেশ লাভ	२ ७१	পুরঞ্জনের নরকে গ্যন	909
কপিল কর্তৃক ভক্তি বিষয়ক সামান্ত উপদেশ	GC:5	পুরঞ্জের মুক্তির সংবাদ	ە د د
কপিলদেব কর্তৃক সামাগ্র জ্ঞানোপদেশ	₹85	প্রচেতাগণের মুক্তি বর্ণন ও বিছ্রের বিদায়	225
কপিল কর্তৃক ব্রহ্ম শীম্বংসার উপসংখার	<b>२88</b> ं		
জননীর প্রতি কপিলের অনুজ।	<b>२</b> 85		
দেবাহুতির স্তব ও কপিলের বনগমন	>89		
দেবাহুতির শিদ্ধি প্রাপ্তি	> 0 •	পঞ্চম ক্ষব্ধ।	
		রাজ। প্রিরন্তের উপাধ।ান	৩১৮
		একা কর্ক প্রিয়এতের প্রবোগ	.972
*		প্রিয়র্ভ চরিত্র কণন	252
চতুৰ্থ ক্ষন্ধ।		অধিগ চরিত্র	৩২৩
মনুর বংশ বিভার বর্ণন	₹₡8	নাভির চরিত্র উপাথ্যান	৩২৬
দক্ষ বংশ বিস্তার কণন	200	ঋষভ দেবের উপাথান	त६७
দক্ষ কর্তৃক শিব নিন্দ।	२०२	ভরতোপাধান	:১
দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপদান	२७५	ভরতের হরিণ জন্মণাভ	958
শতীর দক্ষযক্তে গমন	२७२	জড়ভরতোপাগ্যান	200
সভীর দেহত,াগ	२ % 8	ভবাটবী উপাথগান	ふっつ
<b>एक्स्य अ</b> वर्ष	२७७	ভরতবংশ চরিত্র ক্পন	¢8¢,
ব্ৰহ্মাদি কড়ক শিবের আরাধনা	২৬৯	স্থ্রীপের সহিত ভগ্বানের স্থিতি নির্ণয়	98€
<b>। कराकः भ</b> गाभन	5 9 2 ·	· Control property stabilities	
অধর্মের বংশ বিবরণ	२१७ ं		
ঞ্ব ও নার্প সংবাদ	>9.5	यह खास ।	
উত্তানপাদের সহিত নারদের কণোপকথন	२१२ ।	বপ্ত আক বা	
ধ্রুবের তপস্তা ও সিদ্ধিশাভ	5 P.O .	অজামিলের মুক্তি	585
ঞ্বের ব্রলাভ ও রাজ্যে আগ্যন	>45	ষম ও ষমদূত সংবাদ	545
ধ্রুবের ধ্রুবলোক প্রাপ্তি	> ra	ইকু কর্তৃক বৃহস্পতির অপমান	540
পুথুদেবের জ্বন্ন বিবরণ	> 64	ইন্দ্রের প্রতি মন্তার ক্রোপ	200
পুথ্র রাজ্যাভিষেক এবং গো-১প। পুণিবী		বুত্রাস্থরের প্রকাশ	96
দে†হন		বিষ্ণুর আদেশে বজু নিমাণ	262
সনকাদি সংবাদ পৃথুর বৈকুঠে গ্রন		কুত্রাস্থর বধ ও ইক্সের একাহতা	2.07
প্রচেতা ও রুদ্র সংবাদ		নত্ম রাজার উপাণান	೨೪೨
পুরঞ্জন রাজার উপাথ্যান	503	বুত্রের পূর্ব্য জন্ম বৃক্তান্ত	১৬৫
পুরঞ্জের সম্ভোগ বর্ণন	3.8		

10	সূচীপত্র।		
विश्व	পূঠা	বিধয়	পৃষ্ঠ
সপ্তম ক্ষম।		নশ্ম <b>ক্ষ</b> া	
বিপরীত ভক্তির কণা	৩৭১	ত্রদার বচনে ভগ্বানের আবিভাব কথা	888
হিরণাকশিপুর চরিত্র কথ।	99:9	দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব কথা	889
হিরণাকশিপুর ভপস্তার কথা	৩৭৬	নারায়ণের ক্লকরপে জন্মকণা	665
হিরণ্যকশিপু কর্ক দেবগণের পীড়ন	৩৭৮	কংস কর্তৃক মায়াবধ ও নলোৎসব ক্ণা	868
প্রহলাদ চরিত্র	15 b o	পুত্ৰা ব্য কথা	849
দৈত্যগণ কর্তৃক প্রহলাদের যমণা	৩৮৪	্মশোমতীর কৃষ্ণবদনে বস্থাও দর্শন ও তৃণাবর্	
প্রহলাদের জন্মগুদ্ধি কণা	৩৮৬	वस् कशन	638
নরসিংছ অবতার ও ছিরণাকশিপুবণ	લ્ય૯	কৃষ্ণবলরামের নামক্রণ ও যশোদার	
		ि प्राक्कान मांड	8 95
		নশোদা কর্ত্বক শ্রীক্লক্ষের কটা বন্ধন কথা	5.50
miles was t		্বমলাৰ্জ্ন উদ্ধার কথা	8 96
অষ্টম ऋশ্ব।		নল বিক্রমিণীর কণ	8.95
গজ নক্রের কথা	860	নন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবন গমন	893
সমুদ্র মন্থনাভোগ কথন	<i>এ৯</i> ৮	বৃদ্ধাবনের পূর্ব্ধ বিবরণ	818
সমূদ্র মন্থ্ন আরম্ভ	800	গোপগণের রন্দাবন বাস কণা	895
অমৃত প্ৰকাশ কথা	8••3	রুষান্তর উদ্ধার কণা	899
বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ডিধারণ	8•9	বকাস্থর শোকণ	81-6
বামন অবভার কণা	8.9	ংকুকান্তর মোকণ	848
বলীর দর্পনাশ কথা	825	অবাস্থর বধ কণা	648
মংস্থ অবতারের কণা	822	अभ भाकन	852
marrier from White		কালীয় মোকণ	d e e
		দাবানৰ খোকণ	( • br
নৰম ক্ষক্ৰ।		্বাধানগ নোপশ বিধা বৰ্ণন	¢>•
মুহাম রাজার উপাথান	8>>	(शाविन्म नीन। वर्गन	<b>(25</b>
পুষ্পের উপাশ্যান	828	গোপিদিগের কাত্যায়নী এত	¢>8
ত্বস্থা <del>স্থল</del> রীর উপাগ্যান	829	শ্রীক্লফ কর্তৃক গোপিদিগের বন্ধ হরণ	0.50
অম্বরীষ রাজার উপাধ্যান	8:55	বিপ্র পদ্মীগণের অন্ন ভোজন	652
সৌভরি মহর্ষির উপাখ্যান	800	<b>6</b> . L	(0.
ভগীরথের মাহান্ম্য	8:59	শ্রীক্তকের গোবর্থন ধারণ	608
यानदक्षणी श्रीकृत्स्वत् <del>ज</del> नाक्श्र	. 88.	<b>ब्रीकृत्क</b> त करिएसक	48.
		वक्रण कर्डक नम्म एत्रण	€8₹

	সূচীপত্র।	<b>V</b> °
विभग्न	প্ৰষ্ঠ: বিষয়	9ēi
শ্রীক্লকের রাসলীলা	৫৪৫ নক বিদার	. ત્ર
শ্রীক্ষের রাসবিহার	৫৫০ : নন্দের প্রতি শ্রীক্বফের জ্ঞানগোগ কং	ৰ ৬৪৩
গোপিগণের শ্রীকৃষ্ণাথেষণ	৫৫৫ শ্রীক্ষের গুরুগৃহে বাস	%৪৫
গোপী বিলাপ	<ul> <li>৬১ উদ্ধবের কুলাবনে গমন</li> </ul>	১৪ ব
ভগবং দর্শন	৫৬০ : উদ্ধবের নিকট গোপিগণের বিশাপ	436.
শ্রীক্নঞ্চের পূর্ণরাস	৫৬৭ উ <b>দ্ধব স</b> ্বাদ	466
<b>बीकृत्कत ज</b> न विशंत	<ul> <li>৬৯ অফুরের গৃতে ক্লাকের গ্রহন</li> </ul>	800
শ্রীক্লকের গোর্চ বিহার	৫৭১ অকুরের হপ্তিনায় গমন	હકહ
শঙাচুড় বধ	৫৭৪ - শ্রীকৃষ্ণের দারকার গমন	466
গোপিগণের কৃষ্ণগুণ গ!ন	৫৭৮ মুচকুন্দ উপাণ্যান	<b>৬</b> 98
কংসের স্বপ্ন দর্শন	৫৮১ রেবভীর বিবাহ	% ৭৯
কংসের মন্ত্রণ।	৫৮০ করিণীর শীরক্ষকে পত্র প্রোরণ	.⊅ <b>₽</b> ~≥
কংপ কর্তৃক ধ্রুর্গজ্ঞের আংগ্লোজন	<sub>৫৮৫</sub> রুক্সিণী হরণ	લ ત્વલ
কেশী-দৈত্য মোক্ষণ	৫৮৯ ় মণ্নের জন্ম ও দৈত্য কর্তৃক হরণ	P %&'
ব্যোম দৈত্য বধ	৫৯০ খণন কর্তৃক সম্বর দৈত্য নিধন	ददर
অকুরের ব্রজ্ধানে গমন	৫৯৩ প্রস্তামের স্বারকায় গমন	9 0 2
অফুর সংবাদ	৫৯৮ অমস্তক মণি হরণ	9 • 9
শ্রীরাধিকার স্বপ্ন দর্শন	৬০ 🕒 ভ্ৰমস্তক উপাখ্যান	9.6
রাধিকার নিকট শ্রীক্বঞের বিদার প্রার্থনা	৬০১ - শ্ৰীকৃষ্ণ কৰ্তৃক অষ্ট মহিণীর বিবাহ	958
<b>এককে</b> র বিরহে এরাধিকার বিলাপ	৬০৩ নরক বধ	925
কৃষ্ণ বিরহে গোপিগণের খেদ	৬০৮ ক্লিণী সংবাদ	6.46
অকুরের বিশ্বরূপ দর্শন	৬১১ ু কক্সিরাজ নিধন	9 2 9
অকুর কর্তৃক বিশ্বরূপী শ্রীকৃঞ্চের স্তব	৬;> বাণযুদ্ধ ও উপাহরণ	450
শ্রীক্লকের মথুরাপুরী দশন	৬১৪ ় ৰূগোপাপান	48>
শ্রীক্ক কর্তৃক রঞ্জক উদ্ধার	৬১৭ যমুনা আকৰণ	9 H C
শ্ৰীক্লফ কৰ্তৃক তদ্ভবান মোকণ	৬১৯ কাশীরা <b>জ</b> বধ	189
মালাকার মোগ্রণ	৬২০ দ্বিবিধ বানর বধ	46.
এক্তিক কুজা পহ মিলন	५२५ विद्यास्य विद्या	9 ৫ २
শ্ৰীকৃষ্ণ কৰ্তৃক ধন্বৰ্যজ্ঞ ভঙ্গ	৬০৩ ` মারা প্রপঞ্চ	9.5 %
শ্ৰীকৃষ্ণ কৰ্তৃক কুবলয় হস্তী নিধন	৬০৬ ভাগৰত প্ৰশ্ন	965
क्श्म निधन	৬০০ প্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রে গমন	4.P)
কংস জায়ার খেদ	৬০ঃ জ্বাসন্ধ্বধ	ባ ๖୫
শ্ৰীক্ষক কৰ্ত্বক মাতা পিতা উদ্ধান	৬০৬ শিশুপাল বধ	9 56

le/°	সূচীপত্ত।		
विवन	পৃষ্ঠা	विवध	পৃষ্ঠা
হুর্য্যোধনের অভিযান ভঙ্গ	112	शिवना डेशांशांन	P-04
माब वध	9.98	কুমারীর উপাধ্যান	₽82
সূত বৰ	112	উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে গমন	₽83
বলরামের তীর্থবাত্তা	162	ষ্ঠুকুল বিনাশ	₽8¢
স্থুদামা চরিত্র	960	विकृत्कतं त्यकृत्धे शमन	F82
প্ৰভাগ গমন	966	width region white	
কুককেত্ৰে যাত্ৰা	•61		
শ্রীকৃষ্ণের তীর্থবাত্রা	<b>e</b> a r		
দেবকীর মৃতপুত্র আনরন	956	ছাদশ ক্ষম।	
ভগবানের মিথিলায় গমন	456	त्रांच्यर्थ वर्णन	F12
রত্ত শেকণ	P.+2	कनिश्च वंशन	F68
विकर्ण रवन	b-8	বুগধৰ্ম কথন	46.9
মহিবী-পীঠা	b.o.p.	পরমার্থ নির্ণর	द७४
****		আমু নির্ণয়	P.25
		ভক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিতের দংশন	A 20
		বেদ বিভাগ কথন	p-96
<b>এकामम क्</b> का		মার্কণ্ড কর্তৃক নারায়ণের স্তব	<b>b</b> -99
যহগ <b>ণের প্রতি ত্রন্দ</b> াপ	P>5	শ্রীঞ্জের মারা দর্শন	<b>642</b>
वञ्चलव ७ नांत्रल मश्वाल	rse	मात्रा-देव छव	F4.0
দেবগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব	p-0.	ক্রিয়াবোগ কণন	644
শ্রীক্লকের উদ্ধবের সহিত কথোপকণন	৮৩২	প্রথমাবধি ভন্তসমূহের কার্য্য সভলন	<b>৮</b> 99
যত্ন ও অবব্তের ইতিহাস	rot	প্লোক সংখ্যা	614
কপোত কপোতীর বিবরণ	٩٥٠١	পাঠ শাহান্ত্য	447
	খচীপত্ৰ	नमार्थ ।	

#### **জ্রীসম্ভাপ**হর



শৌনকাদি ধুনি তথা আনন্দিত মনে। শোনেন শাস্ত্রের কথা ফতের বদনে॥ (১ –পৃষ্টা।

# খ্ৰীমদ্ভাগৰত

### প্রথম ক্ষর

-----

### নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোক্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মূদীরয়েৎ॥

অব বৌনকাৰি শ্ববিগণের প্রতি ভাগবত বিবরক প্রশ্ন। হরিক্ষেত্র মাঝে খ্যাত নৈমিষ কাননে। হরি লভিবারে যত মহামুনিগণে॥ সহত্র বৎসর যজ্ঞ করেন হরষে। বুঝিতে যজের মায়া প্রকৃতির বশে॥ শৌনকাদি মুনি তথা আনন্দিত মনে। শুনেন শান্ত্রের কথা সূতের বদনে॥ বেদাদি ভারত কথা অমুতের সার। প্রকাশিতে স্তব ঋষি বৃদ্ধির আগার॥ একদা প্রভাত হ'লো তিমির শর্বরী। জাগিল যতেক ঋষি নিদ্রা পরিহরি॥ সাধিয়া যজ্ঞের কর্ম্ম যত ঋষিজন। জিজ্ঞাসে দূতেরে তবে করি অভ্যর্থন॥ হে সৃত তোমার মুখে শান্ত আলাপন। নিয়া সার্থক হ'লো মোদের জীবন ॥ স্বপ্তণ বিশু দি ব্ৰহ্ম কহে সৰ্ববন্ধন। यानानि थ्वन वृक्ति करत जालाहन ॥

সকল শান্ত্রের মর্ম্ম ব্যাসের ভারতী। ভনিয়াছ তুমি সূত করি স্থিরমতি॥ বিষম প্রমাদ বশে আমরা দকলে। না জানি নিগুণ ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মযায়া বলে॥ কহ আয়ুস্মান্ ক্রমে ভাগবত সার। যাহাতে হইবে মুক্ত এ ঘোর সংসার॥ কলিযুগে অল্পবৃদ্ধি যতেক মানব। অল্লায়ু অলস ধবে পাপে রত সব॥ কেমনে সংসার হ'তে হইবে উদ্ধার। কহ সূত সে সংবাদ সর্ব্ব সারাৎসার॥ আগম নিগম বেদ তন্ত্ৰ ইতিহাস। সকলি আছয়ে সূত ব্রহ্মার আভাস॥ অল্লায়ু মানব যবে কলিতে জন্মিবে। জলধি সমান শাস্ত্ৰ কেমনে বুঝিবে **॥** কুপা করি ওছে সূত কহ সেই বাণী। সর্বশান্ত্র সার কথা যাছে তরে প্রাণী ॥ ভক্তের পালন কর্ত্ত। সেই ভগবান। দেবকীর গর্ভে জন্মি কেন দেহবান॥

কাহার মঙ্গল হেতু ত্যঞ্জি দেবদেহ। উদিলেন এ সংসারে ছাড়ি স্বর্গগেহ॥ কর সেই ইতিহাস হে সৃত ! বর্ণন। যা শুনি জীবের হবে সঙ্গল সাধন 🛭 শুনিয়াছি নারায়ণ ভূবন ভিতরে। অবতাররূপে আসি সর্ববদ্ধংখ হরে॥ कठिन मानव यपि कञ्च काग्रमत्न । ডাকে 'নারায়ণ' বলি জিনে পাপগণে॥ ভবের বন্ধন তায় ছিল্ল হ'য়ে যায়। সেইক্ষণে সেই নর মুক্তিপদ পায়॥ আছুয়ে যতেক ভয় সংসার বন্ধনে। সকলেই কম্পান্বিতা শুনি নারায়ণে॥ নারায়ণে যেই ঋষি সঁপিয়াছে প্রাণ। যথায় উদয় তাঁর পবিত্র সে স্থান। यथा शक्रावादि विना अकि नाहि हरा। হরিনাম বিনা তথা দেহ শুদ্ধ নয়॥ দারুণ কর্ম্মের ভয়ে যদি কোনজন। ইচ্ছা করে ত্যজিবারে কর্মের ভূবন॥ হরিনাম বিনা আর নাহি অমুগতি। হরিয়শঃ না গাহিলে নহে শুদ্ধ মতি॥ দেখহ প্রমাণ তার নারদাদি মুনি। হরিগানে পুণ্যবান পুরাণেতে ভনি॥ হরিনাম শুনিবারে আমরা সকলে। হইয়াছি অভিলাষী কহ পুণ্যবলে। লীলাক্তমে এ ভূবনে সেই নারায়ণ। যেইরূপে অবতার করহ কীর্ত্তন॥ ত্তু নাহি মোরা প্রভু নামমাত্র শুনি। কহ তাঁর ইতিহাস ওছে মহামুনি॥ অজ্ঞান আঁধার যাহে হয় দুরীভূত। জ্ঞানময় ব্ৰহ্মবৃদ্ধি যাহে মূলীভূত॥ সেই কথা সাধুজন করেন ভাবণ। কহ কহ ওচে সূত সেই বিবরণ # বস্তুদেবে পিতা বলি কেমনে কেশব। প্রকাশিলা নিজ লীলা ব্যাপিয়া এ ভব ॥ কলিরে আসিতে হেরি সংসার ভিতরে।
হইয়াছি অভিলাষী হরি জানিবারে॥
বিষ্ণু লাগি এই ক্ষেত্র এই যজ্ঞছল।
সমাগত এই যজ্ঞে মুনীদ্রে সকল॥
ভনিতে হরির কথা সকলের মন।
কহ সূত ব্রক্ষাময় হরি বিবরণ॥
ভকত বংসল হরি সেই নারায়ণ।
ভনাইতে সেই কথা তব আগমন॥
ধর্মের আধার কৃষ্ণ ত্যজিয়া সংসার।
বৈকুপ্তেতে তিরোভাব হ'লেন আবার॥
কহ সূত ধর্ম এবে থাকিয়া ভুবন।
কাহারে আশ্রম ভাবি করিল মারণ॥
উপেক্র রচিল গীত হরি আশা করি।
ভাবহ সংসারবাসী ব্রক্ষাময় হরি॥

অপ স্ত কর্ত্ত হরিগুণ বর্ণন। নমি মুনিজন পদে কহে সূত ঋষি। ভাগবত সার কথা শুনে দশ দিশি॥ हित कथा यह छत्न ह'रा अकमन। ছিন্ন হয় তার জেনো এ ভব বন্ধন ॥ হরিগুণ গাহি শুক ব্যাদের তন্য। ত্যজিয়া সংসার যবে প্রস্থান করয়॥ পাছে পাছে ব্যাসদেব পুত্ৰ পুত্ৰ বলি। ডাকি উল্চৈম্বরে পুছে কোখা যাও বলি ॥ না মানি পিতার বাক্য শুকদেব স্বামী। বলে হরি আরাধনে চলিলাম আমি ॥ একমাত্র পুজ্র ছিল হইল বিরাগী। বিরহে কাতর ব্যাস পুত্রবর লাগি॥ বলে বাছা কি শিখিলি কি জানিবি জার। হরিনাম গতে কর এস আরবার॥ বিষম বিপদ ছেরি শুক মহাখাষ। জনকে উত্তর করে বৃক্ষরূপে মিশি।

জনকেরে বুঝাবারে হরিনাম গুণ। প্রকাশিলা যাহা শুক সবে এবে শুন 1 বলিতে হরির গুণ স্বাকার আগে। নমিলাম ব্যাসদেবে মম শিরোভাগে॥ নমিলাম নারায়ণ মঙ্গল কারণ। নমিলাম বীণাপাণি বাণীর সাধন ॥ অতি মনোহর কথা হরিগুণ গান। শুনিলে যাতনা হ'তে স্কুড়ায় এ প্রাণ॥ ভাল প্রশ্ন করিয়াছ মুনীস্ত্র সকল। কহিতেছি হরিগুণ যথা মম বল।। কি আছে উত্তম আর হরি পরিহরি। সংসারে আত্মার মাত্র সেই এক তরি॥ যত কর যোগ যাগ মোক্ষের কারণ। সকলি প্রবোধ মাত্র তুষ্ট মাত্র মন॥ স্বার্থশুম্ম হরিভক্তি সকলের সার। পুরুষ পরম ধর্ম সংসার মাঝার॥ বাহুদেব ভক্তি যেই করে একমনে। অজ্ঞান নাশক তার বৈরাগ্য ভুবনে॥ ধর্ম বলি অমুষ্ঠান করিলে করম। হরিনাম শুক্ত হ'লে না থাকে ধরম ॥ ধর্মের লাগিয়া যত কর আয়োজন। হরিনাম শৃষ্ঠ হ'লে নাহি প্রয়োজন ॥ व्यर्थ यान मुक्ति नाशि कतिरन कत्रम। উদ্দেশ্য না সিদ্ধ হবে ভাবহ চরম। কাম ক্ৰোধ লোভ পূৰ্ণ কি কান্ধ তাহাতে। मनिशन वरम शूग्र नाहि रहन भर्ष। নতেত ইন্দ্রিয় হব্দ বিষয়ের ফল। यङ्गिन कीरत नत भाग (म मक्न ॥ স্বৰ্গ লাগি যাগয়জ্ঞ ধর্মের কারণ। না হয় উচিত লভি মানব জীবন॥ তত্ত্বলৈ জ্ঞানলাভ করে যেইজন। সেজন স্বরুগ লভে কছে মুনিগণ ॥ ধর্মকেই তত্ত্ব বলে ভূবনে যে নর। মিখা। আরাধনা তার অজ্ঞান ভিতর ॥

পরমান্তা জ্ঞানতত্ত্ব বেদের প্রমাণে। রুখাই করম তার যেবা নাহি জানে॥ নানা শব্দে সেইজ্ঞান ভূবনে বিদিত। ব্রহ্ম পরমাত্মা কড় ভগবানে স্থিত। क्शवान वृक्षिवादत द्वास ख्वव । ভক্তিযোগ এ সংসারে করে মুনিগণ ॥ বৈরাগ্য মিশ্রিত তাহে ভক্তি উপার্জন। र'ल उक्र निकल्पर एर्त्र लाहेकन ॥ শুন মুনিগণ তবে নিগুড় কারণ। ধর্ম অমুষ্ঠান মাত্র আশ্রম বন্ধন॥ আশ্রম উচিত ধর্ম কৈলে অনুষ্ঠান। সঁপিলে হরির পদে আপনার প্রাণ ॥ হইবেন হরি তুফ করম সফল। যুচিবে সংসার ভয় মানব সকল।। ধর্ম্মের সহিত যদি হরির কারণ। কর তাঁর লীলা খ্যান অথবা কীর্ত্তন ॥ গুরুজন মুখে কিম্বা করহ প্রবণ। কিন্তা কায়মনে কর সে ধন পূজন ॥ তবে সে হইবে তব জনম সফল। মানব জনম লভি পাবে মহাফল। ধ্যানরপ-অসি বলে যত জানীজন। ভবেতে থাকিয়া করে কর্ম্মের ছেদন॥ সেই বিভূ হরিকথা করিতে শ্রবণ। হাদয় না খুলি দেহ কোন মূঢ়জন ॥ তীর্থে নিবেদন করি যতেক মানব। আহরে পুণ্যের কীর্ত্তি ভবের বৈভব॥ তীর্থ নিষেবন করি যতেক ধীমান। তাহাতে উংপন্ন শ্রন্ধা করে সর্ববন্ধন ॥ প্রজাবলে ছব্লিকথা করিলে প্রবণ। অভিলাধে পূর্ণ হবে মানবের মন 🛚 অভিলাষ অভিক্লচি শান্ত্রের বিধান। অভিক্লচি বশে মজে স্বভাব প্রমাণ 🖡 পবিত্রতা জাঁবে সাধু করিলে শ্রবণ। হরি তার স্থারূপে আবিস্থূতি হন 🛊

যতেক কামনা তার অন্তরের ব্যর্থী। পুরান আপনি হরি সর্ববদা সর্ববিধা ॥ এমত ক্রেমেতে সেবি হরির চরণে। উপজে হৃদয়ে ভক্তি মানব জীবনে ॥ হরিতে সঁপিলে ভক্তি মানব মানদে। রজঃ তমঃ শুস্ত হয় সত্তেতে হরবে॥ রজন্তম: কাম লোভ রিপু আদি যত। নাশ হ'য়ে সত্তপ্তণ জাগে অবিরত॥ সত্ত্তণে ভগবান নিবিষ্ট অন্তর। হইলে মানব হয় সংসারে কাতর **॥** সংসারে বিরত হ'লে তত্ত্বের সঞ্চার। তত্ত্তে জ্ঞান জন্মে সকলের সার॥ জ্ঞানলাভে ব্রহ্মলাভ হেরয়ে মানব। অহংবৃদ্ধি নাশে সেই সে যে এই ভব॥ অহংবৃদ্ধি নাশে নাশ সকল সংশয়। সংশয় বিনাশে লোকে কর্ম্মের বিলয়॥ এমন হরির গুণ শুন মুনিজন। এই হেতু জ্ঞানী করে হরি আরাধন॥ ছরি আরাধনে আজা প্রদন্ন সভত। জ্ঞান লাগি হরি যজ্ঞ কর অবিরত ॥ পুনশ্চ শুনহ কিছু হরির সন্ধান। পুণ্যের আধার তিনি নিত্য জ্ঞানবান॥ তিনি গুণময় হরি বেদাদিতে কয়। তিনগুণ হরি হয় বিরিঞ্চি কহয়॥ ভিনের আকার হেরি হয় মূলণন। হরিনামে মকুষ্মের মঙ্গল দাধন॥ যদি বল এক হ'তে তিনের জনম। তবে কেন হরি সাধি ভূলিব করম॥ ভাতার প্রমাণ বলি করহ শ্রবণ। শ্রেবণে পবিত্র হয় মানব জীবন ॥ कार्छत्र चर्वरण यथा धृरमत्र मक्ष्य । ধুমের বিলয়ে হয় অগ্রির আকার॥ क्षेत्र वाहिन कार्ठ कड़ भृशीमर । তাহাতে ক্ষমিল ধূম চল শক্তিময়॥

ধুমেতে জন্মিয়া অগ্নি বেদের কারণ। সাধিতে বেদের কার্য্য করে আরাধন॥ তেমতি তমের ভরে রজের জনম। রজ হ'তে সৰ্গুণ ব্রক্ষের মরম॥ অমতে বুঝহ হরি সকল প্রধান। এই হেতু হরি সেবে সর্ব্ব জ্ঞানবান॥ পুরাকালে হরি হেতু সত্ত্বের আশ্রয়। করিতেন মুনিগণে বেদাদিতে কয়॥ वर्जभादन यिन कत्र इति आताधन। অত্যেতে ভজহ সত্ত মঙ্গল কারণ॥ মোক্ষ লাগি নারায়ণে ভজে যত জ্ঞানী। না কভু তাহারা ভুলে জনক জননী॥ যাহার হৃদয় পূর্ণ রক্তস্তমো গুণে। পিতা পুত্ৰ অৰ্থ ভূত পূজে সেইজনে॥ বেদ যজ্ঞ যাগ দান তপস্থা ধরম। একমাত্র বাহ্নদেব সবার চরম॥ বাহ্নদেব ভিন্ন ভবে নাহি অস্থগতি। বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যতেক হুমতি॥ হারর ক্ষমতা শুন যত মুনিগণ। তাঁহার মায়ায় বিশ্ব হইল স্ঞ্জন॥ আকাশাদি মহাভূত তাঁহার মায়ায়। স্বজিত হইয়া থাকে তাঁহার আত্মায়॥ সকলের আত্মা হরি বিখের মাঝারে। সকলি তাঁহাতে মগ্ন কে বুঝে তাঁহারে॥ বিশ্বস্রফী বলি তাঁর নাছি অভিমান। বিশ্বই চিত্তের রূপে হেরে জ্ঞানবান ॥ कार्छएज्य यथा व्याग थाकरम निष्टित । তেমতি দকল ভূতে দে হরি ভূষিত। বিশ্ব-আত্মা সেই হরি পরম ঈশ্বর। ভূতরূপে প্রকাশিত ব্যাপি চরাচর ॥ यपि यन मर्व्यकृत्छ थात्क कि श्रकादत्र। করেন বিষয় ভোগ এ ধরা সংসারে॥: ইন্দ্রিয় ও আত্মাগণ চারিস্কৃত ভাবে। ইচ্ছা ক্ৰমে হুঃখভোগে আপন প্ৰভাবে॥

হেরিতে আপন লীলা সত্ত্ত্ত্তগময়।
সংজেন মান্তুম, পক্ষী, পশু, জীবচয়॥
আজারূপে সকলেতে প্রবেশিয়া হরি।
পালিছেন তিনলোক সংসারের তরি॥
ভগবান গুণ এই করিসু কীর্ত্তন।
বুবাহ জ্ঞানের বশে বত মুনিগণ॥
উপেক্ত রচিল গীত হরি আশা করি।
ভাবহ সংসারবাসী ব্রহ্মময় হরি॥
ইতি ছরিগুণ বর্ণন সমাধা।

প্র-েখরের আকার ও অবতার কথন।

সূত কহে শুন শুন যত মুনিগণ। অবতার কথা কহি শুন দিয়া মন॥ ইচ্ছা করি ভগবান স্বজিতে ভূবন। আপনি পুরুষ রূপ করেন ধারণ॥ অহঙ্কার পঞ্চুত একাদশেনিয়। সবে মিলি রূপ হজে ভূবনের প্রিয়॥ পদ্মনামে কল্প ছিল ভুবনে প্রচার। যোগনিদ্রাবশে ছিল পুরুষ আকার॥ যোগবলে পুরুষের নাভির মাঝারে। জিমালেন কমলিনী প্রফল্ল আকারে॥ পুরুষের সহযোগে পদ্মের গরতে। আপনি সে বিশ্বপতি ব্রহ্মা জন্ম লভে॥ তথাপি সে পুরুষের নাহিক বিকার। সত্তগ্রহা তিনি সত্ত্বের আধার॥ পুরুষ করিল যবে অঙ্গের সংস্থান। তবেতো জগত হ'ল সর্ব্ব বিখ্যমনে॥ হেরিতে ভাঁহার রূপ কেহ নাহি পায়। যোগীরা যোগের বলে জ্ঞানে হেরে ভাঁয়॥ অপূর্ব্ব ভাঁছার বেশ যোগিগণ কর। অসংখ্য অদ্ভত হস্ত দেহ বিশ্বময়॥ পুরুষাবতার সেই সকলের মূল। নাহি তাহে সৃক্ষা তাঁর সকলই স্থূল।

আর যত অবতার ইহাতে অদ্ভত। লীলা শেষে সবে হবে উহাতে সংযুত॥ না হয় উহার ধ্বংস বেদাদিতে কয়। অবতার রূপে অংশে ক্রীবাদি জন্ময়॥ সেই বিশ্বনাথ শেষে ভূবন কারণ। প্রথমেতে অবতার হয়েন ব্রাহ্মণ॥ ১ কৌমার স্থষ্টির বলে ভ্রহ্মচর্ग্য করি। দেখায়েছিলেন লোকে স্বরগের তরি॥ দিতীয়ে শুকর রূপ সর্বালোকে কয়। ২ বারি হতে পৃথিবীকে তোলেন নিশ্চয়॥ তৃতীয় নারদ নামে হ'য়ে অবতার। ৩ ভূবনে বৈষ্ণব তন্ত্র করেন প্রচার॥ বৈষ্ণৰ ভক্তের গুণে যতেক মানব। কৰ্মভোগে মুক্ত হ'য়ে ত্যক্তে এই ভব॥ নারায়ণ নাম ধরি চারি অবতারে। কর্ম্ম ভার্য্যাগর্ভে জন্ম সংযমী আকারে॥ ৪ পঞ্চমেতে সিদ্ধেশ্বর কপিলের নামে। সাংখ্যতত্ত্ব প্রচারেন এই ভবধামে॥ ৫ দক্তাত্রেয় নাম লন ষষ্ঠ অবতারে। অত্রির প্রার্থনা-বলে পুল্রের আকারে॥ ৬ সপ্তমে আকৃতি গর্ভে যজ্ঞ নামধারী। স্বায়স্তুব মন্বন্তরে যত্ত অধিকারী॥ ৭ অক্টমে অগিপ্র পুত্র ঋষভ আকার। পর্যহংস পথ জিনি করেন প্রচার॥ ৮ নবমেতে নারায়ণ ধরি পুধু নাম। ত্রবিবারে খাষিগণে দেহে ধরাধাম॥ ৯ প্লাবনে ভূবিল মহী মহামন্বস্তরে। দুশমে জন্মেন হরি মংস্য নাম ধরে॥ ১০ রক্ষিবারে বৈবস্বতে মহা তরণীতে। ধরিলেন মৎস্থরূপ ভাসিয়া বারিতে॥ দেবাস্তর যবে করে সমুদ্র মন্থন। ধরিতে মন্দার গিরি কুর্মরূপী হন॥ ১১ একাদশে এইরূপ সর্বজন কয়। পুঠেতে মন্দার ধরি জলেতে ভাসয়॥

ধশ্বস্তরী রূপ হয় দ্বাদশ তাঁহার। অমৃত লইয়া হন ভুবনে প্রচার॥ ১২ ত্রয়োদশে মোহিবারে দেবতা-নিচয়। অমতে মোহিনীবেশ ধারণ করয়॥ ১৩ চতুর্দ্দশে নরসিংহ রূপেতে প্রকাশ। পুরাণ তাহাতে প্রভু প্রহলাদের আশ। বিষ্ণুহিংসা কাশিপুরে করিয়া হনন। রাখেন আপন যশঃ প্রচারি ভুবন ॥ ১৪ **शक्षमत्म इनिवाद वनि महादाद्य ।** উরেন বামনরূপে এই ধরা মাঝে॥ লাঘবিতে দান গৰ্ব্ব গিয়া যজ্ঞস্থলে। তিনপদে ত্রিভুবন হরেন কৌশলে॥ ১৫ ষোড়শে পরশুরাম ভুবনে বিদিত। একবিংশবার ক্ষত্রে করেন ছেদিত॥ ১৬ সপ্তদশে ব্যাসরূপে হন অবতার। বেদশান্ত্র প্রকাশিয়া করেন বিস্তার ॥ ১৭ যে জন পবিত্ৰভাবে হ'য়ে একমন। সন্ধ্যা প্রাতে অবতার করেন কীর্ত্তন॥ দূরে যায় ভবতুঃখ চিরস্থ তার। খোলা থাকে স্বর্গপথ কারণ তাহার॥ মায়ার কল্পনা বলে জগত ঈশ্বর। ধরেন পূর্বেতে রূপ কহিন্থ বিস্তর॥ নিরাকার ব্রহ্ম তিনি নাহি তাঁর দেহ। সর্বত্র বিরাজ তাঁর নাহি কোন গেই॥ কি সাধ্য তাঁহারে জীবে হেরয়ে নয়নে। মায়ামাত্র তাঁর রূপ প্রকাশ ভুবনে॥ হেরিলে উপরে মেঘ-পরমাণু যত। পবন হেরিম্ম বলি করে নরে মত॥ তেমতি মানব সবে অজ্ঞানের বশে। ঈশ্বর হেরিমু বলি থাকয়ে হরষে॥ যগ্যপি তাপসরুন্দ হেন বুঝ মনে। নিরাকার বিভূ তবে বলেন কেমনে॥ করিব মীমাংসা তার করিয়া যতন। অবস্থিত হ'য়ে সবে করহ প্রাবণ ॥

স্থল অবতার রূপ সংসারে প্রকাশ। সূক্ষ্ম রূপ আছে তাঁর সদা অপ্রকাশ। হস্তপদ চক্ষু কর্ণ নাহি কিছু তাঁর। দর্শন প্রবণ শৃষ্য এমন আকার॥ অস্তিত্ব তাঁহার বেদে করয়ে প্রমাণ। স্ষষ্টি কথা বিনা জীবে কেবা দেয় প্রাণ॥ অজ্ঞান হইলে দূর যবে জ্ঞানবলে। স্থুল সূক্ষ্ম একমাত্র বুঝহ সকলে॥ ত্রখন পরম তত্ত্ব উদিয়া অস্তরে। ভাবে সর্ব্ব ব্রহ্মময় সংসার ভিতরে॥ যত দিন আত্মা রহে মায়াতে ভূষিত। ততদিন জ্ঞান নাহি হয় নিবেশিত॥ করমের বলে জ্ঞান হইলে বিদিত। উপাধি নাহিক ত্রন্মে হয় যে বিদিত॥ কর্ম্ম জন্ম নাহি তাঁর ব্রহ্ম সনাতন। কল্পনাই তাঁর রূপ কহে জ্ঞানীজন॥ অফ্টাদশে রামচন্দ্র দশর্থ স্থত। দাগেরে বাঁধেন দেতু অতীব অন্তত॥ ১৮ সাধিতে দেবের কার্য্য দশাননে নাশি। হইলেন গুণময় ভুবনে প্রকাশি॥ হ'লেন কেশব নামে যতুকুল মাঝে। নাশিতে সংসার ভার ভুবনে বিরাজে॥ সতা ত্রেতা দাপরেতে করিতে উদ্ধার। ধরিলেন নারায়ণ ঊনিশ আকার॥ ১৯ বর্তুমানে হইয়াছে কলির সঞ্চার। গয়াতীর্থে বুদ্ধনামে হবেন প্রচার॥ ২০ অবশেষে সবে কলি হইবে অস্তর। কল্কি নামে আসিবেন ভুবন ভিতর॥ ২১ বিষ্ণুযশা নামধারী ত্রাহ্মণ ঔরসে। জিমাবেন এ সংসারে হরি মায়াবশে॥ অতএব শুন সবে হয়ে একমন। একমাত্ৰ বিভূ হ'তে সকল জনম।। অনন্ত প্রবাহ উঠি এক দরোবরে। দিগত্তে বহুয় যথা পুথিবী ভিতরে॥

তেমতি পুরুষ হ'তে সর্ব্ব অবতার। জনমি প্রকাশি লীলা বিলয় আবার ॥ সত্ত্ত্রণময় বিধি সকলের সার। তাহাতে বিশ্বের সৃষ্টি সংসারে প্রচার॥ প্রজাপতি, ঋষি, মন্তু, দেবতা, মানব। সকলি হরির অংশে হয়েন উদ্ভব ॥ তমাধ্যে কেহবা অংশে কেহ কালবণে। ভুবনে প্রকাশ হন নিজ কর্ম্মবশে॥ তাহার সাঝারে তবে শুন মুনিগণ্। শ্রীকৃষ্ণ ত্রন্মের রূপে অবতীর্ণ হন॥ যদি বল অবতার হন কি কারণ। যদি হরি মহাশক্তি করেন ধারণ॥ তাহার বিশেষ কথা শাস্ত্রে এই কয়। নাশিবারে দৈত্য-ভয় অবতার হয়॥ ইন্দ্রশক্ত দৈত্যগণ জনমি ভুবনে। আরম্ভিলে উপদ্রব হরি সে কারণে॥ অবতার রূপে গিয়া ভুবন মাঝার। অনায়াদে দৈত্যগণে করেন সংহার॥ জীবের সহিত বিভূ জনম লভিয়া। করেন বিশ্বের কর্ম স্বীয় প্রাণ দিয়া॥ তথাপি যে তিনি জীব কে পারে বলিতে। রূপধারী মাত্র তিনি জীবের বিদিতে॥ বিভুর কুপায় বিশ্ব স্থজন পালন। লীলা শেষে সৃষ্ট বন্ধ হয় বিনাশন ॥ তাঁহার ইচ্ছায় সর্ব্ব জানিহ সকলে। কিন্তু তিনি লিপ্ত নন কোনও কৌশলে॥ তিনিই জীবরূপে ভূতের অস্তরে। প্রবেশি করেন কার্য্য ইন্দ্রিয়ের ভরে॥ ব্যাসের প্রবোধে শুক এ হেন কহিলে। ভাসেন যতেক ঋষি সন্দেহ সলিলে ॥ ইন্দ্রিয় মাঝারে যদি তাহার আবাস। সৃষ্ট কাৰ্য্য ফল ভোগ কেনই প্ৰকাশ। নাহিক উত্তর তার জ্ঞানীর অন্তরে। কুবৃদ্ধি মানবে তাঁর মূর্ত্তি দংখ্যা করে॥

কি কারণে সেই লীলা কেন অবতার। কে বুঝাবে হেন কৃট অর্থের প্রকার॥ বিভুর নিকটে লভি দেহ প্রাণ মন। অজ্ঞ নট মন সবে করে আবরণ॥ নটের ৰুল্লনা বলে অতীত ঘটনা। জীবস্ত দেখাও যথা করিয়া রটনা॥ তেমনি কল্পনা-বলে অবিজ্ঞ সানব। গাহে ঈশ্বরের রূপ কারণ বৈভব॥ যেজন হৃদয়ে সাধে সেই চক্রপাণি। ভক্ত মাত্ৰ সম্বোধন কহে তায় জ্ঞানী 🛭 ভক্তিতে তত্ত্বের কথা ক'হেছি পূরবে। ভক্ত বিনা তাঁর ভাব না বুঝে এ ভবে॥ ধন্য ধন্য ঋষিগণ ধরার মাঝারে। বাম্বদেবে ভক্তি সবে করিছ প্রকারে॥ নারায়ণে ভক্তি সদা করে যেইজন। জনম যন্ত্রণা তার হয় যে পগুন॥ যেই ভাগবত কথা জিজ্ঞাসিলে সবে। শুক লাগি ব্যাস তাহা প্রকাশিলা ভবে॥ যাবতীয় ইতিহাস পুরাণ রতন। সকলের সার ইথে আছে বিবরণ॥ নিখিলের দেবতুল্য স্বস্ত্যয়ন সার। মঙ্গল কারণে গ্রন্থ ভূবনে প্রচার॥ হরির চরিতে ইথে বিস্তারে বর্ণিত। শুনিলে মোহিত হয় মানবের চিত॥ পাণ্ডবংশধর রাজা নাম পরীক্ষিত। ঋষিশাপে ত্যক্ত প্রাণ হইয়া নিশ্চিত॥ করিলেন তিনি আসি গঙ্গায় নিবাস। শুকমুখে এই গ্রন্থ তথা স্বপ্রকাশ॥ তারিতে তাঁহারে শুক ব্রহ্মশাপ হ'তে। কহিলেন দার কথা ভাগবত মতে॥ ধর্ম জ্ঞান কৃষ্ণ সহ ত্যজিলে জীবন। আঁখারে পতিত হ'ল মানবের মন॥ ঘুচাতে আঁধার সেই ভাগবত রবি। ব্যাদের মানদে বসি প্রকাশিল ছবি॥

শাবিশ্রেষ্ঠ শুক যবে করিয়া যতন।
পরীক্ষিতের পাপরাশি করিতে খণ্ডন॥
প্রকাশেন ভাগবত হরি কথা সার।
সমস্ত শুনিসু আমি শ্রবণে আমার॥
কহিব সে ভাগবত শুন দিয়া মন।
শুক মুখে যথা আমি করেছি শ্রবণ॥
উপেন্দ্র হৃদয়ে করি হরিপদ সার।
রচিলেক ভাগবত অমৃত আধার॥
যে শুনিবে যে পড়িবে এই হরিকথা।
ঘূচিবে সংসার ছুঃখ তাহার সর্ববণা॥
ইতি পরমেধরের আকার ও শুণবর্ণন সমাপ্ত।

ভাগবতের উৎপত্তি বিষয়ক প্রশ্ন। হরিগুণ বর্ণনার হলে সমাপন। জিজ্ঞাদে শৌনিক তবে সূতেরে তখন॥ ধন্য ধন্য তুমি সূত ঋষির সমাজে। সর্বশাস্ত্র সার তব মানসে বিরাজে॥ ওহে বার্মা শ্রেষ্ঠ সূত! জিজ্ঞাসি তোমায়। কহ ভাগবত কথা তুষিতে সবায়॥ যেমতি কহিল শুক পর্নাক্ষিত স্থানে। যেমতে বুঝিলা তুমি আপনার জ্ঞানে॥ কোনযুগে কোন স্থানে ভাগবত সার। কেন রচি দ্বৈপায়ন করেন প্রচার॥ কোনজন ব্যাসে হেন বুদ্ধি আরোপণ। করিলেন ভুবনের মঙ্গল কারণ। আর প্রশ্ন আছে মম শুন মহামূনি। শুকদেব মহাযোগী সর্ববত্রই শুনি॥ ব্রহ্মদর্শী নাম তার নাহি ভেদ জ্ঞান। ঈশ্বর বিহনে তাঁর নাহি রহে প্রাণ॥ মায়ার মোহনে তিনি আবরিত নন। মূঢ় জ্ঞানহীন তারে করয়ে রটন॥ উত্তম উপমা তার ভুবনে প্রকাশ। রহিয়াছে বলি তার কিঞ্চিৎ আভাষ II

আশ্রম ত্যজিয়া শুক চলিল কাননে। এकमा मञ्जी अक (इरातन नगरन। কমল কহলার শোভে ভাসে রাজহংস। হেরে তার শোভা হয় বৈরাগ্যের ধ্বং**দ॥** সারস সারসি নাচে দলে দলে মিলি। উলঙ্গে অমর নারী করে জলকেলি॥ হেরিয়া এ হেন শোভা সে মুনি নয়নে। নাহি মোহিলেন তিনি চলিলেন বনে॥ মহাযোগী হেরি ভাঁরে অমর-স্থন্দরী। উলঙ্গে রহিল জলে লভ্জা পরিহরি॥ পরে যবে ব্যাসদেব পুত্রের কারণে। আসিলেন সেই স্থানে শুক অন্বেষণে॥ আশ্রমী ব্যাসেরে হেরি যতেক স্কন্দরী। লজ্জায় পরিল বস্ত্র করি হরাহরি॥ এ হেন ঘটনা ঋষি হেরিয়া নয়নে। জিজ্ঞাসেন মিউভাবে তরনারীগণে॥ কহ স্থলোচনা সবে শুনিতে বাসনা। কি কারণে শুকে লঙ্গা কর না বল না॥ আমি বৃদ্ধ ঋষি হই শুকের জনক। বিশেষ *ভব্*দর সেই বয়সে যুবক ॥ উলঙ্গ হইয়া শুক করিল গমন। তারে হেরি নাহি অঙ্গে দিলা আবরণ॥ অতি বৃদ্ধ ঋষি আমি শাস্ত্রে সদা মন। আমারে দেখিয়া লঙ্জা কর কি কারণ॥ শুনিয়া রম্পা দকে ব্যাদের ভারতি। কহে মৃত্যু হত হাসি করিয়া আরতি॥ আশ্রমী আপনি মুনি শুক তাহা নয়। সে কারণে শুকে হেরি লঙ্জা নাহি হয়॥ আশ্রমীর নারী নরে আছে ভেদ জ্ঞান। অনাশ্রমা সে শুকের সকলি সমান॥ পিতাপেক্ষা জ্ঞান সূত। শুকের ঈশ্বরে। উন্মন্ত জড়ের মত সদা বাস করে॥ সে হেন মহর্ষি শুক বল কি কারণ। কুরুজাঙ্গ হস্তিনায় উপস্থিত হন॥

নাহিক কখন যাঁর নগরে গান। কেমনে জানিল তারে জনপদগণ॥ কেমনে বা সেই ঋষি পর্রাঞ্চিত পাশে। আপনার মনোভাব তাঁহারে প্রকাশে॥ কি প্রদঙ্গ তথা বল হ'লো উপস্থিত। ভাগবত কথা যাহে হ'লো প্রচারিত॥ শুনিয়াছি লোকমুগে হে ঋষিভূষণ। গৃহপত করে শুক আরোপি চরণ॥ গৃহস্থের গৃহে নাহি রন বহুক্ত। যে সময় মাঝে এক গাভীর দোহন॥ ভাগবত কথা শুনি বারিধির সম। কেমনে কহিল তাহা সে ঋষি-সভ্য॥ ধন্য সেই পরীক্ষিত অভিমন্যু স্তত। কহ তাঁর জন্মকথা অতীব অদ্ভুত॥ পাণ্ডবংশে অলঙ্কার সেই নরপতি। রাজ্য-ত্যজি গঙ্গাতীরে কেন বা বসতি॥ কি কারণে ভোগ ত্যজি রাজা অনশনে। ছাড়িয়া সংসার আশা ত্যক্তেন জীবনে॥ শক্রগণ অবনত শাসনের গুণে। কেন ত্যজিলেন রাজ্য কহ মহাখনে॥ অতুলন রাজ্য ধন তরুণ যৌবন। ত্যজিলেন অবহেলে বল কি কারণ॥ না শুনি এ হেন বাণী কখন ভুবনে। কোন রাজা প্রাণ ত্যজে ছাড়ি রাজ্যধনে। ভগবান সদা সেবে যাহার জীবন। সে জন সতত রহে মঙ্গল কারণ॥ নাহি হেন প্রথা কভু ত্যজিয়া ভুবন। পরের মঙ্গল-তরে করয়ে সাধন॥ তবে কেন পরীক্ষিত ভজিয়া ঈশ্বরে। জীয়ন্তে মঙ্গল ত্যজি ছাড়ে কলেবরে॥ কহ সূত কহ এবে পুরুষের কথা। শুনিতে আসক্তি সবে হ'তেছে সর্ববর্ণা॥ বেদ ভিন্ন সর্বশাস্ত্র জান তুমি সূত। কহ ভাগবত কথা অতি সে অন্তত ॥

শুনিয়া শৌনক-মুখে এ হেন আরতি। কহিতে লাগিল সূত ব্যাসের ভারতী॥ শুন শুন অবহিতে মহামুনিগণ। কেমনে হইল কহি ব্যাসের জনম॥ তুই যুগ গত হ'লে দ্বাপর প্রকাশে। তাহে জিমালেন ব্যাস ধরা হিত আশে॥ আছিল বহুর কম্মা সত্যবতী নাম। মোহন মুরতি তাঁর শোভে ধরাধাম॥ তারে বিভা কৈল আসি পরাশর ঋষি। নাচিল আনন্দে সবে পূরি দশদিশি॥ উভয়ের সহযোগে জন্মিলেন স্থত। নাম তার ব্যাস হ'লো চরিত অদ্ভূত॥ হরি অংশ শোভিল সে ব্যাদের শরীরে। জ্ঞান আসি গ্রাসে তাঁর অজ্ঞান তিমিরে বুদ্ধিবলে তিনকাল হ'য়ে ঋষি জ্ঞাত। যুগ-ধর্ম মিশাইলে হন পরিজ্ঞাত॥ যুগধর্ম বিনাশেতে ভৌতিক শরীর। কর্মাদোযে হ্রাস হয় করিলেন স্থির॥ দেহ হ্রাস বৃদ্ধি হ্রাস শান্ত্রের বিধান। মানবে ভুলিল সবে ঈশ্বরের জ্ঞান॥ অধীর সতত হবে অল্লায়ু হইয়া। প্রাণহাঁনে ভাগ্যহীন করম করিয়া॥ একদা যাইলে নিশা দেখা দিল ঊষা। আসিলেন সরস্বতী তীরে ঋষিভূষা॥ স্পর্শিয়া তটিনা বারি বসিয়া আসনে। বর্ণের মঙ্গল হেতু চিন্তিলেন মনে॥ চিন্তিয়া আপন মনে ব্যাস ভগবান। ভাঙ্গিলেন বেদ কথা শাস্ত্রের প্রধান॥ এক বেদ চারিভাগে করম কারণ। ঋত্বিক চতুষ্ট করি করেন রচন॥ চারিখেদ অনুসারে করিলে কারণ। শুদ্ধ হয় মনুষ্য জন্ম জ্ঞান উৎপাদন॥ চারিভাগে বেদে ঋষি করিয়া উদ্ধার। পুরাণ পঞ্চম বেদ করেন প্রচার॥

পৈল খাষি শিখ খাক জৈমিনি সে সাম। বৈশস্পায়ন শিখে যজুঃ ধরাধাম॥ সমস্ত অথর্ব্ব বেদ করি অধ্যয়ন। পুরাণ শিখিল পিতা লোমহর্ষণ॥ ভুবনে প্রচারে তায় পূর্ব্ব ঋষিগণ। শিখান আপন শিষ্যে হ'য়ে একমন॥ শিষ্যেরা শিক্ষার বলে নানাশাখা করি। সহজ করিল বেদ সংসারের তরি॥ হীন বুদ্ধিগণে করি শাখা অধ্যয়ন। বাড়ায় আপন বুদ্ধি করিয়া যতন॥ বর্ণের অধম শুদ্র আর নারীগণ। বৃদ্ধিশৃষ্য হেডু বেদ না বুঝে কখন॥ সে সবে কেমনে হবে ভবে পরিত্রাণ। ভারত রচিলা ঋষি করিয়া সন্ধান॥ এত শাস্ত্র রচি ঋষি কাতর অন্তর। নাহি তৃপ্তি মনে পান সংসার ভিতর॥ সরস্বতী তীরে বসি চিস্তিত অন্তরে। ভাবেন আপন মনে সংসারের তরে॥ ভাবিয়া কছেন ঋষি আপনার মন। ব্রতধারী হইলাম বেদের কারণ॥ পূজিকু অগ্নিরে ইস্টে ভাবিয়া জীবন। ভারতে করিমু যত বেদার্থ কীর্ত্তন॥ অধম বরণ নারী আর শুদ্রজন। ভারত শুনিলে পাবে ধর্ম আস্বাদন॥ তথাপি জীবাত্মা কেন নহে পূর্ণ আশ। পুনশ্চ রচিতে শাস্ত্র করে অভিলাষ॥ বুদ্ধিযোগে করিলাম অন্তরেতে ধ্যান। ঈশ্বর সংযত আত্মা হইয়াছে জ্ঞান॥ ঈশ্বরে হইয়া মগ্র আমার অন্তর। অভিন্ন রহিছে ভাবি হ'তেছে কাতর॥ তেজোময় জ্ঞান মম হৃদয়ে প্রকাশ। অসতের স্থায় কেন তাহার আভাষ॥ সম্বোধি সকল ঋষি কছে তবে সূত। নারদ গমন কথা অতীব অদ্ভূত॥

অনন্তর মহাঋষি নারদ তথন। জিজ্ঞাসে ব্যাসেরে করি আসন গ্রহণ ॥ আছ তো হে ঋষি ব্যাস! সর্ববণা কুশল। শরীরাভিমানী আত্মা অথবা চঞ্চল॥ মনোময় আত্মা তব আছে তো মঙ্গলে। বলহ কুশল কথা নিজ বুদ্ধিবলে॥ ধর্মাদি বিবিধ কথা সকলি বুঝেছ। সকলের অনুষ্ঠান তুমিত শিখেছ॥ বোধ হয় করিয়াছ সর্বব সম্পাদন। নচেৎ করিলে কিসে ভারত রচন॥ অখিল ধর্ম্মের কথা ভারতে ভূষিত। পাঠমাত্রে মুগ্ধ হয় জ্ঞানীজন চিত॥ ত্রক্ষের মীমাংসা তুমি নিজ বুদ্ধিবলে। করিয়াছ ধরাধামে অতি কুভূহলে॥ জানিয়াছ মহাব্ৰহ্ম আপন কৌশলে। বিতরিলে সেই জ্ঞান মীমাংসার ছলে॥ পরমহংদের লাগি ভারত ভিতর। না রচিন্ম হেন ধর্ম্ম পরিতোষকর॥ ধার্ম্মিকের যাহে তোষ না হয় পঠনে। সে শান্ত্র রুথাই মোর কি কাজ রচনে॥ নারায়ণ যাহে নাই রুখা সে রচন। পরমহংসেরা তাহে পরিভুষ্ট নন্॥ এ হেন ভাবেতে মগ্ন ব্যাদ তপোধন। সরস্বতী তীরে বসি উৎকণ্ঠিত মন ॥ হঠাৎ নারদ তথা করি আগমন। বিশ্মিত ব্যাদেরে হেরি করে সম্ভাষণ॥ নারদে দেখিয়া ব্যাস সম্ভুক্ত অন্তর। যথোচিত পূজ। তাঁরে করেন বিস্তর॥ ইতি ভাগবতোংপত্তি প্রশ্ন সমাপ্ত।

অণ নারদ কর্তৃক ব্যাসের ভাগবভোপদেশ। কেন কেন তপোধন তুমি বিষাদিত। শোকে কেন আবরিছে তব শুদ্ধচিত॥

শুনিয়া এতেক তবে নারদ ভারতি। উত্তরেন ব্যাসদেব করি স্থির মতি॥ যতেক কহিল ঋষি সত্য সে সকল। কোন মতে সম আত্মা নহে স্থলীতল।। আছিল যতেক সাধ্য ক'রেছি সাধন। কেন অসম্ভক্ত মন না বুঝি কারণ॥ ব্রহ্মার শরীর হ'তে আপনি উদ্ভব। জ্ঞানবলে অন্তর্য্যামী জ্ঞাত আছ সব॥ নাহিক বৃদ্ধির দীমা আপন অন্তরে। কেন মুগ্ধ মম মন কহ দয়া ক'রে॥ যতেক গোপন কথা পৃথিবী মাঝারে। কোনটি অজ্ঞাত দেব নাহি আপনারে॥ যাঁহার কুপায় হয় এ বিশ্বপালন। আপনি করেন সদা তাঁহে আরাধন॥ যোগবলে বায়ুগামী আপনি এ ভবে। অন্তরে বায়ুর সম প্রকাশিত সবে॥ কি বৃদ্ধি ধরায় আছে আপন অজ্ঞাত। অন্তৰ্য্যামী নাম তব এ ভুবনে খ্যাত॥ জানিতে নিতান্ত আশা অন্তরে আমার। কছ ঋষি দয়া করি জীবনের সার॥ যোগে জানিয়াছি ঈশ বেদ অধ্যয়নে। তথাপি অন্তর তুই নহে কি কারণে॥ কছ ঋষি দয়া করি আপনি প্রভাবে। কিবা আয়োজনে মোর হুঃখ দূরে যাবে। শুনিয়া ব্যাদের কথা নারদ স্থমতি। কহিছেন একে একে প্রকাশিয়া সতি॥ রচিল বিস্তর গ্রন্থ ভূবন মাঝার। কোনটির কর নাই ভগবান সার॥ বিধির নির্মাল যশঃ করেন কীর্তন। সেই হেতু এত তব সচঞ্চল মন॥ যেই জ্ঞানে বাস্থদেব তৃষ্ট নাহি হন। অপকৃষ্ট জ্ঞান তারে কহে জ্ঞানিগণ॥ ভারতে ধর্ম্মের কথা অধর্ম্ম বিস্তর। করিয়াছ প্রদর্শন খুলিয়া অন্তর॥

তাহে বাহ্নদেব কীর্ত্তি করনি প্রকাশ। সে হেতু অতৃপ্ত তব গানসের আশ। कि यन यथुत्र शन कतिया तहन । যাহে হরি যশঃ গীত না হয় কীর্ত্তন॥ মনোরম পদ যাত্র কামীর কারণ। নাহি মুগ্ধ হয় কভু তাহে জ্ঞানিজন॥ রাজহংস যথা চরে মানস সরসে। তেমনি পরমহংস মত্ত সত্ত রসে॥ নির্ম্মল ত্রক্ষের যশঃ তাঁদের অন্তরে। উদিলে যতনে তাঁরা আনন্দে বিহরে॥ যে গ্রন্থের প্রতি পদে হরির কীর্ত্তন। সেই গ্ৰন্থ পাঠে হয় পাপ বিনাশন॥ সাগুজন সেই গ্রন্থ পঠন সময়ে। সতত উচ্চারে হরি আপন হৃদয়ে॥ আর কি বলিব ব্যাস শুন দিয়া মন। অভেদায়া ব্রহ্মজ্ঞান হয় অশোভন॥ হরিনাম যাহে কভু না হয় শোভন। র্থা সেই ত্রহ্মজ্ঞান রুথাই সাধন॥ কাম্য বা অকাম্য কর্ম্ম আশা করি ফল। ঈশ্বরে না সমর্পিলে সকলি বিফল ॥ সেই হেতু ব্যাস শুন আমার বচন। সেই ব্রহ্মে একগনে করহ স্মরণ॥ অতুন তোমার বৃদ্ধি বিখ্যাত সংসারে। নির্মাল হরির যশে ভূষাও ধরারে॥ সত্ত্বেও তোমার নিষ্ঠা আছে বিলক্ষণ। ব্রত অনুষ্ঠানে রত সদা তব মন॥ ঘুচাতে নরের এই সংসার বন্ধন। বিরচ কেশব কথা করিয়া স্মরণ॥ নাহিক উপায় আর মনেরে ভূষিতে। বর্ণনীয় রূপ নাম ঘুচাও সহীতে॥ বারিধি মাঝারে যথা পবনের বলে। সতত ঘুরিয়া তুরী নানা পথে চলে॥ ঈশ্বরের রূপ সাধি তথা তব মন। হইয়াছে সচঞ্চল নৌকার মতন॥

কাম্যকর্ম উপদেশ রচিলা ভারতে। অক্সায় হইল তাহা জ্ঞানীজন গতে॥ ভারতের শ্রেষ্ঠ বলি মানবে কামীতে। তত্ত্বজ্ঞানী নিবারণ না মানিবে চিতে॥ কামনায় কর্ম মধ্যে সকলি নিন্দিত। তাহ। বলি হরিগুণ বর্ণন বিহিত॥ নিপুণ মানব কৰ্মে পাইলে নিস্তার। বুঝিতে ণারয়ে হরি অভেদ আকার॥ সকলের সগবুদ্ধি সংসারে না হয়। কেমনে ভজিয়া হরি নাশিবে সংশয়॥ সে কারণে বলি তোমা শুন তপোধন। ভাগবত লীলা সবে করাও দর্শন ॥ যন্তপি মানবে ত্যজি আপন ধরম। ছরিপদ সেবিবারে নেহারে চরম॥ অথবা কারণ-বশে সাধিতে অক্ষম। নাহি তার অমঙ্গল ধর্ম মাত্র ভ্রম ॥ হরি নাহি ভজি কোথা ভুবনে গানব। সাধিয়। স্বধর্ম পায় স্বরগ বৈভব ॥ হরি বিনা এ সংসারে সকলি অসার। ধর্ম বিধর্ম তাহে নাহি ব্যবহার॥ ব্রহ্ম বা স্থাবর লোক করিয়া ভ্রমণ। গে ধন নাহিক পায় পাইয়া জীবন॥ বিবেকী সে অনায়ানে করতলে পায়। যে জন হরির গাঁথা দিবারাত্রি গায়॥ পূর্ব্বজন্ম ফলে নরে বিষম বৈভব। কালবশে ছুঃখ সম পায় সেই সব॥ কি কাজ করিয়া চেক্টা সে ধন কারণ। অলভ্য হরির লাগি কর আরাধন। নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মি মুকুন্দে ভজিলে। তরিয়া সংসার ভাসে স্বরগ সলিলে॥ वृक्षिरल रतित्र मर्ग्य (मह मीनकन। আপন করম ফল হয় বিশ্বারণ॥ কিছুতে নাহিক হুংখ সমান দর্শন। সদা হ্রখে ভাসে তার দেহ প্রাণ মন॥

ঈশ্বর হইতে বিশ্ব নহে তে। অন্তর। আপনি ঈশ্বর ভিন্ন সংসার ভিতর ॥ ঈশ্বর করেন নিজে বিশ্বের স্ক্রন। তিনিই করেন শেষে সৃষ্টি বিনাশন। এ সকল কণা ঋষি তুমি জান সব। তথাপি সামাশ্য ভাবে বুঝালেন ভব॥ আপনি ভাবহ ব্যাস জনগ কারণ। হরি অংশে জন্ম তব মঙ্গল সাধন॥ যে হরির কীত্তি তুমি কর স্থপ্রকাশ। তাহাতে জীবনে তব পূর্ণ হবে আশ। যাগ-যত্ত দান-তপ বেদ অধ্যয়ন। হরিগুণে সব হেরে বিবেকী নয়ন॥ অন্ন আর কি কহিব শুন তপোধন। আমার জনগ কথা করিব কীর্ত্তন ॥ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে এক দাসী রেখেছিল। তাহার গর্ভেতে পূর্বেজনম হইন॥ মাতা মম দাণী ছিল আমি দাণী স্তত। কেমনে লভিন্তু জ্ঞান শুন হে অন্তুত। চাতুর্মাম্ম ত্রত লাগি নত তপোধন। হইলেন একত্রিত হেরি বরিষণ।। ব্রতের স্থবিধা লাগি জননী আমারে। নিয়োজিত করিলেন মুনি সেবিবারে॥ সহজে বালক কিন্তু কিছু বৃদ্ধিবলে। চঞ্চলতা লোভ ক্র্রাড়া ত্যজিমু সকলে॥ এক মনে তাঁহাদের আজ্ঞা পালিতাম। নাহিক অধিক কথা সদা সেবিতাম॥ হেরিয়া স্বভাব মোর জ্ঞান। ঋষিগণ। ভালবাসি করিলেন দ্যার ভাজন॥ এইরূপে কিছুদিন হইলে বিগত। অতঃপর শুন ব্যাস কহিব যেমত॥ একদা উচ্ছিষ্ট অন্ন রাখি মুনিগণ। কহিলেন আমারে সে করিতে ভোজন। তাঁহাদের আজ্ঞামতে করিন্ম ভোজন। আছিল যতেক পাপ হলো নিবারণ॥

পাপ নিবারণে হ'লে। মোর চিত্তশুদ্ধি। অভিক্লচি মতে হ'লে। ধর্ম্মপথে বৃদ্ধি॥ ঋষিগণ হরিকথা করিতেন গান। শুনিয়া হতেম মুগ্ধ জুড়াতাম প্রাণ॥ শ্রবণে হইল হ্লদে শ্রদ্ধা আবির্ভাব। শ্রদ্ধাবশে বুঝিলাম নারায়ণে ভাব॥ নারায়ণে অনুরাগ জন্মিল আমার। বুঝিলাম ব্রহ্মময় জগত সংসার॥ স্বয়ংই প্রপঞ্চতীত করি ত্রহ্মময়। নারায়ণ সর্বগত শুন মহাশয়॥ বর্ষা শরতে সেই মহামুনিগণ। করিতেন হরি-যশঃ গীত আরম্ভন॥ গীতে মোর হৃদিমানে ভকতি জন্মিল। রজঃ তমোগুণ তাহে বিনষ্ট হইল॥ এমতে লভিত্ব জ্ঞান দেবমুনি স্থানে। ক্রমেতে হেমন্ত আসি প্রবেশে ভুবনে॥ হেমস্ত আইল হেরি যত তপোধন। দুরদেশে তপ লাগি করিল গমন॥ যাইবার কালে মোর প্রতি কুপাবশে। দিলেন তুর্জ্বয় জ্ঞান পূর্ণ ভক্তিরসে॥ সেই জ্ঞান ঋষিগণে স্বরণ ভগবান। কহিয়াছিলেন সবে শুন গুণবান॥ বুঝিয়াছি বাস্থদেব সেই জ্ঞানবলে। অনন্ত অক্ষেয় মালা প্রকৃতি কৌশলে॥ ভগবান বুঝিবারে পারে যেই জন। ভগবান হয় জীব শাস্ত্রের কথন ॥ আধ্যাত্মিক ভৌতিক আর দৈবিক তপন। ঈশরে সঁপিলে কর্ম নাহি প্রয়োজন। রোগের জনম যাহা করিলে সেবন। তাহা সেবি কোথা হয় রোগের মরণ। ভেষজে না সেবি কোথা রোগে পরিত্রাণ। ভেষজ রোগের নাশ শাস্ত্রের প্রমাণ॥ শংসার প্রাপ্তির লাগি যত কর্ম্ম যাগ। ঈশ্বরে সঁপিহ যদি তার ফলভাগ॥

হইবেক এ সংসারে তবে মৃক্তি লাভ। একমনে যদি ভাব সেই পদ্মনাভ॥ যদি বল কোন কর্ম্মে সঁপিব ঈশ্বরে। নিরাকার সে ঈশ্বর সঁপি বা কি করে॥ জ্ঞান আর ভক্তি মাত্র ঈশ্বর কারণ। আছে মাত্র তুই কর্ম জুড়িয়া ভুবন॥ যেই কর্ম্ম সাধুজনে করে আচরণ। সবে বাস্থদেবে করে কর্ম্মেতে স্মরণ॥ যদি বল কেমনেতে করিব পূজন। কিবা মন্ত্র কিবা নাম ধরে সেইজন॥ আছয়ে ভাঁহার মন্ত্র শাস্ত্রে নিরূপণ। শুন মহামুনি ব্যাস হ'য়ে একমন॥ প্রহ্যন্নানিরুদ্ধরপী বাস্তদেব তুমি। সঙ্কর্বণরূপে আছ ব্যাপী কর্মভূমি॥ মনে মনে নমি রূপ করিয়া কল্পনা। উদ্ধার আমারে আছি মায়ায় মগনা॥ এই মাত্র মুর্ত্তি ভাবি যে করে সাধন। যথাৰ্থই সেই জ্ঞানী শুন তপোধন॥ এই উপদেশ ব্যাস করিয়া পালন। পেয়েছি হরির মূর্ত্তি জ্ঞানে দরশন॥ হরিও সম্ভুক্ত হ'য়ে মম জ্ঞানবলে। ভক্তি-প্রীতরূপ ধন দিলেন কৌশলে॥ হরিভক্তি-প্রীত সম কি ধন জগতে। পরিত্রাণ করিবেক এ সংসার হ'তে॥ শুন ব্যাস কর মন হরিনামে স্থির। হেরিবে হরিরে তুমি অস্তর বাহির॥ পর্যোশ মহাযশঃ করহ কীর্ত্তন। বুঝিবে সংসার মাগা তুফ্ট হবে মন॥ পগুতে হরিরে ইচ্ছা করেন জানিতে। গাও হরিনাম ব্যাস অবহিত চিতে॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরির কারণ। গাও সবে হরিনাম হয়ে একমন॥ ইতি নারদ কর্মক ব্যাসের ভাগবছোপদেশ সমাপ্ত। ব্যাদের প্রতি নারদের স্বীর এক্ষজান শিক্ষা কংন।

সূত বলে শুন শুন শৌনক ব্রাহ্মণ। নারদের জন্ম জ্ঞান বিচিত্র কথন॥ নারদের কথা শুনি ব্যাস তপোধন। জিজ্ঞাদা করেন তবে স্থির হ'য়ে মন॥ यत्य मूनिश्र श्राप्ति (श्रामा मृत्रामा । বাল্যকালে কোন কর্ম্ম কর ভূমি শেষে। শৈশব হ'ইলে গত আসিলে যৌবন। বল ঋষি কোনমতে কর আচরণ॥ আয়ু ফুরাইলে ঋষি কেমন করিয়া। ত্যজিলে আপন দেহ হরিরে স্মরিয়া॥ দেহনাশ সকলের কালের ধরম। কেমনে জানিলে পূর্ব্ব জন্মের করম॥ মহাপরাক্রান্ত কাল দেহের সহিত। স্মৃতিরে হরিয়া লয় শাস্ত্রের বিহিত॥ কোন ক্ষমতায় ঋষি হেরিয়া তোমারে। পূর্ব্ব জন্ম স্মৃতি তব রাখিল সংসারে॥ কহ কহ হে নারদ জিজ্ঞাসি তোমায়। সেই কথা শুনিবারে মম মন চায়॥ নারদ উত্তরে শুনি ব্যাসের বচন। শুন শুন ব্যাস তবে আমার কথন॥ ক্রমেতে আসিয়া হরি হৃদয়ে আমার। আবিসূতি হইলেন ত্রক্ষের আকার॥ হেরিয়া হরির প্রেম লোমাঞ্চ হইনু। আনন্দ-সাগরে আমি তথনি ভাসিকু॥ তখন হইল দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার। ভাবিত্র ঈশ্বর ভিন্ন নহে দেহ আর॥ তথন হইল হরি ত্বরা তিরোহিত। হারাইলে হরিরূপ সচঞ্চল চিত। হরিরে না হেরি ভেবে অন্তরে বিকল। দাঁড়াইয়া তরুমূলে হেরিমু সকল॥ আর নাহি পাইলাম সেই নারায়ণ। পীড়িতে না হেরে যথা পাইয়া নয়ন॥

হেরিয়া চঞ্চল মোর ব্যাকুলিত মন। আকাশ বাণীতে তবে কহে নারায়ণ॥ 🗢নহ অনাথ ! তুমি স্থির কর কর মতি। এ জন্মে চঞ্চল তুমি হইয়াছ অতি॥ অসিদ্ধ যোগীর কাম নহে নিবারিত। সেই হেছু কামি ভুমি জগতে বিদিত॥ অসিদ্ধ যোগীতে মোরে নাহি পায় দেখা। দেখহ শাস্ত্রের মাঝে আছে এই লেখা॥ মম প্রতি অমুরাগ তোমার অন্তরে। হেরিয়া দিলাম দেখা ভাগি প্রেমনীরে॥ সাধু সেবা করি ভুমি লভিয়াছ জ্ঞান। সেই হেতু আমা প্রতি মগ্ন তব প্রাণ॥ এ জন্ম ত্যজহ তুমি মম আশ। করি। পর জম্মে নিজ হ'তে পাবে তুমি হরি॥ আমাতে সঁপিলে দেহ নাহি হয় নাশ। বহু জন্মে শ্বতি তার না হয় বিনাশ। এমতি প্রবোধি গেলা ভূতময় চিত্র। শুনিয়া দে বাণী হ'লে। হৃদ্যু পবিত্র॥ নমিলাম নারায়ণে করি যোড়পাণি। হইনু সম্ভোষ চিত শুনিয়া সে বাণী। শুন ব্যাপ আমি তবে ত্যজিয়া সরম। যথা তথা গাইলাম ছরির মরম ॥ যথায় হইল ইচ্ছা তথায় যাইয়া। থাকিতাম হরিনামে সতত মজিয়া॥ হেমন্তের আগমনে যবে ঋষিগণ। দূরদেশে সবে মিলি করিল গমন॥ একাকী রহিন্তু আগি জননীর পাশ। স্লেহবশে করেন মা সদা শুভ আণ।। জননী ছিলেন দাসী সেবিতেন পর। তথন বয়স মম পঞ্চম বৎসর॥ তিনি ভিন্ন গতি নাই হেরিয়া আমারে। ক্ষেহবশে রাখিতেন নয়নের **ধারে** ॥ সর্ববদাই অভিলাষ আমার মঙ্গন। দাসী বলি নারিতেন করিতে সফল॥

কাষ্ঠের পুতুল যথা সকলে অক্ষম। পরদেবী জনে সেথা না শোভে করম। বয়স পঞ্চম মোর নাহি দিক্ জ্ঞান। হরিগুণে সেইক্ষণে মজিয়াছে প্রাণ॥ শৈশবে আমার হ'লো জ্ঞানের উদয়। ত্যজিলাম মায়ামোহ সংসার সংশয়॥ জননীর স্নেহ ত্যজি দদা অভিলাম। জননী থাকিতে মোর না পূরিল আশ। এইরূপে কিছুকাল হইল বিগত। শৈশব বিগত মোর যৌবন আগত॥ একদা জননী মোর নিশা আগমনে। প্রভু আজ্ঞা পালিবারে যান গো-দহনে॥ আছিল গোয়ালে গাভী আশ্রম বাহির। পথিমাঝে কালদর্প দংশিল শরীর॥ বিষের জালায় মাত। ত্যজিলেন প্রাণ। দেহ ত্যজি করিলেন স্বরণে পয়াণ॥ কিছু তাহে ছঃখ মোর না উদিল মনে। জননী নিধন মম হিতের কারণে॥ ত্যজিয়া জননী স্নেছ হরির কারণ। স্বাধীন জাবনে রব করি আরাধন॥ শুন শুন ব্যাস তবে অপর বারতা। ছঃখিনী জননী যবে হইলেন গত।॥ যে ভবনে করিতেন মাতা দাদীপণা। ত্যজিলাম সেইক্ষণে বুঝিয়া আপনা॥ কোথা যাব কি করিব না ভাবিয়া মনে। উত্তরে করিন্থ যাত্রা ভাঁহার কারণে॥ পথিমাঝে কত শোভা দেখিল নয়ন। সহস্র আকারে শোভে রজত কাঞ্চন॥ কত গ্রাম কত গোষ্ঠ প্রধান নগরী। কুষক নিবাস কত যাই পরিহরি॥ কোথাও দেখিতু গিরি মনোহর শোভা। গগনে বেড়িয়া শির অতি মনোলোভা॥ তাহাতে তুলিছে শাখা পাখিগণে ল'য়ে। করে পাখী মধুরব একমন হয়ে॥

নিৰ্মাল সর্বসী কত কমলে ভূষিত। জলদেবী করে খেলা হ'য়ে হরষিত॥ বিহঙ্গ ভাসিছে জলে ঝঙ্কারে ভ্রমর। মুনিজন মনোলোভা অতি মনোহর॥ এই দৃশ্য পরিহরি অনূরে কানন। হেরিলাম নয়নেতে দৃশ্য স্থশোভন॥ কাননের চারিদিকে বেণু বংশীস্বর। মাঝারে তরুর রাজি ফলে শোভাকর॥ তাহাতে সতত খেলে সৰ্প ও শাৰ্দ্ন। বহয় সতত তথা পবন মৃতুল॥ মনোহর শোভা হেরি নির্ভয় অস্তরে। প্রবেশিমু আমি ব্যাস তাহার ভিতরে॥ বহিছে তাহার মাঝে মৃত্র স্রোতম্বতী। হেরিয়া জুড়ালো প্রাণ স্থির হ'লো মতি॥ শ্রান্ত হ'য়েছিন্তু আমি করি পর্য্যটন। ক্ষুধা পিপাদায় ছিল কাতর জীবন॥ স্নান করিলাম তাহে শান্তির কারণ। অশ্বপ্রেমূলে আমি বসিন্মু তখন॥ হেরি প্রকৃতির শোভা মানস রঞ্জন। তিরপিত হ'লো আহা! আমার জীবন॥ তথন ভাবিন্থ মনে ঋষি উপদেশ। আত্মারূপ বিভু হৃদে করেন আবেশ। হেরিত্ব কানন মাঝে নাহিক মানব। সতত বহিছে বায়ু সকল নীরব॥ নিজ্জন নীরব স্থান পাইয়া কাননে। তথনি বিভুর পদ ভাবিলাম মনে॥ ভগবান-ভক্তিরস করিয়া স্মরণ। অশ্রুতে পূরিল মোর উভয় নয়ন॥ সতত সম্ভোষ চিত সদা স্পৃহা হীন। ভাবিতাম কবে মোর হবে শেষ দিন॥ এহেন জনম আমি কবে বা ত্যজিব। কবে পর জন্ম লভি হরিরে হেরিব॥ এইরূপে কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে। আসিল গ্রাসিতে মৃত্যু আমারে ত্বরিতে॥

গ্রাসিল আমার দেহ পঞ্চতুময়। হেরিলাম হরি তবে মহাব্রহ্মময়॥ যথন কল্লান্ডে হরি বিশের সংহার। ধরিলেন সেই হরি ত্রহ্মার আকার॥ সংহারিয়া সেই বিশ্ব সাগর মাঝার। যবে হরি করিলেন শয়ন আবার॥ তাঁহার দেহেতে আমি নিশ্বাদের বলে। প্রবেশ করিত্ব ব্যাস অতীব কৌশলে॥ হইলে হাজার সুগ অতীত এ ভবে। নিদ্রা পরিহরি হরি উঠিলেন তবে॥ নূতন বিশের স্ৃষ্টি করিতে প্রয়াস। করিলেন হরি যবে অন্তরেতে আশ। স্থাজিলেন মরিচাদি যত মুনিগণ। তাহার মধ্যেতে আমি হইনু সঞ্জন॥ হরির কূপায় জন্ম হেরিয়া ভুবনে। ত্রক্ষচর্য্য আরম্ভিন্ন সার ভাবি মনে॥ বিষ্ণুর মায়ায় আমি হয়ে কামাচারী। জাবের অন্তরে বিশ্বে প্রবেশিতে পারি॥ স্বররূপ ত্রন্মে পূরি হরিনাম গান। বীণায় সতত আছি পুরিয়া সন্ধান॥ শুনিয়া আমার গীত হরি মনে মনে। আবিভূতি হন ভাবি বসিয়া নির্জ্জনে॥ বিষয়ের মোহে জীব হইয়া পীড়িত। একমাত্র শান্তিলভে শুনি হরিগীত। যেজন সতত কামে আর লোভে রত। সে জন না পায় হরি সাধি অবিরত। মুকুন্দের দেবা যেবা সতত করয়। প্রসন্ন জীবন তার দেহ মাঝে হয়॥ করিলে জিজ্ঞাসা ব্যাস আমার নিকট। কহিলাম হরিকথা করিয়া সঙ্কট॥ তুষিতে তোমায় ভহে ব্যাস তপোধন। কহিলাম ঐহিরের জন্ম বিবরণ॥ এতেক কহিয়া সূত সব কহিলেন। নারদ ব্যাসেরে ভূষি যথা চলিলেন।

নমি সবে নারদেরে মহাতপোধনে। বীণায় হরিরে গাহি মোহে ত্রিভুবনে॥ উপেক্র রচিল গীত হরি কথা সার। ব্যাসের ভারতী ইপে উদ্ধার সংসার॥ ইতি ব্যাসের প্রতি নারদের স্বীর ব্রক্ষজান

ব্যাস কর্ত্ব ভাগবত রচন। ও উপদেশ।

শৌনক জিজ্ঞাসে সূতে করিয়া আদর। কি কাজ করিল ব্যাস কহ অতঃপর॥ সূত বলে শুন শুন শৌনক-নন্দন। কি কাজ করিল ব্যাস করিব বর্ণন॥ শুনিয়া নারদ-মূখে মহা উপদেশ॥ কামাদি রিপুরে ব্যাস করিলেন শেষ॥ একদা প্রভাত হ'লে তিমিরা রজনী। সরস্বতী তীরে যান ব্যাস শিরোমণি॥ নির্ম্মল তটিনী-তারে শম্যাপ্রাস নাম। আছিল আশ্রম তার খ্যাত ধরাধাম॥ বদরী ব্লক্ষতে পূর্ণ অতি শোভাকর। প্রকৃতি সতত শোভে প্রফুল অন্তর॥ মনোহর ফলফুল মধুর আঘ্রাণ। স্থূশীতন বায়ুবহে জুড়াইতে প্রাণ॥ কোকিল পঞ্চমে ডাকে পাখীর কাকলী। মুনিজন মনমোহে হেরিয়া সকলি॥ নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ নাহি নিরজন। ভবের ভক্তির স্থান তপের কারণ।। প্রবেশিয়া দেই স্থানে ব্যাস মুনিবর। করিলেন হরিপদে অভয় অন্তর॥ ভক্তিযোগ হেতু মন হইল নিৰ্ম্মল। ঈশ্বরে ছেরেন তিনি করি জ্ঞানবল ॥ ঈশ্বরের মায়া ক্রমে করি দরশন। সঁপিলেন ব্যাস তাহে নিজ প্রাণমন॥

মায়ার কৌশলে হয় অপূর্ব্ব রচন। কেহ তাহে জ্ঞান লভে কেহ বিসৰ্জ্জন॥ মায়ায় গোহিত জীব গুণাগ্মক ভাবে। গুণাতাত কেহ ভাবে মায়ার প্রভাবে॥ কেহ বলে আমি কর্ত্তা করিব করম। কেহ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে ভাবয়ে চরম॥ শ্রীক্নক্ষে করিলে ভক্তি মায়ার প্রভাব। দুরে যায় মোহ লোভ বুঝে ভব-ভাব॥ হেন মায়া বুঝি তবে ব্যাস শিরোমণি। রচিলেন ভাগবত অমতের খনি॥ ্বেই শুনে ভাগবত অমৃত রচন। ভক্তিযোগে সেই হেরে হরির চরণ॥ হরিতে জন্মিলে ভক্তি কি হয় সংসারে। মায়া মোহ নাশ হয় অজ্ঞান বিকারে॥ অতঃপর মুনিগণ করহ এবণ। ভাগবত নিজে ব্যাস করিয়া শোধন ॥ প্রথমে শুকেরে পাঠ করান তাহায়। সে হেতু শৈশবে শুক ত্যজিল মায়ায়॥ শৌনক শুনিয়া তবে সূতের বচন। জিজ্ঞাদেন ওহে সূত! বলিলা কেমন॥ ঈশ্বরে উন্মন্ত শুক ত্যজিয়া কামনা। আনন্দে ভাসেন সদা ত্যজিৱা বাসনা॥ কেমনে এ ভাগবত শুক তপোধন। করিলেন স্থির মনে পূর্ণ অধ্যয়ন॥ শুনিয়া কহেন প্রশ্ন সূত মুনিবর। উত্তরেন মনোমত ভাবিয়া বিস্তর ॥ ঈশ্বরে সঁপিলে মন যত মুনিগণ। নাহি কোন গুণকথা করেন প্রবণ॥ সতত মোহিত তারা সেই হরিগুণে। কি বাধা আছয়ে বল সেই নাম শুনে॥ সেই গুণে মুগ্ধ হ'য়ে ব্যাদের নন্দন। পড়িলেন ভাগবত অসংখ্য রচন॥ অতএব একমনে শুন ঋষিগণ। পরীক্ষিতের জন্ম মৃত্যু কহি বিবরণ॥

পাশুবদিগের মহা-প্রস্থান কারণ।
কৃষ্ণকথা সহযোগে করিব বর্ণন॥
পরীক্ষিত ইতিহাস কহিবার আগে।
কহিব হরির কথা সর্বব শিরোভাগে॥
শুনহ সকল ঋষি করি একমন।
হরি সম ধন কোথা মিলয়ে ভুবন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
হরিরে ভজিলে জীব ত্যজিবে সংসার॥
ইতি বাাগ কছক ভাগবত রচনা ও

উপদেশ সমাপু।
----ভাশখামার দণ্ডবিধান।

সূত কহে শুন শুন শৌনক-নন্দন। কুষ্ণের মাহাত্ম্য কথা শুন দিয়া মন॥ কুরুক্ষেত্র রণ যবে হ'লো অবসান। কুরু-পাণ্ডু কত বৃার ত্যজিল পরাণ॥ সমরের অবসানে ভীম মহাধার। জলস্তম্ভে ছুর্য্যোধনে করেন বাহির॥ উভয় বীরেতে তবে ঘটিল সমর। অতি মনোহর কথা শ্রুত্যধুকর॥ রাখিতে পাণ্ডব-মান কৃষ্ণ তাহে শুরু। ৰ্ভামদেন গদাঘাতে ভাঙ্গিলেন উক্ত॥ হীনপদ হুর্য্যোধন রণভূমি মাঝে। রহিলেন তথা পড়ি মহাবীর সাজে॥ হেনকালে অশ্বখামা চুর্য্যোধন প্রিয়। তথা আসি কহিলেন বচন অমিয়॥ শুন শুন মহারাজ করি অবধান। কি প্রিয় সাধিব বল থাকিতে এ প্রাণ। স্তব্পু পাণ্ডব শির আনিয়া কি দিব। ব্রহ্মতেজ বলে আনি তাদেরে নাশিব॥ শুনি গুরুপুত্র কথা রাজা চুর্য্যোধন। কহিল পাণ্ডব শির করিতে ছেদন। শুনিয়া রাজার কথা অম্বর্থামা বীর। চলিলেন নিশিযোগে পাণ্ডব শিবির॥

গভীরা তিমিরা নিশি অতি ভয়ঙ্করী। শঙ্কর আছেন সদা তাহার প্রহরী॥ ভূষিয়া শিবেরে স্তবে সেই মূচমতি। শিবিরে প্রবেশে তবে পূরাইতে মতি॥ দৌপদীর পঞ্চপুক্র আছিল শয়নে। অতি স্কুসার দেহ শৈশব জীবনে॥ নিদ্রিত হেরিয়া সবে বীর কুলাঙ্গার। ভীমাদি ভাবিয়া করে অসির প্রহার ॥ অসিবলে করিলেক শিরের ছেদন। আনিয়া দিলেক তাহা যথা ছুৰ্য্যোধন॥ পুজের নিধন দেখি পাঞ্চালী অধীর। হাহাকার করে সদা চক্ষে বহে নীর॥ এতেক বারতা শুনি অর্চ্ছন স্থমতি। সাম্বনা করিয়া তাঁরে কহেন ভারতী॥ গুরুপুত্র করিয়াছে পুত্রের নিধন। আনিব তাহার শির করিয়া ছেদন॥ মুণ্ডের উপরে বসি ক'রো তুমি হ্রান। ভূলে যাবে পুত্রশোক জূড়াইবে প্রাণ॥ এ মতে কহিয়া পার্থ মধুর বচন। বর্দ্ম'পরি করিলেন ধনুক গ্রহণ॥ রণসাজে সাজি তবে পার্থ সহাবীর। রথ আরোহণ করি চলিলেন ধীর॥ দ্রোণপুরে বিনাশন করি অভিলাব। চলিলেন মহাবেগে তাহার সকাশ। অৰ্চ্ছনে নেহারি তবে দ্রোণী চুক্টমতি। ভয়াকুল প্রাণ মম কম্প অবিরতি ॥ যথা মহাদেব ভয়ে পলায় তপন। তেমতি করিল দ্রোণী ক্রত পলায়ন॥ ধাইলেন প্রাণপণে প্রাণ রক্ষা হেতু। রান্থ যারে গ্রাস করে কি করিবে কেতু॥ नाहिक तक्कक द्योगी (हतिया नयरन। আক্রান্ত হেরিয়া অখে হুবুর গমনে॥ কেমনে রাখিব প্রাণ করিয়। চিন্তন। ব্রহ্মাকে আশ্রয়রূপে করেন গ্রহণ ॥

ব্রক্ষাকে আরাধি শস্ত্র ত্যজেন হরষে। ভেদিতে অর্জ্জন হৃদি ব্রহ্মান্ত্রের বশে॥ ব্রক্ষান্ত্রেরে ত্যজিবারে আছিলেন জ্ঞাত। সংহারের মন্ত্র তিনি নন্ অবগত॥ সংহার অজ্ঞাত হ'লে ত্যাগ বিধি নয়। হেন কথা বীরমাঝে ধন্মর্কেবদে কয়॥ অশ্বখামা এড়িলেন অন্ত্ৰ প্ৰাণভয়ে। অসহ্য তাহার তেজ অতি জ্যোতির্শ্ময়ে॥ অস্ত্র তেজে দশদিক ছাইল গগন। কাঁপিলেক দশদিক সহ ত্রিভূবন॥ ব্রহ্মান্তে নাহিক রক্ষা হেরি পার্থবীর। সার্থি কুষ্ণেরে তবে কহিলেন ধীর॥ সম্বোধিয়া কুষ্ণে তবে কছেন অৰ্জ্জ্বন। রাখিলে পাণ্ডৰ প্রাণ তুমি পুনঃ পুনঃ॥ ভক্তের করহ কৃষ্ণ বিপদ ভঞ্জন। এই **হেতু বলে তোমা সবে নারা**রণ।। কি ছার সামান্ত অগ্নি হেরি পুরোভাগে। সংসার সংশয় নাশ সকলের আগে॥ নাশিলে সংশয় অগ্নি সংসার মাঝারে। হুখে ভাসি প্ৰজাগণ যায় স্বৰ্গৰারে॥ এমন ভীষণ কার্য্য করহ সাধন। কি ছার ব্রহ্মান্ত্র মোর লইবে জীবন॥ তুমি জগদীশরূপে ভুবনে প্রকাশ। পরম পুরুষ তুমি সকল সকাশ॥ বিকার রহিত ভূমি বিশ্বের কারণ। তোমা হ'তে স্বষ্টিনাশ তোমাতে পালন॥ জ্ঞানবলে ভূমি কর মায়ারে নিরাশ। নররূপে এ জগতে করিতেছ বাস॥ আপন প্রভাবমতে কহে পরমেশ। মায়া হ'তে মানবেরে তার অবশেষ।। হরিবারে ধরাভার কৃষ্ণরূপ তব। কে বুঝিবে হেন ভাব তব হে মাধব॥ সাধুতে সাধন বলে পায় পরিত্রাণ। পক্ষপাতী হ'য়ে তুমি রক্ষ ভক্ক প্রাণ 🛭

যে জন তোমারে ভজে অথবা বান্ধব। তাহাদের পরিত্রাণ করহ কেশব॥ কহ দেব! জিজ্ঞাসিহে এক্ষণে তোমায়। কোথা হ'তে এই অগ্নি আদিছে হেপায়॥ ভয়স্কর তেজরাশি ছাইয়া গগন। প্রলয়ের মেঘ সম করিছে গর্জ্জন ॥ অর্জুনের কথা শুনি কহিল গাধব। এড়িল ব্রহ্মান্ত দ্রোণী হ'য়ে পরাভব॥ না জানি সংহার এর দ্রৌণী এড়ে বাণ। ব্রহ্মাস্ত্র ভীষণ অস্ত্র নাহি পরিত্রাণ॥ ধরামাঝে ছেন অন্ত্র পাণ্ডব-নন্দন। নাহিক ব্রহ্মাণ্ডে যেবা করে নিবারণ॥ অতএব পার্থ তুমি শুন উপদেশ। ব্রহ্মান্ত্র ত্যজহ এরে করিবারে শেষ॥ সূত কহে শুন শুন মুনির নন্দন। হেন উপদেশ পার্থ করিয়া শ্রবণ॥ বেকা অস্ত্র এড়ে পার্থ করি আচমন। কেশবের পদ হৃদে করি আরাধন॥ উভয় ব্রহ্মান্ত্র পথে ছাইল গগন। প্রলয়ের অগ্নি সম ভীষণ দর্শন ॥ ভয়ানক তেজ তার অতি জ্যোতির্ময়। প্রারটের মেঘ সম ভীষণ গর্জ্জয়॥ যেমতে আকাশে উদে প্রলয় তপন। প্রকাশে কিরণ নিজ গ্রাসিতে ভুবন। ক্রমেতে প্রকাশে আসি উভয়ের স্থালা। যেন রে গগনে শোভে তপনের মালা॥ হেরিয়া ভীষণ শিখা ত্রিভুবনবাদী। ভাবিল প্রলয় বুঝি প্রকাশিল আসি॥ ধরাকে কম্পিতা ছেরি শ্রীগধুসূদন। অর্জ্বনে বলেন অগ্নি করিতে হরণ॥ অগ্নি নির্বাপিত করি পাগুব-নন্দন। অশ্বত্থামা পরাভবি করেন বন্ধন। বাঁধিয়া দ্রৌণীরে তবে পার্থ মহাধার। কেশবের সহ যান আপন শিবির॥

দ্রৌণীরে না বধি পার্থ করিল বন্ধন। কোপাৰিত হইলেন শ্ৰীমধুসদন॥ বলিলেন কোপভরে শুনহ পাগুব। নাশহ দ্রৌণীরে তুমি করি পরাভ্ব॥ রাখিতে ইহার প্রাণ উচিত না হয়। বধিল কুমারগণে অযথা সময়॥ কে শিখাল হেন নীতি দ্রোণের কুমারে। কে নাশে নিদ্রিত জনে এ হেন সংসারে॥ ধার্মিকের নীতি শুন পাণ্ডব-নন্দন। অব্ধ্য অমাত্য আর উন্মত্ত যে জন॥ অসাবধানী আর নাহি যাহার উদুযোগ। রথহীন শক্ত আর যুক্ত মহারোগ।। এ সবার দেহ নহে বধের কারণ। কোন ধর্ম্মে জৌণী হরে কুমার জীবন॥ যে জন সতত খল নাহি লজ্জা ভয়। অন্তের পরাণ দিয়া আপনা রাখ্য়॥ সে হেন মানবে দণ্ড করাই বিহিত। দশুই তাহার পক্ষে যথায়থ হিত॥ এ ভুবনে যেই করে পাপ আচরণ। দগু বিনা নাহি হয় পাপ নিবারণ॥ আর শুন বলি তোসা মধ্যম পাণ্ডব। কি বলিলা দ্রৌপদীরে ভুলিলা সে সব॥ প্রতিজ্ঞা করিলে তথা আনিবে মস্তক। কি দিয়া ভূষিবা কুষণ দ্রৌণীর রক্ষক॥ রাখিতে প্রতিজ্ঞা তব বধহ ব্রাহ্মণে। নাহি ইথে কিছু পাপ জীবন হরণে॥ যেই জন হথে করে পুত্রের নিধন। কেন বা হর না পার্থ তাহার জীবন॥ পঞ্চ শিশু বধি এই বীর কুলাঙ্গার। নাহিক সাধিল মন্দ শুদ্ধ মোদবার॥ অসঙ্গলে ডুবাইল প্রভু তুর্য্যোধন। পঞ্চ শিশু মাত্র ছিল বংশের রক্ষণ॥ অতএব যেই সাধে প্রভু অসঙ্গল। বধ মাত্র তার ভাগ্যে শাস্ত্র ফলাফল॥

হেনমতে ধর্মযুক্তি দেখায়ে কেশব। শুনিয়া পাথের মতি হ'লেন নীরেব॥ এড়ায়ে এতেক যুক্তি পার্থ মহাবার। দ্রৌণীরে গেলেন লয়ে আপন শিবির॥ পুজ্রশোকে শোক কুল দ্রৌপদী তথায়। হা পুত্র ! হা পুত্র ! বলি শায়িত ধরায়॥ বলে পুত্র কোথা গেলি ছাড়িয়া জননী। আয় বাপ! কোলে আয় নয়নের মণি॥ কেমনে কাঁদায়ে মায় ত্যজিলে এ ভব। ন। হেরি তোদের মুখ কেমনেতে রব॥ হেনকালে পার্গ তথা দ্রৌণীরে লইয়া। প্রবেশেন যথা কৃষ্ণা ভূমি লোটাইয়া॥ অশ্বস্থামা সেইক্ষণে পশুর সমান। আছিল আবদ্ধ তথা আকুলিত প্রাণ॥ হেরিয়া দ্রৌণীরে তবে ক্রপদকুমারী। হৃদয়ে কাতর হন ঝরে আঁথি বারি॥ গুরুপুত্রে বদ্ধ হেরি দ্রৌপদী লঙ্কায়। রহিলেন ভূমি চাহি বিনত্র সাথায়॥ নার্নীর স্বভাবমতে দ্রৌণীরে প্রণাম। করি কুষণ শতধারে কাঁদে অবিরাম॥ অশ্বত্থামা অপুযান হেরিয়া নয়নে। কামিনী কোমল প্রাণ কাঁদিলেন মনে॥ বলিলেন পার্থে তবে দ্রোপদী স্থন্দরী। মুছিয়া নয়ন বারি শোক পরিহরি॥ ত্যজহ ব্ৰাহ্মণে নাথ নাহি প্ৰয়োজন। গুরুপুত্র বধিবারে পাপ আচরণ॥ যাঁহার পিতার মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত। হটলেন কুরুক্ষেত্রে সদা সর্বজিত ॥ সেই দ্রোণ পুত্ররূপে আছে বিরাজিত। আছয়ে তাঁহার পত্নী এখনো জাবিত॥ দ্রোণ পত্নী রুপী পুত্র প্রদবিল বার। দ্রোণের চিতায় তেঁই না ত্যক্তে শরীর॥ গুরুকুল অপকার না হয় উচিত। কি ব'লে বুঝাব নাথ আপনি পণ্ডিত॥

পুত্রশোকে যথা আমি কাঁদি অবিরত। দ্রৌণীরে বধিলে রুপী কাঁদিবে সেমত॥ নাহি চাহি কাদাবারে আর কোন নারী। কাঁদিতে স্বজিল বিধি দ্রুপদ বিয়োরী॥ যন্তপি ক্ষত্রিয় কেহ নিজ ক্রোধবলে। ব্রাহ্মণের অপমান করে কুভূহলে॥ নাহিক নিস্তার তার এ হেন সংসারে। मः मारत नरह (म भारक भारत विहाद ॥ অতএব দ্রোণী বধ নাহি প্রয়োজন। যাক্ দ্রৌণী খুলি দাও অঙ্গের বন্ধন।। সূতে কহে সম্বোধিয়া শৌনকাদি মূনি। আশ্চর্যা পাণ্ডব সবে কুষ্ণা কথা শুনি॥ আছিল কুষ্ণের সঙ্গে যতেক বাদ্ব। দ্রৌপদীর কথা শুনি হইল নীরব॥ সকলেই দ্রোপদার করিলেন যশ। কেবল রোষেন ভীম হ'য়ে ক্রোধবশ।। সক্রোধে কহেন ভাম হ'য়ে ক্রোধবান। দ্রৌণীর নিধন করা উচিত বিধান॥ যে কর্ম করিল দ্রৌণী প্রভুরে তুগিতে। অধর্মের ভর কিছু ন। ভাবিল চিতে॥ নারিল ভূষিতে প্রভু কার্য্যে আপনার। করিল নির্বাংশ সবে বধিয়া কুমার॥ এতেক কহিয়া তবে ভাঁম গদাপাণি। লইতে তোলেন গদা দ্রোণীর পরাণী॥ হেন কর্ম হেরি কৃষ্ণা বুঝায়ে বিস্তর। নিরস্ত করেন ভাগে বলেন আকর।। হইয়া পাণ্ডবে প্রীতি তবে নারায়ণ। ধরিলেন নিজরূপ জীমধুদুদন॥ চারি হস্ত শোভে ক্ষম্বে শ্যামল শরীর। বনমালা গলে দোলে হইয়া অধীর॥ শষ্ড-চক্র-গদা-পদ্ম হস্তের শোভন। অধিক শোভিত তাহে পদ্মের আসন॥ কাঞ্চন মুকুট শিরে শোভে ত্রিনয়ন। চমকে বিজলী যেন হেরি নবঘন॥

বাল-শশধর সম ললাট ভঙ্গিমা। রামধন্যু সম ভুরু অধর রক্তিমা ॥ কিবা সবিমল উরু পক্ষজ চরণ। অতি অপরূপ মূর্ত্তি ধরা বিমোহন॥ প্রকাশি রহেন রূপে শ্রীমধুসুদন। অর্জুনে কহেন তবে করি সম্বোধন॥ যা কহিলে সত্য পার্থ অবধ্য ব্রাহ্মণ। কিন্তু আততায়ী বধ্য শাস্ত্রের লিখন॥ এ হেন বিধান আমি শাস্ত্রের মাঝারে। করিয়াছি শত শত বিদিত সংসারে॥ একণে দ্রোপদী ভীম আমার বচন। বুঝিয়া করহ কার্য্য করিতে রক্ষণ॥ সূত কহে শুন শুন ঋষির সমাজ। অতঃপর পার্থ বীর করেন কি কাজ॥ অর্জ্জন ভাবেন মনে আপন বিচারে। রক্ষণ নিধন একে না হইতে পারে॥ কেশবের অভিপ্রায় বুঝি ধনঞ্জয়। দ্রোণীর মাথার মণি সহাস্থে কাট্য়॥ ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদে জীবন হরণ। একই বিধান হয় শাস্ত্রের লিখন॥ শিশুরে বধিয়া দ্রৌণী আছিল কাতর। শিখাচ্ছেদে হুঃখে ভাসে তাহার অন্তর॥ প্রভাশৃষ্ম হয় দ্রৌণী হ'য়ে মণিহান। ছুঃখেতে হইল তার বদন মলিন॥ শিখা লয়ে অতঃপর ধনঞ্জয় তার। শিবির হইতে তাঁরে করেন বাহির॥ শ্রীকুষ্ণের অভিপ্রায়ে পাণ্ডব-নন্দন। করিলেন আপনার প্রতিজ্ঞা পালন॥ মুগুন বসন-হীন ধনের হরণ। অবধ্য ব্রাহ্মণে দণ্ড শাস্ত্রের লিখন॥ দণ্ডিবারে দ্রোণপুত্রে ধনঞ্জয় বার। মৃত্তিলেন অসি দারা গুরুপুত্র শির॥ এতেক পাইয়া জ্ঞান যতেক পাগুব। ভাসেন শোকের জলে সহিতে মাধব॥

পঞ্চ কুমারের দেহ করিয়া দাহন। বলহীন পাগুবেরা করিল ক্রন্দন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি। ভাগবত সার কথা সংসারের তরি॥ ইতি অবখামার দুওবিধান সমাধ্য।

শ্রীক্তকের স্বারকা গমনের উত্তোগ ও কুস্তী কর্তৃক / শ্রীক্তকের প্রতি স্তব।

সম্বোধিয়া সূত কহে ঋষির সমাজ। অতঃপর সে কেশব করেন কি কাজ॥ পুত্রগণ লাগি বারি করিবারে দান। হয়েন পাণ্ডব সবে ব্যাকুলিত প্রাণ॥ সময় আসিল হেরি পাণ্ডুর নন্দন। মহিলার সহ সবে করেন গমন॥ গঙ্গানীরে আসি সবে শ্রীকৃষ্ণ সহিত। গঙ্গায় করেন স্নান শাস্ত্রের বিহিত॥ পুত্রের উদ্দেশে সবে দিয়া জলাঞ্চলি। কাঁদিলেন সবে মিলি পুত্ৰ পুত্ৰ বলি॥ কুষ্ণের প্রবোধে করি অশ্রু সম্বরণ। জাহ্নবী সলিলে পুনঃ হয়েন মগন॥ আছিল আসনে বসি ধ্রতরাষ্ট্র বীর। বিছুর গান্ধারী সহ ডুবি আঁথি নীর॥ সম্বোধি সকলে কৃষ্ণ দিলেন প্রবোধ। অনিত্য সংসার মায়া যাহে হয় বোধ॥ জিমলে জীবের মৃত্যু বিধির লিখন। নাহি হেন কেহ করে তাহে নিবারণ॥ অতএব গত লাগি না কর ক্রন্দন। শোক পরিহর সবে মুছহ নয়ন॥ অনন্তর মহানন্দে দেবকী-নন্দন। পাণ্ডবের প্রিয়-কার্য্য করেন সাধন॥ দ্রৌপদীর কেশ স্পর্শে ক্ষীণ পরমায়। হারালেন অনাগ্রাদে হুর্য্যোধন আয়ু॥ কৌরবের হৃত রাজ্য করিয়া উদ্ধার। ধর্মরাজ করতলে দিলেন সে ভার॥

যুধিষ্ঠিরে সিংহাসনে করি আরোহণ। করালেন অশ্বমেধ যজ্ঞের ভূষণ॥ माथिया পाखर প্রिय नीना मयांभैन। ইচ্ছিলেন দারকায় করিতে গমন॥ সাত্যকি উদ্ধব সহ আপনি কেশব। যাইবেন দ্বারকায় ত্যজিয়া পাগুব॥ এ হেন প্রস্তাব যবে হইল প্রকাশ। ব্যাস আদি ঋষি আসে তাঁহার সকাশ॥ সকলে আসিয়া কুষ্ণে করেন পূজন। কৃষ্ণ ও করেন পূজা সবে বিলক্ষণ॥ পূজন গ্রহণ সব হলে সমাপন। **ट्**रितलन मृत्य कृष्ध (मिलाय नयन ॥ উত্তরা আসিছে দ্রুত হইয়া বিহ্বল। বলিছে সতত কৃষ্ণ চুর্ববলের বল॥ দেব দেব তুমি কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ। অগ্নিময় শর আশে লইবারে প্রাণ॥ কি জানি বা কোথা হ'তে আসে এই শর। এ বিপদে হে কেশব! পরিত্রাণ কর॥ ভূমি বিনা কারে স্মরি পাইব জীবন। সকলেই এ সংসারে হইবে নিধন॥ যাহার মরণ আছে সংসারের মাঝে। নাহি প্রয়োজন তার আশ্রয় এ কাজে॥ অলক্ষমৃত্যুর লাগি নহিত কাতর। গর্ভেতে আছয়ে জীব পাণ্ডবংশধর॥ দেখ নাথ! আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই। গর্ভেতে বালক যেন কভু না হারাই॥ এতেক শুনিয়া তবে ভকত বৎসল। যোগবলে বুঝিলেন আপনি সকল॥ ক্রুরমতি অশ্বত্থামা বংশনাশ আশে। ত্যজিয়াছে ব্রহ্ম অস্ত্র গর্ভের বিনাশে॥ আকাশে প্রকাশে অগ্নি সহ মহাজালা। প্রলয় কারণে উদে তপনের মালা॥ হেরিয়া নয়ন শিখা পাণ্ডুরনন্দন। নিজ নিজ অন্ত সবে করে বরিষণ॥

নাহি হেন অস্ত্র আজি ভুবন মাঝারে। সংহারিবে নিজ তেজে কখন তাহারে॥ হৈরিয়া কেশব তবে বৃঝি নিজ মনে। ত্যজিলেন স্থদর্শন সংহার কারণে॥ সংহারিয়া সেই অস্ত্র যতুর নন্দন। করিলেন সে বিপদে পাণ্ডবে রক্ষণ॥ রাখিতে উত্তরা গর্<mark>ছে আপন কৌশলে।</mark> আবরণ রূপে নিজে প্রবেশেন ছলে॥ আপনি বসেন ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্ম আগে। নাহি কিছু এ সংসারে রহে পুরোভাগে॥ বিষ্ণুতেজ ব্রহ্মতেজ একই কারণ। সে জন্ম হইল দোঁহে একত্র মিলন। এতেক শুনিয়া তবে যত ঋষিগণ। সূতেরে আদরে সবে আনন্দিত মন॥ অতি অপরূপ কথা এই বিবরণ। সকলি আশ্চর্য্য তাঁর যে করে স্বজন॥ মাথায় করেন যিনি পালন হরণ। ইহাপেক। অন্তত কি ধরয়ে ভুবন ॥ विनया भूनीव्यगरा विकया शाख्य। দ্বারকা গমনে ইচ্ছা করেন কেশব॥ এ বারতা শুনি তবে কুন্তী মহারাণী। আইলেন বলিবারে হৃদয়ের বাণী॥ অগ্রেতে বিনয় করি করিয়া প্রণাম। বলেন বিনয়ে সতী করি কৃষ্ণ নাম॥ বয়দে কনিষ্ঠ বট যত্ন অলকার। বুদ্ধিবলে তুমি শ্রেষ্ঠ জগত মাঝার॥ সেই হেতু প্রণমিন্ম চরণে তোমার। সামান্ত মানব নহ সংসারে প্রচার॥ কে জানে তোমায় তুমি সর্ব্ব অগোচর। অনন্ত মহিমা তব আদি নরবর॥ প্রকৃতি তোমার দাসী তোমার আদেশে। ধারেছে বিবিধ রূপ নব নব বেশে॥ কেমনে প্রভাব তব করিব প্রকাশ। ভূতের অস্তুরে ভূমি আছহ বিকাশ॥

আছুয়ে যতেক ভূত জুড়িয়া ভূবন। অন্তরে বাহিরে সর্বেক করহ ভ্রমণ॥ তথাপি নয়নে কেহ দেখিতে না পায়। ভীষণ কুহক তব বুঝা নাহি যায়॥ কেমনে দেখিবে তোমা জীবের নয়ন। মায়ায় করিয়া আছে তাহে আচ্ছাদন॥ অদৃশ্য যদিও তুমি যতনের ধন। নাহি জানি ভজিবারে তোমার চরণ॥ অতএব প্রণমিকু চরণে তোমার। দয়া কর মোর প্রতি করুণা আধার॥ ইন্দ্রিয় প্রভাবে জ্ঞান থাকিলে গোপন। নাহি পাওয়া যায় তাহে তোমার চরণ॥ पृष्टिक्तारम यथा न
 ना
 ना
 रा
 सा
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स
 स ইন্দ্রিয় সংযুক্ত দেহে তথা ভব মানা॥ দেহ লাভে অভিমান জীবের উপজে। অভিমানে নাহি চিনে তব পদরজে॥ কি বলিব অশ্য কথা তব দর্শন। বিবেকী নাহিক পায় স্থির করি মন॥ সহজে স্ত্রী জাতি আমি কেমনে কেশব। জানিব তোমায় আমি জগত মাধব॥ শুন কৃষ্ণ বাস্তদেব দেবকীনন্দন। নন্দস্তত হে গোবিন্দ পঙ্কজনয়ন॥ কায়মনে তব পদে করি নমস্কার। যে চরণ বলে সবে যায় ভব পার॥ কি বলিব ছাষিকেশ। তোমার বারতা। পাণ্ডবে দেখালে তুমি ভীষণ মমতা॥ জননীরে উদ্ধারিলে বধি সেই কংস। আমারে বাঁচালে কৃষ্ণ বধি কুরুবংশ। জননী অপেকা মান্য আছে মোর প্রতি। তুমিহে জীবন মোর ওংহ যতুপতি॥ কেমনে করুণ। তব করিব বর্ণন। রক্ষিলে পাগুবে তুমি করি মহাপণ॥ বিষ পান জতুগৃহ, হিড়িম্ব নিধন। সকলি করিলে তুমি কুরুকেত্তে রণ।

সকল বিপদ ভূমি ঘুচালে কেশব। কেমনে বুঝিব তব মায়ার বৈভব॥ দ্রৌণীর অস্ত্রাগ্নি হ'তে করিয়া রক্ষণ। রাখিলে পাণ্ডুর বংশ যতনের ধন॥ সকল বিপদে ভূমি হইয়া সহায়। করিলে পাণ্ডবে দেব ক্ষিতীশ ধরায়॥ বিপদ হইলে তুমি দেখা দাও হরি। বিপদ কামনা তাই সদা মনে করি॥ বিপদ হইলে যদি তব দেখা পাই। হউক বিপদ মোর কামনা সদাই॥ কি ছার সামান্ত বিম্ন ভবের মাঝার। তব দেখা পেলে পাব সংসারে নিস্তার॥ সম্পদে ভক্তির নাশ সদা অমঙ্গল। ভূলিব তোমার পদ থাকিলে সকল॥ ঐশ্বর্যা কৌলিন্স, শাস্ত্র, সৌভাগ্যের মদে। সতত ভাসয়ে নরে স্থখনয় হ্রদে॥ স্তথেতে থাকিলে নর সতত মগন। নাহি করে তব নাম কছু উচ্চারণ॥ যবে সেই নর ভাগ্যে বিপদ ঘটয়। হরি হরি বলি তবে চীৎকার করয়॥ নির্দ্ধনের ধন তুমি ওহে ভগবান। বুঝিবারে নাহি পারে ধনী তব মান॥ তুমি ভবনিধি তরী সংসারে বিদিত। প্রণমি চরণে তব স্থির করি চিত। গুণ, ধর্মা, অর্থ, কামে নাহি অভিলাষ। আপনি সম্ভুষ্ট যদি পূরে নিজ আশ। নাহি ব্যাধি নাহি ভৃষ্ণা তোমার শরীরে। সম্ভোগ করিছ স্থ-শাস্তি নদতীরে॥ দেবকী নন্দন বলি নাহি তোমা জ্ঞান। ভাবি তোমা নিরস্তর আদি ভগবান॥ তুমি সকলের প্রভু সর্ববত্র বিরাজ। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি সর্ববরাজ। কেহ কেহ বলে তোমা তুমি <del>পক্ষ</del>পাতী। অর্জ্জন সার্থি হয়ে রহ রণে মাতি॥

ভ্রমে পড়ি হেন লোকে করে অনুমান। তুমি উপলক্ষ মাত্র ধার্ম্মিকের জ্ঞান॥ তুমি হে বিশ্বের প্রভু কেবা তব অরি। বিপদে ডাকিলে তোমা দাও পদতরি॥ কি কারণে নররূপ ভূবনে প্রকাশ। কাহারো অন্তরে নাই সে ভাব বিকাশ। নাহি কেহ প্রিয় তব ভুবন ভিতরে। নাহিক অপ্রিয় কিছু তোমার অন্তরে॥ সকল সমান দেখ তুমি হে মাধব। ত্বই ভাব নাহি হয় তোমাতে সম্ভব॥ নাহি তব জন্ম কর্ম্ম ভূবনে প্রচার। তথাপি ধরহ পশু ফণীর আকার॥ তব নররূপ কৃষ্ণ কেমনে বর্ণিব। কি আছে তোমার দেহে কেমনে জানিব॥ দেখিলে তোমার রূপ ভক্ত পায় ভয়। ভক্তের বারিতে হয় সংসার সংশয়॥ কি আশ্চর্য্য ! তুমি ধৈর্য্য করেছ বন্ধন। গোপিনী যশোদা তোমা করেছে ধারণ॥ যবে দধিভাগু তুমি স্বহস্তে ভাঙ্গিলে। ভয়েতে তথন হরি তুমিতে। কাঁপিলে॥ যশোদা বাঁধিলে তোমা কেঁদেছিলে কত। অঞ্চন ধূইয়া অশ্রু পড়ে অবিরত॥ সেই কথা ভাবি কৃষ্ণ ! ভ্রান্ত হই মনে। কিছু না করিতে পারি স্থির এ জাবনে॥ তোমার মায়ায় মুগ্ধ এই ত্রিভুবন। না বুঝি তোমার শক্তি তুমি কি কারণ॥ কেছ বলে সবাকারে করি আবাহন। মলয়ের খ্যাতি লাগি জন্ময়ে চন্দন ॥ তেমতি যতুর বংশে জন্মিয়া কেশব। বুধিষ্ঠির খ্যাতি আনি ছাইলা এ ভব॥ অশ্ব কেই বলে ডাকি আপনার ভাই। কুষ্ণের উদ্দেশ্যে এই শুনিবারে পাই॥ হ্বতপ ও পৃষিরূপে পূরব জনমে। व्यात्राधिमा वाञ्चरमव रमवकी हत्रर्ग ॥

সেই হেতু যত্নবংশে তোমার জনম॥ পৃথিবী মঙ্গল হেতু দৈত্যের বিনাশ। সেই কার্য্যে কৃষ্ণরূপে কর অভিলাষ॥ অন্তে বলে ভারাক্রাস্ত তরণী সমান। লোক-ভরে ময় যায় ধরা ভাসমান॥ ধরার হরিতে ভার ব্রহ্মা ভাবি মনে। অসুরোধ করে তোমা জনম কারণে॥ সেই হেতু তুমি কৃষ্ণ জন্মিয়া ভুবনে। ঘুচাও ধরার ভার নাশি পাপিগণে॥ অস্ত কেহ বলে তোমা জনম কারণ। শুনহ কেশব কহি সেই বিবরণ॥ আসিয়া সংসারে জীব অবিভার বশে। ভুলিয়া তোমায় মজে সবে কামরসে॥ মজিয়া কামেতে পায় অশেষ যন্ত্রণা। তারহ তাদের হুঃথ আসিয়া আপনা॥ অবতরি এ ভুবনে তুমিহে কেশব। সংসার যাতনা হ'তে তারহ মানব॥ শুনিলে তোমার কথা নাম উচ্চারণে। মুক্তিপায় ভব-বাসী চরিত্র শ্রবণে॥ আত্মীয় বলিয়া বুঝি ভাবহ কেশব। ভেঁই বুঝি হিত সাধি ত্যজহ পাণ্ডব॥ এহেন রকম তব উচিত না হয়। অসুগত জনে কেবা কোথায় ত্যজয়॥ আত্মীয় তোমার মোরা অনুজীবি তব। কেমনে ত্যজিবে সবে তুমি হে মাধব॥ আরও বলি শুন শুন যতুর নন্দন। অশ্বমেধ যজে রুফ্ট যত রাজগণ॥ তোমার প্রভাবে সবে আছে পরাজিত। পাণ্ডবে ত্যজিলে তারা না হইবে ভীত॥ তব পাদপন্ম বিনা পাগুব আশ্রয়। বলহ কেশব! তুমি কোথায় আছয়॥ বটে কৃষ্ণ মম পুত্র আর যতুকুল। বীর বলি পৃথিবীরে করিছে আকুল॥

লভিতে তোমার কৃষ্ণ সম্ভানের সম।

ভূমিই তাদের বল শক্তি হে মাধব। তোমা বিনা শক্তিহীন হইবেক সব॥ না থাকিলে তুমি কৃষ্ণ স্বার সাহস। দূরে যায় ক্ষীণ হয় সতেজ মানস॥ জলহীন হেরি যত পাণ্ডবের অরি। অবজ্ঞা করিলে সবে কে রাখিবে হরি॥ इिल्प्स कीवन यथा ना इ'ला मकात। সঙ্গীব বলিয়া তারে না করে স্বীকার॥ সেইমত তুমি বিনা পাণ্ডবের গতি। কি বলি বুঝাব তোমা ওহে যত্নপতি॥ তব ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশে ওহে গদাধর। পবিত্র হইল দেশ বহু পুণ্যতর॥ তোমার চরণ-পাতে দেশ-স্থশোভন। শ্রীভ্রম্ট হইবে দেশ করিলে গমন॥ রহিয়াছ বলি কৃষ্ণ তুমি এ সংসারে। मट्डिक ঔषधि द्राटक कल, कूल धरत ॥ তোমার মহিমা বলে ওহে জানার্দন। শোভিছে শোভায় গিরি নদী উপবন॥ চিরতরে তোমা কৃষ্ণ নাহি করি আশ। না হেরি যাদব তোমা হইবে নৈরাশ। যদি যাও তুমি কৃষ্ণ এবে যতুপুরে। ভাসিবে পাগুব যত নয়নের নীরে॥ যত্নপুরে না যাওয়াতে যতেক যাদব। কাঁদিতেছে মুখে বলি কেশব কেশব॥ উভয় সঙ্কট মম মানসে উদয়। বল কৃষ্ণ ! এবে মোর উপায় কি হয়॥ পাগুবে যাদবে মোর মমতা সমান। কেমনে নাশিব মায়া কর সে বিধান॥ যাদবে পাগুবে মাগ্না হ'লে দূরীভূত। একান্তে তোমাতে মন হয় লগ্নীভূত॥ তোমার চরণে চিত হইলে সংযুত। অভিক্লচি তব পদে হবে মূলীভূত॥ সাগরের সহ যথা গঙ্গার মিলন। তেমতি তোমায় যেন রত হয় মন॥

অর্জ্জুন সারথি তুমি তুমি গ্রিয়োধাম। তুমি হে জগৎগুরু চরণে প্রণাম॥ যত্রবংশ শ্রেষ্ঠ তুমি তুমি হে যাদব। যে ক্ষজ্রিয় দোষ করে নাশ সেই সব॥ বিনাশনে নাহি ক্ষয় তোমার প্রভাব। কে বুঝে তোমার মায়া তুমি মহাভাব॥ কামধেন্ম লব্ধ ধন্ম তোমাতে বিরাজে। কি করিবে এ পার্থিব ধন, মান রাজে॥ ব্রাহ্মণ দেবতাগণে ত্বঃখ নিবারিতে। অবতার রূপে হয় ধরায় আসিতে॥ কোন রত্ন তুমি হও কিবা তব নাম। কেমনে বুঝিব বল চরণে প্রণাম॥ সূত বলে শুন শুন মুনির নন্দন। কি করেন হরি তবে শুনিয়া স্তবন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। হরিরে ভজিলে জীব ত্যজিবে সংসার॥

এত বলি কুন্তী সতী, কুম্ণেরে করিয়া নতি, করযোডে রহিলেন চাহিয়া বদন। শুনিয়া কুন্তীর স্তব, হরষিত সে মাধব, কহিলেন মৃত্ব হাসি দেব জনাৰ্দ্দন॥ হেরি সে মধুর হাসি, মোহিত সংসারবাসী, কুন্ত্ৰীও হ'লেন তাহে অতি বিমোহিত। বলে কৃষ্ণ মায়াবলে, ভুলাইলে কোন ছলে, সংসারে মগনা হ'ল পুনঃ মোর চিত॥ তুষিবারে কুন্তী সতী, হরি হরষিত অতি, দিলেন তাঁহাকে হাসি অভিমত বর। লভি মনোমত বর, কুন্তী হ'য়ে চিন্তান্তর, প্রবেশেন অন্তঃপুরে অতি শোভাকর॥ যাইবারে যতুপুরী, হরি যান অন্তঃপুরী, তুষিতে সবায় তথা মধু-সম্ভাষণে।

অন্তঃপুরে করি গতি, সম্ভাষণে কৃম্ভী সতী, উত্তরা প্রভৃতি যত পুরনারী জনে॥

ত্রিপদী।

ইন্দ্রপ্রস্থ পরিহরি, যতুপুরে যান হরি, সম্ভাষিতে যান তাঁরে রাজা যুধিষ্ঠির। বলে শুন হে কেশব, না যাও ত্যজি পাণ্ডব, তুমি গেলে হব মোরা অতীব অধীর॥ ছিল যত মুনিগণ, সূত করি সম্ভাষণ, करहन खनइ मरत कृष्ध विवर्त । कृष्ध ভावित्नि मत्न, जीन्न शुरा नतामत्न, মানসে হেরিয়া মরে কেশব চরণ। পূরাতে ভীম্মের আশ, যান হরি মহোলাস, শরশয্যাপরি যথা ভীম্মের শয়ন। ধর্মরাজ তাঁর সঙ্গে. **हिल्लिन महात्रक**, পূজিবারে সেইক্ষণে ভীম্মের চরণ॥ কুরুক্কেত্র মহারণে, বধিয়া আত্মীয়গণে, ধর্মান্ত হইলেন অস্থির মানস। জুড়াতে তাঁহার প্রাণ, বাস্তদেব তথা যান, কেশব নারেন তাঁহে করিবারে বশ। সেই হেতু চিন্তা মনে, যান ভীশ্ব দরশনে. ভাষ্মের প্রবোধে ভৃষ্ট ধর্ম্মের নন্দন। নচেৎ আত্মীয় নাশে, ধর্ম ত্যজি নিজবাসে, মোহবশে শোক মাঝে হইয়া মগন॥ সদা ধর্ম ভয় মনে, বলি আমি কি কারণে, করিলাম হায় হায় আত্মীয় নিধন। পাত্মীয় ব্রাহ্মণ কত, নাশিলাম অবিরত, অক্টাদশ অক্টোহিণী সেনা অকারণ॥ সামান্ত রাজ্যের আশে,প্রজা বধি অনায়াদে. বধিলাম ভাই বন্ধু কত গুরুজন। লোভ করি রাজ্য ধন, পাপ করি অকারণ, সহস্র নরক ভোগে নহে নিবারণ ॥ এই পাপ নাশ তরে. অশ্বমেধ বজ্ঞ করে. আমায় করিতে হবে হিংসার আশ্রয়। এক হিংদা নিবারিতে,পুনঃ হিংদা করা চিতে, আমার জীবনে কভু উচিত না হয়। পক্ষের মালিস্ত হার, পঙ্ক কি ধুইলে যায়, ভ্রমবশে মগ্র হ'য়ে করি হেন কাজ।

হুধায় জিমিলে দোষ, হুরায় কি যায় দোষ, করে সবে উপহাস সংসারের মাঝ॥ ধর্মরাজ ভূষিবারে, যান ভীল্মে দেখিবারে, আপনি মাধব সঙ্গে রাজা হুর্যিষ্ঠির। হরিপদে সঁপে চিত, উপেন্দ্র রচিল গীত, হয় তার পাপ নাশ শুনে যদি ধীর॥ ইতি শীক্ষকের দারক। গমন উদ্যোগ ও শীক্ষকের প্রতিক কুঠার তব সমাধ্য।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীম্মের উপদেশ ও ভীষের প্রাণতাাগ। সূত কহে সম্বোধিয়া যত মুনিগণ। কি কর্ম করিল কৃষ্ণ করহ শ্রবণ॥ অনন্তর যুধিষ্ঠির উপদেশ আশে। চলিলেন শীঘ্রগতি ভাঁন্মের সকাশে॥ রণভূমি কুরুকেত্রে শর-শয্যোপরি। আছিলেন পিতামহ শয়ন তাহে করি॥ ভীমাদি সোদর আর ব্যাসাদি ব্রাহ্মণ। সহ ধর্মরাজ তথা উপস্থিত হন॥ অৰ্জ্বন সহিত কৃষ্ণ ল'য়ে স্বৰ্ণ রথে। ভীষ্ম দেখিবারে গতি করিলেন পথে॥ সকলে একত্র হ'য়ে ভীম্মের চৌপাশে। বেড়িলেন ভক্তিভাবে হেরিবার আশে॥ শ্রীকৃষ্ণ সহিত যত পাণ্ডুর নন্দন। করিলেন সবে ভীষ্ম চরণ বন্দন॥ স্বৰ্গচ্যত দেব সম তেজোময় ছবি। পতিত ছিলেন ভীষ্ম বীরকুল রবি॥ ব্রহ্মর্যি দেবর্ষি কত তাঁহারে হেরিতে। আসিয়াছিলেন তথা আনন্দিত চিতে॥ আসিল যতেক ঋষি ধৌম্য আদি সবে। গৌতম কশ্মপ এল যত ছিল ভবে॥ দেশ কাল ভালরূপে ভাগ্ন জানিতেন। সেই হেতু মুনিগণে পূজা করিলেন॥

অন্তর সতত ছিল কৃষ্ণ ভক্তিযুত। সম্মুথে হেরিয়া কৃষ্ণ পরম হর্ষিত॥ শরশায়ী পিতামহে হেরিয়া পাণ্ডব। ভক্তিভরে নিম্নমূথে বসিলেন সব॥ পাণ্ডবে দেখিয়া তবে গঙ্গার নন্দন। মোহবশে করিলেন আপনি ক্রন্দন॥ অন্তর কাঁদিয়া তাঁর বক্ষে বহে নীর। প্রেমভরে গদ গদ কাতর শরীর॥ মুছিয়া নয়নজল ডাকি যুধিষ্ঠিরে। বলেন মধুর কথা অতীব কাতরে॥ কি বলিব ধর্মরাজ শুন দিয়া মন। আছহ তোমরা সবে ল'য়ে নারায়ণ॥ ত্রহ্মধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহার আশ্রয়। লইয়া জীবন কেন কন্টকর হয়॥ তব পিতা পাণ্ডু যবে ত্যজিল শরীর। পুত্রবধূ কুন্তী কাঁদে হইয়া অস্থির॥ তোমাদের লাগি কুন্তা সহিল যাতনা। কেন তারে ত্রংখ দাও ? সংসার ত্যজনা॥ कारन मिन गरव कक्छे कारनत विठारत। এই বলি কেন সবে ত্যজিবে সংসারে॥ মেঘ যথা বায়ু বিনা না রহিতে পারে। কাল বিনা কার সাধ্য রাখে এ সংসারে॥ স্বয়ং করেন কাল সংসার পালন। সময়ে করেন তিনি সকলি হরণ॥ ভীষণ ক্ষমতা তার কে বর্ণিতে পারে। विधित्र विधिष्ठ लग्न रुग्न ठाँत करत ॥ ভূমি রাজা ধর্মা পুত্র বলী রুকোদর। অৰ্জ্ন শ্ৰীকৃষ্ণ হন মহাবলধর॥ এক। বীর পৃথিবীতে সকলের জ্বী। সে জনে ভুলায় কাল মহামাগ্রাময়ী॥ বাহদেব মায়া কিছু কেহ নাহি জানে। জানিবার পাত্র মাত্র আপনার জ্ঞানে॥ পণ্ডিতে কছু না পারে কুঞ্চেরে বুঝিতে। বুঝিলাম বলি তাহে কে পারে বলিতে॥

অতএব ধর্মপুত্র দৈব মনে করি। পালহ আপন প্রজা ভাব মনে হরি॥ ভাগ্যে যাহা ছিল তব মান্স রাজ্যধন। সকলি পেয়েছ তুমি সংসার শোভন॥ যে জন করয়ে হেলা ভাগ্যের স্থফলে। ঔদ্ধত্য প্রকাশ তার করা হয় বলে॥ কর রাজা আনন্দেতে রাজ্যের শাসন। করহ মনের স্তুথে প্রজার পালন।। এই যে হেরিছ কৃষ্ণ আদি নারায়ণ। মায়াবলে পরিচিত যতুর নন্দন॥ হুৰ্জ্জয় প্ৰভাব এঁর কয়জন মানে। নারদ, কপিল, শিব কিছুমাত্র জানে॥ যাঁহারে ভাবিছ ধর্ম ভ্রাতা প্রিয়কারী। উপকারী যাঁরে ভাব সদা হিতকারী। রণে দৃত, মন্ত্রে মন্ত্রী, সারথি যে জন। সামান্ত সে নহে দেব প্রভু নারায়ণ॥ অতএব শুন বৎস ধর্ম্মের নন্দন। কুষ্ণ যা বলেন কার্য্য করিও তেমন॥ সারথি বলিয়া কর নাহি অস্ত জ্ঞান। সর্ব্বময় তিনি হন ভক্ত ভগবান॥ নাই তাঁর রাগ দ্বেষ আর অহঙ্কার। পক্ষপাত নাহি তাঁর সমান আকার॥ ভাল মন্দ তাঁর কাছে নাহি বিবেচনা। সকলি সমান ভাঁর হয় যে গণনা ॥ ভক্ত প্রতি মায়া তাঁর কর দরশন। অতি অপরূপ কথা ভক্তের জীবন॥ মুত্যুকাল উপস্থিত হেরিয়া আমার। আবিষ্ঠ ত জনার্দন মানব আকার॥ যোগিগুণ যাঁর নাম করিয়া কীর্ত্তন। দেহ প্ৰাণ ধৰ্ম ত্যজি মুক্তি প্ৰাপ্ত হন॥ সে কুষ্ণের চরণেতে এই মম আশ। মোর মৃত্যুবধি যেন হয় হেথা বাস। অন্মেতে ইচ্ছায় ভাবে কমললোচন। সাক্ষাতে তাঁহারে আমি করি দরশন॥

সূত কহে শুন শুন মুনির নন্দন। ভীত্মের বারতা শুনি ধর্ম্মের নন্দন॥ জিজ্ঞাদেন পিতামহে ধর্ম্মের মরম। মানবের প্রতি নিত্য কোন বা ধরম। কেনবা বর্ণের ভেদে ধর্মা রূপ ভেদ। নিরন্তি প্রবৃত্তি ধর্মা করহ প্রভেদ॥ দানধর্ম রাজধর্ম করহ বিশেষ। কোন ধর্মে হার তুষ্ট কহ সবিশেষ॥ বুঝাইতে যুধিষ্ঠিরে ধর্ম্মের প্রকার। আছয়ে ভারত গাঝে বিশেষ বিস্তার॥ হেনমতে কহি নানা গঙ্গার নন্দন। কহিলেন ধর্ম কথা সবার সদন॥ ইচ্ছামুত্যু মহাযোগী ভীম্ম মহাবীর। উত্তর অয়নে মৃত্যু করিলেন স্থির॥ সেই হেতু শরোপরি করিয়া শয়ন। সহিয়া যাতনা বহু রাখেন জীবন॥ বুঝাইতে যুধিষ্ঠিরে ধর্মের কথন। আইল সময় সেই উত্তর অয়ন॥ রসনা সংযত তবে করি ভাষা বীর। চতুর্ভু জে নিজ মন করিলেন স্থির॥ সকল কামনা হ'তে আক্ষিয়া মন। ধ্যানযোগে করিলেন নেত্র উন্মীলন॥ সাধক বিশুদ্ধ যেই চুই আঁথি মেলি। প্রাকৃতিক দৃশ্য যত সবে অবহেলি॥ ক্বঞ্চপদে মন দিয়া যতেক বন্ধন। এ জন্ম মত তাঁর হ'লে। নিবারণ॥ মৃত্যুরে সম্মুখে হেরি ভীম্ম মহাবীর। স্তববশে ভগবানে তৃষিলেন ধীর॥ সকল সমক্ষে ভীমা গদ গদ স্থরে। কহিলেন মনোভাব প্রকাশি অন্তরে॥ নানা ধর্মাবলে চিত্ত সংযমী অভ্যাস। আছিল অন্তরে মোর যেমত প্রকাশ। অপিলাম সেইধন আমি ভগবানে। নিক্ষাম হইয়া হুদে ত্যুজিবারে প্রাণে॥

মহত্ত্ব বিভুরে ছাড়ি নাহি অশুস্থান। সঁপিলাম সেই গুণ ত্যজিবারে প্রাণ॥ ভগবান-আনন্দেতে সদাই মগন। আনন্দই তাঁর রূপ বেড়িয়া ভুবন॥ তথাপি করিলে কেলি প্রকৃতি আশ্রয়। করিয়া ভূবন মাঝে আগমন হয়॥ প্রকৃতি হইতে এই সংসার স্কন। অন্তে হও সেই পদে রত মম মন॥ আহা আহা কি দেখিতু তোমার নয়নে। তমাল সমান নীল বিভুর চরণে॥ পীতবাস কিবা শোভা করেছে ধারণ। হেরিয়া যাঁহার রূপ মুগ্ধ ত্রিভূবন॥ মুখেতে কুঞ্চিত কেশ হইয়া পতিত। আহা মরি কিবা শোভা তাহে বিকশিত॥ বিভুময় এইরূপে নাহি মম আশ। মতি রহে কৃষ্ণপদে এই অভিলায়॥ বিশ্বাস বিহনে বিভূ নাহি পাওয়া যায়। যে নরে বিশ্বাস রয় কেশবের পায়॥ মরি কি কেশবরূপ রণভূমি মাঝে। নিবিড় কুন্তল মণি মন্তকে বিরাজে॥ ভুরগের পদরজে তাহা বিভূষিত। ধর্মবারি তাহে পুনঃ হয় চুণীকৃত॥ মরি কি ভীষণ রূপ সাজিয়াছ হরি। ভক্ত লাগি ধূলা মাথ স্থধা পরিহরি॥ মরি কি মোহন শোভা করেন ধারণ। মম বাণে নিজ দেহ করি বিদারণ॥ আমি তব নররূপে ত্যজিলাম শর। তুমি হাস্থময় মুখে করিছ সমর॥ অপার মহিমা তব শ্রীমধুসূদন। কে পারে মহিমা তব করিতে বর্ণন। এই ইচ্ছামম হৃদে ও চরণ হেরি। সতত আমার মতি তব নাম স্মরি॥ অর্জ্বনের প্রতি তব করুণা অপার। হরি যবে নিলে ভূমি সার্থির ভার॥

যথন কহিল পার্থ সম্বোধি কেশব। রাথ রথ ক্ষেত্র-মাঝে হেরি সৈক্ত সব॥ রাখিলেন উভয়ের মাঝে রথ হরি। বিপক্ষের লন বল কটাক্ষেতে হরি॥ প্রকৃতির গতি এই প্রকাশ সংসারে। ভক্ত বিনা ভগবানে কে জানিতে পারে অতএব মম মন অভিম সময়ে। হরি পদে রত হও ঘুরোনা সংসারে॥ বন্ধু বধ ভয়ে যবে কাঁপে ধনঞ্জয়। জ্ঞানবলে হরি তার নাশেন সংশয়॥ অতএব মহাজানী হরির চরণ। দতত নিরত হও করিতে সাধন॥ ঈশ্বর হইয়া কৃষ্ণ বিশ্ব সংহারিতে। না ধরেন কোন অস্ত্র সমর ভূমিতে॥ হরি অস্ত্র লভিবারে করিয়া বাদনা। এড়িলাম নান। অন্ত্র করিয়া কামনা॥ বুঝিয়া আমার মন ভকতবৎসল। পূরাতে বাদনা চক্র ধরেন কেবল।। কেমন মোহন রূপ আঁখির ভূষণ। অজ্ঞান, উন্মন্ত, ভ্রম্ট অঙ্গের বসন॥ কত শত শর অংক করিত্ব বর্ষণ। হইল রুধিরে অঙ্গ তথন প্লাবন॥ অর্জ্বন করিল তারে কত নিবারণ। তথাপি বাসনা মোর করেন পূরণ॥ আত্ম পর জ্ঞান আর নাহি দ্বেষাদ্বেষ। সে হেন হরিতে মন মগ্ন হও শেষ॥ অর্জ্বনের ভক্তিভাবে বিভু ভগবান। সমরে সার্থি হন এই মম জ্ঞান॥ অতএব রত হও হরিপদে মতি। হরি বিনা কে নাশিবে সংসার তুর্গতি॥ কি কৌশল ভগবান শিখেছ কেশব। অৰ্জ্ঞ্ন সারথি হয়ে ভূষিলে হে সব॥ রথ আগে ভুমি সবে নিরত সমরে। তোমা দেখি মৃক্তি পায় যেই যত মরে॥

প্রেমের বিচিত্র ভাব করিবারে জ্ঞান। নয়ন ভঙ্গীতে মগ্ন কর গোপী প্রাণ॥ যে উপায়ে যেই জন কররে সাধন। সকলেই তাহে পায় তোমার চরণ॥ যবে রাজসূয় যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির। আপনি কেশব তথা সেবে মুনি ধীর॥ কি সৌভাগ্য মম নাহি বর্ণিবারে পারি। সম্মুখে মানবরূপ প্রকাশ মুরারী॥ করিলে কুতার্থ মোরে তুমি হে কেশব। নাহি তব জন্ম মৃত্যু প্রকাশিতে ভব॥ আপনি নির্মাল করি করহ প্রবেশ। অনস্ত মহিমা তব তুমি হৃষিকেশ। দৃষ্টিভেদে সূর্য্য তুমি, অধিষ্ঠানে রূপ। কে বুঝিবে মহিমা তব তুমি বিশ্বভূপ॥ সূত বলে শুন শুন যত ঋষিজন। কেমনে হইল পরে ভীম্মের মরণ॥ শ্রীকৃষ্ণ হদয়ে হেরি ভীষ্ম মহাবীর। বাক্য মন দৃষ্টি ক্রমে করিলেন স্থির॥ এমতে করিয়া তিনি ঈশ্বরেতে জ্ঞান। তাজিলেন মায়া ত্যজি আপনার প্রাণ॥ সকলে জানয়ে প্রাণ বাহিরেতে যায়। জ্ঞানযোগে ভীষ্ম প্রাণ অন্তরে মিলায়॥ উপাধি বিহীন ত্রক্ষে ভীত্মের মিলন। প্রলোষী পক্ষীর সম হ'ল সর্বব মন॥ দেবতা মানবে হেরি ভীন্মের বিলয়। তুন্দুভী প্রভৃতি বাগ্য শ্রুখে প্রকাশয়॥ সাধুগণে সাধুবাদ করে উচ্চারণ। বারিবাহ করে তথা পুষ্প বরিষণ॥ অতঃপর করি ধর্ম ভীম্মের সংকার। প্রকাশেন নিজ শােক বিবিধ প্রকার॥ প্রীকুষ্ণে হরুরে পুরী যত মুনিগণ। করিলেন নিজ নিজ আশ্রমে গমন॥ কৃষ্ণ সহ যুধিষ্ঠির হস্তিনানগরে। ফিরিলেন গান্ধারীর সাস্ত্রনার তরে॥

নমে রাজা যুধিষ্ঠির ধ্বতরাষ্ট্র পদে।
ধ্বতরাষ্ট্র দেন তাহে সিংহাদন পদে॥
দিংহাদনে বদিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
আনন্দে মজিল ধরা নমে যত বীর॥
উপেক্স রচিল গাঁখা হরিকথা দার।
ভনহ সংসারবাদী মায়ার আধার॥
ইতি যুধিষ্ঠরের শুতি ভীরের উপদেশ ও

## প্রীকৃষ্ণের স্বারকার গ্র্মন।

ব্ৰহ্মাদি শৌনক কহে শুন শুন সূত। কহিলে হরির কথা অতি যে অদ্ভূত॥ কহ কহ এবে ঋষি জিজ্ঞাসি তোমায়। কি কার্য্য করেন কহ সেই ধর্মারায়॥ ধন লাগি রণ করি আ্থায় বিনাশ। ভাতাগণ সহ রাজা কিবা অভিলাষী॥ সূত কহে শুন শুন শৌনক নন্দন। কি কার্য্য করেন রাজ। ধর্ম্মের নন্দন॥ সকলের আগে কিছু কহি কুষ্ণ কথা। অপরে বলিব ধর্ম করিলেন যথা।। পরীক্ষিতে রক্ষা করি আপনি কেশব। ধর্মরাজে দেন রাজ্য অতুল বৈভব॥ এতেক সাধিয়া কর্ম্ম শ্রীমধুসূদন। আপনি করেন প্রীত আপনার মন॥ ঈশ্বর অধীন হয় নিখিল জগত। স্বাধীন কাৰ্যোতে দেহ নাহি হয় রত॥ শ্রীকৃষ্ণ ভাঁছোর মুখে শুনি সেই বাণী। স্বন্ধির হইল তবে ধর্ম্মের পরাণী॥ আপনি কর্ত্তার ভার ত্যাজ ধর্মরাজ। হেরিয়া আত্মীয় চুঃথ করেন বিরাজ ॥ কিছুদিন তবে ধর্ম ভাতার সহিত। কেশব আশ্রয়ে রাজ্য করেন শাসিত॥

যবে রাজা হইলেন ধর্মের নন্দন। আপনি করেন মেঘ সদা বরিষণ॥ পৃথিবী করেন যত অভিষ্ট প্রসব। প্রয়োজন মত ত্বন্ধ দিল গাভী সব॥ সমুদ্র ও নদ নদী ভিজাইল মহী। পর্ব্বত লতায় শোভে আবরিত রহি॥ শিখরে যতেক ব্লক্ষ হইল বর্দ্ধিত। ঋতুতে ঔষধি সব হ'ল উৎপাদিত॥ দৈবিকে ভৌতিক আর আধ্যাত্মিক তাপ। দুর করি প্রজাগণ হন শৃষ্মতাপ॥ এতেক মঙ্গল হেরি প্রভু নারায়ণ। শোকমুগ্ধ অন্ধরাজে করেন সান্ত্রন॥ স্ভদ্রার অনুরোধে কিছুদিন তরে। হস্তিনায় রবে ক্লফ্ষ আনন্দিত ভরে॥ অতঃপর সর্বব শুভ করিয়া সাধন। ইচ্ছিলেন দ্বারকায় করিতে গমন॥ লইয়া ধর্ম্মের আজ্ঞা করি আলিঙ্গন। করিলেন রথোপরি কৃষ্ণ আরোহণ॥ রথেতে উঠিল কৃষ্ণ যত পুরজন। কেহ করে আলিঙ্গন কেহবা পূজন। ধৃতরাষ্ট্র কৃপ ভীম স্বভদ্র। নকুল। দ্রোপদী উত্তরা কৃন্তী কাঁদিয়া আকুল॥ যুযুৎস্থ সে সত্যবতী নর নারীগণ। বিরহ সহিতে নারি হয় অচেতন॥ সাধুগণ মুখে মাত্র শুনি হরিগান। পণ্ডিত না ত্যজি সাধু শাস্ত্র অনুমান ॥ জায়া পুত্র পরিজন সকলি ত্যজিবে। সাধুরে যাইতে জ্ঞানী কছু নাহি দিবে॥ হরি নাম শুনি সাধু এতেক করয়। পাগুবে হরিরে দেখি কেমনে ত্যঙ্গয়॥ সেই হেতু রখে হরি হেরিয়া পাগুব। মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িলেন সব॥ সকলে হেরিল হরি যায় যছুপুরী। বিরছে কাঁদিল সবে নয়নেতে বারি॥

যেখানে দাঁড়ায়েছিল যে ভাবে যে জন। হরিরে যাইতে দেখি রহিল তেমন॥ পূজা উপহার দেখি সকলে নড়িল। নচেৎ হরিরে ত্যজি কেহ না যাইল। যখন ত্যজেন হরি পাণ্ডু অন্তঃপুর। চড়েন আপন রথে যেতে নিজ পুর॥ হরির বিরহে যত কুলের কামিনী। অবিরত সদা কাঁদে হ'য়ে অনাথিনী॥ অন্তরে কাঁদিল সবে কেছ না বুঝিল। অমঙ্গল ভয় পথে হইবে ভাবিল॥ মুদঙ্গ, পণব, ভেরী, গোমুখ, ধুধুরী। অনেক তুন্দুভি ঘণ্টা বাজে ভুরি ভুরি ॥ উঠিয়া প্রাসাদ শিরে যত কুলনারী। কুষ্ণশিরে পুষ্পর্ন্তি করে সারি সারি॥ প্রেম লজ্জা প্রফুল্লতা স্বার নয়নে। নাচিতে লাগিল সবে বিচিত্র ভূষণে॥ হরি শিরোপরি ছত্র ধরে ধনঞ্জয়। রত্বদণ্ডে মুক্তাজাল ভাহাতে শোভর॥ উদ্ধব সাত্যকি তবে ধরিয়া চামর। ব্যজন করেন মরি অতি শোভাকর॥ मत्व करत्र कृष्धभिरत श्रुष्ट वित्रव। পুষ্পেতে শোভিয়া কৃষ্ণ হয়েন মোহন॥ ব্রাহ্মণ করিল সবে তাঁহে আশীর্বাদ। করিল সকলে স্তুতি অতি ভীমনাদ ॥ যদিও নিগ্রণ তিনি আদি নারায়ণ। এক্ষণে মানবরূপ করেন ধারণ॥ এই হেতু আশীর্কাদ করিল ব্রাহ্মণ। নহে বার্থ আশীর্বাদ ধরা প্রয়োজন ॥ গাহেন কেশব-গুণ বত কুরুনারী। নিষদ তথায় যেন রহিল বিহারী॥ উপনিষদের ভাবে যত নারীজন। গাহিল ক্ষেত্র গুণ বিচিত্র কথন। একজন বলে আরে শুন শুন সই। হের স্থি আদি নাথ চলি যায় ওই ॥

य कथा छिमित्न मत्व छक्तन वनत्न। হের সেই পরমাত্মা আপন নয়নে॥ ত্রিগুণ বিভাগ পূর্বেব জনমি যে জন। অবিচা উপাধি জীব করেন হরণ # জীবেরে করিতে লয় আপনি প্রলয়ে। পঞ্চভূতে নাশি যেই আপনি রহয়ে॥ সেই জন ওই যায় হের বিনোদিনী। হইস্থ অনাথ মোরা এবে কাঙ্গালিনী॥ আর সথী বলে শুন জীবনের সই। তুমি কি জানলো ধনী কেবা হয় ওই॥ শুনেছ যে জন ইচ্ছা করিল স্জন। স্ক্রয় যতেক জীব ভূতের শোভন॥ আপনি পুরুষরূপে প্রকৃতি সহিত। স্থিকিয়া করেন জীবে মাধার মোহিত। সেই জন ওই সখী ওই দূরে যায়। উহার বিরহ সহ্য করা বড় দায়॥ আর সখী বলে শুন আমার বচন। চিনেছ কি রথে যেই করিছে গমন॥ উনিই করেন সেই বেদের স্ঞ্জন। উহার ধ্যানেতে রত সদা মুনিগণ॥ জিতেন্দ্রির হয় যোগী স্থান রোধ করি। তপস্থায় জ্ঞান লভে লভিবারে হরি॥ যোগবলে মুনিগণ উহার চরণ। হেরয়ে অস্তর মধ্যে তাঁরা সর্ববন্ধণ ॥ কি ভাগ্য আমার করি সে পদ দর্শন। (य अन ट्रिज़िया (यांगी (यार्ग (नय मन ॥ অতএব এস সথী সবে মিলি বাই। ও চরণ কভু দূরে যেতে দিব নাই॥ অথবা চলহ সবে উহার সহিত। সাধিব উহার পদ হ'য়ে এক চিত॥ আর স্থী বলে ওলো ! শুন প্রাণ সই। যেজন যাইছে রথে বল দেখি কই॥ বেদেতে বাঁছারে বলে নিগুণ ঈশ্বর। হের সধী সেই ওই বায় নরবর॥

স্ষ্টি স্থিতি লয় সদ। করে যেইজন। সেই জন ওই কৃষ্ণ করিছে গমন॥ তমোগুণবলে জীব হারাইলে জ্ঞান। আপনি জনমি হরি দেন জ্ঞানদান॥ ধন্ত সেই যতুবংশ যাহে নারায়ণ। জিমিয়া করেন লীলা ব্যাপিয়া ভূবন ॥ ধন্য সেই রন্দাবন বহু পুণ্য তার। ধরিল বক্ষেতে সেই কৃষ্ণপদ ভার॥ কি কহিব দ্বারকার পবিত্রের সামা। হরিপদ লাভ সেই পাইল গরিমা॥ পুথিবী হইল ধন্ত ধরি দ্বারকায়। স্বৰ্গ এবে ধরা কাছে আদি লজ্জা পায়॥ ছারকার প্রজাগণ সদা নারায়ণে। ভ্রমণে গমনে তাঁরে হেরয়ে নয়নে॥ যে জন হেরিল কৃষ্ণ কি ভাবনা তার। দূরে যায় ভব-ত্রঃথ সংসার অসার॥ আর জন বলে শুন স্থী মোর বাণী। ভনিয়া জুড়াবে তব আকুল পরাণী॥ গোপিন।গণের সখী সার্থক জাবন। পূর্বজন্মে কত পুণ্য করিল সাধন॥ ব্দাপনি ধরেন হার তাহাদের কর। অমৃত করেন পান ধরিয়া অধর॥ তাহারা ধরিল হরি আপনার করে। অমৃত পিয়ায় সব হরির অধরে॥ ধ্যু নারা দে রুক্রিণা বাহে নারায়ণ। বধি শিশুপালে হরি করেন গ্রহণ॥ ধন্ম নার্যা জাম্ববর্তা নমজিত। আর । যাঁহে বিভা করে কৃষ্ণ করিয়া বিচার॥ ধশ্য সেই সত্যভাষা সহত্রেক নারী। ভৌম বধ করি বিভা করেন মুরার।॥ অপবিত্র নারী জম্মে সার্থক জনম। বিভা করি রাখে হরি নয়নে আপন॥ বিশেষতঃ ভূষিবারে সকলের মন। স্তর পারিজাত হরি করেন হরণ॥

এতেক শুনিয়া বাণী কামিনীগণের। হরি চাহে মুখ প্রতি প্রত্যেক জনার॥ ইঙ্গিতে করেন হরি সবে পরিতোষ। যা ছিল ত্যজিল সবে হৃদয়ের রোষ॥ পথে অমঙ্গল হেতু চতুরঙ্গ বীর। দিলেন তাঁহার পাশ রাজ। যুধিষ্ঠির॥ কুষ্ণের পশ্চাতে তবে যতেক কৌরব। নরনে ভাসিয়া নীরে ধীরে যায় সব॥ মাধব বুঝায় সবে করিয়া সান্ত্রন। বিদায় দিলেন সবে করিয়া যতন॥ ল'য়ে প্রিয় সহচর তবে নারায়ণ। যহুপুরী লাগি রথে করেন গমন॥ কত জনপদ বন এড়ায় নগর। ব্রহ্মবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র পাঞ্চাল সহর॥ যথায় যায়েন হরি সবে ত্বরা করি। আইসে হেরিতে তাঁরে উপহার ধরি॥ সারাদিন রথে হরি করিয়া গমন। সন্ধায় করেন স্নান আহার গ্রহণ॥ এইরূপে কত দেশ ছাড়ি নারায়ণ। অচিরে দারকাপুরে করেন গমন॥ উপেব্রু রচিল গীত হরিকথা সার। সবে মিলে বল হরি মুখে আপনার॥ ইতি শ্রীক্লকের দারকার গমন সমাপ্ত।

শ্রীক্ষের বারকার প্রবেশ।
সূত বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
প্রবেশন যকুপুরে সেই নারায়ণ॥
পাঞ্চলন্ত মহাশন্ধ বদনে ভরিয়া।
বাজান কেশব তাহে বায়ুতে পুরিয়া॥
জগতের ভর মৃহ্যু তাহাতে শক্তিত।
জগতে প্রকাশে ধ্বনি আনন্দিত চিত॥
প্রবেশিল প্রজা কর্ণে সেই শন্ধারব।
বিষাদ হইল দুর আনন্দিত সব॥

শক্ষেতে আরোপি মুখ মনোহর শোভা। ধরিলেন সেই কৃষ্ণ মূনি মনোলোভা॥ কেশবের অধরোষ্ঠ রক্তিমা রঞ্জিত। যেন কলহংস চঞ্ছয় প্রকাশিত॥ খেত-শঙ্কা খেতপদ্ম আছে প্রফুটিত। পদ্মগর্ভে কলহংস চঞ্চু আরোপিত॥ পদ্ম মকরন্দে মজি হংস কলরব। পাঞ্জন্য শন্থ তাহে বাজান কেশ্ব ৷ শুনিলে শঙ্কোর ধ্বনি মৃত্যু ভয় পায়। প্রজাগণ ত্যজি হায় আনন্দেতে যায়॥ বিধাদ করিয়া দূর যত প্রজাগণ। হরি হেরিবারে ধায় আনন্দিত মন॥ অবতার বাস্থদেব আপনি প্রকাশ। আপন স্বরূপে পূর্ণ আপনার আশ। নাহি প্রয়োজন তাঁর অপর কিঞ্চিৎ। জগতের স্থাস্ত তাঁহে নহিত বঞ্চিত॥ নির্ব্ব্ দ্ধি জনেতে তথা তপন কারণ। দীপ দান করি হয় আনন্দিত মন॥ তেমতি আসিয়া যত পুরবাসী যত। উপহার দেয় সবে নিজ মনোমত॥ বালকে জনক সহ কথা কহে যথা। দ্বারকা নিবাদী আসি কুষ্ণে কহে তথা। দূরদেশ হ'তে প্রভু পিতা আগমনে। পুত্র কহে নানা কথা আপনার মনে॥ তেমত দারকাবাদী যত পুরজন। আরম্ভিলা নানা কথা শুনে জনার্দ্দন॥ চরণ সরোজে নাথ করি নমস্কার। তুমি বিনা এ সংসারে সকলি অসার॥ সামাশ্য মানব মোরা কত বুদ্ধি ধরি। সনক হুরেন্দ্র ভাবে ঐ পদতরি ॥ যে জন মঙ্গল চায় এ সংসার মাঝে। সজ্ঞানে হেরিলে তাহা ওপদে বিরাজে॥ ব্রহ্মাদির প্রভু কাল জগতে বিদিত। কিন্তু পাদপদ্মে আছে সকলে মণ্ডিত ॥

নাহিক প্রভাব তার তোমার চরণে। তুমি হে জগত স্রস্টা বিগ্যাত ভুবনে॥ আমাদের বন্ধু পিতা আর গুরুজন। পরম দেবতা তুমি হে বিশ্ব-ভাজন॥ পালিব তোমার আজ্ঞা করিয়াছি পণ। উপায় উদ্ধার কর সবে নারায়ণ॥ তুমিই মোদের রাজা জগত সংসারে। আমরাই প্রজা তব দেখ আপনারে॥ তোমার সৌভাগ্যযুক্ত প্রেমিক বদন। নাহি পায় দেখিবারে কভু দেবগণ॥ সদা হেরিতেছি মোরা পূরিয়া নয়ন। দয়া করি কর নাথ কটাক্ষ ক্ষেপণ॥ কি সৌভাগ্য আছে আর জগতে প্রকাশ। যাহা হেরি সদা পূরে ভক্তজন আশ। কমললোচন তুমি ভক্তের নয়ন। হস্তিনায় নররায় করহ গমন॥ যাবে যাও তুমি হরি ভক্তজন বাস। ক্ষণে কোটী মোরা ভাবি বিষাদিত আশ। না যদি তপন উদে কি কাজ গগনে। অন্ধকার আলো হয় আপন গমনে॥ তুমি দূর্য্য যবে তুমি যাও দূরদেশে। নয়ন মুদিত করি প্রভাহীন বেশে॥ হাস্থ্যমুখে বীর প্রতি একবার চাও। অন্তর সন্তাপ তার দূর করি দাও॥ অতএব সে বদন কেমনে কেশব। না হেরি জীবন রহি থাকি এই ভব॥ শুনিয়া এ হেন বাণী নন্দের নন্দন। প্রবেশেন দ্বারকায় হর্ষিত মন॥ মনোহর পুর্র। সেই দ্বারকানগরী। নানাবিধ বুক্ষ শোভে ফল ফুল ধরি॥ ঋতুদহ ঋতুপতি দদা বর্ত্তমান। অপূর্ব্ব ভূষণে শোভে লতার বিতান॥ মনোহর উপবন স্বচ্ছ সরোবর। শোভিতেছে মনোরম চৌদিকে বিস্তর॥

আছিল যতেক শোভা দ্বিগুণ করিয়া। **এরিক্রের মান্ত লাগি দিল সাজাইয়া ॥** তোরণে শোভিত কত পুর গৃহবার। গরুড় চিহ্নিত ধ্বজ উড়ে অনিবার॥ সূর্য্যের কিরণ তাহে না করে প্রবেশ। অতি স্লিগ্ধময়ী পুরী ধরে স্লিগ্ধ <del>কেশ</del>। রাজপথ পথ আর অঙ্গন বিপন্নি। সম্মাৰ্জ্জিত হ'য়ে শোভে যেন কত মণি॥ গন্ধজলে ভূমি সব ভূষিল সৌরভে। ফল পুষ্প দূর্ববাঙ্কুর প্রভৃতি বৈভবে॥ প্রতি গৃহদ্বারে মিলি যত প্রজাগণ। দধি ফল ধুপ দীপ করিল শোভন॥ শ্ৰীকৃষ্ণ আইল শুনি যতেক যাদব। হরষিত হ'লো সবে হেরিয়ে মাধব॥ বহুদেব উত্রসেন আর বলরাম। হরষে যাদব ভাসে শুনি কৃষ্ণ নাম।। কেহ বা শয়ন ত্যক্তে কেহ বা সাসন। ছাডিয়া আহার রথে করে আরোহণ॥ প্রেম হেতু সবে ধায় হরির সদনে। অভ্যর্থনা করিবারে নন্দের নন্দনে॥ আগাইয়া লয় হাতী সকল ব্ৰাহ্মণ। শহা ভুরী মন্ত্রপাঠে শুভ আচরণ ॥ হরি হেরিবার আশে যত বার নারী। আরোহি আপন যানে চলে সারি সারি॥ মনোহর মূর্ত্তিময় ভূষিত বদন। তাহে বায়ু কম্প কেণ শোভিছে কেমন॥ কুঞ্চিত কুম্বল কত শোভে কর্ণমূলে। যেন রে মাধবী শোভে আপনার ফুলে॥ অভিনব করে নট নর্ত্তকে নাচিল। পৌরাণিক কত কথা গাহকে গাহিল॥ মাধ্যে শুনায় বংশী वन्ही গায় यनः। সকলে সন্তুষ্ট চিত্ত হরি পরবণ॥ व्यनृत्त्र एश्रिया कृष्ध शूत्रवामिकत्न । সম্মান করেন সবে সাধু সম্ভাষণে॥

গুরুজ্নে অবনতি করে নমস্কার। কারে আলিঙ্গন আর স্পর্ণেন কাহার॥ কারে মুতুহাসি কহে কটাক্ষ ক্ষেপণে। আশ্বাস সকলে কুষ্ণ করিলেন মনে॥ গুরুজন হ'তে যত আছিল চণ্ডাল। সম্মান রাখেন তিনি যুচায়ে জঞ্চাল॥ গুরুজন আর যত সপত্নী ব্রাহ্মণ। কেশব আশীষ করে আনন্দিত মন॥ অগ্রেতে লইয়া বন্দ কেশব তথন। প্রবেশেন স্বান্থকায় নগর আপন। দারকার রাজ্মার্গে প্রবেশিল হরি। · হর্ম্মাশিরে নারী হেরে করি ত্বরাতরি ॥ এতেক কহিয়া কহে সূত তপোধন। ভনহ হরির ভাব যত ঋষিজন ॥ দারকায় যারা রহে সদা হেরি হরি। আজ কেন এত আশা হেরিবারে হরি॥ যতই হেরয়ে সবে নাহি পূরে আশ। হৃদয়ে তাঁহার লক্ষ্মী সদা করে বাস॥ নয়নমোহন তাঁর ফ্রন্দর বদন। করযুগে লোকপাল করয়ে রক্ষণ॥ ভক্ত লাগি ক্স্তোরিত কমল চরণ। একবার হেরি কেবা শাস্ত করে মন॥ পীতবাস পরিধান মেঘময় রূপ। মাল্যদান গলে শোভে অতীব অনুপ॥ মস্তকেতে শ্বেতচ্ছত্র বিরাজিত হয়। চামরী চামর ধরে মরকভময়॥ প্রাসাদ হইতে হয় পুষ্প বরিষণ। ক্লফ্ষশোভে তাহে যেন নবীন তপন॥ অথবা কিরণে মাখি নব নবঘন। উভয় চন্দ্রের মাঝে হ'য়েছে শোভন॥ পুষ্পময় সে তারকা ভূষিয়া গগন। প্রাচীরের বাতায়নে হয় বরিষণ॥ চন্দনে ভূষিত বক্ষ গাত্ৰ অনুপম। विक्रमी हमत्क र'रा हेटल्द वरान ॥

প্রথমে প্রবেশি কৃষ্ণ জনক আলয়ে। নমেন জনক পদে যোড়কর হয়ে॥ জননী বন্দেন পরে সপ্তদশ সাতা। মায়ার বন্ধন কার্য্য করেন বিধাতা॥ বছদিন পরে পুত্রে হেরিয়া জননী। ফর্ণা সমস্থ শীসের পেয়ে হারা মণি॥ আনন্দের অশ্রু তবে বহে দরদরে। স্নেহেতে স্তনের চুগ্ধ ধীরে ধীরে ঝরে॥ ত্যজিয়া জনক গৃহ আপন ভবন। করিলেন শ্রীমাধব হরষে গমন॥ যোড়শ হাজার গৃহ সম সংখ্যা রাণী। সেবিত কেশব পদ ধরিয়া পরাণী॥ কেশব না হেরি সবে বিরহে কাতর। ত্যজি হাস্ত বেশ ভূষা বিষাদ অন্তর॥ প্রোষিত ভর্তুকা বেশ করিয়া ধারণ। আছিল মহিধী সবে ব্রতে নিমগন॥ হেরি স্বামী সমাগত আনন্দিত মনে। সকলে উত্থিত হয় ত্যজিয়া আসনে॥ লজ্জায় করিয়া সবে বিনত বদন। স্বামী প্রতি করে সবে কটাক্ষ কেপণ॥ আসিয়াছে স্বামী শুনি যত মহারাণী। মনে মনে মিলিলেন যোগ করি প্রাণী অদূরে হেরিয়া সবে আপন নয়নে। দৃষ্টিতে লভেন স্বামী হরষিত মনে॥ সম্মুখে আসিলে হরি সবে আলিঙ্গন। করিয়া করিল পরে তাঁহার পূজন। সকলেই ধীর ভাব আছিল অন্তরে। চঞ্চল হইয়া এবে নয়নেতে ঝরে॥ প্রেমবশে বারিধারা হইল বাহিত। সেই হেতু মহিধীরা হয়েন লজ্জিত॥ রমণী বলিয়া সবে একান্তে তাঁহারে। হেরিতে চরণ যুগ নয়ন আধারে॥ সতত হেরিয়া পদ না মিটিল আশ। সেই হেতু অনুরাগে হেরে শ্রীনিবাস॥

ভূবন বিভব লক্ষী যাঁহার চরণ। চঞ্চল স্বভাব তাজি করিছে শোভন॥ কোন না রমণী করে সে চরণ আশ। হইয়া মানবী আদি করে অভিলাষ॥ ঈশ্বরের লীলা এই হরণ পূরণ। অবতাররূপে তাহা করেন সাধন॥ যদি নাশ নাহি হয় হইয়া স্জন। কেমনে ধরার সর্ব্ব হইবে ধারণ॥ পৃথিবী পূরিল যবে অক্ষৌহিণী ভরে। ব্যাপিল যতেক রাজা গৌরবের তরে॥ হরিবারে ধরা-ভার হ'য়ে অবতার। প্রবর্ত্ত করেন সবে রণেতে বিস্তার॥ রণেতে উঠিয়া অগ্নি দহিল সকল। ঘুচিল ধরার ভার কথা হৃমঙ্গল ॥ সাধিয়া সকল কাৰ্য্য কেশব তথন। মহিলা-লীলায় তবে হন নিমগন॥ কিবা সে মোহন হাসি প্রগাঢ় প্রণয়। হেরি তাহা মহাদেব পিণাক ত্যজয়॥ কিন্তু মুগ্ধ করি সবে আপনি কেশব। অবশ হইয়া রহে যাইয়া সে ভব॥ কে সঙ্গী তাঁহার বল এই ত্রিভূবনে। অজ্ঞান ভাঁছার কার্য্যে লিপ্ত ভাবে মনে॥ যতেক মহিধী তথা না বুঝি অন্তরে। স্নেহরূপে পতি পূজেু বৃদ্ধি অনুসারে॥ উপেব্রু রচিল গীত ইরিকথা সার। ভনহ সংসারবাসী অমৃত আধার ॥ ইতি শ্রীক্লঞ্চের দারকার প্রবেশ সমাপ্ত।

ক্ষণ পরীন্ধিকের জন্ম বিবরণ।
শোনক বলেন সূত শুনহ বচন।
কহ কহ হরিকথা অমৃত বর্ষণ॥
ব্রহ্মান্ত্র সন্ধানে যবে দ্রৌণী মহাবীর।
উদ্ভরার গর্কে প্রাণ নক্ট করে ধীর॥

ছেরিয়া বিপদ সেই যাদব-নন্দন। উত্তরার গর্ভ তিনি করেন রক্ষণ॥ সেই গর্ভে পরীক্ষিত কেমনে জন্মিল। জিমায়া ভুবনে সেই কি কার্য্য করিল। কেমনে বা হ'লো বল ভাঁছার নিধন। কি গতি বা পরলোকে তিনি প্রাপ্ত হন॥ শুনিবারে সেই কথা বড় অভিলাষ। অনুগ্রহ করি সূত করহ প্রকাশ॥ শুনিলাম শুকদেব পরীক্ষিত প্রতি। জ্ঞান উপদেশ দেন হ'য়ে স্থির মতি॥ সেই হেতু তাঁর কথা শুনিতে বাসনা। কহ কহ মুনিবর পূরাও কামনা॥ সূত কহে শুন শুন ভ্গুর নন্দন। অতঃপর হরিকথা মানদ মোহন॥ আরোহিয়া যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনে। হৃদয় তাঁহার জাগে একুষ্ণ দর্শনে॥ কুষ্ণ প্রতি মন রাখি ধর্ম মহাবীর। শাসন করেন রাজা পিতা সম ধার॥ সম্ভুক্ত হইল প্রজা তাঁহার শাসনে। সকলে গাহিল গুণ আনন্দিত মনে॥ ঐশ্বর্যা যজ্জের বলে পূরিল ভূবন। গাহিল তাঁহার কথা স্বর্গে দেবগণ॥ এতেক ঐশ্বর্যা পেয়ে ধর্ম্ম মহাবার। নাহি মজিলেন তাহে সদা ধর্মে স্থির॥ একদিকে রাজা করে রাজ্যের শাসন। অস্থ্য দিকে হরিপদে সনা তাঁর মন॥ ক্ষুধিত কাতর হয়ে অন্নের কারণ। মাল্য বা চন্দন তাঁর নাহি প্রয়োজন॥ ভেমতি ধর্ম্মের নীরে যে জন মগন। তাঁহার কি ভাল লাগে বসন ভূষণ॥ সূত বলে অবধান কর মুনিগণ। পরীক্ষিত জন্ম কথা করছ শ্রবণ॥ দ্রৌণীর ব্রহ্মাস্ত্র বলে গর্ভে পত্নীক্ষিত। দাহন যাতনা দহে না হয় সন্থিত।

যাতনায় যোগবলে স্থির করি মন। হেরিলেন এক মূর্ত্তি রূপে বিমোহন॥ কিবা সে মোহনরূপ নয়নরঞ্জন। তড়িত মণ্ডিত যেন শোভে নবঘন॥ স্বর্ণের কিরীট শোভে শ্যাম শিরোপরি। নীলবর্ণ পীতবাস শোভে মরি মরি॥ আজামুলস্থিত ভুজ সতত লশ্বিত। কাঞ্চন কুগুল কর্ণে সদাই কম্পিত॥ দ্রৌণীর কারণে ক্রোধ হ'য়ে প্রকাশিত। নীল সরোবর আঁখি রক্তিমা রঞ্জিত॥ উল্কাদণ্ড সম হস্তে গদা বিশোভিত। যেন শত সূৰ্য্য তথা হ'লো প্ৰকাশিত॥ কুয়াশায় দিবাকর কিরণেরে বলে। তেমতি বিনাশ করে আপন কৌশলে॥ গদায় ব্রহ্মান্ত তথা করি নিবারণ। সম্বরেণ সেই মূর্ত্তি নিজে নারায়ণ॥ গর্ভ মাঝে পরীক্ষিতের জ্ঞানের উদয়। নারায়ণে ছেরিলেন গর্ভে সে সময়॥ অতঃপর শুভগ্রহ আকাশ ভুবন। শুভলগ্নে জন্মিলেন পাণ্ডব নন্দন॥ দ্বিতীয় পাণ্ডুর সম তাঁহার প্রভাব। সূর্য্য সম রশ্মি যেন সে দেহের ভাব॥ জন্মিলেন পৌত্র শুনি ধর্ম মহারাজ। কুপ আদি আনিলেন ব্ৰাহ্মণ-সমাজ॥ নানামতে জাতকর্ম করি সম্পাদন। গরু, ভূমি, গ্রাম, হস্তী, দিজে সমর্পণ।। স্থবর্ণ উৎকৃষ্ট দ্রব্য অকাতরে দান। যোগ্যজনে দিয়া ধর্ম রাখিলেন মান॥ হইল সকল বিপ্র অতি পরিতোষ। আশীৰ্কাদ করিলেন হইয়া সস্তোষ॥ জিজ্ঞাসেন ধর্মরাজ সকল ত্রাহ্মণে। বালকের ভাগ্যফল কি দেখিলা মনে॥ বুঝিয়া রাজার বাণী উত্তরে ত্রাহ্মণ। শুন বালকের ভাগ্য হে ধর্ম রাজন॥

পাওুবংশ অলক্ষার এই শিশু হয়। আছিল দ্রৌণীর কোপে মৃত্যুই নিশ্চয়॥ সর্বশক্তিমান হরি দয়া ক'রে তবে। রাখিলা ইহারে তাই প্রকাশিতে ভবে॥ তাঁহার প্রসাদে শিশু পাইলে রাজন। বিষ্ণুদত্ত নাম রাখি তাহার কারণ॥ ্ভবিষ্যতে হবে শিশু সর্ব্ব গুণবান। পাণ্ডবংশ অলঙ্কার রবে বংশমান॥ এতেক জিজ্ঞাসি ধর্ম বলেন সকলে। পূর্ব্ব বংশ যশ কি হে রবে শিশুবলে॥ যা করিলা পিতৃগণ ভূবন ভিতর। শিশু কি হইবে সেই গুণের আকর॥ এতেক বচন শুনি সকল ব্রাহ্মণ। শি<del>ত্</del>যর লক্ষণ বহু করিল *শ্র*বণ॥ ইক্ষাকু সমান শিশু বংশ অলক্ষার। দ্বিজাতির হিত কর সত্যের আকর॥ দাশর্থি সম প্রজা করিবে পালন। শিবির সমান দাতা তুঃখীর রক্ষণ॥ ভরতের সম কীর্ত্তি হবে প্রকাশিত। পার্থের সমান বীর্যা বিক্রমে বিদিত। অমি সম হবে শিশু তুর্দ্ধর্য সকলে। ত্বল্প সাগর সম হবে ভাগ্যফলে॥ সিংহসম পরাক্রমী হইবে তনয়। हिमानग्रमम ऋशी इट्रेंटर निम्हि ॥ পৃথিবী সমান ক্ষমা ধরিবে বালক। মাতা পিতা সম ধারে সজ্জন পালক॥ ব্ৰহ্মা সম হবে শিশু পক্ষপাত হীন। আশুতোষ সম তুষ্ট অবধ্য প্রবীণ॥ নারায়ণ সম হবে জীবের আশ্রয়। কুষ্ণ সম গুণবান শুন মহাশয়॥ রতিদেব সম হবে উদারতাময়। ধাৰ্ম্মিক যবাতি সম হবেন নিশ্চয়॥ ধরা-সম ধৈর্য্যশীল ছইবে সন্তান। প্রহলাদের সম ভক্ত জগতে প্রমাণ॥

বহুতর অশ্বমেধ করিবে নিশ্চয়। গুরুজন উপাসনে সদা মতি রয়॥ শিশুগুণে রাজ ঋষি হবে উৎপাদন। ইহাপেক্ষা বহুগুণ ধরিবে রাজন॥ ধর্ম্মের আচার ভ্রম্ট যেজন হইবে। কলিরে শাসিতে শিশু তারে দণ্ড দিবে॥ বিষয় বাসনা যবে ত্যজিবে সম্ভান। ব্ৰহ্মশাপে সৰ্পাঘাতে ত্যজিবেক প্ৰাণ॥ প্রাণ ত্যজি হরিপদে করিবে গমন। মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে হবে আগমন॥ তারিতে তাঁহারে তথা ব্যাদের তন্য। আসিবেন শুকদেব ঋষি সে সময়॥ মুত্যুরে নিশ্চয় করি শিশু জ্ঞানবলে। আত্মতত্ত্ব জানিবেন শুকের কৌশলে॥ আত্মতত্ত্ব জানি শিশু হইবেন স্থির। গঙ্গাতীরে স্থথে প্রাণ ত্যজিবেক ধীর॥ পরলোকে ভয় নাই শিশুর মরণে। আত্মতত্ত্ব বলে উহা জানিবেন মনে॥ এতেক কহিয়া তবে যতেক ব্ৰাহ্মণ। আশীর্কাদ করি নৃপে করিল গমন॥ সূত কহে শুন শুন শৌনক নন্দন। কেন তাঁহে পরীক্ষিত করে সম্বোধন॥ গর্ভবাসে বালকের হয় জ্ঞানযোগ। তথায় বিভিন্ন চিত্ত হইল বিয়োগ॥ পুরুষ রূপেতে তথা হেরে নারায়ণ। জগত পুরুষরূপী শাস্ত্রের বচন॥ য়খন জন্মিল স্থত সংসার ভিতর। জগত হেরিয়া ভাবে আপন অন্তর॥ এই বুঝি সেই মুর্ভি যা হেরি নয়নে। জগতের জীবযুক্ত যেই নারায়ণে॥ ভাবিয়া পুরুষ রূপ সেই নারায়ণ। শৈশবে পরীক্ষা লাগি মজে তার মন॥ সেই হেতু পরীক্ষিত নাম তার হৈল। হরিপদে মতি তার সদাই রহিল॥

চল্ৰমা সমান শিশু হইল বৰ্দ্ধন। অতি রূপবান সেই মানসমোহন॥ বাল্যকালে হরিনাম বুঝিয়া মানদে। क्कानेवरल जुके मरव करतन हतिरव ॥ পোক্র লভি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন। স্তুখেতে মজিয়া প্রজা করেন পালন। সম্ভাকর প্রক্রা স্থানে করিয়া গ্রহণ। অতি স্থথে ধর্মরাজ কাটান জীবন॥ অশ্বমেধ যক্ত লাগি করি অভিলাষ। স্বাকারে সেই কথা করেন প্রকাশ। ধর্ম্মরাজ তবে কুফ করি নিমন্ত্রণ। অশ্বমেধ লাগি তাঁরে করে আনয়ন॥ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া ধর্ম্মে দেন উপদেশ। পাঠাইতে ভ্রাতাগণে উত্তর প্রদেশ॥ প্রচুর স্থবর্ণ তথা আছে বিক্লেপিত। মরুষজ্ঞ পাত্র তাহা জগতে বিদিত॥ সেই ধন সবে মিলি করি আনয়ন। অশ্বমেধ যজ্ঞ ভূমি করহ সাধন॥ ছেন উপদেশ মতে তবে ধর্ম্মপতি। পাঠান উত্তরে সব সোদর স্থমতি॥ কৃষ্ণ উপদেশ মতে আনি বহুধন। অশ্বমেধ যজ্ঞ ধর্মা করেন সাধন॥ ব্রাহ্মণের দ্বারা যজ্ঞ করি সমাপন। শ্ৰীকৃষ্ণ করেন ইচ্ছা দ্বারকা গমন। যুধিষ্ঠিরে জানাইয়া শ্রীমধুসুদন। পাৰ্থসহ স্বারকায় করেন গমন॥ ইতি পরীক্ষিতের জন্ম বিবরণ সমাপ্ত।

ষ্প গুজাবেইর সংসার তাগ।
ষ্যতঃপর সূত বলে শুন তপোধন।
ষ্যাক্তরান্ত্র স্বাক্তরা প্রকার স্থাকন।
একদা বিত্তর সেই স্থবিজ্ঞ স্থাতি।
ভীর্থ দরশনে যান হ'বে ক্ট্যতি॥

কোন তীর্থে পেয়ে দেখা স্থমস্ত ঋষির। গোবিন্দের কথা তথা বুঝিলেন ধীর॥ স্থমস্ত বিভূৱে তবে উপদেশচ্ছলে। হরি কিবা জানাইল জ্ঞানের কৌশলে॥ হৃদয়ে বিচুর বৃঝি হরি কি রতন। ফিরিলেন হস্তিনায় আনন্দিত মন॥ হেথা কুরুকুল সহ ধৃতরাষ্ট্র বীর। না হেরি তাহারে সবে ছিলেন অস্থির॥ বিছুরের বৃদ্ধিবলে পাণ্ডব কৌরব। পাইত মঙ্গল কত মুগ্ধ ছিল সব॥ যবে তাহে বিজ্ঞবর করেন গমন। পাণ্ডব কৌরব ছিল মুর্চ্ছায় গমন॥ শুনি সবে বিছুরের গুহে আগমন। মৃতদেহে যেন সবে পাইল চেতন॥ চেতন পাইয়া সবে উঠি ছরা করি। বিছ্রুরের দেখিবারে ধায় ত্বরাত্বরি॥ আসিয়া সমীপে তাঁর পাগুব কৌরবে। আলিঙ্গন নমস্কার করিলেন সবে॥ আনন্দেতে সবে করে অঞ্চ বিসর্জ্জন। কেহবা চাহিয়া রহে আনন্দ বদন ॥ এমতে হইল শেষ প্রিয়ালাপ যত। ত্বরাত্বরি গ্রহে ল'য়ে যত্র করে কত॥ অতঃপর বসি তবে বিচন্তর স্থমতি। হেরেন নয়নে সেই অন্ধের তুর্গতি॥ বিশান্ত তাঁহারে হেরি ধর্মের নন্দন। পুজান্তে কহেন তিনি বিনীত বচন॥ কি বলিব ওহে তাত আপন সদন। নির্ধন পাণ্ডব বলি আছে কি স্মরণ ॥ স্মতিপথে দেখ পিতা ভাবিয়া আপনে। পক্ষ।শিশু সম রক্ষা কর পাণ্ডুগণে॥ বিপদ হেরিয়া যথা পক্ষ বিস্তারিয়া। পক্ষিণী হৃদয়ে রাখে শাবকে ধরিয়া॥ তেমতি রক্ষিলে সবে ভাবহ হুমতি। তব পদে আমাদের আছে সদা মতি॥

জননী মরিতে সবে করিয়া প্রয়াস। বিষ দিল কুরুবর করি মহা আশ ॥ বল তাত সে বিপদে কেবা উদ্ধারিল। জননী জীবন তাঁহে কেবা দান দিল। যবে তুষ্ট কুরুগণ জতুগৃহ করি। পোড়ায়ে প্রথরিতে ইচ্ছা শমন নগরী॥ কেবা রক্ষা করে তাত সে হেন বিপদে। পাণ্ডবে রাখিলে পূর্বের ভূমি পদে পদে॥ তুমি না করিলে দয়া যেতো পাণ্ডু নাম। পাণ্ডুবংশ শুক্ত হতো এই ধরাধাম॥ অস্থির ছিলেন ধর্ম কেশব কারণ। ইচ্ছা তাঁর জিজ্ঞাদেন সেই বিবরণ॥ সেইকালে কালবশে হয়েছিল ধ্বংস। কেশবের পদাশ্রয়ী সেই যত্নবংশ। এ হেন সংবাদ রাজা নাহি জানে মনে। পুছেন বিছুরে তবে সন্দেহ ভঞ্জনে॥ বল পিতা বল বল আমার সকাশ। কোন ভীর্থে কোন ফল করহ প্রকাশ। তীর্থ আশে পৃথিবীর সকল প্রদেশ। করিয়াছ ভূমি ভাত সকলে প্রবেশ। অজ্ঞাত সকল দেশ নাহিক আঞ্চীয়। কোখা রহিতেন জ্ঞান। কিবা আহারীয়। যাহার হৃদয়ে কুষ্ণ সতত বিরাজে। তীর্থ ফলুলাভ করা নাহি তাহে সাজে॥ কুষ্ণভক্ত তীর্থ সব শাস্ত্রের বচন। তীর্থের পবিত্র লাগি তাহার গমন॥ একণে বলহ দেব জিজাসি তোমায়। বোধ হয় গিয়াছিলে তুমি ভারকায়॥ যহুবংশ লাগি প্রাণ সতত আকুল। সততই ভাবি তাই হৃদয় ব্যাকুল॥ নিভাও হাদয় জ্বালা ভূমি দয়া করি। বন্ধুগণ সহ আছে কেমন ঐছিরি ॥ এত প্রশ্ন শুনি তবে বিচন্ন স্থমতি। **একে একে কছে ধর্ম্ম করি**রা মিনতি॥

ত্রথ তাজি কুরু লাগি সম্ভাপ করিবে॥ সেই হেডু সেই কথা ধর্মের নন্দনে। না কহা উচিত এবে বুকিলেন মনে॥ এমতে পাণ্ডব মাঝে বিছুর স্থমতি। কিছুকাল আনন্দেতে করেন বসতি॥ সেইকালে ধৃতরাষ্ট্রে দেন উপদেশ। নানা ধর্মাকথা আর কালের অশেষ॥ সবে তাহে শুদ্র বলি জানিত তখন। শাপ-বশে ধরাধামে আপনি গমন ॥ অনিমাণ্ডব্যেয় নামে এক তপোধন। শাপ দিলা যমে তাই বিছুর গঠন ॥ শত বৎসরের তরে ভোগ সেই শাপ। শাপাস্তে বিচন্ন যাবে কাটাইয়া পা**প।** রাজ্য পেয়ে পৌত্র লভি রাজা যুধিষ্ঠির। বংশ রক্ষা হ'লো বলি করিলেন স্থির। মমতা স্লেছের ডোরে আবদ্ধ হইয়া। রাজকার্য্য করে রাজ। সন্তাপ ভুলিয়া॥ হেন অবসরে কাল আসিল ভুবনে। বিছুর বুঝেন তাহা আপনার মনে॥ বুঝিয়া কালের কশ্ম বিস্কুর স্থ্যতি। ধতরাষ্ট্র কাছে যান করি ক্রতগতি॥ অন্ধের সমীপে তবে হইয়া প্রকাশ। বলে রাজা শুন শুন আমার আভাষ॥ আর কি দেখেন রাজা সম্মুখে শমন। যথা তথা তার গতি নাহিক বারণ ॥ সে জনের মহাবল সদা জিত রণে। অতএব কর মন যাইতে কাননে॥ কাননে যাইয়া কর জ্ঞান আহরণ। যদি হরি নিজ দেহে করিবে দর্শন। । যদি ভাব মনে রাজা নাশিবারে কাল। ভ্রমান্ত্রক সেই কথা ছদয় জঞ্জাল। যে জনে গ্রাসয়ে কাল কি করিবে ধনে। আপনি চলিবে ত্যজি সম্ভান রতনে॥

যত্নবংশ ধ্বংদ শুনি শোক উপলিবে।

পুত্র কন্সা সম ধন কি আছে সংসারে। কালেতে গ্রাসিলে হয় সব ত্যজিবারে॥ আরো বলি শুন রাজা হ'য়ে এক মন। কি স্থথে এখনো দেহে আছিল জীবন॥ পুত্ৰ কন্থা কেহ নাই ল'য়েছে শমন। যৌবনের আশা নাই ক'রেছে গমন॥ জরাবশে দেহ তব জীর্ণ হইয়াছে। সারা জন্ম অন্ধ তুমি শ্রবণ গিয়াছে॥ নাহি তব রাজ্য আর পর গৃহে বাস। এমন সংসারে তব বল কিসে আশ॥ জ্ঞানবলে তুমি রাজা বুঝ নিজ মনে। বুদ্ধির নাহিক তেজ গেছে বয়ঃ সনে॥ দস্ত ভয় হইয়াছে অগ্নি মন্দগতি। শ্লেম্মায় শরীর পূর্ণ তবু ধনে মতি॥ কি বলিব ভাই তোমা আমি অতি দীন। আপনি বুঝা মনে বয়দে প্রবীণ॥ আশ্চর্য্য মানব আশা সংসারে প্রকাশ। যত আয় তত ব্যয় বাড়য়ে প্রথাস॥ কি বলিব তোম। রাজা ভাব নিজ মনে 1 যে ভীম বধিল তব পুক্র ছুর্য্যোধনে॥ সে ভীম প্রদত্ত অন্ন থাইতেছ বসি। কুকুরের সম খাও তোমায় সাবাসি॥ কুকুরে হেরিলে পিগু পতিত ধরায়। বাহির করিয়া জিহ্বা মহানন্দে খার॥ যে রাজ্য আছিল তব তাহা কোথা রৈল। তথাপি সংসার যায়া নাহি তব গেল।। যে পাণ্ডবে ভূমি রাজা করিয়া মন্ত্রণ। চেষ্ট্ৰিলে অগ্নিতে বিষে বধিতে জীবন॥ যাহাদের পত্নী ল'য়ে করি অপগান। ছিলে মহারাজ তুমি অতি বলবান। কোথায় প্রভাব সেই হ'লো দুরীভূত। কোথা,গেল পাপমতি তব শত হুত॥ পাণ্ডব হইল রাজা কাহার অধীনে। রাখিলে জীবন রাজা এত অপসানে 👢

তাহাদের অন্নে তুগি হু'য়ে পরিতোষ। কেমনে আছহ রাজা হইরা সম্ভোষ॥ বল রাজা সে জীবনে কিবা প্রয়োজন। হীনতা স্বীকার কেন করহ এপুন॥ হীনতা স্বীকার করি বল কোনজন। কালেরে হারায় দেহ করিতে রক্ষণ॥ জীর্ণবস্ত্র সম আত্মা ত্যজি এই দেহ। যাইবে অম্বত্র যথা রহে নব গেহ॥ যতদিন থাকে রাজা শরীরেতে বল। ততদিন ধর্ম কর্মে পাও যশংফল॥ অশক্ত শরীর যবে হইবে রাজন i আশা অভিমান শৃষ্ঠ হবে প্রয়োজন॥ যে শরীরে হেন কাজ করে হে রাজন। সেইজন হরি আজ্ঞা করেন পালন॥ বীর বলি তাহে উচ্চে ডাকে চরাচর। অতএব কর ইহা হৃদয় গোচর॥ যেজন লভিয়া জ্ঞান ত্যজিয়া সংসার। হরিপদে সঁপি দেয় এ জীবন ছার॥ নরোক্তম বলি তারে সংসারেতে কয়। মুক্তি তার নয়নের উপরেতে রয়॥ নরোভ্য কাল দেব হইয়াছে গত। বীরের বয়স দেব হ'য়েছে আগত ॥ অতএব উঠ রাজা ত্যজহ আসন। হরি আরাধিতে কর কাননে গমন। পুণ্যগিরি হিমালয় উত্তরে আছয়। যত ঋষি সেই স্থানে হরি আরাধয়॥ চল রাজা সেই স্থানে মিলে সবে যাই। নাহি কাজ এ সংসারে উঠ উঠ ভাই॥ এত শুনি প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজ তবে। আছিল যতেক আশা ত্যজিলেন সবে॥ মায়া স্লেহ যত ছিল সব ভূলিলেন। আপন অমুজবলে জ্ঞান লভিলেন # জ্ঞানবলে মোক স্বৰ্গ হেরিয়া নয়নে। উঠিলেন অন্ধরাজ ত্যজিয়া আসনে 🎚

ক্রমেতে হয়েন তিনি গ্রহের বাহির। অত্রে অত্রে চলিলেন সে বিত্বর ধীর॥ সঙ্গেতে চলেন তবে স্থবল তন্যা। শিব সঙ্গে যথা যান আপনি অভয়া॥ সমরে মাতিয়া কেহ ত্যক্তে নিজ প্রাণ। সে মৃত্যুরে স্থথে কেহ করে অনুমান॥ হিমালয়ে আরোহণ গান্ধারী-রমণ। তাঁরে ছেরি যতি সবে আনন্দে মগন॥ ভাবিল তাহারা সবে হেরি অন্ধরাজ। নির্ভয়ে এ তপোবনে করিব বিরাজ। সন্মাদী পুজিত স্থানে হেরি স্বামীখনে। আপনি চলেন সাধ্বী আনন্দিত মনে॥ व्यक्षताक मह तानी शाक्षाती कानता। যাইলেন ভোগ ছাড়ি ত্যজিতে জীবনে॥ বিত্রর অত্যেতে যান পথ দেখাইয়া। ক্রমে হিমালয়োপরি উঠেন আসিয়া॥ এদিকে প্রভাত মাত্র সে ধর্মা রাজন। প্রাতঃসন্ধ্য। ক্রিয়া আদি করি সমাপন॥ তিল ভূমি দান করি নমিয়া ত্রাক্ষণে। যান তিনি সেই প্রাতে গুরু দরশনে॥ প্রবেশি অন্ধের গৃহে ধর্ম্মের নন্দন। নাহি হেরিলেন তাহে মেলিয়া নয়ন॥ নাহি তথা সে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র বীর। স্থমতি বিছর নাহি সর্ববশাস্ত্র ধীর॥ আশ্চর্য্য মানিয়া মনে মেলিয়া নয়ন। দেখেন সঞ্জয় বসি বিমর্ষ বদন॥ সঞ্জয়ে নেহারি ধর্ম পুছেন বিনয়ে। ধুতরাষ্ট্র কোথা কহ ঘুচায়ে সংশয়ে॥ তুই চক্ষু অন্ধ তাঁর কোথার দেজন। না হেরি ভাঁছার হই শোকেতে মগন॥ পুত্রশোকে শোকাকুলা গান্ধারী জননী। কোখা তিনি বল মোরে হে সঞ্জয় তুমি॥ বিপদের সধা কোথা বিদ্রর স্থমতি। ন। হেরি তাহারে মোর সচকল মতি॥

না হেরি সকলে মোর এ সন্দেহ হয়। আমারে সংশয় করি জীবন ত্যজ্ঞয়॥ মন্দমতি আমি তাই করিয়া সংশয়। গান্ধারীর সহ রাজা গঙ্গার ঝাঁপর॥ কি ছুঃখ উদয় মোর কহিব কেমনে। যবে পিতা মরিলেন কে রাখে জাঁবনে॥ শৈশবে বয়স যবে নাহি কোন জ্ঞান। যে কৌশলে রাখিলেন আমাদের প্রাণ॥ পিতৃব্য বিছুর কোথা গেলেন ত্যজিয়া। পাণ্ডবে কাঁদায়ে তাঁর কি স্থুখ যাইয়া॥ হে সঞ্জয়! বল বল কোথায় সকলে। ভাসিছে জীবন মোর সংশয়ের জলে। এতেক বলিয়া ধর্ম করেন ক্রন্দন। ঝর ঝর নীর বহে ভূষিয়া নগন॥ সূত বলে এবে শুন ওহে মুনিবর। কি কর্ম্ম সঞ্জয় করে শুন অতঃপর॥ ধ্বতরাষ্ট্রাদির শোকে সে গালব মুনি। বিমৰ্ষে কাঁদিতেছিল প্ৰমাদ সে গণি॥ ঝর ঝর সদা বহে নয়নের জল। বিরত্বে আকুল হুদি শুনহ সকল॥ এ সময়ে হেরি ধর্মা শোকের সঞ্চার। পূর্ব্বাপেক্ষা বারি বহে অবিরত ধার॥ ধর্ম্মেরে করিয়া স্লেহ তবে জ্ঞানবান। বলিতে অন্ধের কথা মুছিল নয়ন॥ মুছিরা নয়ন নিজ হস্তেতে তখন। ছেরে ধর্ম কাঁদে চক্র রাহুগ্রস্ত সম॥ ধর্ম্মেরে কাঁদিতে হেরি সঞ্জয় তখন। নিজহাতে মুছিলেন ভাঁহার নয়ন॥ মুদ্রায় ধর্ম্মের আঁখি গদ গদ ভাষে। অন্ধের ভাগ্যের কথা ভ্রমেতে প্রকাশে॥ সঞ্জয় বলেন শুন ধর্ম্ম নূপমণি। কোথা গেল অন্ধরাজ গান্ধারী জননী। না জানি সংবাদ কিছু কোথা অন্ধরাজ। না হেরি কাহার গৃহে প্রবেশিলা আজ।

দে কারণে কাঁদি আমি বিষাদে মজিয়া। আর তাঁর দেখা পাব কোথায় যাইয়া॥ এত শুনি ধর্ম কান্দে সহিত সঞ্জয়। (भाक-कल नमी (यन वर्षाय वर्य ॥ ছেনকালে মহাঋষি নারদ তখন। তুম্বরু ঋষির সহ উপস্থিত হন॥ মছর্ষি ছেরিয়া তবে ধশ্ম নরবর। নজ্রতায় প্রণমেন কাতর অন্তর॥ অভিবাদ করি রাজা করেন অর্চন। অর্চিয়া উভয় ঋষি কহেন বচন॥ ভগবন্ তব কাছে কি বলিব আর। নাহি অগোচর তব এইত সংসার॥ ভূত ভবিশ্বৎ আর এই বর্ত্তমান। সকলি তোমার জ্ঞাত কি না তুমি জান॥ ভবনিধি কর্ণধার তুমি মহাঋষি। তব যশঃ-গীত দেবে গাহে দশদিশি॥ সকলি তোমার জ্ঞাত কি না জান বল। প্রণমি চরণে তব আমরা সকল ॥ এক কথা মহামুনি জিজ্ঞাদি তোমায়। অন্ধরাজ রাণী সহ গেলেন কোথায়॥ কোথায় গেলেন সেই বিছুর স্থমতি। কহ সেই সমাচার ওছে মহামতি॥ ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি। না হেরি সকলে চক্ষে বাহিরার বারি॥ এত শুনি মুনি তবে ধর্মের বচন। অগ্রেতে করেন তবে মধু সম্ভাবণ॥ নাহি কর শোকরাজা তুমি জ্ঞানবান। হেরছ বিশ্বের কার্য্য মেলিয়া নয়ন॥ এই যে জগত রাজা হেরিছ নয়নে। ঈশ্বরের বশীভূত আবন্ধ কারণে॥ অদৃষ্ট তাহারে কয় কেবিদ্গণ। বুঝ ভাবি একমনে হে ধর্ম্মরাজন ॥ মাংসরূপী-পিও জীব ঈশ্বর আজ্ঞায়। বাহিরিয়া দেহরূপ ধরে এ ধরায়॥

ঈশ্বর মাথার-বলে করেন স্তজন। সময়ে বিয়োগ করি করেন গ্রহণ॥ ক্ৰীড়ক খেলান। যথা গড়ে নিজ মনে। আবার ভাঙ্গিয়া ফেলে ভাবিয়া আপনে॥ মানব স্থান্তির বস্তু ঈশ্বরের হয়। আপন ইচ্ছায় গঠি করেন বিলয় 1 হে ধর্ম। যগ্রপি ভাব নিত্য লোকগণে। অথবা অনিত্য ভাব বুঝিয়া আপনে॥ অনিত্য বা নিত্য যদি ভাব নিজ মনে। তবু শোক ভাল নয় দেহের কারণে॥ দেহ সহ কি সম্বন্ধ বল এ সংসারে। মাগ্রায় বাঁধিয়া ফেলে আপনি সবারে॥ সে মরিল ভূমি রহ কি যোগ শর্রীরে। মমতায় কাঁদে মাত্র এই ভাব ধীরে॥ জ্ঞানীর মমতা করা উচিত না হয়। অদৃষ্ট নিয়মে মৃত্যু সকলে নিশ্চয়॥ তুমি যে ভাবিছ মনে অন্ধ্ৰ সে কাননে। না দেখি তোমায় হবে কাতর জাঁবনে॥ হেন ব্যাকুলতা মনে না কর রাজন। পঞ্চতুতময় দেহ কহে জ্ঞানীজন॥ কাল ধর্ম গুণ তিন দেহের গঠন। এতেক বিলয়ে হয় দেহের হরণ॥ অজাগর সম কাল তোমায় বেড়িয়া। তুমি নাহি জান রাজা মাধার মজিয়া॥ যদি কেহ রহে রাজা-সর্পেতে গিলিত। সে কি পারে করিবারে অপরের হিত॥ অতএব পর লাগি কি জন্ম রোদন। হুত্ব হও ধর্ম অঞ্চ কর সপরণ॥ শুন শুন মল কথা হে ধর্মা নরেশ। যা কহিব অতঃপর সেই উপদেশ ॥ ঈশ্বর যথন হন সবে বর্তুমান। আত্মা পর মিধ্যা যথা কর অমুমান॥ হস্ত হান জীব পায় সহস্ত জাবন। পদ হীন জীব খায় চতুস্পদগণ ॥

কুমেই জ্যেষ্ঠের পুষ্টি শাস্ত্রের বিধান। ঈশ্বরের হেনমত কর অনুমান 🎚 সকলেই নিত্য সদা করিছেন বাদ। আয় পর ভাব তাঁর সকলি নৈরাশ। यपि जिनि त्रहिलन मकलत सान। সকলেই সেইরূপ রহে বিভ্যমান ॥ কেবা ভোগ্য কেবা ভোজ্য করহ বিচার। তবেত বুঝিবে ধর্ম লীলার আকার॥ সেই ভগবান এবে ভুভার হরিতে। এসেছেন পৃথিবীতে অহুর নাশিতে॥ আপনার কার্য্য তিনি করি সমাধান। করিলেন অল্পকালে স্বভূতে প্রয়াণ॥ সে অবধি তোমা সবে থাকহ ভুবনে। ত্যজহ ভুবন দবে কুষ্ণের গগনে॥ অতএব ধর্ম শুন স্থির করি মতি। কোথা অন্ধ কোথা রাণী বিত্রর স্থমতি॥ বিত্রর সহিত অন্ধ ভার্য্যারে লইয়া। হিমালয় দক্ষিণেতে গেছেন চলিয়া॥ যথায় আছয়ে বহু ঋষি তপোধন। তথা গিয়াছেন তাঁর। ত্যজিতে জাঁবন ॥ সপ্ত ঋষি আরাধনে হইয়া সান্ত্রন। সপ্তত্মেতে গঙ্গাদেবী তথা আগমন॥ সপ্তত্রোতী সে কারণে গঙ্গায় সকলে। সপ্ত পুণ্য তীর্থরূপে অন্তরেতে বলে॥ সেই স্থানে অন্ধরাজ ভ্রাতা পত্নীসহ। কেশবের আরাধন। করে অহরহ॥ পুত্র ভার্য্যা বিক্ত আশা ত্যজিয়া সকলে। কৃষ্ণ আরাধনে রত পাইয়া বিরলে॥ ত্রিকাল করেন হোম তিন কাল স্নান। অনাহার ত্রতে ত্রতী ত্যজিতে পরাণ॥ শান্তি আরাধনে দেন তার হৃদাসন। হরিপদে সঁপেছেন একান্ত জীবন। ইন্দ্রিয়ে ক্রমেতে ত্যজি হয়ে জিতশাস। ব্রশভাতি জিতাসন করেছেন আশ।

এই যোগে রত হ'য়ে অন্ধ মহারাজ। রজঃ দত্ত তমে। হরি ভাবে হাদিযাঝ॥ হরিরে চিন্তিয়া হ'লে। চিত্তের শোধন। ঘটাকাশে মহাকাশে ভাবে মনে মন॥ ঘটেতে পূরিলে বায়ু ঘটাকাশ বলে। ভাঙ্গিলে সে ঘট বলে আকাশ সকলে॥ উপাধি বিভিন্ন মাত্র একমাত্র ধন। অজ্ঞানের বশে ভাবে বিভিন্ন রতন ॥ সে ভাব তাঁহার এবে হ'য়েছে বিলয়। বিজ্ঞাতে অজ্ঞাতে যুক্ত সেইক্ষণে হয়॥ জ্ঞানময় আত্মা ত্যজি আপনার মনে। ক্ষেত্ৰজ্ঞ পুরুষে হীন হয়েন আপনে॥ ক্ষেত্ৰজ্ঞ পুরুষ হ'তে লবে নিজ জ্ঞান। পরত্রক্ষে মিলায়েন আপন পরাণ॥ গুরু লঘু ভাবে যাতে হয় উৎপাদন। ত্যজিলেন মাগ্নামুক্ত সেই হেন মন॥ মানদ ত্যজিয়া হ'য়ে স্থাণুর মতন। উপযোগী হ'য়ে রণ ত্যজিবে জীবন॥ মহাযোগী অন্ধরাজ হয়েন এখন। যেন হয় স্থথে তাঁর হরিতে মিলন॥ সমাধির নাশ দোধ যেন নাহি হয়। পঞ্ছতে দেহ তত্ত্ব সংমিলিত রয়॥ হে রাজন ! আজ হ'তে পঞ্চম দিবসে। ত্যজিবেন দেহ অন্ধ হরির পরশে॥ মিলাইতে পঞ্চ্নতে অন্ধের শরীর। অগ্নিতে ফেলিবে যবে মিলে সব ধীর॥ গান্ধারী পতির সহ পশিয়া অনলে। ত্যজিবে আপন দেহ দেখিবে সকলে॥ হেরিয়া সে হেন কার্য্য বিত্রর প্রবীণ। সহর্ষে অন্তত্র যাবে ভাবি সমাচীন ॥ এতেক কহিয়া তবে সেই তপোধন। অক্সত্র তুম্বুরু সহ করেন গমন॥ হেন উপদেশ লভি ধর্ম নৃপমণি। শোক মোহ ত্যজিলেন হদয়েতে গণি॥

উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি। ত্যজিয়া অনিত্য আশা বল সবে হরি॥ ইতি ধৃতরাষ্ট্রের বংসার-ত্যাগ সমাপ্ত।

ভীম ও মুধিষ্ঠির সংবাদ এবং অর্জুনের দারকা হইতে আগমন।

সূত কহে সপ্বোধিয়া যত মুনিজন। কি করেন অতঃপর সে ধর্মা রাজন। বহুদিন হৈল পার্থ গিয়া দ্বারকায়। না ফিরেন তথা হ'তে ভাবে ধর্মরায়॥ কেসনে আছেন কৃষ্ণ কিবা অভিলাষ। লইতে সংবাদ তাঁর হৃদে রহে আশ। দিন পক্ষ মাদ করি দাতমাদ গত। এখন অৰ্জ্বন নাহি হইল আগত॥ সংবাদ জানিতে মনে সতত ব্যাকুল। ভয়েতে হৃদয় মোর হইল আকুল॥ সদা অলক্ষণ আসি ছেরিল ভুবন। বিপর্য়াত কালে মৃত্যু হন প্রকাশন॥ শীতের উদয় গ্রীষ্ম গ্রীষ্মে বর্ষা হয়। না জানি বিপদ কিবা অন্তরে ঘটয়॥ ক্রোধ লোভ মোহ শিখা ভুবনে প্রকাশ। বিভিন্ন জীবিকা লোকে করিতেছে আশ। ব্রাহ্মণ হ'তেছে রত চণ্ডালী গমনে। চণ্ডালে করিছে ইচ্ছা ব্রাহ্মণী হরণে॥ বিভিন্ন আচার সব বন্ধত। বিহান। পিতা মাতা ভাতা সবে কলহেতে লীন ॥ মৃত্যুকাল উপস্থিত হেরিয়া নয়নে। নাহি ত্যজে লোভ গোহ তারা এ জীবনে। এ সকল হেরি মোর সংশয় উদয়। সতত আকুল চিত্ত কেন মম হয়॥ এত ভাবি নৃপমণি ভীমেরে সম্ভাষি। কহিলেন মুতুভাষে মানদ প্রকাশি॥

শুন ভাই ভীমদেন আমার বচন। কেন যে কাতর আজি আমার জীবন॥ व्हिनिन देश्ल भार्थ (शल बात्रकाय । নাহিক ফিরিল এবে দেখ বীররার॥ কেমনে যাদব সব শ্রীক্লঞ্চ সহিত। দারকায় আছে সব হ'য়ে আনন্দিত॥ না পারি বুঝিতে কিছু আপনার মনে। উপযুক্ত কাল হের প্রকাশ ভুবনে॥ नात्रम र्वालन याश काल विरवहना। হের সেই কাল এই করি আলোচনা।। বোধ হয় কালবশে সে সধুসূদন। সম্বরি আপন লীলা ত্যজিলা ভুবন॥ বিপদ ভাবিয়া হৃদি হ'তেছে আকুল। বল ভাই ভীম আমি কিসে পাই কুল॥ যে কৃষ্ণ হইতে গোর রাজ্য প্রজা ধন। কুরুকেতে জর হয় যাঁহার কারণ॥ যাঁহার কুপায় করি অশ্বমেধ যাগ। ত্যজিলা কি অধীনেরে সেই মহাভাগ॥ সতত অশুভ মম হ'তেছে উদয়। কেশবের শুভকর্ম কোনগতে নয়॥ হেরহ প্রাণের ভাই মেলিয়া নয়ন। প্রকৃতি ধরিল রূপ কতই ভীষণ॥ এই যে হেরিছ ভর আপনার মনে। ইহাতেই বুদ্ধিলংশ কহে গুণীজনে॥ বাস উরু বাম আঁখি বামবাছ ভাই। হের থর থর মোর কাঁপিছে সদাই॥ হৃদ্য কাঁপিছে মম ভয়েতে আকুল। বুঝি কোন অগঙ্গলে ভাসে যহুকুণ॥ এই যে হেরিছ ভাই বহু অমঙ্গল। আমার বিপদ লাগি ঘটিছে সকল।। ঐ দেখ ফেব্লু ডাকে চাহিয়া তপনে। অগ্নিশিখা বাহিরায় তাহার বদনে॥ কুকুর ডাকিছে শুন হেরিয়া আমারে। কোন্ অমঙ্গল ঘটে নারি বুঝিবারে॥

জ্ৰীমন্তাগৰ্ভ ।

আমার বামেতে হের গর্দ্দভ ছুটিছে। পিছে পিছে বৎসগণে গাভীতে ডাকিছে॥ ছের ভাই ওই ছের মেলিয়া নরন। আমারে হেরিয়া অশ্ব করিছে ক্রন্সন॥ এই যে কপোতমুখ হেরিতেছ দূরে। মৃত্যু দূত ভাবি কেন হৃদি মম ঝুরে॥ উলুক ডাকিছে ঘন কাক ডাকে বসি। অকালে রাহুতে যেন গ্রাসিলেক শৰী॥ উলুক কাকের শব্দ শুনিয়া ভাবণে। হাদয় কাঁপিছে মম উদে ভয় গনে॥ ধূদর হেরহ দিক দদা প্রভাহীন। (क्न अरव इ'रला वल अगन मिलन ॥ সতত কাঁপিছে ধরা থর থর করি। তা সহ পর্বত কাঁপে অম্বুনাদ ধরি॥ আরো ভয়ানক ঘটা হেরহ আকাশে। বিনা মেঘে বজ্ঞাযাত বিহুৎ প্রকাশে॥ ধূলার মলিন বায়ু বহিছে এখন। নারদ কথিত কাল হ'লো আগমন॥ সতত আঁধার যেন হেরিছে নয়ন। আলোক নাহিক তেজ ক্ষণ প্ৰক্ষ্পন। রৃষ্টি না করিয়ে মেঘ বর্ষিছে রুধির। ভয়ানক কাল সেই আইল হে ধীর॥ সূৰ্য্য তেজহাঁন দেখি তত প্ৰভা নাই। গ্ৰহগণ যুদ্ধ করে অনর্থ সদাই॥ স্বর্গে ও ধরায় যত ছিল পঞ্চুত। বিষম জালায় জলে একি অদ্ভুত॥ নদীনদে নাহি জল দেহ শুক্ষ প্রায়। সারথী পঙ্কিল হের মীন মৃত প্রায়॥ সকল প্রাণীর মন হয়েছে ক্ষুধিত। দিগন্তে হঠাৎ অগ্নি হয় প্ৰজ্বলিত॥ এই যে দেখিছ ভাই ভয়ানক কাল। বিশ্বের ঘটনে ইহা বিষম জঞ্জাল॥ সম্ভান নাহিক করে মাতৃ-স্তন পান। মাতা স্নেহ ছাড়ি ফেলে আপনি সন্তান॥

অশ্রুমুখে গাভী কাঁদে হইয়া কাতর i গোষ্ঠেতে বিচরে বৃষ ছঃখিত অস্তর 🛭 প্রতিমা রূপেতে যত আছিল দেবতা। কম্পিত সতত সবে ক্রন্সনেতে রতা॥ সম্মুখে হেরহ ভাই যত জনপদ। শ্রীভ্রম্ভ হইল সবে হেরিয়া বিপদ। বোধ হয় আমাদের হেরিয়া নয়নে। জানার যতেক হুঃখ নিজ নিজ মনে॥ হেরি অমঙ্গল যেন বোধ হয় মনে। কেশব যাইল স্বর্গে ত্যজিয়া ভুবনে॥ তাঁহার মহিমা নাহি হেরিয়া ভুবন। শ্ৰীহীন হইয়া সব হইল এমন॥ হেন ভাবি ধর্মারাজ কাঁদিলেন মনে। ভীমদেন হইলেন কাতর জীবনে॥ হেনকালে কপিধ্বজে বার ধনঞ্জয়। দ্বারকা হইতে আসি ধর্ম্মেরে বন্দয়॥ অনবত মুখে পার্থ দাঁড়ায় তথন। অস্থির সকল অঙ্গ ঝরে তুনয়ন॥ কাঁদিয়া পড়েন পার্থ ধর্ম্মের চরণে। তুই আঁখি বহি বারি ভাষায় বদনে॥ অর্জ্বনে হেরিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন। ত্বরায় তুলিয়া মুখে করেন চুন্বন॥ চুন্দ্রিয়া আশীষ করি গদগদ স্বরে। জিজ্ঞাদেন ধর্ম তবে পার্থ বীরবরে॥ অর্জ্জনে বিধর্ম হেরি ধর্ম্মের নন্দন। নারদের কথা স্মরি আকুলিত হন॥ ধর্ম্মেরে বিষণ্ণ হেরি আর চারি ভাই। আকুল হৃদয়ে তথা কান্দেন সবাই॥ গদ গদ স্বরে তবে ধর্ম্মের নন্দন। অর্জুনে করেন প্রশ্ন মধুর বচন॥ বল ভাই দ্বারকার যতেক যাদব। শরীর মানদে স্থথে ভাল আছে সব ॥ মধু ভোক্ব অর্থত রুষ্ণি বীর। দশার্হ অন্ধক আদি ভাল আছে ধীর॥

মাতামহ মাতুলাদি আর বাহুদেব। কুশলে আছেতো সব যতুপুরী। দেব ॥ ভালত আছেন তাঁরা সপ্তম ভগিনী। দেবকী প্রমূখ যত আছেন রঙ্গিনী॥ পুক্রগণ দহ আর যতু রাণীগণ। ভালতো আছেন যত যাতু নানীগণ ॥ অপুত্র সে উগ্রসেন আছেন কুণলে। মনের স্থাতে আছে ল'য়ে নিজ দলে॥ পিতৃব্য অকুর আর জয়ন্ত গায়ন। শক্রজির আদি রন আনন্দে মগন॥ স্বৃষ্ণিবংশ চুড়ামণি অনিরুদ্ধ বীর। প্রহুম্ব ত হুখে আছে বল বল ধার ॥ বলরাম বল সোর আছেন কেমন। স্থবেণ ঋষভ শাস্ত আনন্দেতে রন॥ শ্রুতদেব ও উদ্ধব কৃষ্ণ অমুচর। ञ्चन ଓ नन आपि महावल्धत ॥ ছে অৰ্জ্জন বল বল জিজ্ঞাসি তোমায়। কেমন আছেন বল সেই যতুরায়॥ জ্ঞাতিগণ সহ কৃষ্ণ আপন নগরে। স্থথেতো আছেন তিনি প্রফুল অন্তরে॥ মঙ্গল করিতে লোকে করিতে পালন। যতুকুলে সে কেশব লয়েন জনম॥ বোধ হয় যত্নপুরে রহিয়। কেশব। প্রফুল করেন সদা পুরবাদ। সব॥ স্বরুগে দেবের সম কেশবে বেষ্টিয়া। षात्रका-वामोता त्रदश जानत्क मिक्या॥ যাঁহার চরণ লাগি সত্যভাগা রাণী। সঁপিলা কেশব পদে আপন পরাণি॥ নন্দন করিয়া জয় পারিজাত আনি। কেশব চরণ পূজে প্রকাশিয়া বাণী॥ क्ष्म (म बातका पूर्वी यथाय मूत्राती । যথার বিরাজে বিষ্ণু নররূপধারী॥ বল বল বল ভাই স্থির করি মন। শ্ৰীকৃষ্ণ তথায় গিয়া আছেন কেমন॥

এতেক কৃহিয়া চাহি পার্থের বদনে। मित्रारा करह धर्म वृक्ति निक भरन ॥ কেন ভাই হেরি তোমা বিরদ বদন। কেন হাসি খুসি নাই তোমার এখন॥ দেহে কি তোমার কোন অস্থগ আছিল। কেহ তব মনে কিছু বেদনা কি দিল। অথবা করিল কেহ তব অপমান। সেই হেতু এতকাল ছিলে অগ্নস্থান॥ কেহ কি ব'লেছে তোমা কঠোর কন। অথবা কি কর নাই প্রতিজ্ঞা পূরণ॥ কাহাকে কি দিব বলি দিতে পার নাই। সেই হেতু অধোমুখে রহিয়াছ ভাই॥ ব্রাহ্মণ বালক রোগী কামিন। প্রবাণ। আপ্রায় দিয়া কি ত্যজ সবে সমীচীন॥ আশ্রম দিয়া হে তুমি তাড়ায়ে সবায়। মানদে বিরদ এত উচিত না হয়॥ অগম্য। নারীতে কিন্তা ক'রেছ গ্রন। অপবিত্র কামিন। কি ক'রেছ রমণ॥ অথবা অসম সহ করিয়া বিবাদ। পরাজ্য হ'তে তব ঘটিল প্রমাদ ॥ বল ভাই বল বল বিষাদ কারণ। বিষণ্ণ হেরিয়া মম আকুলিত মন॥ অথবা অগ্রেতে তুমি ক'রেছ ভোজন। আগে নাহি ভূষিয়াছ বালক ব্ৰাহ্মণ॥ অথবা অযোগ্য কর্ম ক'রেছ বিস্তর। সেই হেছু বিষাদিত তোমার অন্তর॥ অথবা আত্মীয় কোন অশুভ ঘটিল। তাহাই ভোমার প্রাণে এত হুঃথ দিল॥ বল ভাই কোন পীড়া ঘটিল তোমার। বিষণ্ণ হেরিয়া বক্ষ ফাটিছে আমার॥ ইতি ভীম বুধিছির সংবাদ ও অঞ্নের বারকা

াৰ বৃষ্ণভৱ সংবাদ ও অজ্বনের দারক ছইতে আগমন সমাধ্য। অর্জুন কর্তৃক শ্রীক্লফের লীলা সম্বরণ সংবাদ প্রদান।

সূত বলে শুন শুন মুনির কুমার। যা কহেন পার্থ বার শোক পারাবার॥ ধর্ম্মেরে শক্ষিত দেখি বার ধনঞ্জয়। অবনত মুখে রহে অস্থির হৃদয়॥ কুষ্ণের বিরহে তার হৃদয় কাতর। মলিন বদন প্রভা কাঁপে থরে থর ॥ নয়নের বারি ঝরে কম্পিত অধ্র। ঘনশ্বাদ বাহিরায় দৃষ্টি শুক্ততর ॥ শ্রীকুষ্ণের কথা তাঁর মানসে উদিল। প্রেমেতে হৃদয় তার তথনি পূরিল॥ নয়ন দেখিল শৃশ্য জিহ্বা লালাই।ন। হৃদ্য কমল তার হইল মলিন। না সরিল কোন বাণী পার্থের বদনে। মৌন হ'য়ে পার্থ রহে ভূমি নির্রাক্ষণে॥ অনেক শোকের পর বার শিরোমণি। মুছেন নয়ন-নীর স্বহস্তে তথনি॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম তার মানসে উদিল। হৃদয় কাতর হ'য়ে নয়ন ঝুরিল ॥ শ্রীকুষ্ণের মহাভাব ভাবি পার্থ বার। পরে হতজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ধারে॥ হায় कृष्ध भक्त भाज श्रुत्य रहेन। 🔊 কুষ্ণ স্মারিয়া তাঁর বক্ষ বিদারিল ॥ কম্পেতে রোধিল ওষ্ঠ কম্পান্থিত বাণী। নয়নে হেরিল শৃষ্ঠ আকুলিত প্রাণী॥ অগ্রজে নমিয়া তবে বার ধনঞ্জয়। কাতরে শ্রীকৃষ্ণ কথা ক্রমেতে কহয়॥ वरल ध्या नुश्रमणि कि विलय आहा। শ্রীকৃষ্ণ গেছেন চলি হরিয়া ভূভার॥ হরিতে বঞ্চিত মোরা হইনু সকলে। नाहि स्मात्र इत्त वल मना इति ख्रल ॥ কি বলিব ভাই তোমা হৃদয়ের কথা। হরি বিনা ইচ্ছা নাই বাঁচিতে সর্বাণা।

কোথা গেন কৃষ্ণ মোর হৃদয়-বান্ধব। তোমারে না হেরি মোরা কাঁদিতেছি সব॥ हा कृष्क हा कृष्क वीन कतिएह हैं। दकात । দারকা নগরবাস্ট্রসর্বলোক আর॥ আমি তাঁর মহা স্থা ত্যজিল আমারে। এ হেন নিষ্ঠুর কৃষ্ণ কে বলিতে পারে॥ কৃষ্ণ বিনা দেহ মোর হ'ল বল হান। সলিল বিহনে জীয়ে কতক্ষণ মান॥ যে বল হেরিয়া ভুক্ট হয় দেবগণ। <u>জীকৃষ্ণ করিল মোর সে বল হরণ।</u> হরির বিরহে আমি হ'য়েছি কাতর। কি বলিব ধশ্মরাজ কান্দিছে অন্তর ॥ কোথ। গেল মোরে ত্যজি নিষ্ঠর কেশব। সতত কান্দিব হেরি তাহার বৈভব॥ অন্তরের সথা কৃষ্ণ আছিল রাজন। মনে করে দেখ রাজা পূর্কের কথন॥ বাঁহার বলেতে পাহ ক্রুপদ-নন্দিনা। সরোবর মাঝে যেন প্রফুল্ল নলিনী॥ যাঁহার প্রভাবে মংস্থ বিঁধি হে রাজন। যাঁহার প্রভাবে জয়া যত রাজগণ॥ সে কৃষ্ণ কোথায় গেল বলহ আমার। এ হেন কৌশল শিক্ষা কেবা দিবে আর॥ হায় কৃষ্ণ ! কান্দে পার্থ তোমার কারণে। এদ প্রভু দেখা দাও তব স্থাগণে॥ কোখা যাব কোখা গেলে পাই সেই হরি। বল ধর্মাবল ভাই বল ত্বরাকরি॥ যাঁহার প্রভাবে বল পাইয়া রাজন। ইন্দ্রে পরাজয় করি খাণ্ডব লাহন॥ অগ্নির মুখেতে দিয়া খাণ্ডব কানন। त्म मयनानत्व आमि कृतिक तक्ष्म ॥ অতুলন শিল্পিয় রাজপুয় কালে। রচিল অপূর্ব্ব সভা শিল্পিময় জালে॥ নানা দেশ হ'তে রাজা করি আগমন। নমে উপহার দিয়া তোনার চরণ ॥

যাঁহার প্রভাবে দেব হইল তেমন। আজি সে ত্যজিল মোরে সে মধুসুদন॥ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি নাহিক উভরে। স্মরিয়া কুষ্ণের কার্য্য অন্তর বিদরে॥ বাঁহার মায়ায় ভীম হইয়া প্রবল। অযুত রাবণ সম লভিলেক বল ॥ जतामक महावीत वीरतत প्रवान। ভীম চেষ্টা করি তাঁর লইলেন প্রাণ॥ কার শক্তিবলে ভীম লভিলেন জয়। না পারি বুঝিতে ভাব ওহে মায়াময়॥ এ হেন কেশব গেল কোখায় রাজন। কৃষ্ণ বিনা নাহি দেহে রহে ত জীবন॥ কি বলিব ধর্মরাজ কেশবের বাণী। বলিতে এ দেহ কাঁপে অস্থির পরাণী॥ त्राजनृत्य (यहे कृष्ण वैक्षित। कवती। কৌরবে যথন তাহা ধরে ক্রোধ করি॥ অপমান হ'য়ে কুফা ডাকে ঘনে ঘন। লজ্জ। নিবারণ কর শ্রীমধূদুদন॥ কে আদিল বল রাজা কে রাখিল তায়। কেবা সে কৃষ্ণার নীর স্বহস্তে মুছায়॥ কেই বা এলায়ে দেন দ্রোপদার কেশ। কেই বা ধরায় তার ব্রতচারী বেশ। কোথায় সে কৃষ্ণ মোরে গেল পরিহরি। জুড়াও অন্তর মোর দেখা দিয়ে হরি॥ সেই দিন মহারাজ করহ স্মরণ। আসিল তুৰ্বাসা যবে মহাতপোধন॥ অযুত শিষ্যের সহ ঋষি শিরোমণি। লইতে আদেন শাপি মোদের জীবনী॥ কে রাখিল মান রাজ। সে মহাসময়ে। কেমনে থাকিব সেই কুক্ষে হারা হয়ে॥ হে কেশব! এদ ভাই দাও দরশন। তোমারে না হেরে মোর কাতর জীবন॥ বাঁহার কুপায় জয় করি আশুতোষ। রণে ভূষ্ট হ'য়ে শিব ত্যক্তে নিজ রোষ॥

প্রদাদেতে পাশুপত মোরে করি দান। সেইজন রাখিলেন পাওবের মান॥ অভিতোষ সহ যত লোকপালগণ। রণ তুষ্টে অস্ত্র দেন আপন আপন॥ সে হরি কোথায় মোর করিল গমন। তাহারে না হেরি মোর কাতর জীবন॥ স্বশরীরে ইন্দ্রপুরে করিমু গমন। কার সাধ্য হেন কার্য্য করে হে রাজন। কাহার রূপায় আমি সেই কার্য্য করি। একমাত্র স্থা মোর মায়াময় হরি॥ স্বর্গোপরি আরোহিয়। তুষি দেবরাজ। পাইসু গার্ডাব যবে ওহে ধর্মরাজ॥ কার মায়াবলে করি দেবাজ্ঞ। পালন। কত শত অস্তুরের লইসু জাঁবন।। কোথায় জ্রীক্লম্ভ মোরে গেল। পরিহরি। একবার দেখা দাও হে জগত হরি॥ গোগুহের কথা রাজা করহ স্মরণ। লক্ষ রাজ। পরাভব করি একারণ॥ রণে পরাভব করি পাইয়। গোধন। বিরাটে সম্ভুক্ত করি আসিয়া তথন॥ কাহার কাটিয়া শির মুকুট রতন। মাণিক্যাদি লই কার অঙ্গের ভূষণ॥ কাহার কুপায় হেন করিমু করম। সে কৃষ্ণ ত্যজিল মোরে বুঝিয়া চরম॥ কুষ্ণ কুষ্ণ বলে ডাকি দেখা নাই পাই। কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব ব'লে দাও ভাই॥ স্মরণ করহ রাজা কুরুক্ষেত্র রণ। যবে ভীত্ম কর্ণ করে বাণ বরিষণ॥ উহাদের সর্ম বীর কে আছে ভুবনে। বল রাজা মোর প্রাণ রাখে কোন জনে॥ সে কুফ কৌখায় গেল কোণা গেলে পাই। কেনবা ত্যজিল মোরে বল বল ভাই॥ সমরের শ্রামে যবে ক্লান্ত অশ্বর্গণ। যবে লালায়িত হয় জলের কারণ॥

একা ভূমে নামি রাজা করি জল দান। কৃষ্ণ ভয়ে কেছ নাহি লয় মম প্রাণ॥ কোথায় কেশব সেই অৰ্জ্ন-জীবন। কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার ছেরি এ ভূবন। कि विनव कृषि कथा अनह जाजन। ভুবন যাহার পদ করেন ভজন॥ (५व श्रवि मूक्टि नांशि याशाद्र ভावरा। সে জন সার্থ্য কার্য্য আমার কর্ম।। সে কুষ্ণের মায়া আমি বুঝিব কেমনে। কেমনে স্থস্থির হব শ্রীকৃষ্ণ বিহনে॥ কে আর ডাকিবে করি স্থমিষ্ট সম্ভাষ। কেবা পূরাইবে মোর হৃদয়ের আশ। কে ডাকিবে পার্থ! সথে! ও কুরু-নন্দন কে আর অর্জ্জন বলি ডাকিবে সমন॥ কে আর হাসিয়া মোরে করে পরিতোষ। কেবা তুষ্ট সদা রহে ত্যজি নিজ রোষ॥ কেবা সে মধুর কথা শুনাবে আমায়। কেশব বিরহ আর সহ। নাহি যায়॥ একত্রে থাকিত হরি একত্রে শয়ন। একত্রে ভ্রমণ আর প্রিয় আলাপন। একত্রে হেরিয়া তাঁর নাহি রাখি মান। পরিহাস করিতাম যা চাহিত প্রাণ॥ সম্ভুষ্ট তাহাতে ছিল জগতের হরি। কোথা সে কেশব গেল মোরে পরিহরি॥ পিতা যথা পুত্র দোষ না করে গ্রহণ। স্থা যথা স্থা দোষ না করে গণন॥ সেইমত নিজগুণে সেই নারায়ণ। দোষ দেখি হাসিতেন তুলিয়া বদন॥ হৃদয়ের স্থা হরি আমার জীবন। তাঁহার বিরহে মোর সকাতর মন॥ আমায় বিবল্প হেরি যা বল রাজন। প্রিয় বস্তু হারাইয়া হইন্যু এমন ॥ শ্রীকৃষ্ণ হন্দয় মোর তাঁহে পরিহরি। শৃশ্য ছদে এই দেহ কেমনেতে ধরি॥

কেশব হইলে গত ল'য়ে পরিজন। হস্তিনায় পুনঃ আমি আসিকু যখন॥ পথেতে লুটিতে আসে তুষ্ট গোপগণ। নাহি রহে হেন বল করিতে রক্ষণ॥ কি আশ্চর্য্য হের হের হে ধর্মা রাজন্। শ্রীহরি বিহনে আমি হইসু কেমন॥ সেই ধন্ম সেই অন্ত্র সেই রথরাজি। সেই রথী আমি রাজা রহিয়াছি আজি ॥ পূর্বেতে যাহায় হেরি নমে রাজগণ। হরি বিনা কেহ মোরে না করে গণন॥ ক্ষণমাত্র হেন দৈব হইল স্থজন। হরির বিহনে নারি রাখিতে জীবন॥ নাহি মোর সেই তেজ নাহি অভিলাধ। ভক্ষীভূত হইয়াছে হৃদয়ের আশ॥ যতেক আছিল মন্ত্র আমার স্মরণ। ক্ষণমধ্যে হইলাম সব বিশ্বরণ॥ যতেক করিব চেষ্টা হইবে বিফল। ঊষরে রোপিলে বীজ কবে ফলে ফল। মায়ার মণ্ডিত আমি হ'য়েছি রাজন। সতত অস্থির হ'ল সচঞ্চল মন॥ হরি বিনে এই দশা হইল আমার। এবে হরি পূর্ণ কর হৃদয় আগার॥ কি দিব উত্তর দেব আপন সকাশ। হরি বিনা ফুরায়েছে হৃদয়ের আশ। দ্বারকা সংবাদ কহি শুনহ রাজন। কে কেমন আছে তথা যত বন্ধুজন॥ ঘটনায় বিপ্রশাপ আসি যতুকুলে। বিষ সম প্রবেশিল সেই পুণ্যস্থলে॥ বারুণী মদিরা পান করিয়া সকলে। বক্সমৃষ্টি পরস্পরে করে নিজবলে॥ বন্ধ্রমৃষ্টি বলে একে একে ত্যক্তে কায়া। 🗸 যতুকুল শৃষ্ম হ'লো ত্যজি ভব মায়া॥ পাঁচজন মাত্র আর আছে সেই কুলে। নাহি জানি তারা সবে জীয়ে কোন বলে॥

প্রকৃতি নিয়ম মতে সেই হুধীকেণ। বলেতে তুর্বল হয় দেব উপদেশ॥ জলেতে জলোকা যথা করয়ে নিবাস। ক্ষুদ্রে ভক্ষি বলী জীয়ে শাস্ত্রেতে প্রকাশ। প্রবল ভূতেতে লয়ে তুর্বল যতেক'। হরণ পূরণ জ্ঞান ভাবিয়া এতেক॥ এই লীলা সেই বিভূ সততই করে। হরেন বিরোধ স্থজি আয়ু পরস্পরে॥ যতুকুলে যতুকুল করিল সংহার। এমতে প্রীকৃষ্ণ তবে হরেন ভূভার॥ কি বলিব ভাই তোমা আমি মৃত্মতি। গোবিন্দের কথা স্মরি সকাতর অতি॥ যখন পড়িছে মনে তাঁহার চরণ। ব্যাকুল হ'তেছে হৃদি ঝরিছে নয়ন॥ এত শুনি ধর্মরাজ মূর্চ্ছিত ভূতলে। ভীম সহদেব পড়ে ভূমি মোহবলে॥ কেশব কেশব করি কান্দিল সকলে। क्रमरा ভাসিল সব नरातनत करल॥ বলে কৃষ্ণ কোথা গেলে ত্যজিয়া পাণ্ডব। অনাথ করিয়া সবে পলালে কেশব॥ একবার হরি তুমি দাও দর্শন। হেরিয়া জুড়াক কদি তোমার চরণ॥ **७८१ कृष्ध मीनवस्तु खीमभूमनन ।** পাগুৰ বিপদে কেবা করিবে রক্ষণ॥ খেদ সারি ধর্মরাজ জ্ঞান লভিলেন। অৰ্চ্ছন পাৰ্থিব মাগ্ৰা জ্ঞানে ত্যজিলেন॥ একান্তে অর্জন স্মরি সেই নারায়ণ। স্মরিলেন সেই গাঁত। সমর যথন॥ মায়াবলে ভ্রমে পড়ি স্কল পাণ্ডব। নারী সম রোদনেতে রত ছিল সব॥ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে হ'রে সংগারে বিরাগ। রাগ দ্বেষ ত্যজিলেন যত অমুরাগ ॥ রিপুগণ সহ ত্যজি পাণিব কারণ। উপাসনা আরম্ভেন ভাবিয়া চরণ ॥

উপাসনা বলে জ্ঞান লভিলেন ধীর। **बन्नाकान विक्रुषत् कृषिल नर्तीत् ॥** ব্ৰক্ষজ্ঞান বলে হত হইল অজ্ঞান। নিগুণ হটল ভাব নব অমুমান॥ নিগুণ ভাবিয়া মনে অনিত্য সংসার। ত্যজিলেন মর্ব্ব দৃশ্য লিঙ্গ দেহ ভার॥ যতুকুল সহ শুনি ভূভার হরণ। শ্ৰীকৃষ্ণ কেমনে ত্যজে আপন জীবন॥ আশ্চর্য্য শুনিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির। দেহ সহ স্বর্গ-গতি করিলেন স্থির॥ পৃথাদেবী শুনি তবে যাদব সংহার। শ্রীকুষ্ণে সঁপিয়া মন ত্যজিল সংসার॥ কেশবে ত্যজিয়া আত্মা ত্যজি মায়া ভার। ত্যজিলেন এই দেহ মায়ার আধার॥ হরিরূপী কৃষ্ণ লভি পঞ্চেত শরীর। পঞ্চতেই হয় বিশ্ব করে যত ধীর॥ আপনি শরীর রূপী করিয়া সংহার। আপন শরীর যান লাখবি ভূভার॥ কণ্টক দারায় যত কণ্টক উদ্ধার। উভয়ের গুণ এক বিভিন্ন আকার॥ নট যথা নিজরূপ করিয়া গোপন। সভামাঝে সাজি মোহে স্বার নয়ন॥ ত্যজিয়া আপন সাজ যথা ধরে বেশ। তেমনি জীবের লীলা জ্ঞানীর আদেশ। ত্যজিলেন কৃষ্ণ যবে এই ধরাধাম। ফুরাইল তাঁর সহ ধরমের নাম॥ সর্বব্রই অমঙ্গল হইল প্রচার। লোভ মিথ্যা কুটিলতা হল ধর্ম সার॥ এতেক হেরিয়া তবে ধর্ম্ম নরপতি। ত্যজ্ঞিতে আপন দেহ করিলেন মতি॥ স্বণরীরে স্বর্গপুরে ঘাইবার তরে। প্রস্তুত হয়েন তিনি নিঙ্গ জ্ঞানভরে।। মুত্যুর উচিত বেশ করি পরিধান। শ্ৰীকৃষ্ণ বিরহে তিনি ত্যজিবেন প্রাণ ॥

অনম্ভর পরীক্ষিতে দিতে সিংহাসন। করিলেন আনন্দেতে সেই আয়োজন ॥ সপ্ততীর্থ জল ল'য়ে অভিমেক করি। বদালেন সিংহাসনে তাঁর করে ধরি॥ পুরোহিত স্বস্তি ক্রিয়া করিল স্থমনে। আসমুদ্র ক্ষিতিপতি করেন সেক্ষণে॥ পরীক্ষিত অভিষেকে যত দেবগণ। প্রফুল্ল হইয়া পূজ্প করে বরিষণ॥ যতুবংশধর বজু আছিল জীবিত। তাঁর প্রতি ধর্মরাজ করিলেন হিত॥ মথুরা ভাঁছার করে করি সমর্পণ। কুষ্ণের বিরহে মন সচঞ্চল মন॥ সংসারে বিরত হ'য়ে ছাড়িলেন আশ। মায়াময় সংসারের যত অভিলাম॥ ত্যজিলেন বেশ ভূষা আজি ধর্মারাজ। অলঙ্কার হীন হ'য়ে করেন বিরাজ। মৃত্যুরে নিশ্চয় করি ত্যজি অভিলাষ। ত্রতধারী হইলেন সমাধির আশ। বাক্যকে আহুতি দেন আপন মানসে। মৌন হ'য়ে রহিলেন সমাধির বশে॥ আহুতি দিলেন মন আপনার প্রাণে। শুভাশুভ ত্যজিলেন বুঝি নিজ জ্ঞানে। আহুতি দিলেন প্রাণ আপন বায়ুতে। নাহি কাজ মনে বুঝি পার্থিব আয়ুতে॥ আপনে উৎসর্গ করি ক্রিয়ার সহিত। আপন শরীরে দেন মৃত্যুরে নিশ্চিত॥ মৃত্যুরে নিশ্চয় করি ত্যজিয়া শরীর। পঞ্জূতে মিলাইতে করিলেন স্থির॥ পঞ্চুতে মিলাইতে পঞ্চত্ব শরীর। বায়ুতেজ করি তত্ত্ব ত্যজিলেন ধীর॥ তুই ভূত দেহে রছে হেরি নরপতি। ক্ষিতিরে তাজিতে তিনি করিলেন মতি শৃষ্ঠমাত্র অবশেষ রহিল ভাহাতে। তাহাকেও মিলালেন ত্রন্মের আক্সাতে।

এমতে হইয়া মুক্তি আপনি রাজন। স্বশরীরে ভ্রহ্মস্বর্গে করেন গমন॥ (২) ধর্মরাজ হিমালয়ে করিয়া প্রয়াণ। ত্যজিলেন পূর্ববমতে আপনার প্রাণ॥ ধর্মের মরণ হেরি যত ভ্রাতৃগণ। একে একে রাজ্য ত্যজি প্রবেশে কানন। এথায় স্মরিয়া হরি পদাম্বুজ তরি। মায়ামোহ ত্যজিলেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্বারি॥ নারায়ণ নামে হ'য়ে সকলে মগন। ত্যজেন জীবন সবে আপন আপন॥ জীবন মিলিল গিয়া সেই ব্রহ্মপদ। যথায় সতত রবে ব্রহ্মার সম্পদ॥ আসিয়া প্রভাস তীর্থে বিতুর প্রবীণ। শুনিলেন পাগুবের ফুরাইল দিন॥ পাণ্ডব ত্যজিল ধরা করিয়া শ্রবণ। ক্লফে দিয়া দেহ প্ৰাণ ত্যজেন জীবন॥ দ্রোপদী শুনিয়া সব ভর্তার মরণ। কুষ্ণপদে মতি দিয়া ত্যজেন জীবন॥ এমতে পাণ্ডবগণ স্বর্গে আরোহণ। করিয়া রাখিল খ্যাতি বেড়িয়া ভুবন॥ স্বর্গারোহণের কথা শুনে নেইজন। সংসার যাতনা তার যায় সেইকণ ॥ পবিত্র অস্তর তার পবিত্র জীবন। পাপ নাশ হয় তার শুদ্ধ হয় মন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। করহ সংসারবাসী একথা প্রচার॥

ইতি অর্জ্জ্ন কর্তৃক শ্রীক্তক্ষের লীলাসন্তরণ সংবাদ প্রদান সমাপ্ত।

পূণিবী ওধর্ম সংবাদ।
সূত বলে মুনিগণ করছ প্রবণ।
পরীক্ষিত রাজ কথা শুদ্ধ বিবরণ॥
অভিষেক যথে হন রাজ্যেতে রাজন।
জ্ঞানী উপদেশ যত করেন গ্রহণ॥

রাজধর্ম পরীক্ষিত লইয়া আদেশ। পৃথিবী পালেন সেই পাণ্ডব নরেশ। ব্রাহ্মণের উপদেশ লভিল যে জ্ঞান। তাহে প্ৰজা সম্বোষেণ দিয়া নিজ প্ৰাণ॥ উদ্ভরের কম্মা তাঁর ইরাবতী নাম। অতীব স্থন্দরী সেই জ্ঞাত ধরাধাম॥ বয়সে ষোড়শী তিনি স্থন্দর বরণ। শৰী কাঁদে নখোপরি ছেরিয়া বদন ॥ नीलाच्च मत्रमी मम आधित मायात । কুষ্ণ বিন্দু সম তথা তারা গোলাকার॥ যেন রে খেতাজ মাঝে মধ্যত অলি। ভ্রমিছে অস্থির চিত্তে ভূলিয়া কাকলি॥ নবীন নীরদ হেরি কেশের বরণ। क्रांट्यट**७ विक्रनी**क्तरथ (मन्द्रा नग्नन ॥ किया (म ननाउँ मित्र मश्रमी उन्समा। কলঙ্কী সে না হইলে হইত উপমা॥ কিবা সে স্থচারু ভুরু কাম ফুলবাণ। কটাক্ষ নিপাতে হরে প্রেমিক পরাণ ॥ আঁখির পল্লব যেন ভ্রমরের পাতি। একমনে মধু খায় আনন্দেতে মাতি॥ কিবা কম্ব কণ্ঠরেখা অতি হুগঠিত। সে তুঃখে সাগরে শঙ্খ হয় লুকাইত॥ किया (म भूगान वर्श काम मत्नात्नाञा। প্রেমিকের হৃদয়ের মনোরম শোভা। ভুঙ্গতম গিরিসম ছুটি পয়োধর। সেই ছঃখে বিষ্ক্যশারী ধরার উপর॥ কিবা ক্ষীণ কটী মরি ভমরু সমান। প্রেমিক মহেশ তাহে করে দেন স্থান॥ নিতম্ব যুগলভার সহিব কেমনে। অর্দ্ধ ধরা রছে তাই সাগর মগনে । রামরক্সা হ'তে তার জ্বন উপমা। কঠিনতা শীতলাতে তাই অনুপমা॥ চরণ কমল মরি কিবা শোভা ধরে। গজেন্দ গমন অতি তার থরে থরে ॥

অতি গুণবতী সেই কামিনী প্রধান। পতিরতা হন তিনি সীতার সমান॥ এ হেন যুবতী লভি পরীক্ষিত বীর। অন্তরে আনন্দে স্রোতে ভাসিলেন ধীর॥ । নিয়গিত রাজকার্য্য করি সমাপন। মহিষী সহিত মিষ্ট সদা আলাপন॥ উভয়ের প্রেমে হ'য়ে উভয়ে মগন। ইরাবতী গর্ভে পুত্র করেন ধারণ॥ একে একে চারিপুত্র তাহার জিমল। জ্যেষ্ঠের জনমেজয় নাম সবে দিল। অতি গুণবান পুত্র পিতার সমান। বাল্যকালে লভিলেন পিতা সম মান॥ পুত্র লভি পরীক্ষিত আনন্দিত মন। ইরাবতী সহ হন হরষে মগন॥ গঙ্গাতীরে গিয়া রাজা ক্রপে গুরু করি। করেন অনেক যজ্ঞ কুষ্ণপদ স্মরি॥ তিনবার অশ্বমেধ করেন রাজন। তাহাতে তাঁহার তেজ প্রকাশে ভূবন॥ অশ্বমেধ যত্ত্ব সাঙ্গ করি অভিলাম। যান রাজা নানা স্থানে দিখিজর আশ ॥ নান। স্থানে গিয়া রাজা দিখিজয় করি। একস্থানে উপস্থিত প্রভাত শর্কারী॥ উপস্থিত হ'য়ে রাজা হেরেন নয়নে। কলিরূপী এক শুদ্র রত বিচরণে॥ সেই শূদ্র অহঙ্কারে হইয়া এবল। ব্রষমুখে মারিলেক দিয়া পদতল। এ হেন অকর্ম হেরি অভিমন্যু হত। মানিলেন মানসেতে অতীব অদ্ভূত॥ শাস্তি দিতে সে শুদ্রেরে করি অভিলাষ। যথোচিত দণ্ড দেন পূরি নিজ আশ॥ শৌনক আশ্চর্য্য মানি সূতে জিজ্ঞাসেন। কেমনে ঘটিল বল অম্ভুক্ত এ ছেন॥ একেতো জাতিতে শুদ্র অতি মন্দমতি। আঘাত করিল গাভী নাহি করি নতি॥

এ হেন ত্রন্ধর্মে, লিপ্ত হেরিয়া তাহারে। দশুমাত্র দেন রাজা কেমন বিচারে॥ একে তো জাতিতে শুদ্র তাতে কলিরূপ। জীবন না নাশে তার কি কারণে ভূপ॥ কুষ্টের মাহাত্ম্য যদি ইহাতে থাক্য়। বল সেই কথা ভুমি সূত মহাশয়॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবি যত সাধুজন। অশ্য কথা নাহি কর্ণে করয়ে শ্রবণ॥ র্থা বাক্য আলাপনে কিবা প্রয়োজন। কৃষ্ণকথা সম বাক্য না ধরে ভুবন॥ আর কি বলিব সূত শুন দিয়া মন। ক্ষুদ্রান্ম হইলে তারা ভাবয়ে মরণ॥ মোক্ষ ইচ্ছা করিবারে সদা করে আশ। কৃষ্ণকথা বিনা নাহি পূরে অভিলাষ॥ মৃত্যুরূপী সেই জন সংসার ভিতরে। বিনা সেই পরিত্রাণ বল কেবা করে॥ এই যে হেরিছ যজ্ঞ দীর্য শত নাম। সহস্র বর্ষ খ্যাত এই ধরাধাম॥ একমাত্র সেই হরি ইহাতে আহত। সে বিনা যজের কর্ত্তা নাহি হয় সূত॥ মনে ভাবি দেখা দিব বুঝিয়া আপন। কালরূপে ঘুরিতেছে ভুবনে শমন॥ যে অবধি সেই কাল নাহি ধরে কেশ। তদবধি মানবের নাহি মৃত্যুলেশ। যখন আসিবে সেই করিবারে গ্রাস। তথনি ঘুচিবে ভাই সংসারের ত্রাস॥ শমনের আজ্ঞা নারে করিবারে রোধ। হরিনাম বিনা তার নাহিক প্রবোধ। সে কারণে এই যত্ত করিয়াছি মুনি। কহ কহ হরিকথা মোরা সবে শুনি॥ ভুবনে সাধিতে হিত এই বজ্ঞ হয়। হরি লীলামূত তাহে সদা বরিষয়॥ হরি ধ্যান হরিজ্ঞান হরিকথা সার। ঋষিগণ শুনি ত্যজে জীবনের ভার॥

এই যজে যত ঋষি স্বীয় যোগবলে। হরিরে ডাকিবে উচ্চে অতি কুতুহলে॥ হেন স্থানে কর দে। হরিগুণ গান। শুনিয়া জুড়াক সব সন্তাপিত প্রাণ॥ আর কি বলিব সূত হেরহ নয়নে। হরিভক্তি বিনা আয়ু কমে ক্ষণে ক্ষণে॥ আয়ু ক্ষীণে শক্তি ক্ষীণ তাহে বুদ্ধি ক্ষীণ। র্থা কর্মে আয়ুক্ষয় হয় দিন দিন॥ নিশায় অধিক নিদ্রা দিনে রুথা কাজ। হেনমতে যত হের মানব সমাজ। অতএব কর সূত হরিকথা গান। শুনিয়া জুড়াক যত মুনিগণ প্রাণ॥ এত শুনি সূত মুনি কহিলেন বাণী। ধশ্য ধশ্য তুমি মুনি হরিগত প্রাণী॥ ঋষিকুলে জন্ম তব যোগ অতুলন। শৌনক তোমার নাম তুমি হে স্ক্রজন॥ তব প্রশ্নে হরিকথা করিব হে গান। তাহা শুনি জগতের হবে পরিত্রাণ॥ অতএব শুন মুনি হয়ে সাবধান। পরীক্ষিত রাজা সহ হরিকথা গান॥ অশ্বমেধ লাগি রাজা দিখিজয় আশে। ত্যজি রাজ্য যান তিনি কুরুজাঙ্গ পাণে॥ অতি অপরূপ রূপ হস্তে শরাসন। কাঞ্চন সমান শোভা তরুণ যৌবন॥ স্বৰ্ণবৰ্ণে অঙ্গাব্বত ঝলদে কিরণ। প্রভাত তপন যেন শোভিছে গগন॥ মুকুতার পাতি তাহে অতুলন শোভা। মুকুটে হীরক সাজে মুনি মনোলোভা॥ কুরুজাঙ্গ মাঝে বীর করেন শ্রবণ। কাল আসি তার রাজ্য করে আক্রমণ॥ এ হেন অপ্রিয় কথা শুনিতে শ্রবণে। ক্রোধে কম্পান্থিত তমু ঝলদে নয়নে॥ তূণীর হইতে শর করিয়া গ্রহণ। শরাসনে স্থা রাজা করেন যোজন ॥

ক্রোধে বিস্ফারিত আঁখি সতত চঞ্চল। আকুঞ্চিত ভুরুযুগ নেহারি সকল। ঘন ঘন শ্বাস বহে কেশ উঠ্ছৈ ঘন। ক্রোধেতে কাঁপয়ে হৃদে মেঘের গর্জ্জন॥ ভীমনাদে ভীমধন্যু করিয়া টঙ্কার। শ্যাম অশ্ব যুড়ে রথে পাণ্ডব কুমার॥ মূগেন্দ্রের ধ্বজে অতি হুশোভিত রথ। চাপিয়া চলেন তাহা নাহি হেরি পথ। সঙ্গেতে অসংখ্য সেনা কে করে গণন। গজরাজি সারি সারি ভীম দরশন॥ পদক্ষেপে ধূলি উড়ে ছাইছে আকাশ। টলমল করে ধরা পেয়ে মনে ত্রাস।। অশ্ব হস্তী শব্দ যেন মেঘ গরজন। শর শব্দে যেন হয় রৃষ্টি বরিষণ॥ ধকুক টক্ষার যেন প্রবাহে পবন। অস্ত্রের ঝলসা যেন দামিনী খেলন॥ যেনরে প্রলয় পুণ্য ভুবনে প্রকাশ। হেনমতে পরীক্ষিত দিখিজয়ে আশ। ভদ্রাশ্ব অসিত আর কেতুমাল নাম। উত্তর কুরুতে যারা খ্যাত ধরাধাম॥ কিংপুরুষের রাজ্য করিলেন জয়। সবে পরাভবে তাঁর বশীভূত হয়॥ একবার যেই রাজা করে আসি রণ। ফিরে নাহি যায় সেই আপন ভবন॥ যেইজন সন্ধি করে পদে প্রণমিল। শমন তাহারে নাহি লইতে পারিল॥ অসংখ্য সম্রাট আসি করে মহারণ। পরীক্ষিত সেনামুখে ত্যজিল জীবন॥ এমত করিয়া জয় সমস্ত ভূবন। যজ্ঞ লাগি নানা বস্তু করেন গ্রহণ॥ জিনিয়া রাজেন্দ্রগণে আনিলা সম্মুখে। আপন বংশের কীর্ত্তি রাখিলেন হুখে॥ কোন রাজা প্রিয় হেতু গায় তার যশ। কুষ্ণের মাহাজ্য গায় হ'য়ে মায়াবশ।

কেহ তাঁরে ভূষিবারে করে গুণগান। যেমতে বাঁচিল তার ব্রহ্মঅস্ত্রে প্রাণ॥ কেই বলে মহাবংশে জন্মেছ রাজন। পাগুবে বাসেন ভাল সেই নারায়ণ॥ সে কথা কেমনে দেব করিব বর্ণন। কুরুকেত্তে সেই কৃষ্ণ সার্থি যে জন॥ অৰ্জ্জুন প্ৰভাব দেব কেমনে কহিব। অতি পরাক্রম সেই নাহিক ভুলিব॥ পাণ্ডবের লাগি কৃষ্ণ ত্যজি দারকায়। সমরে সার্থি হন কিবা শোভা তায়॥ মহাবংশে জন্ম তব মুনি নৃপমণি। তোমার হইতে প্রজা শ্লাঘা মনে গণি॥ কেশবের অংশে জন্ম তুমি নররায়। সেবিতে তোমার পদ বল কেবা পায়॥ তুমি হে পবিত্ররূপে জিনিবে স্বায়। তোমার হইবে দাস সকলে ধরায়॥ আপনি ভক্তের সাধ পূরালে হে রণে। অতি পরিশ্রমে রাজা শর বরিষণে॥ কিছুকাল তিষ্ঠ রাজা দাদের নগরে। সেবিব চরণযুগ অন্মরাগভরে॥ হেন তোষামোদ ক্রি উত্তর কুমার। সস্তুষ্ট হয়েন মনে স্তবনে তাহার॥ যত ছিল বস্ত্র ধন মণিময় হার। সকলি দিলেন বীর ভদ্র ব্যবহার॥ সম্ভুফ্ট হইয়া সবে গুণ গাহিবারে। পাণ্ডুবংশে কৃষ্ণ ক্ষেহ কহেন তাঁহারে॥ কি বলিব পত্নীক্ষিত নৃপ শিরোমণি। শ্ৰীকৃষ্ণ তোমার বশে যত্ন চূড়ামণি॥ পাণ্ডবের সম নাহি কেশবের ভক্ত। অর্চ্ছনের সথা কৃষ্ণ হয় শাস্ত্র উক্ত॥ কি কাৰ্য্য না করেছেন পাগুব কারণ। পারিষদ হ'য়ে কভু ধর্ম পাশে রন॥ কখন সার্থি হ'য়ে করেন সমর। কখন করেন সেবা সেই যতুবর॥

বন্ধুত্ব করেন কভূ হন কভু দূত। কভু বা প্রহরী হন ওহে পাণ্ডুস্কত॥ যেখানে পাণ্ডব যায় তিনি সেইখানে। ছায়া মত ধায় যেন কায়া সন্নিধানে॥ কখন করেন স্তুতি নন্দী সম হ'য়ে। কখন বা প্রণমেন অল্ল দূরে র'য়ে॥ কি কহিব কেশবের আশুতোষ মতি। ধক্ত ধক্ত পাণ্ডবংশে তুমি নরপ্রতি॥ এ হেন শুনিয়া বাণী ক্ষত্রিয় রমণী। বিষ্ণুপদে ভক্তি রাখ সস্তোষিয়া প্রাণী॥ সূত বলে শুন শুন ওহে মুনিবর। কি কর্ম্ম করেন রাজা শুন অতঃপর॥ এইরূপে কিছুদিন বংশের কীর্ত্তন। হরিকথা সহ রাজা করেন শ্রবণ॥ যেইমতে পিতামহ আর পিতা বীর। কেশবে ছিলেন প্রিয় জ্ঞানেতে স্থণীর॥ বলে অতুলন দবে যশে পূর্ণ তব। যেমতে আছিলা মগ্ন মায়ায় কেশব॥ শুনিতে এ হেন বাণী যায় কিছুদিন। একদিন ঘটিল কি শুনহ প্রবীণ॥ একদিন হেরে রাজা আপন নয়নে। অদুরে কাঁদিছে গাভী নিয়ত পীড়নে॥ বৎস হীন মাতা সম কাঁদে ধরা পরে। তার পার্শ্বে এক রম বিষাদে বিচরে॥ ব্যরপী ধর্ম সেই গাভীরপী ধরা। বিষণ্ণ বদনে দোঁহে অঞ্চ আঁথিভরা॥ এহেন ভাবেতে দোঁহে করে বিচরণ। ধর্মা কছে ধরা পানে ফিরায়ে নয়ন॥ কি বলিব ভোমা ভদ্রে আমি হে তথন। অস্তর রোগেতে তোমা করিছে দহন॥ উপরে নিরুমা বটে হেরিতেছে সবে। অন্তরের গ্লানি লাগি শ্লান তুমি ভবে॥ বল বল স্থবদনী না কর গোপন। কেন ম্লান হেরি তব প্রফুল্ল বদন॥

কেন বা নয়নে নাহি কটাক্ষের লেখা। কেন বা ললাটে নাহি নব শশী রেখা॥ কেন বা নিস্তেজ তুমি হ'য়েছ ধরণী। কি প্রমাদ মনে ভাব দিবদ রজনী॥ ভাবনায় প্রভাহীন কহে বিজ্ঞজন। যেইমত হেরি তোমা মলিন বদন॥ বোধ হয় বন্ধু লাগি ভাবিছ জননী। মায়াবশে বশীস্থূত যে সকল প্রাণী॥ অথবা আমাকে হেরি তিন পদ হীন। সেই শোকে তব দেখি বদন মলিন॥ ভবিষ্যত কথা দেবী না পারি বুঝিতে। ক্রমে ক্রমে পদ মম লাগিল কমিতে॥ চারি পদ ছিল মম আছে এক পদ। ঘটিল আমার ভাগ্যে বিষম বিপদ।। না জানি কি আছে আর আমার কপালে ক্রমে কি শরীর যাবে অধর্ম্মের বলে॥ ক্রমে ক্রমে এ শরীর করিয়া ভক্ষণ। অধর্ম্ম আপন বলে ঘেরিবে ভুবন॥ বোধ হয় তাই মাতঃ! ভাবিতেছ মনে। নচেৎ র'য়েছ কেন বিষণ্ণ বদনে॥ অথবা ইহার পরে যতেক মানব। ত্যজিবে অধর্মবলে যাগ্যজ্ঞ সব॥ যুদ্ধ ত্যজি হবে সবে অস্থ্র অজ্ঞান। অধর্মবশেতে তব না রাখিল মান॥ সেই হেতু তুমি মাতা বিষাদ অস্তরে। গাভীরূপে বিচরিছ ভুবন ভিতরে॥ যজ্ঞ কর্ম্ম নাশ হ'লে না হবে বর্ষণ। তপনে দহিবে ধরা বিতরি কিরণ॥ জলাশয় শুষ্ক হবে শস্ত্য না হইবে। অধার্মিক পুত্র যত স্থণায়ে মরিবে॥ তাই কি ভাবিছ মাতঃ আপনার মনে। ভ্রমিতেছ এ ধরায় বিষণ্ণ বদনে॥ অধর্ম্মের বল দেবী ভুবনে প্রচার। নাহি আর পূর্বব্যত প্রজ। ব্যবহার॥

যতেক রমণী হেন নাহি মানে স্বামী। সর্বেবদর্ববা হ'য়ে বলে দর্বব কর্ত্তা আমি॥ নারীগণে স্বামীগণ না করে রক্ষণ। ইচ্ছামতে নারী রহে স্থখেতে মগন॥ আর দেবী শুন বলি আপনার মনে। শৈশবে না মানে স্থত স্বীয় গুরুজনে॥ গুরুজন শিশুগণে না করে পালন। কুশিক্ষায় নীতিহীন হয় শিশুগণ॥ আর বলি শুন দেবী অদ্ভুত বারতা। সরস্বতী নাহি হন শুভকর্মে রতা॥ অসৎ কর্ম্মেতে তাঁর রত এবে মন। ত্রকর্মে নিরত হয় যত প্রজাগণ॥ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য ত্যজি অধর্মেতে রত। ধনগৰ্কে আচণ্ডাল অবাধ্য সতত॥ সে কারণে তুমি মহী হ'তেছ মলিন। বুঝিয়াছি কিছু কিছু ভাবি সমীচীন॥ আছিল ক্ষত্রিয় যত কলির প্রভাবে। ইতঃস্তত উচ্ছৃত্মল হ'য়ে নানা ভাবে॥ করিছে উৎপাত তুচ্ছ হুখের কারণ। সে কারণে কন্ট পায় জনপদজন॥ বিলাসি হ'য়েছে সবে হেরহে নয়নে। আহার নিবাস পান স্থ<del>ন্</del>দর ভবনে॥ মৈথুনে নিরত সব কামে বশীভূত। লোভেতে আক্রান্ত দেহ মোহে জড়ীসূত সে কারণে ভূমি ধরা হ'লে কি মিলন। বল দেবা ! বল বল তাই প্রভাহীন॥ অথবা কি হরি লাগি হ'য়েছ এমন। তাঁর পদ নাহি হেরি উচাটিত মন॥ ভূভার হরিতে হরি হ'য়ে অবতার। করেন যতেক লীলা অন্তুত প্রকার॥ অন্তরে আপন লীলা করি সমাপন। ক'রেছেন সে কেশব স্বধামে গমন॥ পদ্ম মকরন্দযুক্ত সে হরি চরণ। না হেরে হ'লে কি পৃথী তুমি হে এমন॥

वन वञ्चन्नात्त वन विघान कात्रण। এহেন হুঃখেতে তুমি কেন হে যগন॥ বলবান কাল আসি তব ভাগ্যধন। ছলে কলে সব চুফ্ট করিল হরণ॥ তাই কি গো ঝরে তব আঁখি হতে বারি। বল বল হে ধরণী বুঝিতে না পারি॥ ধর্ম্মের এতেক বাণী করিয়া এবন। কহেন ধরণীদেবী সম্বরি ক্রন্দন॥ হে ধর্ম তোমার কাছে কিবা অগোচর। যা ঘটিল মোর ভাগ্যে জানে ও অন্তর॥ তথাপি শুধালে তুমি করি নিবেদন। যে কারণে বিষাদিত হয় মোর মন॥ চারিপদ ছিল তব সকলেই জানে। তিনপদ নিল কাল নিষ্ঠুর পরাণে॥ সত্য শৌচ দয়া ক্ষান্তি শরণ্য সন্তোষ। ত্যাগ শ্য দম তপ আর হীন রোষ॥ বৈরাগ্য ভিতিক্ষা জ্ঞান শাস্ত্র আলোচন। বিভূত বিরতা তেজ স্বতন্ত্র পালন॥ বল শ্বতি কান্তি ধৈৰ্য্য মৃত্যুতা কৌশল। গান্তীর্যা আন্তিকা স্থৈর্য্য জ্ঞান-কর্মাফল॥ অহঙ্কার হীন পূজা এই চারি পদ। আছিল তোমার দেব থাকিতে সম্পদ॥ এ ছাড়। অধিক গুণ ছিল আপনার। নিত্যরূপে বিরাজিত মাহান্ম যাহার॥ এক্ষণে কোথায় তব তিন পদ বল। কলির প্রভাবে নাশ হইল সকল। গিয়াছে সকল ধর্ম সহ ঐীনিবাস। অধর্ম্মে নিরত প্রজা ভুবনেতে বাস॥ সে কারণে মম হৃদি হ'তেছে আকুল। বল দেব বল বল কিসে পাই কূল॥ আপনার বীর্য্য গেল আমি প্রভা হীন। দেবতা ছুৰ্বল হ'য়ে আকাশে বিলীন॥ পিতৃগণ খাষিগণ আর সাধুগণ। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ আশ্রমী হুজন।

সকলের প্রজানাশ অধর্ম্মের তরে। সেই হেতু এত ভাবি গোপনে অস্তরে॥ ব্রক্ষাদি দেবতা যত যাঁহার কারণ। সতত নিৱত তপে কাটায় জীবন॥ লক্ষী যাঁর পদ আশে ত্যজি প্রাবন। চঞ্চলতা পরিতাজি অচঞ্চল হন॥ সেই ভগবান লাগি ভাবিত অন্তরে। ক্লফ কুফ বলি রহি সংসার ভিতরে॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন কমল শোভন। যে কৃষ্ণ আমায় পদ করিল ক্ষেপণ॥ সেই পদ লাগি আমি ভাবি প্রভাহীন। তাই ধর্ম হেরিতেছ আমায় মলিন॥ নারিন্ম চিনিতে ধর্ম্ম সে চরণ ভাব। অতুল ঐশ্বর্য্যরূপে মনে আবির্ভাব॥ ঐশ্বর্য্যের মদে গর্ব্ব মনে উপজিল। ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ আমি মনেতে হইল॥ সেই অহকারে দেব মজিলাম আমি। শ্ৰীকৃষ্ণ হয়েন তিনি আপনি ভূস্বামী॥ সহজে রমণীজ∤তি কৃষ্ণ হেন ধন। নারিত্ব রাখিতে তাই করিল গমন॥ কি বলিব তাঁর কথা ওছে ধর্মরায়। স্মরিলে আমার বক্ষঃ দ্বিধা হ'য়ে যায়॥ গোলোকবিহারী হরি মম দেহ ভার। লাঘবিতে অক্ষোহিণী করেন সংহার॥ কুরুক্তেত্র নামে রণ বিখ্যাত ভুবনে। वल ছलে कृष्ध हत्त्र मानव जीवतन ॥ এক পদ তোমা হেরি সেই নারায়ণ। চারিপদে ছারিকায় করেন স্থাপন॥ তব লাগি মম লাগি দ্যাময় হরি। যতুকুলে জন্ম লন নরদেহ ধরি॥ কিবা সে মোহন বেশ তরুণ যৌবন। কিবা সে মঞ্জুল হাস্ত মোহিত ভূবন॥ কিবা সে স্থমিষ্ট ভাষ শোভা বনফুলে। কিবা সে মোহন ঠাম কদন্বের মূলে॥

কিবা সে বাঁশীর রব যমুনার তটে।
সতত রাধার নাম ভুরি ভুরি রটে॥
যাহার পদের ধূলি মহা অলক্ষার।
যাহার প্রভাবে দেহ পবিত্র আমার॥
সে জনে কেমনে ধর্ম্ম ভূলিব হে আমি
কেমনে বিরহ সব তাজিয়া সে স্বামী॥
কে হেন রমণী আছে এ তিন ভুবনে।
যে না মুক্ত হয় হেরি মাধব চরণে॥
সেই হেতু অপ্রথারে ভাসে ছ'নয়ন।
হেরিছ মলিন তাহে হে ধর্মরাজন॥
রয় গাভী কথা হেন করিয়া প্রবণ।
সরম্বতা তীরে বান উত্তরা-নন্দন॥
উপেক্র রচিত গীত হরিকথা সার।
শরীরে হইবে পুণ্য যাবে পাপ-ভার॥
ইতি পৃণিবী ও ধর্ম-সংবাদ সমাপ্ত।

রাজা পরীক্ষিত কর্ত্তক কলির পীড়ন। সূত বলে শুন শুন যত মুনিবর। কি করেন পরীক্ষিত রাজ। অতঃপর॥ ধর্ম্ম ও ধরণী কথা শুনিয়া শ্রবণে। নুপরূপী শুদ্র তবে হেরিয়া নয়নে॥ মনে বিচারিয়া রাজা বুঝিবারে মায়া। কেবা হেন মহাজন বুষরূপী কায়া॥ কেবা হেন গাভীরূপে করে বিচরণ। কেবা এই নৃপরূপী করিছে তাড়ন॥ এ হেন বিচারি রাজা আপনার মনে। হেরেন নিকটে আসি আপন নয়নে॥ রাজবংশে শুদ্র তথা দণ্ড হস্তে করি। শ্বেত পদ্ম সম বুষ কাঁপে থরহরি॥ তিন পদ নাহি তার এক পদ আছে। তাহাতে যাইতে ত্বরা কাঁদে শূদ্র কাছে ইচ্ছামত শুদ্র তারে করিছে তাড়ন। ত্রংখেতে রুষের সেই ঝরে ছু'নয়ন॥

গাভী কাঁদে মনে মনে শূদ্র পদাঘাতে। কদলী যেন রে কাঁপে বৈশাখের বাতে॥ দীনা হীনা কুণা গাভী তৃণ আশে ধায়। পদাঘাতে শুদ্র সদা তাড়য়ে তাহায়॥ সেই ভাব হেরি রাজা আপন নয়নে। রথ হ'তে পথে রাজা নামেন সঘনে॥ নামিল ভূমিতে নৃপ শরাসনধারী। আকাশ হইতে যেন নামে তারকারী॥ বামে ধকুদাম তুণ শর পূর্ণ তায়। নীলকণ্ঠ শোভে যেন সর্পের ভূষায়॥ এ হেন ঘটনা হেরি আপন নয়নে। ক্রোধে শ্বাস বাহিরায় পবন নিঃস্বনে॥ তুই চক্ষু রক্তবর্ণ যেন জবাফুল। কৃষ্ণিত উভয় ভুরু পরাণ আকুল॥ তীত্র দৃষ্টি করি রাজা ধায় শূদ্র পানে। শরাসনে শর যোজি দামিনী বিমানে॥ মেঘনাদ সম নাদে আহ্বানি রাজন। বলে তাকে কে হে তুমি ফিরাও নয়ন॥ মম জিত এই ধারা আমি মহারাজ। কি কারণে পরিয়াছ তুমি রাজসাজ॥ নট সম সাজ মাত্র হয় মম বোধ। হেরি তব আভরণ উপজয়ে ক্রোধ॥ রাজবেশ পরিয়াছ না জান বিচার। প্রাণী হিংসা করিতেছ একি অনাচার॥ আচারে শুদ্রের হেন তোমার কর্ম। নাহিক সন্দেহ ইথে ভাবহ চরম॥ শুদ্রেরে কহিয়া হেন তবে নৃপমণি। রুষেরে সম্ভাষি ভবে কহেন আপনি॥ ব্ববরূপে ভূমি কেবা হও মহাজন। পরিচয় দেহ মোরে মেলিয়ে নয়ন॥ শেতপদ্ম সম মরি হুন্দর বরণ। নবনীত সম তব কোমল গঠন॥ কেন বা কাঁদিছ তব ঝরে আঁখি নার। বুঝি কোন দেবরূপী হবে তুমি স্থির॥

কোথা তব তিন পদ হইল বিগত। এক পদে বিচরণ এই বা কিমত॥ কেন কাঁদ ওছে বুধ কহ মনকথা। কৌরব, ক্রন্সনে তব পায় মনোব্যথা॥ শুদ্রের তাড়নে তুমি হ'য়েছ শঙ্কিত। এবে তব সেই শঙ্কা হবে নিবারিত॥ ভয় নাই খেদ নাই মুছ আঁখি নার। শুদ্রের পীড়ন আমি নিবারিব স্থির॥ রুষেরে প্রবোধি রাজা গাভী পানে চায়। অকালে বরিষা বেগ যেন বেগে ধায়॥ গাভীরে সম্বোধি রাজা কহিল বচন। বল মাতঃ কেন তুমি করিছ রোদন॥ আমি পাওুবংশধর শাসি ধরাধাম। পীড়ন করেছে কেবা শুনি বল নাম॥ না কাঁদ না কাঁদ সতী মুছহ নয়ন। শাসিব সে হুস্টে যেবা করিছে পীড়ন॥ থাকিত রাজ্যেতে রাজা অসাধুর ছলে। প্রজা যদি কাঁদে মাতঃ তাদের কৌশলে॥ রাজা যদি সেই হুষ্টে না করে দমন। কীর্ত্তি, আয়ু, স্বর্গ তার হয় বিনাশন॥ ত্রংখিতের ত্রংখ নাশ রাজার ধরম। যে রাজা নাহিক বুঝে তাহার মরম॥ নাহিক প্রতিষ্ঠা তার এহেন ভুবনে। রৌরব নরকে তার নিবাস তথনে॥ সেই হেতু এই শূদ্রে করিব বিনাশ। অবিচারে যেইজন জীবে করে নাশ।। হেন কথা বলি রাজা রুষ পানে চায়। বলে বল সৌরভেয় কে কাটিল পায়॥ চতুষ্পদ জাতি তুমি নাহি চারি পদ। তিন পদ কে কাটিয়া করিল বিপদ ॥ কৃষ্ণপ্রাণ নৃপগণ রাজ্যের মাঝারে। তব সম হুঃথী আর না দেখি কাহারে॥ চারি পদ লভি ভূমি কর বিচরণ। কোথা গেল বল তোমা সে তিন চরণ॥

এক মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে পদ। বল দেব কেবা তাহা করিয়াছে রদ॥ হে রুষ ! দেখাও তুমি অপরাধি জনে। পার্থ সম কীর্ত্তি রাখি দণ্ডিয়া সে জনে॥ থাকিতে পাণ্ডব রাজা এ তিন ভুবনে। নাহি কার' কোন কন্ট জেন' নিজ মনে॥ কে দিল সে স্থাপে বাদ বল সৌরভেয়। অঙ্গ নাশ করে তোমা করি ধর্মা হেয়॥ দেখাও সে জনে তুমি যে কাটিল পায়। সাধিব তোমার হিত বধিব তাহায়॥ অপরাধ নাহি হয় ববি হেন প্রাণী। রাজার উচিত ইহা ধর্মশাস্ত্র জানি॥ অপরাধ শৃশ্ব জনে যেবা করে নাশ। এ ধরার মাঝে তারে নাহিক বিশ্বাস। সে জনে বধিলে হবে সাধুর সম্মান। হ্মখেতে রহিবে তবে যত সাধুগণ॥ অপরাধ শৃষ্য জীবে যেবা করে নাশ। দেব যদি হয় তবু উচিত বিনাশ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই শাস্ত্রের বিচার। বল দেব! কোন জন করে এ আচার॥ স্বধর্ম্মে থাকিতে রাজা এহেন নিয়ম। জীবের পালন হয় রাজার ধরম॥ শাস্ত্রমতে রাজ্য যেবা করয়ে পালন। ক্ষত্রিয় উচিত রাজা কহে সর্ববজন॥ অতএব বল বুষ জিজ্ঞাসি তোমায়। কোন জন কাটিয়াছে তব তিন পায়॥ উচিত শাসিব তায় যা আসে বিচারে। निर्द्धारीदा हिश्टम त्यवा बादकात मायादत ॥ ধর্ম্মরূপী বৃষ তবে শুনি ছেন বাণী। পরীক্ষিতে বলে তাব শাস্ত্র অনুমানি॥ উচিত কহিলে ভূমি পাণ্ডু কুলপতি। কি কব বংশের কীর্ত্তি দূত যত্নপতি॥ সেই কৃষ্ণ ভগবান তোমাদের দাস। এহেন কুলের কীর্ত্তি কে করে প্রকাশ।

উপযুক্ত রাজা তুমি উপযুক্ত বাণী। তব বাক্য শুনি মোর জুড়ালো পরাণী॥ হুমেরুর চুড়া রাজা ঊর্ন্ধপানে ধায়। যতেক নদীর বেগ সাগরে মিশায়॥ বংশের পুণ্যের বলে পূঞ্জিত ভুবন। সে হেন বংশেতে তুমি ল'ভেছ জনম॥ কি বলিব তব গুণ ওচে নৃপমণি। উচিত তোমার কথা হৃদয়েতে গণি॥ পুরুষ রতন তুমি শুনহ বচন। কেমনে বলিব কেবা করিছে তাড়ন॥ কেই বা কাটিল পদ বলিব কেমনে। কোন বস্তু স্থির বল এ তিন ভূবনে॥ যাহা কিছু শুনি মোরা মুনি নিদর্শনে। কিবা সত্য কিবা মিখ্যা বুঝিব কেমনে॥ মুনি ভিন্ন মত ভিন্ন আছে হে প্রমাণ। কেগনে বুঝাব তোমা তুমি জ্ঞানবান॥ সামান্ত বাক্যের ছলে বলিব বচন। শুন শুন তুমি রাজা হির কর মন॥ যেই জন সৃষ্টিকৰ্ত্তা না দেখি তাঁহায়। স্ফ বস্তু সত্য মিথ্যা জানা নাহি যায়॥ স্ষ্টিকর্ত্তা জানিবারে যত মুনিগণ। প্রমাণ দেখায় করি বৃদ্ধির তাড়ন॥ কেহ বলে চুই ভাব জগতে আছয়। এক রূপে জগদীশ আর জীব হয়॥ ঈশ্বর করেন সৃষ্টি মায়ার প্রভাবে। জীব তাহে পালিতেছে আপনার ভাবে॥ অশ্য কেহ বলে আত্মা জগত কারণ। ঈশ্বরের অংশমাত্র জানে সর্ববজন॥ আরাধন। উপাসনা কিছু নাহি তাঁর। দেহরূপে দেহ মাঝে তাঁহার বিহার॥ সকল কথায় তাঁর হয় আবির্ভাব। নানারূপে জগতের প্রকাশেন ভাব॥ रिनराङ्कता-रात रेम्र इम्में कार्य । মায়ারূপে দৈব স্থজে এ তিন ভুবন॥

দৈবই যথাৰ্থ ভাব অনুভব হয়। না হ'লে জন্মের কথা কোথায় নির্ণয়॥ মীমাংদকে কর্মকেই প্রভূ বলে জানে। কৰ্ম ভিন্ন কৰ্ত্তা নাই মানদে বাথানে॥ কৰ্ম ভিম কৰ্ত্তা কিসে হইবে প্ৰকাশ। কর্ত্তা মাত্র অনুমান বৃদ্ধির বিকাশ। যা হেরি নয়নে তাই কর্ম বলি মানি। কর্ত্তারে দেখিতে নারি মনে অমুমানি॥ প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা নাস্তিকের জ্ঞানে। কালে জন্ম কালে মৃত্যু সকলেই জানে॥ পঞ্চতত্ত্বে এই কাল স্বভাবের কায়া। জ্ঞানবলে জন্মে জীব অনিণীত মায়া॥ নানা জনে নানা কহে কোনটি নিশ্চয়। কেমনে করিবে স্থির বল মহাশয়॥ শাস্ত্রের প্রমাণে লোকে ধর্ম ত্যাগ করে। তিন পদ গেল মোর এই অবসরে॥ কর্ম্মেরে কর্ত্তাই মাত্র খুজিয়া সে পায়। কর্ম্মে কভু কর্ত্তা সম নাহিক জানায়॥ ধর্ম্মাত্র মায়া তার অদৃশ্য সেজন। কুম্ব কি জানে হে নৃপ কর্ত্তা কোনজন ॥ পঞ্চতত্ত্ব বস্তু কুন্ত এই মাত্র জানে। কে গঠিল তারে বল জানে কি প্রমাণে॥ অবশ্য আছয়ে কর্ন্তা কর অনুমান। আধারের সম তিনি নন অশু স্থান॥ আমার বচন মতে বুঝহ রাজন। কেন আমি আর সেই কর্ত্তা বা কেমন॥ 🏿 অতঃপর সূত বলে শুন মুনিগণ। কি করেন অতঃপর পাগুব রাজন॥ এ হেন ধর্মের কথা করিয়া শ্রবণ। ভাবিতে লাগিল কত স্থির করি মন॥ কোনজন এই বুব ভাল যুক্তি কয়। তিন পদ গেল তবু এক পদে রয়॥ কতক্ষণ ভাবি মনে করিলেন স্থির। রুষ নন এই জন ধর্ম মহাবীর॥

র্ষরূপে পৃথিবীতে করি বিচরণ। অলক্ষার রূপে দৃশ্য দেখিল নয়ন॥ এতেক বিচারি মনে সে মহারাজন। कहिलन धर्चक्री दूखरत वहन॥ ওহে ধর্ম কহ মোরে তুমি ধর্মরূপ। শুনিবারে রুষরূপ ধরেছ অনুপ॥ শ্বেতবৰ্ণ তুমি নহ সত্ত্ত্তণী হও। হিংসা দ্বেষ নাহি তব তৃণে তুক্ট রও॥ চারিপদ আছে বলে তুমি চতুষ্পদ। দয়া সত্য শৌচ আর তব চারি পদ॥ যে কথা কহিলে তুমি ধর্ম্ম বিচারিয়া। ধৰ্ম ভিন্ন নহে কেহ বুঝে হেন হিয়া॥ তব বাক্য-বলে এই জ্ঞান লভিলাম। ঘাতক বলিলে হয় উপাধির নাম। যে করে হনন আর দেখায় যে তারে। উভয়ে নরকে যায় শাস্ত্রের বিচারে॥ অজ্ঞান নরক মাত্র জ্ঞান স্বর্ণ গুণে। আমি তুমি ত্যজি জ্ঞান লভে স্বীয়মনে॥ সেই হেতু কে হানিল কারে দিব সাজা। নির্ব্ব দির সম আমি হ'য়েছিতু রাজ।। সর্ব্বভূতে সম জ্ঞান ছিল না আমার। ছে ধর্মা! শিখালে তাহা করিয়া বিচার॥ সংশয়ে পতিত আমি কেমনে চিনিব। মম অগোচর মাগ্না কেমনে বুঝিব॥ পূৰ্ণজ্ঞান তুমি ধৰ্মআমি অভাজন। সহসা জানিব কিসে তুমি কোন জন॥ বুঝিয়াছি তিন পদ কেবা বিনাশিল। সত্যযুগে অজ্ঞানেতে তাহারে গ্রাসিল॥ সত্যযুগে শৌচ দয়া সত্য নাম জানি। তপস্থা ধরিয়া চারি পদেরে বাখানি॥ ব্যরূপে তুনি ছিলে সত্তগময়। পূর্ব্বরূপে চারিপদ তোমাতে শোভয়॥. ক্রমেতে অজ্ঞান-বলে তিনযুগ ক্রমে। গেল তব তিন পদ জগতের ভ্রমে॥

সম্মুখে আগত কাল হেরি ধর্মারায়। এই ছুফ গরাসিবে তব এই পায়॥ ভবিতব্যে যাহা আছে কে নিবারে বল। তাহা ভাবি কেন ধর্ম হ'তেছ চঞ্চল।। ত্যজ শোক ধর্মদেব মৃছহ নয়ন। কেন তুমি কাঁদিতেছ বলহ এখন॥ এ হেন আরতি করি ধর্ম্মে সে রাজন। কহিলেন গাভী চাহি স্থমিষ্ট বচন॥ নহ তুমি গাভীরূপী জেনেছি নিশ্চয়। বস্তব্ধরা তব নাম মনেতে উদয়॥ কেন তুমি কাঁদ মাতঃ মুছ অশ্রুধার। সর্বাংসহা নামে হবে কলক্ষ প্রচার॥ স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান আসিবে ভুবনে। লাঘবিতে ভার তব স্থির করি মনে॥ করিলেন কুরুক্ষেত্র যে মহাসমর। তাহাতে ঘুচিল তব অস্থরের ভর॥ পায়েতে তাঁহার ছিল ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ। সরদীর তীরে যথা প্রফুল্লিত কুশ। সে পদ পাইবে তুমি রাখিতে হৃদয়ে। না পেয়ে এমন ভাব আকুলিত হ'য়ে॥ কিবা সে মধুর ঠাম মন্দ মন্দ গতি। শ্যামল বরণ যাঁর প্রেম**ন্য মতি**॥ সে কুষ্ণের পাদ তুমি না পেয়ে হৃদয়ে। কাঁদিতেছ হাহাকারে আকুলিত হ'য়ে॥ নাহি তব সেই কান্তি করিছ রোদন। কি ভাব উদয় গনে করে প্রকাশন॥ কলি হবে যবে মাতঃ ! শুন তব পতি। হইবে তোমার নানা তাহাতে তুর্গতি॥ তাই ভাবি কাঁদিতেছ ওমা বহুন্ধরা। মৃছ মৃছ অঞ্চভার হৃদি তুঃখভরা॥ कारनत विधान (मवी किनार मगरा। কে করিবে রোধ তায় সম্মুখীন হ'য়ে॥ বসস্তে ফুটিল ফুল বরষায় নাশ। ঋতুমতে হেন ভাব জগতে প্রকাশ।

তাই বলি শুন মাতঃ! সময়ের খেলা। অবশ্য মিলিবে যথা সমুদ্রের ভেলা॥ দূর কর হৃদয়ের যত তুঃখ আছে। হরিপদ আরাধহ মানদের কাছে॥ কি করিবে কালে তোমা হুর্দান্ত সে কলি। হও মাতঃ ! তুমি সেই হরিপদ অলি॥ যনোহর পাদপদ্ম রক্ত সরসিজ। যেবা ভজে হৃদয়েতে সেই মন্ত্ৰ বীজ। কালাকাল নাহি তার মানসে বিচার। তমঃ রজঃ ত্যজি সেই সত্ত্বের আধার॥ ছেন বুঝি গনে দেবি ! না কর রোদন। ভবিতব্যে যাহা আছে ঘটিবে ঘটন॥ শুদ্রেতে হইয়া রাজা হবে তব পতি। ত্বংখেতে মজিবে তুমি কতদিন সতী॥ হেনগতে প্রবোধিয়া রাজা পরীক্ষিত। কলি বধিবারে অসি করে নিজাষিত। অতীব শাণিত খড়ুগ তেজে দীনমণি। ঝলমল করে যেন মেঘে সৌদামিনী॥ ভीষণ কুটিল মূর্ত্তি ধরিলা নরেশ। ঘন ঘন খাদ বহে কাঁপে চারি দেশ। অক্টৰীপ কাঁপে ভয়ে মহা গজ সহ। প্রলয় প্রকাশ যেন হয় অহরহ॥ প্রলয় পবন বহে কাঁপে গিরি বন। সমুদ্র তরঙ্গ বহে হ'য়ে অগণন॥ থরথরে ধরা কাঁপে অনন্তের শিরে। রামরম্ভা যথা কাঁপে বৈশাখী সমীরে॥ প্রলয় উদিত হেরি এ তিন ভুবন। রাজা পরীক্ষিত ক্রোধে কাঁপিল সঘন॥ নুপতির হেন ভাব হেরিতে নয়নে। শুদ্র কাঁপে থরে থরে কাতর জীবনে॥ নাহি তেজ নাহি সেই পূৰ্ব্ব সম ভাব। পাণ্ডবের তেজে দগ্ধ হইল প্রভাব॥ তাজিগ্ন অজ্ঞানভাব জ্ঞানীর বচনে। গৰ্ব্ব ত্যজি শুদ্র তবে পড়িল চরণে॥

হাহাকার করি শুদ্র লোটায় ভূতলে। বলে নূপ রাখ প্রাণ ত্যজি ক্রোধানলে॥ অজ্ঞানে মোহিত আমি পরি রাজবেশ। এই দেখ ধরিলাম এবে দীন বেশ। ত্যজিলাম রাজবেশ হইলাম দাস। রাখ প্রাণ রাজ। করি রূপার প্রকাশ॥ লইন্থু স্মারণ তব ও পদকমলে। রাখহ মারহ তুমি আপন কৌশলে॥ কলিরে পতিত দেখি রাজা পর্রাক্ষিত। ভাবিলেন মনে মনে যাহা কিছু হিত॥ মনে মনে করিলেন শাস্ত্রের বিচার। শরণ্যে হনন নহে ভদ্র ব্যবহার॥ চিরকাল মম রাজ্যে আশ্রয় প্রদান। শরণ্যজনের বিধি রাথিবারে প্রাণ ॥ শুভ কীর্ত্তি আহরণ পূজা গুরুজন। দয়ার সহিত করা দীনের পালন॥ রুখেতে বিমুখ যবে কেহ কদাচন। হেন জন রাখিবারে রাজার মনন॥ এহেন বিচার করি রাজ। মনে মনে। আত্রর শুদ্রেরে কন মধু সম্ভাষণে॥ শুন শুন তুমি আমার কন। না কর রোদন ভূমি মুছহ বদন॥ উঠ উঠ পদ হ'তে ত্যজিয়া ভূতন। আশ্রিত জনেরে বধ অধর্ম্মের ফল॥ অর্জ্বনের যশঃ মোরা করিতে রক্ষণ। করিয়াছি পূর্ব্বরূপ ব্রতের ধারণ॥ শরণ্যে বধিব নাহি থাকিতে জীবন। শেই হেতু নাহি তোমা করিব হনন॥ অভয় পাইয়া মনে করহ শ্রবণ। পালিবে বলিব যাহা উক্তম বচন॥ অধর্মের বন্ধু তুমি অধর্মের সার। মম রাজ্যে প্রবেশিল অধর্ম আচার॥ লোভ চৌর্যা ধর্ম ত্যাগ কাপট্য কলহ। হুর্জ্জনতা পদে পদে হবে অহরহ॥

সেই হেছু তোমা বলি শুন কলি বীর। অক্সত্র যাইতে তুমি কর মনে স্থির॥ যেখানে যাজ্ঞিক নাই নাহি যজ্ঞকার। সতত অজ্ঞান কথা ভীষণ আকার॥ নাহি ধর্ম নাহি সত্য যথায় দেখিবে। তথায় আপন বল তুমি প্রকাশিবে॥ যজ্ঞবলে ধর্মজ্ঞান যথা মূর্ত্তিমান। ত্যজ পুণ্য ভূমি কলি ব্ৰহ্মাবৰ্ত্ত স্থান॥ যজ্ঞের মাঝারে যথা আসি ভগবান। যজ্ঞেশ্বর নাম ধরি করে অবস্থান।। যাঁর মায়াবলে হয় জগত স্জন। যিনি আক্সা বায়ুক্সপে সতত শোভন॥ যাঁর অভিলাষে হয় মঙ্গল সাধন। যথায় শোভন করে সেজন চরণ॥ সে স্থান করিবে ত্যাগ আমার আজ্ঞায়। তুণরাশি অগ্নিমাঝে কবে ত্রাণ পায়॥ প্রবল ঝটিকা বেগে উড়ে তুলারাশি। প্রেমের ক্রন্দন যথা কোথা শোভে হাসি॥ তোমার মঙ্গল কলি করিমু বিধান। যাও ত্যজি ব্ৰহ্মাবর্ত্ত পূজনীয় স্থান॥ হেন কথা শুনি তবে কলি মহাবীর। পূজিল রাজার পদ করি মন ছির॥ রাজার মূরতি হেরি ভীষণ আকার। থরথরে কাঁপে কলি ভয়ে অনিবার॥ যম সম দগুপাণি খড়গ ধরি ভূপ। তেজেতে সহস্ৰ সূৰ্য্য বিক্ৰমে অনুপ॥ কল্লিত অন্তরে কলি মৃতু মৃতু হাসে। রাজার সমক্ষে তব মান্স প্রকাশে॥ দার্বেভৌষ:তুমি রাজ। তোমার আজ্ঞায়। ক্ষণমাত্রে ত্রিভুবন লয় হ'য়ে থায়॥ বল দেব বল বল কোথা করি বাস। যথায় জীবনে জামি না হব বিনাশ॥ অর্জুনের পৌত্র তুমি উপযুক্ত ধীর। শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুলন বুদ্ধিমান ধার॥

তব দীপ্তি রাজা মম রহিবে সানসে। নাহিক ভুলিব আমি করমের বশে॥ তোমার শাসনে আমি করিবারে বাস। করিয়াছি এ হৃদয়ে হেন অভিলাষ ॥ ভকতবৎসল তুমি এই দয়া কর। বাসস্থান দেহ মোরে ওহে গুণাকর॥ সূত বলে শুন শুন মুনির নন্দন। অতঃপর কি করেন হুভদ্রা শোভন॥ এত শুনি পরীক্ষিত করিল আরতি। বাসস্থান দেখাইতে করিলেন মতি॥ মনেতে বিচারি তবে করে সম্ভাধণ। বলেন কলিরে তবে মধুর বচন॥ পাগুবের বংশধর নাম পরীক্ষিত। অবশ্য সাধিবে কলি তোমাকার হিত॥ যেখানে সতত ত্যুত আর মগুপান। वात्रनाती यथा मना लाटक हिःरम প्रान ॥ এ চারি অধর্ম যথা রহে বিভাষান। সেই স্থানে রহ কলি গঠি বাসস্থান॥ স্থানের বারত। শুনি কলি মহাবীর। আশ্চর্য্য মানিয়া মনে হইলেন স্থির॥ মনে মনে করি কলি বাস অনুমান। চারিটি অধর্ম নাহি এক স্থানে পান॥ সেই হেতু পুনরায় সম্ভাষি রাজায়। বলে কলি গদ গদ ধরি তাঁর পায়॥ যে চারি স্থানের নাম করিলে রাজন। কোখায় পাইব তার একত্র মিলন॥ আমি একা কলি এই সংসারের মাঝে। চতুর্দিকে চারি গৃহ নাহি মম দাজে॥ শুন শুন কুরুবর ক্ষত্র অধিপতি। একত্রে চারিটি স্থান দেখাও স্থমতি॥ একত্রে চারিটি পেলে স্থথে করি বাস। কর হেন অনুসতি পূরাইতে আশ॥ হেন কথা বলে কলি করযোড় করি। চাহিলেন পুনঃ স্থান পদতল ধরি॥

স্বর্ণে স্থান দিয়া পরে কছেন বচন। মিথ্যা কাম ছিংদা গৰ্বৰ ইছাতে মিলন ॥ চারি বস্তুর্শদিয়াছিত্র এবে দিত্র আর। বৈরভাব আছে ইথে পঞ্চম আকার॥ পঞ্চ স্থান ল'য়ে তুমি বাদ কর কলি। এই পঞ্চে আধিপত্য তোমার সকলি॥ চারি ছিল পাঁচ লভি কলি মহাবীর। আনন্দে হয়েন তিনি অতীব অধীর॥ রাজার আজ্ঞায় এই পাঁচে করি বাস। পুরিলেন কলি তবে নিজ অভিলাষ॥ এত বলি সূত কছে করি সম্ভাষণ। সাধুর অর্থেতে নাহি ঘটয়ে সেবন॥ অর্ণেতে অধর্ম আছে মহাকাল রূপে। নির্দেশ করেন তাহা পরীক্ষিত ভূপে॥ সে অবধি ধর্ম কর্ম জ্ঞানীর কারণ। অজ্ঞানতারূপী অর্থে নাহি প্রয়োজন॥ কলিতে হইলে ধর্ম তিন পদ হীন। চারিপদে পূর্ণ রাজ্য করেন প্রবীণ॥ কলি গেল অজ্ঞানেতে অধর্মা তথায়। পূর্ণরূপে ধর্ম আসি ভুবনে মিলায়॥ অধর্ম হইল নাশ হেরিয়া ধরণী। প্রফুল্ল হয়েন যেন ফণী লভি মণি॥ এহেন করিয়া কার্য্য রাজা পরীক্ষিত। শাদেন ধরণী হ'বে ধর্ম্মে রত চিত। অন্তাবধি সেই রাজ। হস্তিনানগরে। অধর্ম নাশিয়া ধর্ম প্রচারিত করে॥ সেই হেতু ধর্ম নাম লভি মুনিগণ। হরি লাগি এই যজ্ঞ করে আরম্ভন॥ উপেব্রু রচিল গীত হরিকথা সার। কুষ্ণ কুষ্ণ সদা বল সংসার আধার॥ ইভি রাজা পরীক্ষিত কর্ডক কণির পীড়ন সমাপ্ত।

অণ পরীক্ষিতের বিপ্রশাপ প্রাপ্তি। সূত বলে শুন শুন মুনিক্র সকল। হরিকথা শুনি সদা বাড়ে কুভূহল॥ সেই হরি মায়ারূপী রাজ। পরীক্ষিত। তাহাতেই মগ্ন রন হয়ে শুদ্ধচিত॥ कृरकत्र करूनावरल मारयत कठरत । অশ্বত্থামা অন্ত্রে নাশি সেই প্রাণ ধরে॥ হেন বংশধর কথা নাহিক তুলনা। ভক্তেতে করুক তাঁর সতত সাধনা॥ কুষ্ণপদে প্রাণ মন যে জন সঁপিয়া। ব্রহ্মশাপে তক্ষকেরে ভয় না করিয়া॥ অনায়াদে যেই জন প্রাণ করে দান। কেবা হরিপদে ভক্ত তাহার সমান॥ শুকদেব শিশ্ব তিনি হরি জানিবারে। গঙ্গাতীরে জান তিনি তাজিয়া সংসারে॥ তথায় জানিয়া হরি শুকদেব মুখে। ত্যজিলেন কলেবর মানদের স্থথে॥ ছরিনাম শ্লোক যার দদা পাঠে রতি। হরিনাম শুনিবারে সদা যার মতি॥ যেবা হরিকথা রূপ স্থধা করে পান। আজীবন হরিপদে যেবা করে দান॥ হরিই আত্মার গুরু যে জন জানিয়া। আপনার প্রাণ দেন হরিতে সঁপিয়া॥ জলেতে বৃদ্ধুদ উঠে বায়ুর প্রভাবে। জলেতে বিলয় করে বায়ুর অভাবে॥ এই জ্ঞান লাভ করি মরিল যে জন। পরীক্ষিত সম আর কেবা মহাজন॥ হেন কথা বলি তবে সূত মুনিবর। নিস্তব্ধ হইয়া রন হৃষ্টির অন্তর॥ এত শুনি ঋষিগণ আনন্দে মগন। কছেন দূতেরে দবে আশীষ বচন॥ ধক্ত থক্ত তুমি সূত মুনি বংশধর। অপার মহিমা ভূমি গুণের আকর॥

অনম্ভ বরষ তব থাকুক জীবন। কাল যেন তব প্রাণ না করে গ্রহণ॥ যে কথা কহিলে তুমি নাহিক উপনা। অতি মনোহর কথা হয় নিরুপমা॥ ধন্য তব শ্বৃতি সৃত কি বলিব আর। তুমি যা করিলে হেন কে করে প্রচার॥ সাগর স্থান হয় কুঞ্জের মহিমা। জগতে কে হেন আছে দেয় তার দীমা॥ ধশ্য সেই ব্যাসপুত্ৰ শুক তপোধন। যে জন পাইল মাত্র কুষ্ণের চরণ॥ ধক্য সেই পরীক্ষিত পাণ্ডবংশধর। এ ভুবনে সেইজন নরোত্তম নর॥ কুষ্ণের মাহাত্ম্য শুনি প্রফুল্ল অন্তরে। ব্রহ্মজ্ঞান লভি প্রাণ দিল অকাতরে॥ ধন্য ধন্য তুমি সূত কি বলিব আর। মোদের সমাজে তুমি অমৃত আহার॥ কুষ্ণকথা জ্ঞান করে হৃদয় ভূবণ। নাহি কিছু অলঙ্কারে আর প্রয়োজন॥ যে জন জানিল হুদে ব্রহ্মময় রূপ। সেই জন হয় তবে সংসারের ভূপ॥ সেই হেন কৃষ্ণকথা তোমার অন্তরে। বিরাজিত তব সূত দেহের ভিতরে॥ তোমা হেন পুণ্যবান কে আছে জগতে। যেবা হেরে তোমা দেই রত পুণ্যত্রতে॥ জন্মিলে মরণ হয় বলিয়া ধরারে। মৰ্ত্ত্যভূমি বলি যত শাস্ত্ৰেতে প্ৰচারে॥ জীবের অমৃত মাত্র হরিকথা দার। সে অমৃত তব মুখে হ'তেছে প্রচার॥ ভবেঁর তারণ মাত্র একা সেই হরি। সংদার দাগরে তিনি একমাত্র তরি॥ সে জনার যশঃ যেই করয়ে কীর্ত্তন। সংসার কাণ্ডারী বলি তাহারে গণন॥ সেই হেতু তুমি দৃত পুণ্যের কাণ্ডারী। তোমার যে কত গুণ বর্ণিবারে নারি॥

অগ্নিতে শরীর দহি যজ্ঞের কারণ। যজ্জের ধূমেতে হয় মলিন বরণ॥ উপবাদে শুষ্ক কায়া মন্ত্রের কীর্ত্তন। এত করি সে গোবিদে না পাই দর্শন॥ কর্ম্মরূপী যজ্ঞ করি ভক্তির কারণ। একমাত্র সে গোবিন্দে রাখিবারে মন॥ यथन औकृष्ध ऋष ऋषरय विद्रारक। যভের বিশ্বাস দূর হয় মনমাঝে॥ কর্ম্ম আর উপাসনা জ্ঞানের কারণ। জ্ঞানেতেই শ্রীগোবিন্দ সতত শোভন॥ শ্রীকুষ্ণে জানিল যেবা কিবা যজ্ঞ তার। নাহি কর্ম্ম উপলক্ষ হৃদয়ে বিচার॥ এহেন কুষ্ণেরে তুমি বুঝিয়াছ সূত। কৃষ্ণকথা প্রকাশিছ পরম অন্তুত॥ তব সম পুণ্যবান কে আছে জগতে। ক্ষুদ্রমতি মোরা সবে জানিব কিমতে॥ কি আর বলিব সূত জ্ঞানের বারত।। বিষ্ণুপদে যেইজন সদা হয় রতা॥ তাহার আলাপে হয় সার্থক জীবন। তুচ্ছ তার কাছে হয় স্বর্গের বর্ণন ॥ কি ছার স্বর্গের কথা প্রলোভন সার। কুষ্ণেতে প্রলোভ নাই মুক্তির প্রচার॥ হেন কৃষ্ণ যেইজন সদা ভজে মনে। তাহার স্থানেতে স্বর্গ পরাভব গণে॥ নাহি চাহি বৈজয়ন্ত নন্দন-কানন। যদি পাই সেবিবারে কৃষ্ণভক্ত জন॥ তব সম কৃঞ্চভক্ত কোথা পাব সূত। কি কব তোমার গুণ অতীব অম্ভূত॥ যেইজন কৃষ্ণপদ লভিল অন্তরে। নাহি আশা গুরুজন আশীর্কাদ তরে॥ কি বলিব সূত তোমা করি আশীর্কাদ। কুষ্ণপদ তব হৃদে নাশুক বিষাদ॥ হরিরূপী ত্রন্ম লাগি শিব মহাযোগী। ব্রহ্মাণ্ড ধারণে শিরে নাহি ভীত যোগী॥

আর কার কথা সূত বলিব তোমারে। নিগু ণের গুণ কোণা জগতে প্রচারে॥ সে হেন ত্রন্মের কথা কেবা না শুনিবে। তাঁহার মহিমা শুনি কেবা না বুঝিবে॥ শুনিলে ভাঁহার কথা ভক্তি-পরায়ণ। দুরে যায় তার যত মায়ার বন্ধন।। वक्षन द्रेटिएल यूक्ति विधित लिथन। হেন জানি তিরপিত নহে কোন জন॥ সে হেন কৃষ্ণের কথা তোমার অন্তরে। অবিরত হরি হের দেহের ভিতরে॥ তব সম গুণবান কোথা সূত আর। তুষিতে তোমারে শক্তি কি সাধ্য সবার॥ কর্ম্মবলে কৃষ্ণ লাগি এই যজ্ঞহল। তুমি কৃষ্ণ ভক্ত বলে জানহ সকল॥ অব আগমনে পুণ্য হ'লো এই স্থান। তব বাক্যে সবাকার জুড়াইল প্রাণ॥ আর কি বলিব সূত করিয়া মিনতি। ক্লফের চরিত্র সবে শুনিবারে মতি॥ বল সেই কথা সূত বিস্তারি এখন। যজেতে হউক তার ভক্তির সাধন॥ ধন্য সেই পরীক্ষিত মহাভাগবত। যাহার কারণে কৃষ্ণে জানিল জগত॥ কর সূত সে রাজার জীবন বর্ণন। কেমনে সে রাজা কুষ্ণে হয়েন মগন॥ কেমনে লভেন তিনি কৃঞ্চপদ জ্ঞান। জ্ঞানসহ মুক্তি লভি ত্যজেন পরাণ॥ পরীক্ষিত প্রসঙ্গেতে কৃষ্ণের চরিত। কহ সূত হেন কথা জগতের হিত॥ এ হেন আরতি শুনি সূত তপোধন। বিনয়ে কহেন সবে মধুর বচন॥ বয়দে কনিষ্ঠ আমি বর্ণে অতি হীন। শাস্ত্রেতে নিপুণ সবে বয়সে প্রবীণ॥ জনম সফল মোর সবার আশীষে। অমৃত হৃদয়ে মোর কি করিবে বিষে॥

নীচকুলে জন্ম বলি মানস আমার। সতত হুঃখিত ছিল সমাজ আচার॥ আজ লভি ঋষিগণ মিষ্ট সম্ভাদণ। দূর হ'লো সেই হুঃখ প্রফুল্লিত মন॥ অনস্তের নাম ল'য়ে সার্থক জীকন। কিবা সে মাহাত্ম্য তার করিব বর্ণন॥ কি ক্ষমতা সে জনার লই মুখে নাম। অনস্ত বলিয়া যারে ভাবে ধরাধাম॥ ভাঁছার মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে। সকল জীবেতে তিনি রন নিরাকারে॥ জ্ঞানমাত্র পথ এক তাহার কারণ। জ্ঞানীতে হেরিয়া তাঁরে হয় যে মগন॥ তাই বলি যত পারি সে নাম কীর্ত্তন। করিব হে যতদিন থাকিবে জীবন॥ অন্তর আঁধারে মায়া প্রকাশে প্রভাব। অনস্ত শব্দই তার একমাত্র ভাব॥ এ ভিন্ন মহিমা তাঁর না পারি বণিতে। নাহি আর মায়াভাব উপজয়ে চিতে॥ ছরির মহিমা কথা কেমনে বর্ণিব। মানব জনম যাহে সার্থক করিব॥ আতাশক্তি মহালক্ষী যাহার কারণ। সতত উন্মন্ত ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ॥ কমল কানন যাঁর মনোরম স্থান। সেই লক্ষী পদমূলে প্রাণ করে দান॥ অমুপমা জ্যোতি থাঁর জিনিয়া চক্রমা। কোটি চন্দ্র সূর্য্য শোভে অতি মনোরম।॥ রজত কমল জিনি পদতল শোভা। পশ্চিম তপনকর সান্ধ্য মনোলোভা ॥ রামরম্ভা জিনি উরু কিশ্বা করিকর। নিতম্বে মেদিনী কাঁপে কভু থরে থর॥ ক্ষীণকটী হেরি সিংহ বিহরে কানন। ডমরু শঙ্কর করে সশক্ষিত মন ॥ নাভিত্রধা সরোবরে মধ্যে লোমরাজি। যেন সে পদ্মের পরে মধুলোভা সাজি॥

বিশাল উরস যেন নবীন যৌবনী। স্থমেরু সমান কুচ সতত শোভিনী॥ কম্বু আসি কণ্ঠে বৈসে করিয়া সোহাগ। স্থির সাগরেতে যেন তরক্ষের রাগ॥ তাম্বলের অগ্রভাগ চিবুকের শোভা। অতীব কোমল পত্ম কাম মনোলোভা॥ অধর সহিত যুক্ত ওষ্ঠ মহানিধি। বিমুখে রক্তিমবর্ণে শোভে দিননিধি॥ ওষ্ঠাধর ব্রহ্মরেণু বংশীরব করে। গুধিনী সমাম কর্ণ শোভিতেছে থরে॥ আঁখি নীল সরোবর মধ্যে পদ্মরেখা। তারকা ভ্রমর সম তাহে যায় দেখা॥ নুপতির সম পত্র শোভা চারিধারে। শোভে তুই কুঞ্চ ভুরু কামে মোহিবারে॥ সপ্তমীর শশী জিনি ললাট ভঙ্গিমা। সতত নাশিছে যেন চক্রের গরিয়া॥ নবীন নীরদ সম কুষ্ণকেশদাম। বেণী হেরি কাল ফণী কাঁদে অবিরাম॥ ক্ষিত কাঞ্চন কিন্তা বিচ্যুত কিরণ। একত্রে মিলিল যেন উজল বরণ॥ কমল আসন তাঁর কমল বসন। কমলেই সদা বাস কমল ভূষণ॥ যত কিছু ধন আছে ত্রিভুবন মাঝে। সমস্তই ভার পদে একে একে সাজে॥ সেই হেন মহালক্ষী হরির চরণ। চঞ্চলতা ত্যজি সদা করিছে সেবন॥ কুষ্ণের মহিমা হেন কে পারে বর্ণিতে। ধস্য আজি ধস্য জন্ম হেন ভাবি চিতে॥ আর কি কহিব ঋষি তাঁহার মহিমা। বণিতে হৃদ্য কাঁপে তাঁহার গরিমা॥ ব্রহ্মা তাঁরে পূজিবারে করিয়া মনন। নাভি হ'তে গঙ্গা পদে করেন সিঞ্চন॥ অর্যারূপে গঙ্গা আসি হরির চরণে। ত্রিলোক ভারিতে সদা ভ্রমে ত্রিভূবনে ॥

স্বৰ্গেতে অলকানন্দা মৰ্ক্তো গঙ্গা নাম। ভোগবতী নামে খ্যাত নরকের ধাম॥ হরি পদে গঙ্গাবারি হইয়া মিশ্রিত। মুক্তি দান করে সবে ধর্ম্মের উচিত॥ এমন মুকুন্দ নাগ বল আর কার। ভগবং নাম বল দিব কারে আর॥ হরির মহিমা হেন করিয়া বর্ণন। ধন্য হ'লো আজি ঋষি আমার জনম।। আত্মা ব্রহ্ম বুঝি ধীর যাঁহার কুপায়। সর্বত্র ঈশ্বর হেরে যাঁর করুণায়॥ হরিরে ভাবনা জীব ভাবিয়া মানদে। সায়া ব্ৰহ্ম জীব এক ভাবে এক রসে॥ হেন রসে মজি জীব ত্যজি মোহ মায়া। একেবারে দেয় যেন যথা হরি ছারা॥ হরিপদ হেরি অংশ লয়ে নিজ নাম। জগত সমান হেরে লয়ে নিজ ধাম॥ পরম উপাধি তার হংস রয় পরে। জগত ঈশর ছায়া যবে দৃষ্টি করে॥ আত্মা ব্রহ্ম যেই জন করয়ে গণন। পরমহংসের খ্যাতি হরির চরণ॥ এ হেন মহিমা যাঁর তাঁরে কিদে পাই। বর্ণিতে সুক্ষেতে তাঁরে হেন শক্তি নাই ॥ হেন মায়া যাঁর সেই হরি কোনজন। কেমনে করিব আমি ভাঁহার বর্ণন ॥ জিজাসিলে সব ঋষি এই দীন জনে। কহিব হরির-লীলা যাহ। আছে মনে॥ কহিব স্বার কাছে যতই শক্তি। ছরিপদে রহে মোর বড়ই ভকতি। হরিরে বুঝিতে কেবা পারে এ জীবনে। পক্ষী যথ। শুন্তে যায় স্থীয় প্রাণপণে॥ যার যত বল আছে জ্ঞানময় পথে। পণ্ডিতে ততই পায় বিষ্ণুপদ রথে॥ তেমতি ক্ষাতা যত আছ্য় আমার। করিব হরির গুণ সংসারে প্রচার॥

যা কহিল মুনিগণ করহ প্রাবণ। কি করেন পরীক্ষিত পাগুবলোচন॥ একাকী করিয়া রাজ। মুগলায় মন। প্রবেশিতে ইচ্ছিলেন নিবিড় কানন॥ মুগয়ার বেশ রাজা করেন বিহিত। স্বৰ্ণ বৰ্ণ্ম অঙ্গে দেন বুঝিয়া উচিত॥ কনক কিব্নীট শিরে হীরা তায় শোভা। বদনপরেতে শোভে রতি মনোলোভা।। কেশাবলি অগ্রভাগ চারিদিকে রয়। নিশায় চক্রমা সহ নক্ষত্র শোভয়॥ অতি বীর্য্যবান রূপ বয়দে মধ্যম। শিকারে পণ্ডিত রাজ। রূপে অনুপম। কালাগ্রি সমান শর তুণীরেতে শোভে। হস্তেতে ধরেন ধনু মুগ প্রাণ লোভে॥ দ্রুতগামী অশ্বে রাজা করি আরোহণ। চলেন অগ্রেতে ল'য়ে পিছে সেনাগণ॥ রাখিয়া দূরেতে সেনা প্রবেশি কাননে। ইতস্ততঃ বিচরেণ মুগ অস্বেদণে॥ ক্রমে দিবা অবসান অন্ত দিনমণি। ক্ষুধায় ভৃষ্ণায় ক্লান্ত হন নূপমণি॥ পরিশ্রান্ত হ'য়ে রাজা বিচারি কাননে। অনুরেতে সরোবর ছেরেন নয়নে॥ জলাশয় হেরি রাজা যায় তার কাছে। হেরেন আশ্রম এক রহে তার পাছে।। আশ্রম হেরিয়া রাজা সরোবর তীরে। ক্লান্তিরে নাশিতে ভাগে আনন্দের নীরে॥ আশ্রম উদ্দেশে রাজা করিয়া গমন। প্রবেশেন তার মাঝে আনন্দিত মন॥ আশ্রমে প্রবেশি রাজা হেরেন নয়নে। এক খাষি রহিয়াছে ধ্যান নিমগনে॥ নিমীলিত আঁখি তার নাহি খাসগতি। মৌনভাবে রন তিমি হরিপদে মতি॥ শান্তিময় রূপ তার বয়দে প্রবীণ। শ্বেতবৰ্ণ কৃষ্ণ কেশ হইয়াছে লীন ॥

ইন্দ্রিয়ের গতি নাহি অটল অচল। বাহ্য ত্যজি মন তাঁর অন্তর নির্মাল॥ স্থুপ্তি স্বপন কিন্ধা আর জাগরণ। সমস্তই একব্রন্মে হ'য়েছে মিলন ॥ মুগ-চর্ম আভরণ তাহাই আসন। অতীব গম্ভীর মূর্ত্তি দৃশ্য হুশোভন ॥ এ হেন মুনিরে হেরি আপন নয়নে। জল আশা রাজা করে আপনার মনে॥ বন্দিয়া মুনিরে রাজা চাহিলেন জল। মৌনেতে রহেন মূনি নির্বাক কেবল॥ (कर नारि जन फिल न। करिल वांगी। এমতে রাজার হৈল আকুল পরাণী॥ কেহ না করিল আর অতিথি সংকার। কেহ না আসন দিল ল'য়ে জলভার॥ क्ट नाहि वर्षा फिल विलया ब्राजन। কেহ না কহিল তাঁরে মধুর বচন॥ এতেক বিচারি রাজ। আপনার মনে। ভাবিলেন অপমান আপন জীবনে ॥ একেত কুধার আর তৃষ্ণার আকুন। তাহাতে বিশ্রাম নাই বধি মুগকুল। হস্তেতে ধনুক শ্যেভে ক্ষন্ধে ভূণী শর। যেন কার্ত্তিকেয় শোভে অতি মনোহর॥ আশ্রমে বিশ্রাম লাগি আসিরা রাজন। নাহি পান স্থান পান অথবা ভোজন॥ জড়বৎ ঋষিরে হেরি সম্মুথে নুপতি। ঋষির উপরে হন অতি ক্রুদ্ধমতি॥ একে পৃথিবীর পতি পাগুবের বংশ। যাহাতে সতত রহে শ্রীকৃষ্ণের অংশ॥ गाग्राय जुलिया ताजा तिशू-शतरा । আত্মজ্ঞান ভুলিলেন সংশগ্ন সরসে॥ ক্রোধপরবশে রাজা কাতর হইয়া। আশ্রম বাহিরে আসি দেখেন চাহিয়া॥ এক দৰ্প পড়ি আছে গিয়াছে জীবন। দেহমাত্র সর্পাকার করিয়া দর্শন।

আশ্রমীর এই ভাব উপেক্ষি রাজন। ধন্মর কটিতে সর্প করি উত্তোলন ॥ ল'য়ে যান ক্রোধভরে যথা রছে ঋষি। ক্রোধেতে উন্মত্ত হ'য়ে নিজেরে সাবাসি॥ যথার্থ সে যোগী কিনা জানিবার তরে। মুত সর্প দেন তাঁর ক্ষন্ধের উপরে॥ স্বন্ধেতে শোভিল সেই মৃতকায় শেষ। তথাপি ঋষির যোগ না হইল শেষ॥ সর্প ক্ষন্ধে দিয়া রাজা ভাবিলেন মনে। যথার্থ সংযমী ঋষি আপন জীবনে ॥ ইন্দ্রিয় সংযম করি একাগ্র করিয়া। ব্ৰহ্ম তেজ দেখে আত্মা নিৰ্লিপ্ত হইয়া॥ সে কারণে আঁখি মুদি তাঁর ভাবে রহে। ঈশ্বর বুঝিয়া ঋষি এত ক্লেশ সহে॥ দর্প অঙ্গে দিয়া রাজ। হেরেন নয়নে। পূর্বের সমান ঋষি রহেন আসনে॥ নাহি ফিরে চায় রাজা মেলিয়া নয়ন। নাহিক কাঁপিল অঙ্গ স্পর্শন কারণ॥ নাহিক বহিল খাস নিশ্বাদের ঘারে। নাহিক কহিল কথা কোনও প্রকারে॥ এহেন প্রভাব হেরি ঋষির রাজন। ক্ষুব্ধমনে নিজ রাজ্য করেন গগন॥ এদিকে ঘটিল মহা অনর্থ ঘটন। যেমনে পাইল শাপ পাওব রাজন ॥ ঋষির কুমার এক আদিয়া তথায়। হেরিল শমীক ক্ষন্ধে সর্প শোভা পায়॥ এ কার্য্য হেরিয়া সেই ঋষির কুমার। চলি যায় যথা রহে শমীক কুমার॥ ক্রীড়াচ্ছলে তথা গিয়া উপহাস করে। বলেন কুমারে তবে উপহাস করে॥ তপ তব রুখা শৃঙ্গি ! দেখাও প্রভাব। বোঝা গেছে গুণপণা তব তপ-ভাব॥ কি বলিব তব কথা শুনি হাসি পায়। মৃত দর্প ছলে তব পিতার গলায়॥

দিলেন নৃপতি দর্প তব পিতৃ গলে। র্থাই বড়াই তুমি কর কোন ছলে॥ এহেন ভারতি শুনি শৃঙ্গি মহাঋষি। ক্রোধেতে অধীর হ'য়ে নেহারেন দিশি কি কারণে পিতৃক্ষদ্ধে সর্প দিল রাজা। জিজ্ঞাদেন কুমারেরে তাই মহাতেজা॥ জিজ্ঞাসিত হ'য়ে তবে ঋষির কুসার। পরীক্ষিত ব্যবহার করেন প্রচার॥ ক্ষত্রিয়ের দর্প তবে স্বকর্ণেতে শুনি। ক্রোধেতে অধীর হন শৃঙ্গী মহামুনি॥ হেরহ প্রভাব মোর বয়স্ত সকলে। ক্ষতিয়ের গর্বব খর্বব করি তপোবলে॥ মহামুনি মম পিতা নাহি জানি তাঁরে। সর্প তাঁর স্কন্ধে দেয় কোন অবিচারে॥ হউক রাজ্যের পতি কি ভয় আমার। ঋষিজন প্রতি তাঁর একি ব্যবহার॥ যথা হানিলেন তিনি মম পিতা মান। সপ্তাহে তক্ষক তাঁর হরিবেক প্রাণ॥ ঋষিজন প্রতি যেই অত্যাচার করে। সপ্তম প্রকৃতি সহ তাহাতে সে মরে॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি। সকলে বলহ এবে ব্রহ্মণয় হরি॥ ইতি পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ সমাপ্ত।

পরীক্ষিতের শাপ প্রাপ্তি প্রবণে শনীকের বিগাপ।
সূত বলে শুন শুন মূনীক্ত স্কুক্রল।
কি করিল অতঃপর শৃঙ্গী তপোবল॥
এহেন রক্তান্ত শৃঙ্গী শুনিয়া প্রবণে।
ধাইয়া আইল যথা পিতা যোগাসনে॥
যথার্থ দেখিল গলে দোলে মৃত অহী।
কাতরে দহিল হুদি সেই স্থানে রহি॥
জনকের অপমান না পারি সহিতে।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেক ক্রন্দন করিতে॥

খাষিশ্রেষ্ঠ মম পিতা বলে বার বার। আজি তাঁর অপমান একি ব্যবহার॥ হায় বিধি এত তপে একি হ'ল শেষ। পিতার হানিল মান গলে মৃত শেষ॥ काश याव कि कतिव मत्व मित्व कामा। বলিবে পিতার গলে দোলে সর্পমালা॥ পিতার দূষণ কথা শুনিবারে নারি। আশ্রমে থাকিতে মোর ক্লেশ হৈল ভারি॥ কোথা নাহি উচ্চভাষে ভাষিতে পারিব। তপোবলে কার সনে আর না যুঝিব॥ যত ছিল মান মম সব হ'ল নাশ। হে বিধি ঘটালে কেন হেন সর্বনাশ॥ কপালে হানিয়া কর শৃঙ্গী কান্দে বসি। মানস সতত তাঁর ঘেরিল তামসী॥ নয়নের বারি ঝরে ভেদে যায় বুক। সদা হাহাকার রব কাতর ভাবুক॥ হেখায় শমীক মুনি ধ্যান শেষ করি। হইলেন প্রকৃতিস্থ হৃষিকেশ স্মরি॥ ধ্যান ভঙ্গে মহাঋষি হেরেন সম্মুখে। কাদিছে কুমার তাঁর সকাতর ছুংখে॥ কুমারে কাতর হেরি জিজ্ঞাদেন মুনি। কি কারণে কাঁদ পুত্র বিবরণ শুনি॥ বলিতে বলিতে ঋষি স্কন্ধে দিয়া কর। দেখেন তথায় রহে মৃত অজাগর॥ দর্পেরে ফেলিয়া দূরে পুছেন কুমারে। কেন কাঁৰ পুত্ৰ বল আকুল অন্তরে॥ পিতার আরতি শুনি বলিল কুমার। যথা শাপিলেন তিনি পাণ্ডু অলঙ্কার॥ ट्रन कथा छनि अपि क्कूक र'ए। गतन। পুক্রে তিরস্কার কত করেন আপনে॥ কোন ধর্ম বলে পুত্র শাপিলে রাজন। সাধু রাজা কোন কালে দণ্ডের ভাজন॥ নাহি জান নীতি তুমি নাহি ব্যবহার। রুখাই নাশিলে ভূমি তপঃ আপনার॥

হরি অংশে জন্ম তাঁর আদর্শ মহান। একমাত্র কুরুকুলে তিনিই জীবন॥ সংশয়ে আরুড় হয়ে দিল মৃত সাপ। তাহাতে না হয় তার কোনরূপ পাপ॥ তপের অযোগ্য তুমি নাহি কোন জ্ঞান। মহাপাপ করিয়াছ করি অভিমান॥ না মারিল গোরে রাজা না ভাঙ্গিল ধ্যান। গলে সোর সর্প দিয়া করিল প্রয়াণ॥ নির্দোষ সেজন হয় গুরুদণ্ড হেন। না হয় উচিত কভু করিবারে জেন'॥ বহু কটে তপ মাত্র শিখিলে কুমার। নাহি কিছু শিখিলে হে তার ব্যবহার॥ মহাজ্ঞানী মহারাজ নহে সাধারণ। শাপিলে তাঁহারে পুত্র বল কি কারণ॥ রাজা না রহিলে রাজ্যে দহ্য ও তক্ষর। গৃহক্ষের সর্বনাশ হবে অতঃপর॥ আশ্রমী মোদের তবে কেবা দিবে দান। কেমনে জীবন ধরি তপে দিব প্রাণ ॥ সামাক্ত রাজন নহে পরীক্ষিত বীর। পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণুরূপে ধরা শাসে ধীর॥ বিষ্ণুর কুপায় হ'য়ে সর্বশক্তিময়। পরীক্ষিত পালে ধরা যেমন তনয়॥ অরক্ষিত হবে রাজ্য বিনা পরীক্ষিত। কেন পুত্র করিয়াছ এহেন অহিত॥ দস্যতে পূরিবে ধরা হরিবারে ধন। অধর্ম আসিয়া ধর্ম করিবে হরণ॥ মহামারী হবে ক্রমে ঔষধি বিহনে। তাপেতে দহিবে উল্ক। উদিবে গগনে॥ পরস্পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সংহারিবে সব। হিংসাই হইবে ভবে প্রধান বিভব ॥ কেহ বা হরিবে পশু কেহ অর্থ নারী। কেছ বা ছারায়ে সব ছইবে ভিথারী॥ শাস্ত্র সব লোপ হবে দহ্য হবে রাজা। শুদ্রেতে ত্রাহ্মণী হবে মূর্থে দিবে সাজ।॥

আর্য্য ধর্ম্ম লোপ হবে কামে হবে রতি। অর্থ লাগি ধর্ম নাশে হবে মন্দগতি॥ কুরুর বানর সব হইবেক নর। জাতি নাশে হবে ক্রমে বর্ণের সঙ্কর॥ যে রাজা বিহনে হয় এতেক ঘটনা। কেন তারে শাপ দিলে কুমার বল না॥ সংসার অসার জানি ত্যজিবারে মায়া। রাজ্য তাজি জ্ঞান লাগি তাজিবেন কায়া। রাজা বিনা অরাজক হবে রাজ্য সব। ধর্ম্ম পথ লুপ্ত হবে অধর্ম বিভব॥ নাহি কিছু দোষ তাঁর বুঝ নিজ মনে। অতিথি হইয়া রাজা আসেন আপনে॥ তৃষ্ণায় আকুল রাজা বিশ্রাম কারণ। আমার আশ্রমে তাঁর হয় আগমন॥ ঋষির উচিত কার্য্য আতিথ্য সৎকার। আমারে সংযমী হেরি হন চমৎকার॥ স্থরম্য আশ্রা বটে অতি স্থগঠন। আশ্রমে রহেন কিন্তু জড় একজন॥ **ज**ड़्रारा श्रविशन नाहि ভा<del>द</del>्धि शान । অথচ আশ্রমে আছে নিয়ম বিধান॥ নাহি আর অন্ত প্রাণী ইহার মাঝারে। তবে যোরে ভণ্ড তিনি ভাবেন বিচারে॥ ত্বগিন্দ্রির গুণ তিনি বুঝিবারে মনে। ন্থনার্হ সর্পেরে গলে দিলেন আপনে॥ অতি জ্ঞানবান রাজ। করিল প্রধান। রুথা তারে পুত্র ভূমি শাপ দিলা দান॥ উচিত মোদের ছিল আতিথ্য সংকার। তাহা বিনা শাপ দিলে একি ব্যবহার॥ বিনা দোষে অশ্য জনে দণ্ডে যেইজন। তাহার সমান পাপী না আছে ভুবন॥ সেই হেতু মহাপাপ হইল তোমার। এ পাপে মোচন কিদে করছ বিচার॥ হেন কার্য্য কভু পুত্র আর ক'রো নাই। ঋষির ক্রোধেতে শান্তি সর্ববদাই চাই॥

হরিরে ভজিয়া তপে সিদ্ধ হয় যেই। শক্ররপ রিপু কেন আর ধরে সেই॥ হরিভক্ত প্রতি কেহ অবজ্ঞা করিলে। তিরস্কার অপমান কিম্বা আঘাতিলে॥ হরিভক্ত প্রতি কেন অকারণ ক্রোধ। বিনা দোষে কেন তার লহ প্রতিশোধ॥ হেন কাৰ্য্য তব পুত্ৰ না হ'ল উচিত। ভুবনে অয়শ তব রহিল ঘোষিত॥ এতেক বিলাপি ঋষি পুত্রে দিয়া জ্ঞান। ভাবেন রাজার ভাব মুদিয়া নয়ন॥ হেন শাপে রাজা কভু ক্রোধী নাহি হন। অপকারী জন দোষ না করি গ্রহণ॥ যেজন শাদেন ধরা এ ভূবন মাঝে। কাম ক্রোধ রিপুকার্য্য নাহি তাঁরে সাজে স্থ্য নাহি ছঃখ নাহি তাঁহার অন্তরে। সতত আনন্দময় পৃথিবী ভিতরে॥ লাভেতে না হয় হুক্ট কভু সাধুজন। অলাভে না হন রুষ্ট ভাবিয়া আপন॥ হেন সাধু পরীক্ষিত আপন অন্তরে। ছুংখে স্থথে সম ভাব পৃথিবী ভিতরে॥ হেন রাজা জ্ঞান লভি ত্যজিবে জীবন। সংসারের যত স্থুখ হবে বিনাশন॥ পাণ্ডুবংশধর রাজা অতি গুণবান। মুক্তি লাগি সচিন্তিত হইবে পরাণ॥ এতেক বিলাপি ঋষি ভাবেন অন্তরে। পরীক্ষিত দেহ নাশ কল্যাণের তরে॥ ভাগবত মহা-গীত হরিকথা সার। হরি হরি বল সবে সর্বব সারাৎসার॥ উপেক্স রচিল গীত হরি আশা করি। সকলে বলহ এবে ব্রহ্মময় হরি॥ ইতি শ্মীক বিলাপ সমাপু।

শৃঙ্গী প্রান্ত শাপ প্রবণে রাজা পরীক্ষিতের বৈরাগ্য গ্রহণ ও রাজ্য ত্যাগ।

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল। কি করেন অতঃপর রাজ। মহাবল॥ আশ্রম হইতে রাজা করিয়া প্রয়াণ। ফিরেন আপন রাজ্যে হ'য়ে সন্দিহান॥ অতীব ধার্দ্মিক রাজা সদা ধর্ম্মে মতি। অস্থায় করিয়ে মনে ব্যথা পান অতি॥ গুপ্ততেজা শমীকেরে না পারি চিনিতে। সর্পেতে হরেণ মান ভাবি বিপরীতে॥ অনার্য্য করিলা কার্য্য হ'য়ে আর্য্য হুত। ঘটিল ভাঁহার দ্বারা অতীব অদ্ভুত॥ মম হস্তে অপমান হ'য়ে মহাযোগী। ধ্যান ভঙ্গে শাপিবেন গলে দেখি ভোগী॥ এ হেন সংশয়ে রাজা সচঞ্চল মতি। হেন কার্য্যে মৃত্যু মাত্র হন অবগতি॥ হউক মরণ মোর নাহি তাহে হুঃখ। চাহি না অনিত্য এই সংসারের স্থথ॥ যেন আর জন্মে মম হেন কার্য্যে মতি। নাহি দেন সেই হরি অখিলের পতি॥ মহাযোগী অপমান করিলাম আমি। হইয়া পাণ্ডব পুত্র ভুবনের স্বামী॥ হেন অপযশ মোর গাহিবে সকলে। তদপেক। মৃত্যু মোর শ্রেয় কর্মফলে॥ বিলম্বে নাহিক কার্য্য ত্যজিবারে দেহ। ইচ্ছা মোর এইক্ষণে ত্যজি রাজ্য গেহ॥ ব্রহ্মতেজ অপমান করিয়াছি আমি। লউন জীবন ধন সেই ঋষি স্বামী॥ মম দম হতভাগ্য আর কেবা আছে। হরিরে ভূলিতু আমি হরি পেয়ে কাছে॥ দেহ মাত্র জীবনের ভোগের আগার। ইন্দ্রিয় অস্তর বাহ্য সকল তাহার॥

দেহ সহ হোক সেই সকল বিনাশ। গুরু বা ব্রাহ্মণ পীড়া নাহি রহে আশ। মহাপাপ করিলাম কিসে পাব মুক্তি। কেই বা আমারে দিবে সেই হেন যুক্তি॥ হেন চিন্তা মনে মনে ভাবেন রাজন। অস্তর ব্যাকুল তাঁর সংশয়িত মন॥ পুজের শাপের কথা সত্য করিবারে। শমীক পাঠান শিয় রাজার আগারে॥ শিষ্মেরে বলেন তিনি বিনয়ে সকল। অগ্রেতে পূজিবে রাজা সকল মঙ্গল॥ পরেতে আশীষ দিবে আমার নামেতে। দিবে ধর্ম উপদেশ বাখানি মনেতে॥ পরেতে কহিবে কথা শাপের কারণ। প্রাক্তনের ফল রাজা ভুগ্ধহ আপন॥ শমীকের শিশ্ব আসি রাজার আগারে। আশীষ রাজারে করে শিক্ষিত আচারে॥ কুশলের পরে কহি শাপের কারণ। সভা ত্যজি মুনিবর করিল গমন॥ শাপের কারণ শুনি ভাবিয়ে অন্তরে। আনন্দিত রাজা হন হরিষের ভরে॥ মুক্তির কারণ রাজা ছিলেন ব্যাকুল। ঋষি শাপে মুক্তি লভি পাইলেন কুল॥ তক্ষক দংশনে মৃত্যু করিয়া নিশ্চয়। রাজ্যভোগ ত্যজিলেন পাণ্ডব তনয়॥ সংশয় মাঝারে জ্ঞান উদিল তাঁহার। শাপ নয় তাঁর পক্ষে ইহা শুভ বর॥ অতি বুদ্ধিমান রাজা বয়সে নবীন। দেহের ভোগের নাশ করিলেন হীন॥ পুত্রেরে সঁপিয়া রাজ্য ভাবিয়া মনীষা। পরিলেন অন্তরেতে বৈরাগ্যের ভূষা॥ ইহলোক পরলোক ভাবিয়া কল্পনা। রাজ্যেতে নাহিক স্থথ করেন জল্পনা॥ জ্ঞান পদ্মাসনে বসি ইন্দ্রিয় বিনাশি। দেখিলেন সংসারেতে স্বর্গ রাশি রাশি॥

সেইক্ষণে আত্মজ্ঞান লভিলেন মনে। তাঁহার সমান জ্ঞানী কে আর ভূবনে॥ স্বর্গের বিভব তার করতল গত। হরিতেই অমুক্ষণ থাকে যেই রত॥ ইছলোক পরলোক করয়ে বাসনা। বাসনাতে জন্ম মৃত্যু বেদের রচনা॥ জন্ম মৃত্যু কফ আর নাহি সহিবারে। পূর্ণ ভক্তি মনে মনে ভাবেন বিচারে॥ হরিপদ সেবা মাত্র সকলের সার। কোথায় সে পদ রহে সতত বিচার॥ আত্মাই হরির পদ পরমাত্মা হরি। সেইজন জ্ঞানী বুঝে পায় মুক্তি তরি॥ জনম মরণ আর ভবে নাহি হয়। হরির মায়ায় রূপ পঞ্চভূতে রয়॥ সেইজ্ঞান লভিবারে রাজা পরীক্ষিত। ত্যজিলেন রাজ্য ধন ভাবিয়া অহিত॥ কাঁদিলেন পুত্র তাঁর প্রেয়সী রমণী। কাঁদিল বদন ধরি স্নেহের জননী॥ काँ फिलिक প্রজাকুল প্রভুর কারণ। কাঁদিল সকলে গুণ করিয়া স্মরণ॥ মায়াময় এ সংসার ভাবি নিজ মনে। ত্যজিলেন সব বস্ত্র বিবেক সেবনে॥ হরির সাধনা লাগি পুণ্য গঙ্গাতীরে। যান সেই মহারাজ অতি ধীরে ধীরে॥ অনশনে রন তথা হরি-ব্রত ধরি। যাহাতে পাবেন ভব-সাগরেতে তরি॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি। ভাবহ সংসারবাসী ব্রহ্মময় হরি ॥ ইতি শৃদী-প্রদত্ত শাপ প্রবণে রাজা পরীক্ষিতের

বৈরাগ্য গ্রহণ ও রাজ্য ত্যাগ সমাপ্ত।

পরীক্ষিতের বৈরাগ্য-এত ধারণ ও মহর্ষিগণের সমাগম।

সূত বলে শুন শুন মুনীক্র সকল। গঙ্গার মাহাত্ম্য কথা হ'য়ে অবিচল ॥ গঙ্গার বারির গুণ কেমনে বণিব। অন্তরের গৃঢ়ভাব কেমনে বলিব॥ যে জন সতত সেবে বিষ্ণুর চরণ। তুলদী মিশ্রিত রজে দদা স্থশোভন॥ ভক্তিভরে সে চরণ হেরে অহোরাতি। হরিপদে গঙ্গা খেলে আনন্দেতে মাতি॥ এমন গঙ্গার ভাব যেজন বুঝিয়া। গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে যোজনে থাকিয়া॥ মুক্তি তার করতলে কুপায় গঙ্গার। অন্তর বাহির শুদ্ধ সতত তাহার॥ অপার মহিমা তার কহিব কেমনে। ইহলোকে পরলোকে মুক্ত সেইজনে॥ স্বৰ্গেতে অলকানন্দা মৰ্ত্তো গঙ্গা নামে। ভোগবতী নাম খ্যাত পাতালের ধামে॥ বিষ্ণুর চরণ সেবি এ হেন প্রভাবে। তিনলোক পরিত্রাণ করে এক ভাবে॥ মৃত্যুরে নিশ্চয় জানি জিয় মর্ত্তাভূমে। মুক্তি জ্যোতি বিনা কেবা চাহে পাপধুমে॥ গঙ্গাই মুক্তির পথ কর্মজ্ঞানে হয়। মর্ত্ত্যভূমে হরিনাম গঙ্গা বিনা নয় ॥ বিষ্ণুপদ নাম তার ত্রিলোকে প্রচার। তার তীরে বসে যেই পায় মুক্তিভার॥ সেই হেডু পরীক্ষিত পাণ্ডবংশধর। কর্মজ্ঞান শেযে যান গঙ্গায় সম্বর ॥ মুনি-ত্রত ধরি রাজা অবধৃত বেশ। ধরিলেন নাহি রাখি হৃদে মায়ালেশ। যে কেশে শোভিত সদা চাঁচর চামর। মুণ্ডিত করেন তাহা দিয়া নিজকর॥

যে কর্ণে শোভিত ছিল হীরক কুগুল। তথায় শোভিত আজি চন্দন কেবল।। যে শিরে শোভিত ছিল হীরক মুকুট। দূরে তাহা ত্যজিলেন ভাবি কালকুট॥ কণ্ঠেতে শোভিত ছিল মণিময় হার। তুলসীর মালা শোভে বিহনে তাহার॥ যে করে শোভিত ছিল হীরক-বলয়। রুদ্রাক্ষের মালা তথা বিচিত্র শোভয়॥ যে অঙ্গে সতত ছিল হুবর্ণের সাজ। চীরমাত্র তথা শোভা পাইলেক আজ। রাজসিংহাসন যাঁর আছিল আসন। রত্নাপেকা শিলা ভাল বাসিল সেজন।। নয়ন কটাক্ষে যার যুবতী মোহিত। সে তারকা উদ্ধাণতি ধ্যানে নিয়োজিত॥ শম, দম, ভেদ, দণ্ড আছিল বিচার। হরিনাম বিনা মুখে নাহি কিছু আর॥ দেবরাজ সভা সম সভা মনোহর। তাহা ত্যজি গঙ্গাতীরে অতি শোভাকর॥ ছত্রদণ্ড কত শত চামর ব্যজন। ত্যজিয়া সে সব মাত্র হরি পদে মন॥ মেঘ তাঁর চন্দ্রাতপ তারকা হীরক। দূৰ্য্য দূৰ্য্যকান্ত জ্যোতি শোভে ঝকমক্॥ বিজ্ঞলি পবন বহে সৌরভ মাখিয়া। পক্ষী গায় মধুস্বর বিটপে বসিয়া॥ ময়ুর ময়ুরী নাচে নর্ত্তকের সম। কল কল গঙ্গাজন বাত্য নিরুপম॥ এ হেন বৈরাগ্য রাজা লভিয়া অস্তরে। বিষ্ণুনদী তীরে আসি হরিধ্যান করে॥ হরিনাম দদা মুখে হরি আভরণ। হরি নামায়ত পান হরিপদে মন॥ যোগাসনে বসি রাজা নয়ন মুদিয়া। অস্তুর বুঝেন সদা জ্ঞানেতে চাহিয়া॥ ব্লষ্টি রৌদ্রে ভয় নাহি, দেখে নাহি মায়া। দিবা নিশি ভেদ নাহি মিথ্যা ভাবি কায়া॥

এ इन मरवान क्रांस याडेन कोनितक। মুনি ঋষিগণ ক্রমে শুনে দিকে দিকে॥ অম্ভূত বৈরাগ্য কথা করিয়া শ্রবণ। ধাইয়া আইল তথা দেখিতে রাজন॥ ধন্য পাণ্ডুবংশ রাজা বিখ্যাত ভুবনে। রাজ্য ত্যজি বংশধর হরি ভাবে মনে॥ এই কথা ভাবি মনে যত মহাধামি। আসিলেন একে একে হ'তে দশদিশি॥ কি কব প্রভাব সব মহাপুণ্যময়। याँ एक वर्मात्व रहा मर्विभाभ कहा ॥ সেই সব মহাজন সহ শিষ্যগণ। আসিলেন একে একে যথায় রাজন॥ বশিষ্ঠ চ্যবন অত্রি ভুগু শরম্বান। অঙ্গিরা অরিষ্টনেমী, রাম গুণবান ॥ পরাশর বিশ্বামিত্র উত্তক্ষ উদ্দল। ইশ্ববাহ মেধাতিথি ঔর্বব তপোবল ॥ মৈত্রেয় গৌতম আর ভরদান্স ব্যাস। নারদ অগস্ত্য আর কত তপোম্<u>যা</u>স ॥ দেবর্ষি রাজর্ষি আর কত ঋষিজন। মহর্ষি অরুণ আদি কত অগণন ॥ রাজারে হেরিতে আর কলাণে ইচ্ছায়। আসিল যতেক ঋষি কহা নাহি যায়॥ কুতার্থ ভাবিয়া মনে পাণ্ডু নরপতি। ঋষিগণ পদ ছেরি করেন প্রণতি॥ স্বাকার স্থান রাজা করিয়া নির্দেশ। সকলে প্রণাম করি হুধান সন্দেশ॥ কুতাঞ্চলি পুটে পরে হুবুদ্ধি রাজন। কহেন বিনয়ে সবে আপন প্রাক্তন॥ সবারে সম্বোধি রাজা কহেন বচন। ধন্য পদ্ম পাণ্ডুকলে আমার জনম।। কত কত রাজা আছে এ ভূবন মাঝে। সৰ্ব্বাপেকা শ্ৰেষ্ঠ আমি আজি নৃপদাকে॥ রাজার কল্যাণ লাগি কয় জন ঋষি। আসেন তাঁহার কাছে হ'তে দশ দিশি॥

কি ভাগ্য আমার আজি না পাই ভাবিয়া। সেবিকু সকল ঋষি বৈরাগ্যে আসিয়া॥ র্থাই সে রাজপদ মাত্র অভিমান। কুকর্মের পাত্র মাত্র মাগা বাসস্থান। কি সাধ্য তাহারা করে ত্রাহ্মণ সেবন। কি সাধ্য নুপেতে সেবে মহর্ধি চরণ॥ সেই রাজ্য অভিমানে মাতিয়া তথনি। পাইলাম বিপ্র শাপ প্রকাশ্য আপনি॥ সেই অভিমানে আশা হৃদয়ে উদিয়া। সংসারে আনিত মোরে শাপেতে ভূবিয়া॥ শুন শুন মম কথা খাষির সমাজ। বিপ্রশাপ মম হিত করিল যে আজ॥ হরিপদ বুঝাবারে আপনি ঈশ্বর। বিপ্রশাপ রূপে তিনি লন কলেবর॥ সংসারে থাকিলে সদা ভয়ের কারণ। মায়া না ছুটিলে ত্যজে কে কবে জীবন॥ বৈরাগ্যে কিনের ভয় মায়া নাহি যার। ছায়া মাত্র ভোগ স্থান সকলি অসার ॥ সে হরির মায়া কিছু বোঝা নাহি যায়। শাপরূপে জ্ঞান তিনি দিলেন আমায়॥ শাপান্বিত বটে আমি কিন্তু ভাগ্যবান। তোমা স্বাকারে সেবি প্রফুল্লিত প্রাণ॥ আমি মহা পাপময় জেনো ঋষিগণ। সেই হেড় ঈশ্বরেতে সঁপিয়াছি মন॥ সবার শরণ আমি এবে লইলাম। ইচ্ছামাত্র পাই যেন সেই মুক্তিধাম॥ লইসু মানসে আমি গঙ্গার শরণ। মুক্তি যাঁর অঙ্গে ভাসে হরির চরণ॥ হউক তক্ষক কিন্ধা দ্বিজ্বর মায়া। দংশন করুক মোরে নাশিবারে কায়া॥ যতদিন সেই ভাগ্য না হয় আমার। রহিলাম এই ভাবে করি হরি সার॥ সবাকার পদে খাধি করি নমস্কার। শুনাও সকলে মোরে হরি কথা সার॥

অনন্ত যাঁহার নাম অপার মহিমা। বর্ণনার কিছুমাত্র নাহি যাঁর দীমা॥ এই আশীর্কাদ মোরে কর ঋষিজন। পাপ নাশে হয় যেন হরিপদে মন॥ হরির করুণা যেন দেখিবারে পাই। হরি বিনা এ পাপেতে নিস্তার যে নাই॥ আর আশীর্কাদ মোরে কর ঋষিজন। হরির কথায় যেন রত হয় মন॥ আর আশীর্বাদ মোরে কর ঋষিজন। যে যোনিতে মোর পরে হইবে জনম॥ হরির চরণ যেবা সেবে অমুক্ষণ। তাঁর সহ যেন হয় মিত্রতা বন্ধন॥ হেন তাপ মনে করি সেই পাণ্ডবীর। বিষয় বাসনা ত্যজি হইলেন ধীর॥ পুত্রে দিয়া রাজ্যভার নিজে নৃপমণি। বৈরাগ্য করেন হৃদে সর্ব্ব সম গণি॥ গঙ্গার দক্ষিণ কুল খ্যাত মুক্তি স্থান। বসি তথা হরি পদে সঁপিলেন প্রাণ॥ তুচ্ছ হ'ল সিংহাসন দর্ভাসন সার। হরি মাত্র বাণী আর গঙ্গাজলাহার॥ অনশন ব্রত তাঁর মৃক্তির কারণ। ঋষিজন হরিগুণ করান শ্রবণ॥ ছেন পুণ্য ক্রিয়া হেরি যত দেবগণ। করিলেন থরে থরে পূচ্প বরিষণ।। ছুন্দুভি বাজিল সদা মঙ্গল কারণ। সাধু সাধু কথা সদা কহে ঋষিজন॥ রাজার ভকতি হেরি মহর্ষি সকল। ক্ৰেন ভাঁহারা সবে ভাগ্য ফলাফল॥ রাজর্ষি শ্রেষ্ঠ তুমি কৃষ্ণ পরায়ণ। এ ছেন বৈরাগ্য তব উচিত সেবন॥ তব ভাগবত আত্মা তাজিয়া শরীর। যে অবধি পরলোকে নাহি যাবে ধীর॥ সে অবধি মোরা সবে না যাব ভবন। দেখিব সকল তব হ'য়েছে মনন॥

এ হেন সম্ভাষা করি যত ঋষিজন।
বিদয়া তথায় কহে হরির কথন ॥
হরিনাম হরিধ্বনি হরি মাত্র সার।
হরি ভিন্ন অস্থ্য নাহি তথায় আচার ॥
মূর্তিমান বেদ যেন তথায় আদিল।
মূনিগণ মূখে আদি হরি প্রকাশিল॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
মজ মন হরিপদে ত্যজিয়া সংসার॥
যে শুনিবে যে পড়িবে এই হরি কথা।
মূর্চিবে সংসার-ফুংগ তাহার সর্ববিধা॥

পরীক্ষিত কর্তৃক ঋষিগণের প্রতি প্রশ্ন ও শুক্দেবের সমাগম।

সূত বলে ঋষিগণ শুন দিয়া মন। অতঃপর কি করেন পাণ্ডব রাজন॥ শুনিয়া আরতি রাজা ঋষিগণ মুখে। বিষ্ণু কথা শুনি মগ্ন অপার্থিব স্থথে॥ বিষ্ণু কথা শুনিবারে বাড়ে অভিলাষ। প্রণমিয়া সবে রাজা করেন প্রকাশ। কি কব কুপার কথা মহা ঋষিজন। দেশান্তর হ'তে দব করি আগমন॥ সম্ভোষ করিতে মোরে স্বাকার আশ। পূরাও সকলে মিলে মম অভিলাষ॥ কি আনন্দ আজি মোর হৃদয়ে উদয়। যেন সত্যলোক আসি সম্মুখে শোভয়॥ সত্যলোক সহ চারি বেদ যুর্ত্তিমান। তত্ত্বজ্ঞানী সবে আমি মম সন্নিধান॥ কিবা স্বৰ্গ কিবা মৰ্ত্ত্য হউক যে লোক। হিতার্থে স্বার গতি নাশিবারে শোক॥ পরহিতে মতি ধর্ম তোমা সবাকার। করহ আমার হিত করিয়া প্রকার॥

সেই কথা মনে ভাবি জিজ্ঞাসি সবায়। উপযুক্ত যুক্তি দিয়া তারহ আমায়॥ একমাত্র এই প্রশ্ন আমার অন্তরে। কোন কার্যো বিশুদ্ধতা সংসার ভিতরে॥ একমত করি সবে মনেতে বিচারি। বলহ আমায় যাহে তরি ভববারি॥ সংসার তেয়াগি যবে মুমুর্ হইব। তথনি বা কোন কার্য্য করিতে পারিব॥ সংসার মুক্তির পথ দেখাও সকলে। রাজ্যধন সব মিথাা এ মহীমগুলে॥ অনিতা বস্তুতে মোর নাহি প্রয়োজন। দয়া করি বল কিসে পাই নিত্যধন॥ এই কথা প্রকাশিলে এ তিন ভুবনে। ধর্মার্থ বুঝিবে সবে এ পাপ জীবনে॥ অতএব দয়া করি যত ঋষিজন। হেন কথা বল সবে করি স্থির মন॥ এ হেন আরতি শুনি মহর্ষি সকল। লাগিল কহিতে স্থির জ্ঞানের কৌশল॥ বিচার করিয়া স্থির একে একে কছে। যাহার মতিতে যাহা সর্ব্বোক্তম রহে॥ কেই বলে যজ্ঞ কর তুমি মহারাজ। যজের সমান শ্রেষ্ঠ নাহি অশ্য কাজ। যক্তেতে হরিরে কর আহুতি প্রদান। তাহাতেই মহারাজ পাবে পরিত্রাণ॥ দেশে দেশে এই খ্যাতি সকলে ঘোষিবে। স্থকৃতি আপনি আসি তোমারে স্পর্ণিবে॥ আর জন বলে শুন পাণ্ডুবংশ-কেছু। যোগের বাসনা কর মোক্ষলাভ হেতু॥ যোগবলে হরি কেবা জানিয়া অন্তরে। আনন্দে রহিবে এই সংসার ভিতরে॥ যোগের সাধনে ভুমি পাবে যোগী নাম। কুম্ভক রেচক আর প্রাণায়াম ধাম॥ কত বা সাধনা তাহে কেমনে কহিব। ছরি জানিবারে পথ দেখাইয়া দিব ॥

আর জন বলে তপ করহ রাজন। ব্রহা পদ্ম উর্দ্ধ করি স্থির কর মন।। উর্দ্ধপদে নিম্ন শিরে অগ্নির দাহনে। শীতে রহ জলমধ্যে, গ্রীম্মেতে কিরণে॥ বর্ষায় রষ্ট্রিতে ভিজি থাবে পত্র ফুল। ওঁক্কার জপিবে মনে আনন্দে অতুল।। তাহাতে পাইবে হরি অন্তরে দর্শন। হরিমূর্ত্তি হেরে হবে সার্থক জীবন ॥ হরি-পদ আশা করি ত্যজিলে জীবন। আর না হইবে তব এ ভব দর্শন॥ কেহ বলে কর দান বলির সমান। সাত্তিক পুণ্যের ফল প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥ অন্ন হীনে অন্ন দাও বস্ত্রহীনে বাস। তুঃখীর নাশহ তুঃখ পুরি অভিলাষ॥ বিতাহীনে বিতা দাও গৃহ হীনে স্থান। পাত্রের বিচার করি ভূমি কর দান। দানেতে আপনি হরি তুষ্ট অতিশয়। অচিরে পরম পদে দিবেন আশ্রয়॥ তাই বলি দান কর পাগুব রাজন। তার ফলে পাবে তুমি বিষ্ণুর চরণ॥ এমতে বাদাসুবাদ হইতে লাগিল। বাহির মহলে গোল হঠাৎ উঠিল॥ সভয়ে আসন ছাড়ি সকলে দাঁড়ায়। উপবীত করে করি হরিগুণ গায়॥ রাজ। বলে একি একি হ'ল কি প্রমাদ। কেন বা সকলে করে এতেক বিবাদ॥ ক্রমে মহাযোগী শুক প্রবেশে সভায়। বালকেতে পরিব্রত কেহ হাদে গায়॥ কেহবা তাঁহার পাছে দেয় করতালি। কেহবা না চিনে তারে দেয় নানা গালি॥ দ্বন্দাতীত নির্বিকার ব্যাসের কুমার। মৃতুমন্দ হাস্ত আর উঙ্গল আকার॥ উৰ্দ্ধে তুলি চুই বাহু স্বস্তি স্বস্তি বাণী। দৃষ্টিমাত্রে শাস্তি পায় আকুলিত প্রাণী।

বয়স ষোড়শ মাত্র স্থন্দর আনন। অতীব উচ্ছল মূর্ত্তি স্থন্দর বরণ॥ দীর্ঘ বাহু দীর্ঘ পদ বিশাল উরস। গাত্র হুকোমল আর নয়ন দরদ॥ কম্বুর সমান কণ্ঠ কপোল মাংসল। আবর্ত্ত সদৃশ নাভি কেশ ঝলমল॥ উলঙ্গ নাহিক বাস কান্তি মনোহর। সর্বব তত্ত্ব চিহ্নযুক্ত শুদ্ধ কলেবর॥ সভার মাঝারে আসি তুলিলেন বাহু। মুনিজন মুখচন্দ্র যেন গ্রাহে॥ সকলে দাঁড়ায়ে তাঁরে আদর করিল। রাজা পরীক্ষিত তাহে আত্ম সমপিল॥ পাগল ভাবিয়া পাছে আছিল বালক। অজ্ঞান পুরুষ আর নারী নাবালক॥ এ হেন সন্মান তাঁর সভায় নেহারি। প্রস্থান করিল ভয় মনেতে বিচারি॥ বসিতে আসন দিয়া পুজেন রাজন। বসিলেন শুকদেব আনন্দিত মন॥ কিবা শোভা সে স্বার কেমনে কহিব। ত্রিভূবনে অনুপম উপমা কি দিব॥ অনন্ত সহস্র মুখে বর্ণিবারে নারে। নরলোক মাঝে কেবা বর্ণিবারে পারে॥ এই মাত্র বলি তবে শুনহ হুজন। দেব রক্ষ নাগ যক্ষ সর্বব অতুলন॥ দেবর্ষি ব্রহ্মষি আর রাজার প্রধান। তাঁরা হন গ্রহ তারা ঋকের স্মান॥ শুক তাহে চন্দ্রসম বিতরে কিরণ। এ হেন শোভায় মুগ্ধ পরীক্ষিত মন॥ বছ স্তুতি করি রাজা করি স্থির মন। শুকেরে কহেন তিনি মধুর বচন॥ কি কব মহিমা তব আমি মূঢ়মতি। যার গৃহে তব পদ তার পুণ্য অতি॥ কি ভাগ্য লভিমু আমি বর্ণিবারে নারি। ক্ষত্র হ'য়ে তব পদ সেবিবারে পারি॥

আপন ইচ্ছায় দেব করি আগমন। সার্থক করিলে মোর এ পাপ জীবন। অহুরের পাপনাশ বিষ্ণু সন্নিধান। তোমা দেখি তথা পূত হ'ল মোর প্রাণ॥ শ্রীকৃষ্ণের অনস্ত দয়া এ বংশ উপর। রহিয়াছি তাই মোরা স্থাী নিরস্তর॥ ভাগিনেয় পুত্র বলি মনে আছে তাঁর। আমারে তরিতে তাঁর এই ব্যবহার॥ অতীব পাপাত্মা আমি তারিতে আমায়। কৃষ্ণরূপে হে ব্রহ্মন্! স্বাগত হেথায়॥ কি কব তোমার গুণ সামান্ত মানব। অতীব অদ্ভূত হেরি তোমার বৈভব॥ আছে কিছু অভিলাষ জিজ্ঞাদি তোমায়। কুপায় করহ দেব পবিত্র আমায়॥ বল দেব কোন কাৰ্য্যে যোগী সিদ্ধ পায়। হরিরে হেরিবে যোগী করি কি উপায়॥ কোন কাৰ্য্যে সেই সিদ্ধি হইবে উদয়। কোন বা নিয়মে সেই কাৰ্য্য মহাশয়॥ শ্রোতব্য অথবা জপ্য স্মরণ ভজন। কোন বা উপায়ে কার্য্য সাধিবেক মন॥ অমুগ্রহ করি দেব করহ প্রকাশ। কলুষ-সাগর-বারি হউক বিনাশ॥ জানি আমি তব স্থিতি যথা জনপদে। গো-দোহনকাল মাত্র পায় তব পদে॥ অস্তিম উদয় মোর বড় আশা মনে। শুনিব সে হেন যোগ এ হেন জীবনে॥ রাজার আরতি শুনি ফুল্ল শুক ঋষি। আরম্ভেন কহিবারে বেড়ি দশদিশি॥ স্থাবর জঙ্গম যত হ'লো সবে স্থির। পবন বহিল মৃতু স্থির নিধি নীর॥ সূর্য্যের কিরণ হ'লো বসস্ত সমান। পশু পক্ষী নর নারী করে স্থির প্রাণ॥ 😎 ক মুখামূত রস গলিতে লাগিল। ভাবুক করিয়া পান উন্মত্ত হইল ॥

সূর্য্যবংশ জাত যেই বিশামিত্র কুল।
প্রকাশিতে এ ভারতে কায়স্থ সঙ্কুল॥
বল্লালের মাক্তমতে বঙ্গের কুলীন।
বঁড়িষা সমাজে খ্যাত কালীদাস দীন॥
ভাঁহার বংশীয় বাস কুমার নগর।
ভাক্ষাণ পণ্ডিত তথা অতি শোভাকর॥

চণ্ডীচরণ নাম তার চণ্ডীর দেবনে।
পিতামহ পিতা তিনি জ্ঞাত দর্বজনে॥
কালিদাদ পুদ্র নাম উমেশ তাঁহার।
তাঁহার ঔরদে দাদ দেখিল সংসার॥
প্রথম ক্ষজের কথা উপেন্দ্র রচিল।
হরিপদে দাও মন ত্যজিয়া পঞ্চিল॥

প্রথমক্ষ সমাপ্ত।



## খ্ৰীমদ্ভাগৰত

## দ্বিতীয় ক্ষক।

## নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরে।ত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মূদীরয়েৎ

রাজা পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি। সূত বলে শুন শুন মুনীক্র সকল। অবধান কর পরে প্রশ্ন ফলাফল॥ যে প্রশ্ন করিল। রাজ। শুকের সদনে। উত্তর করেন শুক আনন্দিত মনে॥ শুক বলে শুন এবে পাণ্ডু অলকার। যে প্রশ্ন করিল। ভূমি অতি চমংকার॥ উহাতে সাধিত হবে ত্রিলোকের হিত। আগ্নজ্ঞান সবে লভি হবে পুলকিত॥ ভূবনে অনেক শাস্ত্র রয়েছে প্রচার। শ্রবণ মনন আর নিষিদ্ধ আচার॥ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তব প্রশ্ন ভাব। আছিল ভূবনে উহা প্রচার-অভাব॥ সাগর সমান শাস্ত্র করিলে মন্থন। তবেতো জানিবে আত্মা করি স্থির মন॥ সংসারী হইয়া কেবা করিবে সে কাজ। ভাল প্রশ্ন জিক্তাসিলা নুপতি হে আজ। যে জন নাহিক করে ভাবনা আত্মার। মোক্ষার্থে শ্রোভব্য শাস্ত্র ভাহার প্রচার॥ শুনিয়া পাইবে মোক্ষ ভাবিয়া সে জন। আনন্দেতে হ'য়ে রহি সংসারে মগন॥ অতি গোপনীয় কথা ভাবহ অন্তরে। জনমি আত্মারে যেবা নাহি দৃষ্টি করে॥ তুর্ল ভ মানব জন্ম লভিয়া যে জন। নাহি পারে ছেদিবারে মাগার বন্ধন। রূথাই আয়ুর নাশ করিয়া সে জন। নি<u>দ্রাস্থ</u>থে রতির**ঙ্গে** কাটায় জীবন॥ মায়ার প্রভাব কিবা নাহিক বুঝিয়া। কুটুস্ব পোষণে দিবা কাটার মাতিয়া॥ অর্থের কারণ করি পরের সেবন। বিফলে কাটায় সেই আপন জীবন॥ আশ্চর্য্য তাদের জ্ঞান আমি মনে মানি। সংসার অনিত্য মাত্র মানসেতে জানি॥ অপত্য কলত্ররূপ সেবাতে মাতিয়া। সকল অনিত্য ইহা না হেরে বুঝিয়া॥ মাগার আসক্ত হ'য়ে কাটায় জীবন। নাহি ভাবে মনে কভু হইবে মরণ॥ অধিক বলিব কিবা শুনহ রাজন। পিতার মরণে স্বীয় মৃত্যু বিশ্বারণ॥

র্থাই সংসার-মায়া বুঝহ হৃদয়ে। আশা যত পূর্ণ হয় ততই বাড়য়ে॥ সংসারের সেবা যেবা করে. হ'য়ে জ্ঞানী। সংলিপ্ত না হয় তাহে শ্রেষ্ঠ বলি মানি॥ অতএব হে ভারত করহ শ্রবণ। ইন্দ্রিয়ে করহ বশ মায়ার বন্ধন॥ যদি তব অভিলাম সে অভয় পদ। সদা শুন হরিনাম নাশিতে বিপদ। শ্রবণ কীর্ত্তন কর মজ হরিনামে। একান্তে করিলে যাবে সে বৈকুণ্ঠধামে॥ যেবা শুনে হরিনাম সফল জীবন। যেবা সে কীর্ত্তন শুনে লভিয়া জনম। যেবা সেই নাম শুনে হ'য়ে একমন। সেই জন ক্রমে লভে পরমার্থ ধন॥ কিদে হরিপদে মন মজিবে সংসারে। করিব বিহিত তার বিবিধ বিচারে॥ অত্রেতে পড়িবে সাংখ্য আত্মার বিচার। পরে পাতঞ্জল যোগ কর ব্যবহার॥ এ হেন নিয়মে হরি যে করে সেবন। সে জন হৃদয়ে করে বৈকুণ্ঠ-দর্শন॥ এ হেন উপায়ে যেবা করয়ে সাধন। মুক্তি তার করতলে হেরয়ে নয়ন॥ অতএব কর রাজা পূর্কের সাধন। পরেতে স্বধর্ম্মে রত কর নিজ মন॥ জন্মের উত্তম গতি বিজ্ঞান পাইবে। বিজ্ঞানেতে নারায়ণ হৃদয়ে জানিবে॥ নুৰ্তন এ কথা নয় অতীব প্ৰাচীন। ছেন পথ সেবনীয় ঋষি সমীচীন॥ আত্মজান বিনা ভ্রম কভু নাহি যায়। এই পাপ এই পুণ্য সদাই ভাবয়॥ জ্ঞানপথে পাপ আর পুণ্যের কল্পনা। সকলি রুপাই জেনো মনের জল্পনা॥ সত্ত রক্তঃ তমো মাত্র মারার আধার। সে কারণে আত্মজ্ঞান সাধ অনিবার॥

মায়াকে করিতে দূর চাহ আত্মজ্ঞান। তাহে সত্য নারায়ণ শাস্ত্রের বিধান॥ শুন শুন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু নরপতি। যে শাস্ত্র কহিব তোমা হও অবগতি॥ পুরাণের শ্রেষ্ঠ ইহা ভাগবত নাম। বেদ তুল্য মাননীয় খ্যাত ধরাধাম॥ দ্বাপরে প্রথমে পিতা করেন রচন। তাঁহার নিকটে আমি করি অধ্যয়ন॥ নাহি পড়ি ভাগবত শিক্ষার কারণে। মায়ায় বিনাশি আমি চরম সাধনে॥ অতীব স্থন্দর শ্লোক মনোহর ভাব। আত্মজ্ঞানে পূর্ণ ইহা পূর্ণিত প্রভাব॥ সেই হেতু ইহা পাঠ ক'রেছি রাজন। কহিব হে সেই শাস্ত্র তোমার সদন॥ বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তুমি এ হেন সংসারে। তোমা বিনা সেই শাস্ত্র শুনাইব কারে॥ হেনমতে ভাগবত করাব প্রবণ। অবিলম্বে সে মুকুন্দে যাবে তব মন॥ সংসারে বলিব রাজা ভাগবত সার। মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে ইহা সর্বসার॥ শব্দে শব্দে হরিনাম ইহার অন্তরে। আত্মজ্ঞান ফল তার খ্যাত চরাচরে॥ নীতির বিধান এই শুনহ রাজন। নাহি কাজ করি বহু শাস্ত্র আলোচন॥ द्रशाहे याहेरव मिन नहेंग्रा कीवन। সাগর সমান শাস্ত্র গর্ভে তার ধন॥ মু হুর্ত্তেকে জ্ঞানলাভ হয় যেইমতে। ব্যবহার সেই শাস্ত্র কর জ্ঞানমতে॥ সেই উপদেশ এই ভাগবত সার। রচিলেন পিতা ব্যাস তারিতে সংসার॥ সার উপদেশ মম নাহি কিছু আর। সাধুজন উপদেশ কর ব্যবহার॥ খট্টাঙ্গ নামেতে এক ছিল নরপতি। আত্মজ্ঞান লভি দেন হরিপদে মতি॥

র্থা শান্তে আয়ুনাশ না করি সে জন। সাধু উপদেশে তিনি দেন নিজ মন॥ তাহাতে হইলে জ্ঞান ত্যজিয়া সংসার। হরিলোক প্রাপ্ত হন সর্বত্ত প্রচার॥ হে কৌরব, কর তুমি এবে অবধান। সপ্তাহ মাত্রেক তব আছে দেহে প্রাণ ॥ সামান্ত সময় মাত্র গণিতে হইলে। জীবন মুহূর্ত্ত মাত্র মনে বিচারিলে॥ অতএব কর রাজা এমন উপায়। পরলোক অনায়াসে পাইবে হেলায়॥ যেরূপ নিয়ম আমি করিকু বর্ণন। কর রাজা সেইমত অগ্নে আচরণ॥ ভাগবত উপদেশ করিব বর্ণন। এক মনে ভূমি রাজা করহ ভাবণ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। ভবের তরণী মাত্র সর্ববত্র প্রচার॥ ইতি ভকোক্তি সমাপ্ত।

ভবদেব কর্চক জীবের পর্লোক সাধনোপদেশ।
সূত বলে শুন শুন যত ঋষিগণ।
বেমতে বলেন শুক মোক্ষের সাধন॥
পরীক্ষিত প্রশ্নমতে শুক গুণবান।
কহেন জীবের যাহে পরম কল্যাণ॥
যতদিন অন্তকাল নহে সমাগত।
ততদিন মায়াভোগ জীবের নিয়ত॥
মায়ার সরস চিত্র অমতের ফল।
কল্পনার শোভা জীব দেখিবে সকল॥
যথন হইবে তার তিনকাল গত।
অন্তকাল উপস্থিত জানি সর্ব্বমত॥
অন্তকাল হেরি জীব হইবে নির্ভর।
ত্যজিবেক এ দেহের নানা ম্পৃহাচয়॥
দেহের যতেক স্পৃহা ত্যজিয়া সেজন।
ত্যজিবে সংসার পুক্র মায়ার বন্ধন॥

কঠিন বন্ধন তাহা খোলা মহা দায়। কৌশলে কৌতুকে তাহাখোলা নাহি যায় 🏽 অস্ত্র ভিন্ন সে বন্ধন কেইবা ছেদিবে। অসঙ্গম অস্ত্রে তাহা কাটিতে হইবে॥ পৃথক হইয়া রবে ত্যজি আত্মজন। নাহিক করিবে ভ্রমে তাদের স্মরণ॥ তবেতো কাটিবে মায়া হইতে সংসার। এই বিধি বেদ শাস্ত্রে রয়েছে প্রচার॥ মায়া নাশ করি জীব ত্যজিবেক বাস। চলি যাবে যেই তীর্থে হবে অভিলাষ॥ পবিত্র তীর্থের জলে করিবেক স্নান। থাকিবে স্থথেতে হেরি স্থপবিত্র স্থান॥ যোগশান্ত্র উপদেশ যোগে দিবে মন। বাঁধিবে বিধানে পদ্ম প্রভৃতি আসন॥ যে আসনে চিত্ত তার হইবেক স্থির। তাহাতে বসিবে জীব হ'য়ে ধর্ম্মধীর॥ আসনে বসিয়া জীব করিবেক ধ্যান। অ, উ, ম, মিলায়ে মন্ত্র ব্রহ্মাক্ষর জ্ঞান॥ সন্ধিমতে তিন বর্ণে হইবে ওঁকার। এই মন্ত্রে স্থশোভিবে হৃদয় আগার॥ ওঁকার বুঝিয়া মনে প্রাণায়াম করি। রাখিবে স্মরণে তাহা সংসারের তরি॥ প্রাণায়ামে চিত্ত স্থির তিনলোক জানে। সেই চিত্রে ব্রহ্মথীজ ভাবিবেক ধ্যানে॥ এমত সাধন করি জীবে অতঃপরে। বুদ্ধিরে সার্থিরূপে ভাবিবে অন্তরে॥ ইন্দ্রিয় হইবে অশ্ব জ্ঞানীর নিকট। হবে দেহ-রথে মন সার্থি প্রকট॥ ইন্দ্রিয়ের সদা গতি বিষয়ের পথে। জ্ঞান হয় মহারথী দেহরূপ রথে॥ রথীর নির্দেশে মন স্থির করি লক্ষ্যে। চালাবে ইন্দ্রিয়-অ<sup>শ্</sup>ব বিষয় বিপক্ষে॥ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা জান সবে মন। রিপুরশে সদা আর বিষয় বাসন।

বুদ্ধিবলৈ সেই মনে করিয়া শোধন। জ্ঞানপথে নিয়োজিবে শান্তির কারণ॥ প্রথমে কল্পনা-বলে ভাবিবে সাকার। ভাবিবে আধ্যাত্ম ভাবে তাঁহার আকার॥ স্বঞ্চণ ত্যজিয়া ক্রমে নিগ্র্ ণেতে ধ্যান। তাহাই পরমপদ করিবে প্রদান॥ এই ধানে হবে ক্রমে চিত্ত উপশাস্ত। উপাসনা হ'তে জীব তবে হবে কান্ত। এতেক সাধনা করি নাহি যেন আর। পুনরায় জীব ভাবে রক্ষঃ তমঃ দার॥ অতীব চঞ্চল চিত্ত মানস মাঝারে। মাখাবে তাহাতে বুঝি নির্মাল্য আধারে॥ যদি কেহ হয় কভু চাঞ্চল্য বজ্জিত। পুর্বের সাধন সেই লভিবে নিশ্চিত॥ চিত্তের ধারণ হয় প্রধান সাধন। চিত্তবলে রক্তঃ তমঃ উদে সর্বাক্ষণ॥ ষ্মতএব সেই চিন্ত যতনে ধরিবে। হেনমতে রজঃ তমঃ আপনি যাইবে॥ এমতে হইলে সিদ্ধ ভক্তিযোগ শেষ। যোগীজন ব্ৰহ্মজ্ঞান পাইবে বিশেষ॥ তথন পাইবে সেই সর্ব্ব ফুখাম্বাদ। তাহার নিকটে স্থান না পায় বিষান॥ হেন উপদেশ শুনি রাজা পরীক্ষিত। অন্তরে হয়েন তিনি অতি আনন্দিত॥ জিজ্ঞাসেন শুকদেবে কহ মহামুনি। চিত্তের ধারণা কিসে কহ দেব শুনি॥ কেমনে করিবে সবে চিত্তের ধারণ। কোন বা নিয়মে তাহা হইবে সাধন॥ চিত্তের মালিন্স বাতে হইবেক দুর। দাও ঋষি উপদেশ এমত প্রচুর॥ অশুদ্ধ সে চিত্তশুদ্ধ হরি জানিবারে। বিশুদ্ধ সে চিত্ত শুদ্ধ হরি সেবিবারে॥ চিত্ত মহাবস্ত্র এই দেহের মাঝারে। যাহে তাহে শুদ্ধ হয় বলহ বিচারে॥

রাজার সম্ভাষ শুনি শুক জ্ঞানবান। কহিলেন ক্রমে তাহা পরম কল্যাণ॥ শুক বলে শুন শুন রাজা পরীক্ষিত। চিত্তের সাধনা শুন হ'য়ে অবহিত॥ প্রথমে করিবে সিদ্ধ যোগের আসন। পরেতে পাইবে সিদ্ধি শ্বাসের কারণ॥ এরূপে ইন্দ্রিয় জয় করিবেক নর। চিত্তের ধারণা শিক্ষা হবে অতঃপর॥ এমত চিত্তের স্থির ভাবিয়া অন্তরে। হরি স্থলরূপ দিবে তাহার ভিতরে॥ স্থলরূপ ল'য়ে রাজা করিবে ভাবনা। তবেতো চিত্তের স্থির হইবে সাধনা॥ বিষ্ণুর বিরাট দেহ স্থলের প্রমাণ। সেই চিক্ত এই বিশ্ব যা হেরে নয়ন॥ অতীত অম্ভূত আর এই বর্ত্তমান। তিনকাল সে দেহের জ্যোতি বিগ্নমান॥ বিশ্ব অণ্ডকোষ ইথে সপ্ত আবরণ। তাহারে মাঝারে বসে আদি নারায়ণ॥ ওঁকার তাঁহার নাম সেই চিত্তে জ্ঞেয়। বেদাদি মহান্ শাস্ত্রে সেইজন ধ্যেয়॥ আর শুন হে রাজন সে আহার স্থান। বেদের্তে হ'য়েছে তাহা যেভাবে বিধান॥ নারায়ণ পদ্মূল বিদিত পাতাল। পদের পশ্চাৎ অগ্রভাগ রসাতল॥ গুল্ফৰয় মহাতল জ্ঞানীরে বর্ণনে। জঙ্গান্বয় তলাতল শাস্ত্র নিদর্শনে॥ স্বতল উভয় **জান্ম শো**ভে নারায়ণে। বিতল অতল ঊক্ত কহে জ্ঞানীজনে॥ জবনেরে মহীতল কহে জ্ঞানীজন। নাভি তার নভঃস্থল শাস্ত্রের বচন॥ বক্ষঃ হয় স্বৰ্গলোক এ তিন ভূবনে। মহল্লোক গ্ৰীবা হয় জান সে বদনে॥ তপলোক সে ললাট সত্যলোক শির। এই বিশ্ব সে শরীর ভাব চিত্তে ধীর॥

বাহুর সমষ্টি তার যত দেবগণ। দিক্ দশ কর্ণবয় শাস্ত্রের বচন ॥ অশ্বিনীকুমার নাসা শব্দই শ্রবণ। গন্ধ গুণ আণেন্দ্রিয় অগ্নিই বদন ॥ ভূলোক তারকান্বয় তপন নয়ন। রাত্রি দিবা আঁথি-পদ্ম বলে জ্ঞানীজন॥ ব্রহাপদ ভুরুযুগ তালু হয় জল। রসই রসনেন্দ্রির জানয়ে সকল।। বেদ হয় ব্রহ্মরন্ধ যম দন্ত পাঁতি। মায়া তাঁর হাস্তরূপ যাহে সবে মতি॥ কটাক্ষ তাঁহার এই স্বষ্টির প্রকাশ। ব্রীড়া তাঁর ওষ্ঠনাম জ্ঞানীর বিশ্বাস॥ সম্মুখ শরীর ধর্ম্ম লোভই অধর। অধর্মাই পৃষ্ঠভাগ, জ্ঞাত জ্ঞানী নর॥ উপস্থ সে প্রক্রাপতি, মিত্র অগুকোষ। সমুদ্র তাঁহার কৃষ্ণি, বুঝ ত্যজি রোষ॥ গিরি হয় অন্থি পাঁতি, নাডীই তটিনী। তাঁহার তন্তুর রোম যত বিটপিনী॥ সংসার প্রবাহ খেলা, নিশ্বাস পবন। মেঘ তাঁর কেশ পাশ, সন্ধ্যাই বসন॥ ত্রকাই তাঁহার আত্মা, চক্রমাই মন। মহাতত্ত্ব বুঝি তাঁর জ্ঞাত জ্ঞানীজন ॥ মহারুদ্র সর্ববাত্মার হয় অভিমান। উষ্ট্র, অশ্ব, গজ, নথ শান্ত্রের প্রমাণ॥ পশু মুগ আর যত নিতম্বে শোভিছে। পক্ষাদি শিল্পের চিত্র বিশ্বে প্রকাশিতে॥ মনুই তাঁহার বৃদ্ধি মানুষ নিবাদ। অন্তরেরা বল তাঁর জ্ঞানীর বিশ্বাস॥ গন্ধর্বে অপ্সরা আর যত বিভাধর। সরস্বতী হয় তাঁর ষড়জাদি স্বর॥ ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহ্ন বাক্সন বদন। বৈশ্য তাঁর উরুযুগ, শুদ্রই চরণ॥ এই বিশ্বময় হরি করিকু বর্ণন। (म इतिहे धान यक, त्वरात वहन ॥

ঈশ্বরই সেই হরি তাঁর এইরূপ। কীর্ত্তন করিত্ব আমি তব কাছে ভূপ॥ যেই জীব পরলোক করিবে সাধন। অত্যেতে করিবে ইহা চিত্তেতে ধারণ। পূর্ব্বোক্ত হরির রূপ পরেতে বুঝিবে। মোক্ষ তার করতলে তবে দে হেরিবে॥ হরি ভিন্ন নাহি কিছু আর এ জগতে। হরিরে ভজিলে মৃক্তি পাইবে হুমতে॥ সংসার অবস্থা কিছু শুনহ রাজন। তবেতে। বুঝিবে তুমি যোগীর জীবন॥ সংসারী যোগীতে ভিন্ন হইল দর্শন। তবেতে। করিবে তুমি মোক্ষের সাধন॥ মায়া মাত্র এ সংসার জীব তাহে বাঁধা। তমঃ রক্ষঃ আঁখি তাঁর দৃষ্টিদত্তে আঁধা॥ হরির সর্ব্বাঙ্গ রূপে প্রকাশ্য জগত। এ হেন ভাবনা যোগী ভাবে অবিরত॥ উচ্চ নীচ নাহি জ্ঞান, নাহি ঘুণা ত্বেষ। সকলে সমান জ্ঞান নাহি তুঃখলেশ। বিষয় বাসনা ত্যজি ঈশ্বর সাধন। তাহাতেই যোগী পায় মোক্ষরপ ধন॥ সংসারী বিকারী চিত্ত মায়ার মণ্ডিত। তমো রক্ষোগুণে তার বিচলিত চিত॥ আমার তোমার ভাব, সদা তুঃখ স্থুখ। অজ্ঞলোকে ভাবে যারা ঈশ্বরে বিমুখ। সংসার ঈশ্বর লীলা না হবে বিনাশ। তিন কাল ভোগ কর যত অভিলাষ॥ তাহাতে জিমায়া জীব রত নানা ভোগে। অন্তেতে ত্যজহ সব ধরি জড়যোগে॥ শেষে আত্মজান লভি জান সেই হরি। যাহার প্রভাবে পাবে সেই মৃক্তি তরি॥ অস্তিমে মুক্তিতে যার না হয় বাসনা। নরদেহ লাভ তার মাত্র বিড়ম্বনা॥ পরলোক সাধনের করিমু বর্ণন। পরেতে কহিব তার প্রমাণ কারণ॥

উপেন্দ্র রচিল গীত-ছন্দে ভাগবত। পুণ্যার্থে করহ পাঠ উহা অবিরত॥ ইতি পরনোক নাধনোপদেশ নমাপ্ত।

যোগ সাধন উপদেশ। সূত বলে শুন শুন যত ঋষিগণ। যোগের সাধনা কথা শুকের বচন॥ শুকদেব বলে শুন রাজ। পরীক্ষিত। যোগ কথা শুন এবে হ'য়ে অবহিত॥ যোগই মহৎ বস্তু হরি জানিবার। যোগবলে পরে হয় মুক্তি অধিকার॥ যোগের ধারণা বলে ব্রহ্মা দেববর। হরিরে হেরেন স্থথে প্রফুল্ল অন্তর ॥ যোগেতে করিয়া তৃষ্ট ব্রহ্মময় হরি। নিৰ্ব্বাণ কৌশল পান লভি ভব-তরি॥ প্রলয় হইল যবে স্থাষ্টি বিনাশন। হরি জ্ঞানে ব্রহ্মা তাঁর করিল গঠন॥ প্রলয় আগেতে যথা আছিল সংসার। তেমতি স্থাজন ব্রহ্মা যোগের বিচার॥ কল্পনা সদৃশ স্বৰ্গ প্ৰলয় কেবল। নাহি তাঁর ভাব বুঝি করে কোলাহল॥ কোথায় নরক স্বর্গ শব্দমাত্র বাণী। না বুঝি তাহার অর্থ কাঁপে যত প্রাণী॥ বর্ণনায় যেই ফল সেই ফল আলে। করয়ে কামন। প্রাণী কার্মন আশে॥ এমন বৃদ্ধির বেগ মর্ভ্যে স্থপ্রবল। প্রলোভন শব্দ স্বর্গ জ্ঞানীর কৌশল॥ যতেক করিবে কর্ম স্বর্গ লভিবারে। স্বৰ্গ মিখ্যা হেতু কৰ্ম বুখাই বিচারে॥ হরি নাহি আশা করি স্বর্গ যেবা আশে। তাহার কামনা ব্যর্থ মিখ্যা অভিসাধে ॥ শব্দময় ব্রহ্মদেব লোকের কল্পন।। শব্দের না জানি অর্থ কি কাজ জল্পনা ॥

অর্থ যদি নাহি কেহ হয় অবগতি। কি কাজ সে শব্দ শুনি হুতরল মতি॥ কামীজনে শব্দ ব্রহ্ম করিয়া অভ্যাস। ভাবয়ে ঈশ্বর বাক্য মনের আভাস॥ শব্দত্রহ্ম মতে কামী করিয়া কামনা। কর্মমার্গে রত করে আপন বাসনা॥ শয়নে স্বপনে ভয়ে যথা ভ্রমে লোক। স্বপনে নেহারে সেই সমস্ত গোলোক॥ সত্যই কি তাঁর আঁখি হেরিল জগত। জাগ্রতে বিলীন তার হৃদয়ে সতত॥ স্বপ্নেতে জগত যথা বুথাই দর্শন। শব্দেতে বাসনা লিপ্ত রুথাই তেমন॥ কেবল তাহাতে হয় মায়ার আবেশ। সহস্ৰ জীবনে আশা নাহি হয় শেষ॥ আশাতে উদয় ভোগ সংসার অসার। নাশি আশা ভোগ কর করিয়া বিচার॥ ভোগ বিনা এই দেহ রহিবে কেমনে। দেহের বিশুদ্ধি লাগি যাতনাই মনে॥ সে ভোগ সামাম্ম ভাবে করিবে পণ্ডিত : যাহাতে না লোভ হয় তাহে উপজিত॥ তাহাও অনিত্য ভাবি ত্যজিবে সংসার। দেহ রক্ষা প্রয়োজন কেবল আহার॥ প্রচুর আহার আছে প্রাপ্ত অনায়াদে। বনে বা কাননে ভাব জ্ঞানের আভাসে॥ অনিত্য ভোগের লাগি কেন পরিশ্রম। অনিত্য সংসার লাগি কেন বা নিয়ম॥ কেহ নহে তব আর ভূমি কার নয়। মায়ার বন্ধন মাত্র জ্ঞানীজনে কয়॥ সংসারে আসিয়া নাহি মজিল মায়ার। ত্যজিবে সামান্য ভোগ করিয়া তাহার॥ পক্ষীর সমান শিশু করিবে পালন। অনাসক্ত ভাবে কর মুক্তির সাধন॥ যাহা তব প্রয়োজন দিয়াছেন হরি। সেই হরি না জানিয়া রুখা জ্রমে মরি॥

থাকিতে প্রকৃতি শ্যা এ ধরা আসন। কৃত্রিম বস্তুতে কেন করিবে শয়ন॥ বাহু তব শিরোগান ভাব নিজ মনে। শিরোধান লও অস্ত কাহার কানে॥ থাকিতে অঞ্চলি নিজ অন্ত পাত্ৰ আশ। কেন কর ভ্রমে মজি হেন অভিলাষ॥ দিকই থাকিতে বস্ত্র ঢাকিতে শরীর। কার্পাদে কি প্রয়োজন ভাবহ স্থীর॥ যদি লঙ্জা থাকে তব পরহ কৌপিন। কত চির পথে পাবে ভাবহ প্রবীণ॥ প্রামে বনে কত রক্ষ কত তাহে ফল। কত বা সর্মী নদী কত তাহে জল। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ তব হবে অনায়াসে। কেন ভ্রম পথে চল ত্যজি হরি আপে॥ কোটি কোটি গিরি গুহা রহে বিভ্যমান। যত চাও কর তাহে নিজ বাসস্থান॥ যদি কেছ দৈবক্রমে না পায় সকল। আপনি আত্মার নাশে নিরত কেবল। কাহার তেজেতে ক্ষুধা কার তেজে তৃষা। কার তেজে ভাব দিবা, কার তেজে নিশা॥ কার তেজে এই দেহ হয় সংগঠন। কার তেজে এই দেহ হয় সংবর্দ্ধন॥ কাহারে করিয়া গুরু এই দেহ সার। ভোগিছ কর্ম্মের ফল দেখিয়া সংসার॥ শ্রীহরিরে ত্যজি আত্মা জ্ঞানীর বচন। আগা সত্ত্বে দেহ নাশ ভ্রমের কথন॥ একদিন নাহি পাও পরদিন খাও। নাহিক ভাবিয়া হুঃখ হরিপদ পাও॥ নাহিক অভাব বিশ্বে জানিয়া পণ্ডিত। ধনীর সেবায় তবু রহে নিয়োজিত॥ কি জ্ঞান ভাঁহার হেন করেন সাধন। তাঁহারা জানেন এর বিশেষ কারণ॥ চিদাসনে সকলের আত্মা বিভাষান। তিনিই অনস্ত আর হরিরূপ জ্ঞান ॥

তিনিই অনম্ভরূপ করেন ধারণ। তাঁহার সেবায় রত কর নিজ মন॥ আত্মজ্ঞানে মায়াময় সংসার নাশিবে। তবে সত্তগ্ৰসয় হরিরে হেরিবে॥ আক্সজানে ক্রমে ক্রমে হরিবে বাসনা। ছুটিবে কর্ম্মের ফল সমস্ত কামনা॥ শব্দের প্রবৃত্তিমতে কর্ম্ম অভিলাষে। হরিলাভ আশে জীব বৈতরণী ভাসে॥ বৈতরণী মহানদী তাহাই সংসার। কেহ নাহি মায়া দেহে পায় তার পার॥ নয়নে নেহারি জীব পশুর মতন। পুনশ্চ করিবে পূর্ব্ব সম আচরণ॥ হরির ধারণা যোগ, থাকিতে অস্তর। রুথা চিন্তা তাহে দিয়া হ'তেছ কাতর॥ রুথা চিন্তা ত্যাগ কর পূর্ব্ব উপদেশে। করহ হরির গান আমার আদেশে॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। ভাবহ সংসারবাসী যদি চাও পার॥ ইতি যোগ সাধন উপদেশ সমাপ্ত।

যোগিগণের ধ্যানের উপনেশ।

সূত বলে শুন শুন যত ঋষিজন।
যোগীর ধ্যানের কথা শুকের বচন॥
যথা প্রশ্ন করিলেন রাজা পরীক্ষিত।
শুক তাহা উত্তরেন প্রকুল্লিত চিত॥
শুক কহে সম্বোধিয়া পাঞ্ অলঙ্কারে।
ধ্যানের উপায় শুন হলয়ে বিচারে॥
বিবিধ যোগের শাস্ত্র ভূবনে প্রচার।
সকলের ধ্যান পদ্বা বিবিধ প্রকার॥
কোন শাস্ত্রকার কহে হলয় মাঝার।
এক স্থান আছে নাম অবকাশাধার॥
তথায় রাখিবে চিত্ত ধ্যানের কারণ।
ভাহাতে সাকার হরি করহ চিত্তন॥

গঠনে পুরুষ তিনি ভুজ চারি তাঁর। জগতের সমভাগে শ্রাম বর্ণাকার **॥** শন্থ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে। অতি অনুপম ভাব হৃদয়েতে ধরে॥ তাঁহারে করিলে ধ্যান চিত্তের শোধন। ক্রমে নিরাকারে বশ হবে যোগিগণ॥ কেহ কহে হৃদিমাঝে আছুয়ে আকাশ। তাহাতে রাখিবে চিত্ত ধ্যানের প্রকাশ। সে হৃদি আকাশে হরি করি আবির্ভাব। স্থলগ্ন করিবে তাহে নিজ মনোভাব॥ সতত স্থাস্থ খেলে প্রসন্ধ বদন। নলিনী সদৃশ তাঁর উভয় নয়ন॥ কদম্ব কেশর বর্ণ ছুকুল বসন। হীরকে খচিত অঙ্গে বিবিধ ভূষণ॥ মস্তকে কিরীটি শোভা ঝলকে মাণিক। কুগুলে ছুলিছে মণি শোভে চারিদিক॥ হৃদয় মাঝারে যথা পদ্মের প্রকাশ। অতি মনোরম রূপ মনোজ্ঞ বিকাশ। তত্বপরি যেই হরি রাখেন চরণ। কিবা সে পদের ভঙ্গি ভুবন মোহন॥ লক্ষীচিহ্ন প্রতি অঙ্গে হরির প্রকাশ। গ্ৰীবাতে কৌস্তুভ মণি অপূৰ্ব্ব বিকাশ। গলদেশে বনমালা শোভে নিরম্ভর। পরিমল লোভে তাহে ব্যস্ত মধুকর॥ নাহি মান হয় তাহা দদা সমভাব। আশ্চর্য্য হরির মায়া অনন্ত প্রভাব॥ মেখলা নিতম্বে শোভে নূপুর চরণে। অঙ্গুলে অঙ্গুরী শোভে মোহিয়া ভূবনে॥ হস্তেতে কন্ধণ শোভে অতি মনোহর। হীরকাদি নানারত্নে শোভিত স্থন্দর॥ আকৃঞ্চিত সে কুম্বল শোভে শিরোপরে। সতত স্থাস্থ আনন্দের ভরে॥ উদরে সংসার-লীলা সদা ক্রীডাবান। কটাক্ষে ভক্তির ভাবে মোহে ভক্ত প্রাণ॥

হৃদয় আকাশে হরি এরূপ রাখিয়া। স্থির চিত্তে ধরিবেক স্থণীর হইয়া॥ বুদ্ধিরে করিয়া স্থির স্থবৃদ্ধি সাধক। এক এক অক্লোপরি ইইবে ধারক॥ এক এক অঙ্গ চিন্তা করিয়া কৌশলে। প্রত্যক্ষ করিবে অঙ্গী স্বীয় বুদ্ধিবলে॥ প্রত্যক্ষ হইলে ক্রমে করিয়া ত্যজন। করিবে অপর অঙ্গ বৃদ্ধিতে ভজন॥ এরূপ ক্রমেতে বৃদ্ধি তাঁহাতে নিশ্চল। হইলে তবে সে ধ্যান হইবে সফল॥ এমত কৌশলে যোগী করিবেক ধ্যান। তবে দেখা পাইবেক হৃদয়ের জ্ঞান ॥ ভক্তিযোগ সর্ব্ব অগ্রে পরে অস্ত যোগ। ভক্তি বিনা কোন যোগ না হয় সম্ভোগ॥ পূর্ব্বরূপ ভাবি আগে ভক্তি কর স্থির। দেহযোগে পরে সাধ সাধক স্থধীর॥ যতদিন স্থলরূপ নাহিক বুঝিবে। ততদিন পূর্ব্বযোগ সাধকে করিবে॥ সর্বাঙ্গ সে রূপ হুদে রহিলে স্মরণ। সকলে করিবে অন্য যোগ আচরণ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তির সাধন। স্বৰ্গ যদি চাও ভক্তি কর আরাধন॥ ইতি যোগিগণের ধ্যানের উপদেশ সমাপ্ত।

দেহযোগের উপদেশ।
সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল।
ব্রহ শুকের বাক্য দেহযোগ বল॥
ভক্তিযোগ সমাপিয়া শুক তপোধন।
পরীক্ষিতে দেহযোগ করান শুবণ॥
শুক কহে সম্বোধিয়া পাণ্ডুবংশধরে।
শুন রাজা দেহযোগ একান্ত শুন্তরে॥
যথন যোগীর ইচ্ছা দেহ ত্যজিবারে।
ইহলোক পরিত্যাগ চাহে করিবারে॥

তথনই দেহযোগ করি আরম্ভন। সাধিবে আপন কার্য্য শাস্ত্রের বচন ॥ ত্যজ্ঞিবে নগর গ্রাম যত জনপদ। गाइटव यथाय नाहि मण्लान विश्रन ॥ সে আসনে মন স্থির করিয়া বসিবে। যাহাতে বসিলে কন্ট তার না হইবে॥ নাহি তার দেশ কাল পাত্র বিবেচন। নাহি তার সংসারেতে কিছুই মনন॥ জিতপ্রাণ তার নাম হবে সেইক্ষণ। অন্তরে করিবে ক্রমে ইন্দ্রিয় দমন॥ বৃদ্ধিতে সংযত ক্রমে করিবেক মন। মনেরে আত্মার মাঝে করাবে মিলন॥ সহস্র কমলে বাস ব্রহ্মাত্মা শরীরে। আত্মারে ক্রমেতে তথা মিলাইবে ধীরে॥ আত্মারে রোধিয়া ত্রক্ষে শান্তি লভিবেক। সংসার বিরাগে হুদি শুক্ত করিবেক॥ না করিবে কোন চিন্তা উত্তম অধম। না ভাবিবে শুভাশুভ ধর্ম কর্ম॥ যদি বল ধর্মা বিনা কোথা শুভগতি। ধর্ম্মই দেবতা যেবা সর্বব অবগতি॥ দেবগণ যাঁর অঙ্গ এমন যে জন। তাহার সহিত হ'লে আত্মার মিলন ॥ কি কাজ ধরমে আর দেবী দেবগণ। কি কাজ করিয়া শুভ অশুভ চিন্তন॥ নাহি তাতে সত্ত, রজ, তমঃ অহস্কার। নাহি মহত্তৰ তথা বিভিন্ন আকার॥ ক্রগতের স্রফা তিনি সবার ঈশ্বর। সদাই ভাবিবে দিয়া আপন অন্তর ॥ আগ্না ভিন্ন অতিরিক্ত নহে এ শরীর। সেই আত্মা পরমাত্মে রাখিবেক ধীর॥ অদৈতের মত ইহা নাহি ইথে ভ্রম। শুনহ রাজন ইথে সম্মতি হে মম॥ ছৈতবাদী মন-আত্মা দেহ ভিন্ন কয়। আত্মার শাসন ভিন্ন দেহ মন রয়॥

বিজ্ञনা মাত্র হয় তাহাদের মত। নহে তাহে হে রাজন মম অভিমত॥ অদৈত দৈতের মত দিয়া বিসৰ্জ্জন। আত্মারে হরির পদ কর বিবেচন॥ বিষয় বাসনা তাজি তাজ দ্বৈত জ্ঞান। একমাত্র বন্ধ ভাবে নিয়েজিবে প্রাণ॥ শুভাশুভ বিনির্ম্মক্ত সর্বব স্থখসার। ব্রহ্মজ্ঞানবলে হ'তো তাহার আচার॥ এমন করিয়া জ্ঞান আপন মানসে। দেহত্যাগ করিবেক আপনার বশে **॥** নাহি তার কোন পীড়া ইচ্ছামৃত্যু সার। অতীব আশ্চর্য্য কথা মায়ার আকার॥ প্রথমে করিয়া স্থির আপন আসন। গুল্ফদ্বয়ে গুহুস্থান করিয়া পীড়ন॥ গুহুস্থান রোধি পরে খাসের সাধন। আনিবে প্রাণেরে উর্দ্ধে করি সে সাধন॥ খাসের সাধনমতে ক্রমে সেই প্রাণ। নিন্ন হ'তে লবে উর্দ্ধে স্পর্শ ছয় স্থান॥ ছয় স্থানে ছয় পন্ম শাস্ত্রেতে প্রকাশ। তাহাতেই দেহ শোভে আত্মার বিকাশ॥ মূল হৈতে প্রাণ-বায়ু আনিবে নাভিতে। হৃদয়ে আনিবে তাহা খাসের গতিতে॥ উরুম্বলে সেই বায়ু আনিবে উদানে। তালুমূলে পরে স্থবী আনিবে সে প্রাণে॥ সে প্রাণেরে উর্দ্ধে আনি ভুরুর মাঝারে। নিরুদ্ধ করিবে প্রাণে শাস্ত্রের বিচারে॥ নয়ন, ভাবণ, মুক্ত লিঙ্গ মলদ্বার। মুহুর্ত্তেক-রোধ তবে করিবে আবার॥ সেইক্ষণে সেই প্রাণ মহাতেজ ধরি। ভেদিবেক ব্রহ্মরস্কু হরিপদ-তরি॥ মহাতেজ মিলি প্রাণে ত্যজিয়া শরীর। ইন্দ্রিয়াদি বিসর্জিয়া হইবে বাহির॥ ইহারে কহর শাস্ত্রে ব্রহ্মাত্মা মিলন। ইহাকেই মহামৃক্তি কহে জ্ঞানীজন॥

দেহ হ'লে শব প্রায় আত্মা লবে মন।
স্মৃতি সহ এ ব্রহ্মাণ্ডে করে বিচরণ।
ইহারে শুদ্ধাত্মা কয় যোগেতে খেচরী।
সিদ্ধগণ ইউধন জ্ঞান এই হরি ॥
স্মৃতি সহ আত্মা ল'য়ে ত্যজিবারে দেহ।
যেবা অভিলাষ করি ত্যক্তে মায়া গেহ।
হেন আচরণ যেই করিবে সাধন।
মূদ্ধান্ডেলে প্রাণবায়ু করি নির্গমন।
শুদ্ধান্ডেলে প্রাণবায়ু করি নির্গমন।
শুদ্ধাত্মা বক্ষা হবে সন্দ্রিলন।
স্মৃতি তার সঙ্গে রবে ভিন্ন দেহ ধন॥
মহা দেহযোগ ইহা কহিন্দু রাজন।
অবহিতে বুঝ ভাব করিয়া শ্রবণ।
উপেন্দ্র রচিল গীত দেহযোগ সার।
হরির কুপার গুণে ত্রাতে সংসার॥

ইতি দেহযোগাদ্দেশ সমাধ্য।

যোগিগণের যোগের ফলাফল কথন। সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল। শুকের বচন শুন যোগ ফলাফল॥ যে জন জানিল বিচ্চা চৌষট্ট কলায়। যেইজন তপ কার্য্য শেষ করি যায়॥ যেইজন ভক্তিযোগ করি সমাপন। যেইজন করে শেষ সমাধি ধারণ॥ প্রাণাদি বায়ুকে যেবা করিল শোধন। যোগেশ্বর নাম তার কহে গুণীজন॥ শুক কহে সম্বোধিয়া পাণ্ডু নুপবরে। এছেন যোগীর গতি বুঝছ বিচারে॥ এহেন যোগীন্দ্র যেবা যোগের সাধনে। জার গতি ত্রিলোকেতে কহে সকল কর্ম্মেতে সাধি যজ্ঞ মহাদান। কভু না হইবে সেই যোগীর সমান॥ কর্মীর ক্ষমতা নাহি ত্রিলোক প্রবেশে যোগীজন সদা তথা গমন বিশেষে॥

উপেন্দ্র রচিল গীত দেহযোগ সার। হরির কুপার গুণে তারিতে সংসার॥ কেমনেতে তিনলোক ভ্রমে যোগীজন। শুন রাজ। পরীক্ষিত করিব বর্ণন॥ এই দেখ তিন নাড়ী আছে হুপ্রকাশ। স্বয়ুদ্ধা মধ্যস্থ নাড়ী জ্ঞানের বিকাশ॥ যেই যোগী প্রাণবায়ু দেয় স্বয়ুস্নায়। তাহার সাহায্যে সেই আকাশেতে যায়॥ আকাশ ললাট মাঝে যোগশাস্ত্রে কয়। আকাশ সাহায্যে যোগী ব্রহ্মপথে রয়॥ আকাশ সাহায্যে আত্মা ব্ৰহ্মপথে গিয়া। সূর্য্যলোকে উঠে যোগী আনন্দে মাতিয়া॥ বৈশ্বানর নামে অগ্নি সূর্য্যলোকে কয়। তাহাতে যাইয়া যোগী আনন্দিত হয়॥ শৈশুমার চক্র রহে সূর্য্য-লোকোপরি। এই চক্র প্রিয়তন ভাবেন শ্রীহরি॥ তেজের সাহায্যে প্রাণ গিয়া তথাকারে। আনন্দেতে তিনলোক নয়নে নেহারে॥ ত্রিলোকের নাভিরূপ সেই চক্র হয়। তিনলোক সহ তার সংযোজনা রয়॥ তত্বপরি মহল্লোক জ্ঞাত জ্ঞানীজন। ছয়কোষী দেহ ত্যজি যায় যোগীজন॥ কিবা শোভা মহল্লোকে কহিব কেমনে। সতত বিহরে তথা শুচি বুধগণে॥ ব্রহ্মজানী সদা তাহে করে নমস্কার। নির্ম্মল শরীর লিঙ্গ দেখা পায় তার॥ তথা হ'তে সত্যলোকে জ্ঞানীর গমন। শরীর ত্যজিগ়া ব্রহ্মরক্ষের ভেদন 🛭 নাহি তথা শোক জ্বালা নাহি তুঃখ স্থথ। নাহিক উদ্বেগ তথা সংসার বিমুখ॥ একমাত্র হুঃখ তবে মানদে উদয়। জ্ঞানের উদয় মাত্রে জ্ঞানীঙ্গন কয়॥ জ্ঞানের উদয়ে ভাবে সেই জ্ঞানীঙ্গন। ত্রশ্চিন্তাই সংসারের ছঃথের কারণ॥

এত যে করিমু কন্ট লভিবারে হরি। হরির স্বরূপ এই আত্মারূপ তরি॥ সেই আত্মা এই দেহে আছিল সতত। তবে কেন মহাভ্ৰম হুইল এমত॥ আত্মার ক্রীড়ায় জ্ঞান হইয়া মোহিত। পুনরায় শুদ্ধ প্রাণ দেহে নিয়োজিত।। আত্মা দিল বায়ু দেহে নাম তার প্রাণ। বায়ুতে উঠিল অগ্নি শাস্ত্রের প্রমাণ॥ অগ্নিতে জিমাল জল বিজ্ঞানের বাণী। জলেতে জন্মিল মাটী গঠে তাহে প্রাণী॥ লিঙ্গ দেহে জ্ঞান আত্মা করিয়া প্রবেশ। লিঙ্গদার পৃথিবীতে যায় পরিশেষ॥ পৃথিবীতে জল আছে আত্মায় মেলায়। লিঙ্গ বীজমতে হয় আকার তাহায়॥ জলেতে অনল তাহে ক্রমেতে জন্মায়। অনলে অনিল জন্মি এ বিশ্ব দেখায়॥ এইরূপে আত্মাক্রমে লভিল শরীর। কর্মাফলে জ্ঞান তার বুঝ হৃদে ধীর॥ আত্মামুক্ত লিঙ্গ দেহে করিয়া ধারণ। কৰ্মফলে মায়াজ্ঞান হয় প্ৰকাশন॥ দেহ মূর্ত্তি ধরি আত্মা পরমাত্মা রূপ। আপনি দেহের মাঝে হয় শ্রেষ্ঠ ভূপ॥ ইন্দ্রিয় তাহার দাস নিয়ত সেবনে। বুঝ রাজা সেই ভাব-আপনার মনে॥ দ্রাণেক্রিয় দারা ভ্রাণে আত্মার সেবন। রসনার ছারা রস আত্মার সাধন ॥ দর্শনের দ্বারা-রূপ স্থকেতে স্পর্শন। কর্ণদারা জীবাত্মার সতত প্রবণ ॥ প্রাণ করে সেই ক্রিয়া সদ। উপভোগ। তত্ববিদ্গণমতে এই মহাযোগ॥ বায়ুগুণে ত্বকৃ হইল সে গুণ স্পর্ণন। অগ্নিগুণে রূপ হল চক্ষেতে দর্শন॥ পুণীগুণে নাসা হল আঘ্রাণ সেবন। জলগুণে সে রসনা রসের সাধন।

শৃষ্ঠণ শব্দমাত্র জানে জ্ঞানীজন। সেই গুণে এই দেহে জিমাল শ্রেবণ ॥ পঞ্ছতে পঞ্চেন্দ্রিয় শাস্ত্রের প্রমাণ। বুঝ রাজা পরীক্ষিত বিবিধ বিধান॥ ইন্দ্রিয় দ্বিগুণ আর সৃষ্ট অলঙ্কার। বিলয়ে প্রমাণ করে যোগীর বিচার॥ ইহাতে বিজ্ঞান হয় ক্রমেতে সাধন। এই জ্ঞানে পূর্ণানন্দ পায় সেই জন॥ ভাগবত গতি এই কহিন্ম রাজন। ইহা লভি জীবে কভু না হয় বন্ধন॥ কি সাধ্য মায়ার আছে বাঁধিয়া তাহায়। যেইজন এই ভাবে জানে সে মায়ায়॥ যেমত করিলে প্রশ্ন পাণ্ডুবংশধর। যোগমাৰ্গৰয় তাহে দিলাম উত্তর॥ বেদ মাঝে এই কথা সর্ববত্র বর্ণিত। ব্রহ্মার কর্তৃক বিষ্ণু ইহা জিজ্ঞাসিত॥ ব্রহ্মারে বুঝাতে বিষ্ণু করেন প্রকাশ। ইহা ভিন্ন হরি পথ নহে স্তপ্রকাশ॥ যেজন সংসারগাঝে মুক্ত একবার। তার পক্ষে শুভকর নাহি হেন আর॥ ভক্তিভরে বাস্থদেবে পায় যেইজন। অতীব অভ্রান্ত ইহা বেদের বচন॥ আপনি করেন হরি বেদের বিচার। বেদ ভিন্ন হরি জ্ঞান নাহি কোথা আর ॥ কার্য্য বা কারণ বোধ আত্মার প্রমাণ। আত্মাই শ্রীহরি ইহা কহে বুদ্ধিমান॥ মনুষ্মের হরিগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন। অথবা স্মরণ করা অতি প্রয়োজন ॥ আত্মাতত্ত্ব জ্ঞানামূত যেবা করে পান। সেইজন যেতে পায় হরি সন্নিধান॥ বুঝ রাজা পরীক্ষিত আপনার মনে। উত্তর করিমু প্রশ্ন বুঝিয়া আপনে॥ উপেন্দ্ৰ রচিল গীত যোগ ফলাকল। সার মাত্র হরিপদ সংসারে কেবল॥

[ খিতীয় ইন

সতত চিন্তরে যেবা সে হরি চরণ। অন্তিমকালেতে পায় হরির দর্শন॥ চিন্ত মন সংযোগেতে ভঙ্গ হরি-পদ। তবেত পাইবে সেই অন্তে মোক্ষপদ॥

ইতি বোগ ফলাফল সমাপ্ত।

विक्षृष्ठक्रिशित वन की छन। সূত বলে সম্বোধিয়া মুনীব্ৰু সকল। শুনহ শুকের বাণী বিষ্ণুভক্ত ফল॥ আত্মতত্ত্ব সমাপিয়া ব্যাসের কুমার। পরীক্ষিতে কন বিষ্ণুভক্ত ফল সার॥ শুক বলে শুন শুন পাণ্ডব-নন্দন। বিষ্ণুভক্ত ফলাফল পবিত্র কীর্ত্তন ॥ যেই জন বিষ্ণুপদে দেয় প্রাণ মন। সমভাব তার প্রতি এই ত্রিভুবন ॥ সর্ববফলপ্রদ বিষ্ণু এ বিশ্ব সংসারে। যার যাহা অভিলাব তাহা দেন তারে॥ বৈকুণ্ঠ হইতে এই নরকের দার। বিষ্ণুময় সর্বস্থান সকলই তাঁর॥ যে জন বারেক করে তাঁহার স্মরণ। পবিত্র তাঁহার দেহ সার্থক জীবন॥ বিষ্ণুভক্ত হ'য়ে যদি ত্রন্মের কারণ। ব্রহ্মতেজ তরে কেহ করে উপাসন॥ বিষ্ণুর কুপায় তার পূর্ণ মনোরথ। নয়নে হেরিবে সেই জ্ঞানত্রকা পথ॥ ব্ৰহ্মা, ইন্দ্ৰ, প্ৰজাপতি, মায়া, বিভাবস্থ রুদ্র আদি দেবগণ আর অফ্টবহু॥ সকলি বিষ্ণুর অংশ শান্তের প্রমাণ। বিষ্ণুভক্ত হ'লে সবে কুপ। করে দান॥ বিষ্ণুভক্ত যদি করে ত্রহ্ম উপাসনা। ব্রহ্মতেজ পায় সেই মিটায়ে বাসনা॥ ইक्षियुत काम लागि इक्ष शृक्षित्क। ইন্দ্রিয় পটুতা প্রাপ্তি তথা হইবেক॥

প্রজাকাম প্রজাপতি করিলে সেবন। বিষ্ণুভক্ত জানি করে কুপা বরিষণ ॥ শ্ৰীকাম ভজিবে মাথা জগত জননী। অপূর্ব্ব তুর্গার রূপ ভুবন মোহিনী॥ তেজ লাগি বিভাবস্থ করিবে সেবন। ধন লাগি অক্টবস্থ করিবে সেবন॥ বীৰ্য্য আশে সেবিবেক মহারুদ্রগণ। অদিতিরে সেবিবেক অন্নের কারণ॥ বিশ্বদেবে সেবিবেক রাজ্য করি আশ। অখিনী সেবিবে করি আয়ু অভিলাষ॥ ইলাদেবা ভজিবেক প্রষ্টির ইচ্ছায়। তারারে ভজিবে ভক্ত প্রতিষ্ঠা ইচ্ছায়॥ সৌন্দর্য্যের লাগি করি গন্ধর্ব্ব সেবন। ভজিলে উৰ্বেশী হবে স্ত্ৰীকাৰ্মা যে জন॥ পিতামহে ভজিবেক সর্বব্রেষ্ঠ আশে। যজ্ঞেশ্বরে ভজিবেক মহাযশঃ আশে॥ কোষকামী প্রচেতাকে বিচ্ঠাকামে হয়। দম্পতীর লাগি উম। করিবে নির্ভয় ॥ ধর্ম আশে বিষ্ণু নাম করিবে ভঙ্গন। পুত্র লাগি পূজিবেক নিজ পিতৃগণ॥ রক্ষার্থে পূজিবে যত পুণ্য জনগণ। **७**कःलाशि मक्रन्शर्। कतिरव (मवन ॥ মন্তুদেবে পূজিবেক করি রাজ্য কাম। রাক্ষদে পূজিবে করি অভিচার কাম॥ কামকামী সোমদেবে করিবে পূজন। পরাৎপরে পূজিবেক অকাম কামন॥ মোক্ষকাস যেইজন করি অভিলাষ। পরম পুরুষে পূজা করিবেন আশ। সকল মাঝারে হরি সদা বিরাজিত। যার যাহা অভিলাষ তাহে দিবে চিত॥ যেইজন মহাভক্তি দেয় হরিপদে। পুরুষার্থ লাভ তার হয় পদে পদে ॥ ভাগবত সিদ্ধ কথা শাস্ত্ৰকুল সার। নাহিক তিলেক ইথে বুঝিলে অসার॥

যাহাতে জন্মিলে জ্ঞান রিপুর নির্বাণ।
অনায়াসে হয় লাভ মহা আত্মজ্ঞান।
এমন যে ভক্তিযোগ কৈবল্যের পথ।
কেহ নাহি অভ্যাসিবে দিয়া মনোরথ।
মানসে হরির পদে নাহি দিলে মন।
রুথাই জনম তার মাত্র বিভূম্বন।
উপেক্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার।
ভব-জন মহাতরি অমৃত আধার।

শৌনক ও সূত সংবাদ।

ইতি বিষ্ণুভক্তদিগের ফল কার্তন সমাপ্ত।

শৌনক বলেন সূতে করিয়া আদর। কি দিয়া ভূষিব তোমা হে পশুতবর॥ সর্ববন্ধানে গতি তব সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান। হরিনাম তব হৃদে সদা বিভাষান॥ যে কথা কহিলে শুক অতি অমুপম। ভাত্তের ঘুচয়ে ভ্রম শ্রুতি মনোরম॥ অতীব অপূৰ্বৰ কথা শুনি তব মুখে। যজ্ঞস্থলে মোরা সবে ভাসি মহাস্থপে॥ অতঃপর সেই রাজ। পাণ্ডুর কুমার। ব্যাদের কুমারে বল কি পুছেন আর॥ ভনিবারে সেই কথা মোদের বাসনা। বলি সূত সেই কথা পূরাও কামনা॥ বিশেষ বাসনা মোর শুন গুণধর। যজ্ঞস্থলে হরিকণা হোক পূর্ব্বাপর॥ হরির মায়ার কথা কি বলিব আর। ক্রীড়াবশে পায় হরি পাণ্ডু অলঙ্কার॥ শৈশবে হয়েন শুক হরি-পরায়ণ। সে হরির সম আর আছে কোনজন॥ ভকতবৎসল তিনি উদার চরিত। যজ্ঞহলে হোক তাঁর লালা আলোচিত। প্রতিদিন ওই দেখ উঠিছে তপন। করিছেন নিজ তেজে কাল বিভাজন ॥

কালবশে সকলের হরেন জীবন। এই কথা হৃদিমাঝে উদে সর্বক্ষণ॥ যেইজন হরিপদে দেয় নিজ মন। না হবে পতন তার অযথা জীবন॥ কার না জীবন আছে এ হেন ভূবনে। পশুপক্ষী কীট আদি পেয়েছে জীবনে॥ জীবন পাইয়া যেবা না করে সাধন। নরদেহ লভি তার রথাই জীবন॥ অজ্ঞান শ্বাসের কার্য্য করে অনুক্ষণ। পশুতে আহার পান করে সর্বক্ষণ॥ ইব্রিয় সহিত পাই মানব জীবন। যেবা না হরির নাম করয়ে সাধন॥ রুথাই জনম তার মাত্র বিড়ম্বন। কুকুর গৰ্দভ সম তাহার গণন॥ পাইয়া শ্রবণ শক্তি যেই দেহী জন। নাহি শুনে হরিকথা ভুলেও কথন॥ পাইয়া রসনা যেবা হরিকথা গান। নাহি করে যেইজন রুথাই পরাণ॥ ভেক জিহবা সম জিহবা কহে জ্ঞানীজন। অমৃত সমান হরি না করি সাধন॥ পাইয়া উত্তম বস্ত্র কিরীট ভূষণ। যেবা নাহি হরি পদ করয়ে স্মরণ॥ ভূষণে ভূষিত হ'য়ে যেই মহাজন। শ্রীহরি চরণ কভু না করে বন্দন॥ শবতুল্য সেই দেহী লভিয়া জীবন। জ্ঞানীজন ঘূণা তারে করে সর্বক্ষণ॥ বিষ্ণুমূর্ত্তি নাহি হেরে পাইয়ে নয়ন। রুখা আঁখি ধরে সেই অসার জীবন॥ নাহি যায় হরিক্ষেত্রে থাকিতে চরণ। স্থবিরের তুল্য তাহে জ্ঞানীর বচন॥ যে হরি চরণরেণু না লয় জীবনে। শব সম তার দেহ শাস্ত্রের বচনে॥ বিষ্ণুপদ তুলসীর যে না লয় ভ্রাণ। রথাই প্রয়াস খাস ধরি দেহ প্রাণ॥

বে হৃদয় হরিনামে না হয় বিলয়।
প্রস্তারের মত তাহা কঠিনতাময়॥
হরি নামানন্দ যবে উপজে হৃদয়ে।
পূলকিত হয় দেহ অঞ্চ নেত্রছয়ে॥
মোদের বাসনা মত বলেছ যখন।
ধক্ত ভূমি হ'লে সূত হরিপদে মন॥
বল সূত তাহা যাহা পাণ্ডুর কুমার।
জিজ্ঞাসেন শুকদেব ঋষি অলক্কার॥
উপেক্স রচিল গীত হরি কথা সার।
শুক যথা আধ্যাত্মিকে করেন প্রচার॥
ইতি হৃত দৌনক স্বাদ সমাপ্ত।

পরীক্ষিতের দ্বিতীর প্রশ্ন ও শুক্দেবের হরিগুণ কীর্ত্তন।

সূত বলে শুন শুন মুনীন্দ্র সকল। কি করেন পরীক্ষিত পাণ্ডু মহাবল।। শুকদেব মুখে শুনি পূর্ববযোগ বাণী। হরি প্রেমে আকুলিত পরীক্ষিত প্রাণী॥ শুক মুখে আত্মযোগ হরিকথ। জানি। হরিপদে বিশুদ্ধেতে দিলেন পরাণি॥ গৃহ, পত্নী, পুত্র, বন্ধু আর রাজ্যধন। ক্রেতে তাজেন মায়া করিয়া যতন॥ যেইরূপ হরিকথা শুনিবার আশে। জিজ্ঞাসিলে মুনিগণ আমার সকাশে॥ সেইমত পরীক্ষিত পাণ্ডু অলঙ্কার। জিজাসেন শুকদেবে করিয়া বিচার॥ মৃত্যুরে নিশ্চয় করি মুক্তির কারণ। হরিকথা জিজ্ঞাসেন পাগুব রাজন॥ প্রণমিয়া শুকদেব কহেন রাজন। সর্ববজ্ঞ সংসার মাঝে তুমি হে ব্রাহ্মণ॥ যথন শ্রীহরি কথা করহ কীর্ত্তন। इन् अक्टूब इस व्हित इस मन॥

যত আশা মনে দেব হ'য়েছে উদয়। শুনিব শ্রীহরি কথা কহ মহাশয়॥ অপূর্ব্ব তাঁহার লীলা এ বিশ্ব সংসারে। বেদবিদ্গণ যাহা বুঝিতে না পারে॥ কেমনে মায়ার বলে এ বিশ্ব সংসার। স্ত্রন করেন হরি বিভিন্ন আকার॥ কেমনে বা এই বিশ্ব করেন পালন। কেমনে বা কালবশে করেন হরণ। যেই শক্তিবলে হরি ধরি ভিন্নাকার। লীলা তরে এই বিশ্বে হন অবতার॥ আগ্নারূপে প্রবেশিয়া প্রত্যেক জীবনে। করিছেন ক্রীড়া হরি এ তিন ভুবনে॥ পুণ্য ভাবি যে যে কর্ম্ম পূর্বেক করিলাম। দুরূহ কর্মের গতি নাহি বুঝিলাম॥ যাঁহার মায়ার ভাব না বুঝে পণ্ডিত। কেমনে বুঝিব তাহা বুদ্ধির অতীত॥ আশ্চর্য্য বলিয়া সবে করে অনুমান। একমাত্র পরমাত্মা বিশ্ব অনুষ্ঠান॥ একে তিনি বহু আত্মা করিয়া গ্রহণ। প্রাকৃতিক গুণ যত করেন রক্ষণ॥ সে হেন অদ্ভূত তত্ত্ব কেমনে বুঝিব। কেমনে তাঁহার মায়া জানিতে পারিব॥ পরব্রক্ষে লীন দেব আপনার মন। আপনি জানেন সব হরির কারণ॥ বলুন আমারে দেব দয়া প্রকাশিয়া। नत्मर विष्टम याक् जूखे ट्याक् रिया॥ এতেক শুনিয়া প্রশ্ন শুক খাষিবর। একে একে মনস্থথে করেন উত্তর॥ শুক বলে পরীক্ষিত করহ শ্রবণ। প্রথমে করিব হরি-গুণের কীর্ত্তন ॥ অতীব উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলা ভূপ। উত্তরিব একে একে অতীব অমুপ॥ অনুপম গুণ তাঁর কেমনে বর্ণিব। অতীব প্রগাঢ় ভাব কিসে প্রকাশিব॥

যাঁহার লীলায় স্থাষ্টি হ'তেছ প্রচার। শক্তিবলে তিনি হন সর্বব গুণাধার॥ দেহীর অন্তরে তিনি অন্তর্য্যামী রূপ। আত্মা নামে পরিচিত হন সর্বভূপ॥ দেখিতে তাঁহারে পথ না পায় নয়ন। প্রশাহ তার পদে হ'য়ে একমন ॥ ধার্ম্মিক হৃদয় তুঃখ যে করে ছেদন। ধার্মিকে যাঁহার কুপা হেরে অনুক্রণ। পরম হংদের ত্রতে ত্রতী যেইজন। যিনি লন আধ্যাত্মেতে তাহাদের মন॥ প্রার্থনায় অনুরূপ থেই করে দান। সেই সত্ত-মৃত্তি পদে নমি দিয়া প্রাণ॥ ভাগবত জনে থিনি করেন পালন। ভক্তিহীন মনে নাহি রহে কদাচন॥ এমন যাঁহার গুণ করিলে বিচার। সেই পরাংপরে ভুয়ঃ করি নমস্কার॥ যাঁহার হইতে কিছু নাহিক রুহং। যাঁহার মায়াতে কৃত এ হেন জগং॥ যাঁহার সমান নাই এ তিন ভুবনে। যাঁহার ঐশ্বর্ধা ব্রহা নামে মাত্র গণে॥ ব্রহ্মরূপে যেইজন করেন রমণ। নমস্বার সেইজনে ধরিয়া চরণ ॥ যাঁহারে কীর্ত্তন আর করিলে স্মরণ॥ মহাপাপ দূরে যায় করিলে বন্দন॥ একান্তে শুনিলে নাম করিলে পূজন। যাঁহার কুপার হয় পাপ বিনাশন ॥ হেনজন হরি বিনা কেবা আছে আর। পুনঃ পুনঃ তাঁর পদে করি নমস্কার॥ বিচক্ষণ যাঁরে পদ করিয়া সেবন। ইছ পরলোক স্থথে করে উত্তরণ॥ আত্ম-জ্ঞান তরে তাজি ইন্দ্রিয় সেবন। অন্তরেতে ব্রহ্মগতি করে পরশন॥ তাঁর সম এ ভুবনে কেবা আছে আর। সেই পরাৎপরে করি দরা নমস্কার॥

তপস্বী থাঁহার লাগি তপে নিমগন। যাঁর লাগি যশস্থীর দান আচরণ ॥ যাঁর লাগি সমস্বীর মন্ত্র সমাচার। যাঁহাতে যজের ফল অর্পণ বিচার॥ তাহাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কেবা বল আর। সে হেন হরিকে করি সদা নমস্কার॥ কিরাত শবর হন, পুলিন্দ আভীর। কঙ্ক বা যবন ভল্ল প্রত্যেক জাতির॥ এই ভিন্ন শ্লেচ্ছ জাতি যতেক আছ্য়। সবার অন্তরে হরি সদা বিচরয়॥ যাঁহারে শ্মরিলে ফ্লেচ্ছ হঃ পুণ্যবান। নমস্কার সে জনায় দিয়া মন প্রাণ॥ অকপট যদি হয় শ্বপচ সঙ্কর। ভক্তি যদি করে তাঁরে একান্ত অন্তর॥ ভক্তিবলে তিনি হন সম্ভরে প্রকাশ। ধীরগণ আত্মারূপে করে যাঁর আশ। যিনি বেদময় আর যিনি ধর্মময়। যিনি সর্বেশ্বর হন আর তপোময়॥ সর্ব্বত্রেই বিরাজিত যেই ভগবান। প্রদন্ধ হউন মোরে হই ভাগ্যবান॥ যিনিই লক্ষীর পতি, যিনি যজ্ঞপতি। প্রজাগণ পতি যিনি, যিনি বৃদ্ধিপতি॥ তিনলোক পতি বিনি অগতির গতি। ভাগবত বুষ্ণিবংশে যিনি অধিপতি॥ সাধুগণ পতি যিনি মহাভগবান। নমস্কার তাঁরে করি দিয়া মন প্রাণ॥ যাঁর পদ ধ্যান করে মহাযোগবলে। নির্মাল বৃদ্ধিতে আত্মা নিরখে কৌশলে॥ এইরূপে দে মুকুন্দ করে বিচরণ। হউন আমার প্রতি প্রদন্ধ সে জন॥ প্রলয়ে যখন বিশ্ব হইল সংহার। পুনরার পূর্ব্ব স্ঠাষ্টি করিতে বিস্তার॥ ব্রহ্মার মানসে যিনি হ'য়ে বিরাজিত। বেদ সরস্বতী রূপে হন প্রকাশিত ॥

স্থলকণা বাণা যাঁর কুপায় বিকাশ। সেজন প্ৰসন্ধ হন এই সম আশ। যিনি দেহরূপ পুরে করিয়া শয়ান। পায়েন পুরুষ রূপ মহান্ আখ্যান॥ ষোড়শ আন্থাতে যিনি দেহে বিরাজিত। প্রত্যেকের গুণে যিনি সদা বিভূষিত॥ সর্ববজ্ঞ হয়েন যিনি এ বিশ্ব সংসার। কোটি কোটি তাঁর পদে নম নমস্কার॥ আধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা যেমন বর্ণন। কহিব করিয়া তাঁর কুপায় স্মরণ॥ বিভূষিত হন হরি প্রত্যেক কনে। এই আকিঞ্চন দলা হয় সম মনে॥ জ্ঞানায়ত মূখ মধু যে জনার হয়। উন্মত্ত যাঁহায় যোগী জ্ঞানী। মহাশয়॥ সেই বিশ্বস্রক্তা সম কেবা বল আর। সেই বাহ্নদেবে করি কোটি নমস্কার॥ শুন রাজ। পরীক্ষিত হ'য়ে একমন। উত্তরিব একে একে কহিলে যেমন॥ এহেন আধ্যান্ত তত্ত্ব নারদ স্ক্রন। - জিজ্ঞাদেন বেদগর্ভে হ'য়ে একমন॥ বেদগর্ভে যা শুনেন হরির সকাশ। নারদ নিকটে তাহা করেন প্রকাশ॥ কহিব সে হেন কথা তোমার সদন। লভিবে আধ্যাত্ম জ্ঞান তাহাতে রাজন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। শুকদেব মুখামূত জ্ঞানের আধার॥ ইতি হরি গুণ কীর্ত্তন সমাপ্ত।

বন্ধা ও নারণ সংবাধ।
সূত বলে শুন শুন মুনীক্র হজন।
শুক মুখায়ত স্রোতে ভাসে ত্রিভূবন॥
বুঝাইতে পরীক্ষিতে পূর্ব্ব প্রশ্নচয়।
নারদ ব্রক্ষার বাণী শুকদেবে কয়॥

আধ্যান্ত্র তত্ত্বের কথা অতি মনোরম। যেই শুনে তার হয় পবিত্র জনম॥ শুকদেব বলে শুন রাজ। পরীক্ষিত। অপূৰ্ব্ব কাহিনী এক হ'য়ে অবহিত॥ আধ্যাত্ম বিহার কথা তাহাতে প্রচার। ব্রহ্ম। নারদের বাণী অপূর্ব্ব বিস্তার॥ একদা নারদ গিয়া ব্রহ্মার সদন। হেরেন কমলযোনি জ্ঞান বিভূষণ॥ ব্রহ্মারে নেহারি ঋষি আনন্দ অন্তরে। প্রণাস করেন তাঁরে অফ্টাঙ্গে সত্বরে॥ দেবদেব তুমি ব্রহ্মা, হে ভূত-ভাবন। সকলের স্রফ্টা ভূমি জগত-কারণ॥ প্রণমি তোমার পায়ে হ'রে একমন। আছে কিছু অভিলাষ করহ পূরণ॥ তোমার কুপায় দেব জেনেছি সকল। আধ্যাত্ম না জানি কিছু কহ অবিকল॥ সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্ম যে জ্ঞান। সেই জ্ঞান কুপা করি কর মোরে দান॥ যাঁহার কুপায় বিশ্ব হইল প্রকাশ। আশ্রম স্বরূপ বিনি সকল সকাশ। যে জন হইতে বিশ্ব হইল স্জন। যাঁহার বলেতে বিশ্ব হ'তেছে রক্ষণ॥ যাঁহার নিয়মে বিশ্ব প্রলয়ে বিলয়। কহ দেব সেই তত্ত্ব করিয়া নিশ্চর॥ অতীত অভূত আর এই বর্তুগান। সৰ্বব্ৰই সমভাবে দেহ তত্ত্বজান॥ নিরখে যোগীব্রগণ তোমার রূপার। সর্ব্ব-তত্ত্ব-কর স্থিত-আমলর্ক। প্রায়॥ আপনি ৰিজ্ঞান রহে ব্যাপ্ত এ ভুবন। আপনি জানহ দেব সকল কারণ॥ যাঁহার অধীনে তুমি সতত চেতন। যাঁহার আশ্রয়ে ভূমি হ'তেছ রক্ষণ॥ যাঁহার অধীনে ভূমি কর অবস্থান। যাঁহার স্বরূপ লভি করে তব জ্ঞান॥

যে মায়ার বলে ভূমি ল'য়ে মহাস্কৃত। স্বজিতেছ এই বিশ্বে ভিন্ন রূপ ভূত॥ কহ দেব সেই তত্ত্ব জানিবার আণ। হ'য়েছে আয়ার দেব পূরাও সে আশ। উর্ণনাভ যথা নিল্লে না হয় বিকৃত। আপনার পোষণেতে সদা অবহিত॥ তেমতি তুমিও দেব রহি ভূতগণে। মায়ার প্রভাবে রত আছহ পালনে॥ এই ভাবে অনায়াদে পালন স্জন। অপ্রয়াদে করিতেছ সকলে রক্ষণ॥ তবাপেক্ষা মহাকায় না হেরি নয়নে। ত্বাপেকা ক্ষুদ্রকায় নাহি ভাবি মনে॥ তোমার সমান নাহি হেরি কোনজন। তোমাতেই এই বিশ্ব রহিছে মগন॥ যে বস্তু নেহারি বিশ্বে ফিরায়ে নয়ন। শত ভিন্ন রূপ, গুণ কৌণলে রচন॥ একের সমান গুণ নাহি মিলে আর। একের সমান গুণ আর দেখা ভার॥ স্থুল সূক্ষ্ম থাহা ভাবি সতত বিচারে। সকলি তোমার সহ অদুশ্য আকারে॥ তোমা ভিন্ন অন্থ স্রফী না হেরি নয়নে। তোমার শুজিত বিশ্ব ভাবি মনে মনে॥ যখন না হ'ল বিশ্ব এমন প্রকাশ। একমাত্র তুমি হও তখন বিকাশ। স্ষ্টির কারণ তুমি তপ অনুষ্ঠান। তুল্লভ বিস্থৃতি পাও সহ আগ্নজান॥ বিভূতির কার্য্য মাত্র দেখি মোরা দবে। আকুলিত মনে মনে হইতেছি ভবে॥ যেমতে বুঝিব আমি সেই আত্মজ্ঞান। সেইমত জ্ঞান মোরে করহ প্রদান॥ ইতি ব্রহা ও নারদ সংবাদ সমাপ্ত।

বন্ধা কত্তক আধ্যান্মিক বিছা প্রকাশ। সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিগণ। শুনহ শুকের বাক্য অমৃত নিঃস্বন॥ রাজা পরীক্ষিতে কহে শুক তপোধন। তব প্রশ্নোত্তর শুন একান্ডে রাজন॥ অতাব উত্তম প্রশ্ন অতাব গর্ভার। আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাহে কহে যত ধীর॥ প্রথমে কহেন জন্মা নারদ সদন। সেই কথা শুন রাজা হয়ে একমন॥ নারদের স্থতি প্রশ্ন করিয়া প্রবণ। আনন্দে মজিল তবে পিতামহ মন॥ নারদেরে স্লেহভরে করি সম্ভাষণ। আরম্ভ করেন তিনি আধ্যাত্ম বচন॥ কহেন কমলযোনী শুন তপোধন। শুন বাছা তব প্রশ্ন আধ্যাত্ম-বচন ॥ অপূর্ব্ব প্রশ্নের ভাব কহিলে বাছনি। অতি মনোহর কথা তত্ত্ব শিরোমণি॥ যথন হইল মোর জ্ঞানের উদয়। হেরিলাম এই বিশ্ব ঘোর তমোময়॥ নাহি জ্ঞান নাহি চেফী অসাড় অজড়। স্থিরভাবে সবে রহে হইয়া অন্ডু॥ অদ্ভূত হেরিয়া বিশ্ব আশ্চর্য্য হইয়া। স্ষ্টি কর্ত্ত। জানিবারে কাঁপে মম হিয়া॥ যাইনু বিষ্ণুর কাছে জিজ্ঞাসিনু তায়। কহিলেন মোরে বিভু আধ্যাত্ম বিভায়॥ বিষ্ণুর সমীপে লভি আধ্যাত্মিক জ্ঞান। প্রকাশিমু এই বিশ্ব পূর্ব্বের সমান॥ সেই প্রশ্ন আজি তুমি করিলে প্রকাশ। সাধ্যমত পূরাইব তব অভিলাষ॥ কি বলিব হে নারদ তব জ্ঞানকথা। যতই স্তুতিলে মোরে স<del>ঙ্গ</del>ত সর্ববণা॥ সকলেই আমি আছি কহিলে বচন। আমা হ'তে হইয়াছে সকল স্ঞ্জন॥

যথার্থ সে কথা বটে করিতে প্রকাশ। মোর স্রফী জ্ঞান হ'লে জ্ঞানের বিকাশ॥ এই মাত্র তত্ত্ব তোমা কহিলাম সার। শুন মোর কথা পরে করিও বিচার॥ আশ্রয় বিহনে সূর্য্য যথা অপ্রকাশ। আশ্রয় বিহনে অগ্নি না হয় বিকাশ॥ চন্দ্র খাক্ষ গ্রহ তারা হের অগণন। পরের সাহায্যে করে আত্ম-প্রকাশন॥ যেই জন স্বরূপেতে করি অবস্থান। বিশ্বের অন্তরে রহে সদা বিগ্রমান॥ জ্ঞানের সাহায্যে যারে করি স্থপ্রকাশ। নমস্কার করি দয়া হৃদয়ের আশ। যাঁর মায়াবলে মোর সৃষ্ট জীবগণ। জগতের পিতা বলি করে সম্ভাষণ॥ সেই বাহ্নদেব পদে লাগয়ে অন্তর। জ্ঞানপন্মে চিন্তা মাত্র করি নিরন্তর ॥ যে অবিভা বাস্থদেব করে নিরীক্ষণ। লঙ্কিত হইয়া করে দ্রুত পলায়ন॥ বিমোহিত জঁ।বগণ দে অবিভাবলে। সায়াজালে বন্ধ হয় তাঁহার কৌশলে॥ আমি বা আগার শব্দ নাহিক তাঁহার। র্থাই জল্পনা মাত্র অজ্ঞান আধার॥ কি কব নারদ তবে শুন দিয়া মন। তপ, কর্মা, কাল, জীব, সব নিরঞ্জন ॥ বাহ্নদেব ভিন্ন বিশ্বে নাহি কিছু আর। ভাবহ হৃদয়ে বিজ্ঞ করিয়া বিচার ॥ বেদে নারায়ণ বিনা কিছু নাহি আর। ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁর বিভিন্ন আকার॥ ভূলোক গোলোক আদি সেই নারায়ণ। সমস্ত যজ্ঞের লক্ষ্য যজ্ঞেশ চরণ॥ তপে নারায়ণ ভিন্ন নাহি কিছু আর। জ্ঞানপথে নারায়ণ সর্বব সারাৎসার॥ জীবের যতেক গতি সব নারায়ণ। আমিও হইনু সৃষ্ট লইয়া ঈক্ষণ॥

তাঁহার সৃষ্টিতে বস্তু ছিল স্থপ্রকাশ। নব ভাবে স্থজি তারে করিমু বিকাশ। নিগুণ হইয়া প্রভু স্বীর মায়াবলে। স্বজ্ঞিলেন স্থিতি স্বৰ্গ নিরোধ কৌশলে॥ স্ষ্টি স্থিতি বিনাশন করিতে সাধন। সত্ত্ব রক্ষঃ তমোগুণ করেন ধারণ॥ দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া শ্রয় এই তিন গুণ। মায়াবলে উৎপাদিত হইয়া নিগুণ। সেই তিন গুণে যুক্ত পুরুষ নিগুণ। কর্ত্তা কার্য্য কার্ণেতে সতত সগুণ॥ গুণের মাঝারে থাকি সেই ভগবান। নাহি হয় সকলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥ আমিও তদ্ৰপ তাঁহে দেখিতে না পাই। গুণ ত্যজি জ্ঞানচক্ষে নেহারি সদাই॥ ছে নারদ শুন শুন কহি তব পাশ। যেমতে করেন ব্রহ্মা স্থাষ্ট্রর বিকাশ ॥ একদা মহেশ করি সৃষ্টি অভিলাষ। ইচ্ছিলেন ভিন্নরূপে নিজের প্রকাশ॥ হেন অভিলাষ করি সেই ভগবান। মায়াবলে কাল ধর্মা করেন স্ঞান। স্বভাব প্রকাশ করি সেই মাগাবলে। মহক্তব্ব উৎপাদন করেন কৌশলে॥ তিন গুণ ছিল অগ্রে মায়ার প্রধান। কালবশে হ'ল তার বিচার বিধান॥ সভাবে করিল তাহা নিত্য ব্যবহার। কর্ম্মেতেই মহন্তত্ত্ব হয় অবতার॥ মহন্তত্ত্বে সন্তু রক্তঃ তমের গিশ্রণ। দ্ৰব্য ক্ৰিয়া জ্ঞান তাহে থাকে সংযোজন॥ সকলে:মিশিয়া এক হইল আকার। নাম তার বেদ মাঝে হয় অহস্কার॥ অহঙ্কার তিন ভাগে হয় বিভাজন। বৈকারিক তামসিক তৈজন গণন ॥ বৈকারিকে মহাজ্ঞান হয় উৎপাদন। ক্রিয়াবোধ হয় ক্রমে তৈজন জনন ॥

তামসিক অহঙ্কারে দ্রব্য উৎপাদন। এইরূপে জ্ঞান ভাগ বেদের বচন॥ ব্রহ্মা কন শুন শুন দেবখাষিবর। ভূতের উৎপত্তি কথা অতি মনোহর॥ পূর্বেক কহিলাম আমি করেছ শ্রবণ। তামসিক অহঙ্কার কি ভাবে স্থজন॥ তামসিকে দ্রব্যজ্ঞান হয় উৎপাদন। তাহার বিকারে হয় শব্দের জনন॥ শব্দ মাত্র গুণযুক্ত করিতে আকাশ। তামসিক হ'য়ে তাহা হইল প্ৰকাশ। যা দেখিব সেই ভাবে বুঝিব তাহায়। আকাশের শব্দগুণ তাহে কহা যায়॥ আকাশ হইতে বায়ু হয় উৎপাদন। স্পার্শ গুণে তাহে বুঝ শাস্ত্রের বচন॥ পূর্ব্ব ভূতে সেই গুণ হয় যে কারণ। পরভূতে সেই গুণ রহে সংলগন॥ সেই শব্দ হেতু স্পার্শ ধরয়ে পবন। অনুভবে বুঝিবেক পণ্ডিত যে জন॥ পবন হইতে হয় অগ্নি উৎপাদন। রূপ গুণ হয় তাঁর জ্ঞানীর বচন॥ শব্দ স্পর্শ রূপ এই তিন গুণ হয়। অগ্নিতেই সংযোজিত জ্ঞানীজনে কয়॥ অগ্নি হ'তে জল হয় রস গুণ তার। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রুস, বর্ত্তে তাহে চার॥ জল হ'তে ক্ষিতি জম্মে, দশ্ধ গুণ তার। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস তাহে ব্যবহার॥ এইরূপে পঞ্চতুত এ বিশ্বে প্রমাণ। বুঝাহ নারদ ঋবি শান্তের বিধান॥ বৈকারিক অহঙ্কারে উপজে মানস। চন্দ্রমা ও মন তাতে রহে ছুয়ে বশ। মানস ইন্দিয় রাজাদশ মন্ত্রীজন। দেবতা কহয়ে তারে যত মহাজন॥ দিক্, বায়ু, অখি, বহ্নি, প্রচেতা হুজন। ইন্দ্রোপেন্দ্র অর্ক, মিত্র প্রজাপতিগণ॥

জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মন্ত্রী বৃদ্ধি মাত্র সার। তাহার বলেতে ইহা হয় ব্যবহার॥ কর্ম্মেক্রিয়ে শ্রেষ্ঠ হয় নাম তার প্রাণ। তার বলে এই দেহ রহয়ে সমান॥ রাজসিক অহঙ্কারে ইহারা জন্মায়। যাহার বলেতে দেহ বিকারী আত্মায়॥ দেহতত্ত্ব বলিলাম মহাতপোধন। ইহাতেই এই দেহ হর সংগঠন॥ ইহাতেই এই দেহ হ'তেছে পালন। আধ্যাত্ম ভাবের কথা বিষ্ণুর বচন॥ একত্র হইলে ভূত ইন্দ্রিয় সকল। মানসাদি গুণ ভূত যত ফলাফল॥ জীবগণে দেছরূপে হয় সংগঠন। কভু নাহি দেহ হয় হ'লে অমিলন॥ আশ্চর্য্য নিশ্মাণ এই ঈশ্বরের মায়া। বুঝহ নারদ ঋষি হেনমতে কায়া॥ ব্যপ্তি ও সমষ্টি ইথে হইল স্ঞ্জন। অতি অনুপম কথা বিষ্ণুর বচন॥ এমতে হইল যবে দেহের গঠন। আত্মারূপে হরি তাহে ধরিল জীবন॥ এইমতে জীবদেহ নিশ্মাণ বিলয়। এ সংসারে হে নারদ সততই হয়॥ কেমনেতে যেই হরি এ বিশ্ব সংসারে। আছেন সর্বত্র ব্যাপী না ধরি আকারে॥ কহিব সে কথা পরে শুন তপোধন। আশ্চর্য্য এ কথা দেব বেদের বচন॥ উপেব্রু রচিল গীত ভাগবত সার। যে পড়িবে এক মনে পাইবে উদ্ধার॥ ইতি ব্ৰহ্মা কৰ্ডক আধ্যাত্মবিখা প্ৰকাশ সমাপ্ত।

ব্রহ্মা কর্ত্তক ঈশ্বরের বিরাটরূপ নির্ণর। সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিগণ। শুন সবে বিরাটের অপূর্ব্ব বর্ণন॥ নারদে কহেন ব্রহ্মা মধুর বচনে। শুন বৎস, নারায়ণ স্থিতি ত্রিভুবনে॥ **धना**रः पुविन विश्व श्रेरन विनयः। পরামাত্রা সৃষ্টি ইচ্ছা মানদেই হয়॥ অগণ্য সহস্রবর্ষ কালবশে যায়। স্ষষ্টি বিনা এ ভূবন শোভা নাহি পায়॥ বিচার আপন মনে সেই নারায়ণ। কালধর্ম স্বভাবের করেন গ্রহণ॥ অচেতন এ ব্রহ্মাণ্ড জলেতে নেহারি। করিলেন সচেতন মুকুন্দ মুরারী॥ আপনি প্রবেশি তাহে সেই নারায়ণ। অন্তর্ভেদ করি নিজে হন প্রকাশন ॥ দেখিতে দেখিতে তিনি ধরিলেন রূপ। সহঅ চরণ সেই জগতের ভূপ॥ সহত্রেক বাহু আর সহস্র নয়ন। সহস্র মন্তক আর সহস্র বদন॥ তাঁহার অঙ্গেতে শোভে চতুর্দ্দশ লোক। ভূঃ ভব স্বঃ আদি করি যতেক গোলোক চতুৰ্দশ বিভাগেতে দেহ বিভাজন। উৰ্দ্ধ সপ্তে অধঃ সপ্তে এ চৌদ্দভূবন ॥ ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় সে কর। বৈশ্যজাতি বিরাটের উরু শোভাকর॥ পাদঘয়ে শুক্রজাতি হয় উৎপাদন। অপূর্ব তাহার রূপ করিতে বর্ণন॥ পদ মাঝে রহে ভূমি ভূব নাভিদেশে। হৃদয়ে স্বল্লোক শোভে মণি যথা শেষে॥ উরংস্থলে মহল্লোক উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক। উৰ্দ্ধাঙ্গে তাঁহার শোভে পুণ্যময় লোক॥ কটীতে অতল শোভে, উৰুতে বিতল। জামুতে হুতল শোভে জঙ্গে তলাতল।।

এইরূপে শোভে তাহে এ চৌদ্দভূবন। অন্তরে বুঝহ তুমি মহাতপোধন॥ বাগিন্দ্রিয় সহ বহিন্ তাঁহার আনন। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দে তপাদি শোভন॥ হব্য, কব্য, অমৃতান ষ্ট্ৰিধ রস। ইহাই রসন। তাঁর রসের সরস॥ প্রাণাদি অন্তর বায়ু বহিন্থ পবন। ইহাই কল্পনা মতে নাসিকা শোভন॥ অশ্বিনী, ঔষধি, আজ যত গন্ধচয়। বিরাটের ভ্রাণেন্দ্রিয় সর্ব্ব লোকে কয়॥ তাঁহার নয়ন হ'তে তেজের উদয়। তাঁহার শ্রবণ হ'তে দিকের নির্ণয়॥ শব্দযুক্ত কর্ণ তাঁর নির্ণয় আকাশ। জগত সৌন্দর্য্য তাঁর শরীরে বিকাশ॥ ष्ट्रशिक्तिय स्थानिकार युक्त छेट्रशानन । ব্যোমাদি হইতে জন্ম বৃক্ষলতাগণ॥ কেশেতে জন্মিল মেঘ শাশ্রুতে বিদ্যাৎ। পদন্ধ হ'তে যত শিলাদি সম্ভত॥ হস্তনথ হ'তে যত ধাতু উৎপাদন। বাহুতে জন্ময়ে যত লোকপালগণ॥ ভয় ত্যজি লব্ধবস্তু রক্ষার কারণ। সকল কামনাধার নেহারি চরণ ॥ জন, মেঘ, শুক্র, আর যত বারিচয়। তাঁহারই শিশ্ম হ'তে সকলে জন্মায়॥ যোনি ভোগ স্থখ যাহা জগতে প্রকাশ। শিশ্বাস্ত উপস্থ হ'তে তাহার বিকাশ ॥ যম ও বরুণ আর পুরীষ কারণ। হইতে তাঁহার পায়ু স্বার জনন॥ হিংসা মৃত্যু ও নরক আর মন্দন্ধান। পায়ুর আধার হ'তে সবার আধান॥ পুষ্ঠভাগ হ'তে জন্মে অধর্ম অজ্ঞান। নাড়ীগণ নদ্নদী উৎপত্তির স্থান॥ অস্থি হইতেই তাঁর গিরি উৎপাদন। সমুদ্রাদি ভূতচয় জঠর গণন॥

মোদের শরীর জম্মে তাঁহার হৃদয়ে। বুঝাহ নারদ তুমি স্থির মন হ'য়ে॥ আমার তোমার আর ভূতের ধরম। সনৎকুমার আর বিজ্ঞান কারণ॥ পঞ্চতত্ত্ব মহাজ্ঞান যত কিছু হয়। ় হইতে তাঁহার আত্মা সকলি জন্ময়॥ তুমি আমি আর সেই দেব মহাদেব। সপ্তর্ষি অসর আর শত শত দেব॥ নর, নাগ, খগ, মুগ, সরীস্থপাণ। গন্ধর্ব অসুর যক্ষ আর ভূতগণ॥ রাক্ষস উরগ পশু, পিতৃবিভাধর। সিদ্ধ বা চারণ আর যত ক্রমবর ॥ জলে স্থলে কি আকাশে যত জীব রয়। গ্রহ, ঋক, কেবু তারা যতেক শোভয়॥ আর যত জীবগ্রহ থাকে এ ভুবনে। সকলি স্বরূপ তাঁর বুঝ নিজ মনে॥ এ জগতে যাহা কিছু হেরিছ নয়নে। নাহি কিছু শোভা পায় ছাড়ি সেইজনে॥ এই যে হেরিছ বিশ্ব অদীম মহান। সকলি ব্যাপিয়া তিনি হন বিজমান॥ সর্ব্ব অতিক্রমি তবু বিতন্তি প্রমাণ। অজ্ঞেয় অবোধ তিনি জ্ঞানী অনুমান॥ আপন মণ্ডলে থাকি যেমন তপন। মণ্ডল বাহিরে বিশ্বে বিতরে কিরণ॥ সেইরূপ বিশ্ব আত্মা বিশের কারণ। বিরাটর্রপেতে তিনি হন প্রকাশন॥ বিশের অন্তরে আর বাহিরে সমান। আপন প্রভাবে তিনি দদা বিভাষান॥ দেহী কর্মফলে পায় মরণ ধরম। ইহাও তাঁহার ধর্ম ভাবিলে চরণ॥ অভয়ের সার তিনি আর অমরণ। দিয়াছেন এই বিশ্বে জীবের কারণ।। পক্ষপাত নাহি তাহে আত্মভাবে গতি। অপার মহিমা তাঁর অবিনাশ মতি॥

এইভাবে যোগী ঋষি বেদাধ্যায়ী জন। চারি অংশে সেই দেহে করে বিভাজন ॥ স্থূ, ভুবঃ আর স্বঃ এই তিনটি ভুবন। সে দেহের তিন অংশে বিখ্যাত কারণ॥ এক অংশ মাত্র ভূমি যাতে জন্মে জীব। বুঝিলে হৃদয়ে হয় আনন্দ অতীব॥ মহ আদি তিনলোক হয় শিরোদেশ। জনলোক তাঁর মূর্দ্ধা কহিন্তু বিশেষ॥ অমৃত, অভয়, ক্ষেমঃ মহা-তপ জনে। সদা মনোহররূপে রহে বিষ্ণু সনে॥ **ত্রক্ষচা**রী বাণপ্রস্থ আর যতিগণ। ত্রিলোক বাহিরে পান স্তথের ভবন॥ তিন পদ পরিত্যাগ একপাদ রয়। সেই পদ গৃহস্থের বাদযোগ্য হয়॥ গৃহস্থ ও আর যত রহিছে আশ্রম। তুই ভাগে করে দবে বিভিন্ন ধরম॥ কর্মাশ্রয় গৃহস্থের আর জ্ঞানাশ্রয়। তুই পথ এই বিশ্বে প্রকাশিত রয়॥ দক্ষিণ উত্তরমার্গ উভয়ের নাম। কর্ম্মেতে দক্ষিণ আর অন্তে জ্ঞানধাম॥ নারায়ণ উভয়েতে সমভাবে রন। ভোগের বিভিন্ন মাত্র বেদের বচন॥ অপবৰ্গ কোন পথে সহজে সাধন। কোথাও সহজে হয় জ্ঞান উৎপাদন॥ জ্ঞানমার্গে দিব্যরূপ জ্ঞানীর বচন। কৰ্মমাৰ্গে অবিচ্যাতে বুঝহ স্থজন॥ হেনমতে বিরাটের করিত্ব আখ্যান। বুঝহ নারদ তুমি এবে আত্মজান॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। হরি মাত্র সংসারের একই আধার॥ ইতি বন্ধা কর্ত্তক ঈশ্বরের বিরাটরূপ নিৰ্বর সমাপা ৷

### ঈশনের প্রতি ভক্তির উৎপত্তি ও তাঁহার মাহান্ত্য কথন।

সূত কহে শুন শুন মুনীক্ত হুজন। 😊ক সুগামুত বাণী স্থধা প্রস্রবণ ॥ শুক কহে পরীক্ষিতে আনন্দিত মনে। আধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা সার এ ভূবনে॥ এতেক কহিয়া তবে ব্ৰহ্মা প্ৰজাপতি। কহেন নারদে কিছু আনন্দিত মতি॥ শুনিলে নারদ এবে বিশ্ব উৎপাদন। কি ভাবে বিলয় আরু কি ভাবে পালন। এখন শুনহ তাহে ভক্তি উৎপাদন। করিব তোমায় তাঁর মাহান্ম্য বর্ণন॥ নারদ কহেন তবে স্থির করি মন। শ্রেবণে আশ্চর্য্য অতি আধ্যাত্ম কথন॥ পুলকিত চিতে তবে কহেন ব্ৰহ্মন্। যাঁহা হ'তে এ ব্ৰহ্মাণ্ড হয় উৎপাদন॥ তিনিই তাঁহার মাঝে হইয়া বিকাশ। করেন আপন রূপ বিরাট প্রকাশ। ঈশ্বর তাঁহার নাম শুন তপোধন। অতীব আশ্চর্য্য কথা বিষ্ণুর বচন॥ আপন মগুলে থাকি যেমন তপন। মগুল বাহিরে স্থাথে বিভরে কিরণ॥ এ ব্রহ্মাণ্ডে সেইরূপ বাহিরে অন্তরে। সেই জগদীণ স্থথে অবস্থান করে॥ সমস্তই তিনি বই নাহি কিছু আর। এক ঈশ গণনাতে বিভিন্ন আকার॥ ঈশ্বরের নাভি হ'তে জনম আমার। জনমি দেখিকু যবে এ বিশ্ব সংসার॥ নয়ন উন্মীলি আমি হেরিম্ব নয়নে। যাহাতে জন্মিমু সেই পুরুষ রতনে॥ আমি ভিন্ন ঈশবের হেরিসু বৈভব। যজীয় সম্ভার তাহে করি অনুভব॥

পুরুষ শরীর হৈতে সবার স্ক্রন। বুঝিসু ক্রমেতে হেরি সবার গঠন॥ বিশ্ব তাঁর দেহ মাত্র বুঝিয়া হুজন। করিলাম ক্রমে আমি সব আহরণ॥ যজ্ঞের কারণ ছিল যাহা প্রয়োজন। করিলাম ক্রমে আমি সব আহরণ॥ শত শত পশু আর কুণ বনস্পতি। মনোহর যজ্ঞভূমি আর ঋতুমতি॥ প্রয়োজন যত পাত্র ঔষধি সকল। মধু স্নেহ যত কিছু আর রস জল॥ লৌহ স্বৰ্ণ আদি ধাতু ক্ষিতি আর জল। সাম, ঋক, যজু আর কর্মাদি সকল॥ চাতুর্হোত্র কর্ম্ম আর যত দেবগণ। দক্ষিণা ও ব্রত মন্ত্র যে উপকরণ॥ কল্প গ্রন্থ ও সকল যত অনুষ্ঠান। পাইলাম প্রয়োজনে প্রায়শ্চিত দান। বুদ্ধিবলে আহরণ করিয়া সকল। ব্যবহার করিলাম যজেতে কেবল। ভাঁহারি লইয়া বস্তু দিলাম তাঁহারে। এইমতে আরাধিন্ত বিবিধ প্রকারে॥ আমারে হেরিয়া হেন যত প্রজাপতি। মন সম ঈশ্বরার্থে যজে দেন মতি॥ আছিল যতেক ঋষি আর মন্থুগণ। পিতলোক দেবলোক যত দৈত্যগণ॥ আছিল যতেক তবে মানস স্থজন। মম সম যতের ঈশে করে আরাধন॥ এই যে হেরিছ বিশ্ব অপূর্বব রচন। নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে প্রকাশন॥ অন্তণ ছিলেন পূর্বে সেই ভগবান। বহুগুণ হইলেন ল'য়ে মায়া ভান॥ যাঁহার রূপায় বিশ্ব করিত্ব স্ঞ্জন। মহাদেব তাঁর বলে করেন হরণ॥ স্বীয় শক্তি ল'য়ে ঈশ করেন পালন। বিষ্ণু নামধারী হ'য়ে প্রকাশিত হন ॥

যেমন করিলে প্রশ্ন তুমি তপোধন। উত্তর করিসু তাঁর আধ্যাত্ম লক্ষণ॥ এই মাত্র তুমি মনে জানিবে হে সার। ঈশ্বরের রূপ মাত্র সকল সংসার॥ কার্য্য বা কারণে বস্তু হইল স্কুন। ঈশ হ'তে ভিন্ন নহে জ্ঞানীর বচন॥ দেথিয়া ভাঁহার কার্য্য হে ঋষি নারদ। দেখিব তাঁহারে বলি হ'য়েছিল মদ॥ উৎকণ্ঠিত হেরি মোরে সেই ভগবান। হৃদয় মাঝারে আসি হন অধিষ্ঠান॥ সে অবধি হৃদয়েতে সদা তাঁর বাস। মহত্ত্বে প্রকাশ তাঁর বাহ্যে অপ্রকাশ ॥ তাঁর ধ্যানে বাক্য মন অসত্যে না ধায়। কদাচ ইন্দ্রিয়গণ কুপথে না যায়॥ আমি বিশ্ব আর যত মম অনুচর। সদা সত্য পূজা করে ভাবিয়া অন্তর॥ সেই হেতু মন্দ পথে নাহি মম গতি। যা কহিব সত্য হবে জেনো হে স্থমতি॥ ভ্ৰমেও ভেবো না মিথ্যা আধ্যান্থিক জ্ঞান। মোর হৃদে মিথ্যা কভু নাহি পায় স্থান॥ সকলি ভাবিবে সত্য আমার বচন। বেদময় আমি হই তপোময় প্রাণ॥ প্রজাপতিগণ মোরে করয়ে পূজন। মিথ্যা নাহি কভু মম হৃদয় ভূষণ॥ শুনহ নারদ বলি নিগুট বচন। অতঃপর করি আমি যোগাবলম্বন ॥ নারিনু বুঝিতে তাঁরে কিবা তাঁর রূপ। কেমনে হ'লেন বংস তিনি সর্ব্ব ভূপ॥ যতই মহানু আমি ইহলোক মাঝে। সমস্তই বার্থ জেনো নটগণ সাজে॥ অধিক বলিব কিবা নারদ বাছনি। আমি কি বুঝিতে তাহা নারিমু আপনি॥ অস্তেরে কেমনে আসি করিব বিশ্বাস। হেরিতে স্বরূপ তাঁর কার নাহি আশ ॥

যেজন ত্যজিয়া এই যায়ার সংসার। একমাত্র হরিপদ করে হাদে সার ॥ যে পদ বলেতে সবে লভে মুক্তিধন। যে পদ এ জগতের মঙ্গল কারণ। জগতের সেব্য যাঁর এ হেন চরণ। নমস্কার তাঁয় করি দিয়া প্রাণ মন ॥ দেহের মাঝারে নিত্য বিরাজে আকাশ দেহী যথা তাহা নাহি জানয়ে প্রকাশ॥ নিজের মায়ায় তথা বিশ্বরূপ ধরি। আমি তুমি ভিন্ন রূপ হয়েন এছিরি॥ মায়াবলে আপনিই ভুলেন সকল। কেমনে জানিব তাঁরে মোরা দবে বল॥ বামদেব আর তুমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীজন। আমিও তাহার মধ্যে হই একজন॥ মোরা যদি কিছুমাত্র না জানিতু তাঁর। অপর দেবতা বল কি জানিবে আর॥ মায়ায় মোহিত হ'য়ে আমরা সকলে। ভাঁর মায়া স্ফট বিশ্ব কহি বুদ্ধিবলে॥ কার সাধ্য এই বিশ্ব বিনা সেইজন। তিলেক ইহার কিছু করয়ে স্ঞ্জন॥ যাঁহার মায়ায় কার্য্য করিন্ত কীর্ত্তন। ভাবিয়ে না পায় যাঁরে মহাজ্ঞানীজন॥ সে বিশ্বস্রস্টারে ভূয়ঃ করি নমস্কার। সেইজন বিনা শ্রেষ্ঠ নাহি কেহ আর॥ কি আশ্চর্য্য ভাঁর লীলা করিব বর্ণন। আপনি আপনা দিয়া স্বজেন আপন॥ আপনিই থাকি স্থটে করেন পালন। আপনাতে সেই সৃষ্টি করেন হরণ॥ সবা তিনি এই ভাবে করেন রমণ। আদি পুরুষের লীলা অপূর্ব্ব কথন॥ তাহা ভিন্ন এ জগতে নাহি কিছু আর। বিশুদ্ধ বলিয়া তাঁরে জানয়ে সংসার॥ জ্ঞান সত্যে সদা পূর্ণ যিনি নিত্যময়। আদি অন্ত বিবর্জ্জিত নিগুণ যে হয়॥

এক মাত্র যিনি হন নহে দ্বৈত্যয়। জীবাত্মার স্থথরূপে সদা সেই রয়॥ এ হেতু কল্পনা করে যত মুনিগণ। যোগবলে যবে করে ইন্দ্রিয় দমন॥ তাহাদের তবে হয় প্রশান্ত মানস। কুতর্কে যখন তারা নাহি হন বশ। যথন কুতর্কে মগ্ন ঋষিজন হন। তখন পূর্বের ভাব না হয় স্মরণ॥ তাই বলি হে নারদ শুন দিয়া মন। অপূর্ব্ব বিধির লীলা আধ্যাত্ম কথন॥ পুরুষ রূপেতে বিষ্ণু অগ্রে অবতার। নাম মাত্র জানে সবে নাহিক আকার॥ যে প্রভাবে স্বভাবের করেন পালন। পুরুষ তাহারে বলি বেদেতে গণন॥ পরে কাল, মম দ্রব্য, স্বভাব, বিকার। ইন্দ্রিয় বিরাট আর গুণের আকর॥ স্থাবর জঙ্গা ভ্রমে সদা সত্য জ্ঞান। পুরুষ হইতে দবে হ'য়েছে উত্থান॥ পরবর্ত্তী অবতার এ সকলে কয়। বেদের বচন ইহা কভু মিথ্য। নয়॥ আমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, দক্ষ প্রজাপতি। তুমি আদি ঋষিবর্গ যতেক স্থমতি॥ স্বলেকি, খলোক, আর নুলোক সকল। তপলোক আর যত আছে চলাচন॥ গন্ধর্ব, চারণ আর বিভাধরগণ। যক্ষ রক্ষ দর্প আর যত নাগগণ॥ প্রেতগণ-পতি আর দৈত্যেন্দ্র দানব। সিদ্ধগণপতি আর গুহুকাদি সব॥ মুগ পক্ষী ভূত প্রেত সকলের পতি। সকলেই তাঁর সৃষ্ট সম্ভান সম্ভতি॥ ইহলোকে যত আছে ঐশ্বর্যা অপার। ভাগবত তেজোযুক্ত যত গুণী আর॥ তেজঃ ও সহায়যুক্ত বল ক্ষমাশালী। শ্ৰীং ব্ৰীং বৃদ্ধি বৰ্ণ জীব হে সকলি॥

তাঁহারি বিভৃতি মাত্র তাঁহারি স্বরূপ।
সেইজন একমাত্র জগতের ভূপ॥
এমতে জানিলে তাঁরে জনমে ভকতি।
চরাচর জীবগণ তাঁহার বিভৃতি॥
এক্ষণে কহিব তাঁর লীলা অবতার।
শাস্ত্রেত বর্ণিত যথা বিবিধ প্রকার॥
অবতার গুণ যত করিলে প্রবণ।
কর্ণের দূরিত নাশ হয় সেইক্ষণ॥
এমন স্কন্দর কথা কহিব তোমায়।
ভাগবত গুণায়ত কর ভূমি পান।
পরিশুদ্ধ হবে দেহ জুড়াইবে প্রাণ॥
উপেক্র রচিল গীত ভাগবত সার।
সংসারের তরিমাত্র যেতে ভবপার॥
ইতি ভক্তির উপেত্তি গমাপ্ত।

ব্রন্ধা কর্ত্তক অবভারগণ বর্ণন। সূত কহে সম্বোধিয়া শুন ঋষিজন। শুক মুখ বিনিস্থত ব্যাসের বচন ম পরীক্ষিতে কহে শুক আনন্দিত মনে। অবতার কথা রাজা বুঝ হে আপনে॥ নারদেরে সস্তোষিতে কমল-আসন। অবতার কথা তিনি করেন বর্ণন॥ কহিলেন নারদেরে ব্রহ্মা শিরোমণি। হরি অবতার কথা শুনরে বাছনি॥ পরমান্ত্রা বলি যাঁর দিন্তু পরিচয়। মায়াবশে সেইজন অবতার হয়॥ বহু অবতার তিনি হন এ ভুবনে। তার মধ্যে কতিপয় শান্ত্রের বচনে॥ করিব সে হেন কথা এক্ষণে বর্ণন। একমনে শুন তবে নারদ স্তজন॥ প্রলয়ে যখন বিশ্ব গত রসাতল। সকলি সমুদ্রগয় নাহি মাত্র স্থল।

উদ্ধারিতে সে ধরারে করিয়া বিচার। ধরেন অনস্তদেব বরাহ আকার॥ ভীষণ উভয় দংষ্ট্রা রক্তিম নয়ন। অগ্রিময় তেজ তাঁর ভীষণ দর্শন ॥ এহেন রূপেতে দৈত্য করি বিনাশন। উদ্ধার করেন ধরা অপূর্ব্ব দর্শন॥ আকুতির গর্ভে পরে রুচির ঔরসে। জনমেন নারায়ণ জ্ঞান পরবলে॥ স্থ্যজ্ঞ তাঁহার নাম খ্যাত ত্রিভুবন। দক্ষিণা তাঁহার নারী জ্ঞাত জ্ঞানীজন॥ স্তথমা প্রভৃতি জম্মে তাহে দেবগণ। অপূর্ব্ব তাঁহার লীলা শান্ত্রেতে বর্ণন॥ দেবগণে অস্থরেরা করিলে পীড়ন। ইন্দ্ররূপে তিনি দৈত্য করেন নিধন॥ স্বায়ন্ত্রুব মন্ত্র তেঁই কহে তাঁরে হরি। দ্বিতীয়েতে অবতার সেই ভবতরি॥ তৃতীয়ে কপিল নামে হন অবতার। অতীব আশ্চর্য্য তাঁর জ্ঞান ব্যবহার॥ শৈশবে ত্যজিয়া মায়া লভিয়া বিজ্ঞান। জননারে ব্রহ্মজ্ঞান করিলেন দান। জননার সহ তাহে ভগ্নী নয়জন। মুক্তিপথে গিয়া করে মুকুন্দ দুর্শন। অতীব উত্তম তাঁর সেই উপদেশ। ইহ পাপ নাশে হয় বৈকুণ্ঠে প্রবেশ। অত্রি নামে মহাঋষি মহাতপোধন। বিষ্ণুরে সম্ভানরূপে করে আরাধন॥ ভক্তজন অভিলাষ পূরাবার তরে। সম্ভুষ্ট হইয়া হরি ভাবিয়া অন্তরে॥ হইব তোমার পুত্র কহেন তাহায়। ইহা বলি নিজ আত্মা তার স্থানে যায়॥ অত্রিকুলে জন্মি হরি দত্তাত্রেয় নাম। यह ७ रेट्ट्यश्रात लन निक धाम॥ আত্মজান উপদেশ করি মুক্তি দান। সবাকার স্থপবিত্র করিলেন প্রাণ॥

চারি অবতার এই হরির প্রকাশ। জ্ঞানীশুন শুনিবারে করে অভিলায়॥ বুঝহ নারদ এবে আমার বচন। এমত তাঁহার হয় গুণের কীর্ত্তন॥ স্ষ্টি অভিলাষ করি তপস্থা কারণ। মোর প্রতি তুই হন শ্রীমধুসূদন॥ সস্তুষ্ট হইয়া হরি পূরাইতে আশ। চারিজন পুত্ররূপে হয়েন প্রকাশ। সনক সনন্দ আর সনতকুমার। সনাতন আর নাম জ্ঞান-অবতার॥ চারি পুত্ররূপে হরি হ'য়ে অবিভাব। দেন মোরে উপদেশ জগতের ভাব॥ প্রলয় পূরবে যথা আছিল ভুবন। একে একে সেই সবে করেন বর্ণন। বৰ্ণনে কখন তাহা না হয় প্ৰকাশ। মুনিজন মনে হরি পূরাবেন আশ। বীজ-রূপে এ জগতে সকলি আছিল। কেমনে হইবে স্বষ্টি জ্ঞান নাহি ছিল॥ সেই জ্ঞান চারি রূপে করেন বিকাশ। এ মত হরির মায়া জগতে প্রকাশ॥ পঞ্চ অবতার ইহা জ্ঞাত সর্বজন। কুমারাবতার নাম শান্তের বচন॥ নক্ষ-কন্সা মৃত্তি গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে। জিমালেন তাহে হরি জ্ঞানপরবশে॥ যুগল রূপেতে তথা হন অবতার। নর নারায়ণ নাম অদ্ভত আকার॥ উগ্র তপস্থার বলে রিপু করি বশ। অজ্ঞানে শিখান সবে কিসে রিপু বশ ॥ অনঙ্গের সেনা যত অপ্সরার গণ। না পারে ভাঙ্গিতে থোগ হ'য়ে সংযোজন॥ উভ অপরূপ রূপ নেহারি নয়নে। কামবাণে তারা বিদ্ধ হইল আপনে॥ স্বীয় স্বীয় অঙ্গ হ'তে উৰ্বেশী প্ৰভৃতি। জনমি মজাতে উভে বিমোহিত মতি॥

অতীব স্থতীত্র উত্তে জ্ঞান করে দান। জ্ঞানবলে সকলের হয় স্বন্ধ প্রাণ॥ আশ্চর্য্য গুণের কথা শুন তপোধন। কামেরে করয়ে জ্ঞানী ক্রোধেতে দহন॥ नाहि दश्न व्याष्टदान नद नादायः।। ক্রোধ দ্বারা ক্রোধে তাঁরা করেন দহন॥ ক্ৰোধ নাহি উভ হৃদে শক্তিহীন কাম। ক্রমে সব রিপুগণ লভিল বিরাম॥ রিপু বশ মহাযোগ করিয়া প্রকাশ। বৈকুঠে করেন গতি শাস্ত্রের আভাষ॥ ধ্রুব নামে সেই হরি হ'য়ে অবতার। তপোভাব প্রকাশেন অন্তত আকার॥ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব তার নাম। বিমাতার বাক্যবাণে তাজে রাজ্যধাম॥ বনে গিয়া শিশু করে তপ ঘোরতর। তাহাতে সপ্তঊ হন দেব দামোদর॥ সন্তুষ্ট হইয়া তার তুষিবারে প্রাণ। ধ্রুবলোক বালকেরে করেন প্রদান॥ অতি পুণ্য ধ্রুষলোক অতি মনোহর। সপ্তর্ষি ও ভৃগুমুখে প্রশংসা বিস্তর ॥ অফমে বিখ্যাত হরি পুথু অবতারে। উদ্ধারিতে বেণরাজে পুত্রের আকারে॥ একদা অজ্ঞানে পৃথী হ'লে আচ্ছাদিত। এই ধরাধাম হয় যথেক্সা শাসিত॥ সদা মন্দপথে রত সেই মহারাজা। দ্বিজগণ অভিশাপে পায় মহা সাজা॥ গর্বব অহঙ্কারে আর রিপু পরবশে। ঐশ্বর্য্য পৌরুষচ্যুত নরকে নিবসে। এরূপ তুর্দ্দশা হেরি যত ঋষিজন। হরিপদে সবে মিলে করয়ে প্রার্থন ॥ যাহাতে বেণের হয় সহজে স্থমতি। না হয় বেণের যাহে নরকেতে গতি॥ শুনি এ প্রার্থনা বেণে তরাইতে হরি। হন অবতার তার পুত্ররূপ ধরি॥

পুথু তাঁর নাম হ'ল অপূর্ব্ব আকার। বেণেরে তারিল করি নরকে উদ্ধার॥ বেণে উদ্ধারিয়া তবে পৃথু নৃপমণি। ওষ্ধি ও রত্ন তরে দোহেন ধর্ণী॥ অদ্ভুত কীৰ্ত্তন তাহা অদ্ভুত বৰ্ণন। বুঝাই নারদ এবে আমার বচন॥ নবমে হয়েন হরি ঋষভাবতার। অগ্রিস্থত নাভির ঔরসে জন্ম তার॥ - স্লদেবীর গর্ভ হৈতে হন অবতার। পরমহংসের পদ করেন বিচার॥ সকলে সমান জ্ঞান ব্রহ্ম আত্মারাম। আনন্দেতে বিচরিত আনন্দাভিরাম॥ জডের সমান তাঁরে ভাবিত স্বজন। সদাই সমাধি যোগে রত তাঁর মন॥ সদা শান্তিময় তিনি সর্বব সঙ্গনাশ। ব্রহ্মময় এ জগত করেন প্রকাশ। মহাহংস পদ তাঁরে কহে জ্ঞানীজন। বুঝছ নারদ বাপু স্থির করি মন॥ দশমে ধরেন হরি হয়গ্রীব নাম। অতি অপরূপ রূপ ক্রিলোকেতে ধাম॥ যবে যজ্ঞ করিলাম আমি আরম্ভন। যচ্ছের পূরণ লাগি হয়েন এমন॥ যজ্ঞভূমি হ'তে তিনি হ'য়ে আবির্ভাব। যচ্ছের পুরুষরূপে ধরিলেন ভাব॥ স্থবর্ণ বরণ তাঁর অশ্ব মত শির। খাসেতে নিকলে বেদ, ছন্দাদি শরীর॥ একাদশে হন হরি মংস্থ অবতার। প্রলয়ে ভাদেন জলে লয়ে নৌকাভার॥ নিখিলে যতেক জ্ঞাব তাহাতে আশ্রয়। আমার প্রণীত চারি বেদ তাহে রয়॥ ভীষণ জলের স্রোত প্রলয় গর্চ্ছন। একার্ণর তাহে মন্ত্র করেন গণন॥ সে ভীম জলধি পরে সেই ভগবান। জীব বেদ লয়ে তিনি হন ভাসমান॥

অপূর্ব্ব হরির কীর্ত্তি করিতে প্রকাশ। প্রলয়ান্তে লোক বেদ তাহে স্থপ্রকাশ দ্বাদশে হয়েন হরি কুর্ম্ম অবতার। পুর্চেতে ম<del>ন্দ</del>র ধরি কুর্ম্মের আকার॥ অমৃতের লাগি মাতি স্থরাস্থরগণ। মন্দরে আনিয়া করে সমুদ্র মন্থন॥ অটল অচল সেই মন্দর পর্বত। ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ গিরি অতীব মহৎ॥ রজ্বপাশে নাগপতি তাহাতে বন্ধন। আকর্ষণ করে ইত স্থরাস্থরগণ॥ মন্থনের ভারে হ'য়ে মেদিনী কাতর। বিষ্ণুর সমীপে যান করি যোড়কর॥ মেদিনীর কফ্ট শুনি ত্রিলোকের পতি। ঘুচাতে মেদিনী হুঃখ যান শীঘ্ৰগতি॥ সমুদ্রের নিম্নে গিয়া মন্দরের তলে। কৃশ্মরূপে বিরাজেন আপন কৌশলে॥ অমৃত লাগিয়া যত ঘুরিল মন্দর। পৃষ্ঠের উপরে রহে নহেন কাতর॥ মেদিনীর তুঃখ হরি করিয়া বিনাশ। অচল ধরিয়া পুষ্ঠে রহেন প্রকাশ॥ অপূর্ব্ব হরির লীলা করিছে বর্ণন। শুনহ নারদ তুসি স্থির করি মন॥ স্থরাস্থর মহাবলে করিল মন্থন। কম্পান্বিত জলপতি হয়েন তখন॥ অস্থির জলধি জল অতি উতরোল। অমৃত ক্রমেতে তথা প্রকাশিত হ'ল॥ কূর্ম্মরূপী ভগবান রহেন অন্তরে। অপূর্ব্ব ভাবের কথা বুঝ বৃদ্ধিভরে॥ ত্রয়োদশে হন হরি নরসিংহ রূপ। হিরণ্যকশিপু বধে দৈত্যগণ ভূপ॥ অতীব তুর্বভ রাজা দেবগণ অরি। তপোবলে অহঙ্কারে নাহি মানে হরি॥ ভ্রুকৃটি কৃটিল মুখ অহঙ্কারী অতি। অন্তকের সম দেহ বেদহীন মতি॥

নরসিংহ হন হরি প্রহলাদে তুষিতে। ভীষণ আকার হেরি সবে কাঁপে চিতে॥ ভীষণ গর্জ্জনে গদা করিয়া প্রহার। বক্ষঃ চিরি কশিপুরে করেন সংহার॥ সরোবর মাঝে যবে হস্তীযূথপতি। পন্মহন্ত নাম তাঁর হরি পদে মতি॥ আক্রান্ত হয়েন তিনি কুম্ভীর গরাসে। অতীব ভীষণ রূপ কাঁপে সবে ত্রাসে॥ विश्राम शिष्ट्रा रखी जाटक नातायुग । শুনিয়া হস্তীর তুঃখ বিপদ ভঞ্জন ॥ ত্বরা করি যান তথা যথা সরোবর। শঙা চক্র গদা পদ্ম ল'য়ে গদাধর॥ গরুড় আসন আর বনমালা গলে। কুষ্কীরে বধেন তিনি স্বীয় চক্রবলে॥ উদ্ধারিয়া হস্তী হরি বৈকুপ্টেতে যান। কুম্ভীর পাইল মুক্তি হইয়া ছেদন॥ পঞ্চদশে হন হরি রূপেতে বামন। বুঝিবারে দান শক্তি বলির কেমন॥ অদিতির পুত্র বিষ্ণু সর্বকনীয়ান। গুণেতে হলেন তিনি সর্ব মঁহীয়ান॥ অন্তরে ধার্দ্মিক বলি বাছে ভিন্ন আর। ধার্ম্মিকের অনুচিত এহেন আচার॥ ঐশ্বর্য্য মদেতে মত্ত হইয়া রাজন। অকাতরে দানযক্ত করেন সাধন॥ প্রতিজ্ঞা হইতে চ্যুত নহেন কখন। সদা একমনে করে অতিথি সেবন॥ গর্ব্ব হেডু ছুই ভাব অন্তরে তাঁহার। হরিতে জগৎ নহে হরি ভিন্নাকার॥ অদ্বৈত ভাবেতে যজ্ঞ করেন সাধন। অকাতরে দান আর অতিথি সেবন॥ কৰ্ম্মেতে বিশুদ্ধ তিনি নাহি আত্মজান। হরিপদে সদা ভাঁর মতি বিভাষান॥ যুচাতে তাঁহার ভ্রম দেখাতে স্বরূপ। ধরেন বামন রূপ অতীব অমুপ॥

অতীব ক্ষুদ্রাঙ্গ বিষ্ণু অদিতি সম্ভান। বলিরে ছলিতে যান যথা যজ্ঞস্থান॥ তিন পদ ভূমি মাগি দেন তাঁহে জ্ঞান। স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য ত্ৰিভূবন আবরি দেখান॥ আশ্চর্য্য হইয়া বলি হেরেন বামন। প্রভাবল হেরি রাজা ধরেন চরণ ॥ ষোড়শে হয়েন হরি হংস অবতার। মনে ভাবি দেখ ঋষি করিয়া বিচার॥ যখন তোমার মনে ভক্তির উদয়। হরিনাম মাত্র মুখে উচ্চারিত হয়॥ তোমার সমক্ষে হরি হংস রূপ ধরি। প্রকাশেন ভক্তিযোগে পুণ্যলোক তরি॥ আর ভাগবত শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান। মনে ভাবি দেখ ঋষি করিয়া বিধান ॥ যেই ভক্তিযোগ শুনি যত সাধুজন। অনায়াদে বৈকুঠেতে করয়ে গমন॥ হংসরূপে ভাগবত ভক্তিযোগ সার। তব কাছে সেই হরি করেন প্রচার॥ এ হেন হরির মায়া কে বলিতে পারে। বুঝাই নারদ তুমি জ্ঞানের বিচারে॥ প্রত্যেক প্রলয়ে বিশ্ব হইলে বিলয়। মসুরূপে সেই হরি আগ্ন প্রকাশয়॥ একমনু স্ষ্টিনাশে কহে মন্বস্তর। মন্বন্তর রূপে হরি যুগ যুগান্তর॥ মন্বস্তর রূপে হরি হইয়া বিকাশ। পূর্বের সমান বিশ্ব করেন প্রকাশ। তাঁহার প্রভাব হয় অতি চমৎকার। তেজে দশদিক কাঁপে হইয়া অসার॥ ভূলোক হইতে সত্য করি জ্ঞানে জয়। তুষ্ট রাজগণে স্থুপে দমন করয়॥ পুনরায় ধর্মারুত্তি করিয়া প্রচার। ত্মাপন আনন্দে হরি করেন বিহার॥ অফ্টানশে হরি হন ধন্বস্তরি বেশ। নাস গুণে তারিবারে ভুবনের ক্লেশ ॥

সংসার পীড়ায় যবে হইয়া কাতর। মহাপীড়া বলে জীব কাঁদে নিরম্ভর॥ তবে অবতরী হরি ধশ্বস্তরি রূপে। উদ্ধার করেন সবে মহাপীড়া কূপে॥ নাম মাত্র মহৌষধি করিয়া প্রদান। স্থস্থির করেন তিনি কাতরের প্রাণ॥ যজ্ঞেতে অমৃত যবে দৈত্য করে দান। আকণ্ঠ পূরিয়া তিনি করিলেন পান॥ জীবাদির আয়ু জ্ঞান করিয়া বিধান। স্থাতে করেন তিনি বৈকুণ্ঠে পয়ান॥ ক্ষত্রিয়গণের যবে হ'ল বৃদ্ধি নাশ। পরশুরামেতে হরি উনিশে প্রকাশ॥ বৃদ্ধি ভ্ৰমে ক্ষত্ৰগণ চুদ্দান্ত হইল। বেদমার্গ ছাড়ি যবে ত্রাহ্মণে হিংসিল॥ ধর্মদ্রোহী ব্রহ্মদ্রোহী হইল যখন। সদাই কুকর্মে মতি অধর্মেতে মন॥ সংসার কণ্টক সম হইল বিকাশ। হরি তবে ভাবিলেন করিবারে নাশ। পরশুরামেতে হরি হ'য়ে অবতার। ধরেন পরশু করে অতি তীক্ষধার॥ অবনী কণ্টকরূপ যত ক্ষত্রগণ। একে একে সকলেরে করেন নিধন॥ একাধিক বিংশবার করিয়া ছেদন। নাশিলেন একেবারে ক্ষত্র পাপিগণ॥ বিংশতিতে হন হরি রাম অবতার। নবজনধর রূপ বিষ্ণুর আকার॥ মায়া বিনা নাহি হয় বিষ্ণুর বিকাশ। সেই হেডু মায়ারূপা সীতার প্রকাশ॥ ইক্ষাকু বংশেতে রাম লইয়া জনম। বীর্ঘ্যবলে রক্ষিলেন ক্ষত্রিয় ধরম॥ দশরথ পিতা তাঁর তাঁহার আজ্ঞায়। অরণ্যে যায়েন ল'য়ে পত্নী ও ভ্রাতায়॥ রাবণ কর্ত্তক সীতা তথায় হরণ। লক্কায় লইল সীতা হুফী দশানন ॥

মায়া ভিন্ন হরি বল কোথা শোভা পায় সীতা উদ্ধারিতে রাম ভাবেন উপায়॥ সমূদ্রে বাঁধিয়া সেতু বধিয়া রাবণ। সীতা উদ্ধারিল বিশ্ব মঙ্গল কারণ॥ অতীব অপূর্বৰ লীলা বর্ণন না যায়। যেই শুনে সেই হয় আশ্চর্য্য মান্নায়॥ যখন করেন রাম যুদ্ধ আয়োজন। অস্থির সমুদ্র কাঁপে ভয়ের কারণ॥ মহাদেব ভয়ে যথা সভীত ত্রিপুর। সমুদ্র তেমতি ভীত থাকি নিজপুর॥ প্রলয় রোষাগ্রি সম রামের নয়ন। হেরি জল জন্তু যত বিষাদিত মন॥ আপনার ত্রাণ হেতু পাতি বক্ষস্থল। জলনিধি ধরে সেতু করিয়া কৌশল॥ এমতে লক্ষায় গিয়া রাম গুণমণি। রাক্ষ্স সহিত যুদ্ধ করেন আপনি॥ শত ইন্দ্র পরাজয়ে বলী সে রাবণ। শত ঐরাবত দন্ত তৃণ সম জ্ঞান॥ ভেবেছিল তুরাচার তার সম আর। নাহি কোন বীর বুঝি পৃথিবী মাঝার॥ এড়েন ব্রহ্মান্ত রাম অতীব প্রচণ্ড। রাবণের কক্ষঃ ভেদি করে খণ্ড খণ্ড॥ ত্যজিয়া পরাণ করে স্বর্গেতে গমন। রামের মায়ায় বধ হয় দশানন। এমন রামের কীর্ত্তি শুন দেবখাষি। প্রচার করহ তুমি ইহা দশদিশি॥ একবিংশে হন হরি কৃষ্ণ অবতার। দাবিংশে হয়েন তিনি বলভদ্রাকার॥ অহ্বরাংশ ভূত যত হৃবীর্য্য রাজন। অনিয়মে এই ধরা করিল শাসন॥ धर्मालाश इरा यद व्यक्षं श्रवत । নাশিতে সে সব কৃষ্ণ জন্মেন কেবল। স্থাপিবারে ধর্ম হরি বিস্তারিয়া মায়া। অমাশ্রধ কার্য্য করি নাশেন সবায়॥

শৈশবে পুতনা যমলাৰ্জ্জ্ন নিধন। অবতার হেডু হেন করেন সাধন॥ ব্রজ্ঞেতে বিহারী হরি দেখালেন মায়া। অপরূপ অবতার ধরি নব কায়া॥ কালীয় যমুনাজলে বিষ করে দান। মরিল ব্রজের শিশু করি করি জলপান। কালীয় দমনে জল নিবিষ করিয়া। ব্ৰজশিশুগণে কুষ্ণ দেন বাঁচাইয়া॥ দাবানলে নিশাযোগে ব্রজের দহন। ব্রজবাসী নিদ্রাঘোরে সবে অচেতন॥ ব্রজের বিনাশ হেরি দয়াময় হরি। নির্ব্বাপেন দাবানল মহা রূপা করি॥ অপূর্ব্ব রূপেতে ব্রজে করেন বিরাজ। বলরাম সহ হরি করি হেন কাজ॥ শিশুরূপে হরি লভি যশোদা জননী। লীলাবশে যাতি ক্ছু হরেন নবনী॥ মায়ারূপে যেই হরি লয়েন নবনী। হেরি রুষ্ট হ'য়ে তাঁর ভ্রমান্ধ জননী॥ জব্দ করিবারে তাঁরে রজ্জু ল'য়ে যায়। শিশুরূপী হরি বাঁধে মহাবলে হায়॥ কোমরে বান্ধেন হরি অতি স্যতনে। কোনমতে না কুলায় মায়ার বন্ধনে॥ গোপী যত যুড়ে দড়ি তত অকুলান। আশ্চর্য্য হইল গোপী না বুঝি সন্ধান॥ দেখাবারে জননীরে আপন প্রভাব। স্থির করি মনে হরি ধরি নব ভাব॥ জুম্ভন করিয়া খুলি আপন বন্ধন। দেখায় মায়েরে হরি এ চৌদ্দভূবন॥ আশ্চর্য্য হইয়া গোপী শিশু কোলে ল'য়ে। চুম্বেন তাহার গালে মায়ামুগ্ধ হ'য়ে॥ যখন মায়ের পুক্র হরি গোপগণ। পর্বত গুহায় সবে করিল গোপন॥ উদ্ধার করেন হরি সকলে কুপায়। মহাকায় দৈত্যগণে বধিল হেলায়॥

যথন ব্রজের গোপ হইবে নিধন। হরি কুপা বলে যাবে বৈকুণ্ঠ ভবন॥ যজভঙ্গে রুষ্ট ইন্দ্র ব্রজ নাশিবারে। मक्ष िन वाति वर्ष मुष्यात धारत ॥ জলেতে ডুবিল ব্রজ মরে গোপগণ। ধেমুগণ প্রাণভয়ে দেয় সম্ভরণ॥ মহাভয় উপস্থিত ব্রজের মাঝারে। যজ্ঞনাশে ব্রজনাশ করে বক্সধরে॥ শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়া মনে করিতে রক্ষণ। অনন্ত হস্তেতে লন গিরি গোবর্দ্ধন ॥ তত্বপরি যত গোপ গোপী ধেমুগণে। আশ্চর্য্য রহিল যেন নক্ষত্র গগনে॥ ইন্দ্র হ'য়ে পরাজিত বিষ্ণু মায়াবলে। ব্রজেতে যজের ভাব নাশিলেন ছলে॥ রাসের বাসনা করি সেই নারায়ণ। যমুনার কুলে বাঁশী করেন বাদন॥ বাঁশীর ধ্বনিতে সব মুগ্ধ গোপিগণ। কুষ্ণ দরশন আশে করিল গমন॥ যমুনার কূলে গোপী হেরি কালাচাঁদে। वैश्विम मत्नव वास्क निक काम कार म পুরাতে কামনা সবে করিলেন রাস। শরতের পূর্ণচন্দ্রে নিকুঞ্জেতে বাস॥ যতেক গোপিনী রত কুষ্ণের সেবনে। হেনকালে শশ্বচুড় আসি সেই বনে॥ কামোন্মত হ'য়ে দৈত্য ধরে গোপীগণ। শান্তি হেতু তারে কৃষ্ণ করেন নিধন॥ আর যত তুষ্ট বীর রুকা শিশুপাল। বধেন সকলে কৃষ্ণ বুঝি কালাকাল॥ মহাকুরুক্তের রণ হ'লে সজ্ঞটন। মৎস্থ কুরু সঞ্জয়াদি মরণ সাধন॥ পাগুব রূপেতে হরি করিয়া রমণ। করিলেন পাপীগণে স্বীর্য্যে নিধন ॥ বধিয়া সকলে করি হুস্টের দমন। বৈকুণ্ঠে সবারে হরি করেন প্রেরণ।

অপূর্বৰ হরির লীলা বর্ণন না যায়। আধ্যাত্মে বুঝহ ঋষি কুষ্ণের মায়ায়॥ কালে কালে যবে জীব অল্পায়ু হইবে। আগম নিগম ধর্ম কিছু না বুঝিবে॥ বুঝিবারে বেদ ধর্ম মায়াময় হরি। করিবেন স্তবিভাগ বেদ ধর্ম্ম চারি॥ সতাবতী গর্ভে তিনি লইয়া জনম। থ্যাস নামে আসিবেন তারিতে ভুবন॥ ত্রযোবিংশ অবতার ব্যাস নাম তার। আগম, নিগম, বেদ হবে ভিন্নাকার॥ বেদ ধর্মধারী।গণ হইলে বিনাশ। যবে ধর্মহীনজন হইবে প্রকাশ॥ ত্বৰ্ববুদ্ধি করিয়া নাশ করি শুদ্ধমতি। উপধৰ্ম বুঝাবেন ধৰ্মে দিতে রীতি॥ চতুর্বিবংশ অবতার বুদ্ধ তাঁর নাম। পাষগু বেশেতে হরি লবেন বিরাম॥ কলিযুগে হরিনাম হইলে বিনাশ। পাষণ্ড সমান দ্বিজ হইলে প্রকাশ। স্বাহা স্থা বষট্কার আদি বাণী যত। উচ্চরিত না হইয়া হইবেক হত॥ সকলেই পাপে রত বাড়ায়ে ভূভার। হইবেন তবে হরি কল্কি অবতার॥ ধরিয়া কল্কির রূপ নাশি তুইতগণে। সত্যবুগ পুনঃ আনিবেন এ ভুবনে॥ পঞ্বিংশ অবতার মহাকল্কি নাম। বৈকুণ্ঠ পৃথিবী তবে হবে এক ধাম॥ বুঝহ নারদ দিয়া আপনার মন। হেনমতে বিশ্বে ব্যাপ্ত সেই নারায়ণ॥ পঞ্চবিংশ অবতার করিমু প্রকাশ। অফটিকে প্রকাশিত হইল উল্লাস॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা দার। হরি মাত্র এক তরি তরিতে সংসার॥ ইতি ব্রহ্মা কর্ত্তক অবভারগণ বর্ণন সমাপ্ত।

প্ৰদা কৰ্ত্ব ভাগৰত মাহাত্মা কংন। সূত কছে সম্বোধিয়া যত মুনিজন। কি কহেন পরে ব্রহ্মা অপূর্ব্ব বর্ণন। নারদে সম্বোধি ত্রহ্মা কহেন তথন। অবতার লীলা বৎস করিলে প্রবণ॥ েযে শাস্ত্র কহিন্ম তোমা ভাগবত নাম। শুনিলে পবিত্র হয় মহালোক ধাম॥ সে শাস্ত্র মাহাত্ম্য এবে করিব বর্ণন। অবহিত হ'য়ে তবে করহ প্রবণ॥ হেন কথা বলি শুক তুলিয়া বদন। পরীক্ষিতে কহিলেন স্থমিষ্ট বচন॥ ব্রহ্মার বচন যাহা করিমু বর্ণন। অবহিত হ'য়ে রাজা করহ শ্রবণ॥ ভাগবত শাস্ত্র ইহা সর্বব শাস্ত্র সার। ইহাতে ত্রন্মের কথা করিলে বিচার॥ নারদে মাহাত্ম্য তাঁর করিতে বর্ণন। ইচ্ছিলেন মনে মনে ব্ৰহ্মা ভগবান। সেই কথা শুন রাজ। অবহিত চিতে। অমূল্য সে হরিকথা বুঝিলে বিহিতে॥

### ত্রিপদী।

শুন দেব থাষি, জ্ঞানযোগ নিশি, ভাগবত কথা সার। ব্রহ্ম নিরূপণ, বিষ্ণুর বচন, অন্তরে রহয়ে যাঁর॥ করিব এখন, মাহাত্মা বর্ণন, করি অবতার শেব। কহিও সকলে, বৃদ্ধি জ্ঞানবলে, যথায় পাইবে দেশ। তাহার মায়ায়, ব্রহ্মার আজায়, মজিয়া বিষণ্ণ তৃপে। ় কারণ. বুঝিসু সে জনে জপে॥

নব প্রজাপতি, সৃষ্টি অধিপতি, সবে হবে তপোধন। আমার সহিত, স্থজনে বিহিত, নিযুক্ত সবার মন॥ ·মোসবার বলে, মায়ার কৌশলে, রচিত হেন ভবন। সকলি কুপায়, ব্ৰহ্মার মায়ায়, রহে সদা সর্বক্ষণ॥ বিষ্ণু ধর্মা মত্ন, আর দেব অনু, যতেক অমরগণ। করিতে পালন, সদা সর্ববক্ষণ, পাইয়া ত্রন্ধার মন॥ দর্প বিষধর, অধর্ম সঙ্কর, নিরত সংহার কাজে। ব্রক্ষের কুপার, মোহিত স্বায়, হইয়া সবে বিরাজে॥ তাহা হ'তে গণি, যত দেবমুনি, এই বিশ্বে যাহা রয়। রুদ্রদর্প মত, ধৰ্ম্মাধৰ্ম যত, সকলি ত্রক্ষেতে লয়॥ তাঁহার অঙ্গেতে, বুঝিলে মনেতে সকলি শোভিত রয়। সে জন ব্যতীত, নহেত কিঞ্চিত, এই বিশ্বে প্রকাশয় ॥ আপন প্রভায়, শোভিত সভায়. সতত রহে যে জন। যা হেরি নয়ন, এই ত্রিভুবন, ব্যাপিয়া ভাঁর চরণ॥ তপঃ সত্যলোক, পুণ্যের গোলোক, সকলি তাঁহাতে রয়। কার হেন মন, সে ব্ৰহ্ম গণন, • করিতে সক্ষম হয়॥ হইয়া ভ্ৰমন, যত ধূলিচুৰ্ণ, হেরিছে নয়ন, যদিও গণিতে পারে।

নাহি গণা যায়, কুপায় গ্ৰহণ, **ত্রকোর মা**য়ায়, অভাব মন বিচারে॥ বুঝ পুণ্যবান, সেই ব্রহ্ম নিরূপণ। কহিলে দৰ্ববা, ন মমতা ত্যজন, অপূৰ্ব্ব সে কথা, নহে স্পষ্টেতে লক্ষণ॥ যত মুনিগণ, জানিতে ব্ৰাহ্মণ, জিমল তোমার আগে। আমিও স্জন, স্জন কারণ, না জানিমু কোন আগে॥ व्यस्तत्र উদয়, অন্তরে বিলয়, বিছ্যুৎ চমকে যথা। তিনিই অনস্ত, তাঁহার যে অন্ত, সোদের জানা অযথা॥ সে জনে জানিতে, অদীম বুঝিতে, কভু না কেহই পারে। জ্ঞানের দর্পণে, হৃদয় আসনে, দেখা যায় সে আকারে॥ গুণের কথন, না যায় বর্ণন, কহিতে বাক্যের ভাবে। পাইয়া দে জন, সহস্ৰ আনন, নারে প্রকাশিত ভবে॥ অনন্ত হইয়া, অন্ত না পাইয়া. মায়ায় মোহিত সদা। আর কার কথা, কহিব সর্ব্বথা, বুঝিবে সে জনে কদা॥ কুপা বরিষণ, অনন্ত সে জন, করেন জীবের পরে। যে জন তাঁহার, করে সদাচার, সেই পায় কুপাবরে॥ ভয় নাহি পায়, যাঁছার কুপায়, বিস্তৃত দবার মনে। যে জন জাগয়, সেই তাঁরে পায়, ভাবিয়া অমূল্য ধনে ॥

করয়ে যে জন, বুঝায়ে সে তাঁর মায়া। লাগাইয়া জ্ঞান, ত্যজি মায়া ছায়া, মিথ্যা ভাব কায়া, আত্মীয় স্বজন জায়া॥ করিবে তখন, ধরিবে জন্ম-চরণ। দূরে যায় তাপ, দূরে যায় পাপ, অতি কলুষিত মন॥

পয়ার।

এ ভবে সে জন মায়া জানে যত জন। কয়েক জনের নাম করিব বর্ণন॥ শুনহ নারদ বাপু করি স্থির মন। তাঁদের নিয়মে পায় ব্রহ্ম নিরঞ্জন ॥ তোমরা যতেক ঋষি আর আশুতোষ। দৈত্যেন্দ্ৰ প্ৰহ্লাদ আর মন্ত্ৰ মহীতোব॥ শতরূপা মন্ত্রপত্নী তাঁহার সন্তান। বর্হি, ঋতু,, অঙ্গ, ধ্রুব, বংশের বিধান॥ আর আমি তিন লোক করিয়া স্থলন। ব্ৰহ্মযোগমায়। জানি শুন তপোধন॥ ইক্ষাকু ও মৃচকুন্দ, পৃথু রঘুবীর। विराम्ह ७ गाथि, गग्न व्यवहीय शीत ॥ সগর, নহুষ আর মান্ধাতা স্ক্রন। অলর্ক ও রম্ভিদেব সে বলি রাজন॥ অজ ও দিলীপ আর সৌভরি রাজন। উত্তঙ্গ শিবি আর পিপলাদগণ ॥ দেবল উদ্ধব,আর দেব পরাশর। ভুরিষেণ বিভাষণ শুক যোগীবর। হতুমান পার্থ আর বিচুর স্কুজন। শ্রুতদেব অষ্টিসেন আদি মহাজন॥ এ সকলে মহামায়া জানিয়া অন্তরে। ব্রক্ষেতে সঁপিয়া আত্মা পায় মুক্তিবরে॥

ছেন ভাগবত মায়া সংদার মাঝারে। যে বুঝে পবিত্র হয় মুক্তি পারাবারে॥ সেই মায়। বাক্য আমি করিমু বর্ণন। শুনহ নারদ বাছা দিয়া নিজ মন॥ নারী শুদ্র হন আর যতেক শবর। পাপযোনি প্রাপ্ত যত তির্য্যক প্রবর॥ যেইজন ভাগবতে দেয় মন প্রাণ। সেই পায় বুঝিবারে ত্রক্ষের নিদান॥ এই ভাগবত শিক্ষা যেই জন করে। ব্ৰহ্ম জানি মুক্তিলাভ পায় সেই নরে॥ অজ্ঞানের জ্ঞানপথ ভাগবত সার। করিত্ব নারদে তোমা যতনে প্রচার॥ সদা তিনি স্থখময় সদা শান্তিময়। বৃদ্ধির আগার তিনি নাহি তাঁহে ভয়॥ সদা শুদ্ধময় তিনি সদা সত্যপর। আত্মতত্ত্ব রূপ মাত্র হন সর্কোপর॥ শব্দ কথা ক্রিয়াযুক্ত না হয় কখন। মায়া যথা লঙ্জাভরে করে পলায়ন॥ সেইজনে ত্রহ্মরূপ করিয়া কল্পন। শান্তির আগার কহে যত বুধগণ॥ হৃদয়ে জানিল তাঁহে যত্নীল জন। না করিবে কর্ম্মজ্ঞান মোক্ষের সাধন॥ বারি আদে যে দরিদ্র ল'য়ে অস্ত্র বলে। ভুবনে থোনয়ে কৃপ করিয়া কৌশলে॥ বারি লভি তথা সেই ত্যজে অস্ত্রবলে। ব্ৰশ্বজ্ঞানে কৰ্ম্ম ত্যাগ সে হেন কৌশলে মঙ্গলের দাতা যিনি ব্যাপিরা ভুবন। বুঝিলে সে জনে কর্মা কিসের কারণ॥ দেহের প্রলব্ধ কর্ম মাগার কারণ। আত্মা বিনা দেহ নাশ জানিলে যেজন। আগ্নার বিনাশ তাই ত্রন্সের স্বরূপ। দেহ তাজি মন দিবে আত্মার অনুপ॥ তাহাতে পাইবে জীবে মহা আত্মজান। তাহাতেই মহামুক্তি ত্রক্ষেতে নির্বাণ॥

। ভাগবত ভাব কিছু করিব বর্ণন। সংক্ষেপে তোমার কাছে মহাতপোধন॥ যা দেখিছ এ জগতে হরির স্বরূপ। হরি বিনা ত্রিভুবনে নাহি অন্তরূপ॥ ব্রক্ষার বিভূতি মাত্র কর সংখোজন। ভাগৰত নামে শাস্ত্ৰ হ'ল প্ৰণয়ন ॥ অন্তরে উদিয়া ব্রহ্ম দেন উপদেশ। সংক্রেপেতে এই কথা করিলাম শেষ॥ মহাবৃদ্ধিমান তুমি বলিসু তোমায়। যে প্রশ্ন করহ তুমি পূর্বেতে আমায়॥ এই ছেন সার কথা ভাগবত সার। সংসারে যাইয়া ঋষি করহ প্রচার॥ বিস্তার করিয়া সবে করিও বর্ণন। হরি প্রতি যাহে ভক্তি দেব নরগণ॥ মহাফল ইথে আছে শুন তপোধন। ঈশ্বর আজ্ঞায় যেবা মায়ার বর্ণন॥ করয়ে সর্ববত্র পদা ব্যাপী ত্রিভূবন। মায়ায় মোহিত কভু নহে সেই জন॥ উপেব্রু রচিল গীত হরিকথা সার। বুঝিলে পবিত্র হবে এ তিন সংসার॥ ইতি ভাগৰত মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

ভবদেবের প্রতি রাজা পরীক্ষিতের তৃতীর প্রশ্ন।
সূত কহে শৌনিকেরে শুন দিরা মন।
এত শুনি কি করেন পাগুব-নন্দন॥
নারদে বিদায় দিয়া জ্ঞানের সংহতি।
বিসিলেন পর্যাদনে ব্রহ্মা মহামতি॥
এরূপে কহিয়া শুক আধ্যাত্ম বচন।
উত্তরেন যথা প্রশ্ন করেন রাজন॥
উত্তর করিয়া ক্রমে শুক সমাপন।
নিত্তর হইয়া রন আপন আসন॥
আধ্যাত্ম কীর্ত্তন শুনি রাজা পরীক্ষিত।
ক্রপেক আশ্চর্য্য হন হ'য়ে অবহিত॥

পুনশ্চ বন্দিয়া শুকে কছেন রাজন। ধশ্য ধশ্য তব জ্ঞান ওহে তপোধন॥ আলোক প্রকাশে যথা অন্ধকার নাশ। তেমতি হৃদয়ে হয় জ্ঞানের প্রকাশ। ব্রহ্মার নিকটে জ্ঞান লভিয়া নারদ। পূর্ণ করিলেন নিজ জ্ঞানময় হ্রদ॥ ব্রহ্মার অনুজ্ঞা ল'য়ে সেই তপোধন। হরিগুণ কথা তবে করেন বর্ণন। যাঁহারে যে রূপে সেই মহ। তপোধন। হরি তত্ত্ব কহিলেন নিগুণ বর্ণন॥ কোন বা সে সব শ্রোতা কোন তত্ত্বজ্ঞান। কর তত্ত্ববিদ্ তাহা আমারে প্রদান॥ কুষ্ণকথা হেনভাবে কর ঋষি দান। যাহাতে পবিত্র মোর হয় মনপ্রাণ॥ যাহাতে স্থথেতে আমি ত্যজি কলেবর। সেই পদ-প্রান্তে যাই প্রফুল্ল অন্তর॥ ভাগবত কথা যেবা করয়ে শ্রবণ। ভক্তিভাবে যেবা তাহে দেয় নিজ সন ॥ বিশ্বাস ভাঁহার হৃদে করয়ে প্রবেশ। তাহাতেই ভগবান হয়েন আবেশ। जकातक निया रुति रुन्एय यारेया। বিশ্বাসী পাপীর পাপ দেন ভাসাইয়া॥ শরতের বারি যথা সরসাঁ উপরে। পতিত হুইয়া মলিনতা দূর করে॥ মায়ায় মণ্ডিত হৃদে হরি আগমনে। পাপ নাশ তথা হয় পুণ্যের মিলনে॥ যথায় প্রবাদী আসি নিজ বাসস্থান। নাছি আশ পুনঃ করে প্রবাস প্রয়াণ॥ বাসস্থান প্রিয় তার সর্ব্বাপেকা হয়। অন্তর লাগায়ে তাহে স্বখেতে রহয়॥ তেমতি হরিরে লভি আপন অন্তরে। সে চরণ কভু নাহি ছাড়ে কোন নরে॥ সর্বক্রেশ ঘুচে তার হরি সন্দর্শনে। কেমনে ছাড়িবে বল সে হেন চরণে॥

কর দ্রের ছেন কথা কুপায় বর্ণন। সার্থক হুউক মোর নশ্বর জীবন॥ আর এক প্রশ্ন দেব জিজ্ঞাসি তোমায়। উচিত কহিয়া ভ্রম নাশিবে আমায়॥ এই যে স্বাত্মার দেহ এই কলেবর। ভূতের সংযোগে স্বষ্টি অন্তর উপর॥ অলোকিক এই কার্য্যে লাগে গম মনে। আর কি কারণ আছে কহ মূঢজনে॥ অথবা স্বভাবে জন্ম স্বভাবে মরণ। কহ দেব রূপ। করি সেই বিবরণ॥ আত্মজ্ঞানে পূর্ণ তুমি জ্ঞাত দর্ববাণী। প্রকাশিয়া হুন্থ কর মম মূঢ্প্রাণী॥ আর এক কথা দেব জিজ্ঞাসি তোমায়। করিয়া ভ্রান্তির নাশ করিবা আমায়॥ ঈশ্বরের গর্ভ হ'তে লোকিক কমন। প্রাত্নভূতি হয় পূর্বেব এ বিশ্বে কেবল॥ তাহাতে জন্মিল বিশ্ব বিশ্ববাজ জীব। অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা বিশ্বর অতীব॥ অবয়ব মতে জীবে জীবের প্রকাশ। ঈশ্বর সেইরূপে করে অবয়বে বাস॥ সর্ব্ব জীবময় তিনি মহাবিশ্ব রূপ। সর্বব অবয়ব ভাঁহে অতীব অনুপ॥ এইরূপে ধদি হয় ঈশ্বর স্কর। জীব আখ্যা কেহ তাঁরে না দিবে কখন॥ জীবে পরমেশে তবে ভেদ কিবা হয়। সেই কথা কছ দেব হ'য়ে কুপাময়॥ বাঁর নাভি পন্মে জন্মি ভূতাত্মা ব্রহ্মন্। ভূত ল'য়ে এই বিশ্ব করেন স্ঞ্জন॥ সেই ব্রহ্মা সে উপায়ে তাঁহারে নেহারি। আধ্যাত্মেতে প্রকাশেন মুকুন্দ মুরারি॥ কছ দেব সেই কথা সর্ব্ব সারাৎসার। শুনিলে পাইবে মুক্তি সকল সংসার॥ কেমনে সে মায়াময় সবার হৃদয়ে। সায়ায় রাখিয়া দান্ত রহেন উদয়ে॥

সেই মায়াবলে কিসে বিশ্বের স্ক্রন। কিসে বা বিলয় ভাহ। কিসে বা পালন ॥ সেই কথা কহ দেব মহা আত্মজান। কুপা করি কর দেব আমারে প্রদান ॥ ইতিপূর্বেব তব মুখে করিমু শ্রবণ। ঈশ্বর অঙ্গেতে রহে এই ত্রিভূবন॥ দিকপাল যত আছে ল'য়ে দিক্গণ। সকলি ভাঁহার অঙ্গে সতত শোভন॥ কেমনে দে কথা হয় বিশেষ প্রমাণ। কহ দেব কুপা করি হেন জ্ঞানদান॥ কল্প বা কল্লান্ত কিসে হয় অনুমান। অভূত অতীত আর কাল বর্ত্তমান॥ স্থূল দেহ কতদিন আয়ু পায় দান। পিতৃ বা দেবাদি আয়ু কিসে পরিমাণ॥ কেমন কালের গতি সূক্ষ্ম বা রহং। কহ দেব মোর প্রতি হ'য়ে রূপাবৎ॥ কর্মগতি কোনরূপ কত তার কাল। কোন পরিমাণে গুণ সংসারে বাহাল। পাপ পুণ্য কোন বস্তু কিসে উপজয়। বুঝিব কেমন তাহা অন্তরে উদয়॥ ত্রিভুবন, ব্যোম, গ্রহ আর তারাগণ। সরিত, সমুদ্র, দ্বীপ কিসে উৎপাদন॥ কোথা কোন জীবগণ করে হুখে বাস। ঈশ্বর নির্দেশে কিবা নামের প্রকাশ। এই যে ব্রহ্মাগুকোষ এর পরিমাণ। অন্তর ইহার কিবা বাছ কিসে জ্ঞান॥ জিমাল ভুবনে দেব যত মহাশয়। করহ প্রকাশ দেব সর্বব কীর্তিচয়॥ বর্ণ ও আশ্রম কিবা ধর্ম্মের প্রচার। কাহাতে উচিত কিম্বা কোন বা প্রকার॥ কোন ভাবে হরি হন ভূমে অবতার। প্রত্যেক মাহান্ম্য কহ করিয়া বিচার॥ কাহারে কহয় যুগ যুগের গণন। কোন যুগে কোন কৰ্ম করছ বর্ণন।

মানব বিশেষ কর্ম্ম আর সাধারণ। তাহার রক্তান্ত দেব করহ বর্ণন॥ বাণিজ্যে কর্ত্তব্য কিবা রাজর্ধি আচার। বিপদে পতিত জীবে ধর্ম কি প্রকার॥ এই যে প্রকৃতি হেরি মনোহর ছায়া। কহ দেব তার তত্ত্ব ত্যজি মহামায়া॥ প্রকৃতির হেতু কিবা কোন বা লক্ষণ। কোন বা নিয়মে ঈশে হয় আরাধন॥ আধ্যাত্মিক মহাযোগ তাহার কারণ। কহ দেব কুপা করি সেই বিবরণ॥ কিবা লাভে যোগিগণ যোগে দেয় মন। যোগের মাঝারে বল কি আছে রতন॥ কেমনে যোগীর হয় আত্মা তিরোভাব। কহ দেব কুপা করি তাহার প্রভাব॥ বেদ উপবেদ শাস্ত্র আর ইতিহাস। পুরাণ কাহারে কয় কিসে বা প্রকাশ। অনস্তর সে প্রলয় ভূত সকলের। স্থৃত স্থিতি কারে কয় বুঝিবারে ফের॥ মহাপ্রলয় যেরূপ ইফ্ট পূর্ণকাম। কিরূপে ত্রিলোক সৃষ্টি কহ গুণধাম॥ বিলয় হইয়া জীব কি ভাবে উপজে। বন্ধ মোক্ষ কিসে জীব মায়াবশে মজে॥ স্বরূপ জীবের কিবা কিনে অবস্থান। পাষত্ত না হয় কিসে করহ প্রমাণ॥ ঈশ্বর স্বতন্ত্র ইহা জ্ঞানীর বচন। কিরূপে আত্মার রূপে মায়াতে মগন॥ প্রলয় ত্যজিয়া মায়া সেই গুণমণি। কিদে সর্ব্ব সাক্ষীরূপে শোভেন আপনি॥ মহাবিশ্ব তত্ত্ব ইহা ইথে মারা ভ্রম। ইথে মহাব্যথা মোর পাইল মরম॥ সর্বশাস্ত্রবিদ্ বেদ বিষ্ণু সহচর। এ বিপদে কুপ। করি ত্রাণ্ড সত্তর॥ যে প্রশ্ন করিমু দেব তোমার সকাশ। জানিবারে সদা মোর অন্তরে প্রকাশ।

উত্তর করহ দেব করি কুপাদান। স্থাহির হউক মোর ক্ষণিকের প্রাণ॥ আত্মভূ ত্রহান্ যথা জানেন দকল। তাঁর সম মহাজন জ্ঞাত সে কৌশল॥ সেই হেড় তব কাছে করিমু প্রকাশ। মিটাও মনের বাথা মহাব্রহ্ম আশ। কি বলিব হে ত্রহ্মন্ ! হরিকথা শুনি। অনশনে দ্বিজ্বাপে নাহি ক্লেণ গণি॥ সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিজন। পরীক্ষিত প্রশ্নে শুক আনন্দিত মন॥ আনন্দে কহেন শুক মহাজ্ঞান বাণী। শুনিলে স্থান্থির হয় পাপীগণ প্রাণী॥ কল্লের আদিতে ব্রহ্ম আদি ভগবান। ব্রক্ষারে দিলেন যথা ব্রক্ষাজ্ঞান দান॥ সেই ভাগবত কথা শুক তপোধন। পরীক্ষিত সম্মুখেতে করেন বর্ণন॥ যথা পরীক্ষিত প্রশ্ন জ্ঞানের ভারতী। শুকদেব উত্তরেন তাঁহারে তেমতি॥ উপেব্রু রচিল গীত হরিকথা সার। ভাগবত পগ্যছন্দে তারিত সংসার॥ ইতি পরীক্ষিতের ভূতীর প্রশ্ন সমাপ্ত।

বন্ধ। ও ঈশ্বর সংবাদ।
সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিগণ।
শুকদেব কথায়ত অমৃত নিঃম্বন ॥
যথা জিজ্ঞাসেন তাঁরে রাজা পরীক্ষিত।
উত্তরেন তথা শুক হ'য়ে; অবহিত॥
কহিলেন শুক তবে সম্বোধি রাজায়।
শুন রাজা প্রম্মোন্তর আধ্যাত্ম বিদ্যায়॥
ঈশ্বর স্বরূপ কিছু কহিব রাজন।
মহা ব্রশ্বজ্ঞান তাহা শুন দিয়া মন॥
প্রকৃতি হইতে পর হন সেইজন।
অকুভবে হয় সাত্র তাঁর দরশন॥

এই বিশ্ব তাঁর মায়া জগতে প্রকাশ। মায়ায় পতিত জনে না হয় বিকাশ॥ িনিদ্রিত যেমন ছেরে নিদ্রায় স্বপন। মায়াময় তথা হেরে সেই নিরঞ্জন॥ মায়া না ত্যজিলে নাহি হয় অফুভব। অমূভবে হেরে জ্ঞানী সেই আত্মভব॥ নিজ মায়া প্রকাশিয়া সেই জগদীশ। বছরূপে প্রকাশিত ব্যাপি সর্ববিদশ। গুণেতে আসক্ত হ'য়ে সেই ভগবান। আত্মারূপে আমি তুমি হেন অভিযান॥ অতএব নৃপ শুন আমার বচন। যদি চাও করিবারে ত্রহ্ম নিরূপণ॥ "আমি তুমি" অহঙ্কার কর পরিহার। মায়ারে করহ জ্ঞানে 'মহা' ব্যবহার॥ হেনরপে কর রাজা আগে অবস্থান। তবে পাবে ব্রহ্মপথ যাহে আত্মজান॥ কি কব ভোমার কথা শুন নরপতি। হেনমতে পান ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মা মহামতি॥ পূর্ব্বেতে করেন তপ অতীব দারুণ। তেঁই বিষ্ণু তাঁর প্রতি হইয়া করুণ॥ আগ্নজ্ঞান তত্ত্ত্বপা করেন প্রদান। তাহাতেই বিধি পান স্ষ্টির বিধান॥ (म अन ভজना विना नाहि किছू इस । হরিপদ ভজ রাজ। সদ। শান্তিময়॥ কেমনে লভেন ব্ৰহ্মা মহা আত্মজান। শুন রাজা বলি তোমা অন্তুত আখ্যান॥ জগতের আদি গুরু সেই লোকপতি। বিমোহিত হন চাহি এই স্মষ্টিপতি॥ পুরোপরি বসি ব্রহ্ম। করি আলোচন। স্ষ্টি করিবারে তাঁর হল দুঢ়পণ॥ এমতে ভাবেন ব্রহ্মা করি স্থির মন। কেমনে পাবেন তিনি স্মষ্ট্রির কারণ॥ এই ভাবে পদ্মাসনে বসি পদ্মাসন। ভাবেন একান্ত মনে স্ম্তির কারণ ॥

সম্মুখেতে সরোবর মনোহর নীর। মূতু মূতু বহে তথা মূতুল সমীর॥ সলিলে সরোজ শোভে কিবা শোভা তায় নীল লাল খেত পীত রচিত মায়ায়। কত জলচর তথা করিছে বিহার। ভগবান-মায়া যেন তথায় প্রচার ॥ হেন স্থানে পদ্মাসন করি স্থির খন। আছেন হদয়ে চাহি নিমীলি নয়ন॥ হেনকালে স্পর্শ বর্ণ বিখ্যাত ব্যঞ্জনে। ষোড়শ একুশ তথা নাদিল সঘনে॥ বারিতে হইলে হেন অদ্ভূত নিনাদ। আশ্চর্য্য হয়েন ব্রহ্মা ঘূচায়ে প্রমাদ॥ আশ্চর্য্য নিনাদ ইহা ভক্তজন ধন। বারি সাঝে থাকি যেবা করে উচ্চারণ॥ চারিদিকে চান বিভু দেখিতে না পান। বারিমাঝে 'তপঃ' শব্দ হইল উত্থান॥ শ্রীবিষ্ণুর কথা ভাবি ব্রহ্মা ভগবান। তপক্স। করিতে তিনি করেন প্রস্থান॥ সে অবধি সহজ বর্গ করিয়া তপন। জিতায়া ইন্দ্রিয় যিনি হন জিতিমন॥ আত্মজ্ঞান লভি দেই দেবলোকপতি। পায়েন হজন জ্ঞান হৃবিশুদ্ধ মতি॥ তপঃ পরায়ণ হেরি তাঁহে ভগবান। যথা জরা মৃত্যু নাই সে স্থান দেখান॥ যথায় আনন্দ সদা করিছে বিরাজ। শুভদুষ্টে পদে পদে ধরে নানা সাজ। হেন পরলোক হরি দেখান ব্রহ্মায়। তপস্থায় তুক্ট হ'য়ে আপন কুপায়॥ কি আশ্চথ্য পরলোক শুন নরপতি। করিব বর্ণনা কিছু যথা মম মতি॥ তমো নাহি রজঃ নাহি নাহি সৰ্গুণ। শুদ্ধ সত্ত সদা তথা বিরাজে নিগুণ। কাল তথা নাহি পারে করিতে গমন। হাস্তমুখে সবে তথা করে বিচরণ॥

মায়ামোহ নাহি তথা নাহি রাগ ছেষ। নাহিক ছঃখের কথা কিম্বা কোম ক্লেশ। বিরাজে মুরারী তথা ধরি নিজরূপ। পার্শ্বেতে দেবর্বি আদি অতীব অমুপ॥ পরলোকে কোন ভাবে রহেন শ্রীহরি। শুনহ সে কথ। রাজা ভবনদী-তরি॥ নবীন শ্যামলকান্তি খেত জ্যোতি তায়। সরসিজ সম আঁখি তাহে শোভা পায়॥ পরিধানে পীতান্বর চারি হস্ত ধর। শষ্ম চক্র গদাপের হস্ত শোভাকর॥ বিচিত্র মণির তাহে শোভে অলঙ্কার। বৈতুর্য্য কিরীট শিরে অতি চগংকার॥ কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে গলে বনমালা। মেঘদাম শোভে যেন বিহ্যুতের মালা॥ নবীন অরুণ সম অঙ্গের কিরণ। শোভে তথা পরলোক তত্ত্বকারীগেণ॥ কি কব চরণ শোভা শুন নুপমণি। মহালক্ষী দদা তাহা দেবেন আপনি॥ কি কব লক্ষ্মীর রূপ যেন পদাবন। মুখ-পদ্ম, হস্ত পদ্ম পদ্মের গঠন॥ প্রকৃত কমল জানি পদে কর বাদ। ভ্রমরে মধুর আশে না হয় নৈরাশ। ভ্রমর ঝক্ষারে হয় হরিলীলা গান। তাহা ভাবি মহালক্ষ্মী দেন তাহে স্থান॥ হেনরূপ পরলোক শোভে নিরস্তর। যে জন তথায় যায় ধন্ম সেই নর॥ এইরূপ হেরি ব্রহ্মা আনন্দে মগন। হেন শোভা পরলোকে সদাই শোভন॥ স্থনন্দ নন্দ আদি যত ভক্তগণ। সর্ব্বদা হরিরে করি রয়েছে বেফ্টন॥ ভক্তগণ-পতি হ'য়ে সেই নারায়ণ। অর্থ,—যজ্ঞ জগতের হইয়া কারণ॥ বসিয়া রহেন তথা শোভি পরকাল। যজ্ঞাদি সকল যেন পদ্মের মুণাল॥

কর্ম,--জানময় বিশ্ব বেড়িয়া মাধব। শোভা করি তথা রহে দেব 🕏 বাদব ॥ চারি বাহু তুলি কৃষ্ণ ভক্তের কারণ। আশীর্কাদ মৃত্যু ত্ করেন বর্ষণ।। যে জন নেছারে সেই মধুর লোচন। সেই হেরে মহানন্দ তাহে বিশোভন॥ প্রসন্ন আরন আর সরোজ নম্মন। কিরীট শোভিছে শিরে কুন্তল মোহন॥ চারি বাহু সদা মত্ত ল'য়ে প্রেমভার। পরিধানে পীতাম্বর লক্ষ্মী ক্ষাধার॥ মনোহর সিংহাসন হীরকে খচিত। তাহাতে রহেন হরি হ'য়ে অবস্থিত। জ্ঞান-চক্ষে যেইজন দেখয়ে তাঁহারে। শুন রাজা কোনরূপে সেজন নেহারে॥ চারি, পঞ্চাত্মক আর যোল শক্তিগণ। রহিছেন সেই হরি করিয়া বেষ্টন। নিত্য মহৈশ্বর্য্য তাঁর শোভে চারিভিতে। নিজ্বামে সেই হরি রন একচিতে॥ তপেতে করিয়া ব্রহ্মা এরপ দর্শন। আনন্দিত হ'য়ে রূপ হেরে অনুক্ষণ॥ জ্ঞানমার্গে সেইরূপ হেরি লোকপতি। শ্রীহরির পাদপদ্মে করেন প্রণতি॥ ভক্তিতে হইয়া প্রীত সেই ভগবান। সৃষ্টি কার্য্য উপযুক্ত করিলেন জ্ঞান॥ অতঃপর প্রীতিভরে ধরি বিধিকর। ঈষৎ হাসিয়া তাঁর মোহেন অন্তর।। হরির হাসিতে মুগ্ধ প্রভু লোকপতি। ভক্তিতে বাঁধেন বিধি গোলোকের পতি॥ উপেন্দ্র রচিল গীত পরলোক সার। শুনহ সংসারবাসী শ্রীহরি বিচার॥ अका अञ्चल मःवान ममाश्च।

যোগবলে এক্ষার নারারণের সহিত কণোপক্ষন। সূত বলে শৌনকেরে মুনির নন্দন। যোগবলে পরলোকে হেরে নারায়ণ॥ হেন কথা বলি শুক পরীক্ষিত পাশ। মিটান রাজার যত হরিপদে আ**শ** ॥ শুকদেব বলে শুন পাণ্ডু নরপতি। কর্মযোগে পরলোক বুঝ শুদ্ধমতি॥ যোগবলে ব্রহ্মা তথা হেরি নারায়ণ। সাফীঙ্গে প্রণাম করে ধরিয়া চরণ॥ ভকতিতে বাঁধা হরি জগত মাঝারে। সম্ভুট হ'লেন হরি ত্রহ্মা ব্যবহারে॥ ছুই হস্ত ধরি তাঁর প্রভু নারায়ণ। চারিহাতে আশীর্কাদ করেন তথন॥ আশীর্কাদ করি হরি কহেন বচন। ধন্য ধন্য তুমি বিধি স্নভক্ত স্কলন॥ তব ভক্তিমতে আমি হ'লেম প্রদন্ন। সন্তুষ্ট হ'লেম এবে না হও বিষগ্ন॥ জাঁবের মঙ্গল তরে করিতে স্ফলন। ইচ্ছা তব হইয়াছে হে চত্তরানন॥ বত তৃষ্ট নহি আমি যোগীর সাধনে। ততোধিক তুষ্ট আমি তোমার তপনে॥ বরদাতা আমি ত্রন্ম দিব তোমা বর। পরিপূর্ণ হোক তব সাধন অন্তর॥ যা ইচ্ছা করেছ ভুমি হউক পূরণ। করহ মনের স্থথে বিশের স্তজন।। যেবা যত যোগী ভোগী করয়ে সাধন। সকলের শ্রেষ্ঠ আশা মোরে নরশন॥ যে আশা পূরাতে লোকে করে প্রাণপণ। পূরেছে সে আশা মোর পেয়েছ দর্শন। যোগনেত্রে যেইজন হেরয়ে আমায়। আর সে পার্থিব ভোগ কিছুই না চায়॥ কি আর বাসনা তব বল পন্মাসন। যত আশা তব হুদে হুইবে পূরণ॥

পরলোকে নাম এর যাহে করি বাস। নির্মিত আমার মায়া করিতে প্রকাশ ॥ আসিবারে এই লোকে তপোমাত্র পথ। না আছে উপায় অন্য নাহি অন্য পথ। নির্জ্জন সরসী তীরে ক'রেছ তপন। সেই হেতু পরলোক পেলে দরশন॥ জলেতে সে 'তপ' বাক্য হ'ল উচ্চারিত আমার আদেশ তাহা জানিবে বিহিত॥ একমনে মোর ধ্যানে ছিল বিমোহিত। ছুটাবারে সেই মোহ করিমু বিহিত॥ যে জন আসায় ভাবে আপন অন্তরে। কত শত পথ ধ্যানে দরশন করে॥ সাক্ষাৎ হৃদয় মোর যোগীর তপন। সেই তপোবলে হয় এ বিশ্ব স্থজন॥ সেই তপোবলে হয় ইহার বিনাশ। ন্তপণ্ডিত সেই যেই তপে রাখে আশ। তপস্থাই মম শক্তি জানিবে ব্ৰহ্মন্। ভক্তজনে যেন করে তপ আচরণ॥ এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা করি যোড়পাণি। শ্রীহরি সমীপে কহে গদগদ বাণী॥ সকল জীবের কর্তা তুমি নারারণ। সকল হৃদয়ে তুমি করহে রমণ ॥ সকলের মনোর্ম্ভি তোমার বিদিত। মনোবাঞ্চা পুর নাথ! হে ভুবন-হিত॥ ছাদয়ে যে ভাব দেব হ'য়েছে উদয়। পূর্ণ কর সেই আশা ওহে দয়াময়॥ এই আশা বড় মনে হেরি তব রূপ। জ্ঞানযোগে জগদীশ দেখাও স্বরূপ।। স্থুল সূক্ষ চুই মূর্তি কিন্তু নাহি রূপ। এ কেমন লীলা হেরি ত্রিভুবন ভূপ। স্থুল সূক্ষা রূপ তব সাধনের সার। কার বা ক্ষমতা তাহা করিতে বিচার॥ ভক্তিতে যন্তপি হরি হ'য়েছ বন্ধন। দাও ছেন শক্তি যাহে পাই দরশন॥

আর এক আশা হৃদে আছে নারায়ণ। নিজ মায়াবলে ভূমি বহুধা দর্শন। বহুধা হইয়া ভূমি রচিলে ভূবন। সেই হেড় ভিন্ন রূপে বিশ্ব দরশন। বহুধা করিয়া রচি এ বিশ্ব সংসার। বদেছ তাহার মাঝে মায়ার আকার॥ বিশ্ব রচি বিশ্ব মাঝে র'য়েছ বন্ধন। বুঝাও আমারে হরি এ ক্রীড়া কেসন॥ উৰ্ণনাভ যথা নিজ জাল বিনাইয়া। আপনি আবদ্ধ তার মাঝে প্রবেশিয়া॥ আপনি গড়িছ জাল আপনি ভাঙ্গিছ। আপনি তাহার মাঝে আবদ্ধ রয়েছ।। এইরূপে হে মাধব! এ বিশ্ব মাঝারে। আবদ্ধ রয়েছে কেন এ হেন আকারে॥ কেমনে সে লীলা তব বুঝাও আমায়। তুমি হরি দয়াময় অপার কুপায়॥ তোমার নিকটে লভি স্তজনের জ্ঞান। ভুবনের হিত লাগি হবে অমুষ্ঠান॥ না করিব অভিমান শিথিয়া কৌশল। দাও হরি রুপা করি সৃষ্টি বৃদ্ধিবল॥ বন্ধুর সহিত যথা বন্ধু আচরণ। আমারে করিলে হরি বন্ধুত্বে বন্ধন॥ সেই হেতু এ ভুবনে হ'ল মম মান। কুপা করি স্ঠি বুদ্ধি কর মোরে দান॥ স্থজিব ভূবন তব করিতে সেবন। তব সেবা বিশ্বহিত এই আকিঞ্চন ॥ ব্রহ্মার প্রবাস শুনি সেই চিন্তামণি। পূরাতে তাহার আশা কহেন আপনি॥ যে কথা বলিব বংস শাস্ত্র অমুভব। ছেরিতে নারিবে কেছ মিলি তিন ভব॥ জীবের জ্ঞানের সীমা যতদূর হয়। আঁখি দৃষ্টি কিম্বা আয়ু ততদূর নয়॥ গোপনীয় জ্ঞানশাস্ত্র কহিব তোমায়। বুঝিবে সকল তুসি তপের প্রভায়॥

কোনরূপে সন্ত্রা আমি কোন যুর্ত্তিমান। কিবা গুণ কর্ম মম বুঝা সন্ধান॥ মহাতত্ত্ব জ্ঞান ইহা তপস্থার সার। মূর্থ-পক্ষে হৃত্তের নাস্তিক বিচার॥ এই যে হেরিছ সৃষ্টি নাহি কিছু রয়। একমাত্র মম সত্ত্বা পুরুষেতে হয়॥ তখনই স্থুল সূক্ষ্ম আমি মূর্তিমান। যেরূপ করেন মাত্র প্রকৃতি প্রমাণ॥ মম হ'তে ভিন্ন স্থাষ্টি হেরিছ নয়নে। আমাতেই লয় হের জ্ঞান দরণনে॥ যা দেখিছ সব আমি আমা ভিন্ন নয়। সকলি আমাতে রবে হইলে প্রলয়॥ ज्ञात्र हिट्ट इंट एक्स नग्रन। তেমতি আমাতে ভ্রম জীবের ব্রহ্মন্॥ মণ্ডলে থাকয়ে রাহু লোকে মিথ্যাজ্ঞান। তেমতি আত্মাতে ভ্ৰম জীবগণ জান ॥ আমাতে জীবেতে ভেদ বৃদ্ধি-বিভূষনে। বুঝিলেই ভ্রম দূর হয় জীবগণে॥ প্রত্যক্ষ প্রকৃতি ভূত সর্বস্থানে রয়। সেইমত মুম গতি সর্বব জীবে হয়॥ কার্য্য ও কারণ ছাড়ি যা হয় নূতন। আজ্ঞা বলি সেই বস্তু করিবে গণন॥ এই মত ভাবনায় শুদ্ধ রহে জ্ঞান। অহস্কার নাশ হয় নাশে অভিমান॥ এত বলি অন্তর্জান হলেন শ্রীহরি। উপেব্ৰু গাইল গীত সেই পদ শ্বরি॥ ইতি যোগবলে এক্ষার নারায়ণের সহিত কণোপকথন সমাপ্ত:

শুকদেব কর্ত্বক ভাগবত বিচার।
এতেক বলিয়া তবে সূত মুনিবর।
শৌনক কহেন তবে প্রকাশি অস্তর॥
অধ্যাত্ম শুনিলে ঋষি ব্রহ্মার বচন।
ভাগবত বিধি শুন শুকের কথন॥

অধ্যাত্ম জ্ঞানের কথা করি সমাপন। ভাগৰত বিধি শুক করেন বর্ণন॥ শুন রাজা সাবধানে হ'য়ে একচিত। কহিতেছি যাহে হয় জগতের হিত॥ ব্ৰহ্মারে বুঝায়ে হরি হন অন্তর্জান। হরিরে না হেরি ত্রহ্মা হারালেন জ্ঞান॥ কোথা সে শ্রামলমূত্তি কমল লোচন। পীতবাদ চতু হু জ গরুড় বাহন॥ বনমালা কোথা গেল কিরীটভূষণ। কোথা বা কৌস্কভমণি শ্রীনিবাস ধন॥ হরি হৈল অন্তর্জান তবে প্রজাপতি। হরির বিরহে হন বিমোহিত মতি॥ হৃদয়ে প্রণমি ব্রহ্মা হরির চরণে। শিক্ষামতে এই সৃষ্টি স্বজেন যতনে ॥ প্রজার করিতে হিত সেই প্রজাপতি। স্থজেন নিয়্য যম যোগাঙ্গ স্থমতি॥ হেনকালে আসি তথা নারদ স্থমতি। দশাধি গুণেতে তবে তুমি প্রক্লাপতি॥ কহ বিষ্ণুমায়া গোরে করিয়া ব্যাখ্যান। নারদের প্রার্থনায় ব্রহ্মা ভগবান॥ সংক্ষেপে বিষ্ণুর মায়া নারদে শিখান। আপনার প্রশ্ন তাহে হইবে পুরাণ॥ নারদ জিজ্ঞাদে যাহা প্রজাপতি পাশ। সেইমত জানিবার তব রাজা আশ॥ শুন সেই ভাগবত করিব বর্ণন। পূর্ণ হবে অভিলাষ লভি হরিধন॥ দশটি লক্ষণ হয় ভাগবত সার। শ্রীহরি ব্রহ্মারে যাহা করেন প্রচার॥ অতীব সংক্ষিপ্ত তাহা বুদ্ধি অগোচর। ব্রহ্মা তাহা বিরচেন যোগের অন্তর॥ নারদ ভূষিলে সেই পিতা প্রজাপতি। তাঁহে ভাগবত দেন ব্ৰহ্মা মহামতি॥ বিধাতা কহেন তাঁহে করিতে প্রচার। সেই হেডু ত্রিভুবনে ঋষির বিহার॥

একদা ছিলেন পিতা দরস্বতী তীরে। হরিপদে রাখি চিত্ত ময় প্রেম নীরে॥ নারদ হেরিয়া তারে আসি তাঁর পাশ। করিলেন ভাগবত মধুর প্রকাশ। নারদের মুখে শুনি ব্যাস তপোধন। এই ভাগবত রাজা করেন রচন॥ মহাজ্ঞান ভাব ইহা সর্বশাস্ত্র সার। হরিলীলা পূর্ণ ইহা বিজ্ঞান আধার॥ যে প্রশ্ন করিলে রাজা করিতে উত্তর। পাইবে উপনা তার ইহাতে বিস্তর॥ বিরাট পুরুষে কিসে বিশ্বের স্ঞ্জন। এই প্রশ্ন করিয়াছ তুমি হে রাজন।। ইহাতেই সে প্রশ্নের মীগাংদা হইবে। ভাগবত শুনি রাজা আনন্দে ভাসিবে ॥ আর যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি নুপবর। একে একে ক্রুণে দিব তাহার উত্তর॥ ভাগবত মাঝে আছে দশটি লক্ষণ। সর্ববাত্রে তাহাই রাজা করিব বর্ণন ॥ সর্ববাতো রহয় (সর্গ)—( বিসর্গ ) তৎপরে। তৃতীয়েতে (স্থান) হয়—(পোষান) অন্তরে। (উতি আর মন্বন্তর) (জগদীশ বাণী)। (নিরোধ) ও (মহামুক্তি) যাহে স্থন্থ প্রাণী। দশমে ( আশ্রয় ) হয় অতি মনোহর। দশ অঙ্গে বিরচেন ব্যাস মুনিবর ॥ দশম 'আশ্রয়'—লাগি উন্মত্ত জগং। সর্পাদিরে সেই হেতু জ্ঞানী অভিমত॥ যেখানে হরির স্তুতি তথায় আশ্রয়। বর্ণিলেন মম পিতা হ'য়ে সদাশয়॥ যেখানে স্বভাব—তাঁর দর্গাদি তথায়। বুঝ—পাণ্ডুপুক্র যাহা বলিব কথায়॥ তিন গুণময় ব্রহ্ম বেদের বচন। গুণের বৈষম্য--হেতু বিভিন্ন দর্শন ॥ গুণের বৈষম্যে ব্রহ্ম হইলে বন্ধন। বিরাট রূপেতে তাঁরে করয়ে বর্ণন।

সেইরূপে জগতের স্ঞ্জন বিধান। ক্রমেতে করিব রাজ। তাহার আখ্যান॥ সেইরূপে মহাভূত হয় পঞ্চ নাম। তশাত্র মিলায় তাহে কারণের ধাম॥ ইন্দ্রিয় ও বৃদ্ধি তাহে ক্রমেতে প্রকাশ। এইরূপে এই বিশ্ব জগতে বিকাশ॥ বিরাট রূপেতে হয় এই সর্গ নাম। সকলের সর্গ যাহা বিসর্গ সে ধাম॥ বৈকুণ্ঠ পাইলে হয় স্থিতির বিধান। তাঁর অমুগ্রহে কর পোষনের জ্ঞান॥ কর্ম্মের বাসনা যত তারে উতি কয়। মশ্বস্তর যুগধর্ম প্রজা হিত হয়॥ শ্রীহরির লীলা যাহে হইবে বর্ণন। তাহাই বলিব আমি ওহে তপোধন॥ ঈশ কথা বলি তারে কয় জ্ঞানীজন। শুন রাজা পরীক্ষিত স্থির কর মন॥ জীবাত্মা লইয়া হরি করিলে শয়ন। জীবগণ যবে হেরে প্রকৃত শমন॥ তাহাকেই জ্ঞানীজনে কহেন প্রলয়। বুঝ রাজা পরীক্ষিত তুমি জ্ঞানময়॥ যে যে রূপে জীব নামে জগতে প্রকাশ। স্বরূপে থাকিলে করি সেরূপ বিনাশ। তাহারেই মুক্তি কয় ত্রহ্মার বচন। জ্ঞানীজন হৃদয়ের আরাধ্য রতন॥ যাঁহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি ঘটিছে প্রলয়। তাঁরি রূপ এ জগতে স্বার আশ্রয়॥ পরব্রহ্ম পরমাত্মা তাঁহার আখ্যান। বুঝিলে কি নূপ তুমি বিধির বিধান॥ যেরপ বর্ণিব আমি আধ্যাত্মিক হয়। আধিদৈবিকের রূপ জীবদেহে রয়॥ এ মতে উভয় রূপে বিভিন্ন বুঝিলে। আধিভৌতিকের রূপ মনেতে জানিলে॥ একের অভাব জ্ঞানে তিনের বিনাশ। মহাভ্ৰম জ্ঞান তাহে এ বিশ্বে প্ৰকাশ।

তিন রূপ একে যেবা করে আলোচন। সেই জন পরমত্রক্ষ পায় দর্শন ॥ আপন আশ্রয়ে হরি লয়েন আশ্রয়। আশ্রিত সে প্রজাপতি শ্রীহরির হয়॥ এই যে শ্রীহরি-কথা করিমু বর্ণন। কেমনে হইল শুন জগতে সঞ্জন॥ অগুরূপী এই বিশ্ব মহাশূস্তময়। অগুভেদ করি ত্রক্ষা দেখেন আল'য়॥ প্রথমে করেন তিনি জলের প্রকাশ। পুরুষ (তেজ) রূপে তাহে করেন নিবাস॥ পুরুষের নাম নর তাহে জম্মে বারি। তাহাতেই জল হয় নর নামধারী॥ মায়াতে অয়ন করি সেই সে ব্রহ্মন্। অয়ন করেন তাহে দেব নারায়ণ॥ দ্রব্য-কর্ম্ম-কাল আর স্বভাব জীবন। বাঁহার দয়ায় শোভে এ তিন ভুষন॥ উপেক্ষা করিলে সবে যেই মহাজন। মিথ্যাভূত এ সংসারে হইলে মরণ॥ একমাত্র যোগ-শয্যাশায়ী জনাদিন। যোগ শয্যা ত্যজি হরি মেলিল নয়ন॥ বহুরূপ মম হোক করি অভিলাষ। হিরণ্ময়-বীর্য্য তাঁহে ত্রিধায় প্রকাশ ॥ অধিভূত অধিদৈব অধাত্ম্য দে রূপ। আত্মারূপে আত্মারাম এ বিশ্বের ভূপ॥ এইরূপে নিজ-বীর্য্য করেন বিভাগ। শুন রাজা পরীক্ষিত হ'ল তিন ভাগ॥ যোগশয্যা ত্যজি হরি হ'য়ে আত্মারাম। জীবরূপে এক অংশে করেন বিরাম ॥ পৌরুষ বীর্য্যই তাহা ব্রহ্মার বচন। তিন রূপে সেই হরি করে বিচরণ॥ জীবদেহ ধরি হরি হইলে প্রকাশ। জীব-দেহে অগ্রে লক্ষ্য হইবে আকাশ। আকাশ হইতে তিন সূক্ষাংশ হুজন। ওজঃ সহঃ বল এই তিন উৎপাদন ॥

িতিনের মিলনে হয় প্রাণের প্রকাশ। তেজরূপে হরি জীবে এ ভাব বিকাশ ॥ রাজার অধীন যথা হয় দাদগণ। প্রাণের অধীন তথা ইন্দ্রিয় স্বগণ॥ প্রাণের হইলে চেষ্টা জীবদেহ মাঝে। তবেতো ইন্দ্রিগণ চলে নানা সাজে॥ কখন যগ্যপি হয় প্রাণ তেজোহীন। ইন্দ্রিয়ও তার সহ হয় অতি ক্ষীণ॥ চঞ্চল হইলে প্রাণ ক্ষুধা তৃষ্ণা যায়। মহাতেজ হ'তে প্রাণ দেহকে জীয়ায়॥ প্রাণ প্রভুরূপ হয় দেহেতে গণন। পানাহার করে সেই হইলে মনন॥ তবে দেহে মুখ নামে অঙ্গ স্থাকাশ। মুখের ভিতবৈ তবে তালুর বিকাশ॥ তদ্দণ্ডেতে ছয় রস হয় উংপাদন। জিহ্বার মাঝারে তাঁর হয় আগমন॥ পুরুষের যবে হয় বাণী অভিলাষ। মুখ হ'তে অগ্নি বাক্য তবে হুপ্ৰকাশ॥ জনশয্যা কালে রুদ্ধ ইন্দ্রির আছিল। তাই জলে অভিলাষ তাহার জন্মিল॥ প্রাণবায়ু যবে হয় দেহেতে চঞ্চল। উভয় নাসিকা তবে প্রকাশে কেবল॥ স্থগন্ধ গ্ৰহণ যবে হয় অভিলাষ। স্রাণেন্দ্রিয় বায়ুদেব তবে স্থপ্রকাশ॥ (पह इहिवाद यद इच्हित कीवन। আঁখিরূপে খ্যাতি তবে হবে প্রকাশন॥ আঁখিতে গোলোকরূপে মিহির তপন। এইমত দৃষ্টিযুক্ত-আঁথি উৎপাদন॥ বেদ বাক্য শুনি জ্ঞান করিতে উদয়। শ্রবণের অভিলবি কর্ণ বিকাশয়॥ তাহাতে নির্ণয় দিক শব্দের শ্রবণ। শ্রোত্রেন্ত্রিয় কহে রাজ। শুন দিয়া মন ॥ মৃত্যু, গুরু লঘু, উষ্ণ শীত অমুভব। কবিবারে জীবনের ছকের উদ্ভব ॥

তাহাতে জন্মায়ে রোম শরীরের দার। ত্বকের সর্বত্র বায়ু করিছে প্রচার॥ ত্বকে স্পর্শগুণ পায় আপনি পবন। অবহিত হ'য়ে শুন পাণ্ডুর নন্দন॥ জীবের হইলে ইচ্ছা কর্ম্ম করিবারে। হস্ত হয় অভিব্যক্ত দেহের মাঝারে॥ হস্তের সমান বল ইন্দ্রিয়েতে নাই। আপনি বসিয়া ইকু অধিষ্ঠান তাই॥ ইন্দ্ররূপে চুইহস্ত দেহের মাঝারে। আদান প্রদান যজ্ঞ করিছে প্রকারে॥ আদান প্রদান যক্ত করিতে গমন। দেহ মূলে অভিব্যক্ত যুগল চরণ॥ সর্বত্র গমন যোগ্য ইন্দ্রিয় প্রমাণ। বিষ্ণু তাহে অধিষ্ঠাতা দেবতা বিধান॥ চরণে বসিলে বিষ্ণু ইন্দ্রিয় সকল। একে একে নিজ নিজ কর্মেতে সবল।। বিষ্ণুর যজ্ঞের ফল কারণে গমন। কর্ম্মরূপী যজ্ঞ বস্তু তাহে আহরণ॥ অপত্য কারণ শিশ্ব দেহেতে প্রকাশ। স্ত্রীসম্ভোগ মহানন্দ তাহে স্থবিকাশ॥ তাহাতে ইন্দ্রিয় মধ্যে উপস্থ গণন। প্রজাপতি তথা বসি করেন স্ক্রন॥ ভূক্তের অসার অংশ হইতে বাহির। গুছদেশ নিম্নভাগে ধরয়ে শরীর॥ তাহাকে ইন্দ্রিয় মধ্যে শাস্ত্রেতে গণন। মিত্র তথা দেবরূপ যজ্ঞ স্থলোভন॥ দেহ ত্যজি দেহাস্তরে যাইতে জীবন। নাভির প্রকাশ দেহে শাস্ত্রের বচন॥ মৃত্যুই দেবতা তার সহত শোভিত। নাভিতে সমান বায়ু মরণ নিশ্চিত॥ অপান নামেতে বায়ু গুহেতে শোভন। তাহার ব্যাঘাতে হয় জীবের মরণ॥ পানীয় আহার তরে প্রকাশ উদর। অন্ত্রনাড়ী অভিব্যক্ত রসের আকার॥

নাড়ীতে সমুদ্র বসে অন্ত্রে নদীগণ। ভুষ্টি পুষ্টি লাগি অন্ন পান প্রয়োজন ॥ জীবন করিতে নিজ মায়ায় চিন্তন। হৃদয়ে নামেতে দেহে স্থান উৎপাদন॥ হৃদয় মানস নামে ইন্দ্রিয় জনন। চব্রুদেব তত্নপরি অধিষ্ঠাতা হন॥ কামনাই কার্য্য তাঁর এহেন সংসারে। বুঝ রাজা পরীক্ষিত বুদ্ধির বিচারে॥ ত্বক, চর্মামাংস আর মঙ্জাও রুধির। অস্থি মেদ সপ্ত ধাতু জীবের শরীর॥ এই সপ্ত ভূমি জল আর তেজোময়। শ্রীহরির মায়া মাত্র প্রকৃতি নিশ্চয়॥ সর্ববদেহে তিন রূপে শোভিত জীবন। শৃষ্য জল বায়ুময় বেদের বচন ॥ ইন্দ্রিয় বলিয়া পরে করিত্ব আখ্যান। গুণাত্মক সবে তারা বুঝ বুদ্ধিমান॥ শব্দ স্পর্শ রূপ রূদ গন্ধ বিভাষান। কর্ম্ম ত্বক্ আঁখি জিহবা নাসার কারণ॥ ওই পঞ্চ গুণ ধরে পঞ্চ মহাভূত। মহাস্থৃতময় সব শুনিতে অদ্ভুত॥ क्वांति क्रिय मत्य मन छन क्रश्न क्रिन। বুদ্ধি তাহে শোভিছেন বিজ্ঞানের ভূপ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। বুঝিল ভক্তের মুক্তি সংগার প্রচার॥ ইতি শুকদেৰ কত্তক ভাগৰত বিচার সমাপ্ত।

শুক কর্ক শ্রীহরির স্বরূপ ও স্ট্রাদি কীর্ত্তন।

সূত কছে সম্বোধিয়া যত মূনিজন। কহিলাম জীব সৃষ্টি শুকের বচন॥ আর যাহা কছে শুক পাণ্ডুবংশধরে। শুনহ শৌনক ঋষি স্কৃষ্কির অ্ব্যুরে॥ শুক কহে পরীক্ষিতে করি সম্বোধন। শ্রীহরির স্থূলরূপ করিত্ব কীর্ত্তন। দেহ মাত্রে স্থলরূপী শ্রীমধুসূদন। সেই স্থুল রূপে রুহে অফ্ট আবরণ॥ পঞ্চতুত মহাতত্ত্ব আর অহকার। প্রকৃতি লইয়া অফ্ট দেহের বিচার॥ স্থলরূপে দেহভাব হরি বিগ্রমান। স্থূলতম রূপ আছে বেদের প্রমাণ॥ পূর্ব্বেতে কহিন্তু যাহা অফ্ট আবরণ। সুক্ষরপ হয় রাজা তাহার কারণ॥ নাহি তার বর্ণাকার নাহি স্থিতি লয়। বাক্য মন অগোচর সদা নিত্যময়॥ এই যে উভয় রূপ করিকু বর্ণন। মায়াস্মষ্টি বলি করে পণ্ডিতে গণন॥ অমুভব মাত্রে হরি এইরূপ হন। বুদ্ধিতে বুঝিলে ঘুচে সংসার বন্ধন ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে ভগবান। নিজ্জিয় হইয়া হন সর্বব ক্রিয়াবান॥ ক্রিয়াগুণে নাম মাত্র যাচক বিধান। বীজরূপে নানারূপ শান্তের প্রমাণ॥ স্ষ্টিতেই সর্ব্ব ক্রিয়া বলিয়া স্থজন। জ্ঞানেতেই সেই হরি হেন বিবেচন॥ হরিরে এহেন ভাবি লভি আত্মজ্ঞান। ভব চিন্তা দূর কর বেদের প্রমাণ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি। ভক্তজনে বল মুখে औহরি औহরি॥ ইতি স্ঠ্যাদি কীৰ্ত্তন সমাপ্ত।

শ্রীছরির বিভূতি ও করাদি কীর্ন্তন।

সূত কহে শুন শুন মুনীক্র সকল। শ্রীহরি বিস্তৃতি কথা অতি নিরমল॥ পরীক্ষিত প্রশ্ন কথা তাহার উত্তর। কহিলেন শুকদেব স্থস্থির অস্তর॥ শুক কহে শুন রাজা পাণ্ডুবংশধর। আপন প্রশ্নের কিছু শুনহ উত্তর॥ যতেক দেবতা, মনু, আর প্রজাপতি। সকলি বিভূতি তাঁর শুন নরপতি ॥ যত ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ গদ্ধৰ্বৰ চারণ। অপ্সর, গুহুক আর বিচ্ঠাধরগণ॥ কিমর অপ্সর আর নাগ ফণিকুল। রাক্ষ্স, পিশাচ, ভূত, বেতাল সংকুল॥ কুমাণ্ড, উন্মাদ আর যত যাতৃধান। পক্ষী, মৃগ, গ্রহ, পশু, রুক্ষেতে প্রমাণ॥ জীব, কীট, যত কিছু করিমু কীর্ত্তন। জলে, স্থলে আছে যত আর জীবগণ॥ স্থাবর জঙ্গমরূপী জীব আর যত। জরায়ু অগুজ আর উদ্ভিজ সম্মত॥ এ সকলে সেই হরি করিয়া স্তজন। শোভিলেন এ জগং বিস্থৃতি মোহন॥ व्यात कि विनव ताजा छन निशा मन। উত্তম মধ্যম আর অধ্য গণন॥ সকলি ভাঁহার কৃত শুন নূপমণি। কৰ্ম ফলাফল মাত্ৰ উচ্চ নীচ গণি॥ উত্তম করিলে কার্য্য সত্তগ্রথায়। দেবতা বলিয়া দবে তাঁহাদেরে কয়॥ মধ্যম কর্ম্মের ফলে রজোগুণ পায়। জ্ঞানীজনে ডাকে তাহে মানব আখায়॥ অধম কর্ম্মের ফলে তমোগুণী হয়। নরক তাহারে কয় তির্ঘ্যগে জন্মায়॥ আর এক আশ্চর্য্য কথা শুনহ রাজন। কর্ম্মফল সেইরূপে করিন্ম বর্ণন। উত্তমে মধ্যম আর অধম আছয়। মধ্যমে উত্তম আর অধন শোভয়॥ অধমে উক্তম আর মধ্যম গণন। এইমত ফলাফল কর্ম্মের কীর্ত্তন ॥

জগত বিধান কর্ত্তা সেই নারারণ। করিছেন হুর, নর, তির্য্যগ স্থজন ॥ এ বিশ্ব প্রস্তুত করি শোভিবার তরে। স্থাবর জঙ্গম রূপ তাহাতে বিতরে॥ আয়ু মাত্র চিহ্নরাশি করিয়া পালন। কাল প্রাপ্তে জগতের করেন হরণ॥ বায়ু যথা মেঘমালা করয়ে বিচ্ছেদ। হরি তথা জগতের করেন বিভেদ॥ কর্ত্তারূপে প্রমাণিত হন নারায়ণ। জ্ঞানীতে সে ভাবে, তাঁরে না ভাবে কখন সকলের কর্ত্ত। তিনি প্রকৃতি প্রমাণ। সকলি হ'তেছে এই নিয়মে স্ক্রন॥ বুঝাতে সহজে তাঁরে ওহে নুপমণি। নারায়ণে কর্ত্তারূপে প্রথমেতে গণি॥ বস্তুতই কর্ত্তা তিনি নিয়ন কারণ। নিয়মে বিলয় সৃষ্টি আর সে পালন॥ কর্ত্তা হয়ে অকর্তাই শ্রীমধুসূদন। পূৰ্বভাবে বুঝিলেই হবে বিমোচন॥ মায়াতে হেরিলে হরি হয় পূর্বরূপ। মায়াকে নাশিতে রাজা সেরপ অনুপ॥ শ্রীহরি বিভূতি রাজা করিত্ব কীর্ত্তন। কল্লাদির কথা রাজ শুন দিয়া মন॥ তুই কল্প সংসারেতে আছয়ে প্রকাশ। ত্রহ্ম কল্প অবান্তর কল্পের বিকাশ ॥ মহত্তব্ব অহঙ্কার আর ভূতগণ। যে কল্পে হইল স্মষ্টি সবার কারণ॥ তাহাকেই মহাকল্প, ত্রহ্ম কল্প কয়। অতি অপরূপ ভাব প্রকাশিতে হয়॥ উহার বিকারে হৈল স্থাবর স্জন। অবাস্তর কল্প তারে কহে জ্ঞানীজন।। ক্রমেতে বলিব রাজা কাল পরিণাম। মহাকল্প অবান্তর প্রভৃতি বিধান॥ পদ্ম-কল্পে প্রথমেতে করি আরম্ভন। তাহা শুনি হবে হুন্থ নূপতির মন॥

এত কহি সূত তবে ভাগবত বাণী। নীরব হয়েন তিনি শান্তিবারে প্রাণী॥ সূতেরে নীরব হেরি শৌনিক তখন। কহেন বিনয়ে সূতে মধুর বচন॥ যে কথা কহিলে সূত অতি মনোহর। শুনিয়া স্বার মন স্থৃস্থির অন্তর॥ এক কথা জিজ্ঞাসি হে সূত মহাশয়। উত্তরিবে সেই কথা হ'য়ে কুপাময়॥ পূর্ব্বেতে বলিলে তুমি বিচুর স্থজন। বন্ধু ত্যজি নানাতীর্থ করি পর্য্যটন॥ পুনশ্চ আসিয়া তিনি অস্কের সদন। বলিলেন ধুতরাষ্ট্রে জ্ঞানের কথন॥ তীর্থেতে ভ্রমিতে সেই বিচুর হুজন। মৈত্রেয়ের পান দেখা করিলে কীর্ত্তন॥ অধ্যাত্মের বাক্যালাপ তাঁহার সহিত। কোন স্থানে হয় সূত বহুশাস্ত্রবিত॥ মৈত্রেয় বা তাঁরে দেন কিবা উপদেশ। বর্ণন করহ সূত তাহা সবিশেষ॥ বন্ধুত্যাগ সে বিতুর করেন কিমতে। কিবা অনুষ্ঠানে রত কোন মহাব্রতে॥ পুনশ্চ সংসারে তিনি করি আগমন। কি ভাবেতে করিলেন কালের যাপন॥ একে একে সেই কথা কহ মহামতি। সবার হউক তাহে হরিপদে মতি॥ এত শুনি সূত তবে কছেন বচন। সম্বোধিয়া শৌনকেরে মহর্ষি স্কজন॥ যাহা জিজ্ঞাসিলে ঋষি সে সব কথন। শুকদেব সেই প্রশ্ন করেন রাজন॥ একে একে প্রকাশেন ব্যাসের নন্দন। সেই কথা শুন ঋষি সে সব কথন॥ হরির বিস্থৃতি গাত্র সকলে কীর্ত্তন। যজ্ঞছেলে শুন বাক্য মহর্ষি হুজন॥ বিশ্বামিত্র কুলে জাত কায়স্থ সম্ভান। পিতৃকুল খ্যাতি মিত্র স্মৃতির বিধান॥

কালীদাস তাঁর পিতা ফর্গীয় হুজন॥ অধ্যাত্ম দর্শন কথা শুক উপদেশ॥ তাঁহার পিতার নাম চণ্ডীর চরণ। 📗 🏻 হরি-মাত্র-সার-বস্তু ভুবন মাঝার। ভাগৰত সেই পুণ্যে করিমু কীর্ত্তন॥ সার কর এই নাম সকল সংসার॥

তাহাতে জন্মিল দাস, উমেশ নন্দন। দ্বিতীয়-স্কন্ধের কথা হ'ল পরিশেষ।

हैं कि कहा कि की देन ममाश्र ।



## ত্ৰতীয় ক্ষন্স।

--------

# নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোন্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মূদীরয়েৎ॥

বিছরের কৌরব গুছ ভ্যাগ। সূত কহে সম্বোধিয়া শৌনক স্থজনে। যে প্রশ্ন করিলা মুনি শুন একমনে॥ শুকদেব কন তবে পাণ্ডু নরবরে। বিত্নরের গৃহত্যাগ কহি অতঃপরে॥ দৌতকার্য্য কালে কুরুগৃহ পরিহরি। পাগুবের গৃহে যবে প্রবেশেন হরি॥ সেই দিন মহামতি বিতুর স্থবার। কৌরবের গৃহ ত্যাগ করিলেন স্থির॥ যথায় না রহে কৃষ্ণ অধর্ম্ম প্রবল। হেন স্থানে জ্ঞানীজন সতত চঞ্চল।। ত্যজি গৃহ ধন স্থথ বিভুৱ স্থমতি। পাগুবের হুংখে হুঃখী হইলেন অতি॥ একে একে ত্যজি গ্রাম নগর প্রান্তর। ক্রমে বনে প্রবেশেন হ'য়ে সকাতর॥ নানা স্থান ভামি গিয়া মৈত্রেয়ের পাশ। তব প্রশ্ন সম প্রশ্ন করেন জিজ্ঞান॥ শুক-মুখে হেন কথা শুনিয়া রাজন। আনন্দ সাগরে তবে হন নিমগন॥

করযোড় করি তবে কন মুনি প্রতি। কি বলিব তোমা ঋষি নারায়ণ গতি॥ বল সেই কথা প্রভু করুণা করিয়া। যাহে জুড়াইবে চিত আমার শুনিয়া॥ কোন স্থানে কোনকালে বিত্রর স্কুজন। ঋষিত্রেষ্ঠ মৈত্রেয়ের পান দরণন॥ কি কথা হইল উভে কহ সেই বাণী। শুনিয়া জুড়াক মোর ব্যাকুলিত প্রাণী॥ উভয়েই মহাজ্ঞানী কি প্রশ্ন হইল। কিবা সত্য তার মাঝে প্রকাশ পাইল॥ বিত্রর মৈত্রেয় কণা পরম পাবন। পুণা বাণী বলি সবে করেন পূজন॥ রাজার আরতি শুনি শুক তপোধন। প্রকাশেন সেই সত্য অধ্যাগ্ন গোপন ॥ শুক কন শুন শুন পাণ্ডু মহাবীর। বিছুরের গৃহত্যাগ হইয়া স্থস্টির॥ তব বংশ পূর্বব কথা শুনহ রাজন। ইহাতে পাইবে জ্ঞান অধ্যাত্ম কথন॥ অধর্মে মজিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র বীর। অধর্মে প্রশ্রয় দিয়া হইলা স্থান্থির॥

ত্বন্ট পুত্রগণ ইফ্ট করিতে সাধন। इंक्ट्रिलन यरव मरन न'रा प्रूर्याधन्॥ পিতৃহীন পাশুবেরে করিতে দহন। জতুগৃহে প্রেরিলেন করি নির্বাসন॥ যথন দ্রৌপদী কেশ ধরি তুঃশাসন। সভামধ্যে কামিনীর হরিল বসন॥ দ্রোপদী নয়ন জলে ভাসে বক্ষঃস্থল। কুক্স ধুইয়া তাহে ভিজে ভূমিতন। এতেক ছর্দ্দশা দেখি কুরু মহাবীর। না করি নিষেধ তাহে রহিলেন স্থির॥ অধর্ম পাশায় যবে হারি ধর্মপতি। দ্বাদশ বরষ বনে করিয়া বসতি॥ পুনুশ্চ মাগেন যবে ধৃতরাষ্ট্র পাশ। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার মতে দিতে রাজ্য বাদ॥ অহক্ষারে মাতি তবে অন্ধ নরবর। না দিবেন পিতৃরাজ্য পাগুব গোচর॥ যথন বাধিল রণ কুরুক্তেত্র নাম। দূতবেশে কৃষ্ণ গিয়া সেই কুরু-ধাম॥ পাণ্ডব কৌরব যাহে হয় স্থমিলন। ছেন বাণী যত্নপতি করি প্রকাশন॥ নানামতে ধ্বতরাষ্ট্রে বুঝান বিস্তর। যাহাতে না হয় রণ অতি ভয়ক্ষর॥ ক্ষের সে বাণী শুনি কুরু নরবর। উপহাস করিলেন অধর্ম অন্তর॥ হেনকালে মহামতি বিত্বর স্কলন। ত্যজিয়া কৌরব গৃহ করেন গমন॥ আর যেবা ভাব ছিল ত্যব্ধিবারে বাদ। শুন রাজা পরীক্ষিত প্রকাশিয়া আশ॥ यत् कूक़त्कर व द्र १ हर्त मः घठेन। বিছুরে ডাকিয়া অন্ধ করেন মন্ত্রণ॥ পাওর অহিত আশা ধৃতরাষ্ট্র বীর। পাণ্ডব মঙ্গল আশা বিতুর স্থার ॥ অন্ধের মন্ত্রণা শুনি কছেন বচন। শুন কুরুরাজ এবে মম স্থমন্ত্রণ॥

বয়সেত্রে হও জ্যেষ্ঠ তুমি কুরুপতি। কি বলিব তোমা দেব আমি মূঢ়মতি॥ এই মাত্র হিত ভাবে কহিব বচন। পিতৃধন পাগুবেরে কর প্রত্যর্পণ॥ ভূমি বিজ্ঞবান বট বুঝ মহাবীর। কিবা দোব করিল সে পাণ্ডব হুধীর॥ ছই ভাই ভূমি রাজ। কুরু পাণ্ডুনাম। আমার অগ্রক্ত তুমি চরণে প্রণম। ছুই ভাগে এই রাজ্য করহ ভাজন। পাণ্ডব লউক আধ—আৰ ছুৰ্য্যোধন॥ বং**শের মঙ্গল হোক্** কিবা কাজ রণে। অধ**র্মের জ**য়ে জ্ঞানী জন্ম নাহি গণে॥ কত দোষ করিয়াছ তুমি মহাধীর। পাণ্ডব মহিমা দব এখন হৃষ্টির॥ রকোদর সর্প সম করিছে গর্জন। পূর্ব্বাপর যত দোষ করিয়া স্মরণ॥ সামান্ত সে বীর নয় ভুমি কর ভয়। রুষিলে সে জন রাজা ভীষণ সংশয়॥ ভাবিয়া দেখুন রাজা শ্রীকৃঞ্চ সতত। রাখিতে ধর্ম্মের মান আছেন নিয়ত॥ ব্রহ্ম অবতার কৃষ্ণ কহে জানীজন। সলা যার সহবাস বাঞ্ছে দেবগণ॥ রাজচক্রবন্তী সেই যতুবংশ মণি। এখন নগরে তব রহেন আপনি॥ পাণ্ডবের প্রতি রাজা ঈশ্বর সহায়। দাও তার পিতৃরাজ্য ডাকিয়া তাঁহায়॥ কুলের মঙ্গল হোক্ ধর্ম্মের রক্ষণ। বুঝ রাজামম বাক্য স্থির করি মন॥ যাহারে সম্ভান ভাবি করিছ আদর। অধর্ম-প্রতিমা সেই পাপের আকর॥ শ্ৰীকৃষ্ণ বিষেষী সেই জ্ঞাত সৰ্ববন্ধন। না হয় প্রয়োগ তাহে অপত্য কচন॥ জন্মিলে হুপুত্র পায় নরকে উদ্ধার। কুষ্ণ-দ্বেষী পুত্রে বৃদ্ধি পায় পাপভব॥

কুলের মঙ্গল যদি চাও ছে রাজন। হেন অমঙ্গল পুত্র করহ বর্জন ॥ হেন কথা শুনি অন্ধ করে অনুতাপ। কথঞ্চিত বিচ্নুরের টুটে মনস্তাপ॥ হেথা লোক মুখে শুনি রাজা ছুর্য্যোধন। অন্ধরাজ, বিচুরের অপূর্বব কথন॥ ক্রোধেতে অধীর আর কম্পিত অধর। কর্ণ ফুঃশাসনে ভাকি কহেন বিস্তর॥ শকুনির সহ গিলি সেই চুফ্টমতি। তিরস্কার করি কহে বিহুরের প্রতি॥ কে আনিল দাসী পুত্রে পিতার সদন। অন্তর কুটিল এর নীচ-জন্ম জন॥ যাহার অন্নেতে চুফ্ট আজন্ম পালন। তার অমঙ্গল কার্য্য করিছে সাধন॥ নির্ব্বাসিত কর এরে না বধি জীবন। হেন জনে দেখিবারে না চাহে নয়ন॥ হেন কথা শুনি ক্ষত্তা মর্ম্মে ব্যথা পান। মনোতুঃখ মনে রাখি অন্ধ প্রতি চান॥ অধর্ম প্রবল হেরি সেই মহাজন। প্রাদাদের পুরদ্বারে রাখি শরাদন॥ নির্গত হয়েন ত্যজি হস্তিনা নগর। যথ। চাহে তুনয়ন চলেন সম্বর॥ সঞ্চিত যতেক পুণ্য কুরুবংশে ছিল। সে সকল বিছুরের দেহে প্রবেশিল॥ উপেব্রু রচিল গীত হরিকথা সার। তৃতীয়ক্ষদ্ধের কথা করিয়া বিচার॥ ইতি বিহুরের গৃহত্যাগ নমাপ্ত।

বিহুর ও উদ্ধব সংবাদ।
সূত কৰে শুন শুন মহামুনিগণ।
বিহুর উদ্ধব কথা অতি অতুলন॥
শুকদেব কহে ভাকি পাণ্ডু নরবরে।
উদ্ধব সংবাদ কথা শুন অতঃপরে॥

গৃহ ত্যজ গিয়া সেই বিত্বর স্বজন। অরণ্য, নগর, তীর্থে করেন ভ্রমণ॥ যত তীর্থ আছে সেই শ্রীহরি সেবন। একে একে সর্বব্রই করেন গমন॥ যান তিনি যথা রহে হুরম্যনগর। হরি মায়াবলে যাহা অতি শোভাকর॥ কোখা উপবন সাঝে করেন গমন। কোথা মহা মহা গিরি করেন দর্শন॥ কোথাও নির্মালতোয়া তটিনীর জল। কোথাও সরসী তীরে ভূষিত কমল। হরির পরম মূর্ত্তি যথায় বিহরে। বিত্বর তথায় যান চিত্ত শুদ্ধিতরে॥ সপ্ত-দ্বীপ এই ধরা করিয়া ভ্রমণ। বিত্রর করেন শেষে ব্রতাবলম্বন॥ স্থলযু আহার আর তীর্থ-জলে স্নান। বঞ্চল বদন আর ভূমিতে শয়ান॥ সাংসারিক যত স্থখ ক্রমে ভুলিলেন। আত্মীয় স্বজন চিন্তা সব ত্যজিলেন॥ ভারত ভ্রমিতে ক্রমে বিগ্রর স্কলন। প্রভাস তীর্থেতে আসি উপস্থিত হন ॥ একচক্রা একছত্রা রাজা যুধিষ্ঠির। করিছেন রাজ্য তবে পাণ্ডব স্থীর॥ মহাগর্কে কুরু-কুল হ'য়েছে সংহার। দাবানলে যথা সব হয় ছারথার॥ আপন আত্মীয় বধ করিয়া প্রবণ। অমুতাপ করিলেন করিয়া স্মরণ॥ প্রভাগ তেয়াগি যান সরস্বতী তীর। পুণ্য হেতু সদা শুভ্র রহে যার নীর॥ তটেতে উশনা, অত্রি, মনু গো অনিল। অসিত, সুদাস গুহ, অগ্নি অনাবিল॥ হুপবিত্র পুথু বায়ু শ্রাদ্ধ দেব আর। সরস্বতী একাদশ তীর্থ ব্যবহার॥ আছিল যতেক তথা মহাঋষিগণ। হরিগৃহ যত জন করিল। স্থাপন॥

একৈ একে সেই সবে করি দরশন। ছরিচক্র হেরি শাস্ত করেন নয়ন॥ যখায় হেরেন হরি মূর্ত্তি বিরাজিত। পুজেন বিতুর তাহা করি স্থির চিত। সরস্বতী তীর এড়ি যান যমুনায়। জ্রীকুষ্ণের মহাতীর্থ এই বত্তধায়॥ শ্রীহরির মহাভক্ত উদ্ধব সেক্ষণ। নানাতীৰ্থ ত্যজি তথা উপস্থিত হন ॥ ব্ৰহম্পতি শিশ্য তিনি শ্রীকৃষ্ণ বান্ধব। বিছুরে হেরিয়া স্থগী স্থগীর উদ্ধব ॥ উভয়ে হেরিয়া উভে প্রেমে আনন্দিত। আলিঙ্গন করি ক্ষত্তা হন পুলকিত॥ শ্রীকুষ্ণের প্রতিপাল্য যাদব কৌরবে। উভয় কুলের কথা স্থান উদ্ধবে॥ উদ্ধবের কর ধরি কহেন বিছুর। কর ভাগ্যবান মোর মনোত্রংখ দূর॥ কেমন আছেন তুই পুরাণ পুরুষ। ব্রহ্মার প্রার্থনা মতে হইয়া পুরুষ॥ রাম কৃষ্ণ নাম ধরি আদিয়া ভুবন। করিলেন পৃথিবীর মঙ্গল সাধন॥ ধন্য সেই বাহুদেব অপার বিভব। কুশল সংবাদ তাঁর বলহ উদ্ধব॥ পূর্ব্ব জন্মে নাম কাম প্রহান্ন হজন। রুক্মিণী করেন তারে স্বগর্ভে ধারণ॥ অতি মহাবীর সেই ভুবন মাঝারে। কি ভাবে আছেন তিনি কেমন প্রকারে॥ ভোজ বৃষ্ণি, সাত্যকের উগ্রসেন পতি। অচলা ভকতি যাঁর শ্রীক্লফের প্রতি॥ যত্নপতি ভয়ে যিনি ত্যঙ্গি সিংহাদন। করিয়াছিলেন পূর্বেব বনে পলায়ন॥ শ্রীকৃষ্ণ অভয় লভি আদেন নগর। কেমন আছেন বল সেই গুণধর॥ কি কব শাম্বের কথা শ্রীকৃষ্ণ সন্তান। র্থিভোষ্ঠ যেইজন সকল প্রধান #

যে ব্ৰতে অম্বিকা পান কাৰ্ভিকেয় বীর। সেই ব্ৰতে জাম্বুৰতী পান হেন ধীর॥ বলহ উদ্ধব তাঁর বলহ কুশল। হউক হৃষ্টির মম চিক্ত হৃবিমল॥ অর্জ্বনের শিশ্ব সেই সাত্যকি স্থজন। শ্ৰীকৃষ্ণ নিকটে যোগ শিখেন যে জন॥ মহাযোগী শ্রেষ্ঠ সেই মহাবদ্ধবীর। বলহ কুশল তাঁর বলহ স্থীর॥ আসি যমুনার কুলে হয় মম মনে। ঋষিজন পূজ্য সেই অক্রুর চরণে॥ জীকৃষ্ণ চরণ রেণু হেরিয়া নয়নে। যে জন ভূমেতে রছে প্রেমমগ্র মনে॥ অতীব নিষ্পাপী সেই অক্লুর হুজন। বলহ উদ্ধব তিনি আছেন কেমন॥ যজ্ঞভাব ব্দর্থ গর্ভে করিয়া ধারণ। বেদ যথ। পূত করে এ তিন ভূবন॥ অদিতি যেমন ধরে গর্ভে দেবগণ। তেমতি মানবা বিষ্ণু করেন ধারণ॥ ভোজকম্মা দেবকী সে জ্ঞাত সর্ববজন। বিষ্ণুর জননী তিনি আছেন কেমন॥ শ্রীকুষ্ণের উপাসনা করে যেইজন। অনিরুদ্ধ দেন হুথ ফল বিতরণ॥ চারিভাগে এ অন্তর রহে বিরাজিত। চতুৰ্থ ই অনিক্লদ্ধ বেদেতে বিদিত॥ শব্দের উৎপত্তি তিনি শ্রীহরি বচন। বলহ উদ্ধব তিনি আছেন কেমন॥ চারুদেষ্ণ আদি যত পুণ্যাত্মা যাদব। শ্রীকৃষ্ণকে আত্মারূপে ভাবিতেন সব॥ কেমন স্থােতে তাঁরা যাপিলেন কাল। বলিয়া উদ্ধব নাশ মনের জঞ্চাল॥ আর এক কথা জ্ঞানী জিজ্ঞাসি ভোমায়। পাণ্ডৰ কুশল বাৰ্ত্ত। বলহ আমায়॥ নেহারি সাড্রাজ্যলক্ষী রাজ। ছুর্য্যোধন । হইয়াছিলেন পূর্বে সম্ভাপিত মন ॥

সেই হেতু কপট চ্যুত ক্রীড়ার প্রকাশ। তাহাতেই পাগুবের হয় বনবাস॥ শ্রীহরি অর্জ্বন বলে সেই যুধিষ্ঠির। পুনশ্চ লভেন রাজ্য ধর্মবলে বীর॥ এখন পালিয়া ধর্ম ধর্মের নন্দন॥ ধর্ম্মের মর্য্যাদ। তিনি করেন রক্ষণ॥ কি কব ভীমের কথা যেন কাল ফণি। রণে গদা চক্রে দক্ষ বীর চূড়ামণি॥ কৌরবের অপরাধে সম্ভাপিত চিত। নাশিয়া কৌরবে তার করেন বিহিত॥ বোধ হয় স্থস্থ মন হইয়াছে তাঁর। যাঁর ক্রোধে কুরু-কুল হইল সংহার॥ গাণ্ডীব-ধন্বার কথা কি কব উদ্ধব। রথী শ্রেষ্ঠ সেই বীর পাণ্ডু-কুলোদ্ভব॥ যার অস্ত্রবলে তুফী সেই পশুপতি। কিরাত রূপেতে যুঝে ভগানক অতি॥ শ্রীকুষণ্ট স্থা যাঁর বিপদ সময়। বলহ মঙ্গল তাঁর কি প্রকার হয়॥ নকুল আর সহদেব বীর অতুলন। অশ্বিনী-কুমার সম যমজ নব্দন॥ যদিও মার্দ্রার পুত্র উভয় কুমার। কুন্তীপুত্র ভ্রাতৃম্বেহে নাহি ভাবে আর॥ বিমাতার পুত্র বলি না করে মনন। বলহ উদ্ধব তাঁরা আছেন কেমন॥ हेन्द्र ह'एठ यथा इसा शक्रफ़ हितल। মাদ্রীস্থত কুরুরাজ্য তথা কাড়ি নিল। কি কব কুন্তীর কথা সতীশ্রেষ্ঠ হন। পুজলাগি পতি দেবে হন বিশ্বরণ॥ পতির বিরহ যবে অন্তরে উদয়। পুত্ৰমুখ চাহি তিনি বুঝান হৃদয়॥ কি কর উদ্ধব তোমা হৃদয় বিদরে। অন্ধরাজ লাগি মোর যে তুঃথ অন্তরে॥ পাণ্ড প্রতি করি হিংদা পুজের কারণ। নগর ছইতে মোরে করে নির্কাসন॥

পাণ্ডবের হস্তে তাঁর বংশের বিনাশ। শত পুত্র শোকে তাঁর বহিছে নিশ্বাস 🏾 জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন মম গুরুর সমান। তাঁর কাছে নাহি মোর মান অভিযান॥ তথাপি শ্মরিয়া তার শোকের কারণ। কুরুরাজ হুঃখে যোর দহিছে জীবন॥ হেরি অবিচার তার ত্যজিত্ব সংসার। হরিক্ষেত্রে হরি লাগি করিত্ব বিহার॥ কি কব হরির মাগ্রা অনন্ত অপার। মহিমায় মুগ্ধ হ'য়ে ভ্রমি এ সংসার॥ মানব রূপেতে হরি লীলা করিলেন। ক্রমেতে সংহারি সবে বৈকুপে গেলেন॥ মহা মহা রাজা মরে অভিমান ভরে। কেহ বিহ্যা, কেহ ধন, কৌলিশু আচারে॥ অসংখ্য লইয়া সেনা কুরুক্ষেত্রে যান। ইচ্ছা, তুঃখা পাণ্ডবের লন ধন মান॥ বিপদ কাণ্ডারী হরি সহায় জানিয়া। মাতিল অগণ্য রাজ। ধরমে ভুলিয়া॥ ছিল বলি সেই হরি পাণ্ডব সহায়। একাদশ অক্ষেতিশী রণে মারা যায়॥ কোথা গেল কুরুকুল কোথা রাজগণ। ধার্মিক পাণ্ডব মাত্র হইল রঞ্চণ॥ নাহিক হরির জন্ম কর্মাণুন্স হন। তুরা ত্লা বিনাশে তাঁর শরীর গ্রহণ। বিপদের সেই হরি যতুবংশ ধন। কর সথে তাঁর কীর্ত্তি স্থথেতে বর্ণন। এত বলি হন তবে বিতুর হৃষ্টির। একে একে উত্তরেন উদ্ধব স্থবীর॥ উপেক্স রচিল গীত হরি কথা সার। সংসারের পুণ্যতরি শ্রীহরি আধার॥

इंडि डेक्सर ९ विश्त म्याप नमाथ।

## উদ্ধব সংবাদ।

সূত কহে শুন শুন শৌনক স্থগীর। শুনিলে উদ্ধব কথা মন হবে স্থির॥ কহিলেন শুক তবে পাণ্ডুবংশধরে। উদ্ধব উত্তর শুন রাজ। অতঃপরে॥ বিছুরের কথা শুনি উদ্ধব তথন। করেন আপন মনে একুষ্ণ স্মরণ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিরহ তাঁর হইল উদয়। নিস্তকে রহেন তিনি হইয়া বিশ্বয়॥ উদ্ধবের কৃষ্ণভক্তি কে বর্ণিতে পারে। বাল্যাবধি তাঁর জিহবা একুষণ উচ্চারে॥ উদ্ধব হইল যবে পঞ্চম বরষ। ক্রীড়াবশে কুষ্ণে পূজি পাইত হরষ॥ মাটিতে গঠিয়া কৃষ্ণ দিত বনফুল। ক্ষুধায় আহার বিনা আনন্দে আকুল। জননী ডাকিত যবে করিতে ভোজন। কৃষ্ণপূজা বিনা নাহি খাইত কথন॥ কৃষ্ণ প্রেম হুধা রুসে নিময় অন্তর। সেই হেতু প্রথমেতে না দেন উত্তর॥ শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা হৃদে চক্ষে বহে নীর। কুষ্ণ কুষ্ণ মুখে বলি হ'লেন অধীর॥ এই ভাব হেরি তবে বিচুর স্থন্ধন। কুতার্থ উদ্ধব ভাব হরির চরণ॥ ক্রমে ক্রমে হ'ল তার পার্থিব চেতন। নয়নের নীর মুছে খোলেন নয়ন॥ বিদ্ররের প্রতি চাহি কহিলেন বাণী। কুষ্ণ মোর ত্যজিয়াছে মানবীয় প্রাণী॥ গোকুলের দিনমণি গেছে অস্তাচলে। এদেছে তামদী কাল গোকুলেতে ব'লে॥ আর যা কুশল সব কি বলিব আর। যতুকুল একেবারে হ'য়েছে সংহার॥ মদভাগ্য যতুকুলে কুষ্ণে না জানিল। একত্র থাকিয়া তাঁরে চিনিতে নারিল।

সরোবরে চন্দ্রমার বিম্বের পত্ন। মীনে কি নেহারে কভু মেলিয়ে নয়ন॥ যতুকুল মহার্ণবে কৃষ্ণ শশধর। যাদব তাহাতে মীন না দিল অন্তর॥ ভাবিত তাঁহারা মাত্র যতুকুল মণি। না ভাবিত সেই কৃষ্ণ জগতের মণি॥ শিশুপাল আদি কত করিতে হিংসন। দ্বেষবশে নিন্দা বাক্য করি উচ্চারণ ॥ বহুত তপস্থা বলে মহামুনিগণ। পাইত মানসে দেখা শ্রীহরি চরণ॥ কিন্তু অভিমন্ত্যু জন্ম শ্রীমধুসুদন। তপস্থা বিহীন জনে দিলেন দর্শন॥ আপনি বুঝিয়া কেহ নিজ বৃদ্ধিবলে। লভিল মুক্তির পথ ছেদি কর্ম্মফলে॥ দেখাইয়া নিজ যুর্ত্তি জগত লোচন। করেন ভূলোক ত্যজি গোলোকে গমন॥ কি ভাবে গঠন তাঁর করিব বর্ণন। নিজ যোগ মায়াবলে নিজের স্তজন॥ কি দিব ভূষণ তাহে সবার ভূষণ। সৌভগ্যের শ্রেষ্ঠপদ পরমার্থ ধন॥ নিজের বিস্ময় লাগি মানব শরীর। ধরিয়াছিলেন সাত্র বোধ হয় ধীর॥ যুধিষ্ঠির রাজসূয় হ'লে সম্পাদন। আনন্দ মূর্ত্তিতে হরি করেন গমন॥ শ্রীকুষ্ণের মূর্ত্তি হেরি যত সভাজন। বিধাতৃ নৈপুণ্য খ্যাতি করয়ে কীর্ন্তন ॥ স্ষ্ট্রির কৌশল যত জানে বিধিবর। একমাত্র ক্লফ দেহে দেখায় বিস্তর॥ অভিমান ভরে ব্রজবালা প্রত্যাখ্যান। করিলে এছরি যবে করেন প্রস্থান॥ শ্বরি সে মোহিনীমূর্ত্তি বিমুগ্ধ অস্তরে। কেছ মনে কেছ বনে ছেরেন ঈশ্বরে॥ ব্যশান্ত ও শান্তমূর্ত্তি সেই ভগবান। সংসারে যতেক আছে তাহাতে বিধান ॥

শান্তির বিনাশ হেতু অশান্তি যখন। ভীষণ প্রবলভাবে করয়ে পীড়ন॥ অজ হ'য়ে হরি ভবে হন জায়মান। মহাভূত অগ্নি যথা কাষ্ঠেতে প্ৰমাণ॥ যেমন আছয় বিধি হইতে স্ঞ্জন। মহতত্ত্ব কার্য্যযোগে শরীর গ্রহণ॥ দেবকী ও বস্থদেব বন্ধনে কাতর। কংস-কারাগারে যবে রোদনে তৎপর॥ সেইকালে কৃষ্ণ হন গর্ভেতে উদয়। মানব শিশুর রূপে প্রকাশিত হয়॥ অজ হ'য়ে জন্ম লন একি চমৎকার। কংস-ভয়ে ব্রজে বাস বিশ্বয় আকার॥ কাল্যবনের ভয়ে ত্যক্তিয়া নগর। ইতস্ততঃ পলায়ন সবিস্ময়কর॥ শুনিলে এ সব কথা অস্তে ভাবে আন। আমাদের বৃদ্ধিনাশ ত্রমের প্রমাণ॥ সবার জনক হ'য়ে সেই কৃষ্ণ রাম। বস্থদেব দেবকীরে করেন প্রণাম॥ কখন পুত্রের স্থায় বলেন বচন। ক্ষমা কর কংস ভয়ে ভুলেছি সেবন॥ সামাত্য মানব সম তাঁহার করম। হেরিয়া প্রেমেতে মগ্ন জ্ঞানীর মরম॥ কুষ্ণের প্রভাব কথা হইলে শ্মরণ। কোন্ ব্যক্তি নাহি সেবে তাঁহার চরণ॥ কটাক্ষ মাত্রেতে যাঁর আপনি শমন। সভয়ে কাঁপিতে থাকে যথন তথন॥ যে সিদ্ধি কামনা করি যোগী যোগে রত। কিরূপে সাথিলে তাঁরে পায় অবিরত। কৃষ্ণদেষী শিশুপাল রাজসূয় করি। যক্ত-মাঝে দরশন পাইলেন হরি॥ এমন কুপালু যিনি নাছি অক্সপর। কেব। নাহি প্রণমিবে বলি বিশেশর॥ আরো মনে করে দেখ তুমি হে কৌরব। कूक़रक्राञ्च द्रश कथा य। चिन मव॥

যবে অর্জ্নের বাণে নরবীরগণ। হারায়ে সমর-ক্ষেত্রে আপন জীবন। অন্তিমে হেরিয়ে রথে শ্রীহরি চরণ। পাইল বৈকুণ্ঠধাম ভাঁহার সদন॥ তিনি সন্ত্ব রজঃ তমঃ সর্ব্বগুণপতি। ত্রিলোকের অধিপতি যেই যতুপতি॥ লোকপালগণ সবে চরণে তাঁহার। সমর্পিয়া চরিতার্থ পূজা উপহার॥ কি কব হরির লীলা কৃষ্ণ অবতারে। উগ্রসেন ভূত্য তিনি হয়েন প্রকারে॥ পুতনা যাইল তাঁরে করিবারে নাশ। দয়াগুণে কৃষ্ণ দিল বৈকুণ্ঠে নিবাস॥ ধাত্রীর সমান ভাবি সেই রাক্ষসীরে। প্রাণসহ করিলেন পান স্তন ক্ষীরে॥ অতীব দয়ালু তিনি ইহাতে প্রমাণ। যে ভাবে ভজুহ তাঁরে পাবে তথা ত্রাণ॥ গরুড় আসনে কুষ্ণে হেরি দৈত্যগণ। মহাভাগ্যবান তারা পার মুক্তিধন॥ হেন ধন সেই হরি বিতুর কি কব। ত্যজিগ্না আমারে চলি গেলেন কেশব॥ একদা ভারেতে ভীতা পৃথিবী রমণী। ব্রহ্মপুরে যান খুলি কবরী বন্ধনী॥ জানাতে আপন চুঃখ অসহন ভার। যাহে মহাব্রহ্ম করে তাহাতে নিস্তার॥ পৃথিবী কারণ ব্রহ্মা স্মরেন শ্রীহরি। তারিবারে ধরাভার নররূপ ধরি॥ বাস্তদেব ও দেবকী কংস কারাগারে। যাতনায় হরি বলি ডাকিল তাঁহারে॥ ব্রক্ষারে করিতে তুষ্ট সেই নারায়ণ। দেবকী-গর্ভেতে জন্ম করেন গ্রহণ ॥ কংস ভয়ে পিতা তাঁর বহুদেব ধীর। পুত্র-মুথ হেরি হন অতীব অস্থির॥ গোপনে লইয়া তাঁরে যান ব্রজধাম। তথায় মিলেন হরি রূপে বলরাম।

ায়ে আপন তেজ শ্রীমধুসূদন। াদশ বর্ষ ব্রজে করেন যাপন॥ ার কুলে কেলি কিবা শোভা হয়। া গোপালগণ গাভী বৎস তায়॥ ানে গিয়া কেলি রাখাল সহিত। । হয়েন রাজা বালক চরিত।। া কাঁদেন কভু মুখ ভার হাসি। -জনে মোহিতেন মধুর সম্ভাষি॥ রীতিক্রমে তিনি গোধন চরান। হিবারে ব্রজ-জনে বেণুর বাদন॥ াংবাদ লভি যবে কংস মহাবীর। ায় রাক্ষদে প্রাণ লইতে হরির॥ ার পুতুল সম সেই কালে হরি। ভাবশে রাক্ষসের লন প্রাণ হরি॥ লীয় নামেতে নাগ থাকি যমুনায়। वाक कतिया जन मिन मम्मायः॥ ক্ষল পান করি যত গোপগণ। ষে জৰ্চ্জরিত হ'য়ে ত্যজিল জীবন॥ াই ভাব হেরি তবে শ্রীমধুসুদন। বছেলে করিলেন কালীয় দমন॥ ।ধ-শৃষ্ঠ জল করি দেন যমুনার। জ-জনে তাহা দেখি লাগে চমৎকার अयञ्ज निर्दाधया नत्मत कूमात । বরাজ গর্বা থবা অন্তত প্রকার॥ গাবজ্ঞ নাগেতে যজ্ঞ করেন হরষে। ক্রের আহুতি নাহি কৃষ্ণ আজ্ঞাবশে াহাতে রুষিয়া ইন্দ্র করেন বর্ষণ। ারির স্রোতেতে ব্রক্ত প্রায় নিমগন। জবাদী প্রাণী সহ সেই নারায়ণ। ্ত্র সম গোবর্দ্ধন করেন ধারণ॥ াহাতে নারিল ইন্দ্র থর্বে হ'ল সান। াক্বীর গর্কের নাশ হরির বিধান॥ গারদ নিশায় যবে উদয় শশীর। ,হরিয়া করয়ে হরি বাদন বংশীর॥

বংশীরবে মুগ্ধ করি ব্রজের রমণী। করিতেন কত লীলা নট চূড়ামণি॥ শুনহ বিচুর আর শ্রীকুফ কথন। কংসের নিধন বার্ত্তা অতি অতুলন ॥ বিদায় লইয়া রামকৃষ্ণ তুইজন। নাশিতে করেন গতি কংসের ভবন॥ কুষ্ণের হস্তেতে কংস হইয়া নিধন। পাইলেন মহামুক্তি পর্ম রতন॥ কারাগার হ'তে পিতা মাতার উদ্ধার। করিলেন রামকুষ্ণ অতি চমৎকার॥ মথুরার লাঁলা কথা অতীব অদ্ভূত। কি বৰ্ণিব সেই ভাব শ্ৰীকৃষ্ণ সম্ভূত॥ পরে কৃষ্ণ করিলেন বিতার অভ্যাস। সান্দিপনী সহবাসে শাস্ত্রের আভাষ॥ ষড়ঙ্গ সহিত বেদ পড়ি ছুই ভাই। মৃতপুত্র দক্ষিণা দিলেন মুনি ঠাই॥ লক্ষীর সমান ছিল ভীত্মক নন্দিনী। রূপে গুণে অতুলনা নামেতে রুক্মিণী॥ শ্রীক্লফে বরিতে ইচ্ছা নিতান্ত তাঁহার। করিলেন কৃষ্ণ বিভা গন্ধর্বব আচার॥ বিবাহে ঘটিল তথা ভীষণ সমর। সবে পরাজয় করে সেই যতুবর॥ অবিদ্ধ নাসিক সপ্ত রুষভে দমন। করি লয়জিতী পাণি করেন গ্রহণ॥ অতীব মানিনী প্রিয়া সত্যভামা রাণী। স্বাধীন হইয়া হরি হন দ্রৈণ প্রাণী॥ প্রিয়ার তোষণে রুষি সহ শচীপতি। পারিজাত লাুগি রণ ভগ্নানক অতি॥ ধরিত্রীর পুত্র হন নরক অস্তর। শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রাণ করেন সংহার॥ পৃথিবী করিল তাঁর বিবিধ স্তবন। তার পুত্র ভগদত্তে দেন রাজ্যধন॥ নরকের পুরে ছিল যত রাজকন্স।। শ্রীকৃষ্ণে হেরিয়া সবে পাসরে আপনা॥

মনোভাব পূরি হরি করি পরিণয়। প্রত্যেকেরে দশ পুত্র দেন যতুরায়॥ মাগধ যাদব শাল্প আদি দৈত্যগণ। অবরোধ করে সেই দারকাভবন ॥ আপনি শ্রীকৃষ্ণ করি সবে পরাজয়। নির্বিত্র করেন পুরী কৃষ্ণ মহাশয়॥ শম্বর, দ্বিবিদ, —বাণ অপর অম্বর। বধিলেন বলরাম মতুকুল সূর॥ कुरूरकट्य यदन तन र'ल मःघটन। কৌরব পাণ্ডব তথা একত্রিত হন॥ অর্জ্জন সারথি হ'য়ে শ্রীমধুসূদন। করিলেন একে একে কুরু বিনাশন॥ শকুনি ও কর্ণ আর হুফ হুঃশাসন। কুজন মন্ত্রণাবলে হত তুর্য্যোধন॥ ভাঙ্গেন তাহার উরু ভাঁম বীরমণি। গরুড যেমতি গিলে ধরি কালফণী॥ পরমায় ধন সহ আত্মীয় স্বজন। ত্যজিলেন প্রাণ সেই রাজা হুর্য্যোধন॥ ইহাতে শ্ৰীকৃষ্ণ নাহি হইয়া সন্তোষ। পৃথিবীর ভার লাগি মনে অসন্তোষ॥ কুরুক্ষেত্র অফ্রাদশ অক্ষোহিণী-পাত। এখানে যাদবগণ করিয়া উৎপাত॥ যতুকুলে বিসম্বাদ হ'লো আরম্ভন। তাহাতে সকলে নক্ট হইল তথন॥ অবশেষে যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করি। ভাসান মানব হৃদে আনন্দের তরি॥ গর্ভেতে করিতে দগ্ধ উত্তরানন্দন। অশ্বর্থামা ব্রহ্ম-অস্ত্র করেন ক্ষেপণ॥ শ্রীকৃষ্ণ করেন রক্ষা পাতৃবংশধর। শ্রীকুষ্ণের লীলা শুন তুমি বিজ্ঞবর॥ কুষ্ণের সাহায্যে তবে ধর্ম্মের নন্দন। তিনবার অশ্বমেধ করেন পূরণ॥ অবশেষে ভ্রাতা-সহ পৃথিবী পালন। `ক্রেন পাগুব সবে ক্লুফ্রে দিয়া মন॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আসি দারকানগরে। অনাসক্ত হুখভোগ করেন সাদরে॥ কিছুতেই আসক্ত না হ'য়ে কদাচন। করিলেন নিজ চিত্তে বিবেক ধারণ॥ অবশেষে করিবারে যাদব সংহার। বারুণী মদিরা-বলে অজ্ঞান প্রচার॥ निक भाषा जावि कृष्ध श'रत्र भूक्ष मन। সরস্বতী জল তিনি করেন স্পর্শন ॥ সরস্বতী জল মাথি বৃক্ষযুলে বসি। দেখেন গগনে কত গ্রহ তারা শশী॥ যখন হইল সর্বব যাদব সংহার। আসারে কহেন রুষ্ণ এই কথা সার॥ যাওরে উদ্ধব তুমি বদরী মাঝার। মনে রেখো মম নামে পাইবে নিস্তার॥ আমারে কহিয়া কৃষ্ণ এ হেন বচন। অশ্যত্রে চলিয়া যান শ্রীমধুসূদন॥ পাইলাম দেখা তার করি অম্বেষণ। শ্যামরূপ চতুত্ব জ অরুণলোচন॥ পীতবাস পুনঃ আসি সরস্বতী তীর। পরিহরি এ সংসার রন তথা ধীর॥ তুলিয়া দক্ষিণ পদ দিয়া বামদেশে। অশ্বথের মূলে রন বসি বিষ্ণুবেশে॥ কি কৰ সে কথা সব করিয়া বর্ণন। এখনো আমার হৃদে রয়েছে অঙ্কন॥ ব্যাদের বান্ধব মুনি মৈত্রেয় স্থাীর। আসিলেন ভ্রমি তীর্থ সরস্বতী তীর॥ তথায় শ্রীকৃষ্ণ খাষি করি দরশন। করিলেন শ্রীক্লফের নিকটে গ্যন॥ আমি ও মৈত্রেয় উভে রহিন্দু তথায়। মম মুখ চাহি কৃষ্ণ কহেন কথায়॥ বুঝেছি উদ্ধব আমি হেরিয়া তোমায়। কট্যাধ্য সেই মুক্তি পাইবে হেলায়॥ পূর্বব জন্মে বহুরূপে যজ্ঞ করি ধীর। সিদ্ধি লাগি যে কামনা ক'রেছিলে স্থির॥ ফলিল সে ফল আজ তুমি ভক্তবর। চরম জনম এই পুণ্যের সাগর॥ আর না হইবে জন্ম বৈকুণ্ঠ ভুবন। পাবে তথা গিয়া তুমি মোর দরশন॥ পদ্ম কল্প পদ্মাসন হেরিয়া বিধিরে। যে জ্ঞান কহিন্দু আমি জ্ঞাত যত ধীরে॥ তাহাতেই সর্ববতত্ত্ব হবে অবগত। বুঝহ উদ্ধব তার নাম ভাগবত॥ শুনিয়া এ সব বাণী হইনু বিস্ময়। অতি অপরূপ কথা মনে বোধ হয়॥ ष्मानत्म शृतिल अत्र ह'रक वरह नीत। রোগোলাম হ'য়ে কাঁপে আমার শরীর॥ তখন কহিন্দু আমি শ্রীক্লয়ে বচন। তুমি ঈশ, তুমি নাথ, তুমিই শরণ॥ যে তব চরণপদ্ম করয়ে ভজনা। কি ছল্ল ভ তাহাদের জগত কামনা॥ নাহিক বাসনা মোর অনিত্য বিষয়। এই ইচ্ছা যেন ভক্তি ও চরণে রয়॥ নিরীহ হইয়া কার্য্য কর তুমি হরি। অজ হ'য়ে জন্ম লও সেই ভেবে মরি॥ কালাত্মা হইয়া কর অরিজনে ভয়। আত্মরতি হ'য়ে কেন নারী পরিণয়॥ এ সকল বুঝিবারে মানি পরিহার। পণ্ডিতে বিশ্বায় মানে বুঝিতে আচার॥ সদাত্মা কালাদি দারা না হয় খণ্ডিত। তাহে নাথ তব শক্তি দংশয় রহিত॥ বুঝিয়া এ সব কার্য্য হ'ল মুগ্ধ মন। কেমনে সে ভাব দেব হব বিশারণ॥ যে জ্ঞান ব্রহ্মারে করিয়াছ উপদেশ। কুপা করি দাও মোরে সে জ্ঞানের লেশ উপযুক্ত হই যদি লভিতে সে জ্ঞান। নাশিতে সংসার ছুঃখ কর মোরে দান ॥ এ হেন কামনা শুনি সেই ভগবান। স্বকীয় পরমা স্থিতি আমারে বুঝান ॥

ভগবানে গুরু করি লভি আত্মজ্ঞান। বিদায় হইয়া তবে করিন্দ্র প্রস্থান॥ নানা তীর্থ ভ্রমি শেষে এসেছি হেথায়। হেথায় আসিয়া সথা হেরিফু তোমায়॥ যেমন আনন্দে ছিমু কৃষ্ণ দরশনে। তেমতি আমার হুঃখ তাঁহার বিহনে॥ বদরী আশ্রমে এবে করিব গমন। তথায় তপস্থা করে নরনারায়ণ॥ শুকদেব এত বলি কহেন রাজন। অবহিতে এ সংবাদ করহ শ্রবণ॥ বিছুর শুনিল যবে কৌরব সংহার। বহিল তথনি উভ নয়নের ধার॥ কহেন উদ্ধবে তবে বিত্নর বচন। কহ কিবা জ্ঞান কৃষ্ণ করেন জ্ঞাপন॥ কহেন বিছুরে তবে হরষে উদ্ধব। সেই জ্ঞান দিবে তোমা মুনি মিত্রোদ্ভব॥ অদূরে মৈত্রেয় ঋষি করিছেন বাস। যাও হে বিছুর তথা পূরাইতে আশ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁরে করেন আদেশ। বলিতে তোমারে সেই নিজ উপদেশ॥ অতএব কর তুমি তথায় গমন। যাইব বদরী করি রজনী যাপন॥ যমুনার কুলে লভি উদ্ধব সংবাদ। বিতুর অন্তরে পূর্ণ করেন বিষাদ॥ অস্তমিত হ'লে শশী প্রভাতে তু'জন। অভিপ্রেত স্থানে উভে করেন গমন॥ উপেব্ৰু রচিল গীত উদ্ধব সংবাদ। মিটাতে যতেক এই সংসার বিবাদ॥ ইতি উদ্ধব সংবাদ স্মাপ্ত।

মৈত্রেরের প্রতি বিছরের প্রশ্ন।

সূত কহে সম্বোধিয়া যত মুনিজন। উদ্ধব-সংবাদ হল এবে সমাপন॥ বিভুর সন্থাদ এবে করহ প্রাবণ। মৈত্রেয় উপরে প্রশ্ন শুকের বচন॥ এত বলি নিবর্ত্তিল শুক তপোধন। করেন জিজ্ঞাসা তাঁরে পাণ্ডব রাজন। উদ্ধব-সম্বাদ ঋষি অতি মনোহর। কিন্তু এক কথা মম বিস্ময় গোচর॥ যত ছিল অতিরথ ধরা অধিপতি। যাইলেন একে একে যথা যাঁর গতি॥ সর্ববশ্রেষ্ঠ রুষ্ণি ভোজে ঘটিল মরণ। হরির হইল ক্রমে লীলা সম্বরণ॥ সামান্স তপন্ধী মাত্র উদ্ধব গ্রহীণ। কেন নাহি হন তিনি মৃত্যুর অধীন॥ আর এক কথা ঋষি করিব জ্ঞাপন। ব্ৰহ্মণাপে যতুকুল হয় বিনাশন॥ তাহাতে কেমনে রক্ষা পাইল উদ্ধব। অতি অপরূপ কথা বিশ্বায় সম্ভব॥ হাসি কহে শুনি শুক রাজার বচন। ব্রহ্মশাপ তল মাত্র জানহ রাজন। লইয়া সমন্ধ বংশ ত্যজিতে শরীরে। হেন ছল করিলেন সেই হরি স্থির॥ দেহ পরিত্যাগ হরি করেন যথন। মনে মনে বিবেচনা করেন তখন॥ এখনো অনেকে মোর না পাইল জ্ঞান। কেবা হেন জন আছে করিবে সে দান॥ তাহা মনে করি হরি স্থির করি মন। উদ্ধবে সক্ষম ভাবি রাখেন জীবন॥ উদ্ধবের তব্ৰজ্ঞান আছে বিলক্ষণ। সতত করেন তিনি আত্মারে দমন॥

উদ্ধব থাকিয়া এই সংসার মাঝার। করুক আমার জ্ঞান সর্ববত্র প্রচার॥ সেই হেতু রহে মাত্র উদ্ধব জীবন। মহামুক্তি বাক্য ইহা ব্যাদের বচন ॥ উদ্ধব হরির পাশে ল'য়ে উপদেশ। তপস্থার্থে যাইলেন বদরি প্রদেশ। যোগবলে তথা করি হরিরে অর্চন। সিদ্ধবলে বিষ্ণুপাশে করেন গমন॥ কি কব কৃষ্ণের কথা পাণ্ডুবংশধর। ক্রীড়াবশে নানা জন্ম লভেন ঈশ্বর॥ সাধিয়া জগত হিত করেন প্রস্থান। ইহাই বিষ্ণুর লীল। বেদের প্রমাণ॥ উদ্ধবের মুখে শুনি মৈত্রেয় নিবাস। প্রভাতে বিহুর করে গমনের আশ। ত্যজিয়া কালিন্দীকূল তুঃখিত কৌরব। ভাগীরথী তীরে যান স্মরিয়া কেশব॥ ভাগীরথী তীরে গিয়া কুরুর নন্দন। হেরেন মৈত্রেয় ঋষি মেলিয়ে নয়ন॥ অগাধ বিজ্ঞান স্রোত মহামূর্ভিধর। করুণ দর্শন আর স্থাল অন্তর॥ শিরে শোভে জটাদাম ধূলায় ধূদর। সাক্ষাৎ প্রদন্ন মূর্ত্তি যেন দিগন্থর॥ বিত্রর সম্মুখে তবে করিয়া গমন। প্রণমি করেন নিজ প্রশ্ন আরম্ভন॥ স্থুথ লাগি লোকে করে কর্ম আরম্ভন। শেষে হয় ত্ৰঃখন্সোতে ক্ৰমে নিমগন॥ শাস্তির না পায় দেখা ছুঃখ মাত্র দার। বল ঋষি কিসে তথ দেখা যায় আর ॥ পূর্বব জন্ম কর্মা ফলে শ্রীকৃত্ত দ্বেংগ। অধর্মে মজিয়া সদা করে সেই জন॥ সতত তুঃখেতে সেই হয় নিমগন। নাহি তার কোনকালে স্থের স্বপন॥ তারিতে সে জন দেব জ্ঞানীর প্রকাশ। জনাৰ্দ্দন ভক্ত নাম ভুবনে বিকাশ।

তুমি সে মঙ্গলপথে কর বিচরণ। কর কুপাবলে দেব প্রশের পূরণ। আর নানা প্রশ্ন ঋষি করিব তোমায়। যাহাতে নাশিতে পারি জুঃশীলা মায়ায়॥ কোন ভাবে সেই কুষ্ণ করি আরাধন। আত্মারূপে সেই জনে পাই দরশন॥ বেদের প্রমাণে ইহা করহ নির্দেশ। পুনরায় বলি তার করিয়া বিশেষ॥ যে জন ত্রিগুণা মায়া করেন দমন। স্বাধীন তাঁহার কেন শরীর গ্রহণ॥ নাহি তাঁর কোন আশা কহে জ্ঞানীজন। তবে কেন এই বিশ্ব করেন স্কলন॥ কেন বা জীবিকা দিয়া করেন পালন। কেমনে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে করেন শয়ন॥ আপন হৃদয়ে বিশ্ব করিয়া স্থাপন। যোগ নিদ্রা বলে মুনি উভয় নয়ন॥ একমাত্র যোগেশ্বর বেদের বচন। বিশ্বে আসি নানা হন শাস্ত্র নিদর্শন॥ ক্রীড়ারূপে জন্ম লয়ে আসিয়া ভুবনে। সবার মঙ্গল দেব সাধেন কেমনে। अनित्न याँदमत कीर्डि मार्थक जीवन। শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য তাঁহাদের নিত্য নিরঞ্জন ॥ শুনিতে চরিত তাঁর বাড়ে প্রেম ক্ষুধা। নাহি মিটে আশা যেন পিয়ে মহা স্কধা॥ কত কত লোকপাল নেহারি নয়নে। কত লোক উপত্যকা রহে স্থগোভনে॥ সর্বত্ত প্রসন্ধ মনে প্রাণীর নিবাস। কেমনে করেন হেন সৃষ্টি জীনিবাস॥ সৃষ্টি করি নানা বস্ত্র বিভিন্ন স্বভাব। রূপ নাম কর্ম্ম ভাব না দেখি অভাব॥ করহ বিপ্রবি মোরে দে কথা বর্ণন। শুনিয়া জুড়াক মোর তাপিত জীবন॥ কেমন বর্ণের ভাব উত্তম অধম। কর্মানুসারেতে হয় হে ঋষি সভ্তম॥

যে সকল ব্যাসমূথে ক'রেছি শ্রবণ। নাহি তাহা শুনিবারে আর প্রয়োজন॥ ব্যাসমূথে কৃষ্ণকথা করিয়া ভাবণ। এখনও পরিতৃপ্ত না হলো জীবন॥ যত শুনি তত বাড়ে অন্তরের আশ। কহ দেব যাহে উক্ত সেই শ্রীনিবাস॥ মাধুরী নামের কিবা করিব বর্ণন। দেহ-রতি নাশ হয় করিলে শ্রবণ॥ হরিগুণ বর্ণিবারে রচিত ভারত। ভারতের হরিপদে ক্ষীণ বৃদ্ধি রত॥ আপনার সখা সেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। রচিলেন হেন স্থধা করি বিবেচন॥ অনুরাগ বাড়ে হরি চরিত্র শ্রবণে। দুরে যায় সংসারের যত আশা মনে॥ না পারে বুঝিতে হায় ভারত যে জন। বুঝিয়াও হরিপদে নাহি দেয় মন ॥ তাহাদের সম তুঃখী নাহিক ভুবনে। সর্ববদাই ত্রুখ শোক তাদের জীবনে॥ নিতান্ত কাতর আমি তাদের কারণ। তাহাদের রুথা জন্ম দেহের ধারণ॥ নিরর্থক কাল হেরে তাদের জীবন। পরমায়ু রুথা, রুথা শরীর ধারণ॥ হরিকথা সম সার নাহি কিছু আর। কহ দেব হেন কথা অতি চমৎকার॥ ভূমি কৌরবের মাত্র অন্তরে বান্ধব। ভ্রমর যেমন হরে পুল্পের আসব ॥ তেমতি সংগ্রহ করি হরিকথা সার। করহ কার্ত্তন মোরে করিতে উদ্ধার॥ কেমনে স্বজিয়া বিশ্ব করেন পালন। সংহার করেন শেষে কিসে নারায়ণ॥ আপন শক্তির বলে লইয়া জনম। কোন কার্য্য করিলেন করছ বর্ণন॥ এত বলি সে বিত্বর হইলেন স্থির। হরিপ্রেমে বহে তার নয়নেতে নীর॥

উপেক্স রচিল গীত ভাগবত সার। বুঝিলে পবিত্রভাবে নউ ভব-ভার॥ ইতি বিহুর কর্তৃক মৈত্রেরের প্রতি প্রশ্ন সমাপ্ত।

## মৈত্রের সংবাদ।

সূত কহে শুন শুন মহর্ষি স্কলন। মৈত্রেয় মুনির কথা অধ্যাত্ম কথন॥ এতেক কহিয়া শুক কহেন রাজায়। শুন রাজা এ সংবাদ মিটাতে আশায়॥ মৈত্রেয়ের এ উত্তর অতি মনোহর। হরি বিরাজিত রন বাক্যের ভিতর॥ বিছুরের প্রশ্ন শুনি মৈত্রেয় স্থজন। সস্তুঊ হয়েন হৃদে পুলকিত মন॥ আনন্দে বসায়ে তাঁরে আপনার পাশ। করেন উত্তর করি করুণা প্রকাশ। যে প্রশ্ন করিলে সাধু আমার উপর। অতি জ্ঞান-তত্ত্ব ইহা অতি মনোহর॥ হরিপদে মন তব তুমি সাধুজন। সেই হেতু হরি প্রশ্ন কর আরম্ভন॥ ধন্ত হে বিতুর তুমি ব্যাসের নন্দন। সেই পুণ্যে হরিপদে রত তব মন॥ কুতান্ত আছিলা তুমি পূরব জনমে। মাগুব্যের অভিশাপে এবে ধরা ভূমে॥ বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে দাসী জানি মনে। জন্ম দেন তোমা ব্যাস ধর্ম্মের চিন্তনে॥ ধর্মারূপী ভূমি যম নররূপ ধরি। বিছর লইলে নাম সদা সেবি হরি॥ শ্রীকুষ্ণের মহাভক্ত তুমি একজন। একে একে প্রশ্নোত্তর করহ ভাবণ। যথন ত্যজেন হরি এই ভূমিতল। তোমা উপদেশ দিতে কহেন সকল।। তাঁহার আদেশ মতে করিব উত্তর। কেমনে রহেন বিশ্ব মায়ার ভিতর॥

ইহাই তাঁহার লীলা জ্ঞানীজন জ্ঞান। সার তত্ত্ব চিন্তা এই কর অনুমান॥ দ্রব্য, গুণ, কার্য্য যদি হয় অনুমান। ততক্ষণ কৰ্ত্তপক্ষ না হয় প্ৰমাণ॥ অতি মহাজ্ঞান বাক্য শ্রীকৃষ্ণ বচন। একমনে হে বিত্রর করহ শ্রবণ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন মোরে তোমার কারণে। প্রচারিতে এই কথা নিখিল ভূবনে॥ মহাপুণ্যবান্ তুমি কৃষ্ণগত প্রাণ। সেই হেতু ভগবান দেন এই জ্ঞান॥ একে একে তব প্রশ্ন করিব উত্তর। শুনহ বিতুর হ'য়ে স্রন্থির অন্তর॥ স্ষষ্টির পূর্বেতে রন একা ভগবান। তাঁহার রচনা এই সংসার বিধান॥ এক্ষণে কহিব আমি জীবের বিচার। শুন তাহা একমনে হয় কি প্রকার॥ সংসার স্বরূপ যদি এক ভগবান। জীবের স্বরূপ তিনি তাহাতে প্রমাণ **॥** ভগবান হ'তে যদি সবার উদ্ভব। বিশ্ব স্থাষ্টি পূৰ্বেব তবে তাহাতে সম্ভব॥ সকলের প্রভু ভূমি বেদের প্রমাণ। তিনি ভিন্ন অন্য কর্তা নাহি হয় জ্ঞান॥ নাহি দ্রেষ্টা নাহি দৃশ্য হরিরূপময়। আপনি আপন রূপ কে কোথা ভাবয়॥ এই যে হেরিছ সৃষ্টি এ বিশ্ব ভুবন। অব্যক্ত ভাবেতে রয় নামেতে কারণ॥ কারণ নহিলে নহে কার্য্যের প্রকাশ। সেই হেতু দৃশ্যবস্তু না হয় বিকাশ। আকারে গঠিত নাহি হইলে কারণ। কে দেখিবে কে দেখাবে নাছি বিবেচন॥ আপনি হইয়া স্রষ্টা তবে ভগবান। আপনি কারণ রূপে না দেখিতে পান॥ 🤚 একমাত্র তিনি ভবে ছিলেন প্রকাশ। একমাত্র নট নাম হয় অবভাস ॥

দ্রফী দৃশ্য সবে যবে আছিল কারণে। আত্মা বিশ্বমান তবে কোন প্রয়োজনে। ঈশ্বরের দৃষ্টি তেজ নাম সে আত্মার। দেখিবার কিছু নাহি দৃষ্টি কি প্রকার॥ আত্মা স্থষ্টি বিনা তবে চিৎ বিগ্রমান। সেই শক্তিবলৈ স্বষ্টি বেদের বিধান॥ চিৎ বিনা অচৈতক্ত সকল কারণ। অচেতন সচেতন করে উৎপাদন॥ শুনহ বিহুর তবে দিয়া নিজ মন। যেমন হইল বিশ্ব ক্রমেতে স্ক্রন॥ পূর্ব্বেতে করিন্ম যাহা চিন্নামে বর্ণন। তাহাতে উদ্ভবে ক্রমে কার্য্য ও কারণ॥ কার্য্য ও কারণে হ'লে চিতের প্রকাশ। মায়া নাম ধরে সেই ত্রক্ষের আভাস॥ মায়া নাম সেই শক্তি করিলে ধারণ। তাহাতেই এই বিশ্ব হয় উৎপাদন॥ আর এক শক্তি আছে সেই ভগবানে। কাল নাম হয় তার বেদের প্রমাণে॥ কাল দারা মায়া শক্তি করিয়া ক্ষুভিত। চিন্ময় পুরুষ তাহে হয় অবস্থিত॥ কাল মায়া মাঝে হরি কিবা চমংকার। অব্যক্ত প্রকৃতি তাহে হয় আবিষ্কার॥ প্রকৃতিতে মহন্তব্ব হয় উৎপাদন। অতীব আশ্চর্য্য তাহা হরির গঠন॥ প্রকৃতিতে স্থিত বিশ্ব করিয়া ধারণ। নানারূপে ব্যক্ত তাহে হন নারায়ণ॥ মায়ার প্রেরক হ'য়ে সেই ভগবান। আনন্দ লভেন নিজ হেরিয়া বিজ্ঞান॥ निक िंश्निकि मृद्यं कतिया विधान। আপনি রহেন হ'য়ে পুরুষ প্রধান॥ সে চিতেরে পরমাত্মা কহে জ্ঞানীজন। ঈশ্বরের ছায়া মাত্র জ্ঞানীর বচন ॥ ছায়াতে যেমন রহে বস্তুর আকার। চিৎমাঝে ঐশীশক্তি তেমন প্রকার॥

ঈশ্বরের চৈতস্থকে অংশ নাম কয়। যাহাতে বিশ্বিত অংশ গুণময় হয়॥ চৈত্রস্থ ও বিশ্বাধার একত্র মিলনে। আত্মার কারণ হয় বেদের বচনে॥ আত্মার কারণ-রূপী সেই যে চৈত্রস্থ। আত্মা নামে গহাশক্তি বিশ্বমাঝে গণ্য॥ যাহার আশ্রয়ে আত্মা হয় স্থলকণ। তাহারেই বিশ্বাধার কহে জ্ঞানীজন॥ আগ্নার শক্তিতে থাকি সেই বিশ্বাধার। স্ষ্টি ক্রিয়াযুক্ত হয় করিলে বিচার॥ যাহার বলেতে তার কার্য্যে হয় রতি। তাহাকেই কাল কহে জগতের গতি॥ অংশ গুণ আর কাল যথা বিবেচন। পরমাত্মা তিনাধীন মায়ার কাঁরণ॥ এরূপে সৃষ্টির ক্রিয়া হ'ল আরম্ভন। শুনহ হরির লীলা বিত্রর স্করন॥ সেই আত্মাল'য়ে ক্রমে অংশ গুণ কাল। রূপান্তরে মহত্ত্ত্ব নামেতে বিশাল॥ মহত্তব হ'তে হয় বিশ্বের বিকাশ। শুন জ্ঞানী এবে কহি তাহার প্রকাশ। মহন্তত্ত্বে অহং তত্ত্ হয় উৎপাদন। কার্য্য ও কারণ কর্ত্তা যে করে ধারণ॥ অহঙ্কারে ক্রেমে হয় ত্রিবিধ ভাজন। বিকার তৈজদ আর তামদ বচন ॥ বিকার হইতে জন্মে নাম তার মন। বিকারের আর কার্য্য করিব বর্ণন॥ যাহা হ'তে শব্দ অৰ্থ হয় বিবেচন। বৈকারিক অহঙ্কার তাহার কারণ॥ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেহের জনম। বৈকারিক অহঙ্কার তাহার কারণ॥ ক্রমেতে কহিব আমি তাহার প্রমাণ। তৈজসের ভাব শুনি কর প্রণিধান॥ জ্ঞান-কৰ্মময় যত ইন্দ্ৰিয় গণন। তৈজ্ঞদীয় অহংতত্ত্বে সবার জনম॥

জীবাত্মারে বুঝাবারে শব্দাদি কারণ। পঞ্চমহাভূত ক্রিয়া এ দেহ যেমন॥ তাহায় বুঝিতে যেই শক্তি প্রয়োজন। তামদিক মহন্তব্ব তাহার বচন॥ পূৰ্বেতে না ছিল দ্ৰন্টা কিম্বা দৃষ্টিম্বল। দৃশ্য বস্তু প্রকাশিত ক্রমে অবিকল॥ প্রকৃতি মাঝারে কার চৈতন্ত প্রেরণ। সেই বলে এতদুর হইল গঠন॥ মায়াবলে শব্দ যবে আত্মায় শ্রেবণ। দ্রক্টারূপে আ্রা শৃত্য করেন দর্শন। আকাশ হইতে স্পর্শ তন্মাত্র উদ্ভব। স্পার্শ-দারা ক্রমে হয় বায়ুর সম্ভব ॥ আকাশ হইতে শব্দ বায়ুর মাঝারে। বেষ্টিত হইয়া রন বেক্টনী আকারে॥ শব্দস্পর্শ গুণ ল'য়ে আপনি পবন। তমাত্র নামেতে রূপ করেন স্জন। রূপ করি আপনার রূপের অন্তর। স্বজিলেন মহাভূত তেজ নাম ধর॥ তেজ ও চৈতন্য বলে করেন স্থজন। তমাত্র নামেতে রস জলের কারণ॥ রসেতে করিল সৃষ্টি মহাভূত জল। জল হ'তে গন্ধমগ্ন প্রকাশিত স্থল॥ সকলেই শ্রীহরির চৈত্র প্রকাশ। দৃশ্যরূপে প্রকাশিত শ্রীহরি সকাশ। প্রতি ভূত পূর্ব্ব ভূত ল'য়ে ক্রিয়াগুণ। উৎপাদন নব ভূত চৈত্তে নিপুণ॥ এমন হরির লীলা এ বিশ্ব গঠন। কেমনে প্রকাশ্যে রূপ করিব বর্ণন। কাল, মায়া চৈতম্মেতে ঐ পঞ্ছত। দেবতা হয়েন হ'য়ে বিষ্ণু সমৃদ্ভূত॥ এক্ষণে বিত্বর শুন স্থির করি মন। যে ভাবে হইল এই বিশ্বের গঠন॥ অহংতত্ত্ব যেই ভাবে হৈল উৎপাদন। পূর্ব্বেতে করিমু আমি তাহার বর্ণন।

ভূতের প্রমাণ হেতু যথ। অহঙ্কার। বিরাজেন এই বিখে করিন্থ বিচার॥ প্রকৃতি বংশেতে জিমা ভূত দেবগণ। কি করেন অতঃপর শুন বিবরণ॥ ভূতগণ জন্ম লভি হ'য়ে ক্রিয়াবান। না পারে করিতে কোন কার্য্যের সাধন॥ আকাশেতে শব্দ রহে পবনে স্পর্শন। রূপেতে রহেন তেজ সলিলে রসন॥ সকলের ক্রিয়া-শক্তি একত্র মিলনে। প্রকাশিবে এই বিশ্ব বেদের বচনে॥ ঈশ্বরাংশে জন্ম লভি ভূত দেবগণ। ভাবিলে ক্রিয়ার্থ হয় শক্তি প্রয়োজন ॥ চৈত্রন্থ হইতে হৈল চৈত্রন্থ নির্মাণ। পঞ্চ-ভূত নামে দেব পঞ্চ ক্রিয়াবান॥ পঞ্চ্তে যেই বস্তু হইবে প্রস্তুত। তাহাতেই স্বচৈতন্ত জীব সমুদ্ভত॥ পঞ্চ ভূতে মিলি তবে শক্তির কারণ। করে নিজ নিজ মনে শক্তি আরাধন॥ উপেব্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার। ভাগবত-গীত কথা পুণ্যের আধার॥ ইতি মৈত্রের স**্বাদ সমাপ্ত**।

স্ট দেবতাগণের ঈশ্বর স্কৃতি।
সূত কহে বিচারিয়া শোনক হজন।
বৃঝ ঋষি ভাগবত শুকের বচন॥
শুকদেব কহিলেন পাণ্ডু মহারাজ।
অপূর্বব স্প্তির কথা ভূতেতে বিরাজ॥
মহাতত্ত্ব ভূত আদি যত দেবগণ।
ঈশ্বর চৈতন্তে ক্রমে ইইয়া স্ক্রন॥
কি কর্মা করেন রাজা শুন অতঃপরে।
ক্রেয়াহীন হ'য়ে স্কৃতি করেন ঈশ্বরে॥
হে দেব অধিলপতি মহা নারায়ণ।
শোকে তাপে ভূমি জীর্ণ নহ কদাচন॥

শরণাগতের তাপ হরে যেই পদ। নমি সেই পাদপদ্মে ফুল্ল কোকনদ। দে পদ মহিমা আমি বর্ণিব কেমনে। যতিগণ সেবে যাহা পরম যতনে॥ সেই পাদপত্ম গন্ধে তুঃখ করি দুর। যতিগণ প্রবেশেন কৈবল্যের পুর॥ ভূমি হে বিধাতঃ আর ভূমি হে মহেশ। জীবের ত্রিতাপ নাশ দিয়া দয়া লেশ। সংসার পীড়ায় জীব হ'য়ে হতজ্ঞান। তোমার স্বরূপানন্দ না করে সন্ধান॥ যাহাতে লভয়ে জীব তোমার প্রকাশ। ভগবন্ সেই মাত্র আমাদের আশ। যে পদ প্রসাদে গঙ্গা হয় উৎপাদন। তিনলোক একা ক্রমে করেন পালন॥ পদের মহিমা যার বর্ণিবার নয়। মুখের মাহাত্ম্য তাঁর কে করে নির্ণয়॥ তব মুখ নীড় বেদ তাহে বিহঙ্গ। ঋষি হৃদে বিস্তারয় তথ অনুপম।। বাঁহারে করয়ে তাঁরা যোগে অম্বেষণ। তুমি সেইজন প্রভু লইনু শরণ॥ বিষয়ে আগক্ত নর কঠিন হৃদয়। অধিকারী নহে তব চরণ আশ্রয়॥ যদি তার হৃদে কভু জন্মে শ্রদ্ধাভক্তি। বৈরাগ্য জনমে তাহে, তাহে লভে মুক্তি এমন তোমার পদ ধীর জনে কয়। নিলাম সে পাদপদ্মে আমরা আশ্রয়॥ হে ঈশ্বর ! তুমি বিশ্ব করিলে স্থজন। ভূমি তাহে পালি পুনঃ করিবে হরণ॥ এ সকল কার্য্য লাগি তব অবতার। ধ্যানেতে অভয় প্রাপ্তি জগতে প্রচার॥ যে পদ করিয়া ধ্যান মানদ মোহন। তোমার নিকটে করে অভয় গ্রহণ॥ আমরাও দবে মিলি একত্রে এখন। সে অভয় পদে দেব লইফু স্মরণ॥

ইন্দ্রিয় চালিত দেহ অতি রূপবান। বিনশ্বর হইলেও যাহা বর্তমান ॥ যে মোহে জীবেতে ভাবে আমার তোমার। তাহার মাঝারে তুমি আত্মার আকার॥ মায়াবশে জীবে তোমা নাহি করি মন। নানা তীর্থে আছ বলি করয়ে গমন॥ এগন মাথার মাঝে তুমি অবতার। তব পাদপদ্মে দেখ প্রমাণ সবার॥ বহুজন করে স্তব তুমি স্তুত জন। কেমনে পাইবে তব সকলে চরণ॥ ইন্দ্রিয় বলেতে হ'য়ে চালিত অন্তর। দূরে অভিনয় করে মোহ মনোহর॥ তব প্রেম প্রেমিক সে বুঝিতে না পারে। কেমনে স্বরূপ তব বুঝিব প্রকারে॥ একমাত্র ভক্তি হয় সহজ কারণ। তাহাতে সহজে মিলে তোমার চরণ॥ তব কথায়ত করি ভক্তিযোগ পান। বাসনা বিনাশে ভক্ত লভে মহাজ্ঞান॥ বৈরাগ্য দাহায্যে করে বৈকুণ্ঠে গমন। যোগীজন সেইমত না পারে কখন॥ আত্মভূত সমাধিতে রহি যোগীজন। প্রকৃতি বিচারে করে তোমা অস্বেষণ॥ তবে ত' সাযুজ্য লাভ হইবে তাহার। প্রেমভক্তি তাহাপেকা সহজ আকার॥ তোমার স্বরূপ লাভ করিলে সেবায়। ভক্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ধক্য সে ধরায়॥ প্রেম-ডোরে তোমা বাঁধা লঘু অতিশয়। তাহাতেই মহাসিদ্ধি হয় প্রেমময়॥ এমন রতন তুমি, তুমি দয়াময়। লইলাম মোরা সবে চরণে আশ্রয়॥ ত্রিলোক স্থজিয়া দেব স্থজি তিন গুণ। স্বজ্ঞিলে মোদের তাহে গঠনে নিপুণ॥ কিন্তু মোরা পরস্পার বিরুদ্ধ স্বভাব। মিলিতে নারিত্র মোরা হ'য়ে এক ভাব॥

विष्ठा मकरल तरि ना इस मिलन। नाहिक भिलित्न मृत्य ना हत्य रहजन ॥ যাহা লাগি আমাদের হইল জনম। সে কার্য্য নারিত্র এবে করিতে সাধন॥ ব্ৰহ্মাণ্ড নিৰ্দ্মিতে অজ স্বজিলে সবায়। কার্য্য উপযোগী সবে করহ রূপায়॥ যেমত স্থাজিব কালে সম্ভোগ সম্ভার। তব পদতলে দিব এই ইচ্ছা সার॥ কোথায় যাইব মোরা অম্ররূপ হব। স্থাজি দাও দেই স্থান অন্সের বৈভব॥ স্থজিলে বিভিন্ন জীব ইন্দ্রিয় সহিত। স্থান দাও কোথা তারা হবে অবস্থিত॥ আর কি বলিব তোমা পুরুষ প্রধান। সবার কারণ রূপে তুমি বিভ্যমান।। প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা তুমি নিরঞ্জন। অজ হ'য়ে কর তুমি সগুণ ধারণ॥ এই যে হ'তেছে রেত জন্মের কারণ। পরিণামী মহতত্ত্ব ইহাই বর্ণন ॥ নিজ অজ শক্তিবলে রেতের আধান। তাহাতেই জীব জন্ম তত্ত্বের প্রমাণ॥ সেইরূপ মহতত্ত্ব আর মোরা সব। স্বজিত হইন্ম সবে লইয়া বৈভব॥ কি কর্ম করিতে হবে দাও সেই জ্ঞান। সম্পাদন করি তাহা শক্তির প্রমাণ॥ দাও দেব জ্ঞান-শক্তি ক্রিয়াণক্তি আর। তাহাতেই বিরচিত দলীব সংসার॥ উপেন্দ্র রচিল গীত তত্ত্বগণ স্তুতি। শুনিলে বাড়য়ে যত বৈকুণ্ঠ বিভূতি॥ ইতি দেবগণের স্তুতি সমাপ্ত।

মৈত্রের কর্ত্ত পুনরার স্থান্টর ব্যাখ্যা। সূত কহে শৌনকেরে করিয়া আহ্বান। শুনিলে কি তত্ত্ব স্তুতি তুমি জ্ঞানবান॥ কহিলেন শুক তবে পাণ্ডু নরবরে। মৈত্রেয়ের ব্যাখা। রাজা শুন অতঃপরে॥ মৈত্রেয় কহেন তবে বিছুর স্কুজনে। বুঝিলে কি ভুমি বংস দেবের স্তবনে॥ জগতের বীজরূপী হয় সে আধার। বেদমাঝে দেব আখ্যা বিখ্যাত তাঁহার॥ ঈশ্বর শক্তিতে জন্মি পূর্বেব দেবগণ। করিল ঈশ্বরে পূর্বে প্রকারে স্তবন। পুরাইতে মনোরথ বিভূ করি আশ। করিলেন ভিন্ন ভাবে প্রভাব প্রকাশ॥ কাল নামে মহাশক্তি প্রকৃতি প্রধান। স্ব্রেই ব্যাপ্ত তারা ঈশ্বর প্রমাণ॥ ত্রয়োবিংশ তত্ত্বরূপী পূর্ব্ব দেবগণে। প্রবেশেন কাল সহ স্বার মিলনে॥ অন্তর্য্যামী রূপে তাহা রহেন শ্রীহরি। সেই তেজে তত্ত মিলে ভেদ পরিহরি॥ তত্ত্বের মিলনে আর কালশক্তি বশে। লাগিল অদুষ্ট যত জীবকর্ম্মবশে॥ ত্রয়োবিংশ তত্ত্ররূপী সেই দেবগণ। ক্রিয়া শক্তিমান রছে লভি নারায়ণ॥ কালবশে দেবগণে করিয়া বর্দ্ধন। সাজায়ে বিরাট দেহ অপূর্ব্ব দর্শন॥ তত্তের মিলন ক্রমে ব্রহ্মার নির্মাণ। তাহাতেই চরাচর ব্রহ্ম-বাস স্থান॥ নিজ জ্ঞানবলে বুঝা হে বিছুর ধার। হরিলীলা এইমত বেদাদিতে স্থির॥ অগণ্য সহত্র-বর্ষ সেই নারায়ণ। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের করেন স্বজন॥ আমার স্বরূপে ল'য়ে পুনশ্চ গঠন। অতীব আশ্চর্যা কথা আশ্চর্যা কীর্ত্তন॥

অতঃপর অমুভব কহিবে অপরে। শুনহে বিছর ধীর হৃদ্ধির অন্তরে॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার। হরি মাত্র সার বস্তু সংসার মাঝার॥ ইতি মৈত্রের কর্তৃক পুন: স্পষ্টির যাখ্যা সমাপ্ত

विताष्ठे शूक्रस्यत्र क्रिका वर्गन । সূত কহে শৌনকেরে শুনহ হুজন। শুক মুখামৃত-রৃষ্টি কর আস্বাদন॥ পাণ্ডবে কছেন শুক সহাস্থ্যবদনে। মৈত্রেয় সংবাদ রাজা শুন স্থির মনে॥ যে জন নির্মিল বিশ্ব পূর্বের কারণে। বিরাট রূপেতে তিনি রহেন ভুবনে॥ কিরূপেতে এই দেহে রহেন সে জন। শুনহে বিহুর তোমা করিব বর্ণন॥ মহাশক্তি জ্ঞানশক্তি তাঁর এক হয়। চৈতন্ত নামেতে হদে তাঁহার আশ্রয়॥ আর এক শক্তি আছে ক্রিয়া নাম তার। দশভাগে বিভাগিত দেহের মাঝার ॥ সমান, উদান, ব্যান প্রাণ ও অপান। এই পঞ্চ প্রাণ কছে ক্রিয়া-শক্তিমান॥ নাগ কুর্ম্ম নামে পঞ্চ আর আছে প্রাণ। এইরূপে ক্রিয়াশক্তি দশেতে বিধান ॥ আর এক শক্তি তাঁর ভোগ তারে কয়। অধিভূত, অধিদৈব অধ্যাত্ম নিচয়॥ এইরূপে সর্ববদেহে বিরাট রতন। বিভিন্ন শক্তিতে একা করেন যাপন॥ ইহারেই আত্মা কয় নিয়ন্তা কথন। হরির স্বরূপ রূপে হয়েন মগন॥ জ্রীছরি চৈতন্ত ল'য়ে যাহার কানন। ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণে করেন স্থজন।। সর্বাত্যে চৈত্র ইতি আগু অবতার। ইনিই স্বজেন এই ত্রিলোক সংসার॥

ত্রিধায় আত্মায় যবে করেন ভাজন। করেন অধ্যাত্ম আদি ভোগ সংসাধন॥ অধ্যাত্মেতে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্ভোগ। অধিদৈবে তাঁহাদের দেবতা সংযোগ॥ অধিভূত ইন্দ্রিয়ের গোলোক মিলন। ব্রহ্ম হ'তে মায়া ইথে তাঁর সম্ভোগণ॥ আত্মার দশমভাগে ইয় দশ প্রাণ। একতা হইলে আত্মা চৈত্ত নিৰ্মাণ॥ বিছুর শুনিলে এবে বিরাট স্থাপন। ঈশ্বর সমন্ধ্র দেহে হইলে আসন॥ এবে শুন কেমনেতে দেহের প্রকাশ। কেমনে পুরাণ বিভু দেবগণ আশ। মহত্তত্বে আদি দেব হ'য়ে উদ্ভাবন। পূর্ব্বরূপে সে ঈশ্বরে করিলা স্তবন॥ তাঁদের প্রার্থনা বিভু করিয়া স্মরণ। ইচ্ছিলেন তাঁহাদের সাকারে গণন॥ মহন্তত্ব বলে যাহ। হ'ল প্রকটন। ব্রক্ষের শরীর তাহা বেদের বচন॥ আপনি স্বরূপ দেহে সেই চিন্তামণি। অন্তর্য্যামীরূপে তাহে গেলেন আপনি॥ প্রবেশিয়া আয়তন করিতে বর্দ্ধন। করিলেন সেই ক্রিয়া ত্যক্তে আলোচন॥ ইহাতেই ব্ৰহ্ম তপঃ কহে জ্ঞানীঙ্গন। ইহাতেই শরীরের এমন বর্দ্ধন॥ তাঁর তেজঃ লভি যত মহতত্ত্ব স্থর। বিচিত্র নিয়মে অঙ্গ বাড়ায় প্রচুর॥ কোন ভাবে কোন অঙ্গ হইল প্রকাশ। বলিব বিছুর তব পূরাইতে আশ। ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা কহিতে বচন। সেই তেজঃ প্রকাশিল আপনি বদন॥ বাগিন্দ্রিয়ে দেব অগ্নি বসিল তথায়। ল'য়ে নিজ তেজ অংশ প্রকাশে কথায়॥ সেই বলে জীব কহে মনোমত বাণী। বাকশক্তি এইরূপে লভে যত প্রাণী॥

ঈশর করিলে ইচ্ছা রস আম্বাদন। আপনি তাহাতে তালু হন প্রকাশন॥ বরুণ তাহার দেব উদয় তথায়। ইন্দ্রির যে জিহ্বানাম রদেতে মাথায়॥ ক্সিহবায় এমতে হয় রস আস্বাদন। জীবের ইহাতে হয় স্থমিন্ট বচন॥ যথন ইচ্ছেন বিষ্ণু হইতে আত্ৰাণ। উভয় নাসিকা তবে পায় স্থবিধান॥ অশ্বিনীকুমার তাহে দেব নির্ব্বাচন। তাঁর বলে জীব করে আত্রাণ গ্রহণ॥ ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা করিতে দর্শন। তখনি প্রকাশ হয় উভয় নয়ন॥ তাহাতে দেবতা তুফ্ট অংশের সহিত। প্ৰত্যঞ্চ ক্ষমতা জীৰে ইহাতে বিহিত ॥ যথন স্পর্ণনে ইচ্ছা করে ভগবান। তথনি অঙ্গেতে হয় চর্ম্মের বিধান॥ তাহাতে আপনি দেব রহেন পবন। ইহাতেই জাঁব পারে করিতে স্পর্শন॥ ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা করিতে শ্রবণ। কৰ্ণদ্বয় আবিভূতি হইল তখন॥ লোকপাল দিক দেব তাহে অধিষ্ঠান। ইহাতেই শুনে জীব শাস্ত্রের বিধান॥ ঈশ্বর করিলে ইচ্ছা অঙ্গ কণ্ডুয়ন। চন্মোপরি ত্বগিক্রিয় হয় প্রকাশন॥ ঔষধি দেবতা যত তাহে অধিষ্ঠান। রোম নামে তাঁর ক্রিয়া অঙ্গেতে প্রমাণ॥ এই রোমে হয় ছকে কণ্ডুয়ন জ্ঞান। আর ইহা হতে জন্মে স্পর্শ অনুমান॥ রমণে করিলে ইঙ্ছা সেই ভগবান। উপন্থ প্ৰকাশ হয় দেহেতে প্ৰমাণ॥ প্রজাপতি তাহে দেব করয়ে নিবাস। ইন্দ্রিয় ও রেতপাতী নামেতে প্রকাশ। সম্ভোগের সুথ জীবে ইহাতেই পায়। অতীব আনন্দ কথা মণ্ডিত মায়ায়॥

পুরীষ ত্যজিতে ইচ্ছা করিলে সে জন। অপান প্ৰ**লে**শে তাহে হয় প্ৰকাশন॥ ইন্দ্রিয় নামেতে বায়ু মিত্র দেববর। বাহিরে পুরীষ জীবে হইতে অস্তর॥ যবে ইচ্ছা সে বিভুর করি আহরণ। হস্তব্য আবিভূতি অমনি তখন॥ স্থরপতি ইন্দ্র তাহে হন দেবরাজ। ব্বত্তিকারী হস্তেন্দ্রিয় তাহাতে বিরাজ ॥ ইহাতে জীবের হয় জীবিকা উপায়। সেই হেতু শ্রেষ্ঠন্দ্রিয় ইহাকে জানায়॥ গমন করিলে ইচ্ছা শ্রীমধুসূদন। পদ্দর আবিভূতি হইল তথন॥ লোকপাল বিষ্ণু তাহে দেব হইলেন। গমন ইন্দ্রিয় তাহে স্থপে প্রবেশেন॥ ইহাতেই নানা স্থানে জীবের ভ্রমণ। ইহারে আসন বাঁধি ত্রকা দরশন ॥ মনন করিলে ইচ্ছা সেই ভগবান। অন্তরে হৃদয় নামে স্থানের প্রমাণ॥ লোকপাল চন্দ্র তায় করে অধিষ্ঠান। মানদ ইন্দ্রিয় অংশ করেন বিধান॥ কল্প বিকল্প ক্রিয়া জীবের ইহাতে। ভাল মন্দ বিবেচন। করয়ে যাহাতে॥ যবে বিভূ করিলেন ইচ্ছা অভিমান। অহঙ্কার আবিস্কৃতি মানদে প্রমাণ॥ রুদ্র তাহে দেব হন অহং অংশ তার। প্রবেশিল রুদ্রসহ মানস মাঝার॥ কর্ত্তব্য কার্য্যের জীবে ইথে অনুষ্ঠান। নহে কিছু মিথ্যা ইহা বেদের প্রমাণ॥ নিশ্চয় করিতে ইচ্ছা করিল ঈশ্বর। বুদ্ধি তাহে আবিভূতি মানদ উপর॥ লোকপাল ব্ৰহ্মা তাহে হয়েন বিরাজ। বুদ্ধিক্সিয় তাঁর অংশ ধরে সেই সাজ।। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জীব সেই বলে করে। জ্ঞানের প্রধান দার মনের ভিতরে॥

এমতে হইলে এই দেহের গঠন। ঈশ্বর করেন তিনলোকের স্ঞ্জন॥ মস্তকে ত্যুলোক রয় পদেতে ভূলোক। নাভিতেই প্রকাশিত অন্তরীকে লোক। তিনলোক সত্ত্ব রক্ষঃ তমোগুণে রয়। স্তথ হুঃখ মোহ তাহে অমুভূত হয়॥ তিনলোক সুরাস্তর করয়ে নিবাস। স্থরাস্র ইন্দ্রিও ও রিপুতে প্রকাশ। ঈশ্বর সভায় রহে দেবতা সকলে। এ কারণে স্বর্গলোকে নিবসয় বলে॥ তামদের মহাস্থাষ্ট পশুর জনম। মনুষ্মের ব্যবহার্য্য বস্তুর স্ক্রন ॥ ভূলোকে করয়ে বাদ যত পশুগণ। তাহাদের ঊদ্ধ দৃষ্টি নহে কদাচন ॥ স্থত ও পিশাচ যত রুদ্রে অমুচর। অন্তরীক লোক বাস করে নিরস্তর ॥ বিভুর হইল এবে ক্রিয়া সমাপন। প্রজাবর্গ ক্রমে তবে হইল স্ক্রন॥ মুপেতে ব্ৰাহ্মণ অগ্ৰে লইল জনম। বর্ণের প্রথম গুরু সে হেতু গণন॥ ক্ষত্রির বিভুর হয় হস্তে উৎপাদন। ব্রাহ্মণের আজ্ঞাকারী হয় সেইজন॥ বাছবলে নানা রাজ্য করিতে রক্ষণ। করিলেন বিভূ আজ্ঞ। বেদের বচন ॥ ত্রাহ্মণে রাখিল ধর্মা ক্ষত্রিয়ে রক্ষণ। উব্রুতে করেন তিনি বৈশ্য উপাদন ॥ বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য করিবে সে জন। যাহাতে পালিত হয় অপর বরণ॥ ভগবান পদে শুদ্র পরে জন্ম লয়। সকলের সেবা কর্ম্ম তাহার নিশ্চর॥ শুশ্রাবা লাগিয়া হরি তাহার উপর। পূর্ব্বে সৃষ্টে আছিলেন সস্তোষ অন্তর॥ বিভু হতে সকলের হইল উৎপত্তি। রক্ষণ করেন তিনি সর্বব ধর্ম মূর্ত্তি॥

কেহ কিছু কম নহে প্রীহরি সকাশ। সকলেই পূজে তাঁরে পূরাইতে আশ॥ বিত্রর ত্রুংখের কথা কি বলিব আর। যোগমায়া মুগ্ধ সবে না করে বিচার॥ শুনিলে অজ্ঞের শ্রদ্ধা কভু নাহি হয়। কালকর্ম শক্তিমান হরি তেজময়॥ শ্ৰদ্ধা না হইলে ভক্তি কোথা পাবে বল। নিরূপণ হবে কিসে চিভ যে চঞ্চল।। তথাপি যেমন মতি বিশ্বাদের ভরে। বলিকু যেমন কৃষ্ণ শিখান অন্তরে॥ অপবিত্র দেহী আমি তদ্রপ বচন। করিমু পবিত্র করি শ্রীহরি ভজন॥ ইহাতে আমার লাভ আছে মহাশয়। জ্ঞানদানে জ্ঞানবৃদ্ধি গুণীগণে কয়॥ বিশেষতঃ ভক্তিভরে যদি কোন জন। করেন হরির গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন॥ তাহাতে সে পায় পুণ্য অনস্ত অক্ষয়। অবহেলে কৃষ্ণলোক পায় নিঃসংশয়॥ বিশ্বাসে যে শুনে সেই শ্রীহরি কথন। বিষ্ণুলোকে তার অস্তে নিশ্চয় গমন॥ কি বলিব হে বিচুর অনস্ত মহিমা। চারিবেদে যাঁর নাহি পায় কোন সীমা॥ যোগেতে বিপক বৃদ্ধি আপনি সে বিধি। বুঝিতে নারেন মায়া আর সেই নিধি॥ শ্রীহরি রচিত মায়া আশ্চর্য্য আকার। ঈশ্বরে বুঝিলে বৎস তাহে বুঝা ভার॥ गाया करत निष्करल औरति त्यारन। তাঁর রূপে তিনি মুগ্ধ অদ্ভূত কথন॥ আপনার গড়া চিতে আপনি মোহিত। অপরের কিবা সাধ্য বুঝিতে নিশ্চিত॥ হউন ছুজের হরি প্রেম কর তায়। উদ্দেশে প্রশাম কৈন্তু সেই রাঙ্গ। পায়॥ আর দেখ হে বিত্রর বুঝিয়া আপন। এ দেহে ক্ষমতা কত ধরে সেই মন॥

যার বলে বাক্যচয় অর্থেতে প্রচার।
তাহারি ক্ষমতা কত সর্ব্ব সারাৎসার॥
বাক্য মন থাঁরে মম নারিল ধরিতে।
কগোচর সেই বস্তু আমার বুদ্ধিতে॥
এস সবে সেইজনে করি নমস্কার।
যোগে ও বিখাসে তাঁর পাইব আকার।
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
ক্ষরে ভাবহ হরি ভব মায়া পার॥
ইতি বিরাটপুদ্রবের বর্ণন সমাপ্ত।

বিছরের বিতীয় প্রশ্ন। সূত বলে শৌনকেরে শুন মহামতি। শুক মুখামৃত বাক্য বিতুর আরতি॥ কহিলেন শুক তবে পাণ্ডব-নন্দনে। বুঝ রাজা পরীক্ষিত আপনার মনে॥ এমতে মৈত্রেয় ঋষি করিলে উত্তর। হৃষ্টান্ত বিতুর হন স্রস্থির অন্তর॥ পুনরায় হৃদয়েতে উঠিল উচ্ছাস। সেই হেতু জিজ্ঞাসেন মৈত্রেয় সকাশ॥ মহর্দি মৈত্রেয় ভূমি মহা জ্ঞানবান। কৃষ্ণ শিষ্য তুমি দেব জ্ঞানের নিদান॥ পূর্বের যে তত্ত্বের কথা কহিলে আমায়। সমস্তে বিশ্বাস মোর নাহি রাখা যায়॥ হ'য়েছে বিশ্বাস মোর কতক উপরে। বুঝাইয়া দেহ মোরে করুণ অন্তরে॥ নিৰ্গুণ বেদাদি মতে সেই ভ্ৰগবান। চিন্মাত্র স্বরূপ তাঁর বিশেষ প্রমাণ॥ আমাদের সম তাঁর নাহিক বিকার। গুণ ক্রিয়া সম্ভাষণা কেমনে তাঁহার॥ যদি ঋষি কহ তাঁর লীলার সম্ভব। নিগুণ বিকার হীনে লীলা অসম্ভব॥ বালকের শুদ্ধ জ্ঞান লীলা কেন করে। তুইটি উদ্দেশ্য ক্রমে সাধিবার তরে॥

থেলায় পূরায় শিশু নিজ অভিলাষ। দিতীয়ে মনের রুদ্তি বিস্তারে বিকাশ ॥ ঈশ্বর ত শিশু নন নাহি অভিলাষ। আত্ম তৃপ্ত পূর্ণ তিনি স্বরূপে প্রকাশ॥ অসঙ্গ লিপ্সতা তাহে সম্ভব না হয়। সঙ্গহীন সেইজন একা একে রয়॥ নিজগুণে ভগবান স্থজিলেন মায়া। যাহাতে স্থজিত হয় এই বিশ্ব কায়া॥ সেই মায়াবলে স্থষ্টি রক্ষা আর লয়। পরিতৃপ্ত মন ইথে নহে মহাশয়॥ জীবের স্বরূপ মাত্র সেই ভগবান। দেশ কাল অবস্থায় না হয় প্রমাণ॥ অবিলুপ্ত বোধ শক্তি হয় সেই জন। অবিভার সহ তাঁর কিরূপে মিলন॥ আপনিই জ্ঞাতমায়া জ্ঞানীর বচন। কোন বর্ণে বিভিন্নেতে তাঁহার মিলন॥ অদ্বিতীয় যিনি হন এক ভগবান। চিৎরূপে জীব দেহে তাঁর অবস্থান॥ জীবের আনন্দ ভ্রংশ হয় কেন তবে। কর্ম্মী জন্ম স্লেহ তার কিরূপে সম্ভবে॥ মুশ্ধ হ'য়ে আছি বিভো তোমার কানে। বুঝাইয়া দাও মোরে প্রণমি চরণে॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার। বিছুরের প্রশ্ন কথা অতি চমৎকার॥ ইতি বিচরের দ্বিতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত।

মৈত্রেরের ছিতীরবার উত্তর।
সূত কছে শৌনকেরে করি সংস্থাধন।
বিচুরের প্রশ্ন কথা করিলে শ্রবণ॥
শুক মুখামৃত সার ভাগবত কথা।
উত্তর শুনহ তার পবিত্র সর্ববণা॥
শুকদেব কছে সেই পাণ্ডব রাজনে।
মৈত্রেয় উত্তর শুন অবহিত মনে॥

[ভূতীয় 🕏

289 বিতুর মৈত্রেয়ে পরে জিজ্ঞাসিলে হেন : বিশ্মিত সে মহামুনি শ্রবণে হয়েন॥ আশ্চর্য্য প্রশ্নের ভাব বিহুরে প্রকাশ। অবশ্য উত্তর এর দিবার প্রয়াস॥ কিছু পরে করি ঋষি বিস্ময় বর্দ্ধন। উত্তরার্থে কহিলেন পরের কচন:॥ হে পাণ্ডব জিজ্ঞাসিলে সর্ববতত্ত্ব সার। এই কথা মনে মনে করিয়া বিচার॥ সকলের শ্রেষ্ঠ যিনি সদামুক্ত রন। হীনতা তাঁহার কিসে কিসে বা বৰ্দ্ধন॥ শুন বৎস একমনে তাহার উত্তর। আত্মযুক্তি বলে তব বুঝাব বিস্তর॥ অবিদ্যা সম্বন্ধে হয় তুঃখ ও বন্ধন। বিচার করিলে তার হবে নির্দ্ধারণ॥ স্বপ্রকাশ সেই ঈশ মায়া ও প্রকাশ। মায়া স্বীয়বলে করে তাঁহে অপ্রকাশ। প্রকাশ বিরোধী তাঁর সেই মায়া হয়। ব্রক্ষার সম্বন্ধ কিলে মায়াতে নিশ্চয়॥ কহিব সে কথা পরে তর্ক ত্যাগ করি। তর্কে নানা দোষ আসে যুক্তি বলে হরি॥ ব্ৰহ্মা শক্তি নামে মাগ্না বেদেতে প্ৰকাশ। তাহাতেই স্বরূপ তাঁর জ্ঞানীর আভাষ॥ আশ্চর্য্য মাথার ভাব কে বলিতে পারে। না মরিয়া মৃত্যু ভাব পুরুদে নেহারে॥ স্বপনে যেগন নিজে কাটে নিজ শির। মায়াবলৈ সতা থিখা। মিখা। সতা স্থির॥ জলেতে চন্দ্রের বিশ্ব ইইলে পতিত। জলকম্পে বিশ্ব মাত্র হয় স্বকম্পিত॥ আকাশের চন্দ্র বংস আছে সদা স্থির। কিন্তু তার বিশ্ব দেখ সতত অস্থির॥ আত্মা ও তদ্রূপ হয় ঈশ্বরের ছায়া। দেহে বিশ্বরূপ পড়ে নাম তার মায়া॥ অনিত্যই মায়া ধর্ম শাক্তে নির্দ্ধারণ।

সর্ববদাই ত্রুখে স্রথে রয়েছে বন্ধন ॥

তাহার পড়িয়া আত্মা তদ্রপ দেখায়। মায়াতেই তুঃখ বন্ধ নাহিক আত্মায়॥ অতএব মায়া ত্যজি দেখিলে ঈশ্বর। জ্ঞানী পায় আত্মজ্ঞান ভাবিলে অস্তর॥ নিরতি ধর্মেতে যেই হয় স্থনিরত। ভগবানে ভক্তিযোগে হয় যেই রত॥ বাস্থদেব করে তার উপর করুণা। অনায়্য ভাবনা তায় যায় ক্ৰমে হানা॥ অনাত্ম্য মায়াতে করি তাহা হ'তে দূর। ভক্তেতে সাক্ষাৎ করে সে বৈকুণ্ঠ পুর॥ ইন্দ্রিয় ত্যজিলে ক্রমে বাসনা করম। তবে ক্লেদ দূর হয় তার সহ ভ্রম॥ ভ্রম দূরে দেখ যায় আত্মা তেজবান। কেমন রহেন তিনি হরিতে শয়ান॥ মুরারীর হেন গুণ যে করে শ্রবণ। বিশেষ রূপেতে ক্লেশ হয় নিবারণ॥ শ্রবণ কীর্ত্তন যদি নাহি করে নর। হরিপদে অন্মরাগ করে নিরন্তর॥ কত ফল তার লাভ বলা নাহি যায়। নাহি হেন বস্তু বিশ্বে যাহা নাহি তায়॥ উপেক্স রচিল গীত হরি কথা সার। শুনিলে সংসারবাসী হইবে উদ্ধার॥ ইতি মৈত্রেরের বিতীরবার উত্তর সমাপ্ত।

বিচরের মৈত্রের স্থাতি ও তৃতীয় প্রশ্ন।
সূত কচে শুদ খাষি শৌনিক হাজন।
কি বলেন সেই শুক অপূর্ব্ব কথন॥
পাণ্ডব রাজনে শুক করি সম্বোদন।
কহিলেন শুন রাজা স্থির করি মন॥
বিতুর করিয়া যোড় আপনার কর।
কহ বিভো! তব চিত শ্রীকৃষ্ণে নির্ভর॥
তব বাণী অসি বলে ছেদিমু সংশয়।
বৃষ্কানাম বন্ধ মোক্ষ এবে কারে কয়॥

সে হেতু কাতর অতি আমার অস্তর। বন্ধ ত্যজি কিসে হব মোক্ষ পথচর॥ বুঝিলাম এই ভাবে করহ শ্রবণ। বলিলেও স্থির হৃদি শাস্তি পায় মন॥ অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান স্বপ্নে যথা হয়। আপনার শির যথ। আপনি কাটয়॥ এই খেলা স্বপনের জাগ্রতের নয়। জাগ্রতে স্বপ্নের দৃশ্য কিছু নাহি রয়। অজ্ঞানের কার্য্য তাহা স্বপ্নে স্থপ্রকাশ। হরিতে বন্ধন তুঃখ তেমনি আভাস॥ জাঁবেরে ভুলাতে হরি রচিলেন মায়া। সেই পাপীয়দী করে গোপন সে ছায়া॥ অঘটন ঘটাইতে অত্যস্ত প্রথর। তাহাতেই বন্ধ দৈন্ত হয় হরিপর॥ এই বিশ্ব মূল সেই নামেতে অজ্ঞান। অজ্ঞান মণ্ডিত মূল মায়া রূপবান॥ যে জন এমন মায়া বুঝয়ে আপনে। সেই জন সপ্প সম এই বিশ্বে গণে॥ যেই উপদেশ দেব করিলে প্রদান। অতীৰ উচ্ছল উহা ইথে হয় জ্ঞান॥ ইহাতেই দুর হ'ল আমার সংশয়। সংশয়ে পড়িয়া পূৰ্বে কত কক্ট হয়॥ অল্লন্ড হইলে হয় উদয় সংশয়। তাহাতেই মহা কফ দেয় মহাশয়॥ একেবারে অজ্ঞ যেই স্থাী সেই জন। আর সেই স্থা যার ঈশ্বর মিলন। আর যেই কহে মূর্থ না জানে ঈশ্বর। সংশ্যুই করে দগ্ধ তাহার অন্তর ॥ অনাত্ম প্রপঞ্চ এই নেহারি নয়নে। সত্য বস্তু বলি বোধ হয় মনে মনে॥ কিন্তু সেবি হে মৈত্রেয় তোমার চরণ। অনিত্য যে এই বিশ্ব করিমু ধারণ ॥ মনে হয় এ জগত প্রপঞ্চ অজ্ঞান। দূরে হ'লে অল্লে তাহা করি অসুগান॥

। আপনার উপদেশ মন মধুকর। হরি পাদপদ্মে গিয়া বসিবে সত্বর॥ সংসারের মায়া বুঝি হ'ল মোর দুঁর। প্রেম মধুপানে বুঝি পাই হরিপুর॥ অতি শুভাদৃষ্ট মোর বুঝিলাম মনে। অতি অল্ল স্তবে তুফ করিমু আপনে॥ দামান্স কথায় তব হয় আত্মজ্ঞান। এ হেন পুরুষ কভু না করে সন্ধান॥ বিষ্ণুলোক পথ রূপ তুমি মহাজন। ভবাদৃশ জন সদা সেবে নরগণ॥ এমন স্থানেতে যদি হয় কারো বাস। হরিকথা শুনি তার মোহ হয় নাশ। মোহ নালে প্রেমে হয় আত্ম সন্দর্শন। এমন স্থাথের স্থান না মিলে কখন॥ আর এক কথা দেব জিজ্ঞাসি তোমায়। বুঝিয়া উত্তর দিবে স্বরিতে আমায়॥ কহিলেন পূর্বের মোরে যে ভাবে কথন। তাহাতে করিমু আমি এই বিবেচন॥ মহদাদি তত্ত্ব আগে করিয়া স্বন্ধন। তাহাতে ইন্দ্রিয় বিভু করেন মিলন॥ অনন্তর সেই বিভু মহত্তত্ত্ব ল'য়ে। ব্রহ্মাণ্ড হজেন তাঁর মাঝারেতে র'য়ে॥ বিরাট শরীর সেই ব্রহ্মাণ্ডে কহয়। ব্রহ্ম সে বিরাট মাঝে প্রবেশ করয়॥ বিরাট দেহেতে গিয়া ব্রহ্ম মহাজন। বৈরাজ—পুরুষ নামে স্থবিগ্যাত হন॥ বেদেতে তাহার কথা অনেক আছয়। অনন্ত তাঁহার হস্ত পদ উরুদ্ধ ॥ সর্ববাঙ্গে রয়েছে লিপ্ত এ চৌদ্দ ভুবন। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দেব তাহাতে গণন॥ দশ প্রাণ তিন ভোগ তাঁহাতে আছয়। কহিলেন এই সব পূর্বেব মহাশর॥ এক্ষণে বিভৃতি তাঁর করহ বর্ণন। কোন কোন ভাবে তাঁরে করিব চিন্তন॥

তাহাতে জন্মিল যথা যত প্ৰজাগণ। কেবা তারা যাহে ব্যাপ্ত সকল ভূবন॥ কেমন হৃজিত দর্গ অনুদর্গ আর। মনু আর মন্বস্তরা করহ বিস্তার॥ আর তাঁর বংশ আর বংশোদ্রব জন। সবার চরিত ঋষি করহ বর্ণন ॥ ভূমির অধেতে উর্দ্ধে আছে যত স্থান। বল দেব তাহা কিছু সহ পরিমাণ॥ দেবতা মনুষ্য আর পশু বিহঙ্গম। জন্মের কারণ বলি ঘুচাও মরম॥ জরায়ুজ গর্ভাগুজ স্বেদজ সকল। উদ্ভিজ্জের কথা দেব বল মোরে বল॥ কি ভাবে এ সবে দেব করিলে স্ঞ্জন। প্রকাশ করিয়া বল আমারে হুজন ॥ আর এক কথা দেব জিজ্ঞাসি তোমায়। হরি যদি সৃষ্টি স্থিতি গ্রেলয় করয়॥ অবশ্য আশ্রয় শেষে করেন স্জন। কোথায় কেমন তাহা করহ কীর্ত্তন॥ রূপ শীল স্বভাবেতে বর্ণ বিভাজন। আশ্রম ধর্মের কথা করহ বর্ণন॥ ঋষিগণ জন্ম কর্ম বেদ কথা সার। করহ বর্ণন বিভো! যজ্ঞের বিস্তার॥ ভগবান যেই জ্ঞান করান বর্ণন। তার সহ সাংখ্যযোগ করহ কীর্ত্তন॥ আরো প্রশ্ন আছে মোর জিজ্ঞাসিতোমায়। পাষণ্ড প্রবৃত্তি বল বৈষম্য মায়ায়॥ কোথায় সঙ্কর জাতি কোথা তার স্থান। জীবগণের কিবা গতি করহ বর্ণন।। কোন জীবে কোন গুণ কিবা কর্ম্মে গতি। কিদে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ হয় রতি॥ কুষি বাণিজ্যাদি নীতি দণ্ড আদি সার। य य कार्या य य विधि भारत्वत विजात ॥ শ্রুতির বিধান দেব করহ প্রকাশ। শ্রাদ্ধ বিধি পিতৃদর্গ কর স্থপ্রকাশ ॥

। কাল চক্রে যথা গ্রহ নক্ষত্র সংস্থান। তপস্থা ও ইফ্টাদি যাগ ফলের বিধান॥ বানপ্রস্থ ধর্ম্মের কি আছুয়ে কথন। বিপদ কালে পুরুষের কিবা অনুষ্ঠান॥ কহ দেব হেন কথা করিব শ্রবণ। জগত হিতার্থে কর কুপা বরিষণ॥ কোন পথে গেলে তুষ্ট সেই জনাৰ্দন। জীবের মুক্তির তরে করহ বর্ণন॥ তুইটি ধর্ম্মের কথা জগতে প্রচার। বল দেব স্তস্থ হোক পরাণ আমার॥ যে গুরু তুঃখীর প্রতি হন কুপাবান। অনুগত শিশ্য পুত্রে দেন জ্ঞান দান॥ আমি অনুগত তব তুমি মহাজন। করহ প্রশ্নের ভাব উত্তরে বর্ণন॥ আর কথা আছে মোর শুন মহাশয়। কত রূপে হয় বল তত্ত্বের প্রলয়॥ প্রলয়ে শুইলে সেই কর্ত্তা ভগবান। তাঁর সহ কয় জন করেন শয়ান॥ জীব ও পুরুষ তত্ত্ব করহ প্রকাশ। ঈশ্বর স্বরূপ কহি পুরাও প্রয়াস॥ উপনিষদের মতে জ্ঞান কিবা হয়। গুরু শিয়ে প্রয়োজন কিবা মহাশয়॥ জ্ঞানীগণ বলে হেন সে জ্ঞান সাধন। তত্ত্ব উপদেশ মোরে কর প্রকাশন॥ নিষ্পাপী আপনি দেব করুণা-সাগর। ইথে তব পুণ্য লাভ আসার উপর॥ জ্ঞান যদি না হইল ভক্তি কিসে হয়। ভক্তি ন। হইলে কোথা বৈরাগ্য নিশ্চর॥ আপনা আপনি কভু না হইতে পারে। কভু কেহ পারে নাই এ তিন সংসারে॥ আমি মহা মোহে অন্ধ থাকি অন্ধকারে। নয়ন থাকিতে দৃশ্য ন। পাই প্রকারে॥ ভুগি সূর্য্যরূপে দেখা দাও ঋষিবর। দূর হোক অন্ধকার শুনিয়া উত্তর॥

অবতার কর্ম্ম যাহা করেন শ্রীহরি। সেই তত্ত্ব জানিবারে অভিলাষ করি॥ সেই হেতু এই প্রশ্ন করিমু আপনে। উত্তর করুন দেব স্বরূপ বর্ণনে ॥ অঙ্গ সহ চারি বেদ পাঠ যজ্ঞ দান। যথাবিধি তপস্থা ও ব্ৰত অনুষ্ঠান॥ এ সকল একাংশের তুল্য নাহি হয়। তত্ত্ব উপদেশ জীবে দেয় যে অভয়॥ তত্ত্ব উপদেশে গহা জীবের অভয়। গুরু না সহায় হ'লে রুথা সমুদ্র ॥ এতেক বলিয়া তবে বিছুর স্থমতি। স্থির হ'য়ে বসিলেন করিয়া প্রণতি ॥ এ হেন পুরাণ বাক্য বিত্বর হুজন। মৈত্রেয় উপর প্রশ্ন করেন বর্ষণ॥ পৌরাণিক কথা বলি ফল তাহে হয়। হরিকথা পদে পদে তাহাতে রহয়॥ অতএব মহারাজ শুন পরীক্ষিত। মৈত্রেয়ের সে উত্তর হ'য়ে অবহিত॥ বিতুরের কথা শুনি মৈত্রেয় হুজন। হুইল আনন্দ হুদে প্রফুল্ল বদন॥ প্রফুল্ল বদনে চাহি বিত্তরের পানে। মৈত্রেয় উত্তর দেন শাস্ত্রের বিধানে॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। শুনিলে ঘুচিবে ভবে মোহ অন্ধকার॥ ইতি বিচরের তৃতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত।

মৈত্রেরের জৃতীরবার উত্তর। সূত কহে হে শোনক আর ঋষিগণ। শুক মুখায়ত বাক্য করহ শ্রাবণ॥ মৈত্রেয় কহেন তবে বিহুর স্কলনে। ধৃষ্যু তুমি হে বিহুর হার আরাধনে॥

পুরুবংশে ধর্ম রূপে জনম গ্রহণ। সেই হেতু মাশ্য করে তোমা সাধুজন॥ ভোমাতেই বিরাজিত হেরি নারায়ণ। তাই তব হৃদে জাগে প্রেম অনুক্ষণ॥ যে প্রশ্ন করিলে তুমি সর্বদা নৃতন। অজিতের কীর্ত্তি পূষ্প হতেছে বর্ষণ॥ সামান্ত বিষয় মুখে করিয়া প্রয়াস। মহাত্রুখে নারায়ণ করে হা হুতাশ। করিবারে তাহাদের ছঃখ নিবারণ। ঋষিগণে ভগবান ( বিষ্ণু ) বলেন যেমন॥ ভাগবত যে পুরাণ মহা উপদেশ। বলিব তাহাই তোমা করিয়া বিশেষ॥ অতএব স্থির মনে করহ প্রবণ। ভাগবত-কথা আমি করিব কীর্ত্তন ॥ একদা পূৰ্বেতে দেব মহা সঙ্কৰ্ষণ। প্রদীপ্ত জ্ঞানেতে মাখা তাঁহার কিরণ ॥ উপবিষ্ট হন যবে পাতালের তলে। কিবা সেই মহাপুরী রয় মায়াবলে॥ সনৎকুগার আদি যত ঋষিজন। তাঁহার নিকটে সবে করিয়া গমন॥ এই ভাগবত কথা জিজ্ঞাসেন তাঁয়। বাহুদেব তত্ত্ব যাহে পাতায় পাতায়॥ পাতালে বাইয়া সেই মহাঋষিগণ। আপন আশ্রয়ে স্থিত হেরে নারায়ণ॥ তাঁহারেই বাস্থদেব যোগীজনে কয়। অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি তাঁর মানস মোহয়॥ পদ্মের সমান আঁখি ছিল নিমীলন। মুনিগণ আগমনে হ'ল উন্মীলন॥ গঙ্গা মধ্য দিয়া তাঁরা সত্য লোক হ'তে। শুনিতে ভাগবত কথা যান পাতালেতে॥ শ্রীপতি কামুকী যত নাগরাজ হতা। প্রেমভরে পাদপদ্ম পূজে ভক্তিযুতা॥ কাহার এলায়ে বেণী ছুলিছে কবরী। অঙ্গের কুঙ্কুম কার মুছে গেছে মরি॥

কাহার মুছিয়া গেছে নয়ন অঞ্জন। কেহ বা ভূলিয়া গেছে তিলোক রঞ্জন॥ কেহ বা উলঙ্গ কেহ হাসে নাচে গায়। ভক্তি পুষ্পে কেহ মগ্র চরণ পূজায়॥ চরণ সরোজ শোভা নেহারি নয়নে। মুশ্বচিত্ত মুনিগণ হয়েন আপনে।। হাতে সব জটাভার করিয়া ধারণ। গঙ্গাজলে সিক্ত ছিল স্নানের কারণ॥ হরি পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া জটায়। করযোড়ে বিভু প্রতি সবে মিলে চায়॥ নয়নে শ্রীহরি হেরি গুণগান করি। অমুরাগে ভ্রম বাক্য ফেলিল উচ্চারি॥ শিরেতে মুকুট তাঁর মণিতে মণ্ডিত। করেন অনস্ত তাহে ফণা সংযোজিত॥ এমন শোভিত হরি হেরি মুনিগণ। ক্সিজ্ঞাসিল ভাগবত বিধান কেমন॥ এতেক আরতি শুনি দেব সঙ্কর্ষণ। কহিলেন ভাঁহাদের অপূর্বব বচন॥ নিব্নত্তি ধর্ম্মেতে যথা সকলে নিয়ত। সেই মত শাস্ত্র হরি কন ভাগবত॥ যেই ভাগবত শুনি সনৎকুমার। স্বীয় শিষ্য সাংখ্যায়নে দিলেন আবার॥ পরমহংসের শ্রেষ্ঠ সাংখ্যায়ন মুনি। মহাযত্ত পরায়ণ গুরু মুখে শুনি॥ সেই ভাগবত ঋষি করিয়া আখ্যান। স্বীয় শিষ্য পরাশরে করিলেন দান॥ ব্রহস্পতি আজ্ঞামতে সেই পরাশর। পুলস্ত্য নিকটে লভি বক্ততার বর॥ উপদেশ দেন মোরে সে মহাপুরাণ। সেই বস্তু আজি তোমা করিব আখ্যান অমুত্ৰত বট ভূমি শ্ৰদ্ধালু অতীব। এই ভাগবত বলে উদ্ধার্য জীব॥ এই ভাগবত হয় সর্বব শাস্ত্র সার। শুনিলে সংসারচ্ছেদ হইবে তোমার॥

উপেক্র রচিল গীত হরি কথা দার। বুঝিলেই তরে দবে অদার দংদার॥ ইতি দৈত্রেদের উত্তর দমাপ্ত।

মৈত্রেয়ের তৃতীয় উত্তরে জগতপ্রকাশ বর্ণন। একমনে শুন বৎস বিত্তর স্তজন। হরিকথা ভাগবত করিব বর্ণন॥ একার্ণবে মগ্ন ছিল আগে ত্রিসংসার। সর্ববন্থত মহন্তত্ত্ব জলে একাকার॥ চিৎশক্তি ল'য়ে সেই প্রভু নারায়ণ। পাতিয়া অনম্ভ শয্যা করেন শয়ন॥ কিবা অপরূপ রূপ করেন ধারণ। কল্পনাও নারে তাহা করিতে চিন্তন॥ প্রফুল্ল কমল যথা ভাসে সরোবরে। নিদ্রা নিমীলিত আঁখি বদন উপরে ॥ হাসি হাসি মুখখানি আনন্দেতে মাখা। শারদ আকাশে যেন প্রকাশিত রাকা॥ নাহি চেফী নাহি ক্রিয়া স্থিরেতে বিরাজ। মায়ার বিলাদ নাহি অধিতীয় দাজ ॥ এমন ভাবেতে হরি করিল শয়ন। শব্দ স্পর্শ রূপ রূস করেন ধারণ॥ মহাভূত দৃক্ষ হ'য়ে জীবাত্মাতে লীন। লিঙ্গ দেহ ল'য়ে তার স্ব অঙ্গে শোভন ॥ এমন করিয়া শেষে ল'য়ে শক্তি কাল। জগতে যাহার বল অতীব বিশাল ॥ কহিলেন তাহে হরি করিতে প্রবেশ। আজ্ঞামতে তাঁর অঙ্গে প্রবেশিল শেষ॥ অগ্নি ধুম রহে যথা কাষ্টের ভিতরে। সব শক্তি ল'য়ে হরি রন জলোপরে॥ চতুর্যুগ সহস্র বংসর পরিমাণ। জ্ঞান শক্তি সর্বব হরি যোগনিদ্রা যান॥ যোগ নিদ্রা কালে স্বীয় দেছে নারায়ণ। নীলবর্ণ সর্ববলোক করেন দর্শন ॥

যোগনিদ্রা ভাঙ্গি হরি হ'য়ে জাগরিত। ইচ্ছেন পুনশ্চ যাহে জগত স্বজিত॥ তাহাতে বিলীন আত্মা লাগি, জাগরণ। কালাখ্য শক্তিরে অগ্রে করেন পীডন॥ অনস্তর কাল শক্তি হয় জাগরিত। করেন সকলে তাঁরে দৃষ্টি প্রণোদিত। অনস্তর সেই সূক্ষ্ম তক্ষাত্র নিশ্চয়। শ্রীহরি ইচ্ছায় কর্ম্মে জীব সৃষ্টি হয়॥ কালবশে হরি যবে করেন ঈক্ষণ। সকলে তাহাতে পায় চৈত্ৰ জীবন॥ সকলে প্রবৃদ্ধ হেরি সেই নারায়ণ। রজোগুণী কালে নাভি করেন ভেদন॥ কাল দ্বারা জীবগণে কর্ম্ম বোধ হয়। এমন যে কাল ল'য়ে হরি মহাশয়॥ আপনার গর্ভ হ'তে করেন প্রকাশ। এক মহা পদ্ম কোষ অতীব স্থবাস॥ জলরাশি আলো করি প্রদীপ্ত কিরণে। সেই কোষে হরি রন আপনার মনে॥ এই হেতু আত্ম যোনি হরি সবে কয়। আপনা সম্ভূত বলে শুন মহাশয়॥ সেই পামে শোভা করে এই তিন লোক। আপনি তাহার মাঝে লইয়া গোলোক। ছরি রূপ তাজি ছরি হইলে বাহির। বেদময় বিধাতা সে করে তবে স্থির॥

ইতি থৈতের উত্তর সমাপ্ত।

ব্ৰহ্মান চতুমুণ ধানণ ও শ্ৰীংনি সন্দংন।
সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
শুন ঋষি এক মনে শুকের বচন॥
সম্বোধিয়া কহে শুক পাণ্ডুবংশধরে।
মৈত্রের সংবাদ রাজা শুন অতঃপরে॥
বিপ্লরে বুঝাতে তবে মৈত্রের ফুজন।
কহিলেন বিধাতার জন্মের কথন॥

এক্ষণে কছেন তিনি যে নব সংবাদ। শুন রাজা একমনে মিটাতে বিষাদ॥ মৈত্রেয় কহেন তবে বিচুর স্কলনে। বিধাতার জন্ম ক্রিয়া শুন এক মনে॥ কমলে আপনি জন্মি সেই নারায়ণ। ধরিলেন নিজ নাম ব্রেক্ষা পদ্মাসন॥ পদ্মেতে বসিয়া বিধি হেরেন নয়নে। জলে পদ্ম-কোষ রহে কেমন বিধানে॥ সম্মুখে না দেখি কিছু দেখেন অপরে। উভয় নয়ন তার নানা স্থানে ফিরে॥ শৃষ্ঠ স্থলে গ্রীবাদেশ করি সঞ্চালন। প্রতিদিকে একবার ফিরান নয়ন॥ চারিদিকে হেরিলেন বসি পদ্মাসন। লভিলেন আপনার চারিটি আনন॥ মরি কি মোহন শোভা হইল তাহার। রক্তিম কোরক যেন জলে শোভা পায়॥ চারি মুখে অফটভুরু আটটি নয়ন। অর্দ্ধ শশাক্ষের সম কপাল ভূষণ॥ শিরে জটা শোভে যেন গাঙ্গিনীর নীর। স্রোত-বেগে বহি যায় পর্বত প্রাচীর॥ অপরূপ রূপ সেই ধরি নারায়ণ। চারি মুখে চারিদিকে করেন দর্শন॥ প্রলয়ের বায়ু বেগে কম্পিত সাগর। ভীষণ তরঙ্গ তাহে উঠে তর তর ॥ অতি ঘোর অন্ধকার বিহনে মিহির। প্রলয় পয়োধি শব্দে সতত অস্থির॥ প্রবল মেদিনী গ্রাসি তরঙ্গ নিচয়। স্থারের চূড়া যেন ভ্রমণ করয়॥ এ ভীষণ জলোপ'রি কমল আসন। তত্বপরি এক ব্রহ্মা রহেন শোভন॥ না ভাঙ্গে পদ্মের নাল তরঙ্গ তাড়নে। না কাঁপে কিঞ্চিৎ পত্র প্রচণ্ড প্রবনে॥ ভুবনের কোব পন্ম জলোপরি রয়। চারি মুখে তাহে ব্রহ্মা একাই শোভয়॥

এ ভীষণ কাল আর এ ভীষণ স্থানে। নাহিক বুঝেন তিনি কিছু অসুমানে॥ সমুদ্রে ভাসিছে পদ্ম অতি অসম্ভব। কোথা হ'তে হ'ল এই পদ্মের সম্ভব॥ এ সব দেখিয়া ব্রহ্মা ভাবে মনে মনে। কোথা আমি মোর সৃষ্টি হ'ল কি কারণে কোথা হ'তে এই পন্ম হয় অধিষ্ঠান। কেমনে পাইন্থ আমি ইহোপরি স্থান॥ বিষ্ণুর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে পদ্মাসন। কেবা নিজে কিবা পদ্ম করেন চিস্তন ॥ সমুদ্রে ফুটিল পদ্ম অতি অপরূপ। জলেতে শিকড় রহে অতীব অমুপ॥ অবশ্যই আছে কোন অধিষ্ঠান স্থান। নচেৎ কিরূপে জন্ম লভিল বিধান॥ সৎ বস্তু না থাকিলে স্থির কিসে রয়। আশ্চর্য্য বিষয় ইহা ভাবিতে নিশ্চয়॥ নিম্নেতে পদ্মের হেরি সেই পদ্মাসন। জলজের নাল এক করেন দর্শন॥ অতি ফ্রদর্শন নাল কণ্টকে আরত। মাঝারে তাহার এক সল্ল ছিদ্র স্থিত। কোথা হ'তে সেই নাল হইল উদ্ভব। দেখিতে করিয়া ইচ্ছা সেই পদ্মভব॥ ছিদ্র মধ্যে করিলেন প্রবেশ তথন। করিবারে অধিষ্ঠান স্থান অন্বেষণ ॥ আপনিই নারায়ণ ব্রহ্মরূপে রন। নারেন এ জ্ঞান ব্রহ্মা করিতে ধারণ॥ আপনা বিশ্বতি ব্রহ্মা সেই মায়াবলে। কোন জীব নাহি ভুলে সে মায়ার ছলে॥ পদ্মনালে প্রবেশিয়া সেই পদ্মাসন। খুঁজিবারে রহিলেন আপন কারণ॥ এ দিকে আপনি কাল স্বীয় কর্ম্মবশে। শতবর্ষ পরমায়ু ব্রহ্মার নিঃশেষে॥ হে বিত্রর আশ্চর্য্য সে কালের ক্ষমতা। বিধাতার স্টে হ'য়ে বিনাশে বিধাতা॥

যত জীব আয়ু সেই করয়ে হরণ। মহাকাল নাম তার ভবের বচন॥ ৬ নিলে যাঁহার নাম জীবে পান্ধ ভয়। সে জন একার আয়ু করে দিল কয়॥ এক বৎসর গত হ'ল লাগি অন্থেষণ। তথাপি না পান ব্রহ্মা হেরিতে কারণ॥ পদ্মনাল হ'তে তবে হ'য়ে নিঃসরণ। প্রকাশ হয়েন তিনি আপন আসন॥ পুনশ্চ আসনে আসি বিধাতা আপনি। পত্মাসনে বসি যোগ করে নুপমণি॥ অন্তর্মুখী বৃত্তিবলে হ'ল শ্বাস জয়। চিত্তের সংযমে করি সমাধি আশ্রয়॥ এক বৰ্ষ চুই বৰ্ষ ক্ৰমে শত গত। করিলেন মহাযোগ হ'য়ে অবহিত॥ শত বৎসরের পরে বোধের প্রকাশ। মহা জ্ঞানবীজ লভি পূর্ণ হৈল আশ। অন্বেষণে পূর্বের যাঁর না পান সন্ধান। এবে বোধোদয়ে চিত্তে দেখিবারে পান ॥ কিবা সে রূপের কথা করিব প্রকাশ। পদ্মের সদৃশ বর্ণ তাঁহাতে আভাস॥ গৌর-রূপ গৌর-তেজ তাহে বিস্ফুরণ। একত্রে ফুটিল যেন মহাপদ্ম বন॥ অথবা রাখিলে একে সহস্র কমল। সে বর্ণের কিছুমাত্র উপমার স্থল॥ হেন অপরূপ সেই পুরুষ মহান। নাগরাজ দেহপ'রি আছেন শয়ান॥ মরি কি অপূর্ব্ব শোভা ধরে ফণিরাজ। আদিম পুরুষ যাহে করেন বিরাজ॥ বিশাল সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া। ছত্রাকারে শিরোপরি আছেন ধরিয়া॥ দশ শত মণি শোভে সহস্ৰ ফণায়। কিরীটের মণি প্রভা উঙ্গলিছে তায়॥ উভ মণি তেজ মিশি রূপের প্রভায়। করিল প্রলয় কাল মহা আলোময়॥

নিৰ্মাণ প্ৰভাতে যেন উদিত তপন। অথবা শরতে পূর্ণ শশীর শোভন॥ কিবা সে মোহন রূপ বর্ণনে না যায়। মরকতে বেড়া গিরি যেন শোভা পায়॥ কোথা মরকত জ্যোতিঃ লাগিবে তথায়। অপমানে মণি গিয়া খনিতে লুকায়॥ মরকত গিরি সম বিরাজে শ্রীহরি। নীবিতটে পীতাশ্বর অতুল মাধুরী॥ কোথা লাগে গিরিশৃঙ্গে সান্ধ্যমেব শোভা তদপেকা পীতাম্বর অতি মনোলোভা॥ শৈলের যন্তপি হয় স্থবর্ণ শিখর। অগণ্য সে গণনায় অতি শোভাকর॥ হরির মুকুট কাছে নহে সে তুলিত। কিরীটের শোভা তারে করে পরাজিত॥ একে মরকত গিরি তাহে রক্ত শোভা। সোনার সরিৎ ঝরে অতি মনোলোভা॥ কত সে ঔষধি শোভে তরুলতা ফুল। বনমালা কণ্ঠে দোলে আনন্দে আকুল। এ শোভার কাছে সেই মানে পরাভব। এ রূপের সর্ববথা তুলনা অসম্ভব॥ যদি বেন্থ পর্বতের হয় কর শ্রেণী। ব্রক্ষ হয় পদচয় নদী তাঁর বেণী॥ তথাপি হরির হস্ত না হয় তুলন। অপরূপ পদ তাঁর মুক্তিতে শোভন॥ কিবা পরিমাণ দিব হরির শরীর। তিন লোকে তাহা ব্যাপ্ত বুঝ যত বীর॥ অঙ্গেতে শোভিত রহে নানা আভরণ। অপূৰ্ব্ব অংশুক বস্ত্ৰ তাহাতে শোভন॥ আপনি আপনে হরি আছেন শোভিত। বাছশোভা তার অঙ্গে রহে বিশোভিত॥ কত বা কিরীট ভার কুগুল বলয়। কত শত নীলমণি পদ্মরাগ রয়॥ কি কব নখের শোভা না যায় কথন। চন্দ্রসম নথদাম চিম্ময় কিরণ॥

সে কিরণে মাখা তাঁর বিচিত্র আঙ্গুল। আঙ্গুলের শোভা ল'য়ে চরণ আকুল 🛚। হেন শোভাযুক্ত ভাঁর চরণ কমল। ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু দেন মুক্তিফল॥ শ্রুতিমতে যেইজন পূজা করে তাঁর। তিনি পান এই হরি চরণ প্রসার॥ কি কব বদন কথা কিবা শোভা তায়। সর্বব-তঃখ-হর হাসি সদা দেখা যায়॥ রক্ত উৎপলের স্থায় রাঙ্গা বিশ্বাধর। প্রদীপ্ত কুণ্ডল দোলে কর্ণের উপর॥ কোথা লাগে খগচঞ্চু সে নাদা সকাশ। ভুরু হেরি কামধেত্ব লাজে অপ্রকাশ। হেরিলে সে মুখ হয় সর্বব ছঃখ নাশ। মুক্তি তার করতলে হয় স্বপ্রকাশ॥ যে জন ভক্তিতে পূজে তাঁহার চরণ। সেই পায় চরণের স্বরূপ দর্শন॥ চরণ সেবিলে মুক্তি লভি সেইজন। হরির সমীপে গিয়া উপস্থিত হন॥ হরি তাঁরে ভক্ত বলি করি আলিঙ্গন। অভিমত ফল দেন শ্রীমধুসূদন॥ হে বিছুর শুন শুন স্থির করি মন। পুনরায় হৃদে তাঁরে কর দরশন॥ কদম্ব ও কেশর যথা স্থনীত বরণ। ততোধিক পীতবর্ণ হরির বসন॥ মেথলা নিতম্বে তাঁর শোভার আধার। শ্রীবংসের চিহ্ন অক্সে বনমালা হার॥ কত কত শোভে তাহে রত্ন অলঙ্কার। রক্ত নীল পীত্মণি বিবিধ প্রকার॥ ভক্তের ধারণাযোগ্য রূপ হয় তাঁর। যেবা যেই ভাবে হেরে পায় দেখা তাঁর॥ মরকত বুক্ষ যদি হয় শাখাবান। কেয়ুরের সম যদি ফুলের প্রমাণ॥ সে কভু না হয় শোভা শ্রীহরির করে। তাহার অধিক শোভা কেয়ুর নিকরে॥

**हन्मत्नत्र मृल यथा नाहि (मथा यात्र।** তদ্রপ হরির মূল কেহ নাহি পায়॥ অব্যক্ত মূলের নাম প্রকৃতি কহয়। যেবা যেইভাবে ভাবে তাহাতে মিলায়॥ চন্দনের ক্ষন্ধে যথা রহে নানা ফণী। কার অজাগর নাম কার শিরে মণি॥ হরির মস্তকোপরি অনস্তের ফণা। মণির আলোতে যেন প্রকাশে জোছনা যদি চাও পৃথিবীতে হরির সমান। উপমায় একমাত্র চন্দন প্রমাণ॥ কেহ বা পর্বত সম বাখানে তাঁহারে। প্রমাণ প্রয়োগ তাঁর বিবিধ প্রকারে॥ পর্বতে নিবসে যত জীব চরাচর। হরির দেহেতে তথা জীবের আকর॥ অহীন্দ্র-বান্ধব হন পর্বত আপনি। কত কত অজাগর নানামতে গণি॥ সেইরূপ ভগবান দেব নারায়ণ। নাগরাজ তাঁর কাছে বন্ধুরূপে রন॥ মৈনাকাদি গিরি যথা সাগরে মগন। প্রলয়ের বারি মাঝে শ্রীহরি তেমন॥ মেরুর মন্তকে যথা হুবর্ণের শির। হরির মস্তকে তথা কিরীট প্রবীর॥ পর্বতের অঙ্গে রত্ন কত শোভা পায়। হরির বক্ষেতে তথা কৌস্তুভ শোভয়॥ ভাবি দেখ হে বিত্বর ভূমি মতিমান। পর্বতের সহ হরি কি রূপে সমান॥ কণ্ঠ বিলম্বিত কীর্ভিময় বনমালা। বেদরূপ অলিসহ প্রকাশয়ে আলা॥ কি কব মহিমা তাঁর না হয় বর্ণন। সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু নারে নিরূপণ॥ সূর্য্য বায়ু অমি আদি ত্রিলোক ভিতর। প্রকাশে ক্ষমতা কত অতি স্থবিস্তর॥ ভাঁহারাই ভগবান রক্ষণে রক্ষিত। কেমনে প্রভূরে করে তাঁহারা নিণীত॥

হাতে শোভে স্দর্শন অভীব ছুর্ম্বর। বর্ণিতে না পারি হরি যেন সে বিমর্ষ॥ অনন্ত প্রভাবী হরি তাহার মহিমা। বর্ণিবারে বিছুর কি পারে তার সীমা॥ অনস্তর যোগবলে হেরি নারায়ণ। আপনি কৃতার্থ হন সে চতুরানন 🕯 তখন মেলিয়ে ব্ৰহ্মা আপন নয়ন। চাহিলেন চতুর্দ্দিক করিতে দর্শন॥ একমাত্র সেই নাথ আর মহাবায়ু। মহাকাল দেখিলেন আর নিজ আয়ু॥ নারায়ণ সহ পঞ্চইল গণন। এই পঞ্চ ব্রহ্ম নেত্রে হয় নিরীক্ষণ॥ এত বলি কহিলেন মৈত্রেয় স্থবীর। শুন হে বিছুর বাছা করি মন স্থির॥ রজোগুণে ব্রহ্মা জন্মি ইচ্ছিলেন সৃষ্টি। পূর্ব্বাপেক্ষা ভিন্ন কার নাহি অস্ত দৃষ্টি॥ পঞ্চই অদৃষ্ট বীজ সকল প্রকার। তাহ। ভাবি করিলেন স্তব ব্যবহার॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত দার। বিহুর মৈত্রেয় কথা কলুষ নিস্তার॥ ইতি ত্রন্ধার চতুন্মুর্থ ধারণ ও শ্রীছরির দর্শন সমাপ্ত।

ব্রদ্ধা কর্ত্ব প্রীংরির গুব।

সূত করে শৌনিকেরে করি সন্থোধন।
মৈত্রেয় সংবাদ ঋষি করহ শ্রাবণ ॥
শুকদেব পাণ্ডুরাজে কহিলেন বাণী।
শুন রাজা ব্রহ্মস্তুতি অপূর্ব্ব বাখানি॥
পঞ্চ বস্তু প্রালয়েতে হরি পর্যাসন।
জীবের অদৃক্ট তাঁরা করেন গণন॥
সে কারণে আরস্তেন আপনি স্তবন।
করবোড়ে উর্জনেত্রে স্থির করি মন॥
কি কব মহিমা তব ভূমি নারায়ণ।
এতদিনে জানিলাম করি উপাসন॥

. यमि किছू জानिवात थाक त्रङ्गधन। একমাত্র জ্ঞাত বস্তু তুমি নারায়ণ॥ সংসারে পড়িয়া দেহী না ভাবে তোমায়। কেমনে ভাবিবে তাহা আরত মায়ায়॥ একমাত্র সত্য তুমি জগত মাঝার। সত্যতেই অর্দ্ধ অঙ্গ সত্যের আধার॥ তোমা ছাড়া যাহা কিছু দেখা যায় হরি। অনিত্য প্রপঞ্চ যাহা জ্ঞানে মনে করি॥ কি কহিব তব লীলা তুমি মাগাতীত। মায়াবলে মিথ্যা বস্তু সত্যেতে প্রতীত॥ কালাখ্য শক্তিরে ল'য়ে নিজে নারায়ণ। মায়ার মাঝারে গিয়া হও প্রবেশন॥ মায়াবলে বহুরূপী জীবেতে প্রমাণ। কেবা আছে লীলাবান তোমার সমান॥ প্রতি জীবে তুমি রহ কিন্তু এক রূপ। মায়াবশে ঘটে ঘটে হেরি ভিন্নরূপ॥ তব দয়া বলে হয় চিত্তের শোধন। শুদ্ধ চিত্তে অজ্ঞানের হয় নিবারণ॥ অজ্ঞান বিনাশে জীব করি উপাসন। চিত্তে তোমা হেরে পূর্ব্বরূপে নারায়ণ॥ অনস্তের দেহে তুমি করহ শয়ন। অনস্তের শির হয় ছত্তের শোভন॥ প্রলয়ের বারিধারা শোভে চারি ধারে। হেন রূপ ধ্যানযোগে মিলয়ে তোমারে॥ সে রূপের নাভিপন্মে জনমিল দাস। করিতে নিতান্ত ইচ্ছা জগত প্রকাশ। পরম পুরুষ তুমি তুমি আত্মবান। অনারত তুমি হও প্রকাশ সমান॥ আনন্দ আকর তুমি অবিকল্প রূপ। বুঝিলেই দেখা যায় তোমার স্বরূপ॥ পূর্বের তব রূপ কথা করিতু প্রকাশ। সেইরপ অনারত আমার সকাশ। সেই রূপে আরাধিয়া তোমা নারায়ণ। একাকার এই বিশ্ব করিত্ব দর্শন ॥

বিশ্বস্রষ্টা ভূমি হরি বিশ্বের অতীত। ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ তোমারি গঠিত॥ এ বিশ্ব হইতে ভিন্ন বুঝালে আপনে। আমরাই স্ফট দেহে নিশ্মিত কারণে॥ ভূবন ম<del>ঙ্গ</del>লময় করি নমস্কার। অজ্ঞানীরা নাহি বুঝে স্থূরূপ তোমার॥ যাহারা ধ্যানের বলে পূজয়ে চরণ। তারা তোমা মন প্রাণ করে সমর্পণ॥ নাস্তিকেরা নাহি বুঝি করে নিন্দাবাদ। যোগীগণ করে তোমা কত গুণ নাদ॥ যোগীর হৃদয়ে দেখা দাও আত্মারাম। কি বলিব তব গুণ চরণে প্রণাম ॥ ছয়টি ঐশ্বর্য্য তব মঙ্গল আকার। তাই ভাবি ও চরণে করি নমস্কার॥ কি কব মহিমা তব হে মঙ্গলময়। ভাবিলে আশ্চর্য্য ভাব হৃদয়ে উদয়॥ যেজন স্মরণ লয় তোমার চরণে। সদা ভক্তি তোমা সেই করে কায়মনে॥ তাহার হৃদয়ে তুমি সদা কর বাস। যা চায় সেজন তার মিটাও প্রয়াস॥ তব চরণের মাঝে প্রফুল্ল কমল। তাহার মাঝারে রয় মুক্তি পরিমল।। শ্রুতি বায়ু সাহায্যে সে সদা করে ভ্রাণ। সে হয় বান্ধব তব ভক্তের প্রধান॥ তাহার হৃদয়ে তুমি সদা কর বাস। যা চায় যে জন তার মিটাও প্রয়াস॥ কি কব মহিমা তব ওহে জনার্দন। সর্বব তাপ হরে তব শ্রবণ কীর্ত্তন॥ এই যে স্থন্দর দেহ আত্মার বান্ধব। মায়া মোহে মাথা যথা রহিয়াছে সব॥ দেহ লাগি অহঙ্কার আমার তোমার। আত্মীয়ের লাগি মায়া অতি চমৎকার॥ তাহাতেই হুঃখ শোক আর লোভ কাম। তাতে ভবে যাতায়াত হয় অবিরাম॥

অনিত্য সকলি ভাবে জীবেতে তখন। যথন দেখিতে পায় তোমার চরণ॥ এত যে যত্নের দেহ আত্মীয় স্বজন। দূরে যায় সেই ভাব হেরিলে চরণ॥ কি কব মহিমা দেব বর্ণনে না যায়। অতি হুখকর তাহা ত্যজিলে মায়ায়॥ যত তুইমতি নর স্থজিয়া মায়ায়। রিপু বশীভূত হ'য়ে কাম্যন্তথ চায়॥ রিপুবশে সারা জন্ম করে মন্দ কাজ। লোভে মোহে সদা মুগ্ধ ছুংখেতে বিরাজ। যাহাতে না হবে মুক্ত যে কাজে নিরত। পাপে মজি এ সংসারে ভ্রমে অবিরত॥ সে যদি করয়ে তব গুণের কীর্ত্তন। মালিশ্য ত্যজিয়া তার শুদ্ধ হয় মন॥ যত ছঃখ ল'য়ে ছিল কৰ্ম্মে সেইজন। সব ভুলে যায় হেরি তোমার চরণ॥ करम त्रिशू करा रहा देखित ममन। মহাযোগ মহামুক্তি পায় মোক্ষ ধন। অতি শীঘ্র হয় তার বৈকুপ্তে গমন। একমাত্র তব পদ করিয়া সেবন॥ তুমি বিভূ কুপাময় কর মোরে দয়া। দাও সেই জ্ঞান যাহে নফ্ট হয় মায়া॥ জনমি মানব লভি মায়ার আশ্রয়। ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মনেরে করয়॥ তাহাতেই মহাত্রুখ সবে করে ভোগ। ক্ষুণা, তৃষ্ণা, যায় পিত্ত শ্লেম্মার সম্ভোগ॥ কখন পাইবে শীত, কভু উষ্ণ ভাব। কখন বায়ুর ঝঞ্চা গ্রীষ্ম আবির্ভাব॥ ছুঃসহ কামাগ্রি কভু দহে তার মন। কভু বা প্রচণ্ড ক্রোধে নাশয়ে জীবন।। এক নয় বার বার এ ভাবে পীড়ন। সর্ববদা মায়ার বশ হয় প্রজাগণ॥ হেন ভাবে নিপীড়িত হেরি লোকগণ। বড় ছুঃখ মম মনে হয় সর্ববক্ষণ॥

এই যে সংসার দেব ক'রেছ রচন। মায়াবশে জীবে পায় তুঃখ **অনুক্ষণ**॥ ক্রিয়াবশে ফল পায় কর্মাধীন জ্ঞান। কোথা পাবে জুড়াইতে নিজ নিজ প্রাণ॥ মায়ার যতেক ক্রিয়া সর্ব্ব তুঃখময়। কর্ম্ম হেতু মানবের সহিবারে হয়॥ যাবৎ তাহারা নাহি ত্যজে মায়ামোহ। তাবং বুঝিবে নাহি সংসার প্ররোহ॥ মায়ার সম্বন্ধ হের অতীব কঠিন। ত্যজিতে পারিলে তারে হয় সমীচীন॥ তবেতো পাইবে তোমা হেরিতে নয়নে। তবেতো মায়ার খেলা বুঝিবেক মনে॥ তবেতো হইবে তার সব তুঃখ দূর। তবেতো পাইবে স্থুখ সে জন প্রচুর॥ অনিত্য এ দেহ ভার মায়ার কৌশল। তবেতো বুঝিবে জীব পেয়ে জ্ঞানবল॥ তোমা হ'তে ভিন্ন দেহ মায়ার গঠন। রুখা তার জন্ম স্লেহ মায়া বিরচন॥ আত্মারাম হয় আত্মা সেবা করি তার। পাইবে হরির দেখা মৃক্তি চমৎকার॥ এমত মোহন জ্ঞান ত্যজিলে যে মায়া। তবেতো ভাবিবে সেই অনিত্য এ কায়া॥ ত্যজিয়া করম মায়া ইন্দ্রিয় নিচয়। তবেতো করিবে ছুঃখ দুর সমুদয়॥ কোথা পাবে সেই জ্ঞান মায়াতে আরুত। সেই হেতু জীবে সদা চুঃখে নিমজ্জিত॥ মূঢ় জনে কি জানিবে তোমার মহিমা। মায়াতে সে বশীভূত আপন গরিমা॥ নাহি করে তোমা ভক্তি মুক্তি নাহি পায়। সর্বাদা বাসনা মতে সংসারে জন্মায়॥ প্রতি জন্মে কত হ্রুংথে করে সেই ভোগ। সেইজন মায়াবশে লভে কর্ম্মে যোগ॥ কি কব মহিমা তব তুমি জনাৰ্দন। কে পারে বর্ণিতে তব কমল চরণ॥

যদি করে কোন ঋষি ইন্দ্রিয়েরে বল। রিপুগণে নাশ করি পায় দে হরষ॥ তথাপি তাহার যদি ভক্তি নাহি রয়। কথনই ভবে তার মুক্তি নাহি হয়॥ লভে সেইজন ভবে পুনশ্চ জনম। ভক্তিহীন জনে মুক্তি নহে কদাচন ॥ এত যে করিল তপঃ দমিতে ইন্দ্রিয়। সকল বিফল তার সকলি অপ্রিয়॥ পুনর্বার এ সংসারে জন্মি সেইজন। ইন্দ্রিয় নিগ্রহে সদা হয় নিমগন॥ দিবাভাগ কর্ম্মে রত ক্লান্তেতে তখন। রাত্রিযোগে ত্রংখ ভোগে করিয়ে শয়ন॥ শয়নেতে স্থ্য তার না হয় উদয়। স্বপনে অস্থির বৃদ্ধি তার সদা হয়॥ ক্ষণে নিদ্রা যায় সেই ক্ষণে জাগি রয়। কখন স্বপ্নের বলে ভীত মন হয়॥ আহারে বিহারে হুথ নাহি কদাচন। ভক্তিহীন জীবে হুঃখ পায় সর্বাক্ষণ॥ অদুষ্টের বশে রয় কাম্য কর্ম্মে রত। দৈবেতে করয়ে নাশ কর্মফল যত॥ কভু হাসি কান্না করি পায় অল্প হুথ। কছু স্নেহ কছু শোক কছু মহাতুঃখ। কি কব মহিমা তব ভূমি নারায়ণ। যে জন হৃদয়ে ভক্তি করয়ে স্থাপন॥ তাহারি হৃদয়ে দেব কর অবস্থান। পরিশুদ্ধ ভক্তি নরে মুক্তি কর দান॥ যে জন না পড়ে শাস্ত্র যাহে ভক্তি হয়। স্বাভাবিক ভক্তিবলে সদা মুগ্ধ রয়॥ অপিনার জ্ঞানমতে করে তব ধ্যান। ষ্মাপ্রনার বৃদ্ধিমতে করে তোমা জ্ঞান॥ দীনবন্ধু তুমি তারে কর রূপা দান। কর তুমি তার প্রতি করুণা বিধান ॥ মূর্থ আমি নাহি জানি শাস্ত্রের বচন। নানা মতে তব মূর্ত্তি করি বিরচন॥

আপনার বৃদ্ধিবলে করি তোমা ধ্যান। যে মূর্ত্তিকে:তোমা পূজি পাই তব জ্ঞান॥ যে মূর্ভিতে পূজা করি পাই তব নাম। তাহাতেই আবিভূতি হও জগদ্ধাম॥ ভক্তের পূরাতে দ্বালা কত দয়া কর। কেমনে বলিব তাহা করিয়া বিস্তার ॥ সর্ব্ব জীবে সম দৃষ্টি তব ভগবান। সকলেরে কর দয়া সমান সমান॥ সকলের বন্ধু তুমি বিপদেতে রও। সকলের প্রাণ তুমি অন্তর্য্যামী হও॥ এক হ'য়ে প্রতি জীবে কর তুমি বাস। সকলে করয়ে তোমা দেখিবারে আশ। কিন্তু দেব ভক্ত প্রতি কর বহু দয়া। নিক্ষাম যেজন হয় ত্যজে মোহমায়া॥ দেবতা যগুপি তব করে আরাধন। নানা উপচারে যজ্ঞ করি আয়োজন॥ তারে ফল ভূমি দাও কামনা যেমন। সকাম দেবতা তব না হয় আপন। শাব্রমতে যত যজ্ঞ আর যত জ্ঞান। যত কাম্য কার্য্য আছে জ্ঞানের বিধান॥ ত্ব আরাধনা মাত্র সকলের সার। সকলের মাঝে তাহা কর স্থবিস্তার॥ তুমি ভিন্ন ধর্মে নাহি কিছু লাভ হয়। তোমায় অপিলে ধর্ম মুক্তি লাভ হয়॥ তোমার সমান দেব কেবা কোথা রয়। তোমা না করিলে ভক্তি জন্ম মিখ্যা হয়॥ অতএব নমি দেব তোমার চরণে। দাও আত্মজ্ঞান দেব পৃক্তি তব মনে॥ উপেক্স রচিল গীত হরিকথা সার। পাঠ কর যদি চাও মুক্তির আধার॥ ইভি ব্রহা কর্ত্ব শীহরির স্তব সমাপ্ত।

षण अका कईक शृष्टि भीना विवत्त ज्ञेषात्रत खन। সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন। অতঃপর শুক-বাণী শুন খাষিগণ ॥ কহিলেন শুক তবে পাণ্ডুবংশধরে। বিত্রর মৈত্রেয় কথা শুন রাজা পরে॥ কহেন মৈত্রেয় তবে বিহুরে ফুকারি। ব্রহ্মা স্তব শুন বৎস মনেতে বিচারি॥ জীবদেহ ল'য়ে যথা ব্ৰহ্ম সনাতন। প্রকৃতি বুঝায়ে তাঁর করেন স্তবন ॥ কহি শুন সেই কথা স্থির করি মন। ইহাতে জ্ঞানের স্রোত রহে অনুক্ষণ॥ বিচারিয়া কছিলেন কমল আসন। ধন্য ধন্য তুমি দেব জীমধুসূদন॥ কি কব মহিমা তব বৰ্ণিব কেমনে। তথাপি বড়ই আশা আলোচিতে মনে॥ আপন চৈতত্তে রহ হে চৈতত্তময়। চৈতন্ত নহিলে তব সাক্ষাৎ না হয়॥ মায়াবলে ভেদ দৃষ্টি যোজিত মানব। তোমা হ'তে আত্মা ভিন্ন করে অনুভব॥ তাহাতেই এত রতি এত মায়া সাজ। সদাই পাপেতে রত অধর্ম সমাজ ॥ যগ্যপি চৈতন্ত পায় সেইরূপ নরে। ভেদ দৃষ্টি দূরে যায় চৈতক্সের জোরে॥ ভোমাতেই সেইজন রহে বিশোভন। মায়া তাজি চৈতন্মের করয়ে বোধন॥ তখন সেজন হেরে জ্ঞানের নয়নে। আপনিই বুঝে সেই স্থনিত্য রতনে॥ আপনিই বিভারূপী বিভার আধার। আপনা হইতে বিশ্ব স্ক্রন সংহার ॥ স্জন পালন লয় তুমি লীলাময়। সকলেই লইয়াছে তোমার আশ্রয়॥ তুমি সর্বভ্রেষ্ঠ দেব তুমিই ঈশ্বর। নমিলাম ও চরণে সমর্পি অন্তর ॥

(एह जिक्र यद कीव कतिद गमन। তখন ছোমাতে যদি সঁপে প্রাণ মন॥ যত তব লীলা প্রভু অবতার রূপ। যত কর্ম তব লীলা করিব অমুপ॥ অবতার সম্বন্ধীয় নামের স্মরণ। করিলে জীবের হয় পাপ বিমোচন॥ পাপের বিনাশে হয় পুণ্যের সাধন। তাহাতেই লাভ হয় ব্ৰহ্মপদ ধন॥ জন্ম মৃত্যু হীন তুমি ওহে ভগবান। দিলাম তোমার পদে সঁপি আমি প্রাণ॥ কি কব মহিমা দেব জ্ঞান বুদ্ধি বলে। যথা দেখে এ নয়ন তুমি সর্বস্থলে॥ একমাত্র হও তুমি আত্মময় জন। আত্মারূপে এ জগতে রহ সর্বক্ষণ॥ তাহাতেই আর চুই হইল গণন। স্থজন সংহার ক্রিয়া করিতে সাধন॥ পালনে আপনি রত বিষ্ণু নাম ধর। স্থজন কারণ মোরে দিলে যোরে বর ॥ সে অবধি প্রজাপতি নাম মোর হয়। আপনার এক অংশে আমি মহাশয়॥ হরণের লাগি নাম লইয়াছ হর। সর্বৈশ্বর্যাময় নিজে তবু দিগন্বর ॥ এইরূপে তিন মূর্ত্তি হইলে প্রকাশ। ত্রিধা ভিন্ন কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানীর সকাশ॥ প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় ল'য়ে তব মায়া। কালরূপে মহারুদ্র সংহারেন মায়া॥ এই তিন হ'তে ক্রমে বছধা গণন। ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও প্রশাখা অগণন 🛭 তুমি হও বৃক্ষরূপ এ হেন ভূবনে। স্ষ্টিজিয়া তব শাখা নমি ও চরণে॥ কি কৰ মহিমা তব ওছে ভগবান। অতীব আশ্চর্য্য লীলা জ্ঞানের প্রমাণ ॥ কালনামে মহাশক্তি আছুয়ে তোমায়। সর্ববদাই সর্ববনাশ করিছে মায়ায়॥

কেহ নাহি খাঁটে তায় অতি বলবান। সর্ববদাই আয়ু ক্ষয়ে আছে বিগুমান ॥ পাপে মগ্ন জীবে সেই রহে অমুক্রণ। এদিকে কালেতে করে আয়ুর হরণ॥ না হইবে তার মুক্তি মায়ার প্রভাবে। তুঃখযোনি তার লাগি রয় নানা ভাবে। একমাত্র শুভগতি তোমার পূজন। তব নাম স্থাখে করি হৃদয়ে কীর্ত্তন॥ ত্যজিয়া বিৰুদ্ধ কৰ্ম্ম যে সেবে তোমায় হরুক কালেতে আয়ু শুভগতি পায়॥ কালেতেই জন্মকাল অন্তিম উপায়। সেই কাল-রূপী তুমি প্রণাম তোমায়॥ কি কব মহিমা দেব করিয়া বর্ণন। যে ফল পাইনু তব করিয়া পূজন॥ দেখিতে স্বরূপ তব ওহে ভগবান। সহিলাম কত কন্ট লইয়া এ প্রাণ। কহিতে চমক লাগে তপস্থার কাল। যেই তপোবলে পাই তোমারে দয়াল॥ দশ কোটি গণি হয় অৰ্ব্ৰুদ প্ৰমাণ। দ্বিপঞ্চ অর্ব্র দে একরন্দ পরিমাণ॥ দ্বিপঞ্চ রন্দেতে হয় এক থর্বব গণি। দশ থর্বের হয় এক নিথর্বে বাখানি॥ দ্বিপঞ্চ নিথৰ্কে হয় এক শম্ভা গণ। দশ শস্তো এক পদ্ম হয় স্থগণন।। দ্বিপঞ্চ পদ্মেতে এক সাগর প্রমাণ। দ্বিপঞ্চ সাগরে এক অঙ্কের বাখান॥ দশ অঙ্কে এক মধ্য গণিত বচন। দ্বিপঞ্চ মধ্যেতে এক পরার্দ্ধ গণন॥ একে একে ক্রমে চুই পরার্দ্ধ গণিলে। যতেক বৎসর হয় গণিতে বুঝিলে॥ তত দিন করি তপ তোমার কারণ। এক স্থানে বসি দেব করয়ে আসন॥ কর্ম্মের অধ্যক্ষ তুমি জগত কারণ। কত কক্টে হেরে তোমা জ্ঞানের নয়ন॥

সর্বভাষ্ঠ তুমি দেব সর্বব সারাৎসার। তোমার চরলে কোটি প্রণাম আমার॥ কি কৰ মহিমা দেব বৰ্ণিৰ কেমনে। বিরত বিষয় হুখে তুমি মনে মনে॥ দেহী নও আত্মা রূপে কর বিচরণ। সামাশ্য জীবের সম নও হে কখন॥ নহ কারো বশীভূত আসক্ত কাহায়। আপনিই দলা রত আপন মায়ায়॥ ধর্ম রক্ষা হেতু দেব কেবল ভূবনে। ধর নানা রূপ তুমি স্বীয় মনে মনে॥ কখন মানব রূপে কভু বা তির্য্যক। কভু হও জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ সায়ার ধারক॥ কথন শুকর হও কখন বা মীন। কখন শ্রীকুষ্ণ রাম অতি সমীচীন॥ কে বুঝিবে তব লীলা নও দেহধারী। দেহ ধরি কর লীলা প্রমাণ আমারি॥ কি কব মহিমা দেব করিয়া প্রকাশ। অতীব আশ্চৰ্য্য গুণ জগতে প্ৰকাশ॥ প্রলয়ে মায়ার শক্তি বিচ্ঠাবিচা নাম। সকলেই তব গর্ভে লয়েন বিশ্রাম॥ সে অবিভা বলে দেব জীবে দয়াময়। অজ্ঞানে আরত থাকি হয় ভেদময়॥ সে অবিছা তব গর্ভে করিলে প্রবেশ। নাহি হও তুমি তার শক্তিতে আবেশ। অবিদ্যা না পারে তোমা মোহিতে কখন। আশ্চর্য্য তোমার শক্তি হে শ্রীমধুসূদন॥ অবিচ্যা প্রকৃতি ধরে পঞ্চ মহামতি। একেতে অবিহ্যা নিজে হুয়ে ক্রোধ রতি॥ তিনেতে সন্মিতা গুণ মোহ যারে কয়। চতুৰ্থে বৰ্ণিত ছেষ হিংদা যাহে হয়॥ পঞ্চমে অভিনিবেশ অতীব প্রধান। এই পঞ্চ প্রকৃতিতে অবিহা প্রমাণ ॥ প্রলয়েতে এই পঞ্চ তোমাতে মগন। কিন্তু নারে তোমা মুগ্ধ করিতে কথন॥

প্রলয় পয়োধি মগ্ন হেরিয়া ধরায়। দৰ্ব্ব জীবশক্তি ল'য়ে ভাস ভূমি তায়॥ নাগ শয্যাপরে কভু স্থখেতে শয়ন। যেন বিশ্রামের তরে নিদ্রায় মগন ॥ সেইকালে তব নাভি-পন্মের উপর। প্রকাশ আমায় দেব হে মঙ্গলকর॥ ত্রিভুবন স্রফীরূপে নির্মাণ আমার। তখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল উদরে তোমার॥ তুমি বিশ্বপতি দেব সর্বব্যুলাধার। সর্ব্বপূজ্য তুমি হও করি নমস্কার॥ হেরিতেছি সেইরূপ এক্ষণে নয়নে। মায়া নিদ্রা ভাঙ্গ তুমি প্রফুল্ল আননে॥ পদ্মচক্ষু পদ্মগাত্র পদ্মের আকার। করযোড়ে তব পদে করি নমস্কার॥ তুমি দেব অদ্বিতীয় তুমি অন্তৰ্য্যামী। সবার হৃহদ তুমি তুমি সর্বস্থামী॥ প্রণত জনেতে তুমি আশ্রয় মহান্। সত্ত্তে তুমি হুখী কর সর্ব্ব প্রাণ॥ পূর্বে পূর্বে প্রলয়েতে করেছ যেমন। স্থজেছ আমারে প্রভু স্মষ্টির কারণ॥ সেইরূপ এবারেতে করি তব স্তব। দাও মোরে পূর্ব্বমত স্ক্রন বৈভব॥ দাও মোরে স্থষ্টি জ্ঞান ওহে ভগবান। যথা বলে করিলাম তব অনুমান॥ ও চরণে এই ভিক্ষা ওহে ভগবান। মায়াতে যেন না মজি পেয়ে স্প্ৰীজ্ঞান॥ ভক্তজনে তুমি দেব কর বরদান। ভক্তিযোগে তোমা প্রাণ করিত্ব প্রদান ॥ কত কার্য্য কর তুমি হ'য়ে অবতার। কিছুতে আসক্ত নও সদা নিবিবকার॥ রতিশক্তি বলে লীলা কর অনুষ্ঠান। মায়াতে আসিয়া তাই হও মায়াবান॥ তোমারি বিজ্ঞানবলে ল'য়ে মায়াবল। করিত্ব স্থজন পূর্বেব ভূবন সকল।।

এই ভিক্ষা তব পদে শ্রীমধুসূদন। চিত্ত যেন নাহি ভুলে তোমার চরণ॥ विषयः वामकः र'यः यन तम विवयः । মজিয়া না করি পাপ মায়ার আশ্রয়ে॥ এই বর কর প্রভু এ অধীনে দান। সঁপিলাম ও চরণে কায় মন প্রাণ॥ কিরূপে হেরিসু তোমা ওহে বিশ্বপতি। একার্ণবে শুয়ে আছু অবিশ্রান্ত মতি॥ নাগ-শয্যা তব লাগি রহে বিশোভন। যে অনস্ত শক্তিপরে তোসার শয়ন॥ এমন রূপের মাঝে নাভির কমল। উদ্ভত হ'য়েছি তাহে হ'য়ে স্বল্পবল ॥ এইরূপে তুমি দেব গোলোক-ঈশ্বর। বেদবাক্যে তব স্তব করিমু বিস্তর॥ যা <del>কহিন্তু</del> তব কুপা সর্বব সারাৎসার। বিলোপ না হয় যেন এ ভিক্ষা আমার॥ এই বাক্য বুঝি নরে পাবে তব জ্ঞান। পাপ তাপ দূরে যাবে হবে পুণ্যবান॥ যত ছিল জ্ঞান মম করিমু স্তবন। গাত্রোত্থান ভগবান করহ এখন॥ ত্যজহ অনস্ত-শয্যা মিলহ নয়ন। হাসি'<del>আখা</del> মুখখানি করিব দর্শন॥ কত স্লেহ তব হৃদে দেখি একবার। করুণা সাগর ভূমি ভূবন আধার॥ যে স্বরেতে মাখা মধু ভুলাতে ভুবন। কর দেব সেই স্বরে মোরে সম্ভাষণ॥ শুনিয়া মধুর বাণী জুড়াক হৃদয়। দূরে যাক্ যত কিছু কালগত ভয়॥ তপস্থা ও বিভাবলে বৈরাগ্য আশ্রয়ে। স্তবিলেন পিতামহ পিতা মহাশয়ে॥ যা কছেন পিতা তাঁর শ্রীমধুদুদন। শুনিয়ে করেন প্রেমে মৌনাবলম্বন॥ প্রজাপতি মুখে শুনি হেন আরাধন। জাগিলেন বিশ্বপতি প্রভু নারায়ণ॥

মৌন হেরি পিতামহ বৃষিলেন মনে ।
ভীত হয়েছেন ব্রহ্মা প্রলয় দর্শনে ॥
স্থাষ্টর বিজ্ঞান লাগি বিষাদিত মতি।
তৃষিতে পুক্রেরে বিভূ করেন আরতি ॥
হাসিমুখে গন্তীরেতে কহেন বচন ।
শাস্তি-পূর্ণ করিলেন বিষাদিত মন ॥
সাদরে ডাকিয়া ব্রহ্মে প্রভূ নারায়ণ ।
কহিলেন একে একে বিজ্ঞান বচন ॥
উপেন্দ্র রচিত গীত ভাগবত সার ॥
বৈদার্থ সঙ্গত ভাব পুণ্যের আধার ॥
ভিত স্কি বিষয়ক ত্বব সমাধ্য ।

ব্রন্ধার প্রতি ভগবানের **উপদেশ**। সূত কহে শুন শুন শৌনক হুজন। ভগবান উপদেশ করহ শ্রবণ॥ যেই ভাবে শুকদেব পাতুবংশধরে। কহেন জ্ঞানের কথা গঙ্গের ভিতরে **॥** কতক্ষণে শুকদেব কছেন রাজনে। ব্রহ্ম উপদেশ রাজা শুন এক মনে॥ মৈত্রেয় বিছুরে কন আনন্দিত মতি। ভগবান উপদেশ বিধাতার প্রতি॥ ব্রহ্মার স্তবন শুনি সেই হুষীকেশ। আনন্দিত অস্তরেতে কহেন বিশেষ॥ হ'লেম সন্তুষ্ট স্তবে কমল আসন। শুন এবে যাহা বলি স্থির করি মন॥ কি ভয় তোমার বৎস স্তব্ধ কি কারণ। পিতার সমীপে পুত্র বিষয় বদন ॥ ভয় দূর কর বৎস শাস্তি লও মনে। মম পাশে আসি ভয় কিসের কারণে॥ দুর কর মনোভয় সহাস্থ বদনে। হাস দেখি, দেখ দেখি প্রফুল্ল নয়নে॥ যে আশ করেছ মনে পূর্ণ হবে আশ। কিঞ্চিৎ বিশম্ব আছে মিটাতে প্রয়াস॥

স্জনের কর চেন্টা হইবে সফল। রাখিয়াছি সাধনাতে তার ফলাফল॥ পুনর্বার কর তপ আপন মানসে।\* মম তত্ত্ব লাভ তবে হইবে হরষে 🛝 তপে সিদ্ধ হ'লে বহু পাবে তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হ'লে পাবে স্মষ্টিক্ষান॥ এই যে যতেক লোক আছয়ে কল্পিত। মোহারত সর্ববত্রই জানিও বিহিত॥ সকলি আপন দেহে দেহ ছাড়া নয়। দেহ ছাড়া কোন বস্তু জগতে না রয়॥ আত্মজ্ঞান যবে ভূমি করিবে ধারণ। তখনি পাইবে এই তত্ত্বের লকণ।। আপনার অঙ্গে পাবে দেখিতে ভুবন। হৃদয় আধারে বৎস সর্বব স্রশোভন॥ ভক্তিযোগে এক মনে কর দরশন। ভুবন ব্যাপিয়া আছে আমাতে ভুবন॥ আমা ছাড়া কোন স্থানে কোন প্রাণী নাই। সমাহিত চিত্তে ব্ৰহ্মা দেখিবে গোঁসাই॥ হেন শক্তি যবে ব্রহ্মা হইবে তোমার। দেখিবে ভুবন যত ভিতরে তোমার॥ একটি উপায় শুন কমল আসন। যাহাতে জগত ভ্রম হবে নিবারণ॥ শুক্ষ কার্চ্চে যথা অগ্নি রহে স্থপ্রকাশ। সর্ব্বভূতে সেইরূপ আমার প্রকাশ॥ এই ভাবে যেইজন ভাবিবে আমায়। অজ্ঞান সম্ভূত মোহ তাহে দূরে যায়॥ বাসনা ইন্দ্রিয়গুণে ভূতের সংযোগ। তাহাতেই স্থং শব্দ হয় উপভোগ॥ তাহারে জীবাত্মা কন শুনরে বাছনি। তংনামে তায় শ্রেষ্ঠ আত্মা নাম গণি॥ কর্ত্তা মন ছং লয়ে তত্ত্বেরে মিলায়। অভেদ আমার সহ জ্ঞানেতে বুঝায়॥ সেইজন মম জ্ঞান পায় পদ্মাসন। সদা মুক্ত হয় ব্ৰহ্মা সেই সাধুজন॥

হে ব্ৰহ্মা বুঝহ মনে আপন বিচারে। হেন প্রজা সৃষ্টি তুমি কর কি প্রকারে॥ ভীষণ ব্যাপার ইহা নাহি তবু ভয়। মম অনুগ্ৰহ তব স্থুদাধ্য নিশ্চয়॥ সে কারণে এই কার্য্যে নহে সকাতর। স্ষ্টির কারণে ব্যাপ্ত থাক নিরম্ভর॥ সকলের আগে তুমি হ'লে ঋষিজন। রজোগুণে নহে তব বিচলিত মন॥ যে বাসনা তব মনে হয়েছে উদয়। প্রজার স্ক্রন লাগি কাতর হৃদয়॥ সেই হেতু পাপ পথে নহে তব গতি। নিরুদ্ধ রহিবে তব মন মোর প্রতি॥ যে ভাবেতে তুমি ব্ৰহ্মা হও অধিষ্ঠান। ভেদ বৃদ্ধি তব হুদে না পাইবে স্থান॥ ইন্দ্রিয় ভূতাদি সহ আমার সংযোগ। নাই ইহা জানিয়াছ সাধি জ্ঞানযোগ॥ রজোগুণে বন্ধ যারা জেনো স্থনিশ্চয়। তাহাদের আত্মজ্ঞান নাহি উপজন্ম॥ হেন ভাবে তুমি স্থির বুঝিলাম মনে। এক্ষণে আমারে বুঝ জ্ঞান প্রণিধানে॥ পূৰ্ব্বে তুমি একাৰ্ণবে হইলে উদ্ভব। চতুদ্দিকে শৃস্তময় কর অকুভব॥ পরে পদ্মনালে হেরি ছিদ্রের আকার। হেরিতে আমারে যাও তাহার মাঝার॥ সেই পদ্মমূলে গিয়া লভি অধিষ্ঠান। হইল তোমার মনে সংশয়ের স্থান॥ কোথা হ'তে এই পদা এ হেন সংশয়। অক্সাৎ তব মনে হইল উদয়॥ দুরিবারে সে সংশয় কমল আসন। হেনরূপে আমি তোমা দিফু দরণন॥ যেরূপ করিলে স্তব হে চতুরানন। তাছাই স্বরূপ মোর জ্ঞান নিরূপণ॥ যে ভাবে করিলে স্তব জ্ঞানের প্রভাবে। যে ভাবে রাখিলে মন তপের প্রভাবে॥

মম অনুগ্ৰহ সব জেনো তুমি মনে। হৃদয়ে তোমার আমি দিন্তু দরশনে॥ হে বিধাতা কহি তোমা আর সে বচন। নির্গুণ প্রথমে মোরে করি নির্বাচন॥ ভুবনের স্থষ্টি লাগি ভাবিলে সগুণ। ইহাতেই বুঝিলাম তুমি যে নিপুণ॥ ধন্ম তব জ্ঞান আমি হইনু সস্তোষ। মঙ্গল হউক তব হও পরিতোষ ॥ এই ভাবে অমুক্ষণ যেই মহাজন। তব কৃত স্তোত্রে মোর করে সারাধন॥ উপাসনা সিদ্ধি তাঁর হইবে নিশ্চয়। আমার প্রদাদে তিনি হবেন নির্ভয়॥ হেন স্তবে যেই ফল চাহিবে যে জন। সর্বব বর দিব তারে যাহা তার মন॥ তব যজ্ঞ ত্রত আর সমাধি নিচয়। মানব নিক্ষাম সিদ্ধি যাহে লাভ হয়॥ প্রিয়কর সমুদয় জেনে। হে ব্রহ্মন। বেদে বা বিধানে গায় তত্ত্ববিদ্যাণ॥ যত আত্মাময় জীব জগতে প্রকাশ। সকলেরি আত্মা আমি বুঝাও আভাস॥ সকলেরি যত প্রিয় আছে যত্নধন। সকলেরি প্রিয় আমি করিবে মনন॥ সর্ব্বাপেকা প্রেম মোরে করিও ব্রহ্মন। সর্ববিসিদ্ধি লাভ তব হবে সেইক্ষণ। দৰ্ব্ব বেদময় তুমি আগ্নযোনি হও। সর্কাগ্রে প্রকাশ তব মনে বুঝে লও॥ প্রলয়ের পূর্বের যথা ছিল এ সংসার। সেইরূপ প্রজাগণ কর্ম্মের বিচার॥ বিধান করহ সব করহ স্জন। মম আজ্ঞামতে দেব কমল আসন। এত বলি অন্তৰ্হিত হন ভগবান। যোগ মগ হ'য়ে ব্ৰহ্মা মুদেন নয়ন॥ এতক্ষণে মৈত্রেয়ের সমাপ্ত বচন। বিতুর আশ্চর্য্য হয় করিয়া শ্রাবণ॥

উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত দার। ভগবান অমুভব বচন ব্রহ্মার॥ ইতি ভগবানের উপদেশ সমাপ্ত।

মৈত্রেয় বিভাগ সংবাদ। সূত কহে শৌনকেরে করিয়া বিনয়। মৈত্রেয় মীমাংসা শুন মুনি মহাশয়॥ শুনি উপদেশ তাঁর ব্রহ্ম নিরূপণ। যে ভাবে করেন ব্রহ্মা তাঁহার চিন্তন॥ বিছর কহেন তবে মৈত্রেয়ের প্রতি। শুন ঋগিবর এবে যাহা হয় মতি॥ শুনিয়াছি পুরাকালে গুরুজন মুখে। স্মতিপথে আছে তাহা বিন্তাবিধি হুখে॥ ব্রহ্মারে হজন আজ্ঞা দিয়া ভগবান। অন্তৰ্হিত হইলেন সাধিতে কলাণে॥ লভিয়া স্থজন শক্তি বিধি গুণমণি। সজেন বিবিধ প্রাণী নানামতে গণি॥ অবশেষে হৃজিলেন মানবীর দল। কিবা শোভা জগতের না জানি কৌশল।। এ সকল কথা দেব শুনেছি প্রবণে। কোন প্রজা বহুবিধ নাহি জানি মনে॥ দয়া করি হে মৈত্রেয় বলহ আমায়। শুনিলে সংশয় মোর ছিন্ন হয়ে যায়॥ এত শুনি সে মৈত্রেয় হরষিত মন। উত্তর করেন শুন প্রশ্নের বচন॥ এক এক প্রশ্ন ভাব ভাবিয়া হৃদয়ে। কহেন মৈত্রেয় ক্রমে আনন্দিত হ'য়ে॥ শুনহে বিচুর বংস কহিব তোমায়। অতি অপরূপ কথা সৃষ্টি হয় যায়॥ অন্তৰ্দ্ধান কালে সেই বিভূ ভগবান। ব্ৰহ্মা পাইলেন আজ্ঞা বিষ্ণু সন্নিধান॥ মহাবিষ্ণু পরমাত্মা পরম রতন। জীবাত্মা তাহাতে দেব কমল আসন॥

পরমাত্মায় মিলাইয়া আপন জীবন। শতবৰ্ষ তপে ময় কমল আসন **॥** দেবমানে শত বর্ষ মানবের নয়। এত দিন তপ ব্রহ্মা করেন নিশ্চয়॥ ভীষণ প্রলয় বায়ু ঘোর ঘূর্ণ্যমান। প্রলয় তরঙ্গ তাহে স্থমেরু সমান॥ চতুর্দিকে অন্ধকার বিরূপ আকার। মৃত্যুকালে দেখে জীব হেরে অন্ধকার॥ এমন প্রলয়ার্ণবে ভাসিছে কমল। তাহাতে বসিয়া বিধি তপেন কেবল। তপের শেষেতে যবে মেলেন নয়ন। হেরেন আকাশ ব্যাপি আপন আসন॥ এমন অস্তৃত হেরি চতুর আনন। ভাবিলেন এই মাত্র স্থান নিরূপণ॥ একে তপস্থায় বলি অতীব বিজ্ঞানী। বিতাশক্তি মহাপ্রভু তাঁহাতে আপনি॥ প্রলয়ের বায়ু হ'তে পদ্মের রক্ষণে। চেষ্টা করিলেন আগে স্থির করি মনে॥ মনে মনে অনুমানি দেই প্রজাপতি। বিজ্ঞানের বলে দুঢ় করি মিজ মতি॥ উদধির সহ পান করেন পবন। উদধি বিলয়ে বায়ু কাঁপে অসুক্ষণ॥ উদধি শুকায়ে গেল বায়ু হ'ল স্থির। একমাত্র পদ্মোপরি রহে বিধি ধীর॥ পদ্মেরে হেরিয়া ব্রহ্মা ভাবেন আপনে। পদ্ম নয় ইছা রয় বিলীন ভুবনে॥ বিলীন ভুবন তিন এই পদ্মে হয়। ইহা হ'তে উহাদের স্ফন নিশ্চয়॥ এত ভাবি বিধি তবে করি মন স্থির। মধ্যনালে ঢুকালেন আপন শরীর॥ নিজ দেহ মধানালে করায়ে প্রবেশ। তিন খণ্ডে বিভাজিত করি অবশেষ॥ তিন খণ্ডে ত্রিভুবন গঠিলেন ধাতা। ত্রিভূবন চতুর্দ্দশ রাখেন নির্দ্মিতা॥

এমন বৃহৎ পদ্ম না দেখি কখন। এক পদ্মে তিনলোক বিদপ্ত ভূবন ॥ প্রত্যেক ভূবনে রয় অসংখ্যক লোক। অনন্ত গণিতে তাহা রহে পদ্মলোক। এত শুনি কহিলেন মৈত্রেয় হৃদ্ধির। ভনিলে বিতুর এবে লোক সৃষ্টি, ধীর॥ কি লাগি অগ্রেতে লোক স্বঞ্জিত হইল। না জান কারণ তার এই স্থির হ'ল। তিন লোক নাম মাত্র হয় ভোগ স্থান। এই স্থানে জনমিয়া লভিবেক ত্রাণ॥ কার্য্য-কর্ম্ম ক্ষেত্ররূপী এই ত্রিভূবন। নিক্ষাম কর্ম্মের ফল জীমধুসূদন॥ কাৰ্য্য-কৰ্ম্ম ভাল মন্দ যত ফল হবে। নিয়মেতে ত্রিভূবন জীবে স্থান পাবে॥ সকাম কর্ম্মের ফল এীমধুসুদন। দেন জীবে স্বৰ্গভোগ যেমন সাধন॥ এত শুনি বিছুরের হয় ছাইমন। সম্ভুক্ত হয়েন শুনি স্থৃষ্টি বিবরণ॥ আর এক কথা জিজাসেন লোকহিত। মৈত্রেয় শুনেন তাহা হ'য়ে অবহিত॥ বিছুর কহেন নমি মৈত্রেয় চরণে। আর এক প্রশ্ন বিভূ আছে মম মনে॥ পূর্বেতে যে ভাবে প্রভু কহিলে আখ্যান। কালাখ্য শক্তিরে তাহা দিলেন বিধান॥ অনস্ত স্বরূপ হরি রন বিভ্যমান। কাল একরূপ তাঁর জ্ঞানের প্রমাণ॥ কিরপে সে কাল হয় কিবা কার্য্য তার। কেমনে বুঝিব তাহা কিবা চমৎকার॥ এ প্রশ্ন শুনিয়া হান্ট সৈত্রেয় হাজন। উত্তর করেন তিনি হরষিত মন॥ কারণাদি যবে ধরে মহন্ত ব নাম। ভূতাদির সমবায়ে এই পরিণাম॥ যে শক্তি উহারে ল'য়ে রচেন ভূবন। তাঁহারই নাম কাল জানহ হুজন॥

। মহিমা বিশেষরূপ কালের বাছনি। নহি তার পরিণাম বুঝ গুণমণি॥ অমর পুরুষ সেই রম্য ক্রিয়াবান। 🗐 হরির একরূপ ইহার বিধান ॥ লইয়া আপন আত্মা সেই ভগবান। কালের অধীন তারে করেন প্রদান॥ অপরূপ লীলা ইহা কালের কারণ। সে অবধি আত্মা হন কালেতে শাসন॥ বৈষম্য মায়াতে বিশ্ব হইল সংহার। রহিল অব্যক্ত ভাবে বিশ্বের আকার॥ তম্মাত্র তাহার নাম কারণেতে লয়। নিরুপাধিরূপ তাহা দৃষ্ট নাহি হয়॥ কালেই অব্যক্ত ভাব করয়ে প্রকাশ। আবার তাহাতে লয় জ্ঞানের আভাস॥ এই যে হেরিছ বিশ্ব র'য়েছে যেমন। পূৰ্ব্বেও অব্যক্ত ভাবে আছিল তেমন॥ ভবিশ্বতে এই ভাবে থাকি এ ভূবন। অব্যক্ত ও অভিব্যক্ত বিভিন্ন দর্শন॥ ছুই ভাবে এই সৃষ্টি হ'তেছে সূজন। প্রকৃতি বিকৃতি ভাব জেনে। বিচক্ষণ॥ প্রকৃতি বিকৃতি ভেদে নববিধ হয়। প্রকৃতির ভেদ হয় ছগুণ নিশ্চয়॥ বিকৃতির সৃষ্টি ভেদ হয় তিন গুণ। এই নববিধ সৃষ্টি মন দিয়া শুন॥ আর তিনগুণ রছে স্বস্টির মাঝার। প্রলয় প্রথম হয় পরে কালাধার॥ তৃতীয়েতে হয় সৃষ্টি গুণের অধীন। অমুরূপ বুঝ বৎস বিচুর প্রবীণ॥ প্রকৃত সে হয় স্বষ্টি কহিন্দু পূরবে। একে একে ভেদ তার কহি অমুভবে॥ যে ক্ষমতারূপে হয় এই অমুভব। আত্মা হ'তে হরি ভিন্ন বৈষম্য বিভব ॥ গুণের অধীন তাহা ভুবনে প্রকাশ। সেই বস্তু প্রথমেতে সৃষ্টির আবাস **॥** 

যাহা হ'তে অনুক্ষণ জ্ঞান দেখা যায়। যাহার প্রভাবে হয় ক্রিয়ার উদয়॥ অহংতত্ত্ব কহে তারে জানে জ্ঞানীজন। তাহাই দ্বিতীয় সৃষ্টি বিচুর হুজন॥ আকাশাদি পঞ্চত তম্মাত্র তাহার। শব্দ স্পর্শ নামে খ্যাত ভূবন মাঝার॥ ইহারাই ভূতগণে করয়ে প্রকাশ। তৃতীয় স্থষ্টির এই দিলাম আভাস॥ জ্ঞান পঞ্চাগ রূপে হয়েন প্রকাশ। ইন্দ্রিয় যাহার তেজে হয় স্প্রপ্রকাশ॥ হেন সুক্ষতম সৃষ্টি করিলে বিচার। চতুর্থ স্থান্তির তত্ত্ব হয় স্থপ্রচার॥ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা যত দেবগণ। আর যাহে সৃষ্ট হন সর্ব্ব কর্ত্তা মন॥ বিচার করিলে মনে ভাবি সারাৎসার। পঞ্চম স্থজন ইহা বৃদ্ধির বিচার॥ যত রূপ অবতার ভুবনে আছয়। যত ভাবে অবিগ্লা এ জগতেতে রয়॥ সকলি অন্তম সৃষ্টি জেনো হে স্কুজন। এইত প্রাকৃত সৃষ্টি করিমু বর্ণন॥ প্রাকৃত স্মষ্টির কথা বিছুর হুমতি। শুনিলে তো একে একে হয়ে ছফীমতি॥ বৈকৃত স্ঞ্রীর কিছু কর অবধান। মহত্ত্ব বিকারেতে যাহার বিধান॥ ইহাই বৈকৃত সৃষ্টি এই বিধি লালা। অধোক্ষজে রাখি মন রচিলেন খেলা॥ স্থাবর নামেতে বস্তু প্রকাশ ভুবনে। ছয় ভাগে বিরাজিত জ্ঞাত সর্বজনে॥ বনম্পতি এক হয় ঔষধি দ্বিতীয়। চতুর্থেতে ত্বকদার লতাতে তৃতীয়॥ বীরুধ পঞ্চম হয় দ্রুলা রূপে ছয়। ইহাই স্থাবর স্থাষ্ট জানহ নিশ্চয়॥ উর্ন্ধ-স্রোতঃ নাম লয় যতেক স্থাবর। তাহার উর্দ্ধেতে ল'য়ে রাখে কলেবর ॥

মসুয়ের সম নহে চৈতন্ত প্রকাশ। অন্তরে চৈতন্ম রহে বৃঝহ আভাস॥ অন্তরেতে স্পর্শশক্তি রহে বিগুমান। বাছে কছু ইহাদের নাহি কোন জ্ঞান॥ নাহি কোন পরিমাণ রহে একরূপ। সেই হেতু স্থাবরেতে হয় নানা রূপ॥ তিৰ্য্যক যোনিতে জন্ম লভি জীবগণ। তিৰ্য্যক্ লইয়া নাগ অফ্টমে গণন॥ অফটমে তির্য্যকৃ শক্তি আটাশ প্রকার। হিতাহিত নাহি জ্ঞান বিভিন্ন আকার॥ সততই আহারেতে উন্মন্ত সকলে। আহারে হইলে তুষ্ট রহে স্তকৌশলে॥ একমাত্র ভ্রাণেন্দ্রিয় এদের প্রবল। তাহার সাহায্যে খাগ্য লয় অবিকল॥ নাহি হেন কোন বৃদ্ধি করিতে উদ্দেশ। নাহিক কাহার প্রতি কোনও সন্দেশ। ঐ শ্রেণী গরু হয় আর ছাগ মেষ। মহিষ ও অজা আর মুগাদি বিশেষ॥ কেহ খর কেহ অশ্ব কেহ অশ্বতর। কেহ বা শরভ আর কেহ বা চামর॥ উহাদের মধ্যে কার' রহে এক ক্ষুর। কত নামে কত প্রাণী কহিতে প্রচুর॥ কোন পঞ্চ নথ ক্রমে মধ্যেতে গণন। বিত্রর তোমারে বলি করহ শ্রবণ॥ কুরুর শৃগাল বৃক ব্যাঘ্র ও মার্চ্জার। শশক শজারু সিংহ বানর আকার॥ হস্তী কৃশ্ম গাধা আর যতেক মকর। কঙ্ক গুপ্ত বক শ্রেন কুকুট প্রথর॥ ময়ুর সারস হংস যত চক্রবাক। উলুকাদি যত পাখা আর যত কাক॥ এইতো তির্য্যকৃষ্ট্টি করিমু প্রকাশ। অফ্টম গণনে স্থষ্টি বুঝিও আভাস॥ ইচ্ছানত যেই প্রাণী করয়ে আহার। মনুষ্য তাহার নাম নবম প্রকার॥

নবম বিকারে স্থান্ত ইইল মানব। অতীব আশ্চর্য্য কথা শাস্ত্রেতে উদ্ভব ॥ একবিধ সৃষ্টি যদি হইল মানব। গুণ ভেদে তুই ভাগে রক্ষঃ তমোদ্ভব॥ যেমন জন্ময়ে ল'য়ে রজোগুণাধিক। তাহাতে ভূতাংশ মিলি থাকে সমধিক॥ নিয়তই কর্মাপর হয় সেই জন। ক্ষণমাত্র কর্মহীন নহেতে। কখন॥ যে জন জন্মায় ল'য়ে তমো গুণাধিক। তাহাতে ভূতাংশ মিলি থাকে সমধিক॥ ত্রংখ হুখ জ্ঞান তার সর্ববদাই হয়। অহর নামেতে খ্যাত সে জন নিশ্চয়॥ এই তিন মাত্র হয় স্পষ্টির বিকার। বৈক্নতেই দেব সর্গ জানিলে প্রকার॥ প্রকৃতি সৃষ্টিতে আছে বস্তু দেবগণ। তাহাদেরও স্বর্গ বলি করিবে গণন ॥ ইন্দ্রিয়াদি অধিষ্ঠাতা সেই দেবগণ। সর্বাপেকা শ্রেষ্ঠণালী তাদের গণন ॥ সেই হেতু প্রাকৃতেতে তাহারা রহয়। বৈক্বতে অপর দেব সর্গ আদি হয়॥ আর যে স্থাষ্ট এক রহে বিগ্রমান। সনকাদি মহাস্প্তি বলে জ্ঞানবান ॥ প্রাক্বত বৈক্বত মিশ্র হয় এই সব। সেই হেতু উভদৃষ্টি তাহাতে উদ্ভব॥ সনংকুমার আদি ভাই চারিজন। পরিচিত হন ভূমে ব্রহ্মার নন্দন॥ নরত্ব দেবত্ব উভ ইহাদের রয়। তুই ধর্মাযুক্ত এঁরা শাস্ত্রে প্রকাশয়॥ অফটবিধ দেব সৃষ্টি বিকারে প্রকাশ। শুনহ বিহুর তার কিঞ্চিৎ আভাস॥ বিবুর অহার পিতৃ গন্ধর্বে অপ্সর। ইহারাই চারি বেদ গণনে প্রথর॥ পঞ্চমে রাক্ষদ যক্ষ গণনার দার। বুঝহ আপনে বাছা করিয়া বিচার॥

ষঠে ভূত প্রেত আর পিশাচ চারণ। সিদ্ধ আর বিভাধর সপ্তম গণন॥ অশ্বমুথ কিম্পুরুষ অক্টম বিধান। এই আটজনে দেব কর অনুসান॥ আর তুই দেব সৃষ্টি পূর্বেব প্রকাশিমু। সনংকুমার নাম যাহারে কহিনু॥ ইন্দ্রিয়াদি অধিষ্ঠাতা পূর্বেব পরিচয়। একত্রেতে দশবিধ দেবের নিশ্চয়॥ কহিন্দু সৃষ্টির কথা করিয়া মীসাংসা। শুনি ইহা গনে করি মিটিবেক আশা॥ অত্যপর কহি বাছা বংশ মন্বন্তর। একচিত্তে শুন বৎস লাগায়ে অন্তর॥ এইরূপে সেই হরি প্রলয় শেষেতে। গুণমাঝে গিয়া স্বন্ট রন প্রকাশিতে॥ আপনে আপন দিয়া রচেন ভুবন। অপরূপ হরিলীলা করহ শ্রবণ ম উপেব্রু রচিল গীত হরিকথা সার। অপরপ লীলা কথা পবিত্র আধার॥ ইতি মৈত্রের মীমাংসা সমাপ্ত।

## কাল ও মন্বস্তুর নিরূপণ।

সূত কহে শৌনকেরে শুনহ স্ক্রজন।
কাল পরিমাণ কথা করি বিবরণ॥
অতীব আশ্চর্য্য কথা কাল পরিমাণ।
বেমতে কহেন শুক নূপ বিগ্রমান॥
শুক পরীক্ষিতে কহে শুন মতিমান।
কালের বিভাগ কিছু করিব ব্যাখ্যান॥
বেমতে মৈত্রেয় কয় বিগ্রর সকাশ।
কহিব সে কাল কথা তোমার সকাশ॥
মৈত্রেয় কহেন তবে বিগ্রর স্ক্রনে।
শুন বংস কাল নাম অবহিত মনে॥
অতি অপরূপ কথা কাল পরিমাণ।
বাহাতে হ'তেছে সৃষ্টি প্রলয় বিধান॥

একে একে সেই কাল করিব গোচর শুন বৎস এক মনে যেমত উত্তর ॥ এতেক মৈত্রেয় বলি করি সম্ভাষণ। একে একে কহিলেন কাল বিভাজন॥ করহ বিহুর মম বাক্য অবধান। অবস্থা হইতে ক'ল বিশেষ বিজ্ঞান॥ এই যে হেরিছ সৃষ্টি কর এরে ভোগ। যত বুদ্ধি তুমি ধর যত অনুরাগ॥ করিতে করিতে ভাগ হেন সৃক্ষা হয়। যাহার বিভাগ আর হইবার নয়॥ চরম পদার্থ তাহা জানিবে কারণ। নাহি তার চিত্তবোধ নাহিক বেফ্টন॥ অভিজাত বস্তু তাহা সবার কারণ। না পায় দেখিতে তাহা মানব নয়ন॥ কাহার সহিত তার নাহিক মিশ্রণ। নাহি তাহে কোন কাৰ্য্য হয় প্ৰকাশন॥ সকলের রহে বৎস! অবস্থা অন্তর। সকলের কার্য্য রহে মায়ায় নির্ভর॥ বস্তু মাত্র এ বিজ্ঞানে হয় সমাহিত। তাহাই অনিত্য বস্তু বিজ্ঞানে বিদিত। তাহাতে না হয় কোন অবস্থা আভাস। তাহাতে না হয় কোন কার্য্যের প্রকাশ।। স্জন প্রলয়ে যাহা সমান রহয়। সদা নিতা রহে তাহা নিত্যের সহায়॥ তাহারেই নিত্য বস্তু জ্ঞানীজনে কয়। পরমাণু নাম তাঁর জ্ঞানে বিচারয়॥ পরমাণু সমষ্টিতে জগত স্কর। কারণ রূপেতে তাহা সর্বত্র আছয়॥ যোগ না করিলে বুঝে (হন সাধ্য কার। কত জীবে কত দেহ তাহার প্রচার॥ যবে পরমাণু হয় কার্য্যেতে প্রকাশ। কার সাধ্য সে ঐক্যের বুঝিবে আভাস॥ সেই সংবস্ত রহে বিজ্ঞান নিদান। যাহার বিকার নাই দদা বিভাষান॥

চরম অবস্থা তার পরমাণু নাম। হেন অবস্থায় তাহা অদৃশ্য অনাম॥ যবে পরমাণু হয় বহুতে মিলিত। অবস্থা অন্তর তার হয় প্রবিদিত॥ স্বকার্য্য অবস্থা তার পরম মহান্। সংবস্তু এই ভাবে ভেদ বিগ্নমান॥ পরমাণু হ'তে হয় পরম মহান্। নাহি তায় কোন ভাব ঈশ্বর বিধান॥ এ প্রপঞ্চ হ'তে হয় পরম মহান্। সূক্ষভাবে তাহাকেই পরমাণু জান॥ এই কথা এই স্থানে শুন সাধুবর। ইহাকে বুঝিলে হবে কালের গোচর॥ বস্তুর অবস্থা হ'তে কালের বিচার। সূক্ষকাল পরমাণু নাম হয় তার॥ স্থলভেদে যথা নাম পরম মহান্। কালের তাহাই নাম বুঝ জ্ঞানবান॥ পূর্ব্বোক্ত উভয় বস্তু অব্যক্ত আছয়। উহাতে থাকিয়া কাল অব্যক্ত নুঝায়॥ স্থুল সূক্ষ্ম কালভেদ নামের কারণ। কহিলাম তব পক্ষে ওহে সাধুজন॥ আর এক তত্ত্বকথা শুনহ বিহুর। ই্হাতে সংশয় তব হইবেক দূর॥ শুনেছ অনেক শান্ত্রে শ্রীহরি দর্শন। অব্যক্ত ভাবেতে যথা রহেন সে জন॥ কেমন অব্যক্ত ভাব করিব প্রকাশ। শুনিয়া মিটাও তব হৃদয়ের আশ। অব্যক্তই পরমাণু শাস্ত্রে হুপ্রকাশ। তাহাতেই সেই বিভূ হয়েন প্রকাশ। অব্যক্ত প্ৰকাশ হ'লে ব্যক্তেতে গণন। সে হেছু অব্যক্তে স্থিতি কহে জ্ঞানীজন। অব্যক্ত যথন ব্যক্ত সংসার মাঝারে। তার সহ সেই বিভু প্রকাশ্য সংসারে॥ এইরূপ লীলা তাঁর মহালীলাময়। অতীব আশ্চর্য্য কথা বিচারেতে হয়॥

পরমাণু তাঁর নাম পরম মহান্। পাইলেন আগে কাল অবস্থা বিধান॥ পরমাণু যবে ছুই একত্র মিলয়। এক অণু এই নামে প্রকাশিত হয়॥ ত্রসরেণু হয় তিন অণুর মিলনে। (नथा यांग्र के वञ्च मानव नग्रदन॥ অতিশয় লঘু ইহা উড়য়ে পবনে। দেখা যায় ছিদ্র মধ্যে সূর্য্যের কিরণে॥ এই ত্রদরেণু বোধ যেই কালে করে। তিন গুণ হ'লে ক্রেটি নাম তাহা ধরে॥ শতেক ক্রটিতে কাল বেধ নাম পায়। তিন বেধে এক লব কাল গণা যায়॥ তিন লবে গণা হয় একই নিমেষ। নিমেষ ত্রয়েতে ক্ষণ বিচারি বিশেষ॥ পঞ্চকণে এক কাষ্ঠা কালের বিচার। পনের কাষ্ঠায় এক লঘু ব্যবহার॥ পঞ্চদশ লঘু ক্রমে একত্রেতে গণি। একই নাড়িকা হবে বুঝরে বাছনি॥ যখন নাড়িকা দ্বয় হইবে মিলন। মুহূর্ত্ত তাহার নাম জ্যোতিষ বচন॥ সপ্ত নাড়িকার যবে হইবে মিলন। মানুষের প্রহরেক কহে জ্ঞানীজন॥ অপর হিদাব এক শুনহ বিচুর। নাড়িক। সংশয় তাহে হইবেক দূর॥ লয়ে ছয় পল তাত্র গঠিলে আকার। যে পাত্র হইবে শুন তাহার বিচার॥ চারি মাষা স্বর্ণে গঠি শলাকা স্থব্দর। প্রবেশিতে পারে হেন ছিদ্র পাত্রে কর॥ শলাকা দীর্ঘেতে হবে অঙ্গুল চতুর। তাহার সূক্ষ ব্যাস ছিদ্র মধ্যে পূর॥ ছ'পলে গঠিয়া পাত্র হেন ছিদ্র কর। এক প্রস্ত জল ধরে তাহার ভিতর॥ নিম্নেতে করিয়া ছিদ্রে বসায়ে বারিতে। দেখিবে বসিয়া বারি তাছাতে পূরিতে॥

পাত্রটি পূরাতে কাল হবে যতকণ। নাড়িকা তাহারে বলে বিছুর হজন॥ নাড়িকার আর নাম দণ্ড বলি শুনি। তাহাও আপন মনে বুঝিও বাছনি॥ যাহারে প্রহর কয় যাম তারে কয়। অফ্ট প্রহরেতে দিবা রাত্রি হ্রনিশ্চয়॥ চারি প্রহরেতে দিবা চারিতে রজনী। মর্ক্তাবাদী নরপক্ষে কাল হেন গণি॥ দিবারাত্রি মিলি হয় এক অহোরাত্র। দিবস বা দিন তাহে কহয় অশুত্র॥ পঞ্চদশ দিনে এক পক্ষের বিচার। তুই পক্ষ শুক্ল কৃষ্ণ আছয়ে বিস্তার॥ তুই পক্ষে এক মাস কালের গণনে। পিতৃপক্ষে একদিন কহে স্থীজনে॥ তুই মাদে এক ঋতু মানবের হয়। জ্যোতিষের কথা ইহা সিদ্ধ স্থনিশ্চয়॥ ছয় মাদে হয় বৎস একটি অয়ন। দক্ষিণ উত্তর ঘয়ে তাহার গণন॥ অয়ন তুয়েতে হয় ছয় ছয় মাস। গণিয়া মানব পায় যোগে বারমাস॥ দেবপকে দিবারাত্র স্কুইটি অয়নে। উত্তর দিবদ রাত্রি দক্ষিণ অয়নে॥ এই বারমাস নর বংসর গণয়। উহাতেই পরমায়ু ক্রমে স্থির হয়॥ যে ভাবে কহিন্তু আমি বংসর বর্ণন। শতেক বৎসর তার মানব জীবন॥ এমতে কহিনু বংস কালের দন্ধান। বুঝহ আপন মনে ইহার প্রমাণ। আছে এক চক্র বংদ কালচক্র নাম। তাহারে জ্যোতিষে কয় মহাঘোর ধাম॥ চন্দ্র সূর্য্য আদি করি যত গ্রহচয়।. অখিকাদি নক্ষত্র আর ধ্রুবতারাচয়॥ সকলেই কালচক্রে করিছে ভ্রমণ। সকল উপরে হন কাল স্থগোভন॥

পরমাণু হ'তে ক্রমে স্থল স্থলতর। কালচক্রে যত গ্রন্থ করিন্থ বিস্তার ॥ ইহারে জগত বলি জ্ঞানীর গণন। বৎসরে বৎসরে কাল করেন ভ্রমণ। ইহাতেই জানা যায় বংসর বিশেষ। তাহাতেই কাল জ্ঞান হয় সবিশেষ॥ পাঁচ ভাগে এ জগতে বিভক্ত বৎসর। একে একে হে বিচুর অবধান কর।। বৎসর একের নাম আর সম্বৎসর। অপরের নাম হয় সে পরিবৎসর॥ ইদা অণু নামে হয় চুইটি বৎসর। এইরূপে পঞ্চেদ কহি সবিস্তার॥ এই যে হেরিছ সূর্য্য আপন নয়নে। তেজোরূপী মহাভূত জ্ঞানীর গণনে॥ সবার প্রকাশ কর্ত্তা আপনি তপন। সবার মনের ভ্রম করেন হরণ॥ শ্রমদূর করি তিনি সাক্ষীরূপী হ'য়ে। জীবের মঙ্গল দেন অন্তরীক্ষে র'য়ে॥ তেজোবলে পরমায়ু করি তিনি হ্রাদ। জীবের বিষয়াসক্তি করেন নিরাশ। বিষয় আসক্তি নামে শক্তি অনুভব। অপরূপ গুণ তাঁর মহা তেজোভব॥ নিরন্তি পক্ষের কর্তা কহিন্তু তপন। সকাম পুরুষ পক্ষে বুঝিও হুজন॥ যত যজ্ঞ যত কর্মা করে জীবগণ। গুণময় স্বৰ্গ দেন তাহারে তপন॥ তিনিই স্বর্গের ফল করেন বিস্তার। তিনিই সংসারিগণে করেন নিস্তার॥ তাঁহা হ'তে মহাশক্তি কালে নাশ পায়। কালই তাঁহার বলে জীবেরে খাটায়॥ আপন তেজেতে সেই কালাগ্না তপন। কার্য্য বীজ অঙ্কুরিত করে জীবগণ॥ নানামনে নানা বস্তু কার্য্যান্থিত করি। অন্তরীকে রহিছেন আপনি বিহারি॥

| ভাঁহা হ'তে কালভেদে গণিত বৎসর। সেই পরাৎপর দেবে নমস্কার কর॥ সকলে ভাঁহার পূজা কর বিধিমতে। হেন উপদেশ গ্রাহ্ম করহ স্থমতে॥ মৈত্রেয় বচন ছেন শুনি ক্ষত্রমণি। কহেন বিত্রর জ্ঞানী বিচারী আপনি॥ ধস্য ধস্য হে মৈত্রেয় জ্ঞানের আধার। কালের মীমাংদা কিছু বুঝিলাম দার॥ মহাভাগ্যবান বলি হেন গুরু পাই। উত্তম উত্তম লভি হৃদয় জুড়াই॥ যেরূপ কহিলে দেব পূর্বেতে বর্ণন। তাহাতে বুঝিতু মাত্র এরূপ বচন॥ পিতৃলোক পরমায়ু দেব ও মানব। যাহার যেমন আয়ু কালেতে সম্ভব॥ এক প্রশ্ন এই স্থানে হইল উদয়। উত্তর করিয়া গুরো পূরাও সংশয়॥ পিতৃদেব সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়। ভূভূ ব স্বঃ লোকেতে সবে নিবদয়॥ এ তিন লোকের পরলোক মহঃজন। তথায় করেন বাস যত শ্রেষ্ঠজন॥ এই কথা দৰ্বদাই শাস্ত্ৰ মাত্ৰে শুনি। সম্যক বুঝিতে নারি কহ মহামুনি॥ কেমনে সে সব লোকে জ্ঞানীর গমন। কহ মম সমীপেতে তাহার প্রমাণ॥ অনস্ত জ্ঞানের ধাম তুমি ভগবান। যোগযুক্ত অন্তশ্চক্ষু তোমাতে বিধান ॥ যোগবলে অন্তরেতে সকলি দেখিছ। কালাত্মক ভগবানে তুমিই বুঝিছ। কর প্রভু আমার এ প্রশ্নের উত্তর। ভগবান কাল যাহে হয়েন গোচর॥ বিত্ররের কথা শুনি সে মৈত্রেয় মুনি। হরধিত অন্তরেতে কহেন আপনি॥ ভূষিয়া বিছুরে তবে স্থমিষ্ট বচনে। উত্তর করেন তবে প্রশন্ন আননে॥

😊নহ বিত্বর বৎস হ'য়ে অবহিত। যেমনেতে মশ্বস্তর হয় সমাহিত॥ তাহাতে জানিতে পারে পূর্বের কথন। কেমনে করেন স্থিতি জ্ঞানী মহাজন॥ চারিযুগে এ সংসারে আছয়ে বিস্তার। সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি নাম তার॥ নর মাঝে স্থগণিত যুগ চতুষ্টয়। ইথে কাল পরিমাণ জ্ঞানীতে বুঝয়॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলির গণন। এই চারিযুগ হয় ভুবনে শোভন॥ মানবের পক্ষে বিধি এই মত ধর। অতঃপর দেব সংখ্যা শুন প্রাক্ত বর॥ মানবের চারিযুগ ছাদশ গণনে। সহত্র গুণিত করি বুঝ মনে মনে॥ যত গুণ হয় কাল গুণন বিধান। দেব মানে এক যুগ তাহে কর জ্ঞান॥ প্রত্যেক যুগের বিধি ছুই ছুই রছে। মানব দেবের গণা ভিন্ন ভিন্ন করে॥ দাদশ সহত্র বর্ষ দেবমানে হয়। মানুষের যত কাল আছে স্থনিশ্চয়॥ হাজার গণিতে চারি থত কাল হয়। সত্য যুগ পরিমাণ মানবে নিশ্চয়॥ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ নামে তুই বিধি রয়। তিনযুগে আছে অস্তে প্রকাশিত হয়॥ শতেরে গণিলে চারি হয় চারি শত। কুতের একৈক সন্ধ্য। জ্যোতিষের মত॥ চারি দিয়া শতেরে গুণিলে চারি শত। ক্তেরে সন্ধ্যাংশ হয় জ্যোতিষ সম্মত॥ ত্রেভায় সহস্র তিন বৎসর গণন। ত্রিশত সন্ধ্যাংশ আর সন্ধ্যা নিরূপণ॥ দ্বিসহজ্র বৎসরেতে দ্বাপর গণন। দ্বিশত সন্ধ্যাংশ আর সন্ধ্যা নিরূপণ ॥ সহস্রেক পরিমাণ কলিযুগে হয়। শতেক সন্ধ্যাংশ আর সন্ধ্যা স্থনিশ্চর ॥

সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ মধ্যে যত কাল রয়। জ্ঞানিগণে সেই কালে মহাযুগ কয়॥ ঐ কাল মধ্যে যত ধর্মা কর্মা স্থির। ক'রেছেন শ্বৃতিমত যতেক স্থীর॥ একযুগে চতুপ্পাদ ধর্ম স্থপ্রকাশ। মানবে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের প্রকাশ॥ বুগ ভেদে এক পাদ ধর্মা ক্ষয় পায়। ইহাতেই ধর্ম ন্যুন হয় পায় পায়॥ বিতুর এতেক কথা করিলে শ্রবণ। ইহাতে মানব দেব কাল বিজ্ঞাপন॥ ব্ৰহ্মলোক কাল অংশ আছয়ে প্ৰকাশ। শুন ক্ষত্রমণি তার দিতেছি আভাস॥ তিন লোকে হেন বিধি রহে বিগ্নমান। মনেতে বিচারি বুঝ বিতুর ধীমান॥ ত্রিলোক বাহিরে বংস আছে এক লোক। জ্ঞানিগণ কহে তারে মহা মহল্লে क তদুৰ্দ্ধে ক্ৰমেতে দেখা যায় ব্ৰহ্মলোক। এইরূপে পূর্ণ হয় যতেক গোলোক॥ মহঃজন তপঃ সত্য আর ব্রহ্মলোক। কালের বিচারে হেন হয় এক ভোগ। ভুবনের চারিযুগে যত কাল হয়। তাহারেই এক যুগ দেবলোকে কয়॥ তেমন সহস্ৰ যুগে এক ব্ৰহ্ম দিন। এইরূপে রজনীমান বুঝহ প্রবীণ॥ এইরূপে প্রাজাপত্য কালের বিধান। যথ। দিবা তথা রাত্রি কর অমুমান ॥ যথন ব্রহ্মার দিন স্থজন তখন। যথন রজনী তাঁর সৃষ্টির নিধন॥ নিশায় আপনি ব্রহ্মা করেন শয়ন। নিদ্র। ভঙ্গে সৃষ্টি কার্য্যে দেন তিনি মন॥ যথন তাঁহার নিশা হয় অবদান। তথনি আরম্ভ সৃষ্টি ব্রহ্মার বিধান॥ ক্রমেতে যতই হয় দিবার প্রকাশ। ততই স্ষ্টির ক্রিয়া হয় স্থপ্রকাশ ॥

দিবাভাগে প্রজাপতি করেন পালন। চতুর্দশসংখ্য মনু ভুবনে রাজন। ভুবনে যতেক কালে এক যুগ হয়। চারিযুগে এক যুগ মন্ত্র নিশ্চয়॥ তথা একাত্তর যুগে এক মম্বন্তর। এক মন্তু রাজা রন পৃথিবী ভিতর ॥ এইরূপে এক গিয়া পুনঃ আর হয়। তাঁহার কালের সংখ্যা পূর্ববমত রয়॥ তাঁহার নিধনে পুনঃ নবমন্ত্র হয়। তাঁহার রাজ্যের কাল পূর্বের নিময়॥ এই ভাবে চতুর্দ্ধশ মন্তু অধিপতি। ভূবনে হয়েন রাজা ব্রহ্মার সম্ভতি॥ চতুর্দ্দশ মম্বস্তর সর্ববশাস্ত্রে কয়। তাহাই ব্রহ্মার দিন শুন মহাশয়॥ আর এক কথা বলি শুনহ বিহুর। প্রতি মন্বন্তরে জন্মে কত ঋষি স্থর॥ কত বা হুরেশ আর গন্ধর্ব গণন। কত প্রজা কত রাজা না যায় কথন॥ মন্বস্তর সহ সব আপনি বিলীন। এইতো শাস্ত্রের কথা শুনহ প্রবীণ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। মন্বন্তর কাল ব্যাখ্যা অমৃত আধার॥ ইতি কাল ও মন্বস্তুর কণা সমাপ্ত।

বন্ধার স্টান্ত সংশেধ বিবরণ।
সূত কন শোনকেরে শুন মুনিবর।
পূণ্য ভাগবত কথা কহিব বিস্তর॥
আহ্বানি কহেন শুক পাতৃবংশধরে।
শুন রাজা পরীক্ষিত যাহা কহি পরে॥
এত বলি বিহুরে নৈত্রেয় ঋষিবর।
ব্রক্ষস্তি কথা কিছু করেন গোচর॥

শুন সেই কথা রাজা অতি চমংকার। শ্রীহরির গুণ কথা অতি পুণ্যাধার॥ মৈত্রেয় আহ্বানি তবে বিহুর স্থধীরে। কহিলেন মিষ্টভাষে আনন্দের ভরে॥ **শুনহ বিতুর বৎস ত্রহ্মসৃষ্টি কথা।** শুনিলে ঘুচিবে তব সংসারের ব্যথা। যেমতে কহিন্তু ব্ৰহ্ম দিবস রজনী। ঐ কালে যেই সৃষ্টি হয়রে বাছনি॥ সকলেই ব্রহ্মসৃষ্টি জ্ঞানীজনে কয়। জগতে প্রজার সৃষ্টি এই কালে হয়॥ কি তির্ঘ্যক্ কি মনুষ্য দেব পিতৃগণ। সেই কালে কৰ্মমতে হয়েন স্জন॥ পূর্ব্ব কর্ম্মে যার যত হয় কর্ম্মফল। সেইমত ইহলোকে জন্মায় সকল। বেদের বিধান ইহা ব্রহ্মার বচন। কভু নহে মিখ্যা কর সন্দেহ ভঞ্জন॥ ঐ যে ব্রহ্মার স্থষ্টি কহিন্দু তোমায়। ইহাতেই ভগবান আবিভূতি হয়॥ সেই সৃষ্টি করিবারে পালন রক্ষণ। মম্বাদি রূপেতে হরি হন প্রকাশন॥ মাগ্রাময় রূপে হরি ভূমে অবতরি। পালেন ব্রহ্মার প্রজা দিবা বিভাবরী॥ ইহাকেই অবতার শাস্ত্র মাঝে কয়। শ্রীহরির সত্তপ্ত মন্বাদিতে রয়॥ তাহাতেই তাঁহাদের পুরুষ আকার। প্রকাশিত হ'য়ে রাখে এ বিশ্ব সংসার॥ এইতো ব্রহ্মার সৃষ্টি করিত্ব ব্যাখ্যান। ভগবান তাহে সদা রন বিঘ্যমান॥ আপনিই সেই ব্রহ্মা করেন হরণ। निभाग निष्कि रहा कतिल भग्न ॥ নিশা অবসান যবে ছেরেন সম্মুখে। তমোময় প্রজাপতি নিদ্রা যান স্বথে॥ তমোগুণে স্ব বিক্রম করি প্রত্যাহ্বত। আপনাতে আত্মবল করেন রক্ষিত॥

এ সময় ত্রিলোকের জীব সমুদয়। কাল বশে তাঁর দেহে প্রবেশ করয়॥ একে একে সর্বব বিশ্ব করিয়া হরণ। নিজ দেহে রাখি ত্রন্মা করেন শয়ন॥ ক্রমে যত ব্রহ্মনিশা হয় স্যাগত। নিদ্রাঘোরে ব্রহ্মা স্থির শান্ত প্রসম্মত॥ আসিয়া রাক্ষদী নিশা গাঢ় তমোময়। প্রাস করে ত্রিলোকের জ্যোতি সমুদয়॥ ঘোর অট্টহাসে যেন বিশ্ব করি গ্রাস। প্রলয় আইসে সর্ব্ব জীব পায় ত্রাস॥ চন্দ্র হয় জ্যোতিহীন নক্ষত্রের সহ। চির অমাবস্থা নাহি গ্রহ উপগ্রহ। সূৰ্য্য হয় তেজহীন নিশা আক্রমণে। ভীষণ মেঘের ডাক সমুদ্র গর্জ্জনে॥ সব একাকার হয় শৃষ্য তিনলোক। একার্ণবে মগ্ন হয় সমুদ্র ত্রিলোক। ভীষণ রাক্ষসী নিশা করি হেন কাজ। ব্রহ্মারে হুযুপ্ত করি ধরেন হুদাজ। হেরিয়া ভীষণ রূপ ব্রহ্মা গুণমণি। স্ষ্টি কর্ম বিশ্বরণ হয়েন আপনি॥ হেরিয়া প্রলয় কাল দেব নারায়ণ। ধরেন আপন রূপ নামে সক্ষর্যণ॥ ভীষণ সে রূপ হয় অগ্রিজালময়। কোটী কোটী রবি যেন অঙ্গেতে শোভয়॥ মুখেতে শোভয় যেন অর্ব্যুদ তপন। ভীষণ কিরণজাল তাহে প্রকাশন॥ প্রচণ্ড দাবাগ্নি যেন হইয়া প্রকাশ। অবহেলে করে সর্বব কানন গরাস॥ লোমে লোমে কত সুর্যা কত তেজ তার। চণ্ড তেজে বিশ্ব দগ্ধ এ হেন বিচার॥ এমন প্রলয় যুক্তি দেব সঙ্কর্ষণ। মুখায়ির দারা বিশ্ব করেন দহন। এইরূপে সেই অগ্নি দহিলে ভূবন। আর তিনলোক প্রজা স্থাবর জঙ্গম॥

তেজের প্রথর তাপে মহল্লে কবাদী। ভুগু আদি যত ঋষি সদা হুংখে ভাসি॥ মহল্লোক ত্যজি জনলোকে সবে যান। বৈকুণ্ঠের সন্নিহিত পবিত্র সে স্থান॥ প্রলয়ে সে স্থান কভু না হয় বিনাশ। শ্রীহরির অসুচর তথায় নিবাস॥ সঙ্কর্ষণ মুখাগ্রিতে দগ্ধ বিশ্বভার। ভ্রমেতে সকলি হয় আপনি অসার॥ পরে সব জলে ব্যাপ্ত হয় দিগ্দেশ। ঘোর অন্ধকারে ব্যাপ্ত নাহি তার শেষ॥ ক্রমেতে কল্লান্ত যেন করি মহাকোপ। জলে ডুবাইয়া বিশ্ব করয়ে বিলোপ॥ প্রচণ্ড প্রলয় বায়ু করয়ে বিহার। অতি বেগবান তাহা অতীব তুর্ববার॥ বায়ু সন্তাড়নে কিন্ধা সাগরের জল। স্থমেরু সমান ঢেউ গ্রাসে সর্ব্ব স্থল। তাহাতেই ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হয়। কারণ তাহার নাম ঋষিগণ কয়॥ সেই কালে জলধি সলিলে নারায়ণ। অনস্ত শ্যাায় স্তুথে করেন শয়ন॥ কিবা সে বিশ্রান্ত মূর্ত্তি বলিব কেমনে। নিমিলিত নেত্ৰদ্ব নিদ্ৰা সমাগমে॥ হুন্দর বদনে যেন আঁখি ছু'টি পাখা। তু'টি মধুকর যেন পদ্মোপরি রাখা॥ অনম্ভ সহস্র ফণা তাহাতে শয়ন। সহস্ৰ মাণিক তাহে হয় স্থশোভন॥ শত শত চক্রদম মণি দীপ্তিমান। অপূর্ব্ব আলোক মাঝে ঐহরি শয়ান॥ অতি অপরূপ শোভা ভাবহ বিহুর। क्रमर्य ठिखिटल घुःथ रुग्न मना नृत्र ॥ প্রচণ্ড প্রলয় বায়ু প্রবাহে আকুল। উক্তাল তরঙ্গ মালা গজ্জিছে বিপুল॥ তাহে ঘোর অন্ধকার প্রলয় সময়। প্রলয় গর্জন তাহে ক্ষণে ক্ষণে হয় ॥

যেন ক্রোধে সক্ষর্যণ করেন চীৎকার। সেই ভয়ে যেন বিশ্ব হ'তেছে সংহার॥ শত শত উল্কাপাত বিহ্যুতের স্থালা। শত শত বজ্ঞনাদ হুক্কারের মালা॥ শত শত গ্ৰহপিণ্ড ধাক অগণন। সঙ্কর্যণ মুখাগ্লিতে হ'তেছে দহন॥ তাহার শব্দেতে ভূমিকম্প ক্ষণে কণ। বাস্থকী তাহাতে ভীত বিষাদ-আনন ॥ এ হেন সময়ে হরি নিজ মায়া হরি। বিশ্রামের লাগি যান অন্তর উপরি॥ অনস্ত স্বদেহ-রূপ শয্যা বিরচিয়া। শ্রীহরিরে তদুপরে রাখে শোয়াইয়া॥ কিবা পুণ্যবান সেই নাগ অধিপতি। আপনার অঙ্গে হরি রাখে দিবা রাতি॥ স্করী নাগের বধু রূপে অতুলন। শোভিত মস্তকে চারু কবরী বন্ধন॥ কমল বরুণ আর কমল ভূষণ। হস্তেতে সকলে করি চামর গ্রহণ॥ রুত্ব ঝুতু রবে সবে করিছে ব্যজন। কেহবা শ্রীহরি-পদ সেবে অনুক্ষণ। ধন্য ধন্য নাগবধূ ধন্য সে জীবন। ধশ্য সে নাগের জন্ম সর্বব শ্রেষ্ঠ জন॥ তা না হ'লে হরি পদ সেবিবারে পায়। ধরিয়া নশ্বর জন্ম বেষ্টিত মায়ায়॥ হেন ভাবে হরি তবে করিলে শয়ান। জনলোকে ভগু আদি করেন প্রস্থান !! সঙ্কর্ষণ তেজে তাঁরা হত বিশ্ব হরি। ইচ্ছেন সকলে যেতে যথায় শ্রীহরি॥ অনন্ত শয্যায় যবে শ্রীহরি-শয়ান। জন লোকে থাকি ভৃগু আদি ঋষিগণ॥ কৃতাঞ্চলি পুটে তারা অনস্থ অন্তরে। নাগশয্যাশায়ী নারায়ণে স্তব করে॥ এই যে কহিন্তু বংস প্রলয় বিজ্ঞান। ইহাতেই ব্রহ্মদিবা নিশি বিভয়ান।

হেন দিবা নিশি মতে শতবর্ষ কাল। ব্ৰহ্মার আমুব্ৰ সংখ্যা গণে মহাবল ॥ ঐ আয়ু হুই ভাগে হয় বিভাজন। পরার্দ্ধ উভয় নাম কহে বিজ্ঞগণ॥ একই পরার্দ্ধ অন্তে হয় স্থপ্রলয়। প্রথম পরার্দ্ধ তাহে জ্ঞানীজনে কয়॥ দ্বিতীয় পরার্দ্ধে পুনঃ স্বষ্টি বিরচন। এইরূপে জগতের ধ্বংস ও গঠন॥ প্রথম পরার্দ্ধ ধরে ব্রহ্মকল্প নাম। মহাকল্প এই কাল সর্ব্ব শিরোধাম॥ ইহাতে প্ৰকাশ ব্ৰহ্মা নামে শব্দময়। জ্ঞানীজন বাক্য ইহা বুঝিও নিশ্চয়॥ এই কল্প অবশেষে পদাকল্প হয়। পদ্মকল্পে প্রজাপতি রূপে প্রকাশয়॥ সেইকালে নারায়ণ নাভি সরোবরে। ত্রিলোক সমান পদ্ম আপনি বিহরে॥ তাহাতেই প্রকাশিত হন পদ্মাসন। পদ্মকল্পে তাহে ব্ৰহ্মা নাম পদ্মাসন॥ দ্বিতীয় পরার্দ্ধ মহা-কল্প আরম্ভন। বরাহ তাহার নাম বেদে প্রকাশন॥ এই কল্পে সেই হরি হইয়া শুকর। উদ্ধার করেন মহী অতি স্থধকর॥ এই যে ব্রহ্মার স্থষ্টি অতি স্থগোভন। প্রথম পরার্দ্ধ তারে কহে মহাজন॥ সেই काल ऋष्टि इय श्रनाय विनय। তাঁহারেই দ্বিপরার্দ্ধ জ্ঞানীজনে কয়॥ এত সংখ্যা কাল নারায়ণের নিমেষ। বুঝিতে এ ছেন মায়া কার সাধ্য শেষ॥ তাই বলি ঈশ্বরের কে বুঝে মহিমা। কতকাল কোন ভাবে সে বিশ্বের সীমা॥ এই বিশ্ব সৃষ্টি আর লয়রূপী কাল। শুনিলে ৰারিত হয় মায়ার জঞ্জাল॥ অণু হ'তে একে একে দ্বিপরার্দ্ধ গণি। কত বল ধরে কাল নহে অনুমানি॥

এমন প্রলয় কাল ব্রহ্মাণ্ড গরাসে। দ্বিপরার্দ্ধ নামে জীবে কাঁপয়ে তরাসে॥ সেইকাল শ্রীহরিরে করিতে ধারণ। কার সাধ্য বশীভূত করে নারায়ণ॥ কালের মাহাস্থ্য কত বর্ণিব কেমনে। অতি বলবানে বাঁধে মায়ার বন্ধনে ॥ এমন স্থন্দর বিশ্ব ব্রহ্মস্থ টি হয়। ইহাদের হরে সেই কাল মহাশয়॥ এক যুক্তি আছে মাত্র হরিকথা সার। হরিরে না পারে কাল করিতে সংহার। যেই জীব হরি ত্যজি করে অভিমান। আপনার দেহ গৃহ স্বজনের জ্ঞান॥ মায়া তার জ্ঞানচক্ষু করে আবরণ। কালে তার আয়ুক্রমে করয়ে হরণ॥ ছরির যেমত বল কিবা পরিমাণ। কেমনে বিচার তার হইবে বিধান॥ যোগবলে যাহা সিদ্ধ বেদের বিহিত। তাহাই বিহুর শুন ইহার নিশ্চিত॥ পঞ্চুত, মহন্তত্ত্ব আর অহকার। ইহাতেই ত্রিভূবনে দেখিতে বিকার॥ যোজন পঞ্চাশ কোটি উদরে বিস্তার। তাহাতেই অগুকোষ ব্রহ্মাণ্ড আকার॥ পৃথিবা হইতে গণি তত্ত্ব অহঙ্কার। সাত আবরণে কোষ রহে অগুকার॥ ইহার বিস্তার হয় পূর্বেবাক্ত যোজন। ষোড়শ বিকার ইথে জাবের কারণ॥ আর এক আবরণ অদীম আছয়। প্রকৃতি তাহার নাম অন্টম যা হয়॥ প্রকৃতি সহিত ল'য়ে সপ্ত আবরণ। গণিতে গণিতে হবে যতেক যোজন। ভাহারে ব্রহ্মাণ্ড কয় বেদাদির মত। <u> এইরির লোমকূপে সে বস্তু শোভিত।</u> এ হেন ব্রহ্মাণ্ড রছে পরমাণুরূপে। কোটী কোটী গণনায় সেই বিশ্ব ভূপে॥

কোথায় সে কাল লাগে ছরির নিকট।
ছরির নিক্টে নাহি কিছুই সঙ্কট॥
হেন ভাবে জনুমানি পণ্ডিত হুজন।
ছরিরে কহেন সর্ব্ব করণ কারণ॥
সর্ব্ব বৃহত্তম তাই নাম সে ঈশ্বর।
সকলের শ্রেষ্ঠ বলি নাম ব্রহ্মবর॥
অতএব হে বিহুর ভাব সেইজনে।
কালই মহিমা তাঁর জ্ঞানীর বচনে॥
ব্রহ্মপৃষ্টি সহ কাল ক'রেছি আখ্যান।
বৃষ্ব বাছা মনে মনে ইহার বিধান॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার।
বিহুর মৈত্রেয় কথা করিয়া বিস্তার॥
ইতি বক্ষস্টির সংকেণ বিবরণ সমাধ্র

অথ প্রজাস্টির বিবরণ। সূত কহে শুন শুন শৌনিক হুজন। পুণ্য ভাগবত-কথা করহ শ্রবণ ॥ যে শুনিবে একমনে ভাগবত বাণী। স্থাহির হইবে তার মারাময় প্রাণী॥ শুক মুখামৃত সার অমৃত উপায়। শুনিলে এ হেন শাস্ত্র জীবে মোক্ষ পায়॥ এত কহি বিছুরেরে মৈত্রেয় হুজন। তুষিয়া কহেন পরে প্রজা বিবরণ॥ কেমনে হইল প্রজা বিশ্বে মাগ্রাময়। সেই কথা শুন এবে ঋষি মহাশয়॥ সেই কথা শুকদেব কছেন সাদরে। সম্ভাষিরা পরীক্ষিতে পাণ্ডুবংশধরে॥ শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন। প্রজা সৃষ্টি কথা সার গৈত্রেয় বচন॥ মৈত্রেয় কহেন ডাকি বিগুর স্থারে। শুন বাছা প্রজা সৃষ্টি কহি অতঃপরে॥

কালের মহিমা তোমা করিত্ব কীর্ত্তন। কেমনে হইল প্রজা করহ আবণ॥ প্রজাপতি লীলা-কথা অতি মুমধুর। শুনিলে বৈরাগ্য বাড়ে পাপ হয় দূর॥ স্জেন ইচ্ছায় ব্ৰহ্মা নিজে ভগবান। পাঁচটি প্রধান সৃষ্টি বেদের বিধান॥ তামিত্র অন্ধতামিত্র মহামোহ আর। তম মোহ সহ পাঁচ করিয়া বিচার॥ অবিতা সৃষ্টিই এরে কহে বুধগণ। মায়ার বন্ধন ইথে সংসার পীড়ন॥ অতি পাপীরদী সৃষ্টি এই কয় হয়। হেরিয়া স্বষ্টিরে ব্রহ্মা ছঃখিত নিশ্চয়॥ তাজি পাপীয়দী সৃষ্টি মায়ার উপর। ভাবিলেন পদ্মাসন সর্ব্ব পরাৎপর ॥ বসিয়া আপন মনে স্থির করি চিত। কিসে পুনঃ সৃষ্টি হবে ভাবেন বিহিত॥ হেন মনে পূতভাবে ভাবি ভগবান। স্থাজন পবিত্র প্রজা পবিত্র বিধান॥ চারি পুত্র তাহে পান কমল-আদন। উর্দ্ধেরেতা মহামুনি যেন নারায়ণ॥ সনক সনন্দ আর ঋষি সনাতন। সনৎকুমার ভাই এই চারি জন॥ স্থজন করেন সবে ব্রহ্ম সনাতন। স্থজিয়া স্থধান সবে করি সম্বোধন ॥ শুন শুন বাছা দব পবিত্র তনয়। তোমাদের পিতা হই জানিহ নিশ্চর॥ স্থাজিলাম তোমা দবে প্রজার কারণ। তোমরা করহ সবে প্রজার বর্দ্ধন॥ লহ মনোমত নারী যত ইচ্ছা হয়। পুত্র লাগি কর যত্ন একাগ্র ছদয়॥ তাহ'লে বাড়িবে স্থষ্টি শোভিবে জগত। অতি মনোরম ক্রিয়া ঈশ্বরের মত॥ পিতৃমুখে হেন বাণী শুনি পুত্ৰগণ। আশ্চর্য্য ইইয়া মনে কছেন বচন॥

কেন হেন আজ্ঞা পিতা করহ বিধান। আমরা সকলে ঋষি নারায়ণে জ্ঞান॥ নারায়ণ বিনা কিছু নাহি মনে আর। কেমনে পালিব আজ্ঞা পিতাগো তোমার॥ সংসার কাহাকে বলে মায়া বলে কারে। জগৎ কাহাকে বলে নাহি জানি তারে॥ একমাত্র হরি জানি জীবনের সার। তাঁর পদ ত্যজি নারী সেবিব কি ছার॥ তাই বলি হেন আজ্ঞা না কর জনক। নারায়ণ বিনা বিশ্বে কে আছে রক্ষক॥ নারায়ণ ছাড়ি মন কিসে দিব আর। কাহার লাগিয়া প্রজা করিব বিস্তার॥ নারিত্ব পালিতে আজ্ঞা প্রণাম চরণে। চলিলাম সেবিবারে সেই নারায়ণে॥ এত বলি চারি পুত্র প্রণমি পিতায়। নারায়ণ নারায়ণ মুখে বলি ধায়॥ অসীম স্থন্দর চারি প্রফুল্ল নয়ন। পুণ্যজ্যোতিঃ সর্বব অঙ্গে পরম শোভন॥ সর্ববদা সহাস্ত মুখ প্রদন্ন অন্তর। হরি হরি মুখে বলে চারিটি সোদর॥ পুত্রগণ মুখে শুনি এ হেন বচন। কাতর হয়েন ত্রহ্মা করেন স্জন॥ স্ফ্রনের লাগি ব্রহ্মা করেন সন্তান। শ্রীহরি স্মরণকালে তাই এ বিধান॥ 🎒 হরি স্মরিয়া জন্ম দেন তবে সূত। তেঁই ব্রহ্মা পান হেন কুমার অন্তুত॥ জন্ম মাত্রে হরি ভজি হরিকথা সার। আপনি ঐহিরি হন চারি অবতার॥ পুত্রে উদার্গান ছেরি চারি পদ্মাসন। ক্রোধেতে দহেন যেন দাবানলে বন॥ যত ইচ্ছা ক্রোধে দেব করেন সাস্ত্রন। তথাপি না হয় শান্ত হন কুদ্ধ মন॥ বুদ্ধির বলেতে ব্রহ্মা ক্রোধ শাস্তি তরে। করিলেন নানা চেষ্টা বিবিধ প্রকারে॥

কোনমতে সেই ক্রোধ না হ'য়ে সাস্ত্রন। ভুরু হ'তে পুত্ররূপে হয় প্রকাশন॥ অতি তেজোময় রূপ জনমে কুমার। স্থনীল বরণ মরি গগন আকার॥ ক্রমে ক্রমে তেজে হন লোহিত বরণ। সে নীল লোহিত তেঁই কহে সর্বজন॥ সকলের পূর্ব্বে জন্মি এ ছেন কুমার। ভব নামে অভিহিত জগত মাঝার॥ জনমিয়া উন্মীলিত করিয়া নয়ন। শৃষ্ঠাসয় হেরিলেন এ বিশ্ব ভুবন॥ কুমার এ দৃশ্য হেরি করেন রোদন। অতীব ভীষণ রূপ না যায় কথন॥ কাঁদিয়া কুমার কন পিতা সম্ভাষিয়া। কহ পিতঃ! কি করিব কোথায় থাকিয়া কি নাম ধরিব আমি কহ পদ্মাসন। কোথায় থাকিব আমি কর নিরূপণ ॥ কুমারের ক্রন্দনেতে মনে ব্যথা পাই। তুষিলেন ব্ৰহ্মা তাঁরে নিকটেতে যাই॥ ভনিয়া পুত্রের বাক্য কমল আসন। ক্রোড়ে করি করিলেন মিষ্ট সম্ভাষণ॥ না কাঁদ না কাঁদ বাছা কি ভয় তোমার। দিব তব নাম ধাম জগত মাঝার॥ সুরভোষ্ঠ ভূমি বৎদ জন্ম ল'য়ে আগে। উদ্বিয় বালক সম কাঁদিতেছ রাগে॥ সেই হেতু রুদ্র নাম হইল তোমার। মহারুদ্র নামে হ'লে জগতে প্রচার॥ সেবিবে সকলে তোমা মহাজন জানি। বর্ণিতে নারিবে গুণ ভবে কোন প্রাণী॥ স্থির হও ভূমি বাছা শুন মোর বাণী। যেরপেতে তব স্থান মনে অমুমানি॥ ত্বরশ্রেষ্ঠ ভূমি হ'লে পাবে শ্রেষ্ঠ স্থান। ভোষ্ঠ ক্ষান দিয়া তব রাখিব সন্মান ॥ শুন তবে বৎস শ্রেষ্ঠ আমার আশ্রম। ততুপরি তব রাজ্য অমুমিত মম॥

ইন্দ্রিয় হৃদয় আর আকাশ পবন। অগ্রিজনংপৃথী আর চন্দ্রমা তপন॥ এই দশ তপ সহ একাদশ হয়। ছে রুদ্র তোমার রাজ্য করিছু নির্ণয়॥ তুমি অধিপতি এই একাৰণ স্থানে। দিলাম জগৎমাঝে এ হেন বিধানে॥ একণে শুনহ তবে নামের বিচার। জিমায়। ক্রন্দন কর লাগিয়া যাঁহার॥ মরু মন্থ্যু, মছিনস্ শিব এই চারি। ভব কাল ঋতুধ্বজ মহান বিচারি ॥ বামদেব ধৃতত্রত উগ্ররেতা আর। একাদশ নাম তব ধরার মাঝার॥ একাদশ অংশে ভুমি একাদশ স্থানে। করহ বিরাজ দেব সৃষ্টি বিভাষানে॥ একাদশ নামে শক্তি তোমাদের নারী। তাদের মিলনে প্রজা স্বন্ধহ বিচারি॥ যেবা শক্তি হয় তব ভার্য্যা রূপা হবে। একে একে শুন সব নাম করি এবে॥ য়ুতি অসিলোমা সর্পি ইরা ও রুদ্রাণী। স্বধাদীকা অস্বিকা ধী আর সে ভদ্রাণী॥ নিষুৎ নামেতে শক্তি মিলে একানশ। এমতে থাকহ রুদ্রে শক্তি রাজ্যে বশ। একে একে একাদশে করিয়। বরণ। সন্ত্রীক হইয়া সৃষ্টি কর প্রকাশন॥ সস্ত্রীক হইয়া নাম করিয়া গ্রহণ। বহুতর প্রজা বংস করহ স্কন। এত বলি পদ্মাদন হইলেন স্থির। ক্রন্দন থামিয়া রুদ্র হয়েন স্থান্থির॥ নাম নারী রাজ্য লভি রুদ্র ভগবান। পন্মাসন হ'তে লভি সৃষ্টির বিধান॥ চলিলেন নিজ স্থানে প্রজা স্বষ্টি তরে। সন্ত্রাকৃতি ভাবনাতে আপন আকারে॥ একে একে লয়ে শক্তি একানশ স্থানে। সত্তেতে স্তজন প্ৰক্ৰা সম্ভণ দানে॥

রুদ্র হ'তে নাম লভি যত রুদ্রগণ। ভীষণ তেজেতে বিশ্বে হন প্রকাশন॥ রুদ্র তেজ কারো অঙ্গ অগ্নিসম জলে। কাহারো নয়নজ্যোতিঃ দহিল সকলে॥ অসংখ্য অসংখ্য রুদ্র সৃষ্টি ভগবান। রুদ্র প্রজা জগতেতে করেন বিধান **॥** প্রত্যেকের তেজে বিশ্ব হয় ভশ্মীস্থৃত। রুদ্র প্রজা হেরি বিশ্ব অতীব অন্তত। সকলের তেজে যেন প্রলয় ভূবন। প্রত্যেকের অঙ্গ যেন নবীন তপন॥ হেন রুদ্র প্রজা হেরি সেই প্রজাপতি। শশঙ্কিত নেহারেন বিশ্বয় মুরতি॥ কি ভীষণ সৃষ্ট হ'ল রুদ্র প্রজাগণ। ভীষণ অঙ্গের তেজে দহিছে ভূবন॥ এ হেন বিপদ হেরি কমল আসম। ক্রদ্রদেবে করিলেন তখনি স্মরণ ॥ স্মারণ মাত্রেতে রুদ্র গেলেন স্থরিত। যথায় আছেন ব্ৰহ্মা কমলেতে স্থিত। জিজ্ঞাসেন প্রণমিয়া পিতার চরণ। কি লাগি করেন পিতা মোরে আবাহন॥ রুদ্রেরে সমীপে হেরি তবে প্রজাপতি। আশীর্কাদ করি পুত্রে কহেন ভারতী॥ তুমি স্থরোত্তম বাছা শুনহ বচন। এ কি তেজবান প্রজা করিলে স্ক্রন॥ প্রত্যেকের অঙ্গে তব রুদ্রতেজ রয়। একজন এক এক তপন নিশ্চর॥ তাহাদের তেজে বিশ্ব হতেছে দাহন। সে প্রজায় কিসে হবে মঙ্গল সাধন॥ কাহারো চক্ষের জ্যোতি জ্বলিছে সতত। কাহারো অঙ্গের জ্যোতি জ্বলে অবিরত। জ্বন্ত প্রজায় মোর নাহি প্রয়োজন। কর বাছা এই প্রজা তুমি সংহরণ॥ হউক মঙ্গল তব আশীর্কাদ করি। ভাল প্রজ। স্থষ্টি কর মনেতে বিচারি॥

যে উপায়ে রুদ্র প্রজা করিলে স্বজন। সেরপ তপস্থা কর হ'য়ে এক মন॥ সর্ব্বভূতে হুখাবহ তপ ভূমি কর। তবেতো উদ্ভম প্রজা পাবে রুদ্রবর॥ পূৰ্ব্বকালে যথা বিশ্বে ছিল প্ৰজাজন। হেন হুখী প্রজা রুদ্র করহ হুজন॥ তপস্থায় নাহি লাভ হেন বস্তু নাই। তপস্থায় ভগবান সকলেতে পাই॥ তাই বলি তপস্থায় হইয়া নিরত। বাসদেব ভক্তি কর হ'য়ে একচিত॥ তাঁহার রুপায় তব হবে স্ষ্টিজ্ঞান। পাইবে উত্তম প্রজা স্ক্রন বিধান॥ সে বিধান বলে প্রজা করহ স্তজন। এ বিধান মম পুত্র করিও স্মরণ॥ এত বলি প্রজাপতি হইলেন স্থির। প্রণমি পিতার পদে যান রুদ্রবীর॥ পিতারে করিয়া রুদ্র স্থথে প্রদক্ষিণ। যে আজ্ঞা বলিয়া যান ভক্তেতে প্রবীণ ॥ পিতৃ অমুমতি মতে সেই রুদ্রবীর। প্রবেশেন মহাবনে করি মন স্থির॥ তপস্থার লাগি বনে করিয়া আসন। ভাবেন আপন মনে শ্রীমধুদূদন॥ পুক্রেরে বিদায় দিয়া তপে দিয়া মতি। অন্য চেষ্টা করিলেন তবে প্রজাপতি॥ এ দিকেতে পিতামহ স্ঞ্রির কারণ। পুনর্বার সৃষ্টি ইচ্ছা করেন মনন॥ মানদ করিয়া সৃষ্টি ভাবি নারায়ণ। করিলেন দশ পুত্র অঙ্গে উদ্ভাবন॥ দশাঙ্গ হইতে দশ জন্মার সম্ভান। হুক্ট হইলেন ধাতা হেরি তেজবান॥ মহাश्वायि कय़क्रात 🕮 विकु निम्हय । পিতার সম্মুখে যোড়করে সবে রয়॥ মীরিচ অঙ্গিরা অত্তি পুলস্ত্য পুলহ। ক্রতু ভৃগু ও বশিষ্ঠ দক্ষ যোগাবহ।

नांत्रम लएयन नाम जशत मुखान। **এইরূপে দশবিধ সন্তান বিধান॥** প্রজাপতি দশ অঙ্গে দ্বিপঞ্চ কুমার। কেমনে হজেন তাহা করহ বিচার॥ এ কথা শুনিলে জ্ঞান হয় বিলক্ষণ। শুনহ বিতুর বংস আমার বচন ॥ এত বলি পরীক্ষিতে করি দুয়োধন। শুক কন ব্রহ্মা স্বন্ধ সূত বিবরণ॥ ব্রহ্মার উরুতে তবে জন্মেন নারদ। ভগবান পরায়ণ ভক্তি বিশারদ॥ অঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মে দক্ষ প্রজাপতি। অতি বলবান হন স্থাষ্টি তরে মতি॥ প্রাণ হ'তে জন্ম লন বশিষ্ঠ প্রধান। ত্বক হ'তে ভৃগু ঋষি অতি জ্ঞানবান॥ হস্ত হ'তে জন্মিলেন ক্রতু মহামতি। নাভি হ'তে জন্ম লন পুলহ সম্ভতি ॥ কর্ণ ছিদ্র হ'তে জন্মে পুলস্ত্য-নন্দন। অঙ্গিরা লয়েন জন্ম হইতে বদন॥ আঁখিৰয় হ'তে জন্মে অত্ৰি তপোধন। মরীচি উৎপন্ন হন হ'তে ব্রহ্মা মন॥ হইতে দক্ষিণ স্তন ধর্ম মহামতি। অধর্মে পূর্ব্ব জন্ম জ্ঞানীর ভারতী॥ নারায়ণ আসি ধর্মে হন অবস্থিত। সেই তেজে হয় এই সৃষ্টি প্রকাশিত॥ অধর্ম মৃত্যু জন্ম করেন গ্রহণ। তাঁহা হ'তে সৃষ্টি যত কালেতে নিধন ॥ ব্রহ্মার হাদয় হ'তে জন্মাইলা কাম। জগৎ-গোহন রূপ বিশ্বমোহী নাম। হইতে যুগল ভুরু জিমলেন ক্রোধ। অতি তেজীয়ান পুত্র নাহি অবরোধ॥ অধরোষ্ঠ হ'তে লোভ মুধ হ'তে বাণী। মেচদেশ হ'তে সিন্ধু ভগাকুল প্রাণী॥ পায়ুদ্দেশ হ'তে সব জন্মিল রাক্ষস। বিরূপ দর্শন সব অতীব অবশ।

ছায়া হ'তে জন্ম লন কৰ্দন প্ৰজ্ঞাপতি। তিনিই হ'লেন পরে দেবছুতি পতি॥ এইরূপে স্ফকর্তা করিয়া স্কন। প্রজাস্থান্ট লাগি বিধি করেন যতন। হেনরূপে হে বিছুর সেই পদ্মাসন। স্থজেন বিপুল বিশ্ব হ'তে দেহ মন॥ দেহ ও মানদ হতে জন্মায় সম্ভান। তাঁহাদের দেন ব্রহ্মা স্বষ্টির বিধান॥ তাঁহাদের ক্রিয়ামতে বিশ্ব প্রজাসয়। সর্বাকর্ত্তা প্রজাপতি এই স্থানিশ্চয়॥ শুনিলে এতেক বাছ। সৃষ্টির বিধান। প্রজাপতি মতি শুন করি সপ্রমাণ ॥ কামন। মনেতে বিশ্ব করি বিরচন। সকাম হইয়া ব্রহ্মা করেন রমণ॥ কামনা মনেতে ব্ৰহ্মা জন্মান কামিনী। সরস্বতী নাম তাঁর রূপে সৌদামিনী॥ অতুল অতীব রূপ এ তিন ভুবনে। হেন রূপ হেরি ত্রহ্মা মুগ্ধ মনে মনে॥ সকাম হইলে মন বিধাত। অস্থির। কন্সা কিন্তু সকামনা হ'য়ে রহে ধীর॥ অতীব ফুন্দরী কন্সা হেরি পদ্মাসন। হরিবারে তাঁরে ব্রহ্মা করেন মনন॥ অতীব অধম তাঁর এই অভিলায়। হেরিয়া ভূবন ত্রয়ে লাগিল তরাস॥ হে বিচন্ন হেন কথা করেছি ভাবণ। পরেতে করিব তার যথার্থ বর্ণন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা দার। শুনিলে জীবের হয় মুক্তি পারাবার॥

ইতি প্রজাস্টি বিবরণ সমাপ্র।

ব্রহ্মার কম্মা সন্ধ্যার পরিণাম। সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন। শুন ভাগবত বাণী মুনির নন্দন॥ অতি অপরূপ কথা সন্ধ্যার মিলন। যাহাতে এক্সার মোহ হয় নিরাসন॥ শুক যথা কহিলেন পাণ্ডু নরবরে। মৈত্রেয় বিত্রর যথা কথা পরে পরে॥ অতি জ্ঞানগর্ভ বাণী করি বিবেচন। শুনহ শৌনক আদি যত মুনিজন॥ বিতুরে মৈত্রেয় কন হরষিত মতি। এক মনে শুন বৎস সন্ধ্যার ভারতী॥ সন্ধ্যা পরিচয় আমি দিয়াছি অগ্রেতে। যেমতে হইল সন্ধ্যা এ হেন জগতে॥ ব্রহ্মার নন্দিনী সন্ধ্যা রূপের আকর। চক্রানন চক্র-অঙ্গ চক্র ওষ্ঠাবর॥ সকাম হইয়া ব্ৰহ্মা পড়ি কাম ফাঁদে। অধৈর্য্য হইয়া হেরে কন্সা রূপচাঁদে॥ ব্রহ্মারে কামের বাণ অবৈর্য্য করিল। কন্যা পুত্ৰ ভেদাভেদ জ্ঞান হীন হৈল। কামেতে মাতিয়া ব্ৰহ্মা উশ্মন্ত নয়নে। ইচ্ছিলেন স্বীয় কম্মা সন্ধ্যার হরণে॥ মদনে হাতিয়া ব্রহ্মা কাঁপে থর থর। চারিভিতে সপ্ত পুক্র দেথিয়া কাতর॥ মরীচি অঙ্গিরা আদি সপ্ত পুত্র চয়। পিতৃ আচরণ হেরি অত্যাশ্চর্য্য হয়॥ সকলে দাঁড়ায়ে রয় নাহি সরে বাণী। এহেন অধর্ম হেরি সকাতর প্রাণী॥ বিষণ্ণ বদন সবে আঙ্গে বহে ঘণ্ম। সন্ধ্যার মলিন মুখ হেরি পিতৃকর্ম॥ চিত্রের পুতুল সম সবে খাড়া রয়। কেছ বা নীরবে রয় হইয়া সভয়॥ কাছারো হৃদয়ে ঘূণা তথা উপজয়। কাহার তুঃখেত্রত মুখ অতি শুক্ষ হয়॥

। নিৰ্বাক হইয়া কেহ পদ নখে চায়। লাজে ক্ষোভে অতিশয় অবদন্ধ কায়॥ ত্রক্ষার এ হেন দশা হেরিয়া সকলে। ঘুণায় নীরবে রহে সবে সেই স্থলে॥ হেথা সন্ধ্যা আহা মরি প্রথম যৌবন। প্রফুল সরোজ কান্ডি ফুল সে বদন॥ বাল-চক্ৰ-দূৰ্য্য আভা অঙ্গেতে নিকলে। এক চন্দ্র এক নখে রহে কুতূহলে॥ শিরেতে কুন্তল শোভে নিতম্ব চুম্বিত। স্থমেরু শিখর যেন মেঘেতে মণ্ডিত॥ পিতৃ অভিলাষ বুঝি লাজে জড়সড়। অন্তরে অন্তরে ভাবে এ বিপদ বড়॥ যাহা হেরি লাজে সিংহ বনে প্রবেশিন। লাজে সেই কটী তার ভাঙ্গিয়া পড়িল॥ এক হাতে ঢাকে সন্ধ্যা পীন-পয়োধর। অপর হাতেতে ঢাকে ত্রিবলি মাঝার॥ विनुष-वन्न कान्डि इविषय जारम। শারদ পূর্ণেন্দু হায় যেন রান্থ গ্রাসে॥ থর থরে কাঁপে সন্ধ্যা বাণা নাহি সরে। সকাতরে আতৃগণে চাহে রক্ষা তরে॥ সন্ধ্যার নিগ্রহ হেরি ভাই সাতজন। লঙ্জ। ত্যজি পিতপদে করে নিবেদন॥ <del>ত্</del>যন পিতা কোন কথা কহিব তোমায়। হেন মন্দ কৰ্ম্মে মতি কেন তব হয়॥ নাহি হেরি নাহি শুনি হেন কর্ম আর। আপন ছুহিতা প্রতি হেন ব্যবহার॥ অতীত না হ'ল হেন বৰ্ত্তমানে নয়। ভবিয়াতে না ঘটিবে এ কার্য্য নিশ্চয়॥ অধর্ম্মেতে কেন পিতা বল তব মতি। দুর কর হেন মতি হে জগৎপতি॥ হে পিতঃ! কি বলি তোম। দিব উপদেশ। এ তিন ভুবনে শ্রেষ্ঠ তুমিহে সর্বেশ। দর্ব্ব তেজীয়ান তুমি হও দর্ববদার। শ্রেষ্ঠজন যোগ্য নহে হেন ব্যবহার॥

মহতে করিলে কার্য্য নীচে তাহা করে। এ হেন নিয়ম পিতা আছে চরাচরে॥ সেই সে শ্রেষ্ঠ জনে সংকার্য্য বিহিত। তবে নীচে না করিবে মন্দ কদাচিত॥ ধরামাঝে যিনি ধর্ম্ম করেন রক্ষণ। তিনিই মুকুন্দ হন তিনি নারায়ণ॥ তিনি আত্ম জ্যোতি বলে আত্মন্থ হইয়া। প্রকাশ করেন বিশ্ব জ্ঞান বিস্তারিয়া II তিনি রক্ষা করিবেন বিশ্বে জানি সার। মোরা ভক্তিভরে তাঁরে করি নমকার॥ মহাশক্তিমান ভূমি এ হেন বিকার। দূর কর চিত্ত হতে ভাবি সারাৎসার॥ পুনশ্চ করহ বেদ বিধির প্রকাশ। যাহে হিত এ জগতে হয় স্থপ্রকাশ॥ এত বলি পুত্ৰগণ ভূষণীম্ভূত হন। পিতার শ্রীমুখ চাহি বিষণ্ণ বদন॥ পুত্রগণ মুখে শুনি এছেন ভারতী। আশ্চর্য্য হয়েন ত্রক্ষা সচঞ্চল মন্তি॥ আশ্চর্য্য হয়েন ত্রহ্মা পূর্ব্ব ক্রিয়া স্মরি। অধোমুখে অবস্থান আত্মারে সম্বরি॥ লঙ্জাবশে পূর্ববি কাম হ'ল ভাঁর দূর। কন্সা প্রতি অমুরাগ নাশিলেন হুর॥ ব্রক্ষারে নিরস্ত হেরি সে সন্ধ্যা রমণী। ভয়ে চারিভিতে চান খঞ্জন নয়নী॥ ঘুণায় তাঁহার অঙ্গ হইল মলিন। লজ্জায় হ'লেন যেন বিশুক্ষ নলিন॥ যেন শরতের চাঁদে ঢাকে জলধর। অথবা বিশুক্ষ পদ্ম ভাসে সরোবর॥ সে অবধি তাঁর অঙ্গ হ'ল অন্ধকার। সন্ধ্যা নামে ত্রিলোকেতে খ্যাতি হ'ল তাঁর॥ ত্রিলোকে ভাঁহারে কেহ দেখিতে না পায়। তদবধি সন্ধ্যা সতী আধারে গিশায়॥ হেনমতে ত্যজি ব্রহ্মা ভাবি নারারণ। পুনশ্চ স্মষ্টিতে মতি করে নিয়োজন॥

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা দার। দক্ষ্যা পরিণাম বাণী পুণ্যের আধার॥ ইতি সন্ধ্যার পরিণাম দমান্ত।

## অগ বেদাদি প্রকাশ।

দূত কছে শৌনকেরে স্থমিষ্ট কানে। শুন ভাগবত কথা সবে স্থির মনে॥ যেমত শিখিত্ব আমি শুকদেব পাশ। তেমতি কহিব সব ঋষির সকাশ॥ বেদাদি করিতে সৃষ্টি ধাতা করি মন। নির্দ্ধনে একান্ত মনে ভাবে নারায়ণ॥ নারায়ণ ধ্যান করি করেন প্রকাশ। চারি মুখে চারি বেদ জগত সকাশ॥ প্রলয় পূরবে যথা ছিল প্রজাগণ। কর্ম্মেতে নিযুক্ত হবে পূর্বের মতন॥ সেই মত ব্যবহার করিতে প্রকাশ। পুনশ্চ হৃদয়ে ব্রহ্মা করেন আয়াস॥ বেদ মতে বিষ্ণু যেন হ'ল নিরূপণ। কিরূপে মায়ার কর্ম্ম করে সম্পাদন॥ এই ভাবি ধ্যানে ব্ৰহ্মা আকুলিত প্ৰাণী। প্রকাশিতা হেনকালে মুখে তাঁর বাণী॥ তাহাতেই কৰ্মশাস্ত্ৰ কহে জ্ঞানীজন। উপদেব রূপে তাহা হয় স্থগণন॥ সেই বাণী হ'তে ধর্ম পান চারিপদ। তাহাতে সংসারী জনে পাইল সম্পৰ। তাহাতে আশ্রয় ধর্ম হইল প্রকাশ। সে নিয়মে চলিতে স্বার অভিলাষ॥ এত কথা শুনি তবে বিত্বর ধীমান। কহেন মৈত্রেয়বরে এ হেন বিধান॥ যে কথা কহিলে গুরু অতি চমংকার। যেমতে হইল দেব কর্ম্মের প্রচার॥



এক প্রশ্ন করি দেব আপন নিকট। বুঝায়ে ঘুচাও মোর সংশয় সঙ্কট ॥ প্রজাপতি ভাবি সেই দেব নারায়ণ। স্বজিলেন চারিবেদ হইতে আনন। অতীব আশ্চর্য্য কথা করিতে বিচার। চারি মুখে চারিবেদ হইল প্রচার॥ বল দেব কোন মুখে কোন বেদ হয়। কাহার কেমন নাম করিয়া নিশ্চয়॥ এত কথা শুনি তবে মৈত্র তপোধন। কহিলেন শুন হে বিছুর মহাজন॥ উত্তম প্রশ্নই ইহা করিলে আমায়। কহি বেদ বিবরণ সংক্ষেপে তোমায়॥ পূর্ব্ব ও উত্তর আর পশ্চিম দক্ষিণ। চারিটি ত্রহ্মার মুখ বুঝিও প্রবীণ॥ পূর্ব্ব মুখ হ'তে ঋক্ বেদের হজন। আছে মাত্র তাহে নারায়ণের স্তবন॥ দক্ষিণ বদন হ'তে যজুৰ্বেদ হয়। পশ্চিম মুখেতে সাম বেদ প্রকাশয়॥ অথর্ববেদ হয় উত্তর মুখেতে। এইরূপে চারিবেদ হ'ল বদনেতে॥ একমাত্র বেদ হয় শুন গুণমণি। অংশভেদে চারি নাম শুনরে বাছনি॥ ছন্দে বন্ধ মন্ত্ৰযুক্ত পদ যত ছিল। খাখেদ তাহার নাগ প্রাক্তজনে দিল॥ গীতযুক্ত যত মন্ত্র বেদ মাঝে রয়। তাহাকেই সামবেদ কহে জ্ঞানীচয়॥ যজ্ঞাদির যত মন্ত্র যজুর্বেবদে হয়। প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র সেই অথর্ক নিচয়॥ হেন ভাবে বেদ ব্রহ্মা করিয়া স্ক্রন। উপবেদ কয়খানি করে প্রকাশন॥ পূর্বৰ মুখে আয়ুর্বেবদ করে নিরূপণ। ভেষজ তাহার যত হয় প্রয়োজন। ধন্মবেদ প্রকাশিল দক্ষিণ আনন। সমর কৌশলে তাহে জ্ঞাত সর্বজন॥

পশ্চিম মুখেতে বেদ গন্ধর্বে বিধান। স্থাপত্য নামেতে বেদ উত্তরে প্রমাণ। এই কয় উপবেদ নিয়মের সার। বুঝহ বিত্রর তবে করিয়া বিচার॥ আর এক সন্দর্ভ বংস করহ শ্রাবণ। কেমনেতে পঞ্চিদ হুইল স্ক্রন। বেদ উপবেদ স্থান্ধি সেই পদ্মাসন। ভাবেন কমলযোনি পুরাণ কারণ॥ একদা ভাবিয়া ব্রহ্মা করি স্থির মন। একত্র করিয়া নিজ চারিটি আনন ॥ এরূপে সজেন ইতিহাস ও পূরাণ। তেঁই সে পঞ্চম বেদ কহে জ্ঞানবান॥ পুরাণ প্রচারী ত্রক্ষা যচ্ছের কারণ। নিয়ম মন্ত্রের ভাব করে আরম্ভন॥ ষোড়শী উক্থ নামে শ্ৰেষ্ঠ যাগ হয়। পূৰ্বৰ মুখ হ'তে ব্ৰহ্মা তাদের স্বজয়॥ পুরিষী ও অগ্নিষ্টোম আর যাগ চুই। দক্ষিণ মুখেতে স্থজে একাসনে রই॥ আপ্রোর্যাম অতিরাত্র আর ছুই যাগ। পশ্চিম আনন হ'তে স্থাজে মহাভাগ॥ বাজপেয় ও গোমেধ তুই যাগ আর। উত্তর আনন হ'তে স্বজেন তাঁহার॥ এইরূপে অফ্ট যজ্ঞ চারিমুখ সার। স্থজনে ব্যাপিল বিশ্ব কানন কর্ম্মের॥ কর্ম্ম বিচ্চা নিরূপিয়া ব্রহ্মা গুণমণি। ধর্ম্মের প্রচার ভাব ভাবেন আপনি॥ প্রলয়েতে চারি পদ ধর্ম হীন হয়। গতি হীন হ'য়ে ধর্ম কাননেতে রয়॥ ধর্মবরে গতিয়ক্ত করিতে ব্রহ্মন্। আপন হৃদয়ে হেন করেন মনন। বিত্যা দান তপ শৌচ এই চারি পদ। যে যে ধর্ম্মগভিযুক্ত সহিত সম্পদ॥ সজেন সে চারি পদ ব্রহ্মা গুণমণি। গতিযুক্ত ধর্ম হন তাহাতে আপনি॥

গতিযুক্ত হয়ে ধর্ম নাহি পান স্থান। বিশ্মিত হইয়া ধর্ম চারিদিকে চান॥ ধর্ম্মের চারিটি গৃহ নামেতে আশ্রম। চারিপদে একে একে ধর্মের সংক্রম॥ ধর্ম সংক্রম হেরি বুঝি পদ্মাসন। চারি মুখে চারি আশ্রম করেন স্ক্রন॥ ধর্ম লয়ে নিজ বৃত্তি হেরি আধিস্থান। চারি পদে চারি স্থানে ধীরে ধীরে যান॥ চারিটি আশ্রম মাঝে বানপ্রস্থ এক। সমুদ্রে রত্নের স্থায় ইহাতে বিবেক॥ নানাবিধ বৈরাগীর নিবাস ইহায়। বিভিন্ন বৃত্তিতে সবে জীবন কাটায়॥ ঈশ্বর ভাবনা মূল তাদের হৃদয়। অতীব তপস্বী তারা তপে রত হয়॥ শুনহ বিছুর কিছু ইতিহাস তার। সংক্রেপে কহিব তাহা করিয়া বিচার॥ ফল মূল আহারেতে যে বৈরাগী হয়। বহুকাল এই ভাবে জীবন যাপয়॥ क्रमरा अधात नाम करा मर्वका । বৈখানস্ যোগী তারে কহে জ্ঞানীজন॥ আর এক শ্রেণী ঋষি না করে সঞ্চয়। প্রত্যহ নূতন অন্নে অতি তুঠ রয়॥ বিনা যদ্ধে যাহা পায় করিয়া ভক্ষণ। সম্বোষেতে জগদীশে করয়ে চিম্বন ॥ নাহি চিন্তা বিষয়ের তপস্থা নিরত। বালখিল্য কহে তারে জ্ঞানীজন যত॥ আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়। প্রভাতে যে দিক হেরে সেই দিকে যায়॥ তথা যাহা পায় তাহা করি আহরণ। সম্ভোষে করয়ে তাহে জীবন ধারণ॥ হৃদয়ে সতত জাগে কেবল এছিরি। উভূম্বর কহে তারে জ্ঞানীতে বিচারি॥ আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়। অহিংসা সর্ববদা ভাবে সদয় হৃদয়॥

ফল পুষ্পাচেছদ নাহি করে কদাচন। সমান ভাবয়ে সর্বব জীবের জীবন॥ স্থপক পতিত ফল করিয়া ভক্ষণ। জীবন ধরিয়া করে হরির সেবন। অতি বৃদ্ধিমান হয় এ ঋষি হুজন। কেন বা এদের নাগ কহে জ্ঞানীজন॥ আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়। কুটীরে সতত থাকি শ্রীহরি চিস্তয়॥ বিশ্বাদে জীবন রাথে খাগ্য চেফী নাই। নাহি কোন অভিলাষ নিষ্ঠা সে সদাই॥ অতীব বিশ্বাস সদা ঈশ্বরেতে হয়। জীবন তাঁহারে সঁপি শরীর রাখয়॥ অনায়াদে লভ্য যাহা করয়ে আহার। কুটীচক নাম এর জ্ঞানীর বিচার॥ আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়। কর্মতাগে করি সবে জ্ঞানেতে মজয়॥ শুদ্ধ ফলাহারে করে জ্ঞানের অভ্যাস। বহবাদ ইহার নাম শ্রেণীতে সম্যাস॥ আর এক শ্রেণী খবি বানপ্রস্থী হয়। সর্বব কর্ম্ম বিলোপিয়া জ্ঞানেতে রহয়॥ পূর্ণানন্দে এ জগতে করয়ে বিহার। নাহি জ্ঞান ভেদাভেদ নাহিক বিচার॥ ঈশ্বর স্বরূপ হ'য়ে প্রেমে ময় মন। হংস নাম ইহাদের জ্ঞানীর বচন॥ আর এক শ্রেণী ঋষি বানপ্রস্থী হয়। শুনহ বিত্রর বাছা করিয়া নিশ্চয়॥ অতীব উৎকৃষ্ট ঋষি জ্ঞানের আধার। সর্ববতত্ত্ব অবগত অন্তর ইহার॥ বাছজান বিরহিত সর্ব্ব কর্ম্ম হীন। পরতত্ত্বে পরবস্তু হেরে সম্মুশীন॥ বিষ্ণু লীল। বুঝি তেজ সর্বব বাছজ্ঞান। নিজিয় এদের নাম কছে জ্ঞানবান॥ বানপ্রস্থ আশ্রমের দিলাম আভাস। শুনিয়া জ্ঞানীর বাড়ে হদরে উল্লাস ॥

আর তিন আশ্রমের কথা যত রয়। জানহ বিহুর তুমি আপনি নিশ্চয়॥ পর্বেবাক্ত গণন মতে আশ্রম সে চার। চারি পদে তাহে ধর্ম করেন বিহার॥ আর যত ধর্মশাস্ত্র সেই পদাসন। সজেন হইতে নিজ চারিটি আনন॥ আশ্বীকিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দুওনীতি আর। স্থায় নামে আর শাস্ত্র করিয়া বিচার॥ চারিমুথ হ'তে ব্রহ্মা করেন স্ঞ্জন। অতি অপরূপ কথা বিচুর স্থজন॥ ভুঃ আদি ব্যাহ্নতি সহ স্বজিয়া ওঁকার। প্রণব তাহার নাম দেন জ্ঞানাধার। মহাব্রহ্ম বীজ ইহা সর্বব মন্ত্রাধার। হৃদয় হইতে ব্রহ্মা করেন উদ্ধার॥ শুনহ বিছুর এবে বেদাঙ্গ নির্ণয়। ছন্দাদিরে যেই ভাবে বেদে প্রকাশয়॥ লোমেতে উফিক ছন্দ করিয়। সঙ্গন। ত্বকৈতে গায়ত্রী স্বজে কমল আসন। মাংদেতে ত্রিষ্ট্রপ ছন্দ জ্ঞানীর বিধান। স্নায় হ'তে অমুষ্টুপ ছলের প্রমাণ॥ অস্থিতে জগতী ছন্দ সৃদ্ধি পদ্মাসন। মঙ্জা হ'তে পংক্তি ছন্দ করয়ে নির্মাণ॥ বুহতী স্থাজন ব্ৰহ্মা হ'তে নিজ প্ৰাণ। এইরূপে ছন্দ সৃষ্টি বেদের বিধান ॥ অপরে বিচ্বর শুন বর্ণের বিধান। কেমনেতে সেই ব্রহ্মা করেন নির্মাণ॥ লইয়া জীবন নিজ ব্রহ্ম গুণমণি। স্পূৰ্ণ বৰ্ণ স্বজিলেন হৃদয়ে বাখানি॥ লইয়া আপন দেহ করিয়া নিশ্চয়। স্বরবর্ণ গঠিলেন করিয়া নির্ণয় ॥ লইয়া ইন্দির নিজ কমল আসন। উন্মবর্ণ স্থাজিলেন করি স্থির মন॥ ল'য়ে নিজ বল এক্ষা মনেতে বিচারি। স্জেন অন্তঃস্থ বর্ণ র, র, ল, ব, চারি॥

সপ্তগ্রামে সপ্তস্বর ষড়জ ইত্যাদি। স্বজিলেন নিজে ক্রীড়া হতে জগদাদি॥ আপনি সকলে ব্রহ্মা করিয়া প্রবেশ। স্বজিলেন সূক্ষা বিশ্ব করিয়া বিশেষ॥ নাম তাঁর শব্দ ব্রহ্ম রূপেতে প্রণব। তাঁহারি ক্ষমতা পূর্ণ সর্বব সূক্ষ্মভাব ॥ হেন শব্দ ব্রহ্ম হন সর্বব প্রজাপতি। তাঁহারি হৃদর জাগে গোলেকের পতি॥ পরব্রহ্ম নাম তার মুক্তির কাণ্ডারী। সর্ব্ব পুণ্যাধার তিনি সর্ববত্র বিহারী॥ সেই গোলোকেশ রন সতত প্রকাশ। তাহাতেই এই বিশ্ব রহে স্বপ্রকাশ॥ ব্রহ্মা হ'তে এই বিশ্ব ব্রহ্মা হ'তে হরি। সর্ব্বজীবে মুক্তি পায় সেই জন স্মরি॥ হে বিত্রর এই বিশ্ব সেইজন খেলা। বর্ণিব আভাদে তাহা নাহি করি হেলা॥ অতঃপর শুন বাছা স্থলসৃষ্টি বাণী। শুনিলে সম্ভক্ট হবে নিখিলের প্রাণী॥ কহিব সে দব কথা করিয়া বিচার। হরিকথা এক মনে শুন জ্ঞানাধার॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। বুঝিলে হইবে নষ্ট মায়ার আধার॥ টতি বেদাদি প্ৰকাশ সমাপ্ত।

ষণ তদার স্পস্ট বিবরণ।
সূত করে শৌনকেরে করি সম্বোধন।
শুন মুনি স্থলস্তি শুকের বচন॥
স্থাতি পূণ্যময় হয় ভাগবত-বাণী।
শুনিলে কলুষ নাণে স্থির হয় প্রাণী॥
শুকদেব কহে তবে পাণ্ডুর রাজনে।
স্থলস্তি বিবরণ শুন এক মনে॥

কেমনে সাকারে সৃষ্টি হইল প্রকাশ। শুন বাছা সেই বাণী মৈত্রেয় আভাস যেমতে কছেন মৈত্র বিত্রর নিকট। কহিব সে সব কথা অতি অকপট॥ সমাপিয়া পূৰ্ব্ব কথা মৈত্ৰেয় স্কল্সন। বিছুরে করেন তিনি মিফ্ট সম্ভাষণ॥ হে বিছুর এতক্ষণ কহিলাম সার। সুক্ষরপে ব্রহ্মসৃষ্টি করিয়া বিচার॥ . তাহাতে বুঝিলে হরি কিবা লীলাময়। একণেতে শুন বিশ্ব কিসে প্রকাশয়॥ এই যে সজীব বিশ্ব সজীব সংসার। পূর্বেতে বলেছি আমি কারণ ইহার॥ কেমনে হইল সব দেখিতে সাকার। বলিব সে তত্ত্ব কথা করিয়া বিচার॥ পূৰ্ব্বোক্ত সঞ্জিল সৃষ্টি সৃষ্টি উপাদান। হেরেন কেমন বিশ্ব হয় শোভামান॥ মেলিয়া নয়ন তবে কমল আদন। সর্বত্র অপূর্ণ ভাব করেন দর্শন॥ পুত্রগণ হতে সৃষ্টি স্বসূক্ষা নেহারি। ত্বঃখিত হয়েন ব্রহ্মা মনেতে বিচারি॥ জ্ঞান কৰ্মা ধৰ্মা আদি যতেক বিধান। প্রজা লাগি একে একে করিয়া নির্মাণ॥ প্রজা নাহি কেবা তাহা করে উপভোগ। কেহ নাহি তাহা ল'য়ে করয়ে সম্ভোগ॥ অগ্রেতে রহিছে ধর্ম ব্যাপি ত্রিভুবন। কারণ রহিছে শৃষ্মে করিতে স্ঞ্জন॥ সর্বতেই সূক্ষভাবে হ'য়েছে প্রকাশ। শূক্তময় তেঁই ব্রহ্মা হেরেন আভাস॥ দাকারে স্থজিতে জীব করিয়া মনন। সাকার ভাবেতে ব্রহ্ম হয়েন স্ক্রন। আপন আপন রূপ কল্লিয়া অন্তরে। সজেন আপন দেহ বিভিন্ন আকারে॥ সাকার হইয়া ত্রহ্ম না হেরি সাকার। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে সেই নিরাকার॥

এই কথা মনে সনে করেন চিন্তন। কেন নাহি সাকারেতে হইল হজন ॥ এত করি সৃষ্টি লাগি লুব্ধ মম মতি। পুরুষ আমারে হজে গোলোকের পতি॥ ় কি করিব কি ভাবির নাহি পাই কুল। বোধ হয় দৈব বুঝি স্থাষ্ট প্রতিকূল ॥ বিষণ্ণ মনেতে ব্রহ্মা করেন চিন্তন। কেমনে সাকার স্বন্ধ করেন গঠন॥ ভাবিতে ভাবিতে শক্তি আবিভূতি হন। দৈব বলি ভাবিলেন তাঁরে পদ্মাসন॥ তাঁহার সাহায্যে তবে করিলেন স্থির। িদৈববলে নিজ দেহ হৈল ছুই চির॥ তুই থানি দেহ হ'ল বাম ও দক্ষিণ। তাহারে কহয় কায় যতেক প্রবীণ॥ দ্বিধাস্থত দেহ ক্রমে এক যুগা হয়। পুরুষ প্রথম অংশে অগ্রে প্রকাশয়॥ দ্বিতীয় অংশেতে নারী পরেতে হইল। অতি অপরূপ ব্রহ্ম সাকারে মিলিল॥ এই যে পুরুষরূপী ব্রহ্মা অংশ হয়। মনুনামে অভিহিত শাস্ত্রেতে নিশ্চয়॥ ঐ যে নারীর মূর্ত্তি হইল স্কল। শতরূপা নামে তার জ্ঞানীর বচন॥ यग्रस्क वित्रा मञ् याग्रस्कृव नाम । তাঁহ। হ'তে জন্মিল দাকার ভূতগ্রাম॥ তিনি রাজা হইলেন ধরার মাঝার। শতরূপ। সেই হেতু মহিদী তাঁহার॥ উভয় সংযোগে প্রজা হইল বিস্তর। প্রজারন্ধি তাহাতেই হৈল বহুতর॥ শুনহ বিত্বর বাছা কিঞ্চিৎ আভাস। মহুর পুত্রের লীলা করিব প্রকাশ॥ শতরূপা জন্ম দেন মন্তুর ঔরদে। পাঁচটি সন্ততি আগে অতীব হরষে॥ তুইটি পুরুষরূপী পুক্র নামধর। তিনটি কামিনীরূপে অতি শোভাকর॥

প্রিয়ত্রত নামে পুত্র সর্বব জ্যেষ্ঠ হয়। কনিষ্ঠ উত্তানপাদ বুঝিও নিশ্চয়॥ তিন কন্সা মাঝে এক নামেতে আকুতি। প্রসূতি নামেতে এক আর দেবহুতি॥ পূর্বেতে বলেছি আমি বিতুর স্থজন। যেই ভাবে দক্ষাদির হয় প্রকাশন॥ দক্ষ রুচি ও কর্দ্দম তিন প্রজাপতি। অগ্রেতে হয়েন তাঁরা ব্রহ্মার-সন্ততি॥ মন্ত্রূপে ব্রহ্মা লভি কামিনী ত্রিতয়। ইচ্ছিলেন বিয়ে দিতে তাদের নিশ্চয়॥ আকুতি ও রুচিরে দেন মন্তু মহীপতি। কৰ্দ্দমেরে সঁপিলেন কন্সা দেবছতি॥ দক্ষেরে প্রসূতি কম্মা করেন প্রদান। তাঁদের ঔরসে প্রজা সাকার বিধান। এইরূপে স্থল সৃষ্টি মানব স্জন। করিলেন বিশ্বমাঝে কমল আসন॥ তাঁহাদের বংশ ক্রমে হইয়া বিস্তার। মানব নামেতে পূর্ণ এ বিশ্ব ভাণ্ডার॥ অতি অপরূপ কথা নুঝিও বিহুর। শুনিলে সংশয় তব হইবেক দূর॥ উপেদ্র রচিল গীত ভাগবত সার। অতি পুণ্যতর কথা জ্ঞানের আধার॥ 🗡 ইতি ভূল সৃষ্টি বিবরণ সমাপ্ত।

মমুর উপাসন। বুতান্ত কংন।

সূত কহে শুন শুন মৃনির নন্দন।
ভাগবত কথায়ত শুকের বচন।
শুক কহে সম্বোধিয়া পাণ্ডু নৃপমণি।
শুন রাজা এক মনে মৈত্রেয় কাহিনী।
পূর্ব্ব কথা শুনি তবে বিহুর স্কজন।
বাস্থদেব বলে ভাঁর উল্লাসিত মন॥

উল্লাসিত হ'য়ে তবে ক্ষত্ত। মহামতি। মৈত্রেয়ে করেন প্রশ্ন অপূর্ব্ব ভারতী॥ সম্বোধি মুনিরে ক্ষত্তা কহেন বচন। কছ মুনি করি কুপা প্রশ্ন বিবরণ॥ হরি লীলাময় কথা অতি হুমধুর। শুনিতে আপন মুখে আনন্দ প্রচুর॥ কহ প্রভু রুপা করি জিজ্ঞাসি কন। কি করেন অতঃপর মন্তু মহাজন॥ স্বয়স্তু হইতে জন্মি লভি নিজ নারী। কি করেন আদিনাথ কহত বিচারি॥ আদি রাজা তিনি হন রাজর্ষি প্রধান। নাহি কেহ তাঁর সম ভূমে বিভাষান॥ অম্ভূত লীলার সম তাঁর আচরণ। অতি পুণ্যতম কথা করাও শ্রবণ ॥ শুনিতে সে কথা মম হইয়াছে আশা। হরি নামযুক্ত বাণী মিটায় পিপাদা॥ চিরকাল হরিনাম শুনে যেই জন। অস্তে সেই জন করে বৈকুঠে গমন॥ যে জন হরিরে ভাবে হুদে অনুক্ষণ। সর্ব্বলোক হিত তরে তাহার জীবন॥ অতএব মনু কথা করহ আখ্যান। যেমতে মনুর বংশ সবে বিভাষান॥ এতেক কহিয়া তবে প্রশ্নের আভাস। রাজা প্রতি শুকদেব করেন প্রকাশ। শুন পাণ্ডুবংশধর হয়ে অবহিত। মনু-জন্ম কর্ম্ম কথা মৈত্রেয় বিহিত॥ বিচুর বিষ্ণুর নাম জপে নিরস্তর। বিষ্ণুর চরণে মগ্ন তঁ।হার অন্তর॥ তাঁর মুখ-নিঃস্ত এ প্রশ্নাবলী শুনি। রোমাঞ্চিত হইলেন মৈত্রী মহামুনি॥ একে বিষ্ণুপদে মন সতত তাঁহার। বিষ্ণু কথাময় প্রশ্ন তাহে পুনর্কার॥ হেন প্রশ্ন শুনি তবে মৈত্রেয় স্কলন। কহিলেন মুত্রভাষে মন্ত্র বিবরণ॥

সম্বোধি বিপ্লুরে তবে কহেন ভারতী। শুন বাছা হরিকথা স্থির করি মতি॥ জন্ম ল'য়ে মত হ'তে কমল আসন। তাহা হৈতে পান ভাৰ্য্যা ইচ্ছায় আপন॥ ভাষ্যা সহ মন্ত্র তবে হয়ে এক গন। প্রণত উভয়ে হ'য়ে করে উপাদন ॥ কৃতাঞ্চলি পুটে ভক্তি নম্র কলেবর। ব্রক্ষার স্তবন করে আদি নরবর॥ মতু কন ভগবান কি কহিব আর। সর্ব্বভূত জন্মদাতা তুমি সারাৎসার॥ ষ্ণুতগণ ক্রিয়া যত তোমার ভিতর। তুমিই সবার শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র গোচর॥ আমরা তোমার প্রজা তুমি প্রভু হও। কেমনে সেবিব তোমা উপদেশ দাও।। তুমি ত্তবনীয় ধন তুমি নমস্কার। তুমি ছাড়া কর্ম নাই করিলে বিচার॥ হেন সাধ্য কার আছে ত্যজি তোমা ধন। করিতে আপনে কোন কার্য্যে আরম্ভন। নাহি হয় তাতে যশ নাহি অপমান। তাহাতে সক্ষতি নাই শুভ সংযোজন॥ অতএব তুমি সার জগত মাঝার। উভে করি তব পদে সদা নমস্কার॥ এতেক স্তবন শুনি ব্রহ্মা গুণমণি। সম্ভোধিতে মসুবরে কহিলেন বাণী॥ ভূমি ক্ষিতিশ্বর পুত্র আমার হইলে। মহিষী সহিত উভে আমারে তোষিলে॥ ষ্মতীব হইন্থু শ্রীত তোমার স্তবনে। চিরম্বণী হও দোঁহে কহি স্থির মনে॥ যে ভাবে স্তবিলে মোরে হ'য়ে অকপট। আত্ম সমর্পণ যথা আমার নিকট॥ তাহাতে সম্ভোষ আমি হইলাম অতি। যাহা অভিলাষ সিদ্ধ হইবেক তথি। এই আশীর্কাদ করি যুগলে তোমায়। চিরস্থী হও উত্তে মঙ্গল সহায়॥

পুনরায় কন ব্রহ্মা হ'বে হরষিত। একে একে মিউভাবে ভাদের সহিত॥ অপ্রমন্ত পুত্র মোর হও মুনিবর। নাহিক মাৎসর্য্য কিছু অন্তর ভিতর ॥ সেই হেতু এই কথা বলি বার বার। পাল মম আজ্ঞা সাধু হ'য়ে অবিকার॥ এইমাত্র আজ্ঞা যম শুনহ সম্ভান। যথাশক্তি রাগিবে যে গুরুজন মান i গুরুরে করিবে পূজা এক মন হ'য়ে। স্থী হবে স্থাথে রবে মহানন্দময়ে॥ যেই জন সজে বিশ্ব নামে ভগবান। তাঁহাতে তোমার সৃষ্টি বুঝ জ্ঞানবান ॥ তাঁহার স্বরূপ তুমি, তুমি ভগবান্। কর্ত্তব্য তোমার এই করিব বিধান॥ শতরূপা নামে পত্নী হ'য়েছে তোমার। তব গুণ যোগে পুত্র হইবে উহার॥ আপন ঔরস বলি আত্মারূপ ধরি। অপত্য জন্মাও সাধু মহিষী বিহরি॥ ধর্মেরে করিয়া সাক্ষী পালহ ভবন। মহিষীর সহ কর প্রজা উৎপাদন॥ করিয়া বিবিধ যজ্ঞ ভগবান তরে। একান্তে করিবে তুফ সেই যজেশ্বরে॥ আর এক কথা বাছা দিব উপদেশ। যদি মোর সেবা ইচ্ছা থাকে সবিশেষ॥ পালহ আগার আজ্ঞা প্রজা রক্ষা করি। তাহে মম সেবা অন্য ইচ্ছা নাহি করি॥ যে জন আমার আজ্ঞা পালে এক মনে। সেবক সে জন মম জ্ঞানী বিবেচনে ॥ 🕳 প্রজার পালক হও এই কার্য্য কর। সন্তুষ্ট তোমার প্রতি হবেন ঈশ্বর॥ আর এক কথা বাছা দিব উপদেশ। শুন অবহিত চিত্তে করিয়া বিশেষ॥ যে জন না করে তুফ আদি ভগবান। যজ্ঞ সিদ্ধ জনাৰ্দন সকলের প্রাণ॥

সকলি তাহার ব্যর্থ মলিন অস্তর। যে হেতু না জানে তারা আত্মার আদর॥ আত্মা কলুষিত হ'লে অধম নিশ্চয়। উন্নতি না হয় তার অধোগতি হয়॥ এত উপদেশ দিয়া ব্রহা মহামতি। নিস্তৰ হয়েন তিনি হেরিয়া সম্ভতি॥ প্রফুল্ল কমল মুখ সহসা মুদিল। স্থচারু নয়ন মরি আনন্দে ভাসিল।। কণ্ঠস্বর বিরামেতে বীণা যেন স্থির। প্রশান্ত মূর্ত্তিতে যেন অচঞ্চল নীর ॥ হেন ভাব হেরি তবে মন্থু সাধ্বর। কহিলেন করযোড়ে কথা স্থবিস্তর॥ কি কব তোমায় পিতা পাপের নাশন। করিব জীবন মতে আজ্ঞার পালন। এই ভিক্ষা চাই আমি আপনার পাশ। কোথায় জন্মাই প্ৰজা কোথায় নিবাস॥ হেন স্থান স্থনির্দেশ করহ ব্রহ্মন। করিব বহুল প্রজা তাহে উৎপাদন॥ আছিল মেদিনী দৰ্ব্ব ভূত বাদ স্থান। এবে ইন্দ্ৰজালে যেন আছে মুছমান॥ প্রলয় দানব মুখে হ'য়ে কবলিত। এখনও সংসার তলে আছে অবস্থিত॥ হেন তেজ নাহি মম উদ্ধারিতে তাঁয়। মেদিনী উদ্ধারে পিতা করহ উপায়॥ পাইলে মেদিনী আমি হ'য়ে অধিপতি। স্থা জাৰ জাৰ্ম প্ৰজা যথা মম মতি॥ এত কহি মন্ত রন যোডহাত করি। ভাবিতে থাকেন ব্রহ্মা মনেতে বিচারি॥ উপেক্র রচিল গীত হরি কথা সার। মন্ত্র সৃষ্টি যার যোগে হইবে প্রচার॥ ইতি মহুর উপাসনা বুক্তান্ত সমাপ্ত।

বরাহ অবভার মাহান্য। সূত কহে শুন শুন শৌনক স্কুন। শুন ভাগবত বার্ত্তা মধুর বচন ॥ কহিলেন তবে শুক পাণ্ডু নরবরে। শুন রাজা উপদেশ একান্ত অন্তরে॥ যেমতে হইল এই মেদিনী প্রকাশ। হইতে কারণবারি তাহার আভাস॥ বরাহ রূপেতে যথা সেই ভগবান। উদ্ধারেন মেদিনীরে শুন জ্ঞানবান॥ হেন উপদেশ সেই মৈত্রেয় হুজন। বিহুরে সম্ভাষি আগে করি আরম্ভন॥ কহেন মৈত্রেয় তবে বিছুরের প্রতি। বরাহ মাহাত্ম্য বাছা শুন শুদ্ধমতি॥ যেরূপেতে ভগবান বরাহ আকার। যে কাৰ্য্য করেন তাহে কহিব বিস্তার॥ মনুর মুখেতে শুনি মেদিনী মঙ্জন। হইলেন প্রজাপতি বিস্ময়ে মগন॥ মহার্ণব হেরি তবে তরঙ্গে আকুল। অদীম অনন্ত বারি কারণ সঙ্কুল॥ কোথায় মেদিনী রয় উদ্ধারি কেমনে। সমস্ত দিবস ব্ৰহ্মা ভাবে মনে মনে ॥ ব্রহ্মা ভাবিলেন একা একান্ত অন্তর। স্ষষ্টি হেতু স্বষ্টি তাঁর করেন ঈশ্বর॥ জলের সাহায্য ল'য়ে সেই বিশ্বরূপ। করেন বিশ্বের স্থৃষ্টি লয়ে সৎরূপ॥ ঈশ্বরের এই আজ্ঞা এই নিয়োজন। সৎ হতে বিশ্ব সৃষ্টি বিশ্বের গঠন॥ ভূত বিনা কোন বস্তু প্রকাশ না হয়। মেদিনা মাঝারে স্থৃত নিবাস নিশ্চয়॥ সে মেদিনী কারণের মাঝারে মগন। রসাতলে গত তেঁই প্রলয় কারণ॥ কেমনে করিব ছায় তাঁছার উদ্ধার। কেমনে মন্তর বংশ হইবে বিস্তার॥

এত ভাবি প্রজাপতি সংশয় বিচারি। কহিলেন আপনাতে যুক্তি স্থির করি॥ যে ঈশ্বর স্থজিলেন তোমারে নিশ্চর। মখিয়া চৈত্তপ্ত সহ নিজের হৃদয়॥ ইহার উপায় তিনি দিবেন বিধান। করিবেন পূর্ণ আশা সর্ব্ব শক্তিমান॥ শুনহ বিচুর তবে নিষ্পাপ অন্তরে। চিন্ত। অবসানে কিবা ঘটে অতঃপরে॥ পূর্বের চিন্তা করি তবে ব্রহ্মা গুণমণি। উপায় মনন করে হৃদয়ে আপনি॥ আশ্চর্যা ক্রিয়া এ তবে হইল প্রকাশ। মরি মরি কি মাধুরী ইহাতে আভাস॥ একটি বরাহ শিশু অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। নাসাছিদ্রে আবিভূতি সর্ব্ব বিগ্রমান॥ হে ভারত তুমি হও সর্ব্ব স্ত্রপণ্ডিত। অতঃপর কি ঘটিল শুন অবহিত॥ অতীব কোমল শিশু অতি ক্ষুদ্রকায়। বরাহ রূপেতে হেরি ব্রহ্ম। মহাশয়॥ আশ্চর্য্য হয়েন মনে তবে প্রজাপতি। নয়ন মেলিয়া রন বরাহের প্রতি॥ দেখিতে দেখিতে শিশু অতি বলবান। বাডিল সে আয়তন রাবণ সমান॥ ক্ষণ মধ্যে হেন বৃদ্ধি পরক্ষণে আর। আকাশ ভেদিয়া ব্যাপ্ত স্তদীর্ঘ আকার॥ এ হেন অন্তত হেরি স্বয়ন্ত্রনন্দন। মরীচি প্রভৃতি যত আর বিপ্রগণ॥ আশ্চর্য্য বরাহ রূপ নেহারি নয়নে। কত তর্ক করিলেন নিজ মনে মনে॥ আশ্চর্য্য হইয়া তবে করি যুক্তি স্থির। বরাহ রূপেতে ভাব করেন বাহির॥ শুকর রূপেতে সেই সর্ব্ব শক্তিমান। আবিস্থৃতি হইলেন সর্ব্ব বিগ্রমান॥ কি আশ্চর্য্য হেন কীর্ত্তি আশ্চর্য্যই হয়। ভগবান না হইলে সম্ভব তে। নয়॥

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আসি সাগর মাঝার। প্রকাশিত এই মাত্র পর্বত আকার॥ অন্তত এ কর্মা মরি অন্তত গঠন। যজেশ্বর না হইলে আর কোনজন॥ প্রকৃত মূর্ত্তিরে করি গোপন নিশ্চয়। এইরূপে প্রকাশেন আপন রূপায়॥ তাঁহার কুপার কথা কে করে বর্ণন। কোন ইচ্ছা তাঁর তাহা জানে কোন জন। ব্রহ্মা ল'য়ে পুত্রগণ বিচারেন মনে। অন্তত বরাহ-মূর্ত্তি নেহারি নয়নে॥ দেখিতে দেখিতে মৃত্তি পৰ্বত প্ৰমাণ। ভীমণ গর্জনে তার সবে কম্পমান॥ গর্জ্জনে কাঁপিল বিশ্ব থর থর করি। প্রলয় তরঙ্গ উঠে সমুদ্র উপরি॥ চারিদিকে প্রতিধ্বনি উঠিল তথন। যেন রে আনন্দ পুনঃ হবে আগমন॥ সে গৰ্জন শ্ৰাবণেতে স্থগী সৰ্ববজন। আনন্দিত মনু আর বিজোভ্রমগণ॥ তপলোক সত্যলোক যত জন রয়। বরাহ গর্জ্জনে সবে আনন্দিত হয়॥ মায়াময় মৃর্ত্তি তাহা শুকরের রূপ। সংশয় নাশক নাদ শ্রবণে অনুপ II সংশয় নাশক রব করিয়া শ্রাবণ। সাম, ঋক্, যজু মন্ত্রে করিল পূজন॥ বরাহে করিলে স্তব বেদের বিধান। সপ্তট হয়েন তবে সেই ভগবান্॥ বেদ প্রতিপাত্য সেই বরাহ মূরতি। বেদ শাস্ত্র শুনি হন হরষিত অতি॥ দেবগণ স্তবে তৃষ্ট হ'য়ে নারায়ণ। সম্ভাষিতে তাহাদের করেন গর্জন॥ আনন্দে গর্হন করি উৎফুল অন্তর। যেন গগনেতে শোভে নব জলধর॥ আনন্দের ভাব সেই দেহেতে প্রকাশ। যেন শত চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতির আভাস ॥

পুচ্ছ উর্দ্ধে কিপ্ত হ'ল আনন্দের ভরে। সকল হইল রোম স্বকের উপরে॥ খুরোপরে মেঘ যেন হইল ঘর্ষণ। এত দীর্ঘ সে শরীর না হয় বর্ণন। স্বন্ধেতে কেশর রাশি লাগিল ছুলিতে। শুভ্ৰ দন্তদ্বয় যেন লাগিল জ্বলিতে॥ চন্দ্র সম জোতিঃ তার অঙ্গে প্রকাশিল। প্রলয়ের অন্ধকার তাহাতে নাশিল ॥ ত্রিভুবন ব্যাপ্ত মৃত্তি সেই ভগবান। গগনে গগনে ব্যাপ্ত বিবিধ কল্যাণ॥ ত্রাণশক্তি বলে জানি মেদিনী নিবাস। উদ্ধারিতে তাঁরে মনে করি অভিলাব॥ লক্ষ ত্যাগ করি তবে উঠিয়া গগন। ভীষণ প্রলয় নারে হন নিমগন ॥ তুবিবার অগ্রে উর্দ্ধে করি দৃষ্টিপাত। দেখিলেন মন্তু আদি বিহারে সাক্ষাৎ॥ ভীষণ তরঙ্গে পূর্ণ অকুল সাগর। হেরিয়া বরাহমূর্ত্তি অতি ভয়ক্ষর॥ ভয়ে কাঁপি থরে থরে করেন চীৎকার। বলে কর যজেশ্বর আমায় নিস্তার॥ ভূবিল বরাহ অঙ্গ সমুদ্রে রাজন। তার প'র পড়ে ভারে শত মেরু যেন॥ বুঝি পীড়া লাগি বাছ তরঙ্গ তুলিয়া। ক্ষমা চাহে জলনিধি ব্যাকুল হইয়া॥ অসীম অপার রাজ্য ছিল জলেশ্বর। এবে আদে ঈশ্বরের সীমার ভিতর॥ খুরবলে আলোডিয়া সাগরের জল। বিদীর্ণ করিয়া হেরে নিম্নে রসাতল ॥ রসাতলে মেদিনা যে হেরেন নয়নে। ছঃখিনী কামিনা যেন বিহীন ভূষণে॥ বহুন্ধরা দেবীকে চিনিয়া নারায়ণ। বলিলেন পূর্ব্বকথা করিয়া স্মরণ॥ মেদিনী তোমার নাম স্নেহের সন্ততি। দৰ্ব জীবাধারভূতা তুমি বস্ত্রমতী॥

যথন প্রালয় জলে বিশ্বের ইরণ। করেছিমু তোমা বাছা আমিই গ্রহণ॥ অনস্ত-শয্যায় যবে করেছি শয়ন। জঠরে যতনে তোম। করিত্র গ্রহণ॥ জাগিত্ব এখন আনি না দেখি তোমায়। উদ্ধারিতে তেঁই বাছা এগেছি হেথায়॥ এই যে উভয় দন্ত দেখিছ আমার। বদ বাছা যত্ন করি উপরে উহার॥ ল'য়ে শৃষ্ঠোপরে যাব প্রকাশ কারণ। ভূতযোনি তুমি বৎস জীবের শরণ॥ কে করিল নাহি পাই তার দেখা আর। নিশ্চয় সাধিব আমি নিধন তাহার॥ তোমারে হারায়ে জীব রহিবে কেমনে। সেই হেতু নাশিব গো সেই ছুরাত্মনে॥ এতবলি ভগবান্ লইয়া মেদিনী। রসাতলে হ'তে শুম্মে আসেন আপনি॥ দক্তেতে শোভিল মহী সর্বব জীবাধার। ত্রিভুবন ব্যাপ্ত জঙ্গ বরাহ আকার॥ মরি মরি কি মাধুরী হইল বিকাশ। আনন্দ লহরী যেন তাহাতে প্রকাশ॥ মেদিনী উদ্ধার হ'ল হুফ্ট দেবগণ। ক্রোধে হিরণ্যাক্ষ বীর রক্তিম নয়ন॥ অতি বলবান দৈত্য দেখিতে ভীষণ। ষ্বীয় বলে পূর্বেব ধরা করিল হরণ॥ হাতে করি অনায়াসে রসাতল মাঝ। আনিয়া বিহার করে তাহে দৈত্যরাজ॥ সে ধন হরিল হেরি নিজে নারায়ণ। হইল প্রলয় দৈত্য ক্রোধপরায়ণ॥ করেতে ভাষণ গদা করিয়া ধারণ। ইচ্ছিল বরাহ সহ করিবারে রণ॥ না জানি বরাইরূপে আদি কোনজন। তাহার সাধের মহী করিল হরণ॥ রোষেতে নয়ন ছলে প্রদীপ্ত তপন। কিম্বা শত উল্পা যেন ভাতিল গগন॥

নিশ্বাসের বেগ যেন প্রলয় পবন। ক্ষণে ক্ষণে বহিতেছে কাঁপয়ে সঘন॥ শিরোপরে শিরসিজ যেন কাল ঘন। স্থবিশাল দেহ তার স্থমেরু সমান॥ ভীষণ দর্শন সেই দৈত্য মহাবীর। হরিরে না চিনি ক্রোধে হইয়া অস্থির॥ ধেয়ে গিয়া বরাহের সহ করে রণ। বরাহ করিল তাহে ভীষণ গর্জ্জন॥ গৰ্জ্জনে কাঁপিল দৈত্য বল হয় শেষ। থাকিল হাতের গদা হাতেতে বিশেষ॥ त्कार्थ हित्रगाक रहित (मर्न नातायन। দত্তে ধরি মেদিনীরে করি আকর্ষণ॥ খুরাগ্রে আঘাত দৈত্যে করেন বিস্তর। পঞ্চত্ব পাইল দৈত্য অতি ক্রোধপর॥ আঘাতে দৈতের অঙ্গে বহিল শোণিত। যেন বরিষার ক্রোত পর্বতে বহিত॥ পড়িল রণেতে দৈত্য হ'য়ে অচেতন। স্থমেরুর চূড়া ভাঙ্গে বজের পতন॥ বধিয়া বিষম দৈত্য আদি নারায়ণ। বরাহ রূপেতে রক্ত মাথেন তথন। দৈত্যের শোণিতে অঙ্গ করিয়া রঞ্জন। গৈরিক ভূষিত যথা সিংহ আক্ষালন॥ দৈত্য বধি হরি তবে লইয়। মেদিনী। প্রকাশেন যেন মেঘ স্থির সৌদামিনা ॥ তমাল সদৃশ নালকান্তি নারায়ণ। ধরেন দক্তেতে ধরা রূপেতে কাঞ্চন॥ এ হেন রূপেতে হরি পৃথিবী উদ্ধারে। কীর্ত্তন করেন ব্রহ্মা বরাহাবতারে॥ वितिक्शामि यक श्रिष्ठ श्रिष्ठ कुरुशी। করেন হরির স্তব হয়ে কুতাঞ্চলী॥ বেদযুক্ত অনুসারে করিয়া স্তবন। বরাহ মৃর্ক্টির সবে করে আরাধন॥ কি বলিয়া ব্ৰহ্মা আদি করেন স্তবন। শুনহ বিছর কহি করিয়া স্মরণ ॥

উপেন্দ্র রচিল গীত পরলোক সার। শুনিলে'বিনক্ট হবে মায়ার আধার॥ ইতি বরাহ অবতার মাহাত্ম সমাপ্ত।

अथ अकां नि कड़क वताश मूर्डित छव। সূত কহে শৌনকেরে কর অবধান। শুক মুখে ভাগবত বেদের প্রমাণ॥ যেমতে কহিলা শুক পাণ্ডু নরবরে। কহিব তেমতি সবে সস্তোষ অন্তরে॥ কহিলেন শুক তবে সম্বোধি রাজন। শুন নুপ এইবার বরাহ স্তবন ॥ বিছ্নুরের কাছে সেই মৈত্র ঋষিবর। কহেন বরাহ স্তুতি অতি স্থবিস্তার॥ সেই কথা শুন রাজা হ'য়ে একমন। বুঝিবে সংসার মাত্র মায়ার বন্ধন॥ ক্ষন্তার উদ্দেশে কয় মৈত্র ঋষিবর। শুনহ বরাহ স্তব বেদের গোচর॥ পৃথিবী উদ্ধার হ'লে ব্রহ্মা গুণমণি। মকুসহ স্তব ভাঁরে করেন তথনি॥ বরাহ রূপেতে করি মেদিনা উদ্ধার। রাখিলেন পুনঃ তিনি এ বিশ্ব সংসার॥ অন্তত এ লীলা দেব বরাহ আকার। ইন্দ্রজাল যেন বোধ হয় সবাকার॥ বরাহ না হয় উহা বেদের প্রমাণ। অনন্ত স্বরূপ তাহা জ্ঞানীর বাথান॥ অঙ্গিত তোমার নাম যজ্ঞের ভাবন। নমস্বার করি তোমা তুমি নারায়ণ॥ সকলি তোমার দেহ হোক তব জয়। এ বিশ্ব তোমার রূপ ভূমি বিশ্বময়॥ শুকর রূপেতে অঙ্গ শোভে রোমরাজি। তাহার গর্ভেতে রহে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজি , তব লোমকুপে লীন সাগর অপার। লোম সঞ্চালন মাত্রে ধরার উদ্ধার॥

সে হেডু শুকররূপী কহয় সংসার। হরি তোমা কোটি কোটি করি নমস্কার॥ যে জনের আত্মা হর পাপে কলুষিত। সে জন না পায় তব সাক্ষাৎ নিশ্চিত॥ যজাত্মক এই রূপ স্বত্রন্ধ হয়। কেবল বিজ্ঞান যোগে হেরে ঋষিচয়॥ কিবা পরিচয় তার দিব হীন মতি। বেদরূপে ভূমি দেব বরাহ মূরতি॥ ত্বক নয় উহা ছন্দ গায়ত্রী প্রমাণ। রোম নয় যজ্ঞভূমে জ্ঞানীর বিধান॥ চক্ষু নয় হরি উহা হোমেতে উদয়। চারিপদে চাতুর্হোত্র কর্ম্ম পরিচয়॥ মুখাগ্রে তোমার স্রুব স্রুব নাদা হয়। ঈড়াই উদয় কৰ্ম চমশ নিশ্চয়॥ প্রাশিত্র তোমার মুখ জ্ঞানীর বিধান। মুখমধ্যে দোমপাত্র দর্ব্ব বিভ্যমান॥ চর্ববণে প্রকাশ অগ্নি যজ্ঞের কারণ। তব অভিব্যক্তি হয় দীক্ষার প্রধান॥ উপদৎ নামে ইপ্তি গ্রীবা তব হয়। প্রায়ণীয়া উদ্য়নীয়া যেন দম্ভবয়॥ প্রবর্গ্য তোমার জিহ্বা বেদেতে প্রমাণ। সত্য আবস্থ্য অগ্নি শিরেতে বিধান॥ ইম্টকাচয়ন নামে তব পঞ্চ প্রাণ। সোমযজ্ঞ রেতঃ তব সর্বব বিগুমান॥ তিনটি স্বন হয় অবস্থা ত্রিতয়। অগ্নিষ্টোম আদি সপ্ত সপ্ত ধাতু হয়॥ দাদশাহ নামে যজ্ঞ দেহ সন্ধি তব। যজ্ঞরূপে ভূমি হরি করি অনুভব॥ ইষ্টিই বন্ধন তব ক্রতুর স্বরূপ। তুমিই দকল মন্ত্র দেব বিশ্বরূপ॥ ভূমি মন্ত্র ভূগি বেদ ভূমি দ্রব্যচয়। তুমি যজ্ঞ মহাকর্ম্ম জ্ঞানেতে নিশ্চয়॥ যজ্ঞ কৰ্ম্মে মন্ত্ৰ বলে সন্ত্ৰবোধ হয়। সহবোধে মহাভক্তি তাহে উপজয়॥

ভক্তি হ'তে আত্মজয় হয় হুপ্রকাশ। তাহাতে **চিল্কের** ধৈর্য্য নামেতে বিশ্বাস ॥ বিশ্বাদের অমুভবে জ্ঞানের উদ্য । সেই জ্ঞানীরূপী তুমি বেদেতে কহয়॥ তুমি জ্ঞানময় হরি তুমি গুরুতার। অতীব আশ্চর্য্য লীলা তোমা নমস্কার॥ কি মাধুরী ভগবান ধ'রেছ এবার। ভাবিলেই পুলকিত হৃদ্য আগার॥ সপত্র পদ্মিনী দক্তে করিয়া ধারণ। জল হতে বিনিজ্ঞান্ত গজেক্স যেমন॥ তেমনি দস্তাতো ধরা করিয়া ধারণ। কি রূপ ধ'রেছ মরি বিশ্ব বিমোহন॥ বেদময় মৃত্তি এই বরাহ আকার। তত্রপরে ভূমগুল শোভার আধার॥ रान श्रामक्त गुत्र अञ्जास मन। তেমতি পৃথিবী সহ তুমি শোভাস্থল॥ জননী রূপিনী ধরা সর্ব্ব জীবে হয়। পিতা রূপে ভূমি দেব হইলে নিশ্চয়॥ জলের উপরে তবে রাথহ মেদিনী। সর্ব্বলোক রক্ষা তাহে হইবে আপনি॥ যাজ্ঞিকেরা যেইরূপে মন্ত্রপূত করি। অবনীতে অগ্নি ধ্যান করয়ে শ্রীহরি॥ তথা তব তেজ ইথে হইলে নিহিত। তাহাই ধারণাশক্তি জ্ঞানীর বিদিত॥ সেই শক্তি বলে ধরা ধরে ভূতগণে। ব্যাপৃত রহে সে সদা পোষণ রক্ষণে॥ তুমি স্বামী এবে ধরা তোমার কামিনী। দেবিব আমর। উত্তে দিবস যামিনী॥ কি বলিব তোমা দেব তুমি নারায়ণ। তোমা বিন। হেন কার্য্য করে কোনজন॥ অতীব আ<del>শ্চ</del>ধ্য লীলা পৃথিবী উদ্ধার। তোমা বিনা এ আশ্চর্য্য কার্য্য সাধ্যকার॥ কি আশ্চর্য্য আছে দেব নিকটে তোমার। কিবা মায়াবলে গঠ জগত সংসার॥

কিবা ছার আশীর্কাদ করুণার কাছে। সর্ববশান্তি বিরাজিত যার মাঝে আছে। যেই জন কায়মনে ভজুৱে তাঁহায়। নিজ-গতি হরি তাঁরে স্বয়ং দেখায়॥ এমন করুণাময় হরি গুণগান। ভববিষনাশী হরি কথায়ত পান ॥ পশু বিনা অশ্ব কেবা করিবে ছেলন। ভক্ত বিনা হেন সাধ কে করে গ্রহণ॥ এত বলি মৈত্র ঋষি হয়েন স্থস্থির। হরিনাম পানে ক্ষত্তা হ'লেন অস্থির॥ সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন। হিরণ্যাক্ষাস্থর কথা করহ শ্রবণ॥ যাহ। শুক কহিলেন পাণ্ডুবংশধরে। তেমতি কহিব সবে কথা অতঃপরে॥ মৈত্রের বণিত বাণী শুনিরা বিচর। আনন্দে ভাসিয়া শাস্তি পায়েন প্রচুর॥ সকল কারণ সেই আত্ম গুণমর। বরাছ রূপেতে হরি যথ। প্রকাশয়॥ সে কীর্ত্তন অবগত হ'য়ে ক্ষত্রবর। প্রশ্চ করেন প্রশ্ন যুড়ি ছুই কর॥ ভক্তজন লীলা শুনি ছির নাহি হয়। সে হেতু বিহ্রর পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসয়॥ কহেন বিছুর তবে কহ মুনিবর। জিজ্ঞাসিব একবাণী কহ অতঃপর॥ যজ্ঞ মূৰ্ত্তি ভগবান হ'য়ে প্ৰকাশন। हित्रगाक विधितन कतिन खावन ॥ मस्य बात्रा উक्षातिल सम्मत कृतन।

দৈত্য সহ শ্রীইরির কেন হয় রণ॥

क्र श्रि (मेरे क्था क्क्रमा क्रिया।

কেমনে হরিল মহী জীবের সমাজ।

বিস্তারিয়া কহ দেব তাহার কারণ॥

কেমনে হইল রণ সহ নারায়ণ।

ভক্ত আমি তৃপ্ত হব সে বাণী শুনিয়া॥ কেমনে জন্মিল সেই আদি দৈত্যরাজ।

জন তপ সত্যলোকে করি মোরা বাস। বেদমর দেহ হরি পূরালাম আশ। বেদময় দেহ তাহে জলবিন্দু ভরে। পবিত্র হয়েছি সবে আনন্দ অন্তরে॥ কি ভিকা চীহিব দেব তোমার সকাশ। না পারি বৃথিতে লীলা যা হয় প্রকাশ। মূঢ় বুদ্ধি সেই হয় যেই করে আণ। অপার কর্মার কর্ম করিতে প্রকাশ। সর্বব্যাপী তুমি তবু না হেরে তোমায়। তাই মৃঢ় জীবগণ এত তুঃখ পার॥ যোগমায়া জাতগুণে সকলে মোহিত। সেই হেতু তুমি নহ সর্ব্ব প্রকাশিত॥ করহ মঙ্গল তবে হে মঙ্গলায়। দাও হেন শক্তি যাহে তোমা জানা যায়॥ তব শক্তি বুঝি করে তোমা উপাসন। হেন জ্ঞানশক্তি জীবে করহ অর্পণ।। এতেক বর্ণিয়া তবে মৈত্রের স্থধীর। কহেন বিভ্ৰৱে তবে হইয়া স্বস্থির॥ এতেক স্তবেতে তুই হ'য়ে নারায়ণ। জলোপরে মেদিনীরে করেন স্থাপন॥ স্থাপন করিয়া ধরা সর্ব্ব জীবাধার। অন্তহিত হইলেন অন্তরে তাঁহার॥ কেমনে বর্ণিব সেই হরির করুণা। দিবা নিশি নহে তৃপ্ত আস্বাদি রদনা॥ এই মাথাময় রূপে শ্রীহরি কথন। অবতার ভাবে যাহা হ'ল প্রকাশন॥ অতি জ্ঞানময় ইহা করিলে শ্রবণ। সংসার জনিত ছুঃখ হয় বিমোচন॥ ভক্তি সহ যেই শুনে করায় শ্রবণ। নিত্য নিত্য তার হুদে আসে জনার্দন ॥ সর্বব শাস্ত সেই ভক্ত সর্ববক্ষণে পায়। বেদ প্রতিপাত্য বাণী হরির কুপায়॥ मकरलत প্রভু হরি প্রদর হইলে। ভূবনে তুর্ল্লভ কিবা নিমিষে না মিলে॥

এতেক শুনিয়া তবে মৈত্র ঋষিবর। কহিলেন একে একে কথা অতঃপর॥ অতি সাধু হও তৃমি তুমি মহাবীর। মৃত্যু নাশি হরিকথা জিজ্ঞাসিলে ধীর॥ অবতার কথা যেই করয়ে প্রবণ। মৃত্যু পাশ হ'তে তার হয় বিমোচন॥ অতি পুরাকালে হয় এ হেন আখ্যান। নারদ কহেন ইহা ধ্রুব বিগ্রমান॥ নামেতে উত্তানপাদ ছিল ধরাপতি। শিশু ধ্রুব নামে ছিল তাঁহার সম্ভতি॥ ছেন কথা শুনি শিশু নারদের পাশ। হ'য়েছিল তাঁর হৃদে জ্ঞানের প্রকাশ। সেই জ্ঞানবলে শিশু বিষ্ণু দেখা পায়। সোপানে উঠিয়া পরে বিষ্ণুপুরে যায়॥ অতি অপরূপ হয় এই ইতিহাস। শুন বাছা অতঃপর করিব প্রকাশ ॥ যেমন দৈত্যের বংশ হইবে প্রকাশ। দেবগণ শুনিলেন ব্রহ্মার সকাশ। সেই বিবরণ বাছা করছ শ্রাবণ। তাহে হিরণ্যাক্ষ জন্ম হবে বিবেচন॥ একদা মিলিয়া যত সুরক্রেষ্ঠগণ। শুনিবারে দৈত্যবংশ জন্ম বিবরণ॥ প্রজাপতি নিকটেতে করিল গ্যন। জিজ্ঞাসেন সেই কথা ব্রহ্মার সদন ॥ সে কথায় প্রজাপতি হ'য়ে হর্ষিত। ক্ছিলেন দেবগণে দৈত্যবংশ রীত॥ শুনির সে বাণী আমি জ্ঞানীর নিকট। কহিব সে কথা তোমা এবারে প্রকট॥ অবহিত হ'য়ে বাছা করহ শ্রবণ। হরি লীলাময় কথা স্থধা বরিষণ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরি আশা করি। হরিনামে ভবসিদ্ধু মাঝে যাই তরি॥ ট্রতি হির্ণাকি সংবাদ সমাপ্র।

অগকপ্রপ ও দিতি সংবাদ।

সূত কহে শৌনকেরে করি সম্বোধন। হিরণ্যাক জন্ম মুনি করহ প্রবণ॥ শুক মৃথায়ত এই ভক্তি শাস্ত্র সার। বিজ্ঞান মণ্ডিত ইহ। জ্ঞানের আধার॥ ি মৈত্রেয় বিভুরে করি তবে সম্বোধন। কহিতে লাগিল ইহা অমৃত বচন॥ মৈত্রেয় বিপ্তরে কন সম্বোধন করি। শুন বাছা দৈত্যকংশ নাশে যথা হরি॥ পূর্বের বণিলাম বংস করহ স্মরণ। মরীচি দক্ষাদি সবে ত্রকার নন্দন॥ দক্ষ প্রজাপতি হন স্মষ্টির কারণ। স্কেন অনেক পুত্ৰ কন্তা অগণন॥ পুরাণে বিস্তর তার হয় যে বর্গন। সংক্ষেপে কহিব কিছু তার বিবরণ॥ দিতি নামে যেই কন্সা দক্ষের জন্মিল। কশ্যপ মরীচি-পুজে তাহা সমর্পিন ॥ আর আর বহু কন্সা কশ্যপ হুমতি। বিবাহ করেন স্থাপে দক্ষের সন্ততি॥ সকলের সহ খাষি করেন বিহার। কামিনীগণের মনে আনন্দ অপার॥ একদা রমণী দিতি সৌন্দর্য্য আকর। প্রফুল্ল যৌবন যেন পূর্ণ শশধর॥ অতি মনোলোভা রূপ মনোহর বেণ। যৌবনে হইল তাঁর অনস্ত আবেশ। পতি সঙ্গ ইচ্ছা দলা পতি নাহি পায়। আর আর ভগ্নী প্রেমে পতি মন্ত রয়॥ একেত অবলা জাতি পূর্ণ লক্ষা ভয়। ভগ্নীতে হিংসন তাহে উচিত ন। হয়॥ সেই ভাবি স্থির হ'য়ে থাকে কিছুদিন। অনঙ্গ দহনে তকু সদা হয় ক্ষীণ॥ একদা স্থন্দরী দিতি সন্ধ্যার সময়। তাপিত তপন দৰে অস্তমিত হয়॥

রজনী আগত মাত্র ধরা প্রায় স্থির। মনে ভয় নাহি তবু হইল বাহির॥ অপরপ ধরি বামা মনোহর বেণ। তাম্বলে রঞ্জিলা মুখ বিনাইয়া কেশ। স্থন্দর পরিল সাড়ি অঙ্গেতে ভূষণ। নানা গন্ধ দ্রব্য অঙ্গে করিলা লেপন॥ অতি পরিপাটি হ'য়ে আনন্দে অস্থির। হেনকালে পঞ্চশর আঘাতে অধীর॥ माजारा स्नमत (यनी पिथना पर्या। রতি ইচ্ছা হাদয়েতে ইচ্ছিলা সেক্ষণে॥ রতি লাগি পতি প্রতি হ'ল তাঁর মন। সেইকণে পতিপাশে করিল গমন ॥ একে ঋষিপতি তার সন্ধ্যার সময়। সন্ধ্যাক্সতে পতি তাঁর ছিলেন নিশ্চয়॥ নাহি কোন বাধা মানি অনঙ্গ পীডনে। গৃহ হ'তে গান তিনি পতির সদনে॥ তপস্থার আশ্রমেতে পতি রন তাঁর। ঈশবে নিমগ্ল চিত্ত আছিল জান্ধার॥ হেনকালে কামে মাতি সে দিতি সুন্দরী। পতির সম্মুথে যার অতি ত্বরা করি॥ তপস্থায় পতি রত হেরিয়া নগনে। কহিলেন দিতি তাঁরে স্থমিষ্ট বচনে॥ একেত ললন। শ্ৰেষ্ঠ কমনীয়া অতি। আরম্ভিলা তাহে মিই মধুর ভারতী॥ কহিলা স্থন্দরী তবে যুড়ি তুই কর। আশ্রমের কাছে থাকি কামে জর জর॥ শুন ওছে গুণমণি আমার বচন। লক্ষা খেয়ে কহি তোমা সব বিবরণ॥ বিজ্ঞতম তুমি নাথ সর্বব জ্ঞানাধার। তেঁই দিলা মোরে তোমা জনক আমার॥ কহিতে লক্ষার কথা কহিতে না পারি। আর যে যাতনা আমি সহিবারে নারি॥ সার্থক আমার জন্ম হৈল মহাশর। ভেঁই তব সম পতি মম লাভ হয়॥

সর্ববগুণী শ্রেষ্ঠ তুমি মহা মুনিবর। অতুল জগতে যার সৌন্দর্য্য আকর॥ হইয়া তোমার নারী করিব ক্রন্দন। বে যাত্রনা দের সেই কাম শরাসন॥ करनीत पन यथा जवरहरन कती। পদশুণ্ড দিয়া করে ছিম্ম ভিম্ম করি॥ তেমতি মদন মোরে ভাবি হীনবল। মন প্রাণ ধৈর্য্য নাথ হরিল সকল॥ তোমা বিনা এ বিপদে কে করে উদ্ধার। কুপাদৃষ্টি কর প্রভু উপরে আমার॥ ভেবে দেখ গুণমণি আপন অন্তরে। কত ত্রুখ সহে দাসী যৌবনের ভরে॥ যতেক সপত্নী সহ কর তুমি বাস। ইক্ষায় বিহার কর হাস্থ পরিহাস॥ তোমারে করিয়া লাভ সপত্নীর দল। যৌবন আনন্দে রহে সতত বিহবল। ভূলেও আমারে নাথ নাহি কর মনে। যৌবনের ভরে আমি থাকিব কেমনে ॥ সবে হ'ল ধন-পুজ্র-রত্ন-ভাগ্যময়ী। থাকিতে স্বামিন্ আমি রহি তুঃগময়ী॥ একে কামশর মোরে করে জর জর। সপত্নী সমৃদ্ধি শেল তাহার উপর॥ এতই যাতনা আমি সহিতে না পারি। একেত অবলা জাতি তাহে কুলনারী॥ কি না জান ভূমি স্বামী করহ স্মর্ণ। যারে ভারবাসে স্বামী শ্রেষ্ঠ সেই জন॥ যশ তার চারিদিকে রয় প্রকাশিত। দার্থক রমণী জন্ম তাহাতে বিদিত ॥ পুত্র ভিন্ন কিনে মুখী রমণী জনম। তুমি পতি হ'য়ে কেন এত হুঃখ মন॥ পূর্ব্ব কথা কর দেব এক্ষণে স্মরণ। যবে তুমি মোরে নাথ করহ গ্রহণ॥ দক্ষ প্রজাপতি পিতা করুণ হৃদয়ে। জিজাসিল যত কন্সা একত্ত্তেতে ল'য়ে॥

কহ কহ কন্সাগণ যাহা মনে লয়। কাহার গৃহিনী হ'তে অভিলাষ হয়॥ যতেক ভগিনী মোর প্রকাশিল আশ। প্রকাশিল যার প্রতি যাহার প্রয়াস ॥ মোরা ত্রয়োদশ ভগ্নী বরিন্দু ভোমায়। গুণমণি ভাবি তোমা স্থের আশায়॥ সেই হেতু ত্রয়োদশে তোমা হেন বরে। সঁপিল জনক দক্ষ আনন্দ অন্তরে॥ ত্রয়োদশে এক রূপে এক মন প্রাণ। করিলাম একবারে একত্রেতে দান॥ সমান স্বারে তবে ভাবিতে উচিত। একভাবে রাখা সবে তোমার বিহিত। একভাবে প্রাণনাথ ভালবাস সবে। স্থথেতে বিহার কর আনন্দ বৈভবে॥ কেন আমি ছুঃখিনী এ হই তব দাসী। নাহি মিষ্ট কথা কও মুখে ভালবাসি॥ ছি ছি নাথ এই ভাব উচিত না হয়। কেন ছঃখী হই আমি যৌবন সময়॥ এ স্থানে আমার আশা করহ শ্রবণ। পুরাও প্রার্থনা মম কমল লোচন॥ কামশরে নিশীড়িতা অবলা কামিনী। ভজিমু তোমায় নাথ হইতে স্থপিনা। তুমি মহোত্তম জন বিদিত ভুবনে। বিফল না হবে আশা এই লয় মনে॥ বিলম্ব না কর দেব কহ কহ বাণী। শুনিয়া জুড়াক মম এ অন্থির প্রাণী॥ এতেক কহিয়া দিতি মধুর সম্ভাবে। দাঁডাইয়া রহিলেন প্রত্যুক্তর আশে॥ এত শুনি নারী মুখে মরীচি সম্ভতি। কহি শুন সেই বাণী ক্ষতা তব প্রতি॥ অনক্ষের শরে বিদ্ধ মধুর বচন। দিতি মুখে শুনি তবে মরীচি-নন্দন॥ আনন্দে সম্ভাষি তাঁরে কহেন হরষে। আপনার মনোভাবে মজি প্রেমবশে॥

শুনগো ললনে তোমা করি নিবেদন। কেন হেন রোগ বাক্য করহ যোজন॥ দোষ দাও মোর প্রতি উচিত না হয়। কি দোষ করিমু তোমা কহত নিশ্চয়॥ তব পিতা বিভা দিল ত্রয়োদশ কন্সা। আমারে পাইয়া সবে হইয়াত ধকা॥ সবার যৌবনে আমি ক'রেছি কিহার। সবার জন্মিবে পুত্র ঔরসে আমার॥ আমি কি তোমার নয় ভাব দেখি মনে। বিমুখ হয়েছ কভু আমার ভবনে॥ তুমি মম প্রিয় পত্নী স্বামী আমি হই। অবশ্য কামনা তব পূরাব সদাই ॥ তমি যার পত্নী হও শ্রেষ্ঠ সেই পতি। অযত্ন তে। অসম্ভব মোর তোমা প্রতি॥ পত্নী প্রিয় সাধনের পুরুষে উচিত। তাহে ধর্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গ বিহিত॥ হেন শাস্ত্র মাঝে পত্নী শ্রেষ্ঠ জন রয়। অবছেলে যে পত্নীরে পাষ্ণ নিশ্চয়॥ আরও অনেক যুক্তি শুন প্রাণেশ্বরী। গৃহস্থ হইয়া যেই বিভা করে নারী॥ প্রকৃত গৃহস্থ সেই শাস্ত্রেতে বিচারি। মায়াজাত স্তথে নহে সে জন ভিথারী॥ গৃহক্ষের মহাধর্ম পত্নীরে পালন। সেই ধর্ম্ম সংসারের পারেতে গমন॥ নৌকা বিনা নাছি যথা সাগরের পার। গৃহিনী বিহনে নাই সংসারে নিস্তার॥ অতীব পণ্ডিত। তুমি কি কব তোমায়। শরীরের অন্ধভাগে পত্নী গঠা যায়॥ বেদমাঝে প্রকাশিত আছে হেন বাণী। সেই হেড় তোমা সবে শ্রেষ্ঠ ব'লে মানি॥ আর এক কথা প্রিয় ভাবহ আপনে। অগত্ন করিব আমি তোমা কি কারণে॥ তুর্গপতি যথা তুর্গে করিয়া আশ্রয়। বিবিধ কৌশলে শত্রু করে হ্রপে জয়॥

इेक्टिय़ मभान भक्त नाहिक छुर्जन्य । সংসারেতে মানবের ভাবিলে নিশ্চয়॥ আর সেই তিনাশ্রম শাস্ত্রেতে প্রকাশ। তাদের কৌশলে হয় ইন্দ্রি বিনাশ॥ আত্রয় বিহনে কোথা শক্ত যায় মারা। আশ্র ইন্দ্রি নামে এক মাত্র দারা॥ যাহার আশ্রয়ে করি ইন্দ্রিয়ের জয়। স্বর্গবাস করে ত্রথে প্রশান্ত হৃদয়॥ সে হেন রমণী ঋণ শোধিবারে পারে। কোটি জন্ম সেবা করি শুধিবারে নারে॥ ললনার উপকার এক প্রতিশোধ। পাওয়া যায় মনে ভাবি আপন প্রবোধ॥ পুত্র উৎপাদন মাত্র সেই উপকার। তাহাতে ললনা ভূষ্ট ধর্মা ভূষ্ট আর॥ করিব সে আশা তব অবশ্য পরণ। কিন্ত কার্য্য করিবারে আগে বিবেচন ॥ যে কর্ম্মেতে নিন্দা হয় নিকটে সবার। বিহিত সে কার্য্য নয় জ্ঞানীর আচার॥ তাই বলি হে সুন্দরী ভাবহ আপনে। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর নাশিব মদনে॥ সবে এই সন্ধ্যা মাত্র রহে দেবগণ। এই জন্ম এরে কয় হুঘোর দর্শন॥ যোর দর্শন কালে ভূত প্রেতগণ। ভীষণ মূর্ত্তিতে করে সদা বিচরণ॥ এ ঘোর দর্শন কালে আপনি ভতেশ। বুষক্ষন্ধে পর্য্যটন করে নানা দেশ। সঙ্গে তাঁর অনুচর পিণাচের দল। ভীষণ অকুতি সব সকলে চঞ্চল॥ সন্ধ্যাকালে ভূতনাথ ভাষণ মূরতি। শাশানের বায়ুসম জটাজুট অতি॥ দেখিতে অতীব ধুম ধুলায় ধুসর। সে হেন জটার বর্ণ তাহে দিগম্বর॥ সূর্য্য চক্র অগ্নি তিনে এবে সন্ধি হয়। সেই হেতু সন্ধা এই কালেরে কহয়।

তিন নেত্ৰ ভূতনাথ জানতো নিশ্চয়। অগ্রি চক্ত সূর্য্য তার নামান্তর হয়॥ এই কালে ভূতনাথ হেরে ত্রিনয়নে। কোন ভাবে কে জগতে র'য়েছে কেমনে॥ সম্পর্ক দেবর তব ভূতনাথ হয়। লঙ্জা করা তাঁরে প্রিয়ে উচিত নিশ্চয়॥ সে হেতু কহিন্ম তোমা বিলম্বের তরে। ক্ষণকাল তিষ্ঠ সতী নিজ জ্ঞানভরে॥ অপার মহিমা সেই ভূতনাথে হয়। জগতে আপন পর যার ভেন নয়॥ আদরের নহে কিছু অনাদর নাই। সকলে সমান দৃষ্টি যাঁহার সদাই॥ মাগাই কিন্ধরী আর ত্রহ্মাদি কিন্ধর। যাঁহার কারণে বিশ্ব যিনিই ঈশ্বর ॥ তাঁর হেন পৈশাচিক কেন আচরণ। অতৰ্ক এ কথা প্ৰিয়ে! না হয় কখন॥ তাই বলি ক্ষণকাল বিলম্ব সে কর। মিটাইব কামনা তব আমিই সম্বর ॥ এই কথা শুনি দিতি নাহি ভাবে আন। অগ্রসরি স্বামী পাশে ত্বরা করি যান॥ পূর্বকৃত উপদেশ করিয়া হেলন। অনঙ্গে বিকলা প্রার উন্মাদিনী যেন॥ বারনারী সম হ'য়ে লঙ্জ। বিসর্জ্জিয়া। ব্রহ্মর্যির বস্ত্র সতী ধরেন টানিয়া॥ পত্নী হেন আচরণ করি নিরীক্ষা। আশ্চর্য্য হইয়া ঋষি ভাবে মনে মন॥ ভার্য্যারে করিতে তুক্ত মনে করি আশ। একাম্ব যাথেন তাঁর মিটাতে প্রথাস॥ ঈশ্বরের নামে করি দেব নমস্কার। সমাপন করিলেন রতির প্রকার॥ রতি সমাপিয়া ঋষি করিলেন স্নান। প্রাণায়ামে শুদ্ধচিত্তে করি ব্রহ্ম ধ্যান॥ মিটায়ে কামের আশা সে দিতি স্বন্দরী। জ্ঞানের উদয়ে লঙ্কা রহেন আবরি॥

লঙ্কাবশে অধােমুখ ঋষির সকাশ। মধু সম্ভাষণে পুনঃ প্রকাশেন আশ। দিতি কন শুন নাথ মম নিবেদন। বিহিত এ কার্য্য সত্য হ'ল সংঘটন॥ ভূতপতি রুদ্রাদির সমীপে তাঁহার। করিলাম বটে আমি মন্দ ব্যবহার॥ সবার রক্ষক সেই মহেশ শঙ্কর। এই বর মাগ তাঁর নিকটে সম্বর ॥ মম গর্ভ তিনি যেন না করেন নাশ। থাকিলে এ গর্ভ স্বামী মিটিবে প্রথাস॥ একে তো অবলা তাঁয় করি নমস্কার। বিশ্বদেব মহারুদ্রে চরণে তাঁহার॥ সকামের ফলদাতা নিক্ষামে মঙ্গল। সংহার করেন যিনি ল'য়ে নিজ বল ॥ সেই ঈশ্বরের পদে করি নমস্কার। যেন না বিনক্ট হয় এ গর্ভ আমার ॥ ক্রিয়াতে না বধে হেরি সম্মুখে কামিনী। হেন জাতি মোরা হই সবার অধিনী॥ আশুতোষ তাঁর নাম দ্যার আকর। প্রদন্ন হউক তিনি আমার উপর॥ সতার স্তবেতে ঋষি ক্ষুদ্ধচিত হন। একে একে প্রজাপতি কহেন কচন॥ শুন সতী দিতি তোমা কহি সবিশেষ। গর্ভ রক্ষা হবে তার না কর সন্দেশ॥ চারি দোষ তব গর্ডে হইল উদয়। ভাবিয়া দেখিতু আমি কহিতু নিশ্চর॥ তব নহে তুই মন রতির সময়। যোর বেলাজাত দোষ তাহাতে উদয়॥ ম্য আজ্ঞা না শুনিলে এই দোষ তিন। क्रम्रात्र व्यवस्ता ताम हाति जिन ॥ এত দোষে গর্ভ তব হইল উদয়। তুই পুত্র তব গর্ভে জন্মিবে নিশ্চয়॥ জন্মিয়া তোমার গর্ভে তোমার সন্ততি। ত্রিলোকেতে দিবে পীড়া হইয়া তুর্মতি॥

নির্দোধীর প্রতিকূল হইবে তুর্জন। নিপীড়িত হবে যত দেবতা ব্ৰা**হ্ম**ণ॥ সেইকালে ভগবান হ'য়ে অবতার। বধিবেন স্তথে তব তুর্জ্জয় কুমার॥ ইন্দ্র যথা বজ্রে ভাঙ্গে উচ্চ গিরিবর। তেমতি তোমার পুত্রে বধিবে ঈশ্বর॥ দিতি কন যোড়হাতে কি কহ গোঁসাই। তব কথা শুনি আমি কত দুঃখ পাই॥ জানিকু তুর্জ্জয় পুত্র হইবে নিশ্চয়। ভগবান বধিবেন নাহি তাহে ভয়॥ ব্রহ্মকোপে যেন তারা নাছি নই হয়। সেই বড ভয় যোর হৃদয়ে উদয়॥ ব্রাহ্মণের কোপানলে হয় যে দহন। সর্বস্থতে ভয়ঙ্কর হয় সেই জন॥ যে যোনীতে সেই দুষ্ট জন্মে বার বার। কভুনা মঙ্গল তার ঘটে পুনর্বার॥ তাই বলি হেন বিধি কর মোরে দান। ব্রহ্মকোপানলে যাতে না মরে সন্তান॥ হেন ভিক্ষা করি দিতি করগোড়ে রয়। কশ্যপ কহেন তারে উচিত যা হয়। মৈত্রেয় কহেন তবে বিছয়ের প্রতি। হরি রূপ। শুন পরে দিতি নারী-প্রতি॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার। শুনিলে ঘুচিবে মোহ পাইবে নিস্তার॥ ইতি বিভি ও কশুপ সংবাদ সমাধ।

ষণ দিভির প্রতি কগ্সপের সভয় প্রদান। শুক কহে শুন শুন মূনির নন্দন। দিতির অভয় কথা অমৃত বর্ণন॥ শুকদেব কহিলেন পাণ্ডু নরবরে। শুন রাজা মৈত্র ঋষি কি কহেন পরে॥

মৈত্রেয় কছেন তবে থিত্ররের প্রতি। দিতির অভয় কথা শুন মহামতি॥ প্রিয়ারে তঃখিত দেখি অনুতাপময়। শ্রীহরির মাস্ত দিতি করে অতিশয়॥ স্বামীপদে ভক্তি দেখি দিতির তথন। ধীরে ধীরে সতী প্রতি কহেন বচন॥ কশ্যপ কহেন শুন প্রের্গনী আমার। না কাঁদ না কাঁদ প্রিয়ে মুছ অঞ্চধার॥ তুমি সতী পুণ্যবতী ভূবনের মাঝ। ক্রন্দন না হয় তব উপযুক্ত কাজ॥ অকালে ধরিলে গর্ভ হইয়া কুমতি। তেঁই তব গর্ভে হবে ফুর্ল্জন সম্ভতি॥ অলঙ্ঘা বিদির ধর্মালঙ্ঘন না হয়। অবশ্য জন্মিবে পুত্র হুর্জন নিশ্চয়॥ বিষ্ণু বধিবেন সবে দৌরাত্ম্য নাশিতে। ইহাও নিশ্চয় কথা কহি তব হিতে॥ যেই জন অপরাধে অনুতাপ করে। উচিত বিচার বোধ সেই করে পরে॥ পাপীকে দণ্ডিয়া বিধি স্থপ দেন পরে। এই বেদ-বিধি প্রিয়ে কহিন্ত তোমারে॥ এত যে করিলে তুমি অনুতাপ মনে। অমুতাপে শুদ্ধ হ'ল কর্ম্ম আচরণে॥ সেই অনুতাপে দগ্ধ হইলে আপনি। করিয়াছ তুই দেবে মনে অনুমানি॥ শুদ্ধ মনে হরিপদ ক'রেছ স্মরণ। গুরুজনে ভঙ্গ প্রিয়ে কর অনুক্ষণ॥ এই পুণ্য হেছু তোমা স্থফল ফলিবে। তাহাতেই বংশ তব উদ্ধার হইবে॥ পুত্র মধ্যে এক পুত্রে জন্মিবে কুমার। সেই পুত্র উদ্ধারিবে সবংশ তোসার॥ অতি ভাগ্যবান পৌত্র হবে সাধুদ্ধন। তারে রূপা করি দেখা দিবে নারায়ণ॥ তাহার পুণ্যেতে বংশ হইবে উদ্ধার। স্বখ্যাতি তাহার হবে জগতে প্রচার॥

সর্বলোক তার খ্যাতি করিবেক গান। তার গুণ সর্ববলোকে দিবেক প্রমাণ ॥ মলিন স্তবর্ণ যথা অগ্নি স্থমিলনে। দগ্ধ হ'য়ে মুক্ত হয় উচ্ছল বরণে॥ হেন গুণ তব পৌজ্র করিবে ধারণ। শুদ্ধ হবে তাহে লোক করিয়া স্মরণ॥ এতদুর ভক্তি সেই ধরিবে কুমার। বাঁধিবে ভক্তির বলে যিনি বিশ্বভার॥ প্রসন্ন হবেন তিনি কুমারের প্রতি। অতি মহাভাগবত হইবে সম্ভতি॥ যত গুণ ধরে হৃদে সাধু মহাজন। তদপেকা বেশী গুণ করিবে ধারণ। হৃদয়ে করিবে হরি আনন্দে স্থাপন। চিত্তের কলুষ নাশি হবে শুদ্ধ মন॥ স্থাল হইবে সেই অনাসক্ত মতি। অতীব ফ্রন্দর হবে শুন শুন সতী॥ দর্বদ। আনন্দে মগ্ন হইবে কুমার। পর তঃথে কফ্ট হবে হৃদয়ে তাহার॥ শক্রহীন হ'য়ে সেই সহারাজ হবে। স্বথ্যাতি পুরিবে ধরা অতুল বৈভবে॥ গ্রীত্মের উত্তাপ যথা চক্র করে নাশ। জগতের হুঃখ তথা করিবে বিনাশ। শুন সতী হেন পৌল্র জন্মিবে তোগার। তার পুণ্যে সক্ষেতে হইবে উদ্ধার॥ হেন গুণবান পৌত্র মহাভাগ্যবান। স্থন্দর দেখিতে অতি মহাগুণবান॥ কমল সমান আঁখি ফ্রন্দর বয়ান। ললনা সমান মূর্ত্তি সর্ব্ব পূজ্যমান॥ হেন মূর্ত্তি সেই পৌত্রে হেরিবে নয়নে। কুমতির পাপ তবে ঘুচিবে সে**ক্ষণে**॥ এতেক কহিল মৈত্র বিছরের প্রতি। শুনি হরষিত দিতি কশ্যপ ভারতী ॥ नार्थत वनरन छनि शूरकत निधन। বিষ্ণু হত্তে মৃত্যু শুনি আনন্দিত মন॥

স্বামীরে প্রণাম করি চলে অন্তঃপুরে। অনুতাপ করে দিতি আপন অন্তরে॥ উপেক্স রচিল গ্যাত হরি লীলা সার। দিতির অভয় কথা পুণ্যের আধার॥ ইতি দিতির প্রতি ক্রপের মত্মদান সমাস্ত।

দিতির গর্ভতেজ দর্শনে দেবগণের শঙ্কা ও ব্রহ্মার স্তব। সূত কহে শুন শুন মুনীন্দ্ৰ নন্দন। দিতির পুণ্যের কথা শেষ বিবরণ॥ শুক কহিলেন তবে পাণ্ডু বংশধরে। মৈত্রেয় সংবাদ রাজ। শুন অতঃপরে॥ মৈত্র কন বিছুরেরে করি সম্বোধন। শুন বাছা দিতি গর্ভ মধুর কথন॥ কশ্যপ-অভয় লভি সেই দিতি সতী। করিলেন নিজালয়ে হর্ব শোকে গতি॥ একে যৌবনের ভরে অতীব স্থন্দরী। অন্ততাপে বিধাদিত আহা মরি মরি॥ শরতের চাঁদ যেন গ্রাসিল রাহুতে। আনন্দ করিনী যেন পড়িল মাহুতে॥ প্রভাতে ঘেরিল যেন তমোময় ঘন। হেনমতে দিতি রন হর্ষ তুঃখ মন॥ স্বামীর অভয় স্মারি সতী একবার। হর্ষ পুলকিত হন পুণ্যের আধার॥ আবার স্মরিয়া নিজ কুমতির রীতি। অন্তরে চঞ্চল হন পান কত ভাঁতি॥ এইরূপে কত দিন হইল বিগত। গর্ভের সম্ভান বাড়ে কালের সম্মত। গর্ভের সঞ্চার যেন পূর্ণিমার শশী। কিবা পদ্মে যেন শোভে স্থন্দর সরসী॥ গর্ভের ক্রমেতে পূর্ণ হেরিয়া আপন। প্রমঙ্গল চিন্তা দিতি করে অনুকণ।

<sup>।</sup> যতই বাড়িল গৰ্ভ তত স্লেহ হয়। পুত্রের মমতা তত হৃদয়ে উদয়॥ জন্মিলে কুপুত্র হবে সবার পীড়ন। অবহেলে বিষ্ণু তারে করিব নিধন ॥ মা হ'য়ে কেমনে দিতি হেরিবে নয়নে। বিষ্ণু আসি পুত্রগণে বধিবে যথনে ॥ সেই হুংখে মায়াবশে দিতি মহাসতী। শতবর্ষ গর্ভ মাঝে ধরেন সম্ভতি॥ বাজ ভয়ে পক্ষ মাঝে কুকুটী যেমন। শবিকে গোপন ভাবে করয়ে রক্ষণ॥ সেইমত দিতি গৰ্ভ প্ৰসূত না হয়। প্রাজাপত্য তেজ এক শতবর্ষ রয়॥ সেই গৰ্ভতেজ ক্ৰমে এতই বাডিল। তেজে সূর্য্য অধিকার ক্রমেতে যাইল॥ দুর্য্য হ'লো তমোময় বিশ্ব অন্ধকার। দেখি দেবগণ মনে লাগে চমৎকার॥ কি ভীষণ গর্ভ দিতি করিল ধারণ। যাবৎ শতেক বৰ্ষ নহে প্ৰস্বন॥ গর্ভতেকে সূর্য্যলোকে হ'ল অন্ধকার। না জানি পরেতে ক্রমে কি ঘটিবে আর ॥ এত ভাবি দেবগণ চিন্তিত অন্তরে। বেন্ধলোকে একে একে আগমন করে॥ ধ্যানে ময়চিত্ত রন কমল আসন। সে কারণে দেবগণ করেন স্থবন। সম্মুখে দাঁড়ায়ে সবে যোড়হাত করি। প্রশান্ত নয়নে হৃদে ব্রহ্মদেব স্মরি॥ করিতে লাগিল সবে মগুর স্তবন। শত চন্দ্র ব্রহ্মলোক দিল দরশন ॥ মিল মিল আঁখি তবে কমললোচন। মো সবার ত্রঃখ দেব কর দরশন ॥ কিবা দৈতা হৈল এ বিশ্বেতে প্রকাশ। সূর্যালোক অন্ধকার আলো হয় নাশ। সেই হেতু অমঙ্গল বুঝিয়া আপন। এসেছি আমরা সবে আপন সদন॥

মায়াতে আবিষ্ট মোরা না বুঝিতে পারি। জ্ঞানাধার তুমি দেব জ্ঞানেতে সঞ্চারি॥ কার সাধ্য তব জ্ঞান করে বিলোপন। সর্ববজ্ঞ ভূমি হে দেব ব্রহ্ম সনাতন॥ তুমি জগতের দেব জগত বিধাতা। লোকনাথ চূড়া ভূমি সকলের পিতা॥ পর ও অপর নামে যত ভূত হয়। সবার হৃদয় ভাব তোমাতে নিশ্চয়॥ বিজ্ঞানের জ্ঞান হও বিজ্ঞান শক্তি। সবে করিলাগ তব পদাস্বজে নতি॥ মায়ার আধারে লভি ব্রহ্মময় কায়া। ছাড়িয়া দিয়াছ দেব হুক্কুতি যে মায়া॥ ত্রন্ধায় হেতু সেই তোমা নমস্কার। কহ দেব কেন ব'লো হেন অন্ধকার॥ রজোগুণময় তুমি প্রপঞ্চ কারণ। জীবের জনক তুমি তোমাতে ভুবন॥ ভূমি না থাকিলে বিশ্ব হয় অচেতন। নাহি হয় কোন কাৰ্য্য বিহনে আপন॥ কার্য্য কারণের কর্ত্তা ভূমি মাত্র সার। এই বিশ্ব হয় মাত্র তোমার আধার॥ মায়াতীত তৃতীয়েতে কর অবস্থান। জ্ঞানীজন করে সদা তোমাকেই ধ্যান॥ যোগী যাগে তোমা দেব লভিয়া অস্তরে। জিতেন্দ্রিয় জিতশাস হয় যোগভরে॥ তব বলে যোগীগণ সর্ববজয়ী হয়। স্বাধীন হইয়া বিশ্বে স্থথে বিহরয়॥ কি কব তোমার মায়া না যায় বর্ণন। বুঝিতে মোহিত হয় যত জ্ঞানীজন॥ গলে বান্ধিলেই রসি যথা বন্ধ হয়। যা শিপাও তাই শিখে যা বল কর্য়॥ সেইমত জগতের যত জীবগণ। পরাধীন হয় দেখি মায়ার বন্ধন॥ মাথাবাক্যে বন্ধ হ'য়ে যত জীবচয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা বলে মন্ত সর্ববদাই রয়॥

মনোজ্ঞ রূপেতে তুমি আছহ সবার। ধশ্য ব্রহ্মমণ্ড তুমি তোমা নমস্কার॥ যাহে জগতের হয় মঙ্গল সাধন। দয়া করি কর দেব তাহারে স্মরণ॥ ভাষণ যে তমোবলে কৰ্মলোপ হয়। সেইমত তমে। দিতি গর্ভেতে উদয়॥ সেই তম বলে সূর্য্য হয় অন্ধকার। তাহাতেই কণ্ম জ্ঞান বিনষ্ট সবার॥ শুদ্ধ-সত্ত জ্যোতিঃ দেব করহ প্রদান। স্তম্ব হোক তাহা দেখি আমাদের প্রাণ॥ অন্তর্য্যামী তুমি দেব জানহ সকল। স্মরণার্থ কহি কিছু যথা রহে বল॥ দিতির গর্ভেতে আসি কশ্যপ ওরস। হেন অন্ধকার দেব করে সর্বনাশ।। তৃণ পুঞ্জে যথা অগ্নি দাবানলময়। প্রবল হইয়া সেই জগতে দহয়॥ তেমতি কশ্যপ বীর্য্যে দিতি গর্ভ হয়। গর্ভতেজ অন্ধকারে ঘেরে সমুদয়॥ এতেক শুনিয়া তবে যত দেবগণ। করযোড়ে চাহি আছে ব্রহ্মার সদন॥ এতেক কহিয়া তবে ব্ৰহ্মা গুণমণি। কহেন মধুর ভাবে বুঝিয়া আপনি॥ বুঝিনু বচন তব ওছে দেবগণ। কি কারণে অন্ধকার হয় উদ্ভাবন॥ শুনহ রহস্ত তার করিব বর্ণন। অতি মনোহর কথা করিতে শ্রবণ॥ মৈত্র কন বিহুরেরে শুন মহামতি। দিতি গর্ভ বিবরণ ব্রহ্মার ভারতী॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার। শুনিলে অজ্ঞান যাবে হবে জ্ঞানাধার॥ ইতি দিতির গর্ভতেজ দর্শনে দেবগণ কর্ত্তক ব্ৰহার ভব সমাপ্ত।

অণ দিতির গর্ভ বৃত্তান্তোপদক্ষে এক্ষা কর্তৃক विकृत्नाक वर्गन। লঘু-ত্রিপদী।

শুন শৌনক স্থজন। শুকদেব বাণী, অমৃত বাণানি,

তার বিবরণ ॥

অতি হর্ষভরে. পাণ্ডু নৃপবরে, কহে ব্যাদের নন্দন।

সৈত্রেয় যেমন, বিতুর সদন, কহে শাস্ত্র বিবরণ॥

বিছুরে সম্বোধি, মৈত্র নিরবধি, কহিছে মধুর ভাষ।

শুনরে বাছনি, ভাগবত বাণী, কৈল যেমতে প্রকাশ।

দেবের আরতি, ব্ৰহ্মা মহামতি. বুঝি আপন অন্তরে।

বিশেষ সর্ববথা, দিতি গর্ভকথা, কহিলেন অতঃপরে॥

শুন দেবগণ. কংহন ব্ৰহ্মন, দিতি গর্ভের আখ্যান।

দিতি মতি বশে, কশ্যপ উরুদে, হ'লো গর্ভের বিধান॥

পাপমতি বশে, আলোকেরে নাশে, গর্ভতেজে অন্ধকার।

অতি মনোহর, কহিতে বিস্তর, উপাখ্যান যে তাহার॥

করি স্থির মন, শুন সর্ববজন, যথা গর্ভের সঞ্চার।

অতি পুণ্যকথা, মনোজ্ঞ সর্ববণা,

স্থপবিত্র জ্ঞানাধার॥ হ'ত মম মন, অত্যেতে যখন,

স্থজিকু কুমার চারি।

মায়ার বিধানে, স্থজন কারণে, মোহিতে তাদের নারী॥ অতি উগ্ৰধাষি, হ'য়ে কামনাশী, থাকে চারিটি সোদর।

তবে কহে সূত, হ'য়ে হর্ষযুত, সনকাদি নাম, জ্ঞাত জগজ্জন, সদা শ্রীহরি অন্তর ॥

সেই কয়জন, করিয়া মিলন,

সদা করে পর্যাটন।

গগন উপর, ভূধর কন্দর, বেড়িয়া চৌদ্দ ভুবন ॥

হরি দৃষ্টিচ্ছলে, একদা সকলে,

করেন বৈকুঠে গমন।

অতি মনোহর, বৈকুণ্ঠ নগর, সর্ববেশকের রঞ্জন॥

নাহি ছুঃখ জরা, নাহি শোক মরা, নাহি রিপুর তাড়ন।

নাহি পাপ লেশ, সদা শুদ্ধ বেশ, সদা আনদে শোভন॥

শুদ্ধ জ্যোতিৰ্ম্ময়, সবার হৃদয়,

বদয়ে তথা যে জন।

সবে যুর্ত্তিমান, বিষ্ণুর সমান, চারি হস্ত ত্রিনয়ন॥

নাহিক বাসনা, নাহিক কামনা, জানে গোবিন্দ রসনা।

নাহি অভিমান, আনন্দের গান, তার নাহিক তুলনা॥

কোণা ইন্দ্ৰলোক, কোণা চন্দ্ৰলোক,

কোথ। সূর্য্যলোক হয়। অনন্ত অমেয়, অদীম অজ্ঞেয়

সদা শুদ্ধ সত্ত্যয়॥ কিবা শোভা তার, কহিতে অপার,

নিজে নিজের উপমা।

নাহি হেন স্থান, শূন্য অভিমান, শোভে শাস্তি মনোরমা॥

পুরুষ পরম. দদা করেন বসতি। তিনি ধর্ম সার, জীব জীবাধার, জীবের পরম গতি॥ বৈকুপে যে বদে, প্রলয়ে না নালে, দহায় দে ভগবান। বৈকুণ্ঠের হরি, শুদ্ধ-মুর্তি ধরি, সর্বদা বিরাজমান॥ সর্বলোকালোক, হেন বিষ্ণুলোক, নিকাম যে সেই পায়। করিব বিস্তার, বর্ণনা তাহার, শুনহ সকলে তার॥ দিতি গর্ভ কথা, প্রকাশিব হেখা, अनित्न देवकूर वे वागी। বিষ্ণুর কুপায়, জগত মায়ায়, শান্তি সবার পরাণী॥

## দীর্ঘ-ত্রিপদী।

বৈকুণ্ঠের বিবরণ, শুন শুন দেবগা, অতি অপরূপ সে কাহিনী। চৌ मिटक বেড়িয়া यात्र, मर्ख भूगा ज्वानावात्र, वरह मूछ (मवी मन्माकिनी॥ ত্রিলোক পবিত্র নাম, পবিত্রিলা জগদ্ধাম, **जन्म** न'रा इतित रहता। পদ-ধূলি মাখি গায়, আনন্দে নাচিয়া ধায়, পবিত্তেতে ত্রিলোকের জনে॥ এ হেন মহিমা যার, জীহরির রূপায় পার, বিবেচিয়া কত দয়াবান। যথায় বদতি তাঁর, অতুলন শোভা তার, নাহি পার করি অমুমান॥ বুকলতা শোভামান, ছয় ঋতু বৰ্ত্তমান, নিমিষে নৃতন শোভা হয়। ক্ষণে ক্ষণে নৃতন উদয়॥

শোভ। নিরূপম, কণমাত্র বর্ষ। হ'ল, গ্রীষ্ম শোভ। শুকাইল, ধরিল বৈকুঠে নব বেশ। নীল মেঘ ডাকে ঘন. নাচিল ময়ুরগণ, প্রেমভরে সারসী আবেণ॥ আনন্দে মরাল কুল, ফুটিল কহলার ফুল, শ্বেতকণ্ঠা শ্বেতবর্ণময়। বক্তের গর্জন ঘন, সোদামিনী প্রকাশন, রাজহংস গঙ্গাতে শোভয়॥ বৰ্ষার হইল শেষ, সব শোভা পরিশেষ, শরতের হইল উদয়। আসি লক্ষী পদতলে, কমল স্থনীল জলে, নব ফলে তরু পূর্ণ হয়॥ দনা দবে পূৰ্ণশী, গগনের তলে বসি. বৈকুণ্ঠেতে করে আলোময়। গর্বব তার থববিমান, বৈকুণ্ঠে আলোক দান, শ্রীহরি নথর শোভাময়॥ বৈকুপ্তে প্রত্যেক দেহ, আলোময় সর্বগেহ, প্রত্যেক শরীরে শত চাঁদ। জোনাকীর শোভা সম, রূপ হেরি নিরূপম, বৈকুণ্ঠেতে শরতের চাঁন। শরত হইল গত. হেমন্ত হ্রদমাগত, মরি মরি কি মাধুরী ধরে। নীলাম্বর বস্ত্র যেন, গৌর অঙ্গ বিভূষণ, পদ্ম যায় জলের ভিতরে॥ সুৰ্য্যক্ষীণ প্ৰভাময়, জ্যোতিঃ কম তাহে নয়, কৌস্তভেতে প্রকাশে কিরণ। উন্মন্ত সে শোভা হেরি,মরিমরি কি মাধুরী, व्यानत्म रिकृष्ट मर्क्डन ॥ ক্ষণে শীত সমুদয়, তুবারে তুবারময়, ক্ষণে শ্বেত শোভার সঞ্চার। যত শোভা পূৰ্বেৰ ছিল, দবে শীত হ'রে নিল, हरव विन नव मध्यात ॥ নাহি বৰ্ষা নাহি শীত, সেই স্থান স্বন্ধাতীত, সূৰ্য্য হয় ক্ষীণপ্ৰার, চক্ৰ বিলোপিয়া যায়, সর্ববন্ধন ভাসিছে হরষে।

অনুভবে হেরে প্রেম বশে॥ শ্রীহরি সেবন আশে,সূর্য্য শীত শোভা নাশে, হরিপদে মতি যার, হ'ল বদন্তের আগমন। ক্যল ফুটিল জলে, পঞ্মে কোকিল ব'লে, হরিলীলা গায় সূরগণ॥ यटिक रेक्केशिमी, इ'र्य यानरम उनामी, হরিময় দেখে সর্বক্ষণ। সরোজ চরণে রাখি, কমল মুরতি আঁখি. लक्की (मर्द विकुत हत्र ॥ জগতের যত শোভা, নহে কিছু মনোলোভা, ভক্তজন হাদয় রঞ্জন। বিষ্ণুপুরে যাহা শোভে, সাধকের মনলোভে, বদে তথা নিত্য নিরঞ্জন॥ বর্ণনা নাহিক তার, লক্ষ্মী যথা শোভাধার. জ্যোতিৰ্ম্ময়ী কহে ভক্তজন। চারি হস্ত চক্র্যায়, ব্যাপ্ত এ ভূবন ব্ৰয়, লক্ষ্মী সেবে সেই নারায়ণ॥ रिकृष्ट मिन्मर्याकथा, वर्गन ना याय द्रशा, ভক্তি ভিন্ন নহে অস্ত গতি। যে করে কামাদি মন, নাহি তার প্রবেশন, ধায় সেই নরকের প্রতি॥ ভক্তিসহ যুক্ত প্রেম, রত্নযোগে যথা হেম, যেই পায় সেই তথা যায়। সাধু তার নাম হয়, হরিপ্রেমে পূর্ণময়, অবহিতে দেবগণ, দেবগণ শ্রেষ্ঠ পদ পায়॥ চারিটি সম্ভান মম, যোগে হ'য়ে অমুপম, ভীষণ বিস্তীর্ণ পূর, সদানন্দ স্থপ্রচুর, যোগেতে আনন্দময় হয়ে। হেন বৈকুণ্ঠ নগরে, শান্তি হুধীর অন্তরে, গোপুর প্রাচীর পরি, উপমা নাছিক তারি. প্রবেশেন হরিনাম ল'য়ে॥ নীরব শাস্তির ভাবে, সদা হরিময় সবে. বিষ্ণুময় রূপ স্বাকার। শুন তবে দেবগণ, বিষ্ণুলোক বিবরণ, বে বৈকুণ্ঠ দেখে নাই, সেইজন বলে তাই. বর্ণনে অতীব চমৎকার॥

বৈকুণ্ঠের লীলা হেন, কে করিবে বর্ণন, উপেন্দ্র রচিল গীত, হরিকথা স্থললিত, मनकामि रिकुर्छ श्रातम । যমে নাহি ভয় তার, পরীক্ষিত সাক্ষী তার শেষ॥ ইতি বৈকুষ্ঠ বৰ্ণন সমাপ্ত।

> অপ সনকাদির বৈকুষ্ঠ দর্শন ও দ্বারীদ্বা প্রতি অভিশাপ। মুনিগণ হরিগুণ,

সূত কহে শুন শুন,

যে ভাবে কহিল শুকরায়। যার উপদেশে রতি, পরীক্ষিত মহামতি, বৈকুঠেতে স্থান পরে পায়॥ कहिलान भर्तीकिएड. अकराव भीत हिएड. শুন রাজা হ'য়ে অবহিত। মৈত্রেয় বিত্বর বাণী, অতি পুণ্যময় জানি, ব্রহ্মার রসন। সমূখিত॥ মৈত্রেয় বিভূরে কন, শুন সাধুর মন্দন, ব্রহ্মা মুখে বৈকুণ্ঠের বাণী। শুনি যাহা দেবগণ, হুখেতে আকুল মন, সনকাদি প্রকাশে বাখানি॥ ব্ৰহ্ম। কছে দেবগণে, বৈকুণ্ঠের বিবরণে, मनकामि याश विवित्रत । মুখে করেন শ্রবণ, ব্ৰহ্মা আদি যাহা বিরচিল॥ শান্তি দদা করে দাসীপনা। नीर्घ श्रष्ट ना इय वर्गना॥ জগতে মিলয়ে নাই. নব রত্ন এক ঠাই, এই কথা কহে সর্বক্ষণে।

হেখা রত্ব অঙ্গনে প্রাঙ্গণে॥

একস্থানে নরমণি, কাঞ্চন থচিত গণি, ভনিলে মনের গতি, দিব তার অকুষ্ঠি, নবরাগে প্রকাশে কিরণ। নীল পীত লোহিত বরণ॥ কিবা শোভা মণ্ডলে তপন। নহে কভু বৈকুণ্ঠে শোভন॥ দূর হ'তে রত্নের স্থমেরু। কত শোভে স্বর্ণলতা তরু ॥ নাছি বাধে কাহার প্রবেশ। তুই দারী তথা ভীমবেশ॥ कित्रीणि कुछली ठातिकन। বন্ধ বেণীতে কুগুল, পীতাম্বর রক্তিম নয়ন॥ দারী রহে ছুইধারে, স্বর্ণের কপাট দ্বারে. নাহি দেয় করিতে প্রবেশ। আগে পরিচয় লয়. পরে যদি মতি হয়. অনুমতি দেয় যেতে শেষ॥ পুর করি উত্তরণ, : ঈশ্বর প্রশান্ত মন, मनका कि श्राविश्व সবে যান সপ্তমের ছারে। হ'য়ে যোগেতে অভয়, অন্তরে না করি ভয়, বৈতভয় যার রয়, (मिश्टिन हुई तक वरत ॥ হরিনাম মুখে স্মরি, দ্বারীকে সম্ভোষ করি, প্রবেশেন ভাই চারিজন। না চিমিয়া চারিজনে, অতি ক্রন্ধ হ'য়ে মনে, বিজে ভক্ত ঘটাকাশ, षात्री मद कतिल वात्रंग॥ দাও আগে নিজ পরিচয়।

যেতে পাবে বৈকুষ্ঠে নিশ্চর ॥ नवक्रां विश्वाय, नवरणां एतथा यात्र, रमशारम स्मीठ वर्ष, श्रीव शर्व इस मर्फ, উভে নাহি কর সম্ভাষণ। কোথা রামধনু রয়, চক্ররেখা কোথা রয়, ধৃষ্টতা উচিত নয়, অনুমতি নাহি হয়, বিষ্ণু দারে নাহি প্রবেশন॥ কোথা স্থিরসৌদামিনী,কোথা অনন্তের মণি, দ্বারীর বচন শুনি, সেই চারি গুণমণি, স্তম্ভিত রহেন সেইক্ষণ। হেন শোভাময় পুর, কক্ষ প্রাঙ্গণ গোপুর, ভগবান পদে আশ, দ্বারী করে তারে নাশ, ক্রোধে হয় আরক্ত নয়ন॥ সদা নব জ্যোতির্ময়. দিবানিশি বোধ হয়, কিছেন দ্বারীর প্রতি, শুন ওরে মূচুমতি, নাহি জান আমা চারিজনে। গোপুর প্রাচীর কক্ষ, আছে তথা ভিন্ন রক্ষ, : বিষ্ণুদেবা পুণ্যফলে, হেন পদ পাও বলে, ভিন্ন বোধ কেন রাথ মনে ॥ ছয়টি ত্যজিয়া যবে, দপ্তমে প্রবিষ্ট হবে, বৈকুণ্ঠ যাত্রীর প্রতি, কেন রাথ ভিন্ন মতি, কেন সবে নিবার প্রবেশ। অপার্থিব শোভাময়, হয় তারা বিষ্ণুময়, কিবা কর্ম্ম পরিচয়ে, ভিন্ন অনুমতি লয়ে, কেন ধর বিসদৃশ বেশ। স্বকুটিল ভ্রুযুগল, কেছ যায় কেছ ফিরে, বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করে, হেনমতে করে দ্বারীপনা। গুর্ত্তায় বুঝিবারে, রহ এই দার ধারে, দিবানিশি করহ রক্ষণা॥ বিশ্বপতি যেথ। রয়, ধূৰ্দ্ভগতি সেথা নয়, ভক্ত বিনা কে পারে আসিতে। ভক্তের নির্ভয় ধন, নাহি ভয় তাঁয় দেখা দিতে॥ ঈশবে না দেখা হয়. সেই হেথা প্রবেশ না করে। জ্ঞান ভক্তি এক হয়, ঈশ্বর উভয়ে রয়, জ্ঞানী মহাকাশ ভক্তিভরে॥ হরি হয় মহাকাশ, উভয়ে অভিন্ন বোধ করে। ৰারী আসি পরে কয়, কিবা আশা মহাশয়, জীবন পাইয়া ভক্ত, হ'য়ে ঈশ্বরে আসক্ত. ঈশ্বর মাঝারে নিজে হেরে॥

কভু স্থী দাসী হয়, কভু পিতা পুত্ৰষয়, इटाइ कति व्याँखन नर्मन । জ্ঞানশক্তি একতাই, ভিন্ন ভাব কারো নাই, তবে কেন প্রবেশ বারণ॥ বথা হরি রজোময়, সামান্ত রাজত্ব নয়, যাহে নয় দৈত্য শক্ত ভয়। व्यमीय व्यवस्थ गान. হন সেই ভগবান. ভয় তার নাহিক নিশ্চয়॥ কেন তবে দ্বারে রও, নাহি সবে যেতে দাও, চাতুরী তোদের মাত্র হয়। रिकृत्रे थाकिया वृष्ठे, वाक्यानात्म इड वृष्ठे, দিব আজি দণ্ড স্থনিশ্চর॥ যে পাপ করিলে চুয়ে, দণ্ডে তাহা পাবে চুয়ে, হেথা হতে হইবে পতন। কামজোধ লোভ নামে, জন্ম নিবেমর্ভ্রাধামে, এই দণ্ড পাপের মোচন॥ চারি ভাই শাপবাণী, দার্রীর কাঁপিল প্রাণী, শোনকে কছেন সূত, শুন ঋষি অন্তুত, অন্থির হইল দারিগণ। যেন হয় বজ্ঞপাত, বিষ্ণুলোকে অকন্মাৎ, করে হেন সবে অনুমান॥ শাপ শুনি হাঁন গতি, দ্বারী হ'য়ে ক্লংখনতি, আচন্বিতে পড়িল চরণে। কদলীর ব্লন্দ পড়ে, যেন বৈশাখের ঝড়ে. কিম্বা গিরিচুড়া ভূকম্পনে॥ পতনে বৈকুণ্ঠ কাঁপে, ঋষির উগ্র প্রতাপে. হরি মনে হন ভীতময়। ভক্তি বল এত হয়, বিশ্বেশ্বর ভয় পায়, ছারী করে চিত্ত স্থনিশ্চয়॥ চেতনান্তে দ্বারী কয়, শুন ঋষি মহাশয়, পাপমতে পাইত্ব সাজন। এবে ভিক্ষা ও চরণে, পূরাবে প্রদন্ধ মনে, **हित्र शार्थ न। इव महन ॥** যে কহিলে তোমা সবে, নীচকুলে জন্ম হবে, পাপ দণ্ডে নাহি কোন ক্ষোভ।

যে যোনিতে জন্ম লই, হরি না বিশ্বত হই, কর্ম কুপা এই শেষ লোভ। দারীর কাতর বাণী, সম্ভোষিল ঋষি প্রাণী, উভরে দিলেন বরদান। তোমরা হরির দাদ, হুরি মিটাবেন আশ. চিত্তে সদ। থাকি বিভ্যমান। ক্রোধ করি সম্বরণ, স্থত্ত হ'য়ে চারিজন, হরিপদ করেন চিন্তন। উপেন্দ্র রচিল গীত, হরি কথা স্থললিত, সনকাদির বৈকৃষ্ঠ দর্শন॥ ইতি সনকাদির বৈকুঠ দর্শন ও দারীদর প্রতি অভিশাপ সমাধ।

সনকাদি সম্মুথে শ্রীহ্রির আবিভাব। শুকদেব ভাগবত বাণী। পরীক্ষিত শুনি যায়, সত্য মৃক্তি হল্তে পায়, প্রেমেতে জুড়ায় তপ্ত প্রাণী॥ শুক কহিলেন হাসি, একমনে শুন আসি. হরিকথা পাওুর নন্দন। মৈত্রেয় বিছরে কন. অতি মধুর বচন. হরি প্রেম যাহাতে রচন॥ বৈকুণ্ঠের দ্বার ভাগে, বিছুর কহেন আগে. যেমতে ঘটিল ছারী শাপ। শুন অপর ঘটনে. ব্ৰহ্মা কন দেবগণে, ছারী পরে পার মনস্তাপ। সনকাদি সনাতন, ছারীরে ক্রেন বচন, শুনি আগে দারীর স্তবন। দারীর বিষয় শুনি, ছাইট ঋষি শিরোমণি, অনুতাপ করেন তথন॥ বিষ্ণুলোকে এ ঘটন, क्राय र'ल खचछन. অন্তর্যামী জানি নারারণ।

ভক্তের প্রভাব হেরি,আনন্দেতে কাঁপে হরি. কাঁপে লক্ষ্মী কমল চরণ ॥ ত্যজিয়া স্ফটিক পন্ম, ল'য়ে-শঙ্খ-গদা-পন্ম, চতু ছ জ রূপে নারায়ণ। ভক্ত পরিতোযে আশ, চলিলেন পীতবাস, যথায় সনক সনাতন ॥ যাঁরে ভাবি যোগীজন, নিবেশি আপন মন, ধ্যানে হেরে কমল চরণ। নাভিতে কমল যাঁর, তাহে ভূবনের সার, তাহে শোভে কমল আসন॥ ত্রিলোকের মহাশক্তি, যাঁর নামে হয় মুক্তি, সে লক্ষী সেবে ছু চরণ। ভক্তে দিতে দরশন, ইথে আনন্দিত মন, চতুর্জ হন নারায়ণ॥ অগণ্য দেবক দবে, পশ্চাতে আদে নীরবে, কেহ ছত্ৰ কিরীট কুগুল। হ'য়ে সবে থরে থরে, হরি পরে গতি করে, হরি হন সাধনের ফল॥ কিব। ছত্র কিবা চামর, হীরামুক্ত।শোভাকর, কিবা সেই হুন্দর ভূষণ। শস্থা-চক্র-গদাধর, চলিলেন প্রেমান্তর, হেথ। রহে ভাই চারিজন॥ কোটি তারা শশধর, কোটি কোটি দিনকর, একত্রেতে যেন রে.উদয়। কিরীটে শোভিছে চাঁদ, হস্ত পদ নথে চাঁদ, অঙ্গে আভা বালসূৰ্য্য প্ৰায়॥ কণ্ঠে বনমালা রয়, কৌস্তুভ তাহাতে রয়, তাহে শোভে ভৃগুর চরণ। বচনে প্রেমের হাস, পরিধানে পীতবাদ, মেথল বলয় স্থককণ॥ মধুমাখা প্রেমভাষা, তিলফুল সম নাসা, সৌদামিনী কর্ণের কুগুল। নলৈ লাল খেত পীত, উচ্ছল আর হরিত, कितीए । भाज्य मिनन ॥

কি আছে উপমা তার, ত্রিস্থবন শিল্প যার, আপনিই উপমা আপন। সর্বব সৌন্দর্য্যের সার, সর্বশক্তি মূলাধার, হেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥ সেই সত্য নিরঞ্জন, ভক্তের হরিতে মন. হেনরূপে হৃদয় প্রকাশ। ভক্তের আপন আশে, সাজায় সে পীতবাসে, অনম্ভ ও মোক্ষ তাঁর পাণ। আবিভূতি সেই স্থান, হেনরূপে ভগবান, যথা রহে ভাই চারিজন। আনন্দ অন্তরে রয়, এক দৃষ্টে স্থির হয়, नाहि मदत्र काशादता वहन ॥ মনোপ্রাণ আঁখি ভরি, সোদর হেরিয়া চারি, আনন্দে হইল প্রেমময়। বিশ্বাদে ঘুচিল ভ্ৰম, অচল হুমেরু সম, একে একে প্রণাম কর্য়॥ প্রণামে না ইচ্ছা হয়, একদুষ্টে আঁখি রয়, পাছে হরি হয় অন্তর্জান। কোথা আর হেনরূপ, জিনি ত্রিভূবন ভূপ, যাহে শোভে হরি ভগবান॥ করি হরি দরশন, হুফ ভাই চারিজন. ব্ৰহ্মানন্দ পায় সেইকণ। স্থগন্ধে ভরিল দেশ. তাহে মনোহর বেশ, জগতে শোভিল যে চরণ॥ **Бत्र**ा कमन मल, তাহে তুলদীর দল, তাহে বহে মলয় পবন। ব্ৰহ্মানন্দ যেই চায়, হেন গন্ধ সেই পায়, ইথে পুলকিত তার মন॥ ব্রহ্মানন্দে আঁখি ভরি, ছেনরূপ ছেরি ছরি. নাসায় প্রবেশে হেন ছাণ। প্রেমানন্দে তাহায়, কভু হাসে নাচে গায়, কণ্টকিত অঙ্গ তুপ্ত প্রাণ॥ নীলসরসিজ রাজে, তাহে কুন্দরেখা সাজে, হাস্থ্যক্ত হন্দর আনন।

চারি ভাই আঁখি ভরি, হেনরূপে হেরি হরি, । আমাদের হুদে দেব হও স্থপ্রকাশ। আত্মহারা হয় সেইকণ॥ রূপের আকর হরি, কি সাধ্য যে আঁখিভরি, পূর্ণ রূপ হেরিবে নয়নে। দে কারণে যোগীজন, মিলাইয়া প্রাণ মন, হেরে সেই যুগল চরণে॥ সর্বব সত্য নারায়ণ, হেন সাধনের ধন. মন সাধে ছেরি বনমাল।। করযোড়ে চারি ভাই, হরি স্তব মুখে গাই, निन ভित्रं ऋष्ट्यत जानि॥ উপেন্দ্র রচিল গীত, হরিকথা স্থললিত, নাশিবারে ভব পাপ ভয়। সনাতন মহামতি. যথা স্তব হরি প্রতি. ত্রবণে আনন্দ স্থনিশ্চর॥ ইতি শীহরির আবিভাব সমাপ্ত।

ननकापि कड़क शिष्टतित छन्।

বেন্ধা কন শুন শুন প্রিয় দেবগণ।

যথা স্তব করিলেন ভাই চারিজন ॥

বিষ্ণুরে সম্মুখে দেখি চারিটি কুমার।
প্রেমের সাগর হেরে অদীম অপার॥
তার মাঝে হরি হেরি করিল স্তবন।
অতি অপরূপ কথা মোক্লের কারণ॥
কহেন কুমারগণ ওহে ভগবান।
অসীম অনস্ত তুমি সর্ব্ব গুণবান॥
সর্ব্ব প্রাণী হলয়েতে কর অধিষ্ঠান।
কিবা ছুক্ট কিবা পুণ্য নাহিক বিধান॥
কিন্তু এক মায়া তব অত্যাশ্চর্ব্য হয়।
ছুক্টের অস্তরে তাহা সদা প্রকাশর॥
মায়াবলে তারা তোমা না করে দর্শন।
অন্ধ তেঁই হয় ছুক্ট থাকিতে নয়ন॥

মায়া না আৰুরে যেন মোদের সকাশ।। এত দিন যেই আশা করেছিত্ব মনে। আজ পূর্ণ হৈল হরি তোমা দরশনে॥ শুনি হরি পিতা হন তোমার সন্তান। তব তত্ত্ব তাঁর কাছে পাইলাম দান॥ সেই তত্ত্ব কর্ণ দিয়া আসিয়া অন্তরে। এতদুর আনিয়াছে মহাযোগ ভরে॥ যত তপ যত যোগ তোমার কারণ। আজ হ'ল পূর্ণ তোমা পেয়ে দরশন॥ চারি ভায়ে পিতা দিলা এই উপদেশ। যথা অন্তভৰ তাহে হইল বিশেষ॥ প্রত্যক্ষ হেরিনু আজ অনুভব বলে। পূর্ণ হ'লে ভূমি হরি হৃদয়ের স্থলে॥ পরমাত্ম তত্ত্ব তুমি সত্ত্ব মুর্ভিময়। ভক্তের চরম প্রেম হৃদয়ে উদয়॥ নাহি রাগ অহকার হেন মুনিজন। অনুভবে জ্ঞানি করে ভক্তির হজন॥ ভক্তিযোগে মহাযোগ তত্ত্বের স্বরূপ। তুমি দয়া করে দাও দয়ার অনুপ। ভক্তিযোগে সেই হরি জানে তোমাধন। ইচ্ছা করি সদা করে গুণের কার্ত্তন ॥ না চায় তাহারা মুক্তি নাহি কামভার। সদা ইচ্ছা তব পদ যুগল সেবার॥ কি ছার ইন্দের রাজ্যে বৈকুণ্ঠ কি ছার। ভক্তের হৃদয়ে তব পদযুগ সার॥ হেন ভক্তিময় হরি তুমি নারায়ণ। দ্যা করি চারিজনে দিলে দরশন॥ বড় পাপ করিয়াছি হরি তব ঠাই। ইতিপূর্বের পাপ কারে বলে জানি নাই॥ আছিল ক্লোমার ভূত্য দারের রক্ষণে। প্রবেশিতে নাহি দিলা বৈকুণ্ঠ ভবনে॥ ভেঁই রোষভরে সবে দিন্তু উভে শাপ। বোধ হয় সেই তাপে পাই অমুতাপ॥

প্রায়শ্চিত্ত করি হরি করিয়া বিচার। দত্তে যেম হরি নাম নাহি ভুলি আর॥ यि ह'ए। थाकि भाभी ভाই চারিজন। দণ্ড তার দাও হরি চাই এইক্ষণ॥ যে যোনিতে-জন্ম হ'ক নাহি তাহে ভয়। তব পাদপদ্ম হরি যেন মনে রয়॥ ভ্রমর যেমন পদ্মে করয়ে ভ্রমণ। তথা যেন তব পদে রহে দদা মন॥ চরণে তুলদী যথা হয় হ্রশোভন। তথা শোভা পায় যেন মোদের কীর্ত্তন॥ কর্ণে যেন সনা তব গুণের কীর্ত্তন। দিবারাতি অবহেলে হয় প্রবেশ**ন** ॥ এই মাত্র ইচ্ছা হরি করহ উপায়। দাও দণ্ড যাহা ইচছা তব মনে হয়॥ এই যে হেরিমু মূর্ত্তি মেলিয়ে নয়ন। ইহাই হইল কিন্তু মোক্ষের কারণ॥ চারি ভাই তোমা ধনে করি নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা দেব জগত আধার॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার। সনকের স্তব ইহা ভক্তির আধার॥ ইতি সনকাদির ত্তব সমাপ্ত।

বি 🌣 কৰ্তৃক সনকাপির প্রতি অভয় প্রদান।

বিষ্ণু কন শুন শুন দৰ্বব দেবগণ।

শ্রীহরি অভয় কথা পরম শোভন॥
সমাপিলা স্তব ববে চারিটি কুমার।
প্রদান হ'লেন হরি হেরি ব্যবহার॥
হাসিরা ভোষেন দবে হরি সর্বময়।
সম্মানে যাহার সহ উচিৎ যা হয়॥
সম্মানে তৃষিয়া দবে কহিলেন হরি।
শুন ভোমা চারি ভাই একমন করি॥

না কর না কর রোষ চারিটি সোদর। জ্ঞান প্রেম সর্ব্ব হুদে ভাসে নিরম্ভর॥ যে করিল অপমান তোমা স্বাকার। তুচ্ছজান সেই জ্ঞান করিল আমার॥ মম পারিষদ হয় এই তুই দ্বারী। জয় ও বিজয় নাম বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥ সাধুজনে যেই হেলে সেই হেলে মম। সাধুজন মন ভক্ত হয় প্রাণ সম।। তোমা দবে হেরি এই চুই প্রতিহারী। হইল বৈকুণ্ঠে থাকি পাপের আচারী॥ অভিশাপ দিলা তাহে উচিত সে হয়। তাহে তোমা সবে দোষ না হয় নিশ্চয়॥ मारी वर्षे अहे हुई প্রতিহারী হয়। দণ্ডিতে উভয়ে মোর সম্মতি আছয়॥ উচিত করিলা কাজ দিলা অভিশাপ। তোমা যবে পুণ্যবান নাহি তাহে পাপ॥ দারী যদি অতিথিরে করে অপমান। গৃহী তাহে দোধী হয় কহে জ্ঞানবান॥ সেই হেতু আমি দোষী কাছে সবাকার। ক্ষম মম অপরাধ প্রার্থনা আমার॥ অপরাধে কীর্ত্তিনাশ শাস্ত্রের বিধান। শেতকুষ্ঠ হয় তার দেহেতে প্রমাণ॥ এই অপরাধে মম হবে কীর্ভিনাশ। এই হেতু ক্ষম সবে দোষের প্রকাশ।। আচণ্ডাল পৃত হয় যার নাম শুনি। পবিত্র হইয়া মুক্তি পায় গুণে গুণী॥ সেই ভগবান আমি জগত ঈশ্বর। সে সব কীর্ত্তি হয় ব্রাহ্মণ গোচর॥ ব্রাক্ষণের মুখে মোরে করিয়া শ্রবণ। পবিত্র হইয়া উঠে যত পাপীজন॥ সেই ছেত্ৰ ব্ৰাহ্মণের গুণে কীত্তিমান। হইলাম আমি বস্তু জগতে প্রমাণ॥ ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ আপনারা ঋষি চারিজন। তোমরা জগতে মোরে কর প্রচারণ॥

তাহাতেই জানে মোরে যত পাপীজন। পবিত্র হইয়া হল্তে পায় মুক্তিখন॥ তোমাদের সম প্রিয় কেবা আছে আর। যেবা করে তোমাদের প্রতিকুলাচার॥ অপরাবী সেই জন আগার নিকট। পাপনত পাবে সেই অতীব বিকট। তব পিতা ব্ৰহ্মা যদি দোষে তোমা সবে। তাহার আমার কাছে ক্ষমা নাহি হবে॥ তোমাদের সেবাবশে জগতের জন। জানিল পবিত্র বলি আমার চরণ॥ তাহাতে ভক্তির বল হইল প্রকাশ। তাই পদধূলা প্রতি সকলের আশ। মম পদধূলি সর্ব্ব পাপ করে নাশ। তোমা দবে জগতেতে করিলা প্রকাশ॥ ব্রহ্ম স্তুত-লক্ষ্মী নাহি ত্যক্তে যে চরণ। সে পদ সেবিয়া পাপী পবিত্রিল মন॥ এ হেন উপায় সবে প্রকাশে ত্রাক্ষণ। হেন পূজ্য তোমা সবে হেলে দ্বারিগণ॥ তুষ্ট হও চারি ভাই প্রার্থনা আমার। মোরে দোষী করে ভূত্য করি তিরস্কার॥ ব্রাহ্মণ আনন গোর রুসের আকর। ব্রাহ্মণের গ্রাসে তুই আমার অন্তর॥ ক। ঠিন্তু ভি ভালবাদি নিদ্ধাম কারণ। নাহি প্রিয় তার কাছে যক্ত আচরণ॥ ব্রাহ্মণের মুখে মন সন্তোষ আহার। যক্ত অগ্নিমুখে তত নহে গো আমার॥ অখণ্ড বিভূতি মম অনিবার্য্য দার। কার সাধ্য দীমাবদ্ধ যত্তে করে তার॥ আর কি বিভূতি মম করাব শ্রবণ। পাদোদকে পবিত্রিল এ চৌদ্দভুবন॥ যেন অবহিত হ'য়ে করি মন স্থির। ব্রাহ্মণের পদরজঃ পাতি লই শির॥ হেন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে যে অপমান করে। উচিত কঠিন দণ্ড বিধান তাহারে॥

গো-ব্ৰাহ্মণে স্থান সম শ্ৰেষ্ঠ গণা বায়। যে করে পীড়ন এরে সে হেলে আমায়॥ সে মৃত জনেরে যম করেন দণ্ডন। যমদূত অঙ্গে তার করয়ে পীড়ন॥ ভৃগুমুনি প্রতি আমি যা করি আচার। ক্রোধী বিপ্র প্রতি যেই করে ব্যবহার॥ আমার সমান যেই নেহারে ব্রাহ্মণ। প্রীত মনে স্তব স্তুতি করে যেই জন॥ সর্বব স্থা হয় সেই রূপায় আমার। বশীভূত তার প্রতি মম দয়া ভার॥ আমারে না জানে এই হুই প্রতিকার। বৈকুণ্ঠে থাকিয়া তোমা করে তিরন্ধার॥ সেই পাপে লভ্য দণ্ড হউক উহার। পাপনাশে পাবে পুনঃ সামীপ্য আমার 🛭 অত এব এর দণ্ড কর সম্পাদন। যা হয় উচিত সবে ব্রহ্মার নন্দন॥ এত বলি হরি তবে হইলেন স্থির। আশ্চর্য্য হইয়া রন তবে চারি ধীর॥ উপেক্স রচিল গীত অভয় বচন। শুনিলে শুনালে পুণ্য হবে বিচক্ষণ।। 🗶 ইতি শীহরির অহর প্রেণান সমাথ।

মণ শ্রীহরির প্রতি সনকাদির বিনর এবং জয় ও বিজ্ঞারে প্রতি হরির শাপ বিধান। ব্রহ্মা কন শুন শুন যত দেবগণ। শ্রীহরির লীলা কথা স্ত্থা-প্রস্রবন। শ্রীহরির অন্তুনয় করিয়া শ্রাবন। সনকাদি কন তারে বিনয় বচন॥ তুমি সর্ববাধ্যক্ষ দেব তুমিই ঈশ্বর। নানা গুণ ধর তুমি দয়ালু অন্তর॥ দয়াল না হ'লে নাথ জীব কোথা যায়। কতদিন পীড়া পাবে ক্সন্মিয়া মায়ায়॥

হীনতা দেখালে সাধু মান রূদ্ধি পায়। হীনতা দেখাও তাই মনেতে বুঝায়॥ त्यात्मत्र निक्छे त्माषी शैला ठव माम। ক্ষমা চাও তুমি প্রভু মোদের সকাশ। তাই সে দয়াল বলি ডাকে জগঙ্জন। তব দয়া গুণে রক্ষা এই ত্রিভুকন॥ ব্রাহ্মণের তুমি আগ্না দিজ-তেজ তব। ব্ৰাহ্মণ প্ৰকাশে তব অতুন বৈভব॥ যুগে যুগে রাখ তুমি ত্রাহ্মণের মান। নানা অবতার ভাবে জগত বিধান॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল তুমি রূপে নিব্বিকার। সে হেতু বিনীত রহ কাছে স্বাকার॥ এ হেন সংসার ছায়া বেষ্টিত মায়ায়। দেখিলে তোমার মূর্ত্তি দূরে মায়া যায়॥ বৈরাগ্য উদয়ে করে যোগ আচরণ। যাহে ত্যকে মৃত্যুভয় হুন্দান্ত শমন॥ মৃত্যুভয় নাশ করে যাহার চরণ। ছলনা বিনয় মাত্র তাহার বচন ॥ আপনি আসিয়া লক্ষ্মী সেবে যে চরণ। সে রেণু শিরেতে জীবে করিতে ধারণ॥ সকল তুলসী ল'রে অপিছে থাঁহার। যাগ যজ্ঞ শোভাযুক্ত যাঁধার কুপায়॥ ভক্তের হৃদয়বাদী পরম রতন। বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া ভক্ত করহ রক্ষণ॥ প্রেমের আধার ভূমি প্রেমিক রতন। ভুমি সর্বব গুণা শ্রয় সর্ববারাধ্য ধন॥ তপ শৌচ দয়া নামে ত্রিপাদ তোমার। ধর্ম মাঝে এ জগতে র'রেছে বিস্তার॥ সেই ধর্ম এ জগতে করিছ রক্ষণ। তাহাতেই আবিভূতি শ্ৰীমধূনুদন॥ আমাদের মানে তব রক্ষা হয় মান। অপমানে হবে নাথ তব অপমান॥ আমাদের নাশে বেদ ধর্ম হবে নাশ। যথেচ্ছ হইৰে লোক অধৰ্মে বিনাশ।

সেই জম্ম ত্রাক্ষণের রাখিবারে মান। ভৃগুপদ চিহ্ন হৃদে কর হে ধারণ॥ তাহাতে তোমার নাম জগতে প্রচার। সর্বাংসহ নামে তাহে হ'তেছে বিস্তার॥ এইজন্য আপন ভূত্য জয় ও বিজয়। যদিও সামাস্ত দোষে অপরাধী হয়॥ না বুঝে দিয়াছি শাপ হেরি ব্যভিচার। একণে না ধরি দোষ কিত্ই উহার॥ ইচ্ছা হয় দণ্ডে খণ্ডি তুমি নারায়ণ। স্বেচ্ছামত কর উভে বৈকুঠে রক্ষণ॥ না দণ্ডিব পুনর্বার উভয়ে আমরা। অভিণাপ মিখ্যা হোক এই ইচ্ছি মোরা॥ তোমায় হেরিতে বিষ্ণু এসেছি স্বাই। যোগবলে একত্রেতে মোরা চারি ভাই॥ যোগীর হৃদয়রত্ব ত্রিলোকের সার। ছেরিলাম তোমা ধনে নয়নে সবার॥ পূর্ণ হ'লো আশা এবে হেরি বিষ্ণুময়। রিপুদল আর নাহি আগাদের রয়॥ ধন্য ধন্য তুমি দেব ব্রহ্মাণ্ডের পতি। আশা পূৰ্ণ হ'ল নাথ তোমায় প্ৰণতি॥ 'এতেক কহিয়া স্থির হয় চারি ভাই। তুই দারী মহাভয়ে কাঁপিছে দদাই॥ বিনয় শুনিয়া বিষ্ণু হ'য়ে চমংকার। চতুর্বাহু তুলি কন প্রসাদ তাঁহার॥ র্থা অমুতাপ কর ব্রহ্মার নন্দন। অব্যর্থ হইবে এই শাপের বচন॥ ধন্য মম অংশ জাত বেক্ষা প্রজাপতি। ধরিল মানদে হেন স্বভক্ত সম্বতি॥ চারি ভাই ব্রহ্মতেক্তে হ'য়েছে ব্রাহ্মণ। নাহি কভু মিখ্যা হবে সবার বচন ॥ অবশ্য ফলিবে শাপ উভয়ের 'পরে। রিপুভাবে দারে রহে শুদ্ধযোগভরে॥ শাপে যোগ নাশ হ'লো আজি উভয়ের। বৈকুণ্ঠেতে স্থান আর না হবে এদের ॥

মৰ্ত্তালোকে এই দণ্ডে হইবে পতন। অহুর যোনিতে জন্ম করিবে গ্রহণ॥ অব্যর্থ ব্রাহ্মণ শাপ ইথে নাহি আন। ব্রাহ্মণের মান্স রক্ষা আমার বিধান ॥ অন্তর যোনিতে জন্ম এই দারীদ্য । মুক্তি পথ অচিরাৎ পাইবে উভয়॥ পুনরায় বৈকুণ্ঠেতে হবে আগমন। এহেন বিধানে আজি কহিন্দু বচন॥ হেন বাণী শুনি তবে স্থণী চারি ভাই। বৈকুণ্ঠের শোভা হেরি আনন্দিত তাই॥ আনন্দে ভ্রমিয়া হরি বৈকুণ্ঠ জীবন। প্রদক্ষিণ করি বিষ্ণু করি প্রণমন॥ যথেচ্ছা চলেন ত্যজি বৈকুণ্ঠ ভবন। পুলকে পূর্ণিত মম পুত্র চারিজন্॥ সকলে বিদায় দিয়া বিষ্ণু মহামতি। বিষ্ণুলোক সিংহাসনে করিলেন গতি॥ সম্মুখে রহিয়া কাঁপে জয় ও বিজয়। কাঁদিতে থাকিল উভে হইয়া সভয়॥ স্থমিষ্ট বচনে বিষ্ণু কহেন উভয়ে। ব্রহ্ম কাছে অপরাধী হইয়াছ দুয়ে॥ সেই পাপে বিষ্ণুলোকে নাহি পাবে বাদ। মর্ত্তালোক কিছুকাল করহ নিবাস॥ অসুর যোনিতে জন্ম করহ গ্রহণ। ভবিশ্যতে লাভ হবে আমার ভবন॥ ব্ৰহ্মশাপ মহাপাপ খণ্ডন না যায়। আছে মাত্র গগুবার একটি উপায়॥ ভক্তিযোগ নাম তার বেদের বিধান। ভক্তিযোগ একমাত্র কল্যাণ বিধান॥ জিমিয়া অন্তরকুলে কিছুকাল পরে। ভক্তিযোগ পথে এসো বৈকুণ্ঠনগরে ॥ হেন কথা কহি বিষ্ণু হইলেন স্থির। ভাবি নিজ কর্ম উভে হইল অধীর॥ শাপে মজি হুই ভাই কাঁদে উভরার। মহাপাপ আসি গ্রাসে রক্ষা নাহি তায়॥

দেবমূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে হইল বিনাশ। মর্ত্ত্যে নিপাতন হেরি ভীষণ তরাস॥ ভীষণ পাপের ব্যুমু বৈণাখের ঝড়। উড়াইরে ফেলে দূরে হয়ে বড় ঝড়॥ সেই কন্টে কাঁদে উচ্চে জয় ও বিজয়। স্বৰ্গবাসী তাহা দেখি ছুঃখযুক্ত হয়॥ সেই ছুই পাপে ক্রুমে আসিয়া ভুবন। অন্তর নারীর গর্ভ করে অন্থেষণ॥ অকালে ধরিল গর্ভ দিতি মহাসতী। তাঁর গর্ভে প্রবেশিল চুইটি সম্ভতি॥ সেই হেতু দিতি গর্ভ ধরে তেজ হেন। সূৰ্য্য আচ্ছাদনে তম উদিয়াছে যেন॥ যসজ অহুর তুই জন্মিল উদরে। তাই হেন অলক্ষণ ভুবন ভিতরে॥ আমি যাহা কহিলাম যথার্থ বচন। নাহি ভয় স্থির হও সর্ব্ব দেবগণ॥ বিষ্ণু আসি করিবেন এর প্রতিকার। নাহি কোন ভাবনার প্রয়োজন আর॥ যেমন বিশ্বের স্থষ্টি বিনাশ কারণ। যোগীরাও যোগে যাঁর না পায় দর্শন॥ আদিভূত সর্বাধার সত্য সনাতন। ত্রিলোক অধীন যাঁর সত্যনারায়ণ॥ ভূবন তাঁহার বস্তু মঙ্গল আধার। ইহারে বধিবে তিনি করিয়া বিচার॥ ত্যজি চিন্তা ভয় ত্বঃথ সব দেবগণ। সকলে ভাবহ সেই আদি নারায়ণ॥ অসঙ্গল যত হয় ভুবনে প্রচার। সেই বিষ্ণু সকলেই করেন নিস্তার॥ এত কহি ব্রহ্ম। স্থির হয়েন যখন। হাসিয়া চলিল স্বর্গে যত দেবগণ॥ এতেক কহিলে রাজন্! মৈত্র ঋষিবর। বিত্রর কছেন কথা শুন অতঃপর॥ ভূমি পাণ্ডু শিরোমণি শুনহ বচন। দিতি গর্ভে অস্তবের জনম গ্রহণ **॥** 

উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার। শুনিলে বিনইট হয় মায়ার সংসার॥ ইতি জয় ও বিজ্ঞাের শাপগ্রাপ্তি সমাপ্ত।

> অথ পিতির গর্ভ ককনে ও অম্বরের জ্বের চতুর্দ্দিকে অবক্ষণ প্রকাশ।

সূত কহে শুন শুন শৌনক স্ক্ৰন। শুকদেব ব্যক্ত বাণী অতি স্থবচন॥ এতেক কহিয়া তবে মৈত্রেয় স্থবীর। বিছুরে কহেন পুনঃ হইয়া স্থস্থির॥ এই কথা শুকদেব পাণ্ডুবংশধরে। কহিলেন শুন যথা সব ঋষিবরে॥ সমাপিয়া পূৰ্ব্ব কথা গৈত্ৰ কন হাসি। ন্ত্রমিষ্ট বচন যোগে মধুর সম্ভাষি॥ যেমতে দিতির গর্ভ হইল সঞ্চার। পূর্ব্বে প্রকাশিসু তাহা করিয়া বিচার॥ এবে শুন সে গর্ভের কিবা পরিণাম। যে গর্ভ লাগিয়া কাঁপে স্বর্গ ধরাধাম॥ দিতি-গর্ভে প্রবেশিল জয় ও বিজয়। বিষ্ণু-শাপে যেই ভাবে কহিন্তু নিশ্চয়॥ সে কথা না জানে দিতি গরভ দময়। শুনেছিল জনমিবে হুর্জ্জয় তনয়॥ সেই কথা শুনি দিতি পেয়ে মনে ভয়। শতবর্ষ গর্ভ ধরে ভাবি স্থনিশ্চয়॥ স্বামীর আদেশে সতী শতেক বরষ। ধরিল ভীষণ গর্ভ হইয়া হরষ॥ সেই গর্ভ হ'তে জন্মে বর্ষ শতপর। যমজ সন্তান তুই অতি ভয়ঙ্কর॥ যখন জ্পাল তুই যমজ কুমার। ত্রিলোকের লোকগণ করে হাহাকার॥ চারিদিকে অলকণ হইল প্রকাশ। স্বৰ্গ মৰ্দ্ৰ্যা রসাতল যেন হবে নাশ।

ঘন ঘন ভূ-কম্পান হইল উদয়। দাবানলে দহে সদা দিক্ সমুদয়॥ ভীষণ গরক্তে বাজ উল্কা পড়ে ঘন। কোটি কোটি গুমকেতু দেয় দরশন॥ তুর্গন্ধে ভরিল বায়ু গন্ধ তাহে রয়। বেগ তার ঝড় সম সদা গুলাময়॥ বেগেতে উপাড়ে রক্ষ ভাঙ্গে গ্রাম ঘর। মেঘেতে বিদ্যাৎ হানে অতি ঘোরতর॥ ঘেরিল প্রলয় মেঘ ঢাকিল তপন। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার নিস্তেজ কিরণ॥ অন্ধকারে কেহ কারে দেখিতে না পায়। বায়ুতেজ ভূকম্পনে সমুদ্র উজায়॥ ভীষণ ভীষণ তিমি মকর নিকর। অবহেলে ভেদে যায় তরঙ্গ উপর॥ তরঙ্গ প্রবল হ'য়ে করে হুছঙ্কার। যেন প্রলয়ের ধ্বনি করয়ে চীৎকার॥ চন্দ্র সূত্র ভূ করে রাভ আস। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত সতত প্রকাশ॥ চীংকারে সঘনে শিবা অনল নয়নে। পোঁচা ভাকে দিবানিশি বসি একমনে॥ গ্রামেতে কুকুর কভু হাসে কান্দে গায়। শুনি লোক চমৎকার বিপদ জানায়॥ জীব জন্তু ভয়াকুল হয় সশঙ্কিত। প্রাণ ভয়ে কোলাহল করে আচন্বিত॥ কলরব শুনি পাথী নীড় ত্যজি যায়। ইতস্ততঃ ঘোরে কিন্তু শান্তি নাহি পায়॥ স্তনে পয়োহীন গাভী চুগ্ধ রক্তময়। পাষাণ প্রতিমা নেত্রে অঞ্চ বরিষয়॥ বিনা বাতে গাছ উড়ে সকলে চঞ্চল। থর থর কাঁপিতেছে আদিত্য-মণ্ডল॥ লোক দব প্রাণ ভয়ে হেরি অমঙ্গল। উভরায় কাঁদে সবে দেখি এ সকল॥ জয় ও বিজয় জন্মে হেন অমঙ্গল। কেহ না জানিল হেন জন্ম ফলাফল।।

দিতি গর্ভে জন্ম ল'য়ে জয় ও বিজয়। আদি দৈত্যরূপে ক্রমে হুয়ে প্রকাশয়॥ পর্বত সমান ক্রমে বাড়িল শরীর। যেন গগনেতে ঠেকে স্থমেরুর শির॥ কিরীট হইল দিক প্রকৃতি ভূষণ। প্রতি পদক্ষেপে কাঁপে তুঃখিত ভুবন ॥ অঙ্গেতে নিকলে তেজ ঢাকিয়া তপন। কার সাধ্য ছুই ভায়ে করে দরশন॥ যমজ সন্তানে হেরি কশ্যপ স্থবীর। ভাগ্য ফলাফল ক্রমে করিলেন স্থির॥ পরে রাখিলেন নাম বিচারি স্থমতি। হিরণ্যকশিপু নাম প্রথম সন্ততি॥ হিরণ্যাক্ষ শেষ পূজ জানে প্রজ্ঞাজন। উভয়েই সম বলি সম দরশন॥ হিরণ্যকশিপু করি তপ আচরণ। ত্রক্ষারে ভূষিয়া বর করিল গ্রহণ॥ অমর হইয়া (ওঁই হইল নির্ভয়। ণাছবলে তিনলোক করিলেক জয়॥ অমুজ পূৰ্ব্বজ দম হয় বলবান। যুদ্ধেতে নিপুণ বড় ভীষণ বয়ান॥ গদা হস্তে পরাভবে স্বর্গ রসাতল। কার সাধ্য পরাভবে চু-জনার বল। উপেন্দ্র রচিল গীত হরি কথা সার। অস্তুরের জন্ম কথা ছঃখের প্রচার॥ ইতি অপ্ররের জন্ম সমাপ্ত।

> ত্মণ হিন্নপ্ৰাক্ত কৰ্ত্বক ত্ৰিলোক বিজ্ঞানের সংক্ষেপ বৰ্ণন।

সূত কছে শুন শুন শৌনক-নন্দন। ভাগবত কথায়ত শুকের বচন॥ রাজারে কছেন শুক মৈত্রের সংবাদ। মৈত্রের মিটান যথা বিছুর বিষাদ॥

মৈত্রেয় কহেন তবে শুনহ বিছুর। হিরণ্যাক্ষ বীর্য্য কথা শুনহ প্রচুর॥ দিতির সম্ভান দৈত্য হয় তুই ভাই। ত্রিভুবন নিপীড়ন করে সর্ববদাই॥ ব্রহ্মবরে মৃত্যুহীন হিরণ্যকশিপু। একাকার করে সবে নাহি রাখে রিপু॥ বাহুবলে জয় করে ক্রমে ত্রিভূবন। ভয়ে দেবগণ কাঁপে সদা অমুক্ষণ॥ ভ্রাতার সমান তেজ হিরণ্যাক্ষ বার। দেব সহ যুদ্ধে তার পূলক শরীর॥ গদা হস্তে স্বৰ্গমাৰো যুঝিবারে যায়। যুদ্ধ লাগি দেব বাঁরে খুজিয়া বেড়ায়॥ একেত ভীষণ বীর মূপুর চরণে। যেন শত ঘণ্টানাদ একত্র প্রবণে॥ কণ্ঠে বৈজ্ঞয়ন্ত্রী মালা অভিবেক তার। হিমালয় বক্ষে যেন বহে স্রোতধার॥ ক্ষন্ধোপরি ভীম গদা রহে স্থূশোভন। স্থমেরুর চুড়া যেন ভেলিছে গগন॥ ব্রহ্মবরে মৃত্যুহাঁন তাহে মহাবল। বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করে অপূর্ব্ব কৌশল ॥ এ হেন ভাঁষণ দৈত্য হেরি দেবগণ। নাহি বুঝি একেবারে করে পলায়ন॥ গরুড় হেরিলে নথ। দূরে নায় সাপ। তথা দেবগণ যায় পেয়ে মনস্তাপ॥ স্বর্গেতে না হেরি কোন দেব যোদ্ধা বার। সমরের লাগি তথা হইল অস্থির॥ যুদ্ধ লাগি আসি নাহি পায় যোধগণ। ক্রোধভরে ভামনাদে করিল গর্জন॥ নাহি যুঝে হেরি কেহ ভীষণ যুর্তি। দেবে তিরস্কার করে দৈত্য মৃঢ়মতি॥ স্বর্গেতে না পেয়ে যোদ্ধা করিয়া গর্জ্জন। সমুদ্র আলোড়ি তাহে করে প্রবেশন॥ যেন মক্ত ঐরাবত গতি মদভরে। শান্তির লাগিয়া যায় সমুদ্র অন্তরে॥

যত সৈশ্ব ছিল সেই সমুদ্র ভিতর। সবে পরাজিল দৈত্য করিয়া সমর॥ বরুণের সেনা হারি করে পলায়ন। সবারে প্রয়োগে দৈত্য গর্বিবত বচন ॥ व्यवत्भारम वाद्रि मह कदिल मगत । গদাঘাতে তরঙ্গেরে করিল কাতর॥ তরঙ্গ ভেদিয়া যায় বরুণ নগর। বিভাবরী নাগ তার অতীব স্থন্দর॥ বাদশ্ৰেষ্ঠ জলাধিপ বসেন তথায়। নানারত্ব সিংহাসন মণ্ডিত শোভায়॥ বরুণ সম্মুখে গিয়া দৈত্য মূঢ়মতি। উপহাস বাক্য কহে বরুণের প্রতি॥ ত্রিলোকেতে বীরপণা তোমার শুনিস। তেঁই তোমা দহ আজি যুঝিতে আইসু॥ উঠ উঠ জলপতি করহ সমর। পরাভব মান নছে দেখ যমঘর॥ ত্রিভুবনে দৈত্য জয় করি মহাশয়। লভিয়াছি এই রাজ্য সর্ববজনে কয়॥ বলহীনে পরাভবি রাজসুয় কর। এসো দেখি জলপতি কত বল ধর॥ নিজ্জীবে জিনিয়া যজ্ঞ করি সমাপন। আরাধিয়া ভগবানে পাও রাজ্যধন॥ দাও যুদ্ধ দেখি ভূমি ধর কত বল। যুদ্ধ লাগি উপস্থিত তোমাকার স্থল। এত শুনি জলপতি কহেন বচন। ক্রোধহীন মিফ্টভাষে অমৃত নিঃস্বন॥ শুন দৈত্য যুঝিবারে নাহি মম আশ। বহুকাল মিটায়েছি যুদ্ধের প্রয়াস॥ বয়স হ'য়েছে বহু না চলে চরণ। এবে করিয়াছি মনে শান্তিরে স্থাপন॥ অন্বিতীয় যোদ্ধা বট এবে তুমি বীর। যথা ইচ্ছা গিয়া কর যুদ্ধ পাত্র স্থির॥ একমাত্র ভগবান আদি নারায়ণ। জয়লাভ কর তার সহ করি রণ॥

। ভীষণ মাহাত্মা তাঁর অতি বলবান। পরম পুরুষ হরি নামে ভগবান॥ অস্থর পূজিত বলি অস্থরে পূজয়। তব সহ যুদ্ধ তাঁর সম্ভব নিশ্চয়॥ ছুষ্টের দমন লাগি সেই নারায়ণ। ভূমগুলে অবতার হবেন যখন॥ হুইবে তাঁহার সহ তব পরিচয়। তাঁর সহ রণে তুমি হবে পরাজয়॥ রণজয়ে তব প্রাণ হইবে বিগত। খাইবে তোমার দেহ শূগালাদি যত॥ অতএব কর দৈত্য অম্যত্র প্রস্থান। নাহি ইচ্ছা যুঝি তোমা তুমি বলবান॥ বরুণের কথা শুনি তবে দৈত্যেশ্বর। প্রস্থান করিল তথা হতে দ্রুততর॥ নারদের মুখে পরে শুনি হরিনাম। গৰ্কেতে হরিল পূর্থী সর্বজন ধাম॥ পৃথী হরি রসাতলে করিল গমন। ইহাতে হইল জয় আর ত্রিভুবন॥ ভীষণ গর্বেবতে বীর রসাতলে রয়। মৃত্যুহীন ব্রহ্মবরে নাহি অন্ম ভয়॥ এত কহি মৈত্র কন শুনহ বিহুর। নারায়ণ-রণ কথা অপার প্রচুর॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। তিনলোক যথা দৈত্য করে অধিকার॥ ইতি হিরণাকের ত্রিলোক্যদিকার সমাপ্ত।

শ্বপ হিন্যাক হাতে প্রথিবী উদ্ধান।
সূত কহে শুন শুন শৌনক-নন্দন।
পৃথিবী উদ্ধান কথা শুকের বচন ॥
পৃথিবী লইয়া দৈত্য পাতালেতে রয়।
প্রচণ্ড ক্লন্তের সম নাহি মৃত্যুভ্য় ॥
মমু মূপে শুনি ধরা করিতে উদ্ধার।
মনে করি বান হরি দৈত্যের শাগার॥

একেত বরাহ বেশ ভীষণ চরণ। হ্রমেরুর শৃঙ্গ সম উদয় দশন॥ হেথায় নারদ খাষি শ্রেষ্ঠ তপোধন। ঘটিছে পৃথিবী লাগি দেখি বিভূষন॥ বীণাযন্ত্র হস্তে করি মুখে হরিনাম। নির্ভয়ে গেলেন সেই হিরণ্যাফ্র ধাম॥ ঋষিরে হেরিয়া দৈত্য করিলেক মান। নানামতে গর্বভরে করে সমাধান॥ আপনার বীর্য্যকথা ঋষিরে কহিল। ত্রিলোক বিজয় দর্প ক্রমেতে বর্ণিল॥ দৈত্য দৰ্প শুনি ঋষি কছিলেন বাণী। শুন দৈত্য মম কথা যদি চাও প্রাণী॥ ভুবনের হিত লাগি মম অবতার। প্রতি গ্রহে যাই আমি করিতে নিস্তার ভূমি মম পিড় প্রিয় আদিলাম তাই। সম্পর্কেতে পিতা তব হয় মম ভাই॥ অতএব আমি তব মাননীয় হই। তব হিত কথা এক স্থির হও কই॥ অতি সাধুপনা করি লভিয়াছ বর। তাই পুণ্যবলে নাই দেখ যম ঘর॥ দেবতা গন্ধর্ব আদি করি পরাজয়। ত্রিলোক মাঝেতে যম কেহ তব নয়॥ ভাল তব বীৰ্য্য পুল্ল ভাল সব হয়। রদাতল ধরা রাখা অদন্তবময়॥ ধরাতে জন্মায়ে জীব বিষ্ণুলীলা তরে। সে ধরারে লোপ কর কেমন বিচারে॥ জ্ঞানী হও তুমি ওহে মহাবীর্য্যবান। প্রাণ দিয়া সেবা কর সেই ভগবান॥ ভগবানে মন দিলে বাঁৰ্য্য বুদ্ধি হয়। স্বৰ্গ মৰ্ক্তারসাতল হয় চিরজয়॥ ভাল যদি চাও পুত্র ফিরাও ধরণী। একমনে জনার্দ্ধনে কর শিরোমণি॥ ব্রহ্ম বরে যত বীর্য্য ধর দৈত্যবর। পাবে ভুমি তিন গুণ পেলে বিষ্ণু বর॥

किरत मां अध्याति एक क्रमार्कन। ত্রিলোক অতীতলোক পাবে এইকণ॥ অক্সায় আচার তব হেরি নারায়ণ। নাহি মর্ত্ত্যে ধরা হেরি হ'য়ে ক্রন্থমন॥ নাশিতে তোমারে হন বরাহ আকার। অচিরাৎ আসিবেন তোমার আগার॥ যার বলে ব্রহ্মা বলী জগতের পতি। যুঝিবে তোমার সহ সেই মহামতি॥ তাঁরে তব হিংসা করি নাহিক নিস্তার। অবশ্য হারিবে যুদ্ধে করি হাহাকার॥ তাই বলি শুন মম এই স্থবচন। ফিরে দিয়া ধরা ধর বিষ্ণুর চরণ॥ অবশ্য রহিবে মান রবে তব প্রাণ। অহিংদা তাহার ধর্ম অতি ক্ষমাবান॥ এতেক বচন শুনি দৈতা মহামতি। রোষভরে কহিলেন নারদের প্রতি॥ ক্ষীণ বুদ্ধি ঋষি ভুমি কোথা তব বল। তাই তুমি সে বিষ্ণুরে কহ মহাবল॥ ত্রিলোক বিজয়ী আমি মহা বীর্য্যবল। ভ্রাতা সম সর্বেবজ্ঞের ধরি মহাবল॥ ছুই ভাই স্বর্গভূমি করি অধিকার। কল্য লব বিষ্ণুলোক মৃক্তির আগার॥ কেবা বিষ্ণু কোথা থাকে দেবতা সবার। কোথা ছিল যবে জিনি দেবের আগার॥ মান্য তুমি তাই এত কহিনু বচন। দূর হও যদি চাও হরির চরণ॥ কি বল কি বল ঋষি বুঝিতে না পারি। স্বৰ্গ মৰ্ক্তা পাতালেতে মোরা অধিকারী ॥ কোথা থাকে সেই বিষ্ণু কোথা তার ঘর। কেমনে হইল সেই সর্ব্ব অধীশ্বর॥ ইন্দ্র চন্দ্র পবনের। করিল সমর। ত্রিলোকেতে কভু বিষ্ণু না হয় গোচর॥ নাম রাখি যেই জন গোপনেতে রয়। সেই জন সর্ব্বাধিপ বেদমাঝে কয়॥

দেখিব বিষ্ণুর আমি বরাহ আকার। পশু সম খেদাইব আসিলে আগার॥ এত বলি দৈতাবর নিস্তব্ধ হইল। বিষ্ণু নিন্দা শুনি ঋষি প্রস্থান করিল। হেথা হরি পৃথিবীকে করিতে উদ্ধার। জলপুরী ভেদী যান দৈত্যের আগার॥ অদূরেতে দেখি হরি যথা রসাতল। অপবিত্র স্থান সেই হীন কর্মাফল॥ নাহি তথা দেয় সূর্য্য আপনি কিরণ। নাহি চন্দ্র দেখা দেন করিতে শোভন॥ পূতিগন্ধময় দেশ হুঃখের আগার। রিপুগণ নাচে গায় করয়ে চীৎকার॥ হেথায় ধরণী সতী হ'য়ে ফুঃথমতি। বিষণ্ণ বদনে রন বিষ্ণু পদে রতি॥ দৈত্য আসি ঘেরে রয় করে হুহুঙ্কার। ভয়ে বিষ্ণু বলি সতী করে হাহাকার॥ শরতের চাঁদ যেন মেঘে ঢাকা রয়। ক্ষণেক বরিষে জল ক্ষণে শোভাময়॥ তেমতি ছুঃখিনী ধরা বিষণ্ণ বদনে। কভু কাঁদে কভু শান্ত হয় নিজ মনে॥ হরিণা ধরিয়া রাখি যথা পশুরাজ। ভীষণ চীৎকার করে ভয়ানক সাজ। তেমতি ধরাকে পেয়ে হিরণ্যাক্ষ বীর। ভীষণ তাড়না করি করিল অস্থির॥ ধরা হেরি হরি তবে বরাহ আকার। ধাইয়া চলেন তাঁরে করিতে উদ্ধার॥ মদমত্ত হিরণ্যাক্ষ গর্বেব না দেখিল। গোপনেতে গিয়া হরি ধরা হরে নিল। দক্তের উপর ধরি বিশাল ধরণী। উর্দ্ধেতে তোলেন হরি বলেতে আপনি॥ স্থির সৌদামিনী যেন স্থমেরুর 'পরে। হেন শোভা হয় সেই দন্তের উপরে॥ চমকিত হয় তবে সেই দৈত্যবর। যন্ত্রে ধরা উর্জে রয় দক্তের উপর॥

মহাগর্কে দৈত্যবর ধাইয়া আসিল। পশুর আকার হেরি অগ্রেতে ভর্ৎ দিল।। একে জলময় দেশ সর্বব অগোচর। হেন বনবাদী পশু একি চমৎকার॥ পশু হয়ে হরে ধরা মহাদর্প হেরি। অসাধ্য যে এই কাজ না পাই বিচারি॥ মনে মনে হেন তর্ক করি দৈত্যপতি। কহিতে থাকেন তাঁরে যথা নিজমতি॥ অজ্ঞ তুমি নাহি জান ইহার বিধান। ব্রহ্মা দেন এই ধরা আমাদের দান॥ আসাদের বস্তু ইহা তুমি কেন লও। ভাল যদি চাও তবে ফিরাইয়া দাও॥ স্থরাধম তুমি হও জানি সবিশেষ। মায়াবলে ধরিয়াছ শুকরের বেশ। থাকিতে জীবন আমি সম্মুখে তোমার। কোনমতে পশুরূপে নাহিক নিস্তার॥ সম্মুখে না কর রণ মারাবল ধর। অলক্ষ্যে অস্তরগণে সমরেতে মার॥ তাই বুঝি ধরিয়াছ বরাহ আকার। মম হাতে আজি তব নাহিক নিস্তার॥ মায়াবলে নাশ মোর আত্মীয় স্বজন। ভ্রাতা পুত্র লাগি সবে করিছে রোদন॥ তোর জন্ম মনঃপীড়া সকলেতে পায়। তোরে মারি ঘুচাইব সবার ব্যথায়॥ পদাবাতে চূর্ণ তব মস্তক করিব। তব নাশে যজ্ঞ পূজা সকলি হরিব॥ এতেক ভর্থ সিয়া তবে দৈত্য ক্রুরমতি। করেতে করিয়া গদা ধার শীঘ্রগতি॥ ক্রোধেতে নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়। ক্রোধ বাক্য কহিবারে অতিশয় দড়॥ ভীষণ তোমর হাতে করি উত্তোলন। বরাহ অঙ্গেতে দৈত্য করে প্রহারণ॥ রণবেশ হেরি ধরা ভয়ে কম্পমান। হেরি হরি ধরণীর বিষধ বয়ান।

সমরের আশা ত্যজি করেন গমন। দক্তেতে করিয়া ধরা হুদুত ধারণ॥ অঙ্গে বাহিরায় কত রুধিরের ধার। সমুদ্রে মিশিল নদা রুধির আকার॥ ধরারে সভীতা হেরি নাহি করি রণ। দত্তে ধরি ধরা হন জলে নিমগন॥ দৈত্য ধায় ক্রোধভরে পশ্চাতে তাঁহার। ত্যাগ করে চোকা চোকা নানা অস্ত্র ভার॥ কিছুতেই ব্যথিত নন সেই নারায়ণ। সমুদ্র উপরে ধরা করেন স্থাপন। বীর্য্য হেরি হিরণ্যাক্ষে লাগে চমংকার। বিধাতা করেন স্তব বিবিধ প্রকার॥ সর্বব জীবাধার ধরা সাগর উপরে। ভাসিতে লাগিল সেই মহামায়া-ভরে॥ আধার শক্তি দিয়ে সেই ভগবান। সমুদ্র উপরি ধরা করেন স্থাপন॥ ক্রোধে দৈত্য এড়ে অস্ত্র বিবিধ প্রকার। দেবগণ পুষ্পারৃষ্টি করে ভারে ভার ॥ ঋষিগণ স্তব করে বলি নারায়ণ। ধরা হৃদ্ধ হয় ধরি হরির চরণ॥ এতেক বলিয়া তবে মৈত্র ঋষিবর। হিরণ্যাক্ষ বধ কথা কন অতঃপর॥ শুকদেব মুখে শুনে পাণ্ডব রাজন। वज्ञारहत लीला कथा व्यान्हर्यं वर्गन ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত পৃথিবী উদ্ধার। যে শুনিবে যে শুনাবে পাইবে নিস্তার॥ ইতি পৃথিবী উদ্ধার স্মাপ্ত।

অথ হিরণ্যাক বণ।
মৈত্র কন শুন শুন বিতুর স্থার।
হিরণ্যাক বধ কথা করি মন স্থির।
পৃথিবী স্থাপিত করি জলের উপর।
হেরিলেন চারিদিকে অতি শোভাকর॥

পশ্চাতে হেরেন হরি ফিরায়ে নয়ন। ভীমগদ। হস্তে আসি দিতির নন্দন॥ ভীষণ ক্রোধেতে তাঁর জ্বলিছে নয়ন। প্রলয়ের বহিন যেন হয় প্রকাশন ॥ নিদাঘের রবি যেন জ্বলিয়া গগনে। জগতের জীবগণে দহিছে সঘনে॥ ছুই কর গিরিবর স্থমেরুর শির। উদয় ও অস্তাচল যেন সে রবির॥ তত্নপরি গদা ধনু সহিত ভূষণ। শোভে যেন শৃঙ্গোপরি সরলের বন॥ বহিছে সঘনে শ্বাস প্রালয় পবন। কুষ্ণবর্ণ রূপ তার ব্যাপ্ত ত্রিভুবন 🕨 দন্ত কড়মড় করি ঘুরায় নয়ন। কালমেঘে যেন উন্ধা হয় প্রকাশন॥ অঙ্গ আক্ষালন করি করে হুহুন্ধার। অকালেতে বজ্ঞাঘাত ভীষণ আকার॥ পশ্চাতে আন্তর্মা সেনা কে পারে গণিতে। কেহ কাট কেহ মার বলিছে গর্বেতে॥ শত শত আসে ঝাঁকে করি বীরপণা। বিষ্ণুরে বধিতে আসে নির্কোধ সে সেনা॥ ভীষণ রণের বেশ হেরি নারায়ণ। বরাহের রূপ ধ'রে আবিভূতি হন॥ বধিবারে হিরণ্যাক্ষে করি দুঢ়পণ। আরম্ভেন হুহুঙ্কারে স্থ ভীষণ রণ॥ গর্বভরে দৈত্যপতি গদ। হাতে করি। **धारेया आहेल यथा माँ**फारेया रुति ॥ বরাহ আকার দৈত্য পাইয়া সম্মুখে। অহঙ্কার করি গদা যারিলেক মুখে॥ মুখোপরি দন্ত ছিল পর্বতের সম। ভাঙ্গিল তাহার গদা দৈত্যে লাগে ভ্রম॥ অমর সমর দেখি বরাহ তথন। ক্রোধভরে রণাঙ্গনে হন অভিয়ান॥ नत्स न'रा এक शंमा थाইलেन हति। চমকিত দৈত্য সেনা পরাক্রম হেরি॥

দৈত্যোপরি গদা হরি করিলা ক্ষেপণ। অতি বলবান দৈত্য করিল দমন॥ হেনমতে স্থরাস্থরে ভীষণ সমর। ক্রমেতে হইল যেন অতীব প্রথর॥ আর যত অস্ত্র ছিল করিল প্রহার। হরি তাহে ক্ষুব্ধ হ'য়ে করেন বিহার॥ যত দৈত্য সেনা সব হারিয়া পলায়। প্রাণ-ভয়ে আর কেহ সমরে না যায়॥ অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি না যায় খণ্ডন। হিরণ্যাক্ষ রণে নাহি করে পলায়ন॥ দৈত্য-সহ হরি রণ করেন ভীষণ। মহাবীর স্থিরণাক্ষ করিল গর্জন। সহজে নারেন হরি বধিতে তাহারে। হিরণ্যাক্ষ নাহি পারে হরি বধিবারে॥ দৈত্য সেনা রণে ভঙ্গ দেখিয়ে পলায়। বরাহের দাঁতে কত জীবন হারায়॥ মাতা পিতা বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন। রক্তত্যোত কারে। অঙ্গে হয় প্রবাহন॥ কেহ ভগ্ন উরু হস্ত কেহ চক্ষু কত। কেহ আঘাতের ঘোরে হইয়াছে হত॥ একা হরি রূপে হয়ে বরাহ আকার। করেন অদ্ভুত রণ অতি চমংকার॥ ত্রিলোক কাঁপিল যুদ্ধে মত্ত নারায়ণ। আসিলেন প্রজাপতি হেরিবারে রণ॥ সঙ্গে তাঁর ঋষিগণ যত দেবগণ। হিরণ্যাক্ষ যাঁহাদের করিত পীড়ন॥ সমরেতে ক্লান্ত বীর দিতির সন্তান। পরাভব ভয়ে অতি ভীত ক্লোধমন॥ যুঝিছে হরির সহ বিচিত্র কৌশলে। কভু শেল শূল আদি কভু বাহুবলে। নারায়ণ সহ রণ হেরি প্রজাপতি। প্রণিম চরণে করে তবে মহাস্তুতি॥ তুমি দেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকলি তোমার। আছয়ে যতেক দেব স্বর্গের আগার॥

। সবারে করয়ে দৈত্য সর্ববদা পীড়ন। সকলের হৃথ ধন করয়ে হরণ॥ তপ করি হেন বীর্য্য করেছে ধারণ। তাই তুক্ত করি যুঝে সহ নারায়ণ॥ ত্রিলোকের পতি তুমি বরাহ মুরতি। বাল্যক্রীড়া সম রণ কর মহামতি॥ ফণী পুচ্ছ যবে ধরে বালক স্থজন। ফণা ধরি ফণী কত করে আস্ফালন॥ তেমতি দৈত্যের সহ কর তুমি রণ। নিমিষে দৈত্যেরে তুমি করহ দলন॥ আস্থরী বেলাতে যত অস্তরের দল। ধরে দৈত্যগণ সবে অতি মহাবল॥ সেই ঘোর বেলা যেন সমাগত প্রায়। শীস্র বধ কর তুন্টে ধরিয়ে উহায়॥ এইতো মধ্যাহ্ন যোগ সর্বব স্থসময়। এই কালে হোক নাথ দেবকুল জয়॥ নাশ হোক চুফ্ট দৈত্য শান্তির কারণ। পুলকে পুরুক ধরা আর ত্রিভূবন॥ পতঙ্গ দাপের তেজ হেরিয়া নয়নে। মুগ্ধ হ'য়ে নাশে দেব আপন জাবনে॥ তেমতি ভাষণ দৈত্য মৃত্যু করি আশ। তব সহ রণস্থলে হ'য়েছে প্রকাশ॥ এত শুনি নারায়ণ হ'লেন সম্বর। ক্রোধভরে দিতি-হ্রত ধরিল তোমর॥ গদা ও তোমর পেয়ে কশ্যপ সন্তান। ধাইয়া আইল নিতে বরাহের প্রাণ॥ বরাহ ধাইয়া করে স্থভীষণ রণ। যত অস্ত্র কাটিলেন দৈত্যের ক্ষেপণ॥ অস্ত্র কাটা গেল হরি দৈত্য চমৎকার। নান। মতে করে রণ স্বতীব চুর্ববার॥ হরি নিজ হস্ত বলে করিয়া ধারণ। চক্রাঘাতে সব অস্ত্র করেন ধারণ॥ তাহাতে হারিয়া দৈত্য লইল ত্রিশূল। রবিদম ভাতি তার বিপদ দঙ্কল ॥

ত্রিশূল লইয়া দৈত্য করিল প্রহার। সর্পের বিক্রম যথা গরুড়ে প্রচার॥ ত্রিশূল খণ্ডনে দৈত্য হ'য়ে ক্রোধমন। মল্লযুদ্ধ তরে আসি দাঁড়ায় তখন॥ তাহাতেও হারি দৈত্য ধরে নিজ মায়া। মায়াবলে ঢাকিল সে আপনার কায়া॥ কখন বহিল বায়ু কভু বরিষণ। কথন হইল ঘন মেঘের গর্জন॥ অস্থি বিষ্ঠা স্বেদ রক্ত বরিষয়ে ঘন। মায়া হেরি চমংকার হন নারায়ণ॥ মার মার কাট কাট করে রক্ষগণ। রাক্ষদের হুড়াহুড়ি অতীব ভীষণ॥ এ হেন বিপদ হেরি তবে নারায়ণ। বধিবারে দৈত্যবরে লন হুদর্শন ॥ অব্যর্থ সন্ধান হেরি কাঁপে দেবগণ। জননী দিতির প্রাণ কাঁপিলেক ঘন॥ কাপিল দক্ষিণ অঙ্গ দক্ষিণ নয়ন। রক্ত বাহিরিল আসি হ'তে যুগা স্তন॥ স্বামীর বারতা সতী করিল স্মরণ। পুত্র অমঙ্গল দিতি করিল চিন্তন ॥ হেথা স্থদর্শন করে যত মারা দূর। দৈত্য তত মায়া খেলে অতীব প্রচুর॥ অবশেষে মায়া নাশে না হেরি উপায়। প্রাণ ভয়ে দৈত্যবর গর্জে উভরায়॥ গর্জ্জিয়া গ্রাসিতে হরি করে আকিঞ্চন। মায়াবলে ক্রমে তায় করিল গমন॥ ইন্দ্র যথা রত্র বধ করেন কৌশলে। তেমতি বধিলা দৈতো নারায়ণ ছলে॥ দৈত্য কর্ণমূলে হরি করিল। প্রহার। ঘুরিয়া পড়িল দৈত্য করি হাহাকার॥ বাহিরিল ছুই আঁখি চুর্ণ পদ কর। ভীষণ গর্জ্জনে বিশ্ব কাঁপে থর থর ॥ হত বল হ'য়ে দৈত্য ভূতলেতে পড়ে। রামরম্ভা ভাঙ্গে যথা বৈশাথের ঝড়ে॥

দৈত্যেরে বিনাশ করি তবে নারায়ণ। ত্যজ্ঞিলেন রণ সজ্জা তুষ্ট দেবগণ॥ ঋষিদের সহ আসি তবে প্রজাপতি। করিলেন স্তবে ভৃষ্ট গোলোকের পতি॥ হিরণ্যাক্ষ প্রশংসিল সবে বিধিমতে। হরির হস্তেতে মৃত্যু হইল যেমতে॥ যাঁর নামে মুক্তি পায় মহাপাপীজন। সমরে নাশিল দৈত্যে সেই নারায়ণ॥ মুক্তি তার সম্মুখেতে করি আগমন। দৈত্যপতি ল'য়ে করে বৈকুপে গমন॥ পুষ্পর্নষ্টি করিলেন যত দেবগণ। নিজমূর্ত্তি ধরিলেন তবে নারায়ণ॥ চারিদিকে ত্রহ্মা আদি ঋষি দেবচয়। সম্মুখে নিহত দৈত্য ধরা 'পরি রয়॥ হেন স্থানে নিজমূর্ত্তি ধরি নারায়ণ। বৈকুণ্ঠপুরীতে হরি করেন গমন॥ এত কহি মৈত্র তবে বিদ্বরের প্রতি। নিস্তব্ধ হইয়া রন তবে মহামতি॥ হরি প্রেমে সকাতরে বিহুর অন্তর। কাঁদিলেন প্রেমভরে আনন্দ অপার॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। শুনিলে সাযুজ্য লাভ পাইবে নিস্তার॥ ইতি হিরণ্যাক বধ সমাপ্ত।

অথ গোক সৃষ্টি বর্ণন।

হিরণ্যাক্ষ বধ কথা করিয়া শ্রবণ।
শৌনক কহেন সূতে আনন্দিত মন॥
কহ সূত কহ কিবা অপূর্ব্ব সংবাদ।
শুনিলে মিটিবে যাহে মনের বিষাদ॥
পৃথিবী পাইয়া মন্তু হরিষ অন্তরে।
প্রজা সৃষ্টি মন স্থাপ কত তাহে করে॥

আর এক কথা সূত স্থাই তোমায়। হরিষেষী হেরি জ্যেষ্ঠে যেই ত্যজি যায়। ছৈপায়নে জন্ম যার হরিপরারণ। বিশুদ্ধ অন্তরে করে তীর্থ পর্য্যটন॥ সেইজন মৈত্র পেয়ে কুশাবর্ত্ত পরে। জিজ্ঞাদেন হরিকথা কহ অতঃপরে॥ বিত্বর মৈত্রেয় উত্তে হরি পরায়ণ,। শুনিলে তাদের কথা পাপ বিমোচন॥ অতএব কহ সূত আনন্দের ভরে। মৈত্রেয় বিত্বর বাণী মোদের গোচরে॥ এত শুনি সূত তবে কহেন হরগে। নৈমিষ অয়ন শুন হরি প্রেমর্সে॥ যে প্রশ্ন করিল। ঋষি মন্ত্র বিবরণ। বিত্বর জিজ্ঞাসে তাহা মৈত্রের সদন॥ সে কথা কহিব তবে শুন ঋষিগণ। ক্লপবিত্র হয় সেই মৈত্রেয় বচন ॥ পৃথিবী উদ্ধার আর হিরণ্যাক্ষ নাশ। বিহুর প্রত্যেকে শুনে হরির আভাস॥ মৈত্রের কহেন তবে আনন্দের ভরে। কহ ঋষি অতঃপর যাহা হয় পরে॥ কি না জান তুমি ঋষি সর্বব্য গুজন। প্রজাপতি কৃজি ব্রহ্মা কি করে কৃজন ॥ মরী। চি প্রভৃতি বত ঋষি প্রজাপতি। স্বায়ম্ভব নামে মন্ত্র সকলের পতি॥ কেমনেতে ইহাদের করেন স্জন। সেই কথা কহ ঋষি শুনিবারে মন॥ এত শুনি মৈত্র তবে কছেন ভারতে। শুন বাছা যাহা পারি কহিব সেমতে॥ জীবের অদৃষ্ট যাহা দৈব নাম ধরে। প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ সে পরে॥ তাহাতে মিলিত কাল ঈশবে বিলীন। প্রধানেতে দেয় কোভ সৃষ্টি সমীচিন॥ প্রধানে ত্রিগুণ সত্ত্বজে। তমো রয়। পূৰ্ব্ব তিন মিলনৈতে মহন্তত্ত্ব হয়॥

রজোগুণ প্রধানেতে মহন্তব্ব হ'লে। জীবের অদৃষ্টক্রমে তাহাতে মিলিলে॥ অহং তত্ত্ব নামে তাহা ত্ৰিলিঙ্গত্ব পায়। তাহাতেই জীব ভ্ৰমি সৰ্ব্ব প্ৰকাশয়॥ শুন বিজ্ঞ ত্রিলিক্সের করিয়া বিচার। আকাশাদি পঞ্ভূত একলিঙ্গ তার॥ শব্দাদি তন্মাত্রা হয় ত্রিলিঙ্গ নিশ্চয়। দেবসহ ইন্দ্রিয়েতে তিন পূর্ণ হয়॥ তিন এক রূপে থাকে কর্ম্মপর নয়। হৈন অন্তরূপে দৈব সবে প্রকাশয়॥ প্রলয়ের জলোপরে সেই অগু ভাসে। জীবশৃষ্য পদার্থ সে সর্বত্র প্রকাশে॥ তদন্তে ঈশ্বর তাহে করি প্রবেশন। সহস্র বর্ষ স্তথে করেন যাপন। সর্ব্ব জীবা শ্রয় স্থান করিতে প্রকাশ। ঈশ্বর নাভিতে হয় পদোর বিকাশ। লোক পদ্ম তারে কহে ত্রিভূবনময়। প্রযোনি তছুপরি আবিভূতি হয়॥ প্রারম্ভ জীবের বুঝি সেই পদ্মাসন। করেন সকল সৃষ্টি আপন স্বজন॥ আপনার ছায়া হেরি অগ্রে পদ্মাসন। পঞ্চপৰ্ববা অবিদ্যায় করেন স্করন॥ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তিন স্থনিশ্চর। তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র এই পঞ্চয়॥ তমো হৈতে আগু দেহ করেন স্থজন। রাত্রি নামে খ্যাত তাহা কহে জ্ঞানীজন॥ ক্ষুধা ভৃষ্ণাযুক্ত তাহা অতি তমোময়। যক্ষ রাক্ষসেতে অতি আনন্দিত হয়॥ রাত্রিরে পাইয়া যক্ষ রক্ষবোনিময়। ক্ষুধায় ভৃষণায় অতি ব্যাকুলিত হয়॥ ব্যাকুল হইয়া মনে উশ্বত্ত অন্তরে। ব্রক্ষারেই ভক্ষিবারে পরে আশা করে॥ বিপদ হেরিয়া ব্রহ্মা ফাঁপরে পডিল। কতমত তাহাদের স্থান্ত করিল।

6\$\$

হইতে ব্রহ্মার প্রভা বিতার প্রকাশ। মহাশক্তি জ্ঞানময় সর্বত্র আভাস॥ তাহাতেই স্বন্ধ হন যত দেবগণ। দিবাই তাহার নাম কহে জ্ঞানীজন॥ জ্বন হইতে ব্রহ্মা সজেন অস্তর। কামাশক্ত হয় তারা মৈথুনে প্রচুর॥ অহুর হইলে স্ফ অতি কামময়। মৈথুনের লাগি ত্রক্ষে ধরিবারে ধায়॥ ভীমণ বিপদ হেরি কমল আসন। শ্রীহরি সমীপে ত্বরা করেন গগন॥ কর যুড়ি হরি পাশে কহেন বচন। রক্ষা কর হরি মেরে বিপদ ভঞ্জন। স্জিলাম প্রজা প্রান্থ তোমার আজায়। পাপময় প্রজা জন্মি বিনাশে আমায়॥ অতি কামাতুর হয়ে মৈথুন প্রয়াসে। উপায় না হেরি মোরে আক্রমিতে আদে কর দয়া প্রভু মোরে রাখিতে আমার। দাও আনি সেই বস্তু যাহা সবে চায়॥ কামপূর্ণ হয় যাহে এমন শরীর। না হয় করহ প্রভু আপনিই স্থির॥ হেন কথা শুনি তবে শ্রীমধুসূদন। কহিলেন এক নারী করহ স্ঞ্জন॥ গঠিলেন ব্রহ্মা এক নারী স্থগঠনে। কামোন্মতা স্থচঞ্চল উভয় লোচনে॥ চুনু চুলু আঁখি যার কটাক্ষ ক্ষেপণ। সূক্ষ্ম কটী নিতম্বেতে কাঞ্চী স্থগোভন॥ উন্নত যুগল স্তন চরণ স্থন্দর। মুকুতা জিনিয়া দস্ত বাক্য মনোহর॥ নীল মেঘ সম শোভা সে অঙ্গের জ্যোতি। অস্থরে নেহারি রূপ উঠিলেক মাতি॥ সন্ধ্যা তার নাগ হয় সর্বব মনোহর। অহর হইল মুগ্ধ কম্পিত অন্তর॥ কেহ বলে হে স্থন্দরী! কিবা পরিচয়। কার নারী কিবা আশা কহত নিশ্চয়॥

কেহ বলে কেন তুমি হেথায় ললনে। রূপেতে দহিছে সব কামের পীড়নে॥ আর জন বলে ধস্যা তুরিহে রূপদী। সকলের চিত্ত হরি ক্র্রীড়া কর বসি॥ এইরূপে মুগ্ধ ভাবে কহিয়া বচন। নারীভাবে অন্তরেরা করিল গ্রহণ॥ তাহাতে হইল মুগ্ধ অস্ত্রের দল। সন্ধ্যার লোভেতে ভুলি হয় হত বল॥ সৌন্দর্য্য হইতে ব্রহ্মা করেন স্ক্রন। যতেক গন্ধর্বব আর অপ্সরারগণ॥ কান্তি হ'তে স্হজিলেন জ্যোৎস্না যারে কয়। নারীরূপে গন্ধর্কেরা তাহারেই পায়॥ ব্রহ্মার আলস্থ হ'তে হইল স্কন। উলঙ্গ সে পিশাচাদি আর ভূতগণ॥ ভাষণ সূতেরে হেরি তবে পন্মাসন। ভীতমনে করিলেন নেত্র নিমালন ॥ হেনকালে সেইরূপ ব্রহ্মাতে হইল। জৃষ্ডনা নামেতে নারী তাহে প্রকাশিল॥ জুম্ভনাকে পিণাচাদি করিল গ্রহণ। জৃম্ভনাথ সহ মিলি যত ভূতগণ॥ ইন্দ্রিয় বিক্লেদ হ'লে অবদাদ হয়। তাই তে জগতে তারে সবে নিদ্রা কয়॥ ইন্দ্রির বিক্লেদ হেতু উচ্ছিষ্ট শরীর। ভ্রান্তি ও সত্ততা তায় কহে যত বার॥ নিদ্রা, জৃম্ভা, ভ্রান্তি ও মন্ততা এই চারি। ভূত ও পিশাচগণ লইল বিচারি॥ সমধিক বলে হরি তবে পন্মাসন। অদৃশ্য রূপেতে প্রজা করেন স্থজন॥ সেইরূপে নারী।গণ আর পিতৃগণ। একে একে ব্রহ্ম। তবে করেন সূজন॥ দানের কারণ হয় নিমিত্ত শরীর। অদৃশ্য থাকেন আর সাধ্য পিতৃ ধীর॥ হেতু ভূত দেহ সাধ্য আর পিতৃগণ। করিলেন ব্রহ্মার সে অদৃষ্টে গ্রহণ॥

যাঁর আছে ধর্মজ্ঞান সেই পূজে সবে। হব্য কব্য দিয়া যছে আদ্ধাদি বৈভবে॥ পুনশ্চ অদৃশ্য ব্রহ্মা করেন হজন। যত বিত্যাধর আর যত সিদ্ধগণ॥ অন্তৰ্জান নামে দেহ করেন প্রদান। তাহে তুষ্ট হ'য়ে সবে হয় তিরোধান॥ প্রতিবিম্ব মধ্যে দিয়া আত্মা আপনার। কিন্নর ও কিংপুরুষ করেন প্রচার॥ স্ফ হ'য়ে তবে সেই কিন্নরের দল। গ্রহণ করিল বিম্ব ত্রহ্মার সকল।। প্রাতে হরিলীলা হেরি হরষ অন্তরে। গাহিয়া বেড়ায় সবে আনন্দের ভরে॥ এত স্থষ্টি করি ব্রহ্মা হ'য়ে প্রদারণ। পদাদি সকল ব্যাপি করেন শরন॥ যেমতে হ'ইল স্মষ্টি রহিল তেমন। কোনমতে কোন স্বস্তু না হয় বৰ্দ্ধন॥ স্ঞুষ্টি নাহি বৃদ্ধি হেরি কমল আসন। একান্তে বসিয়া করে ভীষণ চিন্তন ॥ ভোগযুক্ত দেহ তাহে হইল স্থন। ক্রোধনাম হয় তার রিপুর কারণ॥ ক্রোধরূপী দেহ হ'তে ক্লেদ হ'লো চ্যুত। তাহাতে জন্মিন সৰ্প অতাব অন্তত॥ এই দর্প অতি ক্রুর নানা নাম ধরে। সর্প নাম পদাদির আকুঞ্চন তরে॥ খনমতি বলি ক্রুর কহে তাহে সবে। অতি বেগ হেতু নাগ নাম তার ভবে॥ ভোগথুক্ত বলি তারে সবে ভোগী কয়। विन्हीर्ग कक्षत्र भिट्रत कन। यदव इय ॥ হেনমতে নানা স্বস্টি করি পন্মাদন। কুতকার্য্য আপনারে করেন মনন॥ মন হতে লোকাতাত মনুর সঞ্জন। তাহে ব্ৰহ্মা নিজ দেহ করেন অর্পণ। ত্রকা দেহ হয় মতু পুরুষ আকার। দেবগণ ইহা দেখি মানে চমৎকার ॥

পুরুষ হইলে স্বষ্টি ক্রিয়া হবে ভবে। হবি পাব সকলেতে যজ্ঞের বৈভবে॥ স্থ জিয়া প্রথমে মন্তু কমল-আসন। তপ বিদ্যা সমাধিতে হন নিমগন॥ তপোবলে করি ব্রহ্মা আপনার মত। স্থজিলেন সপ্ত ঋষি বিজ্ঞান মণ্ডিত॥ যোগ আদি সপ্ত অঙ্গ ছিল আপনার। দিলেন ঋষিরে ব্রহ্মা করিতে আকার॥ এইরূপে জগতের হইল প্রকাশ। শুনহ বিচুর বৎস বেদের আভাস॥ সূত মুখে এত শুনি শৌনক হুজন। হরি প্রতি আপনার সার করে মন॥ এক মনে যেই শুনে স্ঞু বিবরণ। সহজে বিনাশ তার হয় পাপগণ॥ উপেক্স রচিল গীত এই ভাগবত। আস্বাদন কর সাধু নিজ সাধ্যমত॥ ইতি লোক স্মষ্ট বৰ্ণনা সমাপ্ত।

অথ প্রজ্ঞাপতি কর্দনের প্রতি বিজ্র বর দান।
সূত করে শৌনকেরে শুনহ স্ক্রজন।
অপূর্ব্ধ শুকের বাণী মৃক্তি পরায়ণ ॥
কহিছেন শুক আগে পাণ্ডু নরবর।
মৈত্রের বিত্রর বাণী অতি জ্ঞানকর ॥
দেই কথা শুন দবে হয়ে একমন।
শুনিরা পাইবে জ্ঞান তাহে মুক্তিখন॥
পূর্বকথা শুনি তবে ক্রেন বিত্রর।
শুনিলাম ঋষিবর স্প্তির প্রচুর॥
আর এক কথা ঋষি জিজ্ঞাদি তোমায়।
যেগতে প্রজার বৃদ্ধি কহু মহাশয়॥
মৈথুনেতে প্রজার দ্ধি নহস্তরে হয়।
দেই মমুবংশ কথা যেমতে রচয়॥
কহু কহু দেই বাণী জ্ঞানী ভগবান।
শুনিলে স্প্রির হবে এ তাপিত প্রাণ॥

স্বায়ন্ত্রব নামে মন্ত্র শুনেছি প্রবণে। সপ্তবীপা বস্তু রক্ষা করে নিজগুণে॥ প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ চুইটি তনয়। দেবছুতি নামে কন্সা যার ক্রমে হয়॥ যেমতে করিল রাজ্য পুত্র চুইজন। কর একে একে ঋষি সে কথা বর্ণন॥ প্রজাপতি কর্দমেরে করে কন্সাদান। আগে কহ সেই কথা মোরে ভগবান॥ অতি যোগী সে কৰ্দ্দম লইয়া কামিনী। কতবিধ পুত্ৰ কন্সা উৎপাদেন মুনি॥ দক্ষ, রুচি নামে আর ত্রহ্মাপুত্র রয়। মানবী কামিনী তারা লন মহাশয়॥ কামিনী লইয়া ভূত স্থাজন কিমতে। কহ ঋষি সে সংবাদ হরষিত চিতে॥ এই কথা শুনি মৈত্র হৃষ্ট হয়ে মনে। আরম্ভেন পূর্ব্বকথা মিষ্ট সম্ভাষণে॥ শুনহ বিহুর আগে কর্দ্ধমের কথা। শুনিলে ঘুচিবে তব সংশয় সর্ববথা॥ আগেতে বলেছি বাছা করহ স্মরণ। পুত্রগণে চতুর্দ্মুখ কছে যে বচন॥ কৰ্দমাদি পুত্ৰে ডাকি কমল-লোচন। কহিলেন সবে কর প্রজার স্তজন॥ ব্ৰহ্মামুখে হেন বাণী কৰ্দম শুনিয়া। সরস্বতী তীরে যান সম্বরে ধাইয়া॥ কামনা করিয়া মনে প্রজার কারণ। অযুত বৎসর তপ করে তপোধন॥ ক্রমে তপস্থাতে তার ভক্তি হ'লে স্থির। বরদাতা হরিলাভ করিলেন ধীর॥ তপস্থা সংযোগে হরি লাভ করি মূনি। আনন্দে উন্মন্ত হন ব্রহ্মপদ শুনি॥ সেইকালে সত্যবুগ হইল উদয়। প্রদন্ন হ'লেন তারে হরি দে দময়॥ শব্দ, বেদ, ব্রহ্ম মূর্ত্তি করিয়া ধারণ। যান হরি মুনি পাশ দিতে দরশন॥

মুনির স্মীপে হরি হইয়া প্রকাশ। দেখালেন আপনার বিচিত্র আভা**গ**॥ কিবা তেজোময় তন্তু যেমত তপন। খেতোৎপল পদ্মনালা কণ্ঠেতে শোভন॥ কুঞ্চিত কুন্তল ঘোর বদনের পাশে। নবঘন যেন-ধীর শশী হুধা আশে॥ মস্তকে কিরীট শোভে নবরত্বময়। কর্ণেতে কুগুল হস্তে শব্ধ চতুষ্টয়॥ কটাক্ষে জীবে হাসি কৌস্তুভ প্রচার। বক্ষেতে সম্পদ লক্ষ্মী কিবা শোভাগার॥ উভয় চরণযুগ গরুড় উপর। হেনরূপে সে কর্দ্দম করেন গোচর॥ হরিরে নেহারে মনে কর্দ্দম ফুজন। করযোড়ে করে স্তব স্থমিষ্ট বচন॥ প্রশমিসু নারায়ণ চরণে তোমার। কে পারে বণিতে তব গুণের আধার॥ জন্ম জন্ম যোগীগণ যে চরণ আশে। মহাযোগে তপস্থাতে শরীর বিনাশে॥ যে চরণ কুপাভরে আসি নারায়ণ। দেখালেন স্বয়ং হরি পবিত্র বদন॥ পাপী যদি ও চরণ করিয়া সেবন। কর্মফলে করে যদি নরক দর্শন॥ নরকান্তে হয় তার লাভ যুগাপন। কল্পবৃক্ষ ভূমি হরি বিপদ সম্পদ। এমন যে কলিচক্র ব্রহ্মরূপ রথে। সংবংসর চক্র ফেরে সদা নিজপথে॥ অবাধে করিছে সর্ব্ব আয়ুর হরণ। তব ভক্তজন আয়ু না করে গ্রহণ॥ তব সম ধন হরি কোথাঃ আছয়। অমূল্য রতন তুমি সব বিশ্বময়॥ তোমাঙে হইলৈ জ্ঞান কৰ্ম হয় দুর। জন্ম মৃত্যু আর নহে জীবের প্রচুর॥ যেইজন ভক্তিভাবে উপাসে চরণ। পূর্ণ করে আশা তার হরি সেইক্ষণ॥

ছরাশা ক'রেছি এক হরি নিজ মনে। সেই হেন্তু ময় আছি এই তপাদনে॥ পিতা আজ্ঞা দিলা দেব আমার উপর। প্রজা স্থষ্টি কর পুত্র হ'য়ে ক্রিয়াপর॥ ভাৰ্য্য। বিনা কিসে প্ৰজা হইবে স্কলন। সেই হেতু করিয়াছি পরিণয়ে মন॥ ধর্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ যে হয়। হেন গুণ যে নারীতে আছে সমুদয়॥ তাহারে করিব বিভা করিয়াছি মন। সেই বর দাও প্রভু এই আকিঞ্চন॥ তপস্থায় যেই হেরে তোমার চরণ। অলভ্য সংসারে তার কিবা নারায়ণ॥ পূরাও কামন। মম নারী কর দান। পিতৃ আজ্ঞা রক্ষা হোক্ এই অনুমান॥ এ হেন কামনা করি করি নমস্কার। পূর্ণ কর মম আশা সর্ববিশ্বাধার॥ এতেক শুনিয়া তবে প্রভু নারায়ণ। কহিলেন হাসি হাসি চাহি তপোধন॥ যে জন করিলে তপ লভিতে আমায়। পূর্ণ হবে মনস্কাম কহিন্ত তোমায়॥ এক মনে যেইজন মোরে পূজা করে। নিক্ষল কামনা তার না হয় সংসারে॥ প্রজাগণ অধিপতি মম পরায়।। ব্রহ্মবর্ত্ত রাজধানী সে মতু রাজন॥ সপ্তদ্বীপা বহুমতী করেন শাসন। তার এক কন্সা আছে অতি হুশোভন॥ তিন গুণে গুণবতী বয়দে সুবতী। উপযুক্ত পাত্রে পিত। দিবেন সন্ততি॥ শতরূপ। নামে হয় মহিবী তাঁহার। রূপে অনুপমা তুলনা নাহিক তার॥ পরশ্ব যে রাণী সহ হেথায় রাজন। কক্সা সহ তাঁর ঋষি হবে আগমন॥ দেবছুতি নামে কম্মা সর্বব গুণবতী। দেখিয়া তোমায় তাঁর উপযুক্ত পতি॥

অচিরাৎ সেই কন্স। করিয়া অর্পণ। কুতার্থ <del>হ</del>ইবে রাজা সত্য বিবরণ ॥ নয়টি সম্ভান হবে তোমার ঔরসে। সপ্রর্ধি করিবে বিভা তাদের হর্ষে॥ করিয়া সম্যাস ত্যাগ গৃহে হও রতি। কৰ্ম্মফল মোরে ঋষি দিবে দিন রাতি॥ অবশেষে তুমি আমি সহিত জগং। এই তিন হয় এক ভাবিবে এমত॥ এমনে হইলে শুদ্ধ তোমার অন্তর। তব পত্নী গর্ভে আমি লব জন্মান্তর॥ অংশেতে জন্মিয়া হব তোমার সন্তান। তত্ত্ব শাস্ত্র এ জগতে করিব বিধান॥ হেন আজ্ঞা করি হরি গেলেন স্বন্থানে। স্থির নেত্রে ঋষি রন চাহি প্থপানে॥ সরস্বতী নদী তীরে বিষ্ণু সরোবর। প্রজাপতি হরি তথা হয়েন গোচর॥ ঈশ্বর গমন পরে সেই প্রজাপতি। নারী লাগি উৎক্ষিত হইলেন অতি॥ হরির আজ্ঞায় তবে চুই দিন রয়। যে দিন আসিবে রাজা মত্র মহাশর॥ এতেক কহিল। যদি মৈত্রেয় স্তমতি। শুনিয়। বিহুর হন হর্বিত অতি॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। শুনিলে পাণীর নষ্ট হয় পাপ ভার॥ ইতি প্রজাপতি কর্দমের প্রতি বিফুর বরদান সমাপ্ত।

অগ কর্দমের সহিত দেবহুতির বিবাহ।
মৈত্র কন সন্থোধিয়া বিত্রের প্রতি।
কর্দ্দমের বিভা কথা শুন মহামতি॥
হ'লে। ক্রমে ক্রমে চুইদিন অবদান।
পৃথিবী ভ্রমিতে মকু করেন প্রস্থান॥
শতরূপা সঙ্গে তাঁর কন্তা দেবহুতি।
অ্বর্ণ রখেতে চাপি উর্ক্রায়ু গতি॥

ক্রমে উপনীত রাজা সরস্বতী তীর। পুণ্যস্রোত সঙ্গে যার বহে সদা নীর॥ তথা হ'তে যান রাজা বিন্দু সরোবর। কৰ্দ্দম আশ্ৰম যথা অতি মনোহর॥ শুনহ বিতুর এক বাণী মনোহর। যেমতে হইল নাম বিন্দু সরোবর॥ অযুত বর্ষ তপে কর্দ্দম স্কুদ্দন। হরি লাগি ক'রেছিল কন্ট উপার্জন॥ তপস্যায় পরিভুফ্ট হয়ে দয়াময়। আসিলেন হৃষ্ট মনে ঋষির আলয়॥ কর্দ্দমের তপ হেরি হন চমৎকার। কত কম্ট তাঁর জন্ম করে ব্যবহার॥ তপোবলে ভীম-ভক্তি করি দরশন। অন্তরে ব্যথিত হ'য়ে নিজে নারায়ণ॥ স্নেহেতে আকুল হন চক্ষে বহে নীর। সেই নীরে সরোবর ক্রমে বহে ধীর॥ হরির নয়ন বিন্দু পতন কারণ। বিন্দু সংগ্রবর নাম কছে মহাজন॥ সরস্বর্তা এক অংশে সেই সরোবর। অমৃত তাহার জল স্বার গোচর॥ মূনি ঋষি দেবগণ সেবা করে তার। র্জাবের পরন বস্তু হয় জল যার॥ সেই সরোবর তীরে কর্দ্দম আশ্রয়। হেরিলে ঘুচিলে বায় জীবনের ভয়॥ কত শত বুক্ষলতা কত মুগচয়। ক তবিধ শাখা-দল বর্ণন না হয়॥ ছয় ঋতু বর্তুমান ঋষির আশ্রেমে। নিশা দিবা সমভাগে হয় ক্রনে ক্রমে॥ ফলভরে অবনত রক্ষলতা-রাশি। পুম্পেতে শোভিত কুঞ্জ সৌরভ প্রকাশি॥ কোকিল কুহরে ভালে আর পাথীগণ। প্রকৃতির শোভা পেয়ে করিছে ভ্রমণ। কনক কেতকী ফুটে কভু বা কমল। ভ্রমে পড়ি উড়ি যায় ভ্রমরের দল॥

ময়ুর মেলিয়ে শিখি করয়ে নর্ভন। চক্ৰবাক চক্ৰবাকী কোথাও ফিলন॥ সারস সরস ভাবে সরোবরে রয়। বৎস সহ গাভী শ্রেণী তীরে বিহরয়॥ ব্লমতে সিংহেতে খেলে অতি চসংকার। শার্দিল মেনেতে করে একত্রে আহার॥ নাহি হিৎসা নাহি দ্বেদ সদা শান্তিময়। নাহি পীড়া নাহি ত্বঃথ সদা স্তখোদয়॥ মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে অবিরত। কুন্তমের পরিমলে সদা স্থরভিত॥ তেজেতে তপন তমু সহ শতরূপা। সঙ্গে দেবছতি সদা ল'ক্ষী অনুরূপা॥ প্রবেশেন সে আশ্রমে রাখি দূরে রথ। নব-কিশলয়ে মাগা যেন সেই পথ। চামরী আসিয়া করে চামর ব্যঞ্জন। রাজার স্বাগত গান গাহে পাথাগণ॥ কুম্ভ দম হন্তী কুম্ভ রহে দারি দারি। তাহা ধরি গজ রহে আনন্দে বিহারি॥ মল্য বহিয়া মন্দ শ্রাম করে দুর। ব্নকের মৃকুল শিরে হয় স্তপ্রচুর॥ হেন পথে করি রাজ। কুটীরে আবেশ। তাহা যেন সূৰ্য্যচন্দ্ৰ একত্ৰে প্ৰবেশ। কুটীরে হেরেন রাজা তপে মূনিবর। যেন পূর্ণিমার চাঁদ মেঘের পুসর॥ সমাধিতে বিমুদিত উভয় নয়ন। তথাপি না হ্রাস হয় রূপের শোভন॥ অতি উগ্ৰতেজ। ঋষি হন প্ৰজাপতি। প্রজা লাগি মহাকার্য্যে তপস্থায় ব্রতী॥ অত্যুদ্ধল তমু কান্তি ধুনেতে ধূদুর। সংস্কার বিহান মণি হেন হীনকর॥ চীরবাস পরিধান কমল-নয়ন। বয়স নবীন কিন্তু জট। বিভূষণ ॥ হেনরূপ হেরি রাজা হ'য়ে বিমোহিত। প্রণাম করিতে হন সম্মুখে পতিত।

কক্সা পদ্ধী সহ রাজ। হইয়া প্রণত। কুতাঞ্চলি হ'য়ে রন মুনির সাক্ষাত॥ প্রণামে ভাঙ্গিল ধ্যান উঠি মুনিবর। আশীর্কাদ করিলেন রাজারে বিস্তর॥ পড়িল মুনির মনে বিষ্ণুর বচন। যে কারণে নুপতির তথা আগমন॥ যথোচিত করি মুনি অতিথি সংকার কহেন মধুর বাণী অতি চমৎকার॥ ঋষি কন শুন শুন ওহে নরপতি। পৃথিবী বিহার তব মাত্র সাধুগতি॥ ভ্রমিয়া বেড়াও সাধু রক্ষার কারণ। বিষ্ণুর পালন-শক্তি ভূমি হে রাজন॥ চন্দ্র সূর্য্যাদির সম করহ পালন। বিষ্ণুর স্বরূপ তুমি প্রণামি হজন॥ ধর্মরকা হেতু হয় তব নৃপ ভার। ধসুর্বাণ হস্তে তাহা করহ আচার॥ যা হয় উদ্দেশ্য রাজা করহ প্রকাশ। পূর্ণ হবে মম কাছে আপনার আশা। ছেন কথা বলি ঋষি হইলেন স্থির। অতঃপর কহে কথা বচন গভার॥ শ্রেষ্ঠের উচিত দেখাইতে নিজে হান। সেই হেডু মোরে শ্রেষ্ঠ বলিছ প্রবীণ॥ লইয়া আপন আত্মা কমল আপন। করিলেন তোমা সবে আপনি স্কুন। বেদ বিদ্যা তপোযুক্ত হও তোমা সবে। ব্ৰাহ্মণ নামেতে হও এই মায়া ভবে॥ ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার অঙ্গ ব্রাহ্মণ হাদয়। সেই হেডু তব সেবা উচিত যে হয়॥ যদিও ক্ষত্রিয় আমি সেবক আপন। বিষ্ণুই সবার রক্ষী জানিবে হুজন॥ যে কর্ম্ম করিয়া প্রভু কর তপাচার। আশ্চর্য্য হইন্ম হেরি সে হেন ব্যাভার॥ প্রথমে আমারে বিষ্ণু যে কহেন ধর্ম। সংশয় আছিল কহ বুঝি তার মশ্ম॥

হেরি তোম। ঋষিবর নাশিল সংশয়। অদৃষ্ট সবার ভূমি দৃষ্ট মস হয় ॥ বহু পুণ্য করেছিতু বিষ্ণুর সকাশ। তেঁই হইলেন প্রভু আমাতে প্রকাশ। বড় আশা করি ঋষি মম আগমন। অনুগ্রহ করি তাহা করুন শ্রবণ 🏽 প্রিরত্ত ভগ্নী হয় আমার ছহিতা। ইচ্ছা বড় ভূমি তারে কর বিবাহিতা॥ বয়স যৌবন তার অতি রূপবতী। শীলে গুণে আচরণে অতি পুণ্যবতী॥ শুনিয়া নারদ মুখে গুণ আপনার। ইচ্ছিয়াছে কণ্ঠে তব দিতে মাল্যভার॥ ছিজ শ্রেষ্ঠ তৃমি হও সর্ব্ব জ্ঞানাধার। গ্রহণ করহ তায় এ ইচ্ছা আমার॥ শ্রদ্ধা দহ করি আমি তোমা কম্মা দান। দোষ থাকে তাহে যদি কর প্রত্যাখ্যান॥ উপস্থিত প্রাপ্ত বস্তু যে করে হেলন। ত্রংথ তার ভাগ্যে ঘটে যশ বিনাশন॥ আছে ঋধি বিবাহেতে ইচ্ছা আপনার। তেঁই আনিয়াছি এই ছহিতা আমার॥ নিরবধি ব্রেক্ষচর্য্য নহে আপনার। ত্রত সমর্পিয়া ভার্য্যা করহ স্থীকার ॥ এত কহি রাজ। তবে হইলেন স্থির। আনন্দে কহেন ঋষি বচন গভীর॥ আপনার আজ্ঞা রাজা করিমু পালন। অদত্তা এ কম্মা তব করিনু গ্রহণ॥ যে অঙ্গের শোভা হেরি ভূষা লজ্জা পায়। হেন কান্তি মতি কন্সা কেবা নাহি চায়॥ নুপুরেতে বিভূষিত শব্দিত চরণ। নেহারি যে রূপ হয় মোহিত মদন॥ সে ধনি আপনি আসি করে মান্যদান। তাহারে না লয় হৃদে কেবা সে বিদান॥ যে জন না সেবে রাজা তোমার চরণ। উত্তানের ভগ্নী কি সে পায় দরশন॥

সেই নিধি আনি রাজ। করিতেছ দান। কেন না লইব আমি হইয়া বিদ্বান ॥ এক কথা আছে রাজা বলিছে তোমায়। করিব তোমার কন্সা বিবাহ নিশ্চয় ॥ আমি ঋষি জান রাজা নহি গৃহাচারী। সেই হেডু খাবিধর্ম ভুলিতে না পারি॥ যে অবধি কন্তা-গর্ভে না হবে সন্তান। তদবধি রব তব কন্সা বিভাষান॥ পরমহংসের প্রতে পরে যাব বনে। এ প্রতিজ্ঞা আছে রাজা এ অধীন মনে॥ এত কহি ঋষি করে বিষ্ণুরে শ্মরণ। দাক্ষী হ'তে বিভাশ্বলে শ্রীমধুদূদন॥ তোমাতে উৎপন্ন বিশ্ব বিশ্বের পালন। তুমি সাক্ষী হও দেব এই আকিঞ্চন॥ অন্তরে করেন ঋষি ব্রহ্মারে চিন্তন। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কমল আসন॥ সমাপিয়া কুত্য ঋষি স্থান্মিত বদনে। চাহিলেন মন্থ-কন্সা দেবছুতি পানে॥ কৰ্দ্ধমে হেরিয়া কন্সা হয়েন বিহবল। কর্দন কন্সার রূপে হয়েন চঞ্চল॥ উভয়ে বিকার হেরি আপনি রাজন। রাণী সহ করিলেন কন্সা সমর্পণ॥ নব দম্পতীরে রাণী দেন বহু ধন। যৌতুক স্বরূপ দেয় বিবিধ রতন॥ এমতে হইল বিভা ক্রমে সমাপন। ক্সাদায় হ'তে রাজা এবে মুক্ত হন॥ বিদায়ের কালে কন্স। বিরহে কাতর। রাজ। রাণী হইলেন ব্যাকুল অন্তর॥ আনন্দ বিষাদভরে অশ্রুর প্রবাহ। নিবারিল কথঞ্চিত হৃদয়ের দাহ॥ রাণীরে লইয়া রাজ। মুনিরে সম্ভাষি। রথে চাপি উত্তরেন নিজ রাজ্যে আসি॥ ব্ৰহ্মাবৰ্ত্ত নামে স্থান স্থপবিত্ৰ হয়। বরাহ রূপেতে প্রভু যথায় উদয়॥

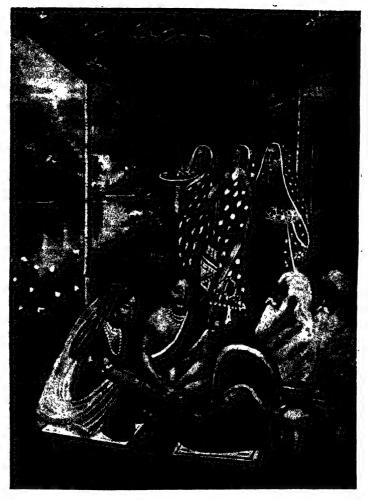
অতি পুণ্যবান রাজ। সেই রাজধানী। হুখেতে কাটান কাল লয়ে নিজ রাণী॥ হরিপরায়ণ রাজা মসু মহাশয়। নাহি কোন হুঃখ কভু সহিবারে হয়॥ এক মশ্বন্তর কাল একান্তরে যুগ। বাহদেব স্মরণেতে করেন সম্ভোগ। মানবের বর্ণ ধর্ম মুনিগণ পাশ। আপনি করেন মতু কুপায় প্রকাশ। অন্তত চরিত্র তার আদি মনুরাজ। শুনিলে পবিত্র হয় মানব সমাজ॥ এতেক বর্ণিক ক্ষন্ত। মন্তর চরিত। শুনিয়া সম্ভুষ্ট হবে পাবে হুদে প্রীত॥ এবে শুন কর্দ্ধমের কিছু পরিচয়। যেমতে কাটান কাল করি পরিণয়॥ দেবছুতি গুণবতী মনুর কুমারী। শুনহ সমৃদ্ধি তাঁর অতি সাধবী নারী॥ উপেক্স রচিল গীত হরি কথা সার। কর্দ্দমের বিভা আর মন্ত্র স্যাচার॥ পাপী যদি শুনে তার পাপ হয় কয়। অতি পুণ্যময় কথা ভাগবতময়॥ এই কথা যেই শুনে পাপ হয় নাশ। অন্তিমকালেতে হয় তার স্বর্গবাস॥ ইতি কর্মনের বিচ্হ বর্ণন সমাপ্র।

অথ কর্দমের সহিত দেবছতির পবিত্র বিহার।
সূত কছে শৌনকেরে শুনহ হাজন।
ভাগবতায়ত বাণী শুকের বচন॥
সম্বোধি রাজায় তবে ব্যাসের কুমার।
মৈত্রেয় সংবাদ পূনঃ করেন বিচার॥
পূর্ববিবরণ কছি নৈত্রেয় হাজন।
কছেন বিহুরে পূনঃ মধুর বচন॥
মমু-কন্মা বিভা করি কর্দম হাবীর।
পূলকে পূণিত করি আপন শরীর॥

রাণী সহ মনুরাজে করিয়া বিদার। দেবহুতি প্রতি ঋষি ঘন ঘন চায়॥ একেতে। স্থন্দরী কম্ম। সম্পূর্ণ যৌবন। পূর্ণ শ্রী যেন শোভে শারদ গগন॥ কিবা সে সৌন্দর্য্য ঠান কটাক্ষের হাস। ছেরিয়া ছরিষ ঋষি বন্ধ প্রেনপাশ। চঞ্চল হইয়া তবে ব্রহ্মার কুমার। ভূষিবারে প্রিয়-পত্নী করে ব্যবহার॥ স্লেছ মায়া সহকারে নানাবিধ প্রেম। অগ্নিতে মিলিল যেন আকরের হোম॥ আঁখি আঁখি মিলি গেল মন সহ মন। ক্রমে প্রাণ দিল উত্তে আপন আপন॥ কে কার লইল মন কে কার জীবন। কিছু নাহি স্থির হয় অন্ধ যে নয়ন॥ পত্নী গত প্রেমাত্রত ধরি ঋষিবর। এক প্রাণ হইলেন প্রিয়ার গোচর॥ অতি সাধ্বী গুণবতী মনুর তুহিতা। যৌবনের তেক্তে ম্লান আপনি দবিত।॥ রূপময় রাভ যেন প্রকাশি গগনে। পুরুষ সে রবি শশী গ্রাসে মনে মনে॥ পতিরত। পতিব্রত। সর্বব গুণবর্তী। ছইলেন প্রেমবন্ধ নাম লয়ে সতী॥ দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোগ পরুণত।। হিংসা ছেম লোভ লঙ্গ্জা মোহ চপলতা॥ তুৰ্বাদনা মন আদি বত কু-আচার। ত্যজিয়া তোমেন সর্তঃ পতি আপনার॥ একেতে। তপস্বী পতি তপে দলা মন। তপস্বিনী হন সতা পতির মতন ॥ যাহাতে হবেন স্থা পতি আপনার। অবিরত তাহা সতী করেন আচার॥ বিস্তৃতি স্থৃষিত পতি যেন আশুতোর। উমা সম সেবি সতী লভিল সম্ভোব॥ কোমল পদ্মের কায়া তপে করি কালী। তথাপি নহেন ক্লান্ত পদ্মে যেন অলি॥

স্রধাংশুর কান্তি জিনি লাবণ্য তাহার। নবনীত জিনি যার কোমলতা সার॥ সেই অঙ্গ দেবছুতি পতি পদে ঢালি। জুড়ালেন দব জ্বালা প্রেমরদে ভূলি॥ মসুর তুহিতা একে নাহি জানে ক্লেশ। পতি ভূষিবারে ধরে তপস্বিনী বেশ। চীরাম্বর পরিধান ফল জলাহার। তৃণেতে শয়ন আর শিরে জটাভার॥ তপঃ ক্লেশে নাহি হয় ক্ষুব্ধ তাঁর মন। স্থাবে সেবে মহাযোগী পতির চরণ॥ হেন কক্টে শশী সম রূপ হ'ল ক্ষয়। প্রেরদীরে হেরি তবে ব্রহ্মার তন্য ॥ করে ধরি গিষ্টভাগে কহেন বচন। ধষ্য সতী দেবছুতি ভাবিন্ম এখন॥ তুমি মোর প্রেমনীরে ফুল্ল শতদল। তপোবহ্নি তেজে মান কান্তি নিরমল॥ সত্য সতী এ কঠোর তপ আচরণ। কষ্ট হেরি স্থির নহে মন প্রাণ মন॥ ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ যেই সমাধি বিধান। তাহাতে আনন্দ কত আমাতে প্রমাণ।। সমাধিতে আমি সতা যেই পদ পাই। পূৰ্ণব্ৰহ্ম চিদানন্দ নেহারি সদাই॥ त्महे ममाभित कन तमादत तमिव धर्मी। অনায়াদে লাভ ভূমি ক'রেছ অপেনি॥ মায়াতে আরুতা বলি না পাও দেখিতে। দিব্য-দৃষ্টি দিব আমি তোমায় তুষিতে॥ যোগানন্দ সন। জিনি করেন সম্ভোগ। তৃণজ্ঞান করেন ত্রিদিব রাজ্য ভোগ॥ পতিব্রতা আচরণে তুষি মম মন। অনারাদে পেলে সতী দে অমূল্য ধন॥ নাহি হেন রত্ন কত্ন রাজার ভাগুরে। জনধি গরভে কিংবা বিশ্বের সংসারে॥ সমাবি আনন্দ যাহে হয় বিনিময়। তাই সতী এ জগতে কহিছু নিশ্চর॥

## শ্রীমদ্ভাগবত



এমতে হইণ বিভা ক্রমে সমাপ্ন। कन्नावात्र ज'त्क तांका এत् मूक इस । १ २२१-- शृंहा

পতিরতা হ'য়ে তপে তৃষিয়াছ মন। তেঁই পুরস্কার আমি দিব সে রতন॥ হেন মিষ্ট কথা কহি তুমিরা রমণী। হৃদ্যে আনন্দ লাভ করেন আপনি॥ না জানেন রস রঙ্গ কিবা রতি রস। সংসারের সার যাহা জন্মাতে উরস॥ দরশনে প্রিয়ভাষে তোমেন রমণী। নাহি সঙ্গ প্ৰেমবদ্ধ ল'য়ে নিজ ধনী॥ একেতো পবিত্র তাহে ব্রহ্মার কুমার। কেমনে অভ্যাদ হবে সে হেন আচার॥ বিভাকালে দেবছতি করেছিল আশ। সন্তান হইবে যাহে স্বামীর সকাশ। এবে অনুরত হেরি মনুর সম্ভান। করেন স্মরণ সতী পূর্বের বিধান॥ উপযুক্ত হেরি এই মাত্র অবসর। কন ধনী পতিপদ চাহি নিরন্তর ॥ ধন্য মোর পিতা যিনি জন্ম দিলা মোরে। পরে সমর্পিলে এই তোমা হেন বরে॥ বিভায় অতুল তুমি তপে সিদ্ধিবান। ত্রপবিত্র মহাধায়ি ব্রহ্মার সন্তান॥ স্বামীরূপে সেবি তোমা সকল জনম। সফল করহ দেব ! নারীর ধরম ॥ করহ স্মরণ নাথ ধর্ম চূড়ামণি। বিভাকালে যে প্রতিজ্ঞ। করিলে আপনি॥ করিবে আসাতে নাথ সন্তান উদ্ভব। পরে বৈরাগোতে দিবে আপন বৈতব ॥ এতকাল সেবিলাম সন্তানের আশে। হের নাথ এ যৌবন ক্রমে কালনাশে॥ নারীর সার্থক জন্ম যে পায় সন্তান। উপযুক্ত পতি সঙ্গে শাস্ত্রের বিধান॥ তোমা হেন পতি সেবি আমি স্কভাগিনী। কেন সে সন্তান ধনে হইব বঞ্চিনী। জিমানু পিতার ঘরে সদা জ্ঞানময়। না শিপিকু রতিরঙ্গ রতি প্রকাশয়॥

তুমি মহাযোগী হও সর্ববশাস্ত্র জ্ঞান। নাহি তব অগোচর রতির বিধান॥ প্রতিজ্ঞা করিলে আগে করি অমুরোধ। জন্মাও সন্তান মোরে দিয়া রতি বোধ॥ যৌবনে রমণ ইচ্ছা স্বভাবে নারীর। এই বিধি প্রজাপতি করিলেন স্থির॥ সেই কাল হ'ল নাথ আমার উদয়। করহ উপায় যাহে পুত্র লাভ হয়। অন্তরে অনঙ্গ ক্রমে হইয়া প্রকাশ। পীড়ায় যৌবনকাল করে সদা হ্রাস॥ শীঘ্র শীঘ্র কর নাথ মোরে পরিত্রাণ। জন্ম দাও নিজরূপে আযাতে সন্তান॥ এ কথা শুনিয়া ঋষি হন চমকিত। তপোবশে আছিলেন প্রতিজ্ঞ। বিশ্বত ॥ ব্রহ্মার আজ্ঞায় বাহা হয় প্রজাগণ। সেই লাগি করিলেন তপ আচরণ॥ প্রজা উৎপাদন কাল সমাগত প্রায়। হেরি ঋবি আনন্দেতে প্রিয় প্রতি ধায়॥ সন্তানের লাগি ঋষি করি স্থির মন। অপূর্ব্ব বিহার যন্ত্র করেন রচন॥ তপোবলে সেই বস্তু হইল গঠন। বিমান তাহার নাম কহে বুধগণ॥ অপূর্ব্ব বিমান সেই অতীব বিস্তার। শুন্সপথে অনায়াদে করয়ে বিহার॥ নানারত্ন শোভাময় পতাকা সহিত। নানা ফল ফুলে তাহা হয় স্থশোভিত॥ গৃহ উপবন আর কুঞ্জ ফুলময়। নানাজাতি পশুপক্ষী তাহাতে শোভয়॥ গুহেতে প্রকোষ্ঠ সারি নানারত্বময়। মণিদ্বীপে আলোময় হয় সমুদ্র॥ সৌরভে আকুল সব হেমকুস্তে বারি। স্থী সাথে সরোবরে পক্ষী সারি সারি॥ সংসারের স্থপ স্থান স্তথের আগার। যাহা থাকে সব আছে বিমান মাঝার॥

অপূর্বব রচনা বলে বায়ুভরে গতি। তচুপরি প্রবেশেন ব্রহ্মার সম্ভতি॥ আপনি উঠিয়া তাহে ডাকেন সতীরে। উঠি এদ প্রিয়া এই বিমান ভিতরে॥ বিষ্ণু বিরচিত এই স্থথের বিমান। মসুষ্য না পায় এর কিছুই সন্ধান॥ এবে প্রিয়ে এই স্থানে তুষিব তোমায়। যেই ভাবে রতি তুমি চাও দিব তায়॥ মায়ার নির্দ্মিতা সেই মন্ত্রর নন্দিনী। তমোময় বিমানেরে না দেখেন ধনী॥ কোথা হ'তে পতি তাঁরে করে সম্বোধন। হেরিতে না পান সতী ফিরায় নয়ন॥ বুঝিতে পারিয়া তবে ব্রহ্মার কুমার। শুদ্ধ করিবারে নারী করেন বিচার॥ উপায় চিস্তিয়া তবে কহেন সতীরে। মায়াতে আচ্ছন্ন তুমি না দেখ আমারে॥ তপোবলে স্বজিয়াছি অপূর্ব্ব বিমান। তত্বপরি করিয়াছি বিহারের স্থান॥ অশুদ্ধা এখনো আছ না দেখিতে পাও। শীত্র করি সরস্বতী সরোবরে যাও॥ সরোবরে করি স্নান দিব্য আঁখি ধরি। এসো প্রিয়ে এ বিমানে স্থাতে বিহারি॥ তপেতে কুশাঙ্গ তাহে জন্দর গঠন। পূর্ণিমার শশী যেন ঢাক। নবঘন॥ পতি-সঙ্গ আশে সতী যান সরোবরে। জলেতে ডুবান অঙ্গ স্নান করিবারে॥ সরোবর মনোহর বিচিত্র গঠন। তাহার মাঝারে রহে গৃহ ও প্রাঙ্গণ।। অযুত পদ্মিনী কন্সা তাহে করে বাস। যৌবনে সকলে মগ্না হুন্দর স্থহাস॥ দেবছুতি হেরিলেন তাদের সকলে। শত শত চন্দ্র যেন সরোবর-তলে॥ তাঁহারা নেহারি পরে কর্দ্দম ঘরণী। করযোড়ে সম্মুখেতে আসিল তথনি॥

দেবছুতি সমীপেতে আসিয়া সকলে।
সবিনয়ে করযোড়ে কছে বাণী ছলে॥
কিঙ্করী হইন্ম তব আমরা সবাই।
দেবিব চরণ তব স্থথেতে সদাই॥
আশ্চর্য্য হইয়া তবে দেবছুতি সতী।
না কহেন কোন বাণী রন মোনব্রতী॥
কি কহিল কোথা হ'তে হেথা সমাবেশ।
না পারে বুঝিতে সতী করিয়া বিশেষ॥
তপস্থার লীলা কিছু বুঝে উঠা দায়।
শুনহ বিত্তর পরে কি ঘটে উহায়॥
এত কহি মৈত্র তবে কিছু হ'য়ে স্থির।
বিহুরের প্রতি কন বচন গভার॥
উপেক্র রচিল গীত হরিকথা সার।
কর্দ্দমের ত্রোম্য পবিত্র বিহার॥
ইতি কর্দমের পবিত্র বিহার শার্য।

অও কর্দমের পর্ত্বীসহ বিমান বিহার। মৈত্র কন শুন শুন কৌরব সম্ভতি। কর্দ্দম বিমান-লীলা অমৃত ভারতী॥ সতীরে নীরব হেরি পদ্মিনী সকলে। করে তাঁর অঙ্গ সেবা নানাবিধ ছলে॥ কোথা গেল জলময় সেই সরোবর। দেখিলেন সতী এক বিচিত্র আগার॥ স্থী হ'য়ে সবে তাঁর করিছে সেবন। কেছ বা পরায় বেশ কেছ বা ভূষণ॥ চাঁচর চিকুরে কেহ বিনাইল বেণী। বেণী হেরি পলাইল দূরে কালফণী॥ কেহ বা স্থন্দর শিরে বাঁধিল কবরী। কুন্তলে বেষ্টিত সর্প যেন ফণা ধরি॥ ছুই গণ্ডে কেশগুচ্ছ লাগিল ছুলিতে। শোভে তাহে অৰ্দ্ধ শৰী কপোন সহিতে॥ গুধিনী নিশ্দিত কর্ণে মণির কুগুল। প্রভাতের শুক্তারা করে ঝলমল॥



াসধী হ'লুয় সদ্ধ উপোক বিটেছ সৈনন ুক্ত ব্যাপৰ্যন্ত্ৰী কহাবী ৮২৪ চন চাইচা পুঞ্জ

কণ্ঠে দোলে মুকুতার মালা মনোহর। হস্তেতে বলয় শোভে দেখিতে ফুন্দর॥ श्रुपि (रुति रिश्मा करत कक्ष्मे सम्मत। স্তনযুগ আবরিত করে নিরম্ভর॥ কি সাধ্য কঞ্কী ঢাকে তুঙ্গ পয়োধর। তুষারে কি কভু ঢাকে গিরির শিখর॥ মেণলা সহিতে কাঞ্চী নিতম্বে ছলিছে। ঘন মেঘে সৌদামিনী মেন চমকিছে॥ পদ যুগে মরি মরি ধ্বনিত নূপুর। ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুঞ্জরে মধুর॥ মস্তকে পরায়ে দিল মুকুট স্থন্দর। প্রভাতের কালে যেন রবি মনোহর॥ আঁখিযুগে পরালেন হুন্দর অঞ্জন। ত্বংখেতে মুদিল আঁখি হরিণ খঞ্জন॥ স্থগন্ধ আনিয়া অঙ্গে করিলা সেচন। পরে আনি দিল অন্ন ত্রখাত ব্যঞ্জন॥ আহারান্তে দিল পাত্র ভরিয়া অমৃত। বিশ্রামার্থে করে নান। প্রেমের সঙ্গীত॥ শয়নান্তে তুইজনে করে আলিঙ্গন। স্থাতে শয়ন করে আনন্দিত মন॥ কেমন সাজালে সবে গুণপনা তরে। মুকুর আনিয়া দিল দেবছুতি করে॥ মুকুরে হেরিয়া সতী রূপ আপনার। প্রেমবশে পতিপদ চিস্তয়ে আবার॥ পতিরে চিন্তন মাত্রে হেরেন নয়নে। পতি তাঁর স্থশোভিত রত্ন সিংহাদনে॥ বামে সতী ডানে পতি হেরেন স্তব্দরী। সম্মুখে প্রেমেতে নৃত্য করে সহচরী॥ যোগের প্রভাবে হেরি বিস্মিতা ললনা। একি হ'লো বলে হন আণ্চর্য্যে মগ্ন।॥ সতীরে পবিত্র হেরি তবে প্রজাপতি। জানালেন প্রেমভরে আপনার মতি॥ স্থী সহ রম্পীরে করি সম্বোধন। করেন কর্দম তবে বিমানারোহণ॥

বিমানে শোভিল যেন মিহির তপন। স্থিগণ শোভে যেন গ্ৰন্থ অগণন॥ এইরূপে বিমানেতে লইয়া রমণী। যৌবন বিহার ঋষি করেন আপনি॥ বিমানে সকলি আছে বিহার কারণ। প্রিয়াসঙ্গে রতিরঙ্গে সদ। মত্ত মন॥ বিমান উঠিল গিয়া গগন উপরে। যথা ইচ্ছা যান ঋষি আনন্দ অন্তরে॥ কভু কুলাচলে যান করিতে বিহার। মলয় প্রবাহ মৃত্র যথায় বিস্তার॥ অন্ট দিক্পাল যথা ভ্রময়ে সতত। দাসরূপে স্থাশান্তি রহে অবিরত॥ কভু হিমালয় শিরে ভাগীরথী তীরে। সিদ্ধগণ যথা রহে আনন্দেতে ধীরে॥ স্বৰ্গেতে যতেক আছে বন উপবন। চিত্ররথ বিশ্রম্ভক মানদ নন্দন॥ যত পুরে যত দেব করয়ে নিবাস। যান ঋষি সর্ববিত্রই হইয়া উল্লাস ॥ কে তার রোধিবে গতি হন যোগবান। কুবের কিঙ্কর সবে তুফ্ট ভগবান॥ যোগবলে যত যোগী চড়িয়া বিমান। ভ্রমণ করেন শৃষ্য শাস্ত্রের বিধান॥ কেছ নাহি কৰ্দ্দমেরে পারে জিনিবারে। কৰ্দ্ম স্বার আগে স্কলে অপরে॥ ছেনগতে করে ঋনি বিমানে বিহার। কুবের কিঙ্কর করে ল'য়ে ধনভার॥ বৰ্ষজ্ঞীপ অগণন গোলোক ভূলোক। যথায় আশ্চর্য্য যত ল'য়ে গ্র**হলোক**॥ প্রেমভরে প্রিয়া ল'য়ে ব্রহ্মার কুমার। যৌবন উন্মাদে করে বিমান বিহার॥ ভ্রমণ করিয়া রঙ্গে তবে তপোমণি। স্থরতের লাগি যান আশ্রমে আপনি॥ নবীনা যুবতী নারী করে রতি আশ। যাহাতে না হয় প্রিয়া তাহাতে নিরাশ॥ এই ভাবি গৃহে আসি ব্রহ্মার নন্দন। শিখান পত্নীরে নানা রতির খেলন। রতিরসে পত্নী যবে লয় তাঁর সঙ্গ। উথলে উভয় হৃদে আপনি অনঙ্গ। অনক্ষের সহ ক্রমে তবে ঋদিবর। করি ভাগ নবভাগে আপন অন্তর ॥ গর্ভেতে দিলেন স্তথে নয়টি নন্দিনী। রতি স্থথে পরিতৃপ্তা হন সহাসিনী॥ দেবহুতি রূপ ভারি ঋষি শিরোমণি। রেত ত্যাগ করিলেন যোগ চূড়ামণি॥ শত বৎসরের মধ্যে হইল সম্ভান। একে একে নয় কন্সা শাস্ত্রের প্রমাণ॥ অতি রূপবতী তারা কনক কুমল। অকলক শুশী শোভে গগন-মণ্ডল ॥ রতিরঙ্গে স্থাই হ'য়ে দেবছুতি সতী। পতিপদে স্থাপিলেন আপনার মতি॥ নয় কন্সা লাভ হ'লো নহে পুত্রবর। এই তুঃখে সদা দগ্ধ তাঁহার অন্তর॥ ইহ। ছাড়ি আর জঃখ হইল উদয়। পতির প্রতিজ্ঞা শেষ এইবারে হয়॥ সম্ভান লাগিয়া ঋদি করে পরিণয়। সম্ভান হইলে ত্যাগ করিবে নিশ্চয়॥ একে একে নয় কতা নহিল সন্তান। এইবারে পতি বুঝি করিবে প্রয়াণ॥ এই ভাবি সতী হুঃখে সম্ভৱে কাতর। মুখে রাখি গধু হাসি তোষে ঋষিবর॥ বিহার হইল সাঙ্গ জন্মিল সন্তান। হেরি ঋষি আনন্দেতে স্থা করে প্রাণ অবশেষে হ'ল তার প্রতিজ্ঞা স্মারণ। ইচ্ছা তাঁর ভোগ ত্যজি যোগ প্রতি মন চঞ্চল হেরিয়া সতী স্বামীর অন্তর। বুঝিলেন যা ঘটিবে ভাগ্যে অতঃপর॥ প্রেমেতে আকুল সতী সরল অন্তর। কহিলেন মনোব্যথা পতির গোচর॥

পতি আগে দাণ্ডাইয়া বিনীত আকারে। কহিলেন হুমধুর বাণী এ প্রকারে॥ লক্ষা বিনীত তাঁর হইল আনন। মনোক্রংখে অঞ্জ আসি ভিজ্ঞিল নয়ন॥ জলভার রুদ্ধ কণ্ঠ হইল তাঁহার। গদগদ ভাষে কন এ হেন প্রকার॥ উপযুক্ত ভাবি স্বামী সেবিত্ব চরণ। ভেঁই দেব দিলা মোরে তনয়া রতন॥ নারী আমি পদাশ্রিতা হই আপনার। নাশিতে আমার ছুঃখ নহে তব ভার॥ প্রতিজ্ঞা করিলা পূর্ণ জিমাল সন্তান। ভাগ্যদোষে হ'লো কন্সা কি হবে বিধান॥ স্বভাবের অন্থরোধে যত কন্সাগণ। আপনার পতি দবে করে অন্থেষণ॥ সেবিতে পতিরে দবে ত্যক্তিয়া আমায়। পতিপরায়ণা হবে বিধির লেখায়॥ ভূমিও প্রতিজ্ঞ। সারি করিবে পয়ান। কি হবে আমার গতি করহ বিধান॥ জ্ঞান বিনা নাহি মুক্তি শাস্ত্রের বিচার। তুমি গেলে কেবা শিক্ষা দিবে জ্ঞানাধার॥ এতদিন রতিরঙ্গে কাটাইমু কাল। না জানিমু কিবা আত্মা এ বিশ্ব বিশাল॥ ইন্দ্রিয় স্থপেতে মগ্ন হ'য়ে প্রাণেশ্বর। প্রেম-মগ্ন করিয়াহি তোমাতে অস্তর ॥ মোহবশে পড়িয়াছি তুস্তার সংসারে। মরণের ভয় এবে পেয়েছে আমারে॥ তুমি মুক্তিদাতা দেব হ'তেছ আমার। তোমা ভজি অভাগিনী পাইকু সংসার॥ কামনাতে সঙ্গবোধ এর ব্যবহার। কামনা বশেতে লোক লভে এ সংসার॥ ধর্ম লাগি যেই কর্ম নহে অনুষ্ঠান। তাহে নাহি আবিজু ত হন ভগবান ॥ ছেন কৰ্ম নাহি করে লভিয়া জীবন। শব তুল্য জীবভাব তার সেইকণ॥

আমি পাপী সেই কর্ম্ম করিত্ব আচার।
তব সঙ্গে যে পাইত্ব মৃক্তি ব্যবহার ॥
তোমা সম স্বামী যেবা লভে এ সংসারে।
তার সম ছংখা নাথ কেবা ধরাপরে॥
নিশ্চয় জানিত্ব মম হইবে পতন।
করহ উপায় নাথ ধরিত্ব চরণ॥
এত কহি দেবহুতি হইল কাতর।
শুনহ বিহুর কিবা ঘটে অতঃপর॥
উপেক্র রচিল গীত হরিকথা সার।
কর্দম বিমান লালা যৌবন আচার॥
ইতি বিমান বিহার সমাপ্র।

অগ দেবছভির গড়ে বিকুর প্রবেশ এব<sub>্</sub> ব্রদ্ধা কছ্ক দপ্ততিকে মডর দান। মত্র কন শুন শুন বিতর *হাজন*।

মৈত্র কন শুন শুন বিহুর হুজন। করিলা কর্দ্দম যাহা মহা তপোধন॥ একেত প্রেমিকা নারী এক আগ্না হয়। মনোক্রংখে নিপীড়িতা হেরি মহাশয়॥ বজ্ঞদম অনুতাপ লাগিল তাঁহায়। অস্থির কর্দ্দম তাহে দয়ার প্রভায়॥ প্রেয়সারে অনুতপ্ত হেরি ঋষিবর। করুণা বলেতে হ'য়ে অত্যন্ত কাতর ॥ কহেন কামিনী প্রতি অভয় বচন। কেন প্রিয়ে হও এত ছুংখেতে মগন॥ আমি যার স্বামী সতী তুমি যার নারী। সে কি কভু হয় প্রিয়ে মুক্তির ভিথারী॥ রাজার কুমারী তুমি প্রাণদমা মম। ত্রভাগ্য হইবে কিসে ন। বুঝি মরম। ছুঃখ ত্যাগ কর সঠী। পূর্ণ আশা-ভার। তব গর্ভে ভগবান পূর্ণ অবতার॥ শ্রদা সহকারে কর ঈশ্বরে অর্চন। প্রদন্ন হইবে তাহে শ্রীমধুদুদন ॥

প্রসন্না হইয়া ধর সদা শুরুবেশ। করিবেন তব গর্ভে স্থখেতে প্রবেশ ॥ তব গর্ভে ক্রমে বিভূ হইয়া প্রকাশ। ব্রহ্ম উপদেশে তব পূরাবেন আশ॥ এত কহি ঋষি তবে হয়েন স্বস্থির। আনন্দে হয়েন সতী তখন অধীর॥ স্বামীর আদেশে সতী করে তপাচার। সেবেন বিষ্ণুরে সদা পূজ্য ব্যবহার॥ একমনে তপোধন তোষেন কাগিনী। নাহি অন্ত দৃষ্টি আশা বিনা চিন্তামণি॥ হেন তপস্থায় তুক্ট হ'য়ে নারায়ণ। প্রভু ভাবে তাঁর গর্ভে করেন গমন॥ কর্দ্দন ঔরসে তব সতীর উদরে। বিষ্ণুর আবেশ হ'ল অদ্ভত বিচারে॥ কাৰ্চমধ্যে অগ্নি যথা নহে প্ৰকাশন। দেবছুতি গৰ্ভে তথা শ্ৰীমধুসূদন॥ সতী গর্ভ মধ্যে যবে প্রবেশেন হরি। আসিল দেবতা যত স্বৰ্গ বিভাধরী॥ ছুন্দুভি বাজিল ঘন পূজা বর্ষিল। হরি যশ গাঁথা যত গন্ধর্বব গাহিল॥ আনন্দে নাচিল যত বিভাধরীগণ। ম্বপ্ৰসন্ন চতুদ্দিক হইল তথন॥ দুর হ'লো অলক্ষণ মঙ্গল প্রকাশ। আনন্দেতে স্থর নর করয়ে উল্লাস॥ এত জানি মনে মনে কমল আসন। ঋষিগণ সহ যান পুত্রের ভবন॥ সরস্বতী নদীতীরে কর্দম কুটীর। মনোরম উপবন পুষ্পের প্রাচীর॥ সেই স্থানে প্রজাপতি ল'য়ে ঋষিগণ। নিজ পুত্র কর্দ্দমেরে দিলা দরশন॥ পিতারে হেরিয়া যত মুনীন্দ্র বেষ্টিত। অফ্টাঙ্গে কর্দ্দম শির করিল নমিত॥ (एवडूं जि एवंशर्ग (नहांत्रि नगरन। প্রণমেন সকলেরে ভক্তিসহ মনে॥

পুত্রেরে অভয় দিয়া কছেন ব্রহ্মন্। ধন্ত পুত্র তোমা আমি করিনু স্ঞ্ন। স্থজিয়া ভোমারে আমি করিত্র বিধান করহ প্রজার স্থষ্টি হয়ে তপোবান॥ मम बाड्या राम वश्य कति बाक्रीकात्। প্রজা লাগি করিতেছ তপস্থা আচার॥ পিতা আমি পুক্ৰ তুমি হ'য়েছ স্ক্ৰন। করি আমি আশীর্কাদ স্তপ্রদল্প মন॥ কষ্মা তব হোক সতী পতিপরায়ণ। বিভা দাও সকলেরে ল'য়ে ঋষিগণ॥ ঋষি সহবাদে হোক বংশের বিস্তার। তব পুণ্যবলে হোক সৃষ্টি উপকার॥ আর এক কথা বংস করহ এবগ। তোমার ঔরদে জন্ম ল'য়ে নারায়ণ॥ তব পত্নী উদরেতে করি প্রবেশন। করিছেন মহাবিষ্ণু মায়ার দেবন॥ ইনি হন আগুদেব সকলের সার। সাংখ্যতত্ত্ব কহিবেন করিয়া বিচার॥ আরাধন করি বংস নিজ তপোবলে। লভিলে এ হেন পুত্র ভক্তিরূপ ছলে॥ কৰ্দ্দমে ভূষিয়া ব্ৰহ্মা চাহি দেবছুতি। কহিলেন স্মধুরে মধুর ভারতী॥ মসুর কুমারী ভূমি সম্পর্কে নাতিনী। ধন্ত গর্ভ ধরিয়াছ নারী শিরোমণি॥ পর ও পলাশ সম যাঁর ছু'নয়ন। শঙ্খ চক্ৰ গদা পদ্ম অঙ্গেতে শোভন॥ সেই জন হীন হন মারারূপ ধরে। প্রবেশ করেন সতী তোমার উদরে॥ জ্ঞান ও বিজ্ঞান রূপ হ'তেছে ইহার। এই ভাবে ঘুচাবেন যত কর্মভার॥ বাসনাতে জীব যত জন্মায় সংশয়। তব্ৰৰূপে করিলেন বিনাশ তাহায়॥ निष्कान व्यक्षीयत मार्ट्यात (नवका। সর্ববিদ্ধ ইনি হন কহিন্দু বারতা॥

দকলের মনোত্বঃখ করি পরে নাশ। কপিল নামেতে ইনি হবেন প্রকাশ। ধ্যা নারী তুমি সতী করি আরাধন। পাইলে বিষ্ণুরে নিজ সম্ভান মতন ॥ এতেক কহিয়া তবে কমল-আসন। দস্পর্ভারে করিলেন আশীয় বচন॥ আশাদ করিয়া সবে আনন্দিত মন। করিলেন প্রজাপতি হংসে আরোহণ॥ সনকাদি ও নারদ সঙ্গেতে তাঁহার। চলিলেন একে একে স্বর্গের মাঝার॥ এতেক কহিয়া তবে মৈত্রেয় স্লব্জন। কহিলেন শুভ কথা অপূৰ্ব্ব বচন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। কপিলের জন্মকথা মহা জ্ঞানাবার॥ हैंडि एन्दर्हित गर्ड विकृत अर्दम ও तका कर्डुक দম্পতিকে অভয় দান সমাপ্ত।

অধ কণিলের জন্ম এবং কন্দমের বনে গদন ।
সূত কন শুন শুন শৌনক স্কুজন।
ভাবগতামূত বাণী শুকের বচন ॥
যা কহেন শুকদেব পরীক্ষিত পাল।
শুনিলে বারিত হয় সংসারের আলা ॥
পরীক্ষিতে কন তবে শুক যোগীবর।
বিহরে মৈত্রেয় কন কথা মনোহর ॥
মৈত্র কন সম্বোধিয়া বিহুরের প্রতি।
শুন কপিলের জন্ম কোরব সন্ততি ॥
কর্দমে বিদায় দিয়া কমল আসন।
আশ্রমেতে পূনরায় করেন গমন ॥
তথা উপস্থিত ছিল নব ঋষিবর।
সর্বগ্রণ্যুত সবে যেন প্রভাকর ॥
ব্রহ্মার বচন মনে হইল উদর।
কন্মান বচন মনে হইল উদর।

কর্দম করিয়া মনে হেন পণ স্থির। কহিলেন ঋষিগণে বচন গভীর॥ নবঋষি সমগুণে হও সর্বব্যেষ্ঠ। নাহি পাই বিচারিয়া কে কাহার জ্যেষ্ঠ। স্থজিল কমলযোনি তোমা স্বাকার। যাহাতে সৃষ্টির হয় সূজন বিস্তর ॥ নারী নাহি হ'লে প্রজা স্থজিবে কেমনে। সেই হেড় স্থির আছে প্রজা লাগি মনে॥ কহিলেন ব্রহ্মা মোরে করিয়া নিশ্চয়। মম নব কন্সা ঋষি উপযুক্ত হয়॥ দেখিতে স্থন্দরী সবে নবীন যৌবন। কুলে শীলে মম কন্তা পবিত্ৰ তেমন॥ তাঁর আজ্ঞা মতে আমি ইচ্ছিয়াছি মনে। দিব নব কন্সা দান স্বার চরণে॥ হেন কথা শুনি তবে নব ঋষিগণ। সাধুবাদ দিয়া তবে কহিলা বচন॥ সম্মতি পাইয়া সবে ব্রহ্মার তনয়। কম্যাদান করিলেন দেখিয়া সময়॥ কলা নামে শ্রেষ্ঠ কন্সা মরিচীরে দিলা। অনসূয়া নামে কন্সা অত্রি সে লইলা॥ অঙ্গিরা লইল শ্রদ্ধা পুলহ সে গতি। পুলস্ত্য হবিভূ লন ভৃগু লন খ্যাতি॥ ক্রতু লন ইচ্ছামতে ক্রিয়া নামে সতী। বশিষ্ঠ লইল পরে নারী অরুদ্ধতী॥ অথৰ্কে লইয়া শান্তি আনন্দিত মন। নব ঋষি প্রতি নর কক্সা সমর্পণ ॥ দার। ল'য়ে ঋষিগণ করিল গমন। স্বামী লাভে কক্সাগণ হয় ছাই মন॥ দেবছুতি পূর্ণ গর্ভ হইলেন ক্রমে। সৌভাগ্য চকোরী আসে শশীকলা ভ্রমে॥ নিতম্ব হইল গুরু উদর সহিত। সগৰ্ভ। কদলী বেন বায়ুতে কম্পিত॥ পুতমনে দেবছুতি করেন স্মরণ। একমাত্র দেবভোষ্ঠ বিষ্ণুর চরণ॥

একে একে দশ মাস হইল নিৰ্গত। কর্দম পত্নীর ভুষ্টি সাধনে নিরত ॥ পতির যতনে সতী ভূলিয়া যাতন।। শুভযোগে হ'লো ক্রমে প্রসব বেদনা॥ উদিল মঙ্গল গ্রহ ধরা শান্তিময়। বহিল মলয় মৃত্র পুষ্প পরিময়॥ বাজিল তুন্দুভি বিশ্বে আনন্দ প্রকাশ। ভুমিষ্ট হলেন হরি ত্যজি গর্ভবাস॥ সম্ভানের রূপে আলো চারিদিকে হয়। ঋষিগণ করে স্তব সদা শ্রুতিময়॥ সম্ভানে নেহারি সতী ভুলিল যাতনা। করিয়া কোলেতে শিশু আনন্দে মগনা। ব্রহ্মবাক্য কর্দ্মির হইল স্মরণ। জননী প্রাণের সম করেন পালন। ক্রমে শিশু স্থবর্দ্ধিত শশীসম হয়। শরতের চব্দ্র যেন নব রেখাসয়॥ রাখিল কর্দম নাম কপিল হুজন। ভক্তিভাবে পুত্রে পিতা করয়ে পূজন॥ ক্রমেতে হইল শিশু শোভিত যৌবনে। হেনকালে ইচ্ছিলেন যাইতে যে বনে॥ সন্ন্যাস করিয়া ইচ্ছা আপন হৃদয়ে। পুজের সদনে যান ভক্তিযুত হ'য়ে॥ পুত্রে ব্রহ্মময় ভাবি করিয়া প্রণতি। হোক মম হে আত্মজ তব পদে মতি॥ মমাত্মজ তুমি শিশু জনক সবার। কে জানে তোমার মায়া তুমি এ সংসার॥ কে জানে মহিমা তব কিবা স্থবিচার। পাপীজনে দয়া করি করহ উদ্ধার॥ পাপীর উদ্ধার জন্ম মহিমা এমন। তব তরে সমাধিতে মগ্ন গোগীজন॥ হেন ধন তুমি মম হইলে কুমার। ভক্তের সাধিতে কার্য্য তব অবতার॥ পবিত্রিলা মম জন্ম আর যোগবল। তনয় হইয়া মন ভূলালে কেবল॥

তব আগমনে মম শ্রেষ্ঠ হ'লে। মান। জনক জননী উত্তে হই পরিত্রাণ। বড় পুণ্যবলে তব দরশন পাই। ইচ্ছা করে একদণ্ড ছাড়িয়া না যাই॥ কিন্তু মম মনোবাঞ্চা শুনহ কুমার। করিব সন্ন্যাস এবে প্রতিজ্ঞা আমার॥ অন্তর্য্যাসী হও তুমি কি বলিব বল। কি না জান তুমি দেব জানহ সকল।। স্ক্রন করিয়া পিতা কহিল। আমায়। করহ বর্দ্ধন স্থৃষ্টি স্থজিয়া প্রজায়॥ সেই আজ্ঞ। পালিবারে ভজি নারায়ণ। পাইলাম মনু কন্তা এ নারী রতন॥ বিভাকালে করিলাম মনু কাছে পণ। জন্মায়ে সন্তান পুনঃ প্রবেশিব বন॥ সন্ত্যাস করিব তথা নিঃসঙ্গ হইয়া। 🗐 হরির পাদপন্মে হুদয় সঁপিয়া॥ পূর্ণ হ'ল এতকালে সে পণ আমার। দাও আজ্ঞা যাই বনে করি যোগাচার॥ মিটাইলে সাধ মম হুইয়া কুমার। জননীর খেদ যত ঘূচালে এবার॥ জানিয়াছি ব্রহ্মমুখে ভূমি নারায়ণ। বিস্তারিতে জ্ঞানপথ জনম গ্রহণ। তোমার লাগিয়া পুত্র করিব সন্ধ্যাস। অনুসতি কর সোরে করি বনবাস॥ জননী রহিল ঘরে তোমার পালনে। যেই বিধি কর হরি তব যাহ। মনে॥ এতেক কহিয়া ঋষি হইলেন স্থির। কপিল কহেন তবে বচন গভীর॥ জানিয়াছ সত্য পিতা মম পরিচয়। আসি নিত্য নারায়ণ জগতে নিশ্চর॥ যেরূপ করিব আমি জ্ঞানের প্রচার। সেই ভাবে লইয়াছি এই দেহ ভার॥ তব জ্ঞান লাগি কিছু দিব পরিচয়। মোরে জানি বনে পিতা ঘাইও নিশ্চর॥

যে জন মৃক্তিরে ইচ্ছা করে মনে মন। যাহাতে স্বার হয় আত্মার বন্ধন। সেই ছয়কোষী দেহে মম জন্ম হয়। এই জন্মে মম কার্য্য দেখ মহাশয়॥ আমারে না দেখি মুনি যত যোগীজন। মুগ্ধ হ'য়ে নাহি পায় সে মুক্তি রতন॥ যাহাতে সে আত্মজ্ঞান হয় স্থনিশ্চয়। কহিব সে হেন শাস্ত্র এবে মহাশয়॥ কালবশে ঐ জ্ঞান হইয়াছে হত। প্রকাশিতে সেই বস্তু মম মনোমত॥ সেই কার্য্য করিবারে জনম আমার। আমারে জানিয়া মুনি কর যোগাচার॥ আমারে করিবে দান যত কর্মফল। তবে উপাসনা তব হটবে সফল॥ প্রমারা আমি হই জগত আশ্রয়। স্বপ্রকাশ রূপ মন হের মহাশয়॥ সবার আত্মাতে আমি করি স্থির বাস। দেখ মুনি নিজ আগ্না আমার প্রকাশ। আত্মাতে হেরিলে মোরে যোগ সিদ্ধি হয়। যোগীর আনন্দ তাহে সনা উপজয়॥ জননীর বাঞ্ছা বড় লভিবারে জ্ঞান। আধ্যাত্মিক বিহা। তাঁরে করিব হে দান॥ সমাপিয়া নিজ কার্য্য এ দেহ ত্যজিব। সেই জ্ঞানে ভক্তজনে সনা দেখা দিব॥ সেই ভাবে উপদেশ করিলাম দান। উপাদনা করো পিতা করি প্রাণায়াম॥ যাও বথা ইচ্ছাত্র করহ সন্ন্যাস। পূরাইব মনোরথ মুক্তি অভিনাব॥ হেন কথা শুনি তবে ব্রহ্মার তনয়। ব্রহ্মজ্ঞানে পুত্রে স্তব করেন নির্ভর ॥ পুত্রেরে প্রণাম করি আনন্দিত মন। সন্ত্রাস করিতে ঋষি করেন গমন॥ কপিলের উপদেশে করি যোগাচার। বাস্তদেবে দেখি ঋিব তাজেন সংসার॥

কেবা পিতা কেবা পুত্র কে করে বিধান।
ভক্তি যোগে পান ঋদি পরম কল্যাণ॥
এতেক কহিয়া তবে নৈত্র ঋষিবর।
বিহুর কহেন কিছু কথা অতঃপর॥
উপেক্র রচিল গীত হরিকখা দার।
কর্দ্ধমের মৃক্তি কথা দাংগ্যের বিচার॥

ইতি ক্ধমের ব্রব্যান শার।

অথ কপিল কড়ক দেবছতির উপদেশ লাভ। সূত কন শুন শুন শৌনক হুজন। শুকের অমৃত বাণী মৈত্র বিবরণ॥ যে কথা জিজ্ঞান মোরে অধ্যাত্ম সকল। মৈত্রেয় বিহুরে তাহা কন অবিকল॥ শুন সেই কথা ঋষি করি এক মন। শুনিলে মুক্তির পথ করিবে দর্শন ॥ মৈত্র কন বিভুরেরে করিয়া সম্ভাষ। শুন বংদ আধ্যাত্মিক বচন আভাষ॥ অজন্মা যে নারায়ণ জন্মেন আপনি। বিলাতে অধ্যাত্ম-শাস্ত্র জ্ঞান শিরোমণি॥ যে যে দেহ ধরি হরি আসেন সংসার। তার মাঝে সর্বব্রেষ্ঠ কপিলাবতার॥ সর্ববোগী শ্রেষ্ঠ তিনি অতি কীর্ত্তিমান। আত্মারূপে প্রত্যক্ষিত হয় যাঁর জ্ঞান॥ এত কথা শুনি তবে বিপ্লর স্তজন। কহেন ঋষিরে তবে মধুর বচন॥ কহিলেন ঋষিবর অতি চমংকার। কপিলের জন্মকথা মৃক্তির আধার॥ কত ঋষি বিরচিল তাঁহার আগান। কপিল যা কন নিজ মাতা বিভ্যমান। অতি বৃদ্ধিমতী সেই দেবছুতি সতী। কি প্রশ্ন করেন পুজে কহ মহামতি॥ জননীর প্রশ্নে তবে কপিল কুমার। কোন বা উত্তর দেন করিয়া বিসার ॥

এত কথা শুনি মৈত্র হন হর্ষিত। বিহ্নরে কছেন লাগি জগতের হিত॥ পিতা যবে করিলেন অর্ণ্যে প্রয়াণ। রহিল আ এমে পুত্র মাতা বিভামান॥ বিন্দু সরোবর তীরে কর্দম কুটীর। সাধেন কুমার প্রিয় নিজ জননীর॥ একনা একাগ্রচিত্তে দেবহুতি সতী। জিজ্ঞাসেন তত্ত্ব কথা নিজ পুত্ৰ প্ৰতি॥ কুমার রূপেতে তুমি জন্মিলে উদরে। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু তোমার ভিতরে॥ বিধাতা কহিল মোরে হেন পরিচয়। জ্ঞান বিস্তারিতে তব জনম নিশ্চয় ॥ কেমনে করিব তোমা পুত্র সম্বোধন। প্রভু তুমি নমি তোমা ধরিয়া চরণ॥ যবে তব পিতা ঋষি করেন গমন। করিলে প্রতিজ্ঞ। তুমি হয় কি স্মরণ॥ দিবে মোরে উপদেশ তুমি জ্ঞানাধার। যাহাতে ভুলিব আগি এ ঘোর সংসার॥ বিষয়ে কাতর মম হ'য়েছে অন্তর। সেই হেতু পাই তোমা দেহের ভিতর॥ বড কন্টে ধরিয়াছি উনুরে তোমায়। পাব ব'লে মুক্তি ধন যোগী যাহা চায়॥ শুভাদুষ্ট বলে মম হইলে কুমার। কর শ্ৰী-রূপে নাশ হলর আধার॥ তোমা লাভ করি প্রভু লব পরিত্রাণ। জন্মান্তরে মুক্তি পাব করি অনুমান॥ কি আছে আমার ভর সংদার ভিতর। পুক্র যার ভগবান সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥ অক্তান আধারে ব্যাপ্ত মান্দ আমার। সূর্য্যরূপে কর পুত্র বিনাশ তাহার॥ যে জন শরণ তব লয় ও চরণে। সংসার কলুষ তার নাশ সেইক্ষণে॥ হেন জন তুমি হও আমার কুমার। শিখাও যাহাতে হয় জ্ঞানের সঞ্চার॥

কোন বা পুরুষ হয় কিবা পরিচয়। প্রকৃতি বা কারে কহ কহ মহাশয়॥ প্রকৃতি পুরুষে কিদে হয় মায়া ভার। যাহাতে প্রকাশ হয় এ ঘোর সংসার॥ এই প্রশ্ন করি তবে দেবছতি সতী। প্রদন্ন মানদে রন চাহি পুত্র প্রতি॥ জননীর কথা শুনি কর্দম কুমার। আনন্দে প্রদার হন অতি চমৎকার॥ জননীরে সম্বোধিয়া স্থ্র স্বরে। কহেন বিচার করি আপন অন্তরে॥ যা কহিলে মাতা তুমি অতি শ্রেষ্ঠ বাণী। একবারে না বুঝিবে সে সব এখনি॥ অন্তরের মাগ্রা নাশ যে উপায়ে হয়। কর আগে তাহা মাতা মনে স্থনিশ্চিয়॥ প্রকৃতি পুরুষ বোধ তব হবে পরে। ঘুচিবে সংশয় মোরে দেখিলে অন্তরে॥ ম্বথ তুঃথরূপে প্রাপ্ত এ ছেন সংসার। আধ্যাত্মিক যোগমতে বিনাশ তাঁহার॥ সেই যোগে হে জননী পূর্ণ হবে আশ। ঘুচে যাবে সংসারের যত অভিলাষ॥ পূর্বব যুগে ঋষিগণ জিক্তাদিলে মোরে। কহিমু এ হেন শাস্ত্র জ্ঞানের বিচারে॥ দেই যোগ শুন মাতা অবহিত চিত্তে। শুনিলে মায়ার নাশ হইবে মনেতে॥ সর্ব্ব জ্ঞানাধার এতে মৃক্ত হবে প্রাণী। কহিন্তু জননী সত্য আমার এ বাণী॥ শুনহ জননী এবে জ্ঞানের বিচার। আত্মাজ্ঞান যাহে হয় সেই জ্ঞানাধার॥ মনের সাধনা-বলে আত্মা বন্ধ হয়। মনের স্থক্তিয়ামতে আত্মাযুক্ত হয়॥ ইহাই আমার মত শুনহ জননী। প্রকারে তাহারে বুঝ যা কহিব বাণী॥ মমতা জন্মায় মনে দেহে আপনার। তাহারেই পগুতেরা কহে অহঙ্কার॥

অহকার পরবলে হ'য়ে গুণময়। ভুলে যায় আত্মতত্ত্বত জীবচয়॥ আত্মতত্ত্ব নাশে হয় অহং অভিমান। আমার তোমার ভাব তাহাতে প্রমাণ॥ আমিও আমার ভাবে মগ্ন হলে মন। স্বচ্ছন্দেই আত্মারাম হয়েন বন্ধন॥ তাহাতেই স্থুৰ ফ্ৰুমে বোধ হয়। সংসারের পথে যাহা কন্ট অতিশয়॥ যথন হইবে জীবে শূস্ত অহঙ্কার। তথন বিলোপ হবে আমি ও আমার॥ আমিত্ব বিনাশে হবে চুঃখ ক্রমে দূর। চিত্ত-মল নাশে স্থথ হইবে প্রচুর॥ চিত্ত-মল নাশে পাবে জীব আত্মজান। প্রকৃতি রহিত তবে শাস্ত্রের প্রমাণ॥ সেই জ্ঞামে প্রত্যক্ষিত হবে আত্মধন। বৈরাগ্যেতে পরিপূর্ণ হবে যবে মন॥ বৈরাগ্য সহিত তাহে ভক্তির উদর। হেন ভাবে আত্মদৃষ্টি দেহীগণে হয়॥ অতি সূক্ষ সেই আত্মা হইলে দর্শন। আপনি পাইবে দেহী হস্তে মৃক্তিখন॥ মায়া হবে হতবীর্য্য আত্মা দরশনে। হীনবীর্য্য রক্ষ্র যথা অগ্নির দহনে॥ মনেতেই বন্ধ মোক্ষ জানিবে জননী। তাহার প্রমাণ পূর্বের বলিমু এখনি॥ এই মোক্ষ পথ হয় অতি স্থকর। তুই মোক পথ তথা কহি সবিস্তার॥ প্রথমের নাম জ্ঞান সর্বিণাস্ত্রে কর। দ্বিতীয় বৈরাগ্য ভক্তি জানিবে নিশ্চয়॥ এই ছুই পথে যান যত যোগীগণ। স্থাতে করেন তাঁরা ব্রহ্ম দরশন॥ সাধু সহবাসে মাতঃ ! উপদ্বয়ে জ্ঞান। তাহাতেই ভক্তি লাভ শাস্ত্রের প্রমাণ॥ সেই জীব দয়াবান সকল উপরে। সর্ব্ব জীবে সমভাব সদা অকাতরে॥

শক্ৰহীন সত্ত্ত্তণী অতি নম্ৰত্য। এ জগতে নাহি আর সাধু তার সম॥ সংসারে অনেক তাপ পীড়ার কারণ। তুঃখভোগ তাহে করে কর্ম্মে জীবগণ॥ নাশিবারে সেই তাপ যত জ্ঞানবান। মম স্মৃতি হৃদয়েতে করে যে ধারণ॥ মম লীলা কথা তাঁরা শুনয়ে যতনে। मम প্রতি ভক্তি দৃঢ় করে এক মনে : যেই জন মম ভাব জানিবারে চায়। উচিত সাধুর সঙ্গ তাদের নিশ্চয়॥ হে জননী তব ইচ্ছ। মোরে জানিবার। সাধুনঙ্গ সেই হেডু উচিত তোমার॥ সাধু আলাপনে হবে মন প্রতি জ্ঞান। তাহে আত্মানন্দ হবে শাস্ত্রের প্রমাণ॥ मम लीला कथा क्षिन लाधित कार्य । তাহাতে অবিভা নাশ সহজেই হয়॥ অবিন্তা হইলে নাশ শ্ৰদ্ধা উপজয়। শ্রদ্ধাভরে অনুরাগ হইবে নিশ্চয়॥ অনুরাগভরে ভক্তি অবশ্যই হয়। এমতে ভক্তির ভাব কহিনু তোমায়॥ ভক্তিযোগে ক্রমে সাধু করি মোরে ধ্যান। মম লীলা শুনি ফুছ করে নিজ প্রাণ॥ **मः**मारतत मर छ्थ मिग्रा जनाञ्जनि । यम (नथा (পार्य मार्य इय कूजुहली ॥ ভক্তিযোগে জীব শুদ্ধ হইয়া তথন। যোগ সাধনায় ক্রমে করে সে যতন॥ যোগেতে আমার চিত্ত হবে যবে স্থির। তাহাতে বিনষ্ট গুণ হবে প্রকৃতির॥ প্রকৃতির গুণ নাশে বিশুদ্ধ অন্তর। জ্ঞানের নির্মাল স্থুখ পাবে নিরন্তর ॥ যোগবলে জ্ঞান দ্বারা ভক্তি সহকারে। এই দেহ জীবরূপে হেরিবে আমারে॥ ছয় কোষে এই দেহ হ'য়েছে নিৰ্মিত। তন্মধ্যে বিরাজ মোর হইবে দর্শিত॥

আত্মায় প্রান্তক্ষ মোক্ষ মহাসিদ্ধি হয়।
ভবদ্ধালা এইভাবে বিনাশে নিশ্চয় ॥
ভক্তি-জ্ঞান ছুই ভাবে মোর দরশন।
ভক্তিবোগে দেহ শুদ্ধ জ্ঞানে শুদ্ধ মন ॥
মন শুদ্ধ হ'লে দেবী পাবে আত্মজ্ঞান।
সেই জ্ঞান নাঝে আমি আছি বিগ্নমান॥
অত্যব বুঝি মাতা কর আচরণ।
যেমতে করিতে পার মম দরশন॥
এত বলি জননীরে প্রভু হন স্থির।
জননী কহিলা পরে বচন গভীর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার।
শুনিলে বিনাশ হবে কর্ম্ম পাপভার॥
ইতি ক্ষিল উপদেশ সমাধ।

অণ কপিণ কর্ত্ব ভক্তি বিধাক সামান্ত উপদেশ। মৈত্র কন শুন শুন বিহুর স্থজন। কপিল সংবাদ অতি অমৃত বচন॥ পূর্বের বিষয় শুনি দেবছুতি সতা। কহেন পুত্রেরে নিজ মনের ভারতী॥ এবে তুমি উপদেষ্টা পুত্র নহ আর। ভগবান বলি তোমা করিব বিচার॥ যা কছিলে বুঝিলাম অপূর্ব্ব বিধান। তুই পথ আছে তব ভক্তি আর জ্ঞান॥ কিবা ভক্তি কারে কয় কোনগানে হয়। আমরা অবলা জাতি না জানি নিশ্চয়॥ ভক্তি দিদ্ধি হ'লে তবে উপজয়ে জ্ঞান। তবে তব পদমূলে পাইব নিৰ্ববাণ॥ তোমাতে কিরূপ ভক্তি হ'লে পরিত্রাণ। কর প্রভু কুপা করি মোরে শিক্ষাদান॥ একেত অবসা জাতি সংসারে কাতর। কারে বলে ভক্তি মম না জানে অন্তর॥ কর দেব সেই ধন আমার গোচর। যাহাতে নির্বাণ পাবে পাপিনী সম্বর॥

কাহারে বা যোগ বলে কিবা সে রতন। যাহাতে করিব লাভ আত্মজ্ঞান ধন॥ কিবা তার রূপ হয় কোন বা প্রকার। বল বল প্রভু মোরে করিয়া বিচার॥ কোন ক্রিয়াবলে যোগ হইবে অভ্যাস। কহ ভগবান সেই বিধির প্রকাণ॥ অল্লমতি ও তুর্মতি অবলা কামিনী। সংসার তাপেতে প্রভূ বড়ই তাপিনী। ভক্তি জ্ঞান যোগ তিন করহ আখ্যান। যাহাতে বুঝিতে পারি প্রকৃত বিধান॥ বিধান পাইয়া যবে পাইব নিৰ্ব্বাণ। যাহাতে দেখিতে পাব সে পরম স্থান॥ হেন প্রশ্ন করি স্ত্রী হইলেন স্থির। সম্ভুষ্ট কপিল শুনি বাণী জননার॥ যোবা প্রশ্ন কর মাতা অতি চমৎকার। আধ্যাত্মিক জ্ঞান হবে করিলে বিচার॥ সেই জ্ঞান ক্রমে ক্রমে করিতে প্রকাশ। আরম্ভ করেন প্রভু সাংখ্যের আভাস॥ সাংখ্য সহযোগে ভক্তি করেন বিধান। শুনিলে স্বস্থির হবে জননীর প্রাণ॥ বিচারিয়া মনে প্রভু সম্বোধি মাতায়। মুহুভাষে কন তাঁরে বাক্য সমুনায়॥ প্রণম্য হ'তেছ তুমি জননী আমার। জন্মিক তোমাতে জ্ঞান করিতে প্রচার॥ শুন মাতা ! করি আগে ভক্তির বিচার। পরে জ্ঞানপথ ক্রমে হইবে বিস্তার॥ পুরুষের চিত্ত যাহে হয় স্থনির্মাল। হান হয় প্রকৃতির যাহে গুণ বল। যাহার সংযোগে হর যক্ত অনুষ্ঠান। অল্ল অল্ল শুভকর্মা শ্রুভতির বিধান॥ যার বলে ইন্দ্রিয়াদি করে রিপুজয়। ইন্দ্রিয় দেবতা যাহে হরি পদে রয়॥ মনের চাঞ্চল্য যাহে সম্বর বিনাশ। নিক্ষাম ভাবেতে যার আয়ত্বে প্রকাশ।

তাহাতেই প্ৰথমেতে জীবশুদ্ধ হয়। উত্তমা ভক্তিই তারে জ্ঞানীঙ্গনে কয়॥ মানদী শরীর হ'তে ক্রিয়ার প্রকাশ। তার শুদ্ধ অগ্রে মাতা করিবে অভাগে ॥ সেই শুদ্ধি ভক্তিযোগে করিন্তু বর্ণন। মুক্তি হ'তে শ্রেষ্ঠ ইহা সর্ববন্ধ রতন॥ ভুক্ত দ্রব্য যথা দহে জঠর অনলে। এই ভক্তিনাশে তথা অন্তরের মলে॥ এই ভক্তিযুক্ত জীবে কয় ভক্তজন। শুন মাতা বলি তার কিঞ্চিৎ লক্ষণ॥ অনাসক্ত ভাবে সেই করিয়া সমাজ। মম লীলা প্রদঙ্গেতে করয়ে বিরাজ। নাহি অক্ত মন আর করিতে চিন্তন। সর্ববদাই মম কীর্ত্তি করয়ে প্রবণ॥ ভাগবত তার হয় ভক্তের প্রধান। সর্বব কর্মা ফল তারা মোরে করে দান॥ সর্ববদাই করে তারা আমারে সেবন। তুচ্ছ তারা ভাবে মনে সেই মৃক্তি ধন॥ আনন্দে উন্মন্ত সদা সেই সাধজন। সর্ববদাই স্থপ্রফুল্ল প্রদন্ন বদন ॥ বালার্ক সমান আঁখি উজ্জ্বল বরণ। সর্ববদাই ছরিপ্রেমে আছে নিমগন॥ ত্যাগ করি সংসারের যত কার্য্যভার। মম লীলা শুনি সবে করয়ে বিহার॥ লীলাতে যেরূপ আসি হইব নির্দেশ। সেই ভাব লয় তারা আমার বিশেষ॥ কভু মম অবয়ব হেরে মনোহর। কভু মম হাসিমুখ দেখয়ে স্থলর॥ মম প্রেমে তাঁহাদের সহ প্রিয়গণ। সর্ববদাই অবহেলে আছে নিমগন॥ যদি নাহি চায় তারা মম মুক্তিখন। কৈবল্যের তরে করে আমার ভজন॥ ভক্তিতে আকৃষ্ট মুক্তি ভাগবর্ত। গতি। অনায়াদে পায় যেই মোরে দের মতি॥

যেই ভক্ত মোরে করে মন সমর্পণ। বিফলে না যায় তার মানব জীবন॥ অনন্ত ভোগের দিন্ধ ভক্তেতে প্রকাশ। অসীম আনন্দ তাতে দেখায় আভাস॥ ভক্তের অনেক রীতি কি বলিতে পারি। কত বা বুঝিবে তুমি হয়ে মাতা মারী॥ মোরে কেই পতি সম করিছে প্রণয়। আগ্না ভাবি প্রেম কেহ আমারে করয়। পুত্রসম স্নেহ কেহ করে মোর প্রতি। স্থা-ভাবে কেহ মোরে দেয় নিজ মতি॥ গুরু-ভাবে কেছ মোর লয় উপদেশ। বন্ধ ভাবি কেহ করে আমারে সন্দেশ।। নিঃস্বার্থ হিতৈষী ভাবি করয়ে বিশ্বাস। ইফ্টদেব ভাবি কেহ পূজি পূরে আশ। যতভাবে ভাবে মোরে যত ভক্তজন। কাল তাহাদের আয়ু না করে হরণ॥ এই আজ্ঞা কাল প্রতি আমার আছয়। অনিত্য আনন্দ ভোগ ভক্তজনে হয়॥ সেই ত্যক্তে মম লাগি মমতা আত্মার। সন্তান কলত্র ধন মাধার সংসার॥ পশু পক্ষী গুহে আর যত প্রয়োজন। আমারেই সব তাজি করহ যতন ॥ ভক্তিভাবে বিনা আশে যে করে ভজন। আমি করি তার তরে মৃত্যু নিবারণ॥ মৃত্যু হ'তে সেই জনে করিয়া উদ্ধার। লইয়া তাহারে যাই বৈকুণ্ঠ আগার॥ সকলের অধিষ্ঠাতা আমি ভগবান। আত্মারূপে দর্বভূতে মম অবস্থান॥ আমি বিনা কেছ নাহি জীবে উদ্ধারিতে। আমি বিনা জীব মুক্তি না পায় মহীতে। এই যে হেরিছ বায়ু জননী নয়নে। বহিতেছে মম ভয়ে জেনো স্থির মনে॥ এই যে করিছে সূর্য্য তাপ বরিষণ। আমার অমুজ্ঞা মতে বিতরে কিরণ॥

এই যে করিছে মেঘ রৃষ্টি বরিষণ। মম ভয় বিনা মাতা নাহিক কারণ॥ ওই যে হেরিছ অগ্নি হল প্রজ্বলন। মম ভয়ে হে জননী করিছে দাহন॥ এই যে হেরিছ মৃত্যু সংসার মাঝার। মম আজ্ঞা-বশে করে মায়াতে বিহার॥ হেন রূপে জানি মোরে যত যোগীগণ। মহা কফে লাভ করে জ্ঞান ভক্তিধন॥ জ্ঞান ভক্তিবলৈ তাঁরা শুদ্ধ করি মন। লাভ করে অন্তকালে আমার চরণ॥ ভক্তিযোগে কর্মাফল ল'য়ে যেইজন। স্থির মনে যোর প্রতি করে সমর্পণ॥ তাহাতেই লভে বিশ্ব সার মুক্তিধন। আমার অকুজ্ঞা ইহা বিশ্বের কারণ॥ এইতো ভক্তির ফল কহিলাম দার। বুঝিয়া সন্তুষ্ট হও জননা আমার॥ কপিল এতেক বলি হইলেন স্থির। দেবছতি পরে কহে নত করি শির॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। ভক্তিযোগে ফলাফল কপিল বিচার॥ ইতি ভক্তিবিষয়ক সামাজ উপদেশ সমাপ্ত।

শ্বপ কপিনদেব কঙ্ক সামায় জ্ঞানোপদেশ।
মৈত্র কন শুন শুন বিহুর স্তৃজন।
কপিল মীমাংসা কিছু জ্ঞান বিবরণ॥
ভক্তির লক্ষণ শুন দেবহুতি সতী।
ক্ষিপ্তাসেন আনন্দেতে সন্তানের প্রতি॥
ধন্ম বাণী ত্ব পুক্র ভূমি ভগবান।
শুনিয়া ভক্তির কথা জুড়াইল প্রাণ॥
এবে কিছু কহ প্রভু জ্ঞানের লক্ষণ।
কেবা সেই বস্তু হয় কিসে উপার্ক্তন॥
একেত অবলজাতি সংসারে কাতর।
কিসে তব পাব দেখা সত্য প্রাংপর॥

জননীর কথা শুনি কপিল তখন। আরম্ভেন একে একে জ্ঞান বিবরণ॥ रभ्यना अनमी यम खात्मत विधान। কিবা সেই জ্ঞান হয় করিব বিধান॥ প্রকৃতির গুণে জীব আত্ম বিম্মরণ। সেই গুণ হ'তে মুক্ত হয় জীবগণ॥ এ হেন বিষয় যাহে হইবে প্রমাণ। তার নাম বুধগণ দিয়াছেন জ্ঞান॥ গুণ হ'তে মুক্তি তরে যে বিষয় চাই। তত্ত্ব বলি তারে কহেন সবাই॥ সেই তত্ত্ব জানিলে মা উপজয়ে জ্ঞান। জ্ঞান লভি জীবে আদে মম বিগ্নমান॥ আমার স্বরূপ তাহে স্থথে দেখা যায়। সূর্য্যের প্রকাশে যথা আধার পলায়॥ তথা সংসারের ছুঃখ হয় ক্রত দূর। ভনিলে মাথার গ্রন্থী ছিন্ন স্থপ্রচুর॥ হে জননী সেই তত্ত্ব যাহে হয় জ্ঞান। কহিতেছি বিধিমতে এক্ষণে প্রয়াণ ॥ অনাদি যে রত্ন হয় নিগুণ আপনি। পুরুষ ভাঁহার নাম প্রকৃতির মণি॥ প্রকৃত হইতে শ্রেষ্ঠ জ্যোত্তির আকর। জগৎ ও জীব দেহে সর্ববত্র বিহার॥ ঈশ্বর প্রভাব তাঁর আ গ্লানাম হয়। তাঁহার জ্যোতিতে এই বিশ্ব প্রকাশয়॥ কেন বা হইল বিশ্ব কোন বা প্রকার। আত্মাসহ কোনরূপ সম্বন্ধ উহার॥ শুন সাতা সেই কথা করিব প্রকাশ। শুনিলে সম্পূর্ণ হবে তব হৃদি আশ। সর্বব্যাপী সেই আত্মা লালার কারণ। গুণময়ী প্রকৃতিরে করেন গ্রহণ॥ তাছাতেই লীন ছিল মাগা শক্তি তাঁর। অব্যক্ত ভাবেতে ছিল দৈবের আকার॥ প্রকৃতিরে পেয়ে স্মষ্টি করি অভিলায। প্রকৃতিরে মাঝারে নিজে হয়েন প্রকাশ।

তাঁহারে পাইয়া তবে প্রকৃতি হন্দরী। আপনার আবরণে ঢাকিলেন হরি॥ তমোমগ্র আবরণ নাহি জ্ঞান তায়। হরির আপন জ্ঞান তাহে মিশে যায়॥ এমনে জীবের সৃষ্টি হইতে ঈশ্বর। মায়া হেড় নিজ ভাব না হয় গোচর॥ লীলাবশে আপনিই প্রকৃতি ভিতর। জীবরূপে বন্ধ হন স্বার ঈশ্বর॥ এই লীলাবশে হরি লয়েন সংসার। জীবরূপে তত্তপরি করেন বিহার॥ আবার জগৎরূপে হয়েন প্রকাশ। এইরূপে লীলা তাঁর বুঝিবে আভাস॥ ইহাকেই তত্ত্ব কহে মীমাংদা কারণ। এ তত্ত্ব বুঝিলে হয় জ্ঞান উপাৰ্চ্জন ॥ কপিন এতেক কহি হইলেন স্থির। কছিল। জননী তবে বাণী অতি ধীর॥ যা কহিলে औহরির লীলার আখ্যান। নাহি কিছু বুঝিলাম ইহার বিধান॥ কেমনে স্থাজন ছবি এ বিশ্ব সংসার। স্থুল সূক্ষ কিবা আছে কারণ ইহার॥ কোন বা প্রকৃতি আর পুরুষ কেমন। বিস্তারিয়া কহ বাছ। তাহার লক্ষণ॥ জননীর বাণী শুনি তবে ভগবান। কহেন তত্ত্বের কিছু বিস্তারি প্রমাণ॥ অব্যক্ত ঈশ্বর তিনি তিনি গুণময়। কার্য্য ও কারণ জন্ম নিত্যরূপী হয়॥ অবশেধে ভাব যাঁর নামেতে প্রধান। প্রকৃত প্রমাণ তাহে করেন বিদ্বান॥ পাঁচ ভূত পাঁচ মাত্র ইন্দ্রিয় ও মন। বুদ্ধি অহঙ্কার চিক্ত চবিবশ গণন॥ ইহারাই ব্রহ্মরূপী সগুণ কেবল। চতুর্বিবংশ তত্ত্ব ইহা প্রমাণের স্থল॥ আর এক তত্ত্ব আছে কাল নাম তার। ছুই গুণ তার ব্যক্ত জগত মাঝার॥

এত কাল দ্বারা হত জগৎ কারণ। জ্ঞানীজন কহে তারে নামেতে মরণ॥ দিতীয় অবস্থা তার ক্ষোভ প্রকৃতির। তাহে হয় জগৎ ব্যক্ত বিজ্ঞানেতে স্থির॥ কায় দারা ক্ষোভ করি প্রকৃতি স্থন্দরী। চিৎশক্তি নামেতে বীৰ্য্য দেন তাহে হয়ি॥ সেই বীৰ্য্য লভি তবে প্ৰকৃতি কামিনী। বীৰ্যাতেজে হইলেন ক্ৰমেতে গভিনী॥ সেই গর্ভে এক অগু হইল প্রসব। তাহাতে রহিল বিশ্ব কারণ বৈভব॥ ক্রমেতে রূপের তার হইল বর্ত্তন। মহত্ত আখ্যা তার দিল জ্ঞানীজন ॥ ভগবান বীর্য্য সেই মহত্তর নাম। তাহাতে প্রকাশ ক্রিয়া জগত বিশ্রাম ॥ সেই কুপাবলে হয় অহং মুপ্রকাশ। তিনভাগে সেই তত্ত্ব বুঝিবে আভাস॥ প্রথম সাত্তিক আর তৈজস দ্বিতীয়। শেষ তত্ত্রপী হয় তামস তৃতীয়॥ সাত্ত্রিক অহং হইতে মানের গঠন। জ্ঞানরূপী পুরুষর্ণ ভাবে যোগীজন। সর্ব্বজীব অধিশ্বর হয় এই মন। হৃষীকেশ নাম এর জ্ঞানীর বচন॥ তৈজদ অহং হইতে ইন্দ্রিয় জন্মিল। বৃদ্ধিতত্ত্ব তারে বলি জ্ঞান বিচারিল। তামদ অহং হইতে ভূতের প্রকাশ। তমাত্রা তাহার সহ জগতে আভাস॥ ক্ষিতি তপ তেজ শৃষ্য বায়ু পঞ্চ হয়। শব্দ স্পার্শ রূপ রুস গন্ধ মাত্রা রয় 🟲 এমতে হইলে মাতা ভূতের প্রকাশ। তামদ অহং হইতে বুঝিবে আভাদ॥ মাত্রাকেই গুণ কহে সর্ব্বভূতে রয়। পরস্পারে পরস্পারে গুণাধারী হয়॥ এইরূপে ভূতরূপী সকল কারণ। অগুমধ্যে রহিলেন হ'য়ে অচেতন॥

মহৎ হইতে ভূত সপ্ত আবরণ। এই আবরণে অণ্ড রহিল স্থাপন। এই অন্তমধ্যে স্থায়ী প্রভু সে শঙ্কর। অনন্ত যাহার নাম ব্যাপ্ত চরাচর॥ হইল তাঁহার ইচ্ছা স্বষ্টির প্রকাণ। তঙ্ক্রন্থ উঠিয়া তিনি করেন প্রয়াস॥ উপবিষ্ট হয়ে তবে সেই ভগবান। স্জিলেন কর্মেন্দ্রিয় বিজ্ঞান বিধান॥ কর্ম্মের অদৃষ্ট কয় জন্ম হয় তায়। ইন্দ্রিয় রূপেতে চিত্র জীবে যাহা পায়॥ শুনগো জননী তার কিছু পরিচয়। যেসতে যাহার জন্ম ব্রহ্মাণ্ডেতে হয়॥ প্রথমে জন্মিল মুখ বাক্য বহ্নি হয়। ত্রাণের নাসিকা স্থান বায়ুশক্তি হয়॥ চক্ষুর আঁথিই স্থান দেবতা তপন। শ্রোত্রেন্ডিয় কর্ণ স্থান শক্তি দিক্গণ॥ উপস্থের শিশ্প স্থান শক্তি প্রজাপতি। পায়ুর সে গুছ স্থান যম তার পতি॥ হস্তের হস্তই স্থান দেব দেবরাজ। গমনের পদ স্থান বিষ্ণুশক্তি সাজ॥ ইন্দ্রিয় হইয়া হৈল রূপের প্রচার। গঠনের শুন মাতা কিঞ্চিৎ বিচার॥ পরে প্রকাশিত নাড়ী শোণিত কারণ। রক্তেতে প্রবাহ যাহে বহে অফুক্ষণ॥ তাহারাই নদী নামে জগতে বিখ্যাত। অপরে উদরে জন্ম বুঝিবেন মাতঃ॥ ক্ষুধা ও পিপাসা তাহে হইল উদ্ভব। তাহাতে জশ্মিল সিন্ধু আবরিয়া ভব॥ আপনি হইল পরে হৃদয়ে প্রকাশ। তাহাতে জন্মিল মন বুঝিল আভাস॥ মন হৈতে জন্মিলেন চন্দ্রমা স্বজন। ভাল করি বুঝ মাতা করি বিবেচন॥ চক্র হ'তে জন্ম বৃদ্ধি জ্ঞানের বিচার। বুদ্ধি হ'তে বাক্যপতি উদয় ব্ৰহ্মার॥

ব্ৰহ্মা হ'তে জন্মিলেন সেই অহলার। অহঙ্কার হ'তে রুদ্রে বুঝ চমৎকার॥ রুদ্র হ'তে চিত্ত স্থির চৈত্য হয় পরে। চৈতত্তে জানিবে আত্মা শত জ্ঞান ধরে॥ ঈশ্বর হইতে ক্রমে জিয়াল সকল। সকলি তাঁহাতে মগ্ৰ রহিল কেবল॥ কেই না পারিল তাঁর করিতে উত্থান। সলিলের শ্যাপরি রছেন শ্যান॥ রূপেতে কারণ বিশ্ব বিরাট নামেতে। সবার প্রকাশ কর্ত্তা সকল ধামেতে॥ একে একে ইন্দ্রিয়েরা করিয়া প্রবেশ। নারিল জাগাতে তাঁতে বুঝি সবিশেষ॥ অবশেষে অভিমানে রুদ্র ভয়ঙ্কর। প্রবেশ করিল তাহে জাগাতে সম্বর॥ তথাপি না ভাঙ্গে ঘুম বিরাট শরীর। ভগবান স্থনিদ্রিত সলিলে স্থচির॥ কিছু পরে চৈত্য দেব প্রবেশেন তাঁয়। ইনিই আপন বলে বিরাট জাগায়॥ আত্মার প্রবেশে তবে বিরাট শরীর। ইন্দ্রিয় মনাদি সহ হয়েন অস্থির॥ ইন্দ্রিয় বিশ্বের কর্ত্তা সর্বব মতি গতি। ই্হারে জানিলে জীব পায় সে মুক্তি॥ ইহারে করিয়া ভক্তি জানিলে কারণ। আপনিই ভক্ত পায় হতে মুক্তিধন॥ অত এব ধর মাতঃ! হেন উপদেশ। যাহাতে পুরুষ বোধ হয় সবিশেষ॥ অবধান কর বংস বিত্রর স্থমতি। কপিল এতেক কহি লভিলা বিরতি॥ কহিব অপর বাণী করিয়া বিচার। হইবে বিত্রর তাহে সংসার নিবার॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। শুনিলে বিমুক্ত হবে ভবমায়া ভার॥ ইতি কপিলের সাংখ্যবোধ সমাপ্ত।

অগ কপিল কৰ্ডক ব্ৰহ্ম মীমাংসার উপসংহার। সূত কহে শুন শুন শৌনক হুজন। শুনহ শুকের বাণী অমৃত নিঃম্বন ॥ সম্বোণি রাজায় শুক কহি পূর্বব বাণী। আরস্ভেন অপরূপ মীমাংসা বাখানি॥ যে কথা কহিলা মৈত্র বিত্রর সদন। পুনঃ সেই যোগে স্তধা কর আস্বাদন॥ চরম জ্ঞানের কথা পরম মধুর। ভক্তিভরে শুনিলে না দেখে যমপুর॥ বিছুরে আগ্রহ হেরি তবে মুনিবর। কপিল মীমাংসা বার্তা কন অতঃপর॥ মৈত্র কন শুন শুন বিগুর হুজন। ব্রক্ষের মীমাংসা কথা কপিল বচন॥ প্রথমে সংসার ব্লীতি বর্ণিয়া কপিল। এবে কন মোক্ষ রীতি অতি অনাবিল। গৃহীর যে ফলাফল বৈরাগীর কথা। কহেন কপিল এবে প্রকাশি সর্ব্বথ।॥ সম্বোধি মায়েরে তবে কহেন কপিল। শুন শুন মাতা কিছু মীমাংসা জটিল॥ অতি কৃট এ মাঁমাংসা সর্ব্ব সারাৎসার। বুঝিলেই জীবে যায় ভব পারাবার॥ একা ধর্ম হ'তে জন্ম এ হেন সংসার। সেই ধর্মবলে লাভ মুক্তি সর্ববসার॥ ধর্মা বিনা অন্ত পথ নাহিক সংসারে। কহিলাম সত্য মাতা আপন বিচারে॥ গৃহে যেই রহে তারে গৃহস্থ কহয়। সংসারেই সেইজন মায়াবদ্ধ রয়॥ সংসারেও ধর্মরূপী গাভী বর্তমান। কাম অর্ণ ছগ্ধ যার কংখন বিদ্বান॥ গৃহীজনে এই ছুগ্ধ করিয়া দোহন। কামমুক্ত চিত্তে ভূলে পরম রতন॥ কামবশে ভুলি সেই অনাদি নারায়ণ। মায়াজালে বন্ধ হয় মনের মতন॥

নিক্ষাম হইয়ে করে সদা কামাচার। যাগ যজ্ঞ আদ্ধ আদি শাস্ত্র ব্যবহার॥ সকাম ভাবেতে তার বাসনা মণ্ডিত। না পায় औহরি পদ করিতে সেবিত॥ স্বৰ্গমাঝে খ্যাত যাহা মহা চক্ৰলোক। সেই স্থানে গৃহী যায় ত্যজিয়া ভূলোক॥ চক্রলোক স্থায়ী নয় এই হেতু নরে। পুনশ্চ আইদে এই সংসার ভিতরে॥ যথন হইবে লয় ব্রহ্মাণ্ড সকল। অনন্ত শ্যায় হরি শ্যুনে কেবল। ভূমি চন্দ্র চুই তবে হইবেক লয়। সেই হেতু চিরস্থী গৃহস্থ না হয়॥ সংসারী হইয়া জীবে হইবে সকাম। নাহি পূর্ণ হয় মাতা ! তার মনস্কাম॥ এই তো কহিন্তু মাতা! সংসার আচার। এক্ষণে কহিব কিছু যোগী ব্যবহার॥ জিমায়া সংসারে যেই ল'য়ে নিজ মন। ধর্ম হ'তে কাম অর্থ না করে দোহন॥ সর্ববদা প্রশান্ত হয় শুদ্ধ রাথে মন। সর্ববদ। নিরুত্তি মার্গে করে বিচরণ॥ মমতা ত্যজিয়া হন শৃন্য অহঙ্কার। বিষয়েতে চিক্ত যার না হয় বিকার॥ সত্ত্রণ অবিলম্বে যেই শিরোমণি। চিত্ত যার স্থনিস্মল হরিকথা শুনি॥ যেই ভগবানে করে কন্ম সমর্পণ। সূর্য্য স্বারা হরি স্থানে করে সে গমন॥ মহাশুদ্ধ সূৰ্য্যলোক নাহি তার লয়। জীবের উৎপত্তি নাশ যার জন্ম হয়॥ সেই সূর্য্যলোকে যায় নিষ্কাম সাধক। সূর্য্য তাঁর ভার ল'য়ে হয়েন বাহক॥ মহাসাধু সেইজন পায় মুক্তিধন। নিক্ষাম জীবের ভাগ্যে এ হেন সাধন॥ বুঝিয়া করিবে কার্য্য জননী আমার। নিকাম সকল ভাবে জীবের বিচার॥

লয় কালে সব লয় না হয় পতন। সূৰ্য্য সেই হেতু গতি নিক্ষাম স্ক্ৰন॥ সূর্য্যই ব্রহ্মার পথ জানিবে নিশ্চয়। মুক্তি লাগি সূর্য্য পথে প্রবেশিতে হয়॥ অতএব জননী গো! ধরহ বচন। নিক্ষাম ভাবেতে দাও ব্ৰহ্ম প্ৰতি মন॥ যেই ভক্তি আশ্রয়েতে ধরে সে চরণ। নিক্ষাম ভক্তিই তারে কহে জ্ঞানীজন॥ সেই ভক্তি হে জননী করহ সাধন। পাইবে তাহাতে মুক্তি আমার বচন॥ বাস্থদেবে ভক্তি-দান করে যেইজন। জ্ঞান ও বৈরাগ্য তার হয় উৎপাদন॥ এই চুই পথ হয় ত্রন্মের কারণ। উহাতেই লাভ হয় ব্রহ্ম দরশন॥ চিত্ত যার অমুরাগী হরির চরণে। ইন্দ্রিয় আপনি হ্রাস বিষয় কাননে॥ আপনি নিঃদঙ্গ হয় হরি-প্রেম পানে। পরম আনন্দ তার উপজয়ে প্রাণে॥ কেবা সেই ব্ৰহ্ম হয় শুনহ জননী। করিব বিচার তার বুঝিয়া এখনি॥ অগণ্য তাঁহার নাম জ্ঞানের গোচর। পরব্রহ্ম পরমাত্মা পুরুষ ঈশ্বর॥ জ্ঞানবলে এই নাম করিয়া নির্দ্দেশ। বুঝিলে পাইবে ব্রহ্ম দর্শন বিশেষ॥ দঙ্গ না ত্যজিলে বোধ নাহি হবে জ্ঞান। জ্ঞান বিন। নাহি পাবে ব্রক্ষের প্রমাণ॥ জ্ঞানবলে যদি জীব ভাবে অনুক্ষণ। অন্তর ভিতরে ব্রহ্ম করে দরশন॥ অতীব নিগুঢ় তত্ত্বময় এই বাণী। 😊নিয়া স্থস্থির হয় তাপিতের প্রাণী॥ শবাদি সকল ব্ৰহ্ম হ'লে অনুমান। পাইবে সাধক ব্ৰহ্ম নিজ বিগ্ৰমান॥ সেইজন শব্দাদিকে ভাবয় স্বভাব। সর্ববদাই হুদে তার যুক্ত ভ্রম ভাব॥

ঈশ্বর হইতে জন্ম আপনি প্রধান। তাহা হ'তে জন্ম পায় ক্রমেতে মহানু॥ মহত্তত্ত্ব হ'তে সৃষ্ট হয় অহঙ্কার। সত্ত্ব, রজো, তমো ভেদে ত্রিবিধ আকার॥ সত্ত্বেত অন্তরে লাভ নাম তার যম। ইন্দ্রিয় দেবতা যত তাহাতে জনম। রজোভাবে জনমিল ইন্দ্রিয় সকল। কৰ্ম জ্ঞান ভেদাভেদ দেহেতে কেবল।। তমোতে জন্মিল ভূত মাত্রা গুণ ল'য়ে। জগৎ প্রকাশে তাহে শব্দাদিতে র'য়ে॥ অতএব শব্দ আদি ব্রহ্ম নিরূপণ। তাঁর রূপান্তর সব জগত কারণ॥ জ্ঞানবলে হেন বোধ সবে অনুমান। তবে অর্থ ভাব তার হৃদে বিগুমান॥ ইহারেই ব্রহ্মতত্ত্ব কহে জ্ঞানবান। ইহারে জানিলে মুক্তি লভে সেইক্ষণ॥ আপন সঙ্কল্ল জ্ঞানে করিলে প্রদান। জ্ঞানে নাশ অহঙ্কার যোগের প্রমাণ॥ এই জ্ঞান লাভ লাগি হইয়া সন্ম্যাসী। করিতেছে যোগাচার যত দেবখাষি॥ যোগ রত যেই জন হয় কর্মবশে। মুক্ত হয় সেই ব্রহ্মতত্ত্বের পরশে॥ দামান্ত জ্ঞানের বোধ করিত্ব প্রকাশ। বুঝিলে জননী পাবে ইহার আভাস॥ ইহা জানি মাতঃ ! আগে ভক্তিযোগ কর। ভব্তিবলৈ জ্ঞানভার হৃদয়েতে ধর। পাইবে তাহাতে মুক্তি আমার বচন। ইহারেই সাংখ্য কহে যত জ্ঞানীজন॥ এতেক কহিয়া তবে বিরত কপিল। দেবছুতি মনোভাব পরে নিবেদিল॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। শুনিলে বিনষ্ট হবে ভব পাপভার॥

ইতি বন্ধ শীমাংসা সমাপ্ত।

মৈত্র কন শুন শুন বিতুর হুজন। সাংখ্যের অমৃতধার কপিল বচন॥ ভক্তিযোগ সমাপিয়া কপিল হুজন। জননীরে জ্ঞানযোগ করেন বর্ণন॥ তুই যোগে মুক্তি-পথ করিয়া বিচার। কহিলেন জননীরে সর্বযোগ সার॥ কিঞ্চিৎ করেন এবে আদেশ বিস্তার। যাহাতে জননী তাঁর পাবেন নিস্তার॥ তনয়ের কথা শুনি দেবছুতি সতী। কহেন মধুর কথা কপিলের প্রতি॥ যে বাণী কহিলে প্রভু সর্ব্ব অগোচর। সফল হইল জন্ম কহ অতঃপর॥ কোনমতে করি পুত্র আমি যোগাচার। পাইব সংসার হ'তে স্থথেতে নিস্তার॥ উপদেশ কর দান সেইমত করি। মুক্তিধনে আমি পুত্র অতীব ভিথারী॥ জননীর কথা শুনি কপিল মুজন। কহেন জননী প্রতি মধুর বচন॥ যে কথা কহিন্তু পূর্বের জননী আমার। ব্রহ্মতত্ত্বরূপে খ্যাত জ্ঞানীর মাঝার॥ যেইজন করে মাতা! মুক্তি অভিলাষ। এই যোগ ভিন্ন তার নাহি পূরে আশ। ভক্তিযোগ কর মাতঃ জ্ঞান অনুসারে। ভক্তিতে হইবে সিদ্ধ জ্ঞানের বিচারে॥ প্রকৃতি পুরুষ বোধ জ্ঞানেতে হইবে। তবে মুক্তিধন মাতা আপনি পাইবে॥ জ্ঞান ভক্তি চুই এক ত্রন্মের কারণ। যেই যাহা পারে তাহা করে আচরণ॥ বক্ত গুণযুত যদি এক ফল রয় ৷ রূপ রুদ গন্ধ আদি নানা গুণময়॥ ফলের বিচার লাগি ল'য়ে ভিন্ন গুণ। বিভিন্ন আস্বাদ করে ইন্দ্রিয় নিপুণ॥

অগ জননীর প্রতি কপিলের অমুজ্ঞা।

রসনায় লয় রস গন্ধ নাসিকায়। নয়নেতে লয় রূপ যাহে জানা যায়॥ সবার উদ্দেশ্য এক জানিবার ফল। ঈশ্বরের তথা পথ শাস্ত্রেতে সফল॥ নানা পথে গতি করি লভ সে ঈশ্বর। বুঝিয়া করিবে কর্ম্ম জ্ঞানের গোচর॥ কাল ভক্তি জ্ঞান বাণী জননী তোমায়। কহিন্ম বিচার ভাবে শ্রেষ্ঠ যে তরায়॥ যেমতে ঈশ্বর হন যেমতে সংসার। যেমতে মায়ার স্থাপ্ত করিতু বিচার॥ যেমতে জীবের জন্ম অবিচা যেমন। একে একে দব মাতঃ করিমু বর্ণন।। এই উপদেশ মত করি যোগাচার। পাইবেন করতলে মুক্তি সারাৎসার॥ অতি গোপনীয় বাণী জননী তোমার। কহিলাম একে একে বুঝিয়া স্বাধার॥ অভক্তেরে এই কথা না করে। গোচর। অহঙ্কারী যে সংসারী অতি দৃত্তর॥ যেইজন মোর লাগি হয় সকাতর। আমারেই করে প্রিয় হয় ভক্তিপর॥ তাহারেই এই কথা করাবে শ্রবণ। ইহাই অনুজ্ঞ। মোর বুঝিবে আপন॥ এই বাণী যেইজন শুনে একমনে। মুক্তি তার হস্তগত হয় সেইক্ষণে॥ কপিল এতেক কহি হইলেন স্থির। দেবহুতি আনন্দেতে হলেন অধীর॥ উপেক্স রচিল গীত হরিকথা সার। কপিলের মুক্তি বাণী সংসার নিস্তার॥ ইতি কপিলামুক্তা সমাপু।

ষণ ধেবছতির স্তব এবং কপিলের বনগমন। সূত কহে শুন শুন শৌনক স্কলন। শুক মুখ বিনিঃস্থত মৈত্রেয় বচন॥ ' কহিলেন শুক্দেব সম্বোধি নৃপতি। শুন রাজা একমনে মৈত্রেয় ভারতী॥ অতি অপরূপ বাণী মৈত্রেয় বচন। দেবছুতি কপিলের লীলা সমাপন॥ সমাপিয়া পূৰ্বকথা মৈত্ৰ হল স্থির। কছেন বিছুর তবে বচন গভীর॥ শুনিলাম তব মুখে সাংখ্যের বিচার। যেমতে কপিলদেব করেন বিস্তার॥ ধন্য ধন্য দেবছুতি ধন্য জ্ঞান সার। ধন্য সে কপিলদেব থাঁহাতে প্রচার॥ কহ দেব বিচারিয়া কিবা ঘটে পরে। জ্ঞান শুনি দেবহুতি জননী কি করে॥ জননীরে জ্ঞান দিয়া জগতের হিতে। কহিল করেন কিবা আপন বিহিতে॥ বিদ্বরের কথা শুনি মৈত্রেয় হুজন। আরম্ভেন একে একে কপিল বচন॥ যেই কথা জিজ্ঞাসিলে মিষ্ট অতিশয়। দেবছুতি পরিণাম শুন মহাশয়॥ পুত্র মুথে শুনি বাণী জ্ঞানের অধ্যায়। আনন্দে মগনা হন ভাবিতে অপার। জ্ঞানবলে ক্রমে তার মোহ হ'লো দূর। দেখেন উপায় আছে মুক্তির প্রচুর॥ ভাবেন পুত্রেরে তবে প্রভু নারায়ণ। জগতের মুক্তি কর্ত্তা জ্ঞানের তপন॥ মোহনাশে সেই ভাব উপজিল মনে। করযোড়ে কুমারের তোষেন স্তবনে॥ জন্ম দিলা পিতা মোরে মহাপুণ্যবলে। তেঁই নারী জন্ম মস মহাভাগ্য ফলে॥ পাইনু উত্তম স্বামী সাক্ষাৎ ব্ৰাহ্মণ। জিমিলা উরদে তাঁর তুমি নারায়ণ॥ গর্ভেতে ধরিনু হরি হইনু জননী। মম সম ভাগ্যবতী কোন বা রমণী॥ ধস্য প্রভূ তব মায়। বুঝিব কেমনে। তুমি সৃষ্টি কৰ্ত্তা হ'য়ে জন্মিলে আপনে।।

যেই জন পূজে তোমা ভাবি হৃদি সার। পুত্র হ'য়ে নাশ তার সংসারের ভার॥ ভক্তাধীন ভগবান এই জন্ম কয়। সত্য সেই বাণী এবে হইল নিশ্চয়॥ কোন ভাগ্য করেছিত্ব জন্ম জন্মান্তরে। তেঁই তোমা হেন পুত্র পাইমু উদরে॥ জগত কারণ রূপী তোমার শরীর। বেদমাঝে এই ব্যাখ্যা করে যত ধীর॥ ত্রিগুণ প্রবাহ তাহে রহে নিরম্ভর। অহস্কার জন্ম লয় যাহার ভিতর॥ ইন্দ্রিয় ও ভূত যত জন্মায় যাহাতে। শব্দ আদি সূক্ষ্ম ভাব স্থব্যক্ত মায়াতে॥ মনোরূপে ব্যাপ্ত তাহা জগত মাঝার। সেই শক্তি তুমি হও সর্ব্ব সারাৎসার॥ কারণ সলিলে তব আছিল শরীর। তাহে পরিব্যাপ্ত বিশ্ব কহে যত ধীর॥ তব হ'তে হয় প্রভু ব্রহ্মার জনম। অজ তুমি কেবা তোমা করে দরশন॥ ব্রক্ষাও ধরিয়া তোমা না দেখে নয়নে। হেন অপরূপ তুমি জানিবে কেমনে॥ নাভি সরোবর হ'তে বাহিরে কমল। তাহাতে জন্মায় ব্ৰহ্মা হইলে প্ৰলয়॥ ব্রহ্মা তব রূপাস্তর নছে অম্মজন। ভুমি বিনা কেবা করে স্মষ্টির সাধন॥ কি লীলা কহিব তব হইয়া রমণী। নিকাম হইয়া হও কাম চূড়ামণি॥ আপনার শক্তি ল'য়ে করিলে হে মায়া। **অনন্ত শক**তি তার অপরূপ কায়া॥ তাহার মাঝার গিয়া হ'য়ে কামপতি। স্থাজিলে বিবিধ জীব তাহাদের গতি॥ মায়ারে লইয়া কর স্মষ্টির বিধান। কি কহিব সেই কথা বেদেতে প্রমাণ॥ বুঝিলে তোমায় দেব কি আশ্চর্যাময়। উদরে সে ধন তুমি কর যে প্রলয়॥

প্রলয়ে ধরিলে বিশ্ব আপন উদরে। সেই তুমি পুত্র হ'লে কোন মায়া-ভরে॥ জগতেতে ব্যাপ্ত তুমি প্রভু নারায়ণ কেমনে করিন্থ তোমা উদরে ধারণ॥ কেমনে বা তুমি প্রভু হ'য়ে স্ষ্টিপতি। হইলে কুমার মম লয়ে শিশু মতি॥ তুষ্টের দমন আর জগত পালন। অবতার রূপে হও প্রভু প্রকাশন॥ জ্ঞান প্রকাশিতে ভূমি এই অবতারী। দ্য়া করি হ'লে প্রভূ আমার কুমার ॥ সামান্ত কি তুমি প্রভু তুমি রত্নসার। কাঙ্গালে পাইলে তোমা ত্যজে এ সংসার॥ চণ্ডাল হইয়া যদি শুনে তব নাম। ভক্তিভাবে যদি করে তোমারে প্রণাম॥ ধক্ত তার জন্ম আর পাপ নাশ হয়। ব্রাহ্মণের সম পূজা সে জন নিশ্চয়॥ এ হেন মহিমা যার তুমি সেইজন। কিবা তার ভাগ্য যেই পায় দরশন॥ ধন্ম সেইজন যেই তব নাম করে। কীর্ত্তনে উন্মন্ত হয় যেই অকাতরে॥ ধন্য দেই তব লাগি হয় যে ভিখারী। তব লাগি যেইজন হয় তপচারী॥ ধন্য দেই তব জন্ম যে করে ভজন। ধক্ত সেই তব লাগি সঁপি মন প্রাণ॥ ধন্য সেই তব লাগি করে অধ্যয়ন। চারিবেদে তারা তব পায় দরশন॥ আদি তুমি অন্ত তুমি ব্ৰহ্মা হতে শ্ৰেষ্ঠ। চিন্তিলে না পাই প্রভু তোমা বিনা জ্যেষ্ঠ॥ তুমি কুপা করি বেদ করিলে প্রচার। তুমিই স্থজিলে এ জগত সংসার॥ মায়াময় ভূমি হও অস্ত কেবা পায়। বিষ্ণু হয়ে পুক্ররূপে তারিলে আমায়॥ হইলাম ধক্ত আমি তব দরশনে। হৃদয় ভরিয়া করি প্রণাম চরণে॥

পুত্র বলি নাম দিন্দু কপিল তোমারে। পুত্র হ'য়ে পবিত্রিলে জ্ঞানেতে আমারে॥ ধন্ত আমি ধন্ত সেই জননী আমার। ধষ্য মম ভাগ্যফল ধষ্য এ সংসার ॥ আর না পারিব আমি করিতে স্তবন। মুক্তিদাতা রূপে তব নেহারি বদন॥ ধস্য ধস্য তুমি দেব জগতের সার। কোটি কোটি প্রণমিস্থ চরণে তোমার॥ এত বলি দেবহুতি হইলেন স্থির। হেরির্লেন হরিময় অন্তর বাহির॥ শুনহ রহস্য তার বিত্রর স্কজন। কপিল কহেন কিবা মাতারে বচন॥ জননীর কথা শুনি তবে নারায়ণ। কহিলেন হরষিত মধুর বচন॥ তব ভক্তিপাশে বন্ধ হইনু জননী। একমাত্র তুমি ধন্য জগতে রমণী॥ ত্রিলোকের পিতা আমি তব ভক্তি ডোরে। স্বচ্ছদ্দে সন্তানরূপে বাধিলে মা মোরে॥ যেবা তব আশা ছিল ত্যজিতে সংসার। কহিলাম একে একে সেই জ্ঞানাধার॥ এই পথে মুক্তি আছে অভীষ্ট রতন। খুঁজিয়া লইও মাতঃ করিয়া যতন॥ অতি স্থাময় ইহা নাহিক সংশয়। অনায়াদে অনুষ্ঠান কর মা নিশ্চয়॥ এই পথে যাও তুমি জীবমুক্ত হবে। হৃদয় কমলে মোরে আপনি দেখিবে॥ যেই জ্ঞান দিকু তোমা শ্রন্ধা কর তায়। ব্র**ন্ধানী জ**নে মোরে এইমত পায়॥ এইমতে কর্মযোগ কর অনুষ্ঠান। অচিরে আত্মারসহ হবে দরশন॥ মূর্থজনে ভ্রমবশে না পায় সন্ধান। ইহাপেকা স্থপথ নাহিক কখন ॥ জ্ঞান সেবা ছুই কাৰ্য্য কহিত্ব জননী। কার্য্যশেষে ত্যজি যাব কহিন্দু ধরণী॥

পূর্ব্ব শ্বৃতি কর মনে আশা আপনার। যে জম্ম সন্তান লাভ করিলে এবার॥ হ'ল তব জ্ঞানলাভ দেহ মা বিদায়। ত্যজিয়া আশ্রম যাব তথায় যথায়॥ হেন বাণী শুনে তবে দেবছুতী সতী। আশ্চর্য্য মানেন মনে পুজের ভারতী॥ জ্ঞানবলে মায়া তাঁর না হলো উদয়। কেবা কার জ্ঞানভেদ নাহি পুনঃ হয়॥ ভূলিলে সন্তান স্নেহ ব্রহ্ম দরশনে। কপিলে বিদায় দিলা আনন্দিত মনে॥ জননীরে আশ্বাসিয়া কপিল মুজন। আশ্রম ত্যজিয়া তবে প্রবেশেন বন॥ শূন্য হ'লো কর্দমের আশ্রমের ঘর। জননী ত্যজিয়া বনে যান পুত্রবর॥ বন শোভা মনোলোভা সব হ'লো দুর। কাঁদিল অরণ্যে পশু ছুঃখেতে প্রচুর॥ যাঁর জ্ঞান বিধানেতে হরি দরশন। সেইজন করিলেন বনেতে গম**ন**॥ দয়াতে যাঁহার বদ্ধ জগতের জন। অরণেরে পশুপক্ষী আর লতাগণ ॥ কাদিল রক্ষের পত্র শিশিরের ভরে। হরিণী কাঁদিল তৃণশ্য্যার উপরে॥ সরস্বতী স্রোতে কাঁদে না পেয়ে চরণ। পুষ্প কুঞ্জ কাঁদে তাঁর না পেয়ে দর্শন॥ যাঁহা হ'তে এ জগতে মায়ার প্রচার। ভুলাতে কি পারে মায়া অন্তর তাঁহারু॥ অনায়াসে বনবাসে করেন প্রয়াণ। কপিল বলিয়া কাদে বনচরগণ॥ পুত্র গেল জ্ঞান দিয়া মুক্তির কারণ। মায়া ত্যজি দেবছুতি করেন সাধন॥ অসাধ্য সাধন তাহা বৰ্ণনে না যায়। 😎নহ বিছুর তাহা যদি প্রাণ চায়॥ অতি সুললিত বাণী কপিল কাহিনী। ্ শুনিলে জুড়াবে বত তাপিতের প্রাণী॥

এত কহি মৈত্র খাষি হইলেন স্থির। বিত্তর জিজ্ঞাদে পুনঃ বচন গভীর॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা দার। কপিলের গৃহত্যাগ জ্ঞানের বিচার॥ ইতি দেবহুভির স্তব এবং কপিলের বনগমন সমাপ্ত

অণ দেবছতির সিদ্ধি প্রাপি। মৈত্র কন শুন শুন বিতর স্বজন। দেবছুতি সিদ্ধি কথা অপূর্বব বচন॥ আশ্রম ত্যজিয়া পুত্র করিলে গমন। হাহাকার চারিদিকে উঠিল তখন॥ কপিলের দয়াগুণে বনে পশু পাখী। লতা গুলা মুগ্ধ ছিল আর যত শাখী॥ কপিলে না হেরি সবে হ'লো বিষাদিত। বনের হরিণী কাঁদে বসি অবিরত। ত্যজি নৃত্য শিথি কাঁদে উচ্চ রক্ষোপরে। পাখি ত্যজি কলধ্বনি স্তব্ধ শাথা'পরে॥ ম্বগন্ধ মলয় ত্যজে সরস্বতী স্থির। পূষ্প ছলে লতা কাঁদে ভাসাইয়া তীর॥ ছরিণের শিশু যত করিল চাঁৎকার। হাম্বারবে গাভীগণ করে হাহাকার॥ সকলের বিধাদিত হয় প্রতিধ্বনি। কোথায় কপিল তুমি দয়া শিরোমণি॥ স্থাপের আশ্রম হ'লো ক্রমে তমোময়। জ্ঞানভরে দেবছুতি নাহি মুগ্ধ হয়॥ কিন্তু মায়াযোগে দেহ ক্রমেতে তাঁহার। কাদিয়া উঠিল প্রাণ করি হাহাকার॥ ব্যাকুল নয়নে সতী চারিদিকে চায়। কি যেন হৃদ্য় মাঝে খুঁজিয়া ন। পায়॥ কিবা ছিল হারাইল কোন শিরোমণি। খুঁজিয়া না পায় সতী লোটায় ধরণী॥ জ্ঞানভরে পুত্রধনে করিলা বিদায়। ক্ষণেক মায়াতে হয় অচেতন প্রায়॥

চারিদিকে চায় সতী সবে কাঁদে বসি। সকলেই হারায়েছে সেই দয়াশৰী॥ হরিণীর শিশু কাঁদে হরিণী সহিত। বংস সহ গাভী কাঁদে হ'য়ে বিষাদিত॥ পশু পক্ষী সব কানে আর কুঞ্জলতা। হেরি দেবছুতি চিত্তে উদিল সমতা॥ আছিল মমতাহীন চিত্ত অনাবিল। উভরায় ভাকে সতী কপিল কপিল॥ কখন লোটায় ভূমে কভু বা চীৎকার। কপিল কপিল বলি করে হাহাকার॥ জননীর বিলাপ শুনি মাশ্রম দেবতা। উভরায় কাঁদে যেন হ'য়ে জ্ঞানহতা॥ ক্রমেতে হইল তার জ্ঞানের সঞ্চার। ত্যজিলেন পুত্রস্নেহ করে হাহাকার॥ যেই জ্ঞান দিলা পুত্র করিলা স্মরণ। জ্ঞানযোগে করে সতী অসাধ্য সাধন। ত্যজিলেন সংসার আর দেহের মমতা। তাজিলেন মায়াভার আশ্রম জনতা॥ অতি পুণাময় সেই সরস্বতী তীর। স্কপবিত্র হয় তার স্রোতযুক্ত নীর॥ তাহার মাঝেতে ছিল বিন্দু সরোবর। তথা যোগাভ্যাদে সতী হয়েন তৎপর॥ মায়া করিবারে দূর করিলেন যোগ। একে একে নাশ হ'ল সংসারের ভোগ॥ কি ছিলেন কি হ'লেন কি পরিবর্ত্তন। আশা তাঁর হৃদে মাত্র হরির চরণ॥ সরস্বতী নীরে স্নান করি তিনবার। বনফল-মূল স্থা করেন আহার ॥ চীর মাত্র পরিধান যোগের আসন। ভীষণ বৈরাগ্য যোগ না যায় কহন॥ কৰ্দ্দমের নারী সতী মনুর ছহিতা। কপিল জননী তিনি স্বার পূজিতা॥ স্বৰ্গ মৰ্দ্ৰ্য পাতালেতে যতেক বৈভব। আছিল ভাঁছার কাছে সকল গৌরব॥

অট্টালিকা সৌধময় রত্নের পতাকা। হস্তী দম্ভ খট্টা কত স্বর্ণের হলকা॥ ত্রগ্ধ-ফেননিভ শয্যা স্বর্ণের আসন। স্বর্ণের মণ্ডিত গৃহ ফুল্ল পুষ্পবন॥ স্ফটিকে নির্দ্মিত স্তম্ভ রত্নের প্রদীপ। স্থীগণ শোভে যেন শত শত দীপ॥ অপূর্বব বিশুদ্ধ কান্তি মণ্ ঋতুময়। কমল কুমুদ শোভা একত্রেতে হয়॥ কত পাখী শোভি শাখী করে কলরব। মধুকর গুন্গুন্ লাগিয়া আসব॥ নন্দনে না হেন শোভা হইত কখন। ত্রিভুবনে কোথা তার হইবে তুলন॥ কর্দ্দম পত্নীরে দিলা নিজ যোগবলে। ভূলাতে পর্ত্বারে সদা যৌবনের ছলে॥ সে ভোগ ত্যজিয়া সতী করি যোগাচার। ত্যজিলেন সে বৈভব সকল সংসার॥ কোথা স্বাহা স্বধা শচী পুলোম তুহিতা। সাবিত্রী অপেকা মান্ত মুনির তুহিতা॥ তৃণ ভাবি সে বৈভব পরিত্যাগ করি। হইলেন মৃক্তি লাগি যোগের ভিখারী॥ শত সথী যেই অঙ্গ করিত সেবন। ক্রমে তাহা কালি হ'ল যোগের কারণ॥ যে কেশ হেরিয়া শিখী মরিত মরমে। জটাবদ্ধ হ'ল তাহে যোগের ধরমে॥ যে মুখে মধুর হাসি আছিল সতত। গম্ভীর হইল যোগে ভাবি অবিরত॥ কি কব বিত্রর আর করিয়া বিস্তার। যেইমতে করে সতী যোগ ব্যবহার॥ যোগেতে ভোগের তন্তু ক্রমে হয় ক্ষয়। পূৰ্ণশৰী যেন ক্ষীণ দিনে দিনে হয়॥ ধ্যানানন্দ আসি এবে হৃদয়ে উদয়। ভোগশৃষ্ঠ দেহ গ্রাদ করে মহাশয়॥ ক্রমে তাঁর চিত্ত স্থির হইল আসনে। তখন হরির রূপ ভাবে সতী মনে॥

কপিল নামেতে হরি হয় বীজমন্ত্র। তাঁহা বিন। আর সতাঁ নাহি জানে তন্ত্র॥ ভক্তিযোগে অঙ্গ ধ্যানে লভিলেন ধ্বতি। একে একে পদ বাহু দেহ প্রতিকৃতি॥ ক্রমেতে দর্ববাঙ্গ ধ্যান করিয়া চিন্তন। দেখিলেন দেবছুতি হরির বদন॥ স্থকোমল ফুল্ল পদ্ম মৃত্যু মৃত্যু হাস। প্রদন্ন বয়ান হরি হৃদে স্থপ্রকাশ ॥ এইরূপে ভক্তি যোগে স্থির করি মন। পাইলেন দেবছুতি জ্ঞান দরশন॥ জ্ঞানবলে সেই হরি হেরি তত্ত্বময়। হৃদয় মাঝারে হেরে হরি সর্বব্যয়॥ ক্রমে চিত্তমাঝে হ'লে আতা দরশন। মায়ানাশ এইভাবে করে জীবগণ॥ মায়ানাশে ব্ৰহ্মস্থিতি জীবগণে হয়। দেবছুতি পক্ষে তাহা ঘটে সমুদয়॥ বুদ্ধি তাঁর ত্রন্মে স্থির হয় ক্রমে ক্রমে। মায়া আর না রহিল ভৌতিকের ভ্রমে॥ ব্রহ্ম অবস্থানে তাঁর মায়া হ'ল দূর। নাহি আর ছঃখ কিম্বা ছঃখের প্রচুর॥ ইহারে সমাধি কয় যতেক বিদ্বান। সাধনার ফল সতী অনায়াসে পান॥ ক্রমে তাঁর অহস্কার হইল বিনাশ। ছিন্ন হ'ল একেবারে বাসনার ফাঁস॥ জীবভাব ক্রমে তাঁর হইল অতীত। ব্রহ্মভাবে রন সতী সদা অবহিত॥ জীবন্মক্তি এই ভাব যোগীজনে কয়। অভেদ যে জীবেশ্বর এই ভাবে হয়॥ পরম অবন্ধা এই শুনহ বিতুর। সাংসারিক শেষ আশা ইহাতে প্রচুর॥ জীবভাব নাশে শেষে হইলে সাধন। ক্রমে দুটাভূত হ'ল হরির চিন্তন ॥ চিন্তানল আশে তাঁর জুড়াইল তাপ। ব্ৰহ্মানন্দ প্ৰকাশিল আপন প্ৰতাপ॥

যে অঙ্গ আছিল কুশ হ'ল তেজবান। আনন্দের ভোগ ইহা বেদের বিধান॥ যৌবনের শোভা পুনঃ হইল উদয়। ভশ্ম আচ্ছাদিত অগ্নি যেন প্রভাময়॥ বাছজান একেবারে হইল বিনাশ। বাস্থদেব রূপে মগ্ন জীবনের আশ। কোথা গেল কেশভার কোথা কটিবাস। নাহি লজ্জা বাহুজ্ঞান আনন্দ প্রয়াস॥ वालक ममान हिन्ह इंडेल निर्माल। কেবা তিনি মনে তাঁর নাহি পায় স্থল। সর্বদা আনন্দময় আমি ব্রহ্মভাব। উজ্জ্বল মূরতি তাহে মায়ার অভাব॥ জীবন্মক হয়ে সতী রাখিয়া শরীর। জ্ঞানবলে ব্রহ্মভাব করিলেন স্থির॥ মহা সিদ্ধি এই হয় বেদের বিধান। সিদ্ধিলাভ করি সতী পায়েন নির্বাণ ॥ নিত্য ব্রহ্মে পরে সতী ক্রমেতে মিলিল। সত্য ফলাফল যাহ। কহেন কপিল। এত কহি মৈত্র তবে সম্বোধি বিছুরে। কহেন অপর বাণী শুন অতঃপরে॥ ভনিলে বিছুর বংস সতার নির্বাণ। যেমতে প্রমাণ হ'ল কপিলের জ্ঞান ॥ যেই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিলেন সতী। সিদ্ধিপদ নাম তার ত্রিজগতে খ্যাতি॥ অতীব পবিত্র ক্ষেত্র মহাতীর্থময়। যোগসিদ্ধ সেই স্থানে হইবে নিশ্চয়॥ যেই নদী তীরে তাঁর আশ্রম আছিল। পুণ্য নদী সরস্বতী সকলে কহিল॥ সিদ্ধগণ সদা সেবে সেই নদী জল। সেবিলে বিমৃক্ত হয় অস্তরের মল।। কপিল আশ্রম তাজি করিয়া গমন। নিখিল পার্থিব লীলা করে সমাপন॥ সকলে তাঁহারে পূজা করে নিরন্তর। কিবা যোগী ঋষি দেব সিদ্ধ বিভাধর॥

সাংখ্যবাদীগণ তাঁর করয়ে পূজন। মুক্তি পায় যেই করে চরণ স্মরণ॥ যেই প্রশ্ন কর বাছা অগ্রেতে আমায়। কহিলাম একে একে তাহা সমুদয়॥ কপিলের গুহুযোগ যে করে সাধন। প্রবেশেন অন্তরেতে আসি নারায়ণ॥ যথার্থ এ বাণী বংস করিন্তু প্রকাশ। অবশ্য মিটিবে এতে তোমার প্রয়াস॥ মৈত্রেয় এতেক কহি হইলেন স্থির। হরি প্রেমে রোমাঞ্চিত বিচুর শরীর॥ এবে সম্বোধিয়া শুক কহেন রাজায়। বিহুর সংবাদ রাজা হ'ল এবে সায়॥ এই জ্ঞান ভক্তি স্থির কর্থ রাজন। না পারিবে মৃত্যু আসি করিতে পীডন॥ কেবা সে তক্ষক হয় কিবা ভয় তার। এই জ্ঞানে মুক্তিলাভ হইবে তোমার॥ অতীব পবিত্র এই ভাগবত বাণী। শুনিলে তথনি মুক্ত মহাপাপী প্রাণী॥ হে শৌনক আদি মুনি করিলে শ্রবণ। হইল এক্ষণে মম কথা সমাপন॥ বুঝহ অন্তরে সবে হরি সর্ব্ব সার। সেই হরি ভাবি কর সাধন বিচার॥ সকলেই ক্রমে স্থির হইল এখন। স্থাতে তৃতীয় কন্ধ হ'ল সমাপন॥ ভারতে সর্বত্র খ্যাত হুরধনী তীর। কুমার নগর আছে জ্ঞাত যত ধীর॥ বিশ্বামিত্র কুলে জাত পিতৃলোক মোর। হরিপদ সেবে সদা হইয়া বিভোর ॥ শুভক্ষণে জম্মে চণ্ডী হরির রূপায়। তাঁর পুত্র কালিদাস হরিগুণ গায়॥ তাঁহার ঔরসে জন্ম উমেশ নন্দন। এ দাস জন্মিল তাঁরে করিতে সেবন॥ হরিনাম করি দার শিখি শাস্ত্রাচার। করিলাম ভাগবতে পগু ব্যবহার॥

মাধব চৈতন্ত স্বামী মহাযোগীবর।
শুরুপদে দিলা জ্ঞান করি হরিপর॥
সেই জ্ঞানে প্রকাশিসু এই হরি বাণী।
শুনিলে বিমুক্ত হবে জগতের প্রাণী॥

হরিনাম ব্দুর সার এ ভব সাগরে। উপেক্সের বাণী মুক্তি পাবে দয়া ভরে॥ তৃতীয়ক্ষম সমাপ্ত করিজু যতনে। প্রসাদে ক্ষমিও দোষ বিজ্ঞ বুধগণে॥

ইতি প্রমহংস শ্রীমন্তাগ্রতে তৃতীয়দ্ধ সমাপ্ত।

## তৃতীয়ধ্বৰ সমাপ্ত।



## খ্ৰীমদ্ভাগৰত

## চতুৰ্থ ক্ষত্ৰ

----03#80---

## নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মূদীরয়েৎ॥

অর্থ মতুর বংশ বিস্তার বর্ণন। 🤄 সূত কন সম্বোধিয়া শৌনকাদি প্রতি। মানবী বংশের কথা শুনহ সম্প্রতি॥ পূৰ্বৰ কথা সম্বোধিয়া মনু মহাজন। পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া করেন বচন॥ শুন রাজা অবহিতে ভাগবত সার। মৈত্রেয় বিহুরে পুনঃ যেমত বিচার॥ অতি অপরূপ কথা পুণ্যের আধার। মন্তুবংশ কহ মৈত্র করিয়া বিচার॥ পূর্বব বিবরণ শুনি বিছুর স্কলন। হৃদয়ে চিস্তেন মাত্র হরির চরণ। নাহি মুখে বাক্য সরে প্রেমে পুলকিত। হরি হরি সদা কহে হ'য়ে আনন্দিত॥ প্রেমে পুলকিত হেরি মৈত্রেয় স্থজন। কছেন পুনশ্চ তারে করি সম্বোধন॥ যথার্থ ই সাধু তুমি হও এ সংসারে। মায়া তোমা ভুলাইতে কতু নাহি পারে॥

এক্ষণে শুনহ বাছা আমার বচন। মন্তুবংশ বিস্তারিয়া করিব বর্ণন। অতি পুণ্যময় বাণী বংশের বিস্তার। স্মরণেতে নারায়ণ সাক্ষাৎ তাহার॥ শতরূপা নামে ছিল মন্ত্র রুমণী। মহিমা তাহার ব্যাপ্ত ভরিয়া অবনী॥ তিন কন্সা হুই পুত্র জন্মে তার চাঁই। অতুল রূপেতে সবে হীন শ্রেষ্ঠ নাই॥ আকুতি ও দেবছুতি প্রসূতি নামেতে। তিন কন্সা আছে তার বিখ্যাত জগতে॥ রুচি নামে প্রজাপতি ব্রহ্মার তনয়। তার সনে আকুতির বিবাহ যে হয়॥ আকুতি পাইয়া রুচি স্বষ্টির কারণ। নানামতে রতি করি কাটান যৌবন॥ আকুতি ও রুচি উত্তে হরি পরায়ণ। জিমাল উভয় পুত্ররূপে নারায়ণ॥ লক্ষীসম কন্সা জন্মে দক্ষিণা নামেতে। যজ্ঞ নামে তার পুত্র বিখ্যাত শাস্ত্রেতে॥

রুচিরে যথন মন্তু দেন কন্সাদান। করিলেক এক আজ্ঞা প্রতিজ্ঞা সমান॥ জন্মিবে যতেক পুত্র রুচির ঔরসে। তনয়ে লবেন মনু অতীব হরষে॥ সেই পুত্র নিজ পুত্র হইবে সমান। পুত্রিকা প্রতিজ্ঞা এরে কহে যত জন॥ সন্তান জিমালে রুচি লইয়া তাহারে। মন্ত্রে অর্পণ করে যথা ব্যবহারে॥ তনয় পাইয়া মন্ত্র করয়ে পালন। দক্ষিণা পাইয়া ঋষি আনন্দিত মন॥ ক্রমে উভয়ের হৈল যৌবন প্রচার। বিবাহের আশা উত্তে করেন বিস্তার॥ দক্ষিণা করেন বিভা আপন সোদর। যজ্ঞ তাহে হৃষ্টমন পুলকে বিভার॥ দক্ষিণার গর্ভে জন্ম তপঃপরায়ণ। জন্ম দিলা ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ নন্দন॥ তাহাতে জন্মিল ক্রমে দ্বাদশ কুমার। অতীব স্থন্দর সবে দেবতা আকার॥ প্রতোষ সন্তোষ তোষ ভদ্র শান্তি কবি। ইড়ম্পতি ইয় স্বাহ্ন সবে যেন রবি॥ বিভু ও হ্রদেব আদি অন্তিম রোচন। এমতে হইল পুত্ৰ দ্বাদশ গণন॥ স্বায়স্কৃব মন্বস্তবে ইহারা দ্বাদশ। ছুষিত নামেতে দেব শোভিত ত্রিদশ॥ মরিচী প্রভৃতি ঋষি যজ্ঞ হন ইন্দ্র। প্রিয়ব্রতোভানপাদ নামেতে নরেক্স। এমতে হইল মনু বংশের বিস্তার। আকুতি ও রুচি যোগে করিয়া বিহার॥ হে বিছুর পুনঃ শোন আর এক বাণী। শুনিলে স্বস্থির হবে সাধুর জীবনী॥ দেবছতি সহ বিভা কৰ্দ্দম স্কলন। সে সব পূর্বেবতে আমি ক'রেছি বর্ণন॥ সে সকল কথা সাধু ক'রেছ ভাবণ। এক্ষণে শ্রবণ কর অপর কীর্ত্তন॥

প্রদৃতি নামেতে কন্সা মমুর যে ছিল। ব্রক্ষার তনয় দক্ষে তাঁরে সমর্পিল। এই কন্সা গর্ভ হ'তে জন্মিয়া কুমার। হইল তাহাতে ব্যাপ্ত বংশের বিস্তার॥ ভন এবে কহি কিছু পূৰ্ব্ব বিবরণ। কর্দমের কথা সাধু করহ স্মরণ॥ নবঋষি প্রতি নয় কন্সা করে দান। কর্দমের এই কীর্ত্তি শাস্ত্রের বিধান॥ তাহাদের যেইরূপ বংশের বিস্তার। শোনহে বিছুর তাহে করিয়া বিচার॥ মরিচীর নারী কলা কর্দ্দম তন্য়া। রূপেতে চন্দ্রমা যেন গুণেতে অভয়া॥ কন্সার গর্ভেতে জন্ম যুগল তনয়। কশ্যপ পূর্ণিম। নাম শুন মহাশয়॥ কশ্যপের বংশ ক্রমে জগতে বিস্তার। তাহাদের কীর্ত্তি কথা সর্ববত্র প্রচার॥ পূর্ণিমার তুই পুত্র জ্ঞাত সর্বজন। বিরাজ বিশ্বগ নাম অতি মহাত্মন্॥ দেবকুল্যা নামে কন্সা হইল ভাঁহার। গঙ্গা নামে পরে তিনি জগতে প্রচার॥ কৰ্দমের আর কন্থা অন্দুয়া নামে। ব্যাপ্ত যাঁর গুণকীর্ত্তি এই ধরাধামে॥ সেই কন্সা অত্রি হস্তে করিল অর্পণ। দেখি জ্ঞানবান ঋষি মহাজ্ৰেষ্ঠজন॥ উভয়ে জন্মাল তিন বিদ্বান কুমার। সোম দত্ত ও তুর্ববাসা জগতে প্রচার॥ বিষ্ণু অংশে জন্মে দত্ত শাস্ত্র মাঝে কয়। ছুর্ববাদার রুদ্র অংশে উদ্ভব নিশ্চয়॥ সোম জন্ম মহাপুণ্য করিয়া সঞ্চয়। ব্ৰহ্মার অংশেতে যাহা সর্বজনে কয়॥ মৈত্রেয় মুখেতে শুনি এতেক ভারতী। আশ্চর্য্য বিছুর কন মৈত্রেয়ের প্রতি॥ যা কহিলে ভূমি ঋষি সব সত্য হয়। এক স্থানে যে সন্দেহ আমার আছয়।

কি কারণে থাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র আর। অবতীর্ণ মহামুনি অত্রির আগার॥ কেমনে তাঁদের অংশে জিমাল কুমার। কহ ঋষি সেই কথা করিয়া বিস্তার ॥ এই কথা শুনি মৈত্র কহেন বচন। করিব সন্দেহ দূর বিছুর এখন॥ পূর্ব্বাপর সৃষ্টি কথা করহ স্মরণ। কেমনে স্থাজন ব্ৰহ্মা ঋষি সপ্তজন। স্থজিয়া সকল ঋষি কহে প্রজাপতি। স্প্রির লাগিয়া বাছা জন্মাও সম্ভতি॥ সেই আজ্ঞা পালিবারে অত্তি সে স্বজন। সন্তান লাগিয়া করে তপ আচরণ॥ অতীব কঠোর তপ কহেন না যায়। ঋক্ষ পর্বতের শৃঙ্গে নিভূত গুহায়॥ অতীব ফ্রন্দর গিরি ষড় খাতুময়। নিবিৰন্ধ্যা নামেতে নদী প্ৰবাহিত হয়॥ প্রাণায়াম করি মুনি সম্ভান কারণ। ভীষণ তপস্থা তবে করে আচরণ॥ এক পদে অবস্থান অনিল ভোজন। হদয়েতে ব্ৰহ্ম নাম জপে অনুক্ষণ॥ ক্রমে যোগবলে মুনি পাইলেন সিদ্ধি। কে কহিবে মুনি যাহা পাইলেন ঋদ্ধি॥ যোগের প্রদীপ্ত তেজ হইল প্রকাণ। শির ভেদি জ্বালারূপে স্পর্ণিয়া আকাশ॥ যোগাগ্নি প্রকাশি বিশ্ব করিল দাহন। তাহাতেই কম্পান্বিত জগতের জন॥ সেই যোগ শান্তি লাগি প্রভু নারায়ণ। রুদ্র ব্রহ্মা সহ আসি দেন দরশন॥ তাহাদের আবির্ভাবে গিরি আলোময়। প্রফুল হইল শাখী মুগ পক্ষীচয় ॥ এক পদে মহাযোগ মূনির আবেশ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেখেন বিশেষ॥ ছেরিয়া দবারে মুনি হয়ে পুলকিত। যোগ সিদ্ধ মনে ভাবি হয় চমকিত।

ব্ৰুষক্ষক্ষে ভগবান আপনি মহেশ। হংসের উপরে বিধি অপরূপ বেশ॥ গরুড়ের পৃষ্ঠে চাপি প্রভু নারায়ণ। তিন মূর্ত্তি যোগে ঋষি করে দরশন॥ তিনজনে হেরি ঋষি মানিয়া সফল। পদতলে পড়ে লুটি চোখে প্রেম জন॥ লইয়া কুন্তম ভার অঞ্চলি ভরিয়া। একমনে তিন দেবে পূজিলা বসিয়া॥ ক্রমে ঋষি ভক্তি-পূজা করি সমাপন। বিনয়েতে সবা প্রতি কছেন বচন॥ করিলাম যোগ আমি লাগি নারায়ণ। মনোবাঞ্ছা তিনি যেন করেন পূরণ।। বেদেতে তাঁহারে কয় জগত ঈশ্বর। জীবপক্ষে পরমাত্ম। মুক্তির আকর॥ আশা মনে তাঁর কাছে মাগিব সন্তান। যাহাতে রাখিতে পারি নিজ পিতৃমান॥ কার নাম নারায়ণ দাও পরিচয়। একেরে ডাকিলে কেন তিনের উদয়॥ প্রদন্ন যতপি দবে আমার উপর। কুপা করি কর তবে প্রশ্নের উত্তর॥ এতেক বচন শুনি তবে দেবগণ। কহেন অত্রিরে তবে মধুর বচন॥ যাঁহারে ভাবিলে বলি জগং ঈশ্বর। সত্য তিনি এক হন নহে অশ্বপর॥ সেই এক আমরাই হই তিনজন। আমরাই বর তোমা করি বিতরণ॥ আমাদের অংশে তব হইবে কুমার। তাছারা করিবে তব বংশের বিস্তার॥ এতেক কৃছিয়া তবে দেব তিনঙ্গন। বাহন লইয়া পরে করেন গমন। এই হেডু তিন অংশে তিনটি কুমার। পাইলেন অত্রি মুনি জগতে প্রচার॥ কৰ্দ্দমের আর কন্সা নাম শ্রন্ধা তাঁর। শাস্ত্রমতে পত্নী হয় ঋষি অঙ্গিরার ॥

চারি কম্মা তাঁর হয় ছুইটি কুমার। সকলেই দৰ্ব্ব গুণে হইল প্ৰচার॥ ু কুহু, রাকা, সিনীবালী আর অসুমতি। পুত্ৰ চু'টি প্ৰসিদ্ধ উত্তথ্য বৃহস্পতি॥ উতথ্য গুণেতে হন যেন নারায়ণ। স্বরোচিষ মশ্বন্তরে তাঁর প্রকাশন। বুহস্পতি জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ দেব পরায়ণ। ব্রহ্মভাবে ময় থাকে দদা তাঁর মন॥ কৰ্দমের আর কম্মা হবিভূ নামেতে। পুলস্ত্য করিল বিভা তাঁরে বিধিমতে॥ তাহার ঔরসে জন্মে অগস্ত্য প্রথমে। জঠরাগ্নি নামে খ্যাত পুরব জনমে॥ বিশ্বশ্রবা নামে তাঁর আর পুত্র হয়। তুই বিভা করে সেই শুন মহাশয়॥ ইলবিলা জ্যেষ্ঠা পত্নী, কেশিনী কনিষ্ঠা। উভয়েই রূপে গুণে অতীব বরিষ্ঠা॥ ইলাবিলা গর্ভে জন্মে কুবের সন্তান। কেশিনীর গর্ভে জন্মে রাক্ষদ প্রধান॥ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ রাক্ষস রাবণ। কেশিনীর ইহারাই পুত্র তিনজন॥ কালেতে এদের হয় বংশের প্রচার। ক্রণেতে তাহাতে প্রজা জগতে বিস্তার॥ কর্দ্ধসের আর কন্সা নাম তার গতি। রূপে-গ্রুণে সর্ব্বমান্তা অতি রূপবর্তা ॥ পুলহ করেন বিভা অতি স্যতনে। তিন পুত্ৰ জন্মে তাহে বিদিত ভুবনে॥ কশ্মশ্রেষ্ঠ বরীয়ান সহিষ্ণু সে নাম। গতির এ তিন পুত্র খ্যাত ধরাধাম॥ কর্দ্দমের আর কম্মা ক্রিয়া নাম তার। ক্রতু ঋষি সনে বিভা হইল তাঁহার॥ বালখিল্য ঋষি ষষ্টি সহত্ৰ গণন। ব্রহ্মতেজে সবে জন্ম করিল গ্রহণ॥ কৰ্দ্দমের আর কন্সা উৰ্চ্ছ নাম হয়। বশিষ্ঠ করেন বিভা যতনে তাহায়॥

চিত্রকৈতু আদি পুত্র তাঁর সপ্তজন। সপ্তবি সমান মান্ত সৰ্ববত্ৰ গণন ॥ বশিষ্ঠের আর এক আছিল কামিনী। শক্তি আদি সম্ভানের সে হয় জননী॥ কর্দমের আর কম্ম। চিত্তি নাম তাঁর। অথর্কের সনে বিভা হইল তাঁহার॥ দ্বীচি ও অশ্বশিরা তাঁদের সন্তান। অতঃপর ভৃগুবংশ করিব ব্যাখ্যান॥ কৰ্দমের কন্সা অন্য খ্যাতি নাম তার। হইল ভূগুর সনে বিবাহ তাঁহার॥ ধাতা ও বিধাতা নামে জন্মিল সন্তান। শ্রীনামেতে এক কন্সা শাস্ত্রের প্রমাণ॥ মেরু নামে গিরিবর ছুই কম্মা তার। আয়তি নিয়তি নামে জগতে প্রচার॥ বিধাতা ও ধাত। উত্তে করেন অর্পণ। তাহে জন্মে তুই পুত্র অতি বিচক্ষণ॥ মুকণ্ড নাখেতে পুত্র হইল ধাতার। প্রাণ নামে জনমিল পুত্র বিধাতার॥ মুকণ্ডের পরে এক হইল সন্তান। মার্কণ্ডেয় নাম যাঁর শাস্ত্রেতে প্রমাণ॥ বেদশিরা নামে পুত্র পাইলেন প্রাণ। এমতে ভৃগুর বংশ জগতে প্রধান॥ কবি নামে এক পুত্র ভৃগুর জন্মিল। শুক্রাচার্য্য তার পুত্র বিশ্বে প্রকাশিল।। কর্দম ছহিতা বংশে পূরিল ভুবন। শুনিলে যথার্থ হয় পাপ বিমোচন ॥ আকুতি ও দেবহুতি মনু রাজকন্সা। দিন্দু পরিচয় তাঁরা জগতের ধন্সা॥ প্রদৃতি নামেতে কন্স। সমূর আছিল। প্রজাপতি দক্ষে মনু তাঁরে সমর্পিল॥ কেমনে তাদের বংশ হইল বিস্তার। শুনহ বিজ্ঞর পরে করিব বিচার॥ এতেক কহিয়া তবে মৈত্র ঋষিবর। বিচুরে বলেন শুন কিছু অতঃপর॥

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে ঘূচিবে সত্য ভব মায়া ভার
ইতি মন্থ বংশ কংল সমাপ্ত।

व्यथ एक वः म विश्वात वर्गन ।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিছুর ফুজন। ব্রহ্মার তনয় দক্ষ বংশ বিবরণ॥ প্রদৃতি নামেতে কম্মা মনুর আছিল। রূপবতী হেরি তাঁরে দক্ষ বিভা কৈল। প্রসূতির গর্ভে হয় ষোড়শ ত্বহিতা। সবে অতি রূপবতী বহু গুণান্বিতা॥ ধর্ম করিলেন বিভা কন্সা ত্রয়োদশ। সবে রূপবতী আর নবীন বয়স॥ অগ্নি লন এক কন্সা অতি স্থলক্ষণ। আর এক কন্সা লন যত পিতৃগণ॥ শেষ কন্সা পাইলেন ভগবান হর। বিতুর শুনহ তাঁর কথা মনোহর ॥ শ্ৰদ্ধা মৈত্ৰী দয়া শান্তি ক্ৰিয়া বুদ্ধি ভুষ্টে। তিতিকা উন্নতি মেধা লক্ষা মূৰ্ত্তি পুষ্টি॥ এই ত্রয়োদশ কন্সা ল'য়ে প্রজাপতি। ধর্ম সহ বিভা দেন হ'য়ে হাউমতি॥ ধর্ম সহযোগে জন্মে সবার সন্তান। শুনহ বিত্বর তার বিশেষ প্রমাণ॥ শ্ৰদ্ধাতে জন্মায় সত্য মৈত্ৰীতে প্ৰদাদ। দয়াতে অভয় জন্মে মিটাতে বিধান॥ ভুষ্টিতে জন্মায় হর্ষ শান্তি হ'তে শম। পুষ্টিতে জন্মায় গৰ্বৰ অতীৰ বিষম ॥ ক্রিয়াতে জন্মায় যোগ দর্প উন্নতিতে। মেধাতে জন্মায় স্মৃতি অর্থ সে বুদ্ধিতে॥ লক্ষায় বিনয় জমে কেন তিতিকার। মুক্তি হ'তে জন্মি নর নারারণ পায়॥ নারায়ণ অংশীভূত নর নারায়ণ। প্রসন্ম হইল দিক্ জন্মিল যথন।

মুনিগণ করে স্তব গন্ধর্বব অপ্সর। আনন্দেতে নৃত্য করে যতেক কিন্নর॥ পৃথিবীতে স্বমঙ্গল হইল প্রচার। পুষ্পরাষ্ট অবিশ্রান্ত পড়ে ভারে ভার॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ করি আগমন। এক মনে পূজে সবে নর নারায়ণ॥ সে হেন পূজায় বিধি শুনহ বিহুর। শ্রবণেতে আত্মজ্ঞান উপজে প্রচুর॥ আগে নর নারায়ণ ধর্মের কুমার। সম্মুখে যতেক দেব কাতারে কাতার॥ করযোড়ে কহে সবে নারায়ণ প্রতি। তব মায়া বুঝে প্রভু কার সে শকতি॥ যে আত্মার রূপ হয় মহামায়া নাম। যাহার উদরে রহে এই বিশ্ব ধাম॥ যেই আত্মা করিবারে কার্য্যেকে প্রকাশ। ধর্ম্মের গৃহেতে জন্ম লন মহেশ্বাস॥ ঋষিরূপী হ'য়ে এবে আছুয়ে ভুবনে। ধন্য ধন্য তুমি দেব প্রণাম চরণে॥ সমুদ্র প্রমাণ শাস্ত্র করিলে মন্থন। যার তত্ত্ব কিছুই না হয় নিরূপণ॥ সেই আত্মারাম তুমি ধর্মের কুমার। কোটী কোটী তব পদে করি নমস্কার॥ সত্ত্তণে যেইজন বাসনা করিয়া। রাখিল অন্তত কীর্ত্তি দেবতা স্থজিয়া॥ বাঁহাদের পালনেতে এ বিশ্ব সংসার। কিছুমাত্র ক্রটি নাহি হর অবিচার॥ আঁখি পত্র যাঁর তোষে লক্ষার প্রতিমা। কে পারে বর্ণিতে তাঁর বিশেষ মহিমা॥ তুমি দেব সেই জন ধর্মের কুমার। কুপাভরে কর দৃষ্টি সবে একবার॥ এইরূপে করি স্তব স্তব্ধ দেবগণ। পরিতৃষ্ট হইলেন নর নারায়ণ॥ যুগা ভাই কুপাভরে হেরি দেবগণ। সানন্দে করিয়া সর্ব্ব পূজার গ্রহণ॥

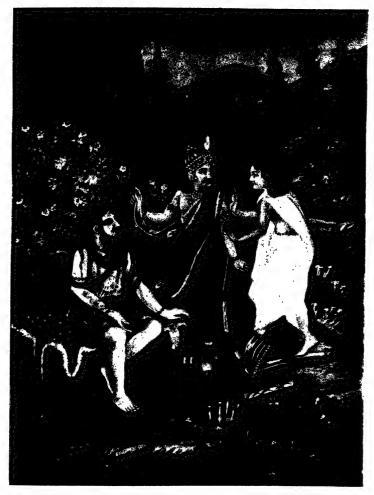
চলিলেন ক্রতপদে তেয়াগি সংসার। সে গন্ধমাদন গিরি জগতের সার॥ পরকালে নররূপে সেই তুই ভায়ে। কুরু যতুকুলে জন্ম লইলেন গিয়ে॥ তুই কৃষ্ণ তুই কুলে হন উৎপাদন। অর্জ্বন একের নাম আর কৃষ্ণধন॥ ক্রমেতে হইল চুয়ে চুকুলে প্রচার। কুরুবংশ সহ যুদ্ধ অপূর্বব বিস্তার॥ দক্ষের অপর কক্সা স্বাহা নাম তার। অগ্নিদেব সহ হয় বিবাহ তাঁহার॥ তাঁর গর্ভে অতি তেজা তিন পুত্র হয়। প্রবান পার্বক ও শুচি মহাশয়॥ পঞ্চ হ্বারিংশ অগ্নি তিনেতে জন্মিল। পিতৃগণ হ'তে চারি অগ্নি উপজিল॥ উনপঞ্চাশৎ অগ্নি নাম উচ্চারণে। আহুতি প্রদানে যজ্ঞে ব্রহ্মবাদিগণে॥ এমতে অগ্নির বংশ হইল প্রচার। ইহারাই জগতেতে ক্রমেতে বিস্তার॥ দক্ষের অপর কন্সা স্বধা নাম যাঁর। পিতৃগণ করিলেন বিবাহ তাঁহার ॥ তুই কন্সা ভাঁর জন্মে বস্থধা-ধারিণী। অতি উগ্রতেজা উত্তে ঈশ্বর বাদিনী॥ জ্ঞান বিজ্ঞানের পথে বিহার করয়। বিভা নাহি হৈল বলি সন্তান না হয়॥ সতী নামে আর কন্সা দক্ষের আছিল। দেব দেব শিব তাঁহে বিবাহ করিল॥ অতি পতিপরারণা হয় সেই সতী। স্বামী-নিন্দা নাহি শুনে স্বামীতে ভকতি॥ স্বামী-নিন্দা পিতৃমুখে করিয়া শ্রবণ। ত্যজিয়া ছিলেন দেহ যথন যৌবন॥ অপূর্ব্ব কাহিনী এই পরমার্থ সার। শুনিলে হইবে নউ যত পাপভার॥ দক্ষের বংশের কথা করিমু কীর্ত্তন। কি কহিব বল এবে তুমি সাধুজন॥

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। যেমন ইইল দক্ষ বংশের বিস্তার॥ ইতি দক্ষবংশ বিভার সমাপ্ত।

अश नक कड़क मिन निका। সূত কহে সম্বোধিয়া যত ঋষিগণ। শুনহ শুকের বাণী দক্ষ বিবরণ॥ সতী প্রাণত্যাগ কথা শুনিয়া বিচুর। সংশয় আপন মনে করেন প্রচুর॥ জানিতে হইল ইচ্ছা বিশেষ কারণ। সেই হেতু জিজ্ঞাসেন মৈত্রেয় সদন॥ কহ ঋষি কেন সতী ত্যজিলা জীবন। কেন দক্ষ নিন্দা করে দেব ত্রিলোচন॥ কনিষ্ঠ তন্য়া সতী মায়ার আধার। অতীব স্নেহের ধন আপন পিতার॥ সেই ধন দিয়া করি জামাতা গ্রহণ। কেন সর্ব্ব প্রভূ শিবে করেন নিন্দন॥ চরাচরে বিশ্ব গুরু শিব আশুতোর। নাহি কেহ শক্র তাঁর সর্বদা সম্ভোষ॥ পরম দেবত। যিনি অতি শান্তিময়। কলহ কারণ কিবা কহ মহাশয়॥ গ্রাণ হয় প্রিয় বস্তু জগতের সার। কেন সতী প্রাণ ল'য়ে ত্যজে পুনর্বার॥ বিস্তার করিয়া ঋষি কহ বিবরণ। শুনিতে চঞ্চল মম হইয়াছে মন॥ মৈত্র কন সম্বোধিয়া বিচুর স্থজন। অতি অপরূপ কথা করহ শ্রবণ॥ পুরাকালে যজ্ঞ কৈল স্ষ্টিকর্ত্রগণ। যজ্ঞস্থলে সকলের হ'ল নিমন্ত্রণ॥ সপ্তর্ষি দেবতা আদি আর মুনিগণ। অনুচর সহ সবে করেন গমন॥ অপূর্ব্ব যজ্ঞের ভূমি বর্ণিতে কে পারে। অনস্ত সহস্র মুখে বর্ণিবারে নারে॥

ত্রিজগতে যেই শোভা দেখিতে হুন্দর। সেই শোভা ল'য়ে সভা হয় শোভাকর॥ তথায় বসিল যত নিমন্ত্রিতগণ। কোথা ঋষি কোথা দেব কোথা মৃনিগণ॥ কোথা অগ্নি শিব ব্ৰহ্মা পাইল আসন। অঙ্গের তেজেতে লঙ্গা পায় সে তপন।। হেন স্থলে প্রজাপতি দক্ষ মহাজন। প্রবেশ করেন যেন দ্বিতীয় তপন। দক্ষেরে হেরিয়া যত দেব ঋষিগণ। মাক্সার্থে উঠিল সবে ত্যজিয়া আসন॥ ব্ৰহ্মা আদি যত দেব সকলে উঠিল। আসন ছাড়িয়া শিব নাহি দাণ্ডাইল। সবার পাইয়া পূজা দক্ষ প্রজাপতি। ব্রহ্মার আজ্ঞায় বৈদে হ'য়ে হুফুমতি॥ হেনকালে শিব প্রতি পড়িল নয়ন। মান্ত নাহি কৈল শিব হইল স্মরণ॥ বাড়িল তাহাতে ক্রোধ ভাবি অপমান। শিবে চাহি কহে তবে ব্রহ্মার সম্ভান॥ শুন শুন এক মনে যত সভাজন। বিশেষ কহিব আজি সাধু আচরণ॥ সাধুগণ যাহা করে লোকে তাহা করে। সাধুতে হইলে মন্দ মন্দ হয় পরে॥ এই শিবে সাধু বলি কর গুণগান। দেখহ সাগুত্ব তার দেখ সর্বাজন॥ অতীব নিল জ্জ এই সাধু যশ নাশে। লোকপাল যশ এই ছুফ্টই গরাসে॥ সম্পর্কে আমার শিষ্য হয় মহেশ্বর। কক্স মোর বিভা কৈল স্বার গোচর॥ সাবিত্রী সমান কন্সা করিলাম দান। শ্বশুর ভাবিয়া মোর না রাখিল মান॥ মৰ্কট লোচন এই অসাধু ছুৰ্জ্জন। হরিণী নয়না কন্সা করিলাম দান॥ সেই হুঃখে প্রাণ মোর কাঁদিছে সতত। তথাপি না করে পূজা হ'য়ে অবনত॥

নাহি ছিল ইচ্ছা মোর দিতে কম্মাদান। অপাত্রে করিয়া কার্য্য পাই অপমান॥ অবিধেয় যথা শূদ্রে বেদ করে দান। তেমনি করিমু হুফ্টে কম্মা সম্প্রদান॥ অতীব অশুচি এই প্রেত-সহচর। শ্মশানে মশানে ফেরে হ'য়ে দিগন্বর ॥ কখন রোদন করে হাসে বা কখন। আলুথালু কেশপাশ উন্মন্ত যেমন॥ চিতাভস্ম মাথে গায় অস্থিমালা গলে। শব-অস্থি ভূষারূপে পরে কুতূহলে॥ নামেতে হয়েন শিব অশিব প্রধান। উন্মত্ত জনের মনে নাহি অপমান॥ তমোময় প্রমণগণের অধিপতি। ভূতনাথ এই চুফ অপবিত্র মতি॥ পিতা মোর দর্বভ্রেষ্ঠ কমল-আসন। তাঁর আজ্ঞামতে করি কম্মা সমর্পণ॥ অপাত্রে জামাতা করি পাইলাম ফল। ইচ্ছা মোর ভম্ম করি তাহারে কেবল॥ এত কহি ক্রোধে দক্ষ আরক্ত লোচন। ক্ৰোধহীন সদাশিব না কন বচন॥ ক্রোধমতি প্রজাপতি চাহি শিব প্রতি। সবার সম্মুখে পুনঃ কহেন ভারতী॥ পাপিষ্ঠের অপমান সহ্য নাহি হয়। শাপিব ইহারে আমি সভ্য মহোদয়॥ এত কহি জল ল'য়ে দক্ষ ক্রোধমতি। ছুৰ্ব্বাক্য কহিয়া শাপ দেন ভব প্ৰতি॥ দেবতা অধম এই হয় মহেশ্বর। উপেদ্র ও ইন্দ্র হ'তে অধন বিস্তর॥ সকলের সহ যজ্ঞে অংশ নাহি পাবে। এইমাত্র অভিশাপ দিমু আমি ভবে॥ কোপভরে দিয়া শাপ ব্রহ্মার নন্দন। অস্থির হয়েন চিত্ত আরক্ত লোচন॥ অচল অটল রূপে দেব মছেশ্বর। শান্তমতি ভাবে রন না দেন উত্তর॥



কাহারও না শুনি বাগা কম্পিত হৃদয়ে। দাগুটিয়া শাপ দেন শিব মহোদয়ে॥

তৎপরে বিজুর শোন কি হয় ঘটন।
অপূর্ব্ব কাহিনী এই দক্ষ বিবরণ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ব্রিলে যাইতে পারে সেই ভবপার॥
ইতি শিবনিশা সমাধ্য।

অথ দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপদান। মৈত্রেয় কছেন শুন বিত্রর হুজন। দক্ষ প্রতি অভিশাপ নন্দীর বচন ॥ দক্ষ যবে গালাগালি দিয়া হর প্রতি। নারদেরে শাপ দিতে হন ক্রন্ধমতি॥ চঞ্চল হইল তবে যত সভাজন। **मकरल** कतिल मरक वह निवातन ॥ মহাক্রোধে উঠে তবে দক্ষ প্রজাপতি। পুনঃ শিব প্রতি কহে কঠোর ভারতী॥ কাহারও না শুনি বাধা কম্পিত হৃদয়ে। দাগুাইয়া শাপ দেন শিব মহোদয়ে॥ শাপ দিয়া দেবসভা করিয়া তাজন। প্রস্থান করেন দক্ষ নিজ নিকেতন॥ হাস্তম্থে আশুতোষ রহেন সভায়। নাহি ক্রোধ নাহি তুঃখ সকল কথায়॥ আছিল তাহার পাশে নন্দী অনুচর। শিব নিন্দা শুনি সেই হয় ক্রোধপর॥ দক্ষ যত নিন্দা করে গায়ে নাহি সয়। ইচ্ছা তার দক্ষমুগু হানাইয়া লয়॥ কিন্তু শিব আজ্ঞা বিনা করিতে না পারে। জোধহেত কম্পমান আপনা পাসরে॥ যথন উঠিয়া দক্ষ অভিশাপ দিল। ক্রোধভরে নন্দী তবে জ্বলিয়া উঠিল। শিবের না লবে আজা নন্দী ভীতমতি। ·আরক্তনয়নে কহে দেবগণ প্রতি ॥ মোর প্রভু নিন্দি দক্ষ করিল গমন। সচক্ষে হেরিয়া মোর ছলে প্রাণ মন ॥

নিখাস প্রলয় বায়ু আঁখিতে বিচ্নাৎ। জটা যেন মেঘদাম দেখিতে অন্তত ॥ সভাজনে সম্বোধিয়া কছেন তথন। শুন শুন মম বাণী সর্বব সভাজন ॥ শিবের কিঙ্কর আমি নন্দী মম নাম। শিবের চরণপ্রান্তে কৈলাসেতে ধাম॥ দেবতার শ্রেষ্ঠ শিব তাঁর অপমান। না পারি সহিতে আর থাকিতে এ প্রাণ॥ দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হন উমাপতি। অপদস্ত করে দক্ষ হ'য়ে হীনমতি॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অভেদ গণন। অভিশাপে দক্ষ তাঁরে করিল পতন ॥ থাকিতে জীবিত আমি শিবের কিন্ধর। মম প্রভু অপমান হন বহুতর॥ বিশেষ করিয়া তারে দিব অভিশাপ। কেন দিবে প্রজাপতি হেনমত শাপ। যদি সেবা করে থাকি শিবের চরণ। সত্য হবে অভিশাপ কহিন্দু বচন॥ যা কহিল দক্ষ তাঁরে শুনেছে যাঁহারা। প্রতিবাদ করে নাই মজিবে তাঁহারা॥ দক্ষ হয় ভিন্নদৰ্শী শিবে কি জানিবে। পরমার্থ হীন যেবা ভবে কি বুঝিবে॥ মায়াবাদী মৃঢ সেই কোথা পাবে জ্ঞান। ভেঁই ভগবানে হেন করে অপমান॥ এই দোষে দিব আমি অভিশাপ তারে। সফল হইবে তাহা শিব ভক্তি ভরে॥ দক্ষের শুনিয়া বাণী যতেক ব্রাহ্মণ। দেব আদি যত কেহ আছে সভাজন॥ निरुद्ध कतिन श्रुगा ना वृक्षि काद्रण। হইবে তাদের বৃদ্ধি সত্য বিনাশন॥ পরমার্থ হবে হারা নাহি পাবে জ্ঞান। সংসারে আসক্ত হবে তঃথে যাবে প্রাণ॥ দেহকেই আত্মা বলি জানে প্রজাপতি। পশু সম আত্মহীন সেই মূচ্মতি 🛚

যে শুনিবে তার বাণী দেবতা ব্রাহ্মণ। হইবে সে পশু সম আমার বচন॥ নারীতে আসক্ত তার কর্ম্মে হবে মতি। ছাগদম মুখ হবে বিষয়েতে রতি॥ এই চারি শাপ হ'ক দক্ষের উপর। শিবশক্তি বাণী ইহা শাস্ত্রের গোচর॥ এ জগতে হরদ্বেষী হইবে যে জন। সর্ব্ব পাপী হবে সেই পাপের ভাজন। ভিক্ষা মাত্র সার তার হইবে সংসারে। বহু ছঃখ পাবে সেই কৰ্ম্ম পাপদ্বারে॥ সত্য হবে এই বাণী আমার আজ্ঞায়। শিবের চরণে যদি মতি মম রয়॥ হেনমতে নন্দী দিলা অভিশাপ ঘোর। শিবের সম্মুখে রন ক্রোধেতে বিভোর॥ যজ্ঞ পুরোহিত ভৃগু দক্ষের বান্ধব। সম্পর্কেতে ভ্রাতা তাঁর তপস্থা গৌরব II হেন নন্দী অভিশাপ করিয়া শ্রবণ। অন্তরে পাইয়া ব্যথা কহেন বচন॥ দক্ষ মম ভাই হয় ব্রহ্মার কুমার। দেবগণ প্রিয়পাত্র জগতের সার॥ তারে দিলে অভিশাপ প্রমথের পতি। কেমনে শুনিলে যত দেব সভাপতি॥ না শুনিব কার বাণী অভিশাপ দিব। শিবের প্রভুত্ব আমি আপনি নাশিব॥ যা কহিলে দক্ষপতি সত্য সেই হয়। মহা মৃঢ়জন শিব পাষণ্ড নিশ্চয়॥ যে করিবে তার পূজা হ'য়ে বৃদ্ধিনাশ। অনাচারী হবে সেই নরকে নিবাস। বেদ বিধি হীন আর মহাপাপী হবে। শিব ত্রতধারী কভু না পাবে বিভবে॥ তমোগুণী হয় শিব তামসের পতি। তথায় যাইবে পুজে যেই উমাপতি॥ নিশ্চয় পাষও হবে কহিলাম সার। বেলমার্গে হীন হবে সাধুর আচার ॥

হেনমতে অভিশাপ দিয়া ভৃগুবর। ক্রোধেতে কম্পিত হয় চঞ্চল অন্তর॥ দেবগণ সহ ভৃগু হেন আচরণ। হেরিয়া নয়নে শিব হন ছঃখ মন॥ উত্থান করিলা তবে লয়ে অমুচর। প্রস্থান করেন তথা হ'তে মহেশ্বর॥ নন্দীসহ মহেশ্বর করিল প্রস্থান। ক্রমেতে হইল সেই যজ্ঞ সমাধান॥ দেব ঋষিগণে শাপ দিল নন্দীখর। শিবভক্তে দিল শাপ ভৃগু ঋষিবর ॥ দক্ষ দিল অভিশাপ প্রভু মহেশ্বরে। এই মত শাপু রৃষ্টি সভার ভিতরে॥ শুনিলে সংশয় নাশ হয় হে বিতুর। 😎ন সেই বাণী এবে কহিব প্রচুর॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা দার। নন্দী অভিশাপ বাণী মুক্তির আধার॥ ইতি ননীর শাপদান সমাপ্র।

অণ সভীর দক্ষণজ্ঞে গমন।

মৈত্রেয় কহেন শুন কুরুর কুমার।
কি ঘটিল অতঃপর শুন সমাচার ॥
শিব দক্ষে এ বিবাদ রহে বহুকাল।
তাহাতে স্বর্গেতে ঘটে বিপদের জাল॥
ক্রেনে জগতের স্বামী কনল-আসন।
দক্ষে আধিপত্য তবে করেন অর্পণ॥
সর্ব্বাধিপ হ'য়ে দক্ষ অতি গর্ববভরে।
অগ্রাহ্ম করেন সব যতেক ঈশ্বরে॥
ঈশ্বরে না ডাকি যজ্ঞ করে সম্পাদন।
বাজপেয় যজ্ঞ করে মঙ্গল করিবারে।
যজ্ঞ নাম রহস্পতি জানে চরাচরে॥
এই যজ্ঞ মহাযজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সর্ব্বজনে সম্বোধন দক্ষ মহাশ্র॥

শিবে করি পরিত্যাগ ল'য়ে দেবগণ। তপস্বী মহর্ষি আর যত পিতৃগণ॥ একে একে দক্ষরাজ করি নিমন্ত্রণ। যক্তছানে সমাদরে করে আনয়ন॥ ভূচর খেচর যত আছে ত্রিভূবনে। मंकरल यरखंद कथा कहिल खंडात ॥ अमिरक रेकलामश्रुदत् गर्श्य त्रभी। পিতৃ যজ্ঞ স্থদংবাদ পায়েন আপনি॥ সবে যজ্ঞে গিয়া লাভ করেছে সম্মান। নানা অলকার আর ল'য়ে বহুদান॥ হইল তাঁহার ইচ্ছা যজ্ঞ দেখিবারে। জনক জননী আর যত সোদরারে॥ হেন আশা করি যবে ভবের ভবানী। পতি পাশে হাসি হাসি কহিলেন বাণী॥ কি কর হে আশুতোষ না জান সংবাদ। করিলেন যজ্ঞ পিতা সবার আহলাদ॥ আকাশ করহ নাথ আঁথিতে দর্শন। যজ্ঞস্থানে দেবগণ করিছে গমন॥ দেবলোকে যত ছিল ভগিনী আমার। ঐ দেখ যায় সবে পরি অলকার॥ নিতান্ত আমার ইচ্ছা যাব যজ্ঞস্থলে। দেখিব তথায় যত আত্মীয়ের দলে॥ নেহারি আমায় যজ্ঞে করিয়া আদর। বস্ত্র অলঙ্কার পিতা দিবে বহুতর॥ অতি বিস্তারিত যজ্ঞ হয় আরম্ভন। করিব পিতার কাছে তাহা দরশন।। অনুমতি দেহ প্রভু এই আশা করি। বড় আশা পিতৃগৃহে যাব ছর। করি॥ স্লেহ মায়া নাই তব কক্সা নাহি হয়। আমারো নাহিক তাই সর্বজনে কয়॥ ক্রীজাতি আমরা হই সদা পরবশ। জনকের গুছে যাব ইহাতে হর**ষ**॥ আমি নারী তব তত্ত্ব পাইব কেমনে। আগুন্ত বিহীন ভূমি বেদের প্রমাণে॥

নাহি তব যায়া মাত্র বিহীন আচার। কেমনে বুঝিবে ভুমি লোক ব্যবহার॥ অসুগ্রহ কর নাথ দাও অসুমতি। যাইব জনক গুছে ইহা মম মতি॥ শুনিয়া সতীর বাণী কন মহেশ্বর। কেমনে যাইবে প্রিয়ে তুমি পিতৃঘর॥ তব পিতা মোরে ঘূণা করে নিরম্ভর। নিমন্ত্রণ নাহি করে আমার গোচর॥ এত শুনি সতী কন শুন প্রাণেশর। বড় আশা যাব আমি নিজ পিতৃঘর॥ গুরু নাহি নিমন্ত্রিলে দোষ নাহি তায়। স্বচ্ছন্দে তাদের গুহে স্থথে যাওয়া যায়॥ অতএব অনু গ্রহে অনুমতি কর। জননী হেরিয়া হই সম্ভোষ অন্তর॥ এত কহি অধোমুখে সতী হন স্থির। উত্তর করেন শিব অতীব গভীর॥ শুন সতী তোমা প্রতি করি এ মিনতি। ত্যাগ কর মন আশা পিত্রালয় গতি॥ প্রাণের প্রেয়দী তুমি হও সর্বাধার। কেমনে ত্যজিয়া মোরে যাবে প্রিত্রাগার॥ আমি স্বামী হই তব জীবনের সার। মম নিন্দা ভূমি কভু সহিতে না পার॥ তব পিতা ঘুণা করে সদা মোর প্রতি। সেই হেতু তব প্রতি নাই স্নেহমতি॥ যাইলে তথায় তুমি না পাবে আদর। অভিমানে দগ্ধ হবে ছঃখে নিরম্ভর॥ দেবসভা মাঝে মোরে কহি কুবচন। অভিশাপ দিল দক্ষ জান বিলক্ষণ॥ অতীব গর্বিত সেই দক্ষ মহাবীর। মম প্রতি বেষ তার অতিশয় স্থির॥ ঐশ্বৰ্য্য তপস্থা বিহ্যা দেহ ও যৌবন। আর কুল এই ছয় সাধুর লক্ষণ ॥ ছয় গুণে সাধু হয় যতেক সংসারী। উহারাই পায় নাশ হ'লে অহঙ্কারী॥

ছয় গুণ দক্ষে আছে জানে সর্বজন। অহঙ্কারে সর্ববনাশ হয়েছে এখন॥ নিমন্ত্রণ হীনে পারে করিতে গমন। তাঁর ঘরে যেই করে মিফ্ট সম্ভাবণ ॥ দক্ষ তব পিতা বটে দর্পিত অজ্ঞান। তথা গেলে কিছুমাত্র নাহি পাবে মান॥ नाहि अनि अकुरताथ कतिरल भगन। অবশ্যই অমঙ্গল ঘটিবে ঘটন॥ অপমান নাহি সহ্য অভিমানী জনে। অবশ্য মরণ তাতে শাস্ত্রের বচনে॥ সেই হেডু হে প্রেয়সি করি যে বারণ। **एक्यरब्द প्रांगिश्राय ना कद शमन ॥** এত কহি স্থির হন প্রভু মহেশর। মাতৃক্ষেহ সতী মনে ভাবে নিরন্তর ॥ অহমা হ'লেন সতী শুনিয়া বচন। যজ্ঞালয়ে যেতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥ প্রেম ক্লেছে দথ্ম হ'লে সতীর অন্তর। नयन याकारत वात्रि करत्र एत एत ॥ অভিমান স্বামী প্রতি হইল উদয়। ক্রোধের সঞ্চার তাহে তবে প্রকাশর॥ क्लार्थत बाधन क्राय क्लिन नग्रत्न। যেন ভন্ম করিবারে দেব ত্রিলোচনে ॥ এতেক স্ত্ৰীজাতি তাহে বাসনা মানসে। পিতৃ-গৃহে গিয়া রবে জননীর পাশে॥ সেই আশা ভাবি সতী ত্যজিলেন পতি। হিমালয় উদ্দেশেতে করিলেন গতি॥ সতীর গমনে হর বুঝিলেন মনে। অবশ্যই অমঙ্গল ঘটিবে ভূবনে॥ সতী দেহ অপমানে হইবে বিনাশ। অনিবার্য্য এই কার্য্য নাহি তার আশ ॥ প্রবোধ মানিয়া মনে আপনি শক্কর। শ্বরণ করেন নিজ বহু অনুচর॥ আজ্ঞা দেন সবাকারে সাজাইতে সতী। শোভিতা হইলে যেন হয় তাঁর গড়ি॥

আজ্ঞা ল'য়ে নন্দী আদি বন্তু অকুচর।
সাজাইয়া বুষ ল'রে ধাইল সহর॥
কেহ মাল্য কেহ পূষ্পা কেহ অলকার।
কেহ বা বাজায় বাত্য আনন্দ অপার॥
মহা সমারোহে সতী যান পিত্রালয়।
ক্রমে যান যথা সেই মহাযক্ত হয়॥
অপূর্ব্ব শোভায় তাঁর উজলিল দেশ।
হুচারু চিকণ কান্তি মনোনীত বেশ॥
যজ্জহানে ক্রমে সতী করেন প্রবেশ।
শুনহ বিত্তর পরে ঘটনা বিশেষ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
দক্ষযক্ত পূণ্যকথা ভক্তির আধার॥

ইতি সতীর দকালয়ে গমন সমাপ্ত।

অথ সভীর দেহত্যাগ।

মৈত্র কন শুন শুন বিচুর হুজন। যক্তে সতী প্রাণত্যাগ ভীষণ ঘটন॥ সতীরে বিদায় দিয়া প্রভু মহেশ্বর। কৈলাস মাঝারে বসি ভাবে নিরম্ভর॥ হেথা সতী প্রবেশেন জনকের পুরী। নানা অলঙ্কারে তিনি হইয়া ফুন্দরী॥ ক্রমে সতী আগমন হইল প্রচার। লইতে তাঁহারে কেহ নহে আগুসার॥ তথাপি গেলেন সতী যথ। যজ্ঞদান। দেখিলেন পিতা তথা ল'য়ে দেবগণ ॥ অপূর্ব্ব দেহের কান্তি কহন না যায়। শত চন্দ্ৰ শত সূৰ্য্য উদয় তথায়॥ মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র তথা বসি অগণন। মধ্যস্থলে প্রজাপতি করেন যজন॥ সতীরে নেহারি পিতা না করে আদর। সেই হেতু সভাসদে ভাবে তাঁরে পর॥ কেহ নাহি তাঁর প্রতি মুখ তুলি চায়। কেহ নাহি শুভাশুভ কিছুই পুছায়॥





পতি নিক্ষা জুংগে সভী ত্যক্ষিলেন প্রাণ। প্রজ্ঞাপতি সন্মুণেতে ধণা যক্ষতান। (১৬৮ পূজী।

স্বভাবে কোমলা সেই জননী তাঁহার। কস্থারে নেহারি কাঁদে হদয় তাঁহার॥ আর আর কন্তা সহ ল'য়ে অলকার। সতীরে লইতে আদে হ'য়ে আগুসার॥ কেছ তাঁরে কোলে করে কেছ বা চুম্বন। কেহ বা প্রেমেতে কাঁদে কার মুগ্ধ মন॥ কিছুতেই সতী মনে না পান হরষ। পিতৃ অপমানে মনে হ'লেন অবশ। নাহি লন অলঙ্কার নাহি আলিঙ্গন। সবে ত্যজি পিতা পাশে করেন গমন॥ যজ্ঞে ব্রতী প্রক্লাপতি ছিলেন তখন। যত দেব যত খাষি রছে নিমন্ত্রণ॥ সকলেরি যজ্ঞভাগ রহে শোভমান। কেবল হরের তথা হয় অপমান॥ নাহি তাঁর যজ্ঞভাগ নাহি নিমন্ত্রণ। পিতা নাহি তাঁর প্রতি করে সম্ভাষণ॥ ইহাতে সতীর মনে ক্রোধের উদয়। হইল তাহাতে যেন অকালে প্রলয়॥ বদন শারদ শশী হইল তপন। নয়নে নিকলে যেন উত্তপ্ত কিরণ ॥ নিঃশ্বাদ প্রানয় বায়ু কটাক্ষ তড়িং। ক্রমে বেণী ঘন মেঘ তাহাতে শোভিত॥ হুভুঞ্চার বজ্রনাদ রৃষ্টি বারিধারা। সৌন্দর্য্য ত্যজিয়া সতী হয় ভীমাকারা॥ হেনরপে স্বাকারে করি সম্ভাষণ। বরিষার শ্রোভসম কছেন বচন ॥ পতি মম সর্ব্বপ্রিয় সম্ভোষ আধার। একমাত্র পিতা দ্বেষ করেন তাঁহার॥ नर्द প্রভু মহেশ্বর নিখিল কারণ। তত্বপরি দ্বেষ করা মহা বিড়ম্বন॥ স্বভাব জগতে ব্যাপ্ত তিন ভাগ তার। উত্তম মধ্যম আর অধম বিচার॥ আপনার প্রমাণেতে বিচারি যে জন। खगरकरे साथ विन कत्राय भगन ॥

অধম স্বভাব তার সংসার মাঝার। কহিলাম শাস্ত্রমতে এই বাণী সার॥ পরদোষ শ্রবণেতে যে করে বিচার। মধ্যম স্বভাব তারে কহে শাস্ত্রকার॥ সামান্ত পাইলে গুণ যে হয় সম্ভোষ। যেইজন এ সংসারে নাহি বাছে দৌষ॥ এ সংসারে সেইজন সর্বেবাত্তম হয়। যেইগুণ একমাত্র মহেশ্বরে রয়॥ এমন আমার পতি প্রভু দিগম্বর। কেন তাঁরে ঘুণা পিতা কর নিরন্তর॥ পতি মম শিব নাম হয় বি-অকর। উচ্চারণে পাপনাশ হয় গো সত্বর॥ জগতে মহিমা তাঁর স্থপবিত্রময়। অসংখ্য শাসন যাঁর বিশ্বে প্রকাশয়॥ অশিব হইয়া পিতা শিব নিন্দা কর। অসাধুজনের ভাব কেন হৃদে ধর॥ ব্রহ্মা থাঁর পদ লাগি করে উপাদন। সবে সেবে অনায়াদে শিবের চরণ॥ আমি যাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তি জগৎ মাঝার। যাঁহারে সেবিয়া কুপা পাই অনিবার॥ শ্মশানে থাঁহার বাদ সর্বভ্রেষ্ঠ জন। ত্রক্ষা যাঁর পদরেণু করেন ধারণ॥ সেই শিবে পিতা তুমি রুধা ঘুণা কর। শিব নিন্দা সম পাপ না হয় গোচর ॥ আরো শুন চুক্ট পিত। আমার বচন। স্বামী-নিন্দা শুনি প্রাণ তাঙ্কে সতী জন ॥ श्वाभीत अनित्न निन्ना मठी यनि हरा। निकाकाती लाग नाग कतिरव निकास ॥ তাহা যদি নাহি পারে করিবে প্রস্থান। অথবা রসনা তার করিবে ছেদন॥ অশক্ত হইলে নিজে ত্যজিবে পরাণ। স্বামী নিন্দা সতী বুকে দম্ধে বিষ্বাণ ॥ আপনি আমার পিতা তব এ শরীর। নারিব মারিতে তোমা কহিলাম স্থির ॥

অতএব নিজ দেহ ত্যজিয়া নিশ্চয়। পরিশুদ্ধ হওয়াই সর্বেবাচিত হয়॥ শিবের নিন্দুক তুমি জনক আমার। না ধরিব আর আমি এই দেহ ভার॥ কুজন আপনি পিতা কহিলাম সার। সেই হেট্ট এত লঙ্জা জগতে আমার॥ পাপ হ'তে জন্ম যার পাপেতে নিশ্চয়। ধিক এই দেহ ইহা পাপের আলয়॥ मरकत निमनी व'ला कतिला आस्त्रान। শিব নিন্দা উঠি মনে ফেটে যায় প্রাণ॥ অতএব এই দেহে নাহি মম কাজ। অবশ্য ত্যজিব ইহা সবাকার মাঝ॥ এত বলি ছঃখে সতী হইয়া অধীর। প্রাণত্যাগ কল্প করি হইলেন স্থির॥ व्यत्थायुर्थं विज्ञालन क्र'र्यं निक्वलं । বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকি যেন মেঘে শশধর॥ শ্মরিয়া শিবেরে সতী মহাযোগ এরি। আচমন করি মুদে নয়ন চকোরী॥ আসন প্রথমে জয় দ্বিতীয়েতে প্রাণ। আপন নিরোধ ছারা করিয়া সমান ॥ ক্রমে সেই নাভি চক্র হইতে উদান। বায়ুসহ ক্রমে তুলে হৃদয়ে সংস্থান॥ छेनात्नदत्र व्यानि उत्तर्शन मधुन्दत्न। কণ্ঠমাৰ্গ ছাৱে প্ৰাণ লইয়া ছিদলে॥ সেই অকোমল দেহ পূজ্য মহতের। যিনি হন সারাৎসার এই জগতের॥ দক্ষেরে করিয়া ঘূণা সেই মনস্বিনী। সর্ব্বাঙ্গ অনিলে রুদ্ধ করেন আপনি॥ হৃদয়েতে তার মাত্র জাগে মহেশ্বর। হেন সমাধিতে শুদ্ধ হ'লো কলেবর॥ পাপশুক্ত দেহ সমাধিত্ব অগ্নিময়। ভীষণ উঠিল ছ'লে মহা দীপ্তিময়॥ হেরি সেই ভাব সবে করে হাহাকার। গেল গেল সতী বলি হইল চীৎকার॥

তুষ্টমতি প্ৰজাপত্তি পাৰাণ নিশ্চয়। তা না হ'লে প্ৰাণস্মা কক্ষা নাশ হয়॥ এমতে উঠিল গোল আর হাহাকার। পুরজনে কম্পান্থিত দক্ষের আগার॥ পতি নিন্দা ছঃখে সতী ত্যক্তিলেন প্রাণ। প্ৰজাপতি সন্মুখেতে যথা যক্ত স্থান। সতীর বিনাশ হেরি শিব অফুচর। হুডাহুড়ি করি সবে কাঁদে নিরস্তর **॥** দক্ষেরে নাশিতে করে অস্ত্র বরিষণ। কেছ যজ্ঞন্থলে করে ভীষণ গর্জ্জন॥ যজ্ঞ বিশ্ব হেরি ভৃঞ মহা তপোধন। ঋতু নামে দেবগণ করে উৎপাদন॥ শিব অনুচরে নাশ করিতে তখন। অবহেলে দেন আজ্ঞা অতি ক্ৰদ্ধ মন॥ ব্রহ্মতেজ বলে সেই দেবতা-নিকর। শিব অনুচরে গ্রাস করিতে তৎপর॥ ভীষণ বিপদ হেরি যত অন্তচর। ইতস্ততঃ পলায়ন করে অতঃপর॥ यख्यात मठी (पह विशेन कीवन। রাহুগ্রন্থ যেন শশী রহিল পতন ॥ চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিল চীৎকার। প্রলয় আকার যেন ঘটল আবার॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা দার। সতী দেহ ত্যাগ বাণী সর্ববেগেগ সার॥ ইতি সতীর ক্বেছত্যাগ সমাপ্র।

## व्यथे नक्ष्यक श्वर्ता

মৈত্র কন শুন শুন বিত্রর হজন।
দক্ষয়জ্ঞ ধ্বংস কথা অতি হ্ববচন॥
সতীরে বিদায় দিয়া প্রাভু মহেশ্বর।
অ্যাক্সল চিন্তা মনে করেন বিন্তর॥
বিষয় বদনে রন কৈলাস উপরে।
মণি হারা কণি যেন শীতার্ত্ত গছবের॥



কি আন্তর্গোলির বাদ কর্ম জ্বপেন। অক্রপেল প্রত্যালাগা ক্রিব পেন।। ২০০ প্রতা।

আলুলিত জটাভার স্থির ত্রিনয়ন। নাহি হাস্ত পরিহাদ বিষাদিত মন॥ তাহারে বিষয় হেরে অঙ্গের ভূষণ। मत्य द्राष्ट्र विशामिक मिलन वमन ॥ তাঁর সম বিষাদিত কৈলাস শিখর। নাহি নাচে শিখি নাহি ডাকে পিকবর নির্বার নিস্তব্ধ আর মলয় পবন। নাহি পুষ্প প্রফুটিত ছিন্ন উপবন॥ হেন অমঙ্গল হেরি প্রভু মহেশ্ব। অমঙ্গল ভাবনাতে ব্যাকুল অন্তর॥ (इनकाटन (मवश्रिष नात्रम ञ्रुक्त । মহেশ্বর সমীপেতে করেন গমন॥ ঋষিরে সম্ভাষি হর দিলেন আসন। জিজ্ঞাদেন শুভাশুভ যতেক ঘটন॥ শুনিয়া হরের কথা দেব ঋষিবর। দক্ষযভ্য বিবরণ কহেন সভুর॥ শুনিয়া সে বাণী শিব হইয়া চঞ্চল। সতী হারা দশদিক দেখেন কেবল ॥ প্রাণদমা তার সতী ত্যজিল জীবন। তাঁহার লাগিয়া দক্ষয়জ্ঞ আরম্ভন ॥ সতীর বিনাশে তাঁর ক্রোধের উদয়। ত্রিনয়ন জলে যেন অগ্নি শিখাময়॥ বিদ্যাৎ বহ্নির যেন হইল মিলন। সতী হারাইয়ে হর হয়েন এমন॥ মস্তকের এক জটা করিয়া ছেদন। ক্রোধে ভূমিতলে শিব করেন ক্ষেপণ॥ তাহাতে জন্মিল এক বিচিত্র কুমার। দেখিতে ভীষণ নাম বীরভদ্র তাঁর॥ বিদ্যুতের সম দেহ বক্সসম কর। স্থমেরুর সম দীর্ঘ ভীম কলেবর॥ তিনটি নয়ন তার প্রথর তপন। কেশজাল জটারূপী অগ্নির কিরণ॥ নানা অন্তে শোভে তুণ দেখিতে ভীষণ। স্ভীষণ মুখে তাঁর ভীষণ গর্জন।

করযোড়ে আসি পাশে প্রভু মহেশ্বর। প্রণাম করিয়া কহে বাক্য স্থবিস্তার ॥ কি আজ্ঞা পালিব রুদ্র করহ জ্ঞাপন। অকালে প্রলয় নাথ! করিব এখন॥ কহ দেব জন্মাইলে মোরে কি কারণ। কি প্রিয় সাধিব তব করহ জ্ঞাপন। বীরভদ্র বাণী শুনি কছেন শঙ্কর। মম অংশে জন্ম নিলে তুমি পুত্রবর॥ সাধহ আমার হিত করিতে প্রকাশ। সবংশে দক্ষেরে শীঘ্র করহ বিনাশ॥ অজেয় আমার তেজে হইলে কুমার। সতী হুঃথে আমি হুঃখী শান্তি দাও তার॥ এত শুনি বীরভদ্র বিক্রমে তুর্বার। ক্রোধেতে উন্মত্ত শুনি দক্ষ ব্যবহার॥ প্রথমেতে সেনাপতি ছইয়া তখন। প্রণামে সে ভক্তিভাবে ভবের চরণ ॥ প্রদক্ষিণ করি তাঁরে ল'য়ে সেনাদল। উপনীত হইলেন যথা যজ্ঞছল। হ্রমেরুর সম বাহু দেখিতে ভীষণ। কোপেতে ঘূর্ণিত তার রক্ত ত্রিনয়ন॥ ক্রোধছটা ঘনঘটা অকালে প্রলয়। জটার কম্পনে যেন বেগে বায়ু বয়॥ নিঃখাদে মেঘের ধ্বনি কটাক্ষ দামিনী। হুছুঙ্কার ঘোর রব তাহে বক্রধ্বনি॥ ভীষণ ত্রিশূল হাতে চরণে নূপুর। ভূত প্রেতদল সঙ্গে বেষ্টিত প্রচুর॥ রবি শশী অন্ধকার তাঁর সমাগমে। ধুলিময় দেখি কহে সভাজনে ভ্ৰমে॥ সকলে বিবিধ তর্ক করি মনে মনে। দক্ষের বিনাশ ভাবে প্রদৃতি আপনে॥ রুদ্রে অপমানে অগ্ন তাহার বিনাশ। দেই পাপদণ্ড আজি হইবে প্রকাশ॥ কটাক্ষে প্রলয় যাঁর প্রধান কারণ। ব্ৰহ্মা আদি যাঁর কোপে হন ভীত মন॥

কি ছার করেন দক্ষ তাঁর অপমান। অবছেলে লন তার সতীরূপী প্রাণ॥ প্রসূতি এতেক ভাবি কাঁদে নিরম্ভর। শুনহ বিপ্লর কিবা ঘটে অতঃপর ॥ রবি শশী আবরিয়া বেড়িয়া আকাশ। ষ্মবছেলে প্রমথেরা হইল প্রকাশ॥ क्ट थर्वाकात क्ट वत्रा किना। মকর উদর কেহ বরণে পঞ্চিল॥ আট্ট আট্ট হাস মুখে দৃস্ত খিল খিল। সর্ববনাশ ইচ্ছা সবে ক্রেমে প্রকাশিল ॥ কেহ যজ্ঞশালা ভাঙ্গে কেহ যজ্ঞস্থান। কেছ বা নিবায় অগ্নি কেছ লয় প্রাণ॥ क्टि धरत मूनिशंग क्ट मूनि-नाती। কেছ বা গৰ্জন করে ভেদ না বিচারি॥ যজ্ঞহল করি নাণ প্রমথের পতি। ত্বরায় যাইয়া ধরে দক্ষ প্রজাপতি॥ ভয়েতে কম্পিত দক্ষ প্রাণেতে কাতর। মণিমান নামে কন্সা ধরে ভৃগুবর॥ সূর্য্যদেবে বন্দী করে সেনা চণ্ডেশ্বর। **७१८५८व करत नम्मी वस्त्र मञ्जूत ॥** এইরূপে সবে ধরি বিনাশ কারণ। সভাজন লাগি ধায় যত সেনাগণ॥ প্রাণ লাগি উর্দ্বাদে দেব ঋষিবর। চ্চতবেগে ধায় সবে হইয়া কাতর॥ সকলেই লভে প্রায় প্রমথ প্রহার। তাহাতে যন্ত্রণা হয় দেহেতে সবার॥ কেহ শির ল'য়ে কাঁদে কেহ ল'য়ে কর। কেহ বলে প্রাণরক্ষা কর দিগম্বর॥ श्विव निन्दा स्थान यात्रा कथा ना कहिल। নানামতে প্রমথেরা শান্তি সবে দিল। ভীষণ বিপদ হেরি ভৃগু মহাশয়। প্রেত নাশিবারে দেন আহুতি নিচয়॥ ভঞ ব্যবহার দেখি বীরভদ্রে বীর। ক্রোধেতে কম্পিত তাঁর হইল শরীর॥

এই ভৃগু সে সময় জ্ঞান হারাইয়া। হেসেছেন মহাদেবে শাশ্রু দেখাইয়া॥ বীরভদ্র শাশ্রু তাঁর করি উৎপাটন। অবশেষে অঙ্গৈ তাঁর করেন ঘাতন। यदा क्क भिव-निका करत्र थर्क छरत्। কটাক্ষেতে ভগদেব উৎসাহিত করে॥ বীরভদ্র সেই ভাব করিয়া স্মরণ। ভূমে ফেলি ভগদেবে উপাড়ে নয়ন॥ দক্ষ যবে নিদ্দে শিবে দেবসভা মাঝ। দস্ত ল'য়ে হাসে পুষা ধরি ক্রুর সাজ। বীরভদ্র সেই ভাব করিয়া স্মরণ। ত্ৰই মৃষ্ট্যাঘাতে দম্ভ করেন ভঙ্গন॥ অবশেষে বীরভদ্র ক্রোধেতে অধীর। ভূমেতে ফেলেন টানি দক্ষের শরীর॥ অতি বলবান সেই রুদ্র অমুচর। কি সাধ্য দক্ষের তাহে পায়েন নিস্তার॥ দক্ষের বক্ষেতে চাপি বীরভদ্র বীর। ক্রোধেতে কম্পিত করি আপন শরীর॥ তীক্ষধার অসি তবে করিয়া গ্রহণ। যাইলেন করিবারে মস্তক ছেদন ॥ অপূর্ব্ব দক্ষের দেহ শক্ত অতিশয়। অসিতে মুণ্ডের ছেদ নাহিক ঘটয়॥ আশ্চর্যা তাহাতে হন রুদ্র অমুচর। কি ক'রে করেন ছেদ ভাবেন বিস্তর॥ কণ্ঠা নিপ্পীড়ক যন্ত্ৰ দেখি যজ্ঞছলে। তাহে ল'য়ে দক্ষ কণ্ঠ নিক্ষেপি কৌশলে॥ অবশেষে করিলেন মুণ্ডের ছেদন। হইল পিণাচ দলে আনন্দবৰ্জন ॥ ত্রিভূবনে ঘটে তাহে মহা হাহাকার। দক্ষসহ যজ্ঞ নাশ হইল এবার॥ লইয়া দক্ষের মুগু প্রমথের পতি। যজ্ঞ অগ্নিমধ্যে তার দিলেন আছতি॥ এইরপে দক্ষয়জ্ঞ হুখে করি নাশ। প্রমথের সহ বীর গেলেন কৈলাস।

জতি অপরপ বাণী শুনিলে বিহুর।
বুঝিলেই আত্মজান পাইবে প্রচুর॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে শুনালে নাশ হবে পাপভার॥
ইতি দক্ষক নাশ স্বাধ্য।

মথ ব্রহাদি কর্ত্তক বিবের আরাধন। মৈত্রেয় কহেন শুন, হে বিত্রর এবে পুনঃ, **एक यट्छ किवा घट** शदा। অতীব উত্তম বাণী, শুনিলে জুড়াবে প্রাণী, মোক্ষ তাহে পায় সাধু নরে॥ বীরভদ্র দেনাপতি, সঙ্গে দেনা হরাকৃতি, যজ্ঞ ধ্বংন করি অনায়াদে। দক্ষের কাটিয়া শির, শাস্তিয়া সকলে বীর, আনন্দেতে গেলেন কৈলাদে॥ সতীহ্বংখে সতীপতি, আছিলেন ক্ষুক্ষমতি, সদা মুখে কোথা গেলে সহা। কেন গেলে বাপবর, তুঃখ দিতে নিরস্তর, কেন বাম হ'লে মোর প্রতি॥ ল'য়ে প্রমথের দলে, বীরভদ্র হেনকালে, প্রণমেন শিবের চরণে। **एक्क्युड्ड ध्वःम रू**नि, আনন্দিত কালমণি, ক্রমে তুঃখ ত্যজিলেন মনে॥ যজ্ঞস্থিত সভাজন, ঋষি পিতৃ দেবগণ, পেয়ে সবে প্রমথ প্রহার। অপমানে হুঃখমতি, প্রাণভয়ে ভীত অতি, যান সবে ব্রহ্মার আগার॥ করযোড়ে তাঁর পাশ, হৃদয়ের খুলি আশ, কহে যত দেব মুনিগণে। কি কর কি কর প্রভু, এ হুঃখনা পাই কভু, যে পীড়া পাইনু যজ্জন্বানে॥ **णिटर कित्र व्यथमान, यक्त व्यश्म नाहि हान,** সহী প্রাণ ত্যক্তে অপমানে।

অপমানে মছেশ্বর, পাঠাইয়া অমুচর, नानि यछ मात्र मत्व लात ॥ দক্ষের কাটিল শির. শাশ্রু হীন ভৃগুবীর, ভগদেব বিহীন নয়ন। কাহার লইল প্রাণ, ভঙ্গ করে যজ্ঞহান, পুষণের দন্ত উৎপাটন ॥ यछ नाहि मात्र इ'तना, (कह थान हात्रा इ'तना, অঙ্গ নাশ হ'লো সবাকার। পীড়ায় না বাঁচি আর,হর কোপে বাঁচা ভার, কর দেব এর প্রতিকার॥ এত কহি দেবগণ, দেখায় অঙ্গ পীড়ন, কার' শির কাছারো চরণ। কাহার ভাঙ্গিল হস্ত, কেহ ভয়ে মহাত্র্যস্ত, कात' नक्ष रुग्र छूनग्रन ॥ কোন ঋষি জটাহীন, কেহ বা শ্মশ্ৰুবিহীন, কার' নাসা কার কর্ণ নাই। কাহার চিরিল চীর, অঙ্গ ক্ষত কোন বীর, ত্রঃথে দবে অধােমুখে চাই॥ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু তুইজন, জানিতেন বিলক্ষণ, ঘটিবে এ ছেন অঘটন। সতী হ'লে৷ হর প্রাণ,নিন্দা শুনি ত্যজে প্রাণ, कार्य मध रत जिजूरन ॥ সর্বব্রেষ্ঠ মহেশ্বর জগৎ মঙ্গলকর দম্ভ ভরে তার অপমান। পতিপ্রাণা দেই সতী, পতিপদে যার মতি, কেমনেতে শুনি রাখে প্রাণ॥ মহেশের অপমানে, যেই রহে দেই স্থানে, সকলের নিশ্চয় তুর্গতি। দেবংখিষ দবে শুন, ভাব শিব পুনঃ পুনঃ, আশুতোষ দিবেন মুকতি॥ नाम यिनि इन इत्र, मर्वदाक्षकं यद्भावतः यटक जांत्र नाहि मित्न वाश्म। অবশ্য ঘটিবে হুঃখ, মঙ্গল বিহুনে সুধু যথাৰ্থই তাহে যজ্ঞ ধ্বংস ॥

কার সাধ্য জিনে মহেশ্বরে। কার সাধ্য তাঁর কোপ হরে॥ যন্ত্রণা হইতে পাবে ত্রাণ। আরাধিলে হ্রন্থ হবে প্রাণ॥ এত কহি প্রজাপতি, নিশ্চল করিয়া মতি, : সেই বনে মহেশ্বর, ভাবিলেন আপনার মনে। কার সাধ্য রাখে নিজস্থানে॥ ल'रा एनव जानिशन. करतन रम किलारम गमन। যথা বসি মূহ্যঞ্জয়, প্রলয় যাঁহাতে রয়, সবার অভয় সে চরণ॥ সে কৈলাস শোভাকর, দেখিবারে মনোহর, শোভে কত বন উপবন। ছয় ঋতু একত্রেতে, উদয় দিবস রেতে, রবি শশী শোভিত গগন॥ গাইতেছে অবিরত, গন্ধর্বব অপ্সর যত, লতা গুলা কুঞ্জ সারি সারি। বধ্য-হস্তা একস্থানে, রহে আনন্দিত মনে, ব্যাত্র মুগ আনন্দে বিহারি॥ অপূর্ব্ব তমাল তাল, অশোক কিংশুকজাল, कुत्रन्वक वनती त्रमान । পারিজাত ও মন্দার, চম্পক ও কোবিদার. (वर् वः मं भाधवी शियान ॥ পাখী করে কলরব, ফুটে যত পুষ্পা সব, মধুকর তাহাতে গুঞ্জন। কস্তুরী চমরীচয়. মলয় সুগন্ধ বয়, শোভা কত না হয় বৰ্ণন॥ এ ছেন ভূখরোপর, নিবাসেন দিগম্বর উপনীত ব্ৰহ্ম। দেবগণ।

আমি ব্রহ্মা হরেশ্বর, জীব জন্ত মুনিবর, দেখি গিরি শোভাময়, সকলে মোহিত হ্য, হেরে সবে মেলিয়া নয়ন॥ অসীম বাঁহার বন্দ, প্রান্য সে কোপানলাঁ, চুই নদী মনোহর, বহে বারি পুণ্যতর, নন্দা ও অলকানন্দা নাম। একমনে সেইজনে, ভাক দেবে মুনিগণে, বিষ্ণু পদরেণু ল'য়ে, গিরিশিরে পদধ্যে, পূত করে এই বিশ্বধাম॥ নাম তাঁর আশুতোষ, অল্লে তাঁর হয় তোষ, তত্তপরি শোভাকর, রহে অলকানগর, পার্বে তার সৌগন্ধিকা বন। হরি প্রেমে দিগপর. করে হ্রথে হরি আরাধন॥ माख्ना ना कति इत, जिल्लाक विना क्रेश्वत. ' अलकात्र किवा माञा, अगराजत्र मरनारलाजा, কার সাধ্য বর্ণিবারে পারে। হরষে কমলাসন, বিশ্বনন্ত সহত্র মুখে, বর্ণিতে না পারে হথে, ত্রিলোকের শোভা তায় হারে॥

সবে প্রবেশেন হুখে অলকানগর। কত শাখা করে শোভা হেরে নিরন্তর॥ কত সরোবর কত মণি স্বর্ণাকার। চনদ্র সম কত মণি জলে নিরস্তর ॥ ব্রহ্মা লয়ে দেবগণ অলকার্নগরে। নাহি দেখা পান সেই প্রভু দিগম্বরে॥ সোগন্ধিক বনে তবে করেন গমন। প্রবেশিয়া বনে সবে আনন্দিত মন॥ অদূরে দেখেন এক তরু ভয়স্কর। শতেক যোজন সেই হয় দীর্ঘতর॥ অসংখ্য যোজন শাখা প্রশাখা বিস্তার। ছাথাতে কৈলাস স্নিগ্ধ হয় নিরম্ভর॥ নাম তার হয় বট পশু পক্ষী শুশু। (मिथिल कीर्त्त जारह छेशकरा शूग्र ॥ যোগ প্রভাময়-তরুমূল দেশে তার। বসিয়া আছেন হর অন্তক আকার॥

ভীষণ মুরতি বটে তব ক্রোধহীন। স্লিগ্ধ ভাব এবে যেন দেখায় মলিন॥ সনকাদি করে স্তব গন্ধর্ব অপ্সর। কুবের পূজয়ে সদা দেব মহেশর॥ ললাটে দীপিছে চন্দ্র শারদ আকাশে। কিন্তু স্লান বোধ হয় সতীর বিনাশে॥ তপস্বীর সম বেশ মহা ব্রতধারী। সকল ঐশ্বর্যাময় দেখিতে ভিখারী॥ ঋষিত্রেষ্ঠ সে নারদ সম্মুখে ভাঁহার। জিজ্ঞাদেন ব্রহ্মজ্ঞান বিবিধ প্রকার॥ ব্রক্ষের মহিমা হর প্রকাশেন স্তথে। তাহাতে ভুলিয়াছেন সতীহাঁন হুঃখে॥ অপরূপ ত্রক্ষের বাণী নারদ গোচরে। একান্ডে শুনেন যত মহা সাধুবরে॥ এ ভাব হেরিয়া হরে কমল আদন। দেবগণ সহ মিলি বন্দেন চরণ॥ হইয়াও শ্রেষ্ঠ হর উঠিয়া সত্বর। ব্রহ্মারে করেন নতি স্থথে দিগম্বর॥ সহসা দেবতা সহ কমল আসন। উদয় হইল আসি কৈলাস ভবন॥ আশ্চর্য্য হইয়া যত মুনি সিদ্ধগণ। সকলে বন্দেন হুখে ব্রহ্মার চরণ॥ শ্রেষ্ঠ হয়ে নিজে হর নমে প্রজাপতি। এই হেতু কন ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রতি॥ প্রকৃতি বিশ্বের যোনী জানি ভগবান। পুরুষ তাঁহার বীজ জ্ঞানের প্রধান॥ আপনি হয়েন প্রভু সবার কারণ। আপনিই বেদে বিধি পরত্রহা জন॥ আপনি করেন স্থান্ত পালন সংহার। আপনিই দেন শিক্ষা যজ্ঞের আচার॥ আপনিই ত্রত মন্ত্র হন অমুষ্ঠান। আপনিই ভক্তি মুক্তি স্বর্গের নিদান ॥ এক কথা তব প্রতি মম-মছেশ্বর। অমুগ্ৰহে শুন দেব হ'য়ে কুপাপর॥

মাগতে জন্মায় বুদ্ধি নানা মাগ্লাপর। ইহাই হরির লীলা সবার গোচর॥ সেই মায়ামতে ভিন্ন দেছে যেইজন। কার্য্য শ্রেষ্ঠ ভাবি করে জ্ঞানের স্পর্দ্ধন॥ সাপুর উচিত তাকে করিতে মোচন। অমুচিত হয় দেব তাহার নিধন॥ কুমতির বশে মুগ্ধ দক্ষ প্রজাপতি। কেমনে তোমার তত্ত্ব জানিবে দুর্ম্মতি॥ আপনিই ফলদাতা হ'য়ে যজ্ঞেশর। না বুঝি করিল কার্য্য সেই দক্ষবর॥ व्यापनादत्र नाहि जानि नाहि मिल वर्श । সেই হেতু যজ্ঞ তার করিলেন ধ্বংস॥ যজ্ঞ সহ প্রজাপতি হইল বিনাশ। ভগ ভৃগু পুষা আদি দেব অঙ্গ নাশ॥ সভাতে আছিল যত দেব মুনিগণ। তব অনুচর সবে করিল পীড়ন॥ দক্ষ নাশে যজ্ঞ নাশ শুন পশুপতি। কাৰ্য্যনাশে ধৰ্মনাশ তাহাতে সম্প্ৰতি॥ অতএব কর কুপা প্রভূ মহেশ্বর। যজ্ঞ সাঙ্গ কর গিয়া হয়ে যজ্ঞেশ্বর॥ কুপা করি দাও দক্ষে তাহার জীবন। পুষাদেবে দাও দেব ভাহার দশন॥ ভগদেবে দাও নাথ যুগল নয়ন। ভূগুর পুনশ্চ হোক শাশ্রু হুগোভন॥ পুনশ্চ হউক যজ্ঞে তব উপাসন। শেষে যজ্ঞ ভাগ তব হবে নিবেদন॥ যদি নাহি কুপা কর নফী ত্রিভূবন। কর ওছে ত্রিপুরারি রূপা বরিষণ॥ কর্যুড়ি এত কহি কমল আসন। হইলেন স্থির তবে ল'য়ে দেবগণ॥ অপরে কি ঘটে তবে শুনহে বিচুর। শুনিলে সন্দেহ নাশ হইবে প্রচুর॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। দক্ষয়ত ব্ৰহ্মা স্তবে হইল উদ্ধার॥

এই কথা যেই শুনে হ'য়ে একমন।
অন্তকালে যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভবন॥
ইতি ব্ৰহাদি শিবারাধনা সমাপ্ত।

कार्थ एकश्रक नवांशन ।

মৈত্রেয় কছেন শুন বিছুর স্থজন। যেমতে দক্ষের যজ্ঞ হয় সমাপন॥ ব্রহ্মার বচনে তুই হ'য়ে মহেশ্বর। ক্রোধ ত্যজি হইলেন প্রসন্ন অন্তর॥ আনন্দে মাতিয়া দেব কহিলেন বাণী। শুনিয়া হৃষ্টির হয় দেব ঋষি প্রাণী॥ যা কহিলে ব্ৰহ্মা তুমি যুক্তিযুক্ত হয়। যজের বিনাশ মোর অভিপ্রার নয়॥ মায়াবশে বিমোহিত হয় যেইজন। তাহাদের দণ্ড আমি দিই বিলক্ষণ॥ मकनर मांग्रा मुक्ष रग्न यङ जन। করিলাম মাত্র আমি তাদের শাসন। হউক পুনশ্চ যজ্ঞ মম অনুমতি। ভেদ ভাব হোক নাশ দক্ষ প্রজাপতি॥ যাহার যে অঙ্গ কত হ'য়েছে পীড়নে। নূতন হউক তাহা আমার বচনে॥ পুষার হউক দন্ত কহিলাম সার। মিত্র চকু ল'য়ে পুনঃ দেখুক সংসার॥ मूनि करन यात्र अत्र हरेल विनाम। অখিনীকুমার অঙ্গ তাদের প্রকাশ।। আগুনে হ'য়েছে ভন্ম প্রকাপতি শির। ছাগম্ও যুক্ত হোক্ তাহার শরীর॥ ছাগের লইয়া শাশ্রু ভৃগু তপোধন। যোজন করুন শাশ্রু আমার কথন॥ সকলেই যজ্ঞ ভাগ করুন গ্রহণ। অবশেষ ভাগ মোরে কর নিবেদন॥ এত বলি আশুতোষ লয়ে অমুচর। পমন করেন সেই যজের ভিতর ॥

যজ্ঞছলে গিয়া হর প্রতিজ্ঞার মত। সকলে স্থার অঙ্গ করেন যোজিত ॥ ছাগমুগু লাভ করি দক্ষ মহাশয়। চৈত্রত করেন লাভ করিয়া নিশ্চয়॥ গাত্রোত্থান করি দক্ষ হেরিলেন হর। শাস্তমনে দেখিলেন তকু দিগন্বর॥ সতী তুঃখে তুঃখী সেই দেব মহেশ্বর। তথাপি হইয়া তুষ্ট দেন সবে বর॥ মহাদেবে হেরি দক্ষ করিল ক্রেন্দন। তনয়ার মুখচনদ্র হইল স্মরণ॥ ছাগমুগু পেয়ে দক্ষ না সরিল বাণী। নয়নে চাহিল মাত্র উচাটিত প্রাণী॥ বহুক্ষণ কাঁদি তবে দক্ষ প্রজাপতি। করযোড়ে মহাদেবে করেন প্রণতি॥ না বুঝি নিন্দিয়া তোমা পাইলাম ফল। ধন্য ওছে ধর্মারূপ তোমার মঙ্গল।। ব্ৰহ্মা বিষ্ণুরূপে তুমি হও একজন। এতক্ষণে জানিলাম তাহা বিলক্ষণ॥ অপরাধ করি হেন হয়ে হীনমতি। করিলাম আমি হেন পাপ কর্মে মতি॥ দয়াল বলিয়া ভূমি করি দয়া দান। উদ্ধারিলে অধমেরে দিয়া দেহে প্রাণ ॥ আশুতোষ নাম তব হইল সফল। আর কি বলিব তোমা নাহি মম বল॥ ধক্য ধক্য ভূমি দেব সকলের সার। করিলাম প্রাণ ভরি পদে নমস্কার॥ হেনমতে দক্ষ করি গিরিশে স্তবন। আজ্ঞা ল'য়ে যজ্ঞ পুনঃ করে আরম্ভন ॥ পুরোহিত হরিনামে দিলেন আন্তৃতি। আসিলেন ত্বরা তথা গোলোকের পতি॥ प्रभाषिक **खे**ळालिया शक्रफ वाह्न। আসিলেন বিষ্ণুরূপে প্রভু নারায়ণ॥ শথ-চক্র-গদা-পন্ম নানা অন্ত্রধারী। ভূজ্যের পূরাতে আশ সর্বত্র বিহারী॥

वक्द्राल वनमाला लक्षी वारम वीन। मन मन हानि मूथ शृनिमात ननी॥ বিষ্ণুরে হেরিয়া সবে করিয়া উত্থান। কায়মনে পান্ত অর্ঘ্য করে দবে দান ॥ রূপে উজলিল সব যজ্ঞের আগার। প্রণাম সকলে করে পদে বার বার॥ যজ্ঞকর্ত্তা দক্ষ অগ্রে লয়ে পূজাচার। বিষ্ণুর সমীপে যান প্রশান্ত আচার॥ শান্তরূপে ভুলি দক্ষ কহেন বচন। আপনাতে দিদ্ধি স্থিতি আপনি কারণ॥ চিম্ময় আপন রূপ একই আকার। গুণাতীত হ'য়ে দেব করেন বিহার॥ মায়াতে অশুদ্ধ শুদ্ধ তুমি স্বরূপেতে। কি বুঝিব তব লীলা প্রণাম পদেতে॥ এত বলি দক্ষ পূজি হরির চরণ। যথাস্থানে করিলেন আসন গ্রহণ॥ পুরোহিত পরে উঠি লয়ে পূজাচার। মূখে হরি হরি ধ্বনি প্রশান্ত আকার॥ ছরির হেরিয়া রূপ স্থন্থ সবে হয়। আপনার মনোগত বাণী প্রকাশয়॥ ধক্ত ধক্ত ভূমি দেব সবার কারণ। অভয় মোদের দাও হে মধুদূদন॥ নন্দীর শাপেতে বৃদ্ধি কর্মে হয় রত। না পারি জানিতে তোমা পৃজি অবিরত॥ কুপা করি আমাদের হেন দাও বর। পরিশুদ্ধ হোক এবে মোদের অন্তর॥ কর্ম্মেতে যাহাতে পাই তোমার চরণ। मां कीटन एक वह एक नोहायुग ॥ এত বলি স্থির হন পৃজিয়া চরণ। হরিরে পৃক্তিতে পরে যায় সভাজন॥ মনোমত পূজা লয়ে যত সভাজন। কহিল ছরির কাছে মনের বচন॥ ভূমি হরি সর্বভ্রেষ্ঠ সবার আশ্রয়। কিবা সাধ্য তব মূৰ্ত্তি দেখিবে ছানয়॥

ক্লেশাগার এ সংসার নির্গম নিশ্চয়। কুষ্ণদর্প রূপে দম তাহাতেই রয়॥ ত্বথ চুঃধ কালে কালে তাহাতে প্ৰকাশ। মায়া মরীচিকা নাথ তাহাতে বিকাশ। শোকরূপ দারাগুণ দহে নিরম্ভর। কামবাণ মহাপীড়া তাহাতে গোচর॥ এ হেন সংসারে জীব লভিয়া জনম। কেমনে পাইব তব যুগল চরণ॥ কুপা করি দয়াময় করহ উপায়। সংসারের মায়া নাশ জীবে যাহা পায়॥ এত কহি স্থির হন যত সভাজন। হ্রিপূজা লাগি রুদ্রে করেন গমন॥ করযোড়ে হর কন ঐহিরির প্রতি। বরদ তোমার নাম বৈকুণ্ঠের পতি **॥** চতুর্বর্গ ফল মাত্র যুগল চরণ। যার লাগি মুনি করে তপ আচরণ॥ এত জানি আমি দেব চরণেতে ব্রতী। উন্মন্ত ভাবেতে মগ্ন রাখিয়াছি মতি॥ অজ্ঞ লোক নাহি বুঝে আমার অন্তর। मन्दर्भ मर्काना वटल शैनाहात इत ॥ তাহাতে হয় না যেন ক্রোধের উদয়। কর দেব এই কুপ। আমাতে নিশ্চয়॥ এত বলি হরি পূজি স্তব্ধ হন হর। অপরে করেন পূজা ঋষি ভৃগুবর॥ কহিব কি নাহি জানি কহিতে ক্চন। মায়া ল'য়ে লীলা তুমি কর নারায়ণ॥ যেই মায়াময়ে তত্ত্ব জ্ঞানের বিনাশ। তাহাতেই নাহি পাই তোমার প্রকাশ।। যাহাতে নিরস্ত মায়া হই নারায়ণ। বর দাও যেন তোমা পাই দরশন॥ সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি হও সর্বাধা। করিলাম কায়মনে চরণে প্রণাম। এত বলি ভৃগু তবে হইলেন ছির। শ্রীহরির পদ ত্রেখাা স্কবেন গভীর॥

ইব্দিয়ের অগোচর ভূমি নারায়ণ। ইন্দ্রিয়ে না হয় কডু তব দরশন॥ ইন্দ্রিয়েতে লভে মাত্র বস্তু মায়াময়। মায়ার অতীত তুমি হও সর্বন্য ॥ জ্ঞানের আশ্রম ভূমি করিতেছ দান। পদার্থ ইন্দ্রিয় মাত্র তোমার প্রদান॥ (इन (वांध यदव इदवं मुक्क कीवरान। নচেৎ কেমনে হবে তব দরশন॥ এত বলি ব্রহ্মা তবে হলেন স্থস্থির। তবে পূজা লাগি ইন্দ্র হয়েন বাহির॥ অচ্যুত ভোষার নাম তুমি নারায়ণ। জ্ঞাননেত্র মাত্রে পায় তব দরশন॥ বিশ্বের কারণ ভূমি বিশ্ব দৃষ্টিময়। মন ও নয়ন তবে হয় রূপময়॥ আনন্দ রূপেতে তুমি দদা বর্ত্তমান। অন্তর বিনাশে হস্ত তোমাতে প্রমাণ॥ হীরকে থচিত অনকার বিভাষান। তাহাতে শোভিত অস্ত্র অতি খরশান॥ কে বুঝিবে তব্ মায়া মায়ার ঈশ্বর। কহিনু প্রণাম হয়ে একান্ত অন্তর ॥ ক্রমে বিষ্ণু পূজা করি যত দেবগণ। লইলেন একে একে আপন আসন॥ তবে উঠিলেন যত মুনিপত্নীগণ। স্থান্ধি স্থমাল্য হাতে রূপেতে তপন॥ মনোমত পূজি দবে বিষ্ণুর চরণে। কহিতে লাগিল মৃত্ব মধুর বচনে॥ পদ্মনাভ তব নাম তুনি যজ্ঞময়। ত্তব পূজা লাগি যজ্ঞ ব্ৰহ্ম শৃষ্টি হয়॥ সেই যজ্ঞ আশুতোষ করিলা বিনাশ। দক্ষের উপরে করি কোপের প্রকাশ ॥ কর কুপা ভূমি দেব মেলিয়া নয়ন। হউক পুনশ্চ যেন যজ্ঞ সমাপন॥ এত কহি প্রণমিয়া সকলে চলিল। ভাপরে যভেক ঋষি ক্রমেতে উঠিল ॥

দেখিতে পরম শা**ন্ত উগ্র তপোম**র। করযোড়ে বিষ্ণু প্রতি বচন কহয়॥ অদ্ভুত চরিত্র তব কহনে না যায়। বিজ্ঞানে নাহিক স্থির করিল তাহায়॥ আপনিই কর কার্য্য কিন্তু সঙ্গহীন। তোমায় অকন্মী বলে কোন বা প্রবীণ॥ যে লক্ষীর লাগি জীব করিছে সাধন। সে লক্ষ্মী সেবে প্রভু তোমার চরণ॥ তথাপি আসক্ত তাহে নও নারায়ণ। ইহাপেক্ষা অসঙ্গের কি উদাহরণ॥ এত কহি স্তব্ধ হন যত ঋষিগণ। পূজার্থে উঠেন তবে যত সিদ্ধগণ॥ করযোড়ে কহে তবে নারায়ণ প্রতি। হোক প্রভু তব প্রতি আগাদের মতি॥ मनक्री रुखी ছिल छूर्गम कानदन। পাইল সে নানা ক্লেশ দাবায়ি দহনে॥ তব কথামত নদী প্রবাহে যথায়। সেই স্থানে যেন হস্তী শাস্ত হ'তে পায়॥ অতি শান্তময় নদী অমুতের সার। যাতনা বিনষ্ট মাত্র ভূবিলে তাহার॥ যাতনার বিলয়ে হয় ত্রেকোর মিলন। কি সাধ্য হে তায় ফেলে মত্তহন্তী মন॥ যা কর তা কর প্রভু দাও রূপাভার। পাই যেন ত্রহ্মানন্দ প্রচুর অপার॥ এত কহি সিদ্ধগণ হইলেন স্থির। পূজিতে হরিরে হন প্রসূতী বাহির॥ মমুর কুমারী হয় প্রদূতী স্বন্দরী। দক্ষ প্রিয়তম। পত্নী ধনের ঈশ্বরী॥ যথাবিধি করি পূজা বিভুর চরণ। কহিতে লাগিল মৃত্ মধ্র বচন॥ নাম তব শ্রীনিবাস করি নমকার। লক্ষীর সমান ভাব আমা সবাকার॥ এই কুপা কর প্রভু আমাদের প্রতি। সদা যেন তব প্রতি রহে মম মতি॥

ছুমি বিনা যজ্ঞ হয় দেহ শূক্ত শির। তব আগমনে যজ্ঞ প্রফুল শরীর॥ হেন যজ্ঞে হইয়াছে তব আগমন। শাস্তি যেন পায় মম সতীহারা-মন॥ এতেক বলিয়া সতী করিয়া ক্রন্সন। অতঃপর ধীরে ধীরে করেন গমন॥ এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেবঋষি জন। লোকপাল বিভাধর গন্ধর্বর ব্রাহ্মণ ॥ যত জন দক্ষযজ্ঞে ছিল উপস্থিত। সকলে করিল জপ যেমন বিহিত॥ অপূর্ব্ব এ কথা তবে শুনহ বিহুর। শুনিলে প্রেমের ভাব পাইবে প্রচুর॥ এ দিকে সে দক্ষ বীর লয়ে অমুমতি। অশক্ত হইয়া পুনঃ পূর্ব্ব যজ্ঞ প্রতি॥ যজ্ঞ কাৰ্য্য সমাপিয়া এক চিত্ত হয়ে। বিষ্ণুরে করেন দান প্রফুল হৃদয়ে॥ মজ্ঞ ভাগ ল'য়ে বিষ্ণু হরিষ অন্তরে। কহিলেন দক্ষ প্রতি হুমধুর স্বরে॥ বড় প্রীত হইলাম ব্রহ্মার তনয়। উপযুক্ত এই যজ্ঞ প্রত্যর্পণ হয়॥ শুন কিছু উপদেশ করিব যে দান। বুঝিলে পাইবে মুক্তি তব দগ্ধ প্রাণ॥ জগং কারণ আমি আত্মা ও ঈশ্বর। ভেদশৃষ্ঠ সাক্ষীরূপে সর্বত্র গোচর॥ আমি ব্ৰহ্মা আমি শিব নাহি অগ্ৰজন। আমিই মায়াতে করি বিশ্বের স্ক্রন। এই বিশ্ব ধ্বংস সৃষ্টি করিতে পালন। গুণ ভেদে তিন নাম করিহে গ্রহণ ॥ অদিতীয় আমি আত্মা পরব্রহ্ম জ্ঞান। অভেদ জানিলে মৃক্ত হয় মৃগ্ধ প্রাণ॥ **(७**न पृष्टि करत ये छानशैन कन। সেই হেতু কর্ম তার হয় বিনাশন॥ যেই করে আমা ভব উভে সম জ্ঞান। সেই পায় শান্তি লাভ সর্বত্তে প্রমাণ॥

অতএব হেন বুঝি করিয়া যতন। তাহাতে পাইবে মম অভেদ দর্শন॥ এত বলি আশ্বাসিয়া শ্রীমধুসুদন। গরুড় বাহনে করে স্বস্থানে গমন॥ বিষ্ণুরে বিদায় দিয়া দক মহাশয়। মায়া বিনাশনে সব এক দৃষ্ট হয়॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণে করিয়া পূজন। দিলেন যজের ভাগ যাঁহার যেমন॥ অবশেষে মহাদেবে দেব প্রজাপতি। দিলেন তাঁহার ভাগ হ'য়ে হুফ্টমতি॥ দ্বিজ আদি আর যত ছিল সভাজন। সকলে করেন দক্ষ ক্রমেতে পূজন॥ এমতে পাইয়া সবে পরম সান্ত্রন। নিজ নিজ স্থানে সবে করেন গমন ॥ এমতে হইল দক্ষ-যজ্ঞ সমাপন। অজশির মাত্র পান ব্রহ্মার নন্দন॥ আরো শুনহ তবে বিতুর মহাভাগ। কিবা করিলেন সতী করি দেহত্যাগ॥ যজ্ঞে দেহ ত্যজি সতী গিয়া হিমালয়। ধার্ম্মিক হেরিয়া তাঁরে করেন আশ্রয়॥ আছিল মেনকা নামে কামিনী তাঁহার। তাঁর গর্ভে সতী পান নৃতন আকার॥ জিমায়া তথায় সতী পাইয়া যৌবন। পুনঃ করিলেন হরে পতিত্বে বরণ॥ অতি অপরপ এই যজ্ঞ নাশ বাণী। বুঝিলে বিষ্ণুর কৃপা পায় কত প্রাণী॥ বুহস্পতি প্রিয় শিশ্য উদ্ধব হুজন। করিলাম তাঁর কাছে এ কথা শ্রবণ॥ যেই শুনে এই কথা হ'য়ে অবহিত। নিশ্চয় উপজে জ্ঞান কহিছু নিশ্চত॥ অপরে শুনহ তবে বিহুর স্থন। যেমতে অধর্ম হয় বিশ্বে প্রকাশন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা দার। শুনিলে ঘূচিয়া যায় যত পাপাচার॥

অধর্ম্মেই পুণ্য নাশ কছে সর্বজন। অধর্ম্মের বংশ এবে করিব কীর্ভন॥ ইতি যঞ্জ সমাপন সমাধ্য।

व्यथं अधर्व्यतं राम विरात्तः। সূত কছে শুন শুন শৌনকাদিগণ। অপরপ ভাগবতে শুকের বচন ॥ শুক কহিলেন তবে পরীক্ষিৎ প্রতি। শুনহ মৈত্রেয় বাণী পাগুব-সম্ভতি॥ কহিলেন মৈত্র তবে বিদ্ধরে সম্ভাষি। শুন অধর্মের বংশ কহিব প্রকাশি॥ বছল হইল সেই ত্রহ্মার নন্দন। কর্দম ও দক্ষ আর মসু মহাজন॥ একে একে ইহাদের বংশের বিস্তার। প্রকাশ করিন্তু তোমা করিয়া বিচার ॥ সনকাদি করি আর ত্রন্মার কুমার। না হইল গৃহী তাঁরা যোগীর আকার॥ নারদ ও ঋতু হংদ অরুণি ও যতি। ইহারাও উর্নরেতা ত্রন্মার সন্ততি॥ আর এক হয় বৎস ভ্রহ্মার তনয়। অধর্ম তাঁহার নাম ব্যাপ্ত বিশ্বময়॥ অধর্ম করিল বিভা মিধ্যা নামে নারী। কহিব তাহার বংশ এক্ষণে বিস্তারি॥ দক্ত নামে এক পুত্র হইল তাহার। মায়া নামে এক কন্সা পরেতে প্রচার॥ উভয়ে হইল বিভা উভয়ের সনে। পাইল উভয়ে ছুই পুত্র কম্মা ধনে॥ নিঋতি নামেতে ছিল এক মহাজন। মায়া দত্তে সেই জন করেন পালন॥ লোভ নামে পুক্র আর শঠতা কুমারী। পাইল দক্তের যোগে মায়া তার নারী # লোভ ও শঠতা উত্তে হয় পরিচয়। ক্লোধ হিংসা নামে পুত্র কন্তা তাহে হয়। উহাদের সহযোগে জন্মিল কুমার। কলিই তাহার নাম জগতে প্রচার॥ তুরুক্তি নামেতে কন্সা হিংদার হইল। কলি সহোদরা ভগ্নী বিবাহ করিল॥ কলি ও তুরুক্তি হ'তে জন্মায় সন্তান। ভীতি কম্বা পুত্র মৃত্যু শাস্ত্রের প্রমাণ॥ উভয়ের সহযোগে জন্মিল সম্ভান। নরক নামেতে পুত্র অতি তেজবান॥ যাতনা নামেতে কন্সা পরেতে জন্মায়। নরক করিল বিভা স্থথেতে তাহায়॥ এমতে হইল এই বংশের বিস্তার। প্রলয়ের হেতু বলি করিয়া বিচার॥ অধৰ্ম না ত্যজে জীবে পুণ্য নাহি হয়। পুণ্যের কারণ উহা জানিবে নিশ্চয়॥ সেই হেতু এ বংশ করিলে শ্রবণ। আগ্ন মল দূর হয়ু লভে পুণ্য ধন॥ অপরে শুনহ বংস করিব বর্ণন। মকুর পুজের বংশ পুণ্যের কথন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। শুনিলে শুনালে নাশ হবে পাপভার॥ हे जिथम वर्ग मभाश ।

অণ ধ্রব ও নারং সংবাদ।

মৈত্রেয় কহেন শুন বিত্তর স্কজন।
অপরূপ সাধু কথা ধ্রুব বিবরণ ॥
ব্রহ্মার তনয় মন্তু সর্বব্যপ্রেষ্ঠ জন।
আছিল তাঁহার বৎস যুগল নন্দন॥
প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ হন উদ্ভান কনিষ্ঠ।
উভয়েই ব্রিজগতে গুণের গরিষ্ঠ ॥
উভয়ে হইয়া রাজা করেন শাসন।
একছরারূপে করে মেদিনী পালন॥
অতি উপ্রতেজা রাজা অতি বলবান।
দেখিতে ফুক্সর অতি নীতিতে বিধান॥

উত্তানপাদের ছিল পত্নী তুইজন। ফ্লক চি স্থনীতি নাম বিখ্যাত ভুবন॥ স্থরুচি কনিষ্ঠা হয় রাজার প্রেয়দী। স্থনীতি অপ্রিয়া হন প্রধান। মহিষী॥ উভয়ের তুই পুত্র জন্মিল উভয়ে। সম রূপ গুণবান মণ্ডিত বিনয়ে॥ স্থকটের প্রিয় লাগি যত্ন নরবর। সেই লাগি যত্ন তার তনয় উপর॥ উত্তম তনয় তার রাজার কুমার। স্থনীতির পুত্র ধ্রুব অপ্রিয় রাজার॥ অতীব বালক উত্তে রাজার কুমার। নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান এক ব্যবহার॥ একদা উভয়ে গেল নিকটে পিতার। করেন উভমে পিতা যত্র ব্যবহার॥ অক্ষেতে লয়েন তারে করিয়া যতন। ঘন ঘন মুখে তারে করেন চুম্বন॥ সম্মুখে আছিল ধ্রুব অতি শিশুমতি। উঠিতে পিতার কোলে ধায় শীঘ্রগতি॥ স্থক্তচি দেখিয়া তাহা করে নিবারণ। রাজাও না নিল কোলে না কহে বচন॥ একেতো সপত্নী হয় স্তরুচি স্থন্দরী। হিংসাতে পরিপূর্ণ হৃথ সহচর্রা॥ ধ্রুবের প্রয়াস দেখি হাসিয়া তথন। কহিতে লাগিল তাহে নান। কুবচন॥ আমার তন্য় নও রাজার তন্য়। কি লাগিয়া রাজ-কোল তব ইচ্ছা হয়॥ আমি হই প্রিয়ত্মা মহিষী রাজার। আদর করেন রাজা তনয় আমার॥ কোন ভাগ্যে পাবে তুমি রাজার আদর। সপত্নীর পুত্র হ'য়ে আম্পর্দ্ধা বিস্তর॥ যদি ইচ্ছাকর ধ্রুব রাজ সিংহাদন। অথবা রাজার কোল করহ কামন॥ যাও বনে কর তথা হরি উপাদন। যাহাতে আমার গর্ভে হবে উৎপাদন॥

নচেৎ কি সাধ্য তুমি পাবে রাজ্যভার। ছাড়ি আশা চলি যাও কহিন্তু বিস্তার॥ বিমাতার কথা শুনি ধ্রুব শিশুমতি। হৃদয়ে পায়েন ব্যথা ছুঃখে মগ্ন অতি॥ ত্বরায় গেলেন নিজ জননী সদন। হাসিমুখে কালিমাপা বিষধ বদন॥ অভিমানে ক্ষুণ্ণ নন অধ্য কম্পন। অশ্রু স্রোতে ধৌত বক্ষ আরক্ত নয়ন॥ তনয়ে হেরিয়া তবে স্থনীতি স্তব্দরী। লইলেন নিজ বক্ষে অতি ত্বরা করি॥ চুন্বিতে যাইয়া নিজ পূজের বদন। বিষাদিত তনয়েরে করে নিরীক্ষণ॥ তনয়ে জিজ্ঞাসে তবে চুঃখ কি কারণ। কহিলেন ধ্রুব মায়ে পূর্ব্বের ঘটন॥ সপত্নীর কথা শুনি স্থনীতি স্থন্দরী। বিষাদে হয়েন মগ্লা ভাগ্য তুঃখ স্মরি॥ নয়নে বহিল ধারা ঘন বহে খাস। কহিলেন পুত্রে তবে অতি গুঢ় ভাষ॥ ত্যজ হুঃখ রাপ তুমি কি দোষ তোমার। ভাগ্যদোষে জন্মিয়াছ গর্ভেতে আমার॥ রাজার মহিধা আমি ভূমিও কুমার। আমাদের এত হুঃখ লালা বিধাতার॥ কর বাছা শ্রীহরির চরণ পূজন। পাইবে স্থথেতে পরে বাহাতে জনম॥ স্তরুচি সমান গর্ভে হইবে উদয়। করিবে ঐহির তোমা রাজা মহাশয়॥ কমল নয়ন যিনি ভকত বংসল। পূজিলে তাঁহারে লাভ হয় সর্বাফল॥ ব্রহ্মালক্ষী আদি পুজে যাঁহার চরণ। কর পূজা তুমি বাপ সেই নারায়ণ॥ ঘুচিবে তোমার ছঃথ হবে নরপতি। ত্যজ হুঃখ হ'য়ে বাপ হুঃখিনী সন্ততি॥ মাতার বচন শুনি সে ধ্রুব কুমার। বসন ভূষণ ত্যঞ্জি ধরেন বিকার॥

নারায়ণে হেন গুণ করিয়া শ্রবণ। হরি লাগি ত্যজিলেন রাজগৃহ ধন॥ পুত্র লাগি মাতা তার করিল ক্রন্দন। কেহ করিবারে নারে ধ্রুব আনয়ন॥ अिंग्स्टिक नात्रम श्रीय नातायुग श्रत । বীণা যন্তে গায় মাত্র হরি লীলা স্বর॥ ঞ্রবের বৈরাগ্য হেরি হ'য়ে চমকিত। আসেন সমীপে তার বীণার সহিত॥ আশীর্কাদ করি খবি কহেন বচন। কোথা যাও ত্যজি বাছা নিজ গৃহ ধন॥ বয়স শৈশব তব কিবা অভিমান। কিসে অপমান তব কিসে বা সম্মান॥ স্থুখ ত্রুখ বিমণ্ডিত এ হেন সংসার। **অসন্তো**ষ নহে তাহে উচিত ব্যাভার॥ যার লাগি করিয়াছ বৈরাগ্য ধারণ। অসাধ্য সে বস্তু বংস করিতে সাধন॥ তীত্রযোগে দেখে যাঁরে মহামুনিগণে। শিশু হ'য়ে তাঁর দেখা পাইবে কেমনে। ব্য়দ বাড়ুক আগে করিও দাধন। অধুনা নারিবে তাঁহে করিতে দর্শন ॥ छुथ छुःथ कलाकल इय अ मःमादत । বিধির ঘটনা ইহা ঘটে যাহা পরে॥ যেই ব্যক্তি পারে উভে করিতে সহন। অবশ্য সে পায় হস্তে মহামুক্তি ধন॥ ত্যজ হেন মহা আশা নুপতি কুমার। **শুনহ উচিত বংস বচন আমার ॥** থাকিয়া সংসারে সাধ শ্রেয়ঃ আপনার। অভিমান ত্যাগ কর রাজার কুমার॥ দীনজনে কর দয়া গুরুজনে মান। স্থাত তুঃখে মুগ্ধ দবে থাকিবে সমান॥ সমানের সহযোগে করিবে মিতালি। আনন্দে রাখিবে মনে সেই বনমালী। এইমতে এ সংসার করি সমাপন। বাৰ্দ্ধক্য বয়স যবে হবে আগমন॥

তখন হইও বংস বিরক্তি বিষয়ে। তপস্থা করিও তবে একচিত্ত হ'য়ে॥ এত কহি হইলেন নারদ হৃষ্টির। বলিলেন ধ্রুব তবে বচন গভীর॥ যা কহিলে সত্য তুমি ঋষি মহাশয়। সর্ববজ্ঞ জগতে তুমি ব্রহ্মার তনয়॥ বিমাতার বাক্যবাণে দহিতেছে প্রাণ। সে হেতু সংসারে মম এত অভিমান॥ বয়সে বালক আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়। নাহি পারি সহিবারে নিন্দা পরকীয়॥ সে হেতু সঙ্কল্প মোর হয় অতিশয়। ত্যজিব এ মায়াময় সংসার নিশ্চয়॥ পার্থিব রাজত্ব গববী জনক আমার। না করিলে ফুংগী ভাবি ভাল ব্যবহার॥ পিতা পিতামহ যাহা না পায় কখন। লইতে আমার ইচ্ছা সে হেন রতন॥ নাহি চাই রাজ্য ধন না চাই বৈভব। হরির চরণ ছু'টি সদা নেহারিব॥ আপনি হরির দাস দিন উপদেশ। কেমনে দে ধনে মোর হইবে আবেশ। বড় হুঃগী আমি প্রভু সংসার তাড়নে। দয়া কর মোরে ঋষি এ ভিক্ষা চরণে॥ এত কহি ধ্রুব হন বিনম বদন। যোড়করে বন্দিলেন ঋষির চরণ॥ ছরিপ্রেমে সদা মক্ত নারদ স্থমতি। আশ্চর্য্য হয়েন শুনি ধ্রুবের ভারতী॥ আশীর্বাদ করি তাঁহে তুলি চুই কর। কহিলেন সাধনের বচন বিস্তর॥ যেরূপে কহিল বংস জননী তোমার। সেই বাস্থদেব হন প্রভু সবাকার॥ ধশ্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাঁহার কিঙ্কর। তাঁহারে পূজিলে লাভ হইবে সম্বর॥ যেইক্সন সেই আশে পূজয়ে তাঁহারে। ভক্তের পূরান বাঞ্ছা হরি অকাতরে॥

কেমনে সাধন তাঁর করিবারে হয়। শুনহ কুমার তোমা কহিব নিশ্চয়॥ কালিন্দী নদীর তটে রম্য উপবন। নাম খ্যাত চরাচরে পুণ্য মধুবন॥ সেই বনে বনমালী করেন বিহার। তথার পূজিলে দেখা পাইবে তাঁহার॥ কালিন্দীর পুণ্য জলে করি অগ্রে স্নান। প্রাণায়ামে পরে রুদ্ধ ক'রো নিজ প্রাণ॥ মধুবনে বদো বাছা করিয়া আসন। ক্রমেতে ইন্দ্রিয় তাহে হবে নির্দন॥ इंक्तिय इरेटन छन्न छन्न इरत मन। ভেবো এক মনে বাছা ঐহির চরণ॥ তখন দেখিবে বৎস মদনমোহন। কিবা স্থপ্ৰসন্ম মূৰ্ত্তি নলিন নয়ন॥ খগচঞ্চু জিনি নাশা ভুরু মনোহর। চরণ রাতৃল রক্ত যুগা ওষ্ঠাধর॥ ভক্তের আশ্রয় সেই করুণা-সাগর। নবান নীরদ সম বর্ণ শোভাকর॥ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি কর। শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে কিবা মনোহর॥ মনোহর চুড়া শিরে স্থপীত বসন। বনমাল্য গলে দোলে কমল চরণ॥ মুত্র মৃত্র হাসি মুখ মুরলী জীকরে। তাহার বদনে এই বিশ্ব মুগ্ধ করে॥ ছেনরূপে হেরি সেই দেব নারায়ণ। এক এক অঙ্গ তাঁর করি নিরীক্ষণ॥ চিন্তিয়া করিবে পূজা শান্ত করি মন। পূজিবারে মন্ত্র শুন রাজার নন্দন॥ প্রণবের পরে রেখো "নমো ভগবতে"। বচন "বাস্তদেবায়" রাখিবে পরেতে॥ দ্বাদশ অক্ষরী মন্ত্র ইহারে কহয়ে। উচ্চারণে সর্ব্বসিদ্ধ হইবে নিশ্চয়॥ ঐ মন্ত্র লয়ে করে নানা ফল জল। তুলসীর ভূষণ বস্ত্র নানাবিধ ফল ॥

করিবে প্রতিমা পূজা করিয়া কামনা। তাহাতে ভক্তের হবে মনের সাম্বনা॥ এইরূপে ক্রমে সিদ্ধি হইলে সাধনা। হইবে ক্ৰমেতে সিদ্ধ যত ভক্তজনা॥ ইহাতে পাইবে সিদ্ধি নহে মুক্তিধন। ইন্দ্রিয় বিনাশে পাবে সে হেন রতন॥ বলিলাম মুক্তি প্রেম হুই উপদেশ। বুঝিয়া করিও বাছা সাধন আবেশ।। এত কহি ঋষিবর হইলেন স্থির। হেন উপদেশে মুগ্ধ হন ধ্রুব বার॥ ঋষিরে পূজিয়া ধ্রুব করেন গমন। অপরূপ সাধনের সে মধু কানন॥ নারদ আনন্দে দিয়া কুমারে বিদায়। রাজার প্রাসাদে যান দেখিতে রাজায়॥ অপূর্ব্ব প্রেমের বাণী শুনহ বিচুর। ঞ্রবের চরিত্র পরে বলিব প্রচুর ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। শুনিলে অবশ্য নম্ট হবে পাপভার॥ ইতি এক ও নার্দ সংবাদ সমাপু।

শ্বণ উদ্ভানপাণের পহিত নারদের কথোপকণন।
মৈত্রেয় কহেন শুন বিত্বর স্কলন।
অপরূপ এই বাণী প্রন্থ বিবরণ॥
কুমারে বিদায় দিয়া নারদ স্কলন।
রাজার সমীপে স্থথে করেন গমন॥
নারদে দেখিয়া রাজা উঠিল সম্বর।
নমস্কার করি স্তুতি করিল বিস্তর॥
পাত্য আর্ঘ্য দিয়া পরে দিলেন আসন।
তংপরে জিজ্ঞাসে মৃত্য স্পুর্বচন॥
কহিয়া কুণল ঋষি হেরেন রাজায়।
হুইয়াছে শুক্ষ মুখ তাঁর ভাবনায়॥
রাজারে বিবঞ্জ হেরি তবে ঋষিবর।
জিজ্ঞাসেন নরবরে করিতে গোচর॥

কি চিন্তা করহ রাজা কেন বিয়াদিত। মমুর সন্ততি তুমি কি জন্ম চিন্তিত॥ ধর্ম অর্থ কিবা কাম কি নাই তোমার। কোন হুঃখে তুমি ধর বিষয় আকার॥ শুনিয়া মুনির প্রশ্ন কছেন রাজন। श्रांशित्त्र मरनत जार ना कति शांशन॥ कहित कि (नवश्रवि त्क (कटि याग्र) পুত্র শোকে শেল বাজে আমার হিয়ায়॥ শুনিয়া পত্নীর বাণী হ'য়ে কামাত্র। অবহেলা করিলাম শিশু পুত্রবর॥ পুত্র সহ মহিষীরে করি নির্বাসন। এ সব ছঃখেতে মম সকাতর মন।। অতি শিশু ধ্রুব সেই রাজার কুমার। কেমনে বিজন বনে করিছে বিহার॥ রাজার নন্দিনী প্রিয়া মহিদী আমার। কোন আশে নিজ প্রাণ রাখিবেন মার॥ সিংহ ব্যাঘ্র হিংস্র জন্ধ রহে কত বনে। সংহার করিবে উভে এই লয় মনে॥ নারীর শুনিয়া কথা কি কাজ করিন্তু। বিনাদোষে পুত্র সহ মহিষী ত্যজিন্ম॥ স্থকুমারমতি পুত্র পঞ্চম বরষ। মুখে মৃত্রু মৃত্রু হাদ দতত হরন। ক'রেছিল ইচ্ছা মোর অঙ্ক আরোহণে। সপত্নীর বাক্যে ত্যজি তারে কুক্চনে॥ না করি আদর সহ জননা তাহার। পাঠালাম বনবাসে করি অবিচার॥ অস্তরে এক্ষণে মোর শোকের উদয়। সেই হেতু বিষাদিত দেখ মহাশয়॥ কি নিষ্ঠুর আমি ঋষি বলিতে না পারি। বিনাদোষে পুত্র নারী করিমু ভিখারী॥ কুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইলে তনয়। কি দিয়া জননী শাস্ত করিবে তাহায়॥ কুশাঙ্কুর কণ্টকেতে আচ্ছন্ন যে বন। কেমনে সে বনে তারা করিবে ভ্রমণ॥

কোথায় আহার পাবে কোথা পাবে জল। পথ শ্রান্তি দুরিবারে কোথা পাবে স্থল।। িকি কাজ করিতু আমি হইয়া রাক্ষস। ঘটিবে ভুবনে মোর ইথে অপযশ।। কাঙ্গালিনী বেশে প্রিয়া লইয়া কুমার। कारमन व्यवस्था विम कति शशकात ॥ ভাবিতে আমার প্রাণ হয় সকাতর। অবিচার করি পাপ করিত্ব বিস্তর॥ রাজার কাতর শুনি তবে ঋষিবর। করিলেন তাঁরে শাস্ত বুঝায়ে বিস্তর॥ ধ্রুব তব মহাপুত্র করি মহা আশ। অন্তরে পূজেন সদা সেই শ্রীনিবাস॥ না ভাব রাজন তুমি তাহার কারণ। রক্ষিবেন ধ্রুবে সেই প্রভু নারায়ণ॥ কি ছার করিছ রাজ্য পার্থিব কারণ। ধ্রুব নাহি চায় রাজা তব রাজ্যধন॥ যে ধন নারিবে তুমি দেখিতে কখন। অবহেলে পাবে ধ্রুব সে হেন রতন॥ এত বলি ঋষি তবে বীণা ল'য়ে করে। গমন করেন অগ্য ভুবন ভিতরে॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। ভাগবত পুণ্য বাণী পুণ্যের আধার॥ ইতি নারদের কণোপকণন সমাপ্ত।

মণ ধ্বের তপন্তা ও সিদ্ধিলাত।
সৈত্রের কহেন শুন বিহুর স্কলন।
ধ্রুবের তপন্তা কথা অয়ত নিঃম্বন॥
নারদের উপদেশে ধ্রুব স্কুমার।
মধুবন উদ্দেশেতে হন আগুলার॥
কত বন কত নদী কত বা নগর।
এড়িরা পায়েন ধ্রুব রম্য সরোবর॥
কালিন্দী তাহার নাম পবিত্র সে নীর।
কদম্ব তর্মতে শোভে মনোহর তীর॥

কালিন্দীর তীরে শোভে রম্য রুন্দাবন। তথায় সতত রহে কুফের চরণ॥ কালিন্দী নেহারি ধ্রুব প্রেমেতে আকুল। नग्रत्न विश्ल थात्रा ऋत्य वराकूल ॥ কালিন্দীর কালো জলে বায়ুর হিল্লোল। লাগিয়া তুলিছে যেন মধুর কলোল। কল্লোলে ছুটিছে বাণী আয় পাপী পায়। আমাতে করিয়া স্নান ভজ যতুরায়॥ ধ্রুবের মনেও তাহ। হইল উদয়। मञ्चरत कालिकी भीरत पुराय ऋषय ॥ স্নান করি শোক মোহ করিয়া ত্যজন। প্রবেশেন শিশু ধ্রুব মধু রুন্দাবন॥ আছিল কদন্ত বুক্ষ বুন্দাবন মাঝে। ছয় ঋতু সমভাবে নবফুলে সাজে॥ অতি মনোহর রুক্ষ সদ। পুষ্পামর। উচ্চতায় মেঘ চুন্ধে শাখা পত্ৰময়॥ পুষ্পের সৌরভে মত্ত যতেক ভ্রমর। কোকিল কুহরে তাহে গুঞ্জে মধুকর॥ ময়ুর করিছে নৃত্য শাখা'পরে বদি। অগণ্য প্রফুল ফুল যেন বহু শশী॥ সেই তরুতলে ধ্রুব করিয়া গমন। ভাবিলেন হৃদয়েতে শ্রীমধুসুদন॥ অসাধ্য সাধন যোগ করিয়া আশ্রয়। বসিলেন তরুমূলে ধ্রুব মহাশয়॥ বয়সে বালক ধ্রুব জ্ঞানেতে প্রবাণ। আরম্ভেন ক্রমে ক্রমে সাধনা নবীন॥ অন্তরে সতত জাগে কৃষ্ণ দরশন। नाहि कक्षे किছू मत्न त्यारण पिल मन॥ যে দেহ কোমল অতি অলঙ্কারময়। রাজার কুমার বলি সদা যত্ন হয়॥ সেই দেহ ধরিলেক কৃষ্ণ চারবাস। অঙ্গেতে তাহার মলা হইল প্রকাশ। রাজার কুমার শিশু দেখিতে কোমল। শিরেতে মণির চূড়া শোভিল কেবল॥

সেই শিশু কেশ হীন্,চূড়া কোন ছার। চন্দন চর্চিত অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥ রাজবন্ত্র দূর হ'লো চর্ম্মোপরি বাস। স্থাত্য হইল দূর অনশনে আশ। রাজভোগ দূরে গেল সাধনায় মন। জাগরণ অনশন হইল সাধন॥ এত কম্ট আচরিয়া রাজার কুমার। আনন্দে কদম্বতলে করেন বিহার॥ যোগানন্দে সদা মত্ত রেচক পূরক। কভু প্রাণায়ামে মগ্ন কুম্ভকে সাধক॥ বালকের অঙ্গ একে অতি স্থকোমল। বালচন্দ্র সমকান্তি প্রেমে চল চল।। মণ্ডিত মস্তক অঙ্গে শোভে অক্ষমাল। ত্রিপুণ্ড ললাটে শোভে স্বৰ্গ ও প্রবাল॥ শৈশবে সন্ন্যাসী ধ্রুব অতি মনোহর। দেবতায় সঁপি তফু সাধনা তৎপর॥ ক্রমেতে যোগের সিদ্ধি হইল প্রকাশ। বালকের অঙ্গ হ'লো জ্ঞানের আভাস॥ আনন্দে মাতিল অঙ্গ প্রেমায়ত পান। নিমীলিত আঁখিযুগ পন্মাদনে স্থান॥ নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা নাহি নিদ্ৰাভয়। সর্বাদাই হরিনামে পরিতৃষ্ট রয়॥ আহার ক্রমেতে ত্যজি ধরিলেন তৃণ। তৃণ ত্যজি বায়ু পান ভোগ আশা জীর্ণ॥ হৃদয়ে রাখিয়া সেই শ্রীমধুসূদন। মনোহর রূপ তাঁর করেন চিন্তন॥ অনশনে একমনে দিবানিশি ধরি। বলিতে থাকেন ধ্রুব সদা হরি হরি॥ হরিপ্রেমে গদ গদ হেরি হরিময়। বনজন্ত হেরি তাহে হরি বলে ধায়॥ কোথ। হরি এস হরি হৃদয় কমলে। হেরিব রক্তিম তব চরণ যুগলে॥ কঠোর তপেতে তার মেদিনী কাঁপিল। দশদিক প্রকম্পিত বলে কি হইল॥

অনন্ত অসহ ধরি তপস্থার ভার। সচিন্তিত হন মনে সাধন প্রকার॥ ধ্রুবের তপস্থা হেরে যত দেবগণ। উৎকণ্ঠিত হইলেন চিন্তায় মগন॥ इस हस वायू मूर्या वरून भवन। আপনি অনন্তদেব করিয়া মিলন॥ ধাইলেন ত্বরা করি বৈকুণ্ঠ ভিতরে। যথায় শ্রীহরি সদা স্বরূপে বিহরে॥ সকলে প্রবেশি করি হরির বন্দন। করিলেন একে একে আতা নিবেদন॥ বয়সে বালক একে রাজার কুমার। নাম তার ধ্রুব হয় করে যোগাচার॥ অতীব কঠোর তপ করে আচরণ। অসাধ্য সাধিল শিশু না দেখি কখন। তপস্থার তেজে মোরা হইন্থ পীড়িত। কর নাথ ! শীঘ্র করি শিশু প্রসাদিত॥ তপস্থার বলে রুদ্ধ করিয়াছে শ্বাস। তাহাতে না পারি মোরা বাহিতে নিশাস॥ বড কফ দিলা ধ্রুব আমা স্বাকার। অসাধ্য সাধিল শিশু চরণে সবার॥ কর দেব যাহে হয় ভয় নিবারণ। যাহা চায় সেই শিশু কর সমর্পণ॥ শুনিয়া সবার বাণী বৈকুণ্ঠের পতি। মধুর হাসিয়া কন দেবগণ প্রতি॥ না কর না কর ভয় ধ্রুবের উপর। করিয়াছে অভিযান আমার উপর॥ আমার নিকটে বৎস শিশু রুদ্ধ নাই। ডাকিলেই আমি ত্বরা তার কাছে যাই॥ অসাধ্য সাধিল শিশু কঠোর সাধন। দিব আমি তার প্রতি নিজ দরশন ॥ ম্ম দরশন লাগি হেন যার আশ। আমায় একান্ত যার হয়েছে বিশ্বাস। বিশ্বাদ হ'য়েছে দৃঢ় যেন দে মন্দর। দুর হবে এইবার সাধন প্রকার॥

এত বলি দেবগণে করিয়া বিদায়।
গরুড়ে আরোহি হরি রন্দাবনে যায়॥
শ্যাম অঙ্গে দোলে য়ৢত্ব বনফুল মাল।
মস্তকে মুকুট শোভে প্রফুল্ল তুমাল॥
চারি বাছ শোভমান শন্তাক্রময়।
কটাতটে পীতবাস কিবা শোভা হয়॥
য়ৢগল চরণে শোভে মগুর নূপুর।
অতি মনোহর বেশ প্রশান্ত প্রচুর॥
হেন বেশে হরি যান যেই মগুবনে।
শুনহ বিত্রর পরে অবহিত মনে॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে ধ্রুবের কীর্ত্তি পাইবে নিস্তার॥

ইতি জবের সিদ্ধিলাভ সমাপ্ত।

অথ প্রবের বর্ণাভ ও রাজ্যে আগমন।

মৈত্রের কহেন শুন বিত্র স্কলন।
কিরুপে গ্রুবের হয় হরি দরশন॥
যোগ চিত্ত করি ছির গ্রুব শাস্তমতি।
কুক্ষের সাকার ভাব ভাবেন স্থমতি॥
কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম মুরলী অধরে।
শীতধড়া বাঁক। আঁখি চূড়া শিরোপরে॥
কর্ণেতে কুগুল আর চরণে নূপুর।
মধুমাখা হাসি মুখে শোভে স্থপ্রুর॥
শুসমপে আলো করি সর্ব্বদিক দেশ।
পূর্বেত তুলিছে বেণী সহ কুফকেশ॥
এহেন মোহনরূপ হদরেতে ধরি।
ভাবেন একাস্ত গ্রুব সর্ব্বেশ্বর হরি॥
হৃদয়েতে সেই যত ইইয়া উদয়।
দেখান আপন রূপ হরি সর্ব্বাশ্রয়॥
হৃদয় পথেতে হেরি গ্রুব নারায়ণ।

প্রেমে পুলকিত হ'য়ে আনন্দিত মন॥

ধ্রুবের সম্মুখে আসি *হ*য়েন আভাস॥

হৃদয় হইতে রূপ হইয়া প্রকাশ।

এমত হেরিয়া ধ্রুব আনন্দে মাতিয়া। চক্ষু মেলি দেখে হরি সম্মুখে চাহিয়া॥ মদনসোহন রূপ হেরি নারায়ণ। একান্তে করিল ধ্রুব চরণ বন্দন॥ হরির আনন্দে ধ্রুব হইয়া পাগল। সর্বত্রই হরিময় দেখেন সকল॥ আঁখিতে দেখেন হরি সর্বাঙ্গ স্থলর। জীবনের স্থা যেন স্ব্রত্র গোচর॥ ক্রত গিয়া শিশু ধ্রুব দেয় আলিঙ্গন। হরিরে ভাবিয়া করে বদন চুম্বন॥ হরি ধ্রুব নাহি ভেদ মানি শিশুমতি। আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন প্রণতি॥ ইচ্ছা বড় করে স্তব জুড়াতে হৃদয়। বালক বলিয়া ভাব নাহি উপদ্বয়॥ বুঝিয়া অন্তরে সেই দেব নারায়ণ। বালকের মুখে বাক দিলেন তথন॥ বাক্যলাভ করি ধ্রুব খুলিয়া হৃদয়। স্তব করে নারায়ণে যা হয় উদয়॥ ধ্রুবের স্তবেতে লীলাময় ভগবান। স্তবেতে সম্ভুষ্ট হন ধ্রুব বিগ্রমান॥ কিশোর রূপেতে হরি মদনমোহন। সেইরূপে মুগ্ধ হ'ল শিশু ধ্রুব মন॥ ধ্রুবের আনন্দ হেরি শ্রীমধুসূদন। ক্রেন তাহার প্রতি মধুর বচন॥ অসাধ্য সাধিলে বংস! আমার কারণ। দেবের তুর্লু ভ হয় মম দরশন ॥ সর্বাত্মাই আমি হই আমি সর্বাশ্রয়। সর্ববিত্রই বিভাষান সকল সময়॥ আমি দেখি সবাকারে কেহ নাহি দেখে। সতত আমাতে মুগ্ধ সব জীবে থাকে॥ ক্ষত্রিয় বালক ভূমি করিয়া সাধন। বালক হইয়া পেলে মোর দরশন॥ ধশ্ব সে জননী তব ধরিল জঠরে। যার পুণ্যে তব শক্তি তপস্থা আচরে॥

উঠ বংস ত্যাগ কর পূর্ব্ব যোগাচার। যোগের অভীষ্ট সিদ্ধ হ'য়েছে ভোমার॥ বাহা ইচ্ছা মাগ বর আমি দিব তায়। কি কার্য্য বিমর্য ভাবে থাকিয়া ছেথায়॥ এত শুনি ধ্রুবমণি হইয়া সম্বর। প্রেমে পুলকিত অঙ্গে রহে নিরুত্তর॥ করযোড়ে নারায়ণে কহেন বচন। ধন্য ধন্য তুমি দেব সর্বব সনাতন॥ তুর্মি কি প্রাণের হরি হও সর্ব্বাশ্রয়। তোমার কারণে জীব স্থখ চুঃখ পায়॥ হও যদি তুমি নাথ শ্রীমধুসূদন। অন্তৰ্য্যামী বেদব্যক্ত স্থজ্ঞাত ভূবন॥ হৃদয়ের ব্যথা মোর মিটাও মাধব। এইমাত্র দাও বর সর্ববত্র বৈভব॥ ধ্রুবের লালসা শুনি গোলোকের পতি। অন্তরে হইয়া হরি হর্ষিত মতি॥ পদ্মকরে ধরি কর নেহারি নয়নে। কহেন তাহার প্রতি মধুর বচনে॥ অভীষ্ট জেনেছি আমি আপন অন্তরে। সেই স্থান লও যাহা নাহি পায় নরে॥ যাও বৎদ দেই স্থান দিলাম তোমায়। চক্দ সূর্য্য নক্ষত্রাদি নিম্ন যার হয়॥ প্রলয়েতে নাহি হয় যাহার বিনাশ। বৈকুণ্ঠের জ্যোতি যথা সদা স্থপ্রকাশ॥ ধর্ম অগ্নি ইন্দ্র আর সপ্তর্ষি হুজন। থাকিবে সে স্থান তব করিয়া বেউন॥ যত গ্ৰহ এ ব্ৰহ্মাণ্ডে প্ৰকাশ নিশ্চয়। ভ্রমণ করিবে তারা দেখিয়া তোমায়॥ ঞ্চবলোক তার নাম তব নামে হয়। পরলোকে তাহে তব নিবাস নিশ্চয়॥ ফিরি এবে যাও বৎস পিতার সদন। তোমার স্তধীর পিতা যাইবেন বন॥ বনে রাজ। মোর লাগি করি আরাধন। তাজিবেন আপনার মায়ার জীবন॥

হবে তুমি রাজ্যেশ্বর তাঁর সিংহাদনে। ছত্ত্রিশ সহস্র বর্ষ পাল প্রজাগণে॥ ইতি মধ্যে ভ্রাতা তব উত্তম স্থবীর। মুগয়ায় গিয়া প্রাণ হারাবেন ধার॥ পুজের কারণে তার স্থরুচি জননী। বনে যাইবেন হ'য়ে শোকে উন্মাদিনী। সহসা হইবে তথা দাবাগ্নি উদয়। করিবে তাহায় ভন্ম কহিন্দ নিশ্চয়॥ এই সর্ব্ব ফলাফল কহিন্ত তোমায়। শুন কিছু উপদেশ কহিব নিশ্চয়॥ যজ্ঞই আমার মৃত্তি ভুবনে প্রচার। সেই যজ্ঞ ভুরি ভুরি করিও আচার॥ অন্তিমে করিও পরে আমার স্মরণ। পাইবে সে ধ্রুবলোক আমার বচন॥ স্বৰ্ব সুমঙ্গল ধাম পূজিত সকল। ঋষি যোগী সেই স্থানে গমনে না বল ॥ যেইজন একবার সেই স্থানে যায়। নাহি ফেরে এ সংসারে কহিনু তোমায়॥ প্রলয়ে বিনাশ তার না হয় কখন। যেও বংস! সেই স্থানে মম আবেদন॥ এত বলি হরি তবে করি আশীর্বাদ। স্থচালেন যত ছিল ধ্রুবের প্রমাদ॥ স্বচ্ছন্দে উঠিয়া তবে গরুড় উপর। চলিলেন বৈকুণ্ঠেতে প্রদন্ন অন্তর॥ সকল রাজত্ব লাভ করি প্রুব বীর। অন্তরে ব্যাকুল হ'য়ে হয়েন অধীর॥ যেই নারায়ণে ভজি লোকে মোক্ষ পায়। অনিত্য এ রাজ্যলাভ ধ্রুবের তাহায়॥ এত ভাবি মনে ধ্রুব বিষাদিত মতি। পদে পদে ফিরিলেন নিজ রাজ্য প্রতি॥ হরি দরশনানন্দ ফুরাল তথন। তথন ভাবেন ধ্রুব নিজ মনে মন॥ দাস্থ মাত্র যাঁর আশা করে ভক্তজন 1 তাঁর কাছে রাজা বাঞ্চা রুথাই গ্রহণ॥

মোক্ষপদ যেই পদে হয় দরশন। অনিত্য এ রাজালাভ একি বিডম্বন ॥ এত ভাবি ধ্রুব হয়ে বিষাদিত মতি। যাইলেন বনে বনে নগরের প্রতি॥ হেখায় উত্তানপান পুজের কারণ। আছিলেন শোকাকুল বিষধ বদন॥ হা পুত্র হা পুত্র মাত্র তাঁহার অন্তর। সনাই পুত্রের লাগি অতি সকাতর॥ জননা স্থনীতি হয় স্নেহের মূরতি। পুত্রশোকে সকাতর শোকযুক্ত মতি॥ শুনিয়া দকলে নিজ পূত্ৰ আগমন। অচেতন দেহে যেন পাইল জীবন॥ আনন্দে উঠিয়া রাজ। লয়ে সেনাগণ। রথ রথী হয় হস্তী বাস্ত অগণন॥ চলিলেন সমাদরে পুত্র আনিবারে। স্নেহরদে গদগদ হইয়া অন্তরে॥ স্কাতি স্কুচি আর উত্তম স্তজন। রাজ। সহ আগুদারি লন ধ্রুবধন॥ গ্রুবের পাইয়া দেখা আনন্দিত সবে। কেছ চুম্বে কেছ কাঁদে শোকে উচ্চরবে॥ রাজ। রাণী কোলে করি আপন তনয়। মিটায় মনের খেল যা ছিল সংশয় **॥** क्ष्य ७ कतिया मर्व्य हत्र वन्मन । করিলেন উত্তমেরে স্থথে আলিঙ্গন॥ এইরূপে হর্ষে মাতি লইয়া তনয়। প্রবেশেন নগরেতে রাজা মহাশয়॥ ব্রুবেরে আসিতে হেরি যত পুরনারী। পুষ্প বরিষণ করে সবে সারি সারি॥ ব্রাহ্মণে আশীষ করে বন্দি করে গান। মাগধে করিছে স্তুতি রাখিছে সম্মান ॥ মুঞ্জরী কদলী আর ঘট পূর্ণ করি। রাজার প্রাসাদ ভারে রহে সারি সারি॥ এইরূপে সমাদরে ধ্রুব স্তকুসার। রাজ। রাণী দহ যান আপন আগার॥

অপরে শুনহ বৎস বিতুর ফুজন। ধ্রুবলোকে ধ্রুব যথা করেন গমন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। শুনিলে পাইবে সেই হরি সর্বাধার॥

ইতি ধ্রুবের রাজ্যগমন সমাপ্ত।

অথ গ্রুবের গ্রুবলোক প্রাপ্তি। মৈত্রেয় কছেন শুন বিত্রর স্কুজন। ধ্রুব ধ্রুবলোক প্রাপ্তি অপূর্বব কথন॥ গুহেতে আনিয়া রাজা আপন তনয়। রূপ হেরি কীর্ত্তি শুনি হুফ্ট অতিশয়॥ রাজা রাণী পুত্র ল'য়ে করয়ে যতন। যেমতে যাহার আদে প্রেমময় মন॥ এইরূপে কিছুদিন হইল বিগত। গ্রুবের যৌবনকাল প্রায় সমাগত॥ পূর্ণ শশধর যেন শারদ গগনে। তেমতি কুমার শোভে প্রথম যৌবনে॥ যুবতী মোহন আঁখি মুতু মুতু হাস। বিনয় মণ্ডিত বপু স্বধৰ্ম নিবাস॥ ষোলকলা বিচ্ছা মাঝে হ'য়ে স্থপণ্ডিত। শিখিলেন ভাল করি নিজ রাজনীত॥ সকলে নিপুণ হেরি মন্ত্রী মহাশয়। রাজা আগে মনোভাব করযোড়ে কয়॥ প্রবীণ বয়স তব হইল রাজন। উচিত ভোগার হয় ধর্মাবলম্বন॥ ইহলোক স্থভোগ করিলে বিস্তর। পরকাল লাগি কশ্ম করহ নির্ভর ॥ উপযুক্ত ধ্রুব তব যৌবনের ভরে। দাও রাজ্য তার হস্তে আনন্দ অস্তরে॥ অসীম ক্ষমতাপন্ন কুমার তোমার। ভক্তিজোরে ভগবান দেখয়ে আকার॥ অশক্ত কি আছে ভার এ তিন ভুবনে। দাও রাজা রাজ্যভার সে হেন নন্দনে॥

মন্ত্রীর শুনিয়া বাণী সহর্ব রাজন। বলিলেন শুন শুন ওহে প্রজাগণ॥ ঞ্রবে দিব সিংহাসন করিয়াছি মন। কিবা ইচ্ছা তোমাদের কহ প্রজাগণ॥ ভগবান যাঁর গুণে দিলা দরশন। সেই গুণে প্ৰজামগ্ধ না হবে কেমন॥ সকলে আনন্দ মানি কহিল রাজায়। পুত্রে দিয়া রাজ্যভার রাথ কীর্ত্তি রায়॥ ধ্রুব হইবেন রাজা শ্রীক্নফের দাস। আমরা তাঁহার দাস হব ছিল আশ॥ এতদিনে পূরিল সে মনের কামনা। জয় হোক মহারাজ স্বার বাসনা॥ সবার সাক্ষাতে রাজা আনিয়া কুমার। শুভদিনে শুভক্ষণে দিলা রাজ্যভার॥ মণ্ডলে শোভিত চন্দ্র যথা শোভাকর। তেমতি শোভিল ধ্রুব সিংহাসনোপর॥ পুত্রে দিয়া রাজ্যভার উত্তান রাজন। পরমার্থ আরাধনে প্রবেশেন বন ॥ ঞ্ব রাজা হ'য়ে রাজ্য করি স্তশাসন। বিমুগ্ধ করিলা গুণে যত প্রজাগণ ॥ শিশুমার নামে রাজা জগতে বিখ্যাত। আছিল তাহার কন্সা রূপ গুণযুত॥ তাঁহারে করেন বিভা নৃতন রাজন। ভ্রমি তাঁর নাম হয় শুনহ রাজন॥ তাহাতে ধ্রুবের হয় যুগল কুমার। কল্প ও বংসর নামে ব্যাপ্ত এ সংসার॥ আছিল কুযারী হ'ল নামেতে স্বন্দরী। অপর মহিধী সেই বায়ুর কুমারী॥ তাঁহার সহিত ধ্রুব করে পরিণয়। লভিল উৎকল নামে স্তরূপ তনয়॥ উত্তম না করি বিভা রহিল কুমার। মুগয়া করিতে মনে আনন্দ তাহার॥ একদিন মুগয়ার্থে যান হিমালয়। যক্ষ সহ ঘটে তথা সমর নিশ্চয়॥

সেই যুদ্ধে হারাইলা উত্তম জীবন। স্তরুচি তাহার ছঃখে প্রবেশিল বন॥ দাবানল স্থলি বনে অন্তকের প্রায়। বনসহ স্থক্তিরে অবহেলে খায়॥ একমাত্র ধ্রুব হয় মনুবংশে দীপ। তাহার প্রতাপে ব্যাপ্ত হয় সপ্তরীপ॥ অস্থায় সমরে যক্ষ নাশিল সোদর। ইহা শুনি কোপভরে কাঁপিল অন্তর॥ ভ্রাতৃশোক ভুলিবারে নাশিতে যক্ষেরে। সমরে লয়েন সৈম্ম কাতারে কাতারে॥ হিমাচল শৃঙ্গে যথা কুবের নগর। উপনীত ধ্রুব তথা করিতে সমর॥ যুদ্ধের ঘোষণা শুনি যত যক্ষগণ। আসিল আনন্দে তথা করিবারে রণ॥ বাধিল তুমুল যুদ্ধ অকালে প্ৰলয়। রবি শ্লী কাঁপে ঘন আর গ্রহচয়॥ শর বর্ষে যেন ঘন বিজলী চমকে। তুন্দুভির ধ্বনি বক্স ডাকিছে পলকে॥ অস্ত্রাঘাত মহারৃষ্টি ভীষণ বর্ষণ। শোণিতের স্রোত যেন নদীর গমন॥ হেন যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে যক্ষগণ। মায়াযুদ্ধ করিবারে করিলেক পণ। সহজে মায়াবী তারা মারা বিস্তাময়। ধ্রুব নরকুলে জন্ম মায়া জ্ঞাত নয়॥ মায়াগুদ্ধে ধ্রুব তবে হইয়া কাতর। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি ডাকেন সত্বর॥ কোথায় আছহ প্রাভূ সত্য সনাতন। ক্ষত্রিয়ের মান রাথ জীমধুদুদন॥ মায়াবী অব্ভাচারী এই যক্ষণ। অক্সায় সমরে মোরে করিছে পীড়ন॥ ঞ্জবের এ ছেন বাণী করিয়া আবণ। সম্মুখে আদেন যত শ্ৰেষ্ঠ মুনিগণ॥ অশ্বিদ করেন প্রুবে করিয়া বিনয়। হ্মদে যার নারায়ণ তার কিসে ভয়॥

নারায়ণ নামে এড় মহাতীক্ষ বাণ। তাহাতে থকের মাগ্রা করিবে প্রগ্নাণ ॥ তাঁহাদের বাক্য শুনি হরিরে শ্মরিয়া। নারায়ণ নামে অন্ত্র ত্যক্ষেন হাসিয়া॥ সহস্র বিদ্যাৎ সম সেই নারায়ণ। জ্বলিয়া করিল নাশ যত যক্ষগণ॥ অগণ্য যক্ষের তাহে হইল নিধন। নিধনান্তে ধ্রুবলোকে করিল গমন॥ চারিদিকে প্রাণ লাগি উঠিল চীৎকার। যেন মহাশোক ধুমে সর্ব্ব অন্ধকার॥ এ হেন ঘটনা হেরি মন্তু মহীপতি। আদেন বুঝাতে তবে আপন সন্ততি॥ ধ্রুবের নিকটে আসি ব্রহ্মার কুগার। কহিলেন একে একে যত নীতি সার॥ কুবেরের <del>অ</del>ন্তুচর এই যক্ষগণ। কি কার্য্য তোমার বাছা করিয়া নিধন॥ বধিল সোদর তব যক্ষ একজন। সেই জন্ম কুলনাশ উচিত কেমন॥ দৈবই করিল নাশ তোমার সোদর। উপলক্ষ যক্ষ মাত্র জানিও অন্তর॥ ত্যজ রোষ ত্যজ হিংদা তুমি মহাজন। জ্ঞানেতে নিভাও তব শোকের স্থালন॥ মনেতে করহ পূজা সেই ধনপতি। গিরীশের ভাতা তিনি অতি সাধুমতি॥ তব বংশে যাহে তাঁর ক্রোধ নাহি হয়। কর রাজ। সেই হেন কার্য্য সমুদ্য ॥ এত বলি মনুদেব করিলেন গতি। সমর ত্যক্তেন ধ্রুব হ'য়ে শান্তমতি॥ এ কথা শুনিয়া তবে যক্ষ অধিপতি। ঞ্জ:বর সমীপে যান হ'য়ে ছাউমতি॥ অপরপ রূপ <del>তার</del> অভুল *হলে*র। বেষ্টিত কিন্তর যক অতি শোভাকর॥ কুবের নেহারি তবে ধ্রুব শান্তমতি। করযোড়ে তাঁর পূজা করিলেন অতি॥

তাহাতে সম্ভুষ্ট হ'য়ে কহে ধনপতি। সম্ভুষ্ট হইসু রাজা আমি তব প্রতি॥ হিংসা কভু না করেন যাঁরা জ্ঞানীজন। অভিমান করা ত্যাগ উচিত সেইক্ষণ॥ সকলে ভাবিবে রাজা আপন সমান। তাহে রাজা পাবে তুমি পরম কল্যাণ॥ ভগবান ভক্ত তুমি অতি শ্ৰেষ্ঠজন। লও বর দিব তব যাহা লাগে মন॥ কুবের কথায় ভুষ্ট হইয়া রাজন। মাগিলেন এক বর কুবের সদন॥ দাও দেব এই বর যাহে মম মন। সর্বদাই হরিপদ করি হে স্মরণ॥ তথাস্ত্র বলিয়া যক্ষ করিল গমন। ফিরিল। নগরে ধ্রুব হ'য়ে হৃষ্টমন॥ নগরে ফিরিয়া করি বিবিধ যাজন। ছত্রিশ হাজার বৎসর করেন শাসন॥ রাজকার্য্য সমাপিয়া যোগে দিয়া মন। আপন কুমারে দিলা রাজ্য সিংহাসন॥ ত্যজিয়া সবার আশা পুত্র বন্ধুগণ। প্রবেশেন হরি লাগি বদরী কানন॥ বদরিকা নামে ছিল পবিত্র আশ্রম। তথায় প্রবেশ মাত্র যায় মনোভ্রম॥ যোগবলে প্রাণ জয় করিয়া রাজন। চিত্তেতে করেন তবে বিরাট দর্শন। বিরাট ভুলিয়া রাজ। ভেদ শৃশ্য হয়। আপন সহিত বিশ্ব দেখে হরিময়॥ হরিপ্রেমে পুলকিত হইয়া তথন। হরির বিরহে দদা করেন ক্রন্দন॥ উপযুক্ত কাল হেরি তবে নারায়ণ। ধ্রুবলোকে আনিবারে করেন যতন॥ বিষ্ণু দৃত সহ তথা বিমান পাঠান। জ্যোতির্ময় রথ সেই ব্যোম বিগ্রমান॥ হীরক প্রবাল মুক্তা তাহাতে শোভিছে। নীল পীত রক্তমণি তাহাতে ভাতিছে॥

। বিষ্ণুদূত ষেই রথে অতি শোভাময়। চারি হস্ত চুই পদ চতুর্জ হয়॥ পদ্মের সমান আঁথি অঙ্গে অলঙ্কার। হরিলীলা গীতে মত্ত প্রশান্ত আকার॥ তাঁহাদের হেরি তবে প্রশান্ত রাজন। হরিনাম জয়ধ্বনি করি উচ্চারণ॥ প্রেমে পুলকিত হ'য়ে যুড়ি চুই কর। বিষ্ণুদৃতে প্রণমেন আনন্দ অন্তর॥ স্থনন্দ ও নন্দ নামে চুই অমুচর। ধরিলেন প্রেমভাবে তাঁর চুই কর॥ বলিলেন শুন রাজা আদেশ এখন। যাইতে হইবে তব বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ শৈশব বয়সে রাজা করিয়া সাধন। লভিয়াছে হরিপদ অযুল্য রতন॥ ধ্রুবপদ নাম তার নাহি তার লয়। সেই পদে যাইবার এই ত সময়॥ অতীব পবিত্র তব এ শরীর হয়। স্বশরীরে সেই স্থানে চলহ নি**শ্চ**য়॥ এত শুনি ধ্রুব তবে করিয়া বেক্টন। করিলেন আনন্দেতে রথে আরোহণ॥ রথে উঠি হইলেন যেন হিরগ্যয়। রীবি শশী সম জ্যোতি অঙ্গে প্রকাশয়॥ আছিল যতেক ঋষি বদরিকাবাসী। সকলে করিল জয় জয় ধ্বনি বসি॥ গন্ধর্বেক করিল গান দেব বর্ষে ফুল। তুন্দুভি বাজিল ঘন হৃষ্ট সিদ্ধকুল॥ যাইতে যাইতে রাজা ভাবেন জননী। দেখিলেন আর রথে যান স্তলোচনী॥ স্থনীতির এত ছঃখ হৈল এবে দূর। গ্রুবের পরমপদ লাভ সে প্রচুর॥ রবি শশী গ্রহ তারা করয়ে দর্শন। উঠিলেন ধ্রুব উচ্চে আপন সদন॥ (महे ऋात्न त्रिव भनी इहेंग्रा किङ्गत । বেষ্টন করিয়া ঘুরে তাহা নিরন্তর॥

নারদ হেরিয়া হেন হ'য়ে হাউমতি।
ছরিলীলা গান করে শুনে প্রুবমতি॥
বেই শুনে এই বাণী মৃক্তি তার হয়।
প্রুবের পরম গতি অতি প্রেমনয়॥
এইত হইল বংস ! প্রুবের বচন।
এক্ষণে বিত্রর শুন অন্থা বিবরণ॥
উপেক্র রচিল গীত হরিকথ। সার।
প্রুবের বৈকুণ্ঠ লাভ পুণ্যের আধার॥
ইতি প্রুবলাক প্রাধি সমার।

अथ পृथ्रभरतत कम्म विवत्।। সূত কন শৌনকেরে করি সম্বোধন। পুথু অবতার কথা করহ ভাবণ॥ যেমতে কহিলা শুক পাণ্ডবের প্রতি। কহিব দে দব কথা শুনহ সম্প্রতি॥ কহিলেন শুক তবে শুনহ রাজন। মৈত্রেয় বিচুরে কন করি সম্বোধন॥ ধ্রুবের চরিত্র বংস করি সমাপন। ইচ্ছা মোর পুথু কীতি করিব কীর্ত্তন॥ অবহিত হ'য়ে শুন অনুপম বাণী। ভনিলে হৃষ্টির হবে আপনার প্রাণী। আছিল ধ্রুবের বৎস তিনটি তনয়। উৎকল দবার জ্যেষ্ঠ দর্বজনে কয়॥ কল্প ও বংসর নামে ভ্রমির নন্দন। বংসর গুণেতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞাত সর্বজন॥ জন্মাবধি উৎকলের হরি প্রতি মন। অনিত্য ভাবেন মনে তুচ্ছ রাজ্যধন॥ উচ্চ নাঁচ ভাব মনে নাহিক আছিল। সর্বর্জাবে দম ভাব তার উপজিল॥ সর্বদা আনন্দে মগ্ন বাছে মৃক সম। জড় বলি সবাকারে তাঁহে লাগে ভ্রম। ব্ৰহ্মানন্দে সদা মগ্ন কেহ না জানিত। উন্মন্ত বধির বলি সকলে হাসিত॥

শান্তশীল হ'য়ে স্থির থাকিত উৎকল। কেহ নাহি হৃদি জানি কহিত পাগল। স্ব্বত্যাগী সেই বার প্রবের নন্দন। মন্ত্রীগণ নাহি তারে দিলা রাজ্যধন॥ বৎসর নামেতে ছিল কনিষ্ঠ তনয়। রূপে গুণে ব্যবহার ধ্রুব সম হয়॥ তাৰ্ক্তর করিল রাজা যত মন্ত্রীগণ। স্থবীথি তাহার ভার্য্যা স্থন্দর গঠন॥ তার গর্ভে বৎসরের ছয় পুক্র হয়। পুষ্পার্ণ ও তিগ্মকেতু, ইষ উর্জ জয়॥ নামেতে কুমার বস্থ আছিল পঞ্চন। পুষ্পার্ণ হইল রাজা অতি মনোরম॥ পুষ্পার্ণের তুই পত্নী দোষা প্রভা হয়। উভয়েতে পুষ্পার্ণের পুক্র ছয় হয়॥ মধ্যাহ্ন, দায়াহ্ন, প্রতিঃ প্রভার কুমার। প্রদোষ, নীশিথ, ব্যুষ্ট তনয় দোবার॥ সর্ববগুণযুক্ত ব্যুষ্ট হৈল নরপতি। হইল তাঁহার ভার্যা পুষ্করিণী সতী॥ পুষ্করিণী এক পুত্র সর্ব্বতেজ। নাম। আকুতি মহিধী তাঁর খ্যাত ধরাধাম॥ তাহাদের এক পূত্র মন্থু নাগ হয়। নড়লা মহিষী তাঁর সর্বব শ্রেষ্ঠা ময়॥ মসুর জন্মিল তাহে দ্বাদশ কুমার। সবে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ স্থন্দর আকার॥ পুরু কুংম সত্যবান চতুর্থ অমৃত। ধুত ব্রত শিবি অতিরাত্র আর ঋত॥ প্রহান্ত ও অগিফৌম উল্লুক হ্রামান। এই সে ছাদশ পুক্ৰ সবে কীৰ্ত্তিমান॥ শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুলন রূপ স্থাকর। ক্রমেতে তাহার হয় ছয় বংশগর॥ गरिवी পুकर्नि नारम छुत्रभ। छन्दत्र। তাঁহার গর্ভেতে জন্মে এই বংশধর॥ ত্রমনা অঙ্গিরা স্বাতী ক্রতু আর গর। মহামতি অঙ্গ নামে প্রথম তনয়॥

অঙ্গের স্থনীথা পত্নী জ্ঞাত দর্বজন। তাঁহার গর্ভেতে বেণ জন্মিল নন্দন॥ অতীব তুর্দান্ত পূত্র অতি পাপময়। পুত্রের নিন্দায় রাজা সংসার ত্যুজয়॥ ছুৰ্ব্ব ত হেরিয়া তাঁরে যত ঋষিজন। অভিশাপে করিলেন নিঃশেষ জীবন॥ অরাজক হ'ল সব না হেরি শাসন। তাহ। হেরি স্বরা করি যতেক ব্রাহ্মণ॥ বেণের দক্ষিণ বাহু করিয়া মন্থন। জন্মাইল অপরূপ একটি নন্দন॥ আদি রাজা পুথু তিনি হরি অবতার। তাহার গুণেতে বশ সকল সংসার॥ এত শুনি কহিলেন বিচুর স্থমতি। আশ্চর্য্য হইন্মু ঋষি শুনিয়া ভারতী॥ হরিপরায়ণ সেই অঙ্গ নরবর। বিশেষতঃ ধ্রুববংশে তিনি বংশধর॥ কেন ভাঁহে জন্মে পুত্র তুন্ট কুলাঙ্গার। কেন তিনি করিলেন অরণ্য বিহার॥ ধর্মমতে নূপ শ্রেষ্ঠ হয় সবাকার। তুর্দান্ত হইলে নূপ মান্ত তবু তাঁর॥ কোন ধর্মাবলে মিলি যত ঋষিজন। করিলেন অবহেলে বেণের নিধন॥ কহ ঋষি একে একে সেই সমাচার। যেমতে জন্মেন হরি তাঁহার আগার॥ বিদ্বরের কথা শুনি মৈত্রেয় তথন। কহিলেন একে একে সেই বিবরণ॥ ধ্রুব বংশধর অঙ্গ সর্বব গুণাধার। একছত্ত্রে পালিলেন বিশ্ব নরবর॥ একদা করিতে যজ্ঞ হৈল তাঁর মন। অশ্বমেধ মহাযত ততাত সর্বজন॥ আসিল ঋত্বিক আর যতেক ব্রাহ্মণ। হইল এমতে শীঘ্ৰ যজ্ঞ আয়োজন॥ পৃথিবীর চারিদিকে হ'ল নিমন্ত্রণ। যজ্ঞহলে উপনীত নিমন্ত্রিতগণ॥

রৌপ্য স্বর্ণে স্থখচিত রম্য হর্ম্মচয়। যথাযোগ্য স্থানে যত নিমন্ত্রিত রয়॥ ভক্ষ্য ভোজ্য নানাবিধ কৌতুক গঠন। হইতে লাগিল সদা কথোপকথন॥ এদিকে হইল ক্রমে যজ্ঞ আরম্ভন। আহুতি হোমেতে দিল যতেক ব্ৰাহ্মণ॥ যে যে অবতার নামে হয় হবি দান। কেহ নাহি উপস্থিত হন শক্তস্থান॥ আশ্চর্য্য হইয়া তবে যতেক ব্রাহ্মণ। কহেন রাজার আগে শুনহ রাজন।। সকলে সদ্ধশ বিজ্ঞ আমরা ব্রাহ্মণ। অশুদ্ধ নহিলে মন্ত্র বেদের বচন॥ আয়োজন ক্রটি নাহি দেখিতে নয়নে। তবে কেন উপস্থিত নহে দেবগণে॥ ব্রাহ্মণের শুনি বাণী ব্রতী নরপতি। **সভাজনে সম্বোধিয়া কহেন ভারতাঁ॥** নির্দ্দোষে করিন্তু যক্ত আমি আরম্ভন। প্রত্যক্ষ না হন তবু ইথে দেবগণ॥ কি পাপ করিন্থ আমি বুঝিতে না পারি। কহ সভাজনে মোরে মনেতে বিচারি॥ অঙ্গের গুণেতে সবে আছিল মোহিত। না পাইল কোন পাপ করি নির্বাচিত॥ বিজ্ঞজনে কয় করি মনেতে বিচার। কহিল রাজার আগে করিয়া বিস্তার॥ শুন রাজ। ইহ জন্মে পাপ নাহি তব। পূৰ্বজন্ম কৃত পাপে অপুত্ৰ সম্ভব ॥ পাপ নাশিবারে আগে জন্মুক কুমার। করহ কামনা যক্তে করিয়া বিচার॥ পুত্র বিনা পুরুষের কোন ফল নাই। বরদাতা যজ্ঞেশ্বর দিবেন তাহাই ॥ হরির নিকটে যাহা করিবে প্রার্থনা। অবশ্য ভক্তের তাহা পূরিবে কামনা॥ সকলের বাক্য শুনি রাজা মহাশয়। পুক্রের কামনা লাগি হোম তবে হয়॥

পুরোডাশ নামে হোম করি নরমণি। পূজিলেন ভগবানে সর্ব্ব চিন্তামণি॥ হোম হ'তে উঠি তবে সাধু একজন। হেম মালাময় পরি নির্মাল বসন॥ অঞ্চলি করিয়া লয়ে অমৃত পায়স। দিলেন রাজার আগে হইয়া হরষ॥ পায়স লইয়া রাজ। করি নমস্কার। সবার আজ্ঞায় দিল পত্নীরে তাহার॥ আপনি আছ্রাণ করি দিলেন পত্নীরে। আহার করিল পত্নী অতি ধীরে ধীরে॥ স্বামী সহবাদে হয় গর্ভের সঞ্চার। তাহাতে জন্মিল এক তুর্দান্ত কুমার॥ অধর্মেতে অংশজাত মাতামহ তাঁর। মৃত্যু নামে খ্যাত তিনি জ্ঞাত ত্রিসংসার ভাঁহার অংশেতে জন্ম দৌহিত্র হইল। অধর্ম্মের ভান তাতে বেণ প্রকাশিল॥ অতীব হুর্দাস্ত পুত্র শৈশব বয়সে। সবার পীড়ক সেই মত্ত রঙ্গরসে॥ অকাতরে মৃতদহ করিয়। বিহার। তীক্ষবাণে শিশুগণে করিত সংহার॥ নারিলেন অঙ্গ তাঁরে করিতে শাসন। মহাতঃখে হইলেন চিন্তার মগন॥ বয়সের সঙ্গে তার বাড়িলেক দোষ। হিংদা বুত্তি তুইসতি মত্ত দদ। রোগ॥ দেব পূজে লাভ তাঁর হ'লে। কুলাঙ্গার। নিজ পাপ ইথে হয় করিয়া বিচার॥ সংসার ত্যজিয়া রাজা চলি যান বন। মনোতঃখে করিবারে হরি আরাধন॥ গোপনে হইল রাজ। রাজ্যের বাহির। কেই নাহি তাঁর দেখা পাইলেন স্থির॥ অবশেষে একমতে মন্ত্রী ঋষিগণ। বেণের হস্তেতে দিল। পৃথিবী শাসন॥ শাসনের ভার ল'য়ে বেণ প্রক্টমতি। সবার পীড়নে তাঁর সদ। হয় রতি॥

রসরঙ্গে সদা মক্ত হিংসায় হারত। উন্মত্ত গজের স্থায় কুকর্ম্মেতে রত॥ যজ্ঞ দান ভঙ্গনাদি করিতে বিনাশ। আপনার রাজ্যে আজ্ঞা করিল প্রকাশ। যেবা পূজা ব্রত করে হরি উপাসন। তাহারে আনিয়া ধরি করয়ে নিধন॥ ধর্মাচার লোকাচার নফ্ট এ সংসারে। অরাজক প্রায় রাজ্য হয় একেবারে॥ এত দেখি ভৃগু আদি যত ঋষিজন। বেণের সাম্বনা লাগি করিল গমন॥ মিষ্ট বাক্যে সম্বোধিয়া কহে ঋষিগণ। নূপ হ'য়ে তুষ্টমতি ব্যাভার কেমন॥ ধর্মরাজ্য শান্তিরক্ষা উচিত রাজার। ধর্ম্মেতে জীবন রক্ষা শান্তিতে সংসার॥ ধর্মেতে জীবের মুক্তি বজে ধর্মা রয়। নুপগণ সেই বজ্ঞ সদা আচরয়॥ সেই যজে হিংদা রাজা কর অমুক্ষণ। প্ণানাশ ভয় তব না হয় কখন॥ অতএব শুন রাজা ত্যজি হিংদাচার। ধর্মাতে প্রজাধর্ম পালহ সংসার॥ এত শুনি ক্রোধে বেণ হইয়া অধীর। কহিতে লাগিল সবে বচন গৰ্ভার॥ অধৰ্ম যা হয় তাহে কহ সবে ধৰ্ম। নাহিক বুঝিতে পারি আমি কিছু মর্ম্ম॥ আমি হই অন্নদাতা স্বামী স্বাকার। আমি বিনা অস্ত স্বামী যজে কেবা আর॥ রাজাই ঈশ্বর বটে শাস্ত্রের প্রমাণ। তাহারে না সেবা করি অস্তে উপাদন॥ কেবা সেই ঈশ্বর হয় কহত আমার। সর্বাদেব একত্রেতে ভূষিত রাজায়॥ কর মোরে পূজা এবে যত ঋষিজন। মম লাগি যজ্ঞ কর মম উপাদন॥ বিষ্ণু নিন্দ। শুনি তবে যতেক ব্ৰাহ্মণ। অভিশাপ দিল ক্রোধে হইতে নিধন॥

তখনি মরিল বেণ হ'য়ে শবাকার। স্থনীথা জননী কাঁদে করি হাহাকার॥ অরাজক হ'লো দেশে ক্রমে বহুতর। দস্যর পীড়নে রাজ্য হয় ছারখার॥ একদা যতেক ঋষি করিয়া মিলন। সরস্বতী তীরে বসি করে উপাসন॥ ছুদৈব দেখেন চক্ষে শব্দ হাহাকার। দস্ত্যর পীড়নে নফ হইল সংসার॥ নীতিহীন প্রজাগণে ধর্মহীন শাস্ত্র। হিংসায় নিরত সবে ক্ষত্র হীন অস্ত্র॥ এহেন হুৰ্দ্দশা হেরি যত ঋষিজন। উপায় করিল স্থির শান্তির কারণ॥ এ হেন ধ্রুবের বংশ হরিপরায়ণ। তাহাতে আছিল অঙ্গ অতি মহাজন॥ তাহার বংশের লোপ অস্থায় বিচার। অরাজকে নফ্ট হয় বুঝি এ সংসার॥ এত বলি বেণ দেহ ল'য়ে ঋষিগণ। উরু মথি পুত্র এক করিল স্তর্ম॥ দেখিতে বামন সেই অতি তুইসতি। নিযাদ হইল নাম অর্ণ্যে বসতি॥ পুনশ্চ উভয় বাহু করিয়। মন্থন। লভিল কুমার এক নারী একজন। রূপে গুণে অনুপম উভয়ে হইল। শ্রীহরি ও লক্ষ্মী অংশ সকলে বুঝিল। প্রদন্ন হইল দিক বহিল মলয়। স্বর্গেতে তুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষয়॥ খাষিগণে দেবগণ কহিল তখন। পুথু নাম কুমারের দিল ঋষিজন॥ নারায়ণ অংশে পৃথু হন অবতার। অচিচ নামে লক্ষী অংশে কামিনী তাঁহার। এমতে লভিল জন্ম বেণের কুমার। জগতে মাতিল সবে আনন্দ অপার॥ এত বলি ঋষি তবে হইলেন স্থির। হরি লীলামুত পানে আনন্দ শরীর॥

উপেক্ত রচিল গীত হরিকথা সার। পৃথুদেব জন্ম কথা পুণ্যের আধার॥ ইতি পুথুর জন্ম সমাপ্ত।

অণ পৃথুর রাজ্যাভিষেক এবং গোরূপ।

পুথিবী দোহন। দীর্ঘ ত্রিপদী। মৈত্র কন শুন শুন, হে বিছুর স্থনিপুণ, যেমতে হইল অভিষেক। একে হরি সর্ব্বময়, প্রজা জন্মে জন্ম লয়, বৰ্ণিব তাহাই একে এক॥ মায়ারূপে আসি হরি. অবনীতে অবতরি. লইয়া আপনি পুথু নাম। অতুল রূপের সার, দেখে ঘুচে মায়াভার, অতি অনুপম গুণধাম॥ বয়সে শৈশব অতি, প্রকাশে রূপের জ্যোতি, রবি যেন বেষ্টিত মগুলে। বয়োরদ্ধি নিরস্তর, যেন পূর্ণ শশধর. নয়নে নেহারি সবে ভুলে॥ ছেরি যৌবন উদয়, মিলি যত মন্ত্রিচয়, শুভদিন করি নির্দ্ধারণ। অভিষেক কুতৃহলে, পূণ্য সরিতের জলে. দিলা রাজ্য যতেক ব্রাহ্মণ॥ সিংহাসন লাভ করি, যেমতে বৈকুপে হরি, শোভিলেন রত্ন সিংহাসনে। সুমন্ত্রী হইয়া তাঁয়, क्रयुगक मना शाय, আশীর্কাদ করে ঋষিগণে॥ হরি হেরি সিংহাদনে, আসি যত দেবগণে, করে স্তব আলস্য ত্যজিয়া। নিজ নিজ উপহার, मिरलक চরণে তার. দেব দ্বিজ দেখিল চাহিয়া॥ রত্নাসন যক্ষপতি. শুভ্ৰ ছত্ৰ জলপতি, বায়ু দিল ছুইটি চামর।

थर्म मिला कीर्डिंगाला, त्मरवक्त कितीं हिला. **मछ मिला यम छ**नवत ॥ ব্ৰহ্মা দেন বেদধৰ্ম্ম, অন্বিকা দিলেন বৰ্মা, সরস্বতী দেন হেমহার। হরি দেন স্তদর্শন, যাহে শাস্ত ত্রিভূবন, চিত্তরপী লক্ষী উপহার॥ রুদ্র দেন খর অসি, তাহাতে চব্রুকা ভূষি, চক্র দেন অমর সে হয়। অগ্নি ধন্ম সূর্য্য বাণ, বিশ্বকর্মা রথথান, মেদিনী দিলেন পূষ্পাচয়॥ খেচরেরা ইন্দ্রজাল, নাটাগীতি হুরপাল, আশীর্বাদ দেন ঋষিগণ। শঙাদেন জলনিধি. স্তব করে যত বন্দীগণ॥ রাজ সিংহাসনে বসি, যেন পূর্ণিমার শশী, অন্তুত ঘটিল যথা, করিলেন স্বারে সম্ভোষ। মোহিত তাঁহার রবে. হরষ অন্তর সবে. শাসনে সবার পরিতোষ॥ ঋষির আদেশ ল'য়ে, মাগধ মিলিত হ'য়ে, ভবিষ্যৎ করিল জ্ঞাপন। অন্তত সে বাণী হয়, শুনি আসে ভক্তিচয়, শুন তাহা বিত্বর হুজন॥ মধুর ভাষাতে ভাসি, মাগধে কহিছে হাসি, শুন শুন সভ্য প্রজাজন। ইনি হরি অবতার, তরিবারে এ সংসার, পুথু নামে লন সিংহাসন॥ কমলা আসি আপনি, অর্চনা নামেতে রাণী, ত্রিলোক মোহিত তাঁর নাম। রাখিবেন ধর্ম ধন, তুষিবেন প্রজাজন, রাজা নামে খ্যাত ধরাধাম॥ মহী করি অভিযান. নাহি দেবে শস্তদান. ধরিবেন গাভীর আকার। এই রাজা শাসি তায়, দোহন করিয়া তায়, षुषिरवन इंक्ना गवाकात ॥

যজ্ঞ করিবেন শত, ইন্দ্র তাহে হিংসাযুত, হরিবেন মহাযুক্ত হয়। সিংহদম এই রাজা, যুদ্ধ করি দিয়া সাজা, শতয়জ্ঞ সমাপ্ত নিশ্চয় ॥ রাজকার্য্য সমাপিয়া, ব্ৰক্ষেতে হৃদয় দিয়া. দেখিবেন সনৎকুমার। উপদেশ ল'য়ে তাঁর, ত্যজি রাজ্যধনভার, যাইবেন বৈকুণ্ঠ আগার॥ এত শুনি স্বপ্রচর, কহিলেন সে বিত্রর, কহ ঋষি জিজ্ঞাসি তোমায়। কেন মহী গাভী হন, ইন্দ্ৰ কেন অশ্ব লন, সনৎকুমার কিবা কয়॥ नानाक्रभ शिक्रिनही, विकूदबब श्रम छनि, इन्छे इ'रा रेगज मूनि, কহিলেন মধুর বচন। অপরূপ কুষ্ণ কথা, শুনিলেই মোহ বিনাশন ॥

## প্রার।

পুথু নামে যবে হরি লন সিংহাদন। যথন করেন হস্তে পৃথিবী শাসন॥ ছ्लिवादत इच्छा कति (यभिनी स्नम्तती। ফেলিলেন শস্তরাজ নিজে গ্রাস করি॥ শস্ত বিনা ক্ষুধাকুল হ'য়ে প্রজাগণ। কাতরে রাজার কাছে করিল গমন। বিসয়া আছেন রাজ। সিংহাসনোপরে। আসিয়া তাঁহার টাঁই নিবেদন করে॥ করযোড়ে ক্ষুধা লাগি কহিল সবাই। প্রাণ যায় রাখ নৃপ বল কিবা খাই॥ মেদিনী করিল আদ শস্ত বীজ যত। ঔষধি হৃফল বুক্ষ হইয়াছে হত॥ প্রাণ যায় ক্ষুধা লাগি করহ উপায়। আত্মীয় বান্ধবে মরি প্রাণ রাখা দায়॥

এত শুনি নূপমণি বুঝিয়া আপনে। বাহির হয়েন তবে ল'য়ে শরাসনে॥ ত্রিপুরারী সম ক্রোধে জ্বলে তুনয়ন। আরক্ত বদন দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ॥ দ্বিতীয় কালের সম ধনু ল'য়ে করে। ধাইলেন ত্বরা করি সংসার ভিতরে॥ শরহস্ত ব্যাধে হেরি হরিণী যেমন। প্রাণ ভয়ে বন মাঝে করে পলায়ন॥ তেমতি পুথুরে হেরি আপনি ধরণী। ধরিল রাখিতে প্রাণ গোরূপ তথনি॥ গোরূপ ধরিয়া পূথী করে পলায়ন। ধাইলেন পাছে রাজা ল'য়ে শরাসন॥ পৃথুর নিক্ষিপ্ত বাণ কার সাধ্য সয়। পলায় ধরণী সতী পেয়ে প্রাণে ভয়॥ ভীষণ ক্রোধেতে পুথু হ'য়ে আকুলিত। তীত্র চক্ষে ধরা প্রতি হয়েন ধাবিত।। দীপ্ত সূৰ্য্য সম আঁথি ঝড় সম খাস। দন্তে দন্ত বিঘৰ্ষণ মুখে নাহি ভাষ॥ বজ্রসম হুভ্স্কার করি বার বার। ধনু আক্ষালন করি করেন চাংকার॥ সে ভীষণ দাপে কাপে অন্ত কুলাচল। স্বৰ্গ মৰ্ক্ত্য ক্ৰিভুবন করে টলমল॥ ত্রিপুরে বধিতে যথা ধরিয়া ত্রিশূল। যান শস্তু মহাবেগে ক্রোধেতে আকুল। তেমতি ধায়েন রাজা ধরণীর প্রতি। অনন্ত সে দাপে কাঁপে শশক্ষিত মতি॥ প্রাণ ভয়ে ধরা-সতী করি পলায়ন। ভ্ৰমিতে লাগিল। ক্ৰমে নিখিল ভুবন॥ কোথাও না পান সতী কিঞ্চিৎ নিস্তার। সর্বাত্র দেখেন রুফ্ট পুথুর আকার॥ দৰ্বত্ত দেখেন পুথু ল'য়ে ধনুৰ্ব্বাণ। ভীষণ ক্রোধেতে মাতি পাছু আগুয়ান॥ তপ সত্য রসাতল এ চৌদ্দ ভুবন। একে একে সর্বত্রই করি পর্য্যটন॥

কোথাও না পায় স্থান রক্ষার কারণ। আশ্চর্য্য মানেন ধরা মনেতে আপন॥ যেখানে যাবেন ধরা লইতে আশ্রয়। সর্বত্র প্রকাশ হন বেণের তনয়॥ রক্ষা নাহি দেখি ধরা কহেন তথন। রাজারে স্থমিষ্ট ভাষে করি সম্বোধন॥ ক্ষত্রিয় বটহে রাজা ভুবন মাঝার। জানি তোমা ভাল মন্ত্র বংশ অলঙ্কার॥ প্রজার রক্ষাই হয় উচিত তোমার। তবেই থাকিবে কীর্ত্তি যশের প্রচার॥ পালিত তোমার আমি ভূমি নৃপ মম। মোর নাশ লাগি তুমি কেন কর শ্রম॥ ধৰ্ম্মজ্ঞ বটহে নূপ কহে জ্ঞানীগণ। নারীজনে বধ কি হে করে বিজ্ঞজন॥ আমি ধরা মোরে স্থজে কমল-আসন। আমার উপরে রহে এ চৌদ্দ ভূবন॥ আমারে নাশিলে বিশ্ব হইবে সংহার। এই কি উচিত কৰ্ম্ম হইবে তোমার॥ পৃথিবীর কথা শুনি ক্রোধিত রাজন। ক্রে রোয়ভরে ভবে বিজ্ঞের বচন॥ অতি সন্দমতি তুমি হ'য়েছ ধরণী। অবশ্য নিধন তোমা করিব এথনি॥ আমি নূপ দেখি হেন আমার শাসন। বজ্ঞভাগ ল'য়ে শস্ত্য না কর অর্পণ॥ গোরূপ হইয়া তৃণ করহ ভোজন। নানা হুঃখে প্রজাগণে কর নিপীড়ন॥ স্ক্রিয়া বিবিধ জীব কমল আসন। তোমারে নির্ম্মিলা বিধি প্রজার কারণ ॥ সেই বীজ শস্ত ল'য়ে যত প্ৰজাজন। করিবে ক্ষুধার শান্তি রাখিবে জীবন॥ কি কারণে কর গ্রাস সে বাজ অঙ্কুর। কেন না জন্মায় শস্ত্য ভুবনে প্রচুর॥ শস্তুহীন প্রজাগণ ক্ষুধায় কাতর। প্রজা লাগি প্রাণ তব লইব সম্বর॥

তব মাংস প্রজাগণে দিব উপহার। তাহাতে হইবে শান্তি কঠোর ক্ষধার॥ যে জন প্রাণীর প্রাণ করুয়ে বিনাশ। তাহারে বধিলে পাপ না হয় প্রকাশ। মায়াবলে গাভীরূপ ক'রেছ ধারণ। বাহুবলে মায়াবল করিব ছেদন॥ যদি মম হে ধরণী থাকে যোগ বল। বিষ্ণু শক্তি যদি মম থাকয়ে কেবল॥ পালিব আপনি প্রজা নিজ যোগ বলে। তথাপি বধিব তোমা কহিন্ত কৌশলে॥ এত শুনি ধরা তবে যুড়ি তুই কর। কান্দিতে কান্দিতে করে স্তবন বিস্তর॥ নয়নে নিকলে নীর বক্ষ ভেসে যায়। হিমালয় পরশিয়া যেন গঙ্গা ধায়॥ ক্রন্দন হেরিয়া রাজা না হ'য়ে কাতর। ক্রোধেতে অন্থির দেহ কাঁপে ওঠাধর॥ হত্তে ধন্তুর্বাণ ধরি করিয়া গর্জ্জন। করেন বধিতে ধরা হস্ত প্রসারণ॥ এত দেখি ধরা তবে হইয়া কাতর। নানা স্তব নুপতির করি বহুতর॥ কাঁদিতে কাঁদিতে করি নূপে সম্বোধন। কহিলেন পুনরায় তাঁহারে বচন॥ স্থির হও নূপ কর রোষ সম্বরণ। কর দেব অধিনীরে অভয় অর্পণ॥ অভয় পাইলে তোমা কহিব উপায়। কি উপায়ে রক্ষা হবে প্রজা সমুদয়॥ ভ্রমরের সম রাজা পণ্ডিত যে জন। সকল হইতে সার করেন গ্রহণ॥ ইছ-পরলোক ত্যাগি যত মুনিগণ। নানা কার্য্য করে লোক হিতের কারণ ॥ সেই পথে গিয়া যেই করে আচরণ। অবশ্যই পুরুষার্থে তাহার সাধন॥ মুনিদত্ত পথে যেই না করি গমন। কোন কার্য্য আর্য্য ভাবে করে আচরণ।

অসিদ্ধ তাহার কার্য্য কহিন্তু নিশ্চয়। এই মম হিত কথা শুন মহাশয়॥ অবধ্য রুমণী আমি কহি সে কারণ। না বধি করহ শস্ত উপায়ে গ্রহণ॥ স্থজিলেন এক্ষা লোক রক্ষার কারণ। নানা বীজ ও ঔষধি প্রজার জীবন॥ ধার্দ্মিকের জন্ম তাহা অধার্দ্মিকে নয়। কিন্তু অধার্শ্মিক প্রজা জন্মে বিশ্বসয়॥ অধার্শ্মিক রাজা প্রজা নানা অত্যাচার। নাহি যজ্ঞ উপাসনা পালন আমার॥ উন্মত্ত হইয়া তারা আমোদে কাতর। অকাতরে ধর্মাশস্য ভক্ষণে তৎপর॥ যজ্ঞ কাৰ্য্য নাহি কিন্তু শস্ত্য অপচয়। বাডিছে অধর্মে মতি বলিমু নিশ্চয়॥ ভবিষাৎ হিত লাগি ল'য়ে জীবগণ। আপনিই উদরেতে করিমু রক্ষণ॥ অধর্ম্ম প্রবল হেরি করিমু এ কাজ। ধর্ম্ম প্রকাশিলে বিশ্বে করিব বিরাজ। कालवर्ग वर्षे किडू इ'रग्रस्ड विनीर्ग। আমার উদরে ক্রনে হইতেছে জীর্ণ॥ তুমি হে ধার্ম্মিক রাজা করহ উপায়। যাহাতে পাইবে নূপ বীজ সমূদয়॥ তোমারে দেখিয়া মম বাৎসল্য উদয়। সেই হেতু বৎস মম হও মহাশয়॥ বংস হয়ে মোরে লয়ে জননী মতন। ত্বশ্ব পাত্র লয়ে কর আমারে দোহন॥ মম স্তন হ'তে তবে প্রকাশিবে ক্ষীর। তাহাতেই শস্ত হবে কহিলাম স্থির॥ কাটহ পর্বত বৃক্ষ কর সমতল। বহাও প্রবল নদী করি কলকল॥ সর্ব্বত্রেই বীজক্ষেপ আনন্দেতে কর। অবশ্য ফলিবে শস্ত্য প্রজা হিতকর॥ এত কহি গাভীরূপী মেদিনী রম্ণী। আশ্বাস পাইতে স্থির হ'লেন তথনি॥

এ দিকেতে পুথু শুনি ধরার বচন। বিশ্বায় ভাবেন তবে নিজ মনে মন॥ চিন্তিয়া উপায় করি সেইক্ষণে স্থির। দোহিবারে যাইলেন ধরণীর ক্ষীর॥ মন্ত্রে করিয়া বংস নিজে দোগ্ধা হন। পানি পাত্রে গাভী ধরা করেন দোহন॥ তাহাতে ঔষধি বীজ হইল প্রকাশ। ঘূচিল প্রজার তুঃগ ধর্ম্মের আভাস॥ এমন হেরিয়া যত দেব পশু পক। অপ্সর পর্বত সর্প আর যত রক্ষ॥ সকলেই দোগ্ধা বৎস পাত্র ল'য়ে করে। গাভীরূপা ধরা-স্তন দোহে অনিবারে॥ ব্বহস্পতি করি বৎস দোগ্ধা ঋষিগণ। করিল ইন্দ্রিয় পাত্রে বেদের দোহন॥ ইন্দ্রকে করিয়া বৎস দোগ্ধা দেবগণ। অমৃতাদি আর শক্তি করিল দোহন॥ প্রহলাদে করিয়া বৎস দানব নিচয়। লৌহপাত্তে স্থরামধু দোহে মহাশয়॥ বিশ্বাবস্থ করি বংস গন্ধর্বব অপ্সর। সৌন্দর্যা ও গন্ধ দোহে রহে পাত্রোপর॥ অর্থ্যমাকে করি বংস দোগ্ধা পিতৃগণ। মুখ্য পাত্রেতে (দাহে স্তক্ব্য অশন। কপিলে করিয়া বংস যত সিদ্ধগণ। অণিমাদি অউসিদ্ধি করেন দোহন॥ কপিলে করিয়া বংস যত বিচ্ঠাধর। ছুহিল গগন পাত্রে বিল্ঞা বহুতর॥ কিন্তর মায়াবী যত বংস করি ময়। ত্বহিল ভীষণ মায়। মুগ্ধ বিশ্বময়॥ রুদ্রকে করিয়া বংস যক্ষ ও রাক্ষস। পিশাচাদি ভাল পাত্রে দোহে রক্ত রস॥ তক্ষকে করিয়া বংস যত নাগজাতি। মুখপাত্রে বিষ দোহে আনন্দেতে মাতি॥ মাংসাশী যতেক পশু সিংহে বংস করি। নিজ নিজ দেহ পাত্রে মাংস লয় ধরি॥

গরুড়ে করিয়া বৎস যত পক্ষিগণ। ফল জল আহারার্থে করিল দোহন॥ বটকে করিয়া বংস পাদপ নিচয়। ছুহিল মেদিনী হ'তে তেজ রসময়॥ হিমালয়ে করি বংস যত গিরিগণ। সামুপাত্রে ধাতুদ্রব্য করিল দোহন॥ এইমত যেথা যত জাতি বিশ্বে ছিল। একে একে স্বার্থ লাগি ধরারে তুহিল॥ এ দিকেতে পুথুরায় চুহিয়া ধরণী। ি আনন্দ অন্তরে যান গৃহে নরমণি॥ অকাতরে কাটি রক্ষ পর্বত নিচয়। করিলেন সমতল পৃথিবী নিশ্চয়॥ পৃথিবীরে কন্সারূপে পালিয়া রাজন। করিলেন নানা রাজ্য নগর পত্তন॥ গ্রাম, পুর, তুর্গ, গোষ্ঠ, জঙ্গন, আকর। নানাবিধ রাজপথ করেন বিস্তর॥ নানা শস্ত জন্মাইল তাঁহার কারণ। তাহাতে হইল স্কথী যত প্ৰজাগণ॥ ক্রমেতে হইল ধর্ম আচার প্রচার। স্তর্ম্ভি ববিল মেঘ স্তথী সর্ববাধার॥ অপূর্ব্ব পুথুর লালা যে করে শ্রবণ। নিশ্চয় তাহার কদি হয় স্রশোভন॥ শুনিলে বিছুর বংস মেদিনা দোহন। অপর পুথুর লীলা করহ শ্রবণ॥ এত বলি মৈত্র ঋষি হইলেন স্থির। হরি লীলামত পানে আনন্দ শরীর॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। শুনিলে পুথুর কথা নম্ট পাপভার॥ ইতি প্ৰিবার গাভীরপ ধারণ স্মাপ্ত।

ল্প সনকাদি সংবাদ পূৰ্ব বৈকুঠে গমন। সৈত্ৰেয় কছেন শুন বিত্ন স্তব্ধন। মনোরম পূথু কথা করহ শ্রবণ॥

গাভীরূপা পৃথিবীরে করিয়া দোহন। রাথিলেন পৃথুরাজ সবার জীবন॥ পৃথুরে দৃষ্টান্ত করি দেব যক্ষপতি। সকলে ছুহিল পৃথি করিয়া যুকতি॥ হেন কীর্ত্তি লাভ করি ক্ষত্রিয় রাজন। মনুবংশ সমুজ্জ্বল করেন তখন॥ এই বার্ত্তা প্রকাশিল স্বর্গ মর্ত্ত্যথামে। সকলে সম্ভুক্ত হন পুথুরাজ নামে॥ একদা আপনি রাজা ল'য়ে সভাগণ। মন্ত্রীসহ আলো করি রাজ সিংহাসন॥ প্রজা হিত সাধিবারে হ'য়ে অবহিত। যন্ত করিবারে রাজ। হ'লেন দীক্ষিত॥ মনোহর রাজ্যভা নাহিক তুলনা। कि कर मोन्नर्ध्य कथा ना इस वर्गना ॥ স্ফটিকের স্তম্ভ হয় হীরকে খচিত। মস্তকেতে চন্দ্রাতপ স্ফটিক মণ্ডিত॥ অপরূপ শোভা তার বর্ণনা না যায়। বাহ্নকী ধরেন যেন পুথিবী মাথায়॥ চক্দ্র সূর্য্য প্রভা জিনি সদ। জ্যোতিশ্ময়। স্থান্ধি মাখিয়া বায়ু তথা সঞ্চালয়॥ কাঞ্চনে জড়িত মণি রহে সিংহাসনে। যেন শিখি বিস্তারিয়া নিজ পুচ্ছগণে॥ কার্ত্তিকের সম পৃথু তত্নপরি রয়। ইন্দ্র চন্দ্র সম যেন মন্ত্রীগণ হয়॥ দেবতা সমাজ সম যেন সভ্যগণ। ইক্সপুরী সম শোভা না হয় বর্ণন॥ এইত শোভাতে ভূষি পৃথিবীর পতি। প্ৰজা হিত মন্ত্ৰণায় অবহিত মতি॥ চামরী চামর বায় দগুী দগু ধরে। ছত্রধারী মুক্তাময় ছত্র ধরে শিরে॥ হেনকালে সভাদেশ হইল উচ্ছল। বাল সূৰ্য্য যেন আসি তথা প্ৰকাশিল॥ সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে জ্যোতিপানে চায়। হেনকালে চারিসিদ্ধ আসেন সভায়॥

সনংকুমার আর সত্য সনাতন। সনক সনন্দ এই ভাই চারিজন॥ ব্রহ্মার কুমার সবে জ্ঞানেতে প্রবীণ। রূপের তুলনা হেন তপন মলিন॥ রাজার সমক্ষে আসি ভাই চারিজন। আশীর্বাদ করিলেন স্থির করি মন॥ চিনিয়া তথনি রাজ। ত্যজি সিংহাসন। চারিজন পদতলে হয়েন লুগ্ঠন॥ পাত্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি চারি সহোদরে। কুতাঞ্জলিপুটে বাক্য কন সিদ্ধরে॥ অপরাধ ক্ষম দেব ব্রহ্মার কুমার। তব যোগ্য সেবা করি কি সাধ্য আমার॥ মোরে দয়। করি যদি দিলা দরশন। লও চার্রি ভায়ে তবে চারি সিংহাসন॥ উপবেশি শ্রান্তি দূর কর দয়াময়। দেখিয়া হউক মম স্থশান্ত হৃদয়॥ এতেক শুনিয়া তবে রাজার মিনতি। চারি ভাই বসিলেন হ'য়ে হুন্টুনতি॥ রাজারে সম্বোধি তবে কছেন তখন। উপবিষ্ট হও রাজ। ল'য়ে সিংহাসন॥ মনুবংশ অলঙ্কার ধন্য পুথু রায়। রাখিলে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ছুহিয়ে ধরায়॥ ত্রিলোকেতে তব কীর্ত্তি করিয়া শ্রবণ। আসিলাম তব মূর্ত্তি করিতে দর্শন॥ বিষ্ণু অবতার ভূমি বেণের নন্দন। নিজ পুণ্যে পাপী পিতা কর উদ্ধারণ॥ হিরণ্যকশিপু ছিল পাপী অতিশয়। ততোধিক পাপী হন বেণ মহাশয়॥ প্রহলাদ জনমে হরিনামের প্রচার। করিলা আপন পিতা হিরণ্য নিস্তার॥ তেমতি জন্মিয়া তুমি বেণের কুমার। করিলা আপনি নিজ পিতায় উদ্ধার॥ পুত্র হ'তে রক্ষা এই কথা স্থলিশ্চয়। তোমা হ'তে মহারাজ সদা স্থির হয়॥

এত বলি চারি ভাই হইলেন স্থির। কহিলেন তবে রাজা বচন স্থার। ম্প্রভাত আজি মোর দফল জাবন। বহু পুণ্যফলে আজি পাই দরশন॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের যেই অনুচর। ইহ পরলোকে শুভ তাঁহার গোচর॥ তোমা সবাকার দেখি তেমতি আকার। হইল সর্বত্র সবে একত্রে নিস্তার॥ হরি ত্রত কর সবে সর্ববদা কুশল। কি কুশল জিজ্ঞাসিব কিবা ফলাফল॥ আগ্নানন্দে দদা মত্ত হয় সেই জন। কুশলাদি লোভে তার নাহি আকিঞ্চন।। বহু পুণ্যফলে লাভ তব দরশন। এক্ষণে করিছ মোরে কুপা বরিষণ। সিদ্ধরূপী নারায়ণ হও চারিজন। জীবের মঙ্গল লাগি করহ ভ্রমণ॥ কহ দেব ভালমতে জিজ্ঞাসি তোমায়। সায়াময় এ সংসারে শুভ কিসে হয়॥ কেমনে পাইবে জীব অনন্ত নিস্তার। কহ দেব সেই বাণী জীবনের সার॥ এত কহি রাজা তবে হইলেন স্থির। ক্রেন সনক তবে বচন গভার॥ শুন রাজা কহি তোমা নিস্তার কারণ। একমাত্র হরি হন সর্ব্ব নিরঞ্জন ॥ সংসারের ছলনায় তুর্মতি বাসনা। সেই দোষ নাশ হয় করিলে সাধনা॥ আত্মা ভিন্ন জগতেতে নাহি কিছু সার। নিগুণ ত্রন্মের জ্যোতি তাঁহার আকার॥ ভক্তিরূপ সাধনাতে করি দৃঢ়পণ। একান্তে করিলে সেই আত্মা আরাধন।। উপজিবে সেই জ্ঞান চূৰ্ল্লভ যে হয়। জীবের নিস্তার তাহে হইবে নিশ্চয়॥ অতএব হরিভক্তি করহ সাধন। যাহাতে পাইবে জ্ঞান অমূল্য রতন॥

নিস্তার পাইবে জীবে কহিমু নিশ্চয়। কুশলে থাকিবে রাজা ইহা সত্য হয়॥ এত কহি চারি খাদি আশীর্বাদ করি। গেলেন গগন পথে আনন্দে বিহরি॥ হেন উপদেশে শেষে বেণের নন্দন। কিছুকাল করিলেন প্রজার রঞ্জন॥ অবশেষে ব্রহ্মরূপে তাজিতে জীবন। করিলেন মনে রাজা স্ব-হিত কামন॥ বিজিতাশ নামে বীর তাঁহার কুমার। তাঁহারে দিলেন পৃথু নিজ রাজ্যভার॥ কন্সারূপা পৃথিবীরে পুত্রে করি দান। তপস্থা লাগিয়া বনে করেন প্রয়াণ॥ হরি-পরায়ণা ভার্য্যা অটিচ নাম তার। স্বামী সেবা লাগি যান অরণ্য ভিতর ॥ রাণীহন তপস্বিনী তপ্রস্থী রাজন। হরিব্রতে দদা মত্ত উভয়ের মন॥ হরিনাম হরিলীলা করিয়া স্মরণ। যোগে চিত্ত সংযোজিত করিয়া তথন॥ নুপতির মন শুদ্ধ ক্রমেতে হইল। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর সঙ্গে ক্রমে প্রকাশিল॥ যোগবলে আত্মজ্ঞান করি আহরণ। কায়মনে শ্রীহরিরে চিন্তে অসুক্ষণ॥ ইচ্ছিলেন ত্যজিবারে মায়া দেহভার। অনন্ত বৈকুণ্ঠে যাহে হইবে নিস্তার॥ জীব ভার যোগবলে ত্যজি পুথুরায়। ব্রহ্মরূপী হ'তে আগ্ন জ্ঞানেতে প্রত্যয়॥ তাজিলেন সজ্ঞানেতে নিজ দেহ ভার। মন্দর পর্ব্বতোপরি পুণ্যের আগার॥ স্বামীর স্থগতি হেরি অর্চিচ মহারাণী। চিত। করি সহমূতা হয়েন আপনি॥ হরিরে সাধিয়া উভে বৈকুণ্ঠেতে যান। হরি বিনা এ সংসারে নাহিক নির্বাণ॥ এত কহি বিছুরেরে মৈত্রেয় স্থবীর। হইলেন হরিপ্রেয়ে ক্লণেক হৃষ্টির॥

উপেন্দ্র রচিল এই ভক্তিময় গীত। শুনিলে জীবের মুক্তি পৃথুর চরিত॥ ইতি সনকাদির সংবাদ এবং পৃথুর বৈক্তঠে গমন সমাপ্ত।

অথ প্রচেতা ও রাদ্র সংবাদ। মৈত্রেয় কহেন শুন বিছর স্তজন। রুদ্র সংবাদের কথা করিব কার্ত্তন ॥ প্রচেতাগণের কাছে যেমতি শঙ্কর। কহিলেন ভাগবত মহ। পুণ্যধর॥ আভাস তাহার তোম। কহিব স্কুন। অবহিত চিত্তে বংস করহ শ্রবণ॥ বিজিতাশ্ব আদি পঞ্চ পুথুর কুমার। বিজিতাশ্ব সর্ববেশ্রন্ত পাস্ত্রেতে প্রচার॥ পিতার মরণে তিনি পান সিংহাসন। অন্তরে ছিলেন তিনি হরিপরায়ণ॥ সসাগরা পৃথিবীর করিতে শাসন। নাহি ইচ্ছা হয় তাঁর ত্যজিয়া সাধন॥ সেই হেতু পৃথিবীরে চারি ভাগ করি। চারিদিকে চারি ভায়ে দিলেন বিতরি॥ ইন্দ্রেরে করিয়া তুষ্ট নিজ ভুজবলে। অন্তর্জান জ্ঞান পান বিভার কৌশলে॥ সেই হেতু নাম তাঁর হয় অন্তর্জান। সর্বত্র সমান দৃষ্টি অতি কুপাবান॥ সর্বত্র কন্দর্প সম নবীন যৌবন। তেজেতে প্রভাত সূর্য্য সত্যে সনাতন॥ শিখণ্ডনী নামে ভার্যা অতি রূপবতী। স্বামীরত। মনোহর। পতিব্রতা সতী॥ চন্দ্রমা কলঙ্কী হেরি সে রূপের তুলা। চমকে হেরিয়া তাঁরে আপনি চপলা॥ সে হেন যুবতী পত্নী করি সহবাস। শভিলেন তিন পুত্র অতি মনোল্লাগ।

নভম্বতী নামে তাঁর আর পত্নী ছিল। অনুরপা রূপদী দে যৌবন শোভিল॥ যৌবন লইয়া পতি লভিল সম্ভান। তাহাতে জন্মিল পুত্র নাগ হবিদ্ধান॥ হরিপরায়ণ সেই জিমাল কুমার। অতি দয়াময় সেই গুণের আধার॥ শশিকলা সম বাড়ে রাজার সন্তান। দেখিয়া হয়েন হুন্ট নুপ অন্তৰ্দ্ধান॥ জ্ঞানেতে বৈরাগ্য বৃদ্ধি হইল তাঁহার। রাজকার্য্য তাঁর পক্ষে করা হৈল ভার॥ দণ্ড, কর, শুল্ক ল'য়ে প্রজার শাসন। দয়ার বিরুদ্ধ কার্য্য ভাবেন তখন॥ সেই হেডু বৈরাগ্যের হইল উদয়। যজ্ঞ করি করিলেন পূর্বব বিত্ত ক্ষয়॥ সঞ্চিত বিত্তের ক্ষয় করি নুপমণি। তপস্থার লাগি বনে গেলেন আপনি॥ হরিতে রাখিয়া চিত্ত মহাবোগ ভরে। ত্যজিলেন দেহভার হরিপদ তরে॥ ধার্মিক কুমার তাঁর হবিদ্ধান নাম। সিংহাসন লভিলেন ব্যাপ্ত ধরাধাম॥ মহাজ্ঞানী সেইজন হরিপরায়ণ। রূপেতে অতুল হন নবীন যৌবন॥ হবিদ্ধাণী নামে ভার্য্যা আছিল তাঁহার। রোহিণী সমান রূপে নারী অলঙ্কার॥ পাঁচ পুত্র একে একে জন্মিল তাঁহার। বর্হিষৎ নামে তাঁর প্রধান কুমার॥ পূৰ্ণশৰী সম পুত্ৰ পাইয়া যৌবন। হইল একান্ত মনে হরিপরায়ণ॥ যেমতে স্থাহিত ভাবে প্রজার পালন। তেমতি করিল পুত্র হরির সাধন॥ পুত্রেরে স্থযোগ্য হেরি তবে হবিদ্ধান। তপস্থার লাগি বনে করিল প্রয়াণ॥ অতীব যাজ্ঞিক পুত্র যোগ কুপাময়। কুশেতে ছাইল তাঁর নগরী নিচয়॥

সে হেতু প্রাচীন বর্হি নাম তার হয়। পিতৃসম গুণবান হয়েন নিশ্চয়॥ সমুদ্রের কন্সা ছিল শতক্রতি নাম। রূপে গুণে নিরূপমা খ্যাত ধরাধাম॥ বিবাহ কালেতে অগ্নি নেহারি তাঁহায় কামেতে উন্মত্ত হন না বুঝি মায়ায়॥ সেই কন্সা ল'য়ে ব্ৰহ্মা কমল-আসন। প্রাচীন বহিষেরে করিলেন অর্পণ।। नृशूरत्रत ध्वनि छनि यक एनव नत्र। কামশরে নিপীড়িতা হয়েন কাতর॥ সেই শতদ্রুতি ল'য়ে বর্হিষ রাজন। সম্ভোগ করেন স্থথে আপন যৌবন॥ দশ পুত্র একে একে জন্মিল তাঁহার। জ্ঞানবান পুণ্যবান হ'ল সর্বাধার॥ শৈশবে হইল তাঁরা হরি-পরায়ণ। প্রচেতা বলিয়া সবে খ্যাত ত্রিভুবন॥ মহা জ্ঞানবান পিতা ডাকি পুত্রগণ। আদেশিলা সবে প্রজা স্বষ্টির কারণ॥ পিতার আদেশ সবে করিতে পালন। তপোবলে সেবিল সে হরির চরণ॥ পুজের ভারতী শুনি বহিষ রাজন।। হৃদয়েতে আনন্দিত হয়েন তখন॥ সম্বোধিয়া পুত্রগণে কহেন বচন। অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু সবে করিলা কামন॥ যাও সবে একে একে সমুদ্র ভিতর। দ্বিপঞ্চ সহত্র বর্ষ যোগাচার কর॥ পুনশ্চ আদিয়া রাজ্য করিও গ্রহণ। চিরকাল রেখো মনে সেই নারায়ণ॥ व्यानीर्क्याम कति दाका विमाय मिटनन। দশ ভায়ে সে সাগর মাঝারে গেলেন। হরিনাম মুখে গাহি দশ ভাই যায়। পথে গিরিশের সহ মিলন যে হয়। সম্ভক্ত হইয়া হর কহেন বচন। মহাভাগবত বাণী পুণ্যের কীর্ত্তন ॥

দেইমত দশ ভাই করিয়া পূজন। অস্তেতে পায়েন দেখা সত্য নারায়ণ॥ এই কথা শুনি কহে বিতুর স্কলন। কোথায় গিরিশে পান সে প্রচেতাগণ॥ কি কথা গিরিশ কন কহ মহাশয়। কুপা করি কহ ঋষি শুনিব তাহায়॥ যোগীজন যেই হরে না পায় দর্শন। কেমনেতে দেখে তাঁরে সে প্রচেতাগণ ॥ বিছুরের প্রশ্ন শুনি মৈত্রেয় তথন। কহিতে লাগিলা সেই মধুর বচন॥ পুত্রেরে বিদায় দিলা বর্হিষ রাজন। চলিলা কুমার দবে করিতে তর্পণ॥ মাতামহ জলাধিপ রাজ্য তাঁর জল। অদীম প্রভাব তাঁর জলেতে অনল॥ সেই স্থানে তপস্থায় করিয়া মনন। সাগর উদ্দেশে সবে করেন গসন॥ বহুদূর পদভরে গিয়া চারি ভাই। সম্মুখেতে সরোবর দেখেন সবাই॥ অতীব বিস্তীর্ণ বাপী স্বচ্ছ তার জল। মগুর পবন স্রোতে করে কল কল। তাহাতে ফুটিল কত কহলার কমল। মধু লোভে মধুকর করে কোলাহল॥ কত মীন ভাসে জলে সারদী সারস। রাজহংস চক্রবাক ক্রীড়ায় অবশ ॥ নিকুঞ্জ মণ্ডিত তার ফল ফুলময়। কত বৃক্ষ কত লত। কত গুলাময়॥ ময়ুর ময়ুরী নাচে পিক কুছম্বর। স্ত্ৰকণ্ঠে স্থাকা সঙ্গীতে মুখর॥ মনোহর সরোবর করিয়া দর্শন। হয়েন প্রচেতাগণ পুলকিত মন॥ বহিষের পুত্র সবে সমৃদ্ধির সার। নাহি দেখিয়াছে চক্ষে হেন চমংকার। চমৎকার হেরি সবে স্থির করি মন। দশ ভায়ে ভাবে তবে শ্রীহরি চরণ॥

হেনকালে সেই স্থানে হইল বাদন। মধুর মৃদক্ষ ধ্বনি পণব নিঃস্থন॥ স্থকতে স্থন্তর গীত বামা কণ্ঠন্তর। শুনিলে মোহিত হয় তাপিত অন্তর॥ ছেন গীত বাগ্য শুনি রাজার নন্দন। সরোবর দেখিলেন মেলিয়া নয়ন॥ অপূর্ব্ব স্থন্দর মূর্ত্তি স্থতপ্ত কাঞ্চন। সরোবর তল হ'তে উঠিল তখন॥ নীলকণ্ঠ শান্তিময় আর ত্রিনয়ন। চতুর্দ্দিকে বেড়িতেছে দেব-দেবিগণ॥ কিবা সে উচ্ছল তন্তু প্রথর তপন। শিরোদেশে চব্দ্রকলা অপূর্ব্ব শোভন॥ হ্রমেরুর শৃঙ্গ যেন হ'য়ে স্বর্ণময়। উজ্জ্বল হইতেছিল বাড়ব আলয়॥ গিরিশে নেহারি তবে বর্হিষ নন্দন। দশ ভায়ে প্রণমিল বন্দিয়া চরণ॥ রাজার কুমার একে হরিপরায়ণ। সত্যময় কমমূর্ত্তি নবীন যৌবন॥ নেহারি সবারে তবে কহে মহেশর। পূর্ণ হোক মনস্কাম এই দিন্তু বর॥ চিনিয়াছি তোমা দবে বহিষদ সূত। রাজ্যস্থ ত্যজি সবে তপস্থাতে রত॥ উভ্য কামনা হেরি বুঝিয়া সাদরে। দিলাম সকলে দেখা এই সরোবরে॥ দেবের ত্বর্ল ভ আমি মনুষ্য কি ছার। কিন্তু বাহুদেব ভক্ত প্রিয় সে আমার॥ বছ পুণ্যফলে লোকে ব্রহ্মপদ পায়। ততোধিক পুণ্যবলে নেহারে আমায়॥ ভগবান সম প্রির হয় ভক্তজন। তোমরাও সেই ভক্ত রাজার নন্দন॥ সেই হেছু সরোবরে দিয়া দরশন। হইল শিখাতে যোগ আমার এখন॥ যে মন্ত্রে তপস্থা করি পায় শ্রীনিবাস। কহিব সবারে আজি সে মন্ত্র আভাস॥

হইবে তাহাতে জ্ঞান মুক্তির সাধন। তাহাতে পাইবে দেখা নিত্য নিরঞ্জন॥ এত বলি মহেশ্বর করি যোগাসন। হৃদয়ে ভাবিয়া সেই নিত্য নারায়ণ॥ ধ্যানেতে দেখিয়া সেই শ্রীমূর্ত্তির বেশ। কুমারগণের প্রতি কহিলা বিশেষ॥ শ্যানরপ সেই হরি শৃষ্য ব্রহ্মময়। সদাই সাকার রূপ ব্যাপ্ত বিশ্বচয় ॥ আত্মারূপে সর্বব ঘটে ব্যাপ্ত নারায়ণ। গুণেতেই কার্য্য তাঁর মায়াতে স্বজন॥ মায়াতে মহৎ জন্মে তাহে অহক্ষার। তাহাতে জন্ময়ে সূক্ষা পঞ্চ ভূতাকার॥ ইন্দ্রিয় তন্মাত্র প্রাণ দেব সমুদয়। সকলি সে নারায়ণ হইতে জন্মায়॥ সকলি ক্রমেতে লয় চারিটি শরীর। জরায়ুজ ও স্বেদজ আদি প্রকৃতির॥ চারি আকারের মধ্যে হয় আত্মারূপ। পুরুষ রূপেতে হরি থাকেন স্বরূপ॥ মধুকর সম জীব তাঁহারি চেতন। ইন্দ্রিয় করেতে করে বিষয় গ্রহণ॥ হুখ ছুঃখ সদাকাল বেষ্টিত সংসার। উপভোগ করে জীব মোহ সবাকার॥ এই সোহ হয় পুনঃ বিশের সংহার। তাহাতেই পুনঃ সৃষ্টি কহিলাগ দার॥ এমতে করিয়া কার্য্য সেই নারায়ণ। আপনি বিরাটরূপে উজলে ভূবন॥ পূর্ণব্রহ্ম রূপে রন শ্রীমধুসুদন। ভক্তের হৃদয়ে জাগে সে বংশীবাদন॥ আত্মারূপে সেই হরি মহাতত্ত্বময়। সর্বব জীবাত্মার মাঝে আনন্দে বসয়॥ সেই ভগবানে ভাব সিদ্ধ করি জ্ঞান। হইবে তপস্থা পূর্ণ কহিন্দু সন্ধান॥ রাজার কুমার সবে হরিভক্তি জন। তাই ভাগবত জ্ঞান করাসু শ্রেবণ ॥

এইরূপে সেই হরি করিয়া ধারণা। পূরাও কুমার দবে औহরি দাধনা॥ পুরাকালে স্ষ্টিকর্তা কমল আসন। সপ্তর্ষি সহিতে এই কহেন বচন॥ তাঁহার আজ্ঞায় তত্ত্ব কহিন্দু সবায়। করিবে এ হেন যোগ বুঝিয়া আমায়॥ এত বলি অন্তর্হিত হন মহেশ্বর। দশ ভাই চমকিত করিয়া গোচর॥ কুতাঞ্জলি হয়ে সবে করেন প্রণাম। চলিয়া গেলেন হর সে কৈলাস ধাম॥ এতেক বিস্তারি কহি মৈত্রেয় স্কলন। ক্রেন বিচুরে পুনঃ মধুর বচন। মহাভাগবত স্তোত্র হয় রুদ্র বাণী। শুনিলেই মুক্তি পায় পাপময় প্রাণী। তপস্থার শ্রেষ্ঠ ধন হয় এ বচন। শুনিলে জাঁবের হৃদে স্বলে জ্ঞানধন॥ এত বলি মৈত্র ঋষি হইলেন স্থির। হরিপ্রেমে পুলকিত বিত্রর স্থার। উপেন্দ্র রচিল গীত রুদ্র ভাগবত। শুনিলে পাপীর মুক্তি ঋষিগণ মত॥

ইতি প্রচেতাগণের সহিত রুদ্র সংবাদ সমাপ্ত

অথ পুরঙ্ক রাজার উপাণ্যান।

মৈত্রেয় কছেন শুন বিতুর স্থজন।
পুরঞ্জন উপাধ্যান নারদ বচন॥
শিবের বচন শুনি প্রচেতার দল।
তপস্থার লাগি চলে জলধির জল॥
নন্দনে বিদায় দিয়া বহিষ রাজন।
মোহগুণে দগ্ধ হ'য়ে করে বিলাপন॥
একদা অন্তরে বৃঝি ঋষি বীণাধর।
রাজার সমীপে যান হইয়া তৎপর॥
বীণাদহ হরিধ্বনি করি ঋষিবর।
রাজার সভায় গিয়া হয়েন গোচর॥

এতেক প্রদীপ্ত তেজ ব্রহ্মার কুমার। তাঁহার বাণার শব্দে মুগ্ধ ত্রিসংসার॥ হেনরূপে নারদেরে নেহারি রাজন। পাত্য অর্ঘ্য দিয়া অগ্রে করেন বন্দন॥ অপরে দিলেন রাজা সম্মুখে আসন। আপনি তাঁহার দেবা করেন তখন॥ সেবায় সস্তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মার তনয়। রাজারে কহেন মিফ্ট বচন নিচয়॥ ় মন্ত্রকংশে জন্ম তব ক্ষল্রিয় রাজন। তব যশে পূর্ণ বটে জগৎ ভুবন॥ সংসারের ছলে কেন ভুলিয়া মায়ায়। মোহময় কর্মো কেন মতি তব হয়॥ কর্ম হ'তে জ্ঞান লাভ করহ রাজন। শুনহ উপায় তার কহিব বচন॥ তুঃখ যাহে হয় দূর স্থাের উদয়। জ্ঞানীজনে সে সাধনে মঙ্গল কহয়॥ কৰ্মেতে থাকিলে মতি তাহা নাহি হয়। বিনাজ্ঞানে মঙ্গলের নাহিক উদয়॥ যক্ষেতে বধিলে পশু মোক্ষের কারণ। রুথাই হইল ক্রিয়া মিথ্যা সে বচন॥ যোগবল ধরি রাজা কর হে দর্শন। যজ্ঞ হত পশু যত রহিছে কেমন॥ সকলে অপেকা করে তোমার মরণ। মরিলে উহারা আসি করিবে দংশন॥ যোগবলে পশু দেখি ত্রান্ত নরবর। নারদেরে জিজ্ঞাসেন হইয়া কাতর॥ কি উপার হবে ঋষি কহগো সংবাদ। পুণ্যার্থে করিন্ম কর্ম্ম ঘটিল বিষাদ॥ ন। জানি কর্ম্মের তত্ত্ব করি আচরণ। অমৃত লোভেতে করি বিষ আহরণ॥ কহ দেব সে উপায় যাহে শান্তি পাই। রুথ। কর্মে আর আমি ধর্ম নাই চাই॥ এত বলি রাজা তবে হইলেন স্থির। কহিতে থাকেন তবে নারদ স্থার॥

শুন রাজা কহি তোমা এক উপাখ্যান। তাহাতে পাইবে শান্তি লভি অপমান॥ ব্রস্নাত্তে আছিল রাজা নামে পুরঞ্জন। আছিল স্থবিজ্ঞ তাঁর মন্ত্রী একজন॥ অতীব প্রাচীন সেই নাহি তাঁর লয়। কিবা নাম কোন কর্ম গোচর ন। হয়॥ নিজ বাসঘর লাগি ইচ্ছিয়া রাজন। সমগ্র পৃথিবী মাঝে করিল ভ্রমণ॥ দেখিলেন কত পুর গ্রাম উপবন। কোনটিতে থাকিবার না হইল মন॥ সস্তোষের আশা যত আছিল তাঁহায়। ঐ সব গ্রাম পুরে ভোগ না জুড়ায়॥ এত ভাবি রাজ। তবে করিছে ভ্রমণ। হিমালয় নামে গিরি করেন দর্শন॥ ভীষণ উন্নত গিরি দেবের আবাস। নান। ধাতু পশু বৃক্ষ তাহাতে প্রকাশ॥ তাহার দক্ষিণে ছিল পুরী মনোহর। সর্ব্ব স্থলকণা সেই জ্ঞানের গোচর॥ অপূর্বে সে পুরা হয় দার তার নয়। অসংখ্য প্রাচীরে ঘেরা উপবনময়॥ সরিৎ পল্লব আর গবাক্ষ তোরণ। রৌপ্য স্বর্ণময় গৃহ তাহে স্থগোভন॥ স্ফটিক মাণিক মুক্ত। আর নালকান্ত। এমতে গঠিত গৃহ দেখি চিত্ত শাস্ত।। ভোগবতী যথা শোভে পাতাল আগার। তেমতি এ পুরী শোভে ব্রহ্মাণ্ড মাঝার॥ পুর্নার বাহির বেড়া এক উপবন। দিব্য তরু লতা গুলা তাহে হ্রশোভন॥ পন্ময় জনাশয় শোভে জনচর। হংস চক্রবাক বক সারস স্থন্দর॥ সরোবর তীরে শোভে নানা বৃক্ষচয়। কুন্তমে বিতরে গন্ধ ফল মধুময়॥ সতত নবান পত্র পাখী করে গান। বদস্ত সতত রহে জুড়ার পরাণ॥

সিংহ ব্যাম্র হয় হক্তী হরিণের দল। হিংসা ত্যজি আনন্দেতে করে কোলাহন॥ তাহাদের চক্ষে দেখি নাহি হয় ভয়। যার ইচ্ছ। উপবনে স্থেতে ভ্রময়॥ সতত মধুপকুল করয়ে ঝক্কার। কোকিলের কুহুরবে লাগে চমংকার॥ হেন মনোহর বনে রাজ। পুরঞ্জন। বিমুখ হইয়া স্থথে করেন ভ্রমণ॥ হেনকালে নারী এক আদিল তথায়। চক্ৰমা জিনিয়া কাস্তি যৌবন শোভায়॥ দশজন तकी जाँत मगिरिक त्र । প্রত্যেকের শত শত নায়িকা নিচয়॥ সকলেই স্থব্ধপদী। নবীন যৌবন। সকলে নারীর সেবা করে বিলক্ষণ॥ পঞ্চমুগু এক সর্প কালকুটময়। কামিনীর চারিদিকে সেই জন রয়॥ ইচ্ছাময় সেই নারী বয়সে যৌবন। ক্ষণে ক্ষণে নবরূপ করেন ধারণ।। যৌবন পীড়নে কন্স। হ'য়ে জর্ল্জরিত। উপযুক্ত পতি লাগি হ'য়ে লানায়িত॥ পতি অম্বেষণ লাগি আসি উপবন। অমুচর সঙ্গে বামা করেন ভ্রমণ। কিবা সে স্থন্দর রূপ বর্ণন না যায়। কটাক্ষে বিজলী হারে দম্ভ মুকুতায়॥ কুচে বিদ্ধ্য অবনত দাড়িম্ব বিদরে। নিতম্বে মেদিনী কাঁপে ভয়ে থর থরে॥ গমন মরাল ছঃখী ভূবে সরোবরে। নয়নে হরিণী কাঁদে বনের ভিতরে॥ রূপে কাম হয় ভদ্ম শঙ্করের শাপে। স্থবৰ্ণ অনলে যায় উপজিলে তাপে॥ হেন সে যুবতী নারী পতি লাগি ধায়। কাম লাগি যথ। রতি মদনে ভ্রময়॥ একেত অতুল রূপে নবীন যৌবন। তাহাতে নিতম্বভরে মন্থর গমন॥

কুচ ভরে অবনত হয় মধ্যদেশ। কটাক্ষে পুরুষ মুগ্ধ কহিন্তু বিশেষ॥ হেন রূপ হেরি তবে রাজা পুরঞ্জন। কামশরে নিপীড়িত হয়েন তখন॥ বামা সহবাদ ইচ্ছা হইল রাজার। আনন্দে হয়েন রাজা নিজে আগুদার॥ অপূর্বে রাজার মূর্ত্তি মূর্ত্তিমান কাম। ইন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ত্যজি স্বৰ্গ যেন মৰ্ক্ত্যধাম॥ আগুসরি হ'য়ে রাজা কামিনা গোচর। মৃত্র মৃত্র কন বাণী হ'য়ে কামপর॥ কে ভুমি কছলো বামা দেহ পরিচয়। কার নারী হে স্থন্দরী বাদ কোথা হয়॥ কোথা হ'তে আদ হেথা কমললোচনে। কিবা অভিপ্রায়ে বল এই উপবনে॥ দশজন রক্ষী তব কিবা পরিচয়। আর এক বলবান তার মধ্যে রয়॥ অগণ্য রঙ্গিণী নাচে বেপ্তিয়া তোমায়। কে উহারা বল বামা কহত আমায়॥ পঞ্চমুগু দৰ্প বেড়ি কিবা উহ। হয়। আশ্চর্য্য শক্তি দেখি জ্ঞান নাহি রয়॥ স্বাহা স্বধা কিবা লক্ষ্মী সাবিত্রী ভবানী। কোন জন তুমি বামা জ্ঞানে নাহি জানি। চিনিতে না পারি কিন্তু করি অনুমান। দেবযোনী সহ তব ভূপুষ্ঠে প্রয়াণ॥ দেব যদি নাহি হও মম বাণী ধর। কেন মিছা এ যৌবন রুথা নম্ট কর॥ মহাবীর হই আমি নাম পুরঞ্জন। দেখিতে এসেছি গ্রাম পুর উপবন॥ অভাপি না করি আমি রমণী রমণ। কর বামা মনোভূথে আমারে বরণ॥ তোমার কটাক্ষে মম আকুল পরাণ। কর গোর হৃদে আসি তাহা দীপ্তিদান॥ আবরিত কেন বামা মেঘে শশধর। বদন লুকায়ে হাদ বদন ভিতর॥

স্থলর নয়ন তব স্থলর বদন। তুলিয়া করছ মোরে বারেক দর্শন॥ এত বাল ছির হন রাজা পুরঞ্জন। অতঃপর মহারাজ করহ এবণ।। রাজার নেহারি রূপ হুন্দরী কাতর। লঙ্গ্রা ত্যজি মৃত্রু মৃত্রু কহেন স্থপ্তর॥ পুরুষের শ্রেষ্ঠ বট তুমি হে স্থজন। কিবা দিব পরিচয় নাহি নিদর্শন। কে স্বজিল তোমা আমা দেখিতে না পাই। কোন গোত্ৰ কিবা নাম কভু জানি নাই॥ এই যে হেরিছ পুরী রহে নব দার। না জানি করিল কেবা স্ঞ্জন ইহার॥ অধীন আমার উহা চিরকাল হয়। কুমারী হইয়া রাজ্য করি মহাশয়॥ নরনারী যত দেখ বেষ্টিয়া আমায়। সকলেই সথা সথী কহিলাম রায়॥ এই দর্প হয় রক্ষী পুরী রক্ষা করে। নিদ্রিত হইলে উহা সদা জাগে দারে॥ বহু পুণ্যবলে তুমি আদিলে হেথায়। ইন্দ্রিয় স্তথেতে স্বান প্রাণ তব চায়॥ তব রূপে মুগ্ধ আমি হইলাম রায়। কর অভিলাষ পূর্ণ লইয়া আমায়॥ তুমি হও মম রাজ। আমি হই রাণী। পুরীর মাঝারে থাকি হুখী হোক প্রাণী॥ মম স্থা স্থী তব হবে অনুচর। সকলে লইয়া যাও শতেক বংসর॥ যাহা সাধ হবে তব সম্ভোগ কারণ। দিব আমি দাসী সমা তোমা সেইক্ষণ॥ বিখ্যাত তুমি হে বীর নবীন যৌবন। সম্ভোগের লাগি তোমা হইয়াছে মন॥ কোন বা রমণী হেন ব্রহ্মাণ্ড মাঝার। নাহি চার আলিঙ্গন সতত তোমার॥ এত বলি উভে যোগ হইল তখন। নারী সহ পুরাধীশ হন পুরঞ্জন॥

অপরে কি ঘটে শুন বহিব রাজন।
মনোহর উপাখ্যান নামে পুরঞ্জন ॥
মৈত্রেয় কহেন শুন বিহ্রর হাজন।
নারদ হয়েন স্থির করিতে বর্ণন ॥
উপেক্স রচিল গীত ভাগবত দার।
পুরঞ্জন উপাখ্যান ভোগের বিচার ॥
ইতি পুরঞ্জন প্রিচ্য সমাপ্ত।

অথ পুরশ্ধনের সম্ভোগ বর্ণন। মৈত্রেয় কহেন শুন বিহ্রর স্থজন। অপরপ কথা পুনঃ করহ শ্রবণ II বহিষ সম্বোধি তবে ব্রহ্মার কুমার। পুরঞ্জন সম্ভোগের করেন প্রকার॥ যে পুরের অধীশ্বর হন পুরঞ্জন। নবৰার তার হয় করিতু বর্ণন ॥ সাতটি উপরে থাকে নীচে তুই দার। তদ্বারা পুরেতে রাজ। করেন বিহার॥ উপরে যে সাত দ্বার আছিল পুরীর। পাঁচ তার পূর্ব্ব মুখ দক্ষ একটির॥ উত্তরেতে এক রয় পশ্চিমেতে হয়। এমনেতে পুরঞ্জন নবদ্বারে রয়॥ খল্যোতা ও আবিমুখী নলিনী নালিনী। মুখ্য নামে পূর্বব পঞ্চ ছারের কাহিনী॥ এই পঞ্চ পূর্বাদারে পুরঞ্জন রায়। নানাবিধ বিষয়ের সম্ভোগে কাটায়॥ পিতৃত্ব নামেতে ছিল দক্ষিণের দ্বার। তদ্বারা পঞ্চাল রাজ্যে গমন রাজার॥ দেবহু নামেতে ছিল উত্তরের দার। উত্তর পাঞ্চালে তাহে গমন রাজার॥ অধোভাগে এক দার আহুরী সে নাম। তদ্ধারা দেখেন রাজা গ্রাম্যরতি ধাম॥ নৈখ তি নামেতে তথা আর এক দার। বিষয় বিশেষ তাহে গমন রাজার ॥

এইরূপ*্সভ্যোগেতে রত পুরঞ্জন*। হস্ত পদ নামে দ্বার তুইটি গণন।। হস্ত পদ উভে অন্ধ দেখিতে না পায়। আজ্ঞামাত্র সর্ব্বকার্য্য করিতে জুয়ায়॥ বিষুচীন নামে বন্ধু অন্তঃপুরে রয়। তাহে মোহ হর্ষ রাজা স্ত্রী পুক্রেতে পায়॥ মহিধীর রাজ্যে রাজা হ'য়ে পুরঞ্জন। কামাত্ম হইয়া কর্মে আসক্ত তখন॥ মহিষী যা করে রাজা তাহাতেই মতি। অশন ভূষণ পান রাণী অনুমতি॥ পত্নীর ভোজনে রাজা করেন ভোজন। পত্নীর রমণে রাজা করেন রমণ॥ পত্নীর রোদনে রাজা করেন রোদন। হাস্থে হাস্থ গল্পে গল্প শয়নে শয়ন॥ দ্রাণে দ্রাণ স্পার্শে স্পর্শ শ্রবণে শ্রবণ। আনন্দেতে আনন্দিত তুষ্টিতে তোষণ॥ এইরূপে হুলোচনা মোহি পুরঞ্জনে। ক্রীড়া মুগ সম করে বিহার কারণে॥ রাজার বাসনা নাই তবু মোহবশে। तानीत भाषाय भूक्ष मन। त<del>त्र</del> तरम ॥ একদা করিলা রাজা মৃগয়াতে মন। আজ্ঞাসাত্র করালেন রথ স্থশোভন॥ পঞ্চ আত্ম সুই দণ্ড সুই চক্র তার। এক রক্ষ তিন ধ্বজ তাহে ব্যবহার॥ এক গাছি রঙ্জু আর পাঁচটি বন্ধন। সারথি তাহার পরে রহে একজন॥ তাহে তুই দেখা যায় যুগন্ধর স্থান। রথীর আসন তাহে একটি প্রমাণ॥ সাতথানি চর্মা হয় রথ আবরণ। পাঁচটি গতিতে হয় রথের গমন॥ স্থবর্ণ কবচে ঢাকা অঙ্গ পুরঞ্জন। অক্ষয় ভূণীর পৃষ্ঠে করেন বন্ধন॥ সঙ্গে চলে সেনাপতি নাম তার মন। এমতে করিয়া রাজা রথে আরোহণ॥

ত্যাগ যোগ্যা জাথা ত্যক্তি মূগের কারণ। পঞ্চ সামু বনে রাজা করেন গমন॥ মহাবীর একে রাজা হাতে লয়ে শর। স্বাপদ সংহার লাগি হয়েন তৎপর॥ রাজার দাপটে বনে হয় কোলাহল। প্রাণভয়ে পশুকুল হইল চঞ্চল॥ এ নীতি অনীতি হয় বৰ্হিষ রাজন। পশুহত্যা নুপকর্ম হ'লে প্রয়োজন ॥ শাস্ত্রের নির্দেশ ব্যাপ্ত সেই প্রয়োজন। শাস্ত্রে যজ্ঞ কার্য্যে ভিন্ন নহে নিদর্শন॥ হেনমতে যেই করে পশুর হনন। কর্ম্মে জ্ঞান উপজিবে তাহার রাজন॥ হেন ভাবি যেইজন হানে জীবচয়। অবশ্য নিয়মগামী কর্ম্মে তার হয়॥ এইরূপে মুগ্যায় রাজা পুরঞ্জন। নানাবিধ বক্তপশু করিয়া হনন॥ ক্রমেতে হইয়া শ্রান্ত ক্ষুধা পিপাসায়। নিজাগারে আসিলেন আপন ইচ্ছায়॥ শান্তি পরিহরি করি আহার ও স্নান। নানাবেশে সাজি পরে হয়েন শয়ান॥ শয়ান করিয়া রাজা মনে হ'য়ে পুষ্ট। ইচ্ছিলেন কাম আশা করিবারে তুষ্ট॥ রমণীর সহবাস হৈল অভিলাষ। রাণীরে না হেরি তবে হয়েন উদাস॥ মহিষীরে না দেখিয়া উচাটন মন। স্থীগণে সমন্ত্রমে জিজ্ঞাসে তথন॥ কহ কহ বামাগণ! কামিনী কোথায়। কুশল তাঁহার বল এক্ষণে আমায়॥ জননী রমণী ভিন্ন শোভাহীন ঘর। চক্রহীন রথে রথী যথা তুঃখপর॥ বললো ললনে ! সবে কোথা সে রমণী। জীবনের সার রত্ন আমার কামিনী॥ এত শুনি স্থীগণ কছিল তথন। কি কব তোমায় নূপ বড় অঘটন॥

। নাজানি কি হুঃখে রাণী পাতিয়া অঞ্চল। দেখ রায় শুয়ে আছে পড়ি ভূমিতল॥ সহচরী বাণী শুনি দেখে পুরঞ্জন। অতি হ্বঃখে রহে রাণী ভূমিতে শয়ন॥ জীবনের সার বারে ভাবে পুরঞ্জন। কেমনে সহিবে তার ভূমেতে শয়ন॥ ত্বরা করি যান নূপ প্রণয়িনী পাশ। যথায় শয়ান নারী হইয়া উদাস॥ কামভরে নিপীড়িত অন্ধ অনুরাগে। সীমস্তিনী পদে নূপ ধরিলেন আগে॥ অবশেষে সাদরেতে করি আলিঙ্গন। আপন কোলেতে তাঁরে করেন ধারণ॥ কোলে করি ধরি প্রিয়া মুখ শশধর। কহিতে থাকেন নৃপ প্রবোধ বিস্তর॥ পুরুষের নারী প্রভু জানতো স্থন্দরী। আমি দাস এ পুরীতে তুমি অধিশ্বরী॥ দাস হ'য়ে ক'রে থাকি যত মন্দ কর্ম। দাসের বিধান দম্ভ প্রভূগণ ধর্ম॥ দণ্ড দিয়া কর প্রিয়ে নিজাদেশ দান। কেমনে সেবিব তব হয়ে এক প্রাণ॥ কোন অপরাধে প্রিয়ে এ বিরাগ মনে। কহ কহ প্রাণেশ্বরী মোরে এইক্ষণে॥ অপরাধ তব পাশে করে কোনজন। প্রকাশিয়া বল তারে করিব শাসন॥ হরিভক্ত ও ব্রোক্ষণ বধ্য কভু নয়। এই তুই ছাড়া রাণী শাসিব নিশ্চয়॥ कि विवादन धनी जुनि इ'द्रा विवानिनी। ভূমিতে শয়ন কেন কহ স্থলোচনী॥ বদনে তিলক নাহি শুক হাঁন উষা। বস্ত্রহীনে মলিনতা কান্তিহীন ভূষা॥ অভিমানে স্থরঞ্জিত ও মুখমগুল। প্রদোষের ভাসু যেন অস্ত্রেতে চঞ্চল।। প্রাবণের ধারা সম বহে আঁথি নীর। ছিমাচল শিগরেতে যেন গঙ্গানীর॥

ক'রে থাকি অপরাধ ক্ষম সীমস্তিনী। স্বামীর সেবায় কন্ট কোন বা রমণী॥ এত বলি স্থির হন নূপ পুরঞ্জন। ছলনায় মহারাণী ভুলান রাজন॥ রাজারে ভুলায়ে রাণী করি হতজান। করিলেন বেশভূষা বিবিধ বিধান॥ স্তবেশে রাজার সহ করিলা শয়ন। मभुत्र यानार्थ मुक्ष रय मुश्र था।॥ রাজার চৈত্রন্থ নাশ ক্রমেতে হইল। রতিতে উন্মন্ত হ'য়ে জ্ঞান হারাইল॥ ক্ষণে ক্ষণে পরমায়ু হয় তথা ক্ষয়। তথাপি রাজার দৃষ্টি নাহি উন্মীলয়॥ महावीत शूतक्षन मुक्त हरा श्रात । কামিনী সঙ্গেতে রন সন্তোষ অন্তরে॥ কামিনীর হস্তে রাখি নিজ শিরোদেশ। কামিনীর সঙ্গে মন্ত করিলেন বেশ। তাহারেই পুরুষার্থ করিয়া মনন। ভূলিলেন পরব্রহ্ম আর বন্ধুজন॥ উভয়ে জন্মিল ক্রমে বিবিধ সন্তান। পুক্র দশ কন্সা শত পঞ্চাল ভূমণ॥ পুত্র কন্সাহ'তে বহু জন্মিল তনর। এমতে তাহার বংশ ক্রমে বৃদ্ধি হয়॥ পুত্ৰ কন্সা মায়ামোহে আবদ্ধ রাজন। জ্ঞানহীন কর্ম্মাজ্ঞে সদা তাঁর মন॥ নানাবিধ পশুহত্যা করিয়া তথায়। কুটুম্ব ভরণে রত হইলেন রায়॥ রতিতে উন্মন্ত রাজ। ত্যজিয়া শাসন। অনাচার রাজ্যমধ্যে ঘটিল তথন॥ চণ্ডবেগ নামে রাজা গন্ধর্বের পতি। তিনশত ষষ্ঠি সেনা তার ভীমমতি॥ প্রত্যেকের শুক্ল কৃষ্ণ বিভেদে রমণী। লুটে লয় জীবপুরী করিয়া মেলানি॥ তাহারা যুঝিয়া গৃহ লুটিবার তরে। পুরঞ্জন গৃহ ছারে আসিল সহরে 🛚

প্রাণ নামে মহাসর্প লয়ে শরাসন। শতেক বৎসর সেই করে মহারণ॥ গন্ধৰ্ক গন্ধকী মিলি সাতশত বিশ। যুদ্ধ করে একমাত্র সর্প অহর্নিশ। ক্রমে দর্প তেজ হত মহারণ বশে। রাজা হন সচিস্তিত শক্তর পরশে॥ শত শত ভূত্য আদি সেবিত রাজায়। নানা ভোগ্য দ্রব্য আসি যোগাত তাহায়॥ সকলি হইবে জয় না ভাবি রাজন। বিষয় কর্ম্মের ফাঁদে হয়েন বন্ধন॥ গন্ধর্বের বিবরণ অতি মনোহর। কেন তার চৌর্য্যবৃত্তি শুন নরবর॥ বর্হিষ সম্ভাষি তবে ব্রহ্মার কুমার। কি কন বিছুর শুন উপমা তাহার॥ অপরপী জীবলীলা কথা পূরঞ্জন॥ বুঝিলে জীবের মুক্তি বুঝিও হুজন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। শুনিলে জীবের নফ হবে মায়াভার॥ ইতি পুরঞ্জনের সংখ্যাগ বর্ণন সমাপু।

ষণ পুরন্ধনের নরকে গমন।
কৈরেয় কছেন শুন বিত্র ক্লজন।
কিবা ঘটে অতঃপর নারদ বর্ণন ॥
নারদ সম্বোধি কন বর্হিদের প্রতি।
গন্ধকের কথা এবে শুনহ নূপতি॥
কালনামে মহাবীর ব্যাপ্ত এ সংসার।
তার এক কন্থা ছিল জরা নাম তার॥
ফুর্বনৃত্ত হেরিয়া কেহ না করে মনন।
ত্রিভূবন করে সেই পতি অম্বেয়ণ॥
ফুর্ভাগা তাহার নাম খ্যাত চরাচর।
সম্ভুক্ত বাঁহারে সেই দেয় তাহে বর॥
য্যাতি পুত্র পুক্র করিলা সেবন।
সেই হেতু হয় ভাঁর লাভ রাজ্যধন॥

এইরূপ স্বামী লাগি কালের কুমারী। ত্রিভূবন মাঝে ধায় পতি অভিসারী॥ একদা ভ্রমণ তরে করিয়া মনন। ব্রহ্মলোক হ'তে আমি করি আগমন॥ ব্রহ্মলোক হ'তে কভু আসিবার কালে। যবে আসি পঁছছান এই মধীতলে॥ সেইকালে কাল কন্তা আসিয়া তথায়। বিশেষ বিনিয়া তবে কছিল আমায়॥ শুনিয়াছি ভূমি ঋষি হও জ্ঞানময়। তোমারে বরিতে মোর বড় ইচ্ছা হয়॥ শুনিয়া তাহার বাণী না হন স্বীকার। তাহাতে হইল ক্রোধ উদয় তাহার॥ ক্রোধেতে উন্মন্ত হ'য়ে শাপিল আমায়। অন্থির হইব আমি সংসার মায়ায়॥ সেই হেতু ত্রিভুবনে কভু নাহি স্থির। পতি লাগি সে কামিনী হইল বাহির॥ যাইবার কালে আমি কহিনু তাহায়। ভয় নামে আছে এক যবনের রায়॥ যাও গিয়া কহ তারে হইতে বরণ। করিবে উপায় তব সেই মহাজন॥ শুনিয়া আমার বাণী কাল কন্সাধায়। তথায় আছিল ভয় যবনের রায়॥ নিকটে যাইয়া তার কহিল বচন। হও মম স্বামী নূপ এই আকিঞ্চন॥ দত্ত বস্তু নাহি যেই করয়ে গ্রহণ। সেজন স্বজন নয় শাস্ত্রের বচন॥ করিতেছি দান আমি তোমা মন প্রাণ। করহ গ্রহণ রাজা শাস্ত্রের প্রমাণ **॥** তুর্ভাগার বাণী শুনি যবন রাজন। হাসিয়া কহিল তারে মধুর বচন॥ ত্রিলোকে স্বার কাছে করিয়া গমন। করেছিলে তুমি ইচ্ছা করিতে বরণ॥ মন্দমতি হেরি তোমা কেহ নাহি লয়। কেমনে লইব তোমা কহত নিশ্চয়॥

এক বর আছে আমি করিয়াছি স্থির। লহ তাহা বরাননে ফলিবে অচির॥ ভূবনে কর্ম্মের বর্ণে মন্ত যত জন। অলক্ষ্যে করিয়া গ্রাস তাদের জীবন॥ বিষ্ণু জ্বর নামে এক আমার সোদর। তাহারে করহ বিভা হইয়া সত্তর ॥ তার সহ মিলি তুমি হও ক্রিয়াপর। সেনাপতি হ'য়ে ভ্রম ভুবন ভিতর ॥ যথায় পাইবে কন্মী পুর গৃহ দ্বার। লুণ্ঠন করিবে তাহা নিয়ম আগার॥ কাল কন ওহে নৃপ গন্ধৰ্বের পতি। গন্ধর্ব তাহার সেনা অতি ভীমমতি॥ গন্ধর্বব সেনাপতি বিষ্ণু জ্বর ভীষণ। তাহার সহিত হ'লো তুর্ভাগা মিলন॥ উভয়ে মিলিয়া করে অবনী ভ্রমণ। যত পায় জীবগৃহ করয়ে লুগ্ঠন॥ এবে সেই পুরঞ্জন রতিতে উন্মন্ত। প্রের শাসন কার্য্যে হয়েছে বিরত॥ হেরিয়া তুর্ভাগা ল'য়ে নিজ অফুচর। পুরঞ্জন পূরে আসি লাগায় সমর॥ প্রাণরূপী সর্প করি শতবর্ষ রণ। ক্রমে ক্রমে হ'লে। জার্ণ তাহার জীবন॥ অধিকার করি পুরা কালের নন্দিনা। প্রবেশ করিল তাহে যত অনীকিনী॥ রতি-রত পুরঞ্জন হেরিয়া লুগ্ঠন। আয়ু বল হাঁনে তবে সকাতর হন॥ বিষয়ে আসক্ত চিত্ত আছিল তাহার। গন্ধর্বের পীড়নেতে সব অন্ধকার॥ কালের নন্দিন। তাঁরে করি আলিঙ্গন। করিলেন সে পুরীর শোভা বিনাশন॥ শোভারে বিনষ্ট হেরি প্রাণের রমণী। সাদরে না কয় বাণী যেন কাল ফণী॥ পুত্র পৌত্র জায়া লাগি তাঁহার বন্ধন। সকলেই শক্ত ক্রমে হইল তথন॥

কালের সঙ্গিনী বশে তবে পুরঞ্জন। কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য ভাব ধরেন এখন ॥ গন্ধর্বের বলে ক্রমে হইয়া অধীর। নবছার পুরত্যাগ করিলেন স্থির॥ পাঞ্চাল তাঁহার নাম পুর নবছার। পুরঞ্জন আছিলেন নৃপতি তাহার॥ বাসনায় নানা ধন তাহাতে সঞ্চিত। ছুর্ভাগা সৈন্মের সহ করিল বঞ্চিত ॥ অস্থির হইয়া রাজা পলাতে না পায়। পুরীর সর্বত্ত গ্রাস সহিত তাহায়॥ ইহা ভাবি সে তুর্ভাগা স্মরিল প্রজার। ভয়রাজ সেনাপতি ভর্তা তুর্ভাগার ॥ স্বভীষণ রূপ তার অনলেতে মাখা। নিদাঘের ভাস্থ যেন নিকলিছে শিখা॥ ছঙ্কার করিল তবে সেই সেনাপতি। আক্রমিল হুভীষণ পুরঞ্জন প্রতি॥ অঙ্গের অনলে তার পুর দগ্ধ হয়। ক্রমে অগ্নি আসি গ্রাসে নৃপেরে নিশ্চয়॥ ত্রভাগার পরাজিত পঞ্চশির ফণী। এতদিন প্রাণ ধরি আছিল আপনি॥ প্রস্কারের অগ্নি তেজ অসহ্য তাহার। রাজ্জ্বংথে নিজ ত্বংথে করে হাহাকার॥ এত জ্বালা দেখি দর্প স্নেহ ত্যাগ করি। ইচ্ছিলেন ত্যজিবারে পুরঞ্জন পুরী॥ সর্পেরে যাইতে দেখি পুরাধিপ রায়। আকুল হইয়া পড়ি কান্দে উভরায়॥ বিষয়ে আকৃষ্ট চিত্ত আছিল তাঁহার। রত্ন ধন পত্নী পুত্র সকলি আমার॥ সে সকল ত্যজি রাজা যাবেন কেমনে। সেই ভাবি কাঁদিলেন নিজ মনে মনে॥ কোথা রবে প্রিয় পত্নী বধূ পুক্রবর। কোথা রবে ধন রত্ব ভাগুার নগর। এত স্থথে জলাঞ্চলি কেমনেতে দিব। কোথাকারে গিয়া কোন ছঃখে বা রহিব॥

এত ভাবি কাঁদে রাজা করিয়া চীৎকার। না শুনে ছুর্ভাগা আর না শুনে প্রস্থার॥ দ্যামায়া হীন তার শুনিয়া ক্রন্দন। ক্রোধেতে অধীর হ'য়ে কহিল তথন॥ কোথা আছে সেনাগণ হও অগ্রসর। রাজারে করহ বন্দী লুটাও নগর ॥ যত পার দাও সাজা ধরিয়া রাজায়। ইহা মম নিবেদন শুনহ স্বায়॥ সেনা দবে পেয়ে তবে হেন অনুমতি। ভীষণ হুক্কারে ধায় নুপতির প্রতি॥ বিষয়ের আলিঙ্গনে রাজা হীন জ্ঞান। তুর্ভাগা তাহাতে আসি হয় আগুয়ান॥ প্রস্থার করিল হ্রাস এই ভোগবল। পুর গ্রাম ধন রত্ন লুটিল সকল। এ সব দেখিয়া রাজা ভাবি মহিষীরে। ভবিষ্যৎ ভাবি তাঁর কাঁদে ধাঁরে ধাঁরে॥ ধন রত্ন পুর গ্রাম যদি নাহি রয়। কোথায় থাকিবে প্রিয়া না জানি নিশ্চয় এত ভালবাসাবাসি ভুলিবে কেমনে। আমারে হারায়ে ধনি রবে অচেতনে॥ নিশ্চয় হারাবে প্রাণ বিরহে আমার। কে তারে বুঝাবে কারে কহি বারন্থার॥ কত পাপ করেছিত্ব কে সাধিল বাদ। স্থথের বিষয় ভোগে ঘটিল বিষাদ॥ প্রাণাপেকা প্রিয়তমা মহিষী আমার। এই বুঝি করিতেছে সদা হাহাকার॥ এইরূপ বিলাপেন পুরঞ্জন রায়। প্রজারের সেনা হেথা বাঁধিল তাঁহায়॥ মহিষী পুত্রেরে ডাকে বন্ধন যাতনে। কেহ নাহি আর আসে অস্তিম কারণে॥ অন্তিম হেরিয়া তাঁর কেহ নাহি রয়। রুথাই চীংকার তাঁর হইল নিশ্চয়॥ বিষয়ের মমতাতে একেতো অধীর। তাহাতে বন্দিত্ব বাঁধে হয়েন অস্থির॥

নান। পীড়নেতে তাঁর বিনষ্ট চেতন। যত সেনা মিলি তায় করিল বন্ধন॥ কেছ ধরে কণ্ঠে চাপি কেছবা চরণ। কেই চাপে হৃদিস্থল কেইবা নয়ন॥ কেছ ধরে কেশগুচ্ছ কেছ ধরে কর। কেহবা আঘাত করে হইয়া তৎপর॥ প্রাণনাশে দর্পে হেরি করিয়া যাতন। রাজা হ্রংখে কাঁদি ত্যজে পুরীরে তখন॥ রাজারে লইয়া তবে যত সেনাচয়। নরকের উদ্দেশেতে দ্রুতপদে ধায়॥ বিষয়ের শোকে রাজা করয়ে চীৎকার। ভূক্ষারিয়া যত সেনা মারে বারে বার ॥ প্রাণহীনে পুর তাঁর হইবে বিলয়। রাজার পশ্চাতে যায় অকুচর চয়॥ রাজা সহ অমুচর কাঁদিতে কাঁদিতে। বন্দীভাবে যায় গোর নরক দেখিতে॥ যত চায় রাজা তত দেখে অন্ধকার। মার মার কাট কাট ভাষণ চীংকার॥ কেহ স্মরে মাতা পিতা কেহ বন্ধজন। কেই প্রিয়তমা পত্নী পুত্র কোনজন। কেহ পূর্ব্ব ভাব শ্মরি করে হাহাকার। সর্ব্বত্র ভীষণ ধ্বনি ভীম অন্ধকার॥ প্রতিপক্ষ যত অরি করয়ে পীড়ন। কেহ দগ্ধ লোহ লয় কেহ শরাসন॥ क्टि नक्ष रेडल नग्न क्ट वा अनन। কেহ লাঠি শূল বৰ্ষা কেহ উষণ্ডল ॥ এই সব লয়ে ধায় প্রতিদ্বন্দীগণ। দেখিয়া আকুল তবে রাজা পুরঞ্জন॥ কোথাও ভীষণ অগ্নি পরশে গগন। পাপীরে লইয়া যায় যমদূতগণ॥ যাহার যেমন কর্ম্ম করুয়ে শ্রবণ। সেইরূপ স্বাকারে করে আচরণ॥ জীবস্ত ধরিয়া ফেলি ভীষণ অনলে। ক্ষণেক যাতনা দিয়া আবার নিকালে॥

আবার পূর্ব্বের পাপ করিয়া স্মরণ। কেশ ধরি পুনঃ করে অনলে ক্ষেপণ ॥ এইমতে নানা সাজা পায় পাপীগণ। হেরিয়া কাঁদেন উচ্চে রাজ। পুরঞ্জন॥ কোথা রয় পত্নী পুত্র গৃহ রাজ্য ধন। বিষম বিষয় ভোগে নরক দর্শন ॥ কোথা রহে পৃতিময় ভীষণ গহরে। বিষ্ঠা মূত্র পচা বস্তু তুর্গন্ধ বিস্তর ॥ স্বেদজ ভীষণ কীট বিহরে তথায়। যমদূতে পাপী ধরি ফেলেছে তাহায়॥ কোথায় পাহাড় রয় নিম্নে নদী বয়। ভীনণ তরঙ্গ স্রোত তাহে প্রবাহয়॥ শৃঙ্গে তুলি পাপীজনে যমদূতগণ। ভীষণ প্রবাহে দ্রুত করিছে ক্ষেপণ॥ এইরূপে করি রাজা নরক দর্শন। হা পুত্র হা পত্নী বলি করেন ক্রন্দন॥ হেনকালে আসি যত যমদূতগণ। কেশে ধরি লয় তাঁরে করিতে পীড়ন। নরকের মাঝে দেখি কোন এক স্থান। পুরঞ্জনে লয়ে তথা করিল প্রয়াণ॥ অগণ্য অগণ্য পশু তথাকারে রয়। রাজারে দেখিয়া সবে প্রতিবন্দী হয়॥ কত অশ্ব কত অজ কত মুগচয়। যজ্ঞ মাঝে পশু হিংসা নূপ যে করয়॥ এবে সব পশু এবে পাইয়া রাজায়। কেহ শুঙ্গে কেহ ক্ষুরে কেহ ক্রোধে ধায়॥ যজেতে নাশিল রাজা যত পশুগণ। এক্ষণে হ'য়েছে তারা দেখিতে ভীষণ॥ কালানল সম ক্রোধে নূপ প্রতি ধায়। কেহ শৃঙ্গ মারে অঙ্গে কেহ বা গর্জ্জয়॥ এতেক আঘাতে রাজা করিল ক্রন্সন। ত্রক্ষারে ভূলিয়া ভাবে প্রিয়া প্রিয়ধন॥ প্রিয়াসহ রস স্থুথ হইল তাঁহার। প্রিয়া বিনা এত কম্ট ভাবে বারে বার॥

শতেক বৎসর ক্রমে নরক যাতন। পাইয়া কাঁদিয়া ছিল রাজা পুরঞ্জন। ক্রমেতে হইল তাঁর হিংদা পাপক্ষয়। নারী ভাবি নারী জন্ম পরে লাভ হয়॥ বিষয়ে উশ্মন্ত রাজা মহিষী ভাবিয়া। পরে নারী জন্ম পায় সংসারে আসিয়া॥ এতেক বর্ণিয়া তবে ব্রহ্মার কুমার। কুতকর্ম ফলাফল করেন বিস্তার॥ নারদের কথা শুনি বর্হিষ তখন। করিলেন এক প্রশ্ন তাঁরে জিজ্ঞাসন॥ অদ্ভুত কাহিনী ঋষি কহিলে আমায়। কহ কহ পুরঞ্জন কোন নারী হয়॥ যজ্ঞ হত পশু যত সে জীয়ে কেমন। নরক মাঝারে করে হস্তার পীডন॥ রাজার জিজ্ঞাসা শুনি ঋষি বীণাধর। একে একে পূর্ব্ব কথা করেন গোচর॥ বাসনাতে জন্ম লাভ করে জীবচয়। অস্তিম কালেতে মন যাহে মগ্ন রয়॥ নরকের যন্ত্রণাতে মাতি পুরঞ্জন। মহিধীরে এক প্রাণে করিল মনন॥ সেই হেতু পাপক্ষয়ে নারী জন্ম তার। বিদর্ভের কন্সা হ'য়ে দেখিল সংসার॥ বিদর্ভি তাহার নাম খ্যাত চরাচর। কহিব আখ্যান রাজা শুন অতঃপর॥ অজ্ঞানে করিল কার্য্য ফল নাহি হয়। এই হয় শ্ৰুতি সিদ্ধ কহিন্দু নিশ্চয়॥ অজ্ঞানে করিল যজ্ঞ রাজ। পুরঞ্জন। ন। বুঝি করিল পশু তাহাতে হনন॥ হিংসা জম্ম পাপ তাহে হইল রাজার। সেই হেতু হয় দৃষ্টি নিরয় আগার॥ যারে হিংদা করা যায় দে পায় জীবন। হস্তারে নরকে পেয়ে করয়ে পীড়ন॥ এই হেতু অজ্ঞানেতে কর্ম নাহি কর। জ্ঞানের সংযোগে রাজা হও কর্মা পর॥

এত বলি বীণাধর হইলেন স্থির। অপরে শুনহ বাণী বিত্রর স্থণীর॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। বুঝিলে পাইবে মোক্ষ কর্ম্ম ব্যবহার॥ ইতি প্রশ্বনের নরক দর্শন সমাগু।

व्या भूतक्षानत मुक्तित मश्वाम । সৈত্রেয় কহেন শুন বিত্রর স্কলন। পুরঞ্জন মুক্তি কথা নারদ বচন ॥ নারদ কছেন তবে বর্ছিষের প্রতি। শুন পুরঞ্জন কথা নূপ স্থিরমতি॥ নারীজন্ম পরিণত হ'য়ে পুরঞ্জন। বিদর্ভ রাজার গৃহে লইল জনম॥ বৈদভী হইল নাম রূপে শশধর। ক্রমেতে যৌবন শোভা তাহে শোভাকর॥ কিবা সে স্থন্দর কান্তি স্থন্দর গঠন। আপনি উপমা নিজ করিলে বর্ণন॥ নন্দিনীর বিভা লাগি বিদর্ভ রাজন। ক্ষত্রিয় সমাজে এক প্রকাশিল পণ॥ সেই পণ জিনিবারে বেডিয়া ভুবন। আসিল ক্ষত্রিয় রাজা কত অগণন॥ দ্রাবিড়ের অধিপতি শত্রু পুরঞ্জয়। বাহুবলে করি যত ক্ষত্রে পরাজ্য়॥ শুভক্ষণে বৈদভীরে করিয়া গ্রাহণ। হীরকের খণ্ডে যেন মিলিল কাঞ্চন ॥ সম রূপবান উভে যেন রতি কাম। কান্তিতে নূপতি মুগ্ধ ভজে অবিরাম॥ মহা ব্রহ্মভক্ত রাজা সদা হরিনাম। শাস্তিতে দৰ্ববদা মুগ্ধ মায়াতে বিরাম॥ হেন সাধু সহবাদে বৈদৰ্ভী স্থন্দরী। প্রদবিল সাত পুত্র এক এক করি॥ ভীষণ প্রলয়রূপী পুক্র সনাতন। দ্রাবিডের অধীশ্বর হইল তথন॥





- इसकाराज्य आणि । यस महत्या जाजीताः इसकाराज्य स्थान क्षेत्र संदेश । १००१ - १००१ - १००१

বৈদর্ভীর এক কম্মা জিমাল অপর। অগস্ত্যেরে দিলা বিভা রাজা গুণাধর॥ সে মলয়ধ্বজ রাজা শত্রু পুরঞ্জয়। কন্সা পুত্রে দিল বিভা প্রযুক্ত যে হয়॥ কষ্যা পুত্র উপযুক্ত দেখিয়া রাজন। মনেতে ইপ্ছিল তবে শ্রীকৃষ্ণ সেবন॥ শ্রীকুষ্ণের সেবা লাগি ত্যজিয়া সংসার। যাইতে বাসনা হ'লো অরণ্যে রাজার॥ এক দিন শুভক্ষণে দ্রাবিড় রাজন। পত্নী পুত্রে জিজ্ঞাসিয়া করিল গমন॥ পতি সোহাগিনী সেই বৈদভী স্থন্দরী। পতি সেবা লাগি যান স্বামী অমুসারী॥ তপস্থার লাগি রাজা গেল কুলাচল। স্থন্দর পর্বত সেই দেখিতে উচ্ছল॥ তপস্থার শ্রেষ্ঠ স্থান ভুবন ভিতর। চক্র সূর্য্য যার সেবা করে নিরন্তর॥ তাত্রপণী বটোদকা আর চক্র সর। তিন পুণ্যময়ী নদী বহে খরতর॥ দেবদেবী সিদ্ধগণ করয়ে বিহার। হেন স্থানে রাজা যান লাগি তপাচার॥ বৈদভী ত্যজিয়া স্থুখ সম্পত্তি সংসার। পুনঃ ব্রত ধরি যান পর্বত মাঝার॥ রাজা রাণী তপে রত বিষ্ণুর কারণ। কৌমুদীর সহ যেন কুমুদ রাজন॥ যোগাসনে রাজা রাণী বসিয়া তথন। করিতে লাগিল উভে পরম চিন্তন॥ ভোগ রূপ নন্ট হ'লো গোগের উদয়। চন্দ্র সূর্য্য একত্রেতে যেন দৃষ্ট হয়॥ ভোগ অবসানে রাজা করি যোগভর। পরমাত্মাময় ক্রমে করেন অন্তর॥ সিদ্ধভাবে আত্মামাঝে দেখি নিরঞ্জন। ইচ্ছিলেন দেহত্যাগে দ্রাবিড় রাজন॥ কঠোর সমাধি যোগে বৈদভী তখন। আছিলেন ব্ৰহ্ম প্ৰেমে স্বথে নিমগন॥

হেনকালে স্বামী তাঁর ত্যজিলেন কায়। বৈকুণ্ঠে উঠিল আত্মা ত্যজ্ঞিয়া মায়ায়॥ চারিদিকে পুষ্পরৃষ্টি হয় বরিষণ। আনন্দে তুন্দুভি নাদ করে দেবগণ॥ ক্রমে বৈদর্ভির যোগ হৈল সমাপন। পতি সেবা লাগি সতী মেলিয়া নয়ন॥ ত্বরায় ধরিলা সতী পতির চরণ। কাষ্ঠবৎ দেহ দেখি করিলা চিন্তন ॥ ক্রমেতে দেখিয়া তাঁর মৃত্যুর লক্ষণ। যুথভ্ৰষ্ট মূগী সম। হইল তখন॥ স্বামী প্রেম সহবাস হইল উদয়। স্বামী ভক্তিবলে তাঁর কাঁপিল হৃদয়॥ যাঁর প্রেম লাভ করি পরব্রহ্ম প্রেম। তৃষস্তপ সম দেহ ক'রেছিল হেম॥ সে স্বামী বিহনে রাণী হইয়া কাতর। হাহাকার ক্ষণকাল করে অতঃপর॥ ক্রন্দন ত্যজিয়া তবে করি স্থির মতি। ইচ্ছিলেন একবার স্বামী পরোগতি॥ রাজার নন্দিনী একে রাজার রমণী। ব্রহ্মপ্রেমে স্বামী সহ হন ভিখারিণী॥ জীবনের সার মাত্র সেই স্বামীধন। ত্যজিলেন তারে ভাবি করেন ক্রন্সন॥ একবার কাঁদে রাণী বক্ষে বহে নীর। পুনঃ চিন্তা লাগি রাণী হয়েন অধীর॥ অতি কষ্টে করি রাণী দারু আহরণ। করিল স্থন্দর চিতা স্বামীর কারণ॥ স্বামী যার সর্ব্বস্থী জীবনের সার। কেমনে ত্যজ্ঞিয়ে তাঁরে দেখিবে সংসার॥ এত ভাবি হ'য়ে রাণী ব্রতপরায়ণ। ইচিছলেন স্বামীর সহ চিতা আরোহণ॥ সক্ষল্প করিয়া স্থির হরি করি মনে। স্বামী সহবাদে যান পুণ্যের কারণে॥ প্রদীপ্ত করিয়া চিতা হ'য়ে একমন। ছরি স্মরি করে যেই চিতা স্মারো**হ**ণ॥

হেনকালে আসি এক মহাগ্লা ব্ৰাহ্মণ। হঠাৎ তাহার কর করিল ধারণ ॥ मठीष विनाम ভावि औरति हत्।। সে কামিনী ইচ্ছিলেন চিতার দাহন॥ তাহারে ধরিল পরে হেরিয়া লক্ষণ। **আশ্চর্য্য হই**য়া সতী রহিলা তথন॥ বিষম বিশ্ময় তার হইল উদয়। সেইজন যেন তার পরিচিত হয়॥ অশ্য কিবা ভাব তাহে হইল গোচর। বহুকালে চেনা-শুনা কিবা বহুতর॥ বিশ্বায়ে না সরে বাণী কটাক্ষ নয়ন। সঘনে নিশ্বাস বহে স্থপবিত্র মন॥ কামিনীরে হেনরপ হেরি সেইজন। কহিতে লাগিল মৃত্যু মধুর বচন॥ নাহি কিছু ভয় সতী আমি ত ব্ৰাহ্মণ। আশীর্কাদ দান করি ব্যাপিয়া ভুবন॥ কোন জন ভূমি হও কেবা এই নর। কার জন্ম তুমি এত হইছ কাতর॥ পুনর্বার কর্ম ফাঁস হইবে বন্ধন। ত্যজিতেছ মহাভাব শ্রীহরি স্মরণ॥ চিনিতে কি পার মোরে আমি কোনজন। তুমি মোর পূর্বব বন্ধু করহ স্মরণ। আমি তব স্থাছিতু তুমি বন্ধুজন। একত্রে থাকিয়া পূর্বের হইত রমণ॥ আমারে ত্যজিয়া লাভ করিয়া সংসার। হেনরূপে রূপান্তর হইল তোমার॥ তুমি আমি এক হই উভ নাম হংস। মানদ সরদে বাদ তুমি মম অংশ। সংসার করিয়া আশা ত্যজিয়া আমার। প্রবেশিলে এক পুরে মনে কর তার॥ নারীকৃত গৃহে সেই পাঁচ উপবন। নয়ম্বার এক রক্ষী তাহে হুশোভন॥ পাঁচ উপাদান যার পাঁচ হাট তায়। তিন কোঠা শোভে তাহে তুকুল প্ৰজায়॥

বাসনা নামেতে নারী অধিশ্বরী তার। তার সহ রাজ্যভোগ কর বারে বার॥ তাহার মিলনে ব্রহ্ম হয়ে বিশ্বরণ। আমার বন্ধত্ব যোগ ভুলিলে তখন॥ বৈদভী নহত তুমি নহ নারীময়। এই মৃত রায় তব স্বামী কভু নয়॥ নহ তুমি পূর্ব্ব জন্মে নামে পুরঞ্জন। পুরঞ্জনী স্বামী তুমি নহত তখন॥ নর নারী মায়া মাত্র লীলার কারণ। একমাত্র সতা হয় নিতা নিরঞ্জন ॥ তুমি আমি এক হই ত্যজি মায়াভার। আমারে তোমার সহ ভাব একাকার॥ যেইজন এই ভাবে করয়ে দর্শন। মায়াবদ্ধ হ'তে মুক্ত হয় সেইজন॥ এই কথা শুনি তবে বৈদভী ফুন্দরী। কর্ম নাশে শ্বতি তার হয় ত্রন্মোপরি॥ ব্ৰহ্ম শ্বতি লাভে মায়া নাহি হয় ধ্বংস। দেখিল সত্যই সেই মহামিত্র হংস॥ বন্ধরে চিনিয়। তবে করিল মিলন। ফুরাইল কর্মাফল ঘুচিল বন্ধন॥ জীব ব্ৰহ্ম এক এই মহামুক্ত বাণী। কহিলাম তোমা নুপ অপূর্ব্ব কাহিনী॥ বর্হিষেরে এত কহি নারদ স্বন্ধন। অধ্যায় বর্ণন করি হন স্থির মন॥ মৈত্রেয় কহেন এবে বিহুর হজন। প্রচেতাগণের সিদ্ধি করহ এবণ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। অধ্যাত্ম যোগের কথা অতি জ্ঞানাধার॥ ইতি পুৰশ্বনের মুক্তিদ:বাদ সমাপ্ত।

ত্রণ প্রচেতাগণের মুক্তি বর্ণন ও বিছরের বিদায়। মৈত্রেয় কছেন শুন ব্দিরের হজন। প্রচেতাগণের যাহে খুচিল বন্ধন॥

রুদ্র উপদেশ শুনি বর্ছিষ-নন্দন। দশভায়ে সাগরেতে করেন গমন ॥ মাতামহ রাজ্য সেই বিস্তীর্ণ দাগর। তাহার মাঝারে গিয়া দ্বিপঞ্চ সোদর॥ আরম্ভিল যজ্ঞ তপ শ্রীহরি কারণ। অতীব কঠোর তপ করে আয়োজন।। গ্রীম্মে অগ্নি শীতে বারি করিয়া আশ্রয়। সর্বাংসহ হইল সে বর্হিষ তনয়॥ অঙ্গ যোগ করি স্থির করি মহাযোগ। একে একে ত্যজিলেক সংসার সম্ভোগ॥ মনোযোগ ত্যাগে ধরি মহা জ্ঞানযোগ। ক্রমেতে উদয় তাহে সিদ্ধ ধ্যানযোগ॥ সর্বদা হরির খ্যান হরিরে স্মরণ। তাহাতে চিত্তের মল হ'ল বিনাশন॥ এইরূপে সিদ্ধধ্যান বর্হিষ তন্য। একে একে দুশভায়ে মহাসিদ্ধ হয়॥ এদিকে বর্হিষ রাজা হরিপরায়ণ। ক্রমেতে বার্দ্ধক্য তাঁর হৈল আগমন॥ বাৰ্দ্ধক্য তাজিতে ইচ্ছা ভোগ রাজাভার। কেবল হইল ইচ্ছা এইরি সেবার॥ পুত্র ভিন্ন কেবা রাজ্য করিবে রক্ষণ। কেবা স্থাখে প্রজাগণে করিবে পালন॥ প্রজাত্বঃথ ভাবি রাজ। হইল কাতর। প্রজাম্বেহে নাহি হন ব্রহ্ম তপোপর॥ নারদের উপদেশে হৈল তাঁর জ্ঞান। হরিময় এ সংসার করেন দর্শন॥ সেই মায়া ভ্রম তাঁর ক্রমে হৈল দূর। না হইল তাঁর ইচ্ছাভোগ স্থপ্রচুর॥ বিষ্ণুরে ডাকিয়া রাজা করেন জ্ঞাপন। উপায় বিধান তুমি কর নারায়ণ॥ বড় ইচ্ছা করি তোমা সদাই স্মরণ। কর মোর রাজ্যভোগ ক্রমে নিবারণ॥ জ্ঞানবলে পুত্রগণে দাও এই মতি। অনাশক্ত হ'য়ে প্রজা পালনের রতি॥

ভক্তের মনের আশা করিয়া শ্রবণ। মনোবাঞ্ছা পূরাবারে ইচ্ছি নারায়ণ॥ ত্বরা করি যান সেই বরুণ আলয়। ৰিপঞ্চ প্রচেতা যথা ধ্যানযোগে রয়॥ পীতবাস বনমালী চতুর্ব্বাহু ধরি। শব্দ চক্র গদা পন্য শোভে হস্তে মরি॥ গরুড়ের উপরেতে করি আরোহণ। উজ্জ্বল রূপেতে যান প্রচেতা সদন॥ ধ্যানরূপে দশ ভায়ে দিয়া দরশন। কহিতে লাগিলা সবে মধুর বচন॥ অসাধ্য সাধিলে বৎস বর্হিষ নন্দন। সস্তুক্ত হইতু আমি হেরিয়া সাধন॥ যেমতি কহিলা রুদ্র মম উপদেশ। সেই আচরণ কর ধরি যে স্থবেশ। যে কারণে যোগীগণ করে যোগাচার। করিতে প্রত্যক্ষ মোরে এ আশা সবার॥ পুরিল সে আশা আজি তোমা দ্বাকার। ধ্যানে জ্ঞানে নেহারিলে আমার আকার॥ সিদ্ধ জ্ঞান সিদ্ধযোগ হইল এখন। এখন করহ মোর আদেশ পালন॥ প্রজা লাগি রাজবংশে জনম সবার। সেই কর্ম্মে কর্ম্ম বন্ধ করহ সংসার॥ পিতা তব জরাগ্রস্ত মম ভক্তজন। ইচ্ছা তাঁর বৈকুপ্তেতে করেন গমন॥ যাও সবে মহারাজ্য করহ গ্রহণ। পিতৃসম গুণে প্রজা করিও পালন॥ প্রয়োচা অপ্সরা যোগে কণ্ডু মুনিবর। জন্মাইল এক কন্সা গুণের আকর॥ চক্র আসি সেই কন্সা করিল পালন। সকলেই করে সেই কন্সারে বরণ॥ কন্সা সেই সম্ভোগিয়া জন্মাবে কুমার। সহস্র বরষ রাজ্য করি ভোগাচার॥ পুনর্বার জ্ঞানে মোরে করিও স্মরণ। আমিই আনিব সব গুহেতে আপন॥

হেন কথা শুনি তবে ভাই দশজন। হরিরে প্রণমি ত্যজি যোগের আসন। বরুণ আলয় ত্যজি রাজধানী যায়। আনন্দের কোলাহল হইল তথায়॥ পুত্রগণে হেরি বৃদ্ধ বহিষ রাজন। একে একে করিলেন রাজ্য সমর্পণ॥ দশভায়ে দশদিকে করিয়া অর্পণ। ছরির চরণে নিজে ত্যজেন জীবন॥ এদিকে সহস্ৰ বৰ্ষ ভাই দশজন। প্রশ্লোচারে বিভা করি করেন যাপন॥ দশ ভায়ে দশ পুত্র করি উৎপাদন। প্রজাগণে পুত্ররূপে করিলা পালন॥ ক্রমেতে পূর্বের শ্বৃতি হইল উদয়। পুত্রে ভার্য্যা রাজ্য দিতে করিল। নিশ্চয় শুভক্ষণে দশজনে ত্যজি রাজ্যধন। সমুদ্রের পূর্ব্ব তীরে করেন গমন। দশ ভায়ে যোগে বসি হ'য়ে একমন। ধ্যানে পুনর্কার হরি করিল স্মরণ।। হেনকালে সেইস্থানে নারদ স্বজন। উপস্থিত হন করি শ্রীহরি কীর্ত্তন॥ নারদে নেহারি তবে ভাই দশজন। শ্রনেন তাঁহার মুখে অধ্যাত্ম কীর্ত্তন॥ অধ্যাত্ম শুনিয়া লভে প্রথর বিজ্ঞান। শ্রীহরি রূপেতে আত্মা করেন প্রদান॥ প্রচেতার মুক্তি হেরি যত দেবগণ। তুন্দুভি বাজায় করে পুষ্পা বরিষণ॥ যে কথা জিজ্ঞাস বংস বিহুর হজন। সেই ভাগবত কথা করিত্ব ক'র্ত্তন ॥ সূত কহে শুন শুন শৌনক হুজন। পরীক্ষিতে কন সূত এহেন বচন : মৈত্রেয়ের মুখে শুনি ভাগবত বাণী। হরিপ্রেমে মুগ্ধ হয় বিচুরের প্রাণী। প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে সেই আনন্দে তথন। কহিতে লাগিল মৈত্রে মধুর বচন॥

ধন্য ধন্য তুমি ঋষি করিলা সাধন। যেই ফলে দেখা পাও ঐীকৃষ্ণ রতন॥ জগতের গুরু যিনি ভূমি শিশ্য তাঁর। অবিদিত তব কাছে কিবা আছে আর॥ যেই ভাবে কহ ঋষি ঐক্রিষ্ণ কথন। কার না জুড়ায় প্রাণ করিয়া শ্রবণ॥ বড় পাপী ছিন্ম আমি তেঁই মহাশয়। এ জনমে না করিত্ব শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়॥ পাপিষ্ঠ আছিল ভ্রাতা অন্ধ নৃপমণি। তাঁর অন্নে পুষ্ট হ'য়ে নফ্ট জ্ঞানমণি॥ সেই পাপে না চিনিকু তুর্লভ রতন। ধর্মের সহায় সেই নন্দের নন্দন॥ যে কথা কহিলে ঋষি জ্ঞান উপদেশ। ইহা শুনি প্রেমে কার না হয় আবেশ॥ অর্থ কাম চুই বর্গ ধর্ম মোক্ষ আর। কৃষ্ণ সেবনের কাছে দাস এই চার॥ কৃষ্ণভক্তি সম বস্তু কি আছে ভুবনে। যার লাগি এ ব্রহ্মাণ্ডে মুশ্ধ দেবগণে॥ শিব করে ঘাঁরে ধ্যান হইয়া পাগল। প্রজাপতি তাঁর লাগি তবে সচঞ্চল॥ এ হেন রতন সম কি আছে ধরায়। যে নামের গুণে পাপী বৈকুণ্ঠেতে যার॥ যে প্রেমের গুণে বদ্ধ জগত সংসার। যে আশ্রয়ে আবর্দ্ধিত পুথিবা আধার॥ যাঁহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেকে স্থজন। ভূত প্রাণী অগণন এ চৌদ্দ ভূবন॥ যাঁহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেক পালন। ব্ৰহ্মাণ্ড হইতে পুষ্ট কীটানু যথন॥ যাঁহার ইচ্ছায় হয় ক্ষণেকে সংহার। সূর্য্য চন্দ্র ছারখার সহ এ সংসার॥ সেই ভাগ্যবানে কেবা করে দরশন। বিজ্ঞান বিহনে পথ নাহি অশ্য কোন॥ সহত্র সহত্র বর্ষ যোগীক্র হজন। করিয়া বিবিধ রূপে তপ আচরণ॥

তবে তাঁর পায় হৃদে রাঙ্গা শ্রীচরণ। তপস্থায় কফ্ট দোঁহে হয় নিবারণ॥ এত যে সংসার কন্ট পায় দেবগণ। একবার যদি করে শ্রীক্লফে শ্মরণ॥ অমনি ভক্তের স্থা করি নানা ছল। সম্ভুক্ত করেন ভক্তে করিয়া কৌশল।। কাহার' হয়েন পুত্র কারো গুরুজন। কাহার' হয়েন বন্ধু স্বামী কার' হন॥ কাহার' নেহারি মহা বিপদে পতন। তথা বিশ্বহারী হন এীমধুসূদন॥ এমন মহিমা যাঁর গোলোকের পতি। বর দাও যেন মোর তাঁহে থাকে মতি। এত বলি প্রেমভরে বিতুর স্থজন। হইলেন স্থির চিত্ত না মিলি নয়ন॥ মধুর সম্ভাষে তবে মৈত্র ঋষিবর। আতিথ্য করেন তাঁর যতনে বিস্তর॥ অবশেষে হৈল তবে বিছুরের মন। জ্ঞাতিগণে করিবারে শেষ সম্ভাষণ॥ পুত্রশোকে জব্জরিত অন্ধ নৃপমণি। হা পুত্র বলিয়া কাঁদে দিবস রজনী॥

তাঁহার উদ্ধার লাগি করিয়া মনন। হস্তিনাপুরের দিকে করেন গমন॥ যেবা শুনে একমনে হরিকথা সার। দুরে যাবে পাপ তাপ বিঘোর আঁধার চতুর্থক্ষন্ধের বাণী হৈল সমাপন। প্রচেতাগণের হৈল স্বর্গ আরোহণ॥ এত বলি সূত তবে হইলেন স্থির। হরি-প্রেমে শৌনকাদি হয়েন অধীর॥ গঙ্গানীর তীরে স্থির কুমার নগর। তথায় কায়স্থ বংশে খ্যাতি মিত্রবর॥ ক্ষত্রিয়ের কুলজাত শ্রীচণ্ডীচরণ। কালিদাস পুত্র তাঁর জন্মে ত্রিভূবন॥ তাঁহার উমেশ পুত্র জন্মে এই দাস। অতীব অধম কিন্তু বিষ্ণু সেবা আশ। বিষ্ণু সেবা মনে করি লাগি ভক্তগণ। গীতছন্দে ভাগবত করিমু রচন॥ হরির কীর্ত্তন বাণী সদা পুণ্যময়। থাকিলেও বহু ভ্রম পূজ্য ইহা হয়॥ চতুর্থস্কন্ধের বাণী হৈল সমাপন। রচিল উপেন্দ্র করি সংগীতে বন্ধন॥

ইতি প্রচেতাগণের মুক্তি ও বিহুরের বিদার সমাপ্ত।

## খ্ৰীমদ্ভাগৰত

## পঞ্চস ক্ষক

## নারায়ণং নমস্কত্য নরঞ্চৈব নরোন্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মূদীরয়েৎ॥

অথ রাজা প্রিয়ত্রতের উপাখ্যান সূত বলে শুন শুন শৌনক স্থজন। অপরপ কথা এই শুকের ক্রন। এই কথা শুনি তবে নূপ পরীক্ষিত। শুকদেবে জিজ্ঞাসেন হইয়া বিশ্মিত॥ যা কছিলে মুনিবর ভাগবত বাণী। ভনিয়া স্থান্থির হ'লো অভিশপ্ত প্রাণী॥ নির্বাণ করহ ঋষি আমার সংশয়। তব সম গুরু আমি পাইব কোথায়॥ বিষয় বিশ্বায় এক হইল আমার। উপায় করহ তার মোরে বুঝাবার॥ শুনিয়াছি প্রিয়ত্তত মন্তুর কুমার। অতি ভাগ্যবান রাজা পুণ্যের আধার॥ डुकर्राल भामित्नन ममश धताय। অতীব উত্তম রূপে পালেন প্রজায়॥ শুনিলাম সেই জন ভক্তি সহকারে। করিলা ভীষণ ব্রত হরি লভিবারে॥

সেই ব্রতে হৈল তাঁর সিদ্ধ আত্মজন। আত্মজনে তাঁর হৃদে সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান॥ ব্রহ্মজ্ঞানে সেই হরি করিয়া দর্শন। মুক্ত হন সংসারেতে যত জ্ঞানীজন॥ জ্ঞানী হ'য়ে প্রিয়ত্তত বিশ্ব নূপমণি। বিষয়ে আদক্ত কেন হয়েন আপনি॥ সেইটি সংশয় মোর কহিলাম সার। কহ ঋষি সে সংবাদ গৃঢ় সমাচার॥ যে জন বিষয় হুখে করে বিচরণ। পুত্র কন্সা দারা পাশে থাকয়ে বন্ধন।। গৃহাসক্ত একবার হয় যেইজন। সেবিল সে কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥ কি উপায়ে সিদ্ধিলাভ হইল তাঁহার। পুনশ্চ সংসারে রতি একি ব্যবহার ॥ ভীষণ সংশয় মোর ইহাতে উদয়। দয়া করি কর ঋষি প্রাবাধ আমায়॥ শুকদেব কহে তবে করি সম্বোধন। উত্তম করিলা প্রশ্ন তুমি হে রাজন॥

শুনহ রহস্য তার করিব বর্ণন। কেন প্রিয়ত্রত হন সংসারে মগন॥ যা কহিলে সত্য তুমি বিজ্ঞজন মত। জ্ঞানীর প্রতিজ্ঞা নহে সংসারে নিরত॥ একবার যেই সেবে শ্রীক্বঞ্চ চরণ। ভুচ্ছ তার কাছে হয় পুত্র রাজ্যধন॥ একবার যেইজন পূজে ভগবান। বিধিমতে তাঁর হৃদে সমুদিত জ্ঞান॥ একবার যেই দেয় তাঁরে মন প্রাণ। তুচ্ছ তার কাছে হয় সংসার বন্ধন॥ প্রিয়ত্রত হন নূপ জ্ঞানী সেইমত। শ্রীকুষ্ণের প্রতি তাঁর বাসনা সংযত॥ উপাখ্যান কহি তার করহ শ্রবণ। শুনিলে সংশয় তব হবে নিবারণ॥ মন্বুর প্রধান পুত্র প্রিয়ত্তত নাম। যাঁহার যশেতে পূর্ণ এই ধরাধাম॥ শুভক্ষণে শুভদিনে জিনাল কুমার। আনন্দিত হন মন্ত্র হেরি পুত্রাকার॥ সকল লক্ষণযুক্ত স্থন্দর তনয়। যেন পূর্ণিমার শশী ভূতলে উদয়॥ মনু সম পিতা যার শতরূপা মাতা। পিতামহ যার হন আপনি বিধাতা॥ কি তাঁর অসাধ্য আছে বিশ্বের মাঝার। ধন রত্ন অতুলন কুবের ভাগুরে॥ সেই পুত্র ক্রমে ক্রমে লভিল যৌবন। নানা নীতি শিখালেন মন্ত্র মহাজন॥ প্রজার পালন আর শক্রর দমন। করেন সমগ্র রাজ্য উত্তম শাসন॥ দেবগণে ভক্তি আর বিষ্ণুর সেবন। মোক্ষ ধর্ম আদি করি নীতির বচন॥ এ সব শিখিয়া পুত্র হৈল জ্ঞানবান। আনন্দে উন্মন্ত হন মন্ত্ৰ হৃবিদান॥ বিদ্বান হেরিয়া পুত্রে মন্তু মহাশয়। ইচ্ছিলেন রাজ্যভার দিবারে নিশ্চয়॥

একে রশবান যুবা তাহে গুণময়। মণ্ডল বিহনে শশী কোথা বা শোভয়॥ প্রিয়ত্রত করি শিক্ষা লভি কিছ জ্ঞান। একান্তে শ্রীহরি পদে সঁপেছিল প্রাণ॥ অন্তরে তাহার হরি মহিমা জাগিত। হরির কীর্ত্তন গান সতত করিত॥ সহজে বিরাগী হ'য়ে বিষয় উপর। হরিপ্রেমে উন্মাদিত আপন অন্তর॥ দৈবযোগে একদিন নারদ স্কলন। মনুর প্রদাদে আসি উপস্থিত হন॥ প্রিয়ত্রতে দেখি ঋষি বুঝিয়া অন্তর। করিলেন শিশ্য তাঁরে দেখি বিষ্ণুপুর॥ মুনিরে হেরিয়া তবে মনুর কুমার। করযোড়ে কন তাঁরে এই সমাচার॥ দয়া করি মোরে ঋষি দাও আত্মজ্ঞান। যাহাতে দেখিব কৃষ্ণ করুণ। নিনান॥ শুনিয়া বচন তার ব্রহ্মার নন্দন। কহিলা তাঁহারে বৎস ! করহ শ্রাবণ ॥ তপস্থার শ্রেষ্ঠ হয় মহা আগ্রন্তান। নহে তার উপদেশ মায়া বিভাষান॥ ত্যাগ কর এ সংসার কিছুকাল মত। চলহ আমার সহ করি হরিত্রত॥ সেই গন্ধমাদন গিরি অতি পুণ্য স্থান। তথায় সাধিলে সিদ্ধি রক্ষার বিধান॥ **(महे ऋात्म इल वश्म किव छेशालः ।** যাহাতে হইবে তব শ্রীকুষ্ণে-আবেশ। এত বলি প্রািব্রতে করিয়া সংহতি। গন্ধমাননেতে ঋষি করিলেন গতি॥ কিবা সিদ্ধ সেই স্থান দেখিতে স্তব্দর। স্বর্ণময় হ্লান শোভে স্বর্ণ শশধর॥ স্বর্ণময় পক্ষী করে মধুর কুজন। স্বর্ণলতা সহকারে করি আলিঙ্গন॥ वर्गमय नीत वर्ष्ट छन्मत गमरन। স্বর্ণময় মেঘদাম শিখর গগনে ॥

1 190 V 38

হেন রম্যন্থানে গিয়া মনুর কুমার। শিখিতে লাগিল জ্ঞান শ্রীহরি বিচার সংসারে বিরাগী হেরি মনু মহাশয়। পুত্র লাগি সেইস্থানে উপস্থিত হয়॥ পুত্রের মহং ইচ্ছা করি দরশন। বিনয় করিয়া কন মন্ত্র মহাজন॥ ধন্ম সেইজন যেই সেবে নারায়ণ। সেই হেতু ধন্য পুত্র হয়েছে জনম। এক সাধ আছে মম করহ শ্রবণ। আমি হই পিতা তব বহু বিচক্ষণ॥ বয়স অধিক মম হ'রেছে এক্ষণ। এখন উচিত মোর দেবি নারায়ণ॥ বিশ্ব পালিবারে ব্রহ্মা স্থজিলা আমায়। কেমনে না পালি বল তাঁহার আজ্ঞায়॥ তোম। গুণবান হেরি দাধ মম হয়। সেবিব শ্রীহরি দিয়া তোমা রাজ্যচয়॥ নবীন বয়স তোমা অধিক জীবন। বহুকাল পাবে তুমি সেবিতে সে জন॥ ঈশ্বরে রাখিয়া মতি পাল প্রজাগণ। লহ পুত্র রাজ্যভার লহ সিংহাসন॥ পিতার ভারতি শুনি তাঁহার কুমার। পিতারে কহেন তবে করিয়া বিচার॥ অনিত্য এ রাজ্যধন আত্মীয় স্বজন। কেন পিতা মোরে তাহে করিছ বন্ধন॥ আমি হই তব পুত্র তুমি গুরুজন। মম হিত ইচ্ছা করা উচিত এখন॥ অতএব রাজ্য ধনে কেন দাও আশ। শ্রীকৃষ্ণ চরণে মোর সতত প্রয়াস॥ একবার যেই সেবে জ্রীকৃষ্ণ চরণ। তার কাছে তুল্ছ হয় এ চৌদ্দ ভুবন॥ রাজ্যধনে কার্য্য নাই কহিন্তু নিশ্চয়। ইচ্ছামোর হরিপদে দদা মতি রয়। পুত্রমুখে হেন কথা করিয়া ভাবন। বিমূথ হইয়া মনু করেন চিন্তন॥

পিতা তুমি মম হও কমল-আসন। করহ উপার মোর বিধান এখন॥ যাহাতে পুত্রের হয় রাজ্য প্রতি মতি। কর দেব সে উপায় ডাকিছে সম্ভতি॥ তব আজ্ঞা পালিলারী সমস্ত জীবন। এক্ষণে নিতান্ত ইচ্ছা ঐীহরি সেধন॥ দয়া করি দয়াময় করহ উপায়। তব পদে এ মিনতি উদ্ধার আমায়॥ এত বলি স্থির হন মন্ত্র মহাশয়। সে ভারতী ব্রহ্মলোকে শব্দবহ বয়॥ নারদের পাশে তবে প্রিয়ত্তত রন। তাঁহার সমীপে বসি মনু মহাজন॥ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহগণ একত্রে উদয়। সে গন্ধমাদন তাহে অতীব শোভয়॥ উপেব্রু রচিল গীত হরিক্থা সার। শুনিলে অবশ্য হবে পাপীর উদ্ধার॥ ইতি প্রিয়ন্ত্রত ও নারদের সংবাদ সমাপ।

অথ একা কর্ক প্রিরব্রের প্রবাধ।
শুক কন শুন শুন পাঙ্বংশধর।
প্রিয়ত্রত ইতিহাস অতি মনোহর॥
মন্তর বিনয় শুনি তাহার কুমার।
না শুনিল লইবারে প্রজা রাজ্যভার॥
অতি হুংথে কুক চিতে মন্তু নৃপমণি।
পূজিতে থাকেন পিতা ত্রহ্মা পদ্মযোনি
মনে আশা যেন তিনি করেন উপায়।
যাহাতে এ রাজ্যভার প্রিয়ত্রত পায়॥
মন্তর পূজনে ত্রন্ধা হইয়া চকিত।
ভাবিলেন কেবা পূজা করে আচন্দিত॥
পপ্রি-বেষ্টিত ত্রন্ধা ক্মল আসন।
মনেতে বিচার করি বুঝেন তথন॥
প্রিয়পুত্র মন্তু আজি করিছে পূজন।
ইচ্ছা তার রাজ্য ত্যাগ বিষ্ণু নিসেবন

তার পুত্র প্রিয়ত্তত অতি ভক্তজন। বৈরাগ্য মণ্ডিত সেই করিয়াছে মন॥ নাহি তাঁর ইক্ষা রাজ্য করিতে গ্রহণ। সদাই সেবিতে ইচ্ছা হরির চরণ॥ এত ভাবি মনে ব্রহ্মা করিয়া মনন। সপ্তর্যি সহিত যায় যথায় ব্রহ্মন্॥ অপুর্ব্ব পুষ্পক রথ হংস সে বাহন। সপ্তৰ্ষি সহিত ব্ৰহ্মা হইয়া মিলন॥ স্বৰ্গলোক হ'তে ক্ৰমে ভুবন কারণ। আসেন বিমান পথে দ্বিতীয় তপন॥ কিবা চন্দ্র কিবা সূর্য্য কিবা গ্রহচয়। কোন দীপ্তিময় আসে স্থির নাহি হয়। যেই যায় রথ পানে এক দুক্টে চায়। অপূর্ব্ব রথের জ্যোতি প্রকাশিত হয়॥ গন্ধর্বে কিন্নর ঋষি আর দেবগণ। একে একে দেখি সবে চিনিল তথন॥ প্রাণ ভরি সকলেই করিল প্রণতি। সকলেই আনন্দিত নেহারি মূরতি॥ কিবা বর্ণ রক্তময় যুক্ত চারি কর। রত্ব মণি নানা অঙ্গে শোভার আকর॥ চারিদিকে সপ্তথাবি করে গুণগান। নবগ্রহ বেষ্টিত যে চক্রের সমান॥ হেনরূপে দেবলোক করি বিমোহন। আসিল পুষ্পক রথে উজলি ভুবন॥ একেতো পুষ্পক তাহে কমল আদন। সপ্তথাষি তাহে শোভে সূর্য্য গ্রহণণ॥ হেনরূপে আলো করি এ মর্ত্ত্য ভুবন। আসিলেন ব্ৰহ্মা যথা সে গন্ধমাদন॥ যথায় নারদ সহ মন্তু প্রিয়ত্তত। জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ হয় অবিরত। ব্রহ্মার বিমান হেরি নারদ স্থজন। পিতার বিমান বলি করি নির্দ্ধারণ ॥ মন্তু মন্তুপুত্র সহ করিয়া মিলন। আগুসারি আসিলেন করিতে পূজন॥

ক্রমেতে শ্রুষ্পক রথ সম্মুখে আসিল। আলোকেতে সেই গিরি অতি উজলিল॥ প্রভাতি-অরুণ যেন রক্তিম কিরণে। ভূষিয়াছে এ সংসার আপন বরণে॥ তেমতিই পিতামহ সে গন্ধমাদন। শোভিলেন নিজ রূপে হ'য়ে প্রকাশন॥ নারদে নেহারি বিধি আগুসারি যায়। মন্তুরে নেহারি ব্রহ্মা একদুষ্টে চায়॥ ব্রহ্মারে নেহারি সবে করিয়া পূজন। পান্ত অর্ঘ্য দিয়া দেয় সকুশ আসন॥ সপ্রর্ঘি করিয়া পূজা তাঁহারে তখন। বসিবারে দিল সবে বিভিন্ন আসন॥ হেনকালে হস্ত তুলি কমল আসন। আশীর্কাদ করি সবে কহেন বচন॥ এস বৎস প্রিয়ত্রত মনুর কুমার। সম্পর্কেতে পৌত্র মম আনন্দ আধার॥ স্থপুত্র হইল মন্তু করিতে পালন। আমার আজ্ঞায় করে প্রজার শাদন॥ তাহার তনয় তুমি অতি স্থলক্ষণ। বিচ্যায় বৃদ্ধিতে তব সম অতুলন॥ বুঝাতে কি আছে তব বলিতে না পারি। পিতামহ বলি তব কহি আগুদারি॥ সামান্ত বয়স তব প্রথম যৌবন। ভোগ স্থখ এ বয়সে হয় আচরণ॥ তাহারে করিয়া ত্যাগ কোন বিধিমতে। ত্যজিয়াছ রাজ্যস্থথ বৈরাগ্য মনেতে॥ যাঁর লাগি ত্যজিয়াছ জগত সংদার। হেন ইচ্ছা কভু বৎস নহেতো তাঁহার॥ ভোগ হুখ আদি যত জীবের কারণ। তাঁহার ইচ্ছায় বংস ক'রেছি স্থজন॥ ইচ্ছা তাঁর করি নাশ বৈরাগ্য গ্রহণ। ইহাতে ঘটল তব দোষ অগণন॥ প্রভুর সমীপে দোষ হ'য়ে তাঁর দাস। কেমনে ভাঁহারে আশা করহ বিশ্বাস॥

শিশুমতি ভূমি হও কি বুঝ কারণ। তব পিতা আর গুরু নারদ স্কুজন॥ আমি যে বিধাতা হই সংসার ভিতর। সকলেই তাঁর আজ্ঞা পালি নিরন্তর ॥ কোন বা তপস্থা হেন কোন বা সমাধি। কোন বৃদ্ধি কিন্তা কোন বিতার অবধি।। পারিয়াছ লজ্মিবারে তাঁর অনুমতি। অলঙ্গ্য নিয়ম তার কহিন্তু ভারতী॥ ভোগ স্থথ যত কিছু তাঁহার স্কন। কোন বুদ্ধিবলে তুমি করিছ হেলন॥ জন্ম মৃত্যু স্থু হুঃখ শোক মোহ ভয়। এই সপ্ত কার্য্যে রত জীব সমুদয়॥ এই সপ্ত পালিবারে দেহের ধারণ। দেহ ধরি কার সাধ্য করিবে লত্যন॥ জীব হ'য়ে ভূমি বৎস কোন বৃদ্ধিমতে। জীবত্বের বিপরীত রত কর্ম্মত্রতে॥ কোন বা স্বাধীন হেন আছয়ে ভুবনে। ঈশ্বর ব্যতীত শক্ত কর্ম্মের ত্যন্সনে॥ তাঁহারি নিয়মে সৃষ্টি হইল ত্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্র হইবে রচন॥ সেই শাস্ত্র মতে হয় তাঁহার পূজনে। তপন পূজন বল স্বাধীন কেমনে॥ वलीवर्ण्य वैश्वि यथा कृषक निष्ठ्य । নাসিকা করিয়া বিদ্ধ তাহে রজ্জ্ব দেয়॥ রজ্জুতে আবদ্ধ করি কার্য্যের কারণ। আপনার ইচ্ছামতে করায় ভ্রমণ। ঈশ্বর ইচ্ছায় তথা আমি শ্রেষ্ঠজন। তাঁহারি নিমিত্ত কার্য্য করি সর্বাক্ষণ॥ আমি হ'য়ে সর্বভ্রেষ্ঠ তাঁহার অধীন। কার সাধ্য তাঁর কাছে হইতে স্বাধীন॥ শিশুমতি তুমি বৎস বুঝাই কারণ। ভ্ৰমনতে এ বৈরাগ্য ক'রেছ ধারণ II কোটি কোটি জীবে যাহা করিছ দর্শন। এ সমস্ত ভোগাচারী বুঝিও এমন॥

আমা সহ দেবগণে ল'য়ে ভগবান। পশু পক্ষী রূপে জীব করেন প্রদান॥ চক্ষুত্মান যথা অন্ধে করিয়া ধারণ। ছারা রৌদ্রে যথা ইচ্ছা করার ভ্রমণ॥ তেমতি ঈশ্বর যিনি আপন ইচ্ছার। কার্য্যমতে হুখ ছুঃখে রাখেন সবায়॥ তাহারি ইচ্ছায় স্থণ তুঃখ ভোগ হয়। কৰ্মা জম্ম বিধি এই কহিনু নিশ্চয়॥ কর্মত্যাগ করিবারে সাধ্য বল কার। স্থুথ ক্লেই হেডু বিধি ব্যবহার॥ মুক্তরূপী যদি বৎস ! হয় কোনজন। তথাপি পূর্বের কর্ম নহে নিবারণ॥ এইমাত্র ভেদ হয় বদ্ধ মুক্ত জনে। জন্মান্তরে ফলভোগ করে বদ্ধগণে **॥** জম্মান্তরে ভোগ নন্ট করে মুক্তজন। কর্মহীন কেহ নয় আমার বচন॥ কোন ধর্ম্মতে বৎস নহ কর্মপর। নাহি তার ফলভোগ করে নিরন্তর॥ বন গৃহ এক হয় সংসার মাঝার। গৃহ বন্ধ বনে মোক্ষ এ কোন বিচার॥ দোঁছার কর্তা মন ইন্দ্রিয় কন্মী হয়। ছয় রিপু সাধনের মহা শক্র হয়॥ ষড়েন্দ্রিয় রিপুবশ থাকিলে জীবনে। কেমনে পাইবে মোক্ষ গিয়া তুমি বনে॥ জিতেন্দ্রির এ সংসারে যেই জ্ঞানীজন। সমান তাহার পক্ষে গৃহ আর বন॥ গৃহাশ্রম হয় তুর্গ রিপুর কারণে। প্রবল থাকিতে শক্ত মঙ্গল কেমনে॥ গুহে থাকি রিপু জয় করি সাধুজন। তবে বৈরাগ্যের পথে করে বিচরণ॥ ভোগতত্ত্ব এইমত কহিলাম দার। বুঝিয়া করহ বংস ইহার বিচার॥ হরি-পাদ পদাযুগ হয় মহাশ্রয়। বিশুদ্ধ লোকের পক্ষে কহিমু নিশ্চয়॥

বিশুদ্ধ হইতে গেলে চাই গৃহাশ্রয়। তাহাতে করিয়া ভোগ করে রিপু জয়॥ জ্ঞানী বটে তুমি বংস মনুর কুমার। নারন উন্মন্ত গুরু সত্যই তোমার॥ তথাপি ঈশ্বর দত্ত যত ভোগচয়। আগে ভোগ করি কর বৈরাগ্য আশ্রয়॥ উত্তম এ আশা বংস হরি-পদাশ্রয়। পালিলে তাঁহার আজ্ঞা ঘুচিবে সংশয়॥ পালিয়া তাঁহার আজ্ঞা ভোগ করি শেষ। বিশুদ্ধ হইও বংদ কহিন্তু বিশেষ॥ ইহাতে স্থফল পাবে মনুর নন্দন। হরিপদে মতি দিয়া পাল প্রজাগণ॥ হরি কথা বলি তবে কমল আসন। আশীর্কাদ করি করে রথে আরোহণ॥ ব্রহ্মার ভারতী হেন করিয়া শ্রবণ। প্রিয়ত্রত পিতৃ রাজ্যে করেন গমন॥ এই তো কহিন্দু রাজা প্রশ্নের উত্তর। অতাঁব উত্তম ইহা প্রাতি-মনোহর॥ উপেব্রু রচিল গীত হরিকথা সার। প্রিয়ত্তত উপাখ্যান নাশে মায়াভার॥ ইতি প্রিরত প্রবোধ সমাপু।

শ্বথ পিরব্রত চরির কথন।
শুক কন শুন শুন নৃপ পরীক্ষিত।
প্রিয়ব্রত গুণ কথা হ'য়ে অবহিত॥
বক্ষার শুনিয়া বাণী মনুর কুমার।
হইল করিতে ইচ্ছা পুনশ্চ সংসার॥
বিশ্বকর্মা এক ক্সা নাম বর্হিশ্বতী।
নবীন যুবতী তাহে সর্ব্ব গুণবতী॥
বক্ষার অমুজ্ঞা ক্রমে নবীন রাজন।
রাজ্যসহ তার পাণি করেন গ্রহণ॥
একেতো মনুর পুত্র পৃথিবীর পতি।
নাহিক অভাব কিছু প্রস্তুত সম্পতি॥

় কুবের ভাগুারী যার রাজ্য ভূমি ধরা। । চন্দ্র সূর্য্য যার ভৃত্য শক্তি যার পরা॥ মৃর্ত্তিমান ক্ষত্রতেজ প্রতাপ ভীষণ। কন্দৰ্প জিনিয়া রূপ ক্ষিত কাঞ্চন ॥ নবীন যৌবনে দিল। সংসারেতে মতি। প্রাণ সম। পাইলেন সতী বহিমতী॥ উৰ্বিশী মেনকা লঙ্গ্ধা পায় হেরি রূপ। অতুলনা ভবধামে কল্পনে অনুসা। সে হেন যুবতী সহ নবীন রাজন। আনন্দে মাতিরা রাজ্য করেন শাসন॥ ় তেজেতে দ্বিতীয় সূর্য্য করিতে শাসন। আনন্দে দিতীয় চক্র প্রেমিক রতন॥ ছঃখীর ছঃখের কালে করুণা সাগর। ছুস্টের শাসনে যেন যম দগুধর॥ কি কব চন্দ্রের কথা পশ্চাতে বিলয়। আজন্ম সম্ভোগে নূপ যৌবন না ক্ষয়॥ অক্ষয় যৌবনে নূপ প্রেয়দী পাইয়া। ছয় ঋতু মতে রহে আনন্দে মাতিয়া॥ করিলেন ভোগ রাজা নিজ অভিলায়ে। কার সাধ্য সেই লীলা বর্ণিয়। প্রকাশে॥ যৌবন আনন্দে মাতি নবান রাজন। করেন ভার্য্যার দশ পুদ্র উৎপাদন॥ দশ পুত্র দশ শশী ভূমে খসি রয়। কলায় কলায় যেন ক্রমে রুদ্ধি হয়॥ জ্যোৎস্থার সম সুই কুমারী হইল। শারদ আকাশে যেন রোহিণ্ট শোভিল॥ উক্তবিতীও স্বরূপা দোঁহাকার নাম। রূপে গুণে ধর্মে খ্যাত এই ধরাধাম॥ অগ্নীধ্র দবন কবি আর মহাবীর। যক্তবাত ইশ্বজিহন মৃতপুট ধীর॥ মেধাতিথি বাঁতিহোত্র শাস্তমতি হয়। লইয়া হিরণ্যরেতা দ্বিপঞ্চ নিশ্চয়॥ দশ পুত্র মধ্যে সাত সংসারী কুমার। উৰ্দ্ধরেতা তিনজন ভক্তির আধার॥

কবি মহাবীর আর সবন স্তজন। সোহংব্রতেতে তিনে করি আচরণ॥ সংসারে বিরাগী হ'য়ে ত্যজি রাজ্যধন। **একুষ্ণে করিল এবে প্রাণাদি অর্পণ।।** আর সাত পুত্রে ল'য়ে নৃপ প্রিয়ব্রত। রাজনীতি শিখাবারে হইলেন রত॥ পিতার যতনে তার সাতটি কুমার। বুহস্পতি সম জ্ঞান ধরিল আকার॥ আর এক পত্নী ছিল নৃপের নিশ্চয়। তার গর্ভে তিন পুত্র ক্রমেতে জন্মায়॥ তামদ রৈবত আর নামেতে উত্তম। তিন পুত্র রূপে গুণে বীর্য্যেতে অসীম॥ তিন মশ্বস্তারে এই তিনটি কুমার। লইয়া ছিলেন ক্রমে সবে রাজ্যভার॥ এই তিন পুত্রে তাঁর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হয়। রাজ্যভার ওই তিনে সমর্পিত রয়॥ পুত্রে দিয়া রাজ্যভার মন্থুর কুমার। অথগু যৌবনে রত সম্ভোগ অপার॥ ক্রমে তিন পুত্র আয়ু একে একে ক্ষয়। একাধিক দশাৰ্ব্বুদ বৰ্ষ গত হয়॥ এত কাল ভোগ করি প্রতাপে ভীষণ। রহিলেন কর্ম্ম রত মমুর নন্দন॥ কি কব তেজের কথা পাণ্ডুবংশধর। এক ইতিহাস তার শুন অতঃপর॥ একদা শাসনকালে মনুর নন্দন। অকন্মাৎ নভোতলে মেলেন নয়ন॥ নয়ন মেলিয়া নুপ করেন দর্শন। করিতেছে রবি দেব স্থমেরু বেস্টন॥ স্থলেরু বেষ্টন কালে প্রবল তপন। জগতে প্রকাশ করে আপন কিরণ॥ বিশ্বের অর্দ্ধাংশে আসি পড়িছে কিরণ। অপরার্দ্ধ অন্ধকারে রহে আবরণ॥ আশ্চর্য্য মানিয়া রাজ। হন ক্রোধমতি। ছেন কার্য্য মম রাজ্যে করে দিবাপতি॥

একদিক স্বপ্রকাশ আর অন্ধকার। একদিকে স্থথী প্রজা অন্মে তুঃথভার॥ অনাচার হেরি নৃপ করিয়া মনন। আপনার দেহ-তেজ করেন বর্দ্ধন॥ কি অসক্ত প্রিয়ত্রত মনুর নন্দন। ব্র**ন্ধা**র প্রপৌত্র তাহে হরি পরায়ণ॥ মহাবীর্য্যে নিজ তেজ করিয়া বর্দ্ধন। কোটী সূর্য্য সম প্রভা করি প্রকাশন॥ আনিয়া আপন রথ করি অরোহণ। উঠিলেন সূর্য্যলোকে দেখাতে কিরণ॥ ধ্রুবলোকে উঠি রাজ। ধরিয়া কিরণ। রবিদেবে দাতবার করেন বেষ্টন॥ তাঁহার বেষ্টনে নিশা হইল বিনাশ। সর্ববত্রই চিরকাল দিবার প্রকাশ। হেন কাৰ্য্য দেখি তবে কমল-আসন। ত্বরায় ভাঁহার কাছে করেন গমন॥ আসি পিতামহ তাহে কহেন বচন। এ কার্য্য করিছ বংস বল কি কারণ॥ ভূমি ভার নাশিবাধে জনক তোমার। সম্পত্তি দিলাম মম যতেক ভূভার॥ পিতৃধনে অধিকারী তুমি নরপতি। ধ্রুবলোকে কেন বংস হ'ল তব গতি॥ অনিয়ম ত্যাগ কর ফিরহ ভুবন। আমার আজ্ঞায় রবি দেখাবে কিরণ॥ ব্রহ্মার বচনে রাজা হ'য়ে হর্যিত। ধ্রুবলোক হ'তে ভূমে আসেন স্বরিত॥ অপূর্ব্ব নূপের বীর্য্য রাজা পরীক্ষিত। কি ঘটিল অতঃপর করহ নিশ্চিত॥ রথবেগে প্রিয়ত্রত ক্রমে সপ্তবার। তপনের চারিদিকে করেন বিহার॥ সেই তপ্ত রথচক্রে ভুবন ভিতর। হইল ভীষণ খাদ সাতটি সাগর॥ সাতটি সাগরে ভাগ এই বিশ্ব হয়। সপ্তদীপ সেই অবধি মর্ক্ত্যে প্রকাশয়॥

জম্ব প্লক্ষ কুণ ক্রোঞ্চ শাল্মলী পুস্কর। শাক সহ সপ্তদ্বীপ পৃথিবী ভিতর ॥ প্রথম অপেক্ষা পরবর্ত্তি দ্বীপচয়। আধিক্যে দ্বিগুণতর বিস্তারিত হয়॥ সাতদ্বীপে সপ্তাম্বুধি করিয়া বেস্টন। বিভিন্ন করিয়া রাজ্য করিল শোভন ॥ ইক্ষু হুরা দধি হুগ্ধ ক্ষীর শুদ্ধ জল। লবণ লইয়া সপ্ত সাগর সকল ॥ এই সাত দ্বীপে তবে মসুর কুমার। ভাগ করি সাত পুত্রে দেন রাজ্যভার ॥ সাত পুত্রে সাত দ্বীপ করি সমর্পণ। নিশ্চিত হয়েন তবে মনুর নন্দন॥ আছিল ছুহিতা তাঁর নামে উচ্ছ স্বতী। ক্রমেতে হইল সেই নবীনা যুবতী॥ যৌবন নেহারি তার নৃপ প্রিয়ত্রত। ইচ্ছিলেন বিভা তাঁর প্রদানে নিশ্চিত। দৈত্য আচাৰ্য্য শুক্ৰ অতীব স্থজন। তাঁহারে করিলা নূপ কন্সা সমর্পণ॥ তার গর্ভে দেব্যানি নামেতে তন্যা। হয় সেই ক্রমে রূপে ভুবন-বিজয়া॥ এইরূপে সংসারের যত ভোগচয়। সম্ভোগ করেন প্রিয়ত্তত গুণময়॥ ভোগ সমাপন করি করি স্থির মন। নারদের উপদেশ করেন স্মরণ॥ বিরক্তি পুনশ্চ তার হইল উদয়। ভোগেতে ক্রমেতে ঘুণা হইল নিশ্চয়॥ বিষম বিরাগ নৃপ করিয়া আশ্রয়। রাজ্যধন পত্নী পুত্র সব বিশ্মরয়॥ ছেদ করি মোহপাশ ভ্রম মোহ যত। হইলেন জ্ঞানময় হরিপদে নত॥ হরিপদে প্রাণ সঁপি পত্নী রাজ্যধন। পরিত্যাগ করি রাজা করেন গমন॥ দেহ মন প্রাণ রাজা করিয়া ধারণ। হরি প্রতি একে একে করেন অর্পণ।

ভোগ করি যেই জন হয় জ্ঞানপর।
অবশ্য তাহার মৃত্তি সংসার ভিতর ॥
অনাশক্ত ভোগে হয় সর্বব কর্মা কয়।
কর্মাক্ষয় স্থান এই সংসার নিশ্চয় ॥
এত কহি শুকদেব কহেন রাজনে।
হরি স্মরি মৃত্তি পায় যত যোগীজনে॥
এইতো কহিন্ম রাজা প্রিয়ত্রত কথা।
বংশের চরিত্র এবে শুনহ সর্ববিধা॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনি পাপ নাশে দূর হয় মোহভার॥
অপ প্রিয়য় চরিত্র সমাধা।

অপ অগ্নীধ চরিত্র।

শুকদেব পরীক্ষিতে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥ প্রিয়ব্রত জ্যৈষ্ঠ পুত্র অগ্নীধ্র নামেতে। রাজা হৈল জমুদ্বীপে পিতৃ আজ্ঞামতে॥ প্রতাপে দ্বিতীয় সূর্য্য সম বলবান। সৌন্দর্য্যে হয়েন তিনি কন্দর্প সমান॥ রাজনীতি ব্রহ্মভক্তি সকলে তৎপর। কিন্তু তাঁর দৃঢ়মতি সংশার উপর॥ সংসার করিতে ইচ্ছা রাজার সন্ততি। সেইমতে থাকিলেন কিছু দিবারাতি॥ ক্রমেতে হইল ইচ্ছা সম্ভোগ কারণ। যাঁহাতে সন্তান তাঁর হয় উৎপাদন॥ দৰ্বস্থে হুখী কিন্তু অগ্নীধ্ৰ রাজন। না হেরিয়া পুত্রমুখ বিধাদিত মন॥ পুজের কারণ আশে হইয়া তৎপর। সাধনার লাগি যান পর্বত মন্দর॥ মন্দর পর্বতে গিয়া জন্ম নৃপবর। ভগবান আরাধনে লাগান অন্তর॥ যজ্ঞ পুষ্পা অগ্নি আর পূজোপকরণ। লইয়া বিষ্ণুর পূজা করিতে যতন॥

কঠিন তপস্থা করে করি স্থির মন। একান্তে করেন নৃপ কঠিন সাধন॥ গ্রীম্মে পঞ্চায়ির মাঝে বর্ষার বরষে। শীতেতে জলের মধ্যে সাধেন হরষে॥ এক পদে সূর্য্য প্রতি মেলিয়া নয়ন। কবিতে লংগিল নূপ কঠোর সাধন॥ সঙ্কল্ল কেবল তার নারী লভিবারে। রতি পুত্র লাভ যাহে হয় এ সংসারে॥ কঠিন তপস্থা বলে অগ্নীধ্র রাজন। ক্রমেতে হইল তার সিদ্ধির লক্ষণ॥ তপস্থায় তুষ্ট হ'য়ে ভগবান হরি। ইচ্ছিলেন পূরাবারে কামনা তাঁহারি॥ দেব সভা মাঝে এক অপ্সরী হুন্দরী। পূর্ব্বচিত্তি নামে ছিল তথায় বিহরি॥ অপ্ররা দেখিয়া তবে প্রভু ভগবান। কহিলেন আজ্ঞা তারে করিতে পাতন শুনহ অপ্ররী এবে আমার বচন। ভূবনে স্বরায় ভূমি করহ গমন॥ জন্মনীপে অধিপতি অগ্নীধ্র রাজন। নারী লাগি করিতেছে কঠিন তপন॥ তাঁহার সমীপে গিয়া মোহিয়া তাঁহার। দাও তারে রতি পুত্র যাহা দুপ চায়॥ ভগবান আজ্ঞ। পেয়ে অপ্দরী তথন। মন্দর পর্ববতে তুরা করিল গমন॥ একেতো মন্দর গিরি পর্ব্বতের সার। তাহাতে বসস্তকাল তথায় প্রচার॥ শৃঙ্গেতে স্থবর্ণ মেঘ তলে নব তৃণ। সবুজ আভায় মাখা বন উপৰন॥ অঙ্গেতে তটিনী বহে অতি মৃত্যারে। হীরকের কম্মা হেন রোপ্যের আধারে। সারস সারসী কত কুমুদ কহলার। কনক কমল কত অতুগ শোভার॥ স্থানে স্থানে কুঞ্জচয় অতি শোভাময়। নব লতা নব গুলা নব তরুচয়॥

নবীন মুকুল আর নব পুষ্প ফল। নানা বর্ণে হুরঞ্জিত দেখিতে উচ্ছল।। নিকুঞ্জে কুহুন কলি মুকুতার সার। নানা বর্ণে শোভে যেন নানা মণি ভার॥ এ হেন কুঞ্জের শাথে হৃকণ্ঠ বিহঙ্গ। যুথে যুথে ডাকে করি কত শত রঙ্গ ॥ र्श्तिन रित्री तरह मात्रम मात्रमी। সারি শুক পিকবর সহিত প্রেয়সী॥ আনন্দের স্থান সেই আনন্দে মণ্ডিত। অপ্সরী কিন্নরী সবে তথায় শোভিত॥ আপন বল্লভ সহ দেবকন্সাগণ। **অনঙ্গ** সোহাগে সবে করে বিচরণ॥ কেই হাদে কেই রত মান অভিমানে। কেহ বা যুগল প্রেমে মত্ত নিজ প্রাণে॥ যুগল রূপেতে যেন তরু গুলালতা। পক্ষী জন্তু আদি করি তথায় শোভিতা॥ দেবকন্সা গন্ধৰ্কাদি সকলে মিলিয়া। যুগল আনন্দে তথা ঘুরিছে ভ্রমিয়া॥ হেন মনোহর স্থানে অগ্নীধ্র রাজন। পক্ষার লাগিয়া করে কঠিন তপন॥ তপস্ঠায় রত রাজা কামের আশয়ে। বিষ্ণুর সমীপে করে কামনা হৃদয়ে॥ শতচন্দ্র সম দীপ্তি কুঞ্জের মাঝার। কার সাধ্য নাহি মুগ্ধ হেরিলে আকার॥ হেনরূপে আলো করি অগ্নীপ্র রাজন। তথা আসি পূৰ্ব্ব কীৰ্ত্তি হৈল প্ৰকাশন॥ স্বর্গের অপ্সরা একে দেব বিমোহিনী। যৌবনে মণ্ডিত মূর্ত্তি নবান কামিনী॥ রূপের প্রভায় রাজ। মেলিয়ে নয়ন। চিত্তের অদ্ভূত যুর্ত্তি করিলা দর্শন॥ কামিনী কাহারে বলে নাহি ছিল জ্ঞান। কি বলিবে রাজা তাহে ভাবি হতজ্ঞান। কামিনী কি দেব দৈত্য হইল সংশয়। কিন্তু হেরি নারী কাম চঞ্চল যে হয়॥



ুহল কেল কৰি বুজো ল'ল বিশিবৰৈ ক্ষেত্ৰালে অজ্ঞীৰ সূত্ৰ সূত্ৰ কৰিব



চঞ্চল হইয়া রাজা চাহে একমনে। ভাবে কিসে তায় আমি তুষি সম্বোধনে॥ লইয়া রূপের ডালি অপ্সরা ফুন্দরী। রাজার সম্মুখে আসি রহিল বিহারি॥ স্ক্রচাম হেরিয়া তায় উন্মত্ত রাজন। করিতে লাগিল তারে নান। সম্বোধন॥ কখন পুরুষরূপে কভু নারীরূপে। আশ্চর্য্য কামের বাণ প্রবেশিল ভূপে॥ রাজা কহে কে ভূমি হে রূপের আকর। বিষ্ণুর মায়া কি ভূমি কিন্তা মুনিবর॥ নেহারি আকার তব ঘটিল সংশয়। কি হেতু বদনে তব শোভে ধনুৰ্ঘ য়॥ গুণহীন ধনু ল'য়ে কি করিবে বল। ভয় প্রদর্শন তব ত্রত কি কেবল। আমরা মুগের সম কামময় জান। করিতেছ সাবধান ল'য়ে ধনুর্বাণ॥ পুরুষ কেমনে তোমা কহিব স্তুজন। তুমি ত পুরুষ নহ আমার মতন॥ কমল সমান তব যুগল নয়ন। তাহাতে স্থতীক্ষ তাঁর কটাক্ষ ক্ষেপণ॥ কি জন্ম ধরিলা বাণ হেন থরশান। বল ধনী বাঞ্চা কার বধিবারে প্রাণ॥ শর ধনু দেখি মম হইয়াছে ভয়। নারী যদি হও কর সন্তোষ আমায়॥ অকালে মলয় মাখি গুগন্ধ চন্দন। তব অঙ্গ গিরি হ'তে হয় প্রবাহন॥ বদন সরসী পরে কমল নয়ন। তাহাতে তারকারয় যুগল গঞ্জন॥ নূপুরের ধ্বনি যেন ভ্রমর গুঞ্জন। উদয় ও অন্তগিরি এই চুই স্থন॥ ইহাতে কুশ্বুম মাণা অশোকের দাম। ইহা দেখি লুপ্ত বল থাকে কার কাম॥ কি দ্রব্য ধরিয়া তুমি স্তনের ভিতর। শাবধানে রাখিবারে এতই কাতর॥

আসি পৃথিবীর রাজা লোভ তোমা প্রতি। : এ হেন অমূল্য ধন সংসারে সম্প্রতি॥ সে জন্ম যতনে রাথ ও কুচ ভাণ্ডার। কি জানি কি ধন আছে উহার মাঝার॥ দাওলো স্কুভগে মোরে স্তন পরিচয়। কেন বারস্বার ঢাক বদনে উহায়॥ অপূর্ব্ব রূপেতে ভূমি রতি কোন ছার। বুঝিয়াছি ভুমি নারী প্রকৃতির সার॥ বোধ হয় তৃষ্ট হ'য়ে কমল আসন। নির্জ্ञনে বসিয়া তোমা করিলা গঠন॥ নারীরূপে আমাকার পুরাতে বাসনা। পাঠাইল তোমা সম অপূৰ্ব্ব ললনা॥ এত বলি মুগ্ধ হ'য়ে অগ্নীধ্ৰ রাজন। শিলাতলে বসিলেন প্রেমাকুল মন॥ রাজারে আকুল হেরি অপ্দরী হৃন্দরী। কায়মনে পিতামহে হৃদয়েতে স্মরি॥ কটাক্ষ ক্ষেপণে আর স্থহাসে হাসিয়া। নুপের সমীপে কহে স্থমন্দ চাহিয়া॥ অতি পুণ্যবান তুমি ভারত রাজন। তোমা সম গুণবান আছে কোন জন।। অপূর্ব্ব সাধিলা আগে ব্রহ্মার কারণ। অন্তরে করিয়া এক ভার্যার কামন॥ তপস্যায় তুই হ'য়ে সেই বিধিবর। পাঠাইল। আমা এবে তোমার গোচর॥ আমি নারী জাতি হই কামিনা তোমার। নবীনা যুবতী তাহে সকলের সার॥ শাস্ত্রমতে কর রাজা আমায় গ্রহণ। আমাতে জন্মিবে তব পুত্র কম্বাগণ॥ হেন কথা শুনি রাজা নমি বিধিবরে। শুভক্ষণে অপ্সরীর ধরে চুই করে।। প্রেমেতে উন্মন্ত হ'য়ে সম্ভোগ করিয়।। লভিল নয়টি পুত্র তাহারে পাইয়া॥ ঋতুমতে মহারাজ অপ্সরা সহিত। কাম চরিতার্থ করি রহিলা নিশ্চিত॥

প্রেম কাম পুত্রধন সম্মান কামিনী। এই ল'য়ে রহে রাজা দিবস যামিনী॥ ক্রমেতে সমাপ্ত তাঁর প্রবন্ধ যৌবন। বার্দ্ধক্য আসিয়া তাহে দিল দরশন ॥ ক্রনে নয় পুত্র তাঁর হ'লো গুণযুত। যৌবন পদবী দবে হইল আখ্যাত॥ স্বপুত্র হেরিয়া তবে আপন রাজন। নয় অংশে ভাগি রাজ্য করিলা অর্পণ।। नश्र अःশে জञ्चवीश नश्र श्रुट्य मिश्रा। नाना गट्छ রত রাজা একমন হৈয়া॥ পত্নী পুত্র কাম্য কর্ম্মে করি উপাসন। না পাইল মোক্ষপদ অগ্নীপ্র রাজন॥ ভোগে যার মতি থাকে বিষ্ণুকে স্মরিয়া মোক্ষহীন তথ তার সংসারে থাকিয়া॥ স্বর্গাদি তাহার লাগি হয় ভোগস্থান। অগ্নীপ্র ত্যজিয়া দেহ সেই স্থান পান॥ এত কহি শুক তবে হইলেন স্থির। আশ্চর্য্য হয়েন তবে পাণ্ডুবংশ ধীর॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবঁত সার। অগ্নীপ্র চরিত্র কথা ভোগের বিচার॥ ইতি জয়ীল চরিত সমাপ।

মণ নাভির চরিত্র উপাথান।
তক কন শুন শুন শুন পাতৃবংশধর।
অগ্নীপ্রের পুত্র নাভি চরিত্র স্থন্দর॥
অগ্নীপ্রের নয় পুত্র কহে সর্বজন।
নাভি হরিবর্ষ আর রয়্যক স্থজন॥
ইলারত কিংপুরুষ কুরু মহাজন।
ফকলেই রূপে গুণে হয় অতুলন॥
হিরগ্রয় ৪ ভদ্রাখ কেতুমাল তয়।
নয় গুণধর পুত্র নাভির উদয়॥
সর্ববিগুণে গুণধর এই নয়জন।
জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ কেবা না যায় বর্ণন॥

উপযুক্ত হেরি রাজা অমীধ্র রাজন। নয় ভাগে এই ধরা করি বিভাজন॥ প্রত্যেকে বিভিন্ন রাজ্যে অভিষেক করি। দেহতাাগ করিলেন রাজন কেশরী॥ নয় ভাই লাভ করি নয় সিংহাসন। শোভিল গগনে যেন নবীন তপন॥ নবীনা মহিনী সবে করিয়া গ্রহণ। চন্দ্রের সহিত যেন রোহিণী মিলন॥ এইভাবে নয় ভাই ধর্মারক্ষা করি। পূথিবী পালনে রত দিবা বিভাবরী॥ বয়োজ্যেষ্ঠ হয় নাভি যশঃ কীর্ত্তিমান। নিজ নামে নিজ রাজ্য করেন আখ্যান॥ রূপেতে দ্বিতীয় কাম নবীন যৌবন। জ্ঞানে রহস্পতি তুল্য শাসনে শমন॥ হেনরূপে সেই নাভি পালি প্রজাগণ। স্থাপিল অপূৰ্ব্ব কীৰ্ত্তি দ্বিতীয় তপন॥ মেরুদেবী নামে তাঁর মহিষী স্থন্দরী। অতি পতিত্রতা রহে রাজা মুগ্ধ করি॥ দান ধানে ত্রত কর্ম্ম প্রজার পালন। দণ্ড কর আর যত রাজ্যের শাসন॥ মান ধন যত কিছু হয় প্রয়োজন। সর্বান্তণে পরিপূর্ণ সে নাভি রাজন ॥ পালনে তপন সম কাম ভোগ বশে। নাভি সম আর কেহ রাজা নাহি বসে॥ সর্বভোগে নাভি রাজ। মহিষী সহিত। হৃদয়ের যত আশা করেন পূর্ণিত॥ কুবের ভাগুারী যার দাস দেবগণ। কি অলভ্য তার কাছে এ বিশ্বে এমন॥ হেনভাবে গেল দিন কাম ভোগ বশে। তথাপি না তৃপ্ত রাজ। কামের হরষে॥ একদা মহিধী সহ নিকুঞ্জে পশিয়া। নানা প্রেমালাপে গেল সময় কাটিয়া॥ নন্দন সমান একে সেই উপবন। তাহাতে বসস্তকাল হয় প্রকাশন॥

ফল ফুলে তরু গুলা আর লতাচয়। পরিমল মাখি বায়ু উপবনে বয়॥ গগনে বাসন্তী চক্র নিম্নে পুষ্পাচয়। সরসীতে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হয়॥ হেনকালে করে পাথী সন্ধ্যার কুজন। মধুর মলয় বহে গন্ধে হ্রশোভন॥ হেনকালে রাণী কন সম্ভাষি রাজায়। মধুর গুঞ্জন যেন কমলের গায়॥ একেত স্থন্দরী তাহে পতিপরায়ণা। কমলের সম কান্তি নবীন গৌবনা॥ চঞ্চল নয়নে করি কটাক্ষ ক্ষেপণ। वाम करत नृश कत कतिया धात्रण॥ কহিতে লাগিল শুন প্রাণের ঈশর। কেন যে হৃদ্য মম হুইল কাতর॥ তুমি যার পতি তার অভাব কি রয়। স্বর্গের মঙ্গল তার করগত হয়॥ এত স্থাথে সুখী আমি তর এত দীন। তুর্ভাগ। সে নারী যেই স্থপুত্র বিহীন॥ তুর্ভাগ্য সে কুল যাহে নাহি কশধর। পাপী পিতা যার নাই পুত্র গুণধর॥ কহ রাজা হ'য়ে আমি ভোমার গৃহিণী। কেন পুত্ৰধনে আজি হই কাঙ্গালিনী। ত্রিলোকের মাঝে যত বৈভব বিষয়। সকলই মোর পক্তে বিষ সম হয়॥ কর রাজা সে উপায় কহিন্তু তোমায়। পুত্ৰহীন এ বৈভব শোভা নাহি পায়॥ রমণীর কথা শুনি সে নাভি রাজন। পুজলাভ করিবারে কৈল আকিঞ্চন॥ নিকুঞ্জ হইতে গৃহে করি আগমন। মহাত্রুখে সে রজনী করিয়া যাপন। প্রভাতে উঠিয়া বসি রাজ-সিংহাসনে। ডাকেন যতেক নিজ বুদ্ধ মন্ত্ৰীগণে॥ গুরু প্রোহিত আর পণ্ডিত হুজন। রাজার হিতৈষী আর যত প্রজাগণ॥

সকলেরে একে একে করি সম্বোধন। কহিতে লাগিল নূপ মধুর বচন॥ পুরজন আদি করি সবার সকাশ। মনোভাব আজি এক করিব প্রকাশ॥ পুণ্যবান পিতা মম মনুবংশধর। নব পূত্রে নেহারিয়া সবে গুণধর॥ সমর্পিল এই ধরা করিতে পালন। করিতে বংশের মান মর্য্যাদা রক্ষণ॥ পিতৃলোক দেবলোক যজন যাজন। জীব হিত কর্ম্ম যত করিতে সাধন॥ কুপুত্র জন্মিন্যু আমি বংশেতে তাঁহার। কোন কৰ্ম আমা হ'তে না হ'ল উদ্ধার॥ আজীবন ভোগে মাতি লইয়া বিষয়। অতীত করিত্ব আমি যৌবন সময়॥ অস্তাপি নাহয় মগ একটি নন্দন। কেমনে থাকিব সামি কহ সভাজন। অপুত্ৰক যেই হয় পাপী সেইজন। কুল নাশ ধর্ম নাশ তাহার কারণ॥ দৈব পৈত্র কর্ম আদি নিম্ফল তাহার। পুত্রহীনে মৃক্তি নাই শাস্ত্রের বিচার॥ এত যে বৈভব শৃষ্য এক পাল্ল বিনা। গেদে আবরিত যেন চন্দ্রের জ্যোৎস্না॥ যৌবন হইল গত না হয় কুমার। করহ সকলে মিলি যুকতি ইহার॥ রাজার ভারতী শুনি যতেক ব্রাহ্মণ। এক বাক্য হয়ে সবে মন্ত্রীবরে কন॥ স্ত্যুক্তি সকলে করি মঙ্গল মন্ত্রণ। কহিল রাজার আগে সধুর ভাষণ॥ যা কহিলে সত্য নূপ ব্যর্থ কিছু নয়। পুত্রহীন এ সংসার সব শৃশ্বসয়॥ পুত্রহীন যেই জন সেই কুলাঙ্গার। পুত্রহীন দৈব পৈত্র কর্ণ্মের সংহার॥ মন্ত্র সন্তুতি দেব তব বংশ হয়। এ বংশেতে অপুত্রক নিন্দার বিষয়॥

আমরা ব্রাহ্মণ সবে করিয়া মন্ত্রণ। করিয়াছি এই এক উপায় স্ঞ্জন। विकु यद्ध महायद्ध कत्रह ताजन। তাহে হরি ভূফ হ'লে পাইবে নন্দন॥ ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সে নাভি রাজন। আনন্দিত হ'য়ে ডাকি যত কৰ্ম্মিগণ॥ কহিলেন করিবারে যজ্ঞ আয়োজন। নিমন্ত্রিতে সবাকারে আত্মীয় স্বজন ॥ রাজার আজ্ঞায় স্থির হৈল যজ্ঞস্থল। খাত্বিক ব্রাহ্মণ আদি সদস্ভের দল॥ নিমন্ত্রিত যত রাজা করে আগমন। ভক্ষ্য ভোজ্য বাসস্থান হৈল নিরূপণ॥ স্তরম্য স্থহশ্ম্য কত হইল গঠিত। হুমেরুর স্বর্ণ শৃঙ্গ যেন প্রকাশিত॥ নৃত্য গীত পাস্থশালা অতিথি আলয়। কত শত স্থানে স্থানে স্থাঠিত হয়॥ শুভক্ষণে শুভদিনে যজ্ঞ আরম্ভন। রাজা রাণী যজ্ঞস্থলে হন অধ্যাসন॥ ভিক্ষুক লইছে দান গাহী করে গান। নর্ত্তকারা নৃত্য করে মানী পায় মান॥ দান ধর্ম ও আনন্দ করিয়া মিলন। একে একে যজ্ঞস্থলে হইল শোভন॥ শুভক্ষণে মহাহোগ পুত্রের কারণ। বিষ্ণু নামে অর্ঘ্য দান করিল ত্রাহ্মণ॥ গন্তবলে চারিদিকে হৈল শান্তিময়। হরি হরি শব্দ যেন স্বর্গে মর্ত্তো হয়॥ ञ्चन्त गलग् वर्ट कूञ्च वित्रस । পশু পক্ষী আদি যত বিহরে হরষে॥ হেনকালে উজলিয়া সর্বাদিক দেশ। যজ্ঞস্থলে ভগবান করেন প্রবেশ॥ ভক্তের পুরাতে বাঞ্চা সেই যজেশ্বর। যজ্ঞহলে প্রকাশেন রূপ মনোহর॥ কি হুন্দর বনমাল। দোলে কণ্ঠোপর। কৌস্তুভ তাহার মাঝে অতি শোভাকর॥

পীতবাদ হ'য়ে হরি গরুড় উপর। চতুর্বাহু শছা-চক্র-গদাপদ্মধর॥ প্রশান্ত বদন আর স্তপ্রেম নয়ন। দেখিয়া ঘুচিল যত হৃদয় বেদন॥ হেনরূপে হেরি হরি পুরোহিতগণ। করযোড়ে এ মিনতি করিলা কীর্ত্তন॥ কি না জান তুমি দেব বিষ্ণুপরায়ণ। ভক্তের হৃদয় আশা করহ পূরণ॥ যজেশ্বর তুমি নাথ বিশ্বের মাঝার। অধম পূজক মোরা করি নমস্কার॥ কিবা আছে মম আশা অজ্ঞাত তোমার। সর্ববজ্ঞ সর্ববাত্মা তুমি ব্যাপ্ত এ সংসার॥ যে কামনা করি দেব যজ্ঞ আরম্ভন। করিয়াছি মন্ত্রবলে সব নিবেদন॥ ভক্তের পূরাতে বাঞ্চা তুমি নারায়ণ। মন্ত্রের রাখিতে মান তব আগমন॥ मया कति यमि (मव मिला मत्रभन। এক্ষণে ভক্তের বাঞ্ছা করহ পূরণ॥ তোমার নির্দ্মিত দেব এ বিশ্ব ভাগুার। হিতৈষী তোমারে জানি করি নসস্কার॥ এত বলি সকলেতে করিল প্রণাম। তুন্দুভি ধ্বনিতে তবে পূরে বিশ্বধাস॥ পুজনের কথা শুনি দেব নারায়ণ। কহিল মধুর বাণী মধুর নিঃস্থন ॥ যজেশ্বর হই আমি যজের কারণ। অবশ্য ভক্তের আশা করিব পূরণ॥ কিন্তু গো ইহার মধ্যে এই নিবেদন। প্রবণ করহ যত ঋত্বিক ব্রাহ্মণ॥ অসাধ্য কামনা সবে করিলে মনন। কেমনে হইবে বল তাহার পূরণ॥ ৰূপতির আশামম সদৃশ নন্দন। কিন্তু আমি অদিতীয় অজ নিরঞ্জন॥ আমা সম দ্বিতীয়ের হয় অসম্ভব। অতএব এ যজের কি ফল সম্ভব ॥

বিষ্ণুর ভারতী শুনি বাণী না জুয়ায়। হেট মুণ্ডে সভাজনে রহিল তথায়॥ রাজাদহ মহারাণী হইলা কাতর। নয়নে নিকলে আশ্রু বহে দর্দর ॥ হেন সকাতর ভাব করি নিরীক্ষণ। কহিতে লাগিল তবে দেব নারায়ণ॥ অবশ্য পূরাব বাঞ্ছা রাখি যজ্ঞমান। পবিত্র মন্ত্রর বংশ জগতে প্রমাণ॥ আমার সমান পুত্র করিয়াছ আশ। আমিই পুজের রূপে হইব প্রকাণ॥ মহিধীর গর্ভে আমি রাজার ঔর্সে। ভক্তের রাখিতে মান জন্মিব হর্ষে॥ এত বলি নারায়ণ হৈল অন্তর্জান। পূর্ণ হলে। মহাবক্ত সর্ব্ব বিস্নমান॥ রাজা রাণী হর্ষিত আর সভাজন। স্বনে মেঘেতে করে পূপ্প বরিষণ।। পৃথিনী প্রকাশে ধীর শুন হেন বাণী। ভক্তাধীন ভগবান সর্বলোকে জানি॥ শুভক্ষণে মহিষীর গর্ভের সঞ্চার। আনন্দ হইল শুনি এতেক রাজার॥ চন্দ্রকলা সম গর্ভ হইল পুরণ। দশমাস দশদিন হৈল সমাপন॥ দেবী মৃত্তি মেরু দেবী করিয়া ধারণ। শুভক্ষণে প্রসবিল পুত্র নারায়ণ॥ সর্বাদিকে দেশে শান্তি হইল স্থাপন। সর্বব স্থলকণ পৃথী করিলা ধারণ॥ মহালক্ষী গুপ্তভাবে নারায়ণ পাশ। গোপন ভাবেতে সদা হয়ে স্বপ্রকাশ॥ ক্রমে শশধর সম পুত্র শশধর। পূজ্রপ প্রকাশেন স্বয়ং চক্রধর॥ ঋষভ লভিলা নাম এবে নারায়ণ। নাভির তনয়রূপে খ্যাত ত্রিভূবন ॥ মায়াবশে মতিভ্রম হইল রাজার। বিষ্ণু না বলিয়া বলে সতত কুমার॥

পুক্ররূপে নারায়ণ নেহারি যৌবন। শুভক্ষণে দিলা তাঁরে রাজ-সিংহাসন॥ বৈকুণ্ঠের সম শোভা হৈল পুত্রস্পর্শে। নারায়ণে পুত্র বলি হেরেন সহর্ষে॥ যাঁহার নিয়মে এই বিশের পালন। সেইজন নাভি রাজ্য করিলা শাসন॥ কেয়নে তাহার গুণ করিব বর্ণন। ভক্তাধীন ভগবান শ্রীমগুদুদন॥ পুত্রে রাজ্য দিয়া নাভি করি যোগা শ্রয়। মেরুদেবী সহবাস বদুরী আলয়॥ বদরী আশ্রমে গিয়া করিয়া সাধন। পাইলেন মহামুক্তি সাযুজ্য রাজন ॥ এইতো কহিন্ম রাজা বিষ্ণু যজ্ঞ ফল। স্থুকল সে কাৰ্য্য যাহে শ্ৰীবিষ্ণু সম্বল॥ শ্রীভাগবতের কথা শুনে গেই জন। তাদের দেহের পাপ হয় বিমোচন ॥ উপেক্স রচিল গাঁত হরিকথা দার। বুঝিলে নাভির কথা নফ্ট মায়াভার॥ ইতি নাভির চরিত সমাধ।

অণ ঋষভ দেবের উপাথানে :

শুক কন শুন শুন পাণুবংশধর।

ঋষভ দেবের কথা অতি মনোহর ॥

ঋষভ রূপেতে হরি অবনীতে আদি

বিহরেন নানামতে ভবভর নাশি ॥

বোবনে ঋষভদেব লভি সিংহাসন।

পুক্রবং প্রজাগণে করেন পালন॥

সম দম ভেদ দণ্ড চারিটি উপায়।

নাহিক অভাব কিছু ঘটল তাহায়॥

শিখাবারে নরগণে রীভি নরপতি।

রসগ্রাহী সূর্য্যসম করগ্রাহী মতি॥

ভাল মন্দ স্কবিচার যমের সমান।

আপনি করেন বিষ্ণু লীলার বিধান

এমতে জগতে তাঁর হইল আবেশ। ত্রিলোকে স্বখ্যাতি তার ক্রিল প্রবেশ। ক্রেনে তাঁর হয় ইচ্ছ। সংসার কারণ। যৌবনে যুবতী সহ করিতে রমণ॥ জানিয়া তাঁহার ইচ্ছা দেবেক্ত স্কুলন। জয়ন্ত্রী নামেতে কন্সা করিল অর্পণ॥ লক্ষীসমা সে জয়ন্তী লভি নারায়ণ। করিতে লাগিলা লীলা নারীর মতন ॥ একেত যুবতী স্বামী জগতের পতি। রঙ্গরস স্থাকর প্রকৃতি সংহতি॥ যার লাগি করে ধ্যান ব্রহ্মা মহেশ্বরে। জয়স্ত্রী স্কুভাগ্যে তাহা পাইলেন করে॥ নরলীলা লাগি হরি ঋষভ রূপেতে। যৌবনে মাতিয়া মন সব সম্ভোগেতে॥ ছয় ঋতু বারমাদ নূতন নূতন। যাপিতে থাকেন হরি নবান যৌবন॥ যৌবন সম্ভোগে হরি মাতাইয়া মন। জন্মাইলা একে একে শতেক নন্দন॥ প্রথম ভরত হন সর্ববগুণ শ্রেষ্ঠ। সমগুণ সকলের বয়সেতে জ্যেষ্ঠ॥ তাঁহার নামেতে খ্যাত ভারত বরম। কর্ম্মভূমি রূপে খ্যাত জাঁবের হরষ॥ ভরত কর্ম্মেতে রত ল'য়ে নয় ভাই। আর নয় বিষ্ণুপ্রেশে মগন সদাই॥ মহাভাগবত হয় সেই নয় জন। তাহাদের দারা বিষ্ণু ধন্ম প্রচারেন॥ প্রকাশিত আর পূত্র ধান্মিক হুজন। কর্মজ্ঞানে এ সংসারে মুগ্ধ সর্ববন্ধণ ॥ সংসারে থাকিয়া তারা হইল সংসার।। এবে কহি ঋষভের বংশ যে বিস্তারি॥ এইরূপে শত পুত্র ক'রে নারায়ণ। ঋষভ রূপেতে করে পৃথিবী পালন॥ ক্রমে পুত্রগণ গভে নবীন যৌবন। প্রভাতী গগনে তারা যেন স্থগোভন ॥

যুবক হেরিয়া সবে জয়ন্তী স্থলরী। আনন্দে মাতিয়া সেবে সদা সেই হরি॥ একদা শিখাতে জ্ঞান ঋষভ স্থমতি। পুত্রগণে সম্বোধিয়া করিয়া সংহতি॥ সংযত করিয়া সবে কহিলেন বাণী। মন দিয়া উপদেশ শুনরে বাছনি॥ জ্ঞান বিনাএ সংসারে পাপ উপজয়। সেই হেতু জ্ঞান শিক্ষা করিবে নিশ্চয়॥ জ্ঞান সম দীপ নাই সংসার আধারে। না জুলিলে সেই দ্বাপ পাপী হয় নরে॥ অতএব জ্ঞান কথা শুন বৎসগণ। ভক্তি মুক্তি তাহাতেই হইবে সাধন॥ প্রণমিয়া পুত্রগণ পিতার চরণ। শুনিতে লাগিল পিড় জ্ঞানের বচন॥ ঋবভ কহিলা তবে করি সম্বোধন। তপ হ'তে শ্ৰেষ্ঠ বৎস নাহি কোন ধন॥ মানব জনম লভি মানব নিচয়। তপোহীন হৈলে তার হীনগতি হয়॥ তপস্থায় শুদ্ধ তত্ত্ব হয় উপাৰ্জন। তাহাতে বিশুদ্ধ হয় জাঁবের মনন। বিশুদ্ধ হইলে মন সংসার ভিতর। নাহি পশে পাপ তাপ তাহার অন্তর॥ নারীগণ প্রতি মুগ্ধ সংসার কারণ। যেই মুগ্ধ হয় তার রুথাই জনম॥ শুকর সমান সেই স্থুখ তাহে নাই। সংসারেতে দুঃখ ভোগ দে করে সনাই॥ মোহ ত্যজি দৃষ্টি যবে হইবে সমান। কর্ত্তব্য ভাবিয়া কর্ম্ম করে জ্ঞানবান॥ কর্ত্তব্য অপেকা শ্রেষ্ঠ আর ভাব নাই। সেই ভাবে এ সংসারে থাকিবে সদাই॥ জীবের যাহাতে হবে অভেন কম্পন। কিন্তা ঈশ্বরেতে যার সৌহস্য স্থাপন।। মায়। মোহ তার চাই করিবারে নাশ। মনের একধা গতি সংসারে প্রকাশ॥

দারা পুত্র পরিজনে যদি থাকে মন। কার সাধ্য সেই মৃঢ় হেরে নিরঞ্জন ॥ য়খন সংসার প্রীতি হইবে বিনাশ। তথন ঈশর প্রেম হইবে প্রকাশ। রিপু ও ইন্দ্রিয়ে জীব হ'লে অমুসারী। সততই পাপকশ্মে যায় আগুসারি॥ যে কশ্ম করিয়া পাপ হবে উপার্জ্জন। আবরিবে এই দেহে জ্ঞান প্রকাশন॥ পুনরায় সেই কর্ম অনুচিত হয়। অশক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে নিশ্চয়॥ বৈরাগ্য বিবেক বিনা নহিবে প্রকাশ। কোণায় পাইবে আয়ু জ্ঞানের আভাস॥ যদবধি আল্লজ্ঞান নাহি পায় মন। তদবধি অহঙ্কার নহে বিনাশন॥ অহঙ্কারে থাকিলেই মুক্তি নাহি হয়। অহঙ্কারে মন সব বন্ধন নিচয়॥ পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মতে মুগ্ধ থাকি মন। যদি নাহি অহঙ্কার করয়ে মোচন॥ যদি কার' আমা প্রতি ভক্তি নাহি হয়। নাহি মৃক্তি লাভ তার কর্ম নহে কয়॥ নাবৎ ইন্দ্রিয় স্থানে নাহিক বিরতি। তদবধি এ সংসারে মুগ্ধ থাকে মতি॥ সত্য মিথ্যা জ্ঞান তবে না হয় উদয়। তাহাতেই ভ্রম আসি জীবে তুঃখ দেয়॥ মোহের কারণ নারী মুগ্ধ করে মন। তাহাতে মজিলে ত্বঃখ বাড়ে সর্বক্ষণ॥ এইত কহিন্তু বৎস সংসার যাতনা। কিরূপে হইবে মুক্ত শুনহ দাধনা॥ শত নারী উপভোগ শত প্রলোভন। কি করিতে পারে যার শুদ্ধ থাকে মন। কিরূপে নাশিবে মোহ আর অন্ধকার। শুনহ উপায় তার বিশেষ প্রকার॥ মোহ গতে গুরু ব্রহ্মে হবে ভক্তিপর। মায়াতে বিভূষ্ণ তুঃখ সহিষ্ণু অন্তর ॥

সর্বব তুঃখ অফুভব বুদ্ধিতে বিচার। তপস্থা সাধন সদা কার্য্য পরিহার ॥ শ্রবণ মনন শ্রহ্মা কীর্ত্তন পূজন। অধ্যাত্ম অভ্যাস আর কর্ত্তব্য সাধন॥ সত্যবাদী ব্রহ্মচারী প্রাণেন্দ্রিয় জয়। মম অমুভব চিত্তে সমাধি নিশ্চয়॥ এ সব উপায়ে করি বিবেক ধারণ। অবহেলে অহঙ্কার হয় নিবারণ॥ অতএব সংসারেতে ওহে পুত্রগণ। শিখাও শিখাও সবে হেন আচরণ॥ যাহাতে ভক্তির বৃদ্ধি জ্ঞানের সহিত। করিও সে হেন কর্ম্ম সর্বত্ত বিহিত॥ এইমত জ্ঞানশিক্ষা দেখায়ে সকলে। সংসার যাপন কর সদা কুত্হলে॥ বিজ্ঞানী হইয়া নরে কিবা রূপী হয়। দেখাতে হইল তাঁর বাসনা উদয়॥ সেই হেতু শুভক্ষণে রাজ সিংহাসন। ঋষভে করিয়া শুভক্ষণেতে অর্পণ॥ ভোগ স্থখ ত্যাগ করি লক্ষা মমতায়। বিজ্ঞানে উন্মন্ত প্রায় নগ্ন অবস্থায়॥ পুর গ্রাম বন রাজ্য করিয়া ভ্রমণ। আনন্দে সর্বাত্র ব্যাপি রন সর্বাক্ষণ॥ ভক্তি মুক্তি এক জীবে করিয়া নির্ণয়। পরমহংসের ত্রত দেখান নিশ্চর॥ অনিদ্রা ও অনাহার সর্বরিপু জয়। সূৰ্য্য সম কান্তিমান দৃষ্টিমাত্রে হয়॥ এত শুনি প্রাক্ষিত হ'য়ে আনন্দিত। শুকদেব প্রতি কন বচন বিশ্মিত॥ কহ গুরু শুনিয়াছি গুরুজন পাশ। বারেক অন্তরে হৈল সিদ্ধির প্রকাশ। কর্ম্ম জগ্য পাপে তার নাহি আর ভয়। পাপ জন্ম মোহ ক্লেশ তার নাহি হয়। ঋষভ রূপেতে হরি হ'য়ে জিতেন্দ্রিয়। কেন নাহি যোগৈশ্বৰ্য্য হ'লেন অক্ৰিয়॥

রাজার ভারতী শুনি আনন্দিত মনে। কহিলেন শুক তবে মধুর বচনে॥ একবার এ সংসারে মুগ্ধ যার মন। চিত্তগুদ্ধি হওয়া তার কঠোর সাধন॥ জ্ঞান ত্যজে শুদ্ধি যদি হয় কদাচন। জ্ঞানীতে বিশ্বাস তাহে না করে কখন: অরণ্যে মুগেরে যথা কিরাত ধরিয়া। সাবধানে পিঞ্জরেতে রাখ্যে পূরিয়া। যদি পিঞ্জরেতে মৃগ দ্বার খোল। পায়। অমনি বনের মুগ অরণ্যেতে ধায়॥ সেইরূপে মুগ্ধ মন সাধক যতনে। একবার শোধি রাখে অতি সাবধানে॥ সেই হেতৃ হরি হেরি যতেক বিষয়। ত্যজেন বিষয় হুখ কহিনু নিশ্চয়॥ তপস্থার গুরু যেই দেব মহেশ্বর। বিষ্ণুর মোহিনীরূপে তিনিও কাতর॥ অতএব ভাবিশ্বাসী হয় এই মন। বৈরাগী সতত তেঁই হয় যোগীজন॥ ছেন বিধি দেখাবারে দেব নারায়ণ। পরম হংগেতে ব্রত করেন ধারণ॥ অবশেষে যোগদেহ ত্যাগ ইচ্ছ। করি। দক্ষিণ অরণ্য মধ্যে যাইলেন হরি॥ আত্মাতেই পরমালা অভেদ দর্শন। দেহ অভিযান ত্যজি করেন সাধন॥ রহিলেন মহাযোগে ত্যজিতে জীবন। অনাহারে উপবনে করিয়া ভ্রমণ॥ এकमा माराधि चानि महिता कानन। খাষভের দেহ ক্রমে করিল স্পর্শন। মহাযোগে দ্বা মগ্ন নাহি বাছজ্ঞান। কি করিবে অগ্নি তাপ তাঁর বিগ্নমান॥ ক্রমে তাঁর স্থল দেহ অগ্নি বলবান। একে একে গ্রাস করি হইল নির্বাণ॥ ভোগ মৃক্তি পথ হরি দেখাতে নরেরে। খাষভ রূপেতে অবতীর্ণ ধরাপরে॥

ত্যজিয়া মানব দেহ পৃথী পরিহরি।
বৈকৃষ্ঠ মাঝারে হরি যান দ্বরা করি॥
হেনমতে লাঁলা করি দেব নারায়ণ।
প্রিয়ত্রত বংশ খ্যাতি করি প্রচারণ॥
শাস্তি দান করি সবে দিয়া ক্রক্ষজান।
সমাপেন নিজ লাঁলা জগতে প্রমাণ॥
এত কহি শুক তবে ইইলেন দ্বির।
রাজা পরীক্ষিত শুনি আনন্দে অধীর॥
উপেন্দ্র রচিল গাঁত হরিকথা সার।
শুনিলে জীবের খুচে বিখোর আঁধার॥
ইতি ঋবভোগাগাল সমাপ্র।

ষ্ম ভরত্যোপাপ্যান।

শুক কন শুন শুন পাতৃবংশধর। ভরত চরিত্র কথা অতি মনোহর॥ ঋষভের পুত্র হয় ভরত নামেতে। স্থগাতি প্রচার যাঁর এ মর্ত্ত্য ধরাতে॥ অতি পূণ্যবান রাজ। মনু বংশধর। হরি আরাধনে দদা থাকেন তৎপর॥ প্রতাপে মার্ভণ্ড সম মহা বনবান। কার সাধ্য তাঁর কীর্ত্তি করে পরিমাণ॥ জ্ঞানে বুহস্পতি সম ধর্মে ধর্ম সম। শাসনে স্বরং যেন দণ্ডধর যম। দ্বিতীয় কন্দর্প যেন আভাস প্রণয়ে। রতি সম তাঁর ভার্য্য প্রেমিক। ছন্যে॥ বিশ্বরূপ কন্স। ছিল পঞ্যোনী নাম। সৌন্দর্যেরে খ্যাতি যাঁর খ্যাত ধরাধান॥ যৌবনে করিলা বিভা ভরত রাজন। চক্রের সহিত যেন রোহিণী মিলন॥ পশ্ব। नी সহবাদে করিয়া রমণ। জন্মাইল তাঁর ক্ষেত্রে পাঁচটি নন্দন॥ অসামান্ত রূপে গুণে পাঁচটি কুমার। পূর্ণশী সম ছেন স্বার আকার॥

হেনরূপে পুদ্রগণ পাইল যৌবন। রাজনীতি ধর্মনীতি শিখান রাজন॥ জমুদ্বীপ রাজ পূর্বের অজ নামে ছিল। ভরতের গুণে নাম ভারত পাইল।। ভরতে পাইয়া স্বামী এ ভূমি ভারত। নিয়মিত শস্ত্য দানে আছিলেন রত॥ চক্র দূর্য্য নবগ্রহ দাধিতে মঙ্গল। ভরতের শিরোপরে বেষ্টিত কেবল। ইন্দ্র বর্ষে জলধারা সূর্য্যের তপন। স্থগন্ধ বহিয়ে থাকে বিশুদ্ধ প্রবন ॥ গিরি নদী সরোবর পরিপূর্ণ জলে। রদময় করে হুখে এই ধরাতলে॥ অতুল প্রজার হুখ বর্ণন না যায়। ভারতে ভরত গুণ প্রজাগণে গায়॥ হেনমতে করি রাজা সম্ভোগ বিষয়। নানামতে মায়া জাত আনন্দ নিচয়॥ ক্রমেতে বৈরাগ্য আসি উদিলেক মনে। যাগ যজ্ঞ ব্রত যত আর উপাদনে॥ চাতুর্মান্ত পশু সোম দর্শ পৌর্ণমাস। সকল যজেতে তাঁর গ্রবৃত্তি প্রকাশ। শ্রবণ কীর্ত্তনসহ করি উপাসন। ক্রমেতে হইল তাঁর পরিশুদ্ধ মন॥ ক্রমে কর্ম্মফল করি বিষ্ণুতে অর্পণ। মহাফল ক্রমে রাজা করেন গ্রহণ॥ ক্রমে তার জ্ঞানোদয় হইল প্রকাশ। ব্রহ্মরূপে বাস্তদেবে হইল বিশ্বাস॥ চন্দ্র সূর্য্য আঁখিরর বিশ্ব যাঁর দেহ। স্বর্গ বাঁর শিরোভাগ শৃক্ত বাঁর গেহ। ভূমগুল নাভি যাঁর পাতাল চরণ। দিক্ সম বাছ যাঁর নিশাদ পবন ॥ এইরূপে মহাচিন্ত। করিলে রাজন। ক্রমেতে বৈরাগ্য তাঁহে দিল। দরশন ॥ মহা বৈরাগ্যের ভার ত্যক্তি বিষয়াশ। সমাধির ইচ্ছা তাঁর হইল প্রকাশ।

হেন ইচ্ছা করি রাজা ডাকি পুত্রগণ। পাঁচ ভায়ে নিজ রাজ্য করিল অর্পণ ॥ অযুত বর্ষ রাজ। করিয়া শাসন। ত্যজিলেন রাজ্যধন শ্রীহরি কারণ॥ বিষম বিষয় ফাঁদে সায়ার বন্ধন। বৈরাগ্য বলেতে রাজা করিয়া শাসন॥ সন্নাস করিয়া রাজা হরা যান বন। সমাধিতে হেরিবারে শ্রীহরি চরণ॥ পুলহ আশ্রম সেই অতি পুণ্যময়। বিভাধর কুণ্ড তথা বিরাজিত হয়॥ সেই কুণ্ডে ভগবান করুণা আপন। ভক্তের লাগিয়া সদ। করে বিভরণ॥ কালিঞ্জর নামে গিরি তাহার নিকট। গণ্ডক পৰ্ব্বত তাহে অতীব বিকট॥ সেই গিরি তটে বহে গণ্ডকী তটিনী। কিবা স্থগোভন নদী মানদহারিণী॥ শালগ্ৰাম নামে শিলা তাহে ভগবান। নিত্য যাহে করিছেন হরি অধিষ্ঠান॥ হেন পুণ্য উপবনে পৃথিবীর পতি। সন্ন্যাসী হইয়া যেন পশে দিবাপতি॥ অফ্টাঙ্গ যোগেতে রাজা হয়ে নিমগন। আরাধেন সদা হরি হ'য়ে একমন॥ नव मृद्या भिना न'रय जूनमी मकन । ফলফুল দিয়া হরি পূজেন কেবল॥ এইরূপ সাধনায় সম গুণ বাড়ে। নরপতি ভক্তিভরে রহে করযোড়ে॥ দামাস্ত আমার আর যোগ আচরণ। ত্রিসন্ধ্যা করিয়া স্নান করেন পূজন॥ গারতীর দাধনায় পূজিয়া তপন। হেরেন হৃদয়ে যেন তাহে নারায়ণ॥ এইরূপে সেই রাজা করিয়া সাধন। মহাসিদ্ধি লাভ তাঁর হ'ল উপার্চ্ছন ॥ সমাধির বলে হেরি জ্রীমধুসূদন। আনন্দে অরণ্যে রাজা করেন যাপন।

হেন রাজ্যভোগ ত্যজি সেই নারায়ণে।
শ্রেষ্ঠ লোক সেই যেই ডাকে মনে প্রাণে॥
ভরত চরিত্র রাজা অতি মনোহর।
ভনহ বর্ণনা তার কহিব বিস্তর॥
এইস্থানে কহিলাম ভোগান্তে সাধন।
গাতে হয় মহাসিদ্ধ করিমু প্রমাণ॥
সিদ্ধের যত্তপি হয় মোহের উদয়।
ক্রণে কয় হয় তার সিদ্ধি সমুদয়॥
ভরতের ভাগ্যে তাহা হইল ঘটন।
ভন ইতিহাস রাজা করিব বর্ণন॥
উপেক্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভনিলে অবশ্য নাশ হয় পাপভার॥
ইতি ভয়তের বিদ্ধি বর্ণন সমায়।

অবণ ভরতের হরিণ জন্ম লাভ।

শুক সম্বোধিয়া কন পাণ্ডুবংশধরে। ভরতের সিদ্ধি নাশ শুন অতঃপরে॥ পূর্ব্বরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়া রাজন। হরিপ্রেমে রত হয়ে করেন ভ্রমণ॥ প্রভাতে করেন স্থান সংগ্রহণ সায়নে। সদা রত হরিচিন্তা মুক্ত প্রাণায়ামে॥ একদা প্রভাত কালে যতীক্র রাজন। গগুকীর তীরে যান হইতে শোধন॥ স্নান পূজা সমাপিয়া বসি তারোপর। বিশ্বনাথ বিশ্বলীলা করেন গোচর॥ প্রকৃতি শোভার প্রতি রাখিয়া নয়ন। করেন প্রণব জপ ধরি কিছুক্ষণ॥ মহা সিংহনাদ এক বনের ভিতর। উঠিল সহসা বেন ভেদিয়া অম্বর॥ সিংহনাদে কাঁপে সেই বন উপরন। সচকিত হন তাহে মুনীক্র রাজন॥ তৃষ্ণার্ত্ত হরিণী এক সে হেন সময়। জন আশে নদীতীরে উপস্থিত হয়॥

তৃষ্ণায় আকুল একে পূর্ণগর্ভা তায়। শুনিয়া সিংহের নাদ হৈল তার দায়॥ ভয়ের সহিত কিছু করি জলপান। দৈর্ঘ্য লক্ষ দিলা মুগী করিতে পয়ান॥ তীর হ'তে অতি উচ্চ ভূমি সমতল। গণ্ডক শৈলের শিলা পতিত কেবল॥ শিলোপরি লক্ষ দিলা হরিণী যথন। বেগভরে গর্ভ তার হইল পতন॥ সিংহনাদ ভয় একে তাহে গর্ভনাশ। ভীষণ যন্ত্রণা তার হইল প্রকাশ॥ শিশু তাহে চ্যুত হয়ে নদীর ভিতর। ত্বরায় পড়িল আসি স্রোতের উপর॥ হেন দৃশ্য দেখি মুগী হয়ে অচেতন। ত্যজিলা যন্ত্ৰণা বলে আপন জীবন॥ রাজর্মি ভরত দেখি এ হেন ঘটন। দয়াগুণে তাঁর হৃদি হ'ল উচাটন॥ . জলোপরি আসি রাজা দিয়া সম্ভরণ। নবজাত মুগ শিশু করিলা গ্রহণ॥ কোমল মুগের শিশু লইয়া রাজন। মূগীরে হেরিয়া দেখে বিলুপ্ত চেতন॥ আনিলেন সেই শিশু আশ্রমে আপন। যতনে করেন তারে রক্ষণাবেক্ষণ॥ একেতো তপস্বী রাজা বিশুদ্ধ অন্তর। মন তাঁর রত হৈল শাবক উপর॥ তাহার পালনে সদা অগ্রে হর্ষিত। তার তৃষ্টি সাধিবাবে থাকেন বেষ্টিত॥ একেতো কোমল শিশু তাহে অনুগত। তাহারে লইয়া রাজ। হয়েন উন্মত্ত॥ শয়নে ভোজনে আর করিতে ভ্রমণ। ক্রোড়ে সঙ্গে রাখিতেন হরিণ নন্দন॥ ভীষণ অরণ্য মাঝে ছিল হিংস্র ভয়। সমীপে রাখিয়া তারে থাকেন নিশ্চয়॥ ক্রমেতে বয়স তার হইল প্রকাশ। বিচরণ করিবার পাইল প্রয়াস।

নব নব কিশলয় করিয়া আছার। রাজাকে বেউন করি করিত বিহার॥ ফল পুষ্প ল'য়ে রাজা অর্চনা কারণ। যজ্ঞহলে পূজা লাগি করিত স্থাপন॥ অবোধ হরিণ শিশু আসিয়া তথায়। উচ্ছিষ্ট করিত সব মনের হেলায়॥ পুত্রসম রাজা তারে করিলে তাড়ন। দেখাতো কোমল ভাব হরিণ নন্দন॥ কপটে কুপিত হৈলে ভরত রাজন। করিত পশ্চাতে তারে শৃঙ্গে কণ্ডুয়ন।। সমাধির কালে আসি তাঁহার নিকট। সাধনায় ব্যাঘাত সে করিত উৎকট॥ এইমতে পুত্র সম ভাবিয়া রাজন। হরিণ পালনে রত হৈল তাঁর মন॥ ক্রমে পূজা উপাদনা দমাধির বল। হরিণ মমতা বলে হইল বিফল॥ হরিণ অন্তর হৈলে সমাধি সময়। হরি চিন্তা নাশি নৃপে মৃগ চিন্তা হয়॥ মুগ বিনা স্থপ তার না হয় আশ্রমে। এইমতে মায়া তার হরিণ ধরমে॥ হরিণ পালনে তার রত হৈল মন। দুর হৈল যত সিদ্ধি শ্রীহরি সাধন॥ হা হরিণ যো হরিণ হরিণ হরিণ। ভাবিয়া ক্রমেতে রাজা হয়েন প্রবীণ॥ মৃত্যুকাল ক্রমে তার উদয় হইল। ক্রমে বন্ধ হয় তার নিশ্বাস সকল॥ হেনকালে হেরে রাজা মূগের নন্দন। পুত্র সম তার পার্ষে করিছে রোদন॥ তাহারে কান্দিতে হেরি সেই চিন্তা করি। ত্যজিলেন রাজ্যেশ্বর নিজ দেহ তরী॥ মৃত্যুকালে মূগে হেরে তলগত মানস। লভিলেন মুগজন্ম সে যোগ তাপস॥ পূর্বব জন্ম সিদ্ধিবলে স্মৃতি রৈল তাঁর। হরিণ জন্মের কন্ট তাহাতে প্রচার॥

হরিণ হইয়া রাজা ভাবে ফলাফল। শ্বতি ভাবে অনুতাপ করেন কেবল। य धन लाशिया कुळ्क कति ताक्राधन। বৈরাগী হইয়া আমি পশিকু কানন। হরিণ মমতা লাগি ভুলি সেই ধন। ভুলিলাম অস্ক্রিমেতে শ্রীহরি চরণ॥ কোথা মম যোগ আর সমাধি আনন্দ। হইলাম মুগরূপ মম ভাগ্য মন্দ।। সামাভ্য মমতাপাশে পুণ্য মম ক্ষয়। ভীষণ মায়ার পাশে চিত্ত বন্ধ হয়॥ মায়ারে নিন্দিয়া রাজা অনুতাপ করি। সদা ভাবিলেন মনে হরিপদ তরী॥ হরি শ্মরি ক্রমে তার চিত্ত শুদ্ধি হয়। শুদ্ধ হৈল তার চিত্ত চিন্তিয়া চিপায়॥ তাজিতে হরিণ দেহ করিয়া মনন। মগদেহে ব্রহ্মচর্য্য করেন তখন॥ মহাত্রতে কর্মাফল হৈল তাঁর ক্ষয়। গগুকীর স্রোতে দেহ ত্যজে সে সময়॥ মুগদেহ ত্যজি রাজা মহা পুণ্যফলে। জিমালেন দ্বিজ গ্রহে মহা জ্ঞানবলে॥ শুন রাজ। পরীক্ষিত ইতিহাস তার। ইহাতেই কৰ্মফল হইবে বিচার॥ উপেক্ত রচিল গীত হরিকথা সার। শুনিলে নিশ্চয় যুচে মায়ার আঁধার॥ হরি খ্যান হরি জ্ঞান হরি চিন্তামণি। হরি না ভজিলে ত্রাণ নাহি পায় প্রাণী।..

ইতি ভরতের হরিণ জন্ম সমাপ্ত।

মধ স্কান্ত প্রাণাগান।
শুক কন সম্বোধিয়া পরীক্ষিত প্রতি।
ভরতের মৃক্তি শুন পাণ্ডব সম্ভতি ॥
কর্মাফলে জ্ঞানলাভ করিয়। রাজন।
মুগরূপ ত্যাগে পান বিশুদ্ধ জনম॥

রাজ্য মধ্যে ছিল এক পবিত্র ব্রাহ্মণ मःभात वाश्रमी किञ्च इतिभताग्रग॥ **ছ**ইটি রমণী সেই করিল গ্রহণ। একের গর্ভেতে হৈল নয়টি নন্দন॥ পুত্রগণ শম দম তপস্থা আচারে। পাইল উত্তম শিক্ষা বৃদ্ধি কলেবরে॥ অপর ভার্য্যাতে তার কন্স। পুত্র হয়। সর্ব স্থলক্ষণে পূর্ণ হইল তন্য ॥ এই পুত্ররূপে সেই ভরত রাজন। জিমালেন মুগ দেহ দিয়া বিদর্জন ॥ দেখিতে বটেন শিশু পূর্ণ জ্ঞানময়। জিমিয়াও পুণ্য স্মৃতি সমুদ্য রয়॥ জন্মলাভ করি রাজ। করেন স্মরণ। মায়াপাশে পূৰ্ব দেহে যতেক যাতন॥ সংসারে সংসারী হ'লে পাছে মায়াবলে। পুনরায় ভোগ তার হয় কর্মফলে॥ এই ভাবি জ্ঞানবলে জড়রূপ ধরি। সুক শান্ত ভাবে রন ভাবিয়া শ্রীহরি॥ শিশুকালে বাক্যহান হেরিয়া সকলে। জড়বেশ এই কথা সর্ববাই বলে॥ বাকাহান পজু হেরি জননী তাঁহার। মরমে অত্যন্ত ব্যথা পান নিরন্তর॥ জড়-মুক হৈলে পুত্রে কি হইবে বল। জনক জননী স্নেহ নহে হ্ৰাদবল। অতিশয় যত্নে তাঁরে করিয়। পালন। শুভক্ষণে দিলা পিতা সে উপনয়ন ॥ জনকের ইচ্ছা পুজে করিতে শিক্ষিত। পুজ্ৰ না পর্য জ্ঞানী নহেন বিদিত। কি শিক্ষা দিবেন পিত। ভরতের পাশ। যাঁর প্রাণ মন সদা হরিতে বিশ্বাস॥ এইমতে পিতা তাঁর ত্যজিল শরীর। আর ভায়ে পিতৃধন করিয়া বাহির॥ সকলে মিলিয়া তাহা করিয়া বণ্টন। মুকে অবহেল। করি না করে অর্পণ।।

না জানে সোদরগণ মূক কোনজন। জড়ভরত নাম দিলা প্রতিবাসিগণ॥ ি ব্রহ্মানদে মাতি রাজ। মৃকের সমান। · कलावत द्रष्टि क्र.य रेश्न मगांथांन ॥ নিব্রিন্য়া ও মূক হেরি যতেক সোদর। ঘুণা অবহেলা তাঁরে করে নিরন্তর॥ বলিষ্ঠ হেরিয়া তারে সকলে ধরিয়া। কৃষিকর্মে ভূত্য ভাবে দিল লাগাইয়া॥ সর্বব হুঃখে স্থা রাজ। যেমত রমণ। ক্ষমতার উপরেতে করেন কর্ষণ॥ বহু খাটাইয়া তারে যতেক সোদর। উচ্ছিষ্ট আহার দিত ভরাতে উদর॥ এ হেন নিষ্ঠুর কার্যো নিজ জ্ঞানবলে। উপেক্ষিয়া কর্ম্মে রন রাজা কুভূহলে॥ এইরূপে সবে তারে না বুঝি কারণ। কর্ম্ম জন্ম দিত তাঁরে বিবিধ गাতন ॥ একদা রুষের সম ক্ষেত্র কষিবারে। কোন প্রতিবেশী এক লইল তাহারে॥ সারা দ্বানিশি তাঁরে দিল খাটিবারে। তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁর সেই কশ্ম করে॥ নিশাকালে এক চোর প্রজের কারণ। ভক্তিতে কালিরে করে বিশুদ্ধ পূজন॥ नत পশু मरावली कतिया मनन । বলি লাগি বহু চোর করে অম্বেষণ ॥ নিশাকালে ক্ষেত্রমাঝে হেরিয়া ভরতে। নিৰ্কোধ ও মহামূৰ্থ ভাবি নিজমতে॥ ধরিয়া সকলে তাঁরে করিয়া বন্ধন। দেবীর উদ্দেশে লয়ে করিল গমন॥ পুত্র কামনায় চোর মহাপূজা করি। নরবলি লাগি আনে ভরতেরে ধরি॥ পড়গ লয়ে যবে যার করিতে ছেনন। তুলিলা হতীক্ষ খড়গ দেখিতে ভীষণ॥ মহাদেবী বৃঝি তবে ভরত অন্তরে। ভক্ত বলি চিনিলেন তাহারে সম্বরে॥

ভক্ত বধ হয় দেখি জননী তখন। নিজ হত্তে চোর মৃগু করেন ছেদন॥ পিশাচ পিশাচীগণে করিয়া আহ্বান। षाड्या फिला (ठातगरन लहेवारत थान ॥ ভীষণ হুক্কারে তবে দানবের দল। বধিলেক একে একে তক্ষরের দল॥ এইরূপে রক্ষা পায় জড় রাজ্যেশর। রহিলেন হরি স্মরি সম্ভুষ্ট অস্তুর॥ সিন্ধু সোবীরের পতি রাজ রক্ষগণ। একদা শিবিকালয়ে করিছে গমন॥ গমনের কালে পথে বাহক তাহার। নন্ট হৈল একপদ পাইয়া প্রহার॥ বাহকে বিনষ্ট হেরি আর কয়জন। বাহকের লাগি লোক করে অম্বেষণ॥ রাজার শিবিকা একে রাজা তাহে রয়। বহিতে হইবে স্বরা তাহাতে নিশ্চয়॥ নানা দিক অম্বেষিয়া বাহক সকল। পথমাঝে ভরতের সাক্ষাৎ পাইল॥ দেখিতে বলিষ্ঠ বটে মৃক জ্ঞানহীন। সহজে বহিবে রাজ। বলে নাহি ক্ষীণ॥ এত ভাবি তারে ধরি যুডি শিবিকায়। অতি কক্টে ভরতেরে শিবিকা বহায়॥ কিছু দুর গমনান্তে হৈল তার শ্রম। আর বহিবারে নুপ হইল অক্ষম॥ অক্ষম হেরিয়া তারে রাজ-বাহগণ। ক্রোধভরে দ্বেষ বাক্য করে উচ্চারণ॥ নানারূপে ক্লেশভাবে করিয়া শাসন। আজ্ঞা দিল তারে পুনঃ করিতে বহন। শাসনের ভয়ে তবে রাজর্ষি ভরত। যাইলেন মহাকষ্টে আরো কিছু পথ। কতদুরে গিগ়া তবে ত্যজিয়া বহন। শ্রম শান্তি লাগি পথে রহে কতক্ষণ॥ হেন ভাব হেরি রাজা কহিলা তাহায়। এত অল্পে শ্রান্ত চুফ্ট হ'য়ে স্থলকায়॥

শিষ্ণু সৌবীরের পতি আমি রহুগণ। মহা পুণ্যবলে মোরে করিছ বহন॥ ইচ্ছা যদি থাকে তোর রাখিতে জীবন। ত্বরায় আবার কর স্কন্ধেতে বছন।। এত যদি তিরস্কার করিল তাহায়। অতি হুঃথে প্রাণ তার ব্যাকুলিত হয়॥ অতি শ্রমে শ্বৃতি তাঁর হইল চঞ্চল। এই হেছু বাক্য কিছু কহেন কেবল।। অতি হ্রংখে বাক্য করি আপনি প্রকাশ। কহিতে লাগিলা রাজে আপন আভাদ॥ মায়াবী মানব রাজা তুমি রহুগণ। এতেক যন্ত্রণা মোরে দাও কি কারণ॥ কেবা রাজা কেবা প্রজা এই বিশ্বে হয়। কেবা বাহ্য কে বাহক কহত নিশ্চয়॥ ছু'দিনের তরে ধর মায়ার কারণ। হরির সমীপে প্রভূ ভূত্য কোনজন॥ জ্ঞানের নিকটে ভুচ্ছ হয় এ সংসার। মুক্ত জনে নাহি করে মন্দ ব্যবহার॥ অতএব বুঝি রাজ। করহ করম। অবশ্য থাকিবে তব পরম ধরম॥ জড়মুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ। আশ্চর্য্য হইয়া নৃপ রন কভক্ষণ॥ কতক্ষণ পরে হেরি ভরত শরীর। হেরিলেন স্থলক্ষণ রহে যত ধীর॥ **मीर्घवाङ् ञ्चिमाल উञ्चल বরণ।** প্রশান্ত ললাট দৃষ্টি উচ্ছল তপন ॥ হেন রূপ নেহারিয়া ভরত আকার। শিবিকা ত্যজিয়া রাজা হন আগুদার॥ আগুসারি রাজা তাঁর ধরিয়া চরণ। ক্ষমিবারে নিজ দোষ করে আরাধন ॥ সহজে প্রশান্ত তিনি বাক্য নাহি কন। অসম্ভব কাম ক্রোধ তাহে উদ্ভাবন॥ রাজার মিনতি হেরি করুণা আলয়। নানা জ্ঞান বাক্যে শাস্তি করেন তাঁহায়॥

জ্ঞান বাক্য শুনি তবে রাজা রহুগণ। পরিচয় ভরতের·নিতে হৈল গন ॥ পরিচয় ছলে তবে ভরত স্কজন। নুপেরে কহিল নানা মোক্ষ উপাসন॥ অবশেষে কন নূপে শুন নূপমণি। শ্রীহরি শ্মরিলে হুঃখ নাহি পায় প্রাণী॥ कर्पातारा जागा यनि कज नान रहा। শ্রীহরি শ্মরণে ত্বরা ভাগ্য শুভ হয়॥ তাহার প্রমাণ শুন রাজা রহুগণ। আমি পূর্বের জম্মেছিমু ভরত রাজন। হরি স্মরি রাজ্য ত্যজি প্রবেশিয়া বন। হরিণের মমতায় তুর্ভাগ্য ঘটন॥ সমতায় হৈল মম হরিণ জনম। কিন্তু হরি সেবা ফলে হৈল বিশ্মরণ। সেই শ্বতিবলে পুনঃ ত্রাহ্মণ আকারে। জন্মলাভ করিয়াছি এ হেন সংসারে॥ সেই হেতু সাধনার ফল হয় নাশ। সেই হেতু জড় আমি কিছুতে না আণ॥ নাহি হুখ নাহি চুংখ নাহি সঙ্গালাপ। কর্ম্মকল লাগি আমি করি যে বিলাপ॥ সংসারে ত্যজিয়া সঙ্গ হ'য়ে মুকজন। যেই ভজে সেই পায় শ্রীহরি চরণ। এক উপাখ্যান রাজা করহ শ্রবণ। তাহাতে সংসার চিত্র হ'য়েছে অঙ্কন॥ এত শুনি রাজা বৈদে লইয়া ভরত। শুনিবারে উপাখ্যান কহেন যেমত॥ এতেক বলিয়া শুক বলেন রাজায়। শুন রাজা পরীক্ষিত সংসার কোথায়॥ উপেব্রু রচিল গীত হরিকথা সার। শুনিলে অবশ্য নাশ হয় পাপভার ॥ ইতি জড়ভরতোপদেশ সমাপ্ত।

শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর। জড়ভরতের কথা অতি মনোহর॥ স্যতনে রহুগণ ভরতে পাইয়া। আপন প্রসাদে লন পবিত্র ভাবিয়া॥ নুপের যতন হেরি ঋষি মহাশয়। প্রকাশি আপন ভান রহুগণে কয়॥ মাথাপাশে বন্ধ তুমি রাজা রহুগণ। শ্রুতি বাক্য বোধ হয় অসাধ্য সাধন॥ যদি ইচ্ছা কর তুমি জ্ঞান লভিবারে। উপাখ্যান কহি এক শুন অতঃপরে॥ ত্রিভুবন মাঝে এক বিস্তৃত কানন। ভবাটবী নাম তার দেখিতে ভীষণ॥ বিভীষিকা পূর্ণ বন ভীষণ আকার। যাত্র বিতা ইন্দ্রজালে ঘেরা চারিধার॥ ব্যবসার বস্তু রূপে রহে দ্রব্যচয়। সত্ত রজে। তমো গুণে শাখী তাহে রয়॥ দেখিতে স্থন্দর হেরি সেই দ্রব্যচয়। দৃষ্টিমাত্রে বণিকের ক্রের ইচ্ছাহয়॥ অদুষ্ট সঞ্চিত দেখে বহু রত্ন ধন। লাভ আশা করি ধায় যত মহাজন॥ লোভে পড়ি বনমাঝে লাভ আশা করি। ত্রিভুবনে আদি যায় তাহার ভিতরি॥ অদুষ্ট ধনের ধনী যত জীবগণ। মায়াফল লভিবারে প্রবেশয়ে বন॥ দেহ রথে ভাগ্য ধনী যত মহাজন। বৃদ্ধিরে সার্থি করি প্রবেশিল বন। (महे वत्न ছয় कळा ছয় রিপু রয়। ভীষণ প্রবল তারা ভয়ক্কর হয়॥ হীনবল সার্থিরে করিয়া দর্শন। अनुष्ठे ७ थर्षा थन कत्ररत्र लूश्रेन ॥ যার যত বল হরি সার্থি বিনাশি। মহাজনে একে একে ফেলায় গরাসি॥

অণ ভবাটবী উপাখ্যান।

দহ্যতে হরিলে অর্থ নিঃস্ব মহাজন। সেইমতে সেই বনে করয় ভ্রমণ॥ অরণ্য মাঝারে থাকে আর ধূর্ভক্রন। দারাপুত্র আদি নামে শৃগাল কুজন॥ ধূর্ত্তরূপী শৃগালেরা যত মহাজ্ঞ । ভুলাইয়া রত হয় অভীষ্ট সাধনে॥ রুকগণ যথা হ্রপে হরে মেষগণ। সেইমত শৃগালেরা হরে মহাজন॥ তরু গুলা লতা পূর্ণ ভীষণ গহর । অরণ্য মাঝারে থাকে বহু থরে থর॥ মমতাদি নানা হুঃখ তাহার মাঝার। নানাবিধ বিষ-কাট করিছে বিহার॥ শুগালেরা হেরি তথা যত মহাজন। একে একে গহ্বরেতে করয়ে ক্ষেপণ। গৃহাশ্রম রূপী সেই মহা গর্ভচয়। নানা তুঃখ পাপকীটে রহে বিষময়॥ গহ্বরে পড়িয়া দেখে বণিকের দল। ইব্রজাল চারিদিকে নেহারে কেবল॥ গন্ধর্কের পুরী কোথা কোথা স্বর্গপুর। মণিমুক্তা কাগ্য কর্মা অনিত্য প্রচুর॥ হেনরূপ কাম্য কর্ম্ম দেখি মনোহর। ছুঃথে মিধ্যা স্থুখ দেখি হয় মনোহর॥ দেহ ধন জন গদে মোহ উপজয়। আত্মারূপে তাহাদেরই শ্রেষ্ঠ মনে লয় এ হেন বিশ্বয়ে তবে বণিকের দল। ধুত্রবক্ষে ধুনিত যেন নেহারে সকল॥ সংবৃদ্ধি সংদৃষ্টি ক্রমেতে বিলয়। অনিত্য বিষয়ে ক্রমে বিশাস নিশ্চয়॥ আ শ্রম গহবরে সদা হয় ঝিলিরব। শ্রবণেতে অতি কফ্ট হয় সে আরব॥ পেচকের সম সদা হইবে চীৎকার। ইহা শুনি মহাজন করে হাহাকার॥ এইরূপ স্থপ চুঃথে মাতি মহাজন। কুধায় ভৃষ্ণায় সদা হয় উচাটন॥

অবশেষে ভ্রমে ছুঃখে হইয়া কাতর। ফল আশে যায় পাপ তরুর গোচর॥ অধর্ম রূপেতে তরু অতি ফলবান। দেখিতে হৃন্দর মাত্র কটু আস্বাদন॥ তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে বণিকের দল। মরীচিকা মিথ্যা জলে যায় ভাবি জল॥ আত্মীয় বান্ধব সম স্রোত নেহারিয়া। নদীরূপে হেরি যায় জলের লাগিয়া॥ স্রোত নহে বালিময় শুক্ষ নাহি নার। প্রস্তর কলহরূপে শোভে চুই তার॥ পড়িলে তাহায় সবে শাস্তি আশা করি। বালুকা বিপদে আর ধরে রোগ অরি॥ দায়াদ ভাবিয়া কভু অন্ন আশা করি। দাবাগি মাঝারে পড়ি যায় দক্ষি মরি॥ দায়াদ দাবাগ্নি রূপে ভবাটবী মনে। অন্ন আশে মহাজন গিয়া পোড়ে প্রাণে॥ কোথা যক্ষ সম যত সংসারের পতি। ধন হরি পীড়া দেয় বণিকের প্রতি॥ এইরূপে সে গহ্বরে নানা পীড়া পায়। কার সাধ্য সেই হুঃখ বর্ণিতে জুয়ায়॥ শোকে মোহ মহাস্তর দেখিতে ভাষণ। সময়ে সময়ে আসি করে আক্রমণ॥ কভু পিতা-পুত্রে ইন্দ্রজাল ভাবি সার। ক্ষণক্রথ করি পরে করে হাহাকার॥ কভু আশা গিরি পরে করি আরোহণ। বিপদ কণ্টকে তাহা করে নিবারণ॥ কভু বা অনলে আদি সবার অন্তরে। ক্ষুধা ভৃষ্ণা পিপাসায় সকাতর করে॥ নিদ্রারূপী অজাগর সদা সর্ববৃক্ষণ। সময় পাইয়া সবে করে আকর্ষণ॥ নিদ্রাবশে জর্জ্জরিত করে শব প্রায়। আলম্মাদি তুর্দ্ধশায় সদা পীড়া দেয়॥ এইরূপে মহাত্রুথে ভ্রমে অন্ধ্র প্রায়। মোহরূপী অন্ধকৃপে শেষে ক্ষিপ্ত হয়॥

পঞ্চম গ্রন্থ

মধুরস সম বনে আছে নারীগণ। মধু আশে তার পাশে যায় মহাজন॥ বিষধর নারী সবে করি স্বামীচয়। মহাজনে ধরি কত পীড়ন পীড়য়॥ কেহ যদি নাহি পায় এ হেন পীড়ন। নারী সম মধু যদি করে আস্বাদন॥ অশ্য বলবানে আসি করিয়া প্রহার। কাড়ি লয় সেই মধু বিপদ অপার॥ শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি ষড় ঋতুচয়। অনাশ্রয়ে মহাজনে সকলে পীড়য়॥ এইরূপ ধন হীন হৈলে মহাজন। প্রবৃত্তির দোষে শিখে করিতে হরণ॥ সেই কর্মফলে পায় ভীষণ যাতন। কার সাধ্য কু-অদৃষ্ট করিবে শোধন॥ মোহবশে ভাগ্য হীন কেহ কেহ হয়। কেহ রোগী কেহ কেহ উন্মত্ত নিশ্চয়॥ এইরূপে ভাগ্যহীন যত মহাজন। সংসার অটবী মাঝে করিয়া ভ্রমণ॥ অবশেষে পাপভরে পেয়ে মহাভার। আপনার ভাগ্য নিজে করয় সংহার॥ কি বলিব রহুগণ অটবার কথা। কার সাধ্য শুদ্ধ থাকে অরণ্যে সর্ববিথা॥ मिक् रुखी मम वली यार्ग महायात्री। সে জন যগুপি হয় অরণ্যের ভোগী॥ আমার বলিয়া তার হয় অহস্কার। অহঙ্কারে বিষ্ণুপদ অপ্রাপ্তি তাহার॥ যেই জন একবার অরণ্য মাঝার। প্রবেশ করিয়া করে বারেক বিহার॥ অরণ্যের সীমা রাজা জন্ম জন্মান্তরে। নাহি পায় দেখিবারে কহিন্তু তোমারে॥ হাহাকার অনিবার হৃথ হুংখ মতি। শোক মোহে সমাপনে সনা কামে রতি॥ মায়াময় মনোরম হয় সে কারণ। স্পূৰ্ণনে বিবেক নাশ কহিছু রাজন।

লতা শাখা পুজ্পময় মহা বুক্ষচয়। নারীজন সম শোভে তথায় নিশ্চয়॥ পক্ষীধ্বনি কণ্ঠধ্বনি সদা তথা হয়। মধুর নিনাদে মক্ত পথিকেরা তায়॥ মোহিত হইয়া বৃক্তলে লয় স্থান। মহাসিংহনাদে তার লুপ্ত হয় জ্ঞান॥ ভীষণ গৰ্জ্জনে নিজ প্রতাপ প্রচারে। কার সাধ্য সে জ্রকুটী পারে সহিবারে॥ ভীত হেরি কঙ্ক গুধ্র পাষণ্ডের দল। কুমতি লইয়া তারা প্রকাশয়ে বল। কুমতি না বুঝে যত পথিক হুজন। আশ্রম পাইল বলি করয়ে মিলন॥ মহামোহে এইরূপ করে হাহাকার। শোকে ত্রুথে জর্জারিত জীবন তাহার॥ এইরূপে মুগ্ধ হয়ে যত মহাজন। কভু পুত্রাদির স্নেহে হ'তেছে বন্ধন॥ কভু বা প্রমাদ বলি করে অহঙ্কার। প্রমাদে বিশ্বত হয় মৃত্যুর আকার ॥ অপার ঘটনাময় সেই সে কানন। কত বা মোছিনী শক্তি করিব বর্ণন ॥ মায়া তার পথ-বাঁধে কহিলাম দার। তুমি রাজ। সেই পথে করিছ বিহার॥ যদি রাজ। চাও হিত জীবনে আপন। ভক্তিরূপী অসি করে করহ ধারণ॥ হরিপ্রেমে ছেদ করি সংসার বন্ধন। হেরহ সকল প্রাণী আপন মতন॥ সম দৃষ্টিমান হ'য়ে নিজ্ঞিয় হইয়া। প্রবৃত্তি বিনাশে রহ বৈকুঠে বসিয়া॥ বুবা রাজা রহুগণ আমার বচন। এমতে সংবাদ সাঙ্গ ভবের কানন। শুক কন সম্বোধিয়া পরীক্ষিত প্রতি। অপূর্ব্ব কাহিনী এই পাগুব সম্ভতি॥ ভরতের উপদেশ অপূর্ব্ব বিচার। বুঝিয়া করিলে কর্ম নষ্ট পাপভার॥

অপরে শুনহ রাজা ভরতের বাণী।
শুনিরা স্থন্ধির হবে সচকিত প্রাণী॥
মারামোহ ছুটি হয় ভবের কাননে।
সংসারের স্থুখ হৣংখ শোভে দেই বনে॥
কার সাধ্য ত্যুক্ত তাহা করিয়া প্রবেশ।
নাহি দিলে নারায়ণে আপন আবেশ।
উপেক্র রচিল গীত হরিকথা সার।
যাহাতে সুচিতে পারে মায়ার আঁধার॥
ইতি ভবাটবী বর্ণন সমাধ।

মণ ভরতবংশ চরিত্র কণন। শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত। ভরতবংশের কথা হয়ে অবহিত॥ রহুগণ রাজে দিয়া আত্ম পরিচয়। র্ভাষণ যোগেতে যোগী ভরত সে হয়॥ ত্যজিলেন আত্ম দেহ শ্মরি সেই হরি। দেহান্তে থাকেন স্থথে বৈকুণ্ঠে বিহারী। এইমতে ভরতের লীলা হ'লে। শেষ। অপার মহিমা তাঁর বর্ণিতে বিশেষ ॥ পুণ্য বংশ ভরতের রাজা পরীক্ষিত। মহিমা কিঞ্চিৎ শুন হ'য়ে অবহিত॥ ভরতের এক পুত্র নামেতে স্থমতি। িপিতা সম গুণবান হরিপদে মতি॥ খাষভের সম গুণী সকলেতে কয়। হরি অংশে জন্ম তার শুদ্ধ সত্ময়॥ হংসের পদবী ল'য়ে পালি প্রজাগণ। শ্রীহরি মহিগা করে জগতে কীর্ত্তন॥ দেবরূপে প্রজাজনে দেখায়ে প্রভাব। রাখিলেন হরি প্রতি আপন স্বভাব॥ জীবন্মুক্ত মহাজন হুমতি হুজন। কর্ত্তব্য পালিয়া এই ধরা প্রয়োজন ॥ অস্তিমে হরিতে লীন হয়েন স্কুজন। সম্যক্ মহিমা ভাঁর কে করে বর্ণন।

রন্ধসেনা নামে তাঁর আছিল কামিনী। রূপেতে অতুলা সেই স্থির সৌদামিনী॥ অতি পতিব্রতা সতী হরি প্রতি মতি। প্রদবিলা এক পুত্র রূপে রতি পতি॥ দেবজিত নাম তার দেবেন্দ্র সমান। কার সাধ্য ক্ষমতার করে পরিমাণ॥ দান যজ্ঞ ব্রতাদিতে রাখি নিজ মন। কর্ত্তব্য ভাবিয়া পালি রাজ্য প্রজাজন ॥ তুষ্টের দমন করি শিষ্টের পালন। কুলরক্ষা জন্ম করে পুদ্র উৎপাদন॥ হরিপদে মতি রাখি ত্যজিলেন কায়। হরি দৃত বৈকুণ্ঠেতে তাঁরে ল'য়ে যায়॥ আত্মরী নামেতে ছিল তাহার রমণী। রূপে চন্দ্র সমা আর গুণেতে মেদিনী॥ শুভক্ষণে স্বামী সেবি লভিলা সন্তান। দেবতাম্ব নাম তাঁর সর্বব গুণবান॥ বংশ অলঙ্কার পূত্র ধর্ম্ম নীতিময়। তেজে বৈশ্বানর সম মন বিষ্ণুময়॥ স্বধর্মে থাকিয়া রাজা স্মরি নারারণ। প্রদ্রা রাজ্য পালি অন্তে তাজেন জীবন॥ জীবনান্তে বৈকুপেতে হয় তাঁর স্থিতি। কল্লান্তে বৈকুণ্ঠে ভোগ কৰ্ম্ম ফল গতি॥ তার পত্নী ধেনু সতী গুণে ধেনু সমা। তড়িং পলায় লাজে রূপে অমুপমা॥ যৌবনে লভিয়া পতি লভিলা কুমার। পরমেষ্টি নাম তার পরম আকার॥ বিষ্ণুভক্তি অলঙ্কারে সদা তার জ্ঞান। দেব সম তেজে আর বলে বলবান॥ শক্রর কুতান্ত হন চুক্টের দমন। শিষ্টেরে পালিয়া রাজা করেন শাসন॥ হরিপদে মতি রাখি পালি প্রজাগণ। অন্তিমে তাঁহার হয় বৈকুঠে গমন॥ অতি কীর্ত্তিমান রাজ। বর্ণন না যায়। ন্তবৰ্চসা তাঁর পত্নী সর্ববজন গায়॥

রূপে অমুপমা আর সাবিত্রী গুণেতে। স্বামী লভি পুত্র লাভ করে আনন্দেতে॥ প্রতীহ নামেতে পুত্র বিষ্ণুপরায়ণ। বিষ্ণুনামে পরিপূর্ণ তাহার জীবন॥ বক্তমরা ধন্য হয় প্রতীহ শাসনে। বিষ্ণু-ভক্ত-ময়ী ধরা তাঁহার সাধনে॥ প্রজাগণে ডাকি রাজা শিখাতেন জ্ঞান। যাহাতে পাইবে তারা হুঃথে পরিত্রাণ॥ একদা ভাকিয়া সবে অনুভব করি। আত্মজ্ঞানে মতি রাজা বর্ণিলেন হরি॥ তাহার বর্ণনে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ। সিদ্ধ ভক্ত বলি তাহে দিলা দরশন ॥ প্রভীহের পত্নীনাম স্থবর্চলা ছিল। সর্বান্তনে গুণান্বিতা সকলে দেখিল। শ্বাশুডীর সম নামে সম গুণবতী। লভিলা কুমার তিন ল'য়ে সাধুপতি॥ পুত্রে দিয়া রাজ্যভার প্রতীহ রাজন। রম্যস্থান পাইলেন যথা নারায়ণ॥ প্রতিহর্ত্ত। প্রতিস্তোত। উল্গাতা আখ্যায়। তেজেতে কুমার তিন ব্যাপিল ধরায়॥ হরি নাম হরি যজ্ঞ হরি সংকীর্ত্তন। প্রজাগণে হরি সিদ্ধি করায় সাধন॥ হেন পুণ্য করি সবে পালি প্রজাগণ। কুলরক্ষা লাগি পুত্র করি উৎপাদন॥ অন্তিমে বৈকু গুপুরী করিলা দর্শন। কার সাধ্য সে মহিম। করিবে বর্ণন॥ প্রতিহর্তা ভার্যা স্তুতি স্তুতিরূপা হয়। অজ ভূমা নামে পুত্র সাধুজনে কয়॥ কনিষ্ঠ সে ভূমা নাম সর্ব্ব গুণধাম। তুই পত্নী বিভা তার শাস্ত্রের প্রমাণ॥ পুণ্য কর্ম্মে মতি রাখি সেই মহাজন। পশিয়া সংসারে করে রাজ্যের শাসন॥ তুই নারী গর্ভে করি পুত্র উৎপাদন। হরি যোগে করিলেন বৈকুঠে গমন॥

ঋষিকুল্যা নামে তার জ্যাগ্রদী রমণী। উদ্গীথ নামেতে পুত্ৰ পায় সেই ধনী॥ দেবকুল্যা নামে ছিল দ্বিতীয় কামিনী। প্রস্তার আখ্যায় পুত্র নর শিরোমণি॥ প্রস্তার কনিষ্ঠ বটে গুণে বলীয়ান। বিষ্ণুপদে মতি তার অতি গুণবান॥ নিজ গুণে লভি এই পিতৃ দিংহাসন। পুত্র সম পালিতেন যত প্রজাগণ॥ বিরংস্বা নামে তাঁর স্থরূপা কামিনী। রূপেতে তড়িৎ যেন প্রফুল্ল নলিনী॥ বিভু নামে তাঁর গর্ভে জন্মায়ে কুমার। প্রস্তার বৈকুঠে যান ত্যজিয়া সংসার॥ বিভূ সম গুণে বিভূ পালি প্রজাজনে। রাখিলা একান্ত মতি শ্রীহরি চরণে॥ পুণ্যবান যথা তিনি ভার্য্যা গুণবতী। বিষ্ণুর সেবায় রতা নাম তাঁর রতি॥ রতি সমা রূপে গুণে সে হেন কামিনী। স্বখ্যাতি প্রচার যাঁর বিস্তার্ণ মেদিনী॥ পুথুসেন নামে পুত্র করি উৎপাদন। রূপে গুণে সর্বক্রেষ্ঠ হরিপরায়ণ ॥ পুত্রে দিয়া ধরা ভার বিভু ভাবি হরি। বৈকুণ্ঠেতে যান রাজা অতি স্বরা করি॥ আকৃতি নামেতে ছিল পুথুর কামিনী। প্রণয়ে আবদ্ধা উত্তে চক্স ও রোহিণী॥ সংসারের লাঁলা করি ভাবি নারায়ণ। উভয়েই ধর্মে রত শান্তিপূর্ণ মন॥ শুভক্ষণে লভিলেন একটি কুমার। রাত্রি সম শান্তিদাতা নক্ত নাম তাঁর॥ নক্তেরে রাজহ দিয়া ত্যজি রাজ্যভার। বৈকুণ্ঠে যায়েন রাজা ত্যজিয়া সংসার॥ যৌবনে পাইয়া নক্ত র্য়তি নামে নারী। নিক্ষাম সকাম কর্মে থাকেন বিহারি॥ অতুল সম্পদ তাঁর পুথু বংশধর। ভোগ মোক্ষ চুই পথে তাঁহার অন্তর॥

**१५३म ऋङ्ग** ]

এ ভীষণ ব্রতে রাজা করি দেহ জয়। লভিলা ধার্দ্মিক পুত্র নাম তার গয়॥ তারে দিয়া রাজ্যভার ত্যজিয়া সংসার। ত্যজি নরদেহ যান বৈকুণ্ঠ আগার॥ গয় নামে তাঁর পুত্র ধান্মিক স্থজন। রাজনি তাঁহার খ্যাতি ব্যাপিয়া ভুবন॥ পিতা সম ভোগ মোকে মতি তাঁর হয়। তাঁহার শাসনে ধরা পূর্ণ পুন্যময়॥ দীর্ঘ আয়ু প্রজাজন আধি ব্যাধি হীন। যজ্ঞ ব্ৰতে তাঁর কীর্ভি সতত প্রবীণ॥ ভোগদেহ রাখি রাজা ধর্মে রাখি মন। সংসার মাঝারে ধর্ম করেন দর্শন॥ জ্ঞানেব্রিয়ময় তিনি হীন অভিমান। শুনিলে তাঁহার নাম লোকে পুণ্যবান॥ তাঁহার চরিত্র ল'য়ে মত্ত কবিগণ। লিখিত কতেক শাখা শাস্ত্রের লিখন॥ গ্র যজে স্ব স্থ অংশ করিতে গ্রহণ। আসিতেন দেবগণ লইয়া বাহন॥ সোমপানে ইন্দ্রসহ যত দেবগণ। উন্মন্ত হইয়া কেলী করিত সজন॥ যেই বিষ্ণু লাগি এত তপ যোগ দান। সে বিষ্ণু আসিত সেই যক্ত বিভাষান॥ হস্তে করি বক্তভাগ করিয়া গ্রহণ। সম্ভাষ্ট হইনু বলি বলিত বচন॥ সাকারে আসিয়া অগ্নি করিত হরণ। কার সাধ্য হেন কাঁত্তি করিতে সাধন॥ গয়ন্তী নামেতে সাধরী তাঁহার রস্ণী। তিন পুত্র লভে তাহে নর শিরোমণি॥ চিত্ররথ জ্যেষ্ঠ হর মধ্যম স্থগতি। সে অবিরোধন হয় কনিষ্ঠ স্থমতি॥ জ্যেষ্ঠ পুক্তে রাজ্য দিয়া মহারাজ গর। হরিরূপে হরিপুরে যায়েন নিশ্চর॥ পিতা সম গুণে সেই পুত্র চিত্ররথ। নানামতে প্রজাদের পূরে মনোরথ॥

। উর্ণা নামে সাধবী ভার্য্যা করিয়া গ্রহণ। সমাট নামেতে পুত্র করে উৎপাদন॥ পিতা সম পুত্র সেই লভিল যৌবন। চিত্ররথ করিলেন বৈকুঠে গমন॥ উৎকলা কামিনী সহ সম্রাট কুসার। হরিপদে মতি রাখি পশিলা সংসার॥ মরীচি নামেতে পুত্র অতীব স্থমতি। তাঁরে দিয়া রাজ্য রাজ। লীন হরি প্রতি॥ মরীচি লইয়া রাজ্য পেয়ে বিন্দুমতী। জন্মাইলা বিন্দুমান নামেতে সন্ততি॥ मत्रमा त्रमी ल'रत ताका विन्तूमान। জন্মাইলা মধু নামে রাজ্যি সন্তান॥ স্মন। পত্নীরে ল'য়ে মধু মহাজন। বীরব্রত নামে পুত্র করে উৎপাদন॥ ভোজ মামে ভার্য্যা ল'য়ে বারব্রত ধীর। মন্থন ও প্রমন্থ নামে জন্মাইলা বার॥ সত্যারে করিয়া বিভা মন্থু মহামতি। ভৌবন নামেতে পরে জন্মায় সম্ভতি॥ ভৌবনের স্বন্ধী নামে হইল কুমার। তার পত্নী বিরোচনা প্রণ্যের আধার॥ বিরজ নামেতে তার হইল সন্থান। অতি মহাবীর সেই অতীব বিদ্বান॥ সুর্যা সম তেজ আর শাসনে শমন। হরিব্রতে সদা ব্রতী ভাবে নারায়ণ॥ বিবৃচ। নামেতে তাঁর আছিল কামিনী। গুণে দময়ন্ত। সম। রূপে দৌদাগিনী॥ তাঁর গর্ভে শত পুত্র এক কন্সা হয়। সবে মহাকীভিমান স্তব্যপ্ত ধরায়॥ একে একে ভরতের যতেক সম্ভতি। করিলা প্রতাপে রাজ্য হরিপদে মতি॥ ধান্মিক হইয়া সবে করিল পাসন। কার সাধ্য সব কথা করিতে বর্ণন ॥ সকলেই ভোগত্তথে মাতায়ে সংসার। অন্তিমে বৈকুঠে গিয়া করয়ে বিহার॥

পুনঃ না সংসারে জন্ম কাহারই হয়। কর্মফলে একবারে স্বর্গে চলি যায়॥ এ হেন পবিত্র বংশ রাজা পরীক্ষিত। ভুবনে না ছিল কভু করিতে বিদিত॥ হেন বংশ কথা যেই করিবে কীর্ত্তন। প্রসন্ন তাঁহার প্রতি হন নারায়ণ ॥ ভরতের বংশকথা সে হেতু তোমায়। বৰ্ণিলাম তব কাছে নাশিতে মায়ায়॥ মহাভোগে ভোগী হ'য়ে ভাবে যদি হরি। ভরত বংশের সম যায় সেই তরি॥ তাই বলি মহারাজ স্থির করি মন। এক মনে ভাব সেই হরি নারায়ণ॥ ভূবনের কথা রাজা শুন অতঃপর। যথায় যে রূপে হরি হয়েন গোচর॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। শুনিলে শুনালে নাশ হবে মায়াভার॥

ইতি ভরতবংশ কংন সমাপু।

ত্বাণ পথন্ব প্রতিত ভগবানের স্থিতি নির্বন্ধ।
শুকদেবে সম্বোধিয়া কহে পরীক্ষিত।
এক কথা জিজ্ঞাসিব কহিবে বিহিত॥
ইতিপূর্ব্বে কহ গুরো মম বিক্রমান।
প্রিয়ত্রত কীন্তিকণা করিতে প্রমাণ॥
মহারাজ প্রিয়ত্রত র্থচক্রবলে।
সপ্তথাত হ'য়েছিল এই ভূমগুলে॥
সেই সপ্তথাতে হয় সাতটি সাগর।
সপ্তদ্বীপ রূপে ধরা তাহার ভিতর॥
চন্দ্র সূর্য্য যতদূর রহে বিক্রমান।
ততদূর এই ধরা শাস্ত্রের প্রমাণ॥
অতএব কহ খাষি দ্বীপের কাহিনী।
যে ভাবে পৃজিত মধা সেই নীলমণি॥
এই ধরা ক্ষুলরূপে সেই ভগবান।
সবার প্রত্যক্ষ হ'য়ে রহে বিক্রমান॥

ইহার কীর্ত্তনে ক্রমে হ'য়ে সূক্ষ্মবোধ। অবশ্য মানিবে তাহে অন্তর প্রবোধ॥ রাজার ভারতী শুনি শুক মহাশয়। ভূমি বিবরণ বাণী কছেন নিশ্চয়॥ শুনহ শৌনক আদি যত ঋষিগণ। অপরূপ স্থলরূপ এ চৌদ্দ ভুবন ॥ যেখানে যে ভাবে হরি হইত পূজন। যে স্থানের যে মাহাত্ম্য করিব কীর্ত্তন॥ শুক কন শুন শুন রাজ। পরীক্ষিত। কহিব ভূমির বৃত্তি শান্ত্রের উচিত॥ এই যে ভুবন রাজা করিছ দর্শন। কার সাধ্য পারিবেন করিতে বর্ণন॥ দেবতুল্য পরমায়ু যদি কারে। হয়। অগন্ত্য সমান যদি শক্তিমান হয়॥ তথাপি না পারে কেহ করিতে বর্ণন। চক্র সূর্য্য পৃথিবীর সব বিবরণ॥ সবার প্রধান হয় এই সপ্তদ্বীপ। কৰ্ম ভূমি সব এই উচ্ছল প্ৰদীপ॥ পদ্ম সম ভূমগুল দেখিতে আকার। সপ্তদ্বীপ একমাত্র কোষ হয় তার॥ সপ্তৰীপ একছল জমুদাপ নাম। কর্ম্মের আকর তাহ। কহে পুণ্যবান॥ নিযুত যোজন দীর্ঘে প্রস্থে তাহা হয়। সরসিজ পত্র সম বর্ত্ত ল নিশ্চয়॥ এই দ্বীপে নয়বর্ষ ভাগে হয় নয়। ভদ্রশ্বে ও কেতুমাল সর্বা ক্ষুদ্র হয়॥ সহস্র যোজন হয় তাহার বিস্তার। অতীব পবিত্র দ্বীপ স্থন্দর আকার॥ দীমার নির্দেশ লাগি আট কুলাচল। নয়বর্ষে আট সীমা রাখিল কেবল। হিমালয় আদি হয় তাহাদের নাম। ক্রমেতে বর্ণিব রাজা তব বিস্থমান॥ সর্ববেশ্রেষ্ঠ ইলাবত সর্বব মধ্যন্থল। তাহার মাঝারে রহে হুমেরু অচল॥

পদ্ম যথা কর্ণিকার মধ্যস্থলে রয়। ভূমগুলে সে স্থমেরু তেমতি নিশ্চয়॥ উচ্চতা যোজন লক্ষ শতেক বিস্তার। ইলাবত পরিমাণে সমান তাহার॥ ইলাবত তিন বর্ষে রহে বিভাজন। কুরু, হির্থায় আর রম্যক গণন॥ তিন বৰ্ষ দীমা লাগি তিন কুলাচল। নীল শ্বেত শৃঙ্গবাস বিখ্যাত কেবল। জলনিধি পরশিয়া এই তিন গিরি। রহিয়াছে ইলাবত নামেতে প্রচারি॥ দক্ষিণে উহার আর রহে তিন গিরি। হেমকুট ও নিনধ হিমালয় গিরি॥ তাহার দক্ষিণে রহে নামেতে ভারত। হরি আর কিম্পুরুষ আদি বর্ষ যত॥ পূর্বের রহে মাল্যবান অতি স্কশোভন। তাহার পার্ষেতে কেতুমাল স্থগণন। পশ্চিমে ভীষণ গিরি সে গন্ধমাদন। ভদাশ তাহার পার্শ্বে করিহ গণন। এইরূপ তিন দিকে রহে বর্ষত্রয়। ইলারত উত্তরেতে সাগর নিশ্চয়॥ মধাস্থলে মেরু রহে বেড়ি গিরি চারি। হুপার্থ কুমুদ আর সে মন্দর গিরি॥ স্থমেরু মন্দর নামে চতুর্থ সে হয়। সকল উপরে চারি পাদপ রহয়॥ মন্দরেতে আত্র আর জম্ম স্থমন্দরে। কদম্ব স্থপার্ষে বট কুমুদ উপরে॥ ভীষণ বিস্তীর্ণ ব্লক্ষ শাখা পত্রময়। ধ্বজারূপে জানাইছে ব্রহ্মাণ্ডে নিশ্চয়॥ উহাদের ফল রসে বহে যায় জল। তাহাতে জন্মায় বারি সরিৎ কেবল। চারি পার্শ্বদিকে রহে চারিটি উত্থান। বৈভাজক চিত্ররথ আর সে মান্দন॥ সর্বভদ্র নামে হয় চতুর্থ কানন। কত শোভা ধরে তাহা কে করে বর্ণন॥

রমণী-রমণ সহ যত স্থরগণ। সেই স্থানে সোহাগেতে করিছে ভ্রমণ॥ স্থমেরুর শোভা কত কহিতে না পারি। ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ স্থান বুঝহ বিচারি 🛚 শিরাদেশে তার রহে মহাত্রহ্মপুরী। স্বৰ্গ আদি অফলোক রহে সারি সারি॥ কি শোভা কহিব তার স্থবর্ণের চূড়া। প্রকৃতি সাজায় তাহা দিয়া মণি গুড়া॥ ইলারত মাহাজ্য সে না যায় বর্ণন। আপনি আসিয়া গঙ্গা করিল। বেষ্টন॥ ইতিহাস শুন রাজ। কহিব তাহার। यत् वनी यञ्ज किना जुनन भागात ॥ বামন রূপেতে হরি ছলিয়া তাহায়। তিনপদে ত্রিভূবন লন সমূদার॥ সেইকালে উদ্ধপদে লাগি ব্রহ্মাগারে। ছিদ্র হৈয়া জলধারা পড়ে দরদরে॥ সেই জল বিষ্ণুপদ করিয়া কালন। পরিত্রাণ করিবারে পড়িল ভূবন। গঙ্গার মহিমা যত বর্ণিব কেমনে। স্বর্গের মস্তকে তাহা রহে সর্বাদণে॥ তপে পেয়ে ধ্রুবলোক ধ্রুব মহাশয়। আদরে গঙ্গার বারি মস্তকেতে লয়॥ সপ্তর্ষি সকলে ল'য়ে সে গঙ্গার নীর। জটার মাঝারে রাথে শোভিতে শরীর ॥ বিষ্ণুপদে জন্ম ল'য়ে সেই গঙ্গা বারি। অগ্রে চক্রলোকে আসি হন অবতরি॥ চন্দ্র হৈতে ব্রহ্মলোকে স্থমেরুর শিরে। তথা হ'তে চারিধারে ভুবন ভিতরে॥ বংক্ষু ও অলকানন্দা ভদ্রা সীতা নাম। চারিরূপে সপ্তধারে করে পরিত্রাণ। সীতারূপী স্রোতনদী স্থমেরু হইতে। পড়িল আপন তেজে নানা পর্বতেতে॥ অপরে পড়িয়া গিরি গন্ধমাদনেতে। ভদ্রাশ্ব বাহিয়া যায় মহাসাগরেতে॥

গান্দিনীর তীরে স্থির কুমার নগর।
তথায় কায়ন্থ বংশে খ্যাত মিত্রবর॥
ক্রিবের কুলজাত শ্রীচণ্ডী চরণ।
কালিদাস পুত্র তাঁর জন্মে অডুলন॥
তাঁহার উদ্দেশে পুত্র জন্মে এই দাস।
অতীব অধ্য কিন্তু বিকু সেবা আশ॥

বিষ্ণু সেবা মনে করি লাগি ভক্তগণ।
গীত ছন্দে ভাগবত করিত্ব রচন।
যথাসাধ্য বর্ণিলাম শুনিলে রাজন।
এ স্থানে পঞ্চম ক্ষম্ধ কৈত্ব সমাপন।
উপেক্র রচিল গীত হরিকথা সার।
ভাগবত পুণ্য বাণী পুণ্যের আধার।

ইতি সপ্তবীপের সহিত ভগবানের ন্তিতি নির্ণয় ও নরকাদি বর্ণন সমাপ্ত।

SIER RECES

বে বি



## খ্ৰীমদ্ভাগৰত

## मछे कका।

-o%#%o---

## নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অগ অজামিলের মুক্তি। সূত কন সম্বোধিয়া যত ঋষিগণে। শুন ভাগবত বাণী যত দাধুজনে॥ রাজার আজ্ঞায় শুক ব্যাদের কুমার। যেইমতে বর্ণিলেন হরিতত্ত্ব সার॥ যেইমতে প্রশ্ন রাজা করেন তাঁহায়। উত্তরে জ্ঞানের লাভ ক্রমে দেখা যায়॥ পঞ্চমন্ধক্ষেতে শুনি কর্ম্ম ফলাফল। যেই কর্ম্মে পাপ পুণ্য নরক সকল॥ রাজা জিজ্ঞাদেন তবে মুনিরে প্রণামি। এক কথা জিজ্ঞাসিব কহ তুমি স্বামী॥ পুণ্যেতে সফল আর পাপে সাজা হয়। এ ঘটনা জীবভাগ্যে কহিল। নিশ্চয়॥ কিন্তু এক কথা ঋষি জিজ্ঞাসি তোমায়। শান্ত্ৰে কহে প্ৰায়শ্চিত্তে পাপী শুদ্ধ হয়॥ যদি জীব সদা পাপে হইয়া নিরত। প্রায়শ্চিত করে সদা হ'য়ে একমত।

বারবার প্রায়শ্চিত্ত আর পাপ করি। স্থা হয় পাপ পথে সতত বিহারি॥ কেমনে তাহার শুদ্ধি হইবে অন্তর। প্রায়শ্চিত্ত কিবা কার্য্য বল গুরুবর ॥ রাজার ভারতা শুনি শুকদেব কন। উত্তম করিলা প্রশ্ন তুমি হে রাজন॥ প্রায়শ্চিত্ত ত্রত আর তপস্থা নিচয়। জ্ঞান ধর্মা আর যত শুদ্ধ কর্মারয়॥ ভক্তিযুক্ত আচরণে শুদ্ধিলাভ হয়। ভক্তি বিনা কোন ফল কিছুতে না হয়॥ ভক্তি নামে এক পথ ধৰ্মমাঝে বদে। তাহার তেজেতে জীব পায় মোক্ষ রসে॥ সবার প্রধানা সেই সর্বব শুদ্ধকারী। ভক্তিংীন প্রায়শ্চিত্ত নহে ফলধারী॥ বিশুদ্ধ নদীর বারি মলিনত্ব নাশে। মগুভাগু শোধিবারে কভু না প্রয়াদে॥ তথা তপ প্রায়শ্চিত দানাদি নিচয়। না পারে শোধিতে ভক্তিশুম্খের হৃদয়॥

रियरे जम এ कीवरन रुति প्रताश्चर। কোন কর্মো তার লাভ নহে মুক্তি হুখ ভাই বলি হে রাজন ভক্তি করি সার। অচিরে সে কর্মে শুদ্ধ নহেত অসার॥ পুজন দেবন আদি নাম উচ্চারণ। এক মনে সংকার্ত্তনে ভক্তির সাধন॥ এই ভাবে যেই ভাবে সেই নারারণ। অবশ্য তাহার শান্তি হয় আহরণ॥ ভ্রমেও যন্তপি কেহ করে হরিনাম। মহাপাপী হইলেও পায় স্বৰ্গধাম॥ নামের মাহাত্ম্য রাজা করহ তাবণ। অজামিল নামে এক ত্রাহ্মণ নন্দন॥ বিষ্ণুদূতে যমদূতে মহ। বিদন্ধান। ভ্রমে হরিনাম ল'য়ে ঘটিল বিবাদ॥ কাম্মকুজ দেশে ছিল জনৈক ব্ৰাহ্মণ। অজামিল নাম তার অঠাব হুর্জ্জন॥ জিমিয়া ব্রাহ্মণ বংশে অতি কদাচারী। পাপ কর্মে রত সদা কুপথে বিহারী॥ এক শূদ্ৰ দাসী সহ হ'য়ে কাম মতি। ধর্ম ত্যজি হ'য়েছিল শুদ্রাণীর পতি॥ পাশাক্রীড়া চৌর্য্য আর করিয়া বঞ্চন। কৌশল করিয়া অর্থ করি উপার্জ্জন॥ দাসীরে লইয়া মগু সদ। করি পান। কামমদে মাতি সদ। ছিল জ্ঞানহীন॥ ক্রমেতে দাসীর গর্ভে জন্মিল কুমার। একে একে দশক্তন ভীষণ আকার॥ ক্রমেতে যৌবন তার হইল বিগত। মহাকাল বুদ্ধকাল হৈল সমাগত॥ অশীতি সংখ্যক আয়ু বৰ্ষ হৈল গত। ক্রমেতে উত্থান শক্তি হইল রহিত॥ দাদীর প্রণয়ে তবু সতত কাতর। কুকর্ম করিয়া পুত্র পালনে তংপর॥ কনিষ্ঠ শৈশব ছিল দেখিতে স্থন্দর। পিতার অত্যন্ত প্রির পাইত আদর ॥

সাধ করি পিত। দিল নাম নারায়ণ। সদা নারায়ণ বলি করে সম্বোধন। একদা ভীষণ কাল হইল প্রকাশ। ইচ্ছিল সে অজামিলে করিতে গরাস॥ মৃত্যু বাতনায় দিজ পড়ি ভূমিতলে। দাসী পুত্ৰ লাগি কত কান্দিলেক ছলে॥ কনিষ্ঠ সন্তানে শেষে সম্মুখে দেখিয়া। যাতনায় নারায়ণ বলিল ডাকিয়া॥ এদ বাপ নারায়ণ ধরহ আমায়। বুঝি মরিলাম আমি ঘোর যাতনায়॥ সেইকালে প্রাণ তার হইল বাহির। যমকৃত স্বরা করি ধরে তার শির॥ জন কত বিষ্ণুনূত তথা চলি যায়। নারারণ সম্বোধন শুনিবারে পায়। ত্বরায় তথায় তবে করি অস্থেষণ। জানিল উচ্চারে সেই বিপদে ব্রাহ্মণ॥ মনে ভাবি সবে তবে করি ত্বরাত্বরি। ধরিলেক অজামিলে যমনূতে বারি॥ অপরূপময় সবে স্থবর্ণ বরণ। বনমালা গলে দোলে কৌস্তুভ ভূষণ॥ বেণীরূপে কৃষ্ণ-কেশ পুর্চে শোভা পায়। বেণু ধ্বনি দদা করে যথার তথায়॥ পদেতে নুপুর আর ধরে পীতবাস। ভুবনমোহিত করে যে দেখে সে দাস॥ হেন মনোহর রূপে বিষ্ণুনূতচয়। যমদূতে নিবারিয়া স্পান্ট কথা কয়॥ শুন ওরে যমনূত আমাদের বাণী। কোন কর্মে ল'য়ে যাও অজামিল প্রাণী॥ মহাবিষ্ণুভক্ত এই স্থবোধ ব্ৰাহ্মণ। অস্তিমে ডাকিল উচ্চে সেই নারায়ণ॥ নারায়ণ বলি যেই ডাকে একমনে। কি সাধ্য যমের তারে লয় নিজ স্থানে॥ সাবধান সাবধান না কর পরশ। বৈকুঠে লইব এবে হইয়া হরষ॥

এত কথা শুনি কহে যমদূতগণ। দেখিতে হুন্দর বট অতি সাধুক্ষন॥ কৌনজন নারায়ণ কেবা হও সব। প্রকাশি বাধিত কর আপন গৌরব॥ পরিচয় বিনা মোরা পাপীর জাবন। কভু না ত্যজিব ইহা আমাদের পণ॥ এই কথা শুনি তবে বিষ্ণুনূতগণ। কহে যদৃত সবে করি সম্বোধন॥ বেদ ধর্মা পালনার্থে রত যমরাজ। তাহার সেবার লাগি কর সবে কাজ॥ ধর্ম জানি কহ কথা শুনি হে বচন। কোন ধর্মে অজামিলে করিবে গ্রহণ॥ হরিনাম মাত্রে হয় সর্বব পাপ ক্ষয়। নারায়ণ শব্দ মাত্রে মুক্তি তার হয়॥ এ বিশ্বের কর্ত্ত। যিনি তিনি নারায়ণ। আমরা তাঁহার ভূত্য করহ শ্রাবণ॥ ভক্তগণে দিবানিশি করিতে উদ্ধার। চরাচরে সর্বত্রই করি হে বিহার॥ অতএব বল দেখি কোন নীতিবলৈ। দণ্ডিবারে অজামিলে ধরিলে কৌশলে॥ প্রশ্ন শুনি যমদূত মনে পেয়ে ভয়। কহিতে লাগিল বাণী মধুর নিশ্চয়॥ আজীবন মনে জ্ঞানে কুকর্ম্ম যে করে। নর মাঝে সেই জীব পাপী নাম ধরে॥ এই পাপী অজামিল মহাপাপী হয়। শুন তার বিবরণ কহিব নিশ্চয়॥ জন্মিয়া ব্রাহ্মণকুলে হৈয়া উপনীত। উপযুক্ত বয়সেতে হৈলা বিবাহিত॥ ঘরেতে যুবতী নারী জনক জননী। ব্ৰহ্মচৰ্য্য আদি ব্ৰত সকলেই যানি॥ প্ৰথম বয়দে শুদ্ধ আছিল ব্ৰাহ্মণ। যাগ যজ্ঞ তপোদানে সদা ছিল মন॥ একদা অরণ্য হতে তাপদ আবাদে। আদিবার কালে পথে এক স্থানে বৈদে॥

যৌবন বয়স একে দেখিতে স্থব্দর। ব্রহ্মতেজ শরীরেতে তাহে শোভাকর॥ হেনরূপে যথা বৈদে শোভি তরুতলে। অদুরে আছিল এক কুটীর সে স্থলে॥ শূদ্রজাতি এক বেশ্যা ছিল সেই স্থানে। উপপতি সম্ভোগেতে রত মগ্য পানে॥ সম্ভোগে উন্মন্ত হয়ে মগুপান করি। স্ত্যুবক অজামিল অদুরেতে হেরি॥ কটাকে হরিল এই ত্রাক্ষণের মন। তদবধি এ ব্ৰাহ্মণ ভুলিল আপন॥ বংশের মর্য্যাদা আর জনক জননী। কুলধর্মা ব্রহ্মজ্ঞান স্বধর্মা রমণী॥ সকলে ত্যজিয়া মতি শুদ্র। সহবাস। যতেক কুকর্মে ক্রমে করিলা প্রয়াস॥ চৌর্য্য প্রবঞ্চনা আর যত পাপচয়। নারীহত্যা নরহত্যা জীবহত্যা হয়॥ সকল পাপের ক্রমে করি আহরণ। দাসী ও দাসীর পুত্র করিয়া পোষণ॥ অস্তিমে রাখিল পুত্রে নাম নারায়ণ। মৃত্যুকালে সে শিশুরে করে সম্বোধন॥ শিশুরে ডাকিল মাত্র নহে ভগবান। কিরূপে এ মহাপাপী পাবে পরিত্রাণ॥ অতএব ত্যাগ কর সব সাধুজন। নরকে লইব এরে করিতে পীড়ন॥ এত শুনি উচ্চ হাসি বিষ্ণুদূতগণ। কৃছিতে লাগিল তবে মধুর বচন॥ না জানি অমূত যদি কেহ করে পান। অবশ্য অমর তার হয়ে থাকে প্রাণ॥ হরিনামায়ত এই চুর্ল্জন ব্রাহ্মণ। নাহি জানি অস্তিমেতে করে উচ্চারণ॥ নামের গুণেতে শুদ্ধ অন্তর ইহার। সেই হেতু বিষ্ণুলোকে যেতে অধিকার॥ হরিনাম প্রায়শ্চিত সকলের সার। একমনে করিলেই হইবে উদ্ধার॥

জানিলে যে পুণ্য তাহা না জানিলে হয়। হরিনাম দ্রব্যগুণে পাপ নাশ হয়॥ এত শুনি যমদূত ভয় পেয়ে প্রাণে। ত্বরায় যাইল চলে যমের সদনে॥ এতক্ষণে অজামিল ছিল অচেতন। মীমাংদা শুনিয়া পুনঃ পাইল চেতন ॥ পাপের পীড়ন শুনি যমদূত মুখে। হরিনাম দদা করে ভাসি মনোত্রুথে॥ অতএব প্রাণ পুনঃ করিয়া ধারণ। একান্তে রাখিল। সেই হরি প্রতি মন॥ বিষ্ণুত্ত মুখে শুনি হরি তত্ত্ব সার। প্রণাম করিল তবে চরণে সবার॥ সকলে বিদায় করি হরি করি মন। গঙ্গার তীরেতে ছিজ করিল গমন॥ তথা এক দেবালয়ে করিয়া আসন। ভীষণ বৈরাগ্যে করি জ্ঞান আছরণ॥ ভক্তিবলৈ জ্ঞানবল করি একাধার। ত্যজিল আছিল যত মায়া অহঙ্কার॥ পাপ মায়া একেবারে সব হৈল নাশ। হরিনাম দ্রব্যগুণ মাহায়্যে প্রকাশ। এইরূপে শেষ করি আপন সাধন। স্থথেতে সে হরিপদে ত্যজিল জীবন॥ मृज्यकारल विकुन्ठ ल'रय वर्ग तथ। লইয়া চলিল দেখাইয়া স্বৰ্গপথ॥ বিষ্ণুর পার্শ্বদ ক্রমে অজামিল হৈল। নামের মাহাত্ম্য রাজা ইথে প্রকাশিল। ভক্তি আহরণ লাগি ব্রত প্রারশ্চিত। নচেৎ কৰ্ম্মেতে কত্ব নহে শুদ্ধ চিত্ত॥ এত বলি শুকদেব হইলেন স্থির। আশ্চর্য্য মানিয়া রাজ। হয়েন অধীর॥ উপেক্স রচিল গীত হরিকথ। দার। ভক্তিজ্যোতি প্রাপ্তে যায় সংসার আঁধার 📝 ইতি অজামিলের মুক্তি সমাপ্ত।

অগ বম ও বমদূত সন্থাদ।

বিষ্ণুনুত অজামিলে করিলে গ্রহণ। আশ্চর্য্য মানিল যত যমদূতগণ ॥ মান অপমান ভয়ে হ'য়ে তুঃখমতি। স্বরার আসিল সবে যথার নুপতি॥ কাঁদি বিনাইয়া কহে করি যোড়কর। অবধান কর রাজ। বিপদ বিস্তর ॥ চারিয়ুগে রাজ্য ভুমি করিছ রাজন। আমরাও পালি তব অথও শাসন॥ কার সাধ্য আমাদের অপমান করে। পাপীজনে তব আগে আনি স্বরা করে॥ অপূর্ব্ব ঘটিল আজ রাজ্য বিশৃঙ্খল। তোমার অধীন রাজ্য হইল বিফল ॥ এক মহাপাপী ছিল অজামিল নামে। শূদ্রপতি সে ত্রাহ্মণ কাশ্যকুজ ধামে॥ চৌর্য্য প্রবঞ্চনা আর যতেক কুকর্ম্ম। সতত করিত দ্বিজ নাহি মানি ধর্ম॥ আজীবন কামনায় শ্ৰদ্ধা ভক্তি হীন। ক্রমে তার আয়ুবল হইলেক ক্ষীণ॥ মরণ কালেতে সেই যাতনার বশে। শিশু পুদ্র নারায়ণে ডাকে উচ্চভাষে॥ ডাকিবার মাত্র তার দেহ ত্যজে প্রাণ। আমরাও পাপী জানি হৈতু আগুয়ান॥ পাশ লয়ে যবে তারে করিতু বন্ধন। কোথা হ'তে উপস্থিত সাধু চারিজন॥ অপূর্বৰ রূপের ভাতি বিষ্ণুকৃত সম। বলে মোরা বিষ্ণুকৃত বৈকুণ্ঠেতে ধাম॥ অশেষ বিশেষ সবে করি অপমান। আপনারে কত তুষ্ট কহিল বয়ান॥ অবশেষে সবে কহে কিসের কারণ। করিলা এ ভক্তজনে পাশেতে বন্ধন॥ মৃত্যুকালে যেইজন বলে নারায়ণ। কি আছে এমন পাপ না হয় নাশন।

যমের ভূত্য তোরা যম যার কিন্ধর। সেই বিষ্ণু নাম করে এই দ্বিজ্বর॥ ত্যাগ করি মানে মানে যাও অস্ত স্থানে। নাহি কোন অধিকার ইহার পরাণে॥ এত বলি খেলাড়িয়া দিল সবাকায়। পুনঃ বাঁচাইয়া দিল পাপিষ্ঠ জনায়॥ আশ্চর্য্য কৌতুক রাজা হেরিকু নয়নে। তোমা ছাড়। কর্ত্তা কেবা জীবের মরণে॥ কহ রাজ। বিশেষিয়া এই সমাচার। হইল রাজত্বে তব বড় অত্যাচার॥ দৃত মুখে বাণী শুনি হৃষ্ট যমরায়। আদর করিয়া কহে বচন সবায়॥ শুন দূতগণ দবে আমার বচন। আমাপেকা শ্রেষ্ঠ হন সেই নারায়ণ॥ যাঁহার নিয়মে চলে এই চরাচর। বাঁহার তেজেতে জীয়ে জঙ্গম স্থাবর॥ যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর। চন্দ্র ও নক্ষত্র আদি জ্যোতিক নিকর॥ বায়ু অগ্নি বারি আদি এই পঞ্চুত। যাঁহার মিলনে বিশ্ব হইল অদ্ভূত॥ যাঁহার অধীন ব্রহ্মা লোক মহেশ্বর। আমি আর দক আদি প্রজাপতিবর॥ সেই নিত্য নিরঞ্জন নামে নারায়ণ। ভক্তের অধীন তিনি মঙ্গল কারণ॥ জীবের মুক্তির হেতু সেই দয়াময়। নানা মৃতি নানা নাম ধরে মহাশর॥ ভ্রমে যদি জীবে ভাবে তাঁহার আকার। অথবা মনেতে করে নামের বিচার॥ ক্ষণমাত্রে মহাপাপী পুণ্যময় হয়। ত্যজিয়া সংসার জ্বালা বৈকুঠেতে রয়॥ সেই হেতু মহাপাপী সেই যে ব্ৰাহ্মণ। ভ্রমে উচ্চারিয়া পুক্র নাম নারায়ণ॥ নাম দ্রব্যগুণে তার পাপ হৈল নাশ। বিষ্ণুদূত বিষ্ণুপথে পাইল প্রকাশ॥

যথা হরিগান হবে হরি তত্ত্ব বাণী।
তথা মোর অধিকার মুক্ত যত প্রাংশী।
অতএব ভক্তজনে করিয়া নির্ভয়।
আনিবে পাশীরে ভূত্য আমার আলয়
শ্রীহরি মাহাত্ম্য কথা ওরে অনুচর।
একমুখে কার সাধ্য বর্ণিতে তংপর।
এত বলি ভুক্ত করি নিজ ভূত্যজনে।
বিচারে বসিলা যম নিজ সিংহাসনে।
আপন কর্ম্মেতে রত যমদূত্রগণ।
ভক্তেরে ত্যজিয়া করে পাশীরে গ্রহণ।
উপেন্দ্র রচিল গাঁত হরিকথ। সারা।
হরিনাম মাহাজ্যের করিতে বিচার।

ইতি যম স্বাধ্য সমাধ্য।

অণ ইকু কর্ত্ব বৃহস্পতির অপমান। শুক কন শুন শুন পাণ্ডুবংশবর। গুরুর মাহাত্ম্য শুন হ'য়ে একান্তর॥ অভিমানে যদি কেহ হ'য়ে হতজ্ঞান। মন্ত্রদাতা গুরুজনে করে অপমান॥ সম্পত্তি তাহার নাশ হয় সেইকণ। বিবিধ বিপত্তি তার সর্ববদা ঘটন॥ নারায়ণরূপী গুরু গুরু মহাবল। গুরুহীনে ইন্দ্র হন নিজে হত বল॥ একদা করিল ইন্দ্র গুরু অপমান। বুহস্পতি মনোহুঃথে কৈল অন্তর্জান॥ অস্থরে আসিয়া স্বর্গ কৈন পরাজয়। গুরুহীনে ইন্দ্রসেনা হৈল বলক্ষয়॥ ব্রহম্পতি অপমান শুন পরীক্ষিত। কহিলেন শুকদেবে হইয়া বিনীত॥ কেন ইন্দ্র করিলেন গুরু অপগান। নিষেধ না করে কেহ থাকি বিভাষান। কেন ঋষি বৃহস্পতি কহ অকারণে। অপমান হইলেন দেবতার স্থানে॥

কিরূপে অহুর আসি বৈজয়ন্তী নিল। ইন্দ্রের তুর্দাশা তাহে কেমনে হইল॥ অপূর্ব্ব বারতা ইহা লীলা মায়াময়। 🗐 গুরু মাহাত্ম্য ইথে যদি প্রকাশয়॥ গুরু গুণ সহ যদি হরিনাম হয়। অপূর্ব্ব মধুর তাহ। কহ মহাশয়॥ শুনি পরীক্ষিত বাণী শুকদেব কন। শুন শুন একমনে স্থভদ্র। নন্দন॥ ব্রক্ষার অনুজ্ঞ। মতে দক্ষ মহাশয়। করিলা পুত্রের সৃষ্টি শাস্ত্রে ইহা কয়॥ নারদের উপদেশে যত পুত্রগণ। বৈরাগ্য প্রভাবে হৈল হরিপরায়ণ॥ তাহাতে স্তির কিছু না হল বর্দ্ধন। ক্রমে গত আয়ু হ'ল সকল নন্দন॥ প্রজাপতি দক্ষ তবে স্বজিল। কামিনী। একাক্রমে ষষ্টি কন্সা রূপে দৌদামিনী॥ চন্দ্র আদি যত ছিল প্রজাপতিগণ। সকলে করিলা দক্ষ কন্সা সমর্পণ। কশ্যপেরে ত্রয়োদশ কন্সা কৈল দান। তাঁহার বংশেতে জন্মে দেব জীব প্রাণ॥ দিতি ও অদিতি নামে আছিল কামিনী। উভয়ে কশ্যপযোগে হইল গভিণী॥ দিতি হৈতে অস্তরের জন্ম হৈল সার। অদিতি হ'তে স্থরের জন্ম এইবার॥ সাগর হইতে জম্মে গুরু রহস্পতি। জ্ঞানবলে দেবগণে পালে মহামতি॥ দেবেরা অমৃত বলে হ'য়ে মহাবল। ব্ৰহম্পতি সহযোগে লভে জ্ঞানবল॥ সবার অধীপ হ'য়ে স্বর্গে করে বাস। অস্তরগণেতে করে পাতালে নিবাস॥ সময়ে দেখিলে দেবে কছু হীনবল। অন্তরে যাইয়া স্বর্গ করে করতন॥ এইরূপে স্থরাস্থরে বৈরিত। বন্ধন। শুক্রাচার্য্য অম্বরের গুরুস্থানী হন॥

ব্রহম্পতি শুক্রাচার্য্য তুই দলে জানী। উভয়ের ক্ষমতাতে উভয়ে সম্মানী॥ একদা সম্পত্তিমদে মাতি বজ্রধর। দেবগণ সহ স্বর্গে প্রাসাদ ভিতর॥ মন্ত রন রঙ্গরদে অপ্পরী লইয়া। নৃত্য গীত মগুপানে হত চিত্ত হৈয়া॥ বৈজয়ন্তী সিংহাসন অতি শোভাকর। চন্দ্র সূর্য্য সম শোভে হীরক নিকর॥ গ্রহগণ সহ শোভে যত দেবগণ। মধ্যস্থলে ইন্দ্র দেন দ্বিতীয় তপন। সম্মুখে বিচ্ঠাৎ সম স্বৰ্গীয় কামিনী। স্থাপানে মত্ত হ'য়ে করে গীতধ্বনি॥ রমণীর স্থামাখা সঙ্গীত পরশে। দেবসহ দেবপতি ছিলেন হরষে॥ হেনকালে দেবগুরু সাধু রহস্পতি। দে সভার মাঝে তবে করিলেন গতি॥ মধুর দঙ্গীত মগুপানে হতজ্ঞান। রমণী সম্ভোগে মন্ত সবার পরাণ॥ কেই না সেকালে কৈল গুরুর সন্মান। তাহাতে হয়েন ক্ষুদ্ধ আচাৰ্য্য প্ৰধান॥ ক্ষুব্ধ হ'য়ে জানিলেন আপনার মনে। ঐশ্বর্যে উন্মন্ত ইন্দ্র হইল একণে॥ কার তজে এ ঐশর্যা জানে না অন্তরে। করিব ঐশ্বর্য্য নাশ যা আদে বিচারে॥ এত ভাবি দেব গুরু হৈল অন্তর্দ্ধান। হেথা শচীমুখ মধু ইন্দ্র করে পান॥ সময় হইলে গত নৃত্য করি শেষ। ইন্দ্রের চেতন হৈল ভাবিয়া বিশেষ॥ সভাতলে দেবগুরু না হয় প্রকাশ। রাজকার্য্য বিশৃত্বলা পুরি দেববাস॥ অমঙ্গল চারিদিকে হইল প্রকাশ। মঙ্গলের শোভা ক্রমে হইলেক নাণ॥ মনছঃখে শচীপতি বুঝিলা কারণ। গুরুজনে অপমানে এই বিড়ম্বন ॥

দেবগণ সিদ্ধগণ আর সাধুগণ। लहेशा कतिला हेट्स विविध मञ्जल ॥ সকলে সংহতি করি ক্রমে হুরপুরী। ফিরিলেন গুরু লাগি অস্থেষণ করি॥ কোথাও না পান গুরু হৈল সর্বনাশ। ঐশ্বর্য্য মনের তুঃখ হৈল পরকাশ॥ হেথ। অহুরের দল পেয়ে সমাচার। শুক্রাচার্য্যে জিজ্ঞাসিল বিহিত ইহার॥ গুরু আজ্ঞা দিল সবে করিতে সমর। গুরুহীন দেবগণে করিতে কাতর॥ ভীমনৃত্তি শস্ত্রপাণি অহুরের দল। স্বর্গের ছুয়ারে আসি করে কোলাহল॥ গুরুবল হীন হ'য়ে ত্রাস্ত দেবগণ। অন্তরের শব্দে সবে ভাবে মনে মন॥ উপযুক্ত আর গুরু চাহি এ সময়। নচেৎ কেমনে হবে স্থারের বিজয়॥ এত ভাবি সর্ববন্ধনে না পেয়ে উপায়। ত্যজিল দানব ভয়ে আপন আলয়॥ শচীদহ শচীপতি ত্যজি দিংহাদন। गत्नाष्ट्रार्थ अङ्ग लागि कतिला जन्मन ॥ ঐশ্বর্যা হইল নাশ গুরু অবহেলি। মজিকু বিষম পাপে করি রুখা কেলি॥ এইরূপে দেবনাথ পরিতাপ করি। অপমান ভয়ে যান রণে আগুসারি॥ তুমুল সংগ্রাম তাহে হইল প্রচার। দেবান্তরে রণ বেড়ি স্বরগের দার॥ ঘোর কোলাহল ধ্বনি রথের ঘর্ষর। বজ্র সম ভীমনাদ ভীম ভেরী স্বর॥ বিদ্যুৎ চমকে যথা তথা ছুটে তীর। অস্ত্র চলে ধারা যেন বরিষার নীর॥ উর্দ্মি সম গতিমান উভ সেনাদল। স্তমেরু সমান সবে রণেতে অটল॥ পাষাণ সমান হেন ভীম অস্ত্রধারী। পর্বতের অঙ্গ যেন শালরক সারি॥

হেন ভাবে তুই দলে করিয়া সমর। শোণিতের স্রোত যেন বহিল সাগর॥ ক্রমে সমরেতে দেব হৈল পরাজর। পড়িল দেবতা কত কহিবার নয়॥ অমর বলিয়া পুনঃ পাইল চেতন। হস্ত পদ করি শির হইল তেমন॥ এ হেন সমরে হারি অমর নিকর। অমুচরগণ সহ পলান সম্বর II উপায় না হেরি সবে হইয়া কাতর। বিচারিয়া যান সবে ব্রহ্মার গোচর॥ কি কৰ্ম্মে এ হেন ফল হৈল মহাশয়। বুঝিতে যাইল যথা ব্ৰহ্মলোক হয়॥ গুরুজন অপমান ঐশ্বর্য বিনাশ। শুন রাজা পরীক্ষিত ইথে পরকাশ॥ অপরে কি ঘটে রাজা করহ শ্রাবণ। মধু ভাগবত বাণী ব্যাদের বর্ণন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। শ্রীগুরু মাহাত্ম্য কথা ইহাতে প্রচার॥ ইতি বৃহস্পতির অপমান কং। স্মাপা।

শ্বথ ইক্সের প্রতি ফ্রার . কাধ।
স্বরগ অতীত সেই ব্রহ্মার নগরী।
আপনি আপন রূপে রহে শোভা করি॥
শান্তিপূর্ণ সেই স্থান মন্দাকিনা বয়।
ঋষিগণ ব্রহ্মার্যানে সদা তথা রয়॥
গ্রীপ্র বর্ধা আদি পাতু ব্রহ্মার আজ্ঞায়।
ও ভুবন মাঝে আদি সর্ব্বত্র বেড়ায়॥
হেন মনোহর স্থানে ব্রহ্মা মহাশয়।
ক্রিভুবন আলো করি পদ্মনাঝে রয়॥
ব্রহ্মার সমীপে গিয়া যত দেবগণ।
মহেক্রে সন্মুখে করি করিল গমন॥
প্রথমি মহেক্র কন ইইয়া কাতর।
রক্ষা কর প্রক্লাপতি অমর নিকর॥

কি কর্ম্ম করিমু আমি বলিতে না পারি। তাহে গুরুদেব সবে করিলা ভিখারী॥ সেই ক্রোধে আমাদের বল হৈল নাশ। অন্তর আদিয়া স্বর্গে হৈল পরকাশ 🕆 ভীষণ সমরে করি দেবে পরাজয়। বেড়িয়া অমরপুরী অস্তরের জয়॥ কর বিধি এর বিধি যা হয় বিহিত। নচেৎ দেবত্ব যায় কহিন্দু নিশ্চিত॥ ইন্দ্ৰ মুখে শুনি ব্ৰহ্মা কহেন তথন। শুন বজ্রধর এবে আমার বচন॥ করিয়াছ মহাপাপ নাহি জান মনে। তাহাতেই এত সাজা পাইল আপনে॥ कि ছার ইন্দ্রত্ব যদি নিজে বিষ্ণু হন। গুরু অপমানে দাজা পান দেইক্ষণ॥ গুরুরূপে নারায়ণ করেন রক্ষণ। জ্ঞানবল দিয়া সবে করেন পালন। ঐর্থ্য পাইয়া ইব্রু মাতি মোহমদে। অপরাধ করিয়াছ তুমি গুরুপদে॥ সেই দোষে অপমান ঐশ্বর্য্য বিনাশ। কহিলাম সার কথা বুঝিও আভাস॥ অদৃশ্য হইলে গুরু না পায় সন্ধান। অমুকুল হৈলে পুনঃ হইবে মিলন॥ তাই বলি অগ্রজনে করহ বরণ। যাঁহার কৌশলে পার জিনিবারে রণ। ত্বকী প্রজাপতি পুত্র বিশ্বরূপ হয়। বয়সে কনিষ্ঠ বটে জ্ঞানী মহাশয়॥ দানব জাতিতে বটে ভজে নারায়ণ। তাহারে করহ গুরু জিনিবারে রণ॥ ব্রহ্মার ভারতী শুনি যত দেবগণ। ইন্দ্র সহ যান বিশ্বরূপের সদন ॥ সে আশ্রমে কিবা রূপ গছা যোগিবর। নারায়ণ ধ্যানে রত বিশুদ্ধ অন্তর ॥ বয়সে যুবক বটে তপেতে প্রবীণ। ব্রহ্মতেজ বলে হয় অস্থ্য তেজ হীন॥

পূর্ণিমার শশী সম প্রকাশি প্রভায়। বসিয়া আছেন ঋষি মাতি তপস্থায়॥ ইন্দ্র গিয়া স্তব করি কহিলেন বাণী। অতিথি এ দেবকুল ওহে শুৰুজ্ঞানী॥ অতিথির নাম শুনি তাজি তপাচার। পাগ্য অর্ঘ্য দিয়া ঋষি করেন আচার॥ কুশল জিজ্ঞাসি নিজে লইলে আসন। কহিলেন স্থরপতি কাতর বচন॥ ঐশর্য্যে উন্মন্ত হৈয়ি দেব গুরুবর। অন্তর্জান হইলেন নির্দেয় অন্তর॥ সেই পাপে হীনবল হইলাম সবে। অস্থরে জিনিল ঋষি মোদের বৈভবে॥ যনোত্ৰঃখে শচী কাঁদে ল'য়ে দেবনাগী। সমরেতে দেবগণ পথের ভিথারী॥ ব্রহ্মা কহিলেন তোমা করিতে বরণ। তুমি গুরু হৈলে মোরা জিনিব এ রণ॥ দেব অন্ধরোধ শুনি ঋষি মহাশয়। গুরু-পদ লইলেন করিবারে জয়॥ গুরু-পদ ল'য়ে গিয়া অমর নগর। একত্রে আনায়ে যত দেব সেনাবর॥ মন্ত্রপুত করিলেন কক্চ অক্ষয়। তাহাতে অবশ্য নফ্ট অহ্যর-নিচয়॥ অবশেষে ইন্দ্রে ডাকি কহিলেন বাণী। শুন শুন মহামন্ত্র ওছে বন্ধ্রপাণি॥ কবচ উত্তম নামে এক নারায়ণ। তাহাই করহ তুমি অঙ্গেতে ধারণ॥ সে কবচ বলে ভুগি হবে সর্বজয়ী। ত্রিভূবন যক্ষ রক্ষ তব ভয়ে ভগ্নী॥ এত বলি মহেক্সেরে ল'য়ে একাসনে। কহিতে লাগিলা ঋষি কবচ মন্ত্ৰণে॥ অঙ্গন্তাদ করি হরি নাম উচ্চারণ। প্রণব সহিত নিজ করিবে ধারণ ॥ শিরে গণ্ডে ভালে আর যুগল নয়নে। বদনে কণ্ঠেতে আর নির্দ্ধ হাদাসনে॥

হস্তে কটিতটে আর যুগল চরণে। একে একে হরিনাম গাঁথিবে মননে॥ অপূর্ব্ব কবচ হবে নামে নারায়ণ। তাহাতে নাহিক হয় কাহার ছেদন॥ এই মন্ত্র মহেন্দ্রেরে দিয়া ঋষিবর। কহিলা দৈত্যের সহ করিতে সমর॥ পুরাকালে কোন বিপ্র শৌনিক আখায়। এই মন্ত্র লাভ করে নিজ তপস্থায়॥ মৃত্যুকালে ভূমে রাখি এই মন্ত্র মুনি। বৈকুণ্ঠ গমন করে সেই দ্বিজ প্রাণী॥ সে অবধি এই মন্ত্র জগতে প্রচার। সর্বভয় নিবারণ প্রস্তাবে ইহার॥ উপযুক্ত পাত্র বটে তুমি হুরপতি। এ কবচ ল'য়ে কর রণ শীঘ্রগতি॥ কবচ ও মন্ত্রবলে তবে দেবগণ। অস্থরের তেজ ক্রমে করিল হরণ॥ স্বৰ্গ ছাড়ি পলাইল অহুরের দল। স্বর্গেতে হইল পুনঃ স্থথ কোলাহল॥ গুরুবলে পুনঃ স্বর্গ পান দেবগণ। ব্বহম্পতি তুঃখ ক্রমে হৈল নিবারণ॥ এইরূপে নানাযজ্ঞ সেই ঋষিবর। দেব আজ্ঞামতে করে হুহুন্ট অন্তর॥ জাতিতে দানব বলি ঋষি মহাজন। তাদেরও যজ্ঞ হবি করিত অর্পণ॥ দেবের অলক্ষ্যে সেই হবি ল'য়ে করে। আহুতি দিতেন যত অন্তর নিকরে॥ মহাতপা সেই ঋষি তেজে তপোবলে। তিন মুগু ধরিতেন ব্রহ্ম যজ্ঞস্থলে॥ একে সোম চুয়ে স্থা করি স্তরাপান। তৃতীয় মুখেতে অন্ন করিত প্রদান॥ এইরূপ তেজে যজ্ঞ করি সমাপন। একদা অস্তুরে ছবি করিল হরণ॥ দানব শক্রেরে ইন্দ্র দেখিতে পাইয়া। অহকারে মাতি তারে ধরিল ধাইয়া॥

মদে মাতি কাটে ইন্দ্র ঋষিবর শির।
ব্রহ্মহত্যা পাপে চাকে দেবেন্দ্র শরীর॥
পুত্রের নিধন শুনি ছকী মহাশয়।
শোকার্ত্ত ইইয়া ইন্দ্রে অতি ক্রুদ্ধ হয়॥
দানবের প্রজাপতি ছফী মহাশয়।
সহজেই ইন্দ্র শক্র সর্বজনে কয়॥
এই কর্ম্মে একবারে হ'য়ে ক্রোধ মন।
ইন্দ্রের সংহার চেক্টা করিল তথন॥
গুরুবব ব্রহ্মশাপ পেয়ে মহাশয়।
ব্রিলোকের পতি হ'য়ে কি ফুর্দ্রশা হয়॥
শুন রাজা পরীক্ষিত তাহার কথন।
উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তের মনন॥
ইতি ম্লার কাব কথন সমাধ।

অথ বৃত্রাস্থরের প্রকাশ। পরীক্ষিত কন শুন পাণ্ডব-নন্দন। মধু ভাগবত বাণী ব্যাসের বচন॥ বিশ্বরূপে বধ করি ইন্দ্র মহাশয়। মনে মনে সশক্ষিত হন অতিশয়॥ জাতিতে দানব বটে জ্ঞানেতে ব্রাহ্মণ। আছিলেন বিশ্বরূপ জ্ঞাত সর্ববজন॥ ব্রাহ্মণ করিলে বধ ব্রহ্মহত্যা হয়। সেই পাপ দ্রুত আদি উপস্থিত হয়॥ ভীমণ পাপের মৃর্ত্তি কে করে বর্ণন। রক্তবর্ণ রক্তচক্ষু দেখিতে ভীষণ॥ লক্ লক্ করে জিহ্বা হস্তেতে ত্রিণুল। অগ্নিময় আভা বয় শিরোহিত মূল॥ হেনরূপ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে ভয়। করযোড়ে এক পাশে দাগুইয়া কয়॥ অতি রুক্ষভাধী পাপ অতি পীড়াময়। সত্বরে গ্রাসিল আসি ইন্দ্র মহাশয়॥ পাপে জর্জ্জরিত তকু হইল তথন। পরিতাপানলে দহে মহেপ্রের মন॥

স্থবৰ্ণ সমান বৰ্ণ হ'ইল বিবৰ্ণ। শরীরের তেজে যেন মেঘেতে তপন। পাপের পতনে ইন্দ্র হইয়া অস্থির। মন্ত্রণা করিয়া তাপ ত্যাগ করে ধীর॥ নারায়ণ কবচের মন্ত্র উচ্চারণে। পাপে ইন্দ্ৰ কন ছাড় মম সম জনে॥ আমার আজ্ঞায় তব দিব অস্ত স্থান। জর্জরিত কর তায় করহ অজ্ঞান॥ একেত পাপের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মহত্যা হয়। নারায়ণ নামে কিন্তু ভয় অতিশয়॥ ইন্দ্রমুখে সেই নাম করিয়া শ্রবণ। অম্মত্র যাইতে ইচ্ছা করিল তথন॥ ভূমি জল রক্ষ নারী ডাকি চারিজনে। সকলে কহেন ইন্দ্র কাতর বচনে॥ না জানি করিনু পাপ ব্রহ্মহত্যা নাম। সতত পীড়ন করে না দেয় বিরাম॥ তোমাদের প্রতি আমি অমুরোধ করি। তোমরা সকলে এই পাপ লও ধরি॥ ক'রে দেই এই পাপ ভাগ চারি অংশে। একে একে প্রবেশুক তোমাদের বংশে॥ মম পাপ অন্তে যবে দিব আমি বর। কিছু কস্টে মহাস্থথ পাইবে সত্বর॥ ইন্দ্রের বচনে সবে হইল সম্মত। অগ্রে ভূমি এক অংশে লৈল পাপ যত॥ ভূমিকে সম্ভুক্ত হ'য়ে ইন্দ্র দিলা বর। হইলে তোমাতে খান পূরিবে সম্বর॥ ভূমিতে প্রবেশি পাপ হইল উদয়। উদরেতে কোন কার্য্য অসম্ভব হয়॥ পরেতে আসিয়া রুক্ষ এক অংশ লয়। বর দিলা তৃষ্ট হ যে ইন্দ্র মহাশয়॥ ছেদিলে তোমার অঙ্গ অঙ্কুর হইবে। কোন কন্ট সেই জন্ম কভু না পাইবে॥ রক্ষেতে প্রবেশি পাপে দহিল শরীর। সেই হেতু আটা বহে কহিলাম স্থির॥

। অপরে আসিয়া নারী পাপ অংশ লয়। বহু রতিশক্তি তারে দেন পুরঞ্জয়॥ ঋতুরূপে দেই পাপ পীড়য়ে কামিনী। অপূর্ব্ব পাপের ত্যাগ ইন্দ্রের কাহিনী॥ শেষেতে আসিয়া জল লৈল পাপ অংশ। বুদ্বুদ রূপেতে পাপ তারে করে ধ্বংস॥ ইন্দ্র দিলা বর তাহে ক্ষীর আস্বাদন। করিবে জীবেতে পান পাইতে জীবন॥ এইমতে ত্যজি পাপ ইন্দ্র মহাজন। শোভে যেন মেঘ শৃশ্য মধ্যাক্ত তপন॥ পাপ ত্যজি শোভিত হইল দেবরাজ। দেবগণ সহ হৃথে করিল বিরাজ॥ হেথা পুত্রশোকে স্বন্ধী ক্রন্ধ অতিশয়। ইন্দ্র বধিবারে মনে সঙ্কল্ল করয়॥ তপস্থাতে উগ্ৰ সেই হফা প্ৰজাপতি। পুদ্রশোকে জর্জারিত ছিল তার মতি॥ ইন্দ্র নাশ করিবারে সঙ্কল্প করিয়া। করিলা ভীষণ যক্ত মন্ত্র সঞ্চারিয়া॥ হব্য কব্য পেয়ে অগ্নি ছলিল স্বরায়। কার সাধ্য তার তেজ বণিতে জুয়ায়॥ ধক ধক অগ্নি জলে কালাগ্নির প্রায়। ক্রোধে স্বস্টা মন্ত্র কহে তেজ ছুটে তায়॥ মন্ত্র বলে কহে হুক্টা ডাকিয়া অনলে। তপ সত্য যদি হয় শুনহ সকলে॥ অবশ্য অগ্নিতে হবে বারের উদয়। যাহার তেজেতে ইন্দ্র স্থ নাশ হয়॥ জ্ঞানেতে ব্রাহ্মণ সেই স্বন্টা শিরোমণি। বচনে কাঁপিল অগ্নি ভয়েতে তথনি॥ পৃথিবী কাঁপিল ভাবি মহা অমঙ্গল। স্বর্গেতে দেবতা কাঁপে করি টল মল॥ ব্রহ্মার আসন কাঁপে ইন্দ্রের নয়ন। অষ্ট কুলাচল কাঁপে সহিত পবন॥ বিনামেষে বক্সপাত পড়ে উল্কাচয়। সাগরের জলে যেন ঘটিল প্রলয়॥

তখনই অগ্নি হ'তে উঠে এক বীর। কার সাধ্য দৃষ্টি করে তাহার শরীর॥ স্থমেরু সমান উচ্চ পাষাণ গঠন। সুইটি নয়ন জ্বলে মধ্যাক্ত তপন॥ তা এবর্ণ কেশ যেন ধুতা বারিধর। কুটিল ললাট দ্বাপ বোস্তত সাগর॥ নিশ্বাস প্রালয় বায়ু ভীষণ দর্শন। লক লক করে জিহ্বা ভীষণ গর্জ্জন॥ তালজন্ম সম বায়ু ভীমণ চরণ। তেজোময় দীপ্তিসহ পিঙ্গল বরণ॥ হেনরূপে বার উঠি হইতে অনল। ঋসিরে প্রণাম করে হইয়া মটল ॥ প্রণমি কছিল তাঁরে কি কর্মা করিব। কহ পিতঃ আমি পুত্র নিয়োগ পালিব ক্ষণ তিষ্ঠ বলি ঋষি রত্র নাম দিলা। ত্রিভুবন তার তেজে আবরিত হৈলা॥ এইমতে রত্র জন্ম কহিন্তু রাজন। অপরে কি ঘটে নুপ করহ শ্রবণ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথ। সার। গুরু অপমান পীড়া হয় সে প্রকার॥ ইতি বত্ৰ প্ৰকাশ সমাপ!

অগ বিক্র মানেশে বছ নির্মাণ।

ছফ্টা কহে শুন বুত্র প্রাণের কুমার।
পুত্রশোকে মোর হাদি দহে অনিবার॥
পুত্রশোক মহাশোক কে বর্ণিতে পারে।
দাবানল জ্বলে যথা তেমতি অস্তরে।
দেবরাজ ইন্দ্র মাতি অতি অহক্ষারে।
নাশিল আমার সেই স্থবিজ্ঞ কুমারে॥
তাহারে পীড়ন কর করি জালাতন।
তাহাতে হইবে মোর শোক নিবারণ॥
ভূমিও পুত্রের সম পালিলে আজ্ঞায়।
পাইবে পরম গতি মম তপ্যায়॥

এই বাণী শুনি তবে রুত্র বীর মতি। হুঙ্কার করিল এক স্থভীষণ অতি॥ সে গৰ্জ্জনে স্বৰ্গ হতে যতেক পাতাল। ভূমিকম্প সম কাঁপে হইয়া চঞ্চল॥ দেবগণ মনে মনে পাইলেন ভয়। কি ঘটিল অমঙ্গল নাজানি নিশ্চয়॥ ধাানেতে জানিয়া সবে হইল কাতর। আক্রমিল স্বর্গ এক অন্তর প্রবর॥ ভীষণ আকার সেই ব্যাপ্ত ত্রিভুবন। কার সাগ্য তার সহ করিবেক রণ॥ এত ভাবি দেবকুল করি ত্বরাত্বরি। সেনা চতুরঙ্গ সহ আইল বাহিরি॥ কোটি কোটি দেবসেনা স্থ্ৰণ মণ্ডিত। দেবগণ সেনাপতি স্তবর্ণে ভূষিত॥ স্তবর্ণ কবচ অঙ্গে হীরক উর্ফাণ । তুলিল স্বৰ্তাক্ষ বাণ যেন অগ্নিবিষ॥ ় তপন সমান তেজে রত্র দাণ্ডাইল। বীরদাপে দেবগণ প্রমাদ গণিল॥ যত বাণ মারে তার কিছুই না হয়। বদনে চিবায়ে চুক্ট দেবে সংহারয়॥ হন্ত্রী দুক্ত সম দুক্ত করিয়া বিকাশ। কোমল দেবের অঙ্গ চর্ববণে প্রয়াস॥ তুই হস্তে দেবদেনা করিয়া ধারণ। আছাড়ি আপন অঙ্গে করিলা নিধন॥ অস্থি মাংস সহ গিলে করিয়া চর্ববণ। কম বাহি রক্ত পড়ে নদীর মতন॥ পাষাণ সমান অঙ্গ ভেদ নাহি হয়। ক্রমে দেব সেনাগণে হইল সংশয়॥ হুষ্কার তাহার শুনি ভয়েতে পলায়। অস্ত্র নাহি বিঁধে অঙ্গে ঠিকরিয়া যায়॥ এত দেখি দেবগণ লইয়া জীবন। সেনা সহ সকলেই করে পলায়ন॥ দেবগণে নাহি দেখি হুস্কারিয়া বীর। তিরস্কার আস্ফালন করে কত<sup>.</sup>বীর॥

জীবনের ভয়ে যত মিলি দেবগণ। একে একে লইলেন বিষ্ণুর স্মরণ॥ অনন্ত শয়নে বিষ্ণু ছিলেন শায়িত। লক্ষীপদ সেবা করে হ'য়ে অবহিত॥ দেবঋষি নাগকস্থা করে গুণগান। পৃথিবীর সত্ত্ত্তণ তথায় বিধান॥ দেবগণ স্মরি হরি করে স্তব কত। রাখ দেব এ বিপদে তুমি আপাততঃ॥ বিশ্বের পালনকারী 🗐 মধুসূদন। বিপদে কাণ্ডারী হরি তুমি নারায়ণ॥ ভক্তের হৃদয়ে দেখা দাও হরা করি। নতুবা দেবতা সবে প্রাণে বুঝি মরি॥ কেমনে বুঝিব তব ওছে লীলাময়। क्टरके नानि (मरगर्ग दांश नशामश ॥ আমরা অমর বৃন্দ রাখহ জীবন। অস্ত্র যাতনা আর না যায় সহন॥ নানা ভাবে স্তব করি যত দেবগণ। শ্রীহরি সম্মুখে আসি দিলেন দর্শন॥ নবদুর্ববাদলস্থাম স্থন্দর বরণ। কনক-কমল সম চুইটি চরণ॥ নীলপদ্ম আঁথি যুগ প্রফুল্ল বদন। সৌদামিনী সম রূপ ভূষা বিভূষণ॥ গরুড়ের পৃষ্ঠে চাপি চতুর্ভু হরি। দেখা দেন দেবগণে শন্ত চক্রধারী॥ দেবগণ নারায়ণে করি দরশন। অভয় পাইতে পদে লইল শরণ॥ ছরি কন আশ্বাসিয়া শুন দেবগণ। পুত্রশোকে বুত্রে ছফা করিল স্ঞ্জন॥ সেই হেতু বলবান হয় ওই বীর। সমরে উহার সনে কেহ নহে স্থির॥ অভিযান ত্যাগ কর শুদ্ধ কর মন। অহঙ্কার শৃত্য হ'য়ে কর সবে রণ॥ বজ্ঞ অস্ত্র নামে এক মহা অস্ত্র রয়। তাহাতে রুত্রের নাশ হইবে নিশ্চয়॥

দধীচি নামেতে ঋষি মহা তপোময়। ব্রহ্মবিদ্যা বিশারদ মহাতেজী হয়॥ তাঁহা হ'তে লভিয়া কবচ নারায়ণ। ত্বফী হয় সর্ববজয়ী অতি বিচক্ষণ॥ তাহা লভি বিশ্বরূপ ত্বফীর নন্দন। দৈত্য না হ'য়ে হইল পবিত্ৰ ব্ৰাহ্মণ॥ তাই বলি দধীচিরে করি অমুনয়। প্রাণ শৃষ্ঠ তার অস্থি লহ মহাশয়॥ সেই দেহে যত অস্থি হইবে বাহির। বিশ্বকর্মা তাহে বজ্র নির্মাইবে ধীর॥ সেই বক্সে ব্রহ্মতেজ হইবে প্রকাশ। তাহার প্রহারে রুত্র হইবে বিনাশ॥ এত বলি হরি তবে হন অন্তর্জান। দধীচি সমীপে যত দেবগণ যান॥ দধীচিরে পূজ। করি যত দেবগণ। কহিতে লাগিলা সবে মধুর বচন॥ বহু যত্নে তপস্থায় তুমি মহাজন। সস্তুষ্ট করিলে ঋষি শ্রীমধুসূদন॥ তাঁহার আজ্ঞায় মোরা যত দেবগণ। তোমার সমীপে মোরা দিলাম দর্শন। দেবের তুর্লভ কার্য্য করিতে সাধন। হইবে তোমারে ঋষি ত্যজিতে জীবন॥ পর্ছিত লাগি ঋষি যত মহাজন। তুচ্ছ ভাবি ত্যাগ করে এ ছার জীবন॥ মহা পুণ্যময় তুমি পবিত্র শরীর। দেব উপকারে ত্যাগ কর তারে ধীর॥ হইবে বৈকুণ্ঠ লাভ কহিন্তু নিশ্চয়। তপস্থার শ্রেষ্ঠ যারে সর্বজনে কয়॥ দেবের ভারতি শুনি ঋষি মহাশয়। ধ্যান ভঙ্গে দেখিলেন দেবতা নিচয়॥ দেবগণে দেখি ঋষি আনন্দিত মনে। কহিতে লাগিলা বহু সন্মান বচনে॥ এ ছার দেহেতে মোর কিবা প্রয়োজন। বহু পুণ্য মোর তাই হেথা আগমন॥

বহু পুণা করি তবে সবে দেখিলাম। সবার আদেশে বিষ্ণুপদ পাইলাম॥ এত বলি হর্ষে ঋষি ত্যজিলা জীবন। বিষ্ণুদৃত আসি তাহা করিল গ্রহণ॥ পরহিতে যেই জন দেয় নিজ প্রাণ। অবশ্য তাঁহারে বিষ্ণু পাশে দেন স্থান॥ অস্থি ল'য়ে দেবগণ ফিরিল আলয়। বিশ্বকর্মা মহাঅস্ত্র নির্মাইল তায় ॥ ব্ৰন্মতেকোময় অস্থি বজ্ৰ তাহে হয়। অস্ত্রতেজে এ ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত নিশ্চয়॥ বজের টঙ্কার শুনি কাঁপে ত্রিভুবন। দেবে হর্ষ প্রাপ্ত হয় ক্রঃখী দকুগণ॥ অনল ঝলকে তাহে মাঝে নারায়ণ। এককালে দহিবারে পারে সর্বজন॥ সেই বজ্র লাভ করি ইন্দ্র মহাশয়। সমরের আয়োজন করিল তুরায়॥ ভীষণ অস্তর যত এ সংবাদ পেয়ে। আসিল গ্রাসিতে ইন্দ্রে ত্বরাত্বরি থেয়ে॥ এমতে হইল রাজ। বজের নির্মাণ। ব্রহ্মজ্ঞানী অস্থি হ'তে যাহার বিধান॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। ব্রহ্মতেজ অস্ত্ররূপে করিতে প্রচার॥ ইতি বন্ধ নিৰ্মাণ কথা সমাপ্ত।

অগ বৃত্তাপ্তর বধ ও ইক্সের এক্ষহত্যা পাগ।
পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া শুকদেব কন।
রক্তাপ্তর কথা রাজা করহ শ্রেবণ॥
বক্স ল'য়ে দেবরাজ চাপি ঐরাবত।
সেনাপতি হ'য়ে ক্রমে হয়েন নির্গত॥
কোটি কোটি দেবসেনা সশস্ত্র হইয়া।
বেড়িল সমর ভূমে সাহস করিয়া॥
সাগর তীরের বালি যদি গুণা যায়।
দেবতা সেনার সংখ্যা তব নাহি পায়॥

কেহ শূল কেহ অসি কেহবা তোমর। কেহবা ধরিল শেল কেহবা ভোমর॥ গদা-চক্র কেহ ধরে করে শঙ্মনাদ। তুরী ভেরী জয়ঢাক করে ঘোরনাদ।। সমরের হুড়াহুড়ি কে করে বর্ণন। **সকলে বজের তেজে দ্বিতীয় তপন ॥** সমরের সজ্জা শুনি রত্র মহাবীর। সশস্ত্র হইয়া রণে হন অগ্রসর॥ দুরে থাকি অস্ত্র এড়ে ল'য়ে অনুচর। কার সাধ্য কাছে যায় হইয়া সম্বর॥ দেবের উৎসাহ ধ্বনি অহুর গর্জ্জন। বাণে বাণে কাটাকাটি অগ্নি উৎপাদন। অসির ঝঞ্চনা শব্দ ত্রিশূলের গতি। অস্ত্রের ঘূর্ণন আর শূল ভীম অতি॥ কেহ করে হাহাকার কেহ উচ্চরবে। কেহবা হারায়ে প্রাণ পড়িছে নীরবে॥ বাধিল তুমুল রণ ইন্দ্র দেবপতি। অস্করের নাশে যান রত্রাস্তর প্রতি॥ মদমত্ত ঐরাবত ভীষণ গর্জনে। काँ भिन अञ्जलन जरन करन करन ॥ রত্রের তেজেতে তেজী দেবতার দল। পলায় তাহার কাছে হ'য়ে হীনবল॥ ভীষণ সমরে বধে উভে উভ প্রাণ। শোণিতের স্রোতে যেন নদী বহমান॥ উভয় দলের সেনা যেন তার তীরে। কারু অঙ্গ মৃত্ত হস্ত মংস্থের শরীরে॥ ছেনরপ রক্তনদী স্রোত বেগে বয়। দেবাস্থরে রণ এই বহুদিন হয়॥ কিছু পরে দেবাদেনা হ'য়ে উৎসাহিত। একে একে দানবেরে করিল পাতিত। ক্রমে দানবের দল হইল বিনাশ। মহাযুদ্ধে দেবাদেনা হৈল বল হ্ৰাস॥ দৈত্য দলে একা ব্লত্র করিতেছে রণ। দেব পক্ষে একা ইন্দ্র রণে বিচক্ষণ॥

ইন্দ্রেরে একাকী পেয়ে দানবের পতি। সব অস্ত্র সন্ধানিলা অতি শীঘ্রগতি॥ নারায়ণ বর্ম্মে ঢাক। ইন্দ্রের শরীর। ছেদিবারে সে কবচ নাহি পারে বীর॥ অবহেলে মহারণ করি স্থরপতি। উত্তেজিত করিলেন অহুরের পতি॥ সম্মুখ হইয়া উভে ক্ষণ করি রণ। বজ্ঞ হন্তে লইলেন দেব মঘবন॥ বজ্জালা নেহারিয়া বুত্র মহাশয়। क्ठां क्रम्रा के व्याप्त के क्रिया জ্ঞানবলে অবহেলে করি তিরস্কার। কহিতে লাগিল। ইন্দ্রে বিবিধ প্রকার॥ দেবকুল পতি তুমি অমর প্রধান। বিষ্ণুর পালনে কর ব্রহ্মাণ্ড বিধান॥ নারায়ণ কবচেতে আবরি শরীর। অভেন্ন কবচ উহা জানে সব বীর॥ এত তেজ সহ মিলি কর তুমি রণ। তথাপি আমার ভয়ে সকাতর মন॥ দানব হইনু আমি হই মৃত্যুময়। নাহি কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দেখ মহাশয়॥ কি কারণে নাহি বধ কর মোর প্রাণ। বুঝিকু তোমায় ইন্দ্র যত বলবান॥ এত বলি শূল ল'য়ে বুত্র মহাবীর। ভেদিতে আইল পুনঃ ইন্দ্রের শরীর॥ পুনশ্চ ধাইল ইন্দ্র হস্তেতে অশনি। ব্ৰত্ৰ তাহে স্তব্ধ হৈল যেন মন্ত্ৰে ফণি॥ চমকিয়া পুনঃ বুত্র কহিলা তাঁহায়। ধিক ধিক বলি তবে ওহে দেবরায়॥ 'না জানিলা মোরে তুমি ওহে জ্ঞানবান। বিষ্ণুতেজে ইচ্ছা মম ত্যজিবার প্রাণ॥ তুমি বিষ্ণুভক্ত বট বক্ত বিষ্ণুসয়। বিষুত্মতি দধীচির অস্থি যোগে হয় ॥ ত্যাগ কর এই অস্ত্র আমার উপরে। অবহেলে এ শরীর নাশহ সম্বরে॥

বিষ্ণুর আজ্ঞায় আমি শাসিতে তুর্জ্জন। এ ভুবনে হুরপতি করিছে ভ্রমণ॥ অভিমানে অহঙ্কারে যেই মত্ত হয়। রত্ররূপে তারে আমি নাশি মহাশর॥ স্বর্গ অধিপতি তুমি কর অহঙ্কার। বধিলা ভায়েরে মম করি অবিচার॥ সেই হেতু এ যাতনা দিলাগ তোমায়। কেবল বৈষ্ণবী গতি মম অভিপ্রায়॥ যদি নাহি বজ্র দিয়া বধ মম প্রাণ। অবশ্য গ্রাসিব তোমা আমি বলবান॥ এক গ্রাসে পারি আমি গ্রাসিতে ভুবন। কিন্তু বজ্ৰ হত্তে আমি ত্যজিব জীবন॥ কত যোনি দেখিলাম ভ্রমিয়া সংসার। বিষ্ণু পারিষদ হ'য়ে থাকিব এবার॥ সেই বজ্র মোর প্রতি করহ সন্ধান। অবশ্য ত্যজিব আমি তাহাতেই প্রাণ॥ এত বলি রুত্র করে মহা হুহুস্কার। ত্রিভুবন থরহরি কাঁপে বারে বার॥ অনল অনিল স্তব্ধ সাগরের বারি। নাহি উড়ে পাখীকুল হ'য়ে ব্যোমচারী॥ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ ক্ষণে স্থির হয়। বুত্রের হুঙ্কারে সবে হইল সভয়॥ জ্ঞান বাক্য শুনি ইন্দ্র ভাবিলেন মনে। দানব বটে ত ব্বত্র ব্রাহ্মণ যে জ্ঞানে॥ ব্লত্র বধে ব্রহ্মবধে ব্রহ্মহত্যা যদি হয়। অবশ্য জ্বলিতে হবে বুঝিরু নিশ্চয়॥ এত ভাবি সশঙ্কিত দেবপতি হন। ক্রোধেতে মাতিয়া রত্র করিল গর্জন ॥ নিস্তার নাহিক আর ওহে হুরপতি। না মোরে বধিলে তোমা বধি শীঘগতি॥ এত বলি দৈত্যপতি মেলিয়ে বদন। ঐরাবত সহ ইন্দ্রে করিলা ভক্ষণ॥ ভীষণ হুক্কারে তাঁর কাঁপে ত্রিভূবন। হাহাকার করে তবে যত দেবগণ॥

ইন্দ্রের অঙ্গেতে ছিল বর্ম্ম নারায়ণ। তাহার বলেতে ইন্দ্র হৈল নির্গমন॥ নিৰ্গত হইয়া ক্ৰোধে ইন্দ্ৰ মহাশয়। মহা জালাময় ব<u>জ</u> ত্যজিল নিশ্চয়॥ ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদিয়া তেজে তখন অশনি। কাটিলা রত্তের মুগু অন্ত্র শিরোমণি॥ ব্রহ্মতেজে নিজে রত্র দিলা প্রাণদান। সহজে হইল তার বৈকুপেতে স্থান॥ বৃত্ৰ বধে আনন্দেতে নাচে ত্ৰিভূবন। দেবগণ করে তবে পূষ্প বরিষণ॥ সমুদ্র হইল স্থির থামিল পবন। অস্তর হইল নাশ স্তস্থ দেবগণ॥ স্বৰ্গ হৈল নিরাপদ শোভিল নন্দন। পূলকিত হ'য়ে ভ্রমে যত দেবগণ॥ আছিল জ্ঞানেতে বৃত্ৰ হইয়া ব্ৰাহ্মণ। তার বধে ব্রহ্মহত্যা হৈল প্রকাশন॥ পুনশ্চ ভীষণ ভাবে সেই মহাপাপ। ইন্দ্রে আক্রমিতে আসে করি মহাদাপ॥ ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্র হইয়া কাতর। স্বর্গ ত্যজি পলায়ন করেন সহর॥ ব্রন্মলোকে আছে এক পুণ্য সরোবর। মানস তাহার নাম দেখিতে গুন্দর॥ কোটি কোটি পদ্ম ছিল তাহাতে ফুটিয়ে। এক পদ্মনালে ইন্দ্র থাকেন লুকায়ে॥ ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ পাণ্ডুবংশধর। দেবরাজ ইক্রে দেখ পাপেতে কাতর॥ উপেন্দ্র রচিলা গীত হরিকথা সার। রত্রাম্লর বধ কথা ভক্তির প্রচার॥ ইতি বৃত্ৰ বধ সমাপ্ত।

অথ নহব রাজার উপাথান। শুক কন শুন শুন পাঞ্বংশধর। অপূর্বব কাহিনী এক অতি মনোহর॥

ইন্দ্র যবে ব্রহ্ম শাপে হইয়া কাতর। ব্রহ্মলোকে লুকাইলা পদ্মের ভিতর॥ ইন্দ্র শৃষ্ঠ দেবলোক হৈল সেইক্ষণ। চিন্তিত হইল ছুঃখে যত দেবগণ॥ বিশৃষ্খল নানারূপ ঘটে ক্ষণে ক্ষণে। রাজা বিনা কার সাধ্য প্রজার শাসনে। তবে যত দেবগণ করিয়া মন্ত্রণ। বাঞ্চিতে লাগিল রাজা স্বর্গের কারণ॥ সকলে মিলিত হ'য়ে স্থির করি মনে। আমন্ত্রিলা নহুষেরে মহাজ্ঞানী জনে॥ নহুষ নামেতে রাজা আছিলা ধরায়। অতুলন বিভাবুদ্ধি যোগ তপস্থায়॥ তাঁহার গুণেতে মুগ্ধ হ'য়ে দেবগণ। স্যতনে দিল তাঁরে স্বর্গ সিংহাসন॥ জাতিতে সে নর বটে হইয়া অসর। পাইলা অমর প্রজা দেব অনুচর॥ অতুল সম্পদ আর স্বর্গসম ভোগ। কার সাধ্য সে ভোগের করে উপভোগ॥ এ হেন সম্পদ পেয়ে নহুষ রাজন। স্বপ্লেতে কল্পনা যাহা না হয় কথন॥ মহাযোগ তপস্থায় এই মহাফল। পাইলা ইন্দ্রত্ব রাজা নহুষ কেবল॥ অপূর্ব্ব কাহিনী তাঁর করহ শ্রবণ। শুনিলে হইবে মুগ্ধ তুমিহে রাজন॥ জ্ঞানের নিকটে তুচ্ছ সম্পদ নিচয়। সম্পদে মজিলে মন জ্ঞান ভুচ্ছ হয়॥ সাধনায় সে নহুষ লভি স্বৰ্গফল। হইলা সম্পদ ভোগে আপনি চঞ্চল॥ স্বর্গের ইন্দ্রত্ব আর রত্ন সিংহাসন। মোহিনী অপ্সরী আর নন্দন ক।নন॥ এ সকলে মুগ্ধ হ'য়ে নহুষ রাজন। হারাইলা তত্ত্বজ্ঞান ভোগে দিয়া মন॥ মনোক্ষাম বৃদ্ধি হ'ল ক্ৰমে হতজান। কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য তাহে না থাকে সন্ধান॥

প্রবল হইয়া রিপু বিষয়ের আশা। জ্ঞানীজনে যাহে কহে মুক্তি ফল আশা॥ ভক্তি জ্ঞান শৃষ্ম হ'য়ে একদা রাজন। কামাদিতে মুগ্ধ হ'ল নহুষের মন॥ উন্মত্ত হইয়া তবে সম্পদের ভরে। সর্বভাষ্ঠ ভাবিলেন নিজ অহঙ্কারে॥ আমি ইন্দ্র হইলাম স্বর্গের ভিতর। দেব দেবী হইয়াছে আমার কিঙ্কর॥ চক্র সূর্য্য আদি আর নক্ষত্র-নিচয়। পবন বরুণ আর দিকপালচয়॥ আমার আদেশ সবে করিছে পালন। মম সম কেবা আর আছে শ্রেষ্ঠজন॥ নিজ কর্মাফলে লভি দেব সিংহাসন। ইন্দ্র হ'য়ে কেন শচী না করি গ্রহণ॥ হেন অহকারে মাতি জ্ঞান করি দূর। বাছিরিলা শচী লাগি সেই দেবপুর॥ স্বামী শোকে শোকান্বিতা ইন্দ্রের ভবনে। রাহুগ্রন্থ শশী সম শচী একাসনে॥ অঞ্চলে বদন নিজ করি আবরণ। অফ্টমীর শশী সম উচ্ছলি ভবন ॥ শোক তঃখে একাধারে ছিলেন ইন্দ্রাণী। প্রবেশে নছষ তথা হইয়া অজ্ঞানী॥ নছষে নেহারি শচী চমকিত মন। জিজ্ঞাসিলা তথা রাজা যান কি কারণ ॥ রাজা কন শুন শচী আমার বচন। আনন্দলহরী তুমি ছুঃখী কি কারণ। মহেন্দ্র বিরহে কাঁদ দিবানিশি বসি। काँ मिया ख्वर्ण वर्ण कतियाह मनी ॥ বহু কৰ্মফলে পাই স্বৰ্গ সিংহাসন। কিন্তু ভোমা লাগি মোর উচাটিত গন॥ वनम श्रुलिएय (नथ इट्रेंट्य इत्रथ । পূরাও আমার সাধ বা চাতে মানস।। এত শুনি শচী তবে বিষাদিত মন। ছরায় যাইল বুহস্পতির সদন॥

এলায়ে পড়িছে কেশ ঘন বহে খাস। নেত্রে নীর বহে সদা মনেতে নৈরাশ। হেন ভাব হেরি তবে গুরু বুহস্পতি। কহিতে লাগিলা কেন কাঁদিতেছ সতী॥ শচী কন গুরুদেব করুন শ্রবণ। নহুষ ইচ্ছিলা মোরে করিতে হরণ॥ কর্মফলে নর হ'য়ে হইল অমর। পাইল ইন্দ্রত্ব রাজা স্বর্গের ভিতর ॥ সম্পদে হারায়ে জ্ঞান হইয়া অজ্ঞান। কামোন্মতে মোরে আসি করে অপগান॥ এত শুনি বুহস্পতি কহিলেন বাণী। শুন শুন মম বাক্য তুমি মহেন্দ্রাণী॥ সম্পদ পাইয়া যার জ্ঞান নাণ হয়। ব্রহ্মশাপ তার পক্ষে দণ্ডই নিশ্চয়॥ যথন নহুদ পূনঃ বলিবে তোমায়। ব্ৰাহ্মণ বাহনে এস কহিও তাহায়॥ অজ্ঞানী যে যবে রাজা লইয়া ব্রাহ্মণ। শিবিকার আনন্দে করিবে আরোহণ॥ সেই কালে ব্ৰহ্মশাপ হইবে তাঁহার। ইন্দ্রত্ব পাইবে নাশ করিমু বিচার॥ এত শুনি শচী যান আপন ভবন। ভজিতে আসিল পুনঃ নত্ত্ব রাজন॥ নহুষে কহিল তবে মহেক্রের নারী। রাখিলে আমার বাণী ভজিবারে পারি॥ শিবিকায় বাহী করি যগুপি ভ্রাহ্মণ। আমার নিকটে তুমি এদ হে রাজন॥ পূর্ণ হবে মনোসাধ ভজিব তোমায়। থাকিবে ইব্রুছে তুমি স্থগেতে হেথায়॥ এত শুনি আনন্দিত নহুন রাজন। আনিল অগন্ত্য আদি হুখাযি ব্ৰাহ্মণ॥ কহিলা সম্বোধি শুন শুন ঋষিগণ। ইন্দ্র আমি কর মোরে সকলে বহন॥ ইন্দ্র আজ্ঞা ঠেলিবারে নারে ঋষিগণ। অহক্ষার হেরি তার সবে ক্রন্ধ মন॥



egy vettige til skipe se. Takinsk keller til statisk kleve

শিবিকা ধরিয়া সবে করিলা বছন। নহুষ কহিলা তবে করি সম্বোধন ॥ সবে অতি শীঘ্র যাও করিয়া মিলন। নচেৎ করিব পদে সবে নিপীডন ॥ এত বলি অগস্তোরে পদাঘাত কৈল। পদাঘাতে ক্রোধে খাষি অগ্নিপ্রায় হৈল॥ অহঙ্কার হেরি তবে সেই সাধুজন। শাপ দিলা স্বৰ্গ নাশ হউক তথন॥ সম্পদ বৈভব যত আছিল। প্রচুর। इस्द्रशि (यांश छान नव रेश्न पृत्र॥ দর্পরপী হ'য়ে তবে নহুষ রাজন। স্বৰ্গ হৈতে মহাবেগে হইল পতন॥ অহকার ফলাফল দেখহ রাজন। অহঙ্কারে সর্বনাশ জ্ঞানীর বচন ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। ভাগবত প্রিয়বাণী শুকের বিচার॥ ইতি নহুষ উপাধ্যান সমাপ্ত।

অথ বুত্রের পূর্বজন্ম বুতান্ত।

সূত কন শুন শুন সব সাধুজন।
ব্র পূর্বজন্ম কথা অতি স্থভীবণ॥
ব্র বধে মহেন্দ্রের হৈল ব্রক্ষশাপ।
এত শুনি পরীক্ষিত পান মনস্তাপ॥
জিজ্ঞাদেন শুকদেবে কহ গুরুজন।
অস্ত্র হইয়া ব্র কেমনে ব্রাক্ষণ॥
বিষ্ণুবেবী সেই ব্র ফ্রক্ষ সমরে।
দেব বৈরী হয় সেই জানে চরাচরে॥
ভাহারে ববিয়া ইন্দ্র করিলেন পাপ।
অপূর্ব্ব কাহিনী শুনি পাই পরিতাপ॥
অস্ত্র্য যোনিতে জন্ম অতি হুউজন।
অস্তিমে পাইল সেই শ্রীহরি চরণ॥
কেমন ঘটনা ইহা করহ প্রকাশ।
দয়া করি পূর্ণ কর মোর মন আশ॥

রাজার ভারভী শুনি কন মুনিবর। শুন রাজা অবহিতে সংবাদ বিস্তর॥ যেমতে আছিল বুত্র জ্ঞানেতে ব্রাহ্মণ। যেরূপেতে পাইল সে অস্তে নারায়ণ॥ শুরসেন নামে রাজ্য বিখ্যাত ধরায়। চিত্রকেতু ছিল রাজা নামেতে তথায়॥ যম সম দশুধর দেবগুরু জ্ঞানে। খ্যাতিতে পৃথিবী পূর্ণ বৈরী হত মারে॥ রূপে অতুলন সেই সর্ব্বগুণযুত। কোটি সংখ্যা ভার্য্যা তার ছিল বিবাহিত ॥ আপনি যুবক বটে যুবতী রমণী। ঐশ্বৰ্য্যে লাৰণ্যে হন সৰ্ব্ব শিরোমণি। রঙ্গরসে মত্ত রাজা পাইয়া যৌবন। কোটি সংখ্যা ভার্য্যা সহ করেন যাপন॥ যৌবন অতীত হয় তথাপি রাজার। না হইল কোনমতে একটি কুমার॥ পুক্র মুখ নাহি দেখি কাতর রাজন। সম্পদে ঐশ্বর্য্যে তাঁর বিরত সে মন॥ পুক্র বিনা পিতৃগণ না হয় উদ্ধার। পুক্র বিনা সংসারেতে নাহি পায় পার॥ পুক্র লাগি সেই হেতু হইয়া কাতর। একান্তে নুপতি বসি ভাবেন বিস্তর॥ একদা অঙ্গিরা ঋষি করিয়া ভ্রমণ। শুরসেন রাজ্য মাঝে করেন গমন॥ চিত্ৰকেতু খ্যাতি শুনি ঋষি মহাশয়। রাজার সমীপে গিয়া উপস্থিত হয় **॥** ঋষিরে দেখিয়া রাজা ত্যজি সিংহাসন। সবিনয়ে মাম্মসহ বন্দিলা চরণ॥ পাত্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে দিল স্থথাসন। ্ আপনি বসিলা রাজা যথ। সিংহাসন॥ कूणनामि नाना कथा श्रीय महाजन। চিত্রকৈত্ব-মহারাজে জিজ্ঞাসে তথন॥ কুশলের কথা ভানি তবে নররায়। সকাতরে বিমর্বেডে কহিলেন তায়॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ তুমি দেব হও অন্তর্য্যামী। জান তুমি কত হুঃথ পাইতেছি আমি॥ তব আশীৰ্ব্বাদ বলে সম্পদ যৌবন। ধরাব্যাপ্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হ'য়েছি এখন॥ কি কব ছঃখের কথা না হয় তুলন। পুত্রহীন এ সংসারে শৃষ্য হয় মন॥ হেন স্থ সাগরেতে তুঃথের অনল। একমাত্র বিনা পুত্র জ্বলিছে কেবল। যদি কুপা করি शाधि দিলা দরশন। ঘুচাও আমার হুঃখ দাও পুত্রধন॥ রাজার ভারতী শুনি কন মুনিবর। সম্ভুষ্ট হইন্তু রাজা তোমার উপর॥ যাহে পুত্র হয় তব করিব উপায়। পুত্র চিন্ত। ত্যাগ কর শান্ত হও রায়॥ তুষ্ট নামে মহাযক্ত কর আরম্ভন। আমি তাহে চরুপাক করিব রাজন॥ প্রধানা মহিষী যেই আছয়ে তোমার। সেই চরু শুদ্ধাচারে করিবে আহার॥ তাহাতেই গর্ভে হবে পুত্র উৎপাদন। পূর্ণ হবে মনোরথ কহিন্ম রাজন॥ ঋষির বচনে যজ্ঞ হৈল আয়োজন। মহর্ষি করিল চরু আপনি রন্ধন। কুতত্মতি নামে ছিল প্রধানা রমণী। তাহারে অঙ্গিরা চরু দিলেন তথনি॥ অগ্নির মিলনে যথা কুত্তিকা হুন্দরী। আত্মন্ধ ধরেন গর্ভে অতি যত্ন করি॥ তথা চিত্রকেতু সহ কৃতহ্যুতি রাণী। চরু পানে করিলেন গর্ভের মেলানী॥ চক্রকলা সম গর্ভ ক্রমে পূর্ণ হয়। ক্রমে কালপূর্ণ দেখ রাজা মহাশয়॥ `কাল পূর্ণে সেই গর্ভে জন্মিল কুমার। অপূর্ব্ব তাহার রূপ বর্ণিতে অপার॥ জিমিল কুমার শুনি হাইট নরপতি। অগণন ধন রত্ব ল'য়ে শীঘ্রগতি॥

ব্রাহ্মণ ভিহ্মুকে দান করেন তথন। ধেকু স্বৰ্ণ থাত্য আর যতেক বসন॥ অশ্ব হস্তী গাভী বৎস নগর ভূষণ। অকাতরে দান কৈল হর্ষে সে রাজন॥ প্রজারে করিলা হুখী বাড়ায়ে সম্মান। বিষ্ণুভক্তি প্ৰকাশিলা স্থাপি দেবস্থান॥ কাঙ্গাল পাইলে ধন যথা হুন্ট হয়। তথা পুত্রলাভে হৃষ্ট হইলেন রায়॥ জনক-জননী মেলি লইয়া সম্ভান। কতমতে সমাদর সকলে দেখান।। লালনে পালনে পুত্র হইল বর্দ্ধন। কলায় কলায় শলী যেন পূর্ণ হন॥ হইয়া পুজের মাতা কৃতত্মতি রাণী। রাজা সহ স্তথে রন দিবস যামিনী॥ রাণীর গৃহেতে রাজ। রন সর্বক্ষণ। না দেখেন আর আর ভার্য্যার বদন॥ কৃতহ্যতি হুখ হেরি সপত্নী সকল। হিংসায় আপন মনে দহিত কেবল। পুত্র পেয়ে কুতহ্যতি মাতি অহঙ্কারে। অপর সপত্রী সহ সম্ভাষ না করে॥ এত দেখি সপত্নীরা করিয়া মিলন। হিংসা পরবশে এক করিলা মন্ত্রণ। রাজার ঘরণী মোরা সকলেই হই। তবে কুতন্তাতি সম কেন প্রিয় নই॥ সন্তান লভিয়া সেই সপত্নী সবার। হইয়াছে এত প্রিয় মোদের রাজার॥ রথা জন্ম মোরা সবে করিন্তু গ্রহণ। সেই হেতু নাহি লাভ কৈন্তু পুত্ৰধন॥ সপত্নী সে কৃত্যুতি অতি হুথীজন। না পারি তাহার স্থথ করিতে দর্শন॥ একমাত্র পুক্র তার স্থের কারণ। কর হুথ নাশ বধি তার পুত্রধন॥ মন্ত্রণা করিয়া সবে আনিল গরল। অতি তীক্ষ বিষ সেই দীপ্ত হলাহল॥

রাজার হৃদয় সার সেই পুত্রধন। একদা আছিল সেই করিয়া শয়ন॥ সেই কালে সপত্নীরা করিয়া মিলন। শিশুর জিহ্বায় বিষ করিলা লেপন ॥ সেই বিষভরে শিশু হারাইল প্রাণ। রহিল যেমন পূর্বের আছিল শয়ন॥ কুমারে দেখিতে তবে ধাত্রী একজন। ক্ষণপরে ধীরে ধীরে প্রবেশে ভবন ॥ প্রবেশিয়া হেরে শিশু রহে অচেতন। নহেত নিদ্রায় ছোর বিহীন জীবন॥ পঞ্চ প্রাণ আত্মা আর ইন্দ্রিয় সকল। সর্ব্ব শৃষ্ঠ মাত্র দেহ শায়িত কেবল॥ আছিলা যে বর্ণ মরি কষিত কাঞ্চন। যে বদন স্থাময় কমল নয়ন॥ আজি সে বিবর্ণ প্রায় দেহ মধ্যে রয়। উন্মালিত আঁখি নাসা খাস হীন হয়॥ এত দেখি ধাত্রী তবে স্থমতে তথন। কপালে হানিয়া কর হইল পতন॥ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করে অনিবার। শীঘ্রগতি যান রাণী শুনিয়া চাঁৎকার॥ সন্তান নয়ন যার সন্তান পরাণ। অমঙ্গল শুনি তার রাণী হতজান॥ আলু থালু কেশ পাশ বসন ভূষণ। পুক্ত পাশে মায়াবেগে করিল গমন॥ হেরিয়া জীবন শৃষ্ঠ শায়িত সম্ভান। পড়িলা ভূতলে রাণী হইয়া অজ্ঞান ॥ স্নেহ বশে পুনঃ রাণী পাইয়া চেতন। মোহভরে মৃতপুত্রে করিলা ধারণ॥ ভ্রমবশে পুত্রে রাণী হৃদয়ে লইয়া। শোকে মুগ্ধ হ'য়ে কান্দে কত বিনাইয়া॥ রাণীর ক্রন্দন শুনি আসিয়া রাজন। প্রাণহীন পুত্রে হেরি করিলা ক্রন্দন॥ শোকানলে উভয়ের দগ্ধ হ'ল প্রাণ। শোকে মোহে উভয়েই হৈলা হতজ্ঞান॥

কভু বক্ষে কর হানে করি হাহাকার। পুত্র পুত্র করি বহু করিলা চীৎকার॥ রাজা রাণী সহ যত পুরবাসী জন। সকলেই পুজ্র লাগি করিলা ক্রন্দন॥ কেবল সপত্নী যারা খাওয়ায় গরল। মূথে কাদে অন্তরেতে হর্ষিত কেবল।। আনন্দ রাজার পুরী ছঃথে পূর্ণ হয়। রাজ কার্য্য ত্যজি রাজা সতত কান্দর॥ অঙ্গিরা নারদ নামে তুই তপোধন। বিহার কারণে তথা উপস্থিত হন॥ -অন্তর্ব্যামী ছুই ঋষি বসিয়া নগরে। উপায় করিল যাহে রাজশোক হরে॥ অন্তঃপুরে রাজরাণী ল'য়ে শিশু কোলে। শোকে মোহে মুশ্ধ রহে রাজকার্য্য ভূলে॥ সেই স্থানে নারদ অঙ্গিরা তপোধন। প্রবেশিলা আশীর্কাদে সম্বোধি রাজন ॥ সে ভবনে ছিল তবে শোক মূৰ্ত্তিমান। সকলে কান্দিতে ছিল লাগিয়া সন্তান॥ সান্ত্রনার লাগি তবে অঙ্গিরা ব্রাহ্মণ। সম্বোধি রাজায় তবে কহিলা বচন॥ আজি তব চিত্রকেতু একি ব্যবহার। কার জন্ম কাঁদিতেছ করিয়া চীৎকার॥ কেবা কার পিতা আর কে কার সন্তান। না বুঝিয়া সদা কাঁদ হ'য়ে হতজ্ঞান॥ সংযোগে বিয়োগ হয় স্বধর্ম জীবের। সংযোগ সম্বন্ধ মাত্র ছুঃখ সে কিসের॥ যতকাল দেহে জীব হৃসংযুক্ত হয়। সে অবধি মাতৃ পিতৃ সম্বন্ধ থাকয়॥ মৃত্যুতে হইল মাত্র সম্বন্ধ বিনাশ। সে সম্বন্ধে কেন রাজা হ'য়েছ উদাস॥ সর্বব্যাপি জীব শুধু না হয় তোমার। অসং দেহেতে মাত্র সম্বন্ধ বিচার॥ জন্ম মৃত্যু তুই কর্ম্ম জীবের সংসারে। সেই কর্ম্মে রত জীব আছে পূর্ববাপরে॥

এ দেহ প্রপঞ্চ মাত্র সত্য কিছু নয়। মিথ্যার লাগিয়া সব জ্ঞানী মুগ্ধ হয়॥ আপনার ধর্ম জীব করিলা পালন। জিমায়া সম্বন্ধ সেই করিলা স্থাপন॥ মৃত্যুকালে সেই জীব ত্যজে দেহাগার। কেন তার লাগি রাজা করিছ চীৎকার॥ শাস্ত হও তুমি রাজা চরাচর পতি। শ্রীহরির ভক্ত তুমি অতীব স্থমতি॥ এ সংসারে মায়া ত্যজি করহ বিহার। নারায়ণে ভক্তি কর পাইবে নিস্তার॥ ব্রাহ্মণের বাণী শুনি হুবুদ্ধি রাজন। প্রবুদ্ধ হইল তবে মনে কিছুক্ষণ॥ জ্ঞানের বাক্যেতে রাজা পাইয়া সান্তন। জিজ্ঞাসিল বল বল কে ভূমি ত্রাহ্মণ॥ মৃঢ় বৃদ্ধি আমি নর বৃঝিব কেমনে। ব্ৰাহ্মণ হইয়া কেবা ছলিলা এ জনে॥ শুনিয়া জ্ঞানের বাণী হুন্থ হৈল মন। পরিচয় দাও দেব আমায় এখন॥ রাজার ভারতী শুনি অঙ্গিরা হুজন। কহিলা হুমিষ্ট ভাষে শুনহ রাজন॥ নারদ ইহার নাম জ্বার কুমার। হই তব গুরু নাম অঙ্গিরা আমার॥ এ সংসারে ভোগে মুগ্ধ হ'য়ে যত নর। ভোগকেই সত্য ভাবে হেরে চরাচর॥ আমার আমার বলি করে অহক্ষার। মিপ্যাতেই সত্যজ্ঞান ভ্রম ব্যবহার॥ উচিত মোদের হয় জ্ঞান শিক্ষাদান। সেই হেতু ব্ৰহ্মাণ্ডেতে থাকি বিভাষান॥ উপদেশ দিতে তোমা পূর্বেব একবার। এসেছিত্র আমি রাজ। তোমার আগার॥ দেখি তোমা ভক্তিমান হরিপরায়ণ। হইল আমার ইচ্ছা দিতে জ্ঞানদান॥ কিন্তু মোর দেখা পেয়ে ভূমি হে রাজন। **চাহিলে आমা**রে বর পুত্রের কারণ ॥

সম্পদ ঐশ্বর্য্য তব দেখি অভিলাষ। ভোগ মিখ্যা দেখাবার হৈল মহ আশ। আছিল ঐশ্বর্য্য রত্ন না ছিল সন্তান। তোমার ইচ্ছায় তাহা করিত্ব প্রদান॥ দেখাইমু শোক মোহে কত দূর বল। ধরিয়া মানব মূর্ত্তি করে কত ছল॥ অতুল ঐশর্য্যে রাজা না পূরিল আশ। তখন সন্তান লাগি করিলা প্রয়াস॥ জাননা যে কত শোক সন্তান নিধনে। প্রত্যেক ভোগেতে দ্বংখ কহে জ্ঞানীগণে॥ ব্রাক্ষণের বাণী শুনি নুপতি তথন। প্রবে।ধ মানিয়া মনে ধরিয়া চরণ॥ व्यक्रिया नायर दाजा वन्तिया हतर्।। কহিলা উদ্ধার কর রূপা বিতরণে॥ রাজার বিনয় শুনি নারদ তখন। কহিলেন শুন শুন স্থবৃদ্ধি রাজন॥ দেহে জীবে যতক্ষণ থাকয়ে মিলন। ততক্ষণ মাগুমোহ সম্বন্ধ স্থাপন॥ দেহ ত্যজি যবে জীব করেন গমন। সম্বন্ধ তাহার সহ করে পলায়ন॥ দেখ রাজা সম্মুখেতে তাহার প্রমাণ। যোগবলে জীয়াইব তোমার সন্তান॥ সম্ভানের দেহে যেই জীব করে বাস। মরণের মাত্রে তার সম্বন্ধ বিনাশ। পিতা বলি তার আর না হইবে জ্ঞান। তোমা সহ কি সম্বন্ধ না পাবে সন্ধান॥ এত বলি সেই পুত্রে ঋষি দিলা প্রাণ। পুত্রেরে জীবস্তে ঋষি কহিলা বয়ান॥ অকালে মরিলা শিশু পুনঃ লও প্রাণ। জনক জননী তোষ হইয়া সন্তান॥ দেখ তব মাত। পিত। তোমার লাগিয়া। শোকে মোহে কত ছঃখ করেন বসিয়া॥ नातरमत वागी छनि विनक्त कृशात। সবার সাক্ষাতে কহে বাণী এ প্রকার॥

কেবা হয় মোর পিতা পুত্র আমি কার। সত্য করি কহ ঋষি করিয়া বিচার॥ নাহি মনে পড়ে মম জনক আমার। জননী বয়স্থ ধাত্রী আর বা সংসার॥ এত শুনি রাজা তবে পান দিব্যজ্ঞান। পলাইল যথাস্থানে সম্ভানের প্রাণ॥ ভোগ মিথ্যা দেখাইয়া ঋষি তুইজন। রাণীসহ মহারাজে করিলা তোষণ॥ দিব্যজ্ঞান পেয়ে রাজা স্থুন্থ করি মন। তুষিলা উভয় সাধু বন্দিয়া চরণ॥ পুত্রধন মিখ্যা জেনে সপত্নীর দল। আপনারা হুঃখী ভাবি করে কোলাহল॥ কিন্তু পুত্রহত্যা জন্ম পেয়ে পাপ ভয়। সকলে অন্তরে দগ্ধ সর্ববদাই হয়॥ সেই অনুতাপে সবে করে হাহাকার। কোন পুণ্যে হেন পাপে পাইব নিস্তার॥ জ্ঞান উপদেশ শুনি পেলে দবে জ্ঞান। কৃতকর্ম পাপ হেতৃ আকুল পরাণ॥ প্রায়শ্চিত্ত হেতু সবে যমুনায় যায়। পাপ নাশে তথা সবে হরিপদ পায়॥ শুন রাজা পরীক্ষিত কি হইল পরে। চিত্রকেতৃ ভাগ্য কথা কহিব সহরে॥ ঋষির সগীপে রাজ। করিয়া বিনয়। চাহিল এ হেন পদ যাহে মুক্তি হয়॥ তপো ধর্ম শিখাইয়া তাহে ঋষিগণ। করিলা আপন স্থানে উভয় গমন॥ তপো বিল্লা মহাবিল্লা অভ্যাসিয়া রায়। কিছুদিনে মহাসিদ্ধি লাভ করি তায়॥ হেরিলা স্বচক্ষে রাজা শ্রীমধুসদন। বেক্ষাণ্ডেতে ব্যাপ্ত যিনি স্ষ্টির কারণ॥ নারায়ণ হেরি রাজা লভিলেন বর। সিদ্ধিগুণে পাইলেন পদ বিভাধর॥ তপস্থায় বিভাধর হইল সে রায়। যোগীজন নমস্কার করিতেন তাঁয়॥

এ হেন প্রভাব রাজা এই ত্রিভূবনে। সিদ্ধগণে ইতস্ততঃ ভ্ৰমেন বিগানে॥ ভোগ ত্যজি সেবিলেন প্রভু নারায়ণ। ম'রে অমরত্ব লাভ করে সেইক্ষণ॥ পিদ্ধি লাভ করি রাজা মনের হর্ষে। একদিন উপস্থিত হয়েন কৈলাসে॥ গৌরীরে লইয়া কোলে দেব দিগম্বর। ঋষিজ্ন সহ রন কৈলাস উপর॥ গৌরীর প্রেমেতে মুগ্ধ আছিলেন হর। ইহা দেখি চিত্রকেতু বিশ্মিত অন্তর॥ ভব প্রতি ঘুণা করি কহিল বচন। স্ত্রৈণ হরে কেন পূজে মিলি ত্রিভুবন॥ সিদ্ধি অহঙ্কারে মাতি নাহি বুঝি হর। দ্বণা করিলেন তাঁয় সবার গোচর॥ এত শুনি শাপ তায় দিলেন ভবানী। অস্থর যোনিতে তোর লিপ্ত হোক প্রাণী॥ ভবানীর বাণী মতে সিদ্ধি বিনাশন। অম্বরত্ব প্রাপ্তি তার হইল তথন॥ সিদ্ধি নাশে চিত্রকৈতু অহুরত্ব পেয়ে। ব্রত্র নামে ত্বস্টা যজ্ঞে জন্মিলেন গিয়ে॥ ব্বত্ররূপে ইন্দ্রসহ করিয়া সমর। পুনশ্চ লভেন জান মুক্তি অতঃপর॥ বুত্র চিত্রকেতু কথা রাজা পরীক্ষিত। বলিলাম যাহা পূৰ্ব্বে শুনিমু নিশ্চিত॥ ষষ্ঠক্ষ বাণী হয় অতি হুমধুর। শুনিলে পাপীর প্রাণে পাপ হয় দূর॥ চণ্ডীচরণের পুত্র নাম কালীদাস। উমেশ তাহার পুত্র ভক্তির প্রয়াস॥ সাধুজন জন্ম লভি উপেন্দ্র কুমার। রচিলেন ভাগবত অমৃত আধার॥ ষষ্ঠক্ষন্ধ এইথানে হৈল সমাপন। ভক্তির আধার ইহা ভাগবত ধন॥ যেইজন ভাগবত শুনে ভক্তি মনে। গোলোকে চলিয়া যায় চাপিয়া বিমানে॥

অপূর্ব্ব এ ভাগবত অমৃত সমান।
পান করি স্থধীজন লভে দিব্যজ্ঞান॥
অজ্ঞান তিমির আদি নাহি রহে তার।
জীবন সার্থক শুনে হরিকথা সার॥
সর্ব্বপাপ দূরে যায় শুনিলে এ কথা।
ত্রিলোকের সার এই ভাগবত গাঁথা॥

অগতির গতি হরি পাপীরে তরাতে।
নানা মূর্ত্তি ধরি প্রভু আসেন জগতে॥
ভজ হরি মার হরি নাম কর সার।
ভাগবত পুণ্ডকথা ভক্তির প্রচার॥
উপেন্দ্র রচিলা গীত হরিনাম গান।
বুক্রান্তর জম্মকথা করিয়া বাখান॥

ইতি বৃত্র পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

মুষ্টক্ষক সমাপ্ত।



# খ্ৰীমদ্ভাগৰত

#### সপ্তম ক্ষক্ষ

### নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অণ বিপরী ১ ভক্তির কণা। সূত কন সম্বোধিয়া যত মুনিগণ। শুন ভাগবত কথা হ'য়ে একমন॥ সপ্তম স্বন্ধের কথা অতি স্তললিত। শ্রীহরি করুণ। ইথে হইবে বিদিত॥ শুক কন সম্বোধিয়া পাণ্ডু বংশধরে। শুন রাজ। পর্রাক্ষিত কি ঘটিল পরে॥ কশ্যপের চুই পর্ত্তী। ব্যক্ত চরাচরে। দিতি ও অদিতি নামে বিখ্যাত সংসারে দিতি গর্ভে অস্থরের হইল জনম। অদিতির গর্ভে জম্মে যত দেবগণ॥ অহ্নরে দেবেতে সদা না হয় মিলন। উভয়ে উন্মন্ত রয় সদা করি রণ॥ যতেক অস্ত্র হয় গহা তুষ্টাচার। দেবগণ বিষ্ণু-প্রিয় ব্যক্ত এ সংসার॥ দেবগণ সহ ইন্দ্র অতি বলবান। কৌশলে অস্থর নাশ করেন বিধান॥

যতেক দিতির পুত্র অস্থর জিমাল। দেবগণ সহ ইন্দ্র সকলে নাশিল॥ যবে দেবগণ রণে হয় পরাজয়। আপনি আসিয়া বিষ্ণু অন্তরে নাশয়॥ এইরূপে দেবাস্থরে সদা দ্বন্দ হয়। বিষ্ণু আসি অন্তরের প্রাণ সংহারয়॥ এই কথা শুনি তবে রাজা পরীক্ষিত। জিজ্ঞাদেন শুকদেবে হইতে বিহিত॥ অপূর্ব্ব বারতা গুরু করিন্ম শ্রবণ। প্রিয়াপ্রিয় বোধ আছে যথা নারায়ণ॥ কি প্রিয় সাবিল দেব ভজি নারায়ণ। কোন বা অপ্রিয় করে অস্তরের গণ॥ সমবুদ্ধি যার হয় সম দৃষ্টিময়। শুদ্ধ তত্ত্বময় যিনি সম্ভবতে নয়॥ স্থরাস্থর ভেদ বুদ্ধি কেমনে তাঁহার। কাহার সাধনে প্রিয় কাহার সংহার॥ কছ গুরু এ অধমে করিয়া বিচার। নারায়ণে এ বৈষম্য কোন ব্যবহার॥

শুক কন শুন রাজা অবহিত মনে। কহিব সে প্রশ্ন যাহা করিলে একণে॥ মায়াময় সেই হরি বুঝে শক্তি কার । সকল কার্য্যেতে হয় মঙ্গল অপার॥ যে কথা জিজ্ঞাস তুমি পাণ্ডবংশধর। ধর্ম্মরাজ সেই কথা হয়েন গোচর॥ যবে রাজসূর যজে রাজা যুখিন্ঠির। আমন্ত্রিলা রাজগণে সব পৃথিবীর॥ শিশুপাল দস্তবক্র তুই রাজগণ। সকলি সভার স্থলে কৈলা আগমন॥ শিশুপাল হেরি সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ। পাইল সাযুজ্য মুক্তি করি বিদ্বেষণ॥ हेश (मिथ यूथिकिंद व्यान्ध्या हहेगा। জিজ্ঞাসেন নারদের নিকটে আসিয়া॥ আশ্চর্য্য দেবর্ষি আজি করিমু দর্শন। চিরকাল যে করিল হরিরে নিন্দন॥ ছরি নাম যার দ্বণা কৃষ্ণ বিছেষণ। ক্রোধে যেই নাহি হেরে একুষ্ণ বদন॥ সেই শিশুপাল বল কোন পুণ্যবলে। পাইল সাযুজ্য মুক্তি কৃষ্ণ পদতলে॥ नावन अनिया वाणी करहन वहन। শুন ধর্মরাজ তার তত্ত্ব নিরূপণ॥ অপূর্ব্ব মহিমা যাঁর নাম নারায়ণ। শক্ত মিত্র নাহি বোধ যাঁর কদাচন॥ যে ভাবে যে ডাকে তাঁরে সেই ভাবে পায়। মুক্তিদাতা হরি তিনি করুণা আলয়॥ শিশুপাল শক্রভাবে ভাবি নারায়ণ। সর্ববদা করিত চিন্তা স্থির করি মন॥ শক্ত মিত্র ভাবে মাত্র অমৃত সে হরি। যে ভাবে ভাবিবে তাঁয় পাবে পদত্রী॥ তেলপায়ী কীট যথা ভাবিয়া ভ্রমর। প্রাণভয়ে ভাবি হয় সেই রূপ ধর॥ শিশুপাল শক্ররপে ভাবি নারায়ণ। অমৃত হরির গুণে পাইল চরণ॥

কাম হেডু কৃষ্ণ প্রাপ্ত হ'ল গোপীগণ। ভয় জন্ম কংস পায় সেই নারায়ণ ॥ হিংসা জন্ম শিশুপাল পায় সেই হরি। যাদবে পায়েন কৃষ্ণ হুসম্বন্ধ করি॥ স্নেহ গুণে হে পাণ্ডব পাও নারায়ণ। ভক্তিগুণে পাই তাঁরে মোরা ঋষিগণ॥ বাসনার শুভে শুভ মন্দে মন্দ হয়। কেহ হরি ভজে তাহে কেহ তাহা নয়॥ স্কজনের কোপে জীবে চুফ্ট বৃদ্ধি পায়। তাহাতেই সেই হরি চিনিতে না পায়॥ পূ**ৰ্ব্বজন্মে** শিশুপাল আছিল হুজন। বিষ্ণুর পার্ষদ ছিল তেজ অগণন ॥ বিপ্রশাপে চুফ্ট জন্ম করিয়া ধারণ। করিলা বিষ্ণুরে ছেষ হে ধর্ম-নন্দন॥ এ বাণী শুনিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির। নারদেরে কছিলেন বচন গভীর॥ শিশুপাল জন্ম কথা করছ বর্ণন। শুনিয়া হউক স্থির এ চঞ্চল মন॥ রাজার শুনিয়া বাণী নারদ তথন। শিশুপাল জন্মবাণী করিলা বর্ণন ॥ সনকাদি চারি ভাই ত্রহ্মার কুমার। বিষ্ণুলোকে যান সদা করিতে বিহার॥ ছুই দ্বারপাল ছিল জয় ও বিজয়। বিষ্ণু পারিষদ উভে শুন মহাশয়॥ চারি ভায়ে নিষেধিল করিতে প্রবেশ। সনকের তাহাতেই ক্রোধের আবেশ। অবারিত বিষ্ণু দার কেন বা বারণ। অবশ্যই হুফ বুদ্ধি পায় হুই জন॥ তবে বিপ্রগণে মিলি অভিশাপ দিল। জয় ও বিজয় দৈত্যবংশে জনমিল॥ অজ্ঞানে করিয়া উভে সাধু অপমান। তুইজনে তুই যোনি একত্ৰেই পান॥ শাপ লাভ করি তবে জয় ও বিজয়। শাপ মুক্তি লাগি তবে করে অমুনয়॥

সেইকালে মিলি তবে ব্রহ্মার নন্দন। কহিলা তৃতীয় জন্মে পাবে নারায়ণ॥ বিপরীত ভাবে করি হরি বিদ্বেষণ। इति मह तथ कति इट्टेंटर निधन॥ সেই হেতু ধর্ম্মরাজ তুক্ট বৃদ্ধি পায়। ক্রফাণে হরিছেন করে সর্ববদায়॥ প্রথম জন্মেতে সেই জয় ও বিজয়। হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ হয়॥ উভয়েই বলবান দিতির তনয়। ব্রন্ধাণ্ড পীডন করি সদা মত্ত রয়॥ হিরণ্যাক্ষ বধে হরি বরাহ হইয়া। ধরার উদ্ধার লাগি সমরে মাতিয়া॥ হিংসাযুক্ত নহে রাজা হয় সেই রণ। যেমন ইচ্ছিলা দৈত্য পাইলা তেমন॥ হরি সহ দৈত্য ইচ্ছা করিবারে রণ। সেই ইচ্ছা কলে তারে ববে নারায়ণ॥ হিরণ্যকশিপু বধি হ'য়ে নরহরি। প্রহলাদে রাখেন হরি দিয়া পদতরি॥ অপূর্ব্ব সে কথা রাজা করিব প্রকাশ। যে ভাবে ভাবহ হরি পুরিবে সে আশ। দিতীয় জনমে তবে জয় ও বিজয়। কুম্ভকর্ণ ও রাবণ ছুই নামে হয়॥ রাঘব রূপেতে সেই শ্রীমধুসুদন। পবিত্র করিলা উত্তে করিয়া নিধন ॥ তৃতীয় জনমে সেই জয় ও বিজয়। দন্তবক্র শিশুপাল ছই নামে হয়॥ এ জনম করি উভে হরি বিদ্বোণ। ক্ষেং হেরি করতলে পায় মুক্তিধন। যে ভাবে ভাবহ হরি বিপরীত নয়। অবশ্য পাইবে মুক্তি শাস্ত্রে বাহা কয়॥ মিত্র শক্র নারায়ণে নাহি কদাচন। যে যেমনরূপে ভাবে পায় সে তেমন॥ শক্রিরপে ভাবে তারে অস্থরের দল। সেই হেতু তাঁর সহ সমর কেবল॥

পরিত্রাণ করিলেন তুই বৃদ্ধি জনে।
দয়া করি নারায়ণ বধি সবে রণে॥
বিপরীত ভক্তি কথা এইরূপ হয়।
হরি মায়া বুঝা ভার কহিন্দু নিশ্চয়॥
অপরে কি ইচ্ছা রাজা করহ প্রকাশ।
যথাসাধ্য পুরাইব তব মন আশ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
বিপরীত ভাবে করি ভক্তির বিচার॥

ইতি বিপরীত ভক্তির কথা সমাধ্য।

অথ হিরণাকশিপুর চরিত্র কণা। পরীক্ষিতে সম্বোধিয়া শুকদেব কন। শুন রাজা হরিদ্বেগ ভক্তির কারণ॥ যুধিষ্ঠির কন তবে নারদের প্রতি। হেন ভাব কেন দৈত্য করে মহামতি॥ দ্বেষ ভাবে কেন ভাবে যত দৈত্যগণ। না পারি বুঝিতে আমি তাহার কারণ॥ নারদ কহেন তবে যুধিষ্ঠির প্রতি। অপূর্ব্ব কাহিনা তাহা শুন নরপতি॥ কশ্যপ ঔরসে দিতি লভিল সন্তান। তুইটি ভাষণ দৈত্য শাস্ত্রের প্রমাণ॥ হিরণ্যাক্ষ জ্যেষ্ঠ হয় মহা বলবান। কশিপু কনিষ্ঠ তার শান্তের প্রমাণ॥ ব্ৰহ্মশাপে দৈত্য জন্ম লভি ছুইজন। আজন্ম হরির দ্বেষ করে অনুক্ষণ॥ স্পৃষ্টিকালে যবে ব্রহ্মা স্থাজিলা ধর্ণী। কোমলা নবীন বালা জীবের জননী॥ ব্রহ্মদেটা হিরণ্যাক্ষ আসিয়া তথন। হরিছেম করি ধরা করিল হরণ॥ সৃষ্টি লোপ হয় দেখি ব্ৰহ্মা নহাজন। বিপদে শ্বারিলা সেই প্রভু নারায়ণ॥ স্ষ্টি নাশ হয় হেরি তবে সেই হরি। ধরিলা বরাহ রূপ আহা মরি মরি॥

বরাহ রূপেতে হরি প্রবেশি পাতাল। ভীষণ উভয় দস্ত যেন বুক্ষ শাল। ভ্ভক্ষার করি ধায় ইচ্ছিয়া সমর। ডাকিলেন ঘোর রবে যথা দৈত্যবর॥ হরিছেফী দৈত্য সেই হেরি নারায়ণ। গালাগালি দিয়া যুঝে করিবারে রণ॥ রণ লাগি নারায়ণে ক'রেছিল আশ। রণ দিয়া তেঁই প্রভু পূরালেন আশ। রণান্তে হইল তার জীবন নিধন। সেই শোকে ভ্রাতা তার করিলা ক্রন্সন॥ হরি হন্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলে নিধন। হরিরে আপন শত্রু ভাবিলা তখন॥ সে অবধি নারায়ণে শত্রু সে ভাবিল। দেবতার সহ বৈরী সর্ববদা করিল। কি উপায়ে নারায়ণে বিচ্ছেদ করিবে। কি উপায়ে জগঙ্জনে হরি না প্রজিবে॥ সেই কর্ম লাগি যত্ন করে বারম্বার। অপূর্ব্ব হরির মায়া তাহা বুঝা ভার॥ হিরণ্যাক্ষ বধে তার প্রেয়সী রম্ণী। ন্তলোচনা কন্সা আর পুত্র গুণমণি॥ শোকে মোহে সকলেই হইল কাতর। কিছতেই শোক নাহি হয় স্থিরতর॥ হিরণ্যকশিপু তবে হ'য়ে ক্রন্ধমন। সর্ববদা করিতে থাকে 🗐 হরি ছেমণ।। স্বজনে সকলে হেরি শোকেতে কাতর। কহিল প্রবোধ বাক্যে বুঝায়ে বিস্তর॥ কেন মিছা কর ত্বংখ তোমরা স্বজন। বধিলা ভ্রাতায় মম তুষ্ট নারায়ণ॥ তোমাদের মধ্যে আদি যদি হই বীর। যগ্যপি ভ্রাতার প্রতি ভক্তি থাকে স্থির॥ দেখিব কেমন হরি কিন্তা দেবগণ। কেমন তাঁহার মায়া হেয় দৈত্যগণ॥ এত বলি বীর তবে তুলি মহা শূল। কহিতে লাগিলা রোষে প্রতাপ অতুল।

নিশ্বাদে প্ৰন বহে নয়নে তপন। क्लार्थ **हनाइन काँ** पि वीर्या कु-कष्णन ॥ হেনরূপে তবে দৈত্য হ'য়ে ক্রোধনন। স্বজনে সম্বোধি তবে কহিলা বচন॥ 😊ন সবে একমনে অনুচরগণ। এখনি করহ নাশ হরি আরাধন॥ যথা হয় যজ্ঞ তপ ত্রত আচরণ। হরির পূজন লাগি বেদ অধ্যয়ন॥ যথায় নিবাদে যত বৈষ্ণবের দল। সংকীর্ত্তন সদা করে করি কোলাহল॥ নিবাও যজের অগ্নি নাশহ পূজন। করহ একান্ত হিংসা হরিভক্তগণ॥ একবার মুখে যেই লবে হরিনাম। কাটহ তাহার মাথা ভাঙ্গি তার ধাম॥ হরির মন্দির শুন যে গ্রামেতে রয়। খাষির আশ্রম যথা স্তদজ্জিত হয়॥ আগুন লাগায়ে তাহা করহ দাহন। না মানিও কাছারো সে প্রবোধ বচন॥ এত শুনি মহাবেগে ধায় দৈত্যদল। গ্রাম ব্রজ-পথ পানে করি কোলাহল॥ दिवछव प्रिश्न यथा कतिन निधन। ভাঙ্গিল মন্দির যথা হয় উপাসন॥ যে গ্রামেতে তীর্থ ছিল করিল দহন। প্রাণ ল'য়ে কাঁদে যত বৈষ্ণব স্তজন॥ অনুচরে আজ্ঞা দিয়া সে দৈত্য রাজন। প্রবেশিল যথা মাতা ভ্রাতৃ পুত্রগণ॥ পুত্রশোকে হুঃখী মাতা হ'য়ে অচেতন। ভূমে গড়াগড়ি যায় করিয়া ক্রন্দন॥ এলায়ে প'ড়েছে কেশ উন্মূক্ত ভূষণ। অঞ্চেবেগে বরিষার ধারা বরিষণ॥ পুত্রগণ পিতা লাগি করে হাহাকার। আকুল হইয়া কাঁদে প্রেয়সী তাহার॥ এত দেখি সকাতরে কশিপু তথন। কহিতে লাগিলা সবে প্রবোধ বচন॥

কেন কাঁদ গো জননী সম্বর ক্রন্দন। কে কোথায় চিরকাল ধরিল জীবন॥ ক্ষণস্থায়ী এ জীবন চিরকাল নয়। পণ্ডিতে না করে শোক বুঝিয়া নিশ্চয়। চিরকাল যদি সবে করহ রোদন। তথাপিও না ভূলিবে শোকের চিন্তন॥ তাই বলি শাস্ত হও শোক নাহি কর। নাশিব সে বৈরী আমি কিছুদিন পর॥ অপূর্ব্ব আখ্যান মাতা করহ প্রবণ। যমের সংবাদ তাহে আছয়ে বর্ণন॥ আছিল বিস্তীর্ণ দেশ নামে উশীনর। ধার্মিক তাহার রাজা খ্যাত চরাচর॥ একদা করিয়া রাজা সমর ভীষণ। শত্ৰু হত্তে মহা যুদ্ধে হইল নিধন॥ রাজার নিধন হেরি আগ্নীয় স্বজন। ক্সা পুত্র আর যত মহিধীরগণ॥ সকলে বেডিয়া দেহ করিল ক্রন্দন। যায়ার বন্ধন নারে করিতে ছেদন॥ ক্রন্দন না হয় স্থির কাঁদে বহুদিন। কেছ না আছিল তথা বুঝাতে প্রবীণ॥ হাহাকার রব সদা অতি উচ্চম্বর। ক্রমেতে হইল তাহা যমের গোচর॥ যম শুনি উচ্চৈঃস্বরে শোকের ক্রন্দন। বালকের বেশে তথা করেন গমন॥ অরুণ বরুণ মরি কান্তি স্থকোমল। আঁথিযুগ চল চল সরস কমল॥ মূতু হাসি মুখ যেন শশী পূর্ণিমার। অতি খর্কা বপু মরি অতি হুকুমার॥ যথায় বেড়িয়া রাজ। আত্মীয় স্বজন। শোকে মাতি সকলেই করিছে ক্রন্দন॥ বালক হইয়া যম নিকটে যাইয়া। মূহ মূহ কন কথা হাসিয়া হাসিয়া॥ বালকের মিষ্ট কথা করিয়া শ্রাবণ। সকলে ত্যজিল মাত্র ক্ষণেক রোদন॥

যম কন সম্বোধিয়া সকলে তথন। কার জন্ম এত শোক এত বা ক্রন্সন॥ দেহে যেই কৰ্ত্তা হয় না ত্যক্তে জীবন। নাহি তার কভু নাশ কহে জ্ঞানীগণ॥ মিথ্যা এই ভূতদেহ মাত্র অহস্কার। মরিলে তাহার নাশ কহিলাম সার॥ মিখ্যা লাগি কেন মিছা কর হাহাকার। কালে দেহ পায় জীব কালে নাশ তার॥ চিরকাল যদি সবে করহ জ্রন্দন। তোমরাও এককালে হইবে নিধন॥ শুনহ তাহার এক অপূর্ব্ব আখ্যান। পর লাগি শোক করি নাশে নিজ প্রাণ॥ ঈশ্বরে সেবিয়া এক ব্যাধ চুস্টজন। পক্ষীবধ বর তাঁহে করিল গ্রহণ॥ যেখানে পাইত পক্ষী লোভ দেখাইয়া। বধিত তাহার প্রাণ জাল ফেলাইয়া॥ একদা যুগল পক্ষী শাখীর উপরে। আনন্দে বসিয়াছিল হরিধ অন্তরে॥ সেই রক্ষ নীডে তার আছিল সন্তান। উভয়েই মনোস্ত্রং সন্তোগিত প্রাণ॥ একদা সহসা এই ব্যাধ ছফ্টজন। পক্ষিণীরে সর্বব অগ্রে করিল ধারণ॥ পক্ষিণী পড়িয়া জালে করে হাহাকার। তাহে শোকযুক্ত পক্ষী করিল চীংকার॥ প্রেয়সীর শোক লাগি উন্মত্ত হইয়া। না বসিল এক পদ শাখায় সরিয়া॥ হা প্রিয়ে হা প্রিয়ে তুমি হারালে জীবন। কে বল পালিবে তব শিশু পুত্ৰগণ॥ এইরূপে কাঁদে নাহি হয়ে সাবধান। শোকেতে উন্মন্ত হয়ে হারাইয়া জ্ঞান॥ পুনঃ ব্যাধ চুপি চুপি জাল ফেলাইয়া। ধরিল সে পক্ষীবর হর্ষিত হইয়া॥ যেই জন হিত চিন্তা না করি আপন। মিখা লাগি শোকে মোহে করয়ে চিন্তন॥ পর লাগি হয় তার আপনার নাশ। জ্ঞানীর বচন ইহা সর্ববত্র প্রকাশ। কিশপু এতেক বলি হইলেন স্থির। স্বজনে তথন মুছে নিজ আঁথি নীর। মৃত দৈত্যবর লাগি সকলে তথন। শোক ত্যজি করিলেন তাহার তর্পণ। সকলে প্রবোধ দিয়া কশিপু তথন। বিষ্ণুবধ লাগি করে তপ আচরণ। এতেক বলিয়া তবে নারদ স্থধীর। কহেন অপরে শুন রাজা যুধিষ্ঠির। উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। জ্বেভাবে ভক্তি যথা শাস্ত্রেতে প্রচার।

অপ হিরণ্যকশিপুর তপস্থার কথা। সূত কন শুন শুন পাণ্ডুবংশধর। কশিপু চরিত্র কথা অতি মনোহর॥ ভ্রাতৃশোক সম্বরিয়া দৈত্য মহাবীর। প্রবোধ মানিয়া মনে হইলেন স্থির॥ জননী প্রভৃতি যত আত্মীয় স্বজন। প্রবোধ করেন শেষে বুঝায়ে বচন॥ সঙ্কল্প করেন শেষে আপনার মনে। তপোবলে জিনিব সেই চুক্ট নারায়ণে॥ এত বলি মহাবীর ডাকি দৈত্যগণ। কহিতে লাগিলা সবে সগর্বব বচন॥ আমার বচন সবে শুন বীরগণ। ভ্রাতার নিধনে শোক পাইন্যু ভীষণ॥ জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা অতি গুরুজন। তাঁহারে বধিল ছুফ্ট সেই নারায়ণ॥ না পাই তাহার দেখা যুঝিব কেমনে। পাইলে তাহার দেখা মারি তায় প্রাণে স্থমেরুর শৃঙ্গ সম বাহু মম হয়। প্ৰব্ৰত সমান অঙ্গ দৃঢ় স্থলি চয়॥

সূর্য্য-সম তুনয়ন রয়েছে প্রকাশ। প্রবল পরন সম নিশ্বাস প্রশ্বাস॥ স্বৰ্গ মৰ্ক্তা ত্ৰিভূবন শরীরের বলে। নিমিষে জিনিতে পারি আমি কুতুহলে॥ তথাপি না মানি ভয় করি মহারণ। অবহেলে জিনি তায় হেন মম পণ ॥ একবার পাই যদি অরির সন্ধান। যদি সে লুকায়ে থাকে বাঁচাইতে প্রাণ॥ পর্বত অরণ্যে কিম্বা জলধর জলে। সূৰ্য্য চন্দ্ৰ লোকে কিম্বা গ্ৰহচক্ৰ স্থলে॥ নিমিষে ধরিয়া তার বধিব পরাণ। এ ছেন বীরত্ব মম বীর অভিমান॥ আশ্চর্য্য অরাতি সেই হয় নারায়ণ। ত্রিভুবনে নাহি পাই তার দরশন॥ গুরুজনে জিজ্ঞাসিয়ে এই বার্তা পাই। তপষ্ঠায় তার দেখা হয় সর্ববদাই॥ যেজন করিল এই বিশ্বের স্কলন। ব্ৰহ্ম নাম কহে লোকে অতি মহাজন॥ তপস্যা করিয়া তায় করিলে সম্ভোষ। যদি তিনি মম প্রতি হন পরিতোষ॥ তপোবলে তাঁর মৃত্তি করি দরশন। মাগিব অজেয় বর এই আকিঞ্চন॥ তপস্থা লাগিয়া আমি আজি এইক্ষণ। মন্দর পর্বত মাঝে করিব গমন॥ স্তুথে থাক দৈত্যগণ লইয়া নগর। জননী স্বজনে দেখ না ভাবিয়া পর॥ এত কহি দৈত্যপতি ভ্রাতৃশোক শ্বরি। যন্দর পর্বতে যান ঋষিবেশ ধরি॥ সমাধি নিয়মে শুদ্ধ করি আগে মন। অনন্তর করে দৈত্য যোগ আরম্ভন॥ অতি মহাযোগ সেই বর্ণিতে বিস্তর। স্বর্গ মর্ত্ত্য রদাতল কাঁপে থর থর॥ হিরণ্যকশিপু একে অতি ভীমকায়। তাহাতে যোগের অগ্নি আঞ্রিত তাহায়॥

তাত্রমর্ণ জটারাশি শোভে শিরোপর। নয়নে ঝলকে যেন তপনের কর॥ গ্রীম্মে অগ্নি মাঝে দৈত্য করে তপাচার। বরিষায় মাথে অঙ্গে বরিষার ধার॥ হেমন্ত হিমেতে রহে যামিনী দিবস। শীতে সরোবর মাঝে হইয়া হরম॥ হেনরূপে দেহযোগ করি সমাপন। পরিশেষে জ্ঞানযোগ করে আরম্ভন॥ উর্দ্ধ বাহু একপদে মন করি স্থির। অনলে সলিলে ক্লান্ত নাহি হয় বীর॥ ইন্দ্রিয় সহিত করি ক্ষুধা তৃষ্ণা জয়। ত্রক্ষের সাক্ষাৎ লাগি অনশনে রয়॥ শত শত বর্ষ করি তপ আচরণ। একাসনে সিদ্ধি লাগি করয়ে সাধন॥ তপস্থার বলে ভেদি শিরোদেশ তার। নিকলে অনল জ্যোতিঃ ব্যাপিয়া সংসার॥ ধরা কাঁপে থর থর পবন সঘনে। চক্র সূর্য্য বিকম্পিত আপনার স্থানে॥ অক্টকুলাচল কাপে সহিত সাগর। নদা স্রোতহীন হয় গর্জে জলধর॥ বিনা মেঘে বজ্ঞাঘাত হয় সর্ববন্ধণ। ভূ-কম্পনে কাঁপে দদা দ্বিসপ্ত ভূবন॥ স্বর্গেতে প্রবেশে ক্রমে তেজ তপস্থার। দেবগণ তাহে দগ্ধ হন বারন্থার॥ তপস্থার তেজে তবে যত দেবগণ। ব্রহ্মলোকে একে একে করে পলায়ন॥ ব্রহ্মার সমীপে সবে করিয়া গমন। কহিতে লাগিলা সবে কাতর বচন॥ জগতের পতি তুমি স্মষ্টির কারণ। সকলের আত্মা তুমি সর্বব শ্রেষ্ঠজন। তিন গুণময় তুমি ব্যাপ্ত চরাচর। ত্রিসংসারে কোন বস্তু তব অগোচর॥ যে বিধি বিধানে বিধি করিছে পালন। তাহে স্থা যত প্রাণী ব্যাপি ত্রিভূবন ॥

সবার অনিষ্টকারী দৈত্য তুইজন। বধিতে তাহাতে হরি দেহধারি হন॥ তাহাতে বংশের শ্রেষ্ঠ কশিপু সে বীর। ভ্রাতৃশোকে প্রাণ তার হইল অস্থির॥ শোক নিবারণ লাগি করে যোগাচার। যোগে ত্রিভুবন কাঁপে জ্বলে এ সংসার॥ তপস্থার তেজে দগ্ধ অমর নগর। আমরা সতত হই মনেতে কাতর॥ দয়া করি ভূমি দেব যাও তার পাশ। কি ইচ্ছা তোমার কাছে করুক প্রকাশ। ইচ্ছামত বর তাহে দাও প্রজাপতি। শান্ত হ'ক এ সংসার যুচুক ছুর্গতি॥ এত বলি দেবগণ হইলেন ছির। তুষিতে কশিপু ব্রহ্মা হয়েন বাহির॥ প্রভাতি অরুণ সম লোহিত বরণ। অতীব প্রদন্ন মূর্ত্তি কমল আসন॥ হংসপরে চাপি তবে পরিয়া ভূষণ। ব্রহ্মর্ষি বেষ্টিত হ'য়ে করেন গমন॥ ভীষণ মন্দর গিরি ব্যাপি চরাচর। নিবিড় অরণ্যে ব্যাপ্ত সেই ধরাধর॥ প্রবেশ না হয় তথা সূর্য্যের কিরণ। চন্দ্রমার প্রভা নাহি হয় প্রবেশন॥ এ হেন ভীষণ স্থানে সেই দৈত্যবর। অনশনে মহাযোগ করে ঘোরতর॥ সচেতন অঙ্গ তার হয়েছে পাষাণ। নাহি রক্তবিন্দু দেহে হয় বহমান॥ লতায় জডিত অঙ্গ বল্মীকে বেষ্টিত। মেদ মাংস দ্বারা কাঁট হয়েছে পেষিত। হেনমতে মহাদৈত্য করে যোগাচার। উপস্থিত হন ব্রহ্মা সম্মুখে তাহার॥ তপস্তা হেরিয়া তার মানিয়া বিস্ময়। মুনিজন সহ ব্ৰহ্মা চমকিত হয়॥ স্মধুর ভাষে বিধি করি সমোধন। কহিতে লাগিল দৈত্যে মধুর বচন॥

স্থির হও স্থির হও কশ্যপ কুমার। আজি সিদ্ধ হইয়াছ করি যোগাচার॥ তোমার যোগেতে বৎস কাঁপে ত্রিভুবন। ক্ষান্ত হও এই লও মম দরশন॥ পুরাকালে আছিলেন যত ঋষিগণ। নারেন করিতে হেন যোগ আচরণ॥ তোমার কীর্ত্তিতে পূর্ণ হইবে সংসার। মহাযোগী তুমি ওহে কশ্যপ কুমার॥ এতেক কহিলে ব্রহ্মা মধুর বচন। সমাধির বলে দৈত্য না মেলে নয়ন॥ অবশেষে ল'য়ে ব্রহ্মা অমৃতের জল। সিঞ্চন করেন তার অঙ্গেতে সকল॥ অমুত পরশে দৈত্য পাইল চেতন। সেইক্ষণে পূর্ব্ব অঙ্গ করিলা ধারণ॥ কোথা গেল কীটজাল কোথা লতাচয়। অরণ্য হইতে যেন তপন উদয়॥ চৈত্তক্স পাইয়া দৈত্য ত্যজিয়া আসন। উৰ্দ্ধন্টে চাহিলেন তপস্থার ধন॥ এতেক বলিয়া তবে নারদ স্থার। কহিতে লাগিল শুন রাজা যুধিষ্ঠির॥ ব্রহ্মারে হেরিয়া তবে কশ্যপ-নন্দন। পুলকে পূৰ্ণিত তত্ম আনন্দ নয়ন॥ করযোড় করি করে স্তব আরম্ভন। প্রণমি চরণে তব হে সর্ব-কারণ॥ তিন গুণে তুমি হও পরম ঈশ্বর। ভূমি সবাকার শ্রেষ্ঠ সংসার ভিতর ॥ ভূমি বেদ ভূমি বিভা ভূমি আক্সময়। ভূমি অন্তর্য্যামী দেব জানি স্থনিশ্চয়॥ তপস্থায় যদি তুষ্ট হ'য়েছ এখন। দাও বর যাহে ভুষ্ট হয় মম মন॥ এতেক বচনে কন কমল আসন। যা চাহ অভীষ্ট বর দিব এইক্ষণ॥ ব্রহ্মার বচন শুনি তবে দৈত্যবর। চাহিলেন তাঁর কাছে অভিপ্রেত বর॥

শুন শুন মম আশা কমল আসন। দেহ হ'তে প্ৰাণ যেন না যায় কখন। গৃহের ভিতর কিন্ধা গৃহের বাহিরে। সমস্ত দিবস কিন্ধা নিশার গভীরে॥ তব স্ফট প্রাণী হ'তে না হবে মরণ। অমর হইব আমি এই আকিঞ্চন ॥ মারিতে নারিবে নরে কিন্তা মুগচয়। অক্সে না মরিব আমি এ সঙ্কল্ল হয়॥ আকাশ ভূমিতে মম না হবে মরণ। স্থরাস্থরে না পারিবে করিতে নিধন॥ বুদ্ধে নামরিব আমি এ সঙ্কল্ল হয়। যেন সকলেরে পারি করিবারে জয়॥ দেব দৈত্য নর যত রবে ত্রিসংসারে। সকলের রাজা আমি হইব সংসারে॥ এত যে কন্টেতে যোগ কৈন্তু সমাপন। মোর সহ যোগৈশ্বর্যা রহে সর্ববন্ধণ ॥ অনুগ্রহ করি যদি দিলে দরশন। এই বর দিলে প্রভু শান্ত হয় মন॥ এত কহি দৈতা তবে হইল হৃষ্টির। লাভ কর বর ব্রহ্ম। কহিলা গভার॥ শুকদেব কন তবে পাণ্ডুবংশধর। কি ঘটিল তবে রাজা শুন অতঃপর॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত কথা। হিরণ্যকশিপু সিদ্ধি অমৃতেতে গাঁথা॥ ইতি হিরণ্যকশিপুর তপস্থার কণা সমাপ্ত।

অগ হিরণাকশিপু কছুক দেবগণের পীড়ন।
শুকদেব কন শুন পাগুব-নন্দন।
কশিপু চরিত্র কথা বিচিত্র বর্ণন॥
পাইয়া ত্রন্ধার বর হইয়া অমর।
প্রকাশে ভীষণ গর্বব সেই দৈত্যবর॥
তাহার চরিত্র কথা নারদ স্কলন।
রাজা যুধিষ্ঠিরে কথা করান প্রবণ॥

সেই কথা আজি রাজা নিকটে তোমার। বর্ণন করিব যাহা হরিভক্ত সার॥ নারদ কহেন শুন রাজা গুধিষ্ঠির। ব্রহ্মার সমীপে বর লভি দৈত্যবীর॥ দানব নগরে পুনঃ করি আগমন। বন্দিয়া জননী আর আত্রীয়-স্বজন ॥ একে বারবপু তায় অজেয় সমরে। ভ্রাতৃবধ কথা পুনঃ হইল গোচরে॥ হরি সহ ইচ্ছা তার করিতে সমর। সেই হেতু ত্রিভুবনে ভ্রমে নিরন্তর ॥ অজেয় অসর একে দৈত্য মহাবীর। আরম্ভিলা আক্রমিতে নগর প্রাচীর॥ সপ্তদ্বীপা পৃথিগাঁ যে বেষ্টিত সাগর। একে একে আক্রমণ করিলা বিস্তর॥ মর্ত্রালোক আক্রমিয়া নিল রাজ্যধন। ব্রহ্মাণ্ডের মর্ক্তাধামে পাতি সিংহাসন॥ চরাচরে যত রয় বিশ্ববাদী জন। হরিরে করিতে দ্বেষ আরম্ভে পীড়ন॥ যোগ কর্ম স্থব স্থতি উপাসনা আর। যেই করে তারে ধরি করয়ে সংহার॥ যেই মুখে একবার করে হরিনাম। দৈত্য অনুচর গিয়া লুটে তার ধাম॥ গ্রহেতে আগুন দিয়া হরে ধন প্রাণ। কাম্য কর্ম্মে হিংদা আর মিথ্যার দম্মান হেনরূপে ভক্তজনে করিয়া পীড়ন। অমর বরেতে দৈত্য করয়ে শাসন॥ এইরূপে ধরাধাম করি আক্রমণ। হরিনাম ঘুচাইল দোষী করি মন॥ স্বৰ্গ আক্ৰমিতে শেষে ইচ্ছা হৈল তার। সাজাইয়া দৈত্যসেনা অতীব তুর্ববার॥ অশ্বমুখ হস্তিমুখ উষ্ট্রমুখ আর। দেখিতে ভীষণ কায় পর্বত আকার॥ রণেতে স্থদক্ষ বেশ হইয়া মিলন। স্বৰ্গ আক্ৰমিতে তবে করিলা গমন॥

বিশ্বকর্মা নির্মাইল যেই স্বর্গধাম। মঙ্গলের মেঘবর্ষে শান্তি অবিশ্রাম॥ স্বৰ্ণময় পুৱী সব নন্দন কানন। পারিজাত ফুল শোভে মধ্যে দেবগণ॥ দেব দেবী আর যত কিন্নর কিন্নরী। বিহরি কাটায় যথা দিবা বিভাবরী॥ তাহার মাঝারে রয় মহেন্দ্র ভবন। অপরপ শোভা তার কে করে বর্ণন। মণি মরকতময় স্তম্ভ দারি দারি। চন্দ্রাতপ সম ছাদ শোভে তত্নপরি॥ তাহার মাঝারে রয় রত্ন সিংহাসন। শচীসহ ইন্দ্র তথা রন সর্ববঙ্গণ॥ শ্রম হুঃখ নাহি তথা সদা শান্তিময়। দেবগণে হরিগুণ গানে মত হয়॥ এ হেন আনন্দময় ধামে দৈত্যবীর। হুডাহুডি আরম্ভিয়া করিয়া অস্থির॥ দেব দৈত্যে মহারণ ঘটিল তথন। হিরণ্যকশিপু রণে জিনে দেবগণ॥ হরিষে কশিপু করি দেব পরাজয়। মন সাধে নিপীড়িল ত্রিদশ সমাজ॥ দেব দেবা একত্রেতে করিয়া ধারণ। অশেষ প্রকারে সবে করে নির্য্যাতন॥ এইরূপে নষ্ট করি যত দেবগণে। স্ববশে আনিল দৈতা স্বরগ ভবনে॥ শচী সহ ইন্দ্র আর যত দেবগণ। প্রাণভয়ে বিষ্ণুলোকে করিল গমন॥ হেথা বাহুবলে লভি স্বৰ্গ সিংহাসন। গর্ববভরে দৈত্য করে ভীষণ গর্জ্জন ॥ গৰ্জ্জনে কাঁপিল ধরা সহ কুলাচল। কাঁপিল পর্ববত শৃঙ্গ জলধির জন ॥ অবহেলে দৈত্য লভি স্বৰ্গ সিংহাসন। বসিল তাহার পরে শাসিতে ভুবন॥ বাহুবলে কত দেবে করিলা কিঙ্কর। প্রবনে কছিলা দৈত্য ধরিতে চামর॥

বরুণে কছিল। দৈত্য করিতে বর্ষণ। অগ্নিরে কহিলা দৈত্য করিতে রন্ধন॥ তপনে কহিল। দিতে শুমূহ কিরণ। চক্রে কহে পূর্ণরূপে থাক সর্বক্ষণ॥ নিজ স্তব করিবারে কছে श्रायशाए। শাস্ত্রেতে করিতে শ্রেষ্ঠ কহিলা ব্রাহ্মণে। ব্ৰ**ন্ধা বিষ্ণু শি**ব ভিন্ন যত দেবগণ। ভূত্যরূপে দৈত্যবরে করে উপাদন॥ শাসনের তেজে ধরা হয় শস্ত্রময়। বিহার কালেতে সদা বহিত মলয়॥ হেন তেজে রাজ্য করে সেই দৈত্যবর। তার ভয়ে ত্রিভূবন কাপে থর থর॥ ত্রিভূবন নিজ বশে করি আনয়ন। বিষ্ণু সহ যুঝিবারে দৃঢ় করে মন॥ হেখা যত দেবগণ করিয়া মিলন। বিষ্ণুর সমীপে যান হ'য়ে ছুঃখ মন॥ কার নাহি বেশ ভূষা ছিন্ন অঙ্গ কার। মুকুট রতন ভ্রম্ট হ'য়েছে কাহার॥ অপমানে কার' চক্ষু হ'তে বহে নীর। অসহ হুঃখেতে কেহ অত্যন্ত অধীর॥ ছেন বেশে দেবগণে হেরি নারায়ণ। কহিতে লাগিল মৃত্যু মধুর বচন॥ সম্পদ পাইয়া যেই করে অহঙ্কার। ত্রিভুবনে দর্পহারী আমি হই তার॥ ব্রহ্মার বরেতে দৈত্য হইয়া অমর। ত্রিভুবনে কষ্ট দিয়া করিল কাতর॥ ধরা হ'তে উঠাইল মম উপাসন। অবশেষে ইচ্ছা করে মম সহ রণ॥ বৈরী ভাবে যেই করে মম প্রতি আশ। তাহারেও করি মুক্ত হ'তে মায়াপাশ॥ প্রহলাদ নামেতে বংশে জন্মিবে কুমার। মহাভক্ত সেই সাধু হইবে আমার॥ যথন করিবে দৈত্য তাহারে পীডন। অবাহলে দৈতো আমি করিব নিধন ॥

এতেক শুনিয়া তবে যত দেবগণ। উপস্থিত বিপদেতে শাস্ত করে মন। এতেক বর্ণিল যদি নারদ স্থবীর। আশ্চর্য্য হয়েন তবে রাজা যুধিষ্ঠির। উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। ভাগবত পুণ্যকথা অমৃত পাথার।

ইতি হিরণ্যকশিশ্ব চরিত্র কণা সমাধা।

অণ প্রহলাদ চরিতা।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডবংশধর। প্রহলাদ চরিত্র কথা ভক্তির আকর॥ পূর্বের রুভান্ত শুনি রাজা যুধিষ্ঠির। নারদেরে জিজ্ঞাসেন করি মন স্থির॥ অপূৰ্ব্ব কহিলা ঋষি পূৰ্ব্ব বিবরণ। যেই কথা দেবগণে কন নারায়ণ॥ দানব ঔরসে ভক্ত জন্মিবে কেমনে। কছ ঋষি প্রকাশিয়া সে সব এক্ষণে॥ যুধিষ্ঠির কথা শুনি নারদ হজন। ক**হিলেন শুন** তবে হে ধর্মা রাজন॥ কয়াধু নামেতে পত্না কশিপুর ছিল। চারি পুত্র তার গর্ভে দৈত্য উৎপাদিল। সংহলাদ ও অনুহলাদ হলাদ তিনজন। কনিষ্ঠ প্রহলাদ নাম দৈত্যের নন্দন॥ কনিষ্ঠ স্থবৃদ্ধি অতি স্থন্দর স্থীর। জন্মনাত্রে হরিভক্ত হয় সেই ধীর॥ নেহারি তাহার মূর্ত্তি দৈত্যের ঈশ্বর। ভাবিত আপন মনে হইয়া কাতর॥ দেখিতে স্থন্দর বটে কনিষ্ঠ তনয়। মম পরে বিষধর যেন বোধ হয়॥ কি জানি কি গুণ ধরে শিশুর শরীর। উহারে দেখিলে মম মানস অস্থির॥ ভক্তজনে নেহারিগ্রা দৈত্য চুফ্টজন। তনয়ে নেহারি ভীত রহে সর্বক্ষণ॥

বয়সে অতীব শিশু দেখিতে স্থন্দর। আধ আধ মধুভাষ অতি মনোহর॥ শাস্ত চিত্ত ধীর অতি হীন অভিমান। সর্বত্র সমান ভাবে করিত সম্মান॥ শৈশবে এ হেন বুদ্ধি ধরিয়া প্রহলাদ। পিতার মানসে সদা ঘটিত বিষাদ॥ তার সদা ইচ্ছা ছিল সেবে নারায়ণ। অন্তরে অন্তরে রাখি হরি প্রতি মন॥ বয়স পঞ্চম ক্রমে হইলে প্রকাশ। প্রহলাদে প্রকাশ হৈল ভক্তির আভাস॥ তনয়ের হেন চিহ্ন করি নিরীক্ষণ। মহা ক্ষোভে দগ্ধ হৈল কশিপুর মন॥ আমার উরদে জন্ম পুত্র চারিজন। দৈতোর স্বভাব পায় তিনটি নন্দন॥ কেন বা কনিষ্ঠ বিপরীত বৃদ্ধি ধরে। ভক্তির লক্ষণ দেখি ইহার ভিতরে॥ যেই নারায়ণে আমি অবহেলা করি। যাহার অহিতে থাকি দিবা বিভাবরী॥ যার নামে ভ্রাতৃশোক উথলে আমার। ছঃখেতে আকুল করে এ তিন সংসার॥ সেই ছয়েই ভক্তি করে আমার তনয়। আশ্চর্য্য ঘটনা ইহা বলিবার নয়॥ অগ্নিতে মিশাল জল অমৃতে গরল। স্থথে থাকে সিংহগুহে বুঝি শিবাদল॥ ভক্তির লক্ষণ হেরি তনয়ে তখন। সর্বদাই দৈত্য করে ভীষণ চিন্তন॥ বহু চিন্তা করি দৈত্য মন স্থির কৈল। শিক্ষা বিনা শিশুমতি কলুষিত হৈল ॥ শিক্ষা বিনা স্বভাবের না হয় উন্নতি। শিক্ষাহীন বলি পুত্র ভক্তি হরি প্রতি॥ উত্তম রাখিয়া গুরু শিখাব উহার। যাহাতে ভক্তির পাঠ শিক্ষা নাহি পায়॥ এত ভাবি দৈত্যেশ্বর আসি সভাস্থলে। মন্ত্রীসহ সমস্ত্রণা করে নানা ছলে॥

মন্ত্রী কন শুন রাজা আমার বচন। শিক্ষা বিনা কুম্বভাবী হয় শিশুগণ ॥ তব কুলগুরু হয় শুক্রাচার্য্য ধীর। ছুইটি তনয় তার পণ্ডিত ফু⊲ীর ॥ ষণ্ডামার্ক উভয়ের নাম হে রাজন। তাহারা তনয়ে তব করিবে শিক্ষণ॥ মন্ত্রীর ভারতী শুনি তবে দৈত্যরায়। শুক্রাচার্য্য হুই পুত্রে ডাকেন তথায়॥ তাল রক্ষ সম দেহ ভীম জটাজাল। রক্তিম লোচন হেন গোধূলির কাল॥ হেনরূপে দীর্ঘপদে শুক্রের কুমার। আশীযিয়া প্রবেশিল সভার মাঝার॥ শুক্রের তনয়ে কন তবে দৈত্যেশ্বর। আছে গুঢ় প্রয়োজন শুনহ সম্বর॥ তব পিতা সাধুজন গুরু মোদবার। তোমরা পুত্রের গুরু হও হে আমার॥ নিকটে লইয়া যাও চারিটি কুমার। দৈতানীতি শিক্ষা দাও করিয়া বিচার॥ স্থশিক্ষা পাইলে পুত্র দিব পুরস্কার। কুশিকা শিখিলে দণ্ড পাইবে তাহার॥ রাজার ভারতী শুনি ষণ্ডামার্ক কয়। অবশ্য শিক্ষিত তব করাব তনয়॥ একে একে চারি শিশু করিয়া গ্রহণ। ষণ্ডামার্ক নিজ গুহে করিল গমন॥ শুভদিনে শুভকণে ল'য়ে শিশুগণ। করিল সে যগুমার্ক শিক্ষা আরম্ভন। চারি পুত্রে সম পাঠ সম শিক্ষা দিল। প্রহলাদের চিত্ত তাহে তুফ না হইল। অহঙ্কার পূর্ণ শিক্ষা করিতে অভ্যাস। না চাহিল প্রহলাদের হৃদয়ের আশ। বাহা শিখে তাহে হরি দেখিবারে পায়। সর্বকত্র জ্রীহরি দেখি কাঁদে উভরায়॥ পশুপক্ষী বৃক্ষ লতা কিম্বা বনচর। সর্ববত্রই নারায়ণ তার বোধ হয়॥

ইচ্ছা তার সর্বব প্রতি হয় ভক্তিমান। হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার না করে বিধান। গুরুর ভয়েতে শিশু কাঁপে থর থর। ভক্তির প্রদঙ্গ কিছু না করে গোচর॥ ভক্তিতে মজিতে শিশু নাহি পায় স্থান। সেই হেতু কাঁদি হয় আকুল পরাণ॥ ইচ্ছা তার কৃষ্ণ চিন্ত। ক্রীড়া কৃষ্ণ দনে। সর্ব্ব জীবে সম ভাবে নেহারে নয়নে॥ কিন্তু গুরু ভয়ে তাহা করিতে না পায়। সেই হেতু মনোত্রংখে কাঁদে উভরায়॥ প্রহলাদের হেন ভাব করি নিরীক্ষণ। মনেতে সন্দিগ্ধ হৈল চুফ্ট গুরুজন॥ হেথা কিছুদিন পরে তবে দৈত্যরায়। ভাবিলা তনয়ে গুরু কি নাঁতি শিখায়॥ সভাতলে আসি রাজ। পাঠাইল চর। আনিতে তনয় সহ তুই গুরুবর॥ সেইক্ষণে যণ্ডামার্ক লইয়া কুমার। ভীতমনে আসিলেন সম্মুখে রাজার॥ পুক্রগণে হেরি তবে আনন্দে রাজন। কনিষ্ঠেরে নিজ বক্ষে করিলা ধারণ॥ কহিতে লাগিলা পুত্রে চুস্বিয়া বদন। শৈশবে আছিলে বংস সচঞ্চল মন॥ কেমন শিখিলে শিক্ষা শুনাও আমায়। কোন বস্তু ভাল লাগে বলহ তোমায়॥ রাজার বচন শুনি প্রস্থান কুমার। অস্তরে উদিল মনে নারায়ণ সার॥ চিন্ময় হরির ভাব করিয়া চিন্তন। প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হৈল শিশুর নয়ন ॥ দ্ধনয়নে বারি ঝরে দেখিয়া তাহায়। কেন কাঁদ বল বংস কছে দৈত্যরায়॥ কোন বস্ত্ৰ ভাল লাগে বলহ আমায়। এখনি আনিয়া দিব সে দ্রব্য তোমায়॥ পুনশ্চ প্রশ্নের কথা প্রহলাদ শুনিয়া। প্রেমন্তরে কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া॥

কি কহিব তোমা পিতা তুমি গুরুজন। সার বস্তু এ সংসারে শ্রীহরি চরণ॥ অন্ধকৃপ মম পক্ষে হয় এ সংসার। হরি বিনা এ সংসাধে বিষের আধার॥ এ সব ত্যজিয়া গিয়া ভীষণ কানন। যদি পাই করিবারে যোগ আরম্ভন॥ যোগে হরিমুক্তি যদি দেখিবারে পাই। তদপেকা ভাল মম এ সংসারে নাই॥ পুজের বচন শুনি তবে দৈত্যরায়। অন্তরে হয়েন ক্রন্ধ বেষ্টিত মায়ায়॥ দূরে ফেলি পুত্রে তবে ষণ্ডামার্কে কন। এই কি উচিত শিক্ষা গুরুর নন্দন॥ রাজার হেরিয়া ক্রোধ ষণ্ডামাক কন। এ হেন সন্তান আমি না দেখি কখন॥ কোথায় পাইল শিক্ষা তোমার তনয়। কেমনে জানিব মোরা তাহা দৈত্যরায়॥ আর তিন জনে রাজা কর জিজ্ঞাসন। উত্তর দিবেক তোমা যা দিন্দু শিক্ষণ॥ রাজা বলে শুন শুন শুফ্রের কুমার। মাপ কৈমু যত দোষ করিলে এবার॥ পুনশ্চ লইয়া যাও আমার নন্দন। উত্তন শিক্ষায় বদ্ধ কর এর মন॥ দৈত্যের তন্য় লয়ে তুই গুরুজন। আপন আলয়ে তবে করিল গমন॥ ষণ্ডামার্ক প্রংলাদেরে করি সম্বোধন। জিজ্ঞাসিল কোথা বৎস পাইলে শিক্ষণ॥ যে কুম্ঞের নাম মোরা কভু নাহি করি। কোথা হৈতে শিখি তুমি বল হরি হরি॥ গুরুর প্রশ্নেতে শিশু প্রেমে দকাতর। প্রেমভরে কহিলেন শুন গুরুবর॥ যেজন রচিল বিশ্ব তোমায় আমায়। আবরিত করে যেই আপন মায়ায়॥ সেই নারায়ণ কভু দেখা নাছি যায়। অদুষ্ঠে থাকিয়া দেখা দিলেন আমায়॥

তাঁহার শিক্ষার মতে তাঁহে দিয়া মন। করি আমি হরি হরি শুনহ ত্রাক্ষণ॥ তবে ষণ্ডামার্ক শুনি প্রহলাদের বাণী। প্রমাদ গণিল ভাবি ফল অনুমানি ॥ বেত্র আনি তবে চুফ্ট করে তিরস্কার। প্রহলাদে উঠিল তেডে করিতে প্রহার॥ অনশন বেত্রাঘাত দেখাইয়া ভয়। ধর্ম অর্থ কাম শিক্ষা দিল স্থনিশ্চয়॥ ভয়েতে শিথিল। শিশু দৈত্য আচরণ। বিশ্বত নহিল তবু শ্রীহরি চরণ॥ পুনশ্চ দৈত্যের মনে হইল স্মরণ। প্রহলাদ শিখিল কিবা হইতে জ্ঞাপন॥ শুক্রের আবাদে ত্বরা পাঠাইল চর। শিশু সহ ত্বরায় আসেন গুরুবর ॥ বহুদিন পুত্রমুখ না দেখি জননী। অগ্রেতে প্রহলাদে কোলে করিল আপনি॥ মাতার স্নেহের বস্তু কনিষ্ঠ সন্তান। পুত্র কোলে করি তার তুষ্ট হৈল প্রাণ॥ স্থবাসিত জলে পুত্রে করাইল স্নান। वमन पुरान मिल विविध विधान ॥ পাঠাইল পরে পুত্রে পিতার দদন। পুত্রে হেরি কোলে করে দৈত্যের রাজন। শির চুম্বি কন তবে দৈত্যের ঈশ্বর। কোন বস্তু ভাল বাছা করাও গোচর॥ এতদিন গুরুগুহে যা কিছু পঠন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা করহ বর্ণন। প্রহলাদ কহেন পিতা করহ শ্রবণ। যাহা মোর ভাল লাগে কহি বিবরণ॥ ইরিকথা যদি আমি করি আকর্ণন। যদি পাই করিবারে 🖺 হরি কীর্ত্তন ॥ যদি পাই স্মরিবারে সেই নারায়ণ। কিম্বা সেবিবারে পাই সেই শ্রীচরণ। অথব। পৃক্তিতে পাই করিতে বন্দন। দাস ভাবে যদি পারি রাখিতে জীবন ॥

কিন্দা সথাভাবে যদি করি দরশন। যদি পারি করিবারে আত্ম নিবেদন॥ ঘুচে যায় মনখেদ ভাবি তাঁহে সার। যদি পারি সমর্পিতে এই দেহ ভার॥ এই নববিধ ভাব করি অনুষ্ঠান। বিষ্ণু পদে যদি পারি রাখিতে এ প্রাণ॥ তাহাই উভ্ম মম কহিন্ত রাজন। কিন্তু গুরু গুহে নাই হেন অধ্যাপন॥ প্রহলাদের বাণী শুনি কশিপু তথন। ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্রে করিলা ক্ষেপণ। সিংহাসন ত্যজি তবে গুরু প্রতি ধায়। ষণ্ডামার্ক প্রাণভয়ে কহেন তাঁহায়॥ স্থির হও স্থির হও তুমি দৈত্যেশ্বর। ইন্দ্র শত্রু তব হয় আমি, সৈ কিঙ্কর॥ নাহি মম অপরাধ কহিনু রাজন। সত্য কহিবেক শিশু কর জিজ্ঞাসন॥ গুরুর বচন শুনি তবে দৈত্যবার। কহিতে লাগিল ক্রোধে বচন গভীর ॥ বল চুষ্ট কোথা হৈতে এ শিক্ষা পাইলি। স্থপবিত্র দৈত্যকুলে কলঙ্ক রাখিলি **॥** ত্রিভূবন জগ্নী আমি এ সাহস কার। শিখাইল ভক্তি তোরে না মানি আমার॥ প্রহলাদ কহেন পিতা করহ শ্রবণ। আপনি শিথিতু আনি হেন আচরণ॥ এত কথা শুনি দৈত্য রক্তিম লোচন। তিরস্কার করি পুত্রে কহেন বচন॥ পবিত্র দৈত্যের কুলে তুই কুলাঙ্গার। যেই হরি মম শক্র তুই ভক্ত তার॥ এখনি মারিব তোরে লইব জীবন। দেখিব কেমনে তোরে রাখে নারায়ণ॥ এত বলি দৈত্য তবে করিয়া গর্জ্জন। ডাকাইয়া অসুচরে কহেন ক্চন॥ আমার কুমার বলি নাহি ভয় কার। শীপ্র কর প্রহলাদের জীবন সংহার॥

বিবিধ যাতনা দিয়া করহ সংহার।
মম বংশ নন্ট কৈল এই কুলাঙ্গার ॥
রাজার ভারতী শুনি তবে দৈত্যগণ।
মারিবারে প্রহ্লাদেরে করিল গ্রহণ ॥
ভক্তির সাহদ এত কহিন্দু রাজন।
এত বলি স্থির হন নারদ স্তজন ॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
প্রহ্লাদ চরিত্র কথা ভক্তির আধার॥
ইতি প্রহ্লাদ চরিত্র কথা ভক্তির আধার॥

অথ দৈত্যগণ কর্ত্তক প্রহলাদের বন্ধণা। ভকদেব কন ভন পাতুবংশধর। যেই কথ। যুধিষ্ঠিরে কন ঋষিবর॥ যুধিষ্ঠিরে কহিলেন নারদ হুজন। শুন রাজা সে দৈত্যের তনয় পীডন॥ প্রহলাদের মুখে শুনি হরি হরি ধ্বনি। অতি ক্ৰন্ধ হইলেন দৈত্য নুপমণি॥ ঞুদ্ধ হয়ে অনুচরে করি সম্বোধন। কহিতে লাগিল দৈত্য কঠোর বচন॥ মম বাক্য ধর তবে যত অনুচর। প্রহলাদে নিধন কর হইয়া সত্তর॥ বাণ শূল অসি আর তোমর মুকার। মারিয়া শিশুর প্রাণ শীঘ্র নাশ কর॥ রাজার বচন শুনি দৈত্য অনুচর। হস্তীদম পুক্টকায় যমের দোসর॥ সিংহসম ভীমনাদে করিয়া গর্জন। প্রহলাদের নিকটেতে করিল গান॥ ভক্তিরসে মত্ত শিশু কৃষণ্যত প্রাণ। অচল বিশ্বাস কুষ্ণে হুমেরু সমান॥ নিধনের বার্তা শুনি ভয় নাহি পায়। শ্রীহরি শ্রীহরি বলে ডাকে উভরায়॥ কোথা আছ নারায়ণ ভক্তের জীবন। রাথ মোরে এ বিপদে দিয়া শ্রীচরণ॥

প্রহলাদ রহিলা স্থির প্রেসেতে মাতিয়া। শেল শূল হস্তে দৈত্য আসিল ধাইয়া ॥ কার হস্তী সম মুখ কেহ সিংহসম। তালবৃক্ষ সম কেছ মূর্ত্তিমান যম॥ শিশুরে দেখিয়া নায়া না হৈল কাছার। শূল হস্তে ধায় সবে করি মার মার॥ শত বাণ শত অস্ত্র করিল ক্ষেপণ। তথাপি মারিতে নারে প্রহলান জীবন॥ রক্ত বিন্দু নাহি পড়ে প্রহলাদের গায়। প্রেমেতে মাতিয়া শিশু হরিগুণ গায়॥ কতক্ষণ চেফ্টা করি থাগি দৈত্যগণ। বলে মায়া বিভা জানে রাজার নন্দন॥ অক্র ব্যর্থ হৈল দেখি কশিপু রাজন। প্রক্রাদে হেরিয়া ভয় পাইল তথন। মনে করে বুঝি শেষে এই কুলাঙ্গার। স্ববংশে পরেতে মোরে করিবে সংহার॥ জীবনের মমতায় সে দৈত্য রাজন। পুত্রেরে ভাবিল শত্রু করিতে নিধন॥ পুনশ্চ ডাকিয়া রাজা কহে অনুচরে। করহ উপায় সবে যাহে শিশু মরে॥ সমুদ্রে পর্বতে কিন্ধা হন্তী পদতলে। পর্ব্বতে সাগরে কিন্দা ভীষণ গরলে॥ ইন্দ্ৰজাল অনশনে হিমেতে অনলে। যে প্রকারে পার শিশু মার কোন ছলে॥ অনুচরগণ শুনি এ হেন বচন। প্রথমে আনিল এক উন্মত্ত বারণ॥ শালগাছ সম তার ছুই দন্ত রয়। মদেতে উদাত্ত অঙ্গ নদস্ৰাব বয়॥ মেঘের গর্জ্জন সম করিয়া বুংহতি। নিধন স্থানেতে হস্তী আসে শীঘ্ৰগতি॥ বড় বড় বৃক্ষ আর যতেক প্রাচীর। মাতিয়া ভাঙ্গিল হস্তী হইয়া অধীর॥ এ হেন হস্তীর পদে প্রহলাদে লইয়া। দৈত্য অস্ট্রুর দিল সজোরে ফেলিয়া॥

হরিপ্রেমে মত্ত শিশু না করিয়া ভয়। নারায়ণ নারায়ণ মন্ত্র উচ্চারয় ॥ যথন পড়িল শিশু হস্তীর চরণে। এইবার মারা গেল ভাবে দৈত্যগণে॥ যেইজন এই বিশ্ব করেন রক্ষণ। কে পারে করিতে তার ভক্তের নিধন॥ প্রহলাদে সমীপে পেয়ে বারণ তখন। শুগু দিয়া ধরি কৈল শিরেতে স্থাপন॥ ভক্তেরে শিরেতে ধরি উন্মন্ত বারণ। আনন্দে করিল নৃত্য হ'য়ে শান্ত মন॥ ইহাতে না মরে দেখি যত দৈত্যচয়। প্রহলাদে লইয়া তবে নৃপতিরে কয়॥ ইন্দ্রজাল জানে রাজা তোমার নন্দন। প্রহলাদে পাইয়া শান্ত উন্মত্ত বারণ॥ এত কথা শুনি কহে কশিপু তখন। পর্বত হইতে চুন্টে করহ ক্ষেপণ॥ রাজার বচন শুনি যত অনুচর। প্রহ্লাদে লইয়া উঠে পর্বত উপর॥ কেশে ধরি তিরস্কারী প্রহলাদে তখন। হস্ত পদ দৃঢ়রূপে করিয়া বন্ধন॥ পর্বতের শৃঙ্গ হৈতে ভূমে নিক্ষেপিল। হরি হরি করি শিশু ডাকিতে লাগিল। ভক্তেরে পাইয়া কোলে ধরণী তথন। জননী সমান বক্ষে করিল ধারণ॥ আনন্দে মাতিয়া শিশু বলে নারায়ণ। কোথা আছ দেখা দাও ভক্তের জীবন॥ হরি হরি বলি শিশু কাঁদে উচ্চৈঃম্বরে। তুনয়নে প্রেম অঞ্চ অবিরত বারে॥ প্রহলাদ না মরে দেখি যত দৈত্যগণ। অদ্ভুত বারতা নূপে জানায় তথন॥ পর্বতে না মরে শিশু ভয় নাহি করে। হরি হরি বলি সদা ভাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ এ কথা শুনিয়া রাজা হ'য়ে ক্রন্ধমন। কহিলা সর্পের মুখে করহ ক্ষেপণ।

রাজার হুকুম শুনি যত অনুচর। মাল দিয়া আনাইল যত বিষধর॥ অবরুদ্ধ এক গুহে রাখি বিষধর। প্রহলাদেরে নিক্ষেপিল তাহার ভিতর॥ ভক্তেরে পাইয়া তবে ভুজঙ্গম যত। প্রহলাদ সহিত নাচে হইয়া উন্মত্ত॥ তালি দিয়া নাচে শিশু বলে হরি হরি। তালে তালে নাচে বেডি সর্প বিষধরি॥ প্রহলাদ না মৈল দেখি যত দৈত্যগণ। পুনশ্চ নুপেরে আসি করিল জ্ঞাপন॥ প্রহলাদ জীবিত শুনি ক্রোধে দৈত্য কয়। পোড়াও অগ্নিতে চুন্টে কহেন সবায়॥ রাজার বচন শুনি অনুচর যত। ভীষণ জালিল অগ্নি করি মনোমত॥ প্রহলাদে লইয়া তাহে করিল ক্ষেপণ হরি হরি বলি শিশু ডাকিল তথন॥ হরিনাম শুনি অগ্নি হৈল হিম প্রায়। প্রহলাদ অনল মাঝে বসিয়া খেলায়॥ অসম্ভব কাণ্ড দেখি তবে দৈত্যেশ্বর। অনশনে রাখে শিশু বদ্ধ করি ঘর॥ অনশনে কারাগারে পাইয়া নিজ্জন। ভক্তিরসে মজি শিশু ডাকে নারায়ণ॥ ভক্তের জীবন লাগি সে দয়াল হরি। অমূত খাওয়ান তারে নিজ করে ধরি॥ কিছদিন পরে তবে খুলি সেই ঘর। প্রহলাদ মরিল বলি ভাবে দৈত্যবর ॥ দ্বার উদবাটিয়া দেখে প্রহ্লাদ জীবিত। পূৰ্ব্বাপেক্ষা হৃষ্টপুন্ট অতি হর্ষিত॥ ইহা দেখি ক্রোধে রাজা হ'য়ে অগ্নিপ্রায়। আনিয়া বিবিধ অন্ন গরলে মিশায়॥ পুত্রে কন এই অন্ন করহ ভৌজন। নহে তুষ্ট মুষ্ট্যাঘাতে বধিব জীবন॥ অন্তরে বিরাজে যার সেই নারায়ণ। কি ভয় করিতে তার গরল ভোজন॥

স্থথেতে লইয়া অন্ন দৈত্যের কুমার। হরিকে অর্পণ আগে করে তিনবার॥ হরিকে অর্পণে বিষ অমৃত হইল। স্থথেতে প্রহলাদ তাহা ভোজন করিল॥ প্রহলাদ না মরে দেখি তবে দৈত্যেশ্বর। ডাকাইয়া কহিলেন শুন অমুচর॥ ছুষ্টেরে লইয়া যাও সাগরের ধার। পাষাণ লইয়া বাঁধ বক্ষেতে ইহার॥ হস্ত পদ দৃঢ়রূপে করিয়া বন্ধন। ভীষণ তরঙ্গ মাঝে করিও ক্ষেপণ।। নুপের বচন শুনি অমুচরগণ। প্রহলাদে সাগর তীরে আনিল তথন॥ হস্ত পদ অগ্রে তার করিয়া বন্ধন। বক্ষেতে করিল গুরু পাষাণ বন্ধন॥ হেনরূপে বাঁধি তুলি পর্বত উপর। তথা হ'তে নিক্ষেপিল সাগর ভিতর ॥ এতেক বিপদে শিশু ভয় নাহি পায়। হরি হরি বলি সদা ডাকে উভরায়॥ পাষাণ বন্ধনে তাহে না পায় বেদন। ছরিপ্রেমায়ত পানে শান্ত তার মন॥ পাষাণ সহিত পড়ে সাগর ভিতর। পায়াণ হইল ভেলা জলের উপর॥ ভক্তেরে পাইয়া স্থির হইল সাগর। যেন স্থধা মাঝে খেলে হাসে শিশুবর॥ মৃত্ব স্রোত ভাসি তায় তুলিল ভাঙ্গায়। হরিধ্বনি করি শিশু কাঁদে উভরায়॥ শিশু না মরিল দেখি দৈতা অমুচর। রাজার নিকটে আসি কহিল বিস্তর॥ প্রহলাদ না মরে দেখি কশিপু রাজন। মন্ত্রীসহ স্থমন্ত্রণা করেন তখন॥ অতি চুফ্টজন হয় আমার নন্দন। ইহার হস্তেতে বুঝি আমার নিধন॥ ইহার বধের মন্ত্রী করহ উপায়। নচেৎ আমার প্রাণ আকুল চিন্তায়॥

শুকদেব কন শুন নৃপ পরীক্ষিত।
বিপদে প্রফ্রাদে ভাবে নারায়ণে হিত॥
ধর্মরাক্তে কহিলেন নারদ হজন।
একে একে প্রফ্রাদের সব বিবরণ॥
অপরে শুনহ রাজা নারদ বচন।
ধর্মরাক্তে এই ভাবে করেন বর্ণন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তি পুণ্যধন।
ভক্তের বিপদহারী শ্রীমধুসূদন॥
ইতি প্রক্রাদের বন্ধাপ্রাধি সমাধ্য।

व्यव श्रद्धारमत व्यव हि कर्णा। ভকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর। প্রহলাদের জন্ম কথা অতি মনোহর॥ ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া নারদ স্থজন। কহিলেন শুন রাজ। অপূর্ব্ব কথন॥ কিছুতেই না মরিল দেখিয়া কুমার। আনিলা কশিপু তাহে সভার মাঝার॥ প্রহলাদে আনিয়া তবে দৈত্য মহাবীর। মন্ত্রীগণে কহিলেন বচন গভীর॥ কর কর মন্ত্রী দবে এ হেন মন্ত্রণ। যাহাতে পুত্রের মৃত্যু হয় সংঘটন॥ অনল সলিল আর ফণি বিষধরে। মরিল না দেখি ফেলি সাগর ভিতরে॥ তাহাতেও না মরিল দেখিয়া নন্দন। কারাগারে রাখিলাম করি অনশন॥ কিছুতে হুন্টের মৃত্যু না হয় ঘটন। দেখিয়া ক্রোধেতে দশ্ধ হয় মম মন॥ যাহে শীঘ্র মারা যায় এই কুলাঙ্গার। করহ স্থরায় মন্ত্রী বিহিত তাহার॥ রাজার বচন শুনি যত মন্ত্রীগণ। করযোড়ে কশিপুরে কছেন তখন॥ অপূর্ব্ব এ শিশু রাজা জন্মিল তোমার। না পারি মারিতে এরে করিয়া বিচার॥

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মহা খাষিবর। হিতাহিত জ্ঞান তাঁর আছুয়ে বিস্তর॥ সম্প্রতি গেছেন তিনি দূর দেশান্তর। অবিলম্বে আসিবেন আমার গোচর॥ আসিলে সে ঋষিবরে করিয়া বিদিত। মৃত্যুর উপায় রাজা করিব বিহিত॥ এত বলি মন্ত্রীগণ প্রহলাদে ধরিয়া। ষণ্ডামার্ক গৃহ মাঝে আসিল রাখিয়া॥ ষণ্ডামার্ক প্রহলাদেরে করিয়া গ্রহণ। পুনশ্চ কহিল তারে স্থমিষ্ট বচন। শিখ বৎস আমাদের যত হিতবাণী। যগ্যপি রাখিতে চাও আপন পরাণী॥ কাম বিদ্যা শিক্ষা কর অর্থ নীতি আর। তব পিতা তাহে তুষ্ট হইবে এবার॥ এত বলি ষণ্ডামার্ক প্রহলাদে লইয়া। দৈত্য শিশুগণ মাঝে আসিল রাখিয়া॥ বয়সে কোমল যত দৈত্যের কুমার। কাম অর্থে মাতি শিক্ষা পায় স্তবিস্তার॥ বয়স্ত প্রহলাদে তারা করি দরশন। আনন্দে উন্মন্ত সবে হইল তথন॥ কি শিক্ষা শিথিলে ভাই মরণ লাগিয়া। সন্তুক্ত হইবে পিতা পুত্রেরে বধিয়া॥ আমরা বয়স্থ তোরে কত ভালবাসি। তোর দুঃখ দেখে বহে চক্ষে অশ্রুরাশি॥ আমাদের কথা রাখ ত্যাগ কর হরি। ভুক্ট হোক তোর পিতা তব হিত শ্বরি॥ তাহাদের বাক্য শুনি প্রহলাদ তথন। আনন্দে উশ্মন্ত হ'য়ে কহিল বচন॥ তোমরা বান্ধব মম ধর মম বাণী। পরকালে যাহে শান্তি প্রাপ্ত হবে প্রাণী॥ যে শিক্ষা শিথিতু আমি আপন অন্তরে। তার সম শিক্ষা নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥ শোক জ্বংখ নাহি তাতে সদানন্দময়। দূরে যায় গ্রহপীড়া আর মৃত্যু ভয়॥

তোমরা বয়স্ত মম আমি বন্ধু হ'য়ে। বিলাতে এসেছি হরি নামায়ত ল'য়ে॥ এস ভাই নাম স্তধা কর সবে পান। উচ্চারণ মাত্র শুদ্ধ হবে সব প্রাণ॥ ভাবিয়া দেখহ ভাই অনিত্য সংসার। ধর্ম একমাত্র ভাই জেনো সবে সার॥ তুর্লভ মানব জন্ম সর্বব জন্ম সার। ধর্মাই সঙ্কল্প এর করিলে বিচার॥ অতএব শুন ভাই ধর্মা কর সার। হরিনাম মুখে কর বসি অনিবার॥ যেইজন এই বিশ্ব করিল স্বজন। আত্মারূপে সর্বভূতে আছেন সে জন॥ সে হরির সেবা কর নাম কর গান। পাইবে অবশ্য বন্ধু তাহে পরিত্রাণ॥ এ প্রপঞ্চ দেহ মাত্র মায়ার আধার। এ সংসারে দেখ পূর্ণ হয় অহঙ্কার॥ অসার সংসার মাঝে বিষ্ণু মাত্র সার। ভাই সবে চিন্তা কর ঐচরণ তাঁর॥ শত বর্ষ পরমায়ু ধরে যত নর। নিদ্রায় অর্দ্ধেক তার হয় বিনশ্বর॥ শৈশবে কৈশোরে নফ্ট বিংশতি বৎসর। বিংশতি বিনষ্ট হয় পেয়ে জরা ভর॥ শত বর্ষ যদি হয় জীবের জীবন। দশ বর্ষ মাত্র রহে করিতে সাধন॥ কাম ক্রোধ লোভাদিতে বিমোহিত মন। পদে পদে আসি তারা করে অঘটন॥ প্রিয়জন সঙ্গালাপে প্রেয়সিতে রতি। অনুরক্তা কন্সা পুত্র ধন জন প্রতি॥ অতএব দেখ ভাই ধরিয়া জীবন। তিল মাত্র স্থথ নাই সংসার বন্ধন॥ গুটিপোকা যথা গুটি করিয়া গঠন। আপনি গুটির মধ্যে থাকরে বন্ধন॥ তেমতি লভিয়া জন্ম এ সংসারে নর। মুক্তির উপায় নাহি করে দৃঢ়তর॥

মায়া মোহপাশে তার ঘটয়ে বন্ধন। মুক্তির উপায় তার নাহি কদাচন॥ তাই বলি শুন ভাই দৈত্যের কুমার। ত্যাগ কর মম বাক্যে অন্তর আচার॥ সর্বভূতে দয়া কর স্থির কর মন। চিন্তামাত্র দেখিবারে পাবে নারায়ণ॥ উপাসনা করি যদি তোষ নারায়ণ। না রবে অলভ্য কিছু ধরিয়া জীবন॥ দূরে যাবে যম ভয় হবে শান্তিময়। মায়া মোহ সহ রণে লভিবে বিজয়॥ হেন উপদেশ আমি নারদ গোচর। শিথিয়া হরির দেখা পাই নিরস্তর॥ তাই বলি বন্ধ সবে ধর মম বাণী। প্রাণপণে সেবা কর সেই চক্রপাণি॥ প্রহলাদের বাক্য শুনি অমৃত সমান। আনন্দে মাতিল যত বালকের প্রাণ॥ কেহ বলে যা কহিলে অপরূপ অতি। আর' বল আর' বল শুনিব সম্প্রতি॥ কেহ বলে হেন কথা শিখিলে কোথায়। ম্বপবিত্র হরিনাম মণ্ডিত স্থায়॥ কেহ বলে বল বল পুনশ্চ আখ্যান। যে উপায়ে হরিলাভে পাইয়াছ জ্ঞান॥ আর জন বলে ভাই জিজ্ঞাসি তোমায়। বয়সে মোদের সম তোমায় দেখায়॥ দৈত্যরাজ পুত্র তুমি থাক অন্তঃপুরে। নারদের সহ দেখা পাও কি প্রকারে॥ বয়স কোমল অতি দৈত্যের কুমার। অন্তর সরল যেন নবনী আধার॥ প্রহলাদের বাণী শুনি যত শিশুগণ। হরি দেখিবারে সবে করিল যে মন॥ আনন্দে নাচিয়া সবে প্রহলাদেরে কয়। যাঁহার এমন গুণ কিরূপ সে হয়॥ কেমনে সে হরি দেখা পাইয়াছ বল। শ্রীহরি দেখায়ে কর জনম সফল॥

প্রহলাদে বেড়িয়া যত দৈত্যের নন্দন। আনন্দে করিল সবে নৃত্য আরম্ভন॥ প্রজ্ঞাদ কহেন শুন বয়স্ত আমার। কেমনে পাইমু হরি কহিব বিস্তার॥ মন্দরে যখন পিতা তপস্থা কারণ। রাজ্যভার ত্যজি তথা করেন গমন॥ সেইকালে দানবের হৈলে বল নাশ। দেবগণে করে তবে বলের প্রকাশ।। , ইন্দ্র সহ দেবগণ করিয়া মিলন। ক্রমে ক্রমে দৈত্যরাজ্য কৈল আক্রমণ॥ পুর গ্রাম ব্রজ আর যতেক নগর। একে একে দৈত্যগণ লইল বিস্তর॥ দানব দানবী যত করিয়া গ্রহণ। পারিল করিল যত মস্তক ছেদন॥ সেইকালে মম যাতা ছিল রাজরাণী। ইন্দ্র তারে করিলেন তথনি বন্দিনী॥ বন্দিনী করিয়া তাঁরে স্বরগ মাঝারে। রাথেন তাঁহারে বাঁধি নিয়া কারাগারে॥ জাতিতে কামিনী হন আমার জননী। বিপদে আকুলা যেন মণিহরা ফণী॥ সেইকালে পরিপূর্ণ গর্ভ ছিল তাঁর। গর্ভরক্ষা হেতু চিন্তা হইল অপার॥ প্রাণভয়ে সতী সাধ্বী কেঁদে বলে তায়। বিনা দোষে কেন কর বন্দিনী আমায়॥ আছিলা নারদ ঋষি তথায় তথন। দয়ার্দ্র হইল চিত্ত শুনিয়া ক্রন্দন ॥ স্থির হও বলি ঋষি ইন্দ্রে সম্বোধিয়া। কহিলেন স্থরপতি শুন মন দিয়া॥ কয়াধু দানবী বটে জাতিতে রমণী। কোন দোষে নারী হত্যা কর দেবমণি॥ অবলা সরলা বালা করিছে ক্রন্সন। উহারে আমার হস্তে করহ অর্পণ। নারদের বাণী শুনি তবে বজ্রধর। ক্য়াগুরে সমর্পণ করিল স্তুর ॥

সমর্পণ কালে ইন্দ্র কহেন বচন। রাথিত্ব তোমার বাক্য ভূমি গুরুজন॥ একটি মিনতি মম তোমার দকাশ। যথন ইহার পুত্র হইবে প্রকাশ।। সেই পুত্র মম হত্তে করিবে অর্পণ। সম্ভক্ত হইব বধি তাহার জীবন ॥ নারদ কহেন তবে শুন স্থরপতি। মহা-ভাগবত হবে ইহার সম্ভতি॥ সেই হেতু বধ তার উচিত না হয়। তাহা হ'তে দৈত্য বধ কহিন্দু নিশ্চয়॥ জননীরে ল'য়ে তবে সেই ঋষিবর। আপন আশ্রমে যান হইয়া সম্বর॥ আশ্রমে আসিয়া তবে জননা আমার। যে পর্যান্ত নাহি মুক্ত হন কারাগার॥ সে অবধি যাতে তাঁর সন্তান না হয়। ছেন বর পাইবারে আশা করি লয়॥ বহু যত্নে নারদের করেন দেবন। ক্ৰমে তাহে তৃষ্ট হন সেই ঋষিগণ॥ জননা সেবায় ভুষ্ট হ'য়ে ঋষিবর। শ্রীহরির তত্ত্ব কথা কহেন বিস্তর ॥ সে অবধি পাই আমি হরি পরিচয়। শ্রীহরি চরণে তাই মতি মম হয়॥ তাই বলি ভাইগণ করি স্থির মন। হরি হরি বল সবে ভরিয়া বদন॥ হরির শরণ মাত্রে পাইবে দর্শন। দেখিবে কি গুণ রূপ ধরে নারায়ণ॥ বয়সে শৈশব সবে কোমল হৃদয়। প্রহ্লাদের বাণী শুনি হরষিত হয় ॥ প্রহলাদে বেডিয়া সবে হরি হরি বলে। যণ্ডামার্ক শুনি তাহ। অগ্নি হেন জ্লে। বেত্র ল'য়ে তাড়াতাড়ি ষণ্ডামার্ক ধায়। হরি হরি বলি শিশু ইতস্ততঃ ধার॥ প্রহলাদ মিলনে নষ্ট হৈল শিশুগণ। ভাবি ষণ্ডামার্ক যায় রাজার সদন ॥

নারদ সম্বোধি তবে যুথিন্ঠিরে কন।
ভক্তের সংযোগে শুদ্ধ হয় তুই মন॥
ভক্তের মহিমা হেন রাঙ্গা পরীক্ষিত।
উপেক্র রচিলা গীত হরি নামায়ত॥
ইতি প্রজাগের ক্রমুছদ্ধ কথা সমাধা।

অথ নরশিংই অবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ। শুকদেব কন তবে রাজা পরীক্ষিত। কশিপুর বধ কথা হও স্থবিদিত॥ ধর্মরাজে সম্বোধিয়া নারদ স্কজন। হিরণ্যকশিপু বধ করেন বর্ণন॥ প্রহলাদ সহিত মিলে যবে শিশুগণ। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করে সংকীর্ত্তন॥ ষণ্ডামার্ক ক্রোধে দগ্ধ হইয়া তথন। দ্রুতবেগে প্রবেশিল রাজার ভবন॥ তাল বুক্ষ সম দেহ মেঘ জটাজাল। অতি কুষ্ণবৰ্ণ কায় দেখিতে বিশাল॥ বাঞ্চা বায়ু সম খাস বহে ঘন ঘন। দ্রুতপদে যায় উভে আরক্ত লোচন॥ রাজার সমীপে গিয়া ষণ্ডামার্ক কয়। উত্তম সম্ভান মোরে দিল। মহাশয়॥ বয়সে শৈশব বটে কি কুহক জানে। মজাইল যত শিশু নাহি ভয় প্রাণে॥ পূর্ণকৃষ্ণ দুগ্নে যথা গোমূত্র পড়িয়া। বিন্দুমাত্রে সব তুগ্ধ ফেলে বিকারিয়া॥ তেমতি কোমল মতি পেয়ে শিশুগণ। প্রহলাদ শিখায় সবে শ্রীহরি কীর্ত্তন॥ কি আশ্চর্য্য গুণ ধরে বালক তোমার। একা মজাইল যত দৈত্যের কুমার॥ কর রাজা এ উপায় যাহ। লয় মন। সৰ্বানাণ ঘটাইল প্ৰহলাদ এখন॥ গুরুর বচন শুনি কশিপু তথন। মাতিল পুনশ্চ ক্রোধে করিয়া গর্জ্জন॥

অফুচরে সম্বোধিয়া কছিলেন রায়। প্রহলাদের কেশ ধরি আনহ হেথায়॥ আমি ত্রিলোকের পতি সবে আজ্ঞাকারী। হেলিল কেন সে আজ্ঞা বুঝিতে না পারি॥ যেই করে জিনিলাম এই ত্রিভূবন। শাসিতে নারিমু তাহে ঔরস নন্দন॥ আন আন অনুচর সেই কুলাঙ্গারে। আছাড়ি বধিব আমি প্রাণেতে তাহারে॥ রাজার আজ্ঞায় তারে যত অমুচর। দীর্ঘ দম্ভ দীর্ঘ শাঞা ভীম কলেবর॥ চণ্ডালের সম বেশ নাহি মায়ালেশ। ষণ্ডামার্ক গৃহমাঝে করিল প্রবেশ॥ হুহুঙ্কার শুনি তবে প্রহলাদ কুমার। বুঝিলেন এইবারে নাহিক নিস্তার॥ এত বলি শিশুগণে করি সম্বোধন। প্রহ্লাদ মধুর ভাষে কহেন বচন॥ ওই দেখ শিশুগণ করিতে শাসন। পিতা পাঠাইল যত অনুচরগণ॥ যেইজন পাপী হয় পাপে যার মতি। সহজে বিরোধি সেই হরিতে তুর্মতি॥ স্বহস্তে বধিবে বলি তন্য় আপন। পাঠাইলা অমুচরে করিতে বন্ধন॥ আমার যাতনা দেখি ভয় নাহি পাও। উচ্চৈঃম্বরে একমনে হরিনাম গাও॥ ভক্তাধীন নারায়ণ যদি তিনি হন। না পাইব কোন কন্ট কহিন্দু বচন॥ প্রহলাদের বাণী শুনি দৈত্য শিশুগণ। আনন্দে নাচিয়া করে হরি সংকীর্ত্তন॥ মাঝেতে প্রহ্লাদ নাচে হরি হরি বলি। চারিধারে শিশু নাচে হ'য়ে কুতৃহলী॥ যান সম অনুষ্ঠর প্রবেশি তথার। দেখিল সকলে মিলে হরিনাম গায়॥ হরিনাম শুনি দবে অগ্নি ছেন ছলে। প্রহলাদে বাঁধিল আগে কঠিন শৃত্বলে॥

রাজার নন্দন একে কিশোর বয়স। শৃখলে না পায় পীড়া মাখি প্রেমরদ॥ প্রহলাদে ধরিল দেখি আর শিশুগণ। श्र्मारमञ्जू कृःरथ मर्त कतिल क्रम्मन । শিরে ধরি প্রহলাদেরে যত অমুচর। হস্তে পদে বাঁধি আনে রাজার গোচর॥ কাঁচাসোনা বর্ণ মরি কোমল গঠন। প্রেমময় হাসি মুখ কমল নয়ন॥ হত্তে পদে বাঁধা শিশু শৃঙাল আরত। ছুদান্ত নুপতি কাছে হ'ল উপনীত॥ কোমল শিশুরে দেখি পিতা নিরদয়। ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে গর্জন করয়॥ মধ্যাক্ত তপন সম ঘুরায় নয়ন। কুটিল কালের সম কটাক্ষ ভীষণ॥ ধরিয়া ভীষণ মৃষ্টি ক্রোধবশে কয়। কোথা হ'তে তোর চুক্ট এ চুর্ম্মতি হয়॥ জানিয়াও নাহি জান আমি কোনজন। ত্রিভূবনে সবে সেবে আমার চরণ॥ স্বর্গ মর্ক্তা রপাতল জিনিয়া সমরে। শাসিতেছি প্রচণ্ড বিক্রমে একেশ্বরে॥ ব্রহ্মাণ্ডের পতি আমি না জান আমায়। হরিনাম কর চুফ্ট কাহার কথায়॥ দেখিয়াছ মূর্ত্তি মম পর্বতের প্রায়। একই আঘাতে চূর্ণ করিব তোমায়॥ যদি চাও রক্ষিবারে আপন জীবন। হরি ত্যজি সেব বাপু আমার চরণ॥ জনকের কথা শুনি প্রহলাদ তথন। প্রেমে গদগদ হ'য়ে কহেন বচন॥ অবশ্য প্রণম্য ভূমি জনক আমার। কোন বিধিমতে পিতা বধিবে কুমার॥ ব্রহ্মাণ্ডের পতি বলি কর অহঙ্কার। ছেন মিথা কথা পিতা নাহি কহ আর॥ ব্ৰহ্মাণ্ড বিস্তৃত অতি কি দিব তুলন। क्रिनिवादत्र नाहि পात्र निक्र एएट मन ॥

মনের সমান শক্ত নাহি ত্রিভুবনে। সেই সর্ববেজতা যেই জয় করে মনে॥ (पर मार्थ इव मद्या वर्राहरू वाकन। সর্ববদা সর্ববন্ধ তব করিছে হরণ॥ সেই ছয় রিপুরে পিতা নাহি করি জয়। র্থা জিনিয়াছ তুমি বঙ্গাণ্ড নিশ্চয়॥ তাই বলি শুন রাজা আমার বচন। ত্যজি অহঙ্কার ভজ শ্রীহরি চরণ॥ পাইবে নিস্তার তুমি রবে স্থির প্রাণ। শান্ত এ সংসার হবে বেদের প্রমাণ॥ প্রহলাদ এতেক বলি বাঁধা হাত পায়। পিতার চরণতলে পড়িল স্বরায়॥ সম্মুখে প্রহলাদ মুখে শুনি হরিধ্বনি। অগ্নি সম ক্রোধে দগ্ধ হয় নৃপমণি॥ পদ দিয়া প্রহলাদেরে দুরে ফেলাইল। পদাঘাতে কেমলাঙ্গে যাতনা পাইল॥ যাতনা পাইয়া শিশু হরিধ্বনি করে। তুনয়নে প্রেমধারা দরদরে ঝরে॥ কাতরে ডাকিয়া তবে কহে নারায়ণ। এ সময়ে দেখা দাও বিপদ-ভঞ্জন॥ ভক্তের পালক তুমি হও দ্যাময়। দাও হে আশ্রয় মোরে ব্রহ্মাণ্ড আশ্রয়॥ এমত প্রকারে তবে কশিগু-নন্দন। কাতরে ডাকিয়া করে হরি সংকীর্ত্তন ॥ তাহার ক্রন্দনে কাঁদে পুরনারীগণ। পশু পক্ষী কাঁদে সবে যে করে শ্রেবণ।। আকাশে থাকিয়া কাদে দেবতার দল। ভক্তেরে রাথহ বলি করে কোলাহল॥ এ হেন নন্দনে রুফ্ট কশিপু তথন। কহিতে লাগিলা পুল্রে করিয়া গর্জ্জন॥ এতেক যাতনা পেয়ে বল তুমি হরি। না চাহ জীবন সেই ছুক্টেরে বিশ্বরি॥ আমি সবাকার সার দেখিতে না পাও। ন। ভক্তি আমায় মিখ্যা হরিনাম গাও॥

আজ তব মম হাতে নাহিক নিস্তার। এক মৃষ্ট্যাঘাতে বধি তোরে কুলাঙ্গার॥ এত বলি ক্রোধে মাতি কশিপু তথন। মধ্যাহ্ন তপন সম ঘুরায় নয়ন॥ প্রলয় গর্জন সম করিয়া হুস্কার। এক করে প্রহলাদের ধরে কেশভার॥ আর করে মৃষ্টি ধরি তনয়েরে কয়। ত্যজ যদি হরিনাম তব প্রাণ রয়॥ নহিলে দেখাও তবে কোথা নারায়ণ। দেখিব কেমনে তুই হয় সেই জন॥ শিশুমতি পেয়ে তোরে ভুলাইয়া হরি। মম ভয়ে অলক্ষ্যেতে থাকয়ে বিছরি॥ হরি অপবাদ শুনি দৈত্যের তনয়। অন্তরে পাইয়া ব্যথা জনকেরে কয়॥ তুমি রাজা নাহি জান সেই নারায়ণ। তাই এত কহিতেছ তাঁরে কুবচন॥ আমার জীবন লহ হুঃখ নাহি তায়। হরি নিন্দা শুনি মম হুদে ব্যথা পায়॥ সবার কারণ তিনি সবার আশ্রয়। সর্বস্থলে ব্যাপ্ত তিনি এ ব্রহ্মাণ্ডময়॥ শক্র মিত্র নাহি তাঁর সম দৃষ্টিমান। ভক্তের নিকটে হরি অতি দয়াবান॥ চেক্টামাত্রে দেখা তাঁর পায় সর্বাঙ্গন। পাবে পিতা তাঁর দেখা সেবিলে চরণ॥ প্রহ্লাদের কথা শুনি ক্রোধে দৈত্যরায়। গৰ্জ্জন করিয়া বাণী কহিল তাহায়॥ কহিয়াছ ভূমি পুক্র সেই নারায়ণ। সর্বত্র বিরাজ করে সদা সর্বকণ।। স্থবিস্তত হয় এই আমার আলয়। ইছার মাঝে কি তোর সেই হরি রয়॥ : হরিনামে স্লেহভরে কাঁদিয়া কুমার। কহিলেন শুন রাজা তাঁহার বিচার॥ দুক্ম হৈতে পরমাণু স্কুলে ত্রিভূবন। স্ক্রিই ক্রমান মুম্নারায়ণ॥

কি ছার দেখাও রাজা তোমার আলয়। তৃণে কীটে থাকে হরি করিয়া আশ্রয়॥ ক্রোধেতে আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে দৈত্যমণি। আমার আলয়ে হরি আছে কি বাছনি ॥ যদি থাকে কেন আমি দেখা নাহি পাই। দেখা পেলে তারে আমি উত্তম শিখাই॥ এত পরিহাস করি কন দৈত্যপতি। সম্মুখে দেখহ স্তম্ভ রয়েছে সম্প্রতি॥ সর্বব্রই যদি হরি থাকে কুলাঙ্গার। স্তম্ভের ভিতরে থাকা সম্ভব তাহার॥ যদি স্তম্ভ মাঝে তোর থাকে নারায়ণ। দেখারে হুর্মতি পুত্র পাইতে জীবন॥ তাহা যদি নাহি পার করিব নিধন। এক মুফ্ট্যাঘাতে মুগু করিব পাতন॥ পিতার ভারতী শুনি প্রহলাদ তখন। বলে কোথা আছ এস বিপদ ভঞ্জন॥ ভক্তাধীন তুমি নাথ সর্ব্ব বর্ত্তমান। আবিভূতি হ'য়ে রাখ ভক্তের সম্মান॥ স্তম্ভের মাঝারে হরি হও অবতার। দেখিয়া আমার পিতা পাইবে নিস্তার॥ নারায়ণ ভাবি শিশু উন্মন্ত হইল। এদ হরি এদ হরি বলিয়া ডাকিল॥ প্রহলাদে উন্মন্ত হেরি কশিপু তথন। কহেন প্রহলাদে তোর দেখা নারায়ণ॥ প্রহলাদ করেন শুন বনমালী হরি। ভক্তের নিকটে এদ তুমি শীঘ্র করি॥ বালকের কান্না শুনি তবে নারায়ণ। ভয় নাই বলি তবে করিল গর্জন॥ সে গর্জনে ত্রিভূবন করে ধর ধর। অনম্ভ কাঁপিল যেন সহিত সাগর॥ সুর্য্যেরে বেড়িয়া কাঁপে যত গ্রহগণ। কুলাচল সহ কাঁপে প্রলগ্ন পবন ॥ গৰ্জন শুনিরা হ'ল মুগ্ধ দৈত্যমণি। স্তম্ভেতে থাকিয়া হরি করিলেন ধ্বনি॥

ঐ দেখা যায় তাঁর শ্রাম কলেবর। ভুবনমোহনরূপ আকার গোচর॥ কশিপু শুনিয়া এত কহিলা বচন। দেখারে দেখারে মোরে কই নারায়ণ॥ প্রহলাদ কহেন হরি স্তম্ভের ভিতর। দেখ ভাল করি পিতা হইবে গোচর ॥ স্তম্ভেতে আছেন হরি শুনি দৈত্যরায়। বধিতে হরিরে লাখি মারিলেন তায়॥ পদাঘাতে কাঁপে স্তম্ভ সহ নারায়ণ। উপজিল তাহা হৈতে ভীষণ গৰ্জন ॥ গর্জ্জনে কাঁপিল দৈত্য সহ অমুচর। নরহরিরূপে হরি হ'লেন গোচর ॥ সিংহগ্রীবা চারি বাস্থ ভীষণ আকার। কটিদেশ নর মূর্ত্তি অতি চমৎকার॥ লক্ লক্ করে জিহবা তপন নয়ন। ভীষণ দত্তের ছটা নিশ্বাস স্থন॥ ক্রোধময়ী মূর্ত্তি ধরি তবে নারায়ণ। বাছড়িয়া কশিপুরে ধরেন তথন॥ নথরে ধরিয়। অঙ্গ রাখি উরুপর। চিরিলেন আর হাতে তাহার উদর॥ গর্জনে কাঁপিল ধরা সহ কুলাচল। হরি ক্রোধে দেবগণ করে কোলাহল॥ দেবতা কিন্তর আর যত সিদ্ধগণ। ইন্দ্র শস্তু সহ এল শ্রীহংসবাহন॥ मकरल नेयरन एहित रमरे नतहति। ক্রোধ শাস্তি লাগি রহে করযোড় করি। কশিপুরে বধি তবে রাখি ভক্ত মান। দেবগণে ভুক্ট হরি করেন বিধান॥ প্রহলাদ দেখিয়া ছেন মৃত্তি ভয়ঙ্কর। নানামতে স্তব তাঁর করিল বিস্তর ॥ রকা কর তুমি হরি সবার আশ্রয়। ভক্তের রাথহ মান তুমি দয়াময়॥ শিশুমতি আমি অতি কি কব বচন। দয়া করি ক্রোধ শাস্তি কর নারায়ণ।

প্রহলাদের বাণী শুনি তবে নারায়ণ। শাস্ত হৈল কশিপুরে করিয়া নিধন॥ শাস্ত হ'য়ে কন হরি চাহ তুমি বর। সম্ভট হ'য়েছি আমি তোমার উপর<sup>্</sup>॥ শ্রীহরির বাক্য শুনি প্রহলাদ তখন। কহিতে লাগিল অতি বিনীত বচন॥ কুপা করি যদি হরি মোরে দিবে বর। পিতারে নিস্তার কর স্বার গোচর॥ তথাস্ত্র বলিয়া তবে সিংহমূর্ত্তিধর। কশিপু মোচিয়া যান বৈকুণ্ঠনগর॥ ভক্তের মাহাত্ম্য রাজা করিলে শ্রবণ। শিশুভক্তে এত তেজ কৈন্দ্র বিবরণ ॥ ধর্মরাজে সম্বোধিয়া নারদ স্তজন। প্রহলান চরিত্র কথা কৈল সমাপন॥ শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত। অমূল্য সে ভক্তিধন কহিন্তু নিশ্চিত।

অপর যে প্রশ্ন রাজা কহিবে আমায়। উত্তর দিব হে আমি কহিন্দু তোমায়॥ নারদের বাকা ক্ষনি জীধর্মরাজন। পরত্রকা বলি কুষ্ণে করিলা পূজন ॥ তেমতি ভূমি হে রাজা কুষ্ণে দাও মন। অবশ্য অন্তিমে পাবে ঐছিরি চরণ॥ বিশ্বামিত্র কুলে জাত শ্রীচণ্ডীচরণ। কালিদাস নামে তার আছিল নন্দন॥ উমেশ নামেতে পুত্র আছিল তাহার। জিমাল। উপেন্দ্র তাহে দেখিতে সংসার॥ ভক্তজন লাগি ভক্তি পুষ্প বিচরণ। করি গীত ভাগবত কৈল বিরচন॥ শ্রীহরি চরণে সবে সঁপ মন প্রাণ। অগতির গতি হন তিনি ভগবান॥ হরি হরি বল সবে যত ভক্তজন। সপ্তমক্ষরের বাণী হৈল সমাপন ॥

ইতি নরসিংহ অবভার ও ছিরণাকশিপু বধ সমাপ্ত।

সপ্তমঙ্কর সমাপ্ত।

# খ্রীমদ্ভাগনত

### অন্তস ক্ষক্ষ।

--- o %#\$ o ---

### নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মূদীরয়েৎ॥

অগ গল নকের কণা। (भौनकिम मार्याधिया अकामत कन। অক্টমক্ষক্ষের কথা শুন ঋষিগণ॥ ভিন্ন ভিন্ন মন্বস্তুরে লীল। করি হরি। পালিলেন এ ব্রহ্মাণ্ড আহ। মরি মরি॥ সেই কথা জানিবারে রাজা পরীক্ষিত। শুকদেবে জিজ্ঞাসেন হইয়া বিনীত॥ ভনিয়াছি তব মূখে তুমি গুরুজন। বহু মন্তু মন্বস্তরে হ'য়েছে পতন॥ বর্ত্তমান যেইকাল হয় উপস্থিত। কত মন্বন্তর পূর্বের হৈল উপনীত॥ কোন মন্তু মন্বস্তুরে হইল রাজন। করিলেন হরি তাহে লীলা বা কেমন॥ কহ ঋষি দয়া করি সেই বিবরণ। ভনি চিত্ত হৃত্ব হোক শ্রীহরি কীর্ত্তন ॥ শুকদেব কন শুনি রাজার ভারতী। উত্তম করিলা প্রশ্ন তুমি নরপতি॥

যত মন্থু মন্বস্তর হইল বিগত। কহিব তোমায় আমি জানি যেইমত॥ যেইকালে যেইমতে সেই নারায়ণ। করিলেন নিজ লীলা করিব বর্ণন॥ ছয় মন্বস্তর রাজা হৈল অবসান। সপ্তম ইহার নাম জ্যোতিষ প্রমাণ॥ ছয় মশ্বস্তর প্রতি মন্ত্র হয় ছয়। ছয় ইব্রু ছয় শ্রেণী হয় ঋষিচয়॥ প্রতি ম**শ্বস্ত**রে যত মন্তুবংশগণ। করিল স্থথেতে রাজ্য কন গুরুজন॥ আদিম মনুর নাম স্বায়ম্ভব হয়। তাঁহার বর্ণন পূর্বেব কৈন্তু মহাশয়॥ সেইকালে জন্মিলেন দেবতা-নিচয়। বর্ণন। করেছি পূর্বেব করিয়া নিশ্চয়। আকৃতি ও দেবছুতি কম্মা চুই তাঁর। হরি জন্মিলেন উভ গর্ভের মাঝার॥ কপিল ও যজ্ঞ নামে হইয়া সন্তান। পবিত্রিল। ত্রিসংসার শাস্ত্রের প্রমাণ॥

বহুকাল সেই মন্থু রাজ্যভোগ করি। সর্ব্বান্তে সন্মাসী হন পাইবারে হরি॥ একমনে করি মন্ত্র শুদ্ধ তপাচার। সিদ্ধিলাভ করি পরে পায়েন নিস্তার॥ যবে যোগে সিদ্ধ হন সেই মন্তবর। হইল অন্তরে তাঁরে বধিতে তৎপর॥ সেইকালে যজ্ঞরূপে অবতরি হরি। রাখিলা মন্ত্র মান দিয়া পদত্রি॥ দ্বিতীয় মনুর নাম স্বারোচিষ হয়। অমির কুমার তিনি খ্যাত বিশ্বময়॥ তাঁহার রাজত্বকালে সেই নারায়ণ। বেদশিরা ঋষি গুহে লয়েন জনম॥ শৈশব বয়সে হরি হ'য়ে ব্রহ্মচারী। দেখালেন হরিভক্ত ভুবন বিহারী॥ তৃতীয় মনুর নাম উত্তম আছিল। প্রিয়ত্তত পূত্র তাহে নুপতি হইল॥ ধর্মের ভবনে হরি জিমায়া সে কালে। সত্যদেন নামে খ্যাত হন ভূমগুলে॥ চতুর্থ মনুর নাম তামদ হইল। উত্তমের ভ্রাতা তিনি ঋষিতে কহিল॥ উত্তমের ভাতা খাষি সেই মম্বন্ধরে। পবিত্রিলা ত্রিসংসার নিজ কীর্ত্তিভরে॥ হরিমেধা নামে ছিল ঋষি সাধুজন। হরিণী তাহার পত্নী হরিপরায়ণ॥ তার গর্ভে জন্মি হরি ধরি হরি নাম। গজনক্র মুক্ত করি লয়েন বিরাম॥ এ কথা শুনিয়া তবে রাজা পরীক্ষিত। শুকদেব প্রতি কন হইয়া বিনীত॥ কি আশ্চর্য্য কথা ঋষি কহিলে এবার। কিরপে করিলা হরি গজেন্দ্র উদ্ধার॥ কেবা সেই গজ হয় কেবা নক্রবর। প্রকাশ করিয়া কছ শুনি ঋষিবর ॥ রাজার ভারতী শুনি ব্যাসের নন্দন। আরম্ভিলা গজ-নক্র উদ্ধার কথন ॥

**শুন রাজা একমনে হ'য়ে অবহিত**। গজ-নক্ৰ মুক্তি কথা কহিব নিশ্চিত॥ ত্রিকৃট নামেতে আছে মহা গিরিবর। বেষ্ট্রিত করিয়া তাহা ক্ষীরোদ সাগর॥ অযুত যোজন উচ্চ সমান প্রসর। লৌহ রৌপ্য হিরথয় তিন শৃঙ্গধর॥ অপরূপ গিরি সেই বর্ণনে না যায়। নানারত্ব ধাতু তার অঙ্গে শোভা পায়॥ কত বৃক্ষ কত লতা কত গুলাচয়। নির্বার সহিত ঝরে কোথা নদী বয়॥ কোথা মরকত হীরা কোথা বা কাঞ্চন। ভূরি ভূরি সে পর্বতে রহে স্থশোভন॥ অপ্সর কিমর আর যত বিচ্ঠাধর। প্রেয়সী লইয়া শৃঙ্গে করয়ে বিহার॥ কেছ বা বাজায় বীণা কেছ করে গান। প্রেয়দী লইয়া কেছ করে মধুপান ॥ গহবর আছিলা তার অতি ভয়ঙ্কর। সিংহ ব্যাঘ্র রহে তথা নির্ভয় অন্তর ॥ মদমত হস্তী দেখি ধায় সিংহগণ। সতত বিবাদে হয় ভীষণ গৰ্জন॥ ভীষণ অরণ্য তার তলদেশে রয়। রবি শশী কর তথা প্রবেশ না হয়॥ শৃঙ্গের উপরে রহে দেবের কানন। দেবসহ ক্রীডা করে দেবাঙ্গনাগণ ॥ ছয়ঋতু এককালে সেই স্থানে বয়। এই জন্ম ঋতুমৎ নাম তার হয়॥ অশোক চম্পক চ্যত পিয়াল পনস। তমাল দাড়িম্ব তাল চন্দন সরস॥ কত শত তরুলতা শোভে উপবনে। कर्ण कर्ण निम्मा करत खगीय नम्मरन ॥ সে হেন পর্ববতে রহে এক সরোবর। স্থবৰ্ণ পক্ষজ ফুটে তাহাতে বিস্তর ॥ অতি স্বচ্ছ জ্বল তার স্ফটিকের সম। দেখিলে সবার হয় কাঁচ বলি ভ্রম॥

वाक्रहःम ठळ्वाक मावमी मावम। হুখে সরোবরে ভাসে ইইয়া হরষ॥ একদা ভাহার তাঁরে এক করিবর। করিণীর সহ আসে নির্ভন্ন অস্তর॥ মদমত্ত সেই হস্তী করি আস্ফালন। বুক্ষ গুল্মলত। ভাঙ্গে করিয়া ধারণ॥ হন্তারে নেহারী ধায় যত মুগপতি। নাহি সাধ্য সম্মুখীন হয় হস্তী প্ৰতি॥ গতে বহে মদবারী ভীষণ গর্জন। অকালে প্রলয় মেগ যেন সংঘটন॥ একদা মধ্যাহ্ন যবে উত্তপ্ত তপন। বিতরিল সে অরণ্যে ভীগণ কিরণ॥ মদে মাতি সেইকালে সেই করিবর। শ্বিদ্ধ হৈতে প্রবেশিলা জলের ভিতর॥ জলেতে পড়িয়া করী প্রসারিয়া কর। জলকেলি করে পরা ছিঁড়িয়া বিস্তর॥ সরোবর মাঝে ছিল কুম্ভীর ভীষণ। পাইল বিষম ব্যথা হস্তীর কারণ॥ হ্বখে ছিল সরোবরে নাহি ছিল ভয়। हर्खीत मनात्म जात कर्छ এ इस ॥ সেই হেডু রাখে নক্র বিস্তারী বদন। ধরিল ভীষণ ভাবে গজের চরণ॥ श्खीत्र धतिया नज् मात्रिवादत होत्। বীর্ষ্যবান সেই হস্তী রণ করে তায়॥ कथन नटक्टरत कती कतिया शातन। আছাডিয়া সরোবরে করে নিক্ষেপণ। কখন ধরিয়া নক্ত করীর চরণ। চেক্টা পায় করিবারে জলে নিমগন ॥ এইরূপে গজ নক্তে ভীষণ সমর। বহুকাল ধরি হয় বর্ণিতে বিস্তর॥ নক্র হয় জলচর নাহি কন্ট তার। হস্তীর ক্রেমেতে নাশ জলে বল তার॥ কিন্ত কেহ নাহি কার' কাছে পরাজয়। কেছ কারে বিনাশিতে সমর্থ না হয়॥

অনাহারে অনশনে ভীষণ বারণ। জনমাঝে বলক্ষণ্ণ পায় সর্ববক্ষণ॥ বলক্ষয়ে সেই করী হইয়া কাতর। জীবন রক্ষার জন্ম ভাবে নিরস্তর॥ ভাবিতে ভাবিতে তার হৈল একমনে। দৈববশে নক্র ধরে আমার চরণে॥ শুনিয়াছি দ্যাময় প্রভু নারায়ণ। তিনি বিনা কে খুলিবে ও নক্ৰ বন্ধন।। এত মনে করি করী স্তব আরম্ভিল। শুনিয়া তাহার স্তব দেবে মুগ্ধ হৈল॥ প্রণমি চরণে তোমা শ্রীমধুসূদন। বিপদে কাণ্ডার্রা তুমি বিপদভঞ্জন॥ ভূমি স্রফ্টা ভূমি পিতা ভূমি সর্ব্বময়। িতোমাতেই ত্রিসংসার বিরাজিত রয়॥ তুমি সবাকারে দেখ মেলিয়ে নয়ন। কেহ নাহি পায় তোমা করিতে দর্শন॥ ঋষি-মুনি-বন্ধু তুমি দেবতার সার। আমি হীন মতি তোমা করি নমস্কার॥ অনন্ত তোমার শক্তি জন্ম কর্ম নাই। জ্ঞানেতে ভাবিলে তোমা অমুভবে পাই॥ নাহি হেন শক্তি হরি করি অনুমান। বিপর দাদেরে নাথ কর পরিত্রাণ॥ সন্ন্যাস যোগেতে করি তপ আচরণ। দেখিয়া তোমায় মুক্তি পায় মহাজন॥ কর্ন জন্ম ধরি আমি অতি হীনমতি। কি জানি করিতে দেব তোমায় প্রণতি॥ অজ্ঞানেতে পূর্ণ এই করী জন্ম হয়। বহুকটে পশু জন্ম কহিন্তু নিশ্চয়॥ কোন জন তুমি হরি জানিতে না পারি। রাথ আজি তব পদে জীবন ভিথারী॥ এইরূপ স্তব করি করী মহাশয়। নারায়ণ মহামন্ত্র মূথে উচ্চারয়॥ প্রেম ভক্তি বশে তার চক্ষে বহে জন। নক্রপ মায়াপাশে হইল বিকল।

যত নক্র তারে ধরি করে আকর্ষণ। তত উচ্চে বলে হস্তী রাথ নারায়ণ॥ অন্তর্য্যামী সেই হরি শুনিয়া ক্রন্দন। উদ্ধারিতে গজেন্দ্রেরে কৈল আগমন॥ একমনে যদি কেছ বলে নারারণ। উদ্ধারিতে তারে হরি সচেষ্টিত হন॥ অপরূপ রূপে চাপি গরুড় উপর। উদ্ধারিতে ভক্তে ত্যজি বৈকুণ্ঠ নগর॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভূবন রূপের আভায়। নবীন চন্দ্রমা সম আভা মাথে গায়॥ রভুগিরি সম দেহ হির্থায় কর। শৃষ্য-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারি কর ॥ প্রদন্ধ বদনে হরি কমল নয়ন। আসিলেন নিস্তারিতে হস্তীর জীবন॥ ত্রিকুটে যথায় ছিল সেই সরোবর। তাহার সমীপে হরি আসিয়। সত্তর ॥ নক্র সহ গজ হত্তে করিয়া ধারণ। ভূমের উপরে উভে করিল। ক্ষেপণ॥ লইয়া আপন চক্র যুরায় ভাষণ। মহাবেগে বিদারিলা নক্তের বদন॥ হরিস্পর্শে পায় নক্র গন্ধর্বে শরীর। বৈকৃষ্ঠবাদীর রূপ পান গজবীর॥ উভয়েতে হেন দেহ করিয়া ধারণ। विकालन यथामाश्य औरति हत्र। স্বর্গেতে তুন্দুভি বাজে হৃষ্ট দেবগণ। থরে থরে করে দেবে পুষ্প বরিষণ॥ উভয়ে করিয়া মুক্ত দেব নারায়ণ। যাইলেন নিজ স্থানে বিপদ ভঞ্জন॥ এতেক শুনিয়া তবে রাজ। পরীক্ষিত। মুনিরে কছেন পুনঃ হইতে বিদিত॥ গন্ধৰ্ব হইল নক্ৰ গজ বিষ্ণুচর। আশ্চর্য্য ঘটনা ইহা কহ গুরুবর॥ রাজার ভারতী শুনি শুকদেব কন। পূর্বজন্মে নক্র ছিল গন্ধব্ব-নন্দন॥

যৌবনে উশ্বত্ত ছিল হুছ নাম তার। প্রেয়দী লইয়া সদা করিত বিহার॥ একদা প্রেয়দী ল'য়ে গন্ধর্ব্ব-নন্দন। ত্রিকুটের সরোবরে করিলা গমন॥ জলকেলি করে হুছু প্রেয়সী সহিত। দেবল নামেতে ঋষি তথা উপস্থিত॥ সরোবরে নামে ঋষি স্নান করিবারে। নক্র প্রায় ধরে হুছ জলের ভিতরে॥ তাহাতেই হ'য়ে ঋষি অতি ক্রোধপর। নক্র হও বলি শাপ দিলেন বিস্তর। পাইয়া ঋষির শাপ গন্ধর্ব্ব-নন্দন। मुक्ति नाशि अनुनत् विमना ठत्र।॥ প্রসন্ন হইয়া ঋষি কহিলেন তায়। পাইবে হেথায় দেখা যবে গজরায়।। ভীষণ বেগেতে তার ধরিলে চরণ। প্রাণভয়ে ভাকিবে সে প্রভু নারায়ণ॥ উদ্ধার করিতে তায় জগতের হরি। নিজ চক্রে তব মুখ ফেলিবেন চিরি॥ সেইকালে তব মূর্ত্তি হইবে প্রকাশ। কহিনু তোমারে আমি মনের আভাস॥ হস্তা ছিল ইন্দ্রহান্ন নামে নরবর। পাণ্ডুদেশে নরপতি মহাবলধর॥ রাজ্য ত্যজি নূপ হ'য়ে হরিপরায়ণ। তপস্থা করিতে হুখে প্রবেশিলা বন॥ একদা তপেতে রাজা আছিল মগন। আশ্রমে অগস্ত্য ঋষি উপস্থিত খন॥ তপাচার ত্যজি নাহি পূজে মুনিবর। অগস্ত্য হইতে শাপ পায়েন বিস্তর॥ অগন্ত্য কহেন তোর শুদ্ধ নহে মন। করী জন্ম লাভ তোর হউক এখন॥ তবে সেই করী জন্ম ইন্দ্রতাল্প পায়। ছব্লিস্পার্শে বিষ্ণুময় হয় সেই রায়॥ অপূর্ব্ব হরির লীলা শুনিতে মধুর। ভক্তের সমীপে হরি নহে কছু দূর॥

উপেক্স রচিশ গাঁত হরিকথা সার। যেমতে হইল গজ নক্ষের উদ্ধার॥ ইভি গদনকোদ্ধার সমাপ্ত।

অপ সমুদ্র মন্ত্রভাগ কপন। শুকদেব কন শুন পাওুবংশধর। সমুদ্র মন্থন কথা করিব গোচর॥ পঞ্চম মনুর কাল হইল যথন। রৈবতক নামে মনু হয়েন রাজন॥ সেই কালে শুক্র নামে মহাঋষি ছিল। বিকুণ্ঠা নামেতে তার প্রেরদী হইল ॥ বিকুপার গর্ভে জন্ম প্রভু নারায়ণ। স্বনামে নিৰ্মাণ কৈলা বৈকৃষ্ঠ ভুবন ॥ পাপীগণে পবিত্রিয়া বৈকুণ্ঠের পতি। আপন নগরে দেন করিতে বদতি॥ বৈকুণ্ঠ নামেতে রাজা অপূর্ব্ব নগর। দয়াময় হরি তথা রন নিরস্তর ॥ চাক্ষ্য নামেতে হয় ষষ্ঠ মন্বস্তর। চাক্ষ্য নামেতে তিনি হন নূপবর॥ ওই মন্বস্তুরে হরি বৈরাজ উরসে। দেব সম্ভূতির গর্ভে জন্মেন হরষে॥ অজিন বলিয়া তিনি হন নামধর। অপূর্ব্ব তাহার দাঁলা বর্ণিতে বিস্তর॥ অমৃত লাগিয়া যবে ক্ষুব্ধ দেবগণ। সেইকালে হরি কৈলা সমুদ্র মন্থন॥ সমুদ্র মাঝারে হরি কুর্ম্মরূপ ধরি। मन्द्र श्राय श्राप्त वाहा मित्र मित्र ॥ এত কথা শুনি তবে পরীক্ষিত রায়। আশা করি শুকদেবে পুনশ্চ হুধায়॥ অপূর্ব্ব কহিলা বাণী তুমি গুরুবর। সমুদ্র মন্থন বল কোন ব্যবহার॥ किक्तरभः इंडेल कृष्य स्मर्टे नातायः । কিরুপেত্তিলা তথা কহ বিবরণ॥

রাজার বচন শুনি শুকদেব কন। সমুদ্র সন্থন কথা কর্ছ শ্রেবণ ॥ তুর্ববাসা নামেতে ছিল মহর্ষি প্রবর। সূর্ত্তিমান ক্রোধরূপ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥ মেঘ সা জটাজাল তপস্থায় মন। মৃত্যঞ্জয় সিদ্ধিলাভ ত্রিলোক ভ্রমণ॥ এককালে এক ঋষি করিতে ভ্রমণ। ঐরাবতে মহেন্দ্রেরে করিলা দর্শন॥ শচীमह इटक्स (मिश मिह शासिवत । আনন্দেতে আশীর্বাদ করিলা বিস্তর ॥ মন্দার পুল্পের মাল্য অর্ঘ্য তারে দিল। হক্তীশুতে লাগি মালা ভূতলে পড়িল॥ তাহাতে ভাবিয়া ঋষি নিজ অপমান। ক্রোধেতে করিলা ইক্সে অভিশাপ দান॥ স্থরপতি হ'য়ে ইন্দ্র কর অহঙ্কার। অবহেলে অপমান করিলে আমার॥ এই হেতু অভিশাপ দিলাম তোমায়। আজি হৈতে লক্ষীনাশ হবে অমরায়॥ श्वित रहत्न लक्की करत भनायन। সে অবধি স্বৰ্গ শোভা হয় বিনাশন। (मरवत (मवञ्च नाम यञ्च कर्मा हीन। লক্ষীহীন ত্রিভুবন হৈল শোভাহীন॥ সেই হেতু ঋষি আদি যতেক ব্ৰাহ্মণ। প্রস্থান করিল ত্যজি ত্রিদশ ভবন ॥ স্বর্গে লক্ষী শৃষ্ঠ হেরি ভাবে দেবগণ। দানব সময় পেয়ে করে নিপীডন॥ দেবতেজ লক্ষ্মী ছিল তাহা হৈল নাশ। যুবিতে অন্তর সহ পায় সবে ত্রাস॥ এতেক ছুৰ্দশা ভাবি যত দেবগণ। ইন্দ্র চক্র বায়ু আসি করিয়া মিলন॥ মন্ত্রণা করিয়া সবে গিয়া ব্রহ্মপাশ। कतिराम अरक अरक द्वःरथत क्षकाम ॥ শুনিয়া তুৰ্গতি হেন কমল-আসন। কছিল দেবেন্দ্রে তবে করি সম্বোধন ॥

কৃকর্ম করিয়া লভি ঋষি অভিশাপ। পাইতেছে দেব সবে এত মনস্তাপ।। ব্রাক্ষণের শাপ আমি নিবারিতে নারি। সবে মিলি যাও यथा বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥ ममुद्भात (अर्छ इरा कीरताम मागत। তার মাঝে হরি রন পেয়ে অবসর ॥ চল দেবগণ সবে ক্ষীরোদের তাঁরে। স্তবে ভূষ্ট নারায়ণে কর ধারে ধীরে॥ নারায়ণ তুষ্ট হৈলে পাবে পরিত্রাণ। লক্ষীর উদ্ধারে হবে অমৃত বিধান ॥ অমৃত থাইয়া পুনঃ হইবে অমর। দেবত্ব পাইবে পুনঃ নাশি দমুবর॥ এত বলি ব্রহ্মা তবে সহ দেবগণ। ক্ষীরোদের তীরে সবে কৈলা আগমন॥ कीरबारमब जीरब मरव न'रव रमवर्गन। আরম্ভিলা মহান্তব শ্রীহংসবাহন ॥ তুমি সর্বধার দেব তুমি নারায়ণ। তোমার রূপেতে ব্যাপ্ত এই ত্রিভুবন॥ যে ধরণী প্রভু তুমি করিবে নিশ্মাণ। লক্ষীহীন সেই ধরা হের বিভাষান ॥ শস্তা নাহি হয় মেঘ নাহি বর্ষে বারি। ধরণীর হুঃখ প্রভু কহিবারে নারি॥ ধরণীর ছঃখ ছেরি ভূমি নারায়ণ। লক্ষীর উদ্ধার কর এই নিবেদন॥ তব রেভরূপী হয় ব্রহ্মাণ্ডের বারি। দেখ আজ তার ত্রঃথ ওহে বংশীধারী॥ লক্ষী বিনা তেজ তার হইয়াছে নাশ। রাথহ তাহারে করি লক্ষীর প্রকাশ ॥ সোমদেব তব রূপ হন নারায়ণ। ব্রক্ষাণ্ডের আয়ুরূপী যাঁহার কিরণ ॥ প্রদান হইয়া নাথ তাহার উপর। প্রকাশ করহ লক্ষী স্বরগ ভিতর ॥ আপনার মুখ যিনি অগ্নি নামধারী। আজ তিনি ব্রহ্মশাপে পথের ভিথারী॥

আজ তার রাখ মান ওটে দয়াময়। লক্ষীসহ যজ্ঞ কৰ্ম প্ৰকাশে নিশ্চয়॥ কত পরিচয় দিব অনস্ত-শয়ন। অন্তর্য্যামী ভূমি হও জানে সর্বজন॥ मया कति व विशाम मिया मत्रमन । বিপদে উদ্ধার কর প্রভু নারায়ণ॥ এত বলি ভ্ৰহ্মা তবে হইলেন স্থির। ক্ষীরোদ হইতে হরি হ'লেন বাহির॥ অপরূপ রূপ মরি বর্ণনে না যায়। সহস্র বালার্ক প্রভা পদে শোভা পায়॥ চারি হস্ত যেন উচ্চ স্থমেরুর শির। মধ্যাক্ত তপল সম তেজস্বী শরীর॥ হেনরূপে হরি সবে দিয়া দরশন। ব্ৰহ্মা রুদ্র আদি ভূষ্ট কৈল দেবগণ॥ দেবগণে ভুক্ট করি কহেন বচন। মম বাক্য ধর সবে ওছে দেবগণ॥ কালবশে তেজ সব হইয়াছে ক্ষীণ। হুরাহুরে সন্ধি কর বুঝি সমীচিন॥ শুক্রাচার্য্য বর লভি দানবের দল। প্রত্যেকেই নিজ অঙ্গে ধরে মহাবল। তাহাদের সহ মিলি যত দেবগণ। একতে করহ সবে সমুদ্র মন্থন॥ মন্থনের দণ্ড কর পর্বত মন্দর। বাহ্নকিরে রজ্জ্রপে সবে মিলে ধর॥ দেব দৈত্য সবে মিলে করিলে মন্থন। হইবে অমৃত লাভ লক্ষ্মীর দর্শন॥ প্রথমেই কালকৃট হইবে প্রচার। দয়া করি রুদ্র তাহে করিবে আহার॥ গরল হইলে নাশ হবে স্থামর। অমৃত উদ্ধার হবে কহিন্দু নিশ্চয়॥ এত কহি তিরোহিত হৈল নারায়ণ। সকলে, ক্রিল চেক্টা করিতে মন্থন ॥ দানবের রাজ। বলি আছিল তথন। তাহার নিকট গেল যত দেবগণ॥

দেবগণে নিজ গৃহে অভিথি নেহারি। সমাদর করিলৈন মনেতে বিচারি॥ বলির যতনে তুষ্ট হন দেবগণ। ইন্দ্র তাহে সম্বোধিয়া কহিলা বচন॥ স্তরাম্বর বটি মোরা কিন্তু হই ভাই। রুখা আর বিবাদেতে প্রয়োজন নাই॥ উভয়ে মিলিয়া করি ব্রহ্মাণ্ডে বিহার। বন্ধত্ব করিয়া নাশ ভিন্ন ব্যবহার॥ স্বরপতি বাক্য শুনি কন দৈত্যপতি। তব বাক্যে কভু মোর নাহি অসম্মতি॥ তুমি দেব শ্রেষ্ঠ আজি আমার ভবন। পবিত্র করিলা নিজে করি পদার্পণ॥ আজি হৈতে শুরাশ্ররে বন্ধুত্ব স্থাপন। অবশ্য হইল ইন্দ্র কহিনু বচন ॥ বলির সম্মতি শুনি তবে হুরপতি। কহিতে লাগিলা পুনঃ বচন সম্প্রতি॥ এক কার্য্য কর বলি হ'য়ে এক মন। উভয়ে লভিব তাহে অমর জীবন॥ ক্ষীরোদ সাগরে আছে সমতের ভার। দেবাহুরে মিলি চল করিব উদ্ধার॥ মন্থনের দণ্ড কর পর্ববত মন্দর। বাস্থকিরে রজ্জু কর সবার গোচর॥ একদিকে অস্থরেরা করিবে ধারণ। আর দিকে ধরিবেক যত দেবগণ॥ বাস্ত্রকি বন্ধনে গিরি করিয়া ধারণ। উভয়ে মিলিয়া করি সমুদ্র মন্থন।। মন্থনে উঠিবে যাহা অমতের ভার। ক্ষরিব সমান ভাবে উভে ব্যবহার॥ ইন্দ্রের বচন শুনি তবে দৈত্যেশ্বর। আনন্দিত হইলেন অতি ঘোরতর॥ দানবে অমর হবে অমুতের পানে ! ইহাপেকা হৰ আর কিবা আছে প্রাণে এত ভাবি দৈত্যেশ্বর দানবে ডাকিল। দৈ<del>ত্যের আ</del>জ্ঞায় সবে উপস্থিত হৈল ॥

পৌলোম কালেয় আর নামেতে সম্বর। ত্রিপুর অরিষ্ঠনেমি মানব প্রবর ॥ আর যন্ত দীর্ঘকায় দানবের দল। একে একে প্রবেশিলা পূর্ণ সভাস্থল।। সকলে সম্বোধি তবে কন দৈত্যেশ্বর। বন্ধত্ব করহ সবে সহিত অমর॥ রহিবে বন্ধুত্ব আজি হৈতে যত দিন। থাকিবে উভয়ে হ'য়ে বিসন্থান হীন॥ বহু ভাগ্য বলে আজি ইন্দ্র মহাশয়। পবিত্রিল। প্রবেশিয়া আমার আলয়॥ সকলে মিলিয়া ইন্দ্রে করহ সম্মান। উহার আজ্ঞায় সবে হৃদ্ধ কর প্রাণ॥ সুরাস্তরে মথা হৈল করিয়া প্রবণ। সবে মিলি সবাকারে করে আলিঙ্গন॥ দেবাস্থরে আলিঙ্গন হৈল সমাপন। কহিল স্বারে ইন্দ্র করি সম্বোধন॥ অমর হইতে যদি চাও দৈত্যগণ। আমাদের সহ তবে করহ মিলন॥ সবে মিলি চল করি সমুদ্র মন্থন। অমূত উঠিলে উভে করিব গ্রহণ॥ ইন্দ্রের বচনে তবে উঠি দৈত্যপতি ! সবারে কহিল শীঘ্র আপন সম্মতি॥ দৈত্যগণে সম্বোধিয়া তবে দৈত্যেশ্বর। সমুদ্র মন্থনে যান ক্ষীরোদ সাগর॥ মন্থন উচ্চোগ ইথে হৈল সমাপন। অপরে শুনহ রাজা স্থা বিবরণ ॥ উপেব্রু রচিল গীত হরিকথা সার। ভাগবত পুণ্যবাণী অমূত উদ্ধার॥ ইতি মন্ত্ৰ উল্লোগ সমাপ্ত।

অগ সমূদ্র দহনারস্ভ। শুক্দেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর। ক্ষীরোদ মন্থন কথা অতি মনোহর॥

ইন্দ্র দেবগণ ল'য়ে ক্ষীরোদের তীরে। আনন্দে সহাস্তে যান অতি ধীরে ধীরে॥ গরুড় বাহনে বিষ্ণু থাকেন তথায়। ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ প্ৰণমে তাঁহায়॥ মন্থন উপায় কিছু করি জিজ্ঞাসন। ক্ষীরোদের তীরে গিয়া উপস্থিত হন॥ হেথা অমূতের আশে অস্তরের দল। আনন্দে নাচিয়া করে মহা কোলাহল॥ বলির সঙ্গেতে মিলে যত দেবগণ। অন্তর সহিতে গেল ক্ষীরোদ ভবন॥ ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু আর অগ্নি জলপতি। ব্রহ্মা রুদ্র আর যত ছিল দেবপতি॥ বলি সহ দানবেরে করি সম্বোধন । কহিতে লাগিল কিসে হইবে সম্থন॥ মন্দর নামেতে গিরি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর। দণ্ড রূপে তারে চাই মথিতে সাগর। দেবতার বাণী শুনি অস্থরের দল। অমতের আশে কহে প্রকাশিয়া বল॥ আনিব ভীষণ গিরি হোক যত ভারি। অমতের আশে মোরা কি কার্য্য না পারি। রুধিবারে পারি মোরা তপনের গতি। চক্রে আবরিতে পারি শুনহ সমতি॥ মন্দর আনিব যোরা করিলাম পণ। আর কিবা চাই বল করিতে মন্থন॥ দানব উৎসাহ হেরি কন শচীপতি। বাস্থকিরে চাই আমি হেথায় সম্প্রতি॥ বাহ্নকি নহিলে রজু বল কোথা পাই। স্তব করি বাস্ত্রকিরে আন হেথা ভাই॥ (मर्टिक्ट वानी क्विन मान्द्व मन। আনন্দে চীৎকার করি করে কোলাহল॥ সবে বলে অপরূপ সমুদ্র মন্থন। বাস্থকি করিতে হবে মন্দরে বন্ধন॥ এত বলি দেব দৈত্য করিয়া মিলন। চলিল যথায় ছিল মন্দর ভবন ॥

মন্দর নামেতে গিরি অতি চমৎকার। ব্রক্ষাণ্ডের মাঝে ছিল হইয়া বিস্তার ॥ কত তার দীর্ঘ প্রস্থ কে করে বর্ণন। পদে হৈতে শৃঙ্গে ব্যাপ্ত এই ত্রিভুবন॥ কটি মাঝে মেঘ সাজে যেন জটাজাল। শির হৈতে স্থশোভিত ব্যাপিয়া ত্রিকাল॥ অরণ্য গহ্বর অঙ্গে কে করে বর্ণন। নাহিক প্রবেশে তথা রবির কিরণ॥ রবি শশী শিরোপরে সদা খেল। করে। তাহে দিবা রাত্র হয় বনের ভিতরে॥ হয় হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র পর্ববত উপর। গুপ্তভাবে খেলা করে হৃষ্ট নিরন্তর ॥ স্ষষ্টি হৈতে লয় ব্যাপী সেই গিরিবর। মহাযোগে যোগী যেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥ এ হেন মন্দর লাগি দেবাস্থরগণ। আনিবারে গেল তারে করিতে মন্থন॥ মহাবলে বলী যত দানবের দল। মন্দরের মূল পায় পাতালের তল ॥ পাতালের তলে গিয়া শিরে গিরি ধরি। মেদিনী হইতে লয় তাহে ত্বরা করি॥ মন্দর উত্থানে এক মহাশব্দ হয়। কুলাচল সহ যেন ভুবন কাঁপর॥ গুরুভাবে গিরিবর করে টলমল। দেবাস্তরে ধায় ল'য়ে তাহারে কেবল ॥ কিছ পরে গুরুভার সহিতে না পারে। প্রমবেগে প্রান্ত হয় চলিবারে নারে॥ গ্মকভারে ক্রমে ক্রমে হইয়া পেষণ। পর্বত সহিত পড়ে দেবাস্থরগণ ॥ কার হস্ত পদ ভাঙ্গে কেহ মরে প্রাণে। তথাপি অমুত আশে গিরি ধ'রে টানে॥ গুরুভারে গিরিবর আর নাহি সরে। হায় হায় করে দৈত্য ভূমির উপরে॥ দেব দৈত্য আন্ত হেরি শ্রীসধূপদন। (पश्चित्नन नस्टे इश ममूख मञ्चन ॥

অগতির গতি হরি যাইয়া সম্বর। রলরূপে প্রবেশেন স্বার অস্তর ॥ নারায়ণ প্রবেশিল পেয়ে মহাবল। দেব দৈত্য পুনরায় করে কোলাহল। অমূতের আশা পুনঃ উপজ্ঞিল মনে। পুনশ্চ ধরিল গিরি অতীব যতনে॥ বিষ্ণু যার বল হয় অলভ্য কি তার। বিষ্ণুর বলেতে লঘু হৈল গিরিভার॥ মন্দর ধরিয়া শিরে দেবাহুরগণ। ক্ষীরোদ সাগর তীরে উপস্থিত হন ॥ ইহা দেখি ইন্দ্র আদি হরষিত হৈল। দেবাস্থরে বিধিমতে ধন্মবাদ কৈল। বাস্ত্ৰকি নামেতে নাগ আছিল শাতালে। ইন্দ্র তারে আমন্ত্রিয়া আনেন কৌশলে॥ ইক্রের স্মরণে সর্প হ'য়ে আনন্দিত। ক্ষীরোদ সাগর তীরে হন উপস্থিত॥ বাস্থকি নেহারি ইন্দ্র আনন্দিত মন। मञ्चरनत्र त्रब्द् कथा रेकन निर्वान ॥ বিভীষণ দর্প দেই ব্যাপ্ত চরাচর। ইন্দ্রের আজ্ঞায় তৃষ্ট তাহার অন্তর॥ বাস্থকি সন্মত হোর তবে শচীপতি। মন্থনের কার্য্যারম্ভ করিতে সম্প্রতি॥ বলিলেন দেবাহুরে ধরিয়া মন্দর। ভূবাও উহারে এবে ক্ষীরোদ ভিতর॥ অসীম ক্ষীরোদ বারি কে বর্ণিতে পারে। সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ সেই ত্রহ্মাণ্ড মাঝারে॥ সূর্য্য তাহে নাহি পারে করিতে বেইটন। স্থমেরু তাহার গর্ভে স্থাপিলা চরণ॥ চক্র নক্র তিমিঙ্গিল যত জলচর। নির্ভয়ে ক্ষীরোদ মাঝে খেলে নিরন্তর ॥ প্রবনের সহ মাতি কীরোদ সাগর। তরক্ষে আকুল হ'য়ে রহে নিরম্ভর॥ एन एक कीरताम गार्**व मन्मरत धतिया।** দেবাস্তরে মথিবারে দিল ফেলাইয়া॥

অতল সাগর সেই নাহি তল তার। মন্দর ভূবিয়া গেল তাহার মাঝার॥ মন্দর ডুবিল দেখি দেবাহ্মরগণ। হায় হায় শব্দ মাত্র করে উচ্চারণ॥ কি আশ্চর্য্য সাগরেতে ভূবিল মন্দর। কার সাধ্য প্রবেশিবে ইহার ভিতর ॥ এই হ্রংখে কেছ পড়ে ভূমির উপরে। কেহ উচ্চৈঃম্বরে কাঁদে হুধা আশা করে॥ দৈব বিভূষন হেরি ইন্দ্র দেবগণ। স্মরি**লেন সেইকণে প্রভু নারায়ণ**॥ কোপা আছ দেখা দাও বিপদেতে হরি। মন্দর ডুবিয়া রয় সাগর ভিতরি॥ কেমনে হইবে বল অমুত উদ্ধার। দয়া করি কর দেব উপায় তাহার॥ দৈতাগণ উভরায় করিল ক্রন্দন। না পাবে অমৃত ভাবি করিতে ভক্ষণ॥ ইহা দেখি স্থপরতি মন স্থির করি। একমনে ডাকিলেন বিপদেতে হরি॥ তাহাতে দয়ালু হরি দিয়া দরশন। निर्ভय निर्ভय विन वनस्य वहन ॥ ভয় নাহি শুনি তবে দেবাস্থরগণ। স্থমি ত্যঙ্গি করে সবে আনন্দে নর্ত্তন॥ হেথা হরি কৃষ্ম সম ধরিয়া শরীর। প্রবেশেন উথলিয়া সাগরের নীর ॥ নারায়ণ স্পর্শে স্তব্ধ তরক্ষের দল। পবন হইল স্তব্ধ স্থির করি বল ॥ নক্র চক্র ইতস্ততঃ করে পলায়ন। কৃশ্মরূপে গিরিতটে গেল নারায়ণ॥ মহ। কৃশ্মরূপী দেই কে বর্ণিতে পারে। স্ষ্টিস্থিতি লয় আদি যাহার মাঝারে॥ মায়ার সাগর মাঝে রহে ভূতগণ। আর সে মন্দর গিরি কুর্ম্ম নারায়ণ॥ হেনরূপে সেই হরি লালা করিবারে। ধরিয়া আপন পুঠে মন্দর সাগরে॥

পৃষ্ঠেতে ধরিয়া গিরি উর্দ্ধে ভাসাইল। দেব দৈত্য দেখে সব মন্দর ভাসিল। মন্দর ভাসিল হেরি তবে দেবগণ। বাস্থকি বেড়িয়া তারে করিলা বন্ধন ॥ বন্ধন করিয়া দেব দানবেরে কয়। বাস্থকির ধর পুচ্ছ হইয়। নির্ভয় ॥ তোমরা ধরহ পুচ্ছ মোরা ধরি শির। আকর্ষণে উভে মথি ক্ষীরোদের নীর॥ দেবগণ বাণী শুনি অম্বরের দল। অপমান ভয়ে কহে করি কোলাহল॥ বেদাদি শাস্ত্রেতে মোরা অতীব কুশল। সর্পের ধারণে পুচছ হয় অমঙ্গন॥ সর্পের ধরিলে পুল্ছ মান নাহি রয়। মোদের আশ্রিত দেব ধরিবে নিশ্চয়॥ জাতিতে দানব মোরা ধরি মহাবল। ধরিব সর্পের শির কহিনু কেবঙ্ক॥ স্বকার্য্য উদ্ধার লাগি দেবেক্র তথন। ত্রন্ধারণ্ড সহ পুচছ করিল ধারণ। অন্তরেরা মিলি ধরে বাস্থকির শির। মন্থন আরম্ভ হৈল ক্ষীরোদের নীর॥ বিষ্ণুর আজ্ঞায় মেঘ বর্ষে পুষ্পাগণ। শ্রান্তি হাঁন করিবারে বহিল পবন॥ তুন্দুভি বাজিল ঘন হাসে সৌদামিনী। (मर्वाश्रात शिल मना वाकाय किकिनी॥ দেবান্তরে বান্তকিরে করিয়া ধারণ। মন্দরে ধরিয়াজ্রত করিল ঘূর্ণন॥ ভীষণ ঘৰ্ষণ ধৰ্মন তাহে উপজিল। প্রলয়ের মেঘ যেন একত্রে ডাকিল। দূরে গেল পাখীকুল ত্যঙ্গিয়া গগন। ক্ষুধা ভৃষ্ণা ত্যাগ কৈল বনচরগণ॥ যোগেতে বদিয়া কাঁপে যত ঋষিচয়। প্রাণভয়ে সমাকুন মানব-নিচর॥ ঘর্ষর মন্দর ঘোরে জলের ভিতর। নক চক্র জঃখ পায় হয়ে সকাতর ॥

সে ভীষণ গিরি হরি করিয়া ধারণ।
কৃষ্মরূপে অবহেলে জলমাঝে রন॥
অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য তাঁর বুঝা নাহি যায়।
কার সাধ্য সে মহিমা বার্ণবারে পায়॥
এমতে মন্থন কার্য্য হৈল আরম্ভন।
কিরূপে অমৃত উঠে শুনহ রাজন॥
উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার।
হরির মহিমা বাণী করিতে প্রচার॥
হরিকথা যেই শুনে হ'য়ে একমন।
কথন না হয় তার শমন পীড়ন॥
ইতি মহনারছ কণা সমাধ্য।

অণ অমৃত প্ৰকাশ কণা।

শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর। অমুত প্রকাশ কথা অতি মনোহর ॥ ভীষণ মন্দর গিরি অতীব বিস্তার। স্বৰ্গ মন্ত্য পাতালেতে ব্যাপ্ত রহে যার॥ কমঠ রূপেতে হরি তাহারে ধরিয়া। সমুদ্র মন্থন কার্য্যে থাকেন লাগিয়া॥ যাহার শিরেতে রহে এই ত্রিভূবন। সেই মহাদর্পে গিরি করিয়া বন্ধন॥ দেব দৈত্য মিলি করে সমুদ্র মন্থন। অপরূপ কার্য্য সেই করিতে বর্ণন॥ উত্তাল তরঙ্গকুল ক্ষীরোদের বারি। দীমা নাহি হয় তার কহিতে বিস্তারি॥ সে ছেন সাগর মাঝে মহা গিরিবর। সর্পেতে আবদ্ধ থাকি ঘুরে নিরস্তর॥ দেবাহ্মরে বাহ্মকির ধরি পুরুছ শির। অমূতের আশে টানে অক্লান্ত শরীর॥ মন্থন ক্রমেতে ক্লান্ত বাস্থকি হইল। জ্বালাময় মহাবিষ তাহে যে উঠিন। স্থালায় হইয়া ক্লান্ত অস্তরের দল। নাছি পারে টানিবারে করে কোলাহল। বলে ভাই কি হইল অমূত না পাই। বাস্থকির বিষ তেজে প্রাণে সারা যাই॥ থাক ভাই কাজ নাই হইয়া অমর। গুহে মোরা ফিরে যাই ত্যক্তিয়া দাগর॥ সম্মুখে বারিধি হের ক্ষীরোদ সাগর। অপার অদীম ইহা অতি ঘোরতর॥ তাছাতে মন্দর গিরি অতীব ভীষণ। বিষময় বাস্ত্রকিতে তাহার বন্ধন ॥ কোথায় অমূত আছে সাগর ভিতর। উঠিবে কি না উঠিবে না হয় গোচর॥ সে হেন ছরাশা করি আমরা সবাই। দেবের কৌশলে বুঝি প্রাণে মারা যাই॥ থাক ভাই কাজ নাই চল যাই ক্ষিরে। অমৃত লভুক দেব মথিয়। সাগরে॥ হাঁপাইয়া বদে তবে অহ্নরের দল। বাহুকির শির ছাড়ি করে কোলাহল॥ অহুর বসিল হেরি যত দেবগণ। প্রান্ত হ'য়ে নাহি পারে করিতে মন্থন॥ উপায় না হেরি তবে হুঃখী স্থরপতি। নারায়ণে সম্বোধিয়া কহেন সম্প্রতি॥ মন্থন কার্যোতে দেব বলক্ষয় হয়। উপায় করহ নাথ আসি এ সময়॥ তুর্ববলের বল ভূমি বিপদ তারণ। বীর্য্য দিয়া সাঙ্গ কর সমূদ্র মন্থন॥ ইক্রের ভারতী শুনি তবে নারায়ণ। ধরিলেন মহামূর্ত্তি ব্যাপ্ত ত্রিভূবন ॥ এক মূর্ত্তি কৃশ্মরূপে ধরেন মন্দর। অপর মূর্ত্তিতে স্থির করেন সাগর॥ আর মূর্ত্তি বলে স্থির করিয়া পান। मन्द्रत कतिला लघू कति প্রবেশন॥ আর মৃত্তি বীর্য্যরূপে প্রকাশ হইরা। দেবাত্মর দেহমাঝে প্রবেশেন গিয়া॥ অহুরের রূপে হরি করি আকর্ষণ। দেবগণ সহ ক্ষীর করেন মন্থন॥

বহু রূপ ধরি হরি করিলে মন্থন। আকুল হইয়া সর্প পাইয়া পেষণ॥ পেরণে সর্পের দম্ভ আপনি ভাঙ্গিল। তাহ। হ'তে মহাবিষ সমুদ্রে পড়িল॥ ধূত্রময় মহাবিষ মহা স্থালাময়। বাহুকির প্রান্তি শ্বাসে হুপ্রকাশ হয়॥ সে বিষের তেজে সবে দেবাস্থরগণ। ক্ৰমে ক্ৰমে হ'ল মান বসন ভূষণ॥ শ্বাস লভিবারে নারে মহাকষ্ট পায়। অবোধ অস্তুরে কহে এবে প্রাণ যায়॥ প্রাণ যায় প্রাণ যায় করয়ে চীৎকার। তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি দেব করে তিরস্কার॥ মন্থনে ব্যাঘাত দেখি কমল আসন। যুক্তি করি মনে এক করিল চিন্তন॥ হর হন তাপ হর এই ত্রিভুবনে। তাঁহারে করু ভুষ্ট যত দেবগণে॥ তিনি যদি औ গরল নিজে করে পান। মন্থনে মঙ্গল হবে কহিন্তু সন্ধান॥ নচেৎ অমুত আশা হইল নৈরাশ। গরন থাকিতে হুধা কোথায় প্রকাশ॥ শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী যত দেবগণ। শিবে তুষিবারে সবে করিল গমন॥ অপূর্ব্ব কৈলাস-গিরি ব্রহ্মাণ্ড উপর। রবি শশী শৃঙ্গপরে ভ্রমে নিরন্তর ॥ হিংদা ছেন নাহি তথা সরল অন্তর। সৌলামিনী সদা খেলে মেঘের ভিতর॥ ছর খাতু ক্রমে ক্রমে সনা বর্ত্তমান। শিবের মহিমা হেন করিতে প্রমাণ॥ হেন মহাগিরি শিরে ল'য়ে উমা সতী। পরম আনন্দে ভব করেন বসতি॥ শুঙ্গের মাঝারে ছিল বিজ্ঞের কানন। ধাতৃময় স্থরঞ্জিত প্রস্তর আসন॥ বিছাইয়া ততুপরি শুদ্ধ বাঘাম্বর। তপে মত্ত তথা বৈদ্যে হৃথে দিগন্ধর॥

প্রভাত বালার্ক সম যেন পূর্ণশী। উমা সহ উমানাথ রয়েছেন বসি॥ নয়ন চকোরে দোঁহে স্থা করে পান। একত্রেতে রবি শশী অপূর্ব্ব বিধান॥ হেনরূপে বসি তথা রহে দিগম্বর। উপস্থিত দেবগণ তথায় সম্বর॥ প্রণমিয়া মহেশ্বরে কন স্থরপতি। বিপদ ভঞ্জন হর চাও মম প্রতি॥ তুর্বাদার শাপে নফ্ট স্বরগের শোভা। অয়ত ও লক্ষী বিনা নষ্ট দেব প্রভা॥ অমুতের আশে তোমি সেই নারায়ণ। দেবাস্থরে মিলি করি সমুদ্র মন্থন॥ বীর্য্যরূপে হরি তথা রন বর্ত্তমান। রজ্জ্রপে মহাদর্প রাখিলেন মান॥ দণ্ডরূপে উপস্থিত পর্ববত মন্দর। ধরিত্রী ধরেন ভার সাগর ভিতর ॥ এমতে আরম্ভ হৈল দাগর মন্থন। পেষণেতে বাস্ত্রকির ভাঙ্গিল দশন॥ দশন হইতে বিষ প্রবেশে সাগর। গরল রূপেতে ভাসে দহে নিরন্তর॥ গরল অমুত কভুন। হয় প্রকাশ। উপায় করহ ভব এ মম প্রয়াস॥ কহিলেন এই বাণী কমল আসন। আপনিই একমাত্র বিপদ ভঞ্জন॥ মহাকালরপে ভবে হও বর্তমান। সকলে বাঁচাও করি হলাহল পান॥ নতুবা দেবত্ব নাশ হইল এবার। অত্র পীড়ার স্বর্গ হয় একাকার॥ দয়া করি ভূতনাথ হও হে সন্য়। যেইসতে স্বধালাভ স্বাকার হয়॥ মহেন্দ্র এতেক বলি হইলেন স্থির। স্থির হও বলি হর কছেন গভীর॥ চাহিয়া কহেন তবে উমার বদন। কি কর্ম করিব সতী বলহ এখন ॥

সতী কন তব নাম বিপদ সংহারী। দেবের বিপদ নাশ' বিষ পান করি॥ সতীর বচন শুনি তবে ভূতপতি। ক্ষীরোদের তীরে যান অতি শীঘ্রগতি॥ সাগরেতে ব্যাপ্ত বিষ অতি খরতর। অতি তীক্ষ তেজ তার স্পর্শে প্রাণহর॥ ব্রকা ইন্দ্র চন্দ্র কাদি কর্যোড় করি। কহিলা রাখহ শস্তু এ বিপদে হরি॥ ব্রহ্মার বচন শুনি তবে দিগমর। কছিতে লাগিল চাহি ভীষণ সাগর। আশুতোষ মম নাম লাগি পর হিত। অবশ্য করিব পান গরল নিশ্চিত॥ যে শক্তিতে আগি করি ভুবন সংহার। সে শক্তিতে এ গরল করিব আহার॥ এত বলি মহাদেব মেলি চুই কর। এক ত্র করিল বিষ ব্যাপিয়া সাগর॥ কালরূপে সেই বিষ করিলেন পান। দেবতা সকলে মিলি বাড়াইল সান॥ অতি তীক্ষ বিষ সেই পশিলে উদরে। থাবেশের কালে কণ্ঠনালী দগ্ধ করে॥ সেই হেতু নাম তার নীলকণ্ঠ হয়। পরহিত করি ভুক্ত হন মহাশয়॥ গরল হইল নাশ দেখি দেবগণ। পুনশ্চ মন্দরে ধরি করিল মন্থন ॥ মন্থনের বলে সিন্ধ হইলা সভয়। একে একে তল হৈতে রত্ন উদ্ধারয়॥ উঠিল অগ্রেতে গাভা স্তর্গতি নামেতে। অতি স্থগা পয়োধর কোমলা রূপেতে॥ তাহারে লইল ব্রহ্মবাদী ঋবিগণ। ত্বশ্ধ হৈতে মৃত ল'য়ে করিতে বহন॥ পুনশ্চ সকলে মিলি করিতে মন্থন। উচ্চৈ প্ৰবা নাগে সম্ম হয় প্ৰকাশন ॥ অপূর্ব্ব তাহার রূপ বর্ণন কে করে। নিমেষে বেক্টন ধরা করিবারে পারে।

ঘোটক দেখিয়া তবে বলি দৈত্যপতি। লইলেন অশ্ববরে অতি শী**প্রগতি** ॥ সেই অশ্ব বলি যবে করিল গ্রহণ। পুনশ্চ উঠিল এক ভীষণ বারণ॥ গিরি সম দেহ তার শুভ্রবর্ণময়। গিরিশৃঙ্গ সম তার দম্ভ চতুষ্টয়॥ একে একে ঐ রূপ আটটি বারণ। হস্তিনী সহিত উঠে করিতে মন্থন॥ हेक्द्र नन ঐরাবত দিক হস্তী করি। যতেক বারণ যার দিকে পরিহরি॥ পুনশ্চ করিল সবে ভীষণ মন্থন। উঠিল কৌস্তুভ মণি অতি হুশোভন॥ বিষ্ণুর বক্ষেতে তাহা হইল শোভিত। তাহা দেখি দেবগণ হন হর্ষিত॥ পারিজাত নামে রক্ষ পরেতে উঠিল। কল্লতরু নাম তার বিখ্যাত হইল।। নন্দনে করিল ইন্দ্র তাহারে রোপণ। কামনা মাত্রেতে বুক্ষ করেন পুরুণ। পশ্চাতে উঠিল যত অপ্দরা হুন্দরী। অতুলনা মনোহরা রূপে মরি মরি॥ সকলের মনোহর সেই নারীজন। বিহার করিতে করে স্বর্গেতে গমন ॥ পুনশ্চ সকলে মিলি করিল মন্থন। উঠিলেন লক্ষ্মীদেবী হ'য়ে স্থূলোভন ॥ কমলের মালা গলে কমল ভূষণ। করেতে কমল শোভে কমল বদন॥ কমল নগন মরি কমল চরণ। কমলে বেষ্টিত অঙ্গ অতি স্থশোভন॥ হেনরূপে উঠি সতী ধীরি ধীরি যায়। আপনার পতি বিষ্ণু দেখিতে না পায়॥ না চিনিল দেব দৈত্য তিনি কোনজন। সকলে ইচ্ছিল মনে করিতে বরণ॥ কিন্তু সতীত্বের তেব্দে নিকটে না যায়। বরহ আমারে বলি তাঁর প্রতি চার॥

অবশেষে দেব দৈর্ত্য করয়ে মন্ত্রণ। স্বয়ন্ত্ররা হও বলি কৈল নিবেদন॥ দেব দৈত্য মাঝে রহ পুরুষ স্থন্দর। যারে ইচ্ছা মালা দাও করি নিজ বর॥ विक्रुथिया नातायणी ना कन वहन। ইন্দ্র দিলা বরিবারে মহামূল্য ধন॥ স্থৰ্ক কমল মাঝে যত নদীচয়। শ্রীচরণের অর্ঘ্য লাগি উপস্থিত হয়॥ অরণ্য ঔষধি দিল ঋতু ফুল ফল। গাভী যত পঞ্গব্য আনিল সকল॥ ঋষিগণে বেদপাঠ করে নিরন্তর। নৃত্য গীত করে যত গন্ধর্ব অপ্সর॥ সমুদ্র আনিয়া দিল কৌষেয় বসন। বিশ্বকর্মা পরাইল বিচিত্র ভূষণ॥ ব্ৰহ্মা হন্তে দেন পন্ম অনস্ত কুগুল। সরস্বতী হার দেন অতীব উচ্ছল॥ বৈজয়ন্তী মালা দেন বারিধির পতি। উপহার পেয়ে রমা হরষিত। অতি॥ বৈজয়ন্তী মালা ল'য়ে সে রামা তখন। পূজিল সবার মাঝে বিষ্ণুর চরণ॥ এমতে লয়েন বিষ্ণু কমলা হুন্দরী। সকলে মিলিয়া স্তব করে অহুরারি॥ পুনশ্চ সকলে যিলি করিল মন্থন। বারুণী মদিরা উঠে কমললোচন॥ বারুণীর রূপ হেরি অহুরের দল। ধরিলা সকলে মিলি প্রকাশিয়া বল ॥ পুনশ্চ সকলে মিলি করিল মন্থন। উঠিল পুরুষ এক শ্যামল বরণ॥ নবঘন রূপ ভাঁর বয়স যৌবন। স্থবৰ্ণ কিরীট শিরে উচ্ছল বসন॥ হস্তেতে লইয়া এক কলস স্থন্দর। অমুতেতে পূর্ণ তাহা অতি মনোহর॥ অমৃত কলদ ছেরি দেবাহুরগণ। পুর্ক্তবেরে সাদরেতে করে সম্ভাবণ॥

জীমাল।গ্রত



কামিনীৰ ,বশ দুগি দিছিৰ নক্ষা। অবাক হট্যা ৰহে না সুৱে বচন । । ৪০৮- পুটা :

অহরেরা বলে শুন পুরুষ হৃদ্দর।
আমাদের কাছে এদ নির্ভর অন্তর ॥
মোরা ইই বীর্য্যান এই শুমগুলে।
পুরস্কার দিব হুধা পোরে কুতৃহলে॥
দেবগণ কছে শুন পুরুষ প্রস্তর ।
অমৃত দেবের ধন বুঝাই অন্তর ॥
বুঝিয়া মোদের পাশ কর আগমন।
দেবছ দিব হে তোমা আর রাজ্যধন॥
এইসত হুড়াহুড়ি অমৃত লাগিয়া।
দেবাহুরে করে তথা আশায় মাতিয়া॥
অপরে শুনহ রাজা করি দ্বির মন।
অমৃতের আশে উভে কি হয় ঘটন॥
উপেক্র রচিল গীত হরিকথ। সার।
দেবাহুরে যথা করে অছুত উদ্ধার॥
ইতি সমৃত প্রকাশ সমাপ্ত।

অপ বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ভি গারণ। শুকদেব কন শুন পাওুবংশধর। অপূর্ব্ব হরির লীলা বণিতে বিস্তর॥ অমৃত মন্থন লাগি দেবাস্তরগণ। বাধাইল হুই দলে স্ভীষণ রণ॥ ভাবিলেন মনে মনে অন্তর্য্যামী হরি। দেবাস্থরে কোন ভাবে শান্তি রক্ষা করি॥ ইচ্ছাময় হরি যিনি জগতের সার। কি অসাধ্য আছে বল ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার॥ ক্রণমাত্রে হ'ল হরি কামিনী ফুন্দর। কিবা অপরূপ রূপ বিশ্ব মুগ্ধকর॥ এলায়ে পড়েছে বেণী ফুল্দর বরণ। লঘু মেদে ঢাকি যেন তপন কিরণ॥ শ্রীচরণ কোকনদ গঞ্জিয়া বরণ। নখরাজি মণি যেন তাহে স্থশোভন॥ যুগা উরু রম্ভা তরু নিতম্বের ভরে। রাজহংস গতি পায় অতীব মন্থরে॥

কি কৰ নিতম্ব শোভা বৰ্ণনে না যায়। একটি বলিয়া তার উপমা না পায়॥ ্ডমরুর মধ্যে যিনি কটি মনোহর। ত্রিবুলী তাহার মাঝে বর্ণিতে হুন্দর॥ সরসীর সম বক্ষ অতীব উচ্ছল। প্রফুল তুইটি কুচ তাহাতে কমল 🛚 করি কর সম কর অথবা মূণাল। অঙ্গুলি চম্পক কলি তাহে শোভে ভাল॥ নখরাজি শোভে তাহে অতি অভিরাম। কিংশুকের ফুলে যেন করে অমুপম॥ কন্বরেখাময় গ্রীবা অতি মনোহর। সরোবরে বীচি যেন উঠে নিরস্তর॥ কোথা সে স্থবর্ণ আর হরিত বরণ। শোভা ল'য়ে গণ্ডদেশ যাহে স্থানোভন॥ কোমল পদ্মের ফুল উপমিত হয়। যদি বা সে চিরকাল অমলিন রয়॥ বিদ্ব সম ওষ্ঠাধর মুকুতা দশন। গঞ্জিয়া শুকের চঞ্চু নাদা ফ্রশোভন॥ অপূর্ব্ব আঁখির কান্তি বর্ণনে না যায়। চকোর চকোরী যেন শশীতে খেলায়॥ গুধিনী গঞ্জিয়া কর্ণ ললাট স্থন্দর। অন্টমী তিথিতে যেন শোভে কলাধর॥ কে বলে কামের তকু বিশ্ব মুগ্ধ করে। অপূর্ব্ব বিষ্ণুর ভুরু কত গুণ ধরে॥ কটাক্ষে স্ক্রন যাঁর কটাক্ষে পালন। কটাক্ষে সংহার **যাঁর কে করে বর্ণন** ॥ মত আঁখি চুলু চুলু এলোরাশি কেশ। তুকূল এলায়ে পড়ে উল্লাসিনী বেশ॥ কটাতে কিঙ্কিণী বাজে চরণে নৃপুর। বদনে স্বয়ৃত্ব হাসি কটাক্ষ প্রচুর॥ নায়াবলে করি মুগ্ধ এই ত্রিভুবন। আপনি হইয়া নারী সে বিশ্ব মোহন॥ মৃতু মৃতু পদ ফেলে হ'য়ে অগ্রসর। উত্তরিলা ঘাটে যথা দানব সমর॥

সৌনামিনী সম শোভা হেরি দৈত্যগণ। বিশ্বয় হইয়া সবে ভাবে মনে মন॥ কেহ বলে সৌদামিনী ত্যজিয়া গগন। रक्रमत्न विवामिया श्रामन **जू**वन ॥ কেহ বলে মায়া নারী দেখিতে হুন্দর। জিজ্ঞাদহ আগমন কাহার গোচর **॥** এত বলি সবে যত অম্বরের দল। উন্মন্ত হইয়া ধায় করি কোলাহল। অৰ্দ্ধ পথে গিয়া কেছ বিস্মিত হইয়া। মূর্চ্ছিত হইরা পড়ে স্থুমে লোটাইয়া॥ কেহ বহু কষ্টে কিছু হ'য়ে অগ্রসর। নির্বাক হইয়া রূপ হেরে নিরম্ভর॥ কেহ অগ্রদর হ'য়ে মাতি কামভরে। ধীরে ধীরে কিছু প্রশ্ন করে মিফ্ট স্বরে॥ হ্মলোচন। কহ কহ নিজ পরিচয়। কার কন্স। কোথা ঘর কহত নিশ্চর॥ কি আশা করিয়া তুমি আসিয়া ভুবনে। বধিতেছ রূপে যত দানব নন্দনে॥ কে পারে থাকিতে স্থির হেরি ও মাধুরী কটাক্ষে কামের শরে বুঝি প্রাণে মরি॥ বুঝিয়াছি ভুমি বুঝি রূপের বণিক। রূপ-পূণ্য ব্যবদায় কর বাস্তবিক॥ যা থাকে ভোমার মনে থাকুক এখন। সম্প্রতি মোদের কিছু শুন নিবেদন॥ দেবাস্থরে হেরি তব রূপ মনোহর। বশীসূত করিয়াছ সবার অন্তর॥ সেই হেতু কহি ধনি শুন দিয়া মন। লইয়া অমৃত ভূমি করহ বন্টন॥ লভিনু অমৃত মোরা মথিয়া সাগর। বন্টনী অভাবে ঘটে তাহাতে সমর॥ বাটিয়া সে হুধা সবে কর নিজে পান। আনন্দে উদ্মন্ত হ'য়ে জুড়াইবে প্রাণ॥ व्यक्तत्र वागी अनि जीमधुमुमन। হাসিয়া কহিল মৃত্তু মধুর বচন ॥

স্বৈরিণী আমি হে নারী খ্যাত ত্রিভূবন। কেমনে বিশ্বাদ কর দিতির নন্দন **॥** কামিনী বিশ্বাস পাত্র কভু নাহি হয়। জ্ঞানীজনে অবিশ্বাস তাহারে কর্য়॥ কামিনীর বাণী শুনি অহুরের দল। উন্মত্ত হইয়া সবে করে কোলাহল॥ অমৃত লইয়া তাঁরে করিলা অর্পণ। কৃছিলা সবারে কর অমৃত বন্টন।। ্ অমুত লইয়া হরি হাসি মনে গনে। শ্রেণীভাবে বসালেন দেবাস্থরগণে॥ ব্রহ্ম। ইন্দ্র রবি শশী দেবত।-নিচয়। এক শ্রেণীমাঝে স্রখে উপবিষ্ট হয়॥ অপর সারিতে রহে দিতির নন্দন। অমৃত করিবে পান করি সেই মন॥ এদিকে হাসিয়া বিষ্ণু যত দেবগণে। একে একে স্থাপান করান সেখানে॥ কামিনীর বেশ দেখি দিভির নন্দন। অবাক হইয়া রহে না সরে বচন॥ দেবতার রূপ ধরি রাহু মহাবার। অমূত করিল পান কিছু কিছু ধীর॥ রবি শশি তাহা দেখি প্রকাশিয়া দিল। বিষ্ণু নিজ চক্রে তারে দ্বিগণ্ড করিল॥ এইরূপে দেবগণে শুধা করি দান। বঞ্চিলেন দৈতাগণে সেই ভগবান॥ ভক্তিভাবে যেই ভজে গোলোকের হরি। ক্লপান্নত সেই পায় নিজ প্রাণ ভরি॥ অমৃত করায়ে পান জীমধুদূদন। ধরিলেন নিজরূপ ভুবনমোহন॥ চতুর্কু জ শ্যাম মূর্ত্তি গরুড় উপর। শন্ধ-চক্র-গদা-পদ্মে শোভে চারি কর॥ বনমালা গলে দোলে স্থপীতবদন। প্রদান প্রশান্ত মূর্ত্তি ভক্তের জীবন॥ এইরূপ ধরি হরি যান নিজ ঘর। দেবাস্থর সেই স্থানে করিল সমর ॥

স্থভীষণ রণ সেই বহুকাল রয়। অমৃতে অমর দেবে হয় শেষে জর॥ ভীষণ সমর কথা কে বর্ণিতে পারে। পঞ্চমুখে পঞ্চানন বৰ্ণিবারে নারে॥ হইল দেবের জয় দৈত্য পরাজয়। ঘুমিল বিষ্ণুর কীর্ত্তি ত্রিভুবনময়॥ অপূর্বব ঘটনা এক শুনহ রাজন। হরি হরি হুসম্বাদ ভক্তির কারণ॥ কৈলাদে বসিয়া হর পাইয়া সন্দেশ। দানবে বঞ্চিতে হরি ধরে নিজ বেশ। ত্রিভুবন মুগ্ধ হেরি যে রূপ মাধুরী। সেরপ হেরিতে হর মনে ইচ্ছ। করি॥ পূলকে গোলোকধামে সহিত ভবানী। চলিলেন মহেশ্বর সর্ব্ব চিন্তামণি॥ হরিরে নেহারি হর কহেন বচন। সৃষ্টি স্থিতি কর্ত্ত। তুমি শ্রীমধুসুদন ॥ কেমনে মোহিনী মৃত্তি করিয়া ধারণ। মোহিয়াছ আত্মময় এ তিন ভুবন॥ দেখিব সে রূপ আমি হইতে বিশ্মিত। পারি কি না পারি হরি করহ বিহিত। মহেশ্বর বাণী শুনি তবে নারায়ণ। ধরিলা মোহিনী রূপ ভুবনমোহন॥ তড়িৎ সমান কান্তি উলঙ্গিনী বেশ। কামেতে উন্মন্ত হেরি বেণী বন্ধ কেশ। সে রূপ হেরিয়া হর হইল পাগল। সকামে ধাবিত হন ভুলিয়া সকল॥ কোথার পড়িল শিঙ্গা কোথা হাড়মাল। কোথায় ভম্বর পড়ে কোথা বাবছাল॥ শরতের মেঘ সমাকীর্ণ জটাজাল। কামেতে উন্মন্ত যেন হক্তী স্থবিশাল॥ ত্যজিয়া ভবানী হর ধায়েন সম্বর। যথ। হরি নারীরূপে হয়েন গোচর॥ যত যান হর হরি ধরিবার তরে। বিঞ্যা পালান হরি হরে মুগ্ধ ক'রে॥

কিছুকাল এইরূপ করি কামরণ। যোগবলে শেষে হর হ'লেন সাস্ত্রন॥ শান্ত হ'য়ে হর তবে কহেন বচন। ধন্ম হরি মায়া তব ভুবনমোহন॥ ভুবন সংহারী আমি না পারি বুঝিতে। কীট সম জীব পারে কেমনে জানিতে॥ সম্বর সম্বর রূপ ওতে দ্যাময়। ধশ্য হইলাম উহা হেরিয়া নিশ্চয়॥ সম্বরিয়া নিজ রূপ তবে নারায়ণ। কহিলা মহেশে চাহি মগুর বচন ॥ সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ তুমি দেব খ্যাত ত্রিসংসার। তেঁই এ বিমুগ্ধ হ'য়ে মায়াতে আমার॥ ক্ষণেকে বিমুগ্ধ হ'য়ে পূনঃ স্মারি মনে। ত্যজ নিজ যোগবলে মায়া আবরণে॥ এমতে হইল হর হরির সংবাদ। বুঝিলে অবশ্য ঘুচে মায়ার বিবাদ ॥ ধন্য সেই নর যেই স্থির করি মন। : অপূর্ব্ব হরির লীলা করয়ে কীর্ত্তন॥ শ্রবণে ভক্তির ভাব হইলে উদয়। অন্তে নারায়ণ প্রতি রতি তার হয়॥ এমতে কহিন্দু রাজা লীলার কীর্ত্তন। ভাগবত বাণী ইহা ব্যাসের বচন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। বিষ্ণুর মোহিনীরূপ অতি চমৎকার ॥ ইতি বিষ্ণুর মোহিনী মুর্তি ধারণ কথা সমাপ্ত।

অপ বাদন অবভার কথা।
শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশবর।
বামনাবতার কথা অতি মনোহর॥
সমৃদ্ধি পাইলে যত অদিতিনন্দন।
অবহেলে নিজ বীর্ঘ্য প্রচারে ভুবন॥
পরাস্থৃত হ'য়ে যত দানবের দল।
পাতাল নগরে তুঃখে করে কোলাহল॥

क्ट र'रा नके वीर्य कार घन घन। কেহ গণ্ডে দিয়া হাত ত্বংখে নিমগন॥ নাহি সাড়া নাহি শব্দ দানবের পুরে। অমৃত বিরহে সবে দিবানিশি ঝুরে॥ ইश দেখি ছঃখ মনে রাজা বিরোচন। পাত্র মিত্র ল'য়ে করে মঙ্গল মন্ত্রণ॥ দেবতা হইল শ্রেষ্ঠ দৈত্য হৈল ক্ষাণ। সকাতর দৈত্যপতি ভাবে নিশিদিন॥ কতদিনে শুক্রাচার্য্য হইল উদয়। প্রণমিয়া বলি তাঁরে মিষ্টভাষে কয় ॥ উপায় করহ গুরু কিসে রহে মান। দেবতার গর্ব্ব হেরি উচাটিত প্রাণ॥ যে দৈত্য হেলায় পূর্বেব জিনি ত্রিভূবন। হেলায় প্রবেশ করে ইন্দ্রের ভবন॥ স্বৰ্গ হ'তে ত্ৰিভূবন করে যারা জয়। আজি তারা ত্রঃখ মনে পাতালে বসয়॥ কি হবে কি হবে গুরু কর ইহা স্থির। কেমনে ভূবনে হবে জ্বয়ী দৈত্যবীর॥ বলির শুনিয়া বাণী তবে গুরুবর। কহিলা উপায় রাজা করহ গোচর॥ বিশ্বজিৎ নামে যজ্ঞ কর আরম্ভন। মম বংশে যত ঋষি কর নিমন্ত্রণ॥ যত ঋষি তেজ রাজা যজ্ঞের প্রভাবে। মহা তেজরূপে তাহা মিশ্র হয়ে যাবে॥ সেই মহা তেজ পেয়ে দিতির নন্দন। व्यवरंहरल किनित्वक এ जिन जुवन ॥ গুরুর বচন শুনি তবে বিরোচন। ভূঞ বংশে ঋষি যত কৈলা নিমন্ত্রণ ॥ শুভক্ষণে শুভদিনে যক্ত আরম্ভিলা। সিদ্ধ তেজ লাগি গুরু আহতি কেপিল।॥ যত ঋষি তেজ তাহে হইল মিলন। এক মহাতেজ তাহে হৈল সংঘটন॥ সৈই তেজ লাভ করি যত দৈত্যগণ। পাইল ভীষণ বীৰ্য্য কাঁপিল ভূবন 🛭

বাঁর্য্য লাভ করি তবে দিতির কুমার। দেবতা সহিত রণে হৈল আগুসার॥ স্কৃতীষণ রণ সেই বর্ণনে না যায়। ঋষি বীর্ষ্যে দেবগণ পরাব্ধিত তায়॥ যোগবল তপোবল হয় মহাবল। অমরে তাহার কাছে না পার হুফল॥ হেন যোগবল লাভে অম্পরের দল। দেবগণে পরাজিয়া করে কোলাহল॥ হেথা যত দেবগণ হয়ে অপমান। মনোহঃখে থাকে সদা সকাতর প্রাণ॥ পুত্রের চুর্দ্দশা দেখি অদিতি হুন্দরী। ছঃখেতে মলিনা সদা হাহাকার করি॥ মলিন কমল যথা সরসীর জলে। বিষাদে যেসনি সতী থাক্যে বিরলে॥ কশ্যপের যোগ সাঙ্গ হৈল কত দিনে। আসিলেন প্রজাপতি আপন ভবনে॥ গৃহেতে প্রবেশি মুনি সবিস্মিত হন। নিরানন্দময় গৃহ করে দরশন॥ পতিরে নেহারি সতী বিষণ্ণ অন্তরে। প্রণাম করিলা হেরি বহুদিন পরে॥ বিষাদিনী প্রণয়িনী হেরি প্রজাপতি। জিজ্ঞাসিল বিষাদের কারণ সম্প্রতি ॥ কহ সতী কহ কহ কিসের কারণ। নিরানন্দমর পুরী করি দরশন॥ আঙ্গম যুবতী তুমি দেবের জননী। ত্রিভুবনে পূজ্য তুমি আমার রমণী॥ कि कांद्रां विधुम्थी शिंग उव नारे। উচাটিত প্রাণ মন তাহাতে সদাই॥ স্বামীর বচন শুনি অদিতি ফুন্দরী। সকাতরে কন বাণী করবোড় করি॥ যা কহিলে সত্য নাথ তোমার কন। মম সম ধন্ম আর আছে কোনজন॥ তব সম পতি যার পুত্র দেবগণ। কি অভাব তার মাছে এ তিন ভূবন॥

কিন্তু অদুটের লাগি তুঃখ আমি পাই। বিধাতার লিপি কেহ খণ্ডে হেন নাই॥ পতি পুত্ৰ হুখে হুখী যতেক কামিনী। তাদের হইলে তুঃখ হয় বিষাদিনী॥ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করি বলি দৈত্যেশ্বর। অজের হইল তাহে তাহার কিন্ধর॥ দেবগণে পরাজিয়া কৈল অপমান। সেই ছঃখে ওছে নাথ। সকাতর প্রাণ॥ নাহি হাসি পুত্র মুখে বধু অঞ্সুখী। নেহারি গৃহিণী কেবা হয় বল স্থা। প্রজাপতি তুমি পতি ক্রহ উপায়। সপত্নী-কুমার গর্বব সহ। নাহি যায়॥ অদিতির বাণী শুনি কন প্রজাপতি। অবশ্য উপায় আছে শুন গুণবতী॥ পয়োত্রত নামে ত্রত কর আচরণ। ত্ৰত সিদ্ধ হ'লে পাবে দেখা নারায়ণ॥ নারায়ণে হেরি সতী করিও জ্ঞাপন। অবশ্য বিনষ্ট হবে মনের বেদন॥ স্বামীর শুনিয়া বাণী অদিতি তখন। মহানন্দে পয়োত্রত কৈল আরম্ভন ॥ মহাত্ৰত হয় সেই দ্বাদশ দিবস। প্রতিপদ হৈতে সাঙ্গ তিথি ত্রয়োদশ ॥ প্রত্যহ করিতে হবে হরি আরাধন। অতিথি সংকার পূর্কেব ভজন পূজন॥ শাব্রমত পূজা আর লীলা সংকীর্ত্তন। ব্রহ্মচর্য্য স্নান আর ভূমিতে শয়ন॥ হোমেতে করিয়া চরু পায়সের সার। বিষ্ণু নিবেদন কৈলে ত্রত সিদ্ধি তার॥ শাস্ত্রমতে এইরূপে পূজিয়ে দে হরি। পাইবে সংসার মাঝে মুক্তি নামে তরি॥ পূর্ব্বমত ব্রত করি অদিতি তথন। শেষ দিন আরম্ভিলা শ্রীহরি স্তবন॥ কোথা হরি এদ হরি জীমধুদুদন। দেখা দিয়া সিদ্ধ কর ব্রক্ত আচরণ।

সতীর শুনিয়া বাণী তবে নারায়ণ। ত্রত সিদ্ধ করিবারে দিলা দরশন॥ অপূর্ব্ব মোহন রূপ বর্ণনে না যায়। শ**ন্থ-চক্র গদা-পদ্ম করে শোভা পা**য়॥ শ্যামল-হুন্দর কান্তি ভুবনমোহন। গরুড় উপরে বসি প্রসন্ন বদন॥ নেহারি শ্রীহরি সতী করযোড় করি। 'কহিতে লাগিলা ভুমি অনাথের হরি॥ সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর তুমি ভক্তের জীবন। বিশ্বরূপ হও তুমি তোসাতে ভুবন॥ অনস্ত তোমার নাম মহিমা অপার। অন্তর্য্যামী তুমি হরি কি বলিব আর॥ এত বলি ভক্তিভরে প্রণাম করিলা। প্রসন্ধ শ্রীহরি তারে কহিতে লাগিলা॥ ধন্য ধন্য তুমি সতী রমণীর সার। ব্রতেতে পূজিয়া মোরে ভাব সর্বাধার॥ সেই হেতু আমি সতী হইনু প্রকাণ। পূর্ণ হবে মম বরে তব অভিলাষ॥ তব গর্ভে পুক্ররূপে হইয়া উদয়। দেবতার মান রক্ষা করিব নি**শ্চ**য় ॥ যাও সতী পতিপদ করহ সেবন। পাইবে পবিত্র গর্ভ মম আবেদন॥ এত বলি হরি তবে হন অন্তর্দ্ধান। প্রণাম করিলা সতী স্থির করি প্রাণ॥ অদিতি তথন গিয়া নিজ পতিপাশ। একে একে বিষ্ণু বাণী করিল প্রকাশ। উভয়ে পরম প্রেমে উন্মত হইয়া। বিষয় ভোগেতে রণ ঐহিরি পৃজিয়া॥ কতদিনে অদিতির গর্ভের প্রকাশ। যোগে প্রজাপতি তার পায়েন প্রকাশ॥ যুচাতে দেবের হ্বঃখ শ্রীমধু দূদন। পুত্ররূপে অদিভিরে আবিস্থৃত হন॥ হরি আবির্ভাব কথা ব্রহ্মা করি স্থির। অদিতির গৃহে যান পুলক শরীর॥

গর্ভে হেরি নারাধণে চতুর-আনন। করিল। কতেক স্তব না যায় কথন॥ পৃশ্বি মামে সতী ছিলা পূর্বব মন্বন্ধরে। **এ জন্মে অদি**তি নামে কশ্যপের ঘরে। পৃশ্লির পূজনে ভূষ্ট হ'য়ে নারায়ণ। ব'লেছিলা তিনবার হইব নন্দন॥ পুশ্বি পূর্বব জন্মে ছিল অদিতি এবার। আদিতির গর্ভমাঝে শ্রীহরি প্রচার॥ পূর্ববাণী ব্রহ্মা স্মরি করিয়া স্তবন। পুলকে পুনশ্চ যান আপন ভবন॥ এক মাদ চুই মাদ গর্ভ পূর্ণ হয়। আনন্দে অদিতি তত হরিগুণ গায়॥ শ্রবণা দ্বানশী তিথি অপূর্ব্ব সময়। অভিজ্ঞিৎ নামে উর্ গগনে উনয়॥ প্রসন্ন সমস্ত গ্রহ আর দিকচয়। অদিতি প্রসব রাজা সেই কালে হয়॥ অপূর্ব্ব মোহনমূর্ত্তি শ্রীহরিকুমার। নীলোৎপল সম আঁখি শ্যাম কলেবর॥ শহা-চক্র-গদা-পত্র শোভে চারি করে। শ্যাম অঙ্গে বনমালা কিবা শোভা ধরে হেনরূপ হেরি পুল্লে দম্পতী তথন। করিতে লাগিল উভে বিবিধ স্তবন॥ স্বৰ্গ হ'তে অবিরত পুল্প বরিষণ। আনন্দে করিলা সবে মেঘের গর্জন। অকালে বহিল তবে মনয় পবন। পাথীকুল আনন্দেতে করিল কুজন॥ নদী প্রস্তবণ আর সরদী সাগর। প্রবাহিত হয় সবে প্রফুল অন্তর ॥ ফল ফুলে হুশোভিত হৈল উপবন। ধরিল পবিত্র মূর্ত্তি এ তিন ভুবন ॥ স্বর্গেতে তুন্দুভি বাজে ছন্ট দেবগণ। বলিরে ছলিতে হরি এ দেহ ধারণ ॥ अशुर्व इतित लीला वर्गत ना याता। শুনিলে শুনালে নক্ট ভবের গাগার॥

উপেক্স রচিল গাঁত হরিকথা সার। যেমতে ধরিলা হরি বামন আকার॥ ইতি বামন অবভার কণা সমাপ্ত।

অথ বলির দর্শ নাশ কণা। শুকদেব কন শুন পাণ্ডুবংশধর। বামনের লীলা কথা অতি মনোহর॥ বিশ্বের কারণ যিনি প্রভু নারায়ণ। বলিরে ছলিতে রূপ ধরিলা বামন॥ এতেক ব্রাহ্মণ বটু গঠনে বামন। দেখিতে হুন্দর কান্তি ভুবনমোহন॥ যাঁহার মারার মুগ্ধ এই ত্রিসংসার। শৈশবে ধরেন তিনি শিশুর আকার॥ শিশু ভাবে মাতা পিতা করি সম্ভানণ। ছলিলা স্থমিষ্ট ভাষে আগ্নীয় স্বন্ধন ॥ অপূর্ব্ব হরির লীলা বর্ণনে না যায়। সকলে হইল মুগ্ধ শিশুর মায়ায়॥ ক্রমেতে আদিল কাল উপবীত তীরে। কশ্যপ করিলা যজ্ঞ সানন্দ অন্তরে॥ যাঁহার অঙ্গেতে মুক্ত এই ত্রিভূবন। তাঁর অঙ্গে করে যজ্ঞসূত্রের অর্পণ॥ অপূর্বব যজের কার্য্য না যায় বর্ণন। তপন করেন আসি সাবিত্রী পঠন॥ স্বয়ং দিলেন সূত্র দেব গুরুবর। কশ্যপ মেথলা দেন দেখিতে স্থলর॥ ধর। দেন কুষণজিন দণ্ড বনস্পতি। জননী কৌপীন ছত্ৰ ত্ৰিদেশ বসতি॥ ব্ৰহ্ম। কমগুলু দেন কুশ ঋষিগণ। অক্ষালা সরস্বতী করিলা অর্পণ ॥ ভিকাপাত্র কুভূহলে দেন ধনপতি। আপনি দিলেন ভিকা শক্তি মহাসতী॥ উপনীত এই ভাবে হইয়া বামন। निक ऋरु पृथा देवला अहे जिडूबन ॥

কিছদিন থাকি হরি কশ্যপের ঘরে। বলির অপূর্ব্ব যজ্ঞ শুনিলেন পর্বর ॥ শত অশ্বগেধ যজ্ঞ করে বিরোচন। ইন্দ্রস্থ লইতে সেই করিয়াছে পণ॥ বহু অশ্বমেধ তার সমাপ্ত হইল। অল্প মাত্র অবশিষ্ট সে কালে আছিল॥ মনে মনে করে বলি হব পূর্ণকাম। অকাতরে করে দান হর্ষে অবিরাম॥ রত্ন গাভী গৃহ পুর যেবা যাহা চায়। অকাতরে দৈত্যপতি তাহারে যোগায়॥ ত্রিভুবনে এ গৌরব হইল প্রচার। অন্তরে হাসিল হরি বুঝি ব্যবহার ॥ গর্ব্ব খর্ববকারী হার বিপদ ভঞ্জন। নাশিতে বলির গর্ব্ব করিলা মনন ॥ একেত বামন তায় কিশোর বয়স। হাসি হাসি মুখখানি দেখিতে সরস॥ ব্রহ্মতেজ তেজোগয় কিশোর শরীর। বলিরে ছলিতে হরি হলেন বাহির॥ পথেতে পাইয়া ধরা হৃদি দিলা পাতি। প্ৰন ত্ৰগন্ধ আনে মেৰ ধরে ছাতি॥ কিরণ কোমল হৈল শশী কর প্রায়। বনস্পতি ধরে পাখা চামরের স্থায় # প্রকৃতির পূজা লভি দেব নারায়ণ। বামন রূপেতে যান বলির ভবন ॥ অপূর্ব্ব সে যক্তশালা বর্ণনে না যায়। ব্রহ্মাণ্ড ঐশ্বর্য যত শোভিত ধরার॥ রবি শশী নিজ কার্য্য করে অনুক্ষণ। চন্দ্রতিস রম্ব রূপে শোভে তারাগণ॥ চসরী রূপেতে শোভে মলয় পবন। ইব্দ্র তথা হয় দারী ভূত্য দেবগণ॥ পাদগুল জলপতি করে প্রকালন। অপ্দরী কিন্নরী আর বিভাধরীগণ ॥ নর্ভকীর সম করে সঙ্গীত নর্ভন। দাদী দম রছে তথা দেব পত্নীগণ।

কুবের সাজায় সভা দিয়া রত্থন। চারি ধারে রত্ন কক্ষ অতি হুশোভন॥ নিমন্ত্রিত দৈত্যকুল রহে চারিভিত। ঋষিগণ সহ রাজ। বসি পুলকিত॥ হেনমতে দৈত্যপতি করে যজ্ঞবর। মুক্ত হস্তে দান করে প্রফুল্ল অন্তর॥ বামন রূপেতে হরি প্রবেশি তথায়। উচ্চারিল। আশীর্কাদ সমাজ প্রথায়॥ ব্রাহ্মণ কুমার একে দেখিতে স্থন্দর। অতি তেজোময় বপু বিশ্ব মুধ্বকর॥ িহেনরূপে কুমারেরে হেরি ঋষিগণ। ব্রহ্মতেজ ভাবি মনে করিলা পূজন॥ কতক্ষণে সহারাজ বলি দৈত্যেশ্বর। করিলা বামনে সেই নয়ন গোচর॥ নয়নে নেহারি রূপ হইয়া বিশ্মিত। সাদরে ভাকিয়া মাস্ত করেন বিহিত॥ মনে মনে করে রাজ়া কত আন্দোলন। কেছ বলে যজ্ঞগ্বলে আসিল। তপন। কেহ বলে ব্রহ্মাপুত্র ভাই ঋষি চারি। সনকাদি হবে বুঝি কহিলা বিচারি॥ এইব্রুপে সবে হেরি শ্রীহরি বামন। সকলে সামরে কৈলা মিষ্ট সম্ভাষণ ॥ ভূত্য আনে বারি পদ প্রকালন তরে। অপূর্ব্ব ভক্তিতে বলি পদ ধৌত করে॥ অপূর্ব্ব মহিমা ধরে সেই সে বামন। হেরিলেই মহাপাপ হয় বিনাশন॥ এই জন্ম মহারাজ সেই দৈতাপতি। অন্তরে নাজানি হরি হ'ল শুদ্ধমতি॥ আকর্ষণ শক্তি এই রহে নারায়ণে। হেরিলেই শুদ্ধ প্রাপ্ত হয় বিজ্ঞজনে॥ অপূৰ্ব্ব বলির ভাগ্য বর্ণন ন। যায়। যে পদ ভাবেন ভব ধুইল সে পায়॥ পদ ধুয়ে দৈত্যপতি দিলেন আসন। वनारव वागरन शूनः देवन निर्वान ॥

কি নাম কুমার তব কোখা বাসস্থান। কিশোর ষয়সে ত্রহ্মতেজ বিভাষান ॥ নেহারি ভৌমার মম প্রফুল অন্তর। কেন হয় নাহি বুঝি ভাবিয়া বিস্তৱ॥ বোধ হয় আজি মম যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল। মূর্ত্তিমান তপোরূপে তোমায় মিলিল॥ কিবা নাম কোথা ধাম করহ প্রকাশ। কাহার কুমার তুমি কিবা অভিলাষ॥ গো-রত্ব কাঞ্চন কিন্তা সহ যত ধন। অন্ন কম্মা ভূমি কিম্বা উৎকৃষ্ট ভবন॥ হস্তী অশ্ব রথ কিম্বা যাহা কর আশ। অবশ্য পরাব তব করহ প্রকাশ **॥** বলির হুমিষ্ট বাণী করিয়া প্রাবণ। অন্তরে হইলা হাউ দেব নারায়ণ॥ কহিলা বলিরে হরি ধন্য দৈত্যেশ্বর। পূর্ব্বকালে দৈত্যবংশে হ'য়ে বংশধর॥ যে বংশে প্রহলাদ জিম্ম করিল পাবন। উপযুক্ত সেই বংশে তব আগমন॥ পিতামহ পিতা তব খ্যাত ভূমগুল। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নহাবল ॥ वीधावत्न रुति मर गुविना त्य कन। বিরোধী হইয়া অন্তে পায় নারায়ণ॥ প্রহলাদ তনয় তার পিতামহ তব। দেখাইনা নিজ দেহে ভক্তির বৈভব ॥ বিশ্বাদেতে 🕮 হরিরে ভাবিয়া ঈশ্বর। জনকে দেখায় হরি স্তম্ভের ভিতর ॥ বিরোচন পিতা তব গুণের সাগর। ব্রাক্ষণে করিত মাশ্য অতি বহুতর॥ মহাদাতা সেই জন খ্যাত ত্রিভূবনে। व्यवदर्शन मान मिला मर्व्य (मर्गराण ॥ সে হেন পবিত্র বংশে জনম তোমার। মহাজন সম কার্য্য করিছ আচার॥ সামাক্ত করিয়া আশ আপনার মনে। পাৰীয়াছি দৈতা আমি তোগার ভবনে॥

তিনপদ ভূমি মাত্র মম প্রয়োজন। অব্দৈতরে কর দান আমারে রাজন॥ দানগ্ৰহ মহাপাপ কছে সাধুজন। প্রয়োজন মত হ'লে পাপী নাহি হন॥ তিনপদ ভূমি মাত্র মম প্রয়োজন। অকতিরে কর দান আমারে রাজন॥ কুমারের বাণী শুনি তবে দৈত্যেশ্বর। কৰ্ছিতে লাগিলা তবে বাক্য মনোহর॥ দেখিতে কিশোর বট বৃদ্ধিতে প্রবীণ। স্বার্থ শৃষ্ঠ বট ভুমি বয়দে নবীন॥ ত্রিভুবন অধিপতি আমি দৈত্যশ্বর। দ্বীপ গ্রাম চাহ যদি দিব হে সত্তর॥ একবারে যেই মম দেয় বস্তু লয়। পু**নশ্চ অভাব তার কভু নাহি হ**য়॥ তিনপদ ভূমি শিশু করিলে গ্রহণ। পুনশ্চ অভাব তব হবে প্রকটন॥ যাহাতে দারিদ্র তব হইবেক দুর। সেইমত ধন তুমি মাগহ প্রচুর॥ বলির শুনিয়া বাণী তবে নারায়ণ। অন্তরে হাসিয়া তারে কহিলা বচন॥ অবোধের সম বাণী কহিছ রাজন। মনেতে সম্ভোগ নাহি হয় যেই জন॥ প্রচুরে তাহার পূর্ণ নহে কদাচন। সত্য রাজা মম বাণী কর বিবেচন ॥ ত্রিপদ স্থমিতে যদি নাহি পূরে আশ। দ্বীপ গ্রামে নাহি কভু মিটিবে প্রয়াস॥ শুনিয়াছি পুথু ময় পূর্ব্ব রাজগণ। সপ্তৰীপে অধিপতি হইলা যথন॥ অর্থ কাম ভৃষ্ণা জয় নারিলা করিতে। কিরূপে প্রচুর ধনে রব ভুষ্ট চিতে॥ ইচ্ছা যদি হয় রাজ। কর মোরে দান। তব পক্ষে অল ভূমি ত্রিপদ প্রমাণ॥ বামনের বাণী শুনি তবে দৈত্যেশর। হাসিয়া কহিল তারে বচন বিশুর ॥

कल रूट विल याग्र कत्रिवाद्य मान। বিষ্ণুর কৌশল শুক্র বুঝিলা প্রমাণ॥ মনেতে বৃঝিয়া শুক্র উঠি ছরা করি। কহিতে লাগিলা গুরু রাজকর ধরি॥ कि कर कि कर राजा मान नाहि कर। ত্রিপদে ঐশ্বর্য্য তব যাইবে সম্বর্ম। কভু ত মানব নয় এ হেন কুমার। বামন রূপেতে হরি হৈলা অবতার॥ হরিতে তোমার ধন হেথা আগমন। ত্রই পদে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিবে হরণ॥ আর পদ ভূমি ভূমি পাইবে কোথায়। প্রতিজ্ঞ। না পালি হবে নারকীর প্রায়॥ দানকর্ম শুভকর্ম শাস্ত্রের বচন। নিজ নাশ অভিপ্ৰেত নহে কদাচন॥ শুক্রের শুনিয়া বাণী তবে দৈত্যেশ্বর। কাপিতে কাপিতে তারে কহিলা বিস্তর॥ প্রহলাদের পৌত্র আমি বলি মম নাম। প্রতিজ্ঞা পালনে ঋষি হব আমি বাস ॥ দধীচি ঋষির কথা কর গুরু মনে। ৰ্নৃপতি শিবির কথা বুঝহ আপনে॥ প্রতিজ্ঞা পালন হেডু প্রাণ রাজ্যধন। অকাতরে কৈলা দান শাস্ত্রের বচন॥ দিব হে ত্রিপদ ভূমি করিয়া স্বীকার। পরাগ্মুখ হব আমি দৈত্যের কুমার॥ ব্রাহ্মণ হউক কিম্বা গোলোকের পতি। পালিব প্রতিজ্ঞা আমি এই মম মতি॥ ধর্ম চাহি দিব দান যদি নাহি পারি। অবশ্য নরক দ্বারে হইব ভিথারী॥ রাজার বচন শুনি তবে গুরুবর। শ্রীভ্রম্ট হ'লে হে বলি করিলা উত্তর ॥ *-*তিথাপি সত্যের পাশে আবদ্ধ রাজন। বামনে ত্রিপদ ভূমি করিলা অর্পণ। দৈত্যেশ্বর পত্নী নাম বিদ্ধাবলী সতী। ম্বৰ্ণ কলসে বারি আনিলা সম্প্রতি॥

পদ প্রকালিয়া রাজ। ল'য়ে সেই জল। পরম পবিত্র যাহে এ ভব মগুল॥ দান লাভ করি হরি হইল। প্রকাশ। তুই পদে স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য করিলেন গ্রাস॥ বিষম বিরাটরূপে পূর্ণ ভগবান। যাঁর অঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ স্থান॥ সর্বময় হ'য়ে হরি হইলা প্রকাশ। শত চন্দ্র সম রূপে জ্যোতির আভাস II তুই পদে স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য করিয়া গ্রহণ। তৃতীয়ে না পেয়ে স্থান তবে নারায়ণ॥ কহিতে লাগিলা হরি দৈত্যে সম্বোধিয়া। দাও রাজা আর ভূমি আমারে আনিয়া॥ নাহি দাও নাশ হবে প্রতিজ্ঞা তোমার। ঐশ্বর্যা ত্যজিয়া কর নরকে বিহার॥ হরির শুনিয়া বাণী তবে দৈত্যেশ্বর। কছিতে লাগিলা তাঁরে বচন বিস্তর॥ ছলনা তোমার কার্য্য ওহে নারায়ণ। না বুঝি প্রতিজ্ঞা কৈন্মু খাইতে আপন॥ সর্বস্ব হরণ কর ত্রংথ নাহি তায়। অবশ্য পালিব আমি পূর্বব প্রতিজ্ঞায়॥ এক পদে করিয়াছ স্বর্গ অধিকার। দিতীয়ে লইলে মম স্বর্গের দুয়ার॥ আর এক পদ স্থান কোথা পাই বল। একমাত্র এই দেহ আছয়ে সম্বল॥ অতএব শিরে মম দাও হে চরণ। দৈত্য হ'তে মুক্ত হব এই আকিঞ্চন॥ সে কথা শুনিয়া তবে গুপ্ত নারায়ণ। বলির মস্তকে দিল তৃতীয় চরণ॥ হরির এ কার্য্যে খ্যাতি হইল বিস্তার। দেব নরে শুনি হৈল দবে চমংকার॥ প্রহলাদ প্রভৃতি যত সিদ্ধ মহাজন। ব্ৰহ্মা সহ যত দেব কৈলা আগমন॥ ধলির উবন আজি পবিত্র হইল। সকলে মিলিয়ে তবে বিষ্ণুকে কহিল॥

সকলে প্রদন্ধ করি তবে নারায়ণ।
ইল্রে সমর্পণ কৈলা ত্রিদিব ভবন ॥
দৈত্য গর্বক পর্বব হৈল মুক্ত দৈত্যেশর।
বামন রূপের লীলা বনিতে বিস্তর ॥
ইক্র চলি গেলা তবে ত্রিদিব ভবন।
অন্তর্জান ইইলেন হরি সেইক্ষণ ॥
উপেক্র রচিল গীত হরিকথ! দার।
বামন রূপের লীলা অতি চমৎকার॥

ইতি বলির দ্পনাণ সমাধা।

অগ মংক্ত অবভারের কণা।

শুকদেব কন শুন পাভুবংশধর। মৎস্ত অবতার কথা অতি মনোহর॥ শক্তিময় সেই হরি কত লীলা করে। কার সাধ্য সেই লীলা বর্ণিবারে পারে॥ **ब**ङ् लीला मर्सा इय मश्या लीला मात्र। শুনহ দে কথা রাজ। করিব বিস্তার॥ পূৰ্ব্ব সৃষ্টি কাৰ্য্য যবে হৈল সমাপন। নেহারি নিশ্চেষ্ট হন কমল আসন।। ত্যজিয়া স্থান্তীর কার্য্য সেই বিধিবর। বিশ্রাম লইতে যান নিদ্রার কাতর॥ ত্রক্ষার নিদ্রায় রুদ্র করেন সংহার। ভীষণ প্রলয়কাল বুঝে সাধ্য কার॥ কিছুমাত্র অবশেষ আছিল স্ঞ্রির। সেইকালে মংস্থালীলা ঘটে পাওুবার॥ তাহার কারণ রাজা করহ শ্রবণ। অপূর্ব্ব দে হরিলীলা কর আসাদন॥ পদ্মাদনে নিদ্রা গেলে সেই পদ্মাদন। পতিত হইল বেদ তবে সেইকণ ॥ বেদের নেহারি জ্যোতি সর্ব্ব কর্মময়। জ্ঞান পূৰ্ণ এই বিশ্ব সৃষ্টিকালে হয়॥ ব্ৰহ্মার পার্ষেতে ছিল এক দৈত্যবীর। ছয়গ্রীশ নাম তার দেখিতে গভীর ॥

' বিকট দশন মুগু অক্টেয় গঠন। প্রশাস প্রবাহে যেন প্রসন্ন পবন। যুগ্মকর গিরিশৃঙ্গ যেন স্থশোভিত। ভীমাকার দেই বার অজ্ঞানে মোহিত। বেদের মহিমা হেরি সেই দৈতাবীর। স্ঞ্রীর কল্পনা হেরি করিলেক স্থির॥ স্ষ্টির কল্পনা আছে বেদের ভিতর। বেদ ল'য়ে ব্রহ্ম হন স্মৃষ্টি অধীশ্বর॥ বেদহীন বিধি হন জড় অচেতন। কছু না চেন্টায় তার হইবে স্জন॥ স্ফ নাশে দেবগণ না হবে প্রকাশ। **দৈত্যকুল হুখে** রবে করিয়া আশাদ॥ এত ভাবি মনে দৈত্য হ'য়ে স্থানর। হরিল সে মহাবেদ হইয়ে তংপর॥ বেদ হরি দৈত্য হৈল পুলকিত মতি। দেখিলেন এই কর্মা বিষ্ণু বিশ্বপতি॥ ভাবিলেন মনে হরি বিচারি আপন। বেদ বিনা কছু নাহি হইবে স্থলন॥ বেদ বিনা স্থষ্টিকর্জা রবে অচেতন। আর না প্রকাশ হবে ব্রহ্মাণ্ড ভূবন॥ এতেক ভাবিয়া তবে প্রভু নারায়ণ। বেদের উদ্ধার লাগি করিলেন পা।॥ মায়ার আশ্রয় করি তবে নারায়ণ। মংস্থরূপে অবতীর্ণ হলেন তথ**ন**॥ ক্রতমালা নামে নদী ব্রহ্মাণ্ড ভিতর। প্রলয় কালের বেগ তাহে খরতর॥ তার তীরে ছিল মন্থ নামে সহ্যব্রত। প্রলয় নিকটে হেরি তর্পণে নিরত॥ অতি সাধু হন নৃপ জগত ঈখর। দৃঢ় তর ভক্তি তাঁর হরির উপর॥ অঞ্চলিতে নদী জল করিয়া ধারণ। তর্পণ করিতেছিল দেই মহাজন॥ তার প্রতি ভূষ্ট হ'য়ে প্রভূ মুরহর। শক্ষরী রূপেতে যান অঞ্চলি ভিতর ॥

অঞ্জলিতে ল'য়ে জল হরিনাম করি। প্রদানের কালে নূপ দেখিলা শফরী ॥ অতি ক্ষুদ্রকায় মংস্থ করি নিরীক্ষণ। ইচ্ছিলা নরেন্দ্র তাহে করিতে ক্ষেপণ॥ অন্তর্যামী হরি বুঝি নরেন্দ্রের মন। কহিতে লাগিলা তাহে অন্তত বচন॥ ক্ষুদ্রকায় আমি মৎস্ত দেশহ রাজন। নদীতে না কর রাজা আমারে ক্ষেপণ॥ নদীতে আছমে রাজা বহু জলচর। তাহাদের ভয়ে মোর ব্যথিত অস্তর॥ শফরীর বাণী শুনি রাজা পুলকিত। দ্বিস্ময় হন রাজ। মনে চমকিত॥ অপূর্ব্ব শ্রীহরি লীলা না বুঝি কারণ। অপূর্ব্ব এ মংস্থা কছে মধুর বচন। বিশ্মিত হইয়া রাজা কমগুলু 'পরে। রাখিলা সে ক্ষুদ্র গাঁনে অতি যত্ন ক'রে॥ নিশায় বাড়িল মংস্ত সে পাত্র ব্যাপিয়া। রাজারে কহিল প্রাতে মিক্ট সম্বোধিয়া॥ দয়া করি কর রাজা মোরে পরিত্রাণ। কমগুলু মাঝে মম নাহি হয় স্থান॥ কমগুলু হ'তে তারে করিয়া বাহির। কলদে রাখিল মৎস্য পূর্ণ করি নীর॥ কলস হইল পূর্ণ নিশার ভিতর। প্রভাতে কহিল মান রাজার গোচর॥ উপায় করহ রাজা আমার এখন। দীর্ঘ পাত্রে দাও স্থান রাখিতে জীবন॥ মীনের বচন শুনি সভাব্রত রার। রাখিল তাহায় এক বৃহৎ জ্বালায়॥ নিশাতে বাড়িল মংস্য পাত্র পূর্ণ করি। হান্ট হন দেখি রাজা অস্তে বিভাবরী।। রাজারে দেখিয়া মীন কহিল বচন। অক্ত স্থানে রাখি মম রাখহ জীবন॥ মীনের বচন শুনি তথন রাজন। এক সরোধরে তারে করিল ক্ষেপণ॥

ক্ষণমাত্রে সরোবরে পূর্ণ মীন কায়। নেহারি আশ্চর্য্য হৈল সত্যত্রত রাক।। ডাকিয়া রাজারে মীন কহিলা বচন। মহাহ্রদে ফেল মোরে রাখিতে জীবন॥ তাহাই করিল রাজা হইয়া বিশ্মিত। হ্রদ পূর্ণ মীন দেহ হৈল আচন্দিত॥ রাজারে সম্বোধি তবে নীন কহে বাণী। মহাবারি দাও রাজ। রাখিবারে প্রাণী॥ এ কথা শুনিয়া রাজা ল'য়ে মীনবর। ফেলিবারে গেল যথা ভীষণ সাগর॥ সাগর নেহারি মীন কহিল বচন। সাগরেতে মহাভয় আসার রাজন॥ না ফেল সাগরে সোরে অন্ত চেম্টা কর। স্তথ্যাতি হইবে তব ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥ মীনের বচন শুনি আশ্চর্য্য রাজন্। অপূর্ব্ব তোমারে মীন করি দরণন॥ নিজ অঙ্গ ব্যাপিয়াছ শতেক যোজন। মিষ্ট স্বরে কহিতেছে মধুর বচন॥ অপূর্ব্ব এ মীন রূপ বুঝিতে না পারি। ছলিতে কি আসিয়াছ বৈকৃষ্ঠ বিহারি॥ ক্ষুদ্র হৈতে চরাচরে ব্যাপ্ত তব হয়। মায়া করি মীন হও মনে মম লয়॥ সত্য যদি হও হরি তুমি মীনবর। প্রকাশিয়া কর স্তন্থ আমার অন্তর॥ যোগ বলে তবে নুপ করি স্থির মন। জানিবেন দেই মান প্রভু নারায়ণ॥ শ্রীহরি ভাবিয়া তাঁরে সত্যত্তাত রাগ । স্তব স্থৃতি নানামতে করিলেন তাঁর॥ জগতের পতি তুমি ব্যাপ্ত চরাচর। কোন প্রয়োজনে হরি মৎস্তরূপ ধর। প্রকাশ করিয়া মোরে কছ নারায়ণ। শুনিয়া জুড়াক মম চমকিত মন॥ রাজার ভনিয়া বাণী মীনরূপ হরি। কহিলেন যুক্তি তাঁয় এক এক করি॥

সম্মুখে হেরছ রাজা ভীষণ প্রলয়। সপ্তদিন আর যাত্র এই সৃষ্টি রয় ॥ নিদ্রাগত হয়েছেন সৃষ্টি অধিকারী ∤ আমি রহি মৎস্তরূপে ত্রন্ধাণ্ড-বিহারী॥ সাত দিন পরে হবে ভীষণ প্রলয়। জীব চরাচর তাহে হইবে বিলয়॥ আমি মাত্র সেইকালে হ'য়ে সচেতন। মংস্থারূপে একার্ণবে করিব ভ্রমণ।। পুনর্বার সৃষ্টিকালে প্রজা জন্মাইতে। ঋষিগণ সহ তোমা ইচ্ছা বাঁচাইতে॥ যখন প্রলয় কার্য্য হবে আরম্ভন। পাঠাইব এক নৌকা তোমার কারণ॥ मद्वीयिथ मर्व वीक बात श्रिक्य। উঠিও সে নৌকা ল'য়ে তুমি মহাশয়॥ ভীষণ প্রলয়ে যবে হবে একাকার। রবি শশী লোপ হবে ব্যাপ্ত অন্ধকার॥ অগণন বক্তনাদ প্রলয়ে পবন। অবিরত মহাতেজে হবে ভূকস্পন॥ দিক হন্তী হবে নাশ ভগ্ন কুলাচল। পঞ্চুত একাকার মহা কোলাহল।। না রবে স্ষ্টির চিহ্ন হবে একাকার। উপলিবে মহানিধি ভীষণ আকার ॥ স্থামের সহ টেউ হইবে প্রকাশ। সে হেন প্রলয়ে সৃষ্টি হইবে বিনাশ। এ হেন প্রলয় হবে যবে আরম্ভন। প্রেরিত নৌকায় তুমি কর আরোহণ॥ সর্বেবীষধি বীজ আর জীব ঋষিগণ। সবারে লইয়ে মোরে করিও শ্মরণ॥ স্মরণ মাত্রেতে আমি প্রকাশ হইব। মহাশৃঙ্গি মংস্থা নাম তখন ধরিব॥ প্রলয় তরঙ্গে তর্ম হইলে অস্থির। অনস্তেরে রজ্জ্রপে পাইবে হে ধীর॥ সর্পের পুচেছতে তর্নী করিয়া বন্ধন। মম শুঙ্গে বন্ধ কর তাহার বদন ॥

আমাতে থাকিবে তরী দর্পে বন্ধ হ'রে। তাহাতে না রবে ভয় ভীষণ প্রলয়ে॥ নানা রূপে করি রাজা আমি যে পালন। প্ৰলয়েতে হেনু লীলা হবে প্ৰকাশন ॥ এত শুনি মংস্তরূপে প্রভু নারায়ণ। নূপ সত্যব্রতে কহি মধুর বচন॥ অদৃশ্য হইয়া গেল সাগর ভিতর। প্রেমে পুলকিত রাজ। হন অতঃপর॥ প্রাসাদে আসিয়া রাজা ভাবে অবুক্রণ। কেমনে পাইব দেখা সেই নারায়ণ॥ কেমনে হইবে সর্ব্ব জীব সমুদ্ধার। কেমনে বা বাঁজ ঋষি পাইবে নিস্তার॥ এত ভাবি মনে রাজা করিয়া যতন। সংগ্রহ করিল যত বীজৌষধিগণ ॥ খেচর ভূচর আর যত জলচর। সব শ্রেণী জীব তবে লন মহীধর॥ অতঃপর আমন্ত্রিয়। সপ্ত ঋষিগণ। রাখিলেন এক স্থানে ধার্ম্মিক রাজন। সকলে একত্র করি তবে নূপবর। মৎস্তরূপে দিবানিশি ভাবেন অন্তর ॥ ক্রুমে ক্রমে সাত দিন হইল অতীত। ভীষণ প্রলয় কাল হৈল প্রকাশিত॥ টুটিল প্রকৃতি শক্তি পুরুষ সহিত। প্রকাশ পালনকারী হৈল বিনাশিত ॥ সংহার মৃর্ত্তিতে কাল হইয়া প্রকাশ। একে একে দর্ব্ব সৃষ্টি আরম্ভেন গ্রাস॥ ক্ষিতি হৈল জলোময় জল তেজ পরে। তেজ গিরি প্রবেশিল পবন ভিতরে। পবন মিলিল শুম্বে শুক্ত তমোগুণে। সভগুণে যায় মন কার্য্য রজগুণে॥ তিন গুণ অহঙ্কারে হইল বিলয়। অহকার মহন্তত্ত্বে ক্রেমে প্রবেশয়॥ শক্তি হীনে মহন্তব্ব ক্রমে কর্মাহীন। প্রধান প্রকৃতি তত্ত্বে হইল বিলীন॥

নারায়ণ পূর্ণ শক্তি প্রধান নামেতে। ব্রহারপ হয় তাহা ব্রহাের মাঝেতে॥ প্রলয় নেহারি সেই শক্তি সনাতনী। নিশ্চেষ্ট ব্ৰক্ষেতে লীন হয়েন আপনি॥ জীবের অদৃষ্ট যত জগতে আছিল। রবি শশী আদি করি ত্রন্মে প্রবেশিল। বিকার করিতে নাশ প্রলয় পবন। আরম্ভিল দাগরের দহ মহারণ॥ চারিদিকে মেঘদল হইল প্রকাশ। সৌদামিনী সহ ব্ৰক্তে প্ৰকাশিল তাস॥ ভীম অন্ধকার আর প্রলয়ের চেউ। কি সাধ্য সে কালে স্থির হতে পরে কেউ॥ স্থ্যের হইল গুঁড়া সহ কুলাচল। তরঙ্গে তরঙ্গময় হইল সকল॥ এ হেন প্রলয় কাল হ'লে আরম্ভন। করিতে লাগিল রাজ। ঐহির স্মরণ॥ সেইকালে নৌকা এক কৈল আগমন। র্জাব ঋষি সহ তাহে উঠিল রাজন।। জলেতে ভাসিল তরী লয়ে নুপবর। জীব ঋষি বাঁজোয়ধি তাহার ভিতর॥ প্রলয়ের চেউ এক পর্বত সমান। তাহাতে কাঁপিল তর্রা হ'য়ে ভাসমান॥ একৈত প্রলয় কাল ঘোর অন্ধকার। বজুনাদ সহ রপ্তি বর্ষে অনিবার॥ সে হেন কালেতে নুপ তরণী ভিতর। কায়দনে হরি হরি বলে নিরন্তর॥ কোণা আছ প্রভু তুমি দেখা দাও আসি। প্রলয়ে ডুবিল তরী বাঁচাও প্রকাশি॥ রাজার শুনিয়া বাণী প্রভু নারায়ণ। শৃঙ্গি মংস্থা রূপে তারে দিলেন দর্শন॥ অপরপ মীনদেহ নিযুত যোজন। শৃঙ্গবারী শির তার অতি স্থগোভন॥ অপরূপ চারি হস্ত তাহাতে প্রকাশ। দেখা দিয়া মিটাইল নৃপের প্রয়াস॥

রক্ষুরূপে মহাদর্প আদিল তথন। পূর্ব্ব কথা মতে রাজা করিল রন্ধন 🚜 তরীতে বাঁধিল সূত্র হরিশঙ্কে শির। ড়বাতে নারিল নৌকা প্রলয়ের নীর॥ এতেক বর্ণিয়া তবে শুক মুনিবর। নৃপ পরীক্ষিতে কন বুঝায়ে বিস্তর॥ এইভাবে মংস্তরূপে গ্রভু নারায়ণ। প্রলয়ে করিল লীলা ভক্তের কারণ॥ নারায়ণ রূপা হেরি নৃপ সত্যত্রত। বন্দনা করেন তাঁরে পারিলেন যত॥ বন্দনায় হ'য়ে তুফ্ট ভক্তের ঈশ্বর। আত্মতত্ত্ব কহিল বিস্তর॥ অপূর্ব্ব সে ইতিহাস ভক্তির আধার। মৎস্তের পুরাণ নামে খ্যাত ত্রিসংসার॥ সর্ববীজ রক্ষা করি প্রভু নারায়ণ। প্রলয় সাগরে দিলা হুখে সন্তরণ॥ বহুকাল পরে নাশ হইল প্রলয়। প্রসন্ন হইল দিক দেবতা-নিচয়॥ শুভদিনে স্ষ্টিকর্ত্ত। পুনঃ জাগিলেন। মন্তুর রক্ষিত বীজে বিশ্ব রচিলেন। প্রলয় অতীত হ'লে প্রভু মুরহর। বধিলেন হয়গ্রীব দৈত্য বেদ-হর॥ গ্রহণ করিয়া বেদ দৈত্যেরে মারিয়া। প্রদান করেন তাহা বিধিরে যাইয়া॥ ব্রহ্মা বেদ লভি সৃষ্টি কৈল আরম্ভন। অন্তর্জান হইলেন তবে নারায়ণ॥ অপূর্ব্ব হরির লীলা বর্ণিতে অপার। লীলা ছলে কুত যাঁর এ তিন সংসার॥ পুনশ্চ করিল সৃষ্টি কমল আদন। সত্যত্ৰত অধিপতি হইল তখন॥ হয়গ্রীব হইল নাশ হরি সহ রণে। তথনি পাইল মৃক্তি শ্রীহরি চরণে॥ শুকদেব কন তবে পাণ্ডুবংশধরে। যেরূপে করেন লীলা মংস্থরূপ ধ'রে ॥

আশ্বর্য হইল রাজ। করিয়া প্রবণ।
বলে পুনঃ পুনঃ কর হরি সংকীর্ত্তন ॥
এতেক বলিয়া সূত আনন্দিত মনে।
চমকিত শৌনকাদি যত ঋষিগণে॥
অপূর্ব্ব লীলার কথা বর্ণিতে বিস্তর।
মংস্তর্র্রনী ভগবানে করি নমস্কার॥
গাঙ্গিনীর কুলে ছিতি কুমার নগর।
তথার বদতি করে শ্রীহরি কিন্ধর॥
বিশ্বামিত্র গোত্র যত কারন্থের কুল।
বঙ্গেতে স্থাতি যার বর্ণিতে অভুল॥

দে বংশে জন্মিল। চণ্ডী চণ্ডীর পূজন।
কালিদাস পূক্র তাঁর জানে সর্ববজন।
উনেশের ভক্ত তার উনেশ-নন্দন।
তরসে উপেক্স জন্ম করিল গ্রহণ।
হরি পূজা হরিভক্তি হরি কর সার।
গাতে বাঁধি ভাগবত করিমু প্রচার।
অবতার লীলা বছ করিয়া কীর্ত্তন।
অইন স্বব্দের বাণী কৈনু সমাপন।
হরি ভক্ত ভক্তগণ হরি কর সার।
হরিবসহ ভক্তজন কর নমস্কার।

ইতি মংস্থাবা নর সমাপ্ত।

## অন্তমজ্জ সমাপ্ত।



## খ্ৰীমদ্ভাগৰত

## নৰ্ম ক্ষক

---- o %#20--

## নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েং॥

অণ হুড়ায় রাজার উপাগান। প্রণমিয়া ঋষিজনে সূত সাধুবর। কহিতে লাগিলা বাণী শৌনক গোচর খাষিজন সহ খাষি করহ ভাবণ। নবমক্ষদের বাণী অতি প্রবচন ॥ ভকদেব সম্বোধিয়া পাণ্ডুবংশধর। কহিলেন প্রণমিয়া ভাঁহার গোচর॥ ধন্ম ধন্ম তুমি সাধু ভক্তের আশ্রয়। পবিত্র তোমার জন্ম শুনি রসময়॥ পূর্বের রক্তান্ত শুনি তুফী মম মন। পুনশ্চ করহ দেব জীহরি কার্তন। অপূর্বে হরির নামে কুধা তৃষ্ণা যায়। শুনিতে বড়ই ইচ্ছা বলহ আমায়॥ রাজার ভারতী শুনি শুকদেব কন। নবমক্ষক্ষের বাণী শুনহ রাজন। রাজা কন শুন শুন ব্যাদের কুমার। চন্দ্র সূর্য্য বংশকীর্ত্তি করছ প্রচার ॥

অতীব পবিত্র বংশ অতি সাধুজন। কর ঋষি সে বংশের মহিম। কীর্ত্তন ॥ ি তাহার বচন শুনি মুনিবর কন। অপূর্ব্ব এ প্রশ্ন রাজা করিলা এখন॥ . তটের বালুকা যদি গণ। কভু যায়। বন্ধপি গণিতে পারে পতঙ্গ মালায়॥ চক্র সূর্য্য বংশ কাঁক্তি তথাপি কখন। বণিতে না পারে কেহ ধরিয়া জাবন॥ পঞ্চানন পঞ্চমুখে করিলে কীর্তুন। ্অথবা অনন্ত ল'য়ে সহস্ৰ আনন॥ বর্ণিতে কংশের কীর্ত্তি পারে কি না পারে। সামান্ত মানব মম কত শক্তি ধরে ॥ ত্রিভুবন খ্যাত যেই চক্র সূর্য্য নাম। তাহার কংশেতে পূর্ণ এই বিশ্বধাস॥ বাছিয়া কতক তায় করিব বর্ণন। যতদূর পারি আমি করিতে স্মরণ॥ এত বলি আরম্ভিলা শুক মুনিবর। বংশের মহিমা কথা বর্ণিতে বিস্তর॥

আনন্দেতে মহারাজ করেন প্রবণ। আরম্ভিলা মহামুনি নমি নারায়ণ॥ মরীচি নামেতে ঋষি ঋষি প্রজাপতি। স্বজেন হইতে মন ব্ৰহ্মা মহামতি॥ মরীচির পুত্র হয় কশ্যপ হুজন। অদিতি তাঁহার পত্নী জ্ঞাত সর্বজন॥ তাঁর গর্ভে জন্মিলেন আপনি তপন। দংজ্ঞা নামে তার পত্নী রূপে অতুলন ॥ সংজ্ঞা সূর্য্য সন্মিলনে হইল তনয়। শ্রদাদের নামে মন্তু বিখের আশ্রয়॥ • বিশ্বপতি সেই মন্ত্র সর্ব্বাদিতে হন। মম্বন্তরে সত্যত্রত তিনিই রাজন।। শ্রদ্ধা নামে তার পত্নী রূপে অতুলন। মহিমায় থাঁর পূর্ণ এই ত্রিভুবন॥ সূর্য্যের তনয় মন্ত্র শ্রেদ্ধা ভার্য্যা তাঁর। সূর্য্যবংশ নাম হৈল জন্মিল কুমার॥ সূর্য্য চন্দ্র বংশ রাজ। হয় যে কারণ। আগে আমি সেই তত্ত্ব করিব বর্ণন॥ শ্ৰদ্ধা সহ হুখে থাকি মনু মহাশয়। দান ব্রত যক্তে রত থাকেন নিশ্চয় ॥ পবিত্ৰ ভাবেতে থাকে অতীব যৌবন। তথাপি না হৈল তার একটি সন্তান॥ শ্রীহরি সেবাতে রাজা রাখিয়া জীবন। পত্নীসহ ভোগ হ্রপে করেন যাপন॥ তথাপি না হৈল তার একটি নন্দন। এই ছঃখে কুৰু রাজ। সদা সর্বক্ষণ॥ সূর্য্যবংশ কুলগুরু মহাতেজা হন। বশিষ্ঠ নামেতে মুনি খ্যাত ত্রিভুবন॥ রাজারে দেখিয়া ক্ষুব্ধ নন্দন কারণ। ক্হিলেন গুরু তারে উত্তম মন্ত্রণ॥ বিশ্বপতি ভুমি রাজা পালহ সংসার। সর্বব ভোগ মাঝে পুত্র ভোগ হয় সার॥ সে হেন নন্দনে তুমি বঞ্চিত রাজন। আরম্ভ করহ যজ্ঞ হইবে নন্দন॥

মিত্র বরুণের যজ্ঞ মহাযজ্ঞ হয়। সেই যজ্ঞে পুত্রলাভ হবে মহাশয়॥ গুরুর শুনিয়া বাণী নৃপতি তথন। ক্রিলেন শুভকালে যজ্ঞ আরম্ভন॥ কক্সা লাগি পত্নী তাঁর করিয়া কামন। করিলেন উপবাস ব্রতাঙ্গ ধারণ॥ নূপতি করেন ইচ্ছা হউক নন্দন। বংশরক্ষা হবে তাহে রাজ্যের শাসন॥ যক্ত সাঙ্গ লাগি যবে পুরোহিতগণ। করিতে লাগিল শেষ মন্ত্র উচ্চারণ॥ দে কালে মহিনা তথা করি আগমন। কহিলেন পুরোহিতে বন্দিয়া চরণ॥ অবলা কামিনী আমি ইচ্ছা মম মনে। যাহে পাই কন্সা রত্ন করহ স্কলনে॥ মহিধীর বাণী শুনি পুরোহিতগণ। করিলেন মহাযজ্ঞে ত্কভা কামন॥ কন্সা লাভ হৈল তাহে রাজা পরাক্ষিত। অপূর্ব্ব স্থন্দরী নামে হৈল। অভিহিত॥ ইলা নামে কন্সা দেখি মনু মহাশয়। সন্তুষ্ট না হ'য়ে রাজা বিষাদিত রয়॥ গুরুরে সস্তোমি রাজা কহিলাবচন। একি বিপরীত গুরু করি দরশন॥ তৰজ্ঞান ব্ৰহ্মজ্ঞানে সকলে পণ্ডিত। বিপরীত কার্য্য হেরি বিষাদিত চিত॥ সন্তানের লাগি যজ্ঞ কৈনু আরম্ভন। ত। ন। হ'য়ে হৈল কন্সা অপূৰ্ব্ব ঘটন॥ রাজার বচন শুনি গুরু মহাশয়। বুঝিলেন নিজ মনে যে ঘটন। হয়॥ নুপতি সম্ভোগ লাগি তবে গুরুজন। পুরুষ করিতে কন্সা করিলেন পণ॥ একেত ব্ৰহ্মৰ্ষি তিনি উগ্ৰতপা হন। মহাতেজে করিলেন বিষ্ণুর স্মরণ॥ 🕮 ইরি শ্মরিয়া ঋষি কহেন বচন। হরির কুপাতে কম্মা হউক নন্দন॥

করে থাকি যদি আমি যোগ সদাচার। অবশ্য হইবে সত্য বচন আমার॥ তপস্বী মূনির বাণী মিখ্যা কভু নয়। পুত্ররূপী হন ইলা তথনি নিশ্চয়॥ অপূর্ব্ব পুজের রূপ সর্বব্রুক্ত । স্ত্যুদ্ধ তাঁহার নাম তেজেতে তপন॥ মহাবার সেই পুত্র পবন সমান। দয়া ধৈৰ্য্য গুণে যেন ক্ষিতি মুৰ্ত্তিমান ॥ হেন গুণে গুণময় হেরিয়া নন্দন। मञ्जूषे रायन गरन गरू गराजन ॥ অপূর্ব্ব চরিত্র তার রাজা পরীক্ষিত। শুন সেই বাণী রাজ। হ'য়ে অবহিত॥ একদা স্বভান্ন করি মুগ্রার মন। দিস্কুদেশী ঘোটকেতে কৈল আরোহণ॥ হস্তে করি শরাসন পুঠেতে ভূণীর। দুঢ় বর্মে ঢাকিলেন আপন শরীর॥ চতুরঙ্গ সেনা ল'য়ে মনুর নন্দন। মুগয়া করিতে ইচ্ছা প্রবেশিল বন ॥ স্তমেরু নামেতে গিরি আছয়ে ভুবনে। প্রবেশিলা রাজপুত্র তার নিম্ন বনে॥ মহেশের ক্রীড়া স্থল হয় সেই বন ৮ ভবান। সহিত ভব করেন রমণ॥ অপূর্ব্ব মহিমা রাজা ধরে দে কানন। নর হয় নারী তথা করিলে গমন॥ ইহা নাহি জানি রাজা মনুর নন্দন। অসুচর সহ তথা কৈল প্রবেশন॥ মুগের পশ্চাতে বার কিছু দূর গিরা। স্থির ভাবে রন তথা বিন্দ্রিত হইয়া॥ অনুচর সহ বীর করেন দর্শন। বিপরীত মূর্ত্তি সবে করেছে ধারণ॥ नत गृर्ढि आत नाहे मत्व नातीगरा। অখেতে অশ্বিনী হক্তী হস্তিনী নিশ্চয়॥ এ হেন ঘটনা দেখি রাজার কুমার। লজ্জিত হয়েন তথা দেখি চমৎকার॥

স্ত্রী মূর্ত্তি ধরিয়া যত অনুচরগণ। সহচয়ী হৈল তাঁর পরিপূর্ণ বন॥ লক্ষায় উন্মত্ত হ'য়ে নগরে না যায়। মন ছুঃখে নারীবেশে রহিল। তথায়॥ অপূর্ব্ব কাহিনা শুনি রাজ। পরীক্ষিত। জিজাদেন শুকদেবে হইতে বিদিত॥ কহ গুরু এ মহিমা কেন ধরে 'বন। অপর্ব্ব শুনিতে বড় গুপ্ত বিবরণ॥ রাজার ভারতী শুনি শুক মুনিবর। আনন্দে দিলেন তাহে অপূর্ব্ব উত্তর॥ মহেশের ক্রিড়া স্থল হয় সে কানন। ভবানী সহিত তথা করেন রমণ॥ একদা উলঙ্গ ভব উলাঙ্গী ভবানী। দৈবে উত্তরিল তথা ঋষি মহামুনি॥ কামোন্মতা দেবী হেরি উলঙ্গিনী বেশ। খাষি জনে মনে হৈল কামের আবেশ। পুরুষে নেহারি সতী লজ্জা পেয়ে মনে। রতি তাজি ছাড়ি পতি পরিল বসনে॥ ইহা দেখি ঋষিগণ কৈল পলায়ন। পবিত্র আশ্রম নামে নাহা নারায়ণ ॥ রতির বিচ্ছেদ দেখি আর লক্ষ। ভয়। ত্যিবারে প্রেয়দীরে ভব মহাশয়॥ সে অবধি সেই মায়। দিলেন কাননে। নারী। মৃত্তি এই জন্ম রাজার নন্দনে॥ পুরুষ হইবে নার্রা প্রবেশিলে বনে। সে অবধি এই মায়া রহে এ কাননে॥ রমণী রূপেতে তবে রাজার নন্দন। অনুচরগণ সহ ভ্রমেন কানন॥ এইরূপে বছদিন হইল বিগত। কামোদয় হৈল সবে নারীবৃত্তি মত॥ একদা চন্দ্রের পুত্র বুধ মহামতি। আসিলেন ক্রীড়া লাগি সেই বন প্রতি॥ মহেশের বন হৈতে কিছু দূর বনে। नातीक्षणी वाका (मर्थ हर्द्यक नन्मरन ॥

চন্দ্রের কুমার একে দেখিতে স্থন্দর। কোটী শশী সম কান্তি যার মনোহর॥ বয়সে নবীন থুবা সহাস্থ্য বদন। কটাকে মোহিত করে কামিনীর মন॥ প্রমদা স্বভাব ধরি হৃত্যুম্ন রাজন। এক মনে দূর হৈতে করে নিরীক্ষণ॥ স্ত্ৰীজাতি হুলভ কাম হইল উদয়। ইচ্ছিলেন তার সঙ্গ রতি সে সময়॥ নবীন যুবক বুধ স্বত্যন্ন যুবতী। উভ সন্দর্শনে হৈল উভে একগতি॥ নিৰ্জ্জনে যাইয়া উভে হইল মিলন। বুধ বীর্য্যে ধরে গর্ভ স্রত্যন্ত্র রাজন ॥ চন্দ্রবংশ বীর্য্যে তাহে হৈল উৎপাদন। পুরুরবা নামে তাহে হইল নন্দন॥ অপরূপ কান্তি তার বুধের নন্দন। যাহা হতে চক্ৰবংশ হইল স্থাপন॥ একই স্থান্তান্ত হৈতে বংশ রবি শশী। বিস্তারিল ত্রিভূবন ব্যাপী দশ দিশি॥ এইরূপে মনু পুত্র কামিনী রূপেতে। ভ্রমিলেন সে কাননে লঙ্জায় চুংখেতে বহুদিন পরে ছঃখ সহিতে না পারি। যাহাতে হইবে নাশ মায়ামূত্তি নারী॥ সে হেন উপায় লাগি রাজার নন্দন। গুরুদেব বশিষ্ঠকে করেন স্মরণ॥ অন্তর্য্যামী গুরু তিনি করিতে স্মরণ। সেই বনে উপস্থিত হ'লেন তখন॥ গুরুরে নেহারি তবে রাজার নন্দন। আপনার ভাগ্য কথা কৈল বিবরণ॥ কুমারের বাণী শুনি ঋষি মহাশয়। করেন মহেশ পূজা তথন নিশ্চয়॥ বশিষ্ঠের তপে তৃষ্ট হ'য়ে আশুতোষ। বলিলেন চাহ বর হয়ে পরিতোষ॥ শুনিয়া দেবের বাণী তবে মুনিবর। কহিলেন প্রণমিয়া পদে মহেশ্বর॥

অস্ত বরে মম কিছু নাহি প্রয়োজন। স্থত্যন্ন পুরুষ কর এই আকিঞ্চন॥ তথাস্ত বলিয়া হর করেন গমন। হৃত্যন্ন পুরুষরূপী হইল তথন॥ অনুচর হৈলে নর সবে সঙ্গে করি। গুরুসহ রাজপুত্র প্রবেশেন পুরী॥ কিছুদিন রাজকার্য্য করি মহাবার। বৈরাগ্য অন্তরে নিজ করিলেন স্থির॥ রাজকার্য্য করি ত্যাগ হরি করি মন। তপষ্ঠা করিতে পুত্র প্রবেশ কানন॥ তপোবলে বীর হেরি প্রভূ নারায়ণ। সঁপিলা এছিরি পদে আপন জাবন।। অপূর্ব্ব হরির লীলা করিতে বর্ণন। সূর্য্য চন্দ্র বংশাঙ্কুর হৃত্যুন্নে স্থাপন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। সূর্য্য চন্দ্র বংশাঙ্কুর করিয়া বিচার॥ ইতি সুদায় রাজার কণা সমাপ্ত।

অণ পৃণধের উপাধ্যান।

শুক্ষদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত।
পূবপ্ত চরিত্র কথা হও হে বিদিত॥
মনুর কুমার সেই অতি সাধুজন।
শুক্রভক্তি বলে তিনি হন বিনোচন॥
স্থ্যুন্ধ বৈরাগী হ'লে মনু মহাজন।
দেখিলেন সূর্য্যবংশে না ছিল নন্দন॥
পুত্র হেতু সূর্য্য মনু করি আরাধন।
লভিলেন একে একে দশটি নন্দন॥
জন্মে দে দশের বংশের বিস্তার।
পরিপূর্ণ এ ব্রহ্মাণ্ড সূর্য্যবংশ ভার॥
বৃধ ও স্লুম্যুন্ধ যোগে হয় যে নন্দন।
পুক্রবা নামে চন্দ্র বংশের কারণ॥
চন্দ্রবংশ কথা রাজা কহিব অপরে।
সূর্য্যবংশ বাণী শুন প্রকুল্ল অস্তরে॥

হুত্যুদ্ধের পরে মমু লভিলা সন্তান। ইক্ষাকু শর্যাতি মহাবীর গুণবান॥ ধুষ্ট দৃষ্ট নরিয়ান্ত নাভাগ ও কবি। করুষ পৃষ্ড দশ সবে তেজে রবি॥ এই দশ রাজা বংশ করহ শ্রবণ। প্রধান প্রধান দেখি করিব বর্ণন॥ পুৰপ্ৰ নামেতে সেই মনুর নন্দন। স্তকুমার বপু তার গুরুদেবা মন॥ বিতা। লাগি গুরু-গৃহে রাজার কুমার। স্তবুমার গুরু তার হেরিয়া আকার॥ কহিলেন শুন শুন রাজার নন্দন। করিয়াছ ভোগ ভুমি বহু রত্ন ধন॥ বিচ্যারত্ন সম ধন নাহিক কোথার। দে ধনে আমি হে ধনী করিব তোমায়॥ মম প্রতিভক্তি আর সাধু আচরণ। প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ় ভাব করহ ধারণ॥ তবেত শিখিবে বিছা। সামান্য দিবসে। বিভালাতে ফল গুণ বুঝিবে হরদে॥ গুরুর বচন শুনি পুনপ্র তথন। কহিল দেবিব গুরু তোমার চরণ।। যে আজ্ঞ। করিবে তুমি করিব পালন। বিমুখ হইলে কোথা পাব বিভা ধন॥ কুমারের বাণী শুনি গুরু মহাশয়। করিলেন এক আজ্ঞা শুনিতে বিশ্বয়॥ বয়স তোসার হেরি নবীন যৌবন। তাহাতে বলিষ্ঠ বপু করি দরশন॥ অবস্থা বুঝিয়া তোমা করি আজ্ঞাপন। দেখিব তাহাতে তুমি সক্ষম কেমন॥ আছে মম বহু গাভী গোষ্ঠের ভিতর। শারানিশি জাগি বাপু তাহা রক্ষা কর॥ সন্মুখে ভীষণ বন ব্যাদ্র তাছে রয়। নিত্য নিত্য আসি গাভী সে চুক্ট হরয়॥ রাত্রিকালে খড়গ চর্ম্ম করিয়া ধারণ। নিশা জাগি বীর বেশে কর জাগরন॥

আসিলে শার্দ্দুল পুত্র করিও সংহার। দিলাম তোমার প্রতি গাভী রক্ষা ভার॥ সক্ষম হইলে ইথে বুঝি তব মন। শুভক্ষণে শুভদিনে দিব বিস্থাধন॥ রাজার কুমার একে দেখিতে সবল। বিস্থা লাগি তার মন আছিল চঞ্চল॥ ব্যাদ্র কাছে প্রাণ ভয় নাহি করে মনে। প্রতিজ্ঞা করিল পুত্র গাভীর রক্ষণে॥ ধরি পুত্র বীরবেশ চর্ম্ম অসিবর। সারা নিশা গোষ্ঠে গিয়া রন অকাতর ॥ নিদ্রা ত্যাগ করি পুত্র হ'য়ে একমন। নির্ভয় হইয়া করে গাভীর রক্ষণ॥ একদা ভীষণ নিশি কৈল আগমন। দশদিক অন্ধকার না চলে চরণ।। সেইকালে এক ব্যাঘ্র গোষ্ঠের ভিতর। প্রবেশি তর্জন করে প্রফুল্ল অন্তর॥ ব্যাছের গর্চ্ছন শুনি নুপের নন্দন। প্রাণভর ত্যজি গোষ্ঠে করে প্রবেশন॥ একেত গভীর নিশি ঘোর অন্ধকার। কিছু না দেখিতে পায় চক্ষের শাঝার॥ ভৃষ্কার করিয়া গোষ্ঠে করিছে ভ্রমণ। দেখিল ধরেছে গাভী ব্যাদ্র সে ভীষণ॥ কপিলা নামেতে গাভী দেখিতে স্তব্দর। ব্যাগ্র ধরে গর্জে সেই অতি ভয়ঙ্কর॥ নিকটে তাহার গিয়া রাজার নন্দন। ব্যান্ত্র নাশিবারে অসি করে সঞ্চালন। মেঘারত নিশি সেই ঘোর অন্ধকার। ব্যাঘ্র গাভী তাহে সব দেখে একাকার॥ হঠাৎ পড়িল অদি ব্যাঘ্রের উপর। ব্যাঘ্র তাহে পলাইন হয়ে সকাতর॥ পড়িন তাহাতে অসি অতি বেগভরে। কপিল। নামেতে গাভী তাহার উপরে॥ একে বীরবেশ তার অতি খরশান। হইল গাভীর শির তাহে তুইখান॥

শার্দ্দুলের কাণ মাত্র কাটে তরবারে। কাটিলাম ব্যাঘ্র ভাবে নৃপের কুমারে॥ প্রভাত হইল নিশি উদিত তপন। এ সংবাদ দিল তবে রাজার নন্দন॥ ব্যাস্থনাশে হুক্ট হ'য়ে গুরু মহাণয়। বলিল দেখিব গোষ্ঠে ব্যাঘ্র কোথা রয়॥ অন্ধকারে ভ্রান্ত ছিল নৃপের নন্দন। নাহি জানে ব্যাঘ্র হেতু গাভী বিনাশন॥ গোষ্ঠে প্রবেশিয়া গুরু কহে অনিবার। কোথা ব্যাত্র মারিয়াছ দেখাও কুমার॥ ব্যাদ্র বিনাশন ভ্রম আছিল কুমারে। মিথারে জানিল সতা বিশ্বাদের ভরে॥ সেই হেতু গুরুবরে করিয়া সংহতি। উত্তরিয়া দেই স্থানে হৈল ভ্রান্তর্মতি॥ ব্যাস্থ নাহি হয় নাশ কাটে তার কাণ। অসিতে হ'য়েছে নাণ কপিলার প্রাণ॥ ইহা দেখি শোকে ক্রোধে গুরু মহাশর। উন্মন্ত হইয়া সেই নৃপ পুত্রে কর।। এই কি রে তোর কার্য্য গুরুর সেবন। ব্যাঘ্র ছলে মম গাভী করিলে ছেদন ॥ প্ররে চুক্ট ও পামর প্ররে পাপমতি। শাপে ভশ্ম ভোৱে আমি করিব সম্প্রতি প্রাণের সমান গাভী কপিলা আমার। বধিলি নিষ্ঠুর ভূই তারে ছুরাচার॥ আসি গুরু সেই গাভী মম প্রিয় ধন। মহাপাপ হৈল তোর করিয়া নিধন ॥ গুরু অসস্তোমে তোর হৈল অপরাধ। গাভী বধ পাপে ডুব দাগরে অগাধ॥ যে কর্ম্ম করিলি হুন্ট রাজার নন্দন। প্রতিফল দিব তোরে আমিই এখন ॥ একে তুই মম শিশ্ব রাজার কুমার। সেই হেতু বহু শাপ বিধান তোমার॥ এক বলি গুরুবর কম্পিত শরীর। কত শত ভিরন্ধার করিলেন গীর॥

ভয়ে জড়দড় হ'য়ে রাজার নন্দন। আশ্চর্য্য হইয়া তুঃথে করেন ক্রন্দন॥ কি হইতে কি হইল বুঝিতে না পারি। নাশিতে ব্যাঘ্রেরে গাভাঁ ফেলিলাম মারি॥ বিষধ বননে কাঁদে রাজার নন্দন। অভিশাপ তারে গুরু দিলেন তথন॥ যে কণ্ম করিলি তুষ্ট তুঃখ দিয়া প্রাণে। নাশিব মর্য্যানা তোর করিয়াছি মনে॥ নাচ কার্য্যে নীচ ভাব উচিত বিধান। সেই ভাবে শাপ ভোরে করিলাম দান॥ এত বলি কহিলেন গুরু মহাশ্য। আজি হৈতে তুমি শুদ্র হইবে নিশ্চর॥ শুদ্র বলি ঘুণ। করি রাজার নন্দনে। আশ্রম হইতে দুর করেন তগনে॥ তুঃখচিত্তে দূর হ'য়ে রাজার কুমার। ইতস্ততঃ বনে বনে করেন বিহার॥ তুঃখেতে হইল তাঁর ভক্তির উদয়। হরিনাম জপে রত হন মহাশয়॥ এক গ্রাসাধন। বলে রাজার নন্দন। ক্ষুধা ভৃষ্ণা ভূলি করে শ্রীহরি দেবন॥ জলে স্থলে দেখে হার শাখিতে গগনে। রুক লত। মাঝে হরি পুষ্পিত কাননে॥ হরিতে উন্মন্ত হ'য়ে ত্যজি অহঙ্কার। ইচ্ছিলেন ইহ জন্মে দেহ ত্যজিবার॥ একদ। বনেতে অগ্নি হইল প্রচার। শুদুত্ব নাশিতে মন হটল তাঁহার॥ গুণাতে হৃদয়ে ভাবি প্রভু নারায়ণ। আগুনে পশিয়া দেহ করেন দাহন॥ হেন ভক্তি দেখি হরি হইয়া সদ্র। অস্তিমে দিলেন স্থান বৈকৃষ্ঠ নিলয়॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তির বচন। মহাপাপী মৃক্ত হয় ভজি নারায়ণ॥ ইতি পুৰন্ন চরিত্র কথা স্থাপ্ত।

ইতি স্থকন্তা স্থলনীর উপাধ্যান। শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত। শর্যাতি চরিত্র কথা পবিত্র নিশ্চিত॥ অতি স্থেহময় রাজা নারায়ণে মন। স্তুক্ত্যা নামেতে তাঁর ক্ত্যা মন্মোহন॥ কি কব চরিত্র তাঁর ভাবিতে অপার। কন্সার চরিত্র গুণে স্রখ্যাতি রাজার॥ নারায়ণ সেবা রাজা করে অনিবার। শাসিতে শাসিতে রাজা ধরণীর ভার॥ একদা হইল ইচ্ছা মুগরায় তাঁর। কন্সা সহ যাইবারে বনের ভিতর ॥ হস্তী অশ্ব পদাতিক চতুরঙ্গ দল। লইয়া চলেন রাজ। করি কোলাহল॥ রাজধানী এড়ি তবে লভেন প্রান্তর। রাজার পুণ্যেতে সূর্য্য মৃত্র দের কর॥ প্রবেশিলা পরে রাজা এক মহাবনে। ঋষির আশ্রম তথা হেরিল নয়নে॥ চ্যবন নামেতে মুনি মহাতেজা হন। সে মুনির এ আশ্রম শুনেন রাজন। মুনিজন পুণ্যাশ্রম জানি নরপতি। হইলেন মনে মনে দশঙ্কিত অতি॥ সঙ্গে ছিল নিজ কন্যা সহ স্থীগণ। বয়দে যুবতী আর স্থাংশু বদন॥ চতুর্দ্দিক চতুরঙ্গ দল মহাবলে। কহিলেন নরপতি ভাকিয়া সকলে॥ শুন দবে একমনে আমার বচন। পবিত্র আশ্রম এই জানে সর্ব্বন্ধন॥ ভূগুর নন্দন ঋষি নামেতে চ্যবন। এ স্থানে করেন তিনি শ্রীহরি সাধন॥ নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ এই স্থানে হয়। ঋষির প্রদাদে বন শৃষ্য হিংদাময়॥ কেহ হেখা নাহি কর মুগের সন্ধান। অথবা ভীষণ শব্দ উচাটিতে প্রাণ॥

় স্থির হয়ে সবে চল যাই অস্থ বনে। অপরাধ হ'লে ঋষি বহিবেন প্রাণে॥ এ কথা শুনিয়া তবে হয়ে সাবধান। একে একে ভীত চিত্তে করিল প্রয়াণ॥ দৈবের নির্বন্ধ কেবা এড়াইতে পারে। শুন রাজা পরীক্ষিত কি ঘটিল পরে॥ রাজার তন্য়া সেই হরিণ ন্যুনা। আশ্রমের শোভা দেখি আছিলা উন্মনা॥ কোথা ডাকে পিককুল কোথা ফুটে ফুল। বংস সহ গাভী রহে বেড়ি রুক্ষযুল॥ হরিণ হরিণী কত লয়ে শিশুগণ। করিয়া আনন্দে কেলি করিছে ভ্রমণ॥ হেন শোভা হেরি হয় আনন্দিত গতি। নানা কথা কন নিজ স্থীগণ প্ৰতি॥ কভু ফল ফুল দেখি কত কথা কন। কভু বা মোহিত হেরি ময়ুর নর্ত্ন॥ এইরূপে কিছু দূরে করিয়া গমন। সন্মুথে বল্মীক স্তুপ করে দরশন॥ ক্ষদ্র পর্বতের সম হেরিয়া কামিনী। নিকটে যায়েন তার হ'য়ে উন্মাদিনী॥ স্থীগণ সহ তথা করিয়া গমন। উজ্জ্বল পদার্থ তাহে করেন দর্শন॥ মুর্ভিকায় জ্যোতিখান নয়নে নেহারি। গ্রহণ করিতে তাহা ইচ্ছিলেন নারী॥ স্থীগণ সহ এক কণ্টক লইয়া। কুভূহলে দেই স্থানে দিলেন বিশ্ধিয়া॥ বিষ্কিবা মাত্রেতে তাহে বহিল শোণিত। নেহারি কামিনী তাহ। হৈল চমকিত॥ মুক্তিকা মণ্ডিত স্থান বল্মীক নামেতে। শোণিত ইছার মাঝে রয় কিরূপেতে॥ এ কথা ক্রমেতে শুনি তবে নরপতি। নয়নে দেখিয়া হন অতি ভীতমতি॥ যোগেতে উন্মত্ত হয়ে ভগুর নন্দন। অনাহারে অনিদ্রায় করেন সাধন॥

বহুকাল গত হেরি ভূমি কীটগণ। খাষির অক্ষেতে গৃহ করিল গঠন॥ মুক্ত মাত্র ছিল তাঁর তুইটি নয়ন। গিরি গর্ডে যথা মণি হর দরশন॥ সর্বাঙ্গ বল্গীকে ঘেরা জানা নাহি যার। হেনরূপে চ্যবনেরে হেরিলেন রায়॥ क के क वा किला विका नशरनत शाला। সেই হেডু বেগে লোহ বল্মীকে প্রকাশ। নিজ কক্সা অপরাধী হেরিয়া রাজন। করিলেন নানামতে ঋষির স্থবন ॥ স্তবে তৃষ্ট হ'য়ে ঋষি সমাধি ত্যক্তিয়া। কহিলেন নৃপবরে বাকে; আশীষিয়া॥ এতদিনে নূপ মম বোগ সমাপন। হ'য়েছি জীবনে মুক্ত নাহিক মরণ॥ হরি প্রেমে সমাধিতে ছিন্ত কতদিন। এবে ভোগ ইচ্ছা আমি করি কিছুদিন॥ দেখিতে স্থন্দরী বটে তনগা তোমার। নবীনা যুবতী তাহে পাই দেখিবার॥ মন করে তব কন্সা কর সমর্পণ। ধষ্য তুমি হবে আমি ভ্গুর নন্দন॥ এ কথা শুনিয়া তবে মনুর নন্দন। সবিনয়ে মিউভাবে ঋষি প্রতি কন॥ মসুর কুমার আমি সামাত্য মানব। কেমনে বুঝিব ঋষি ভোমার বৈভব॥ তব সম পাত্রে কন্স। করিতে অর্পন। কার হেন নাহি ইচ্ছ। কহ তপোধন॥ এত বলি নরপতি ছহিতা লইয়া। `মুনির করেতে তারে দিলেন সঁপিয়া॥ কক্সারে যৌতুক দিয়া মহ। রত্ন ধন। ৈ ঋষিরে করিয়া শেনে মিন্ট সম্ভাবণ ॥ 'পাত্র মিত্র চতুরঙ্গে ধান নিজ স্থান। আৰুৰন্দিত হন ঋষি লভি ক্সাদান॥ স্থকন্তা, স্থকন্তা অতি নবীন যৌবন। ঋষিরে নেহারি তার বুঝিলেন মন॥

যোগে শুফ দেহ খানি অতি শীৰ্ণকায়। যুবতী নেহারি মনে রস উপজয়॥ অসম্ভব শুষ্ক কার্চ্চে হইবে অঙ্কর। না পারিল কামবাণ প্রবেশিতে পুর॥ ু (হথায় যুবতী বসি নয়ন হিলোলে। খাষির হৃদ্য মাঝে নিরন্তর খেলে॥ ভক্তের মহিমা রাজা কে বুঝিতে পারে। इंग्डिला योश्न (मह भाषि भतिवादत्र ॥ মহাতেজা মহাধানি ধরিতে যৌবন। যেমনি করিল রাজ। মনেতে স্থারণ॥ অমনি ভক্তের বাঞ্চা বুঝি নারায়ণ। ইচ্ছিলেন দিতে তারে নবীন যৌবন॥ ভোগ নৈলে ত্যাগ কত্ন স্থির নাহি হয়। এই জন্ম চ্যবনের ভোগে রতি রয়॥ যোগেতে পাইয়া জ্ঞান হ'যে খাটি সোনা। আরম্ভিল তবে ঋষি ভোগ আরাধন।॥ কিছুদিন হৈলে গত সেই ঋষিজন। ইচ্ছিলেন স্থকস্থার প্রীতির সাধন॥ ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত অখিনী কুমার। উভয়ে স্বর্গের বৈহ্য বিহা। চনংকার॥ বৈগ্য বলি দেবগণ পূজা না করিত। কোন যজ্ঞে উভয়ের ভাগ নাহি দিত। ভাবিল উভয়ে মনে এই জনময়। যজ্ঞভাগ লইবার স্থযোগ নিশ্চয়॥ ভূগুর কুমার হয় মহধি চ্যবন। অতি মহাতেজা ঋদি সেই সিদ্ধান্তন ॥ তাঁহার করিলে সেবা তাঁহার কুপায়। (मरवत मगान बर्श यटक शास्त्र। याय II এত কথা ভাবি দোঁছে মনেতে আপন। আসিলেন ভেটিবারে মহর্ষি চ্যবন॥ রোগসুক্ত দেহে ঋষি শিরে জটাভার। গলিত পলিত দেহ অতি শীর্ণাকার॥ তাঁহার কোলেতে বসি স্কক্ষা রূপদী। ধুম্রল গগনে যেন শরতের শশী॥





বিরিধামারেও ভাঙে বহিল শোণিত। নেহারি কামিনী ভাছা ছৈল চমকিত॥ (ম২৭- পৃষ্ঠা।

অথবা বসিয়া সারি শুক্ক তরুপর। মেঘেতে বিজ্ঞলি যেন দেখিতে স্তব্দর॥ অসম্ভব সংযোজন হেরি চুইজন। করিলা উভয়ে সেই ঋষি সম্ভাষণ॥ অশ্বিনী-কুমার জানি তবে তপোধন। কহিলেন বুঝিয়াছি উভয়ের মন॥ কিন্তু এক কথা আছে দোঁহাকার পাশ। পূরালে আমার আশা পূরাইব আশ। ভুগুর নন্দন আমি জ্ঞাত আছু স্বে। চিরকাল মহাযোগে লিগু ছিত্র ভবে॥ তপস্থায় মহাজ্ঞান করি আহরণ। জীবশ্বক্ত হুইয়াছি হেরি নারায়ণ॥ বৈরাগ্য আজন্ম সেবি হ'য়েছি চঞ্চল। সম্ভোগের ইচ্ছা মোরে করিছে বিকল ॥ সম্ভোগের রস কিছু বুঝিয়া এবার। ত্যজিব এ রুখা দেহ মহা মায়াভার॥ জন্মিলেই চাই ভোগ বিধির লিখন। নতুবা পুনশ্চ জন্ম শান্তের বচন॥ সেই তুঃখ নাশিবারে অন্তিমে এবার। দেহ শক্তি এ শরীরে ভোগ করিবার॥ গলিত পলিত দেহ শুষ্ক কামরস। যোগাগ্নিতে দহি দদা হ'য়েছি অবশ। সম্মুখে দেখহ পত্নী নবীনা যুবতী। নয়নে বিহ্যাৎ খেলে কমল মূরতি॥ ঐ রূপ কান্ডি মোর দাও বৈভাধর। যৌবনের খেলা আমি খেলিব সম্বর॥ যুবক করিলে মোরে পাবে মহাফল। দিব সবে যজ্ঞভাগ দেখাইয়া বল ॥ খাষির বচন শুনি অশ্বিনী-কুমার। তথাস্ত বলিয়া তাঁরে কৈল আগুসার॥ -আগুদারী ল'য়ে গেল এক মহাবন। ্বসম্ভ বিরাজে তথা দৃশ্য স্থগোভন॥ অভিল তথায় এক পুণ্য সরোবর। অমৃত ভাণ্ডার তাহ। দেবের গোচর॥

দেব দেবীপ্রণ তথা সদা করে স্থান। অপ্সর গন্ধার্কে দল তীরে করে গান।। প্রকৃত্ধ কুরুমে তথা হয় পু**ল্প**ময়। সৌরভে বসন্ত চিরকাল তথা রয়॥ ময়ুর ময়ুরী নাচে পিক দেয় তান। ্ ভ্রমর ঝক্ষারে মত্ত বিরহীর প্রাণ॥ এ হেন স্থানেতে খাষি করি আগমন। আশ্চর্যা কামিনী এক কৈলা দর্শন॥ অল্ল অল্ল কাম ভাব হৃদয়ে তাঁহার। মৃত্ব মৃত্ব ভাবে ক্রমে কৈল অধিকার॥ ঋবিরে চঞ্চল দেখি অশ্বিনী-কুমার। নামিলেন তাঁরে ল'য়ে সলিল মাঝার॥ উলঙ্গ অপ্শর জলে প্রফুল্ল কমল। িকোকিলের মধুমাথা স্বরেতে চঞ্চল॥ চঞ্চল হইয়া ঋষি করিলেন স্নান। হেগা স্তক্ষ্যার হৃদে লাগে পঞ্চবাণ॥ সরোবর তীরে আসি যুবতী তথন। কামবাণে পতি সঙ্গ করিল মনন॥ স্নান মাত্রে ঋষি বৈছ্য হৈল একাকার। কেবা ঋষি কেবা বৈত্য বুঝে সাধ্য কার॥ স্তুকস্থা নেহারি ইহা চমৎকার মানে। কোথ। পতি কি হইল কিছুই না জানে॥ জিজাদিল তিনজনে কহ মহাশয়। কোথা মম প্রিয় পতি ঋষি দদাশয়॥ কন্সার বুঝিতে মন তিন মহাজন। কহিল সম্বোধি তারে মিস্ট সম্ভাধণ॥ দেখিতে হৃন্দরী ধর্না নবীন যৌবন। শুক্ষ কাষ্ঠ দম দেই মহধি চ্যবন॥ কি কাজ তাঁহারে সেবি কি পাইবে ফল। আমাদের মনোবাঞ্ছা করত সফল॥ যাহা চাও দিব তোমা ব্রহ্মাণ্ড ভিতর। नन्दान श्रुष्ट किश्ता ताकृषी श्रुन्दत ॥ এত শুনি কন্সা তবে ক্লব্ধ হ'য়ে মনে। কহিল। সবারে তবে কাতর বচনে॥

দেখিতে দেবতা সবে কেন অবিচার। কামিনীর পতি বিনা পতি নাহি আর॥ দে হেন পতিরে ত্যজি রূপ প্রলোভনে ভজিতে নারিব কারে কহিন্তু একণে॥ এত শুনি তিনজনে হাসি মনে মন। কহিলেন তব পতি ধরেন যৌবন॥ আমাদের মাঝে তিনি হন একজন। বাছিয়া লহগো ধনী দে পতি রতন॥ সকলের কথা শুনি স্থকন্যা তখন। কহিল সবারে তবে হুমিষ্ট বচন॥ যুক্তী তরুণী আমি নারীজাতি হই। দেবতার মায়া বুঝি হেন সাধ্য কই॥ কুপ। করি অধিনীরে হ'য়ে ক্ষমাপর। মম স্বামী কেব। হন করান গোচর॥ কস্থার বাণীতে ভৃষ্ট হ'য়ে বৈদ্যগণ। আশ্বাসিয়া চ্যবনেরে করান দর্শন॥ পতির যৌবন ছেরি সতাঁ চমৎকার। নিজ স্থানে গেল চলি অশ্বিনী-কুমার॥ ভক্তের মহিমা রাজা দেখ পরীক্ষিত। যুবক হইল বুদ্ধ তেজেতে নিশ্চিত। খাষি পূর্ণ মনক্ষাম হইয়া তথন। করিলেন ভোগ তবে নবান গৌবন॥ বোগবলে ঐশ্বর্য্যের সীম। নাহি হয়। শত শত স্বর্ণ রথ চারিদিকে রয়॥ হয় হস্তী প্রজা সেনা প্রাসাদ তোরণ। বন উপবন আর বদন ভূষণ॥ এইমতে নানা ভোগ করে তপোধন। পত্নীর সহিত সদা ভ্রমেন ভূবন॥ কখন হুমেরু শৃঙ্গে কভু বা নন্দনে। কভু রথোপরে কভু জলেশ-নন্দনে॥ এইরূপ ছয় ঋতৃ করিয়া বিহার। একদা ফিরিল নিজ আশ্রম মাঝার॥ হেনকালে উপনীত শর্য্যাতি রাজন। যক্ত হেতু মহর্মিরে দিতে নিমন্ত্রণ॥

দেখিলেন যুবকের বামেতে যুবতী। কষ্ণারে কুলটা তবে ভাবে নরপতি॥ কুলটা ভাবিয়া রাজা করে তিরস্বার। কহিলেন ওরে তুটা একি ব্যবহার॥ বৃদ্ধ হৈরি নিজ পতি ছলনা করিয়া। পুরাও মনের আশা যুবকে ধরিয়া॥ পিতার বচন শুনি হুকন্সা তথন। কহিলা যেমতে ঋষি পাইলা যৌবন॥ আশ্চর্য্য ঘটনা শুনি রাজা মহাশয়। ঋষিরে বন্দিতে তবে আগুদার হয়॥ অবশেষে মহর্বিরে করি নিমন্ত্রণ। আনিলেন করিবারে যক্ত সমাপন॥ সেই যজ্ঞ তপোবলে মহর্ষি চাবন। অশ্বিনী-কুমারে সোগ করান ভক্ষণ॥ বৈত্যের যক্ষেতে পূজা হরি দেবগণ। ভাবিলেন অবিচার কৈল তপোধন। অক্সায় হেরিয়া ইন্দ্র বজ্র ধরি করে। আসিলেন বধিবারে সেই ঋষিবরে॥ নারায়ণে প্রাণ যেই করে সমর্পণ। বজের কি সাধ্য তার করিতে নিধন॥ ইন্দ্রেরে নিস্তেজ হেরি যত দেবগণ। ঋষিরে সস্তুষ্ট তবে করিলা তখন॥ সে অবধি প্রতি যজে অখিনী-কুমার। হইলেন সোমপানে যজে অংশীবার॥ ক্রমে ঋষি করিলেন ভোগ সমাপন। গৃহ ত্যজি হরি পদে স্থির কৈল মন॥ অস্তিমেতে হরি তাঁরে দিলেন আশ্রয়। ভক্তের মহিমা রাজা বিচিত্রই হয়॥ শর্যাতি নামেতে সেই মমুর নন্দন। তাঁহার চরিত্র রাজা করিত্ব বর্ণন। উপেব্রু রচিল গীত হরিকথা সার। চাবন শৰ্মাতি কথা ভব্তির প্রচার॥ ইতি প্রকল্পা জন্মরীর কণা সমাপু।

অপ অম্বরীর রাজার উপাধান। শুকদেব কন শুন রাজ। পরীক্ষিত। অম্বরীম-কথা অতি হয় স্থললিত ॥ ভগবন্তক্ত সেই নূপ মহাজন। ভক্তিতেজে ব্রহ্মশাপ কৈল নিবারণ ॥ এ কথা শুনিয়া রাজা পুলকিত মতি। জিজ্ঞাদিল কহ ঋষি দে কথা সম্প্রতি॥ শুকের কান শুনি ব্যাসের তনয়। কহিল শুনহ তবে রাজ। মহাশয়॥ নাভাগ নামেতে মন্ত ধর্ম-পরায়ণ। সতাকালে আছিলেন জাত সাধুজন॥ মতীব ধাশ্মিক রাজা প্রজার পালনে। অন্তিমে ত্যক্তেন দেহ শ্রীহরি চরণে॥ অম্বর্গার তার পুক্র অতি মহামতি। শৈশব হইতে দেন কৃষ্ণ পদে মতি॥ কৃষ্ণ প্রেমে গদ গদ সেই মহাজন। আছিলেন হরিনাম ব্রতপ্রায়ণ॥ দর্বজীবে দম দৃষ্টি বৈরাগ্য বিষয়ে। শন দম গুণাদিতে বিভূষিত হ'য়ে॥ বিষ্ণুরূপে বিষ্ণুভক্ত রাজা অম্বরীম। বিষ্ণুপর হ'য়ে রাজ্য পালেন হরিষ॥ মপূর্ব্ব ভক্তের কথা বর্ণিতে কে পারে। ভক্তি তেজে অহঙ্কার থাকিবারে নারে॥ বয়সে যুবক বটে রাজ। মহাশয়। সপ্তদীপ এ ধরণী যাঁর বশে রয়॥ নানা রত্ন ধন আদি কোমে পূর্ণ যার। रेख हक वक्रशामि तका करत मात्र॥ ুশক্রহীন রাজ্যধন ল'য়ে নরপতি। পালন করেন হুখে এই বহুমতী। এ হেন ঐশ্বর্যো তার গর্বব নাহি হয়। সতত বৈরাগ্য রাজ। ভক্তিপর রয়॥ কর্ত্তব্য ভাবিয়া মাত্র করেন পালন। नामिका कतरस यथा छगन्न (मन्न ॥

আছিলা রূপদী তার দাত শত নারী। দেখিতে পদ্মের সমা স্বর্গের কুমারী॥ কিছুতেই মুগ্ধ নাহি হয় তাঁর মন। সকল আস্বান করি হরি প্রতি মন॥ অতিথি সৎকার বিনা না করে আহার। সাধু সঙ্গ বিনা তার নহে ব্যবহার॥ আতিথ্যে হুদুঢ় পণ করিয়া জাঁবনে। ভক্তি তেজে জিনিলেন ব্রহ্মশাপাগুণে॥ ব্রহ্মশাপাগুণ জয় শুনিয়া এ বাণী। স্বপ্রফুল্ল হয় তবে পর্নীক্ষিত প্রাণী॥ ভক্তি তেজে ব্রহ্মশাপ হয় নিবারণ। ইহাতে আশ্চর্যা হয়ে কহেন রাজন॥ কছ দেব আমা প্রতি করুণা করিয়া। অলঙ্গ্য ব্ৰাহ্মণ ক্ৰোধ নক্ট কি দেখিয়া॥ জগতে যাঁহার তেজ সহিবারে নারে। হেন ব্ৰহ্মশাপ তেজ নন্ট কি প্ৰকারে॥ কছ ঋষি সেই বাণী শুনিব নিশ্চয়। মহাভাগাবান রাজ। অম্বরীষ হয়॥ রাক্রারে উৎস্তৃক দেখি তবে মুনিবর। কহিলেন শুন হ'য়ে সুন্থির অন্তর॥ সর্বস্তুণে গুণবান সেই সাধুজন। করিলেন হরি-ত্রত হরি-পরায়ণ॥ কোন' একাদশী ত্রত করিয়া পালন। পরদিন দাদশীতে করিত পারণ॥ দেখিকে অল্পকাল সে দাদশী রয়। নিত্য কৃত সেইকালে দারি দে সময়॥ মুহূর্ত্ত দাদশী হেরি করিতে পারণ। গণ্ডুম করিয়া জল করেন গ্রাহণ॥ তুৰ্বাস। নামেতে সেই মহা তপোধন। আসিলেন সেইকালে ভেটিতে রাজন॥ অগ্নিসম জটাজাল জ্বলে শিরে যাঁর। নয়ন তপন সম দেহ তেজাধার॥ ত্রবাস। প্রবেশ করি কহিলা বচন। নাকর নাকর রাজা পানীয় গ্রহণ।

উপবাদী আছি আমি করিয়াছি মন। তব সম ভক্ত গৃহে করিব পারণ॥ ঋষিরে অভিথি হেরি রাজ। মহাশয়। গণ্ডুষ কেলিয়া কন করিয়া বিনয়॥ ধষ্য মম মহাত্রত হৈল আচরণ। যে হেতৃ করাব আমি তোমারে পারণ॥ ত্রিলোক তুর্ল ভ তুমি শ্রেষ্ঠ ঋষিবর। কি সাধ্য বুঝিতে তোম। আগি ক্ষুদ্র নর॥ শঙ্করের অংশ তুমি তেক্তে মহেশ্বর। ত্রিলোক ভ্রমণ কর নিভীক অন্তর ॥ তব পদ করি সেবা করাব পারণ। তৎপরে করিব আমি পানীয় গ্রহণ॥ সর্ববজ্ঞ ভূমি হে ঋষি মনে যেন হয়। মুহুর্ত্তেক মাত্র এই দ্বাদশী যে রয়॥ পারণ না কৈলে ঋষি দাক্শী মাঝার। নরকে পতন হবে হব ছার্থার ॥ সে কারণে মহাঋষি অনুগ্রহ করি। পারণ করহ ত্বরা কুপারূপ ধরি॥ রাজার বিনয় শুনি কহে ঋষিবর। ত্বরার করিয়। স্নান আসি নৃপবর॥ এই কথা বলি ঋষি গেলেন বাহিরে। পরীক্ষা-করিবে বলি লুকাইল ধাঁরে॥ মুনির অপেকা করি রহিল রাজন। মুহুর্ত্ত ইংতেছে ক্ষয় দেখিলা তথন॥ ইহা দেখি নরপতি কাপে থর থর। হরিব্রত ভঙ্গ বুঝি হ'ল অতঃপর॥ কাপিতে কাপিতে রাজা ডাকে নারায়ণ। तका कत मीनवस्त (मव जनार्यन ॥ আমি দাস তব সাজ্ঞা করিতে পালন। অতিথি সংকার হেছু করি আয়োজন॥ এক ধর্মা প্রতি চাহি আর ধর্ম যায়। দেখাইয়া দেহ হরি ইহার উপায়॥ এতেক বিনয়ে কাঁদে ভূবনের পতি। প্রেইকালে ছৈন তার স্থপ্রম মতি॥

এ কথা কহিতে সত্য শ্ৰীমধুদূদন। পাঠাইলা ভক্ত লাগি নিজ ফুদর্শন॥ দেবের তুর্লভ অস্ত্র নাম হৃদর্শন। শিব ব্রহ্ম। যাঁর নাহি পার দর্শন ॥ যাঁর তেজে এই বিশ্বে প্রকাশে প্রলয়। ভক্ত-রক্ষা হেতু হেন অস্ত্র মহাশয়॥ নাশিতে অমোগ বাঁর্যা ব্রাহ্মণের শাপ। কোটি জন্মে নাশ বার না হয় প্রতাপ॥ অশ্বরীয় সম্মুখেতে হইয়া প্রকাশ। নিমিষে ঋষির শাপ করিলেক নাশ॥ যে ভক্ত উপরে নাহি যম অধিকার। তার উপরে ঋষির ছেন অবিচার॥ ঋষিকে শাসিত চক্র ধার তাঁর প্রতি। অস্থির হইয়া ঋষি পালান সম্প্রতি॥ ত্রিভুবনে যথ। ঋষি করেন গমন। পশ্চাতে পশ্চাতে যায় অস্ত্র স্থলশন।। ব্র**ন্ধাক শিবলোক আ**র দেবালয়। কোথাও না পান ঋষি থাকিতে আশ্রয়। দর্বত্র প্রবেশ করি অন্ত্র স্থল্পন। শাসিবারে ছুর্বাসার হন প্রকাশন॥ व्यवरमास अधि यान देवकुर्श व्यालय । লইতে শ্রীহরি-পদে আপন আশ্রয়॥ 🕮 হরি নেহারি ঋধি করেন বচন। রক্ষা কর অস্ত্র হৈতে মোরে নারায়ণ॥ একথা শুনিয়া হরি কহেন বচন। কি সাধ্য এড়িয়া অস্ত্র করিব ধারণ॥ মম ক্রপমান আমি সহিবারে পারি। মম ভক্ত অপমান সহিবারে নারি॥ অতএব **অন্বরী**ষে করিয়া বিনয়। প্রদম করিলে শান্তি হইবে নিশ্চয়॥ হরির বচন শুনি তবে তপোধন। চলিলেন অনাহারে যথায় রাজন॥ মহাভক্ত মহারাজ কান্দে প্রেমভরে। অভুক্ত ত্রাহ্মণ গেলে ধর্মনাণ মোরে॥

প্রাণত্যাগ তুঃখ মম নহে কদাচন। অতিথি সৎকার ধর্ম হৈল বিনাশন॥ কি পাপ করিমু আমি ব্রাক্ষণের পায়। পাইলাম ব্রহ্মশাপ একি মহাদায় ॥ হরির রহস্থ রাজা বুঝিতে না পারে। ধর্মা রাখ নারায়ণ বলে বারে বারে॥ ভক্তের রাখিতে মান প্রভু নারায়ণ। পাঠাইল ঋষি সহ চক্ৰ স্তদৰ্শন॥ ঋষিরে নেহারি রাজা পরিশুক্ষ কায়। 🗐 পদ বন্দন লাগি ত্বরা করি ধায়॥ হেথ। মুনি প্রাণসহ ব্যাকুল হইয়া। অন্বরীষ পদযুগ ধরিলেন গিয়া॥ বলে রাজা নাহি বন্দ আমার চরণ। রক্ষা কর দ্যা করি আমার জীবন ॥ ভক্তের মহিমা আমি এত জানি নাহি। সেই অপরাধে আমি এত দুঃখ পাই॥ অপূর্ব্ব ঘটনা হেরি নূপ অম্বরীষ। আশ্চর্য্য হইল অতি বিষ দে হরিষ॥ তুর্বাসারে বুকে ধরি ক্ষীণ কলেবর। উপবাদে না প্রকাশে শুক্ষ কণ্ঠস্বর॥ নয়নে না বহে নীর স্থির মাত্র রয়। ইহা দেখি কাঁদে সবে কোলাহল হয়॥ হরির মহিমা হেরি তবে নূপবর। ছুর্কাসারে কোলে লন হ'য়ে সকাতর॥ স্তদর্শনে স্তব রাজা করেন তথন। প্রদন্ধ হইল তবে প্রভু নারায়ণ ॥ অপরাধ লাগি ভক্ত ক্ষমা নাহি করে। হদর্শন প্রতি কন তারে ক্ষমিবারে॥ অপূর্ব্ব ভক্তের লীলা রাজা মহাশয়। ছুৰ্কাদা সহিত শাপ তাহে শাস্ত হয়। ছর্কাদা হইয়া মূক্ত নূপে করে স্তুতি। লঙ্জ। পেয়ে নৃপ করে ঋষিরে মিনতি॥ এইরূপে উভয়ের হৈল মহা প্রেম। হীরক সহিত যেন যুক্ত হৈল হেম॥

অনাহারী রাজ। হেরি তুর্ববাদা তথন। করিলেন তাঁর দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ॥ আহার করায়ে তবে স্থা নুপবর। বহু ছঃখে ধর্ম রক্ষা করেন গোচর॥ উপবাসী নূপে হেরে মহাতপোধন। অবশেষে করালেন তাঁহারে ভোজন॥ রাজারে ভুঞ্জায়ে উভে উভ ধর্ম সারি। বিদার হয়েন ঋষি তপোকামাচারী॥ এইরূপে মহাভক্ত অম্বরীষ রায়। ধর্ম রাজ্য হুই রাখে ত্যজিয়া মায়ায়॥ অবশেষে পুত্র পৌত্র রাখি বর্ত্তমান। হরিপদে সঁপিলেন আপনার প্রাণ॥ ভোগ মোক্ষ একত্রেতে ভক্তজনে পায়। ভক্তি হাঁনে কোন স্থথে কভু না পূরায়॥ ভক্তের চরিত্র এই রাজ। পরীক্ষিত। বৰ্ণিলাম যথাশক্তি জানিও নিশ্চিত॥ এত বলি শুকদেব হইলেন স্থির। সূতের বাণীতে শাস্ত শৌনকাদি ধীর॥ মধু ভাগবত বাণী দর্ববশাস্ত্র দার। উপেন্দ রচিলা গীত করিয়া বিচার ॥ ইতি অপ্রীষ্কণাস্থা।

ষণ গোহর মহদির উপাগান।
শুকদেব কন শুন যত থাবিজন।
অপূর্ব্ব শুকের বার্তা ব্যাদের বচন॥
পরীক্ষিতে সম্মোধিয়া শুক মুনিবর।
বলিলেন শুন রাজা ইইয়া তৎপর॥
দৌভরি নামেতে ছিল এক তপোধন।
চারি বেদে বিচ্নমান ক্রন্ধ পরায়ণ॥
হচাৎ আদক্তি তাঁর হইল প্রকাশ।
তপ ত্যক্তি সংসারেতে করিল বিলাদ॥
অবশেষে মহামায়া নাহি সহি আর।
পুনশ্চ বৈরাগ্যে যায় বৈকুণ্ঠ আগার॥।

শুকের বচন শুনি রাজ। পরীক্ষিত। আশ্চর্য্য হইয়া রাজা কহেন নিশ্চিত। পরম ব্রহ্মের ভক্ত মহা তপোধন। কেমনে সংসার প্রতি ফিরাইল মন॥ কেমনে বা মহামায়া বুঝিয়া ছলনা। অস্তিমে হইল হরি প্রেমেতে মগনা॥ অপূৰ্ব্ব এ বাণী ঋষি কহত নিশ্চয়। শ্রীহরির মহালীলা ইহাতে আছ্য়॥ রাজার শুনিয়া বাণী শুক মহাজন। আরক্তেন সৌভরির আখ্যান কথন॥ অম্বরীষ বংশে এক আছিল রাজন। নামেতে মান্ধাতা পূথী করিত শাসন॥ পুত্র কক্ষা যশোবীর্যো কন নাহি ছিল। ছরিপদে তাঁর মতি দদা বিকাইল। ছরির প্রসাদে তিন হইল নন্দন। হইল পঞ্চাশ পুনঃ কন্সা উৎপাদন॥ সেই রাজা রাজ্যকালে এক মহাঋষি। সৌভরি তাঁহার নাম থাকে তপে বিস। তপস্থাতে মহাতেজা সম তার নাই। গ্রীম্মেতে অগ্নির মাঝে নিয়ত সদাই॥ বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজে করে হরিনাম। আহার বিহারে তার শ্রীহরি বিশ্রাম। শরতে পর্বতোপরি হিমে হিমোপর। শীতেতে জলের মাঝে ধ্যানে নিরন্তর ॥ বদত্তে বায়তে বসি মগ্ন সাধনায়। কার সাধা তার কথা বণিতে কথায়॥ ছেন তেজোময় ঋষি বৈরাগ্য মণ্ডিত। ছরিপদে মন রাখি হরিতে চিন্তিত॥ আজন্ম বিরাগী হন ভোগ নাহি করি। না জানেন কিবা ভোগ কেমন সংসারী॥ একদা ভীষণ শীত আবির্ভাব হৈল। নদী ও সাগর বারি কাঠিন্য পাইল। সূর্য্যের কিরণ মৃত্র প্রশাস্ত তপন। উত্তর হইতে বায়ু বহে ঘন ঘন॥

নর হৈতে মুগ আদি শীতেতে কাতর। কার সাধ্য থাকে স্থির কাঁপয়ে অন্তর ॥ সেই কালে সিদ্ধ শ্লাষি সৌভরি স্বজন। ইচ্ছিলেন জলে ডুবি করিতে সাধন॥ স্তরম্য আশ্রমে তার ছিল সরোবর। সিদ্ধি তেজে ভূবিলেন তাহার ভিতর॥ বালুকা সমান স্থান আছিল বলিয়া। সেই সরোবরে জল না গেল জমিয়া॥ শীতল বারিতে ঋষি সেই হিম জলে। প্রবেশিলা সাধনায় অতি কুভূহলে॥ হরিতে রাখিলে বাহ্য জ্ঞান নাহি রয়। সেই হেতু শীত গ্রীষ্ম বোধ নাহি হয়॥ অন্তর্জানে থাকি ঋষি জলের ভিতর। বহুদিন সাধন করেন নিরস্তর ॥ যেমনি কঠোর ত্রত করি সমাধান। ধ্যান হৈতে মহাঋষি মেলেন নয়ন॥ সেইকালে তুই গোটা মীন সরোবরে। ঋষির সম্মুখে মত্ত ছৈল কামভরে॥ মৈথুন করিল দোঁহে হেরিয়া নয়নে। সভাব স্থন্ধ ঋষি চমকিত মনে॥ মৈগুন নেহারি তাঁর কামের প্রচার।💣 নৈথুন করিতে ইচ্ছা হইল তাঁহার॥ কাম ভাব হেরি ঋষি আপন নয়নে। ভাবিলেন ভোগ শাস্তি হয়না জীবনে॥ অতএব সিদ্ধি সহ ভোগ মম চাই। নচেৎ আমার আশা মিটিবেক নাই॥ এত ভাবি তবে ঋষি হইয়া তৎপর। ত্যজিলেন সেই কণে সেই সরোবর॥ সরোবর ত্যক্তি ঋষি ভাবে মনে মন। স্ক্রপা যুবতী চাই করিতে রমণ॥ বিবাহ করিয়া চাই করিতে সংসার। পুক্র পৌক্রাদির সহ করিতে বিহার॥ হইবে ভোগের শান্তি স্থির করি মনে। ভাবিলেন কোখ। পাব রমণী রতনে॥

ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল উদয়। কুলে শীলে ধন্ম রাজা মান্ধাতা নিশ্চয়॥ পঞ্চাশৎ কন্সা তাঁর তিনটি তন্য। এক কন্সামাগি লব করিয়া সদয়॥ সেই কন্সা ল'য়ে আসি করিব সংসার। হইবে ভোগের শাস্তি করিলে বিহার॥ এত ভাবি তবে ঋষি গিদ্ধি তেজোময়। যোগ শীর্ণ দেহে যান রাজার আলয়॥. পৃথিবীর অধিপতি সেই নূপমণি। ইন্দ্রের প্রদত্ত নাম ধরেন আপনি॥ ইন্দু দিল নাম তাঁর শুনি পরীক্ষিত। জিজাদা করেন শুকে হইয়া বিনীত॥ কহ ঋষি এ আখ্যান অপূর্ব্ব নিশ্চর। মান্ধাতা নামে কেন দেন দেবরায়॥ শুকদেব কম শুন পাণ্ডু শিরোমণি। যুবনাশ্ব নামে রাজা পালেন ধর্ণী॥ এক শত ভার্য্য। তার রূপদী যুবতী। কাহার কিছুতে নৈল সন্তান-সন্ততি॥ পুত্ৰহান নৃপ তবে ভাবে মনে মন। পুত্রহীন জনে মিথা। জনম মরণ॥ পুত্রহান জনে কভু নহেত উদ্ধার। মনোতুঃখে প্রবেশেন অরণ্য মাঝার॥ রাজারে চুঃখিত হেরি যত ঋষিজন। পুত্র হৈতু ইচ্ছিলেন পূজা নারায়ণ॥ মহাযজ্ঞ করে মিলি যত ঋষিজন। পূত্র হেড় করিলেন স্থধা উদ্ধারণ॥ এ কথা ন। জানে রাজ। তাহার রমণী। উভয়ে বঞ্চেন তথা দিবদ রজনী॥ সেই নিশি উপবাসে থাকিয়া রাজন। তৃষ্ণায় কাতর তিনি অতিশয় হন॥ আশ্রমে না ছিল বারি অতি সকাতরে। প্রবেশ করেন রাজ। সেই যজ্ঞ ঘরে॥ বজ্ঞ গৃহ মাঝে ছিল স্থার আধার। বারি ভাবি শীঘ্র রাজা করেন আহার॥

স্থাপান করি রাজ। তৃষ্ণা নিবারিয়া। আশ্রমে আদেন পুনঃ আপনি ফিরিয়া॥ প্রভাতে উঠিয়া যত যাজ্ঞিক স্থজন। দেখিলেন হুধা নাই কে করে হরণ॥ তথন শুনিয়া রাজা মানিল বিস্ময়। ঋষি কহে পুত্র হেতু স্থা সেই হয়॥ সেই স্থা কর পান হারাইয়া জ্ঞান। অবশ্য তোমার গর্ভে হইবে সন্তান॥ পুরুষের গর্ভে পুত্র হয় স্থাবলে। স্তম্ম নাই কিবা পান করে সেই ছেলে॥ প্রদৃত হইলে নৃপ কাঁদিল কুমার। ঋষিজন সকলেই করে হাহাকার॥ সেই কালে কুপা করি প্রভু নারায়ণ। ইন্দ্র পাঠাইল পুত্রে করিতে রক্ষণ॥ ইদ্র আসি কহে পান করহ আমায়। মান্ধাতা এ হেতু নাম সেই শিশু পায়॥ এ হেন তুল্লভ জন্ম লয় নৃপমণি। তাহার সমকে যান ঋষি শিরোমণি॥ ঋষিরে নেহারি রাজ। পাত অর্ঘ্য দিয়া। আসন দিলেন শুভ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়া॥ আসন লইয়া ঋষি সৌভরি তথন। কহিতে লাগিল নূপে শুমিক্ট বচন॥ সূৰ্য্যবংশে জন্ম তব দেব বলে বল।। ত্রিভুবনে তব যশে পড়ে ছলাছলি॥ সামান্ত তপন্ধী আমি ভূমি মহাজন। মম আশা পূর্ণ কর এই আকিঞ্চন ॥ সিদ্ধি লাভ তপস্থায় আজন্মই করি। ইচ্ছা হৈল ভোগ শাস্তি করি ভজি হরি॥ শুনেছি পঞ্চাশ কম্বা আছয়ে তোমার। প্রদান করহ মোরে একটি তাহার॥ তপোবলে ধন গৃহ করি আহরণ। সংসার করিব আগি ক'রেছি মনন॥ অতএব কর রাজা বাসনা পূরণ। ধক্ত হবে তব জন্ম পাবে পুণ্যধন।

মুনির বচন শুনি তবে নুপবর। কহিতে লাগিল তারে কথা হিতকর॥ যুবতী সুন্দরী কন্সামম সর্ববজন। ইচ্ছিয়াছে সকলেই স্বয়ন্ত্রর পণ॥ কন্সার নিকটে যাও দেখিয়া ভোমায়। বরিলে পাইবে কণ্ঠা বাধা নাহি তায়॥ রাজার শুনিয়া বাণী সেই তপোধন। ভাবিলেন উপহাস করিল রাজন ॥ একে অতি শীর্ণকার জীর্ণ কলেবর। বিহারে শক্তি নাই মন্দ মূর্ত্তিধর॥ ইহা ভাবি তপোবলে সৌভরি স্কলন। করিলেন আপনার রূপ সম্পাদন॥ দেখিতে সবল বপু নবীন যৌবন। চন্দ্ৰসম অঙ্গক†ন্তি কমল বদন॥ প্রেমমাথা হাসি মুখ সভৃষ্ণ নয়ন। দেখিয়া ঢলিয়া পড়ে স্বর্গ নারীগণ॥ স্থন্দর প্রাঙ্গণ গৃহ আর উপবন। স্বর্ণ রোপ্য হারকাদি যত মুনিগণ॥ সকলে ভূষিত করি আপন আলয়। পুনশ্চ গেলেন যথা রাজা মহাশয়॥ রীজারে কহেন গিয়া শুনহ,রাজন। সৌভরি আমার নাম দেহ কম্যান্থান॥ স্বয়ন্বরে তব কম্সা করিয়াছে পণ। তথা গোরে ল'য়ে চল করিতে দর্শন॥ অপরপ রূপ হেরি রাজ। মহাশয়। তপোবলে মুগ্ধ হ'য়ে চরণ পূজ্য ॥ পূজিয়া পাঠান তারে বাটীর ভিতর। যথায় পঞ্চাশ কন্সা আছে একন্তর॥ চন্দ্রপুরী অন্তঃপুর কন্সার প্রভার। দিতীয় চন্দ্রের সম তপস্থী তথার ॥ অপরূপ রূপ হেরি যত কম্মাগণ। একে একে মুনিবরে করিল বরণ। তপস্থার তেজে মূনি ল'য়ে পত্নীগণ। ভোগ সমাধান তবে করে আরম্ভন॥

প্রত্যেকের গর্ভে হৈল পঞ্চশত হত। এমতে হলেন খুনি মহাবংশযুত॥ বহুকাল ভোগ করি তৃপ্তি নাহি হয়। প্রত্যহ নূতন ইচ্ছা তাঁহাতে উদয়॥ এইরূপে বছকাল করিয়া যাপন। পুত্রসহ মহামুনি করেন মন্ত্রণ॥ কিছুতেই না পেয়ে তৃপ্তি সেই মুনিবর। একদিন জ্ঞান বলে করেন গোচর॥ আজন্ম তপস্থা করি পেয়ে সিদ্ধি ফল। মংস্থের মৈধুনে মন হইল চঞ্চল॥ একা ছিমু ভোগ লাগি হইনু পঞ্চাশ। সহত্র পঞ্চক করে সন্তান প্রকাশ। এক হ'তে হৈল এত ভোগের প্রচার। তবুনা কামনা শাস্তি ঘটিল আমার॥ ভাবিতে ভাবিতে হ'ল বৈরাগ্য উদয়। পত্নীগণে কহিলেন জ্ঞান যাহে হয়। পতির মন্ত্রণা মতে পূজি নারায়ণ। সকলেই পাইলেন জ্ঞান মহাধন॥ সৌভরি পুজেরে দিয়া বিক্ত গৃহ ঘর। হরিতে সঁপিতে যায় বৈরাগ্য সম্বর॥ কিছুদিন পরে মূনি নিজ তপোবলে। ত্যজিলেন নিজ দেহ প্রেম কুতুহলে॥ পতির নিধনে তবে জ্ঞানী পত্নীগণ। পতিদেব সহ সবে হইল দাহন॥ অন্তিমে সকলে পায় বিষ্ণুপদে স্থান। ভোগ হৈতে মুক্তি তার পাইল পরাণ॥ অপূর্ব্ব ভোগের লীলা কহা নাহি যায়। শুনিলে বৈরাগ্য ভাব পরীক্ষিত রায়॥ এত বলি শুকদেব হুইলেন স্থির। ভক্তজনে লহ ভক্তি প্রেমসিশ্ধ-নীর॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। ভক্তের নিকটে ভোগ মুক্তির আকার॥ ইতি সৌত্রির উপাপান সমাপ্ত।

অণ ভগারণের মাহান্তা। সূত কন শৌনকাদি করি সম্বোধন। অপূর্ব্ব হরির লীলা করহ শ্রবণ॥ শুকদেব কন শুন পাণ্ডবংশধর। ভক্তের মহিসা এবে করহ গোচর॥ সগর নামেতে ছিল ধরণী ঈশর। ধনে মানে খ্যাত সেই সর্বত্র গোচর॥ সহত্রেক ষষ্টি তাঁর লাছিল তন্য। অহঙ্কারে মগ্ল হ'য়ে ভস্ম সনে হয়॥ অবশেষে তাঁর বংশে ভক্ত একজন। জিমায়া উদ্ধার কৈল নূপ হতগণ॥ রাজা কহে কহ গুরু এ হেন আখ্যান। কোন জন সেই ভক্ত কেমন বিধান। রাজার বচন ভানি তবে মুনিবর। কহিলেন পুনরায় বাণী পুণ্যকর॥ সূর্য্যবংশে ছিল নৃপ বাহুক নামেতে। অতি মহামানী রাজ। ছিল পৃথিবীতে॥ টুটিতে তাঁহার গর্বব দর্বব শত্রুগণ। করিলেন নৃপ সহ এক মহারণ॥ সেই মহারণে নৃপ হ'য়ে পরাজয়। অরণ্যে মুনির গৃহে লয়েন আশ্রয়॥ বহু পত্নী সঙ্গে করি রাজা মহাশয়। রাজ্য ত্যজি বনমাঝে পলান নিশ্চয়॥ উৰ্ব নামে মহামূনি দৰ্বশাস্ত্ৰে মতি। রাজারে বুঝায় তাঁয় রাখেন সংহতি॥ রাজ্য-বিত্ত নাশে রাজা হ'য়ে তুঃখ মন। সগর্ভা রাখিয়া পত্নী ত্যাজেন জীবন। কিছুদিন পরে তাঁর হইল তন্য়। পালন করেন তাঁরে মুনি মহাশয়॥ সপত্নী সকলে ইথে হিংসাপর হ'ল। গর্ভকালে মহিধীরে পিয়াল গরল॥ মুনির তেক্তেতে গর্ভ না হয়ে বিনাশ। বিষদহ পুক্ত যবে হইল প্রকাশ।

সেইকালে নাম তাঁর হইল সগর। ক্রমে তিনি ইইলেন ধরণী ঈশ্বর॥ তপে সিদ্ধ উর্বন ঋষি জ্ঞাত ধক্তবর্বদ। প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ শাস্ত্র বেদ॥ মায়া বলে শাস্ত্র সেনা সংগ্রহ করিয়া। শক্রগণে জিনি রাজ্য লইল হরিয়া॥ ঔর্বানল নামে খ্যাত অস্ত্র মহাবল। কার সাধা তাহা দেখি না হয় চঞ্চল। অগ্নি অস্ত্র বলে নূপ জিনিয়া ধর্ণী। আপনিই হুইলেন নূপ শিরোমণি॥ অবশেষে চক্রবর্তী হইবার তরে। ইচিছলেন অশ্বনেধ গছ্ত করিবারে॥ ধন বিত্ত কীর্ত্তি-যবে পূরিয়া সংসার। সহত্রেক ষাটি পুত্র জন্মিল তাঁহার॥ সকলেই বাঁহ্যবান মত্ত অহস্কারে। বাহিরিল অশ্ব লয়ে বিশ্ব জিনিবারে॥ একেত সগর পুত্র সবে বীর্য্যবান। কেহ নাহি বাঁধে অখ শক্ত কম্পমান॥ অবাধে করিয়া যজ্ঞ নূপ সমাপন। হইলেন ইন্দ্ৰসম খ্যাত ত্ৰিভূবন॥ শেষ যজ্ঞ দেখি ইন্দ্র করিয়া মনন। লুকায়ে যজ্ঞের অশ্ব করিল হরণ। যাঁহার প্রতাপে বিশ্ব কাঁপে পর পর। শক্র শৃষ্ম হয় যেই ধরণী ঈশ্বর॥ ফ্লেচ্ছগণে ধরি আনি সেই নূপবর। সবলে মুড়ায় শির বিনাশে নগর॥ কাছার কৌপীন দেয় কার' কাছা নাই। কার' গোঁপ নাহি কার' শিরে কেশ নাই॥ এইরূপে প্রতাপেতে শাসি সর্বজন। ইচ্ছিলেন আধিপত্য স্বার শাসন। সেই অহস্কার হরি নাশিবার তরে। ইন্দ্র হ'য়ে যজ্ঞ অশ রাখিলেন ধ'রে॥ ভীষণ পাতালপুরী নাহি রবি শ্লী। কপিল রূপেতে হরি যথায় তপস্বী॥

সেই স্থানে অখবরে রাখিলেন ধরি। কার সাধ্য অশ্ব আনে তথায় উদ্ধারি॥ বিষ্ণু শরীরের তেজ অথগু নিশ্চয়। অখ লাগি পুত্রগণ ভ্রমে বিশ্বময়॥ বিশ্বে নাহি হেরি অশ্ব যায় স্বর্গপুর। তথাপি না পাইল অশ্ব অন্বেষি প্রচুর॥ পুনশ্চ করিলা সবে একত্রে মনন। পাতালে লুকালে অশ্ব কোন চুফ্টজন॥ এদ ভাই দবে মিলি যাই রুদাতল। দেখিব কোথায় রাখে কার এত বল। এত বলি সবে মিলি করিল খনন। খননে খেরিল অন্ত্র এই ত্রিভূবন ॥ সগরের পুত্র হ'তে অম্বুধি উদয়। সাগর নামেতে আজি বিশ্বে খ্যাত হয়॥ এ হেন বীর্য্যের তেজে এত অহস্কার। কেহ বুঝিবারে নারে হরি মায়া ভার॥ কতকাল সবে মিলি করিয়া খনন। পাইল উত্তর হার পাতালে তখন॥ পাতালে প্রবেশি সবে করে নিরীক্ষণ। রহিয়াছে তথা অশ্ব দৃশ্য হ্রমোহন॥ অশ্বের সমীপে আছে এক ঋষিবর। অঙ্গের জ্যোতিতে পূর্ণ পাতাল নগর॥ ঋষিরূপে ভগবান রন দুর্পহারী। সগরের পুত্রগণ চিনিতে ন। পারি ॥ অহকারে বলে সবে তাঁরে কুবচন। কোথাকার ভণ্ড তুমি বলহ এখন ॥ পৃথিবীর অধিপতি সগর রাজন। আমরা সকলে হই তাঁহার নন্দন॥ व्यश्वत्यथ यद्ध लागि विश्व किनिवादत । আনিয়াছি এই অশ্ব জয় কেছু ভরে॥ তুমিতে। সামাশ্য ঋষি কি সাধ্য তোমার। আনিয়াছ এই অশ্ব পাতাল মাঝার ॥ এত বলি সবে যাহে অশ্ব লইবারে। চেতন শ**ভিয়া হরি দেখিল সবারে** ॥

দৈথিক মাত্রেতে সবে হৈল ভন্মাকার। অগ্নিতেকে সবে দশ্ধ করে হাহাকার॥ দুত আসি এ সংবাদ দিলেন রাজায়। রাজা শুনি মোহ প্রাপ্ত হ'লেন তথায়॥ জনক-জননী কাঁদে হইয়া কাতর। যজ্ঞ সাঙ্গ না হইলে পাপের সঞ্চার॥ এক দ্বিকে মহাপাপী আর দিকে মান্না। কাতরে বলিল নূপ হরি কর দয়া॥ সকাতরে হেধি হরি ভাবে মনে মন। এতক্ষণে জ্ঞান হ'ল লভি বিড়ম্বন॥ কিছুদিন পরে শোক বিগত হইল। युक्त शूर्व कत्रिवादत्र नुश्र मदन देकल ॥ অংশুমান নামে ছিল এক পৌত্র তাঁর। কুলে শীলে রূপে গুণে অতি সদাচার॥ আজীবন ছিল তাঁর হরি প্রতি মন। করিল। রাজার যজ্ঞ সেই সমাপন॥ ভক্তিতেজে তেজি সেই রাজার কুমার। প্রতিক্ষা করিল যজ্ঞ করিতে উদ্ধার॥ সকাতরে দীনবেশে হরিপরায়ণ। দূত সহ গেল পৌত্র পাতাল ভবন॥ পাতালে যাইয়া পৌত্র ঋষিরূপী হেরে। সম্মুখে সগর বংশ ভদ্মরূপ ধরে॥ অনুরে আছিয়ে অশ্ব দৃশ্য মনোহর। কার সাধ্য দেখে সেই ঋষি কলেবর॥ কোটা শশী সম কান্তি তপন সমান। রবি শশী এক অঙ্গে র'য়েছে মিলন॥ ঋষিরে নেহারি তবে অংশুমান কয়। প্রণমিক্সা তব পদে দাস তব রয়॥ বীরের বিনয় হেরি সর্বব গুণাশয়। বুঝিলেন এই জন ভক্ত হুনিশ্চয় 🏾 কপিল রূপেতে জিনি করিয়া বিচার। সাখ্যশাস্ত্র লিখিলেন তরাতে সংসার॥ সে হেন কুপালু ঋষি হেরি অংশুমান। ভক্তিতে হইল তাঁর স্মাকুল প্রাণ॥

খাষিরে প্রদন্ধ ছেরি রাজবংশধর। করিলেন স্তব স্তুতি তাঁহারে বিস্তর ॥ কহিলেন হরিক্সপে ভূমি ঋষিবর। ধর্মভাবে এ সংসারে নানা লীলা ধর ॥ কি জানিব তব তত্ত্ব ওহে তত্ত্ময়। ক্ষমা কর যেন মোর বাঞ্ছা সিদ্ধ হয়॥ অংশুর বচন শুনি ঋষিরূপী হরি। কহিলেন চাহ বর অভিলাষ করি॥ चः **७ क**न यकि वह किटव नाहायुव । বর দাও যেন জীয়ে সগর নন্দন॥ আর বরে পিতামহ যজ্ঞ সাঙ্গ কর। কুপা করি দাও মোরে এই ছুই বর॥ অংশুর বচন শুনি তবে রূপাময়। দিলেন তাঁহারে অশ্ব বাঁধা যাহ। রয়॥ পরে কহিলেন শুন কুমার স্থজন। গঙ্গা বিনা দগ্ধ বংশ না হবে মোচন॥ অতএব রাজা তুমি আন স্থরধনী। বংশের উদ্ধার হবে তাহ'লে বাছনি॥ এই বাণী শুনি তবে পুত্র অংশুমান। জ্ব ল'য়ে আসিলেন পিতামহ স্থান॥ যত্ত্ব সাঙ্গ করি তবে সগর রাজন। অহস্বার ত্যজি হরি করেন ভজন॥ অন্তিমে হরিতে তিনি সমর্পিয়া প্রাণ। अष्टरम रेक्क्रेश्रात अभातीरत यान ॥ হেথা অংশুমান বংশ করিতে উদ্ধার। সুরধনী লাগি কত করে তপাচার॥ বিষ্ণুপদে জন্ম গঙ্গ। ত্রিলোক-তারিণী। ত্রিভূবন গত পাপ পবিত্র কারিণী॥ আজন্ম তপস্থা করি নারিল আনিতে। সগরের বংশ তবু নারে উদ্ধারিতে॥ ক্রমে কালে তার দেহ হ'য়ে গেল ক্ষা। দিৰীপ নামেতে পুক্র পরে রাজা হয়॥ মহাতেজা সেই রাজা বিষ্ণুপরায়ণ। পূর্বিলোক উদ্ধারিতে করিলা মনন॥

তপস্থা ও রাজ্য উভ করিয়া পালন। ত্যজিলেন হরি পদে আপন জীবন॥ ভগীরথ নামে ছিল তাহার নন্দন। জন্ম হ'তে সেই শিশু অতি ভক্তজন ॥ রাজ্য পালি কর্তুব্যেতে শুদ্ধ রাখি মন। मर्क्वना क्रमट्स **हिन्छ। क**रत्र नातास्न ॥ অবশেষে ইচ্ছা তাঁর হৈল মনে মনে। আনিতে পরিত্র গঙ্গা উদ্ধার কারণে॥ যেই সগরের বংশ নহিল উদ্ধার। সেই বংশে মম জন্ম আমি তুরাচার॥ আজন্ম তপম্বী হব ভক্তিব মুরারি। দেখিব আনিতে গঙ্গা পারি কি না পারি॥ দৃঢ়পণ করি পুদ্র ত্যজি রাজ্যধন। গঙ্গা গঙ্গা বলি করে তপ আরম্ভন ॥ তপোবলে ত্রিভূবন কাঁপিতে লাগিল। সর্ব্ব দেব সেই কণা ত্রক্ষে জানাইল। ব্রহ্মা মহেশ্বর সবে হইয়া মিলন। ছাষিকেশ প্রতি তবে কছেন বচন॥ হরি শুনি সেই বাণী হইয়া সদয়। ভগীরথ হৃদে গঙ্গা করান উদয়॥ ত্রিলোক তারিণী মূর্ত্তি মকর বাহন। শঙ্কা-চক্র-গদা-পদ্ম করে স্থশোভন॥ কোটী শশী সম বর্ণ কমল চরণ। হাসি মুখে ভগীরথে করেন বচন 🛚 শুন বাছা মম কথা তাজ যোগাচার। হরি ভক্তি যেই হয় ভক্ত সে আমার॥ যাঁর পদধৌত জলে জন্ম আমার। ভাঁৱে ভক্তি তব জন্ম শুদ্ধ এইবার ॥ কিবা ইচ্ছা তব বাছা বল এইক্ষণ। তনয়ের ছঃখে মাতা হুন্থ কোথা রন॥ এতেক শুনিয়া তবে নূপ ভগীরথ। কহিলেন একে একে নিজ মনোরথ॥ विकुत्रती श्रिकार्य मगरतत रूप। হইয়াছে পাতালেতে বছকাল ধ্বংস॥

मया कति यमि इति मिला मत्रभन। উদ্ধারি সগর ৰংশ শান্তি কর মন॥ निःश्वार्थ कामना छनि (परी नातायणी। প্রেমভরে কহিলেন তাহারে তথনি ॥ ভক্তিভরে তোর আশা নাহি কিছু আর। ভাবিতেছ সগরের বংশের উদ্ধার॥ ধন্ম ধন্ম ধন্ম তুমি এই ত্রিভূবনে। তব কীৰ্ত্তি শুনি পুণ্য পাবে নৰগণে॥ এক কথা শুন রাজা জিজ্ঞাসি তোমায়। মহাবেগে আমি যাব পাপিষ্ঠ ধরায়॥ কেবা সেই বেগ বাছা করিবে ধারণ। নহে রদাতলে মম হইবে পতন। ইহা শুনি ভগীরথ করযোড়ে কয়। ভুষ্ট করি আশুতোষে ধরাব নিশ্চয়॥ मञ्जूषे रहेशा श्रूनः कन नातायुगी। পবিত্র আমার অঙ্গ হবেরে বাছনী॥ পাপী নরে ল'য়ে করে মোরে করি দান। পবিত্র হইবে মম জলে করি স্নান॥ আমি বল সেই পাপ রাখিব কোথায়। পাপ নিতে পারি কিন্তু রাখা নাহি যায় ॥ এ কথা শুনিয়া নূপ কছেন বিনয়ে। পাপহারী হরি রন সাধুর হৃদয়ে॥ বিশুদ্ধ দেহেতে যবে সাধু করে স্নান। তাহাতে তোমার পাপ হবে অবদান॥ পাপ ল'য়ে সাধুজন করিলে ধারণ। অন্তর্যামী হরি পরে করেন শোধন॥ ইহা শুনি হাসি মাত। বলিলা আপনি। আশুতোষে সাধিবারে যাও নৃপমণি॥ আশুতোদে করি সেবা তুষি তাঁর মন। কহিলেন ধরিবারে গঙ্গার পতন ॥ হরি-পদ-রজ শিব লইবারে শিরে। যাইলেন ধরিবারে অত্যন্ত অধীরে॥ ভগীরথ আগে ধান গঙ্গা যান পিছে। ক্রমে বেগে পড়ে আসি মহেশের কাছে।

আনন্দে নাচিয়া শিব করেন ধারণ। ক্রমেতে আসিল গঙ্গা যথায় ভূবন ॥ অকাল বসস্ত আসি উদিল তথন। স্বর্গেতে তুন্দুভি বাজে পুল্প বরিষণ॥ শত শত পাপী আসি স্পর্শে মৃক্তি পায়। ক্রমে গঙ্গা শৃপ সহ পাতালেতে যায়॥ গঙ্গার পরশে যত সগর নন্দন। ভগীরথ মহিমাতে পাইল মোচন॥ বংশের উদ্ধার করি ভগীরথ রায়। হরিপদে মন রাখি ত্যজিলেন কায়॥ দয়াময়ী গঙ্গা সেই দিবস হইতে। রহিলেন এ ভূবনে পাপীরে তরাতে॥ ভক্তের মহিমা বল কে বলিতে পারে। বিষ্ণু দেন নিজ শক্তি ভক্ত তুষিবারে॥ ভক্তের ক্ষমত। রাজ। করিলে শ্রবণ। করিলাম ভগীরথ মহিমা কীর্ত্তন ॥ যেই শুনে এই কথা পাপ দুরে যায়। গঙ্গার মাহাজ্যে মোহ সত্তর পলায়॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভাগবত সার। ভগীরথ কীর্ত্তি বাণী ভক্তির আধার॥

ইতি ভগীরণ মাহান্তা কণা সমাপ্ত।

অপ মানবন্ধনী প্রীক্ষংকর জন্ম কথা।
সূত কন শুন শোনকাদি ঋষিগণ।
যেমনে ধরিলা কৃষ্ণ মানব গঠন॥
অপূর্ব্ব শাস্ত্রের বাণী বচন ব্যাসের।
সূক্ষারূপে না ব্ঝিলে বুঝে শক্তি কার॥
চরিত্র আরোপ করি ইঙ্গিতের ছলে।
তব্বজ্ঞান থাকে যাহে প্রীপুরাণ বলে॥
সংসার চরিত্রোপরি ঈশ্বর চরিত্র।
মিলায়ে রচিলা ব্যাস পুরাণ পবিত্র॥
ব্যুক্রংশে এক কৃষ্ণ মানব সম্ভান।
অপূর্ব্ব প্রভাব জাঁর ঈশ্বর সমান॥

তাঁহার চরিত্রোপরি আরোপ করিয়া। विश्वक क्रेश्वत लीला फिल (पर्थारेशा॥ দে কুষ্ণের জন্ম কর্ম্ম অপ্রাকৃত হয়। এই কথা শ্রুতি স্মৃতি সর্বশাস্ত্রে কয়॥ ধক্ত সে মানব জন্ম ধরে কৃষ্ণনাম। কুষ্ণরূপে কুষ্ণ গুণে পূর্ণ যার কাম। সে কৃষ্ণের জন্মকথা কহিব এখন। আরোপিত ব্রহ্ম কৃষ্ণ দশমে লিখন॥ নর কৃষ্ণ কথা যেই বুঝিবারে পারে। মহাকৃষ্ণ তত্ত্ব সেই বুঝে এ সংসারে॥ এই কথা ক্রমে ক্রমে হইবে বিচার। দশ্যে ঈশ্বর লীলা করিব বিস্তার॥ সূতের শুনিয়া বাণী যত মুনিজন। করালেন সাধু বাণী তাহারে প্রবণ॥ মানব মানব নহে কুক্ষ নাম ধরে। যাঁহার চরিত্রে ব্যাস ব্রহ্মারোপ করে॥ উভয় চরিত্র বংস ইঙ্গিতের প্রায়। বুঝাইয়া দাও যদি তবে বুঝা যায়॥ সূত কহে শুন তবে যত মুনিজন। আরোপের ভাব কিছু করিব বর্ণন। নররূপী সেই কুষ্ণ করে লীলা তিন। দেখায় ত্রক্ষের সহ বুঝিলে অভিন॥ বাল্য ও যৌবন আর অন্তলীলাময়। মহাযোগী ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রয়॥ বিস্তৃত যাদব বংশে তাঁহার প্রকাশ। সত্ত্তে জন্ম তাঁর সাত্ত্বিক আভাস॥ সৰগুণময় শিশু অজ্ঞান না পায়। মধুর মধুর ভাষে সকলে ভুলায়॥ এমতে পরম ব্রহ্ম সৃষ্টি লীলা করে। মায়ার সাত্ত্বিক গর্ভে আত্মা নাম ধরে॥ আত্মারূপে সকলের বাদনা বুঝিরা। সবারে করেন মুগ্ধ চৈতক্ত ব্যাপিয়া॥ যৌবনে মানব কৃষ্ণ ঐশ্বর্যে ঈশ্বর। নর নারী সকলের হৃদি সহচর ॥

প্রকৃতি সহিত তাই ব্রজের জীবন। সেইকালে আত্মারূপে ভোগে নিমগন॥ ধর্ম্ম দিয়া জীব রক্ষা কর্ত্তব্য আত্মার। এই মর্ম্ম কুরুকেত্রে হইল বিচার॥ ধর্মাদি আরোপ ত্রন্ম সহায় যেমন। যেমন করেন জীবে ঈশ্বর পালন॥ সেই ভাবে কুরুক্তেত্রে নরগণ সহ। দেখাইলা নরাকৃতি থাকি অহরহ॥ ব্রক্ষের অন্তিম লীলা ব্রক্ষাণ্ড হরণ। যত্রবংশ হয় যথা ক্লফেতে নিধন॥ অপূর্ব্ব চরিত্র কুষ্ণ করিয়া ধারণ। পরম ত্রক্ষোর তত্ত্ব কহিলা মোহন॥ এই চুই তত্ত্ব কথা ব্যাস ঋষিবর। প্রকাশিয়া অফ্টাদশ পুরাণে বিস্তর ॥ नद्रकृष्ध बिकारिताश वृत्य (यह जन। তত্ত্জান পায় সেই মহামুনি ধন॥ দশমে চরিত্র সব হইবে বিস্তর। এবে শুন কৃষ্ণ কথা করিব প্রচার॥ শুকদেব সম্বোধিয়া পাণ্ডুবংশধরে। কহিলেন শুন রাজ। একান্ত অন্তরে॥ পূর্বের যে বিপুল বংশ করিমু কীর্ত্তন। কত শত বৰ্ণিলাম ভাগবতগণ॥ এ হেন পবিত্র বংশে সেই ভাগ্যবান। জন্মিয়া ছিলেন কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্যাবান॥ অপূর্ব্ব চরিত্তে তার মুগ্ধ ত্রিভুবন। করিলেন পিতা তাহে ত্রন্মে আরোপণ॥ মান্ব রূপেতে কুষ্ণ সংসারে বিহরে। ব্রহ্ম লীলা পিতা ব্যাস দেন তত্বপরে॥ অপূর্ব্ব চরিত্র তাঁর করিলে শ্রবণ। ব্ৰহ্মতত্ত্ব নিমিষেতে বুঝে ভক্তগণ॥ যেই বংশে যেই ভাব সেই কৃষ্ণধন। জিশায়া পবিত্র কৈল এ তিন ভূবন॥ যাঁহার চরিত্র পূর্ণ যতেক পুরাণ। যাহার চরিত্রে ব্রহ্ম হন বিভামান।

সেই ভগবান কথা ওছে ব্লাজ্যেশ্বর। শ্রেবণ করিলে শাস্ত পাইবে বিস্তর॥ পর্বেতে ক'রেছি রাজা প্রকাশ নিশ্চয় ব্রহ্মার মানদে জন্ম মর্নীচির হয়॥ গরীচির পুত্র হন কশ্যপ হুজন। কশ্যপের বিবস্থান পুত্র মহাজন॥ বিবস্থান হৈতে হয় সংসার বিস্তার। শ্রাদ্ধদেব নামে পুত্র খ্যাত চরাচর॥ প্রাদ্ধদেব নিজ তেজে আর জ্ঞানবলে। সমাজে বাঁধিলা জীব মন্বন্তর কালে॥ বিবস্থান মহাতেজে জন্ম তাঁর হয়। এই হেতু বৈবস্বত নাম তাঁরে কয়॥ জ্ঞানবলে মশ্বস্তরে হৈল অধীশ্বর। বৈবস্বত মন্মু হন সেই নুপবর॥ বশিষ্ঠের যত্নে আর যভের বিধানে। পুক্র কন্সা রূপ হয় একই সন্তানে॥ পুক্র ভাব পায় যবে রাজার নন্দন। হুত্যুত্র তাঁহার নাম কহে সর্বজন॥ ক্সারূপে ইলা নাম তাঁহার প্রকাশ। পূর্বেতে দিয়াছি রাজা ইহার আভাস॥ মুগয়া কালেতে সেই স্থত্যন্ত্র তনয়। মহেশের শাপে যবে ইলারূপী হয়॥ সেইকালে মুগ্ধ হ'রে চল্রের কুমার। মনোহ্নখে ইলা সহ করিলা বিহার॥ উভয় সংযোগে হয় গর্ভের সঞ্চার। পুরুরবা:নামে তাহে জন্মিল কুমার॥ ম্বত্যাম্বের বীর্য্যে যেই জন্মিল নন্দন। সুৰ্য্যবংশ নামে পূৰ্ণ তাহে ত্ৰিভুবন॥ ইলার গর্ভেতে যেই *স্থ*সন্তান হয়। চক্রবংশ নামে তাঁর গ্যাতি বিশ্বময়॥ এ হেন পৰিত্ৰ বংশে কুষ্ণ মহামতি। ভগবাৰ রূপে জন্মে স্থপবিত্র অতি॥ পুরুরবা ঊর্ববশীরে করি পরিণয়। উৎপাদন করিলেন সাগু পূক্রচয়॥

তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র আয়ু নাম যার। স্থপবিত্র মহামতি ধর্ম্মের আকার॥ নহুষ নামেতে তার প্রধান নন্দন। মহামতি ভয় পুত্র তাহে জন্ম লন। ছয় জন ছয় ভাবে হয় সাধুজন। সবার পবিত্র ভাব চরিত্র কীর্ত্তন ॥ যযাতি নামেতে তাঁর দ্বিতীয় তনয়। প্রবল প্রতাপী রাজা অতি মহাশয়॥ তুই পত্নী তার ছিল অতি শুদ্ধমতি। দেবযানী ও শর্ন্মিষ্ঠা পবিত্রা আকৃতি॥ দেব্যানীর গর্ভে ছুই শশ্মিষ্ঠার তিন। পাঁচ পূত্র যযাতির জ্ঞানেতে প্রবাণ॥ দেববানীর পুক্র বহু তুর্বস্থ রাজন। ক্রহ্ন অন্ধু-পুরু তিন শশ্মিষ্ঠা নন্দন॥ প্রধান সে যতু হৈতে যে বংশ প্রচার। ত্রিভুবন ব্যাপ্ত তাহা বিখ্যাত সংসার॥ যত্নবংশ মহাবংশ খ্যাত ত্রিভুবন। সেই বংশে জিন্মিলেন কৃষ্ণ নারায়ণ॥ যত্রবংশ ক্রমে ক্রমে হইল বিস্তার। অক্রুর নামেতে সাধু লন জন্মভার॥ তাঁহার পুজের হয় চিত্ররথ নাম। চিত্ররথ বহুপুত্রে পূর্ণ বিশ্বধাম॥ পুথু বিছুর্থ হয় সর্ব্ব গুণাকর। পুথু বংশে জন্ম পুক্র দেবক প্রবর ॥ দেবকের কন্সা হন দেবকী হুন্দরী। অতীব সান্ত্ৰিকী সতী সত্ত গুণধারী ॥ সেই সতী বহু পুণ্য করিলা নিশ্চয়। তাঁহার আখ্যান কথা সর্বজনে কয়॥ বিতুরণ নামে যেই রহে পুত্র আর। শিনি নামে পূত্র তার সর্ব্ব গুণাধার॥ দেবকীর নামে পুদ্র তার গুণবান। শূর নামে এক পুদ্র হন বিভাষান। তাহার পবিত্র তেক্সে পুদ্র বহুদেব। (पवकीरत विज्ञ देकन श्रका भिरु (पव ॥ সর্ব্ব সাধু গুণার্কা দেবকী হন্দরী।
গুণাধার বস্তদেব সংসারের তরী॥
উভয়ে ভাবিয়া দিবানিশি নারারণ।
লভিলা অপূর্ব্ব পুত্র গুণে অতুলন॥
জ্ঞানেতে প্রবীণ পুত্র সর্ব্ব স্থলকণ।
কৃষ্ণনাম মাত্রে পাপ হয় বিমোচন॥
নারায়ণে সেবি দেহে পায় নারায়ণ।
নিস্তারিল ক্রিছ্বন সে কৃষ্ণ নন্দন॥
অতীব পবিক্র কথা দশমে প্রকাশ।
শ্রবণে ক্ষণেক হয় কলুষ বিনাশ॥
অতএব মহারাজ হও স্থিরমতি।
একবার দাও মন হরিলীলা প্রতি॥
যতনে রচিলা পিতা ভাগবত বাণী।
শুনিলে পবিত্র হয় মহাপাপী প্রাণী।

এতেক শুনিয়া রাজা হইল বিশ্বিত।
হরি-প্রেমে আশাদিয়া রহিল চিন্তিত॥
এতেক বর্ণিয়া পূত হইলেন স্থির।
বিশ্বিত হ'লেন শুনি শৌনকাদি ধীর॥
কুমার নগরবাসী শ্রীচণ্ডীচরণ।
কালিদাস পূক্র তাঁর জানে সর্ববজন॥
জন্মিল তাঁহার বংশে উমেশ-কুমার।
জন্মিল এ দাস তবে ঔরসে তাঁহার॥
ভক্তগণ করে সবে হরি সংকীর্তন।
কৃষ্ণ জন্মে নবমের কথা সমাপন॥
নররূপী বিষ্ণুরূপী হুই.কৃষ্ণ হয়।
আধার আধেয় ভাব পুরাণেতে কয়॥
ভক্তিভাবে শ্বর সেই দেব নারায়ণ।
তিনি বিনা ভবমাঝে কে করে রকণ॥

हेकि मानवद्भेश क्रक क्याक्श नमार्थ ।

मनजन्म मजारा



## প্ৰীমদ্ভাগৰত

## **西部区区**和

-o;#;o----

## নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততে। জয়মুদীরয়েৎ॥

অথ ব্রহ্মার বচনে ভগবানের আবির্ভাব কথা। সূত কন সম্বোধিয়া শৌনকাদিগণে। ভগবান লীলা কথা শুন সাধুজনে॥ নররূপী কৃষ্ণ জন্মকথা স্থনিশ্চয়। দিয়াছি আভাস তার পূর্বের পরিচয়॥ এবে তবে ব্রহ্মকথা শুন সর্বজন। ভবের ঔষধি ইহা করিলে ভাবণ॥ এক ব্রহ্ম ব্যাপ্য ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সার। নাহি তাঁর জ্ঞান চেন্টা শুদ্ধ নির্বিকার॥ সর্ব্বজীবে সম সেই চৈতন্ত পর্ম। সর্বব শক্তি সর্বব সত্ত তাঁহার ধরম। সচিত আনন্দ এই তিনটি স্বভাব। শক্তিসহ বিমিশ্রণে ব্রহ্মাণ্ড বৈভব॥ স্বভাব অতীত বস্তু হয় ব্ৰহ্ম ধন। স্বভাবৈতে গুণ শক্তি পরম রতন ॥ গুণ ও স্বভাব মিশ্র ঘটিত সংসার। তাহার অতীত ব্রহ্ম সবার আধার॥

গুণ ও স্বভাবে হয় এই বিশ্ব কাৰ্য্য। নানা শক্তি তাহাতেই প্রকাশিত ধার্য্য॥ শক্তি ও হভাবে ব্যাপ্তি যাহা হয় সার। ব্রকাণ্ড তাহার নাম খ্যাত ব্রিসংসার ॥ এ হেন মিলনে যেই সচেতন স্থিতি। পরামাত্মা নামে তারে কহেন স্তমতি॥ ক্রমে কার্য্য বশে তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ। যাহাতে প্রকাশ হয় ভোগের আভাস॥ ভোগ আশে জীবভাবে সেই আত্মা আদে। নানারপে নানালীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশে॥ ব্যষ্টিরে ব্রহ্মাণ্ড কায় তাহে কয় আত্মা। সমষ্টিরে জীব কহে সে ব্রহ্ম জীবারা॥ সমষ্টি ও,ব্যষ্টি ভাব স্বভাব ও গুণে ৷ একই ত্রক্ষের সত্বা নহে অক্সজনে॥ গুণ ও স্বভাব সূক্ষা কর্মে শক্তি হয়। এমতে সকল কাৰ্য্য স্বভাবে ঘটার॥ যদি ও ব্ৰক্ষের তেজ হতেছে স্বভাব। নিশ্চেষ্ট তাঁহার সন্ত্রা চেন্টার অভাব॥

আত্মা যথা দেহ মধ্যে আছেন বদিয়া। তাঁহার তেজেতে শক্তি বেড়ায় নাচিয়া॥ তদ্রপ সৎরূপী ব্রহ্ম তাঁহার স্বভাব। অভেদ থাকিয়া করে সদা চেষ্টা ভাব॥ সেইরূপ আত্মা আর জীবাত্মা সম্বন্ধ। কার্যাভেদে তুই নাম মুক্ত আর বন্ধ॥ শক্তিতে বাঁধিলে আত্মা জীবরূপী হয়। স্থপে ছঃখে প্রেমাধিক্য পাইতে নিশ্চয়। কেমন আত্মার সহ জীবের সম্বন্ধ। ন্ত্ৰংখ হ্ৰংখে সেই প্ৰেমে হয় কিবা বন্ধ। বেদের প্রমাণ এই বুঝিবার তরে। আত্মা ও জীবাত্মা লীলা ব্রজের ভিতরে॥ ত্বখ দুঃখ সম জীব আত্মাতে আনন্দ। আজ্ঞা পরিণামে লভে ত্রক্ষের সম্বন্ধ।। প্রাকৃতিক এই লীলা ঘটাবার তরে। বন্ধেরে করিতে মুক্ত শাস্ত্রের বিচারে॥ আত্মা সহ হুজীবের কি সম্বন্ধ হয়। কুজীবের কোন ভাব প্রমাণ নিশ্চয়॥ এ হেন সম্বন্ধ ব্যাস বিচার করিয়া। প্রকাশেন দিব্যপ্রেম দশমে লিথিয়া॥ দর্শনের দৃশ্য প্রেম বেদের মীমাংসা। রূপকেতে আত্ম লীলা প্রচারের আশা॥ কৃষ্ণ ব্রহ্মরূপী আত্মা পালন স্বভাব। জাঁবের আশ্রয় তিনি মীমাংসার ভাব॥ কেমনে সকল জীবে সেই কৃষ্ণ পায়। কেমনে এক্রিক আত্ম সংসার পালয়॥ এ হেন সম্বন্ধ শুন যত গাষিগা। শুনিলে হইবে মুক্ত সংসার বন্ধন॥ শুকদেব কছিলেন শুন নররায়। পরমাজা লীলা শুন ত্যজিয়া মারার 🛭 রাজ। কন সবিস্মায়ে শুন মহামুনি। অমৃত সমান লীলা যতবার শুনি॥ অপূর্ব্ব বিশায় এক আমার উদয়। শুন শুন সেই ভাব ঋষি মহাশয় ॥

অকর্ত্র। অক্রিয় অজ নিশ্মল যে জন। কেমনে তাঁহার ঘটে প্রকৃতি যোজন। কেমনে জীবের সম এফা পরাৎপর। মানবের সম ধর্ম সংসার ভিতর ॥ ধক্য সেই যত্নবংশ যাহে নারায়ণ। আবিভূতি হইলেন রক্ষার কারণ॥ আর এক কথা ঋষি কর অবগতি। নররূপী কৃষ্ণবংশ প্রকাশ জনতি॥ ব্যাদের চাতুর্য্য বলে পূরণ চন্দ্রম।। উদিয়া অমৃত সিঞ্চে অতি অনুপ্রমা॥ কহ ঋষি কৃষ্ণ কথা করিব শ্রবণ। যাহার শ্রবণে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিমোচন ॥ রাজার বিনয় শুনি শুক মহাশয়। কহিলেন যাহে ভক্তি কৃষ্ণ প্রতি হয়॥ অতি ভক্তি বলে তব আগ্ৰহ এতেক। পাইবে অমৃত রাজা ভাবিবে যতেক॥ গঙ্গা সম কৃষ্ণ কথা পতিত পাবনী। প্রশ্ন কর্ত্তা বক্তা শ্রোতা তিনের তারিণী II অতিশয় ভাগ্য মোর হইবে নিশ্চয়॥ कुष्णठक मन इत्त इट्टल छेनग्र॥ এত বলি হরি স্মরি শুক মহামতি। কহিলেন শুন রাজ। শ্রীকৃষ্ণ-ভারতী॥ দৈত্য ভয়ে যবে মহী হন আকুলিত। অধর্ম্মের ভারে যবে হয়েন পীড়িত॥ সেই কালে জীব মাতা ধরণী স্থন্দরী। গাভীরূপী হ'য়ে যান ব্রহ্মার নগরী॥ একেত কামিনী বেশ চক্ষে ঝরে নীর। পাপ ভয়ে সকম্পিত সতত শরীর॥ দীনা কীণা ভাবে মহা ব্রহ্মলোকে গিয়া। কমল আসনে কন পদে প্রণমিয়া॥ আমি দাসী তব নাথ তুমি সর্কেশ্বর। অতি দীন। হীনা আমি সান্ত্ৰিক অন্তর॥ অধর্ম্মের ভার প্রভু সহিতে না পারি। দৈত্যগণ লইয়াছে ধর্মেরে সংহারি॥

ধর্ম বিনা সাধু প্রজা করে হাহাকার। কেমনে তাহাতে প্রাণ জীয়ায় আমার॥ সাধুজন পার নাথ আমার প্রকাশ। অসাধু সংযোগে পাই বড়ই তরাস ॥ অতএব কর নাথ উপায় বিধান। যাতে আমি কথী হই রহে ধর্মমান॥ প্রজাজন যাহে পূজে তোমার চরণ। জ্ঞান ভক্তি প্ৰেম যাহে হইবে মোচন॥ কর নাথ সে উপায় হইয়া সম্বর। সহিতে না পারি আমি অধর্মে কাতর॥ এতেক বচনে ব্রহ্মা হইয়া কাতর। দেবগণ সহ যান ক্ষীরোদ সাগর॥ कीरवारमञ्जू भारत हिंद्र जनस भग्रत । নিজ্জির নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকেন আপনে। নাগ-বধূ করে সেবা ঘুমে অচেতন। কাহাতে আসক্ত তিনি নহেন কখন॥ শত শত চক্র সূর্য্য তাঁহাতে উদয়। কোটী বিশ্ব ক্ষণে যার ইচ্ছাতে স্বজয়॥ সেই হরি সনাতনে জানাবার তরে। ব্ৰহ্মা মহী দেবতাদি সংকীৰ্ত্তন করে॥ হে হরি ব্রহ্মাণ্ড সামী হও জাগরিত। স্ষ্টি অধিকারী ভূমি হও হে বিদিত।। অন্তর্য্যামী ভূমি নাথ করহ উপায়। व्यक्तर्यत्र ज्रा वृति निकरि धन्य ॥ এতেক বচন শুনি তবে নারায়ণ। মেলিয়া দেখেন নিজ কমল নয়ন॥ আশীর্কাদ করি সবে দিলেন উত্তর। কি ভয় সকলে হও নির্ভয় অন্তর॥ আমি যার অন্তর্য্যামী কোথা তার ভয়। অধর্ম করিব নাশ কহিছু নিশ্চয়॥ দৈত্যগণ নাশি ধর্মা করিব প্রচার। করিব যাহাতে শান্তি হয় ত্রিসংমার॥ সূর্য্যের উদয়ে যথা তমোময় নাশে। অধর্ম হইবে নাশ আমার প্রকাশে॥

অতএব শুন ব্রহ্মা আমার বচন। যেমতে করিব আমি ভূভার হরণ॥ ভক্ত মম বহুদেব যতুকুলে হয়। কংস কারাগারে বন্ধ সে জন নিশ্চয়॥ দেবকী সান্তিকী নারী পতিব্রতা অতি। আবিৰ্ভাব হব তাহে কহিত্ব স্থমতি। সম্ভগ্রণে বস্তুদেব নারী সত্যপর। সম্ভণ্ডণে সর্ববজীবে আমার গোচর॥ সত্ত্বের উদয়ে ধর্ম হইবে প্রকাশ। অধার্মিক দৈত্যগণে করিবে বিনাশ। আমার আশ্রয় হন দেব সক্ষর্যণ। মম মায়া ভুলাইতে পারে সর্বজন॥ দেবকী রোহিণী নামে ছুই শুদ্ধানারী। মথুরায় জ্যেষ্ঠা রয় শেষ ব্রজপুরী॥ মায়া গিয়া দেবকীর হইতে অস্তর। সঙ্কর্ষণে ল'য়ে যাক রোহিণী ভিতর॥ मक्स् वाक्स् (मयकी इट्रेंट । আবিৰ্ভাব হ'য়ে যাবে ব্ৰজেন্দ্ৰ পুরীতে॥ দেবদেবীগণ যথা হবে নর নারী। গোপ নামে নর নারী গোপের ঝিয়ারী ৷ সবার সহিত আমি বিশ্ব ব্রজপুরে। করিব অন্তত লীলা প্রেমের মধুরে ॥ সংসারী হইয়া আমি মায়া আস্বাদন। করিব স্বহস্তে মুক্ত যত ভক্তগণ॥ ধর্ম্মের প্রচার করি দৈত্য করি নাশ। বিনাশিব ধরণীর স্থমহান ত্রাস ॥ অতএব সবে মিলি কর অয়োজন। কুঞ্চরূপে যাব আমি ভুলাতে ভুবন ॥ এতেক শুনিয়া মহী আর দেবগণ। গেলেন করিতে সিদ্ধ হরি প্রয়োজন॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। নারায়ণ আবির্ভাব কথা স্থবিস্তার ॥ ইভি কুঞাবিভাব সমাপ্ত।

खर्थ (एवकीत गर्ड छगवात्मत बाविडीवं क्या। শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত। কুষ্ণ অবতার কথা অতি স্থলালিত॥ কংসের ভগিনী হন দেবকা সুন্দরী। ধক্তা হন সে কামিনী বহুদেবে বরি॥ অপরপ রূপ যার না হয় তুলন। শুদ্ধ সৰগুণ বলি শ্ৰুতিতে কীৰ্ত্তন ॥ সেই হেন বহুদেবে কে বুঝিতে পারে। সর্বব গুণময় দেব যাদব আগারে॥ লোকে জানে নররূপী কভু নর নয়। বাঁহার আশ্রে হরি দেহধারী হয়॥ সান্তিকী শক্তিতে গড়া দেবকী সুন্দরী। স্বার জননী যাহে জ্মিলেন হরি॥ দোহার মাহাত্ম্য কথা কে বণিতে পারে। কীর্ত্তনে অনস্ত দেব আপনিই হারে॥ শুভক্ষণে শুভদিনে কংস নরপতি। বহুদেব করে দেন দেবকী স্থমতি॥ বিদায়ের কালে কংস মাস্ত করিবারে। সারপি হইয়া যান মহা রথোপরে॥ কত শত বাহা বাজে নৃত্য গীত কত। হয় হস্তী সাধুজন যায় শত শত॥ স্বর্গেতে তুল্দুভি বাজে উভয় মিলনে। দেবগণ ছফ্টা হন পুষ্প বরিষণে॥ **এইরূপে কোলাহলে** যায় কিছুক। দৈবের নির্ববন্ধ তথা হয় প্রকাশন। হইল আকাশ বাণী অতি উচ্চতর । শুনে বস্তুদেব কংস সেই রুখোপর ॥ ভীম রবে কছে বাণী শুন ভোঙ্গপতি। মঙ্গল নাহিক তোমা কহিছু সম্প্রতি॥ এই যে ভগিনী তব দেবকী ইম্পরী। দেবের আরাধ্য ইনি পূজা করে হরি॥ শুদ্ধ সভ্তময় হয় বস্তুদেব বীর। উভয়ে জন্মিবে হরি করিলান স্থির।।

वीक यंथा कानवर्ग जनाय अक्त। আশ্রয় পাইলে হরি না রহেন দূর॥ দৈত্য অংশে জন্ম তোমা তুমি চুইজন। ভোমারে বধিতে হরি লবেন জনম। দেবকী অক্টম গর্ভে হইবে তনয়। নারারণরূপী সেই কছিত্ব নিশ্চয়॥ দেখিতে হইবে নর কিন্তু নারায়ণ। মিখ্যা দৈহে যথা আত্মা থাকৈন চেতন। সেই পুক্র তোমা জনে করিয়া নিধন। নাশিবে ধরার ভার অধর্ম ঘটন। এত বলি শৃষ্ঠবাণী শৃষ্ঠেতে মিশাল। বস্তদেব সহ কংস বিস্মিত হইল॥ , অজ্ঞানেতে মন্ত কংস রিপু অধিপতি। বাছবলে অবছেলে নাশি ধর্মগতি॥ তপ পূজা করি নাশ করে যথাচার। পিতারে ভাণ্ডিয়া নিজে লন রাজ্যভার॥ ভ্রাতা জ্ঞাতি সাধুজন করিয়া পীড়ন। সদত নিরত তার অধর্মেতে মন ॥ সহস্র সছত্র সঙ্গী সংহতি করিয়া। ধরাতে অধর্ম ব্যাপি বিহরে হাসিয়া॥ শিরোমণি বধে বধ হয় সর্বজন। এই হৈছু কংস বধ শান্তের লিখন॥ অতীব পাপিষ্ঠ সেই ধরার পীড়ক। দেব নয়ে সেইজন যন্ত্রণাদায়ক ॥ দেব নরে সদা ব্যস্ত দৈত্যগণ ভয়ে। ঈশ্বরে সকলে ডাকে স্থপীড়িত হ'য়ে॥ ভক্তেন্র উদ্ধার লাগি প্রভু নারায়ণ। সেই হেড় নরদেহ করেন ধারণ। নাশিবৈন দৈত্যকুল আপন মায়ায়। থাকিবে ধর্মের মান হেন বাসনায়॥ আশাতে জীবন যার পূর্ণ কামনাতে। সে কি আপনার পারে জীবন ত্যজিতে॥ জীবনের আশে কংস উন্মন্ত হইয়া। ভাবিতে লাগিল রথ পথে থামাইয়া॥

অবশেষে করে স্থির আপনার মনে। ঘচিবে সকল ভয় ভগিনী নিধনে॥ ভগিনীর গর্ভ হৈতে জিমাবে তন্য। সেই জন মোরে বধ করিবে নিশ্চয়॥ অভএব ভগ্নী বধ করিয়া এখন। জুড়াই মনের জ্বালা রাখিতে জীবন॥ এত ভাবি সেই চুফ্ট কামনায় মাতি। ধরিয়া ভগ্নীর কেশ রথে মারি লাখি॥ অবলা কামিনী একে নব পরিণয়। লজ্জায় হইয়া স্লান পতিপাশে রয়॥ সেই কালে ছফ্ট কংস ধরে তাঁর কেশ। হস্তীর শুণ্ডেতে যেন পদ্মিনী আবেশ। কেশে ধরি কহে কংস কড়মড়ি দস্ত। তোর পুদ্র জিম মোরে করিবেক অন্ত॥ অতএব যার ফলে আছে বিধ-ভয়। সমূলে বিনাশ রুক্ষ উচিত নিশ্চয়॥ এত বলি কোথা হ'তে ধরি অসি করে। উন্তত হয়েন ভগ্নী বধিবার তরে॥ ছেনকালে বস্তদেব কংসেরে ধরিয়া। কহিতে লাগিল তারে বিনয় করিয়া॥ নরপতি ভূমি হও করিছ পালন। নারী বধে পাপ ভাগী হও কি কারণ॥ দেবকীর পুক্রে তব আছে মুহ্যুভয়। জন্মিলেই পুত্র বধ করিও নিশ্চর॥ এতেক বচনে বুঝি তবে কংস বীর। বস্তুদেব কথা সতে হইলেন স্থির॥ সকলে কুশলে যান নিজ নিজ ঘর। অতঃপর কি ঘটিল শুন নরবর॥ (मवकी (ब्राहिनी छूट वञ्चरमव नाती। রূপে গুণে উভয়েই অভেদ বিচারি॥ নন্দ উপানন্দ আদি যত ব্ৰজপতি। বত্নদেব সহ রহে হ'য়ে একমতি॥ কংসের শীড়নে সাধু হ'রে সশক্ষিত। ব্ৰক্তে গিয়া কিছুদিন করিলেন গত॥

द्यमि यर्गान। इन नरम्त्र गृहिनी। সাকাৎ সাবিত্রী সমা বক্ত সীমস্তিনী॥ তাহার আখ্রায়ে হরি ভক্ত তরিবারে। আবির্ভাব হইলেন পূর্বব কথা ভরে॥ (रथा উপযুক্ত काला (नवकी जन्मती। শ্ৰীসমা স্থগোভিতাহন গৰ্ভ ধরি॥ প্রতি গর্ভে যেই তাঁর জনমে তনয়। কংসেরে প্রদানে বস্তুদেব মহাশয়॥ করুণা না করি কংস ধরিয়া সন্তান। পিতার সমক্ষে বধে আছাডিয়া প্রাণ॥ প্রাণ কাঁদে মন কাঁদে না দেখি উপায়। পিতা মাত। নারায়ণে ডাকিয়া জানায়॥ এইরূপে ছয় পুত্রে কংস বধ করি। অষ্টমের অপেকার রাখিল প্রহরী॥ অশনে বদনে কিছু হুখ নাহি পায়। অফ্টমে জন্মিবে বিষ্ণু সদা ভাবে তার॥ হেনকালে দেবখাষি নারদ হুজন। কহিলা অউমে জিমাবেক নারারণ॥ শুনিয়া ঋষির বাণী কংদ অচেতন। ভাবিল এথনি বৃঝি হারাই জীবন ॥ বহুদেবে আর নাহি করিবা বিখাস। উভয়ে আনিল ধরি ডাকি নিজবাস॥ রে।হিশী রহিল এক। নন্দের ভবনে। युथज्ञ प्रशी यथ। मङ्ग नयुरन ॥ উভয়ে ধরিয়া আনি আপন আগারে। শৃষ্যলে বাঁধিয়া রাখে উভে কারাগারে॥ श्रद्धी श्रद्धा तक शांक निवाताि । সচঞ্চল রহে কংস প্রাণ ভয়ে অতি॥ ্যশোষা ক্লোহিণী আর দেবকী অন্তরে। একেবারে নারায়ণ শুভদৃষ্টি করে॥ সর্ব্বাত্যে অনস্তদেব নাম সঙ্কর্ষণ॥ শুভক্ষণে রোহিণীতে লইল জনম। 'অপূর্ব্ব এ কথা রাজা করহ ভাবণ। যেমতে পাইল প্রভু নাম সকর্ষণ॥

সহস্র মন্তকধারী অনস্ত মহান্। হরির আশ্রয় মাত্র বেদের প্রমাণ॥ অগ্রে তিনি না আসিলে হইয়া আশ্রয়। কেমনে বিষ্ণুর জন্ম এ সংসারে হয়॥ ইহা ভাবি সে অনন্ত দেবকী উদরে। প্রবেশে সপ্তম গর্ভে নর কলেবরে॥ আত্মরূপী ভগবান জুশ্মিবার কালে। উপস্থিত হৈল গিয়ে শুদ্ধ মায়াক্লালে॥ তখন মায়ারে ডাকি প্রভু নারায়ণ। কহিলেন শুন বংসে! আমার বচন॥ গিয়া তুমি শীঘ্র করি পাত মায়াজাল। কেহ যেন নাহি বুঝে আবির্ভাব কাল। আমার আশ্রয় হন অনন্ত স্কলন। দেবকীর গর্ভে তাঁরে করেছি প্রেরণ ॥ আকর্ষণ করি তাঁরে অতি যত্ন ভরে। প্রবিষ্ট করাও গিয়া রোহিণী উদরে॥ অতীব ছঃখিনী সেই ডাকে বারস্বার। কোথা আছ হুষীকেশ রাথ এইবার॥ সেই তুঃথ হবে নাশ আমার কুপায়। তুমি গিয়া আবিভূত হও যশোদায়॥ তোসার মায়াতে সবে হবে বিকল্পিত। স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য ত্ৰিভুবন হইবে কম্পিত। সেইকালে দেবকীরে দিব দরশন। ভাঁহার মনের তুঃখ কর নিবারণ॥ বিশুদ্ধ যান্ত্ৰিকী শক্তি ক্ৰন্সনে আকুল। नग्रत्नत्र नीत वरह ननी कल-कृल ॥ অনিদ্রায় অনাহারে ডাকে বারস্থার। দেখা দাও দীননাথ দীনে একবার॥ কাতরতা তাঁহাদের যত পড়ে মনে। व्यक्ति क्रमय यय हर करन करने॥ পাষণ্ড তুরন্ত কংস বিষয়েতে মাতি। সত্ত্ত্তে কারাগারে রাখে দিরারাতি॥ শৃঙালে আবদ্ধ অঙ্গ বুকেতে পাধাণ। মুমুর্দেখিয়া তার নাহি কাঁপে প্রাণ #

অন্নজন ত্যজি তবে দেবকী ফুল্মরী। वांत्रचात्र वरल (मथा मां अ मीरन इस्ति॥ কেমনে থাকিব মায়া আর লুকাইয়া। ভক্তের ক্রন্দনে দগ্ধ দেখ মম হিয়া॥ অতএব মহাশক্তি যাওগো সংসারে। মায়াজালে হুমোহিত কর স্বাক্ষারে॥ ছুক্টেরে নাশিব দেখ করিব শাসন। করিব ধর্ম্মের রক্ষা ভক্তের পালম। পালন আমার কার্য্য জান ভূমি সতী। .বিলম্ব না কর তুমি যাও শীঘ্রগতি॥ শুনিয়া বিষ্ণুর বাণী তবে মাগ্রাবতী। আইলেন পৃথিবীতে অতি শীঘ্ৰগতি॥ দেখিলেন দেবকীতে অনম্ভ উদয়। অদীস অনস্ত বল হরির আশ্রয়॥ দেখিলেন রোহিণীরে বিরহে আকুল। প্রেমে হাসে কাঁদে আর কহে কত ভুল॥ সদা মুখে বলে কোথা আছ নারায়ণ। একবার এ দাসীরে দাও দরশন॥ দেখিলেন যশোদারে ভক্তির আধার। তৃণ কীট বৃক্ষাদিতে স্লেহ ব্যবহার॥ মুখে বলে হরি হরি করহ উপায়। কংসের তেজেতে বুঝি ধর্মতেজ যায়॥ এই সব ভাব দেখি তবে মাগ্ৰা ধনী। অনস্তে দেবকী হৈতে লন আকৰ্ষণি॥ আকর্ষিয়া দেন তারে রোহিণী উদরে। বিশ্মিত রোহিণী করি সে রূপ গোচরে॥ সহস্র মন্তক যাঁর সহস্র আনন। সহত্রেক কর বাঁর সহস্র চরণ॥ অনস্ত ভ্রহ্মাণ্ড যাঁর বিরাজ অন্তরে। সূক্ষরপে সেই প্রভূ রোহিণী উদরে॥ প্রেমানক্ষে ময় সতী মুখে বলে হরি। অনম্ভ অভয় দেন ছংখ দূর করি॥ রোহিণী সৌভাগ্য কথা করিমু বর্ণন। আকর্ষণে জন্ম বলি-নাম সন্ধর্ষণ 🛭

**(इशा वक्रामिव कारम बारम नातायन)**। আর কেন কন্ট দাও দেখাও চরণ। कि भन्नीका जिय वल जीनवज् रुद्रि। বলি দিফু ছয় পুত্র তোমা আশা করি॥ নাহি হুথ নাহি শাস্তি কারাতে বন্ধন। নিদ্রা ভূষণ হারা নাহি ডাকে ঘন ঘন ॥ কি জন্ম বিলম্ব নাথ কর দয়াময়। তব নামে প্রাণ দিমু কহিমু নিশ্চয়॥ शायान व्यावस कारन (मवकी क्रमन्त्री । · কি পাপ ক'রেছি তব শ্রীচরণে হরি॥ গর্ভেতে ধরিত্ব পুত্র পাইত্ব বেদন। .. প্রসব করিয়া মুখ না করি চুম্বন ॥ তোমা লাগি বলি দিক কংসাম্বর করে। রাখিতে ধর্মের মান প্রেমবেগ ভরে॥ কত ছঃখ ভোগ করি কি না জান হরি। অন্তর্য্যামি ভূমি নাথ বিশ্বের ভিতরি॥ আর নাহি সহ হয় ত্যজিব জীবন। কলক্ক তোমার নামে করিব অর্পণ ॥ শুনিয়াছি লোকে তোমা বলে দয়াময়। ভক্তে হুঃখ দিলে নাথ সে কীৰ্ত্তি কি রয়॥ সাধুজনে ধর্ম ভয়ে গহন কাননে। পর্বত গহবরে গিয়া ডাকে তোমা ধনে॥ বলে নাথ কোথা আছ দয়াময় হরি। অধর্ম অনলে আজি দবে পুড়ে মরি॥ তব কীর্ত্তি এ ভূবনে গার ধর্মমতি। সে ধর্ম হইল নাশ দেখ ধর্মপতি॥ ধর্ম রক্ষা হেড় নাথ হও আবির্ভাব। অধর্ম পরাস্ত হোক ধর্মের প্রভাব ॥ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার কছু নাহি রয়। এমন ধর্মের মান রাথ দ্যাময়॥ ভক্তের ক্রন্দন শব্দে পূরিল ভূবন। সে শব্দ হইল ঝড় প্রবল পবন ॥ নদ নদী সেই শব্দে বহে স্রোভভরে। বন উপবনে শব্দ প্রতিধ্বনি করে 💵 🗆

কোথা হরি রাখ হরি শুনি গরজন। মেঘদহ অস্থুপতি করেন রোদন॥ দেবতা গন্ধর্ব আসি করে হাহাকার। ধর্মা রাখ ধর্মা রাখ শব্দ বারন্ধার ॥ व्यक्ते कुलाइन काॅंट्रि (यिनियी मध्य । সূৰ্য্যসহ এহ কাপে শুনি সে নিঃস্বন ॥ সমুদ্রের জল কাঁপে সহিত প্রন। ভীষণা তামদী আসি খেরিল ভুবন॥ হাহাকার রবে যেন উঠিল প্রলয়। ইহা দেখি অধর্মের মনে ভয় হয়॥ বিড়ম্বনা দেখি কংস কাঁপে ঘন ঘন। বুঝিলা এবার হরি আসিবে ভূবন॥ ঐশর্য্যে স্বরুগে ভুঞ্জে ধন অধিকারী। অধর্মেতে নিজ গৃহে ভয়েতে ভিখারী॥ কাঁপিতে কাঁপিতে কংস করিল মনন। কারাগারে দেবকীরে করিতে বন্ধন॥ ল'য়ে বহু সঙ্গী কিন্তু ভয়ে সকম্পিত। কারাগৃহে প্রবেশিল হইয়া চিস্তিত॥ দেখিল দেবকী বহুদেব মহাজন। মৃতপ্রার বিলুষ্টিত ভূমে অচেতন ॥ বাহজান কিছু নাই কম্পিত রসন। তুক্ট ক্ক হয় ভাবি নিকট মরণ॥ প্রেমভরে বাহুশৃষ্ঠ মুখে বলে হরি। ইহা তুষ্ট না বুঝিল মনে যুক্তি করি॥ কতক্ষণে দেখে চুক্ট অপূর্ব্ব কারণ। বহুদেব দেবকীতে জ্যোতির লক্ষণ॥ অপূর্ব্ব এ ভাব হেরি ভাবে মনে মনে। অঙ্গজ্যোতি কোখা হয় মৃত প্রায় জনে॥ দেখিতে মুমুর্যু বটে অঙ্গ জ্যোতিশ্বয়। পাষাণে পেষিত বটে মুখ হাস্তময়॥ আঁখি নিমীলিত বটে যেন ধ্যানপর। नियान द्वयुष्ट वटडे नमाधि द्वन्तत ॥ হস্তপদ বন্ধ বটে নাহি বাছজান। অন্তরে ক্লাগ্রত যেন রোমাঞ্চ বিধান॥

এই ভাব দেখি কংদ মহাভয় করি। রাখিল চৌদিকে তাঁর বিবিধ প্রহরী॥ কেহ অসি কেহ শূল কেহ ধনু তীর। কেহ বিষ পাত্র হস্তে ভিতর বাহির॥ এইমতে সবে রাখি বলে কংসরায়। সম্ভান জিমালে তারে বধ যে উপায়॥ এত বলি তুষ্ট কংস নিজ গুছে যায়। আরতা মেদিনী ছেথা হইল মায়ায়॥ হাহাকার শব্দ শুনি তবে নারায়ণ। ইচ্ছিলেন দেবকীতে নিজ প্রকাশন॥ আনন্দে হাসিল স্বৰ্গ পুষ্প বরিষণ। মেঘ হাসে একাধারে করিয়া গর্জন॥ একাধারে শশী হাসে ল'য়ে কুমুদিনী। সাগর সলিল হাসে বেডিয়া মেদিনী॥ সাধুজনে মেঘ চক্র একত্র দেখিয়া। ভাবিল অন্তত কাল ঘেরিল আদিয়া॥ সেইকালে ভগবান ধর্ম রাখিবারে। প্রবিউ হ'লেন আসি এ বিশ্ব সংসারে ॥ চতুর্জ মূর্ত্তি ধরি প্রভু নারায়ণ। वञ्चरमव रमवकीरत मिना मुभत्रन ॥ না কাঁদ না কাঁদ ভক্ত দেখ ধ্যান ভরে। আসিয়াছি হরি আমি তোমাদের তরে॥ বিশ্ব স্বামী আমি হই সকলি আমার। ভক্তের ক্রন্দনে মম স্থির থাকা ভার॥ ভক্ত মম পুত্ৰ কলা জনক জননী। ভক্তের ত্বংখেতে হই মণিহারা ফণী॥ সৰ্ব্য কাৰ্য্য ত্যজি আমি হইন্ত প্ৰকাশ। বহুদেব দেবকীর পূরাইতে আশ। অমৃত দিঞ্জিয়া হরি নাশিয়া বিশায়। চতুর্ভু রূপে হরি হ'লেন উদয়॥ উপেন্দ্র রচিল গীত শ্রীহরি উদয়। ভক্তি পায় ইহা শুনি মানবে নিশ্চর 🛭 ইতি এইরির আবিভাব কথা সমাপ্ত।

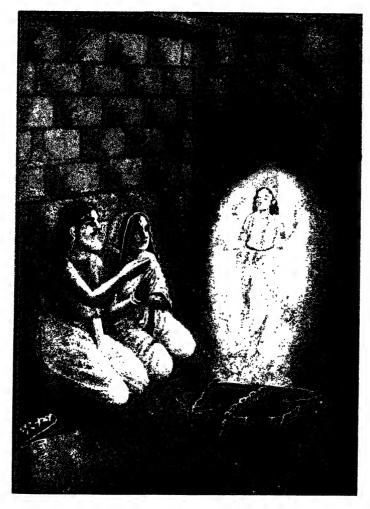
শুকদেব কন শুন রাজ। পরীক্ষিত। কৃষ্ণ জন্ম কথা শুনি হও শুদ্ধচিত॥ धान वज्रमब भार मिवकी सम्मरी। দেখিলেন চতুত্ব নারায়ণ হরি॥ কিবা অপরূপ রূপ না হয় তুলন। নীলকান্ত চন্দ্ৰকান্ত একত্ৰ মিলন ॥ কুষ্ণ প্রেমে যার প্রাণ এতই ব্যাকুল। সংসার সন্তান সব হইয়াছে ভুল॥ সেই ধন আজি দেখি আপন অস্তরে। আনন্দে নিষ্পন্দ উভে স্থির কলেবরে॥ ইচ্ছা করে চক্ষু মেলি হেরে ভাল ক'রে। প্রেমবশে আঁথিপত্র খুলিতে না পারে॥ কতক্ষণে হরি উভে হইয়া সদয়। কহিল বাহিরে দেখ আগারে নিশ্চয়॥ এত বলি দ্যাম্য গোলোকের হরি। হিয়া হ'তে বার হন ভক্তে দয়া করি॥ বাছজান দিয়া কন শুন নর নারী। আদি অন্ত মধ্যে আমি গোলোক-বিহারী॥ অন্তরে যে দেখে মোরে সেই প্রিয়জন। বাছেতে দেখিলে পায় মম সন্মিলন ॥ অত এব বাছে দেখ মেলিয়া নয়ন। সংসারের ত্রংখ যত যাউক এখন॥ এত বলি উভে হরি দিলেন চেতন। চৈতন্ত জাগায়ে হৃদে লুপ্ত নারারণ॥ তাড়াতাড়ি খুঁ জিবারে করিল প্রয়াণ। টুটিল শিকল আর বক্ষের পাষাণ॥ ছব্লিতে যে প্রাণ মন ধায় একবার। শিকলি কি সাধ্য বাঁধে না পারে সংসার ম नि**छ পनाইल मृद्र जन**नी (यमन । অত্যস্তিক স্নেহভরে করেন গমন॥ তেমতি দেবকী উঠি আলুথালু কেশ। অঙ্গের বসন গ্রন্থি বিচলিত বেশ ॥

অথ নারায়ণের ক্লফরণে জন্ম কথা।

वर्ण (काथा यां इ इति मीन मग्रामग्र। প্রাণভরে দেখি ভোষা পারি যে সময়॥ হারানিধি হস্ত হ'তে হইলে পতন। थात्र वर्ष। कूफ़ावाटत क्यिकाती कन ॥ বহুদেব সেইক্সপে পাইয়া চেতন। উঠি বলে কোথা যাও প্রভু নারায়ণ ॥ উভয়ে দেখিল বাছে রূপ অভুনন। চতুৰ্বাছ খ্যামমূৰ্ত্তি গৰুড় বাহন॥ रेख ठख वायु चानि कतिए वन्नन। ব্ৰহ্ম। শিব নারদাদি ধ্যানেতে মগন ॥ व्याशनि व्याशिया लक्षी (शविद्रष्ट ठव्रन । ব্রহ্মাণী রুদ্রোণী করে চামর ব্যক্তন ॥ যোগীর হুদ্র রক্ত ধার্ম্মিকের ধন। শব্দ চক্র গদা পদ্ম করে হুশোভন॥ নীলকান্ত চক্রকান্ত মিলিত বরণ। কোটি শশী পদ্ম শোভে তুইটি চরণ ৷ পীতবাস শোভে য়েন গোধুলি কিরণ। বনমালা গলে দোলে কৌন্তুভ ভূষণ ॥ क्षेटिक ख्यां ७ मूद्र क्रम नरान । মনোহর শিরোপরি কিরীট শোভন 🛚 হেনরূপে উভে হেরি দেব নারায়ণ। वञ्चलव कांत्रक्षिनः विविध खवन ॥ ভূমি আদি ভূমি অস্ত ভূমি বিশ্বময়। তব কুপা বিনা তোমা কে করে নির্ণয় 🛚 আমি অতি হীনমতি কোন কৰ্মফলে। দেখিলাম তব হরি চরণ কমলে॥ পুত্ররূপে হুঃখ শান্তি করিলে আমার। পুত্ররূপী হ'লে নাণ ধরিয়া আকার 🛚 ভোমা লাগি একে একে ছয়টি ভনৱে। करम राष्ट्र विमान मियाहि जलात ॥ পুত্ৰভাবে আরাধিয়া পাই ভোষা ধন। হও নাখ পুত্ৰক্ষণী এই আকিকন 🛊 অতীব ছর্দান্ত স্থান এই কারাগার। রেখেছে প্রহরী কড কংস ছুরাচার ॥

দেশিলে ছোমারে সেই কংস ছুক্তমতি। করিবের অভ্যাচার কত ভোষা প্রতি॥ কেমনে: কেখিব মোরা তোমার বদন। তাহার উপায় নাঞ্করহ এখন 🖁 এত বলি মানমুখে হইয়া কাতর। করযোভে বহুদেব রহিল গোচর॥ (मवकी कहिल हति छन मग्रामग्र। দয়ার কি এই রীতি কছত নিশ্চয়॥ একেত অবলা জাতি নাহি বৃদ্ধি জ্ঞান। সর্বভাগী হ'য়ে ভোমা সঁপিয়াছি প্রাণ ॥ অনায়াদে বক্সাঘাত সহিবারে পারে। পুত্রশোক রমণীতে সহিবারে নারে 🛚 তোমা লাগি একে একে ছয়টি কুমার। পাষাণে ৰান্ধিয়া বুক দিন্তু উপহার॥ গৃহ ধন জ্যঞ্জি হৈন্দ্র কারাগার বাসী। কুধা ভূকা ভ্যক্তি মোরা আছি উপবাদী॥ পাইতে ভোষারে প্রভু রাবিয়াছি প্রাণ। এখনি করিব তাহা ঐচরণে দান। ভক্তৰাতী নাম তব হইবে প্ৰচার। কলক হইবে নামে জানিবে সংসার ॥ এত বলি কাঁদি সতী পড়িল চরণে। কহিলা তথন হরি মাতৃ সম্বোধনে॥ না কাঁদ না কাঁদ মাতা ছও সচেতন। কি ভাৰনা ভাৱ যার পুত্র নারারণ ॥ অনিতা সংসারে হয় পুত্র প্রিক্রন। হরি ফার পুত্র তার কিসের বন্ধন। সামাক্তত নও ভূমি জননী আমার। তিনবার মাতা পিতা উভরে আমার 🖁 সামস্ত্ৰৰ মছন্তৱে হুদেৰ হুমতি। মুত্ৰণ। নামেতে হন প্ৰেষ্ঠ প্ৰস্থাপতি ॥ প্ৰীয় নামে ভূমি হও ভোষদী ভাঁহার। উভয়ে করিতে মর সাসি বোগচার । বিষয় ঐশ্বর্ধ। ত্যক্তি ত্রন্মার আদেশে। পুত্র লাগি পূজ মোরে তপধীর বেশে 🛭





উদ্ধে দ্বিস্থ কাজে কং জন্ম. গুলুপুজ আয়ম্মক কেড স্থেন - ১ ৭৯০ পুর

সর্বব বরদাতা আমি হইয়া উদয়। কহিলাম কিবা চাও বল এ দময়॥ শ্যামরূপে হেরি মোরে কহিলে সে কালে। তব সম পুত্ৰ যেন পাই আমি কোলে॥ না চাহিলে প্রেমমূর্ত্তি স্নেহ মাত্র দাও। সেই হেতু পুত্ররূপে তবে মোরে পাও॥ মাধার বন্ধন তাহে না হয় মোচন। কিন্তু মোর দেবা কর হ'য়ে শুদ্ধ মন॥ এই হেতু তুষ্ট হ'য়ে দিকু আমি বর। তিনবার তোমাদের হইব কুমার॥ সেইকালে পৃথিগর্ভ নাম ছিল মোর। আমায় সেবিতে উত্তে হ'য়ে স্লেহে ভোর॥ দ্বিতীয় কশ্যপ নামে বহুদেব হন। অদিতি তোমার নাম হয় প্রকাশন॥ বামন হইয়া আমি জ্বিয়া তথন। বলিরে ছলিয়া হরিলাম ত্রিভুবন ॥ এইবার শেষ জন্ম হইল আমার। ভোমাদের মম দেখা শেষ এইবার॥ মায়াতে মাতিয়া মুগ্ধ নাহি হও আর। আমাতে সঁপিয়া চিত্ত হও শুদ্ধাচার॥ এই জন্ম এইবার করিতে মোচন। দেখা দিন্তু চতুর্ভু জরূপে এই কণ। চতুর্ববর্গ ফল দাতা আমি নারায়ণ। ভক্ত লাগি পুত্র ভৃত্য হই ইফীধন॥ ভূভার হরিতে আমি হই অবতার। টটিল যন্ত্রণা উভে কহিলাম সার॥ ধন্য উভে হইয়াছ জনক জননী। ব্রক্ষাণ্ডের পিতা আসি তোদের বাছনি॥ এতেক শুনিয়া কছে দেবকী সুন্দরী। ধশ্য করিয়াছ তুমি গোলোকের হরি॥ সম্বর সম্বর রূপ ধর নরবেশ। শিশুভাবে কোলে এদ যাক্ ছুঃথ লেশ ॥ আর এক কথা মম করহ ভাবণ। কেমনে পারিব তোমা করিতে রক্ষণ ॥

' এখনি আসিবে হরি কংস দুরাচার। নানামতে করিবেক তোমা অত্যাচার॥ नग्रत्नत्र मि कृषि कीवतनत्र धन। কেমনে তোমার কন্ট করিব দর্শন ॥ মার্তার এতেক বাণী করিয়া ভাবণ। कहिरलन धीरत धीरत औश्रभूमन ॥ ্ আমার আশ্রয়রূপী দেব সক্ষর্য। ব্রজেতে রোহিণী গর্ভে লয়েছে জনম। মহামায়া মম যেই মোহিবে ভূবন। যশোদার কন্সারূপে হইলা একণ ॥ মায়াবশে মুগ্ধ আজি হ'য়েছে ভুবন। রাখিতে ব্রক্তেতে মোরে করহ গমন॥ যশোদার কন্সা যেই মহামায়া হয়। তাহারে আনিয়া রাথ হেথায় নির্ভয়॥ পরে যাহা ঘটিবে উভে করিবে দর্শন। আজি হৈতে আরম্ভিন্ন ভূভার হরণ॥ সংসারে থাকিবে উভে মোরে দিয়া মন। অবছেলে অন্তিমেতে পাইবে মোচন॥ এত বলি হরি তবে হন শিশু বেশ। স্তচারু মোহন কান্তি স্তচিকণ কেশ। ত্বরা করি বহুদেব কংসে ভয় করি। শিশুরে লইয়া কোলে অতি স্বরাস্বরি॥ উভয়ে করিল শিশু হৃদয়ে স্থাপন। উভয়ে চুম্বিল মুথ জনম মতন॥ ছেথা মহামায়া হৈল ভুবনে প্রচার। গৰ্জ্জিল ভীষণ মেঘ আইল আঁধার॥ মুষলের ধারে পড়ে বরিষার ধার। বমুনা উজানে পড়ে বক্স বারন্থার॥ ছেনকালে বহুদেব পুক্তে কোলে করি। কাপিয়া সভীতে যান মূথে বলি হরি। মায়াতে প্রহরী যত হৈল অচেতন। শৃত্বলৈ আবদ্ধ দার হইল মোচন॥ . আপনি অনম্ভ আসি শিশু শিরোপর। বৃষ্টি নিবারিতে ফণা ধরে নিরম্ভর॥

যমুনা ছাড়িয়া পথ বস্তদেব যায়। শূগাল রূপেতে মায়া সে পথ দেখায়॥ কতক্ষণে ব্ৰেচ্ছে গিয়া বহুদেব বীর। দেখেন সকলে খুমে হইয়াছে স্থির॥ নন্দগৃহে যশোমাতা প্রসূতা হইয়া। অচেতনে নিক্ৰা যান কন্সাকে শইয়া॥ বহুদেব শিশু রাখি যশোমতী পাশ। কম্বা ল'য়ে সকাতরে ফিরিল আবাস ॥ ক্সারে আনিয়া দিল দেবকীর কোলে। মায়াবশে কন্সা দেখি পুত্ৰ স্নেছ ভোলে॥ কভু বুকে রাখে কন্সা চুম্বয়ে বদনে। কভু বা মন্তকে রাখে মহামায়া জ্ঞানে॥ এইরূপে কারাগারে রহে চুইজন। কংসের ভাঙ্গিল নিদ্রা দেখিয়া স্থপন ॥ অপূর্ব্ব সে বাণী রাজা করহ প্রবণ। কংসের চরিত্র কথা করিব বর্ণন। উপ্রেম্ম রচিল গীত ভাগবত সার। নারায়ণ শিশুরূপে যেমতি প্রচার॥ है कि क्रक जब कथा नमाश्चा

অণ কংগ কর্ত্ব মারা বণ ও নন্দোংসর কথা।
শুকদের কন শুন পাতৃ্বংশধর।
কংসের চরিত্র কথা বর্ণিব বিস্তর ॥
দেবকীর পূর্ণ গর্ভ যতই হুইল।
কংসের প্রাণের মারা ততই বাড়িল॥
ধন যায় মান যায় তাহাও স্বীকার।
কেবা কোথা প্রাণ দিতে হয় আগুলার॥
অহলারে সদা মন্ত ত্রিভূবন পতি।
রিপু পরকশ হয় পাপে রাখি মতি॥
চন্দ্র সমা সতী ভাগ্যা কোষ পূর্ণ ধন।
হয় হন্তী কোটি কোটি সেনা অগণন॥
কিরর কিল্করী কত শত মন্ত্রীগণ।
কত রত্ন কত মণি আসন ভূষণ॥

এত ভোগ ত্যাগ করি মরিবার তরে। প্রস্তুত কোথায় কেবা সংসার ভিতরে॥ সেই ভাবে কংস রায় ভাবে মনে মন। এতেক ত্যজিগ্ৰ কেন ত্যজিব জীবন॥ কিবা নাছি আছে বল নিজ অধিকারে। পর্বত সাগর আম জগত মাঝারে॥ হয় হস্তী:কোটি কোটি সেনা অগণন। শশিমুখী শত নারী নবীন হৌবন॥ দেবতা ত্বন্ধ ভ ভোগ ত্যজিয়া এখন। কেমনে ভ্যজিব বল সাধের জীবন॥ নিমিষে জিনিতে পারি ইন্দ্রের নগর। কিঙ্কর করিতে পারি যত দেববর ॥ কিন্ত সেই বিষ্ণু যিনি আমার শমন। কোনমতে নাহি পাই তাঁহার দর্শন॥ একবার দেখা পেলে করিয়া সমর। নিগড়ে কান্ধিয়া রাখি কারার ভিতর **॥** শুনিয়াছি যত ছিল দৈত্য মহাবল। সেই বিষ্ণু একে একে বণেছে সকল॥ সতাযুগে হিরণ্যাক হিরণ্যকশিপু। ছুইটি প্রবল দৈত্য নারায়ণ রিপু॥ উভয়েই মহাবলে বিদিত সংসার। ছলে হরি উভয়েই করিলা সংহার॥ ত্ৰেতাযুগে শ্ৰীরাবণ কুষ্ক্বর্ণ বীর। **অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁরা তেন্ধেতে** গভীর॥ রামরূপে সেই হরি করি নানা ছল। বধিলেন একে একে মহা দৈত্যবল।। দ্বাপরে হ'য়েছি আমি দৈত্য-কুলমণি। আছে মম ধন রত্ন ফুব্দরী রমণী॥ বীর্যোতে দেবতা ত্রস্ত ধর্ম পায় ভয়। সেই হেছু হরি মোরে বধিবে নিশ্চর॥ দেবকীর গর্ভে হরি হইয়া উদয়। कोगाल **या**याक वर्ष कतित निन्ह्य ॥ দেখিব ক্ষেমন হরি ধরে কভ বল। শিশুরূপে পায় কত আপন কৌশল॥



सङ्ग्रह क्षित्री कर जिल्लाहरू । अस्यक अस्योगिक के से एक कर (अक्टर) ।

এইরূপ হরি ছেষ করি নরপতি। প্রাণভয়ে দিবানিশি আকুলিত অতি॥ কবে দেবকীর হবে অফ্টম তনয়। কেমনে তাহারে বধ করিবে নিশ্চয়॥ ভাবিতে ভাবিতে তার যত দিন যায়। তত প্রাণ ভয়ে কংস মনে ব্যথা পায়॥ ভাবিতে ভাবিতে তার শ্রম উপজিল। সম্মুখে পশ্চাতে হরি দর্শন করিল॥ শয়নে স্বপনে হরি অশনে তৃষ্ণায়। গমনে ভ্রমণে তাঁরে দেখে সর্ববদায়॥ সদা যেন গদাচক্র ল'য়ে নারায়ণ। তাহারে বধিতে সদা করেন ভ্রমণ ॥ এইমত ভ্রমে পড়ি কংস মহাশয়। ভুচ্ছ করে ধন রত্ন নিজ প্রাণ ভয়॥ ধন রত্ন হস্তী আর যত সেনাগণ। থাকিতে ভিখারী কংস লইয়া জীবন॥ অস্তরের ভাব কেহ বুঝিতে না পারে। মন্ত্রীগণ মান সদা দেখিছেন তাঁরে॥ স্থললিত বাহু ল'য়ে প্রেয়সী বখন। চিবুক ধরিয়া তারে কহিত বচন॥ বল দেখি প্রাণেশ্বর কিবা দুঃখ মনে। কি ছুংখে কলঙ্ক আজি নেহারি বদনে॥ প্রেয়দীর কথা নূপ করিয়া এবণ। উপেकिया यान यथा (मर्ट्यन निर्म्बन ॥ বদন্তের বায়ু আর ফুল্ল উপবন। রমণীর কণ্ঠস্বর প্রেম আলিঙ্গন ॥ ধন রত্ন আর যত বসন ভূষণ। বিষ সম ত্যজি কংস করেন চিন্তন॥ কেমনে পাইব হরি বধিব তাহায়। নচেৎ সাধের প্রাণ যাইবে হেলায়॥ এইরূপে হরি প্রতি দ্বেষ ভাবে মনে। আপন নিধন কংস ভাবে অনুক্রণে॥ যেই দত্তে কারাগারে আসি নারায়ণ। দেবকীরে দেখা দেন প্রভু সনাতন॥

সেইকালে কংস ছিল নিদ্রোয় বিভোর। মায়াতে আকুল নিদ্রাযুক্ত মহাঘোর॥ হঠাৎ দেখিল কংস ভীষণ স্বপন। দেবকীর পুক্র হৈল ব্রহ্ম স্নাতন ॥ শিশুকালে হৈল পূত্ৰ অতি মহাকায় ৷ করে ল'য়ে মহাচক্র বধিবারে ধায়॥ সূর্য্যসম তেজোময় ছেরিয়া আকার। অগ্নিসম জ্যোতির্মায় সেই চক্রাধার॥ ক্রমে ক্রমে শিশু আসি শয়ন আগার। বুকে চাপি ধরে নূপে করিতে সংহার॥ স্বপ্নেতে নেহারি ছেন কংস মহাশয়। হাধাকার করি কালে দেখি মহাভয়॥ স্বপ্নেতে ভাঙ্গিল নিদ্রা ভয় নাহি যায়। ভ্রমেতে চীৎকার করে বলি প্রাণ যায়॥ পার্বেতে আছিল তার প্রেয়দী ফুন্দরী। ত্বরায় ধরেন তারে আলিঙ্গন করি। বলে শাস্ত হও নাথ কি ভয় তোমার। গৃহমাঝে শুয়ে আছ বক্ষেতে আমার॥ এখানে কি ভয় নাথ দেখিলা স্বপন। অনিতাকল্লনামাত্র ভয় কি কারণ॥ তবে কংস স্থির হ'য়ে পাইল চেতন। ভাবিল দেখেছি আমি ভীমণ স্বপন॥ কিন্তু তার মনোবেগ উঠিল উপলি। ভাবিল জন্মিল বুঝি দেবকী পুত্লী॥ এত ভাবি খড়গ চর্ম্ম করিয়া ধারণ। করেতে ধরিল অসি খর শরাসন॥ প্রাণভয়ে চলে কংস কৃষ্ণ বধিবারে। যথায় দেবকী বন্ধা আছে কারাগারে॥ ट्था वञ्चरम्व कृरक कतिया थात्र। মায়াজানে ব্রজমাঝে করিয়া রক্ষণ॥ যশোমতী কম্মাধনে করিয়া গ্রহণ। যমুনা হইল পার আকুলিত মন ॥ প্রবল ঝটিক। বয় রৃষ্টি বরিষণ। বজ্র ও বিদ্যাৎ ঝড় মেঘের গর্জন।

মেঘে অন্ধকার ব্যাপ্ত ছিল রাজধানী। ধীরে ধীরে কারাগারে যান নূপমণি॥ মায়ারূপী সেই কন্সা অতি শিশুকার। **চচ্ছের কিরণ যেন অঙ্গে বাহিরায় ॥** ননীর পুতলি সম দেহের গঠন। বক্ষেতে রাখিলে শাস্তি হয় সেই ধন ॥ প্রবেশিল বহুদেব যথা কারাগার। ধরিল প্রকৃতি নিজে পূর্বের আকার॥ আপনি হইল বন্ধ কারাগার দার। ় মুক্ত উভ হস্ত পদে শৃত্বল আবার॥ দেবকী দারুণ ক্লেশে হৈয়া অচেতন। মায়ারপা কন্তা বক্ষে পান করে তান॥ ধরণীতে হইয়াছে প্রফুল কমল। শারদ আকাশে যেন শশী নিরমল ॥ এইভাবে দেবকীর বুকে কন্সা রয়। প্রবেশিল বীরবেশে কংস ছুরাশয়॥ দেখিল উদিত চক্র দেবকী উপর। খেলা করে শিশু সম অতি মনোহর॥ ভাবিল তথন ছুক্ট নিজ মনে মন। কৌশল করিয়া কক্ষা হৈল নারায়ণ ॥ পুত্র হৈলে সত্য আমি করিব সংহার। ছলেতে হইল নারী সেই তুরাচার॥ জানি আমি নারীবধ মহাপাপ হয়। প্রাণভয়ে পাপ পুণ্য ভেদ নাহি রয়॥ এত ভাবি সেই ছুফ্ট প্রদারিয়া কর। লইল কোমল কস্তা দেখিতে স্থব্দর॥ লোহ সম হস্ত তার হৃদয় পাবাণ। আকুল হইল তাতে কমলার প্রাণ॥ মাগ্ন দেখাইয়া সেই করিল চীৎকার। বহুদেব ও দেবকী করে হাহাকার ॥ (मवकी विनया क्य अन मरहामता। পুত্র নয় কন্সা ইহা নিরীকণ কর ॥ একে একে ছয় পুত্র দিমু তব করে। পাঠাইলা সেই সবে ভূমি যমঘরে॥

সেই শোকে মম প্রাণ দহে অমুক্ষণ। মরিবার নয় তাই রয়েছে জীবন॥ কুপা কর ভ্রাতা তুমি অনুজা তোমার। কম্মা ভাবি কর ত্যাগ না কর সংহার॥ এত বলি ছইজনে করে হাহাকার। দন্ত কড়মড়ি কংস কহে বারস্বার॥ क्छ। नक्ष इल कति (महे नातायण। তব গর্ভে জন্ম এবে করেছে গ্রহণ॥ কন্সা হোক পুত্র হোক নাহিক নিস্তার। ঘুচাব প্রাণের ভয় করিয়া সংহার॥ এত বলি কন্সা ধরি কংস তুরাশয়। মারিবার তরে কন্সা ধরিল নিশ্চয়॥ তুই পদ নিজ করে কমলার ধরি। আছাড় মারিতে যায় স্তম্ভের উপরি॥ উন্মন্ত ৰারণ যেন ধরিয়া কমল। উর্দ্ধেতে নিক্ষেপ করে করি ক্রীড়া ছল॥ কর হৈতে সেই কম্মা উঠিল গগনে। অপরপ রূপ কংস হেরিল নয়নে॥ মহামায়া অফটভুজ। ব্যাপ্ত ত্রিভূবন। কার সাধ্য অঙ্গ তেজ করে নিরীকণ॥ আকালে উঠিয়া কন্সা কহিল বচন। তোরে বধিবারে জন্মিয়াছে নারায়ণ # এত বলি কন্সা তবে রূপ পরিহরি। বিশাল মায়ার রূপ ধরে স্বরা করি॥ এ কথা শুনিয়া তবে কংস চুরাশয়। প্রাণভয়ে একেবারে মানিল বিশ্বর ॥ বহুদেব দেবকীকে করিয়া মোচন। পুদ্র বধ ব্দপরাধ করিল স্মরণ॥ ব্দপরাধ শ্বরি ছয়ে করিয়া গোচন। পায়ে ধরি ছুইজনে করিল শান্তন॥ সম্ভোষ করিয়া চুয়ে পাঠাইল ঘর। थन तक कुष्मानि मिल दङ्ख्त ॥ মনেতে রছিল তাঁর সভত স্মরণ। জন্মিলেন হরি তাঁরে করিতে নিধন **॥** 





বন্ধনের প্রান্ত ব্যক্তি মার্শিক্ষা হৈ প্রাণ্ড । প্রজ্যা কাষ্ট্র সকলেরের ন্মিরিল কার্শিক্ষা । চরম লপ্রায়

ভাবিতে ভাবিতে তুষ্ট প্রবেশিল পুর। জীবনের ভয়ে ছঃখী ঐশ্বর্য্যে প্রচুর॥ হেথ। নন্দালয়ে নিশি প্রভাত হইল। মঙ্গল কিরণ সহ তপন আইল॥ অকালে ফুটিল জলে সহস্ৰ কমল। শিশুগণ আনন্দেতে করে কোলাহল।। যশোমতী মায়াখোর তাজিয়া তথন। দেখিল কোলেতে স্থপ্ত নবীন নন্দন। বদনে তরুণ রবি চক্রমা চরণে। 'অধরে কমল কলি কৃন্দ নথগণে॥ রবি শশী পদ্মকুন্দ একত্র মিলন। নেহারি প্রফুল্ল হৈল যশোদার মন॥ নন্দ উপানন্দ আদি ব্ৰহ্ম গোপগণ। পুরনারী ব্রজাঙ্গনা যত গোপিগণ॥ নন্দের কুমার হৈল ভানিয়া এ বাণী। আনন্দে আকুল হৈল স্বাকার প্রাণী॥ কাহার হৃদয়ে হৈল প্রেমের সঞ্চার। মেহেতে কাহার' স্তনে হৈল ক্ষীরভার॥ কেহ করে বেশস্থা আনন্দে পাগল। কেহ পুত্র দেখিবারে হইল চঞ্চল ॥ দধি ছ্লা ছানা ননী নানা উপায়ণ। কেহ বা পুষ্পের মালা করিয়া গ্রহণ॥ যার যাহা মনে লয় ল'য়ে স্বরাস্থরি। পুক্র দেখিবারে যায় নন্দ-ব্রজপুরী॥ গোপগণ শিশু বৃদ্ধ আর যুবাজন। সকলেই আনন্দিত হেরিয়া নন্দন। কেই হাসে কেই নাচে কেই গার গান। অকন্মাৎ বহে যেন প্রেমের উঙ্গান॥ স্বর্গেতে তুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ। গোপরূপে নৃত্য করে যত দেবগণ ॥ গোপগোপী এইরূপে আনন্দে মগন। শশীকলা সম বাডে দেব নারায়ণ॥ অপূৰ্বৰ শৈশব লীলা রাজ। পরীক্ষিত। শুনিলে উপজে প্রেম কহিন্ত নিশ্চিত।

উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। মায়াবধ নন্দোৎসন প্রেসের প্রচার॥ ইতি মায়াবধ ও নন্দোংসন সমান্ত।

अश श्रुकां वर्ग कथा।

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত। শৈশব লীলার কথা হ'য়ে অবহিত॥ হরি জন্মিলেন শুনি চুফ্ট দৈত্যপতি। প্রাণভয়ে হইলেন ব্যাকুলিত মতি॥ কিছুতেই নাহি ধৈৰ্য্য ব্যাকুল অন্তর। স্লানমুখে অন্তঃপুরে রন নিরন্তর॥ পাত্র মিত্র সভাজনে মানিল বিশ্বর। কি কারণে নরপতি সদা মান রয়॥ একদা মিলিয়া সবে ল'য়ে মন্ত্রীগণ। জিজ্ঞাসিতে চলিলেন যথায় রাজন ॥ রৌজার সমীপে গিয়া মন্ত্রী সভাজন। যোড়করে কছে সবে বিনয় বচন ॥ ত্রিভুবন পতি ভূমি আমরা কিঙ্কর। কেন বা অশুভ রাজা তোমার গোচর॥ নিমিষে যে জিনে স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য রসাতল। কি ভাবনা তার মনে হইল প্রবল॥ বল নূপ কেন মান ছেরি ও বদন। চিন্তাকুল হেরি তোমা বিদরিছে প্রাণ ॥ সবার বিনয় শুনি তবে নরপতি। দীর্ঘাদ ছাড়ি তবে কহিল ভারতী **॥** জানি আমি তোমা দবে ধর মহাবল। বুদ্ধিতে নিপুণ সবে বিদিত কৌশল। এ সব সহায়ে মম স্তম্ব নহে মন। শুনিয়াছি বধিবেন মোরে নারায়ণ॥ তুইযুগে দৈত্যকুল করিয়া সংহার। দ্বাপুরে বধিতে মোরে অভিলাষ তাঁর॥ वञ्चरहरव जैंशि यरव रमवकी खन्मती। দৈববাণী হৈল তবে শৃষ্যভেদ করি॥

দেবকী অস্টম গর্ভে আসি নারায়ণ। নিশ্চয় তোমারে কংস করিবে নিধন॥ সেই বাণী শুনি সম উপজেল ভয়। বহুদেব দেবকীরে আনিতু আলয়॥ কারাগারে রাখি লৈমু যতেক সন্তান। একে একে ছয় পুক্তে বধিলাম প্রাণ॥ অফ্টমে হেরিমু এক কন্সা হুরূপদী। গঠনেতে লজ্জা পায় আকাশের শশী। নির্মান হইয়। যাই করিতে নিধন। মহামায়া রূপে সেই উঠিল গগন॥ গগনে উঠিয়া মায়া কছে বারস্বার। জ্মিলেন ছরি মোরে করিতে সংহার॥ প্রাণ ভয়ে মম মন এতই ব্যাকুল। করহ উপায় সবে বাহে রয় কুল॥ এ বাণী শুনিয়া তবে ক্লফ্ট মন্ত্রীচয়। কহিলেন শুন নূপ এই যুক্তি হয়॥ ধর্মেতেই নারায়ণ করেন নিবাস। হউক জগতে আজি অধর্ম প্রকাশ ॥ গাভীবধ নারীবধ ব্রহ্ম যক্ত নাশ। শিশুরে দেখিলে সবে করুক বিনাশ। এই বাণী শুনি কংস হৈল ছাউমতি। ধর্মনাশে সেই হ'তে হৈল তার গতি॥ পুতনা নামেতে এক ভীষণা রাক্ষসী। বধিবারে দিল তায় শিশু রাশি রাশি॥ অতীব পাপিষ্ঠা সেই রাক্ষ্মী কামিনী। মায়াভরে কামাচারী দিবদ হামিনী॥ স্তনেতে মাখায় বিষ নারী বেশ ধরি। গৃহত্বের গৃহে গিয়া শিশু কোলে করি ॥ বিষপানে একেবারে করি অচেতন। অবছেলে শিশুগণে বিনাশে জীবন ॥ চারিদিকে মারি শিশু ব্রজপুরে যায়। নবীনা যুবতী ভাবে হুভূষিত গায়॥ ইতি উতি যায় আর কহয়ে বচন। হুমিই বাণীতে হরে নাগরির মন॥

এইমত গুপ্তভাবে যত শিশু পায়। विष्ठभारन विध मरव व्यकृरण भनाव ॥ কতক্ষণে উপস্থিত নন্দের আগার। নবানা যুবতী অঙ্গে রত্ব অলকার॥ রূপ দেখি সবিস্মিত যতেক নাগরী। রূপের তুলনা ল'য়ে বলে মরি মরি॥ হুমিন্ট বচনে তুমি সবাকার মন। যশোমতী প্রতি কন মধুর বচন॥ নন্দের মহিষী ভূমি পুণ্য কৈলে ভাল। বন্তু পুণ্যে পাইয়াছ এমন ছাওয়াল। কিবা এ কোমল রূপ কোমল গঠন। বক্ষেতে ভুলিলে গলে পাষাণীর মন॥ মনে কিছু নাহি কর ওগে। নন্দরাণী। কোলে করি তব পুত্রে জুড়াই পরাণি॥ এত বলি সেই ছুক্টা আগুসারি যায়। দেখিল ছুলিছে শিশু রতন দোলায়॥ কোলে করি লয় শিশু বধিবার আশে। অন্তৰ্য্যামী ভগবান জানিলা মানসে॥ কোলেতে লইয়া শিশু করয়ে চুম্বন। অবশেষে মুখে দিল বিষমাথা স্তন ॥ পুজেরে না দিলে পাছে হয় অহঙ্কার। এই হেতু যশোমতী না করে বিচার॥ রাক্ষদীর কোলে উঠি দেব নারায়ণ। রূপেতে প্রথম তার ভুলায়েন মন॥ তাহাতে না ভুলি চুষ্টা মূখে দিল স্তন। করিতে তাহারি নাশ ইচ্ছে নারায়ণ॥ স্তন ল'য়ে মুখে ভরি গোলোকের হরি। পান ছলে প্রাণ তার লইলেন হরি॥ কাতরে পুতনা তবে শিশুরে চাপিয়া। আকর্ষণ করি রহে বদনে চাহিয়া॥ যন্ত্রণার একমনে ছেরি নারায়ণ। অন্তরের পাপ তার হৈল নিবারণ॥ পাপ নাশে মন তার হইল উঙ্গল। মায়া তাজি নিজ রূপে করে কোলাহন॥ -



মংখ্যার অঠভুক্ত ব্যাপ্ত রভুবন কার সংঘ্য আত্মত্তক করে নির্মিক্ত ।

তালবুক্ষ সম দেহ অতি কদাকার। তুম্ব ফল সম স্তন গরল আধার॥ হেনরূপে চুক্টা তবে করি হাহাকার। প্রাণ যায় বলি করে দারুণ চীংকার॥ চীৎকারে ব্যাকুল ব্রজ যমুনা উপলে। গাভীগণ চমকিত হয় কোলাহলে॥ ইছা দেখি নরনারী করে হাহাকার। শিশু শিশু বলি চক্ষে বহৈ অশ্রহধার॥ হেখা হরি পুতনার লইয়া জীবন। বক্ষেতে চাপিয়া ক্রীড়া করেন তথন॥ স্থমেরুর শৃঙ্গ যেন বজ্রেতে ভাঙ্গিল। প্রাণশূক্ত দেহ তথা রাক্ষমী পড়িল ॥ ইহা দেখি যশোমতী মূর্চ্ছিত ভূতলে। শিশুরে তুলিয়া লয় নাগরী সকলে॥ আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হইল বিস্মিত। চৈত্র পাইয়া রাণী হয় চমকিত॥ কুষ্ণেরে করিয়া কোলে বাৎসল্যের ভরে। সহস্র চুম্বন দেন বদন উপরে॥ কত শত বেদ মন্ত্র পড়ি বারম্বার। শান্তি রক্ষা শিশু প্রতি করিল আচার॥ নন্দ আদি গোপ সবে হইয়া সভয়। পুতনার অঙ্গ কাটি তথনি দহয়॥ বাৎসল্যের ভরে শিশু চিনিতে না পারে। শিশুরূপ হন হরি ভক্তের আগারে । পুণ্যবতী যশোমতী ভক্তির সাগর। পায় মহাফল কুষ্ণে সঁপিয়া অন্তর॥ রাক্ষসী পুতনা দিয়া বিষমাধা স্তন। পাইল বাৎসল্য ভক্তি হেরি নারায়ণ॥ ভক্তিভাবে অন্তিমেতে বুকে ধরি হরি। সঁপিল হরিতে প্রাণ কংসের কিন্ধরী॥ এই হেতু হৈল তার স্বরায় মোচন। रिकृष्टि अननी श्रम मिल नावायन ॥ শক্র মিত্র নাহি তাঁর জগতের পতি। ণে ভাবে ভাবহ তাঁরে পাইবে সকাতি॥

দৈত্যাচারে বড় ছু:খ ইহলোক হয়।
সেই কন্টে নারায়ণে ভক্তি নাহি হয়।
এই হেড়ু দৈত্যপথ নাশি নারায়ণ।
দেখাইতে শুদ্ধ পথ দেন দরশন।
অপূর্বে হরির লীলা রাজা পরীক্ষিত।
শুনিলে পাইবে মুক্তি কহিমু নিশ্চিত।
কেশবের লীলা কথা স্থার ভাগুার।
শুনিলে বিনক্ট হয় হয়য় আঁখার॥
উপেক্র রচিল গীত ভাগবত সার।
পুতনার মুক্তি কথা ভক্তির বিচার॥
ইতি পুতনা বধ কথা সমাধ্য।

অথ বশোষতীর হৃষ্ণ-বদনে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও ভূগাবর্দ্ধান্থর বধ কণন।

শুকদেব কন শুন রাজা পরীক্ষিত। 🕮 হরির বাল্যলীলা অতি স্থললিত॥ রাজা কন শুক প্রতি গদগদ ভাষে। যা কহিলা সত্য ঋষি না মিটে পিয়াসে॥ व्यशृद्ध रित्र मीमा छिनित्न मङ्गल । যত শুনি তত বাড়ে প্রেমের অনল॥ সংসার ইন্ধন তাহে হয় পুড়ে ছাই। প্রাণ মন ক্লম্ভ পদে সতত বিলাই॥ মৎস্য বরাহাদি আর যত অবতার। এ হেন সম্পূর্ণ লীলা না করে বিহার॥ সৰ্ব্বাপেকা কৃষ্ণ নাম মধুমাথা হয়। শুনিলে না মিটে তৃষ্ণা পিপাদাই রয়॥ অত এব কহ খাষি মোরে দয়া করি। যেমতে শৈশব লীলা করিলা শ্রীহরি ॥ নুপতিরে প্রবোধিয়া শুকদেব কন। শুন রাজা কুফলীলা করিব বর্ণন ॥ একদা কোমল শিশু স্থাংশুর প্রায়। বুদ্ধিলাভ করি ত্রেকে আঁগার যুচায়॥

**(इनकारन यरनागडी कतिरनम मरन।** দধবা পূজিব পুত্র মঙ্গল কারণে॥ একে বিশ্বপতি শিশু জননীর প্রাণ। মায়াতে আবদ্ধ গোপী পুত্ৰ ধ্যান জ্ঞান স্লেহভরে দদা চিস্তা করিতে মঙ্গল। মাহি জানে তার পুত্র মঙ্গলামঙ্গল ॥ নিমন্ত্রিত করি যত সধবার দল। একে একে नन्मश्रुत श्रानिन मकन ॥ কেছ বা প্রবীণা রহে কেছ বা যুবতী। কেছ নব বিবাহিতা নলিনী স্থমতি॥ কেছ বেণী বাঁধি রাখে কেছ বা কবরা। কেছ কেছ চুড়া রূপে বাঁধে উর্দ্ধ করি॥ কেই রক্ত বন্ত্র পরে কেই বা ঘাঘরী। অভিমত অলক্ষারে শোভিয়া নাগরী॥ নন্দপুরে একে একে করি আগমন। আনন্দে আকুল পুত্রে করি নিরীকণ॥ সবে বলে নন্দরাণী বহু পুণ্যফলে। পাইয়াছ ইহ জন্মে হেন পুত্ৰ কোলে॥ বুকে ধরি কেহ চুম্বে কুমার বদন। স্পর্শনে উপজে কার **ফলন্ড** মদন॥ কেছ স্নেছভরে ছেরি স্নেছেতে পাগল। শিশুরে নেহারি হুখে মগনা সকল। কক্তকণে শুভকাল করিয়া গণন। যশোমতা আরম্ভিলা সধবা পূজন॥ পুক্রেরে নিদ্রিত করি লইয়া যতনে। এक **भकरित्र** नीरह त्राश्विमा भग्नरन ॥ বুহৎ শকট সেই পূর্ণ দধি পাতা। নবনীতে মাথনাদি পরিপূর্ণ গাত্র॥ भक्टित नीटि त्रांशि छत्रमा भगाय । যশোমতী রত হৈলা সধবা পূজায়॥ অচেতন হ'য়ে নিদ্র। যান নারারণ। নিশ্চিম্ভ হইল গোপী নেহারি শয়ন॥ :শুয়া পান তৈল আদি হরিদ্রা হুন্দর। সিন্দুর মিন্টান্ন দণি লইয়া বিস্তর ॥

পূজিতে লাগিলা গোপী সংবার দল। গৃহেতে উঠিল এক ভীম কোলাহল॥ মাগাবী অহার এক শকট ভিতর। কুষ্ণে সংহারিতে চেফা করে বহুতর॥ অন্তর্য্যামী ভগবান বুঝি সেই রীত। ভাঙ্গিল শকট নিজ পদেতে নিশ্চিত ॥ মায়ার অহুর তাহে কৈল প্লায়ন। আপনি শকট তাহে হইল ভঞ্জন॥ উঠিল ভাহাতে গৃহে ভীষণ আওয়াজ। চমকিতা হৈল গোপী ত্যক্তি অশু কাজ। গৃহক্ষের শিশু যত ছিল সেই স্থানে। যশোদার আগে যায় সকম্পিত প্রাণে॥ व्याम्हर्या कुमात अहे हरा (१। जननी । ক্ষুদ্র পদে এ শক্ট ভাঙ্গিল আপনি॥ ইহা শুনি গোপ-গোপী হ'য়ে চমকিত। স্বরার যাইল পুক্র যথায় শায়িত॥ ত্বরা করি পুক্রে ল'য়ে করিয়া চুন্থন। স্নেহভরে দিলা গোপী চক্রাননে স্তন॥ প্রাণ দিতে পারে গোপী পুজের কারণ। 'কেমনে অশুভ তাঁর করিবে দর্শন॥ বুকে ধরি সন্তানেরে ভাকে নারায়ণ। দিলা যদি এই পুত্রে করহ রক্ষণ॥ স্নেহভরে করে গোপী মঙ্গল আচার। গ্ৰহ যাগ বলি যজ্ঞ স্বস্তিক ব্যাভার॥ ব্ৰাহ্মণ আনিয়ে কত আশীৰ্কাদ লয়। শিশুর সেবক দ্বিজ মনে নাহি হয়। এইমত শিশুভাবে শ্রীহরি কুমারে। নন্দ যশোমতী রাখে বিবিধ আচারে॥ ব্দস্তর্য্যামী ভগবান নিজ মায়াভরে। ভুলাইল সর্বজনে বুঝিতে না পারে॥ কিঞ্চিৎ মহিমা হরি দেখাবার তরে। ইচ্ছিলেন বুঝাইতে গোপ-গোপীকারে॥ একদা গোপীর কোলে রহে নারারণ। ক্**ভম**তে সমাদর করে গোপীগণ॥





হেনরূপে ছষ্টা ভবে করি ছাছাকার। পার্থ সাম কলি কার লাক্তর নীকোর। , ১০১০ পর্যা

হাসিতে হাসিতে হরি করিলেন মন। বিশ্বময় ভাব দেহে করিতে ধারণ॥ দেখিতে কোমল শিশু অতি কুদ্রতর। পাষাণ সমান ভারি হৈলা বহুতর॥ ভয়েতে আকুল হ'য়ে তবে যশোমতী। প্ত্ৰসহ ভূতলেতে পড়িলেন সতী॥ গিরিশঙ্গদম পূত্র হ'য়ে গুরুভার। মাতৃবক্ষ ত্যজি ভূমে করিল বিহার॥ ইহা দেখি যশোমতী হইয়া বিশ্মিত। ভাবে কোন দৈব আসি করিল বিহিত ॥ ইহ। ভাবি স্লেহভরে চাহিয়া সানন। বক্ষে কর হানি উচ্চে করিলা ক্রন্দন ॥ হেনকালে কংসদূত তৃণাবর্ত্ত নাম। প্রবেশ করিল সেই নন্দরাজ ধাম॥ মহাবলী সেই দৈত্য ঝটিকার প্রায়। তুলিয়া লইয়া শিশু আকাশে পলায়॥ প্ত নাহি দেখি সতা হাহাকার করে। শুষ্মেতে প্রবল ঝড় হয় ব্রজপুরে॥ উহা দেখি গোপগোপী মনে চমৎকার। কে হরিল কি হইল যশোদা কুমার॥ পুত্রে নাহি দেখি সতী হইল চঞ্চল। ত্যজ্ঞিবারে চাহে প্রাণ পশিয়া অনল। নন্দ উপানন্দ আদি যত ধারগণ। শিশু লাগি সকলেই করিলা ক্রন্সন॥ হেনকালে গুরুভারে তৃণাবর্ত্ত বার। লইতে না পারে শিশু হইলা অস্থির॥ শিশুরূপে তার বক্ষ চাপে নারায়ণ। গুরুভারে-ক্রমে তার নাশিলা জীবন॥ পৰ্বত সমান দৈত্য হারাইয়া প্রাণ। ব্ৰজেতে পড়িল বুকে ধরিয়া সন্তান॥ মুখেতে শোণিত উঠে নিকলে নয়ন। যাতনার হস্তপদ করি সঞ্চালন॥ ভীবণ মুরতি দেখি যত ব্রজ্জন। আকুল হইল দৰে বিশ্বয়ে সগন॥

দৈত্যের বক্ষেতে দেখি নন্দের কুমার। যতনে তুলিয়া ধরে বক্ষে আপনার॥ সকলে প্রবেশি দেখে সেই নন্দপুরে। শিশুর বিরহে যত গোপগোপী ঝুরে **॥** কণ্ঠাগত যশোমতী হইয়াছে প্রাণ। সদা হাহাকারে বলে কোথারে সম্ভান॥ হেনকালে এক গোপী লইয়া নন্দন। বলে উঠ যশোষতী মেলাও নয়ন ॥ বহু পূণ্যবতী তুই কিবা তোর ভয়। অবধ্য সন্তান তোর কহিন্ত নিশ্চয়॥ এই লঙ কোলে কর আপন নন্দন। কুষিত ভৃষিত তারে যত্নে দাও স্তন। গোপীর বচনে সতী পাইল জীবন। অমৃত সঞ্চারে যথা মৃত সঞ্জীবন॥ নন্দনের শুভ শুনি তবে যশোমতা। ত্বরায় ধরিলা বুকে হ'য়ে অশ্রুষ্মতী॥ চুম্বন করিল। কত মুছায়ে বদন। 🕟 মুখ হেরি জুড়াইল তাপিত জীবন॥ বিশ্বস্কর ভাবে শিশু করি নিরীকণ। না ভাবিল গোপী শিশু হন নারায়ণ॥ অতি স্লেহভরে গোপী প্রশস্ত হৃদয়। বিষ্ণুমায়া ভরে পূত্রে প্রভু নাহি কয়॥ না ব্ৰিয়া ঐখৰ্য্য কভু নাছি জ্ঞান। বিভুজ্ঞান বিনা পূর্ণ নাহি হয় খ্যান॥ ধ্যান বিনা মুক্তি ধন কেহ নাহি পায়। -ইচ্ছিলেন হরি তাহা দিতে যশোদায়॥ দেখাতে আপন ইচ্ছা মহিমা আপন। একদা মায়ের কোলে পান করি স্তন॥ অলগ ভাবেতে হরি মুদিল নয়ন। যশোদা ভাবিল শিশু করিল শয়ন॥ এত ভাষি তবে সতী ভূমিতে বসিয়া। আপনার কোলে শিশু রাখিল লইয়া॥ কোলেতে রাখিয়া পূক্র ছেরেন বদন। হেনকালে ভূলে হরি কৌশলে জ্ঞুন॥

यमन इट्रेटन मुक्क (हरत यरणामकी। বদনে শোভিছে বিশ্ব শিশু বিশ্বপতি ! সৌর ক্ষেত্র শশী আর আকাশ পবন। স্বৰ্গ মন্ত্ৰ্য দশদিক অনুস জীবন ॥ নদ নদী কত শত পর্বত কন্দর। বন উপবন আর সরিৎ সাগর॥ তৃণ গুলা রুক্ষ আদি জঙ্গম স্থাবর। কীট হৈতে জীব শ্রেণী ব্যাপ্ত চরাচর॥ ব্রহ্মাণ্ড সহিত শোভে শিশুর বদনে। আশ্চর্য্য মানিল গোপী দেখিয়া নয়নে॥ কতক্ষণে এ মহিমা করি নিরীকণ। ভাবিল এ পুত্র নয় প্রভু নারায়ণ ॥ প্রভু ভাবে গোপী সব মানিয়া বিশ্বয়। নয়ন মুদিয়া তাঁর ধ্যানে মগ্র হয়। কভূ ভাবে মম পুত্র কভু নারায়ণ। অবশ্য টুটিবে মম মায়ার বন্ধন॥ পুনশ্চ ভাবিল গোপী ইহা অমুচিত। কি দেখিতে কি দেখিত না ভাবিত্ৰ হিত॥ দেখিতে কোমল শিশু কেমনে ঈশ্বর। অমঙ্গল হেতু স্বথ দিবসে গোচর॥ বিষ্ণুর মায়াতে গোপী মহিম। দেখিয়া। নারিল রাখিতে মনে সম্যক বুঝিয়া॥ এইমত ভগবান দেব নারায়ণ। करंबन अशृद्ध लील। वृक्षह ब्रांकन ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত হরিকথা সার। জীহরি মহিমা কথা কিঞ্চিৎ বিচার॥ ইতি বশোষতীর ক্লঞ্চ-বদনে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও ভুগাবভান্তর বব কথা সমাপ্ত।

অথ হক বদরামের নামকরণ ও বশোদার দিব্যজ্ঞান দাভ। শুক্দেব কন শুন রান্ধা পদীক্ষিত। হরির শৈশব শীলা শৃতি স্থল্লিত।

গৰ্গ নামে মহাখাষি অতি স্থপণ্ডিত। তিনিই জগৎ মাঝে আদি জ্যোতিৰ্বিৎ॥ তপোবলে জ্যোতির্বিন্তা করিয়া নিশ্চয়। স্থৃত ভবিষ্যং জ্ঞান তাঁহে উপজয়॥ **এकमा डाँशादा** जाकि वश्रुप्तव कन। পরম পঞ্জিত জ্ঞানী ভূমি বিচক্ষণ॥ কংস ভয়ে ছুই শিশু রাখি নন্দালয়। নাম দীকা উভয়ের কর মহাশয়॥ এ কথা কেই না জানে হেন কুপা কর। नटि छुत्राञ्चा कःम कतिरव मःशत ॥ সহজে বিদ্বান ঋষি অন্তৰ্য্যামী হন। ভাবিলেন পুত্র নয় দেব নারায়ণ॥ কে তাঁরে করিবে বধ কেবা হেন জন। যাঁহার কুপায় বিশ্ব হইল স্জন। বহুদেবে আশ্বাসিয়া গৰ্গ মহাজন। চলেন সপ্রেম মনে নন্দের ভবন॥ কভক্ষণে উত্তরিলা নন্দের আলয়। পাত অর্ঘ্য দিয়। তাঁরে নন্দ মহাশয়॥ ভক্তি ভরে নমি তাঁরে করিয়া পূজন। পুছিল। কতেক তাঁরে মধুর বচন॥ সেবা করি কছে নন্দ করি যোড়কর। ব্ৰহ্মজ্ঞ আপনি ঋষি সর্ববত্র গোচর ॥ বহু কন্ট করি ঋষি তপস্থা করিয়া। জ্যোতির্ব্বিদ্যা লভিয়াছ ব্রহ্মারে পুঞ্জিয়া॥ পূর্বে পরলোক পদ তুমি ঋষিবর। বিছার প্রভাবে কর জ্ঞানেতে গোচর ॥ .আমার গৃহেতে আছে ছুইটি সন্তান। নানাবিধ অমঙ্গল তাহে বিভয়ান। 'কোন গ্ৰন্থ বৈত্ৰী কিন্তা কোন দোষ বলে। সন্তানের অমঙ্গল সতত পরশে॥ দেখ ঋষি ভাল করে আপনার জ্ঞানে। যাহে শুভদৃষ্টি পায় এ ছুই সম্ভানে॥ এত বলি যশোদা ও রোহিণী নন্দন। গর্গের সম্মুখে নন্দ আনিল তথন॥

নারায়ণ রূপে উভে ছেরি মহাঋষি। গণনার **ছলে ধ্যান করে তথা বসি**না যনে মনে বলে ঋষি ভুষি দিব্যজ্ঞান। কি বুঝিব তোমা দেব সৰ ক্ষুদ্ৰ জ্ঞান ॥ অবশেষে ছল করি নন্দ প্রতি কয়। স্থলক্ষণযুক্ত বটে উভয় তনয়॥ পূর্বব জন্ম পর জন্ম করিত্ব বিচার। পূর্ব্বেতে ছিলেন উভে দেবতা আকার ॥ বহু পুণ্যফলে পাও এ হেন সন্তান। লালনে পাইবে ফল যোগ করি প্রাণ॥ কহিল। শুনিয়া নন্দ আনন্দিত অতি। উভয়ের সংস্কার কর মহামতি॥ ছল করি গর্গ কহে শুন নরপতি। যতুকুলাচার্য্য আমি জানহ সম্প্রতি॥ কেমনে ভোমার কুণে করি সংস্থার। দেবকীর পুত্র বলি হইবে প্রচার॥ मत्न्वर कतिया कःम कतिया छलन । বিবিধ কৌশলে পুরেন্ত্র করিবে হরণ ॥ অতএব কুলাচার্য্যে করাও সংস্কার। সব দিকে শুভফল হইবে প্রচার॥ গর্গের অন্তরে জাগে নারায়ণ মতি। জানিয়া কেমনে গুরু হইবে সম্প্রতি॥ **७ कथा छनिया नन्म करहन रहन।** নাহি কিছ ভয় স্থান অতি সংগোপন॥ नत्मत विनया गर्ग कतिया (कोमन । স্তব ছলে নাম দীক্ষা করেন কেবল। নন্দেরে সম্বোধি ঋষি কহিলা তথন। জ্যেতের অদৃষ্ট গুণ অতি হলকণ॥ অতি মিক্টভাষী হ'য়ে মোহিবেন মন। রাম নাম এই ছেতু করহ রক্ষণ॥ এই বালকের হবে অতিশয় বল। (महे (ह्रज् वलरमव बारमत (कोमल ॥· আর এক মহাকার্য্য করিবে কুমার। यानव विश्वन वक कतित्व मःहातः॥

স্বারে করিয়া শাস্ত করিবে মিলন। এই হেতু কড়ু নাম হবে সংকর্ষণ।। কনিষ্ঠ যে দেখি পুত্র তোমার তনয়। ৰানা রূপে এর জন্ম প্রতি যুগে হয় ॥ সত্যযুগে হন ইনি দেব স্বপ্রকাশ। শ্বেতবর্ণময় শিশু অতি মুদ্রভাব **॥** ত্রেতায় তুইটি জন্ম করেন ধারণ। একে শ্যাম বর্ণ অস্তে স্থপীত বরণ॥ কুষ্ণতেই হয় নূপ সর্ব্ব বর্ণ লয়। ব্ৰক্ষে যথা সব লীন হইলে প্ৰলয়॥ এই জন্মে শ্যামরূপে সর্ববরূপ ধরি। জিম্মলেন কুক্তরূপে তোমা দয়া করি॥ সর্ব্ব বেদময় এই তোমার নন্দন। আকর্ষণে কৃষ্ণনাম করহ রক্ষণ॥ ইহ জন্মে বহু কার্য্য করিবে কুমার। কার্য্যমতে বহু নাম হইবে ইহার॥ সর্ব্ব হুলক্ষণ ধরে তোমার নন্দন। কালেতে করিবে কুলে আনন্দ বর্দ্ধন॥ পূর্ব্ব জন্ম কথা নৃপ কে বুঝিতে পারে। অধর্ম নাশিবে পুত্র ধর্ম রক্ষিবারে॥ .এই হেতু হয় পুক্ত যেন নারায়ণ। নির্ভয়ে করিও তুমি লালন পালন॥ অতি ভাগ্যবলে পাও এ হেন তনয়। ্এ পুত্রে সেবিলে যায় চুফ্ট মৃত্যুভয়॥ এত বলি স্থির হ'য়ে গর্গ মহাধাসি। অস্তরে করিলা খ্যান সেই স্থানে বসি॥ আশীর্কাদ ছলে উভে করিয়া প্রণাম। চলিলা গোপনে সেই শ্রীমধুরাধাম॥ গর্মের হেঁয়ালি তবে নব্দ যশোমতী। বিষ্ণুর মায়াতে কিছু না বুঝে সম্প্রতি॥ পুদ্ররূপে উভয়েরে করেন পালন। নন্দ যশোষতী আর যত ব্রজ্জন॥ শশীকলা সম বাড়ে উভয় কুমার। ক্রনেতে হইল অঙ্গে শক্তির প্রচার॥

-জেমে হাঁমাগুড়ি দিয়া করয়ে খেলন। জামুভরে ইতস্ততঃ করেন গমন॥ কতদিনে দাগুাইতে অভিলাষ করি। मिछत्रात्थ कांशि कांशि नाखारम् इति ॥ किंदू मिरन तांगकृष कतिल शमन। ইহা দেখি পিতা মাতা আনন্দে মগন॥ কভন্দিনে ছুটাছুটি বয়স্থের সনে। থাসিতে করিল মুগ্ধ যত ব্রজজনে॥ ক্রমে গোপ শিশু যত অমুগত করি। খেলেন স্বার সহ শ্রীরাম শ্রীহরি॥ চঞ্চল হইয়া হরি করিলেন মন। দেখিতে বিরক্তি কিনা তাহে ব্রজজন॥ ইহা ভাবি প্রবেশিয়া গোপের আলয়ে। ভুলার স্বার মন ছলে কথা করে॥ পরীকা করিতে হরি প্রেম সবাকার। বৎসের পিয়ান ত্রশ্ধ গোক্তেতে কাহার॥ কাহার ছুয়ের ভাগু করি ছুই খান। ছুশ্ধ নক্ট করি হরি দূরেতে পলান॥ কাহারও যত্ত্বের ননী করিয়া হরণ। বালকের সহ হরি করেন ভক্ষণ॥ কছু বা মাখন হরি করিয়া হরণ। তালে তালে কপিগণে করান ভক্ষণ॥ ইহা দেখি গোপ গোপী ব্যাকুল হইয়া। কালকে মারিতে নারে বিনয় করিয়া॥ ভয়ে বা বিনয়ে শিশু নাহি মানে মানা। কাতর হইয়া যত গোপ গোপিজনা। অন্তরের স্নেহ হেডু কিছু ন। বলিন। জননীরে বলি দিবে স্বাই ভাবিল। ইহা ভাবি সবে গিয়া জননীর পাশ। কহিতে লাগিল সবে নিজ ছঃখ ভাষ॥ कि कर कि कर दानी कर अवधान। বড় চুফ্ট ছইয়াছে ভোগার সম্ভান॥ কেহ বলে যশোমতী করহ প্রবণ। ভাঙ্গিল চুগ্নের ভাগু তোমার নন্দন ॥

🎙 আর জন বলে গভী কি বলি ভোমায়। বাছুরে খুলিয়া কৃষ্ণ ত্বম সে পিরায়॥ কেছ বলে নবনীত করিয়া হরণ। কপিগণে অবহেলে করায় ভক্ষণ॥ ক্র অতি শীঘ্র রাণী ইহার বিধান। গৃহেতে বাঁধিয়া রাখ তোমার সম্ভান॥ ইহা শুনি যশোষতী কৃষ্ণ পানে চায়। অন্তরে উদিত ক্রোধ দৃষ্টিমাত্রে যায়॥ कृरकः विशिक्त याता देवन जारवन्त । কুষ্ণেরে নেহারি সবে জুড়াইল মন॥ সকলের ছঃখ যেন হৈল অবসান। সকলে সম্ভক্ত হ'য়ে করিল পয়ান॥ অপূর্ব্ব কুষ্ণের মায়া বুঝা নাহি যায়। যশোদারে দিতে জ্ঞান ইচ্ছে যতুরায়॥ বালকের সহ তবে খেলে কৃষ্ণ রাম। আনন্দে পুরিল সেই শ্রীনন্দের ধাম॥ হেনকালে চলে হরি মৃত্তিকা লইয়া। আহারের ছলে দিল মুখে ফেলাইয়া॥ ইহা দেখি বলরাম লীলায় চতুর। কহিলেন গাড় আগে দোষের প্রচুর॥ ব্যাধি ভয়ে তাড়াতাড়ি আসি যশোমতী। ব্যগ্র ভাবে সম্বোধিয়া কহে কৃষ্ণ প্রতি॥ ওরেরে অবোধ ছেলে এ কোন ব্যাভার। ক্ষীর সর ননী ছাড়ি মুক্তিকা আহার॥ এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ তাহে করি ছল। মিখ্যা কছে তোমা মাগো বালক সকল। এত বলি মুত্র ভাষে ধরি মাতৃ কর। গদগদ ভাবে কন বিশ্বের ঈশ্বর॥ অনল অনিল মাটি কোথা পাব বল। বদন দেশহ মোর মাটি কোন স্থল॥ এত বলি শিশু ভাবে ধরি মাতৃ কর। বদন ব্যাদন করি করান গোচর॥ স্বৰ্গ মৰ্ক্তা রসাতল রবি শশী-ময়। जनल जनिल मह यमरन (भाज्य ॥

कृरकः त्र तर्मा द्वि निश्चिम भूपन। হ'লেন জননী তবে বিশ্বয়ে মগন॥ वर्गानत अंक्षारत अ खब्ज खवन। গোপ গোপী গাভীমহ রহে স্রশোভন 🛚 ইহা দেখি যশোমতী পায় দিব্য জ্ঞান ৷ বলে আমি বিশ্বেখরে ভাবিসু সম্ভান॥ না জানি কোন অপরাধে হইমু পতন। ইহা বলি এক চিত্তে করিলা স্তবন॥ ধন্ম ধন্ম ভূমি নাথ ভূমি বিশ্বপতি। পুত্ৰ ভাবে পাই তোমা আমি পাপমতি॥ ক্ষমি অপরাধ প্রভূ কর মোরে দরা। এই দত্তে যাক মম আবদ্ধ যে মায়া॥ এইরূপে দিব্যজ্ঞান পেয়ে যশোমতী। কুষ্ণেরে অন্তরে পূক্তা করিল সম্প্রতি॥ মায়াতে বিনষ্ট শ্বুতি হৈল যশোদার। পুত্রভাবে শ্রীক্লফেরে দেখে পুনর্বার॥ মনে মনে ভাবে গোপী কি করি সাধন i কুঞ্চেতে দেখিতু এই ব্ৰহ্মাণ্ড ভূবন॥ কুষণময় এ ব্রহ্মাণ্ড কত পুণ্যফলে। দেখিলাম ভক্তিভরে আমি কুতুহলে॥ ইহা ভাবি যশোমতী হইন চঞ্চন। অমনি কুষ্ণের মায়া ভুলায় সকল। উপেব্রু রচিল গীত হরিকথা দার। কৃষ্ণময় এ ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্টি যশোদার॥ ইতি নাম করণ ও গ্ৰোদার দিব্য জ্ঞানগাত সমাপ্ত।

অধ বশোধা কর্মক শ্রীক্ষের কটি বছন কথা।
পরীক্ষিত পূর্ব্ব কথা করিয়া শ্রেবণ।
করবোড়ে শুকদেব কহেন বচন ॥
পরম দ্যাপু খাষি কৃষ্ণ দ্যাময়।
ঘুচাও আমার তাহে বারেক সংশয়॥
কোন পুণ্যক্ষণে ঋষি নন্দ যশোষতী।
ফাপিলা কাৎসলা ভাব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥

ব্ৰহ্মা ইন্দ্ৰ যেই ভাব কছু নাহি পায়।' কোন ফলে গোপ গোপী পাইল ভাঁহায়॥ এই কথা শুনি তবে শুক মহামুনি। কহিলেন শুন শুন ওছে নুপমণি॥ সপ্তবন্থ মধ্যে পূজ্য দ্রোণ মহাশয়। ধরা নামে ভার্য্যা তাঁর খ্যাত বিশ্ব**ন**র ॥ ঘোর তপস্থায় রত হৈয়া তুইজন। লভিল হুর্লভ বর তুষি পদ্মাসন॥ দ্রোণ যাচে ব্রব্ধভূমে জনম লইব। বাৎসল্য ভক্তিতে আমি কুক্ষেরে পূজিব 🛊 দেখিব কেমন ভিনি ভক্তের ঈশ্বর। সন্তান ভাবেতে মোরা করিব গোচর॥ উভয়ের ইচ্ছা শুনি ব্রহ্মা দিলা বর। হউক নিশ্চন ভক্তি হরির উপর॥ সেই বহু শ্ৰেষ্ঠ দ্ৰোণ ব্ৰজে নন্দ হয়। ধরা সতী নন্দরাণী কহিন্তু নিশ্চয়॥ জন্মান্ত হইতে রাথে কৃষ্ণ প্রতি মন। বাংসল্য ভাবেতে তৃপ্তি করিতে সাধন ॥ সেই হেতু ভক্তাধীন ভগবান হরি। ব্ৰজেতে যশোদা পুক্ৰ হন অবতরি॥ বাঁহার প্রদূত বিশ্ব সহ চরাচর। কার সাধ্য প্রসবিবে সেই বিশ্বস্তর॥ ভক্তাধীন ভগবান সেই নারায়ণ। অরূপেও রূপ ধরি দেন দরশন।। ভাবাভাব নাহি তবু করিতে সোচন। ভক্তের প্রেমেতে কভু স্বামী ও নন্দন॥ এইরূপে নন্দ আর পুণা যশোমতী। পুক্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে মতি॥ একণে অপূর্বে লীলা করহ শ্রবণ। পুনঃ পুক্রভাবে কিবা করে নারায়ণ॥ . পুণ্যবতী যশোষতী পুচ্ছে রত মন। আপনি সেবেন পুক্তে করিয়। যত্ন॥ রাজার সংসারে আছে দাস দাসী কত। সকলেই গৃহকার্য্যে সতত নির্বত্ব॥

**এकমাত্র রাণী সেবে এক্রিঞ্চ নন্দন।** পুত্র সেবা ভিন্ন ভার নাহি অক্তমন॥ একদিন যশোষতী দধি ভাগু ল'য়ে। সম্মুখে চুলীতে দেন হুগ্ধ চাপাইয়ে॥ দধিভাতে রক্ষু সহ দণ্ড লাগাইয়া। মন্থন করেন দ্বধি শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া॥ ক্লম্বগুণ গান গোপী করিতে মন্থন। ক্রমে গানে হৈল তাঁর স্থির প্রাণ মন ॥: কুষ্ণ ভোগ সেবা ভাবে সম্থন করিতে। কুষ্ণগুণ গানে তাঁরে ভাবিতে ভাবিতে॥ অপূৰ্ব সমাধি তাঁর হুইল উদয়। প্রেমেতে আকুল জ্ঞান বাহ্য নাহি রয়॥ এত হেরি তবে সেই অন্তর্যামী হরি। শিশুরূপে দেখা দিতে যান ত্বরাহরি॥ उ (परवक्त मूनीक्त यांत्र ना भाग पर्यन । প্রেমেতে সহজে গোপী পাইল সে ধন ॥ গোপীর নিকটে গিয়ে দেখে নারাম্বণ। একবারে প্রেমে গোপী আছে অচেতর।। হস্তেতে মন্থন করে মুখে হরি গান। হৃদয়ে প্রেমের পূজ। মুদিত নয়ন॥ ইহা দেখি ভক্তাধীন সেই কুক্ষধন। कदित्यम कनमीत भीकत शहर ॥ ভুলাবার তরে হরি মায়। প্রকাশিয়া। কহিলেন দে মা স্তন তুহাত তুলিয়া॥ বাঁর শক্তি ত্রকাণ্ডের স্বয়ং জননী। ভক্তেরে কহিলা মাতা দে জন আপনি॥ প্রেমতে আকুল গোপী হ'বে সচেতন। मिथिन भरतरह कृष्ठ शिशिवाद छन ॥ যে পুত্রের ভাবে তাঁর সুর প্রাণ গন। সম্মুখে হেরিয়া কৈল বক্ষেতে ধারণ # বুকে ধরি মাগ্রভাবে ভাবিয়া নন্দন। অকাতরে চাঁদমুখে করিল চুম্বন # এইরপে কোলে করি কুড়ায় ছনয়। হেনকালে অয়ি তাপে হয় উ**থ**লয়॥

কুষ্ণ ভোগে হ্রশ্ব নক্ট দেখিয়া তথন। কর্মাসক্তি হেডু হরি হ'য়ে বিশারণ ॥ রাখিল ভূষেতে গোপী আপন নন্দন। ধাইল ছরার তুর্ম করিতে রক্ষণ। শিশুরূপে নারায়ণ ছেরি কর্মাসক্তি। ইচ্ছিলেন যাহে হয় স্থানিকাম ভক্তি॥ এই ইচ্ছা করি হরি মায়া ক্রোধ করি। ভাঙ্গিলেন দধিভাগু হস্তে লোষ্ট্র করি॥ ভাগু ভাঙ্গি অন্তর্ধ্যান হইয়া তখন। চলিলেন নবনীত করিতে ভক্ষণ ॥ দেবতার পূজা হেতু সতী যশোমতী। রেখেছিল নবনীত হ'য়ে শুদ্ধমতি॥ উদূখলে চাপি কৃষ্ণ গোপী প্রথা মতে। পাইলেন নবনীত আছিল যেমতে॥ কিছু নিজে খান আর বানরে খাওয়ান। কেহ পাছে দেখে বলি ইতন্ততঃ চান॥ সর্বকার্য্য স্বাকারে সেই ভগবান। শক্তি দিয়ে একবারে কভু না বুঝান॥ এই হেডু বাল্যভাবে ভীত ভাব ধরি। চঞ্চল ভাবেতে ননী খান প্রভু হরি॥ হেণ্য যশোমতী ত্রন্ম করিয়া রক্ষণ। আসিয়া দেখিল দধি ভাতের ভঙ্গন॥ এক কর্ম্ম সমাপনে আর কর্মনাশ। কর্মকণ ভাব ইথে না করি বিশ্বাস॥ মায়াতে মোহিয়া গোপী না চাহি মোচন : একবারে কুঞ্চপরা হইল তথন॥ কোথা কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণ এই ভাবি মনে। খুঁ জিতে লাগিল কুঞ আপন ভবনে॥ অতি ভৃক্তি হেরি তথা ভগবান হরি। লুকাতে নারিল গুছে ননী, চুরি করি॥ চোরঙ্গণে হেরি হরি যশোদার মন। আকুন করেন তাঁরে করিতে ধারণ॥ (वार्ग यरक उभकाद (यह नावादन। (कर नाहि महस्कर्फ कतिन शातन ॥

ভেদ ভাবে মহাগোপী পাইবে কেমনে। ভক্তিতে দেখয়ে কুষ্ণে না পার ধারণে 🕸 षानुषानु (तगष्ट्रवा देश यरणातात्र । তথাপি নাহিক পারে কুকে ধরিবার॥ যতবার আয় আয় বলয়ে বচন। তত দূরবন্তী হেরে আপন নব্দন॥ ক্রমে গোপী ভ্রান্ত হ'য়ে ভাবে মনে মন। বালক হইয়া দূরে করে পলায়ন ॥ ক্রমেতে আকুল হ'য়ে কুকে নেহারিতে। আকুল হইল চিত্ত এক্সিঞ্চ প্রেমেতে॥ দূরবতী রহে কৃষ্ণ পাইব কেমনে। ইश ভাবি যশোমতী ভাবিলেন মনে॥ হেন ভাব মনে তাঁর হইল উপ্থিত। খুলিয়া কবরী বস্ত্র মালা প্রফুল্লিত। বাছভাব নাশ তাঁর হইল যথন। कृषः कृषः विन कृषः भग्न (इन मन॥ সেইকালে হাসি হাসি প্রভু নারায়ণ। আপনি যশোদা করে দিলেন ধারণ ॥ ক্ৰত হ'য়ে যুশোদারে তত্ত্ব বুঝাইতে। কপট ক্রন্দনে শিশু লাগিল কাঁদিতে॥ ক্রন্দনে যশোদা মনে সায়। উপজিল। যশোদার ধত যষ্টি আপনি খসিল।। ভক্তি হেতু যশোমতী কহেন বচন। অতি চুফ্ট হইয়াছ অকাৰ্য্যেতে মন॥ বাঁধিয়া তোমারে আমি গুহুতে রাখিব। মম গৃহ ত্যজি কোথা যাইতে না দিব॥ যথন থাওয়াব আমি পাইবে তথন। যখন শোয়াব আমি করিবে শয়ন॥ আমার অধীন তোমা করিব এখন। দেখি বশীভূত ইথে না হও কেমন॥ ইহা বলি যশোমতী স্নেহ মায়া রতি। যত ভাব রক্ষু ছিল আপন সংহতি॥ একে একে সব রক্ষু করিয়া যোজন। উদূথল সহ যায় করিতে বন্ধন॥

এই বিশ্ব উদরে বাঁর বাঁর শক্তিচয়। কভু না বাঁধিলে থাঁরে স্বতন্ত্র যে রয়॥ এক স্থানে সেই ধনে গোপী রাখিবারে। করিয়া প্রয়াস যায় ক্লফে বাঁধিবারে॥ মায়াতে আবদ্ধ নাহি হন নারায়ণ। নারিল বাঁধিতে গোপী তাঁরে সে কারণ ॥ যত চেক্টা করে গোপী রব্দু বাড়াইয়া। তবু না বাঁধিতে পারে স্নেহ র독 দিয়া॥ অবশেষে ব্ৰজে ছিল যত গোপীগণ। আনিল সবার রক্ষু রতি প্রীতি ধন ॥ সকলি মায়ার রজ্জু করিল যোজন। তথাপি নারিল কুষ্ণে করিতে বন্ধন॥ যত রচ্ছু দেয় গোপী হু' অঙ্গুলি কমে। বাঁধিতে বাঁধিতে গোণী ক্লান্ত হৈল ক্ৰমে॥ যদিও মায়ায় কর্মা অমুরাগ বশে। উপজিল শুদ্ধভক্তি যশোদার শেষে॥ বন্ধন একান্ত-ইচ্ছা অন্তরে ভাঁহার। সেই কর্ম্মে মহা রতি হইল প্রচার॥ প্রেমযুক্ত ভক্তি তাহে হইল উদয়। ঘামিল শরীর যেন আন্তি বোধ হয়।। একদুষ্টে হেরে গোপী ঐকৃষ্ণ-বদন। বিশ্মিত হইয়া প্রেমে হয় নিমগন ॥ . তন্ময় ভাবেতে হরি হইলেন বশ। হরি যাহে বশীস্থত এমন সে রস।। শুদ্ধভক্তি হেরি হরি ভক্তাবীন হন। অবশেষে গোপী তবে করিল বন্ধন ॥ রক্ষুতে বাঁধিয়া গোপী ভাবে মনে মন। কোথা না যাইবে পুত্র পাব অসুক্ষণ ॥. এত ভাবি মায়াবশে গোপী গৃহে যায়। ভক্তিতে আবদ্ধ হরি রহিলা তথায় ॥ উপেন্দ্র রচিল গীত ভক্তিকথা দার। রক্ততে আবন্ধ কৃষ্ণ যশোদা আগার 🖁 🖰

हेडि जीकृत्कत कि वस्त कथा नमारा।

व्यथ यमनार्क्न छकात क्या। शक्तान्य कम त्रांक क्रवह खन्नाः। वृत्काकात क्रयःनीना कतिव वर्गन ॥ मर्द्याभी जगमीन इन क्रयः धन। শত শত ভক্ত তাঁরে করিল বন্ধন ॥ সর্ব্ব স্থানে সমভাবে খাকিয়া দতত। মুমুক্ষুর মুক্তি দানে হয়েন নিরত॥ বিশ্বস্তর নামে তার কত গুণ রূপ। কে পারে বুঝিতে তাহা অতি অপরূপ॥ তাহার প্রমাণ রাজা করহ প্রবণ। গোপী বন্ধ কৃষ্ণ ব্ৰক্ষে করিল মোচন॥ এ কথা শুনিয়া রাজা পুলকিত মতি। বলে কহ ঋষিরাজ সে কথা সম্প্রতি॥ শুকদেব কন তবে শুন নূপবর। যমল-অৰ্জ্ন মুক্তি কথা হৃবিস্তর।। মহাকালরূপী রুদ্রে সংসারের হয়। সেই দেব অনুচর কুবের তনয়॥ নল-কুবের মণিগ্রীব ছুইটি নন্দন। শিব সেবা হেতু ছয়ে করেন স্থাপন॥ ধনপতি পিত। আর প্রভু মহেশ্বর। ইহা ভাবি চুইজনে অহস্কারপর॥ অপ্ররা লইয়া ক্রীড়া দিবা রাতি করে ৷ নন্দন কাননে কভু শৈল সামুপরে॥ কভু মর্ক্তো কভু স্বর্গে কভু বা সাগরে। কভু পদাবনে মাতে স্বচ্ছ সরোবরে॥ এইরূপে অহলারে কাস-পরবশ। সর্বেক্টিয়ে ভোগ করে যত রতিরস ॥ একদিন छूटेकरन न'रा नातीमन। শতদল মাঝে যেন করী মহাবল।। वाकृणी मिन्द्रा शास्त्र हहेशा हक्का। বেষ্টিত থাকিয়া যত যুবতী সকল # जन कि नाशि धार यहा मदावर । ্ প্রকৃত্ন কমলে পূর্ণ শোভা বছতর॥

ছেন স্থানে গিয়া ছুই কুবের তনয়। নারীসহ আপনার। দিগম্বর হয়॥ 🕆 উলঙ্গ হইয়া সবে জলকেলি করে। দেবর্ষি নারদ তাহা হেরিলা উপরে॥ দয়াসয় খাষি ছয়ে করিতে উদ্ধার। চিন্তিয়া নামিল তথা দেখি ব্যভিচার ॥ . নারদে নেহারি তবে স্থব্দরীর দল। একে একে বস্ত্র পরে হইয়া চঞ্চল।। गरम गड अक्काती छूट्টि कुमात। দেবর্ষি না মানি তবু করে ব্যভিচার॥ ইহা দেখি ঋষিবর ক্রেন বচন। আশ্চর্য্য করিল মোরে কুবের নন্দন॥ পিত। তোর ধনপতি অতি সদাশয়। আসক্তি বিহীন সেই ভক্তিপর হয়॥ তোমা দোঁহে হ'য়ে তাঁর হজন নন্দন। একেবারে অহঙ্কারে হইলে মগন॥ আমারে দেখিয়া মনে না হইল ভয়। শিব-ভূত্য বলি তোরা দিস পরিচয় ॥ দেব সহচর যোগ্য নহিস কখন। দিব উত্তে মহাশাপ কহিন্দ এখন ॥ যে জন ঐশ্বর্যো মাতি করে অহস্কার। বৃদ্ধি নাশে জ্ঞানের বিনাশ হয় তার॥ রিপু চরিতার্থ লাগি দিবানিশি মন। আমি হঠ। আমি ভোক্তা এই বিবেচন॥ দেহের ঈশ্বর ভাবে নাহি জানে কায়। ভ্রমেতে ভুলিয়া পাপ করে সর্বনায়॥ উদ্ধারিতে সে পাপীরে সাধুর উচিত। সেই হেতু শাপ আমি দিব সমূচিত॥ এত বলি ঋষি তবে কছেন বচন। বুক্দরূপী হও উভে এই মুম মন॥ তরু হও কিন্তু শ্বৃতি থাকুক সবার। তাহে দূরে যাবে যত মন্দ্ অহঙ্কার॥ কণ্টক না ফুটে যার কথন চরণে। না বুঝিতে পারে সেই পরের বেদনে॥





লত বাধু পাও ফল সাম লগা মন না লতব মুল্যা ফল কৰত ভ্ৰফণ দা সাম প্ৰত

তাই বলি তমোগুণে হও তরুময়। ব্রজপুরে অবস্থান উপযুক্ত হয়॥ সত্যবাদী জীব তথা হরি-পরায়ণ। তাহাদের সদাচারে মুগ্ধ হবে মন॥ শতবর্ষ পরে হরি ভক্তের কারণ। ব্রজপুরে গোপগৃহে দিবে দরশন॥ সেই কালে হরি হেরি পাইবে মোচন। অবশ্য হইবে সিদ্ধ আমার বচন॥ এত বলি মহাঋষি বীণাধ্বনি করি। হরিগুণ গাহি যান গগন উপরি॥ সে যক্ষপুত্র যমল-অর্জ্জ্ন নামেতে। হইল বিশাল রক্ষ নন্দের দ্বারেতে॥ ব্রজেতে পরমাভক্তি সকলের রয়। দিবানিশি কৃষ্ণ চিন্তা স্বাকার হয়॥ তাহাদের সমাচারে সেই তরুবর। তমোগুণ নাশ হয় সত্তপুপর॥ শ্বতি লাভে তরুরূপে তুই মহাজন। ব্ৰজেতে ভক্তিতে শুদ্ধ ক্ৰমে করি মন॥ দিবানিশি হরি চিন্তা এক মনে করে। রুক্রপ নাশ তার হইবে সম্বরে॥ এইরূপে তমোগুণী কুবের-তন্য। বুক্ষভাবে থাকি কুষ্ণে অনুরাগী হয়॥ অপূর্বে মাহাক্স্য রাজা ধরে ব্রজপুর। তৃণ গুলা প্রেমভক্তি পায় স্থাচুর॥ এইরূপে কৃষ্ণ চিন্তা চুই রুক্ষ করে। হেনকালে গ্রীয়শোদা বাঁধিল কুষ্ণেরে॥ জগতের আত্মা যিনি কে বাঁধিতে পারে। শত শত রূপে রন ভক্তের আগারে॥ এক রূপে ভক্ত গৃহে করেন বিহার। আর রূপে পাপীজনে করেন উদ্ধার॥ এই হেতু বন্ধ হ'য়ে প্রভু নারায়ণ। রছিলা গোপীর মতে তথায় বন্ধন ॥ কুষ্ণেরে আবদ্ধ হেরি যশোদা তথন। কার্য্যবশে গৃহান্তরে করিল গমন।।

সেই কালে দেখে হরি মেলিয়া নয়ন। কে যেন ডাকিছে তাঁরে বলি নারায়ণ॥ অন্তর্য্যামী প্রভু তিনি বুঝিয়া কারণ। ভক্তিতে থাকিয়া বাঁধা করেন গমন ॥ সেই উদৃশল সহ রজ্জুনা টুটিল। তথাপি শ্রীহরি শিশুরূপেতে চলিল।। যমলার্জ্জনের তলে নাচে শিশুদল। আনন্দে চলেন হরি ল'য়ে উদুখল॥ একেতো ভক্তিতে বন্ধ প্ৰভু নারায়ণ। তাহাতে দয়াতে ব্যগ্র করিতে মোচন॥ এমন দ্যাল হরি ব্লক্ষ মাঝে গিয়া। আকর্ষণে তই রক্ষ ফেলেন ভাঙ্গিয়া। নারদের বাক্য সিদ্ধ কৈল নারায়ণ। ভক্তিভাবে জীবন্মুক্ত কুবের নন্দন॥ শাপ মুক্ত হ'ল উত্তে বৃক্ষ ভাব নাশে। নবীন কিরণ আভা দেহেতে প্রকাশে॥ উভয়ে করিলা স্তব ছেরি নারায়ণ। করযোডে শেষে বলে করিয়া ক্রন্সন ॥ এই দয়া কর হরি অধমের প্রতি। মায়ার ছলেতে যেন নাহি ভুলে মতি॥ ইহা শুনি ভগবান দিলেন চরণ। দিব্যরূপে গেল উভে বৈকুণ্ঠ ভবন॥ ব্ৰজ শিশুগণে দেখি হইল বিশ্বিত। স্বৰ্গেতে দেবতা সবে হৈল আনন্দিত॥ ভক্তার্ধান ভগবান এই লীলা করে। পাপীর উদ্ধার লাগি নিয়ত বিহরে॥ ইতি সমপাৰ্জ্কন উদ্ধার কথা সমাপ্ত।

অপ কল বিক্রমিণীর কণা।
মৃত্রভাষে শুকদেবে কছে নূপবর।
কহ দেব হরি কথা অমৃত সাগর॥
পরম কারণ হরি জগতের সার।
কি কার্য্য করিল প্রভু কহ স্থবিস্তার॥

মুনি কহে শুন কহি কথা পুরাতন। উদ্ধার করিল কৃষ্ণ যমল অর্জ্জুন॥ গোষ্ঠে ছিল নন্দ আদি যত গোপগণ। মহাশব্দে বৃক্ষ যবে হইল পতন॥ শুনি শব্দ চমকিত সকলে হইল। ঘোর রবে যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল॥ নন্দ আদি গোপ যত ভয়েতে আকুল। গোষ্ঠ হ'তে বেগে দবে আইল গোকুল॥ দেখিল যে তুই বৃক্ষ রয়েছে পড়িয়ে। সবে চমকিত হয় তাহা নির্থিয়ে॥ বলে একি অসম্ভব করি দরশন। কেন এ বিশাল গাছ হইল পতন॥ ঝড় বৃষ্টি কিছু নাই কেন অকস্মাৎ। ব্লক উপাড়িয়া কেন পড়িল হঠাৎ॥ এইরূপ নানাকথা কহে সর্বজন। दुरक्त मभीरभ करत कूरक मत्रभन ॥ কুষ্ণে দেখি নন্দগোপ তাড়াতাড়ি যায়। উদুখলে বাঁধা কৃষ্ণ দেখিল তথায়॥ কুষ্ণে করি কোলে নন্দ কহিছে তথন। আমার ভাগ্যেতে কেন এত বিভূমন॥ একটি নন্দন মোর কুষ্ণ গুণনিধি। তারপরে কেন বাদ সাধিছেন বিধি॥ কি জানি কপালে মোর কি হবে ঘটন। ভাবিতে লাগিলা নন্দ বিষাদিত মন ॥ হেনকালে গোপশিশু তথায় আইল। নন্দে চাহি শিশুগণ কহিতে লাগিল॥ শুন কহি গোপেশ্বর অপরূপ বাণী। नवनी कांत्ररंग कृरक वािक्कतन तांगी॥ উদূথলে বেঁধে মাতা গৃহান্তরে গেল। বন্ধন সহিত কৃষ্ণ চলিতে লাগিল॥ আগে আগে যায় কৃষ্ণ করি দরশন। আমরা সকলে করি পশ্চাতে গমন॥ সনে মনে করি মোরা দেখি কোথা যায়। (इनकारल इक गरश (मिश यह्नाय ॥

তুই গাছ তুই দিকে মধ্যে তব স্থত। বন্ধ উদূথল তাহে দেখিতু অদ্তুত॥ উদূখলে লাগি তবে তুই তরুবর। উপাড়ি পড়িল শব্দ হৈল ভয়ঙ্কর॥ যেমন পড়িল বুক্ষ শুন গোপবর। অমনি হইল তুই মানব জ্বনর॥ যোড়হাতে ভূমি লুটি করিল প্রণতি। বিধিমতে তুইজনে করিলেক স্তুতি॥ তারপর কোথা গেল পুরুষ তুজন। এমন অম্ভুত রূপ না দেখি কখন॥ কেবা সেই ছুইজন কহিব কেমনে। কোনদিকে গেল তারা না দেখি নয়নে॥ শুনিয়া বালক বাণী যত গোপগণ। প্রত্যয় না মানে কেহ না জানি কারণ॥ নন্দগোপ মনে মনে করিল সংশয়। পুতনাদি বধ তাঁর মনে উপজয়॥ মনে ভাবে এই কথা মিথ্যা কভু নয়। কৃষ্ণ হ'তে উৎপাটিত এই বৃক্ষদ্বয়॥ যথন করেছে কৃষ্ণ পুতনা নিধন। তৃণাবৰ্ত্তে অবহেলে বধিল জীবন॥ ় তখন এ ছুই গাছ করেছে ভঙ্গন। সত্য মানি আমি এই বালক বচন॥ বন্ধন দেখিয়া নন্দ হাসিতে লাগিল। বন্ধন মোচন করি কুষ্ণে কোলে নিল। যশোমতাঁ প্ৰতি তবে কত কটুভাষে। নবনী খাওয়ায় পুত্রে মনের হরিষে॥ এইরূপে কেলি করে গোপিকার ঘরে। বাল্যলীলা করে হরি আনন্দ অন্তরে॥ কভু নাচে কভু দোলে দেখিতে স্থন্দর। কভু গীত বাত্য করে গোপিনার ঘর॥ কখন পাতুকা করে মস্তকে ধারণ। গোপিকার প্রেমে বশ গোপিকা-মোহন॥ কথন যশোদা কোলে নৃত্য করে হরি। বনে ক্রীড়া করে কন্ত গোপে মুগ্ধ করি॥

এইরূপে স্থা যত গোপ-গোপিগণ। শ্রীহরিকে কোলে করি আনন্দে মগন॥ গোপ-শিশু সহ হরি খেলা করে কত। প্রেমানন্দে নন্দগোপ সদা আনন্দিত ॥ পরে শুন মহারাজ। অপূর্ব্ব কাহিনী। গোকুলে আইল এক ফল-বিক্রয়িণী॥ ফলের বাজরা মাথে যায় উভরায়। ফল নেবে যেবা খাবে শীঘ্র করি আয়॥ এদ ব্ৰজ শিশুগণ লহ মিন্ট ফল। যুল্য আনি ফল লও বালকের দল।। খাবে যদি বহা ফল এস শীঘ্র করি। এইরূপ বলি ডাকে ফল হাতে ধরি॥ বার বার ডাকে যবে ফল-বিক্রয়িণী। গৃহ মধ্যে থাকি শোনে দেব চক্রপাণি॥ ফলদাতা ফল লইবারে করি মন। অঞ্জলি পুরিয়া ধাষ্য লইল তথন॥ বাঞ্ছা কল্পতরু তবে চলিল তথায়। ফল-বিক্রয়িণী যথা ডাকে উভরায়॥ ফল আশে ধান্ত হাতে শ্রীহরি চলিল। অঙ্গুলি ছিদ্ৰেতে তাহা সকলি পড়িল॥ দেখিতে না পান হরি হাতে নাহি ধান। ফল-বিক্রয়িণী পাশে আনন্দেতে যান॥ হাসি হাসি মুক্তভাষি বলেন তথন। ধাষ্য লহ দাও ফল করিব ভোজন॥ দেখ কুরু কুলমণি শ্রীহরির খেলা। গোকুলে গোপিকা সহ করে কত লীলা॥ যিনি সর্ব্য ফলদাতা জগতের সার। ফল হেতু যান হরি পাতি তুই কর॥ মোক্ষ ফল যাঁর কাছে তিনি ফল মাগে। হাত পাতি ধায় ফল-বিক্রয়িণী আগে॥ ফল-বিক্রয়িণী তবে করে দরশন। পাত্য নাই শৃত্য হস্ত অতি স্তুশোভন ॥ কমল জিনিয়া কর ছতি স্থকোমল। রক্ত কোকনদ সম দেখে করতল।।

ফল-বিক্রয়িণী সনে চিস্তিল তখন। মানবের হস্ত হেন না হবে কখন॥ ভকত সম্পদ হরি দেখিকু নয়নে। কোন ভাগ্যবতী গর্ভে ধরিল নন্দনে॥ নারী জন্ম ধন্ম তার জঠরে ধরিল। কোন পুণ্যবতী গৃহ উচ্ছল করিল॥ ধন্ত রামা যার এই স্থন্দর নন্দন। হেন পুক্র পান করে যার ছুই স্তন॥ এত বলি প্রেমানন্দে ভাসে আঁথিনীরে। যতনে লইয়া কোলে কহে মুদ্রস্বরে॥ লহ বাপু খাও ফল যত লয় মন। না লইব মূল্য ফল করহ ভক্ষণ॥ যত ইচ্ছা তত ফল তুমি বাপু খাও। নাচিয়া নাচিয়া মোর সম্মুখে বেড়াও॥ প্রবণে সানন্দে তবে শ্রীনন্দনন্দন। একে একে সব ফল করিল ভক্ষণ॥ শৃন্য পাত্র হৈল যবে ফল-বিক্রয়িণী। ঘরে যায় মনে মনে হ'য়ে আহলাদিনী॥ ফলের পদরা তোলে মস্তক উপরে। মহাভার ফল পাত্র তুলিতে না পারে॥ ফল-বিক্রয়িণী মনে চিস্তিল তখন। ফল হীন পাত্র ভার কিসের কারণ॥ এত ভাবি মনে মনে বিচার করিল। ফল পাত্র ঢাকা বস্ত্র খুলিয়া দেখিল॥ দেখে নানা রত্ন পূর্ণ ফলের আধার। ফল-বিক্রয়িণী তথা করিল বিচার॥ বিশায় মানিয়া তবে ফল-বিক্রয়িণী। ছলনা করিল মোরে দেব চক্রপাণি॥ ওছে দীনবন্ধ হরি জগতের সার। পরম কারণ ভূমি পরম ঈশ্বর॥ অগতির গতি নাথ দীনের ঠাকুর.। দীননাগ তব দয়া দীনেতে প্রচুর॥ ধন দানে দীনে কেন ভুলাইতে চাও। এ সব বন্ধুণা নাথ আমার ঘুচাও ॥

এত বলি জীহরির চরণে ধরিল। মুত্রভাষে তবে কৃষ্ণ তাহাকে কহিল॥ যাহ ঘরে ল'য়ে তুমি সকল রতন। পাইবে অস্তিমে তুমি আমার চরণ॥ এত কহি হরি তার মাথে পদ দিল। ফল-বিক্রয়িণী তবে ঘরেতে চলিল॥ তদস্তরে কৃষ্ণ আর রোহিণী-নন্দন। যমুনা পুলিনে দোঁছে করিল গমন॥ আর যত ব্রজ্ঞশিশু সঙ্গেতে চলিল। পরম আনন্দে সবে খেলিতে লাগিল॥ ক্রীড়ারসে মক্ত সবে হইল তখন। ছইল অনেক বেলা মধ্যাক্ত তপন। গগনে অধিক বেলা করি দরশন। যশোমতী দুঃখী অতি ব্যাকুলিত হন॥ আকুল হইয়া রাণী না হেরি নন্দনে। কিছু না খাইল কোথা খেলে কার সনে॥ রোহিণী নিকটে সতী অসনি ধাইল। বলে দিদি রাম কুষ্ণ কোথায় বা গেল। গগনে এতেক বেলা কিছু নাহি খায়। কার সনে থেলে কোণা বলনা আমায়॥ কি জানি কপালে মোর কি হয় ঘটন। পায় পায় শক্ত তার ফিরে অফুক্ষণ॥ এত বলি তুই জনে আকুলিত মনে। চারিদিকে ধায় তারা পুত্র অন্থেষণে॥ কৃষ্ণ বলরাম বলি ডাকে উচ্চৈঃম্বরে। খুঁজিয়া না পায় তাঁরে নগর ভিতরে॥ नन्मतागी পागनिनी পুट्यत कातर।। যমুনা পুলিন দেশে ধাইল তথন॥ রোহিণী যশোদা দোঁহে অস্বেষণ করে। দেখিল খেলিছে সবে যমুনার তীরে॥ বলরাম সহ কৃষ্ণ ব্রজশিশু যত। খেলিছে আনন্দে সবে হ'য়ে হ্র্যান্বিত॥ (धरा शिरा नन्दर्शाणी शृद्ध निल कारल। হাতে ধরি বলরামে মুচ্চভাষে বলে॥

ছেপা এলে বলরাম ল'য়ে কৃষ্ণধন। হ'য়েছে অনেক বেলা মধ্যাহ্ন এখন॥ খেলিতে আসক্ত এত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। ব্রজশিশু সঙ্গে করি খেল চুই ভাই॥ ভাবিয়ে আকুল মোরা তোদের কারণ। নগরের ঘরে ঘরে করি অস্থেষণ ॥ কিছু না খাইল নন্দ না দেখি তোমায়। কত কটু ভাষা বলি ভৰ্গিল আমায়॥ পথ চাহি বসে আছে তোমার কারণ। না কর বিলম্ব গৃহে করহ গমন॥ এস বাপ কোলে মোর চল গৃহে যাবে। ভোজনান্তে আসি পুনঃ সকলে খেলিবে ধূলায় ধূসর অঙ্গ মুছহ সকলে। স্নান করি এদ সবে যমুনার জলে॥ যত ব্ৰহ্ণশিশু আজ চল ঘরে সবে। ভোজনান্তে রত হও খেলার উৎসবে॥ এত বলি যশোমতী কুষ্ণে নিল কোলে। বলরাম আদি করি চলিল সকলে॥ আইল গৃহেতে সবে আনন্দ অপার। করিল গমন তারা গৃহে যে যাহার॥ নন্দরাণী রামকুষ্ণে করায় ভোজন। বিপ্রগণে দান করে আনন্দিত মন ॥ রত্ব আদি দেয় যত দরিদ্র ব্রাক্ষণে। ধনদানে তোষে রাণী দীন হুঃখীজনে॥ গোকুলে গোপের দল ল'য়ে কুফধন। সদা হরষিত মতি হয় সর্বজন॥ है कि एक विक्रिशिनी कशा जायश ।

অথ নদাদি গোপগণের রুনাবন গমন। শুকদেব কহে শুন কুরু মহামতি। পুরাণ প্রান্স কথা হ্যমধুর অতি॥ নন্দবাসে যতজন বসি একাসনে। পরস্পার প্রিয়ক্থা কহে জনে জনে॥

উপানন্দ বলে শুন বচন আমার। আমি যাহা বলি তাহা করহ বিচার॥ আপন ইচ্ছায় কোন কাৰ্য্য সিদ্ধ নয়। কৃষ্ণ ইচ্ছা কৈলে তাহা স্থসিদ্ধ নিশ্চয়॥ ত্যজহ গোকুল সবে বচনে আমার। এখানে থাকিতে নহে উচিত কাহার॥ যে হেতু সর্বাদা ভয় হয় এই স্থানে। কিরূপে সকলে বল রহিব এখানে॥ সর্ববদা বিপদ হেথা হয় বালকের। হেখায় বদতি আর হয় কি প্রকার॥ অতএব ছাডি চল অশ্ব কোন স্থানে। চল সবে যাই সেই পুণ্য বুন্দাবনে॥ জল স্থলে সেই স্থান হয় স্থগোভিত। নব দূৰ্ববাদলে মাঠ আছয়ে পূৰ্ণিত॥ ধেনু বৎসগণ সব করিবে চারণ। নাহি ভয় রবে তথা করিলে গমন॥ কত যে বিপদ হেথ। পদে পদে ছৈল। দেখিলা পুত্ৰ। আসি জীবন ত্যজিল॥ অকন্মাৎ শকট যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দৈব হেতু পুত্ৰে কোন মন্দ না ঘটিল॥ ভাঙ্গিয়া পড়িল সেই বৃক্ষ ভয়ঙ্কর। পূৰ্ব্ব পুণ্য হেতু ভাই হইল উদ্ধার॥ এইরূপে বার বার বিপদে পতন। ক্ষণেক এখানে থাকা নছে কদাচন॥ চল যাই রম্য স্থান সেই রুন্দাবন। সেখানে না হবে কভু বিপদ ঘটন॥ এইরূপ যুক্তি করি সকলে মনেতে। সকলে চলিল তবে সে বৃন্দাবনেতে॥ একত্র ইইল তবে যত গোপগণ। শকটে পূরিল যত রত্ন আভরণ॥ এইরূপে গোপগণ গোকুল ছাড়িল। হর্ষ মনে বুন্দাবনে সকলে চলিল॥ গোপ গোপী আদি সবে হ'য়ে হরষিত। বালক বালিকা যত আনন্দে মোহিত॥

নন্দ উপানন্দ আর যতেক গোপাল। কৃষ্ণ বলরাম আর যতেক রাখাল॥ ধেন্তু বংসগণ সব লইয়া সঙ্গেতে। সকলে চলিল তবে আনন্দ মনেতে॥ মহানন্দে নৃত্য গীত করে সর্ব্বজন। নানারূপ বেশ ভূষা করয়ে তথন॥ কেহবা আনন্দে বাগ্য লাগিল বাজাতে। কেহবা বাজায় শিঙ্গা কেহ বাগ্য হাতে॥ বগল বাজায় কেহ কেহ করতাল। বাজাইলা বীণা কেহ মুদঙ্গ রসাল। সেতারা চৌতারা কেহ বাজাইছে রঙ্গে। বাঁশী কাঁসী কার হন্তে বাজে রামশিঙ্গে॥ এইরূপে নানা রঙ্গে বাভ বাজাইয়া। চলিল ব্রজের পথে সকলে সাজিয়া॥ কেহব। বাঁশের ছড়ি হাতেতে করিল। কেহ নব পত্র মালা গলেতে পরিল॥ কেহবা ফুলের চুড়া ধরেন মস্তকে। কেহ উভরড়ে ধায় রুন্দাবন দিকে॥ কেহবা ধেমুর পাল তাডাইয়া যায়। কেহ বৎস কোলে করি ক্রতবেগে ধায়॥ এরূপে গোকুলবাদী আনন্দিত মনে। গোপ গোপী আদি করি চলে সর্বজনে॥ **চ**लिल व्यमःश्य विक शिया मश्रुत । বালক বালিকা যত চলিল বিস্তর॥ রতন ভূষণে সবে হইয়া ভূষিত। উক্তম বদন দবে পরিয়ে ছরিত॥ মহানন্দে সকলেতে গমন করিল। কেহ যানে কেহ কেহ হাঁটিয়া চলিল॥ কেছ গজে কেছ রথে কেছ অশ্বপরে। কেহ চতুর্দ্ধালে যায় আনন্দ অন্তরে॥ কেহ রুষোপরে যায় কেহ গৰ্দভেতে। মহাকোলাহলে যায় সবে ব্রজপথে॥ সঙ্গেতে চলিল কত দ্রব্য বছতর। বন্ধ আদি আর যত তৈজ্ঞস আধার॥

গৃহের সামগ্রী যত শকটে ভরিয়া। চলিল সকলে সঙ্গে হরষিত হৈয়া॥ नन्द छेशानन्द जात यरनामा त्राहिनी। গিরিভাসু ব্রভানু যতেক গোপিনী॥ কুষ্ণ বলরাম সে শ্রীদাম বিজ্ঞবর। স্বর্ণদোলে চড়ি সবে চলিল সম্বর ॥ এইরূপে বুন্দাবনে করিল গমন। হরষিত হৈল সবে হেরি রুন্দাবন॥ এখানে গোকুল হয় শূস্তময় ঘর। বুন্দাবনে গেল সবে আনন্দ অন্তর॥ वन्नावन भारक मरव প্রবেশ করিল। আনন্দ-সলিলে সবে মগন হইল॥ জল হল পরিপূর্ণ মনোহর স্থান। তৃণ আদি শস্তক্ষেত্র করে দরশন॥ রুন্দাবন মাঝে গিয়া বিশ্রাম করিল। কেছ কেহ বৃক্ষমূলে গীত আরম্ভিল॥ কুষ্ণগুণ গান করে ব্রঞ্জশিশু যত। কোন শিশু নৃত্য করে হইয়ে মোহিত॥ কেহবা পাড়িয়ে ফল করয়ে ভোজন। স্থ<sup>শী</sup>তল জলে কেহ জুড়ায় জীবন॥ এইরূপে বুন্দাবনে রহে গোপগণ। দাস ভাষে হরিকথা তরিতে শমন॥

> ইতি নন্দ আদি গোপগণের বৃন্দাবন গমনের কণা সমাপ্ত।

অধ রলাবদের পূর্ব বিবরণ ।
পরীক্ষিত বলে তবে করি যোড়কর।
ঘূচাও সংশয় মোর ওহে মুনিবর ॥
রন্দাবন ভূমে হরি গেল কি কারণ।
কেন বা হইল তার নাম রন্দাবন ॥
রন্দারণ্য বন কিম্বা ভক্ত নাম হবে।
বিস্তারিয়ে সেই কথা আকারে কহিবে॥

যদি ভক্ত হয় তবে কি পুণ্য করিল। সেই কথা সবিস্তারে মুনিবর বল ॥ শুকদেব বলে কহি শুন নরবর। পুণ্য কথা পুরাণের পরম স্থন্দর॥ কেদার নামেতে এক ছিল নরপতি। শান্ত ধীর ক্ষমাশীল ধর্মাবন্ত অতি॥ मया नाकिनाानि ७८० छिल विভূষিত। প্রতাপে আদিত্য সম বিনয়ে মণ্ডিত॥ তুষ্টের দমন রাজা করিত নিয়ত। পুত্ৰবৎ প্ৰজাগণে সতত পালিত॥ পরম ধার্ম্মিক রাজা কৃষ্ণপরায়ণ। ভক্তিতে পূজিত সদা শ্রীহরি চরণ॥ নিয়মিত যাগ গজ্ঞ ব্রত উপবাস। আনন্দে পালিত সব নুপ বার্মাস॥ ভার্যা। পুত্র আদি করি দবে হরিভক্ত। হরি সেবা হরি পূজা হরি অনুরক্ত॥ অশ্বমেধ যক্ত রাজা করিল অনেক। রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করিল কতেক॥ সর্বদা শ্রীহরি পদ করিত স্মরণ। কৃষ্ণ প্ৰীতে দৈব কাৰ্য্যে থাকিত মগন॥ মহাপুণ্যবান রাজ। বিখ্যাত জগতে। সর্বদা ভাবিত হরি আত পুলকিতে॥ হেন রাজা অবনীতে না হবে কখন। এমন ধার্ম্মিক আর নহে দরশন॥ পরেতে রাজার মনে বিরাগ জন্মিল। তপক্তা করিতে ঘোর বনে প্রবেশিল॥ পুত্রে রাজ্য দান করি মনের হরিষে। নিবিড় গহনে চলে কুষ্ণের উদ্দেশে॥ যোগ হেতু মহারণ্যে প্রবেশে রাজন। গুহে রূপবতী নারী রাখিয়া তখন॥ শ্রীকৃষ্ণ সাধন হেতু কঠোর করিল। বাতাহারে নিরাহার হরি আরাধিল॥ ফলাহারে জলাহারে সেবে হরিপদ। পাইতে সে হরিপদ না ভাবে আপদ॥

এইরূপে বছকাল তপ আচরণ। উদ্ধিপদে হেটমুখে নিশা জাগরণ॥ শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি সম সর্ববকাল। একান্তে ভাবয়ে হরি সেই মহীপাল। এইমত বহুকাল তপ আচরণ। তুষ্ট হয়ে হরি তবে দিল দরশন॥ আনন্দে কুষ্ণের রূপ ভূপতি নেহালে। শ্রীহরি রাজারে তবে মৃত্রভাষে বলে॥ বর মাগ মহারাজ তব অভিমত। যাহা চাহ তাহা দিতে আছি হে সম্মত। নরপতি হুক্টমতি কহিল তখন। দেহ মুক্তিপদ ওহে জগত জীবন॥ অশ্য কোন বরে মম প্রয়োজন নাই। বিনে মুক্তিপদ অশ্য বর নাহি চাই॥ শুনি বাণী চক্রপাণি তাহাই করিল। কুপা করি কুপাময় গোলোকে লইল॥ সেই বনে সেইক্ষণে মরণ তাহার। হইল পরম তীর্থ নামেতে কেদার॥ বহু পুণ্যতীর্থ সেই হয় অবনীতে। জীবগণ পায় মোক্ষ তাহার স্পর্শেতে॥ কেদার রাজার কন্সা রন্দা নামে সতী। লক্ষী অংশে জন্ম তার শুন মহামতি॥ ধন্মকতী মহাসতী জগতে বিখ্যাত। শ্রীহরি চরণ সতী সতত সেবিত॥ পরম যোগিনী কন্সা যোগ অনুষ্ঠানে। তপশ্বিনী ছিল কন্সা এ ভব ভবনে॥ ধর্মবর্তী সেই সর্তা হরিপদে মতি। শয়নে স্বপনে সদা ভাবিত এপিতি॥ হরিপদ ধ্যানে রত চিত্তে পুলকিত। পূজিত কুষ্ণের পদ ভক্তির সহিত॥ একদিন মহারাজ শুন বিবরণ। দৈবাৎ তুৰ্বাসা মূনি তথা আগমন॥ দয়া করি মুনি তাঁরে কুষণমন্ত্র দিল। মন্ত্র পেয়ে রন্দা তবে কাননে পশিল।

ত্যজি গৃহ ঘোরারণ্যে প্রবেশে তথন। তপস্থা করিল কত কুষ্ণের কারণ॥ অনেক কঠোর করি প্রভু আরাধিল। অনাহারে অস্থিচর্ম্ম অবশেষে হৈল॥ কতকাল এইরূপে করে আরাধন। অন্তরে কেবল চিন্তা সেই নারায়ণ॥ তবে কতদিনে তাঁর দয়া উপজিল। বুন্দার সমীপে আসি উপনীত হৈল॥ তবে হরি দয়া করি দিল দরশন। হেরিল সে রূপরাশি ভুবনমোহন॥ দ্বিভুজ মুরলীধারী রূপ অনুপম। রূপরাশি পূর্ণশশী ত্রিভঙ্গ স্থঠাম॥ রূপ হেরি রুন্দা সতী মোহিত হইল। সাফীঙ্গেতে ভূমিতলে অমনি পড়িল॥ করযোড়ে করে স্তুতি রুন্দা গুণবতী। বল হে অনাথ নাথ অগতির গতি॥ জগত জীবন বিভু জগতের সার। কে জানে তোমার তত্ত্ব মহিমা অপার॥ স্থজন পালন লয় তুমি সর্বব্যয়। তোমাতে সকলি হরি তুমিই অক্ষয়॥ অবলা কামিনী আমি কি করিব স্তুতি। না জানি ভজনা নাথ আমি অলমতি॥ বুন্দার বচনে হরি কহিলা তখন। মনোমত মাগ বর যাহা লয় মন॥ ইচ্ছামত লহ বর না হবে অশুথা। উঠ ধনি লছ বর শুন মম কথা। কহে সতী মৃত্রভাষে করখোড় করি। দাসীর বচন দেব শুন দয়া করি॥ অস্য বরে নাহি ইচ্ছা শুন দ্য়াময়। তব পদে মতি যেন চিরকাল রয়॥ তব পদে হব দাসী ওহে যোগেশ্বর। কুপা করি অধিনীরে দেহ এই বর॥ মনেতে বাসনা এই আমার নিয়ত। তব পাদপদ্ম যেন হেরি অবিরত॥

সতীর বচনে হরি সম্ভক্ত হইল। দয়া করি দয়াময় তারে মুক্তি কৈল। গোলোকে লইল তারে মৃক্তিপদ দিয়া। রহিল কেদার-স্তা কিঞ্করী হইয়া॥ শুন রাজা পরীক্ষিত পূর্বব বিবরণ। রন্দার তপস্থা স্থান এই রন্দাবন॥ রুক্দা নামে রুক্দাবন নাম যে ছইল। জনাৰ্দ্দন সেই স্থানে লীলা প্ৰকাশিল। শুন কহি মহারাজ বাক্য স্থাময়। জগতের সার হরি জগত আশ্রয়। জগতের মধ্যে এই বুন্দারণ্য বন। এ হেন পবিত্র ভূমি নহে দরশন॥ যেই নর একবার দরশন করে। প্রভুর কুপায় যায় গোলোকনগরে॥ অশেষ পাপের পাপী যেই মূঢ়মতি। রুন্দাবনধামে যদি করে সেই গতি॥ বিষম পাতক হ'তে হয় সে উদ্ধার। তার প্রতি শমনের নাহি অধিকার॥ দাস বিরচিল গীত ভাগবত সার। শ্রেবণে পবিত্র হয় পাপী তুরাচার॥ है डि नृम्मायरमत शृक्त विनत्त समाध ।

শ্বণ গোপগণের কুলাবন বাস কলা।
শুক কহে নরবর, শুন কথা তদস্তর,
হরিগুণ জগতের সার।
শুবণে পাপের ক্ষয়, জীবে মোক্ষপদ পায়,
ভাগবত বাক্য হুখা সায়॥
গোকুলনিবাসী যত, সবে ছিল নিদ্রোগত,
প্রভাতে উঠিল সর্বজন।
দেখে পুরী মনোহর, অট্টালিকা কি ফুল্মর,
বিশ্বয়েতে হইল মগন॥
গৃহ আদি স্বর্ণময়, হেরি সবে সবিশ্বয়য়,
মানসেতে চিন্তার উদয়।

স্থদীর্ঘ প্রাচীরে তাহে, স্থচিত্র বিচিত্র গৃহে, যুক্তি করে যত গোপচয়॥ বলে কি আশ্চর্য্য হেরি,নিশাযোগে এই পুরী, বল কেবা করিল নিশ্মাণ। রোপিয়াছে রক্ষণণ, ফলে ফুলে স্থণোভন, এ বা কোন বিধির বিধান॥ পূষ্পা রক্ষে পুষ্পা কত, ফুটিয়াছে শত শত, পাথিকুল করে মিষ্টরব। উপবন কি স্থন্দর, সরোবর মনোহর, জলে খেলে জলচর সব॥ অম্ভত কি দৃশ্য হয়, কিছু নাহি বলা যায়, কে প্রকাশ করিল এ মায়া। বুঝি কোন শক্তগণ, মনে হয় অনুগাণ প্রকাশ করিল মহামায়া ॥ কেন ত্যজিমু গোকুল, তাই বুঝি প্রতিকূল, বত্তমতী হইল এমন। জ্ঞান হয় মায়াপুরী, রচিল করি চাতুরী, বধিবারে স্বার জীবন ॥ একি হ'লো পরমাদ, কেবা সাধে হেন বাদ, ভাবিয়া না পাই কোন সন্ধি। বুঝি মিলি দৈত্যগণ, করে এ পুরী রচন, গোপকুলে করিবারে বন্দী॥ একি দৈব বিড়ম্বন, হ'লে৷ কেন অঘটন. **गायागय ७ शृती निन्छ्य ।** কেহ বলে তা কি হয়, যা কুভু হবার নয়, অসম্ভব কথা সমুদয়॥ বুঝি কি গ্ৰহ ঘটিল, কেন বা এমন হ'লো, এ যায়া বুঝিয়া উঠা ভার। মনোহর এই পুরী, মায়াময় সব ছেরি. মায়া বিনা সাধ্য আছে কার॥ বলে একি হ'লো দায়,না দেখিকোন উপায়, কেন বা ছাড়িছু সে গোকুল। তাই বৃঝি বহুমতী, ঘটাইল এ তুৰ্গতি, বিধি তাই নহে অনুকল।



তবে কত দিনে তার ৮৮। উপজিল। বুন্দার সমীপে আসি উপনীত হৈব। [৪৭৫—পূচা।

পরে বৃদ্ধ একজন. গর্গমূনি বাক্য অনুসারে। শুন বাক্য সকলেতে, এ পুরী নির্মাণ হ'তে ভয় কিছু না কর অন্তরে॥ কুষ্ণ ইচ্ছামত হয়, এই পুরী স্বর্ণময়, তাঁর ইচ্ছায় কি না হ'তে পারে। যিনি সর্বব মূলাধার, ব্রহ্মাণ্ড স্বেচ্ছায় যাঁর, তার শক্তি সব চরাচরে॥ বিশ্ব আদি ভূমগুল, কানন পর্বত জল, স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল ভূবনে। সকলি ইচ্ছায় তাঁর, সেই হরি সর্বব সার, তাঁর ইচ্ছা জেনো সব মনে॥ ঈশবের এই লালা. হরির এ সব খেলা. তারি ইচ্ছা হয় আবিভূতি। বিশ্ব করেন পালন. (महे (मव जनार्फन, যাঁর ইচ্ছায় হয় তিরোহিত॥ মায়াতে মনুষ্মরূপ, ধরিয়া সে বিশ্বস্থপ, লীলা হেতু প্রকাশ হইল। যাঁরে ভাবে অফুক্ষণ, ব্রহ্মা আদি পঞ্চানন, সেই দেব এ পুরী করিল। এ প্রী আশ্চর্য্য নয়, যাঁর লোমকুপে রয়, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড নিয়োজিত। সেই গোপবেশ ধারী, অবনীতে অবতরি, মিছে কেন হ'তেছ চিন্তিত। বলাবলি সবে করে. এইরূপে পরস্পরে, शुत्री मरव करत नित्रीक्षण। (मर्त्युती मरनाश्त्र. রচিত তাহে স্বন্দর, নির্দিষ্ট যে নামের অঙ্কন ॥ **(मिथन (य बारताश्रद्ध,) वृह्९ स्वर्गाक्ररत,** নাম দব র'য়েছে খোদিত। দবে দানন্দ অন্তরে, নিজ নাম অনুসারে, যায় পুরী সময় বিহিত॥ नन्म छेशानन्म जामि, याग्र मत्व जित्रामी, लारा निक निक मुक्रीशन ।

সকলে কহে তখন, । মহা জ্ঞানন্দিত সবে, গুহে প্রবেশিল তবে, বিধিমত হেরি শুভক্ষণ হরষিত হ'য়ে তায়, সবে নিজ গুছে ধায়, নিজ স্থানে সকলেতে গেল। এইরূপে রন্দাবনে. সকলে আনন্দ মনে. মহাত্রখে বাস যে করিল। ভবে কতা দিন পরে, নন্দ মনে যুক্তি করে, গোপগণে কহিল তখন। শুভদিনে শুভক্ষণে, কুষ্ণে দিব গোচারণে, জাতি ধর্ম করিবে পালন। সবে যুক্তি করি সার, পাচনি করেতে তার, দিল শুভক্ষণ অমুসারে। চরাতে গরুর পাল, ছড়ি হাতে নন্দলাল, কুষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে॥ রাম কুষ্ণ চুইজন, পাচনি করে ধারণ, সঙ্গে করি ব্রজ শিশুগণ। চরাতে ধেমুর পাল, সঙ্গেতে সঙ্গীর দল, গোঠে মাঠে করেন ভ্রমণ॥ জগতের সার যিনি. সেই দেব চক্রপাণি, মাঠে মাঠে চরায় গোপাল। জীব তরাবার হেতু, ভব সাগরেতে সেতু, ব্ৰজ্জমে হইল রাখাল॥ ইতি বুকাবনে বাস কথা সমাধ।

শণ বৃধাস্থর উদ্ধার কণা।
করযোড়ে নরপতি করিয়া বিনয়।
শুকদেব বলে শুন ওহে গুণময়॥
কহিলে অন্তুত কথা পবিত্র প্রবণে।
আনায়াসে মুক্ত পাপী হয় দেইকণে॥
কি প্রান্ত হাক আমার অন্তর।
শুবণে পবিত্র হোক আমার অন্তর॥
শুকদেব বলে শুন ওহে নরপতি।
ভকতবংসল হরি ভক্তজন গতি॥

কে পারে বুঝিতে সেই হরির মহিমা। বিশ্বস্তুর নাম তাঁর বিশ্বে নাই সীমা॥ গোকুল ত্যজিয়া আসি বুন্দাবন বনে। গোপী প্রেমে বন্ধ হরি রহে গোপসনে॥ ব্রক্ত শিশুগণ সঙ্গে খেলে বংশীধারী। গো-পাল চরায় গোঠে গোলোক-বিহারী॥ ভ্ৰন রাজা এক কথা অতি পুরাতন। সাহসিক নামে ছিল বলির নন্দন॥ মনোহর রূপ তার স্থনর স্থীর। মহা গুণবান পুত্র বলে মহাবীর॥ অসীম ভাহার বল বিষম প্রতাপ। স্থরাস্থরে নাহি কেহ সহে তার দাপ॥ দেবগণে অনুক্ষণ করয়ে পীড়ন। বলেতে অমরগণে জিনিল সে জন॥ একদিন বলিপুত্র আনন্দিত মনে। চলিল ভ্ৰমণ হেতু সে গন্ধমাদনে॥ ছেরিল পর্বত সেই মনোহর অতি। মুত্র মৃত্র বহিতেছে বায়ু সদাগতি॥ কুত্ম কানন তাহে কত বিরাজিত। সংখ্যাতীত ফুল তথা আছে প্রক্ষেটিত॥ তাহার সৌরভে মন আকুল যে হয়। তথার বিহরে সেই বলির তনয়॥ দৈবযোগে তিলোক্তমা অপ্সরী দেখানে। ভূষণে ভূষিতা হ'য়ে আনন্দিতা মনে॥ जगरा कुञ्च वरन ञ्रांक वननी। জিনি রতি রূপবতী মরাল গামিনী॥ উপবন মাঝে ধনী করয়ে ভ্রমণ। কক্সিতেছে নানাবিধ কুন্তম চয়ন॥ গাঁথিয়াছে ফুল হার আনন্দ অন্তরে। সাহসিক সে কামিনী দরশন করে॥ নয়নে নয়ন তার হইল পতন। কটাকে হরিল মন কামে অচেতন॥ অনকে পীড়িল সেই বলির নন্দন। অনিমিমে হেরে রূপ মোহিত মদন॥

চিত্তের পুত্তলি প্রায় রহে দাঁড়াইয়ে। তিলোভ্যা দেখে তাহে আঁখি বাঁকাইয়া॥ মনে মনে ইচ্ছাধীন তার সহ রতি। হানিল কটাক শর আনন্দিত মতি॥ ষনে মনে তিলোক্তমা ভাবিতে লাগিল। বনে একি অপরূপ দর্শন হ'ল॥ ষদন জিনিয়া রূপ কামিনী মোহন। একে ছাড়ি অন্তে নাহি করিব ভজন॥ এর সহ যে কামিনী রতি নাহি করে। তাহার জীবন রুখা এ রম্য সংসারে॥ ইহাতে বঞ্চিত যেবা কুলটা কামিনী। বাঁচিয়া কি হুখ তার রুখা সেই ধনী॥ এমন স্থন্দর রূপ না হেরি কখন। এতেক চিস্তিয়া ধনী কামে অচেতন॥ বলির তনয়ে করে কামেতে মোহিত। তিলোভমা রূপ হেরি হইল চিন্তিত॥ মোহিত হইল শেষে মদনের বাণে। মুতুগতি গেল তবে জিলোক্তমা স্থানে॥ নিকটে যাইয়া দেখে স্থন্দর মূরতি। হেরিল সে অপরূপ মনোহর ভাতি॥ কিবা উরু কিবা ভুরু বঙ্কিম নয়ন। কিবা কেশ কিবা বেশ চারু দরশন॥ কিবা উচ্চ কুচছয় দৃশ্য মনোহর। কিবা শ্রেণী নিতম্ব সে কিবা যুগ্মকর॥ পক্ষজ বদনী ধনী হেরে মনোহর। যেন পূর্ণিমার চন্দ্র আছে শোভাকর॥ ছির নেত্রে বলি পুত্র করে দরশন। তিলোভ্যা নিজ বস্ত্রে ঢাকিল বদন॥ যেন কত লঙ্জা তার উদয় বাহিরে। মনে ভাবে অস্ত ভাব আছুয়ে অন্তরে॥ লজ্জিত বদনে তবে দাঁড়ায়ে রহিল। মুত্রভাষে সাহসিক তাহারে কহিল॥ क्र धनी ख्रमनी (रुश कि कात्र। কাছার কামিনী ভুমি কহ বিধরণ॥

কাহার চুহিতা তুমি সত্য কহ মোরে। স্বেচ্ছা বিহারিণী বুঝি যাবে কোথাকারে সত্য কহ স্থবদনী না কর বঞ্চন। ১ অস্থির হ'য়েছি আমি তোমার কারণ॥ মোহিত আমার মন রূপ দরশনে। দহিছে অস্তর মম তুরস্ত মদনে॥ কামানলে দহে অঙ্গ কি করি এখন। ক্রপানেত্রে একবার কর দরশন॥ একবার এ অধিনে দয়া কর ধনী। রতি দানে রাথ প্রাণ কমল-নয়নী॥ যেগন মাধবা লতা তমালে জড়ায়। সেইরূপ বাস্থ পাশে বাঁধহ আমায়॥ কমল ভ্রমরে যথা করয়ে বন্ধন। সেইরূপ তব বক্ষে রক্ষ এই জন॥ আর কি কহিব ধনী তোমার কারণ। তোমার কটাক্ষে দেহ অস্থির এখন॥ দেহ ধনী রতি দান রাখ গ্রাণ মোর। স্থাতিল কর ধনা আমার অন্তর ॥ প্রেম স্থা দান দিয়ে বাচাও আমায়। তোমা বিনা এ অধীনে বল কে বাঁচায়॥ তব রূপ যে অবধি হেরেছি নয়নে। সে অবধি জ্বলে প্রাণ তোমার কারণে॥ বিলম্বে কি ফল আর রতি দেহ দান। ক্ষণেক বিলম্বে মম না রহিবে প্রাণ॥ তাহ'লে তোমার ধনী পাপ উপজ্ঞিবে। পুরুষ হত্যার পাপ তোমায় লাগিবে॥ ভনি সেই বাণী ধনী কহিল তথন। বলি শুন তোমারে হে বলির নক্ষন।। কানেতে কাতর তুমি সত্য তাহা মানি। ধর্মিষ্ঠ স্থীর স্থর না হও অজ্ঞানী।। রূপের সাগর ভুমি ওছে মহাশয়। তব রূপ হেরে নারী বিমোছিত হয়॥ একবার তোমারে যে করে দরশন। রতি বাঞ্চা করে সেই কামিনী-রতন।

হেন পুরুষের সহ রাতি যে ন। করে। কামিনী জনম রুখা তার এ সংসারে॥ কিন্তু মনে ইচ্ছ। বটে করি রভি রঙ্গ। আজি নাহি হবে তার শুনহ প্রদক্ষ। আজিকার মত মোরে ছাড়হ এখন। : নিশাকর পাশে আজি করিব গমন॥ আমার নিয়ম এই শুন গুণাকর। যেদিন যেখানে হয় গমন আগার॥ সেদিন সেন্থানে মম বিক্রীত এ কায়। সেই হেতু অন্ত মোরে করহ বিদায়॥ তিলোক্তমা বাক্যে কহে বলির নন্দন। কহি শুন চারুনেত্রে আমার বচন ॥ না রছে জীবন ক্ষণ যে জনার তরে। তাহারে ছাড়িতে তুমি বল কি প্রকারে॥ দরশনে মম প্রাণ হরণ করিলে। জীবন লইয়ে ধনী যেতে চাও ফেলে॥ এই কি নারীর ধর্ম ওহে গুণবতী। আমার জাবন যাবে তোমার কি ক্ষতি॥ শুন শুন গুণবতী প্রকৃত বচন। নিশ্চয় তাজিব প্রাণ তোমার কারণ ॥ ক্ষণকাল এই স্থানে রহ স্থবদনী। গলায় মারিয়া ছুরি মরিব এখনি॥ শব দরশন করি করহ গমন। স্থাত্রা তাহাতে হবে জ্যোতিষ বচন॥ সাহসিক ভয়ে তবে তিলোভ্রমা ধনী। মূহ হাস্থাননে কথা কহে স্থবদনী॥ শুনহ রদিকবর বচন আমার। পরম স্থন্দর হও তুমি হে নাগর॥ তোমারে ইচ্ছিতে রতি নহে অশু মন। তব রূপ দরশনে অস্থির জীবন॥ তোমা সহ রতি বাঞ্চা সদা মনে হয়। কিন্তু এক কথা মোর শুন মহাশয়॥ শুশধর সহ আজ আমার নিয়ম। সেই হেড় তথা যাব শুন তার ক্রম।

.নিশাপতি সহবাদ আজি নির্দ্ধারিত। আজ্ঞা কর গুণাকর যাইব ত্বরিত। তথা হ'তে তব পাশে নিশ্চয় আসিব। মন স্থান তোমা সহ স্থরতি করিব॥ আজ নিশি মহাশয় করহ বিদায়। বিলম্ব ইইবে যেতে চন্দ্রের আলয়॥ এত কৃহি মুত্ন মৃত্ন হাসিতে লাগিল। কটাক্ষ শরেতে ধনী তাহারে বিদ্ধিল ॥ সাহসিক শুনি কথা কহিল তথন। কেন মোরে কর ধনী রুথা জ্বালাতন॥ 😊ন ধনী স্থবদনী বচন আমার। কভু না যাইতে দিব অস্ত স্থানান্তর॥ আগ্রে মোরে রতি দান দেহ চারুনেত্রে। পরেতে গমন কর তুমি অস্ত ক্ষেত্রে॥ এত বলি সাহসিক ধরে তার করে। পরশনে রোমাঞ্চিত সর্ববাঙ্গ শিহরে॥ অমনি ধরিয়া তারে করিল চুম্বন। মৌনেতে সম্মতি ধনী জানায় লক্ষণ॥ সাহসিক সাহসী হইয়ে তদন্তর। তিলোভ্রমা সহ রতি করে অনিবার॥ মদনে উন্মন্ত দোঁহে রতি রুদে তথা। বিহরে আনন্দে সেই উপবন যথা॥ যথায় তুর্বাসা মুনি আছে যোগাসনে। ছুইজনে রতি রসে মাতিল সেথানে॥ ছুর্ববাসার ধ্যান ভঙ্গ দৈবের কারণ। নেত্র খুলি মুনিবর করি দরশন॥ দেখিল হুজনে রতি করিছে তথায়। ত্ববাদা মুনির কাম তাহে উপজয়॥ মদন পীড়নে মুনি হইল গোহিত। কামশরে জর জর চেতনা রহিত॥ কামেতে মোহিত অঙ্গ তাহে ক্রোধোদয়। একেবারে মুনিবর হইল বিশ্বয়॥ অনিমিষে মুনিরাজ করে দরশন। কোণেড়ে হইল খুনি সেন হতাশন ॥

হইল লোহিত আঁখি ঘোর দরশন। একেবারে সর্ব্ব অঙ্গ হইল কম্পন॥ বলির নন্ধন করে রতি সমাপন। ক্রোধে মুনিবর তারে কহিল তথন॥ পাপমতি জুরাচার একি তব কর্ম। নাহিক কিঞ্চিত লঙ্জা নাহি ধর্মাধর্ম॥ ছেন কর্ম তুরাচার কেমনে করিলি। মনেতে কিঞ্চিত চুফ্ট লক্ষা না ভাবিলি॥ পাপিষ্ঠ হুশ্মতি তুই পাপকর্শ্মে রত। মদনেতে এককালে হইলি মোহিত॥ তব পিতা হরিভক্ত ধার্ম্মিক স্থজন। তার যশে পরিপূর্ণ এই ত্রিভূবন॥ স্থর নরে সকলেতে তার যশ গায়। তুই কুলাঙ্গার হ'লি তাহার তনয়॥ বলি-পুদ্র হ'য়ে তোর ছুনীতি এমন। আমার নিকটে রতি করিলি হুর্ল্জন॥ একেবারে লঙ্জাহীন হইলি তুর্মতি। মম ধ্যান ভঙ্গে হুফ পাইবি হুৰ্গতি॥ রুষভের মত তব হেন ব্যবহার। গো-যোনিতে জন্ম হবে বাক্যেতে আমার॥ ষণ্ডের আকার তুই করিবি ধারণ। তিলোভমা প্রতি মুনি কহিল কন। কুলটা কামিনী তোর হেন ব্যবহার। দৈত্যকুলে জন্ম হবে কহিলাম সার॥ এত কৃষ্টি মুনিবর ক্রোধেতে রহিল। তুই চক্ষু একবারে রক্তবর্ণ হৈল। অভিশাপ বাণী শুনি বলির নন্দন। মুনি পদতলে তথা হইল পতন॥ করযোড়ে মুনিবরে কহিতে লাগিল। ক্ষমা কর মুনিরাজ করহ মঙ্গল॥ না জানিয়া মন্দ কাজে হইন্দু মগন। দয়া করি দয়াময় করহ মোচন॥ কুকর্ম্মে হ'য়েছি রত ক্ষম সব দোষ। অকৃতী সন্তান প্রতি ছাড় প্রভু রোম॥

এত কহি সাহসিক করিল ক্রন্দ্র। মূনি পদতলে পড়ি রহে কতক্ষণ॥ পরে তিলোত্তমা ধনি আঁখিজলে ভাসি। কর্যোডে কহে দেব আমি তব দাসী॥ ওহে কুপাসিম্বু মোর শুনহ বচন। যথন করিল বিধি রমণী স্কুল ॥ কামাতুরা কামিনীরা আছে সর্বকাল। বিনা দোষে কেন এত ঘটাও জঞ্চাল। পুরুষ হইতে নারী হয় কামাধিক। আর কি কহিব দেব তোমারে অধিক॥ তাহে মোরা বেশ্যাজাতি ওছে মনিবর। লজ্জাহীনা পরপতি বাঞ্জা অনিবার॥ স্থানাম্থান নাহি জ্ঞান নাহিক বিচার। যেখানে সেথানে হয় হেন ব্যভিচার॥ না জানিয়া হেন দোষ কামেতে মগন। ক্ষম দেব অপরাধ করহ মোচন॥ প্রদন্ধ মোদের প্রতি হও দয়া করি। এ ঘোর বিপদে রাথ তব পদে ধরি॥ এত কহি মুনিপদ ধরিল তথন। আঁথিজলে হু'জনার ভিজিল বসন॥ দোঁহার রোদনে মুনি সদয় হইল। कुशा कति छु'ङ्गाति कहिए नाशिन॥ ক্রোধ শান্ত হ'য়ে মুনি কহে দৈত্যবরে। শুন কহি সাহসিক বিশেষ তোমারে॥ বলির নন্দন তুমি নানা গুণ ধর। তার পুত্র হ'য়ে কর কার্য্য হ।নতর ॥ সেই হেতু এই ফল ফলিল তোমারে। মম বাক্য কার সাধ্য অস্তথা কে করে॥ অতএব ষগুরূপে জনম লভিবে। কৃষ্ণ দরশনে পুনঃ মুক্তিপন পাবে॥ গোকুলেতে ষণ্ডরূপে করিবে ভ্রমণ। শ্রীহরি চক্রেতে তুমি হইবে নিধন॥ হরিপদে লিগু হবে শুন বাক্য সার। এইরূপে মুক্তিলাভ হইবে তোমার॥

মুনিরাজ অভিশাপে বলির নন্দন। ব্যবরূপে ব্রজধামে ভ্রমে অনুক্ষণ॥ শুন মহারাজ সেই অপূর্ব্ব কাহিনী। ব্যাহ্যরে উদ্ধারিল দেবচক্রপাণি॥

## ত্রিপদী।

একদিন রমাপতি, বনেতে করিল গতি, গাভী আদি শিশুগণ সঙ্গে। চলে আনন্দিত মনে, রোহিণী কুমার সনে, চলে সবে ক্রীড়া-রস-রক্ষে॥ যমুনা পুলিনে যায়, সবে আনন্দিত কায়, গাভী সবে করে বিচরণ। শিশুগণ খেলে যত, সবে অতি আনন্দিত, ভ্ৰমিয়া বেড়ায় কত বন॥ কেহ বৃক্ষ লক্ষ্য করে, কেহ ধায় বনাস্তরে, কেহ রহে হ'য়ে লুকায়িত। কেই করে অস্থেষণ, কেই যায় অস্থা বন, করে খেলা সবে হরষিত॥ ক্রমে দবে রবি করে,তাপিত হ'য়ে অন্তরে, তাল বন মধ্যে প্রবেশিল। ত্যুগায় হ'য়ে আকুল, ধায় যম্নার কূল, জলপান করিতে লাগিল॥ কুধায় আকুল তবে, তালফল পাড়ি সবে. খাইবারে লাগিল ভাবিতে। দেখে নানাবিধ ফল, পরিপক স্থরসাল, সকলেতে ধাইল পাড়িতে॥ কেহ যমুনার জলে, আনন্দে মুণাল তোলে, কেহ বারি অঞ্জলিতে দেয়। এইরূপ হর্ষান্তর, সহ কৃষ্ণ হলধর, আনন্দেতে বনমাঝে রয়॥ धाइल (य मिरे ऋत्ल, রুষান্ত্র হেনকালে, ক্রোধভরে অন্ধ দৈত্যবর। বলে যথা মত্ত করী, ধার আক্ষালন করি, প্রকাণ্ড আফুতি ভয়ঙ্কর ॥

খোর রক্তবর্ণ আঁথি, অন্ত্র সম শৃঙ্গ দেখি, হেন ভয়ঙ্কর বেশে, মারিবারে ছবিকেশে, ভয়ানক তাহার বদন। হেরি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, শিশু সবে চমৎকার, ঈষৎ হাসিয়া হরি, নয়ন ভঙ্গিমা করি, বিষম সে দস্ত প্রকাশন ॥ কছে সেই তুরস্ত দানবে। শিশুগণ ভীত মনে, সবে চায় কৃষ্ণপানে, শোনদৈত্যমোর কথা,পূর্ব্বে ভূই ছিলিকোখা, বলে মরি একি ঘোর দায়। ঐ দেখ ছরন্ত কায়, আসিতেছে এছরায়, গপাসতি বলিপুত্র, কহি শুন তার সূত্র, বুঝি প্রাণ এইবার যায়॥ সাহসিক তব নাম হয়। রক্ষা কর দামোদর, কোথা ওতে হলধর, মুনিবর শাপ দিল, তাছাতে এমন হৈল, রুষভের হস্তেতে নিধন। এইরূপে শিশু যত, ভয়াকুল হ'য়ে ফ্রন্ড, ওরে দৈত্য তুরাচার, এখনি হবি সংহার, ক্লফ পাশে করিল গমন॥ হেনকালে বিশ্বপতি, শিশুরূপী ক্ষামতি, এত কহি কৃষ্ণ তার, শৃঙ্গ ধরি অনিবার, শিশুগণে করিল অভয় া কি ভয় করিছ কারে, মারিব এ র্ঘাস্থরে, তবে সেই দৈত্যবর, হ'য়ে মহা ক্রোধভর, স্থির হও যত শিশুচয় ॥ কোথা সেই হুরাচার, নিমিষে হবে সংহার, কহি শুন চুফ্টমতি, কর মিছে দর্প অতি, পাপমতি কোপায় এখন। রুষাহার হেনকালে, আইলা যে সেইছলে, ছাড় জীবনের আশ, ছুরাচার নাহি ত্রাস, ঘোরতর করি আক্ষালন॥ আস্ফালিয়া শুক্সবয়, মাধা নাড়ি তথা ধায়, আসি মম অধিকার, মম প্রতি আগুসার, শ্রীহরিরে উগত মারিতে। পদ-খুরে মাটি ফাটে,কেবা আঁটে দে দাপটে, আমি কারে নাহি ভরি,কোথাকার ভূই হরি, ঝড় যেন বহে নিঃশ্বাদেতে॥ কুম্থে করি দরশন, বিষম করে পর্জ্জন, মরিয়া আমার হাতে, যাইবে শমন পথে, যেন কাল হইল প্রলয়। तक्कवर्ग हक्क्ष्मस्, त्मिल्लाहे छत हरा, यम ज्यानि शृत्नन्तत, नकत्न ज्यामारा छत्त, ঘোর দৃশ্য অঙ্গ সমুদ্য ॥ ঘন ঘন শৃঙ্গ নাড়ে,পদেতে মেদিনী খোড়ে, মোরে ভরে হরগণ, ভীত রহে অফুক্ষণ, পদভরে ধরা টলমল। ণেকেং গর্জে উঠে, চকে যেন অগ্নি ছুটে, ভঙ্গ কর মম বন, ফল পাড় অগণন. ক্রোধে যেন হইল জনল। উर्क कति मृत्रवर, कृत्थ गातिवारत थाय, कात कारछ अठ वल, नस्ट कत ठालकल, গতি যেন প্রলয় কারণ।

উদ্বপুচ্ছে করিছে গমন॥ তোরে ভয় সামান্ত মানবে॥ রুষরূপে জনম নিশ্চয়॥ কেন রুখা কর আস্ফালন। ঘুরাইল দেব জনার্দ্দন॥ কহিতে লাগিল ছযিকেশে। পাঠাইব যমের আবাদে॥ মোর এই হয় তালবন। यम इटल निम्ह्य यत्र ॥ নাহি ফিরে যাবে আর ঘরে। দেখি তোরে কেবা রক্ষা করে॥ মম বনে না করে প্রবেশ। তোর মনে নাহি ভয় লেশ। তার শান্তি পাবে সমূচিত। প্ৰতিফল পাইবে বিহিত॥

এত কহি দৈত্যরায়, ক্রোধে আঁখি রক্তপ্রায়, শুন্তে উঠে হুইজন, যুদ্ধ করে অনুক্রণ, কৃষ্ণ সাথে যুঝে তুরাচার॥ घूत्राहेश जनार्फत्न, ल'रत यात्र मृत वटन, কুষ্ণে তথা ফেলে ভূমিতলে। শৃঙ্গে বিদ্ধ করিবারে, দানবেন্দ্র তার পরে, তুই শৃঙ্গ ভয় দেইকালে॥ ব্যথায় আকুল দৈত্য, উৰ্দ্ধমূপে অবিরত, **চারিদিকে হ**য় ধাবমান। যথা শিশুগণ আছে, ধেয়ে যায় তার কাছে, ভয়ে তারা করে পলায়ন॥ হলধরে হেরি তথা. মস্তকে করিয়ে যথা. ঘুরাইয়া ফেলিল দূরেতে। क्लार्थ रात्र श्लधरत, मारत कील रिम्छावरत. কীল খেয়ে পড়িল ভূমেতে॥ ক্ষণে অচেতন হয়, পরেতে চেতন পায়, মহাক্রোধে আবার ধাইল। যথা দেব দামোদর, তথা হয় আগুসার, शूनः कूरक मञ्जरक कतिल॥ ক্রোধে কাঁপে দক্রকায়, কুষ্ণেরে বধিতে যায়, পুনঃ দূরে ফেলিল তখন। তবে ক্রোথে জনার্দন, করি রক্ষ উৎপাটন, রুশান্তরে করে প্রহরণ॥ আঘাতে ব্যথিত কায়, চারিদিকে দৈত্যধায়, সংহারিতে নন্দের কুমার। কৃষ্ণ-হাতেতুলি শিলা,দৈত্য পরেনিক্ষেপিলা, মুর্চ্ছাগত হ'লো দৈত্যবর॥ ধরাতলে মূর্চ্ছাগত, পডিল বিষম দৈত্য, রুক্তলে পুচ্ছেতে ধরিল। ঘুরাইয়ে শুম্মোপরে, ফেলি দিল স্থানাস্তরে, দৈত্য পুনঃ চেতন পাইল।। ক্রোধে দৈত্য মহাকায়, কুষ্ণে ধরিবারেযায়, মস্তকেতে নিল জনাৰ্দ্দন। পদ করি আস্ফালন, মুত্তিকা করি খনন, কুষ্ণ সহ উদ্ধেতে গমন।

পুনঃ দোঁতে পড়ে ভূমিতলে। ठूजन करत ममत्र, অনন্তর যতুবর, দৈত্যবরে কহে কুতৃহলে॥ শুন কহি দৈত্যরায়, শাপভাষ্ট এ ধরায়, বলিপুত্র ভূমি গুণবান। **এবে মুক্তিপদ লহ,** निक्र স্থানে চলি যাহ. মম হস্তে তোমার নির্বাণ ॥ এত কহি জনাৰ্দন, মারে অস্ত্র স্থদর্শন, র্যাহ্ররের মন্তক কাটিল। কাটিল মস্তক তার, বহিল রক্তের ধার, কাটামুগু স্থূমেতে পড়িল॥ তাহে দিব্য মনোহর, হৈল এক কলেবর, কৃষ্ণ পদে প্রণমে তথন। শতসূর্য্য সম প্রভা, দিব্যকান্তি মনোলোভা, করযোড়ে করয়ে স্তবন॥ রমাপতি শ্রীমাধব, বল ওহে ভবধর, ওহে হরি সর্বব মূলাধার। অনাদি ওহে অনস্ত, কেবা জানে তব অন্ত, ভবার্ণবে করহ নিস্তার ॥ কি কব মহিমা তব, ওচে ও মহিমার্ণব, नया कति सादि जैकातिता। তুমি দেব সর্ব্বাশ্রয়. ওহে হরি কুপাময়, কৃষ্ণদ্ধপে এখন গোকুলে॥ হরিলে অবনী ভার. হ'লে কত অবতার, স্বাকার মূল নারায়ণ। বরাহ মুর্ত্তি ধরিলে, দন্তে ক্ষিতি বিদারিলে. কুক্ত মূর্ত্তি ধরিলে বামন॥ বলিরে ছলিতে হরি, দিলে রসাতল পুরি, কে জানে তোমার মহিমা। অন্তত ধরি মূরতি, অর্দ্ধ নর সিংহাকৃতি, বেদে নাহি জানে তব সীমা॥ হিরণ্যকশিপু মারি, অবনীর ভার হরি. প্রহলাদেরে হ'লে কুপাবান।

बामकाल बचुश्राज, विशास तम बक्कः श्राज, जब खन कहिवादन, वीनाशानि नाहि शादन, त्रक्षकुल कत्रित्ल निर्वराण॥ সাগর করি বন্ধন. वालि वध देकल व्यवस्ति। মৎস্থরূপে যতুপতি, দয়া কৈলে ব্রহ্মপ্রতি, তুমি হরি বেদ উদ্ধারিলে॥ অপূর্ব্ব তোমার মায়া, ভৃগুকুলে লভি ঝায়া, ক্ষত্রকুল নিধন কারণ। তব অংশে নারায়ণ, इडेल धर्मा नन्मन, ওছে দেব তুমি সনাতন॥ গোকলে জনম এবে, জীনন্দনন্দন ভাবে, পূর্ণরূপে ওছে দামোদর। অবনীতে অবতরি. রাধিকারমণ হরি, এবে হ'লে যশোদা কুমার॥ জिया (नरकी छेनरत, आहेरल नरमत चरत, পবিত্র করিয়া গোপকুল। ল'য়ে ব্ৰজ শিশুগণে, ভ্ৰম সদা বনে বনে, তোমা হ'তে পবিত্র গোকুল॥ मःशतित्व **जवरहर**न. যতেক অস্তরদলেঃ মুক্তিপদ দিলে সবাকায়। রমরূপ দৈত্যাধম, এ ভাবে মস জনম, কুপা করি উদ্ধার আমায়॥ রাধাকান্ত যতুরায়, ওছে সর্বব স্বেচ্ছাময়, তব পদে লইমু শরণ। যোগিগণ অনুক্ষণ করিছে ভব স্মরণ, পঞ্চমুখে গায় পঞ্চানন॥ ব্ৰহ্মা আদি দেব যত, সদা তব ধ্যানে রত, ভাবে ঐ চরণ যুগলে। লক্ষী আর সরস্বতী, সাবিত্রী সে ভগবতী, উৎপত্তি যে পদ কমলে॥ যোগমায়া তব অংশে, রাধিকা প্রকৃতিঅংশে. তব ইচ্ছা স্বারি স্থজন। আমি অতি হীনমতি, নাজানি ভকতি স্তুতি, তব গুণ কি জানি বর্ণন।

যোগেশ্বর যোগেতে না পায়। বিভীষণে রাজ্যদান, যোগেন্দ্র গণেশ যায়, যোগে কিছু নাহিপায়, আমি মৃঢ কি জানিব তায়॥ ওহে হরি কর মুক্তি, কিছু নাহি জানিভক্তি मया कति (मरु क्रीहत्व। নির্বাণ পদ আমারে, দেহ নাথ দয়া করে, অশু মুক্তি নাহি প্রয়োজন॥ যেন ও শ্রীপদে মন मना तरह नातायन, ভাবি যেন ও পদ কমল। কুপাময় কুপাসিন্ধু, অধ্য জনার বন্ধু. শিরে দাও চরণ যুগল॥ রাধানাথ রমাপতি, সকল জীবের গতি, শীরাধার তুমি প্রাণধন। যশোদা কুমার হরি, জীবের উদ্ধারকারী, গোপরূপে গোপের জীবন॥ রুষের শুনিয়া স্তব, ভক্তাধীন শ্রীমাধব, मुक्लिशन প্রদান করিল। পুষ্পর্থ শৃষ্মপথে, আইল সে কাননেতে. রুষাহ্ররে তুলিয়া লইল ॥ স্বর্গে যত স্থরগণ, করে ছুন্দুভি বাদন, আনন্দেতে পৃষ্পবৃষ্টি করে। করে ধ্বনি জয় জয়, সকল আনন্দময়, রুষাত্র সানন্দ অন্তরে॥ গোলোকে হইল বাদ, হইল সে হরিদাস, হরিপদ সেবিতে লাগিল। রষাম্বর দৈত্যবরে, উদ্ধারিল নিজ করে. যত শিশু বিস্ময় মানিল॥ পরে হরি শিশু সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে, ঘরে যায় ল'য়ে ধেনুগণ। আনন্দিত যশোমতী, রাধাকৃষ্ণ দোঁহাপ্রতি, কহে কত মধুর বচন ॥ क्लात्न कति छुडेखरन, कीत (मरा हस्तानरन, আর কত করিল আদর।

ছরিকথা স্থাসার, জ্রাবণে পাপ সংহার, দাস ভাষে ভাগবত সার॥ ইতি রমস্তর উদ্ধার স্থাধ।

অথ বকাসুর যোকণ।

শুন রাজা পরীক্ষিত অন্তত কথন। ব্ৰজ শিশু সঙ্গে বনে যশোদানন্দন॥ লইয়া গোপাল সঙ্গে গোপ শিশু যত। গোঠে খায় সকলেতে হ'য়ে হর্ষিত॥ হরষিত বনমাঝে করিল গমন। খেলিতে গেলেন কত সহ শিশুগণ॥ খেলে রাখালিয়া খেলা বনের ভিতর। মহানদে নৃত্য করে দেব দামোদর॥ ধেতুগণ সহ কভু যায় কত দূরে। জতপদে শিশু সাঝে আদে পুনঃ ফিরে॥ কভু বৎসগণে ধরি করে তাড়াতাড়ি। কভু দুর্বাদলে পড়ি যায় গড়াগড়ি॥ কেহ বা গভীর ত্রশ্ধ করয়ে দেহেন। যত শিশুগণ সবে করয়ে ভোজন॥ কেহ উঠে বুক্ষোপরে লক্ষ দিয়া পড়ে। কেহ বা গাছের ফল লয় সব পেডে॥ এইরূপে কত খেলা বনেতে খেলিল। খেলিতে খেলিতে সবে দূর বনে গেল॥ মধুবনে সকলেতে উপনীত হয়। ধেমুগণ তথা হুথে চরিয়া বেড়ায়॥ পাডিয়া গাছের ফল যত শিশুগণ। স্থমিষ্ট সে ফল সব করিছে ভক্ষণ॥ এ দেয় উহার মুখে মনের আনন্দে। পিয়ে জল হুশীতল বালকের রুন্দে॥ সেই বনে বকাম্বর নামে দৈত্য ছিল। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার বকাকৃতি হৈল॥ পর্বত প্রমাণ দৈত্য ভয়ঙ্কর হয়। ভয়াল মুরতি দৈত্য তাহে শেতকায়॥

বালকগণেরে তুই করি দরশন। বকরপে শীঘ্র তথা করিল গমন ॥ শিশুগণ সহ কুষ্ণে গ্রাস যে করিল। তাহা দেখি দেবগণে ভয়ার্ত্ত হইল। বকরূপী দৈত্য কুষ্ণে গ্রাসিল যথন। স্বর্গে হাহাকার করে যত্ত দেবগণ॥ ভয়ে ভীত হ'য়ে সবে গণিল হুতাশ। অস্থরে নিধন করে বুঝি শ্রীনিবাস॥ এত ভাবি দেবগণ যুক্তি করি সার। অস্ত্র প্রহারিল দৈত্য করিতে সংহার॥ ত্রিশূল অন্তরে শূল প্রহার করিল। তাহাতে যে বকাস্তর জ্ঞান শৃশু হৈল॥ মহাঘোর বজ্র ইন্দ্র করিল প্রহার। এক গোটা পাথা মাত্র না থসিল তার॥ শশধর মারে অন্ত্র অহুরে মারিতে। না মরে সে বকান্তর কম্পিত যে চিতে॥ শমনের কালদণ্ড প্রহারিল তায়। তাহাতে না মরে দৈত্য মাত্র শিহরায়॥ হুতাশন প্রহরণ করে দৈত্যবরে। প্রন বিষম বাণ মারয়ে তাহারে॥ বরুণ বরিমে শীলা দৈত্যের মস্তকে। কিছুতেই সংহারিতে নাহি পারে তাকে॥ তাহা দরশনে ভীত অমরের দল। হাহাকার রবে তবে কাঁদিল সকল॥ মনে ভীত অবিরত ব্যাকুল অস্তর। মনে ভাবে কি করিল ছুফ্ট দৈত্যবর॥ বকান্তর উদরেতে থাকি জনার্দ্দন। দেবতার রঙ্গ সব করে দরশন ॥ পরেতে হইল হরি মহা তেজবান। অসংখ্য অনল যথা সূর্য্যের সমান॥ দাহন হতেছে তন্ম তেজের কারণ। সহিতে না পারি দৈত্য উগারে তথন। শিশুগণ সহ কৃষ্ণ হইল বাহির। **দরশনে দেবগণ মানিল স্থাছির ॥** 

তবে ছুফ্ট বকান্তর কুষ্ণে মারিবারে। ক্রোধে ধায় মহাকায় ক্রোধিত অস্তরে॥ হেনকালে জনাৰ্দ্দন চুই ঠোঁট ধরি। তুই হাতে এককালে ফেলিলেন চিরি॥ ব্ৰজ্ঞশিশু দেখি তাহা সানন্দ হইল। দেবগণ হুক্টমনে নাচিতে লাগিল॥ আনন্দেতে দেবগণ পুষ্পরৃষ্টি করে। অনেক করিল স্তব থাকি শুস্তোপরে॥ वनतात्म धित कृष्ध (मग्र व्यानिक्रन। বিস্ময় মানিল তবে যত শিশুগণ॥ দিবা অবসানে সবে আনন্দিত মনে। ধেষুগণ লয়ে সবে আইল ভবনে॥ গুহে আসি কহে তবে যত বিবরণ। বিশ্বায় মানিল মনে শুনি গোপগণ॥ আশ্চর্য্য হইল তবে যতেক গোপিনী। কুঞ্চ মেঘ হেরি যথা হুন্টা চাতকিনী॥ গোপগণ বলে একি প্রমাদ ঘটিল। দৈত্যগণ সহ কেন বিসম্বাদ হৈল॥ ছিংসা করিবারে কেন আসে দৈত্যগণ। কেছ নাহি ফিরে যায় নি**শ্চ**য় মরণ ॥ অনলে পতঙ্গ যথা সেই দশা হয়। মিছামিছি আসি কেন প্রমাদ ঘটায়॥ এইরূপে গোপদলে কহে কথা কত। কুষ্ণ কোলে করি তবে সবে হর্ষিত। দাস ভাষে হরিকথা পরম ফুন্দর। উদ্ধার করিল হরি বক দৈত্যবর ॥ ইতি বকান্তর যোকণ সমাপ্ত।

ষণ ধেচুকান্তর আক্ষণ। ১ শুকদেব বলে রাজা শুন অতঃপর।

বকরূপী দৈত্য মারি হরিষ অন্তর ॥

১। ইহার আর একটি নাম প্রসন্থান্তর। আর অনেকে বলিয়া থাকেন বে ভালবনে ধেয়কাল্পর বধ হইরাছিল।

শিল্ড সঙ্গে মহারঙ্গে দেখিতে দেখিতে। চলিল সকলে কেলি কদম্বতলেতে॥ ধেমুপাল সঙ্গে করি চলিল কাননে। প্ৰলম্ব নামেতে দৈত্য ছিল সেই বনে॥ ধেনুর আকার তাহা ভয়ঙ্কর অতি। পৰ্বত প্ৰমাণ তমু বিকট আকৃতি॥ ধেমুরূপী দৈত্য দেই মহা বলবান। ক্ষের নিকটে চুফ্ট আইল তথন॥ গৰ্জ্জন করিয়া যায় তথা নন্দস্থত। ভয়ঙ্কর রূপে দৈতা আইলেক দ্রুত ॥ বিপরীত শৃঙ্গ তার হয় দরশন। পর্বতের চুড়া সম বিকট দশন॥ কুষ্ণ সহ ব্রজশিশু বধিবারে যায়। ভীত যত শিশুগণ কান্দে উভরায়॥ আশ্বাসিয়া শিশুগণে কহে যত্নপতি। রুথা কেন কর ভয় রুথা চুঃখমতি॥ ত্যজ ভয় শান্ত হও নিবৰ্ত্ত ক্ৰেন্দন। এখনি ছুঁন্টেরে আমি করিব নিধন॥ হুষ্টের দুমন আমি করি ভালমতে। এত বলি ধরে রুষ্ণ ধেমুকা শৃঙ্গেতে॥ প্রচেতে ধরিয়া তারে উদ্বেতে তুলিল। শৃষ্যপথে দৈত্যবরে ঘূর্ণিত করিল॥ ঘুরাইয়ে সে অহুরে আছাড় মারিল। অমনি ধেমুকাস্থর জীবন ত্যজিল॥ দরশনে শিশুগণ আনন্দ অপার। হাসি হাসি কৃষ্ণ পাশে হয় আগুসার॥ সকলেতে মহানদ হইল তথন। ধেক্ত সঙ্গে করি যায় অপর কানন॥ স্বৰ্গপুরে হুরগণে আনন্দে মাতিল। অহুরে নিপাত হেরি মহাতৃষ্ট হৈল॥ মজিল আনন্দ রসে যতেক অমর। বরিষয়ে পুষ্পরাশি ক্লফের উপর॥ স্বর্গেতে বাজান বাঘ্য মনোহর অভি। হেনকালে পুষ্পার্থ আইলেক তথি।

অপূর্ব্ব কাহিনী পরে শুনহ রাজন। धतिया सम्मत मूर्खि **अमरत**त गंग ॥ বনমালা স্থশোভিত হয় কণ্ঠোপরে। পরহিত পীতবাস বাঁশী শোভা করে॥ কিরীট শোভিত শিরে গোপ-বেশধারী। विभिन्न (म पिया त्राप्थ मत्य मात्रि मात्रि ॥ চন্দনে লেপিত অঙ্গ সবে হাস্থানন। ভাণ্ডীর কাননে আসি দিল দরণন॥ বকাত্তর আদি আর ধেন্তুকা অন্তরে। রথে তুলি নিল তারা পরম আদরে॥ তুষ্ট দৈত্যগণ যত স্থূশোভিত বেশে। পুষ্পরণে চড়ি যায় সবে স্বর্গবাদে॥ শ্রীহরি প্রণাম করি গোলোকে চলিল। তাজিয়ে অন্তর দেহ মুক্তিপদ পাইল॥ কৃষ্ণ হল্তে ত্যজি প্রাণ মৃক্তিপদ পার। কৃষ্ণ অমুচর হু'য়ে কুষের কুপায়॥ দিবারূপে দৈতাগণ উদ্ধার হুইল। মুক্তিপদ পেয়ে সবে গোলোকেতে গেল। রাজ। পরীক্ষিত বলে শুন তপোধন। কহ দেব দ্য়া করি পূর্বব বিবরণ।। পেতৃক। অন্তর পূর্বের কোনজন ছিল। কি কারণে সেই দৈত্য রুক্ষ বৈরী হৈল। দৈত্যকুলে কেন তার জনম হইল। কহ কেবা তারে হেন অভিশাপ দিল।। বিস্তারিয়া সব কথা কহ দয়া করি। শুনিব তোমার মুখে স্থার লহরী॥ শুনিয়া এ সব মুনি আনন্দ হৃদ্য়। শুকদেব বলে শুন কথা স্থাময়॥ তোমারে কহিব আমি কণা পুরাতন। যাহা জানি তাহা তুমি করহ এবণ।। গন্ধৰ্বাহ নামে এক গন্ধৰ্ব যে ছিল। গন্ধমাদনেতে বাস তাহার ক্লাছিল॥ মহাতপা হয় সেই গন্ধর্ব ঈশর। ক্রেমেতে হইল তার চারিটি কুমার॥

বহুদেব নামে পুত্র সর্বব্যেষ্ঠ হয়। স্থহোত্র নামেতে তার দ্বিতীয় তনয়॥ তৃতীয় তনয় তার নান হুদর্শন। স্থপার্থক নাম তার চতুর্থ নন্দন॥ কুষ্ণভক্ত হয় তারা ভাই চারিজন। সদা ভক্তিভাবে পূজে কুঞ্চের চরণ॥ **मिवानिशि करत शान (मव जनार्फरन)** তুর্ববাদা মুনির শিষ্য ভাই চারিজনে॥ শ্রীহরি চরণ পুরে দিয়া শতদল। পরম বৈষ্ণব তারা ভক্তিতে অটল।। পরেতে পুষ্ণর তীর্থে যোগে দেয় মন। তপস্থা কর্য়ে তারা পুজে জনার্দ্ধন # মহাযোগে মন্ত্র সিদ্ধ চারি সহোদর। মুক্তিপদ পাইল তারা শুন তদন্তর॥ গোগেতে ত্যজিয়া প্রাণ ভাই চারিজন। মুক্তিপদ পোয়ে শেষে গোলোকে গমন॥ শুন মহারাজ পরে অপূর্ব্ব কথন। চিন্তিল মনেতে তারা ভাই চারিজন॥ চিত্র-সরোবর (১) হ'তে আনি শতদল। পুজিব সে 🗐 হরির চরণ-কমল।। অসংখ্য আনিব পদ্ম পুজিব চরণ। এত ভাবি চারিজনে করিল গমন॥ উপনীত হৈল যথা চিত্র সরোবর। দেখিল অনেক পদ্ম তাহার ভিতর॥ পরম হরিষে পুষ্প করিল চয়ন। লইল অসংখ্য পদ্ম হরিষে মগন॥ চিত্র সরোবর সেই শঙ্করের হয়। শিবের কিঙ্কর তারা রক্ষক যে রয়॥ যথন সে সরোবরে কর্মল তুলিল। ভাই কয়জনে তবে তাহারা ধরিল। বন্ধন করিয়া সবে শিবের সদনে। বলে ধরি ল'য়ে গেল ভাই কয়জনে॥

শিবের নিকটে তারা হ'য়ে উপনীত। ভক্তিতে শঙ্কর পদে হয় প্রণমিত॥ করযোড়ে কহে ভবে কিন্ধরেরগণ। ছরিল অসংখ্য পদ্ম এই কয়জন॥ বহু পদ্ম কয়জনে তোলে সরোবরে। এই হেতু আনিলাম প্রভুর গোচরে॥ মহাদেব কহে এই অসম্ভব হয়। একলক্ষ রক্ষক যে নিযুক্ত তথায়॥ পার্বতী কছেন তবে অভিমান ভরে। লক্ষপদ্মে নিত্য আমি পৃক্তি যে ঈশ্বরে॥ ত্রৈমাসিক ব্রত আমি ক'রেছি ধারণ। হেন প্রদা নউ করে বল কি কারণ। পার্বতীর বাণী শুনি ভীত অতিশয়। পুটাঞ্জলি চারি ভাই ভয়ে নিবেদয়॥ গন্ধর্ব তন্য় মোরা ভাই কয়জন। শতদলে প্রশৃজিব সে হরির চরণ॥ বহু পর্মে পুজিবারে সেই নারায়ণে। আইলাম হেথা মোরা পদ্মের কারণে॥ শঙ্করী রক্ষিত ফুল মোরা নাহি জানি। সেই হেতু এই পদ্ম তুলে মোরা আনি॥ অতএব মহামতি করি নিবেদন। লহ ফুল আমাদের করহ মোচন॥ নিত্য পূজি হরিপদ ভক্তিযোগ করি। সাক্ষাতে পূজিব আজি শঙ্কর শঙ্করী॥ তব পদ ওহে দেব করিব পূজন। হরিহর এক আত্মা জানে সর্বজন॥ পরব্রহ্ম পরাৎপর একমাত্র হয়। নাহিক দ্বিতীয় গাত্র জেনেছি নিশ্চয়॥ এক আত্মা তুইজন হরি মহেশর। নাম মাত্র ভিন্ন হয় ব্যাপ্ত চরাচর॥ নব দূর্ববাদল শ্যাস औহরি চরণ। নবীন কিশোর রূপ জ্যোতি প্রকাশন॥ দ্বিভুজ মুরলী-ধারী দেব পীতাম্বর। একানন যুগ্ম আঁথি পরম স্থন্দর॥

রতনে ভূষিত অঙ্গ বনমালা গলে। কত শোভে শিথিপুচ্ছ মন্তক মগুলে॥ শোভে বক্ষঃ মণিময় বিবিধ রন্তনে। পারিজাত পুষ্প হারে বক্ষ স্থশোভনে॥ কিবা সে রূপের ছটা শত দিনকর। সমূজ্বল করে শোভা শ্রাম কলেবর॥ আনন্দে মোহিত সবে রূপের কিরণে। গোপিকা জীবন হরি ব্রজগোপী সনে॥ রাধিকা হৃদয় শোভা করে অসুক্ষণ। সদা গোপিকারা হেরে সে রূপ মোহন॥ দেবগণ সদা ধ্যান করে সেই ধনে। পূর্ণত্রক্ষ আত্মারাম প্রভু জনার্দনে ॥ মহাদেব সন্নিধানে কহে কয় ভাই। জগতে দ্বিতীয় ব্রহ্ম আর কেহ নাই॥ শ্রবণেতে মহাতৃষ্ট হইল শঙ্কর। হরিগুণ শ্রবণেতে হরিষ অন্তর॥ গন্ধর্বগণের প্রতি প্রদন্ন হইল। বৈষ্ণব প্রধান বলি তাদের জানিল॥ মহাদেব হর্ষমনে কহে চারিজন। পরম বৈষ্ণব তোরা জানিত্র এক্ষণ॥ বিষ্ণু প্রতি আছে ভক্তি জানিলাম মনে। তোমাদের দেখি তুষ্ট হইনু এক্ষণে॥ পরম পবিত্র হয় বিষ্ণুভক্ত জন। মম মনোবাঞ্ছা ভক্ত করিতে দর্শন।। ভক্তজনে দরশনে পৃত সর্বব প্রাণী। মহাপ্রিয়া ভক্তজন জানিবা শিবাণী॥ নিজ স্থত জিনি প্রিয় হরিভক্ত জন। জগতে তুর্লভ হয় সাধু দরশন ॥ মম মনোবাঞ্ছা সদা থাকি ভক্তসনে। ভক্তাশ্রিত হই আমি সদা ভাবি মনে॥ আর শুন যেই নরে কুম্ণের পূজন। তারে সদা বাঞ্ছা মোর ভক্তের কারণ॥ সেই হেতু আমা হ'তে দণ্ড নাহি পাবে। শঙ্করী দিবেন কিছু শাস্তি তোমা দবে॥

শুন ভক্তগণ কিছু প্রতিজ্ঞা আমার। কহি সেই কথা আজ আমি পূৰ্ব্বাপর॥ চিত্রসরোবরে পুল্প যে জন হরিবে। প্রতিজ্ঞা কারণ দৈত্যবংশে জন্ম লবে॥ কিন্তু কুঞ্চক্ত জনে দণ্ডবিধি নয়। रेमव (इष्ट्र किছू मध इष्टेरव निम्ठ्य ॥ অস্তর যোনিতে সবে জনম লভিবে। বুন্দারণ্যে সর্ববদা সে কুষ্ণেরে ছেরিবে॥ পরে কৃষ্ণ হস্তে সেই হইবে নিধন। মুক্তিপদ পাবে गाবে গোলোক ভুবন॥ অশ্রপা না হবে কভু আমার বচন। শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব্ব কথন॥ সেই হেতু কৃষ্ণ হস্তে বিনাশ হইল। পুষ্পারথে চড়ি তাই গোলোকেতে গেল হইয়ে পুরুষাকার রূপ মনোহর। দাসত্ব করয়ে গিয়া গোলোকনগর॥ হইল দানব মোক্ষ ওছে নরেশ্বর। ভাগবত কথা হয় স্থার ভাগুার॥ ইতি ধেতুকান্তর মোক্ষণ কথা সমাপ্ত।

অণ অখাত্মর বধ কথা।

শুকদেব কহে শুন রাজা পরীক্ষিত।
শুনহ অপূর্বর কথা হ'য়ে হরবিত।
শুবণে পবিত্র কথা বর্ষে বেন স্থধা।
হরিকথা শুনে যেই যায় ভবকুধা॥
পরে শুন নরবর অপূর্বর কথন।
শিশু সঙ্গে কয়ে করে গোঠে আচরণ॥
প্রভাতে উঠিয়া হরি শ্রীনন্দনন্দন।
বলরাম সঙ্গে আর ব্রজ শিশুগণ॥
ধেমু বৎস ল'য়ে সবে চলিল রনেতে।
ব্রজের বালক যায় নাচিতে নাচিতে॥
নবলক্ষ ধেমু সঙ্গে চলে সবে রঙ্গে।
কার' হাতে বেণু শিক্ষা শ্রীক্ষক্ষের সঙ্গে।

বনেতে প্রবেশ করি আনন্দিত মন। খেলিতে লাগিল তবে যত শিশুগণ॥ নানা ফুল তুলি কেহ ভালেতে পরিল। (क्र वा कूटनत हुड़ा माथाय वांशिन ॥ কেহ বা গাঁথিয়ে হার পরয়ে গলায়। পত্ৰছত্ৰ মাথে কেহ নাচিয়া বেড়ায়॥ কেহ বা উঠিয়া গাছে লক্ষ দিয়া পড়ে। কেহ বা তাড়ায় কারে যায় উভরড়ে॥ কেছ মিষ্ট ফল পাড়ি করয়ে ভক্ষণ। কোন শিশু কাড়ি লয় প্রফুল্ল বদন॥ কোন শিশু বলে মোরে ধরিতেকে পারে। এত কহি কোন শিশু যায় বহুদূরে॥ আর শিশু পাছু পাছু ক্রতপদে ধায়। এইরূপে যত শিশু থেলে কত তায়॥ কেহ বলে এই স্থামি ছুঁইলাম তোরে। দেখ দেখি কেবা আজ পারে ধরিবারে॥ কেছ বা রক্ষের ডালে বসি কুতুহলে। বাজায় মধুর বীণা শুনে মন ভুলে॥ কেহ বা বৎদের সহ হ'য়ে বৎস প্রায়। হামাগুড়ি দিয়া সব ধীরে ধীরে যায়॥ কেছ বা পুষ্পের বনে আনন্দে বসিয়ে। ভ্রমরের রব করে ঝঙ্কার করিয়ে॥ কোকিলের মত কেছ করে কুহুরব। যয়ুরের সহ নৃত্যে আনন্দিত সব॥ শাখি শাখা ধরি কেছ দোলে অবিরত। স্বমধুর স্বরে গীত গায় স্থললিত॥ কেহ ছায়া সঙ্গে ধায় মরাল গমনে। হংস মাঝে যায় কেহ হর্মিত মনে॥ সরোবরে গিয়া কেহ করে সম্ভরণ। বকের সহিত কেছ করয়ে গমন॥ কেছ বা মূণাল তুলি করিছে ভক্ষণ। কাড়ি ল'য়ে কোন শিশু পলায় তথন॥ কেছ বা গাছের শাখা আকর্ষণ করি। কেছ বা তুলিছে বানরের লেজ ধরি॥

বানরের সহ কেহ ধায় রক্ষোপরে। শয়ন করয়ে কেহ পত্রশয়া করে॥ কেছ বা গাছের ভালে করিয়া শয়ন। কেহ কারে ধাক। মারি করে পলায়ন॥ কোন শিশু ভেক দঙ্গে নেচে নেচে যায়। কেহ তার পিছে পিছে করতালি দেয়॥ এইরূপে কুষ্ণদহ ব্রজশিশুগণ। বনেতে বিহুরে সূবে আনন্দিত মন ॥ কি কব ভাগ্যের কথা ব্রজশিশুগণে। ব্রজেতে করয়ে খেলা শ্রীকৃষ্ণের সনে॥ রাখালগণের দেখ কত পুণ্যকল। বিহরে কুষ্ণের সঙ্গে হ'য়ে কুভূহল'॥ কত কোটী কল্প যুগ করিয়ে স্তবন। যোগী ঋষি নাহি পায় কুষ্ণ দরশন ॥ হেন কুষ্ণসহ সদা গোপের নন্দন। রক্ষারণ্য মানো ক্রীড়া করে সর্বাক্ষণ।। হেনরপ রক্ষাবনে যত শিশুগণ। কত মত খেলা করি করে গোচারণ॥ হেনকালে অঘাস্তর আইল তথায়। কংসের প্রেরিত দৈতা ভয়ন্কর কায়॥ কুম্বসহ শিশুগণ ক্রীড়া করে যত। দরশনে দৈত্যবর আনন্দিত তত ॥ মারিব সকলে আজ মনেতে ভাবিল। বিনাশিতে রিপু কৃষ্ণ উপায় স্ঞ্জিল। মম ভরে কাঁপে স্বর্গে যত দেবগণ। মম ভয়ে স্বৰ্গ মৰ্জ্যে সকল কম্পন॥ মম ভ্রাতা বকাহুরে বিনাশ করিল। পুতনা ভগিনী বধে বড় হুঃখ দিল। সেই সব তুঃখ আজি হবে নিবারণ। নাশিব কুষ্ণেরে এবে সহ শিশুগণ॥ নাশিয়া পরম অরি তর্পণ করিব। সকল মনের ক্ষোভ আজ মিটাইব॥ ইহারে বধিলে তবে যত গোপগণ। बुन्नावन-वामी मव इहरव निधन ॥

শোকে গোপ গোপী সব জীবন ত্যজিবে। অঘান্তর হ'তে আজ সব **ধ্বংস হবে**॥ গোধন সহিত মারি যত শিশুগণ। নিষ্কণ্টক হবে তবে যত দৈত্যগণ॥ হেন চিন্ত। করি মনে তুষ্ট দৈত্যবর। হইল বিষম দেহ সর্প কলেবর॥ মহা ভয়ঙ্কর রূপ হয় সেইকণ। যোজন প্রমাণ বাড়ে বিকট বদন॥ গিরি গুহা সম দেখি মুখ ভয়ঙ্কর। নিশ্বাদে উড়ায় বত বৃক্ষাদি পাণর॥ কুষ্ণের গমন পথে বিকাশি বদন। রহিলেক পণ রোধি তুরস্ত তখন॥ কুষণ্যহ ব্রজশিশু গিলিবারে মনে। রহিল তুরন্ত দৈত্য বিকাশি বদনে॥ আকাশ পাতাল বুড়ি মুখ মেলি রহে। গিরিচুড়া দক্তে যেন শুভ্র দৃশ্য তাহে॥ সীগর গহবর সম মুখের বিস্তার। অন্ধকুপ সম তাহা হয় অন্ধকার॥ লক্ লক্ করে জিহনা অতি ভয়ঙ্কর। অনলের শিখা মত নিশ্বাস প্রখর ॥ ব্রজ-শিশুগণ তাহা করি দরশন। কহে সবে হেরি একি অপূর্ব্ব ঘটন॥ কোন শিশু বলে ভাই একি বিপরীত। ভয়ঙ্কর দর্প এক দেখি পুরোন্থিত। এখনি খাইবে ভাই আমা স্বাকারে। মুখ মেলিয়াছে ঐ দেখ গিলিবারে॥ ঐ দেখ ভয়ানক দন্ত প্রকাশিল। গিরিচুড়া সম যেন সারি বিস্তারিল॥ পথরোধ করি এবে করিছে গর্জ্জন। এইক্ষণে স্বাকারে করিবে ভক্ষণ॥ প্রলয় পবন সম বহিছে নিশ্বাস। প্রথর অনল যথা দেখে লাগে ত্রাস।। আর শিশু বলে ভাই উহারে কি ভয়। বকের মতন বেটা মরিবে নিশ্চয়॥

আর শিশু বলে চল এই পথে যাই। (क्ट वर्ल (काथा अरत প्रारंत कानाह এত কহি হাসি হাসি দিয়া করতালি। দর্প মুখে শিশুগণ যায় দবে চলি॥ পশ্চাতে থাকিয়া কৃষ্ণ করে দরশন। শিশুগণ সর্পমুখে করিল গমন ॥ অন্তর্য্যামী ভগবান সকলি জানিল। দৈত্য আসি সর্পরূপে সবে গরাসিল। এখন কিরুপে করি মোচন স্বারে। ধেনু বংস শিশুগণ মুখের ভিতরে॥ মুদ্তি না করে সূপ মুখ যতক্ষণ। ততক্ষণ ইহাদের রহিবে,জীবন॥ মুগ বিস্তারিয়া আছে আমার কারণ। আমি প্রবেশিলে সর্প মূদিবে বদন ॥ শিশু বৎস সবে আজ কিরূপে রক্ষিব। কিরূপে সে তুই দৈত্যে বিনাশ করিব॥ এইরূপে মনে মনে চিন্তি চিন্তামণি। সর্পের মুখেতে কৃষ্ণ প্রবেশে তথনি॥ মুখ মধ্যে প্রবেশিল শ্রীহরি যখন। অমনি সে তুষ্ট দৈত্য মুদিল বদন ॥ স্বর্গেতে দেবতাগণ করি দরশন। হাহাকার শব্দে সবে করিল ক্রন্দন॥ কংসচর দৈত্যগণ নিকটেতে ছিল। তাহা দরশনে সবে সানন্দ হইল। মনে ভাবে কাৰ্য্যসিদ্ধি হইল এবার। দৈত্যবংশ অরি আজ হইল সংহার॥ মহানন্দে নৃত্য করে যত দৈত্যগণ। হাসি হাসি বলে হ'লো স্বকার্য্য সাধন॥ শোকান্বিত দেবগণ করে হায় হায়। দৈতোরে মারিতে হরি স্বজিল উপায়॥ বিনাশিতে দৈত্যবরে দেব জনার্দন। করিলেন নিজ দেহ স্বেক্সায় বর্জন ॥ যত বাড়ে কৃষ্ণ দেহ বাড়ে সর্প কায়। হইল বিরাট মূর্ত্তি দেব যতুরায়॥

মহাকায় যত্ররায় হইল তথন। ফাঁপরে পড়িল দৈত্য ভাবে মনে মন॥ উগারিতে মনে করে তাহা নাহি পারে। পড়িয়া বিষম ফাঁদে ছটফট করে॥ নাসাপথ বন্ধ তাহে নিশ্বাস না বহে। আছাড় আপন দেহ স্থির নেত্রে রহে॥ বায়ুপথ বন্ধ হ'য়ে আসন্ন হইল। মস্তক হইল চূর্ণ জীবন ত্যজিল॥ রুধির বহিল মুখে ছটফট করে। বাহির হইল কৃষ্ণ মাথা কাটি পরে॥ সেই পথে বাহিরায় ব্রজ শিশু যত। বংসগণ সেই পথে হয় বহিৰ্গত॥ পত্ম হস্ত বুলাইয়ে শ্রীহরি তখন। বংস আদি শিশুগণে দিলেন জীবন॥ পরে কৃষ্ণ শিশু সঙ্গে বৃক্ষের তলায়। শান্তি হেতু বসিলেন সকলে ছায়ায়॥ হেনকালে দিব্য তেজে শুদ্ধ সন্ত্ৰময়। আসিয়া কুষ্ণের অঙ্গে তথনি মিলায়॥ দৈত্যবর মুক্ত হয় জানি দেবগণ। মহানন্দে করে সবে পুষ্প বরিষণ। শূস্যে থাকি কুষ্ণে স্তব অনেক করিল। সাদরে সে হরিপদ পুজিতে লাগিল॥ নৃত্য গীত করে কত অপ্সরা কিন্নরী। দেবগণ স্তব করে করযোড় করি॥ নমস্তে জগতপতি জগত আধার। নমঃ বিশ্বরূপ হরি সংসারের সার॥ नमः नमः नातायन ताधिका-तमन । নমস্তে মুরলীধারী গোপিকা-মোহন॥ দেবগণ স্তুতি বাণী শুনি সৃষ্টিপতি। হংস যানে সেইস্থানে আসি শী**ভ্রগতি**॥ করযোড়ে স্তুতি করে স্মষ্টির ঈশ্বর। পরে যথাস্থানে সবে চলিল সত্তর॥ শুকদেব কহে শুন কুরুকুলেশ্বর। রহিল তথার পড়ি সর্প কলেবর॥

শুক্ষদর্ম মাত্র তথা পড়িয়া রহিল। ব্ৰজবাসিগণে দেখি বিশ্বয় মানিল॥ পরে ব্রজ্ঞ শিশুগণে রুম্ব্য ল'য়ে সঙ্গে। ধেকু বৎস আদি সহ ঘরে আসে রঙ্গে॥ গৃহে আসি পূর্ব্বাপর সকলি কহিল। ন্তমি তাহা গোপগণ বিস্ময় মানিল। (कर राल नन्मश्रुक मानव ना रय । পূর্ণব্রহ্ম বলি কেহ তারে প্রশংসয়॥ কেছ বলে পরম পুরুষ পরাৎপর। নতুবা কে পারে দৈত্য করিতে সংহার॥ মায়াতে মানবরূপ ধরি নারায়ণ। অনায়াসে দৈত্যকুল করিছে মোচন॥ পাইল পরমগতি ছুফ্ট দৈত্যবর। পবিত্র হইল সবে স্পর্শি যোগেশ্বর॥ অঘাহ্মরে হরি তবে দিলা মুক্তিদান। অরিরূপে তবু সেই পায় হরিস্থান॥ শক্রভাবে আসি দৈত্য করিল হিংসন। আপনি শ্রীহরি তারে করেন মোচন॥ যেই জন এক মনে ভাবে নারায়ণ। চরণে পরম পদ পায় সেইজন ॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে অবাস্থর মোকণ সমাপ্ত।

অথ বন্ধ-মোকণ। শুকদেব মহামুনি, কহে শুন নৃপমণি, হরিকথা জগতের সার। শুন কহি সমুদায়. ভূমি সাধু নররায়, হরিকথা স্থার ভাণ্ডার॥ সারগ্রাহী যেইজন, শুদ্ধ হয় তার মন, ছরিকথা করয়ে প্রাবণ। শুন কহি নৃপরায়, হরি লীলা স্থাময়, मावधारन कति निरायन ॥ একদিন স্থা সঙ্গে, শ্রীহরি পরম রঙ্গে, भरक ल'रा (धकु वरम गरु।

यमूना शूनितन हति, यात्र मत्त तक कति, মনসাধে খেলে অবিরত॥ যত ব্ৰজ শিশুগণে. কহে হরি স্যতনে. শুন ভাই আমার বচন। এই মনোহর স্থানে, খেলি আজ হাউমনে, আজ নাহি যাব অন্ত বন॥ দেখ ভাই শোভা যত, শতদল ফুল্ল কত, মকরন্দ গল্ধে অলি ধায়। ফুল ফুটে কত শত, গন্ধ বহে অবিরত, সদাগতি মৃত্যুতি তায়॥ **डाक्टिंट (काकिनकून, इम्य क्रंत बाकून,** অলিকুল করিছে ঝঙ্কার। এই স্থানে দবে মিলি, এদ আজ করিকেলি, হেথা আজ করিব বিহার॥ তবে যত শিশুগণ, হ'য়ে অতি হৃষ্ট মন. করে খেলা আনন্দে অপার। গাভীগণ হর্ষ মনে, সবে ধার বন পানে, নব দূৰ্ববা খার অনিবার॥ শিশুসহ রক্ষমূলে, হরি খেলে নানা ছলে, মহানদে দবে গীত গায়। কেহ উঠি ব্লক্ষোপরে, কেহ ধার স্থানান্তরে, পত্রছত্র কাহার মাথায়॥ কেহ পত্ৰ সঞ্চালন, কেহ বা গাভী দোহন, কেহ গাভী হ্রশ্ন পান করে। এখানে আনন্দ মনে, খেলে যত শিশুগণে, হয় ক্লান্ত দিবাকর করে॥ সবে পরিশ্রান্ত হ'য়ে রক্ষমূলে বদে গিয়ে, কোন শিশু হুখে নিদ্রা যায়। (कह वनकूल ल'रा, शांख हात्र हाके ह'रा, কেহ বসি মিষ্ট গান গায়॥ কেহ উঠি বৃক্ষডালে, আনন্দ অন্তরে দোলে, এইরূপে খেলে শিশুগণ। <del>ত্</del>ডন তবে নৃপবর, र्शिक्था मत्नार्त्र. প্রবণেতে বিপদ ভঞ্জন।

কুহে অতি সম্বতনে, ' এইক্লপে স্থা সঙ্গে, কুষ্ণ তথা স্থাগণে, छन मत्व वहन क्षेत्रात । ক্র্ডারসে ক্লান্ত অতি, তাতে ধর দিনপতি, বাল্যলীলা বনমালী, করে কত ক্তৃহলী, আজ খেলা না খেলিব আর॥ কুণার আকুল প্রাণ, এদ মিলি এক স্থান, হেনমতে জনার্দ্ধন, সঙ্গে গোপ-শিশুগণ, সবে মিলি করিব ভোজন। কুফুবাণী শুনি কাণে, সবে আনন্দিত মনে, িকেই ছাসে কেই গায়, কেই ছুই হাতে খায়, এক স্থানে সিলি স্ব্রজন। সকলে পরম রঙ্গে, ক্বাফেরে করিয়ে সঙ্গে, শুক্তেতে দেবতাগণ, করে সবে নিরীকণ, বদে সবে ভোজন কারণ। মধ্যেতে আপনি হরি, শিশুগণে দঙ্গে করি, মহানন্দে মাতি তবে, ভোজন করিছে দ্যুত্ বলে হরি প্রফল্ল বদন॥ তারা ঘেরি চাঁদ যথা, শিশু বেড়ি কৃষ্ণ তথা, 'গোপ রসে যজেশ্বর, হ'য়ে আনন্দ শীন্তর, কিবা দুখ্য হইল বনেতে। ভুবনমোহন শোভা, নীলকান্তমণি আভা, এইরূপে শিশুগণ, আনন্দে মাতি তথন, বাল্যলালা অপূর্ব্ব শুনিতে॥ বন্যাবো শিশুগণ, হরিসহ ভোজনে বসিল। কেহ পুষ্পাদল লয়, কেহ বা পত্ৰ বিছায়, তবে ব্ৰজশিশু যত, সকলেতে হ'য়ে ভীত, কেহ ভূমে অঞ্চল পাতিল। হেনমতে শিশুগণ, খাগ্যদ্রর আম্বাদন করে। (शरा मिक लार्श यादा,कृष्कभूर (मग जादा, रिस्पूर्वरम काशा शिल, अरम्भिया जानि हल, কৃষ্ণ হাসি ধরেন অধরে॥ কেছ বলে কামু ভাই, হেন দ্রব্য খাই নাই, তবে যত শিশুগণে, ক্লম্ফ কছে স্যতনে, কিবা এর মিষ্ট আস্বাদন। উচ্ছিষ্ট করেছি আগে,দিতে নারি তব আগে. কিরপেতে করিব ভোজন ॥ ছুঃখ বড় হয় চিতে, পাসরিকু তোরে দিতে, ওরে কামু কি ক'রে বলিব। শ্রবণে তাহার বোল, কৃষ্ণ হ'য়ে উতরোল, কহে ফল আনহ দেখিব॥ मिथवात ছल हति. अँ हो कन नय काड़ि, হাসি হাসি লগতে ধরিল।

कानरन भन्नम न्रदन, মহানদে ভোজন করিল। নুতা করে আনন্দে নগন। বনমাঝে কর্য়ে ভোজন ॥ কেবা কত করে পরিহাস। কিবা রঙ্গ করে জীনিবাস॥ দেবগণ বিস্ময় তথন। কৌতুকেতে করেন ভোজন॥ কৃষ্ণ প্রেমে আছে অস্তমন। হ'য়ে আনন্দিত মন, 🖟 তৃণ লোভে ধেনু যত, সবে দূর বনে গত, শিশু সবে করে দরশন। কুষ্ণ প্রতি সকাতরে কন। স্থাপ করীয়ে ভোজন, । দেনুবৎস হেগা নাই, কোগা গেল কহ ভাই, ভোজনেতে দবে অন্য মন॥ আর নাহি করিব ভোজন। ভোজনে বিরাম কি কারণ ॥ হ্ৰখে দবে খাও ভাই, আমি অম্বেষণে যাই, ধেমুবৎস আনিব সকল। এত কহি ভগবান, ধেনু দেখিবারে যান, मृत रान প্রবেশ করিল। অবগ্রাস হাতে করি, ভ্রমিয়া বেড়ান হরি, रत रत शूँ किए नाशिन॥ বনগাৰো বেণু রবে, ভাকিতেছে ধেনু সবে. இकृत्यःत लीला বৃষ্ণা ভার।

পরে শুনহ রাজন, কথা অতি পুরাতন, বিত্য ব্রহ্মা হরি লয়, ধেনু আদি শিশুচয়, শ্রবণেতে জ্ঞানের সঞ্চার॥ হেথ। ব্ৰহ্মা মনে মন, ভাবে সেই জনাৰ্দন, । নিত্য লয় নিত্য হয়, মর্জ্রে এলো গোলোক হইতে। অনাথের নাথ হরি, মর্ত্ত্যে আসি অবতরি, ! বিধাতা হরেন যত, ইহা মনে লাগিল চিস্তিতে॥ ব্রজে আসি জনার্দ্দন, করে লীলা অমুক্ষণ, দিখি ব্রক্ষা মনে মন, লঙ্ক্তিত হ'য়ে তথন, আজি তার কারণ জানিব। এইরূপে ভাবি মনে, যত শিশু বংসগণে, ল'য়ে সবে সুকায়ে রাখিব॥ মনেতে করিল সার, অনাদি যে নির্বিকার, কি প্রকারে হয় অধিষ্ঠান। যিত্রি সর্বব মায়াময়, সকল জীবেতে আশ্রয়, অনাদি সে বিশ্ব নিরূপণ॥ মনে চিন্তি স্মষ্টিপতি, ধেন্দ্রবংস ল'য়ে তথি, লুকাইয়া রাখিল গোপনে। ব্রজের রাখাল যত, গোপনেতে ব্রহ্মহত, ল'য়ে গেল আপনি যতনে॥ गरनरङ कानिल हति, खक्का मरत करत हति, মনে মনে ঈষৎ হাসিল। भागामग्र निज्ञानम, निष्क रुग्र वाल ब्रम्स, পূৰ্ব্বমত সকলি স্থজিল॥ ধেকু আদি বৎস যত, গোপশিশু আদি যত, করে হরি স্তজন মায়াতে। ুস্ষ্টি যোগমায়া হ'তে, করে হরি হরষিতে, ক্রীডা করে বালক সহিতে॥ এইরূপে দে কাননে, ল'য়ে যত শিশুগণে, শ্রীহরি যে খেলে নানা রঙ্গে। ্দিবা অবসান কালে, গুহেতে সকলে চলে, ধেতু আদি রাখালের সঙ্গে॥ ্পরদিন প্রভাতেতে,গোপ আদি বৎস সাথে. ল'য়ে হরি চলে কাননেতে। এরপ আনন্দ মনে, খেলে হরি শিশুসনে, নিত্য যায় গোধন চরাতে॥

হেনমতে এক বৰ্ষ গত। মনে হয় সবিস্ময়, চতুমুখ হইল লজ্জিত॥ (ধন্ম বৎস হয় তত. তাহে উন নহে কিছুমাত্র। আগমন কৃষ্ণ আছে যত্ৰ॥ ভাগবত কথা সার, শ্রবণে পাপী উদ্ধার. পাপীগণ মোক্ষ পদ পায়। যেইজন একসনে. হরিকথা শোনে কাণে. সেইজন সূৰ্যাদে যায়॥ শুকদেব কহে শুন অন্তত কথন। সাম্বপতি ভীতমতি হইল তখন॥ হেনমতে গাভী শিশু নিত্য চুরি করে। নিত্য নিত্য পূৰ্ব্বমত নয়নেতে হেরে॥ তাহে চতুৰ্মুখ অতি লঙ্জাযুক্ত হৈল। প্রীহরি নিকটে ব্রহ্মা তথনি চলিল।। ভাগুারী কানন মাঝে যথা জনার্দ্দন। ক্রীডা করে যথা হরি ল'য়ে শিশুগণ॥ গোপ-শিশু ল'য়ে কৃষ্ণ খেলে অবিরত। লজ্জিত হইয়া বিধি তথা উপনীত। (मिश्रालन विष्युत्न त्राधिका-त्रभा। যেন প্রণিমার শশী ঘেরা তারাগণ॥ কত যে তাহার শোভা হেরে মন হরে। পরিহিত পীতবাদ কত শোভা ধরে॥ রতনে ভূষিত অঙ্গ করে ঝলমল। কিবা কান্তি হয় তার কতই উচ্ছল॥ বনমাল। শোভে তার কণ্ঠদেশে দোলে। কৌস্তভ শোভিত ক্ষঃ আভা সমুচ্ছলে॥ বিনায়ে বিনোদ বেণী চুড়ার বন্ধন। মনোহর শিথিপুচ্ছ করিছে শোভন।। তাহে গুঞ্জমালা ঘেরা কতই প্রন্দর। কিবা সে স্থন্দর মুখ কিবা ওষ্ঠাধর॥

নবীন নীরদ কান্তি শ্রাম কলেবর। উ**দ্দ্রণ অঙ্গেতে আভা বেন প্রভাকর**॥ রতন নুপুর পায়ে বসি বটমূলে। চিত্র পুত্তলীর সম বিধাতা নেহালে॥ করেতে মোহন বাঁশী করে দরশন। আনন্দ সলিলে ব্রহ্মা হইল মগন॥ গোলোকেতে যেই রূপ দরশন করে। যেইরূপ নিরবধি ভাবয়ে সম্ভরে॥ সেইরূপে বটমূলে দেখে জনার্দ্দনে। কাষ্ঠের পুত্তলি সম স্থির দরশনে॥ মনে মনে তবে ব্ৰহ্মা আনন্দিত হৈল। চতুদ্দিকে ক্রফময় দরশন কৈল॥ বে দিকে ফিরাই আঁখি করে দরশন। সেই দিকে কুষ্ণময় নীরদ-বরণ॥ ধেকু আদি গোপ-শিশু সহ নারায়।। বুক্ষলতা আদি করি সকল কানন॥ দরশনে মনে মনে বিশ্বয় মানিল। আনন্দ সাগরে বিধি অসনি তুবিল। পরম সম্ভক্ত ব্রহ্মা তাহা দরশনে। সকানন কৃষ্ণময় দেখে শিশুগণে॥ জনাৰ্দ্দনে দেখি ব্ৰহ্মা আশ্চৰ্য্য মানিল। অন্তরে বিস্ময় হ'রে যোগেতে বসিল। প্রাণ বায়ু রুদ্ধ করি করে যোগাসন। কুম্ভক করিল বিধি যোগের কারণ॥ পুটাঞ্চলি হ'য়ে তথা পুলক অন্তরে। আনন্দেতে বিধি নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে॥ যোগাসনে নারায়ণে করেন পূজন। অন্তরেতে প্রভাময় করে দরশন॥ নবীন নীরদ কান্তি বিশ্ব বিমোহন। সর্ববদার সর্ববাধার ত্রিলোকপাবন॥ সর্বব্যাপী বিশ্বরূপী রূপ মনোহর। দকলের জীব ভূমি দর্বব মূলাধার॥ এইরূপ বিধি কত করিল স্তবন। কুতাঞ্চলি বিনয়েতে কহিল তথন॥

যৌগাসনে এক মনে ধ্যানেতে তৎপর। কত স্তুতি নতি করে স্ষ্ট্রির ঈশ্বর॥ সর্ব্যরূপ বিশ্বকৃপ অনাদি আধার। হরি ক্রয়কারী হরি বিশ্ব মূলাধার॥ মহাকার যতুরায় দেব সনাতন। ং দেবপ্রতি সর্ব্বগতি অস্তর ঘাতন॥ পরম ঈশ্বর হরি বাক্য অগোচর। বহুরূপা সর্কেশ্বর পুরুষ প্রবর ॥ পরমত্রকা পরাৎপর সর্বব শক্তিময়। পূর্ণ হ'তে পূর্ণতর সর্ব্ব গুণাশ্রয়॥ কুপানিধি জগদীশ জগত-জীবন। দ্যাম্য তবা শ্রা অধন তারণ॥ নমস্তে দ্বার পূজ্য নমঃ নারায়ণ। নবঘন জিনি তব রূপের কির্ণ॥ অধম জনার গতি ওছে কুপাময়। তব পদ-কোকনদ অধ্য আশ্রয়॥ স্ষ্টির কারণ প্রভু আমারে স্বজিলে। মোহিনী সায়ায় নাথ আসায় ভুলালে॥ কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত জীবন। কে পারে মহিমা তব করিতে বর্ণন॥ আমি না জানিসু দেব মাহান্যা তোমার । গোপগোপী জানিয়াছে তুমি সারাৎসার॥ বুঝিতে না পারে তত্ত্ব যত যোগিগণ। ভক্তি বিনে নাহি পায় পরমেশ ধন॥ দিব্য জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মা আপনি ভৎ সিল। ভক্তিযোগে বিধি তবে স্তবন করিল॥ জ্ঞানযোগ ছাড়ি তবে যত সাধুজন। ভক্তিযোগে ভাবে সেই পুরুষরতন॥ যেই ভক্তি করে হরি গৃহেতে বসিয়ে। ত্তব নাম শোনে সদা শুদ্ধমন হ'য়ে॥ ত্তব কথা যেইজন করয়ে শ্রেবণ। সাধু মুখে তব গুণ করয়ে কীর্ত্তন ॥ গৃহবাসী সাধু যেই দেই মহাশয়। সেইজন পায় তোমা ইহা স্থানিশ্চয়॥

তোমার কারণ তার জীবন ধারণ। জগতে অজেয় হরি পরম কারণ॥ ভক্তিপথ পরিহরি যেই মূঢ়-নর। জ্ঞানযোগ হেতু করে ক্লেশ বহুতর॥ তাহাদের ক্লেশ সার জানিবে নিশ্চয়। ক্লেশ বিনা আর কিছু লক্ষ্য নাহি হয়॥ বীজ হীন শস্ত যথা আবাদ করিলে। তাহাতে বিফল শ্রম শস্ত নাহি সিলে॥ সেইমত ভক্তি বিনে জ্ঞানে কিবা ফল। শ্রম মাত্র সার তাহে সকলি বিফল॥ যোগিগণ যোগে রত হইত যথন। সর্ব্ব কর্ম্ম তব পদে করিত অর্পণ॥ সাধু সঙ্গ বিনে কারো সঙ্গ না করিত। পাইত পরম গতি যোগিগণ যত॥ অতএব মোরে দয়া কর নারায়ণ। দয়াময় দয়া করি দেহ শ্রীচরণ॥ পবিত্ৰ বিশুদ্ধ আত্মা মুনিগণ যত। তোমার ভাবন। তারা ভাবেন নিয়ত॥ যোগিগণ সর্বাক্ষণ ছাড়িয়া সংসার। অন্তরে সদত ভাবে রূপ নিরাকার॥ অপরপ রূপ লোক হিতের কারণ। লোকস্থিতি হেতু রূপ করহ ধারণ॥ সাকারে তোমার গুণ বর্ণনে না যায়। তব গুণ বৰ্ণিবারে কার সাধ্য হয়॥ তব গুণ সীমা নাথ কে বলিতে পারে। যে জন পৃথিবী রেণু পারে গণিবারে॥ আকাশের তারা যদি গণে কোনজন। কেই যদি যুগকল্প করে নির্দ্ধারণ॥ অনম্ভ সহত্রমুখে করিলে কীর্ত্তন। তথাপি তোমার গুণ না হয় বর্ণন॥ পরম পাতকী নাথ হয় যেইজন। তব অনুকম্পা বিনা না হয় তারণ॥ তব নাম এক মনে জপে অনিবার। আশা কত দিনে কৃষ্ণ করিবে উদ্ধার॥

ছেন আশা করি হরি যে ভাবে তোমারে। অনায়াদে শ্রেষ্ঠ গতি দাও তুমি তারে॥ কি কার্য্য করিন্তু নাথ মায়ার কারণ। আমিই তাহাতে মুগ্ধ হইকু এখন॥ তুমি সর্বব মায়াময় মায়ার আধার। তোমার উপর মম মায়ার বিস্তার॥ মায়াধীন তব মারা অতীব ভীষণ। যেমন সকলে দহে সদা হুতাশন ॥ কিন্তু অগ্নি নিজে কভু পুড়িগা না যায়। সেইমত তব মায়া জ্ঞানীগণ গায়॥ **অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু নারায়ণ।** অধীনেরে দেহ নাথ অভয় চরণ॥ অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে হুচ্ছ জ্ঞান করি। ক্ষম মম দোষ এবে ভবের কাগুারী॥ আমি সৃষ্টি কৰ্ত্ত। মনে এই অভিমান। তোমা পরীক্ষিতে আজি পাইলাম জান॥ অতএব হে মাধব ক্ষম দোষ যত। নিজ গুণে এ অধীনে কর অনুগত। কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়॥ আমি কেবা তাহা তুমি জান দয়াময়॥ জগতের পিতা ভূমি আমি কোনজন। তোমার মায়াতে স্থষ্টি বিশ্ব অগণন॥ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড হরি তোমার শরীরে। কার সাধ্য বল কেবা সংখ্যা তার করে॥ সপ্ত দ্বীপ ১ সপ্ত স্বৰ্গ ২ সপ্ত রুসাতল ৩। এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রহে এ সকল। অহঙ্কার জন্মে দেব ব্রহ্মাণ্ড হইতে। অহঙ্কার হ'তে জন্ম পঞ্চ মহাভূতে॥

১। জৰু, ঋক, কুশ, শাক, ক্ৰৌঞ্চ, পুড়র, শাক্ষনী এই সপ্ত ৰীগ।

২। ভুঃ, ভুব, খঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য।

ও। তল, অতদ, বিতদ, স্তদ, তলাজন, রুষাতন, পাতাগ।

একটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে মম অধিকার। অবশ্য হইবে নাথ মম অহকার॥ তোমার মহিমা হরি জানে কোনজন। অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে তব শরীর গঠন॥ এক এক ব্রহ্মাণ্ড যে ওছে দয়ানয়। এক এক লোমকূপে স্থিতি তাহা হয়॥ নিখাস প্রখাসে সৃষ্টি লয় সংঘটন। কে পারে করিতে তব সামা নিরূপণ॥ তোমার নিকটে হরি আমি কোন ছার। তোমা হ'তে বাড়িয়াছে মম অহঙ্কার॥ তব নাভিপদ্মে প্রভু জন্ম আমার। কেননা হইবে গৰ্ব্ব তুমি পিতা যার॥ তব নাভি হ'তে মোর জনম হইল। মহা প্রলয়েতে যবে সৃষ্টি বিনাশিল। অতএব তাজ রোস অধমের প্রতি। তোমার কুপায় দেব আমি স্মষ্ট্রপতি॥ মাতা কভু নহে রুক্ট পুত্রের কারণ। ত্বন্ধতে রত যদি হয় অমুক্রণ॥ দেখ প্রভু মাতৃগর্ভে পুত্র গবে রয়। উদরেতে পদাঘাত কত যে করয়॥ তাহে গাতা নাহি রুফ হয় কদাচন। সেইনত মম দোষ করহ মার্জন ॥ তোমাতে হইল স্ব তুমি নারায়ণ। তোমা হ'তে হ'ল নাথ ব্ৰহ্মাণ্ড স্ক্ৰন। শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য কহে যত্নপতি। তব পিতা নারায়ণ আমি গোপজাতি॥ নন্দের কুমার আমি জাতিতে গোয়াল। লইয়া রাখাল সঙ্গে চরাই গো-পাল ॥ বিধি কহে ভুমি দেব হও সর্বময়। তুমি মূল নারায়ণ তুমি মায়াময়॥ অখিল জনের গতি আত্মার ঈশ্বর। তব অংশে জন্ম মম শুন দেবেশ্বর॥ জল স্থল আদি করি এই যে ধরণী। সাগর পর্বত আদি যত নরযোনি॥

কীটাদি পত্তঙ্গ জীব আছে এ জগতে। ব্লক লতা আদি করি যত এ মহীতে॥ সবার আশ্রয় তুমি দেব নারায়ণ। নহে মিথ্যা মায়াময় স্বরূপ বচন॥ সবার ঈশ্বর তুমি জগতের সার। কে জানে তোমার তত্ত্ব মহিমা অপার॥ হরিতে ধরণী ভার অবনী আইলে। দেবকী উদরে আসি জনম লভিলে॥ ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হেছু নন্দের নন্দন। **জগত** কারণ বিভু জগত জীবন॥ সম্ভাবে রাখহ পিতা ক্ষম দোষ যত। প্রসাদ করহ মোরে আমি পদাঞ্জিত॥ ক্ষীরোদ শয়নে ভূমি রহিলে যখন। সেই কালে তব তকু করেছি দর্শন॥ যেই নাভিমূলে মোর হইল জনম। সেই কথা কহি আমি শুন বিবরণ॥ কতকাল নাভিপন্মে ভ্রমিয়া বেড়াই। কিছুতেই আমি তার অন্ত নাহি পাই॥ আশ্চর্যা মানিয়া আমি হইন্মুবিমায়। প্রথমে হেরিকু রূপ শুন মহাশয়॥ তারপর চতুতু জ রূপ মনোহর। তাহে হয় গোপবেশ পরম সুন্দর॥ ক্রমে রূপান্তর প্রভু দেখিলাম সামি। অপার মহিমা তপ জগতের স্বামী॥ কে জানে ভোমার মায়া মায়ার দাগর। কতরূপে হ'লে নাথ কত অবতার॥ বাছেতে বিষম দৃশ্য ভীষণ সূরতি। মাতগর্ভে গদাধর কর তুমি স্থিতি **॥** ভূমিই করেছ হরি মাগার সঞ্জন। তোমার মাথায় হয় অঘট ঘটন॥ তোমার জঠরে বিভূ জনম সবার। মায়াতে মোহিত জীব গর্ভের ভিতর॥ প্রথমেতে একবার করি দরশন। ব্ৰজ্বতে দেখিত্ব গোপ মদনমোহন॥

শিশু বৎসরূপে হরি পরে দৃশ্য হয়। চতুভূজ মহারূপ দেখি স্বাকায়॥ তদস্তরে দেখিলাম ওছে দামোদর। হেরিমু নয়নে আমি ঐশর্য্য অপার॥ মোর মত কত ব্রহ্মা তোমার চরণে। ওহে দয়াময় তব মায়া কেবা জানে॥ তোমার মায়াতে মম মোহিত অন্তর। তাই অপরাধ আমি করিমু বিস্তর॥ মায়া বিস্তারিয়া আছ জগত মাঝারে। কত রূপ ধর শোভা কে বনিতে পারে॥ তুমি করিয়াছ হরি ত্রহ্মাণ্ড স্থজন। তোমা হ'তে হয় নাথ তাহার পালন॥ পুনঃ তোমা হ'তে হয় সকলেই কয়। কে জানে তোমার অন্ত তুমি ইচ্ছাময়॥ এই যে করিছ বিশ্ব দুশ্য চমৎকার। আপনি হ'তেছ তাহে কত অবতার॥ নররূপে কভু দেব ভুবন ভিতরে। কথন পশুর রূপে বিহর সংসারে॥ মৎস্থারূপে কভু দেব জলে বিচরণ। এ মায়া বুঝিবে (কবা বল নারায়ণ॥ অধর্মা তুর্মাতি হয় তুষ্ট তুরাচার। তাহার নিগ্রহ কর হ'য়ে অবতার॥ স্জন পালন হরি কর অবিরত। পরম পুরুষ জীবে যায়া অনুগত॥ পরমান্ত্রা পরাৎপর ওছে যোগেশ্বর। কে জানে মহিনা তব ওছে মহেশ্বর॥ লীলার বিস্তার কর তুমি ইচ্ছাময়। কে জানে সে তব্ৰ কথা ওংহ তব্ৰুময়॥ মারাবোগে মারাময় ক্রীড়া কর কন্ত। মাধাতে মোহিত জীব পাকে অবিরত। এ জগতে যত কিছু করি দরশন। সকলি অসার হরি স্বপ্নের মতন॥ অসার সংসার এই ছঃখের সাগর। ভূমি সার নিত্য বস্তু সকল আধার॥

আত্মরূপী তুমি দেব পুরুষ প্রধান। জ্যোতির্মায় যোগরূপী ওহে ভগবান॥ তুমি সত্য নিরঞ্জন অনাদি অনস্ত। অব্যয় ও পূর্ণরূপী নাই তব অস্ত ॥ তোমার এ পূর্ণ রূপ যে করে সাধন। যে নর ভঙ্গয়ে প্রভু তব ও চরণ॥ এক মনে যেইজন ও পদ ধেয়ায়। অনাগ্রাদে ভব বারি সেই পার হয়॥ সংসার যাতনা তার নহে কদাচন। কহিলাম সার কথা 🗐 মধুসূদন॥ বেই মৃঢ় নাহি ভজে তোমার চরণ। ভবধানে নরাধন পাশী সেই জন ॥ তোমারে জানয়ে যেই পরম কারণ। সেইজন করে সদা তোমার ভজন। সেই মহাপুণ্যবান সংসার ভিতর। তব পদ ভাবে সদা সাধু নিরস্তর॥ ভব সাগরের ভেলা তব পা দুখানি। তাহে পার পায় যত অথিলের প্রাণী॥ পরন ধার্মিক মেই সাধু নহাজন। তোমার প্রসাদে মাত্র তারে সেইজন॥ সেই জানিয়াছে তব কিঞ্ছিং মহিমা। ত্তব ভক্ত বিনে কেবা জানে তব সীমা॥ কে জানে তোগার তত্ত্ব কেবা তত্ত্ব পায়। শাস্ত্রের বিচার নহে তোমার নির্ণয়॥ দয়াময় কর দয়। অধ্যের প্রতি। কহ দেব কিবা হবে এ জনার গতি॥ তোমার শ্রীপদে হরি কঁরি নিবেদন। হেন ভক্তি দেহ মোরে দেব নারায়ণ॥ তব ভক্ত হব রব তব গুণ-গানে। যেন সদা থাকি তব ভক্ত সন্নিধানে॥ যেন ভাবি তব পদ অস্তে নহে মন। তব পাদপদ্যে হরি এই নিবেদন॥ কি কথা কছিব আমি কহিতে না পারি। কত পুণ্য করেছিল এই ব্রজপুরী॥

ব্ৰজ্বাসিগণ কত পুণ্য করেছিল। ধেকু বংস আদি করি কি পুণ্য সাধিল। ভাগ্যবতী যশোমতী কত পুণ্য ধরে। অমুক্ষণ তোসায় রাখয়ে হৃদিপরে॥ তুমি তুষ্ট ভগবান স্তন পানে যার। কি কব ভাগ্যের কথা কছ নাথ তার॥ কত ভাগ্য ধরে এই ব্রজবাদী জন। সদা সথ্যভাবে ভাব তুমি অনুক্ষণ॥ নন্দগোপ ব্ৰজভূমে বড় ভাগ্যবান। পুত্ররূপে গৃহে যার তুমি ভগবান॥ আর কত ভাগ্য ধরে এ ব্রজমণ্ডলে। হৃদয়েতে ধরে সদা ও পদ কমলে॥ যে চরণ-রেণু আশে ইব্রু আদি করি। আমি ব্রহ্মা কত যুগ তব পদ স্মরি॥ (मर्डे अन्दर्भ मना এই दुन्नावन। হৃদয়ে ধারণ করে সদা সর্বক্ষণ॥ অতএব তব পদে মিনতি আমার। কেন মোরে দিলে প্রভু সংসারের ভার॥ দ্য়া করি দেহ নাথ মানব আক্রতি। রন্দাবন সেবি আমি যেন দিবা রাতি॥ কিবা কার্য্য সত্যলোক কিবা স্ষ্ট্রপতি। রন্দাবন মাঝে যেন হয় হে বসতি॥ এই মম বাঞ্ছা নাথ করহ পূরণ। ব্রহ্মপদ ভুচ্ছ মোর শুন নারায়ণ॥ ব্ৰজবাসী পদ্ধূলি অঙ্গেতে লেপিব। অফুশ্বণ তব রূপ নয়নে হেরিব॥ এই মম নিবেদন চরণে তোমার। অধ্য তারণ দেব করহ নিস্তার॥ শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল অমন্ত মহিমা। বেদ-অগোচর প্রভু নাহি তব দীমা॥ কখন বিরাট রূপে বিশ্বেরে ধরহ। কভু যন্ত্রীরূপী ভূমি পাপীরে তারহ।। ধ্যানের অসাধ্য ভূমি যোগের অতীত। যোগিগণে অনুক্ষণ করহ মোহিত॥

শ্রীরাসবিহারী হরি রাধিকা-মোহন। তব লোমকুপে রহে কত যোগিগণ।। দীপ্তিময় দেবরায় দেবের জনক। বিশ্বগতি বিশ্বপতি বিশ্বের পালক ॥ ম্রখদাতা তুঃখদাতা ওহে কুপাময়। অনাথের নাথ কুপা করহ আগায়॥ যোগিগণ অনুক্ষণ পদ ভাবে তব। এ জনে করহ রূপা ওহে শ্রীমাধব॥ এইরূপে কত স্তুতি বিধি যে করিল। ত্বমিতলে পড়ি ব্রহ্মা গড়াগড়ি দিল। গো-বৎস শিশু সব করিল অর্পণ। যাহা করেছিল বিধি গোপনে হরণ॥ করযোড়ে ভূমিপরে রহিল পতনে। কুষ্ণের হইল দয়া তাহা দরশনে॥ ব্রহ্মার বিনয়ে হরি গোলোকের পতি। তদন্তরে ব্রহ্মা প্রতি তুষ্ট হৈল অতি॥ তবে শ্রীকুষ্ণের আজ্ঞা ল'য়ে স্বস্থিধর। স্বলোকে গমন করে সানন্দ অন্তর॥ শ্রীহরি মায়ায় ত্রন্ধা তুষ্ট অতিশয়। স্বলোকে পুলকে গেল আনন্দ হৃদ্য ॥ ব্রহ্মা চুরি ক'রেছিল ধেমু শিশুগণ। মায়াতে করিল পুনঃ যতেক স্ঞ্জন॥ আপন মায়াতে তাহা পুনঃ ক্ষয় করে। তাহারা আইল তথা এক বর্ষান্তরে॥ এ সব ব্রভাস্ত আর কেহ না জানিল। <u>জীক্নফের মায়া কে বুঝিতে পারে বল।।</u> শুনিলে হে কুরুরায় পূর্ব্ব বিবরণ। হরি লীলা সার কথা পবিত্র কারণ॥ হরিকথা স্থাসয় শুনহ রাজন। শ্রবণে পবিত্র দেহ পূলকে মগন॥ শ্রীছরি মঙ্গল কথা শুনে যেই নর। অনায়াদে ভবনদী হয় দে উদ্ধার॥ তার কভু নাহি রয় শমনের ভয়। 🕮 হরি করেন তারে আপনি অভয়॥

ইছলোকে হৃথ ভোগ করে অবিরত।
পরলোকে স্বর্গ-তৃথ করেন নিয়ত॥
জ্রীহরির কৃপা তারে হয় সর্বক্ষণ।
কৃষ্ণ অন্যুচর হয় শুনহ রাজন॥
বেদের বচন কড়ু মিথ্যা নাহি হয়।
দাস ভাষে হরিকথা আনন্দ হদয়॥
ইতি দশম্বনে বন্ধ যোক্ষণ সমাধ্য।

অণ কালিয় মোকণ কণা।

## ত্রিপদী।

পরীক্ষিত কছে পরে, বিনয়েতে মুল্লুরে, শুকদেব মুনিরাজ প্রতি। হরিকথা সনোহর, শ্রবণে হর্ষ অন্তর. পুনঃ ওছে কছ মহামতি॥ श्विता बाकाब वाणी. कशिलन महामृनि, কহি শুন কথা পুরাতন। দেখি নিশি অবসান, একদিন জনাৰ্দ্দন. নিদ্রাভঙ্গে উঠিল তথন॥ ধেমুগণ সঙ্গে করি, মোহন মুরতি ধরি, আর যত ব্রজের রাখাল। পরিহরি বলদেবে. গোষ্ঠেতে চলিল সবে. চরাইতে যতেক গোপাল ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্গে, ধেনুগণ ল'য়ে সঙ্গে, कुष्ट्रल हिनन उथन। मर्भ कति भिर्श्वशास्त्र, हत्न त्रमायन गरन, হর্ষমতি জীনন্দ-নন্দন ॥ যমুনা পুলিন যথা, গমন করিল তথা, यथाय कालिय-इम कृत्न। বিষম কালিয়-হ্রদ. তাহে সর্প বিশারদ. সদা বাস করে সেই জলে। তাহে পূর্ণ সর্বাঞ্জল. कालिएवर स्नास्न, विषशृर्व इस् विषम्य ।

বিষম বিষের জলে, তৃণ মাত্র নাহি কুলে, মীন আদি জলচরচয়॥ উডিল বিহঙ্গ যত, বিষানলৈ হয় হত. বায়ু সহ মিশ্র হলাহল। ধেতু শিশু করি সঙ্গে, ঐছিরি পরম রঙ্গে, উপনীত হয় সেই স্থল। নিদাঘে তাপিত হয়ে, ধেনুগণ ধেয়ে গিয়ে, সেই জল করিল যে পান। সেই জল বিষময়, পিয়ে যত গাভীচয়, অমনি যে ত্যজিল জীবন॥ তৃষ্ণায় হ'য়ে পীড়িত, শ্রীদামাদি শিশু যত, কিছুমাত্র না করি বিচার। সবে করি জলপান, হইল যে হতজান, শ্বাসরোধ হইল সবার॥ মূত দেখি স্থাগণ, চিন্তাকুল নারায়ণ, মনে মনে ভাবে যতুরায়। মনে ভাবে একি হ'লো, জলপানে সবে মৈল, এ আবার ঘটিল কি দায়॥ গিয়া কৃষ্ণ সেই স্থানে, জীয়াইল শিশুগণে, মরেছিল যত শিশুগণ। উঠিয়া বসিল সবে. ধেমুগণ হাস্বারবে, শ্রীকুষ্ণেরে করে নিরীক্ষণ॥ জীবিত হয়ে তখ্ন, তদস্ভরে ধেমুগণ. **চরিবারে অন্য বনে** যায়। সবিম্মায়ে শিশুগণ, কুষ্ণে করে নিবেদন, তোমা বিনে কেবা রাখে দায়॥ সকল রাখাল মিলে, গিয়া কালীদহ কুলে জলপানে ছাড়িল পরাণ। তুমি রূপা করি হরি, দিলে প্রাণ বংশীধারী, তোমা হতে সবার কল্যাণ॥ এত কহি শিশুগণ, কুষ্ণে করি আলিঙ্গন, ধেকুগণ জন্ম বনে ধায়। কালিয়েরে দণ্ডিবারে, মনেতে বিচার করে, অন্তরেতে ভাবে মহরায়॥

এ পাপ কাল্লিয় বাস থাকিলে গোকুল নাশ. হেরিলাম আপন নয়নে। আজ এই চুরাশয়ে. পাঠাব শমনালয়ে. এতেক চিন্তিয়া কুষ্ণ মনে॥ কটীতে আঁটি বসন. ক্রোধে রক্ত চু'নয়ন, উটিল সে কদম্বের ডালে। মালদাট মারি হরি, তু'বাহু তাহে প্রদারি, ঝাঁপ দিয়া পডিল সে জলে॥ গখন জলেতে হরি. পড়িলেন শব্দ করি. শত হস্ত জল উঠে উর্দ্ধে। যেন মন্ত করিবর, मर्ल नल नित्रस्त्र श्रम आरम्भालत्व कल ग्रामा ॥ শুনি ভয়ক্ষর শক্ত कालिय इट्टेल एक. মহারোমে অসনি ধাইল। সঙ্গে করি নাগগণে. শত কণা বিস্তারণে. কুষ্ণ অক্সে দংশিতে লাগিল॥ কালিয় সে ভয়ক্কর. শত শত মুণ্ড তার. বিষদ্পত তাহে অগণন। কালিয় কুষ্ণে বেড়িল,রান্ত যেন গ্রাস কৈল, পূর্ণিমার কুমুদ-রঞ্জন॥ ভীত হয় সর্বজন কলেতে রাখালগণ স্পান্দহীন হইল ভ্তাণে। ना (मिश्र (म वश्नीशरत काँग्रम मृद्य छिटेकश्चरत. সকলেতে অঞ্জলে ভাসে। সবে পড়ি ভূমিতলে. কালিয় হ্রদের কুলে, কান্দে আর গড়াগড়ি যায়। যণা চন্দ্র হীন তারা, সেইমত হয় তারা, ধেকুগৰ একদক্তে চায়॥ এইরূপৈ শিশুগণ, হ'য়ে আকুলিত মন, कान्मिया व्याकृत मत्व इस । ভাগবত সার কথা, ভারতে ভারতী গাঁখা. শ্রবণে সকল পাপ কয়॥ শুকদেব কহে শুন ওতে মহাশয়। পরেতে শুনহ কথা অতি স্থাময়॥

হেথা গৃহে নন্দরাণী দেখি অমঙ্গল। তাহাতে হইল সতী অতান্ত চঞ্চল ॥ নাচিল দক্ষিণ অঙ্গ কাঁপিল যে আঁথি। কত অমঙ্গল রাণী সম্মুখেতে দেখি॥ মনে মনে নন্দরাণী চিন্তিতে লাগিল। কেন আজ দেখি আমি এত অমঙ্গল। গোপাল গিয়াছে মাঠে বলাই ছাডিয়া। একেলা গিয়াছে কৃষ্ণ গোপাল লইয়া॥ না জানি কি বনমাঝে বিপদ ঘটিল। কি জানি গোপালে কিবা অশুভ হইল। সঙ্গেতে আছয়ে যত বালকের দল। বোধহীন শিশু সব সদাই চঞ্চল। এত ভাবি যশোমতী হইল আকুল। একেবারে সকাতরে কাদিয়া উঠিল। শব্দ শুনি আমে যত গোপ-গোপিগণ। বলে যশোমতী কেন করিছ ক্রন্দন॥ অকস্মাৎ কেন তমি চঞ্চল হইলে। অকারণ কেন রাণী কাঁদিয়া উঠিলে॥ যশোমতা দ্রঃখমতি কহিল সকলে। অকস্মাৎ কেন দেখি এত অমঙ্গলে॥ ডান অঙ্গ কাঁপে মম আরু নাচে আঁথি। অস্থির অন্তর মোর গোপালে না দেখি॥ বলাই ছাডিয়া একা গেল কুষ্ণ বনে। অবশ্য বিপদ কোন ঘটেছে সেখানে॥ যথার্থ হইল বুঝি নিশির স্বপন। কালিদহে তুবিয়াছে সে কাল রতন॥ কুষ্ণ অদর্শনে মোর আকুল অন্তর। অন্তরে মারিল বুঝি পেয়ে একেশ্বর ॥ वाकूल कीवन तागी देशतक ना शदत । कुक कुक राम दानी कार्य छेटेक श्वरत ॥ রাণীর ক্রন্দনে কান্দে যত গোপগণ। ক্লফের বিপদ মনে ভাবিল তখন॥ বলরাম মনে মনে ঈষৎ হাসিল। মৌনভাবে রহে তথা কিছু না বলিল।

তবে ব্রঙ্গবাসী মিলি যুক্তি করি সার। কুষ্ণ অম্বেধণে ধায় বনের ভিতর॥ আবাল বনিতা বৃদ্ধ সকলে চলিল। আকুল অন্তরে সবে বনে প্রবেশিল॥ যে পথে রাখালগণ করেছে গমন। পদচিহ্ন অনুসারি চলে গোপগণ॥ একে একে বন সব করে অস্থেষণ। যমুনা পুলিনে আসি দেখে শিশুগণ॥ শীঘ্রগতি সেই স্থলে সকলেতে ধায়। কালিয় হ্রদের তীরে শিশুরা যথায়॥ দেখিল ছদের তীরে যত শিশুগণ। মাটিতে পড়িয়া সবে করিছে ক্রন্দন॥ অস্থির যে গোপ গোপী তাহা দরশনে। অমঙ্গল হেতু সব ভাবিল যে মনে॥ গোপগণ একেবারে মোহিত হইল। সকলেতে একেবারে কান্দিয়া উঠিল। পরে শিশুগণে দবে ডাকিয়া তথন। বলে কোথা কৃষ্ণ মোর কহ বিবরণ॥ শোক অঞ্রনীরে সবে লাগিল ভাসিতে। বলে কৃষ্ণ দিল ঝাঁপ কালিয় দহেতে॥ শ্রবণে সবার তবে উড়িল জীবন। অচেতন ভূমিতলে হইল পতন॥ চেতন পাইয়া তবে করে হায় হায়। নন্দ বলে হ'ল একি স্থবিষম দায়॥ কেন হেন অকুশল ঘটিল আমার। কোন দেবতার বাদে হেন অনাচার॥ किन एन कालिमरह चारेल मकरल। কেন বা পড়িল কুষ্ণ কালিদহ জলে॥ ইহার বিষেতে জল সতত আচ্ছন্ন। ইহার বিষের তেজে কূলে নাহি তৃণ॥ ইহার নিকটে কেহ না যায় তরাসে। কৃষ্ণ মোর ঝাঁপ দিল কেমন সাহসে॥ কালিয় বিষম বিষে মোর কুষ্ণধন। বিষে জরজর হ'য়ে ত্যক্তেছে জীবন॥

কি কুক্ষণে আজি নিশি প্রভাত হইল। কেন বা বলাই আজি সঙ্গে না আইল॥ কেন শিশুগণ সবে আইল ছেথায়। কালিদহ কুলে একি হ'লো ঘোর দায়॥ সবে মাত্র প্রাণধন একটি রতন। তাহে বিধি প্রতিবাদী হইল এমন॥ কেন আজ অকালেতে জঞ্জাল ঘটালে। কালিদহে কেন কৃষ্ণ জীবন ত্যজিলে॥ কিরূপে ধরিব প্রাণ কুষ্ণে হারাইয়া। আমিও ত্যজিব প্রাণ জলে প্রবেশিয়া॥ এত কহি নব্দ শিরে হানে করাঘাত। পতিত ধরণী মাঝে শিরে বজ্রাঘাত॥ একেবারে নন্দ গোপ হয় অচেতন। নন্দরাণী শোকে মগ্ন করিছে ক্রন্দন॥ হায় মোর প্রাণক্ষণ হন্দর গোপাল। কেন এলে এ কাননে ল'য়ে ধেমুপাল॥ শিশু সঙ্গে মহারঙ্গে কাননেতে এলে। অভাগী মায়ের মাথা একেবারে থেলে॥ আমার নয়ন তারা জীবনের সার। তোমা বিনা এ সংসারে সকলি অসার॥ চারিদিক শুস্তাময় হয় দরশন। কে ডাকিবে য়া মা ব'লে ওরে প্রাণধন॥ মধুমাথা হাস্থাননে অঞ্চল ধরিয়া। ননী দে ননী দে বলে জুড়াইবে হিয়া॥ কারে কোলে বদাইয়া খেতে দিব ননী। কার চন্দ্রানন হেরে জুড়াইব প্রাণী॥ কার সে কোমল অঙ্গে আভরণ দিব। কারে বা যক্তনে আমি সাজাইয়া দিব॥ বেলা অবসানে সঙ্গে যতেক রাখাল। ধেসুগণ ল'য়ে গৃহে আসিতে গোপাল। পথ নির্থিয়া আমি রহি অনুক্ষণ। মা ব'লে আসিবে কোলে সে নীলরতন॥ কার মুখ চাহি আর রাখিব জীবন। কি আর হইবে মোর গুছে প্রয়োজন॥



সে ভাব সহিত্ত প্রত্যাস চইব। মুধ হ'তে রক্তবাবা বহিতে লাগিল।

কিরূপেতে আর প্রাণ ধরিব দেহেতে। আমিও যাইব সেই ক্ষেত্র সঙ্গেতে॥ এই কালিদহে আজ ত্যজিব জীবন। এত বলি নন্দরাণী উদ্মন্তা তখন॥ পড়িতে কালিয় দহে উন্মন্ত হইল। গোপ গোপী আদি করি সকলে ধরিল। এইরূপে নন্দ আদি যত গোপগণ। সকলে আকুল শোকে করিছে ক্রন্দন॥ বক্ষেতে হানিছে কর ব্যাকুল শোকেতে। সবে ঝাঁপ দিতে যায় কালিয় দহেতে॥ হেনকালে হলধর আইল তথায়। সবাকারে প্রবোধিয়া মুতুভাবে কয়॥ সকলে সান্ত্ৰনা করে চুই হাত তুলি। স্থির হও স্থির হও এই কথা বলি॥ কেন শোকাকুল সবে করিছ রোদন। কেন বা উন্মত সবে ত্যজিতে জীবন॥ ভগো মাতা বশোমতী তুমি ধৈর্য্য ধর। কেন পড়ি ভূমিতলে আকুল অন্তর॥ জীবন ত্যজিতে কেন হও অগ্রসর। কেন বা বক্ষেতে রুথা হানিতেছ কর॥ এখনি উঠিবে ভাই জীবন-কানাই। শোক পরিহর এবে দেখিবে সবাই॥ এইরূপে হলধর প্রবোধে সকলে। স্থির নেত্রে দেখ সবে কালিদহ জলে॥ পরেতে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব ভারতী। কালির কূলেতে সবে রহে হুঃখমতি॥ ७ थारन को लिय़ मर्श क्या विखातिया। একেবারে শ্রীক্লম্ভকে ফেলিল গিলিয়া॥ উদরেতে ত্রহ্মতেজ করিল বিস্তার। তাহে দগ্ধ হয় সেই সর্পের উদর॥ ব্ৰহ্ম অনলে দথ্য কালিয় তথন। কুষ্ণেরে করিল চুফ্ট তথা উদিগরণ॥ কুষ্ণকে দংশিতে তার দন্ত ভঙ্গ হ'ল। কৃষ্ণ অঙ্গে দংশে শক্তি কার আছে বল।।

কঠোর বজ্রের সম শরীর যাঁছার তাহাতে দংশিলে বল কি হইবে তার॥ পরে হরি মনে মনে ভাবিয়া তখন। মস্তক উপরে তার উঠে নারায়ণ॥ অনস্ত অনাদি সেই দেব যতুবর। সর্পের মস্তকে হয় দেব বিশ্বস্তর ॥ সেই ভার সহিতে সর্প অক্ষম হইল। মুখ হ'তে রক্তধারা বহিতে লাগিল॥ মূৰে রক্ত উঠে দর্প মূর্চিছত তথন। দরশনে নাগগণে চিন্তাকুল মন॥ কালিয় হুদ্দশা দেখে কেহ পলাইল। কেহ মহাভীত হ'য়ে কান্দিতে লাগিল। এইরূপে সর্পকুল আকুল অন্তরে। অনেকে পলায়ে যায় অশু সরোবরে॥ কালিয় বনিতা নাম স্রুদা তখন। দেখিল বাহির হ'য়ে পতির জীবন॥ অন্তরেতে অতিশয় আকুল হইল। কুষ্ণের সম্মুখে আসি কান্দিতে লাগিল॥ করযোড়ে কৃষ্ণপদে প্রণতি করিয়া। পায়ে ধরি সপী কহে কান্দিয়া कान्দিয়া॥ ওহে দেব সর্ববাধার জীবের কল্যাণ। দয়া করি দয়াময় পতি দেহ দান॥ কালিয়ের পত্নী সবে ধরিয়ে চরণ। বলে দেব ক্ষম দোষ অধম তারণ॥ রমণী জীবন স্বামী ওহে সর্বেশ্বর। পতি রমণীর গতি পতিই ঈশ্বর॥ নিজদোষে মম পতি তোমারে দংশিল। তার সমুচিত শাস্তি আপনি পাইল॥ এখন আমারে নাথ হও হে সদয়। পতি দান দেহ হরি ওহে রূপাময়॥ অথিল ভুবনেশ্বর ওহে বিশ্বপিতা। নমস্তে নৃসিংহ দেব স্বার বিধাতা॥ জগদীশ হে ভবেশ গোলোক-বিহারি। গোপীকান্ত গোপীনাথ মুকুন্দ-মুরারী॥

রাধিকা-রঞ্জন হরি দেব দেবপতি। অথিল ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা জগতের পতি॥ সর্ব্বাধার সর্ব্বেশ্বর ভুবনমোহন। ভূষণে ভূষিত কক্ষঃ কৌস্তুভ শোভন॥ তোমার ইচ্ছায় হরি এ সৃষ্টি হইল। তব মায়া চরাচরে তাহাতে বেড়িল॥ তোমার আজ্ঞায় নাথ যতেক অমর। প্রবৃত্ত জগত কার্য্যে ওহে যোগেশ্বর॥ দিবাকর সম কর দীপ্তি করে দান। মুত্নগতি সদাগতি বহে সর্বক্ষণ॥ তব আজ্ঞা অনুসারে জ্যোতিক্ষমগুল। সমভাবে সকলেতে রয়েছে উচ্ছল॥ মেঘে বারি বরিষণ সময়েতে হয়। কে জানে মহিম। তব ওতে যতুরায়॥ হুতাশন প্ৰক্ষ্মন হতেছে নিয়ত। হয় বিধি নিরবধি তোমার আ**শ্রিত**॥ মহেশ্বর নিরস্তর তব গুণ গায়। পার্বাতী যে ভক্তিভাবে তোমারে পূজ্য ॥ অকথ্য তোমার গুণ না হয় বর্ণন। গণপতি নিরস্তর করে আরাধন॥ বেদ অগোচর হয় মহিমা তোমার। করিতে তোমার স্তব কি সাধ্য আমার॥ রাধিকা-মোহন হরি রাধিকা-জীবন। রাধা ককঃস্থিত হয় রাধা-বিমোহন ॥ লক্ষী সরস্বতী আদি সাবিত্রী সকলে। নিয়ত পূজয়ে তব চরণ কমলে॥ যোগিগণ অনুক্ষণ করয়ে সাধন। স্তরগণ সদা সেবে তোমার চরণ॥ অপার মহিমা তব কে বর্ণিতে পারে। বীণাপাণি তব গুণ লিখিতে যে হারে॥ আমি সে সর্পিনী নাথ কি কহিতে পারি। নিকারণ সর্বেশ্বর জগতের হরি॥ व्यवना दिनशा स्था कत्रह जेनात । মন পতি প্রতি দৃষ্টি কর গুণাকর॥

এই দেখ মুখে রক্ত উঠিছে ঝলকে। মুৰ্চিত হতেছে নাথ পলকে পলকে॥ ইত্যাদি করিল স্তব সর্পের রমণী। ক্বফ পদতলে পড়ি রহিল সাপিনী॥ মোর ইচ্ছা হব নাথ তব পদে দাসী। সম্পদে না হই দেব আমি অভিলাষী॥ স্তবে তুই দামোদর হইল তথন। সর্পের মন্তক হ'তে নামে জনার্দ্দন॥ হাত বুলাইয়া হরি সর্পের মাথায়। তবেত সে মহাদর্প সচেতন হয়॥ চেতন পাইয়া কুষ্ণে করে দরশন। করযোড়ে কালি দর্প পূজিল চরণ॥ আনন্দেতে মত্ত কালি বিহবল হইল। ক্বষ্ণ পদতলে পড়ি কাঁদিতে লাগিল॥ তাহা দরশনে তাঁর দয়া উপজয়। कालिएय कश्लि वर भागर निश्व ॥ আর কোন নাহি ভয় শুন মহামতি। এখন স্থথেতে স্বর্গে করগে বসতি॥ দর্শহারী নাম মম বিদিত জগতে। তব দৰ্প চূৰ্ণ সেই হেতু আমা হ'তে॥ একণেতে বাঞ্চামত বর মাগি লহ। সেই বর দিব আমি তুমি যাহ। চাহ॥ তব প্রতি এক আজ্ঞ। হইল এখন। ত্ৰ স্বজাতীয় সৰ্প নাশিবে যে জন॥ ব্ৰহ্মহত্যা মহাপাপ ঘটিবে নিশ্চয়। মম বাক্য কখন যে অন্তথা না হয়॥ আর শুন ওহে কালি আমার কচন। মম পদচিহ্নে দণ্ডে তাড়িবে যে জন॥ মহাপাপে হবে পাপী আমার আজ্ঞাতে। তার পাপে প্রায়শ্চিত নাহি কোনমতে॥ শুনিয়া প্রভুর স্বাজ্ঞা সর্পের গৃহিণী। হরিপদতলে সতী পড়িল অমনি॥ ভক্তিভাবে গদ গদ অঞ্জলে ভাসে। দাযোদর হর্ষান্তরে কহিল উল্লাসে॥

কেন সতী ভূমিতলে রহিলে পতন। নাহি ভয় নাথ প্রিয়ে ত্যুক্ত ধরাসন॥ লহ বর শুন সতী যাহা বাঞ্চা হয়। লহ কান্ত থাক হুখে আমার কথায়॥ অজর অমর হ'য়ে তোমরা হুজনে। এ স্থান ছাড়িয়া দোঁহে যাও অস্ত স্থানে॥ গমন করহ দোঁহে আপন বাসেতে। রমণকে যাও তুমি স্বগোষ্ঠী সহিতে॥ আজি হ'তে তুমি মোর তনয়া হইলে। সংসারের মধ্যে হ্রতে থাকিবে সকলে॥ তোমার যে স্বামী সেই রহিবে কুশলে। নাহি কোন ভয় আর রবে কুভূহলে॥ মম পদ চিহ্ন তব মস্তকে রহিল। কোন ভয় না রহিবে হইবে মঙ্গল॥ মম পদ চিহ্ন যেই মস্তকে ধরিবে। গরুড়ের ভয় সেই সর্পের না রবে॥ যাও পুরী রমণকে তোমার আবাদে। গরুড়ের ভয় নাহি রহে তব পাশে॥ শীত্রগতি তথাকারে করহ গমন। শুন গো স্থরদা তুমি আমার বচন॥ তব পূৰ্বব বাদ যথা তথা চলি যাহ। মনোমত বর মাতা মম স্থানে লহ।। স্থরসা নাগিনী তবে কান্দিতে কান্দিতে। করযোড়ে কহে তবে শ্রীহরি সাক্ষাতে॥ শুন দেব মহামতি আমার বচন। অন্য কোন বরে মম নাহি প্রয়োজন॥ যদি বর দিতে ইচ্ছা ওহে রমাপতি। দেহ এই বর তব পদে থাকে মতি॥ শ্রীচরণে ভক্তি যেন থাকয়ে অচল। মম পতি হয় জ্ঞানী যেন মহাবল॥ মধুলোভে মধুকর যেন মত্ত হয়। সেইরূপে মন যেন তব পদে রয়॥ ও রাঙ্গা চরণ কভু ভুলিয়া না যাই। এই বর দেছ মোরে জগত গোঁসাই।

অষ্য কোন বরে নাথ কিবা প্রয়োজন। মনের বাঞ্চিত বর দেহ জনার্দ্দন॥ নাগিনীর বাক্যে হরি হরিষ হইল। মনোমত বর কৃষ্ণ তথনি যে দিল॥ তবে সে নাগিনী সতী করযোড়ে কয়। রমণকে নাহি যাব শুন দ্য়াময়॥ সেখানে যাইতে ভয় উদয় অস্তরে। দংশিবে কাঁটেতে তথা মোদের শরীরে॥ তাহাতে বন্ত্রণা বড় পাইব ঈশ্বর। সে স্থানে যাইতে ভয়ে আকুল অন্তর॥ অতএব মহামতি তুমি কর দয়া। দয়া করি দয়াময় দেহ পদছায়।॥ নাগিনীর বাক্যে হরি ঈষৎ হাসিল। মুহভাষে নাগিনীরে কহিতে লাগিল॥ কেন রুখা হও ভীত ধরহ বচন। যদি কোন কীট তোমা করয়ে দংশন॥ মম বরে সেই জীব জীবন ত্যজিবে। সামার বচন কভু অন্তথা না হবে॥ যন্তপি কথন কীট করয়ে দংশন। তথনি যে সেই কীট হইবে নিধন॥ তব অংশে কন্সা পুত্র হইবেক যত। মম বরে তারা হৃথে রবে অবিরত॥ মম পদচিহ্ন দবে শিরেতে ধরিবে। মম বরে কোন ভয় তাদের না রবে॥ আর শুন স্থরদা দে আমার বচন। খগপতি ভয় নাহি রবে কদাচন॥ তব বংশে গরুড়ের ভয় নাহি রবে। মম পদচিহ্ন দেখি নাহি বিনাশিবে॥ যথন সে খগপতি বধিতে আসিবে। মাথা নেঙাইয়া এই চিহ্ন দেখাইবে॥ তব বংশে সকলেতে রহিবে কল্যাণে। যাহ শীঘ্র রমণক পুরী রম্য স্থানে॥ আর শুন কহি কথা বিশেষ করিয়া। মস্তকে যে পদচিহ্ন থাকিবে ধরিয়া॥

তাহা দরশনে যদি নমে কোনজন। তাহার নিশ্চয় হবে স্বর্গেতে গমন॥ মহাপাপে মুক্ত হবে সেই সাধুমতি। আমার চরণ পাবে গোলোকে বদতি॥ ইছা ভিন্ন অন্ত বর লহ ইচ্ছা যাহা। বাঞ্ছামত বর মাগ আমি দিব তাহা॥ এত শুনি কালিয় সে যুড়ি ছুই কর। কহে দেব রমাকান্ত গোপিকা ঈশ্বর॥ অশ্ব কোন বাঞ্ছা মম নাহিক এখন। কেবল বাসনা মনে পূজি ও চরণ॥ তব পদে ভক্তি যেন রহে অহর্নিশ। এই বর দেহ মোরে ওহে ভক্তাধীশ॥ ত্রিভুবনে সার হয় তোমার চরণ। আর যাহা সব রুথা জানি অকারণ॥ তব পদে ভক্তি যার আছে হে নিয়ত। সেই সাধু এ জগতে স্থী অবিরত॥ তব পদ বিনে স্বর্গে কিবা স্থগোদয়। বিনে ও চরণ অন্ত কি ফল তাহায়॥ শুন গদাধর কহি বচন বিশেষ। ভক্তের বিষয় ভোগ কেবল সে ক্লেশ। ভক্তের প্রধান হয় চরণ সেবন। শোক তাপ নাহি তার জনম মরণ॥ বিষয় বিলাসে কভু না হয় উন্মত্ত। ভক্তে কভু নাহি বাঞ্চে ইক্সত্ব দেবছা। ওহে কুপাদিন্ধু তুমি মোরে কুপা কৈলে। মম শিরে তব পদ চিহ্ন যে রাখিলে॥ ইহাতে হইল মম সার্থক জীবন। অনাদি অনন্ত তুমি দেব নারায়ণ॥ স্বেচ্ছাময় নির্বিকার রাধিকা-রমণ। সর্বাশ্রয় সবাকার বেদে নিরূপণ॥ দেবেন্দ্ৰ মুনীন্দ্ৰ আদি সেবে তব পদ। তুমি প্রভূ সর্বজীব বিনাশ আপদ। দৰ্বগতি যত্নপতি দৰ্বব আত্মাময়। স্বজন কারণ বিভু স্বার আশ্রয়॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মূল সবাকার। পুরুষ প্রকৃতি তুমি সবার আধার॥ ধর্ম ইন্দ্র হতাশন জল হল আদি। পর্বত কানন সিন্ধু আর নদ নদী॥ চক্র সূর্য্য তারাদল জ্যোতিক্ষমগুল। ভূণ লত। আদি করি ভূমি সে সকল॥ সাবিত্রী জাহুবী জয়া লক্ষ্মী সরস্বতী। গণেশ জননী সেই দেবী ভগবতী॥ রাধিকা-রূপিণী সেই মহা যোগমায়া। তোমাতেই হয় সব তোমার সে মায়া॥ এইরূপে কালিনাগ স্তব করে কত। ভক্তিতে হইল হরি অতি পুলকিত॥ ওহে কুপাময় হরি ভূমি কুপা কর। অপরাধ ক্ষম দেব ওছে যোগেশ্বর॥ অধ্য অজ্ঞান আমি শ্রীমধুসুদন। নাহি জানি তব অঙ্গে করেছি দংশন॥ অধনের দোষ যত ক্ষমহ শ্রীহরি। তুমি না করিলে দয়া কিরূপেতে তরি॥ এত কহি দর্পরাজ পড়ে পদতলে। কাদিতে কাদিতে কহে ভাসি অঞ্জলে॥ ভক্তিতে হইল বশ ভক্তাধীন হরি। কালিনাগে কছে তবে পুনশ্চ শ্রীহরি॥ শুন কালিনাগ ভূমি আমার ভারতী। রমণকে যাহ তব পূর্বের বদতি॥ স্বৰংশ সহিত যাও তুমি সেই স্থল। আমার বাক্যেতে ছাড় যমুনার জল॥ যাও তথা ওহে দর্প হ্রখেতে রহিবে। যমুনার জল তবে হুধা তুল্য হবে॥ জীব জন্তুগণ তাহা খাবে পরিতোষে। স্বগোষ্ঠা সহিত যাও আপন আবাসে॥ এইরূপে যত্নপতি জলের ভিতর। কালির দমন আদি কর্ম যত আর॥ স্বগোষ্ঠী সংহতি সর্প গেল পূর্বাস্থান। এইরূপে করি হরি কার্য্য অন্তর্জান ॥



গাপ্ৰাকে উ্তিৰি ভটল জগাৰ্ম। আপুনি কৰিল চৰি অনল ভুজৰ ৮ ট ৫১০- পুঠা।

চিন্তিত আপন মনে কি করি এখন। কিবা অনুষ্ঠান করে গোপ-গোপিগণ॥ ভগবান ভক্তগণে পরীক্ষা করিতে। রহিলা ভূবিয়া সেই কালিয় হ্রদেতে॥ হেথা বলদেব বাক্যে আশ্বন্ত হইয়া। রহিয়াছে গোপ-গোপী কুলেতে বসিয়া॥ নন্দ যশোদার তাহে স্থির নহে মন। রাধাসতী ক্ষণে ক্ষণে মুর্চ্ছাগত হন॥ অন্তর্য্যামী ভগবান অন্তরে জানিল। ভক্তাধীন ভক্ত প্রতি সদয় হইল। মহাভাগবত কথা স্থার সমান। দাস কহে মহানন্দে শুন পুণ্যবান॥ শুকদেব বাক্য সব করিয়া প্রবণ। পরীক্ষিত আনন্দেতে হইল মগন॥ বিনয়েতে শুকদেবে কহিতে লাগিল। ওহে দেব বিস্তারিয়া মোরে সব বল। হরিকথা স্থধাসয় শুনিতে স্থন্দর। পাপরাশি বিদুরিত নির্মাল অন্তর॥ দয়া করি কর দেব সন্দেহ ভঞ্জন। কহ সেই কালিয়ের পূর্ব্ব বিবরণ॥ কেন সে কালিয় সর্প ত্যজিল আবাস। কি কারণে যমুনাতে হইল নিবাস।। अकरत्व वर्ल ७८१ कू ऋत नन्तन । কহি সে অপূৰ্ব্ব কথা অতি পুৱাতন॥ বিস্তারিয়া কহি আমি হরিকথা সার। শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের নিস্তার॥ नाशकूल खित रमंदे शक्क विदेश । তাহাকে পূজয়ে যত আছমে ভুজঙ্গ। বাহুকির আজ্ঞামতে করয়ে পুঞ্জন। কাত্তিকী পূৰ্ণিমা তাহে তিথি নিরূপণ॥ ধূপ দীপ আদি করি নানা উপচীরে। নৈবেতাদি ফল মূলে পূজে শুর্জাচারে॥ পুষ্ণর তীর্থেতে স্নান করি নাগদলৈ। পূজিল বিহঙ্গবরে আনন্দে সকলে॥

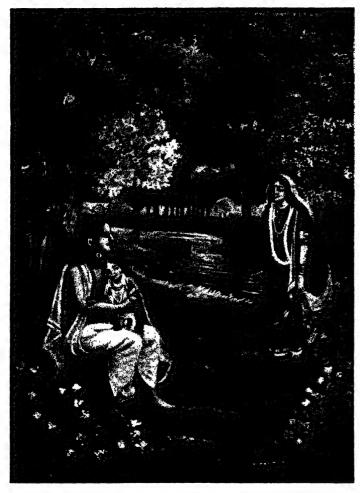
পূজার বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিল। কালিনাগ অহকারে তারে না পূজিল॥ ক্রোবান্বিত খগপতি তাহা দর্শনে। হইল লোহিত আঁখি কালিয় কারণে॥ বিনাশিতে নাগকুলে হইল উন্নত। একেবারে নাগগণে ভক্ষণে প্রস্তুত॥ ক্রোধে খগবর যেন হৈল হুতাশন। সর্পগণে ধরি আনে করয়ে ভক্ষণ॥ যারে পায় তারে খায় নিষেধ না মানে। এইরূপে বহু সর্পে বধিল জীবনে॥ যুক্তি করি নাগদল একত্র হইল। খগে নাগে ঘোরতর সমর বাধিল। তুই দলে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর। বিষম সমর তাহে হৈল ঘোরতর॥ নিশিতে হইল যুদ্ধ তুদলে সমান। ক্রমেতে হইল সেই নিশা অবসান॥ গগনেতে দিনমণি উদয় হইল। খগপতি তেজ অতি বাড়িতে লাগিল। নাগকুল ভয় পেয়ে করি পলায়ন। অনস্ত নিকটে গিয়া লইল শরণ॥ কুপা করি নাগগণে দিল সে অভয়। তাহাতে অনেক নাগ প্রাণে বেঁচে রয়॥ হেথায় কালিয় নাগে হেরি খগপতি। একবারে ক্রোধানলে দ্বলে তার প্রতি॥ গরুড়ের সহ কালি প্রব্রুত্ত সমরে। হরিপদ ভাবি যায় যুদ্ধ করিবারে॥ থগে নাগে ছুইজনে বাধিল সমর। খগপতি মহামতি মহাবলধর॥ প্রচণ্ড বলেতে নাগ পরাস্ত হইল। গরুড় ভয়েতে কালি পলাইয়া গেল॥ পলাইয়া কালি নাগ এল এ সময়। . যমুনার জলে রছে নির্ভয় হৃদয়॥ যাইবার শক্তি তথা নাহি থগবরে। তাছাতে কালিয় নাগ রহে হর্ষান্তরে॥

সৌভরি মুনির শাপে তথা খগপতি। সেখানে বাইতে তার নাহিক শক্তি॥ এ কারণে নরপতি শুন বিবরণ। রমণক ছাড়ি তার হেথ। গাগমন। দে কারণে কালিনাগ যমুনাতে এল। হরি কুপা হেতু পুনঃ হস্থানেতে গেল। পরীক্ষিত বলে মূনি করি নিবেদন। সৌভরি গরুড়ে শাপ দিল কি কারণ॥ সেই কথা কহ মোরে ওহে দয়াময়। শুনিতে অন্তত কথা আনন্দ হৃদয়॥ **ভকদেব কহে রাজ। কহি সেই বাণী।** মহাতপা হয় সেই সোভরিয় খুনি॥ যমুনা পুলিনে বসি মহাতপ করে। শ্রীকৃষ্ণ সেবয়ে সদ। অতীব কঠোরে॥ বহুবর্ষ অনাহারে কৃষ্ণ আরাধিল। হৃদয়েতে হরিপদ ভাবিতে লাগিল। নদীজলে মীনগণ খেলে অবিরত। মুনির নিকটে তারা খেলয়ে সদত॥ মীনগণ আহলাদেতে খেলিয়া বেড়ায়। কুতুহলে খেলে জলে নিঃশঙ্ক হাদ্য়॥ মহানন্দে চারিদিকে ধায় কুভূহলে। মুনিরে বেড়িয়া সবে আনন্দেতে খেলে হেনকালে থগেশ্বর তথায় আসিল। বধিয়া সে মীনগণে ভক্ষণ করিল। মুনির নিকটে মীন আইল তখন। জলের ভিতর পুনঃ করে পলায়ন॥ क्ट क्ट मूनि षा धारे या शहरा थारेन। পক্ষীরাজ থাইবারে তথায় চলিল॥ তাহা দেখি মুনিবরে ক্রোধের উনয়। একেবারে ছই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। মহাক্রোধে মুনিরাজ কহে খগ প্রতি। হেন পাপাচার কর ওরে মূঢ়মতি॥ व्यामात निकटि मीटन अन मातिवादत । এখান হইতে শীত্র বাও স্থানান্তরে॥

কি যোগ্যতা বধ মীন নিকটে আমার। কুষ্ণের বাহন হেতু এত অহঙ্কার॥ কেন গর্ব্ব তুরাচার গুরে খগেশ্বর। কোটি গগ স্থাজবারে পারি একেশ্বর॥ এখনি করিব ভন্ম পাপীষ্ঠ ছুর্মাতি। সম্বরেতে স্থানান্তর হও শীগ্রগতি॥ আজি হ'তে পূনঃ যদি আইস এথানে। যগ্যপি কখন কোন জীবের হিংসনে॥ মম শাপে তব চুষ্ট নিধন হইবে। মোর শাপে হবে ভন্ম নিশ্চয় জানিবে॥ মুনি অভিশাপ শুনি গরুড় তথন। ভয়ে ভীত হ'য়ে তবে করে পলায়ন॥ সে অবধি থগেশ্বর না বার তথায়। কহিলাম পূর্বব কথা ওছে নররায়॥ অপূর্ব্ব ভারতী এই পুরাণ কাহিনী। যেবা শুনে একমনে ওছে নরমণি॥ দর্প ভয় নাহি তার হয় কলাচন। দাস ভাবে মহানক্ষে শুনে সাধুজন॥

ইতি কাণিয় মোকণ সমাপ্ত ৷

অথ দাশানপ মোকণ কথা।
করবোড়ে নরপতি কহে অতঃপর।
পরে কি হইল কহ ওহে মুনিবর॥
কহ দেব দয়া করি অপূর্ব্ব ভারতী।
শুনি বাণী মহামুনি কহে রাজা প্রতি॥
গোপ গোপী আদি করি যমুনার কুলে।
কুন্ফের কারণ সব কাঁদে শোকাকুলে॥
কাঁদিল বালকগণ বিষম চীৎকারে।
গুহে কামু কেন গোলে জলের ভিতরে॥
এতকণ জলমধ্যে হইলে মগন।
বুমিবা প্রমাদ আজ হইল ঘটন॥
হায় কি হইল বল ঘটিল কি দায়।
কোখা গেল প্রাণকুষ্ণ কি হবে উপায়॥



মন্দ বে আনন্দ অতি পুত্ৰ ব্যৱসানে। বশোহার কোল হ'চে নিল ক্রমনে। [ ৫১০---পূঠা।

এইরূপ শিশুগণ শোকার্ত হৃদয়। বক্ষে হানে করাঘাত করে হায় হায়॥ কোন শিশু কুলে বসি করয়ে ক্রন্দন। ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দেয় কোনজন। কেহ যুচ্ছাগত হ'য়ে ধরায় পড়িল। কেহ বা তাঁহারে ধরি চেতন করিল। কোন শিশু হ্রদজলে অম্বেশ্ করে। কেহ বা ধরিয়া তোলে পুনশ্চ তাহারে॥ কেন তুমি এই জলে নামিছ এখন। এ জল ছুঁইলে পুনঃ ত্যজিবে জীবন॥ এইরূপে সকলেতে আকুল শোকেতে। কেহ বা উন্মত হয় জীবন ত্যজিতে॥ কেহ বলে কোণা কৃষ্ণ মোদের ঈশ্বর। দরশনে শিশুগণে বাঁচাও সম্বর ॥ এইরূপে সবে মিলি আকুল মন্তরে। ভূমে পড়ি শিশু সব কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ গোপ-গোপী সকলেতে করিছে ক্রন্দন। ত্রদজলে নামি কেহ করে অন্থেষণ।। রাধা সতী ছুঃখমতা বাপে দিতে ধায়। হাতে ধরি তারে কেহ নিবৃত্তি করায়॥ শোকাচ্ছন রাধা সতী অচেতন হৈল। হ্রদের কুলেতে সতী অমনি পড়িল॥ महार्भारक नन्दराय अरहजन इय । শবসম হ্রদকুলে পতিত ধরায়॥ যশোমতী হীনমতি হইল তথন। যেন পাগলিনী প্রায় করয়ে রোদন॥ আয় কোলে যাতুমণি নয়নের তারা। কেমনে ধরিব প্রাণ তোমা হ'য়ে হারা॥ সবে মাত্র ভূমি মোর হৃদয়-রতন। দারুণ কালিয় হ্রদে ত্যজিল জীবন॥ আমিও তোমার সঙ্গে ঝাপ দিব জলে। এত কহি ধায় রাণী যমুনার কুলে॥ হেনকালে বলরাম আসিয়ে তথায়। প্রবোধ করিল তবে ভূষিয়া সবায়॥

হলধর বলে ভগো শুন নন্দরাণী। শোকেতে আকুল রুথা যতেক গোপিনী॥ নন্দ মহামতি শুন আমার বচন। গর্গ মুনি কথা সব নাছিক স্মারণ॥ যিনি জগতের প্রাণ স্বার প্রধান। যাঁর অংশ মাত্র হয় দেব অধিষ্ঠান॥ ইন্দ্র ধর্মরাজ আদি বাহাতে উৎপত্তি। বিনি স্বাকর সার জগতের পতি॥ অংশ মাত্র হয় যার যতেক অমর। অনাদি অনস্ত যিনি অখিল ঈশ্বর॥ বাঁহা হৈতে হৈল মহা বিফুর স্জন। এক এক লোমকুপে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ॥ যাঁহার ইচহার লয় জন্ম আদি জরা। পালন করয় সেই দেব পরাৎপর।॥ যাঁহার আজ্ঞায় বিধি পৃথিব। সজিল। পরম পুরুষ সেই সূক্ষম আদি মূল॥ অনন্ত আকার যাঁর সেই নিরাকার। নিগুণ অক্তেয় তিনি বেদের বিচার॥ যোগমধ্যে যোগেশ্বর পতিত পাবন। কূপাময় সর্বত্তেতে শ্রীমধুসূদন॥ জ্যোতির্ময় সূক্ষাকার অনাদি অনস্ত। সুগে যুগে কভু নাহি হয় যাঁর অস্ত ॥ মহাজলে জলময় সংসার যখন। ভাদেন আপনি জলে না হয় মরণ। স্ষ্টিকর্ত্তা মহাপ্রভু সকলের সার। বাঁর নাভিমূলে জন্মে জগৎ সংসার॥ যাঁহার ইচ্ছাতে এই জগং স্ঞ্জন। যেজন করেন এই জীবের পালন॥ তাঁহার পরাণ কিবা সামান্স হ্রদেতে। তাঁর কি করিবে সেই কালিয় সর্পেতে॥ কি সাধ্য সর্পের তাঁরে করিতে ভক্ষণ। কি হইবে বল তাঁর সর্পের দংশন॥ কিছুতেই যার ক্ষয় নাহি কোন কালে। তার কিবা আছে ভয় কালিয়ের জলে॥

বলদেব বাক্য শুনি গোপ-গোপিগণ। মনেতে প্রবোধ কিছু মানিল তখন ॥ কিন্তু যশোমতী অতি তুঃখিত অন্তরে। না মানে প্রবোধ আর কান্দে হাহাকারে॥ রাধা সতী থেদে অতি চীৎকার করিছে। ঘন ঘন করাঘাত হৃদয়ে হানিছে॥ মহা শোকভুরা হয় কুফের কারণ। ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দেয় জনে জন॥ হেনকালে औহরি সে যমুনা হইতে। মহানন্দে উঠিল সে যমুনা তীরেতে॥ শ্রীকৃষ্ণ উঠিল সবে করে নিরীক্ষণ। গোপ গোপী সকলেতে আনন্দে মগন॥ মোক হ'তে পূর্ণশলী যেমন উদয়। সেইমত জল হ'তে উঠে শ্যামরায়॥ ধেয়ে গিয়ে যশোমতী কুষ্ণে নিল কোলে। শত শত চুম্ব দেয় বদন কমলে॥ নন্দ যে আনন্দ অতি পুক্র দরশনে। ষশোদার কোল হ'তে নিল কৃষ্ণধনে॥ এইরূপে সকলেতে আনন্দ অন্তর। অনিমেষে কৃষ্ণ মুখ দেখে গোপবর॥ শিশুগণ আলিঙ্গন আসিয়া করিল। আনন্দেতে অশ্রুবারি বরিষণ কৈল। হেনকালে শুন রায় আশ্চর্য্য কথন। वनाखदा मार्वानम रय अञ्चलन ॥ ভয়ক্ষর হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল। পৰ্বত প্ৰমাণ শিখা গগন স্পাশিল॥ চারিদিকে অগ্নিময় দেখে লোক যত। দরশনে মহা অগ্নি দবে জ্ঞান হত॥ মনে মনে সকলেতে প্রমান গণিল। গোকুল নগরে অগ্নি ঘরেতে লাগিল॥ অগ্নি দেখে সকলেতে কাঁদিয়া আকুল। সবে ধায় উদ্ধাসে নগর গোকুল। ভয়ার্ত্ত হইয়ে তবে যত ব্রজ্বাদী। সকলেতে কহে গিয়া কৃষ্ণ পাশে আসি॥

করযোড়ে কহে সবে ওহে দয়াময়। ভয়াতুরে রাখ হরি এমন সময় ॥ অমিভয় হ'তে রাখ দেব নারায়ণ। সবাকার সার ওহে জগং জীবন॥ তুমি ইফ্ট সর্বব্যয় সবার দেবতা। এ ঘোর বিপদে তুমি হও রক্ষাকর্তা॥ দিয়া অব্যাহতি সবে করহ অভয়। मार्वा**नल तका** कत इहेर्य मुम्य ॥ গোপবাক্যে শ্রীহরি হইলা দয়াবান। আপনি করিলা হরি অনল ভক্ষণ॥ তাহা দরশনে যত গোপ গোপিগণ। হরষেতে নৃত্য করে আনন্দে মগন॥ কুষ্ণেরে কোলেতে করি গুহেতে আইল। গৃহে আসি দ্বিজগণে ভোজন করাল॥ বহু ধন করে দান যত দ্বিজগণে। দরিদ্রে তুষিল নন্দ ধন বিতরণে॥ यक्रमामि क्यार्थ मय कतिल हतिरय। শ্রবণেতে কৃষ্ণগুণ মহাপাপ নাশে॥ ভাগবত কথা অতি শুনিতে ফুন্দর। অনায়াদে তরে যত মহাপাপী নর॥ ইতি দাবানল মোক্ষণ সমাপ্ত।

## अश वर्श वर्गन ।

শুকদেব কৰে শুন ওবে নরবর।
শ্রবণে পবিত্র কথা পবিত্র অন্তর ॥
দংসারের সার সেই শ্রীহরি চরণ।
পূজন অর্চন আর নাম সংকীর্ত্তন ॥
শুনিলে হরির নাম পাপের বিনাণ।
অনায়াসে মহাপাপী যায় স্বর্গবাস ॥
পরেতে শুনহ নূপ অপূর্ব্ব কণন।
কৃষ্ণ সঙ্গে আসৈ গাহে গোপ গোপিগণ॥
গৃহে আসি গোপ গোপী আনন্দে মগন।
বলে আজ কৃষ্ণ হ'তে পাইমু মোচন॥

পরেতে রাখিল হরি ঘোর দাবানলে। নতুবা পুড়িয়া ভন্ম হ'তেম সকলে॥ মানুষ না হবে কৃষ্ণ দেবতার প্রায়। এইরূপে সকলেতে প্রশংসা করয়॥ কেহ বলে ধন্ত হরি জীনন্দনন্দন। শিশুকালে পুতনারে করিল নিধন ॥ অম্বর বধিলে কত বনের ভিতর। করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম কহিতে বিস্তর॥ তদন্তরে বর্ষা ঋতু হইল উদয়। বলরাম সহ হরি আনন্দ হৃদয়॥ সঙ্গে যত ব্রজশিশু বনের ভিতর। আনন্দে সকলে মিলি খেলে নিরন্তর॥ আকাশেতে ঘনঘটা শব্দ বহে কত। বিছ্যুতের শব্দে প্রাণ হয় চমকিত॥ নিরস্তর বর্ষে বারি বিশ্রাম না হয়। দিবাকর মেঘাচ্ছন্ন দীপ্তি নাহি তায়॥ চমকে বিদ্যাৎমালা নবঘন পাশে। কত শোভা করে ধরা মনোহর বেশে॥ আকাশ বিবিধ বর্ণে হ'য়েছে উচ্ছল। নীল পীত লোহিতাদি বৰ্ণ সমূজ্জ্বল॥ স্বভাবের শোভা তায় অপূর্ব্ব দর্শন। गारक भारक विन्द्र विन्द्र इग्न वित्रवण ॥ তাহে দিবাকর প্রভা প্রকাশিত হয়। রামধন্ম হেরি তাহে আনন্দ হৃদয়॥ কেমন অপূর্ব্ব শোভা গগন উচ্ছল। কে না জানে সভাবের শোভা সমুস্থল। ক্ষণেকে বিলয় হয় মেদের ভিতর। কোথা সে স্বভাব শোভা দৃশ্য মনোহর॥ কভু বা বর্ষয়ে ঘন ঘন বরিষণে। বিজ্ঞানে না হয় আর রাজ দিবামানে॥ গৃহের বাহির কেহ না হয় দিবাতে। নিশাপতি মৌন অতি হইল নিশিথে॥ कारित कुम्मिनी मठी वितन नमध्त । খাছোতে শোভিত রুক্ষ করে নিরম্ভর॥

অস্থির করয়ে প্রাণ ভেক কলরবে। নাচয়ে ময়ুর দল জানন্দ উৎসবে॥ नम नमी शाल विल जनशृर्व इय । শুক্ষ নাহি কোন স্থান সব জলময়॥ क्कुप्त नम नमी ममा अक छिल याता। আনন্দে উথলে তথা জলপূর্ণ তারা॥ দরিদ্র পাইলে ধন প্রফুল্ল যেমন। তাহাদের সেই মত জানিবে লক্ষণ॥ শস্তক্ষেত্রে পরিপূর্ণ শস্তর্কে যত। শ্যামল হরিত বর্ণে হয় স্কুশোভিত॥ কি হুন্দর দৃশ্য করে নয়ন-রঞ্জন। ঋষিগণে দরশনে আনন্দিত মন॥ বনবাসী জীবগণ সদা আনন্দিত। জলচর জীব যত সবে প্রফুল্লিত॥ অসুক্ষণ জীবগণ জলেতে খেলায়। কৃশ্মদল খেলে কত আনন্দ হৃদয়॥ হংসকুল সব জলে খেলে হংসী সঙ্গে। বক সব কলরব করে নানা রঙ্গে॥ জলজ কুন্তম কত হয় প্ৰস্কৃটিত। কমল ফুটিয়া গন্ধে করে আমোদিত॥ কুমুদিনী আমোদিনী নব জলে ভাসে। শৈবাল বিশাল কায় রয়েছে বিকাশে॥ এইরূপ সবাকার প্রফুল অন্তর। 'নদ নদী জলে পূর্ণ তরঙ্গ বিস্তর॥ পর্বত হইতে জল ঝর ঝর ঝরে। ধরিয়া বিবিধ রূপ ধাইছে সাগরে॥ পথ ঘাট ভূণ পূর্ণ নব শোভা হয়। কভু মেঘে ঘনঘটা কভু শুক্ষময়॥ মেঘাচ্ছন্ন হয় ধর। ডাকে মহারবে। মহানন্দে মৃত্য করে শিখিদল সবে॥ বুষদল শোষে জল হর্ষ কত হয়। ক্লম্ভ বলরাম তাহে আনন্দ হৃদয়॥ ধেকু সঙ্গে মহারকে যায় সবে বনে। ক্ষীর ভারে ফাটে স্তন যত ধেমুগণে॥

আগে আগে যায় ধেকু মন্দ মন্দ গতি। পিছে ধায় রামকান্যু মহানন্দ মতি॥ ক্তখেতে কানন মাঝে শ্রীকৃষ্ণ বিহরে। যরিষণ কালে ধায় গুহার ভিতরে॥ কখন বৃসিয়া থাকে পাদপের তলে। উদর পূরণ করে যত বন কলে॥ এই ऋপে मधा मरक तरक वनमानी। সহ বলরাম বনে কত করে কেলি॥ কখন বা শিলাতলে বসিয়ে সকলে। ধড়া হ'তে খুলি ননী খায় কুতৃহলে॥ কোন শিশু পত্র ছত্ত্রে শির আচ্ছাদিয়া। ধেকুগণে হর্ষ মনে আনে ভাডাইয়া॥ কোন শিশু ক্রত ধার কর্দ্দম উপরে। কেই ভেক সঙ্গে মিলি ভেক রব করে॥ কেই বা শিশুর সঙ্গে করয়ে নর্ভন। কেহ পিয়ে হুগ্ধ করি গাভীর দোহন॥ িকোন শিশু বৎদ হ'য়ে গাভী ছগ্ধ খায়। এইরূপে সথা সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খেলায়॥ ধেন্দ্র শিশু সঙ্গে হর্বর বর্ষণ কালেতে। আনন্দে খেলেন হরি না পারি লিখিতে॥ এইরূপে প্রারটকাল ক্রমে গত হয়। তদস্তরে হইল যে শরৎ উদয়॥ কিবা সে অপূর্ব্ব শোভা অপূর্ব্ব দর্শন। শরতে নির্মাল জলে শোভে নবঘন॥ कलम बाष्ट्रज्ञ भनी छेनग्र इहेल। স্লিগ্ধ করে মন হরে স্বারে ভূষিল॥ জলোপরে জলচর ছিল আনন্দিত। গভীর জলের মধ্যে প্রবেশে ছরিত॥ থরবেগহীন হয় সব জলাশয়। আর এক নব ভাব উদিত ধরায়॥ ভাগবত সার কথা স্থার সমান। দাস ভাষে অবিরত পীয়ে সাধুগণ॥ ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে বৰ্বাবৰ্ণন সমাপ্ত।

क्रथ भावित्र नीमा वर्षन । **७कर**मव करह **७न** ७रह मुशवत । জীকুষ্ণের লীলা কথা পরম হুন্দর॥ রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই আর শিশু যত। পাইয়ে শরৎকাল হয় হরষিত ॥ লইয়ে ধেমুর পাল যমুনার তীরে। হর্ষ ভরে সবে ধায় আনন্দ অন্তরে॥ ধেমুদল কুভূহলে করান চারণ। নদীজল,নিরমল ছেরি হর্ষ মন॥ विमिशा श्रुलिएन इति मिथंशन मएक । মধুর বীণার ধ্বনি করে মহারঙ্গে॥ শিশুগণ মহানন্দে জলেতে বিহরে। কোন শিশু মীনমত বেড়ায় সাঁতারে॥ কেহ ডুবি রহে জলে কেহ তাড়ে তায়। কেহ বা কমল বনে লুকাইয়া রয়॥ কেহ বা মুণাল তুলি করয়ে ভক্ষণ। কেহ পদা লোভে জলে করে সম্ভরণ॥ কেই বা কুস্তীর মত কেই মৎস্থ সঙ্গে। জলেতে বিহরে শিশু সবে মহারঙ্গে॥ হেথায় গোপিনী যত বংশীরব শুনি। ব্যাকুল অন্তর যেন হয় পাগলিনী॥ অবশ হইল অঙ্গ কাম উপজয়। অস্থির শরীর সবে অচেতন প্রায়॥ নিজ স্থিগণ তবে কহিতে লাগিল। কামুর বেগুর রবে অস্থির করিল॥ কিবা সে মোহনবেশ রূপ কালশশী। किनिया कलम हाम लावरगढ वानि॥ প্রগো সথী কিবা চুড়া শিথিপাথা তায়। হেরি সে মোহন বপু নয়ন জুড়ায়॥ কিবা নটবর বেশ স্থচন্দ্র বয়ান। निकलक वाँका भनी हरा अकुमान॥ কুণ্ডলে শোভিত কর্ণ কত শোভা তার। গলে দোলে নীলকান্ত মণিময় হার॥

নাগাত্রে নোলক তাহে মৃত্রু মৃত্রু দোলে। অলকা শোভিত গণ্ড কান্তি সমুস্কলে॥ কি আর বলিব কামু কত গুণ ধরে। মধুর বেণুর রবে কত হুধা করে॥ (एथ (एथ वांट्ज मिट वांनी मधु ब्राव। বুন্দাবন বনে গেল স্থাগণ স্বৈ॥ কি আর কহিব স্থী রূপের তুলনা। রূপ হেরি কভু মনে থাকে না চেতনা॥ না হেরিছে যেইজন সে বিধ্বদন। নয়নেতে তার কিবা আছে প্রয়োজন॥ র্থা দে নয়ন তার র্থা প্রাণ ধরে। কুষণ্ডন্দ্র মুখ শশী যেবা নাহি হেরে॥ শুন দখি কহি गোরা অপূর্বে কাহিনী। অন্য কিছু নাহি জানি বিষে সেই ধ্বনি॥ কুষ্ণ বিনে অশু গতি নাহি মো স্বার। সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই মাত্র সার॥ গোধন চরান কৃষ্ণ সঙ্গে সংগাগণ। ধেমুর পশ্চাতে সবে করয়ে গমন॥ বেণুরবে ধেনু সবে ফিরে অবিরত। বেণুযুক্ত মুখ শৰী তাহে শোভা কত।। তাহে নে বঙ্কিন আঁথি কি কটাক্ষ তার। যেইজন নয়নেতে হেরে একবার॥ সে নেত্র সফল তার কহিন্দ নিশ্চয়। ছুই নেত্রে আম্বাদন কত আর হয়॥ শত শত চক্ষু যদি হইত সবার। ক্ষণেক স্থতৃপ্ত হেরি হ'ত একবার॥ যেই নেত্রে কুষ্ণমুখ নহে দরশন। কি ফল সে নেত্রে তার বিফল জীবন॥ শুন রাজা পরীক্ষিত অপূর্ব্ব কাহিনী। ক্লম্গ রূপে বিমোহিত যতেক গোপিনী॥ কৃষ্ণ রূপ পুনঃ সবে বর্ণিতে লাগিল। নিজ নিজ স্থিগণে সাদরে কহিল॥ দেখ দেখি বন ফুলে চূড়া হুশোভিত। চূড়া খেরা গণিমালা মদন মোহিত #

মরকত পদ্ম মালা ছুলিছে গলায়। কি বিচিত্ৰ শোভা সখি হইয়াছে তায়॥ ধেমুগণ সবে মিলি খেলে অবিরত। নটবর রূপে মন হয় বিমোহিত॥ বাঁশী বড় ভাগ্যবান জানিহ অন্তরে। কুষ্টের অধর স্থা সদা পান করে॥ অবিরত কৃষ্ণ তারে হুধা করে দান। সাধ মিটাইয়া বাঁশী একা করে পান॥ স্থার সাগর সেই কুষ্ণের অধর। গোপীভাবে স্থধা বাঁশী খায় নিরন্তর ॥ যত পায় তত খায় শেষ নাহি হয়। উদর পূরিলে শেষে করে অপচয়॥ সে মুখ অমৃতময় বাঁশী কিবা জানে। তাই অপচয় করে কন্ট পাই প্রাণে॥ বাঁশেতে জিন্ময়া বাঁশী মুখামূত খায়। মো-সবার হ'তে ভাগ্য অধিক নিশ্চয়॥ দেখ ও বাঁশের বাঁশী কত আছে স্তথে। অসুক্ষণ রছে সেই শ্রীকৃষ্ণের মূখে॥ বংশের মধ্যেতে যদি হয় কোনজন। হরিভক্ত হরিদাস বিজ্ঞ বিচক্ষণ॥ যথা সে কুলের লোক উল্লাসিত হয়। সেই হ'তে সেই কুল পবিত্র করয়॥ যেমন বাঁশের বাঁশী পবিত্র হইল। কৃষ্ণ মুখে বাঁশী বেজে দবে মজাইল॥ ন্ডনিয়া বেণুর রব শিশুগণ যত। মন্ত হ'য়ে নৃত্য করে আনন্দিত কত॥ কুষ্ণের অপূর্ব্ব রূপ মেঘের বরণ। গোবর্দ্ধন নাগোপরি করিছে নর্ত্তন॥ ময়ুর ময়ুরী সবে আনন্দে মগন। হরিণ হরিণী সবে সতৃক্ষ নয়ন॥ জ্ঞানহীন পশুজাতি প্রেমে পুলকিত। হেরি কৃষ্ণ মুখ শশী আনন্দে মোহিত॥ পতিসহ কৃষ্ণ মুখ করি নিরীকণ। পাইয়ে পরম প্রীতি আনন্দে মগন ॥

আমাদের পতি যারা অলমতি হয়। কুষ্ণে অনুক্ষণ হেরি ক্রোধ উপজয়॥ করে কত অনুযোগ করি নিরীকণ। আমাদের ভাগ্যে হয় কত অঘটন॥ স্থিরে সম্বোধি স্থি ক্ছে দেখ স্ব। বিমানে আসিয়া দেব শুনে বংশীরব॥ সঙ্গে করি নিজ নারী মোহিত অন্তরে। মহানদে কৃষ্ণ মুখ নির্নাক্ষণ করে॥ মুক্তকেশে আছে কাবু চকিত অন্তরে। ত্রবণেতে বেণু রব মদন শিহরে॥ আর দেখ চমৎকার ধেমু বৎস যত। বেণু রব শুনি তারা ভূফ্ট হয় কত॥ হুধাসম বেণু রব করি আস্বাদন। ঘাস গ্রাস ত্যজি তারা আনন্দে মগন॥ শ্রবণ নয়ন স্নিগ্ধ শুনি বেণু রব। হাস্বারবে কুষ্ণপাশে আসে ধেমু সব॥ यथन (म वः नीधाती वः नी तव करत । অমনি সে ধেনু বৎস ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ উভরড়ে আসি করে কৃষ্ণ পরণন। প্রেমে গদ গদ নেত্রে অঞ্চ বরিষণ॥ খন খন হরিমুখ দেখে প্রেমভরে। বৃন্দাবন বনে আর হের অতঃপরে॥ যত পক্ষিগণ মেলি সবে শাস্ত ভাব। বসিয়া গাছের ডালে শুনে বংশীরব॥ অবিরত হরি মুখ করে নিরীক্ষণ। **अधानत्म वः नीत्रव कत्रदा खावन ॥** অস্ত কথা তাহাদের না আইসে মুখে। কর্ণ পাত্তি বংশীরব শুনে মহাস্থথে॥ কি কব সে প্রিয় সখি যমুনা অচল। বাশরীর রব শুনি স্থির আছে জল। হরি অঙ্গ স্পর্শ আদে যমুনা তরঙ্গ। চরণযুগল ধ'রে প্রেমে অলদাঙ্গ॥ কি কহিব সখি মোর মনের বেদন। নদী পশু সকলেই কামে অচেতন।

আর হের সখি এই গিরি গোবর্জন। কত পুণ্য করেছিল না হয় বর্ণন॥ হরিদাস শ্রেষ্ঠ এই হয় গিরিবর। রামকৃষ্ণ পদরেণু পার অনিবার॥ যে পদ পাবার আশে যত যোগিগণ। যোগে বসি কোটিকল্প ত্যজিল জীবন॥ তথাপিও পদরেণু তারা না পাইল। সেই পদ গিরিবর ফদয়ে ধরিল॥ ধন্ম গিরি গোবর্দ্ধন এই রুন্দাবনে। রামকৃষ্ণ যাতে বদে আনন্দিত মনে॥ কুষ্ণের চরণ পেয়ে গিরি পুলকিত। সকলে সম্মান করে প্রেমে বিমোহিত॥ হের দথি রামকৃষ্ণ এই চুইজনে। শিশুসহ আর যত ধেনু বৎসগণে ॥ সবারে তোষেন হরি বিবিধ বিধানে। এইরূপে সথা সঙ্গে খেলে দিনে দিনে॥ করয়ে নর্ত্তন আর বাশরী বাজায়। হেরি যত গোপনারী মোহিত তাহায়॥ ইতি শ্রীমন্থাগবতে গোবিন্দলীলা সমাথ।

অণ গোপিদিগের কাত্যারনী এত।
পরীক্ষিত নরমণি কহিতে লাগিল।
কহ মহামুনি শুনি কথা দে সকল॥
কৃষ্ণলীলা মনোহর স্থধাময় অতি।
শ্রবণে পুলক চিত্ত হইল সম্প্রতি॥
কৃপা করি কছ শুনি দে সব কথন।
পরে কি করিলা হরি শ্রীনন্দনন্দন॥
শুকদেব কহে শুন কুরুকুল সার।
প্রম ধার্দ্মিক তুমি অতি শুকাচার॥
পূর্ব কথা কহি শুন ওহে নরমণ।
ব্যাকুলিত চিত্ত যত হইল গোপিনী॥
পাইতে দে নন্দহতে মনে শ্রভিলাব।
হেমন্ত শ্রাগত তাহে প্রথম দে মাস॥

কুষ্ণ অভিলাষী হয় যত আহিরিণী। অনঙ্গে পীড়িত সবে যেন উন্মাদিনী॥ সদা ভাবে কিরূপে পাইব কুষ্ণধন। কিরূপে পাইব সেই শ্রীনন্দনন্দন॥ কুষ্ণের কারণ সবে সকাতর অতি। ভাবে সদা মনে মনে যত ব্ৰজ সতী॥ তদন্তর নরবর কহি বিবরণ। অনুক্ষণ এইরূপ করয়ে চিন্তন॥ যতেক গোপের বাল। মদনে মাতিল। যমুন। পুলিনে সবে একত্তেতে গেল॥ সানছলে নদী জলে করিল গমন। পার্বতীরে সমাদরে করে আরাধন॥ বালুকাতে ভগবতী মৃত্তি নির্মাইয়া। তাহারে পূজয়ে গোপী একান্ত হইয়া॥ অনাহারে পূজা করে দেবী ভগবতী। প্রতিদিন মহামায়া পূজে ব্রজ-সতী ॥ ভক্তিতে করয়ে পূজা বিবিধ বিধানে। ধুপ দীপ আদি করি নৈবেগ্য প্রদানে॥ আনন্দিত গোপী যত পূজি মহেশ্বরী। গোপীকুল তুলি ফুল সেবে সে শঙ্করী ॥ সচন্দ্রে সর্বজনে আনন্দে মগন। ভাবে মনে কৃষ্ণধনে করি দরশন॥ নন্দস্থত পতি হবে এই চিন্তা করে। কাত্যায়নী পূজে সবে হরিষ **অন্তরে ॥** নানাবিধ ফুল ফল করি আয়োজন। ব্রজাঙ্গনা সর্ববজনা করে আরাধন॥ পূজা সমাপন করি যতেক গোপিনী। মহানন্দে নৃত্য গীত করে বাত্যধ্বনি॥ পরে ব্রজ কুলনারী দেবী-স্তব করে। করযোড়ে প্রণতি করয়ে অতঃপরে॥ তুমি মাত। আভাশক্তি দেবী সনাতনী। সকলের মূল তুমি জগত-কারিণী॥ মহামায়া হরজায়া যোগীর জীবন। যোগমায়া বিশ্বেশ্বরী সংহার কারণ ॥

रत्रिया रिमवठी एव अनायिनी। মনের বাদনা পূর্ণ কর কাত্যায়নী॥ ছুৰ্গতি নাশিনী ছুৰ্গা হেরম্ব-জননী। সর্ববগতি ভগবতী হর বিমোহিনী॥ ব্ৰজাঙ্গনা সৰ্ববজনা সেবি তব পায়। নন্দপ্ৰতে পতি ইচ্ছা যেন পূৰ্ণ হয়॥ এইরূপে নিত্য নিত্য যমুনার তীরে। পূজে সবে কাত্যায়নী আনন্দ অন্তরে॥ পূজার সামগ্রী যত দেয় দ্বিজগণে। হেনমতে করে ব্রত রহে সঙ্গোপনে॥ ছলে যমুনার জলে স্নান হেতু যায়। একান্ত মনেতে সবে দেবীরে পূজয়॥ হেনমতে একমনে পূজে ভগবতী। তাহে তুফ শঙ্করী যে হইলেন অতি॥ গোপিনী সকলে তবে বর দিতে যায়। मत्न मत्न करह (मवी পारव यद्वत्राय ॥ গোপী যত অবিরত পূজিয়া পার্বতী। পুনঃ গৃহে আইলেন যত গোপ সতী॥ পূজার নিয়ম যাহা সমাপ্ত হইল। শেষ দিনে আনন্দিত গোপিকা সকল॥ ব্রত উপবাদ কৈল গোপকুল নারী। ভাগবত কথা সব অমৃত লহরী ॥ যেবা শুনে যেবা গায় 🔊 কৃষ্ণ কথন। অনায়াদে মোক্ষ পায় বেদের বচন॥ ইতি শ্ৰীমন্তাগবতে কাত্যায়নী ব্ৰত

অধ শ্রীক্লক কর্ত্তক গোণিদিগের বন্ধ হরণ।
নরবরে সম্বোধিয়া কহে মুনিবর।
শুনহ অপূর্বক কথা ওহে গুণাকর।
শ্রীকৃষ্ণ মহিমা অতি অপূর্বকিথন।
ভক্তিক করি যেই নর করয়ে শ্রাবণ।

কথা সমাপ্ত।

ভবের কলুষ মৃত হয় বিদূরিত। রোগ শোক আদি তার নহে কদাচিৎ ॥ অপূর্ব্ব কাহিনী কথা শুন নরপতি। শ্রবণে হইবে তব আনন্দিত মতি॥ এইরূপে দেবী পুজে গোপাঙ্গনা সবে। একমাস যেইদিন অতীত যে তবে॥ ত্ৰত শেষ দিনে সবে আনন্দিত মন। যমুনার তটে ধায় গোপী সর্বজন॥ পূজার সামগ্রী সবে করিয়া সংহতি। ত্রত আচরণে সবে করিলেন মতি॥ নানাবিধ ফুল সব লইল যতনে। অশোক কিংশুক বক বিবিধ বরুণে॥ জবা জাতি গোলাপাদি টগর যামিনী। মল্লিকা মালতী বেল হুগদ্ধ কামিনী॥ नानाविध कूल कल वज्रत लहेल। धुन मीन इन्मनामि देनरवज्ञ मकल ॥ কত যে লইল দ্রব্য নাগ কব কত। বস্ত্র অলকার আদি নিল শত শত ॥ পূজিবারে হৈমবর্তা আনন্দ অস্তরে। হর্ষাম্ভরে সবে ধায় বমুনার তীরে॥ নক্ষত্ত হেতু সবে যেন পাগলিনী। স্নান হেতু জলে নামে যতেক গোপিনী। নিজ নিজ বস্ত্র সব তীরেতে রাখিল। ছাত ধরাধরি করি জলেতে নামিল।। कुष्णनाम कुष्ण हिन्छ। क्रतरा शीयन। কিরূপে পাইব কুঞ্চ এই সদা মন॥ যমুনার জলে ক্রীড়া করে ব্রজাঙ্গনা। উলঙ্গিনী রূপে সবে জলে নিমগনা॥ मर्व भिर्ल कुड्रल जनर्कान करत। পরিধেয় বস্ত্র যত রাখি নদীতীরে॥ বিবিধ পূজার দ্রব্য করি আয়োজন। জলেতে বিহার করে আনন্দিত মন॥ মনে মনে यः नीशां ही मकलि का निल। শিশুগণ **সঙ্গে হ**রি তথায় আইল ॥

দ্বাদশ রাখাল সঙ্গে আর হলধর। পূজার সকল দ্রব্য খাইল সম্বর ॥ পূজার সামগ্রী যত করিয়া ভোজন। গোপিদের ছিল যত বিচিত্র বসন॥ সবে মিলে বস্ত্র সব হরণ করিল। স্থানান্তরে তদন্তরে চলি সবে গৈল॥ হাসিতে হাসিতে সবে পলাইয়া দূরে। পুঁটলি বাঁধিয়া বন্ত্র রাখে স্থানান্তরে॥ কতক বসন হরি লইয়ে তখন। নীপতরু পরে কৃষ্ণ করে আরোহণ॥ এইরূপ করে হরি কিছুই না জানে। জলেতে বিহরে গোপী আনন্দিত মনে॥ কেহ বা যম্না কূলে তুলিছে মৃণাল। কেহ বা আনন্দে ভূলে স্ফুটিত কমল॥ কেছ মীন সঙ্গে রঙ্গে খেদাড়িয়া যায়। কেছ হংস হ'য়ে জলে ভাসিয়া বেডায়॥ কেহ বা কুম্বীর মত ভাসে সেই জলে। কেহ বা ভূবিছে জলে অতি কুতৃহলে॥ এইরূপে ব্রজনারী যমুনা নীরেতে। হর্ষান্তরে ক্রীড়া করে কৃষ্ণে ভাবি চিতে॥ হেনকালে বৃক্ষতলে নীরদ বরণ। হাস্থাননে গোপিগণে করে সম্বোধন॥ হুন্দুসনে সর্বজনে কহে নব্দপ্রত। কহি শুন হিতবাণী গোপনারী যত॥ কাত্যায়নী পূজিবারে করি আয়োজন। আনিলে বিবিধ বস্তু পূজার কারণ॥ কে হরিল সেই দ্রব্য ওগো ব্রজাঙ্গনা। কোন দেব তোমাদের করিল ছলনা॥ যতনে আনিলে দ্রব্য পূজার কারণ। কোথা গেল সেই দ্রব্য দেখ না এখন। উদ্যাপন দিনেতে পুক্তিবে পার্বভী। কি জানি করিল কেবা এতেক হুর্গতি॥ সে দ্রব্য হরণে হয় অমঙ্গণ যত। চেয়ে দেখ ব্ৰজনারী একি বিপরীত॥

কুলেতে রাখিলে সবে আপন বসন। সে সব বসন কেবা করিল হরণ॥ কি করি উঠিবে কূলে ওগো ব্রজাঙ্গনা। উলঙ্গ হইয়ে হের কেমন লাঞ্ছনা॥ নমবেশে কেমনে পৃজিবে কাজ্যায়ণী। এখন উপায় কিবা বল দেখি শুনি॥ কাত্যায়ণী ব্ৰতফল এই কি ফলিল। পরিধেয় বস্ত্র সব হরি কেবা নিল। এখন উলঙ্গ বেশে গৃহে যাও চলি। শুন গোপকুল নারী সার কথা বলি॥ এইরূপে রক্ষে বসি নন্দের নন্দন। ছল করি কহে কত করি সম্বোধন॥ নন্দহত বাক্য শুনি ব্রজ্ঞােপী যত। আশ্চর্য্য মানিল সবে হইল বিশ্মিত। যমুনার কুল পানে করি নিরীক্ষণ। পূজার যতেক দ্রব্য যতেক বসন॥ না হেরিয়া গোপী সবে মানিল বিষাদ। বলে হায় একি দায় ঘটিল প্রমাদ॥ কোণা গেল পূজা দ্রব্য কোণায় বসন। কে হেন ছলনা করি করিল হরণ॥ চিন্তিত অন্তরে সবে কহে পরস্পরে। নিত্য নিত্য করি কেলি এই নদীতীরে॥ নিত্য এই স্থানে মোরা রাখি হে বসন। আজ যে করিল চুরি না জানি কারণ॥ किছ চুরি নাহি হয় আর আর দিনে। অকস্মাৎ দ্রব্য সব নিল কোনজনে॥ আজ কেন হেন দায় মোদের ঘটিল। জলে থাকি অশ্রুজনে নয়ন তিতিল।। উঠিতে না পারি তীরে উলঙ্গ সকলে। লক্ষার কারণ সবে মহা রহে জলে॥ প্রেমে পুলকিত গোপী প্রফুল্লবদন। হাস্ত করে পরস্পর করি নিরীক্ষণ॥ নম হয়ে কৃষ্ণ প্রতি কহে ব্রজাঙ্গনা। কেন হরি এ চাতুরী করিছ ছলনা॥

পরিধেয় বন্ত্র আর পূজা দ্রব্য যত। তুমিই হরিলে হরি জেনেছি নিশ্চিত। (১) মুগ্ধ হ'য়ে গোপী সবে কহিছে তখন। হেন অমুচিত কর্ম্ম কর কি কারণ॥ নন্দের নন্দন তুমি এক গ্রামে বাস। গুরুতর সম্পর্ক আছয়ে তব পাশ। হেন অনুচিত কর্মা উচিত না হয়। সকল বালক-শ্রেষ্ঠ ভুমি গুণময়॥ যা হবার হইয়াছে কি কহিব আর। এখন ফিরায়ে দাও বস্তু স্বাকার॥ কেন হরি বস্ত্র হরি করিছ ছলনা। কেন বা দিতেছ তুসি এতই যন্ত্রণা॥ রমণী বদন ভূমি কেমনে হরিলে। শীতে কাঁপি কিরূপেতে রহি বল জলে॥ আমাদের সকলকে করিয়া উলঙ্গ। আমাদের সনে হরি একি কর রঙ্গ॥ দয়া করি দেহ হরি স্বার বসন। হিম ঋতু হিম জলে দহিছে জীবন॥ শীতেতে অন্তর দহে ব্যাকুল হৃদয়। যন্ত্রণা দিওনা বস্ত্র দেহ স্থাসরায় ॥ আর এক নিবেদন শুন বংশীধারী। তব পদে হব দাসী যত ব্ৰজনারী॥ তব আজ্ঞা অমুগত সকলে হইব। যে আজ্ঞা করিবে হরি তাহাই করিব॥ সতত তোমার সেবা করিব সকলে। আর না থাকিতে পারি এই হিমঙ্গলে॥

(১) কেছ কেছ বলেন জ্রীক্রক গোপিনীবের বঙ্গছরণ করিয়া বমুনা জীরন্থ কদন্ধ বুক্ষোপরি আংরাছণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল ক্ষত্ত বসন সক্ষানে বিস্তার পূর্বক শাখা সঞ্চালিত করিতেছিলেন। জননদ্ধর ব্রজাসনাগণ যরুনার জল মধ্যে নিজ বসনের ছারা সঞ্চালনে জানিতে পারিয়াছিলেন।

विट्य मकलि जान यटगामा-कूमात्र । আর কেন বস্ত্র দেহ মানি পরিহার॥ ভালে ভালে বস্ত্র যদি না করিবে দান। এই কথা জানাইব রাজা বিগুমান॥ अभिया (शांशिनी वांगी नत्मत नमन। হাসি হাসি কহে তবে মধুর বচন॥ যন্তপি আমার দাদী নিশ্চয় হইবে। তবে কেন রুখা সবে জলেতে রহিবে॥ জল হ'তে উঠি আসি নিকটে আমার। বাছিয়া লইয়া যাও বস্ত্র যে যাহার॥ ছেথা আসি বস্ত্র না লইলে গোপিগণ। কোনমতে তোমাদিগে না দিব বসন॥ রাজারে জানালে মোর ক্ষতি কিবা তায় রাজার হইলে ক্রোধ মোর কিবা ভয়॥ ক্সফের বচনে তবে যতেক গোপিনী। কর্যোড়ে কহে তবে শুন গুণমণি॥ আর শুন দয়াময় করি নিবেদন। পূজার যতেক দ্রব্য করিলে হরণ॥ শিশুগণ সহ তাহা ভক্ষণ করিলে। দেবীর পূজার দ্রব্য কেমনে খাইলে॥ না হয় উচিত হরি বড়ই কুকর্ম। ইহাতে হইবে হরি কতই অধর্ম॥ এখন মিনতি হরি করি তব পায়। কেন এ যন্ত্রণা আর দেহ শ্যামরায়॥ অবলা গোপের বালা কেন এ ছলনা। হিমে তকু দহে হরি দিওনা যন্ত্রণা। একে হিম ঋতু হয় তাহে হিমজল। হিমেতে স্বার অঙ্গ হ'তেছে বিকল। পায়ে ধরি ওহে হরি ছল পরিহর। দয়া করি অবলার বস্ত্র দান কর॥ হেনকালে শ্রীদাম সে বস্ত্র দেখাইয়া। ক্রতপদে যায় তথা দূরে পলাইয়া॥ গোপাঙ্গনা সর্বজনা করে দর্শন। বিষম ক্লোধেতে তবে কহিছে তখন ॥

ওছে ও শ্রীদাম তোর একি ব্যবহার। আমাদের বস্ত্র লয়ে যাও তুরাচার॥ শীঘ্র করি বস্ত্র সব করহ প্রদান। নতুবা মোদের ঠাই নাহি পরিত্রাণ॥ ক্রোধে যত ব্রজনারী তবে কটুভাযে। শিশুগণ দেখে রঙ্গ আর কত হাসে॥ উঠিতে না পারি যত গোপের রমণী। বস্ত্রহীনা জলমধ্যে আছে উলাঙ্গিনী॥ কেমনে উঠিবে তীরে বস্ত্রহীন হ'য়ে। নীর মধ্যে সবে আছে কাঁকাল ভুবায়ে॥ মনে মনে গোপিগণ করিছে চিন্তন। রাধাসতী ক্রোধে অতি কহিছে তথন॥ শিশুগণে লজ্জা কিবা করিছ এখন। সবে ধরি কাড়ি লও যে যার বসন। তবে যত গোপিনীরা শুনি সেই বাণী। ধরিবারে শিশুগণে চলিল তখনি॥ ক্রোধিত অস্তর সবে ধরিবারে যায়। হাসি শিশুগণ সবে দূরেতে পলায়॥ উলঙ্গ হইয়ে সূবে ধায় ধরিবারে। নিজ নিজ অঙ্গ তবে ঢাকি বাম করে॥ কুচৰয় আচ্ছাদিল দক্ষিণ হস্তেতে। ধরিবারে শিশুগণ বিষম ক্রোধেতে॥ গোপিগণ ছেনরূপে কুলেতে ধাইল। অত্যে অত্যে শিশুগণ ছুটিয়া চলিল॥ কিবা মনোহর শোভা হইল তথন। কুফের অন্তত লীলা শুনহ রাজন॥ কে জানে তাঁহার মায়া সেই স্বেচ্ছাময়। গোপিগণ নমবেশে পাছে পাছে ধায়॥ অত্যে অত্যে ব্ৰঞ্জশিশু পলায় তথন। ব্রজাঙ্গনা ক্রোধে হয় আরক্ত নয়ন॥ ক্রোধে কত কটুবাণী কহে শিশুগণে। কত ভয় দেখাইল কিছুই না মানে॥ শ্ৰীদাম সে∵বস্ত্ৰ ল'য়ে পলাইলা দূরে। কুষ্ণের নিকটে সবে যায় তদন্তরে॥

্র কদম্ব ব্লক্ষেতে তবে উঠিল তথন। গোপী যত লজ্জান্বিত করিল গমন॥ পুনশ্চ জলেতে গিয়া নিমগ্ন হইল। মনে মনে গোপী সবে চিস্তিতে লাগিল। কি করি এখন কি জ্বালাই ঘটিল। কিরূপে এখন সবে গৃহে যাই বল।। এত ভাবি গোপী সবে কয় কৃষ্ণ প্রতি। পায় ধরি ওহে হরি করি হে মিনতি॥ ভহে হরি কুপা করি দাও বস্ত্র সব। কেন আর লঙ্জা দাও ওছে শ্রীমাধব॥ একি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ করিছ এখন। লক্জাময় তুমি হরি লক্জা নিবারণ॥ আমাদের লঙ্গা কিবা তোমার নিকটে। এখন রাখহ হরি এ গোর সঙ্কটে॥ তোমা নিবেদিত অঙ্গ তুমি কি দেখিবে। কেবল অবলা কুলে লক্ষিত করিবে॥ আমরা তোমায় সবে জানিহে এখন। প্রাণ মন ও চরণে করেছি অর্পণ।। তবে কেন গুণমণি হেন রঙ্গ কর। দয়া করি বংশীধারী বস্ত্র দান কর।। গোপিকা বচনে তবে শ্রীমধুসূদন। হাস্থাননে গোপিগণে কহিল তখন॥ হাত তুলি লহ বস্ত্র আপন আপন। না জানি কাহার বস্ত্র হয় কি বরণ॥ যার ফেই বস্ত্র তাহা লইবে চিনিয়া। এইরূপে কহে হরি হাসিয়া হাসিয়া॥ क्रस्थत्र वहरन मरव कतिल माहम। বাঁর লাগি ত্রত মোরা কৈন্তু একমাস॥ याँदा निर्दाष्ट्रि भाता कीवन रागिन। তাঁহার নিকটে লঙ্গা রুথায় এখন॥ এত ভাবি মনে মনে যত গোপনারী। হত্তে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া রহে সারি সারি॥ কদম তরুর তলে দাঁড়াইল তথা। লজ্জায় সকলে তবে করি হেঁটমাথা॥

কৃষ্ণ কৰে ব্ৰজাঙ্গনা দেখাইয়া দেহ। হস্ত তুলি কার কোন বস্ত্র মোরে কহ।। এক হস্ত তুলি সবে দেখাইয়া দেয়। শিশু সহ রঙ্গ করে দেব যতুরায়॥ তবে হরি গোপী প্রতি কহিল তখন। করযোড়ে প্রণমহ আগারে এখন॥ তবে কহি গোপীকুল শুন মোর কথা। মম বাক্য কদাচিত না হবে অগ্ৰথ। । অস্ত্রমত কহি শুন ওহে নররায়। হাসি হাসি গোপিগণে কহে শ্যামরায়॥ কহিতে লাগিল হরি হর্ষযুক্ত হ'য়ে। গোপিনীর প্রতি কহে হাসিয়ে হাসিয়ে॥ বিবস্ত্র হইয়ে জলে হইলে মগন। জলরূপী হয় যেই দেব নারায়ণ॥ অতএব হইল তাহে দেবতা হেলন। কুতাঞ্চলি করি কর তাহার বন্দন॥ দেবতা হেলন পাপ হইল প্রচুর। প্রণাম করিলে হবে সেই পাপ দূর॥ আগে সেই নারায়ণে করহ প্রণতি। পরে নিজ নিজ বস্ত্র লহ ব্রজসতী॥ শুনি বাণী আহিরিণী কহিলা তথন। আর কেন মিছে রঙ্গ ও কাল বরণ॥ আমাদের রঙ্গ আর কি দেখিবে হরি। সকলে তোমার দাসী ওহে বংশীধারী॥ এত কহি করবোড়ে প্রণমে তখন। ব্ৰজশিশু সহ তবে শ্ৰীমধুসুদন॥ হাসিতে লাগিল তবে গোপী রঙ্গ হেরি। (मर्थ कृष्ध আছে জলে রাধিকা সুন্দরী॥ লক্ষার কারণ দেবী কূলে না উঠিল। তবে গোপী প্রতি কৃষ্ণ কহিতে লাগিল॥ আসিয়াত সকলেতে লইতে বসন্। রাধিকা না আসে বল কিসের কারণ। ডাক রাধিকায় তবে বদন পাইবে। না দিলে বন্ধ্ৰ আমার কি আর করিবে॥

বন্ত্র যদি নিতে চাও ডাক রাধিকায়। মুদ্র হাসি গোপী প্রতি কহে শ্রামরায়॥ রাধিকার কাছে তবে গেল একজন। কুষ্ণের সকল কথা কহিল তখন॥ শুনিয়া সে বাণী রাধা আকুল হইল। ভাগৰত কথা হুধা ব্যাস বিরচিল ॥ শুকদেব বলে শুন ওছে নরপতি। শ্রবণেতে হরিকথা স্থাময় অতি॥ স্থিমুখে শুনি কথা খ্রীমতি তথন। লজ্জায় আকুল অতি মলিন বদন॥ হায় হায় একি দায় ঘটিল আমার। কেন মিছে ছল করে নন্দের কুমার॥ স্থিগণ প্রতি তবে করে সম্বোধন। ব্রতফল হেন ফল একি অঘটন॥ আমি না উঠিব স্থী এ জল হইতে। যা হবার হবে ভাই আমার ভাগ্যেতে॥ মনে মনে ভাবে রাধা ঐকুষ্ণ চরণ। অস্করেতে জনার্দ্ধনে করেন চিম্বন॥ ওহে ভব হও তুমি জগতের পতি। গোপিকামোহন হরি গোপিকার পতি॥ তবে কেন গোপীনাথ করহ ছলনা। তোমার চরণে দাসী যত ব্রজাঙ্গনা॥ গোলোক-বিহারী হরি জীমধুসূদন। কুপাসিন্ধু কুপাময় অধম তারণ॥ পরম কারণ ভূমি পরম ঈশর। যুগে যুগে হ'লে কত ভূমি অবতার॥ এখন গোকুলে ভূমি নন্দের নন্দন। বংশীধারী হে মুরারী হে ব্রজ্ঞমোহন॥ গোপিকার প্রাণধন যশোদা-কুমার। কি দোষে আমার প্রতি এত অত্যাচার॥ স্বেচ্ছায় আইলে হরি এই বুন্দাবনে। অবনীর ভার হরি হরণ কারণে॥ শিশুরূপে স্তনপানে পুতনা বধিলে। পদাঘাতে অবহেলে শকট ভাঙ্গিলে॥

व्यवाञ्चत जुगावटर्ड कतित्व मिथन। কটাক্ষে করিলে হরি কালিয় দমন॥ ব্রহ্মার হরিলে দর্শ গোপিকা জীবন। রমানাথ রমেশ্বর লঙ্জা নিবারণ॥ লক্ষা আদি কার্য্য যত তোমার স্বজিত। তবে কেন দয়াময় কর হেন রীত॥ তুমিত করেছ নাথ সবার স্ঞ্জন। তুমি বিশ্বপতি হরি জগত জীবন॥ সর্ববনয় দেবরাজ বিশ্ব-বিমোহন। তোমার কটাক্ষে হয় এ বিশ্ব পালন॥ সকলের সার তুমি সর্ব্ব মূলাধার। তোমার মায়াতে সৃষ্টি যতেক অমর॥ শিব আদি ব্ৰহ্মা ধৰ্ম তোমাতে উৎপত্তি। সর্ব্ব চরাচর জীব তুমি তার গতি॥ হে গোবিন্দ নিত্যানন্দ সর্ববানন্দময়। মম লক্ষা রক্ষা কর ওচে দয়াময়॥ তপময় হে মাধ্ব কটাক্ষে তোমার। আপনি করছ দেব জীবের সংহার॥ তব পদে মম মতি আছে অনুক্রণ। ওহে রমাপতি তুমি আমার জীবন॥ ভক্তের জীবন তুমি ভক্ত অনুগত। ভক্তের রাখিতে মান আপনি বিব্রত। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর ভকত বৎসল। আমরা তোমার ভক্ত গোপিনী সকল। ভকতে রাখিতে হরি সদা সর্বাঞ্চণ। তুমি তার পাছে পাছে করহ ভ্রমণ। ভক্ত প্রতি হেন ছল তব যোগ্য নয়। বিড়ম্বনা কেন রুখা করিছ আমায়॥ দয়া কর দয়াময় এ দাসীর প্রতি। লক্ষা নিবারণ কর কমলার পতি।। যদি কোন দোষী হই তোমার চরণে। অক্স শাস্তি দেহ নাথ তাহার কারণে # কাঁপিতেছে অঙ্গ যোর তুরম্ভ হিমেতে। আরো কট্ট দিতে তব বাসনা মনেতে॥

এত কহি রাধা সতী নয়ন মুদিল। কুষ্ণপদ মনে মনে ভাবিতে লাগিল।। রাধিকার স্তবে হরি সম্ভক্ট হইল। কতক্ষণে শ্রীরাধিকা নয়ন মেলিল। नयन थुनिया ताथा करत पत्रमन। চারিদিকে কৃষ্ণরূপ ভূবনমোহন॥ क्षाराटक नाताग्रं पत्नान करता নাহি দেখে কৃষ্ণ আর গাছের উপরে॥ যমুনার তীরে যত বসন দেখিল। পূজার সামগ্রী যত নয়নে হেরিল। গোপিগণ মনে মনে হইল বিশ্বায়। যেন স্বপ্ন দেখি সবে নিদ্রাভঙ্গ হয়॥ তাড়াতাড়ি কুলে উঠি পরিল বসন। ভক্তিসহ পূজা করে দেবীর চরণ॥ নানাবিধ উপহারে দেবীরে পূজিল। স্বর্গেতে তুন্দুভি বাগ্য অমনি বাজিল। পূষ্প বরিষণ করে যত স্থরগণ। আনন্দেতে করে গোপী ত্রত উদ্যাপন॥ পরে যত গোপিগণ আনন্দ অন্তরে। কাত্যায়ণী প্রতি সবে বহু স্তুতি করে॥ मन्या इटेर्य (मर्वी वर्त मिल मद्रव। সকলের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হবে॥ বর পেয়ে তুক্ত হ'য়ে যত গোপিগণ। সম্বরে সকলে গৃহে করিল গমন॥ শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব্ব কাহিনী। ত্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা স্থধা-প্রবাহিনী॥ ভক্তি করি সাধুগণ পিয়ে অনিবার। তথাপি না হয় ক্ষয় তিল মাত্র তার॥ যত খায় তত বাড়ে বুঝহ রাজন। মহানন্দে দাস ভাষে শুন সাধুজন। ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমস্বন্ধে বন্ধ হরণ কণা সমাপ্ত।

অথ বিপ্রপদ্ধীগণের অন্ন ভোজন ৷ শুকদেব প্রতি তবে কছিল রাজন। কহ পুত্ৰ মহামতি অপূৰ্ব্ব কথন॥ ওহে মুনি কি অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণ কাহিনী। শ্রবণে পবিত্র হয় কছ সেই বাণী॥ শুনিলে এছিরি কথা মোক্ষ অনায়াদে। কহ মুব্ধি সেই কথা শুনিব হরষে॥ মনে করি হরি কথা শুনি সর্বক্ষণ। কি আশ্চর্য্য করে পরে শ্রীনন্দনন্দন॥ কহ শুনি মুনিবর ভক্তির আকার। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা স্থধার সাগর॥ যত খাই তত ক্ষুধা বাড়ে অনুক্ষণ। পরে কি হইল কহ ওহে তপোধন॥ রন্দাবন বনে হরি কি কার্য্য করিল। সেই কথা স্থধা মোরে বিস্তারিয়া বল ॥ মুত্রভাবে নূপবরে কহে তপোধন। কুষ্ণের চরিত্র অতি পবিত্র কারণ॥ যে কথা শ্রবণে লোক মোক্ষপদ পার। সেই কথা তোমারে কহিব সমুদায়॥ একদিন জীকুষ্ণ যে नीन। প্রকাশিন। বালক সঙ্গেতে হরি বনে প্রবেশিল॥ মধুবনে হৃষ্টমনে করিল গমন। সঙ্গে ধায় হর্ষকায় যত ধেমুগণ॥ ধেমুগণ আনন্দেতে নব দূর্ববা খায়। যমুনা পুলিনে হরি খেলিয়া বেড়ায়॥ শিশুসঙ্গে মহারঙ্গে খেলা করে কত। সবে মেলি কত খেলে হ'য়ে আনন্দিত॥ খেলিতে খেলিতে সবে আকুল ক্ষুধায়। পরিপ্রান্ত হ'য়ে ক্লান্ত বদিল তথায়॥ কুষ্ণ প্রতি শিশুগণ কহিল তথন। ক্ষুধায় যে প্রাণ যায় কি করি এখন॥ অন্ন বিনে এখনি মরিয়া যাব সবে। না পারি চলিতে আর বল কি হইবে॥

শুনি বাণী চিন্তামণি কহিল তথন। কেন ভাই রুখা সবে ভাব অকারণ॥ এখনি আনিয়া অন্ন ভোজন করাব। ক্ষণকালে কুধা নাশি তৃপ্ত যে করাব॥ শুন স্থাগণ এক আমার বচন। সম্মুখে দেখিছ এই মূনি-তপোবন। এই বনুমাঝে আছে ছিজের বদতি। শান্ত্র-বিশারদ সবে ধর্ম্মে সদা মতি 🛊 করয়ে সকলে যজ্ঞ হরিষ অন্তরে। মম নাম জপ তারা করে নিরন্তরে॥ **অসুক্ষণ মোরে সবে করে আরাধন।** শীঘ্র করি তথা সবে করহ গমন॥ মোরে নাহি জানে আমি মানব আকৃতি। অঙ্গিরস মুনির ভবনে কর গতি॥ আমি না যাইব তথা শুন স্থাগণ। দয়ার আধার তাঁরা বৈষ্ণব প্রধান॥ মোর বাক্যে তথাকারে যাও শীঘ্রগতি। মাগিলে দিবেক অন্ন শুনহ সম্প্রতি॥ চাইলে দিবেক অন্ন অন্তথা না হবে। শীঘ্রগতি যাও সবে অন্ন তথা পাবে॥ **শুনিয়া কুষ্ণের কথা যত স্থাগণ।** যথা সেই বিপ্রগণ করিল গমন॥ গিয়া বিপ্র সন্নিধানে প্রণতি করিল। কুতাঞ্চলি করি তবে কহিতে লাগিল॥ শুন বিপ্রগণ করি এক নিবেদন। কৃষ্ণ বাক্য অনুসারে হেখা আগমন॥ দূর বনে ধেকু সনে নন্দের কুমার। সহ বলরাম তথা কুধিত অন্তর ॥ चात्र छन विक मव त्यारमत वहन। ব্দম দেহ আমাদের করিব ভোজন॥ আমরা সকল শিশু ক্ষুধিত এখন। দেহ অন্ন স্বাকারে করিব ভক্ষণ॥ ক্ষুধায় কাজর সবে জানিবে নিশ্চর। ব্দ্ধ দেহ শীঘ্র করি যাইব তথায়॥

রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই করিল প্রেরণ। ইচ্ছাহয় অন্নদান কর দ্বিজগণ॥ এই কথা যেই মাত্র কছিল তথায়। প্রবণে ন। শুনে কেহ ভাবে একি দায়॥ যজ্ঞেতে আছতি সবে দেয় দ্বিজ্পণ। রাখালের কথা তারা না করে তাবণ।। পরম কারণ কৃষ্ণ কিছু না জানিল। অহস্কারে মত্ত কুষ্ণে মানুষ মানিল॥ অবজ্ঞা করিয়া কেহ অন্ন নাহি দিল। শিশুগণ সহ কেহ কথা না কহিল॥ সকলেতে মহা ব্যস্ত যজ্ঞে দেয় মন। তবৈত চলিয়া গেল যত শিশুগণ॥ সবে আসি শীঘগতি কুফেরে কহিল। কেহ নাহি দেয় অন্ন অবজ্ঞা করিল॥ ভ নিয়া ঈষৎ হাসি শ্রীনন্দনন্দন। পুনর্বার শিশুগণে কহিল তখন॥ শুন স্থাগণ পুনঃ বচন আমার। তথায় গমন পুনঃ কর আরবার॥ যথা দ্বিজ-পত্নীগণ যাহ সেইস্থানে। আমার সকল কথা কবে সেইখানে॥ মম প্রতি বড় ভক্তি আছে সবাকার। আমার চরণ ভিন্ন নাহি জানে আর॥ বড় দয়াবতী তারা শুনহ বচন। পুনঃ তথাকারে ভাই করহ গমন॥ আমাদের নামে অন চাহিয়া লইবে। তখন তাহারা অন্ন প্রদান করিবে॥ ক্বফ বাক্য শুনি পুনঃ যত শিশুগণ। ছিজ-পত্নী পাশে সবে করিল গমন। যথায় ব্রাহ্মণী দবে করয়ে রন্ধন। তথাকারে গোপশিশু করিল গমন॥ নমস্কার করি কহে দ্বিজ-পত্নীগণে। কুষ্ণবাক্যে আমরা আইন্ন এই স্থানে॥ ভনগো রমণী দবে কহি বিবরণ। গোচারণে আসিয়াছে নন্দের নন্দন॥

বলরাম আদি আর যত শিশুচয়। কুধায় আকুল তারা জানিবে নিশ্চয়॥ দেহ অম শীঘ্র করি ক্লুখার্ত্ত সকলে। রাম কৃষ্ণ আদি করি মোরা সবে মিলে শীত্র করি দেহ অন্ন বিলম্ব ক'রো না। কুধায় আকুল প্রাণ ওগো বিজাঙ্গনা॥ শুনিয়া শিশুর বাণী বিপ্রপত্নীগণ। শিশুগণ প্রতি তবে জিজ্ঞাসে বচন ॥ ওহে শিশু হেথা তোমা কেবা পাঠাইল। সেই বাক্য সত্য করি আমাদের বল। অন্ন দিব পরিতোগ সহিত ব্যঞ্জন। কহ সত্য মিথ্য। কথা নহে কদাচন॥ তাহা শুনি শিশুগণ কহিতে লাগিল। কৃষ্ণ আমাদের হেথা পাঠাইয়ে দিল॥ রাম কৃষ্ণ চুই ভাই আসি গোচারণে। কুধায় আকুল সবে অন্নের কারণে॥ পাঠাইল জীনিবাস শুন গো জননী। মধুবনে আছে বসি কহি সত্য বাণী॥ শুন মাতা কহি মোরা বিশেষ বচন। দিবে কি না দিবে অন্ন বলহ এখন॥ যদি নাহি দাও অন্ন ফিরে তথা যাব। ক্লফের নিকটে গিয়া এ কথা কহিব॥ শুনিয়া শিশুর বাণী বিপ্রপত্নীগণ। কৃষ্ণ দরশন হেতু আনন্দিত মন॥ অন্তত চরিত্র কৃষ্ণ নিত্য নিত্য শুনি। হেরিব নয়নে আজি সেই গুণমণি॥ प्तिश्वादत्र कृष्णिनिधि व्याकूल क्रम्य । অস্তরে আনন্দ অতি হয় অতিশয়॥ কতই আনন্দ তবে মনে উপজিল। অম দিতে সকলেই প্রস্তুত হইল॥ অন্ন দিতে মধুবনে যাইতে উন্নত। স্বর্ণপাত্রে লয় অন্ন করিয়ে পূর্ণিত॥ চৰ্ব্য চোষ্য লেছ পেগ্ন সকলি লইল। মধুবনে হর্ষমনে যাইতে লাগিল॥

মহানন্দে যায় সব বিপ্রের রমণী। সমুদ্রে মিলিতে আশা যেমন তটিনী॥ যাইতে নিষেধ করে যত বিপ্রগণ। কিছুতেই তারা সবে না মানে বারণ॥ কৃষ্ণ দরশন আশা আছে বহুদিনে। না শুনি বারণ সবে চলে মধুবনে॥ সম্বর গমন করে অমুরাগ ভরে। হুষ্টকায় সবে ধায় যমুনার তীরে॥ আনন্দেতে পুলকিত বিপ্র-ভার্য্যাগণ। লইল অনেক অন্ন সহিত ব্যঞ্জন॥ পায়স পিষ্টক কত লৈল থালে করি। কত যে লইল খাত যত বিপ্রনারী॥ শীঘ্রগতি সবে যায় কুষ্ণ দরশনে। অন্ন ল'য়ে উপনীত সেই মধুবনে॥ যথা শ্যামরায় তথা গমন করিল। মধুবন মাঝে রাম কান্তুরে দেখিল। স্থরম্য কানন মাঝে বসি তরুতলে। বলরাম সহ কৃষ্ণ বিদ কুতৃহলে॥ শিশুগণ সহ হরি বটমূলে বসি। হেরিল ফুল্বর রূপ যেন পূর্ণশালী॥ যেন তারা ঘেরা চাঁদ ভূমিতে উদয়। সেইরূপ দেখে সবে অতি শোভাময়॥ কিবা কান্তি মনোহর শ্যাম কলেবর। স্বর্ণ জিনি পরিহিত তাহে পীতাম্বর॥ কর্ণেতে কুগুল তাহা রতনে মণ্ডিত। নাসাগ্রে নোলক কিবা হয়েছে শোভিত॥ বক্ষোদেশ স্থূশোভিত কৌস্তুভ ভূষণে। গলে দোলে বনমালা নৃপুর চরণে॥ মালতীর হার মালা কণ্ঠ বিভূষণে। চৰ্চিত হয়েছে অঙ্গ কুহুম চন্দনে॥ অলকা আরত গণ্ড হেরে মন হরে। স্থবৰ্ণ কিরীটি শোভে মস্তক উপরে॥ তাহে শিখিপুচ্ছ শোভে ভূবন উজলে। দেখে সে মাধুরী বিপ্র-রমণী সকলে॥

দেখিল যে তরুমূলে যোগেন্দ্র আকার। জন্মিল অস্তব্যে ভক্তি মনেতে স্বার॥ আনন্দে উন্মন্ত সবে কৃষ্ণ দরশনে। कार्य थाला दाशि उथा व्यन्तम प्रदर्ग ॥ ভাগবত কথা হয় মধুর ভারতী। দাসের বাসনা মনে পদে রছে মতি॥ मूनिवत करह छन ७८१ नृश्मिणि। छ्रथायय ह्य এই खीक्रक काहिनी॥ যতেক বিপ্রের নারী প্রণমে তথন। নারায়ণ দরশনে আনন্দে মগন॥ मत्न मत्न मर्द्वकरन वानीर्द्याम करत्। নারী যত স্তবে রত পুলক অন্তরে॥ ওহে দেব ভবভয় তুমি সর্ব্বাকার। হ্মনির্মাল জল স্থল তুমি সর্বসার॥ क्षनमग्र नर्द्वाध्यय कीरवत कीवन । মহাকার শূক্তমর তুমি জনার্দন ॥ সর্ববগতি স্পষ্টিপতি নিগুণ সাকার। শক্তিরূপ বিশ্বভূপ পুরুষ আকার॥ তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতেই লয়। জীবের সংহার কর্ত্তা ওহে বিশ্বময়॥ তুমি ব্রহ্মা আদি মূল তুমি মহেশ্বর। ধর্ম ইন্দ্র গণপতি যম স্থাষ্টিধর॥ পুরুষ প্রকৃতি তুমি বিশ্বের কারণ। অনাদি অনম্ভ ভূমি দৈত্য সংহারণ॥ স্বাকার বীজ ভূমি স্বার জনক। এ বিশ্ব ভোমাতে নাথ ভূমিই পালক। আপন ইচ্ছায় হরি ব্রহ্মাণ্ড করিলা। মহা বিরাটের অঙ্গ আপনি স্থাপিলা॥ কার্য্যময় যোগময় তুমি যোগেশ্বর। পরম কারণ ভূমি পরম ঈশ্বর॥ গ্রহ আদি অগ্নি চন্দ্র তারাগণ যত। তোমাতে উৎপত্তি সব তুমিই মহত॥ জ্ঞানের অতীত তুমি সর্ব্ব তেজোময়। সর্বাধার রমানাথ যশোদা তনয়॥

রাধাকান্ত রমাপতি औমধুসূদন। লক্ষীকান্ত বনমালী গোপিকামোহন॥ শ্রীগোপাল গোপেশ্বর মুকুন্দ মুরারী। রমেশ রাধিকাপতি **জ্রীরাসবিহারী** ॥ সক্ষানন্দ ত্রজেশ্বর ব্রজ-বিমোহন। शालाक-निवामी हति वाशिकात्रमण॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব ওতে তত্ত্বময়। তব গুণ বর্ণিবারে কার শক্তি হয়॥ তোমার মহিমা প্রভু কি মোরা বলিব। বেদে অগোচর নাথ মোরা কি জানিব॥ বীণাপাণি নাছি পারে গুণ বর্ণিবারে। পঞ্চানন পঞ্চাননে কহিতে না পারে॥ যোগেক্ত গণেশ কিছু যোগেতে না পায়। যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র দবে নিয়ত ধেয়ায়॥ যোগিগণ যে চরণ ভক্তে অমুক্ষণ। তবু কিছু নাহি অন্ত পায় কোনজন। অদীম জগত মধ্যে অদীম মহিমা। কেহ না কহিতে পারে তোমার যে দীমা॥ অবলা কামিনী মোর। কি জানি ভজন। मया कति मयागय (मह क्रीहत्र ॥ ওহে দীনবন্ধ মোরা কিবা স্তব জানি। পার্বতী সাবিত্রী রাধা না জানে কাহিনী॥ এত কহি কৃষ্ণ পদে সকলে পড়িল। প্ৰনে কদলী যথা ভূমিশায়ী হৈল ॥ সেইরূপ বিপ্রপত্নী কৃষ্ণ পদতলে। করযোড়ে কুফ প্রতি মুতুভাষে বলে॥ मय्रा कत मयाग्य रहेर्य मन्य । আমাদের প্রতি কছু হ'য়ো না নির্দয়॥ শুকদেব বলে কথা অতি পুরাতন। বছবিধ স্তুতি করে বিপ্রপত্নীগণ ॥ স্তবে ভৃষ্ট দামোদর তথনি হইল। মুহুভাষে স্বাকারে কহিতে লাগিল। মাগ বর মম স্থানে তোমরা সকলে। যে বর মাগিবে তাহা পাবে অবহেলে॥

যাহা চাবে তাহা পাবে না হবে অশুথা। লহ বর মনোমত কহিমু সর্ববিধা॥ তাহা শুনি রমণীরা কহিল দাদরে। দেহ বর শুন প্রভু আম। স্বাকারে॥ অশু বর আমাদের নাহি প্রয়োজন। কেবল সেবিব তব ও রাঙ্গা চরণ॥ তব পদে যেন মতি দ্বংই রমাপতি। রুপা করি এই বর দেহ সবা প্রতি॥ গুহে না যাইব ফিরে শুন জনার্দ্দন। मुक्लिशन (मह मत्य এই निर्यमन ॥ শুনিয়া তাদের বাণী খ্রীনন্দনন্দন। হাস্থাননে সর্বজনে কহেন বচন॥ তোমরা সকলে হও মহা ভাগ্যবতী। মনস্থা মম স্থানে করিয়াছ গতি॥ পুণ্য বিনা কেবা পায় মোর দরশন। বড় পুণ্যবতী সবে জানিতু এখন॥ আমার চরণ পূজা করি দদ। ভক্তি। চরমে পরমপদ পায় সেই ব্যক্তি॥ যেজন একান্তে করে, আমার সেবন। কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি বিদর্জ্জন॥ সেই মুক্তিপদ পায় জানিবে নিশ্চয়। এ ভব সংসারে পাপ কিছু নাহি রয়॥ অতএব যাও সবে নিজ নিজ ঘরে। পতিপদ দেবা কর আনন্দ অস্তরে॥ যজ্ঞ করিতেছে তথা যত বিপ্রগণ। অতএব শীঘ্র গৃহে করহ গমন ॥ চরমে পরম পদ সকলে পাইবে। আমার এ কথা কভু অস্থা না হবে।। ক্ষকের বচন শুনি কছে নারীগণ। কেন এ নিষ্ঠুর বাণী কহ নারায়ণ॥ তোমার এ পাদপদ্ম কভু না ছাড়িব। পাপগৃহে মোরা ফিরে কভু না যাইব॥ পতি পুত্ৰ ভ্ৰাতা আদি নাহি প্ৰয়োজন। তোমার চরণে হরি লইক শরণ॥

কিবা কাৰ্য্য পাপগৃছে ওছে দয়াময়। সকলি পাপের ভার জানিত্র নিশ্চয়॥ তব পাদপদ্ম সার হয় এ সংসারে। তব অদর্শনে প্রাণ রহে কি প্রকারে॥ ে এতেক কহিল যদি দ্বিজ-পত্নীগণ। তাহাদের প্রতি তবে কহে ভগবান॥ মম বাক্য ধরি সবে গৃহে ফিরে যাও। নিজ পতি প্রতি সবে সেবাপর হও॥ হেথা আগমন হেতু নাহি হয় দোষ। আত্মীয় সকলে কেছ না করিবে রোষ। অতএব নিজ গুহে করহ গমন। অচিরে পাইবে সবে আমার চরণ॥ কুষ্ণের বচনে তবে বিপ্রপদ্মীগণ। নিজ গুহে যক্ত যথা করে দ্বিজগণ।। আনন্দে তথায় সবে ফিরিয়া আইল। বিপ্রগণ সকলেতে কিছু না কহিল ॥ — সাদরে সকলে তবে গৃহে আইলেন। ক্লফপদ নারীগণ ভাবে মনে মন॥ সদা সর্বক্ষণ হরি হৃদয়েতে ভাবে। দেখে আজি কৰ্মফের দূরে যায় তবে॥ পরে শুন নুপমণি কহি সে কাহিনী। অন্ন আদি আনে যাহা বিজের রমণী॥ সকল বালক মিলি আনন্দিত মনে। স্থক্ষ পত্ৰ ল'য়ে সবে বসিল ভোজনে॥ আনন্দেতে শিশুসহ শ্রীকৃষ্ণ তথন। খাইল সে অৱ আদি যতেক ব্যঞ্জন॥ ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল সক ল। আচমন করি পরে সকলে উঠিল॥ এইরূপে নরলীলা করে নারায়ণ। গোপবেশে গোপীনহ গোপিকামোহন॥ হেন কৃষ্ণ অনাদর করি বিপ্রগণ। রমণীগণেরে হেরি কুষ্ণপরায়ণ॥ অক্তান আমরা সবে মনে বিচারিল। আপনা আপনি সবে নিন্দিতে লাগিল॥

মানুষ ভাবিত্ব সেই পরম ঈশ্বরে। গোপবেশে গোপবাদে কে জানে ভাঁহারে॥ রাম কুষ্ণ ভুইজন পর্ম কারণ। না জানি অবজা মোরা করি সর্বজন॥ যথন আইল হেথা অন্ন মাগিবারে। অহঙ্কারে মাতি সবে না চাহিন্দু ফিরে॥ না জানি বিশেষ তত্ত্ব তাঁর ছেষ করি। বিভূষনা মায়াবেশে না চিনিমু হরি॥ অবলা কামিনীগণে তাঁহারে চিনিল। ভক্তিতে পরমপদ সকলে পাইল॥ ভক্তিহীন মোরা সব ধিক শত ধিক। নিতান্ত অজ্ঞান মোরা কি কব অধিক॥ আমাদের যজে কিবা আছে প্রয়োজন। ধিক ত্রত আদি কর্ম রুথায় এখন॥ ত্ৰত উপবাস যত সকলি বিফল। ভক্তিহীন জনের জীবনে কিবা ফল॥ জগত মোহিত হয় কুষ্ণের মায়ায়। কেমনে চিনিব সেই বিশ্বের পিতায়॥ মায়ার প্রভাবে সবে হয়ে বিমোহিত। ভক্তিশৃশ্ব হই মোরা জানিমু নিশ্চিত॥ বর্ণের প্রধান এই অহঙ্কার করি। মোহিত হইন্স সবে না জানিয়া হরি॥ কি আশ্চর্য্য হয় ইহা যত নারীগণ। 🛎ক্তিতে কুষ্ণের পদে হইল সগন॥ যাহা হ'তে মুত্যু পাশ হয় বিমোচন। ভক্তিতে পাইল সেই অভয় চরণ॥ অক্তান অবলাকুল নাহি শুদ্ধাচার। কিরূপে হইল ভক্তি ইহা স্বাকার॥ ছরিপদে ভক্তি যার থাকে সর্বক্ষণ। ত্তপ আদি কার্য্যে তার নাহি প্রয়োজন॥ কেন না দিলাম অন্ন মত্ত অহকারে। অবজ্ঞা করিন্ম হাগ্ন পরম ঈশ্বরে॥ আমাদের মত পাপী না দেখি ধরায়। মহা অপরাধ মোরা করিত কি হায়॥

याँत नाशि करतः लाटक विविध व्यर्कन। যাগ আদি ক্রিয়া করে যাঁহার কারণ॥ উদ্দেশেতে পূজে লোক নানা উপচারে। নৈবেত্য করিয়া পূজে তুষিতে যাঁহারে॥ সেইজন স্বয়ং আসি অন যে মাগিল। নিজ হস্তে খাইবারে সাক্ষাতে আইল। নিতান্ত অভাগা মোরা জানিকু এখন। নিতান্ত মোদের প্রতি বিধি বিভূমন॥ নতুবা যে পদে সেবে লক্ষ্মী সরস্বতী। **হেলা**য় ত্যজিন্ম মোরা সে প**ৰ সম্প্রতি**॥ লক্ষীপতি এদে অন্ন যথন মাগিল। বুঝিতে নারিম্ব মোরা হইয়া চঞ্চল ॥ তপ জপ মন্ত্র তন্ত্র সকলের সার। পরম কারণ সেই দেব পরাৎপর॥ গোপরূপে গোপকুলে জনম লভিল। ব্রহ্মরূপী নিরাকারে কেছ না জানিল। সেই নারায়ণে মোরা নারিত্র চিনিতে। বিমোহিত মোরা সবে হইন্মু মাগাতে॥ নমঃ নমঃ নারায়ণ জগত কারণ। नमः कृष्ण्ठस्य ७८१ यानान-नन्त ॥ মুকুন্দ মুরারি হরি জগতের সার। দয়াময় সর্ব্বাশ্রয় দেব যভেক্ষর॥ মায়ায় মোহিত হ'য়ে ভ্রমি অবিরত। এমনি মোদের হয় কর্মভোগ যত॥ না জেনে তোমার তত্ত্ব এতেক যন্ত্রণা। নিজগুণে ক্ষম দোষ ক'রনা বঞ্চনা॥ এইরূপে বিপ্রগণ চ্বংখেতে মগন। হরিপদ মনে মনে করেন চিন্তন॥ কৃষ্ণ দরশন আশে আনন্দ উদয়। কিন্দ্র নাহি যায় তথা রুথা করি ভয়॥ দাস ভাষে হরি কথা স্থধার সাগর। সাধুগণ মনোসাধে পিয়ে নিরন্তর॥ পরীক্ষিত মুনিবরে যোড় করি কয়। কছ হরিকথা দেব মোরে সমুদয়॥

তোমার প্রসাদে প্রভু করি যে প্রবণ। দেহের কলুষ যত হয় বিমোচন॥ বড়ই আনন্দ দেব অন্তরে উদয়। কহ দেব পূৰ্বৰ কথা অভি হুধাময়॥ দয়া করি কছ মোরে সেই বিবরণ। মোক্ষপদ পেল কেন বিপ্রপত্নীগণ॥ কেবা তারা পুণ্যবতী কহা তপোধন। হেন কি করিল পুণ্য তারা সর্বজন॥ কেন বা দ্বিজের তারা রমণী হইল। কিবা পাপে অবনীতে জনম লভিল। কি সাধনে হেন পুণ্য হইল উদয়। হরি দরণন মাত্র মুক্তিপদ পায়॥ সেই সব বিবরণ বলহ বিস্তারি। বল শুনি হরিকথা স্থার লহরী॥ পূর্বকথ। কহি কর সন্দেহ ভঞ্জন। আমার বাসনা পূর্ণ করহ এখন॥ রাজার বচনে তবে কছে তপোধন। পূৰ্বেতে আছিল মহা ঋষি সপ্তজন॥ ব্রহ্মার মান্স পুত্র পূর্ণ সে তেজেতে। অঙ্গিরাদি সপ্ত ঋষি বিখ্যাত জগতে॥ মহা তেজোময় তারা সপ্তজন হয়। সাতজনে সাত নারী বিবাহ করয়॥ নবীন যৌবনা তারা রূপে মনোহর। শশীদম স্থবদন অতি শোভাকর॥ ভ্ৰ-যুগ কামধেনু কটাক্ষ তাহে বাণ। মদন হেরিয়া হয় আপনি অজ্ঞান॥ মনোহর পয়োধর শোভে বক্ষঃস্থলে। কর কান্তি কত আভা রূপ যে উচ্ছলে॥ হুশীলা সে ধর্মপরা পরমা রূপদী। যেন ভূমিতলে পড়ে কত শত শৰী॥ দিব্য বস্ত্র পরিহিত হৃচিত্র তাহায়। হেরিয়া সে রূপরাশি সবে মোহ যায়॥ मूनिशर्ण मर्क्कण यांचि हाय होरत । দরশনে মোহ প্রাপ্ত হয় একেবারে॥

পর্তিত্রতা সবে তারা পতি প্রতি মন। অক্সজনে কভু তারা না করে দর্শন॥ একদিন দৈবযোগে দেব হুতাশন। তাহাদের রূপরাশি করে নিরীক্ষণ॥ কুচবুগ মুখপদ্ম নয়নে ছেরিল। দৃষ্টিমাত্র কামবাণে মোহিত হইল॥ কামিনী সকলে অগ্নি করিয়া ঈক্ষণ। কামে মত্ত জ্ঞানহীন হয় হুতাশন॥ এদিকে কামিনীকুল নেহারি অনলে। পীড়িত। মদন বাণে হইল সকলে॥ বন ঘন হুতাশন দেখে নারীগণ। মুনি-পত্নীগণে করে এরূপ যথন ॥ অঙ্গিরাদি মুনি দব দরশন কৈল। এ হেন ঘটন। যবে ঘটন হইল॥ দেখি ক্রোধে অঙ্গ কাঁপে কাঁপে ওষ্ঠাধর: লোহিত হইল আঁখি দৃশ্য ভয়ঙ্কর॥ ক্রোধেতে অনল প্রতি কহিল তখন। বলি শুন ছুৱাচার তোরে হুতাশন॥ কামভাবে মুনি-পত্নী দরশন কর। একি অসম্ভব তব ওহে বৈশ্বানর॥ পরনারী মাভূদম শাজ্রের বিধান। তুমি জ্ঞানী ধর্ম্মতি সবার প্রধান॥ তোমার এরূপ কার্য্য না হয় উচিত। এই হেতু পাবে শাস্তি ইহার বিহিত॥ মম অভিশাপে তব হেন দশা হবে। মম বাক্যে ভূমি অগ্নি সকল ভক্ষিবে॥ উক্তম অধ্য বলি না থাকিবে জ্ঞান। তোমার পাপের এই উচিত বিধান॥ ভক্ষ্য অবশেষ যাহা ভন্ম হবে তাহা। অন্তথা না হবে আমি কহিলাম যাহা॥ শুনিয়া মুনির বাক্য দেব হুতাশন। শিরেতে হইল যেন অশনি পতন। শাপ কথা বৈশ্বানর শ্রেবণ করিল। একেবারে হতজ্ঞানে ভূমিতে পড়িল।।

মনে মনে হুতাশন ভাবিতে লাগিল। আপনা ধিকার করি কত যে কহিল॥ (कन (हन जनकार्या मानम माजिल। আমা হ'তে এ অখ্যাতি কেন বা রটিল কেন বা রুমণীগণে করি দরশন। কেন বা কাষেতে বশ হ'লো মম মন॥ সামাম্ম কামের বশে উন্মত্ত হইন্ত । এখন বিপদ-নীরে নিশ্চয় পড়িকু॥ যথা কর্ম তথা ফল হইল আমার। কেমনেতে তঃখরাশি হ'তে হব পার॥ মনে মনে হুতাশন অমুতাপ করি। मुनिश्राण खर कति करह म विखाति॥ ওছে মহামুনি মম ত্যজ সব দোষ। অধনে মার্জ্জনা করি ছাড় যত রোষ॥ তুমি মহামুনি হও তপস্বীর সার। হেন কর্ম আমা হ'তে নাহি হবে আর॥ ধরি পায় মহাকায় মুক্ত কর শাপে। . দশ্ধ যে হ'তেছি মুনি আমি মহাপাপে॥ এইরূপে যত স্তুতি অনল করিল। ততই মুনির কোপ বাড়িতে লাগিল॥ অনলেতে শুক্ষ তৃণ হইলে পতন। যেরূপ বাড়য়ে তেজ শুনহ রাজন॥ সেইরূপ মুনি ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িল। ক্রোধে মহামুনি তবে কাঁপিতে লাগিল॥ নারীগণ প্রতি তবে ঘূর্ণিত নয়নে। কহিতে লাগিল চাহি সেই মুনিগণে॥ পাণীয়দী দবে জন্ম লও ভূমিতলে। যথা কর্ম্ম তথা ফল শাস্ত্রে ইহা বলে॥ কর্মোচিত ফল সবে লভিবে এখন। মম বাক্যে অবনীতে করিবে গমন॥ मानवी इटेरव मरव जानिरव निम्ह्य । বহু ক্লেশ পাবে সবে কভু মিধ্যা নয়॥ ব্রাক্ষণের ঘরে সবে জনম লভিবে। ছিজের কুমারে সবে বিবাহ করিবে।

मम राका व्यक्तश्री मा स्टूट क्लाइन। কর্ম অমুসারে ফল বিধির ঘটন। শুনি বাণী রমণীরা আকুল অন্তরে। সকলে রোদন করে অতি উল্লেখনে॥ श्रा अकि नगा र'न कि र'न चर्न। মুনির চরণে তবে হইল পতন 🛭 কদলী যেমন পড়ে প্রবল বাতাসে। সেইমত পড়ে কান্দে সবে মায়াবশে॥ ওহে দেব কেন ছেন কছ কুবচন। আমাদের কিবা দোষে করিলে এমন।। নিষ্পাপী আমরা সবে ওছে মুনিবর। বিনা অপরাধে দণ্ড সবাকারে কর।। অপরাধী নহি মোরা তোমার চরণে। নিষ্পাপী রমণী ত্যজ্ঞ কেন অকারণে॥ দাসী প্রতি এত ক্রোধ কড় যুক্তি নয়। বিনা দোষে রথা দণ্ড কেন মহাশয়॥ বিনা দোষে মুনিবর কেন ছেন বিধি। দাসীদের দোষ যত ক্ষম গুণনিধি॥ সহিতে না পারি নাথ অশনি পতনে। যন্তপি এ দেহ দগ্ধ হয় হুতাশনে॥ তীক্ষধার অস্ত্রাঘাত পারি যে সহিতে। কিন্তু মোরা স্বামীহীনে না পারি থাকিতে। সতীর জীবন পতি পতি সর্বময়। পতি বিনে সাধ্বী সতী জীবিত কি রয়॥ বিনা দোষে আমা সবে অভিশাপ দিলে। অবনীতে অবতীর্ণ হইব সকলে॥ কতদিন মহাতলে রব গুণাকর। কতদিনে এখানে আসিব পুনর্কার॥ পতির বিরহানলে দগ্ধ সদা হব। কছ দেব কতদিনে ও চরণ পাব॥ কি করিয়া নিজপতি ছাড়িব সকলে। ধরাধামে কিব। হুখ ছুঃখের অনিলে॥ দয়া কর দয়াময় আমা সবা প্রতি। কছ নাথ কতদিনে ঘূচিবে ছুৰ্গতি॥

মুনিবর কহি শুন প্রকৃত বচন। অহল্যারে তার স্বামী শাপিল বথন। মহাক্রোধে মুনিবর অভিশাপ দিল। পুনঃ সে সতীর বাক্যে সম্ভুষ্ট ছইল॥ পুনশ্চ তাহারে মুনি করিল উদ্ধার। ওহে মুনিবর কর মোদের বিচার॥ সতীর জীবন মাত্র পতি যে নিশ্চয়। পতি বিনে রমণীর কিবা স্থথোদয়॥ কহিলাম মহামুনি শান্ত্রের বচন। পত্নী প্রতি স্বামী রোধ করে সর্বব<del>ক্ষ</del>ণ॥ পুত্র আর শিষ্য প্রতি দোষ অবিরত। বিনা দোষে কটু ভাষে আছয়ে বিহিত॥ ইহাদের প্রতি দণ্ড আছয়ে বিধান। দোষ বিনা ক্রোধ করে ওহে মতিমান্॥ যাহা ইচ্ছা তাহা দেব পার করিবারে। নারী প্রতি রুখা দোষে রোধ কি প্রকারে তুমি দিলে দণ্ড দেব রাখে সাধ্য কার। এখন মোদের প্রতি করহ বিচার॥ নারীর সকল দোষ ক্ষমিতে উচিত। অবলার প্রতি কর যা হয় বিহিত॥ তব পদে অপরাধ করিয়াছি যত। ক্ষম সেই অপরাধ ওহে সত্যত্তত ॥ শাপান্ত করহ সবে হইয়ে সন্য়। রমণীগণেরে তুঃখ দিতে যুক্তি নয়॥ ভনিয়া স্বার বাণী মুনি মহামতি। কিঞ্চিৎ হইল তবে স্বস্থির প্রকৃতি॥ নিরীকণ করি মুনি সবার বদন। মায়ায় মোহিত করে অশ্রু বরিষণ॥ জিতেন্দ্রির মহাযোগী যত মুনিগণ। তথাপি হুঃখিত অতি রমণী কারণ॥ কামিনীর কমনীয় মোহন যুর্জি। দরশনে মুনিগণ হয় স্লেছ মতি॥ রমণী কারণ দবে ছুঃখিত অন্তরে। মূর্চ্ছাগত একবারে যত মুনিবরে॥

রমণী বিরহে সবে কাতর হইল। ছির নেত্রে সবাকারে দেখিতে লাগিল॥ নারীগণ চন্দ্রানন করে নিরীক্ষণ। শোকেতে আচ্ছন্ন অতি করয়ে রোদন॥ কেঁদে কয় একি দায় কি দশা ঘটিল। শক্তিহীন প্রাণ বুদ্ধি একেবারে গেল॥ এইরূপে সকলেতে ত্রুংখেতে মগন। ভাতৃবর্গে কহে মুনি করি সম্বোধন॥ সাবধানে ভাইগণ শুন মম বাণী। যথা কৰ্ম্ম তথা ফল দেন চক্ৰপাণি॥ আপনার কর্মভোগ করে জীব যত। তাহাতে খণ্ডন হয় পাপ কত শত॥ সকল শাস্ত্রেতে এই আছুয়ে নির্ণয়। বিনা ভোগে কৰ্ম্মফল খণ্ডন না হয়॥ কর্ম্মত ফলভোগ করে নারীগণ। আমা দবা দহ হয় সংযোগ ঘটন॥ যেব। যেই কর্ম করে সংসার ভিতরে। অবশ্য সে ফল যাহা ফলিবে তাহারে॥ শাস্ত্রের বচন ইহা অম্যথা না হবে। বহুযুগ অন্তে তাহা অবশ্য ফলিবে॥ পতিত্রতা নারী যেই সদা কান্তে মন। না দেখে কখন অস্থ্য পুরুষ বদন॥ পতিদেবা রত দদা পতি প্রতি মন। পতিরে সাধয়ে কহি স্থমিষ্ট বচন॥ পতির স্থাতে স্থী অনুক্ষণ রহে। পতি অদর্শনে প্রাণ নিরম্ভর দহে॥ সতী নারী ধর্ম্মতি পতিব্রতা হয়। পতি সহ সেই সতী গোলোকেতে রয়॥ এত কহি মুনিগণ নারীগণে বলে। নরযোনি হয়ে সবে রবে ভূমগুলে॥ ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম হবে সবাকার। ছিজের রমণী হবে কহিলাম সার॥ याहेकोटन इतिशन इटन मत्रनन। মুক্তিপদ পাবে সবে শুনহ বচন॥

গোলোকে গমন হবে হরির রূপার।
কিঙ্করী হইবে সবে ঐছিরির পায়॥
ভাগবত কথা হয় প্রধার সাগর।
সাধুগণ পিয়ে সদা আনন্দ অস্তর॥
ইতি ঐমভাগবতে দশম্বদ্ধে বিপ্রপদ্ধীগণের
অন্তর্ভাব্দন শুমান্ত।

वार जीकृषा कर्डक हेज्रमण एक। পরীক্ষিত কহে মুনি কহ তদস্তর। শ্রবণে পবিত্র কথা হুধার সাগর॥ कह (पर किया मीमा भारत প्रकाशिन। **(महेकथा मूनिवद विकादिया वन ॥** শুকদেব কহে শুন রাজার তনয়। একদিন নন্দগোপ বিহিত সময়॥ ব্ৰহ্ণবাসী যত গোপ একত্ৰ হইল। ইব্রদেবে পূজিবারে উত্যোগ করিল। আনন্দে উন্মন্ত সবে ব্রজবাসীগণ। পূজার বিবিধ দ্রব্য করে আয়োজন। বাল্য আদি মহারব হইল নগরে। মহা কোলাহল হয় প্রতি ঘরে ঘরে॥ যত গোপ গোপী তবে ছফটিত হ'য়ে। নানাবিধ দ্রব্য সব রাখেন আনিয়ে॥ পূজার কারণ গোপ গোপী যতজন। সকলে আনন্দনীরে হইল মগন॥ পবিত্র করিয়া স্থান ষষ্ঠীরে স্থাপিল। মাল্য আদি দিয়া তাহা স্থসজ্জা করিল। নানাবিধ গন্ধ দ্ৰব্য লেপিল তাহায়। এইরূপে দেবরাজে পূজিবারে যায়॥ স্নান করি শুটি হ'য়ে পটুবক্ত পরি। ভক্তিভাবে বদে দবে আদন উপরি ॥ বছবিধ দ্রব্য সব করি আয়োজন। প্রজিতে সে দেবরাজে যত গোপগণ॥

পুরোহিত দিজ তথা উপস্থিত হয়। নৈবেভাদি করে তবে যত মনে লয়॥ অগণন মুনিগণ আগত হইল। ভিক্ষার্থী দরিদ্র যত তথায় আইল॥ বহুজন সমাগত হয় সেই স্থানে। নন্দ আনন্দিত অতি তাহা দর্শনে॥ মুনিগণে যথাস্থানে ৰসায় সাদরে। পৃক্তিবারে দেবরাজে আনন্দ অস্তরে॥ আসন উপরে তথা বসি নন্দরায়। মুনিগণ সন্নিধানে অনুমতি লয়॥ পূজিবারে সহস্রাক্ষে বসিল যথন। ধূপ দীপ আদি সব করি প্রক্রলন॥ ধুপ ধুনা আদি সব গন্ধে আমোদিত। ফল পুষ্প নানাবিধ দ্রব্য সমন্বিত॥ বাজিল বিবিধ বাত শব্দ মহাঘোর। মহা কোলাহলময় হইল নগর॥ আসে কোটি কোটি কত মুনি ঋষিগণ। ভক্তিভাবে তথা সবে করয়ে গমন॥ বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবা আদি করি। ষষ্ঠীর নিকটে সব ধায় সারি সারি॥ বহু নৃত্যকারী তথা নাচিতে লাগিল। অসংখ্য গায়কগণ গান আরম্ভিল॥ এইরূপে মহানন্দে সবে নিমগন। মহা সমারোহ তথা পূজার কারণ। কেছ নাচে কেছ গায় দেয় করতালি। কেহ বা চীৎকার করে হ'য়ে উতরোলি॥ হেনকালে কৃষ্ণ তথা রামের সহিত। শিশুগণে দঙ্গে করি হ'য়ে উপনীত॥ আপনি শ্রীহরি তথা উপনীত হয়। মোহন বাঁশরী ধ্বনি করে উভরায়॥ আপনি যাইয়া কুষ্ণ বসিল আসনে। নন্দ প্রতি কহে হরি বিহিত বচনে॥ কহ পিতা কেন হেন কাৰ্য্য সমাহিত। কি কারণে গোপরাজ এত আনন্দিত।

করিতেছ বল পিতা কার আরাধন। কি ফল ইহাতে তব হইবেঁ ঘটন॥ কি হেতু করিছ পূজা কহ সমৃদয়। সত্য কহ কোন ভয় অন্তরে উদয়॥ কহ পিতা কোন দেবে করিছ পূজন। কিব। তব হুঃখ পিত। হয়েছে এখন॥ বেদমতে পূজা কিম্বা নিয়ত আচারে। পূজিতে উন্নত পিতা নানা উপচারে॥ পরম কারণ সেই পরম ঈশ্বর। সর্ব্ব আগ্না ভগবান সর্ব্ব পরাৎপর॥ তাঁহারে পূজিতে কিবা অশু কোন দেবে। সেই কথা পিতা তুমি আমাকে কহিবে॥ কাহার নিমিত্ত এত যজ্ঞ মহোৎসব। সত্য করি কহ পিতা মোরে এই সব॥ তুমি পিতা আমি পুত্র শুন মহাশর। না কর গোপন পিতা বলহ নিশ্চয়॥ অপরে জানায় জানি করে কর্ম্ম যত। সৰ্বব কৰ্মা সিদ্ধ হয় ফল হয় তত। দর্ব্ব কর্ম্মে দকলের দম্মতি জানিবে। পূব্বাপর বিবেচনা ভাহার করিবে॥ পূৰ্ব্বেতে কাপ্পলে কাধ্য শেষে ভাল হয়। সেহ কাৰ্য্য উপযুক্ত জানিবে নিশ্চয়॥ যে কাষ্য করিলে হয় ফল সেইক্ষণ। শেষেতে হইলে ফল কিব। প্রয়োজন ॥ কহ পিতা কোন দেব সাক্ষাতে খাইবে। কিন্তা না খাইবে তাহা আমারে কহিবে॥ পূজার বিহিত যাহা করহ শ্রবণ। সাক্ষাতে পূজার দ্রব্য করিবে ভোজন॥ তাহার অর্চনা করা প্রধান জানিবে। পূজহ এমন দেবে সাক্ষাতে থাইবে॥ নিবেদিত দ্রব্য যেবা করয়ে ভক্ষণ। তাছারে দেবতা মধ্যে করিবে গণন ॥ দেখ পিতা বিপ্রগণ সাক্ষাতে খাইবে। হেন দেব উপস্থিতে কাহারে পূজিবে॥

সকলের শ্রেষ্ঠ হয় এ দেব পূজন। অতএব কর পিতা ব্রাহ্মণ সেবন॥ 😎ন পিতা সার কথা কহি যে তোমারে। ব্রাহ্মণ দেবতা চুই সংসার মাঝারে॥ ব্রাহ্মণ দেবতা হয় সকলের সার। তাহারে পূজহ পিতা বাক্যেতে আমার॥ পাইবে পরম ফল ত্রাহ্মণ পূজিলে। বিপ্ররূপী নারায়ণ জ্ঞাত সে সকলে॥ দ্বিজগণ যার প্রতি সদা তুষ্ট থাকে। দেবগণ অনুক্ষণ ভূষ্ট হয় তাকে॥ সৰ্ব্ব কাৰ্য্য সিদ্ধ পিতা ব্ৰাহ্মণ পূজায়। অপরে যাহার পূজ মিথ্যা সমুদয়॥ জগতের জীবগণ দেব পূজা করে। নিবেদন করি দ্রব্য দেয় দ্বিজবরে॥ সেই দ্ৰব্য দ্বিজে কেহ যদি নাহি দেয়। ভক্ষ্যদ্রব্য তুল্য তার অধোগতি হয়॥ দেবতা পূজায় তার নাহি কোন ফন। তার সর্বব কার্য্যে হয় সদা অমঙ্গন॥ বেদ বিধিমতে যাহ। কহিলাম দার। আর শুন কহি পিত। অপর প্রকার॥ বিষ্ণুকে না পূজি যদি বিপ্রে কর দান। তাহাতে জানিবে তুফ হন ভগবান॥ বিপ্র যদি সেই দ্রব্য করয়ে ভোজন। সেই দ্রব্য জেনো হয় বিষ্ণুর ভক্ষণ॥ তাই বলি ওগো পিতা পৃদ্ধি বিপ্রবরে। ছুই লোকে ফল পাবে বেদের বিচারে॥ ব্ৰাহ্মণ সমান দেব নাহি ভূমগুলে। অমঙ্গল দূরীভূত দ্বিজ তুঠি হ'লে॥ বিপ্রেরে পূজিলে জীব সর্ব্ব ফল পাবে। যোগ তপ তার্থ ফল ইহাতে হইবে॥ ব্রাহ্মণ দেবতা সব নিশ্চয় জানিবে। সৰ্ব্ব তীৰ্থে দিজ পদে শুন কহি তবে॥ শুন পিতা কহি আমি নিগুঢ় বচন। बिक पूर्वे र'तन पूर्वे रग्न कर्नाक्त ॥

क्रनार्फन जुके इ'त्न जुके (प्रवर्गन । . অতএব শুন পিতা আমার বচন॥ এক দেবে পূজা করা বিধিযুক্ত নছে। পৃজ্জিবে সকল দেবে শান্তে ইহা কহে॥ এক দেবে যবে পিতা করিবে পূজন। অপর দেবের ক্রোধ উপজে তথন॥ সকল দেবতাগণ যদি রুফ হয়। এক দেবে কি করিবে কহ মহাশয়॥ অতএব ওগো পিতা যুক্তি কর সার। এক দেবে পূজা করা না হয় বিচার॥ হয় সর্বব দেবে পিতা করহ পূজন। নতুবা পূজহ তুমি গিরি গোবর্দ্ধন। পুজিলে সে গোবৰ্দ্ধন মঙ্গল হইবে। দেবতা সকলে পিতা সম্ভক্ত রহিবে॥ গোবৰ্দ্ধন তুষ্ট হ'লে দেবে নানা ফল। তাহাতে না রবে আর কোন অসঙ্গল॥ অতএব শুন পিতা আমার বচন। মগ বাক্যে পূজ এই গিরি গোবর্জন॥ (১) শুনিয়া কুষ্ণের কথা নন্দ মহামতি। কহিতে লাগিল তবে ঐীক্নফের প্রতি॥ পুরুষে পুরুষে আছে এ হেন বিধান। ইচ্ছেরে পূজিব মোরা হ'য়ে সাবধান॥ স্বর্গপুরে দেবরাজ সকলের বড়। ইন্দ্রের যুরতি ভেদ যত জলধর॥ সেই জল দেবপতি ইন্দ্রদেব হয়। জীবের জীবন জল মেঘে বরিষয়॥ তাঁর অনুগত আজ্ঞাকারী মেঘগণ। ইন্দ্র আজ্ঞামতে করে বারি বরিষণ॥ বারি বরিষণে হয় তুফ বহুমতী। স্তর্ম্ভি পাইয়ে যে উর্বরা হয় অতি ॥

় তাহাতে প্রচুর শস্ত জন্মিবে নিশ্চয়। অবনীর জীব যাহে জীবন ধরয়॥ প্রচুর পাইয়ে শস্ত জগতের জন। পরম আনন্দে সবে রবে অনুক্ষণ॥ এই হেতু সর্বজন পূজে পুরন্দর। তিনি ভুষ্ট হ'লে হুখী হয় সর্বব নর॥ এই যজ্ঞ হয় জানি ত্রিবর্গ সাধন। অতএব করি মোরা ইচ্ছের পূজন॥ শৈল বনচর মোরা তাহে গোপজাতি। আমাদের হয় ইহা কুলধর্ম রীতি॥ ইন্দ্র তুষ্ট হ'লে হয় মেঘে বরিষণ। পৃথিবী প্রদবে তাহে শস্ত তৃণগণ॥ ধেমুগণ অমুক্ষণ তৃণাদি ভক্ষণে। পুষ্ট হয় বহু দুগ্ধ দেয় সে কারণে॥ তাহে ধরণীতে বহু শস্ত বৃদ্ধি হয়। এই হেতু ইন্দ্ৰ পূজা জানিবে নিশ্চয়॥ নব্দের বচনে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল। একি পিতা অসম্ভব বাক্য তুমি বল॥ ইন্দ্র হ'তে ক্ষিতিতলে বারি বরিষণ। একি পিতা শুনি তব অন্তত বচন॥ তাহার কি সাধ্য পিতা বারি বরিষয়। অজ্ঞানের মত কথা কহ সমূদ্য ॥ না জান কারণ পিতা শুন বিবরণ। ইন্দ্র হ'তে কোনকালে নহে বরিষণ॥ সকলি ধাতার কার্য্য জানিবে নিশ্চয়। স্বভাবেতে পৃথিবীতে বরিষণ হয়॥ তাহাতে জন্মায় শস্ত জীবের কারণ। শুন পিতা কহি আমি সেই বিবরণ॥ কর্ম্ম হ'তে হয় এই জীবের স্ক্রন। কর্ম্ম হ'তে জীবগণে জনম মরণ॥ হুথ ছুঃথ আদি যত কৰা হ'তে হয়। कालक्रणी अकजन जानित्व निम्हर ॥ সর্বব ফল ভুঞ্জে জীব নিজ কর্ম্মবশে। ইন্দ্ৰ হ'তে কোন কৰ্মা না হয় বিশেষে॥

১। গোবদ্ধন শব্দের প্রকৃত অর্থ পর্কাত বিশেষ কিন্তু কেহ কেহ কহেন বাহা কর্তৃক গো অর্থাৎ গাতী বর্দ্ধন হওয়া স্থতরাং বাহাতে গো বৃদ্ধি হর তাহাকে গোবদ্ধন করে।

যেরূপেতে পৃথিবীতে হয় বরিষণ। মম পাশে শুন পিতা সেই বিবরণ। মহা সাগরাদি যত আছে জলাশয়। দিবাকর করে তাহা শোষিত যে হয়॥ সেই জল মেঘরূপে শুম্মে রৃষ্টি গরে। মেঘ হ'তে বারি বর্ষে শুন তদন্তরে॥ উহাতে উর্বর। ক্ষিতি হয় স্থনিশ্চয়। শক্তের উৎপত্তি তাহে জানিবে নিশ্চয়॥ ধাতার নিয়ম ইহা শুন মহামতি। কালেতে সকলি করে জানিবে সম্প্রতি। निर्फिक्ट नगर्य इय वादि वित्रम् । ঈশ্বরের ইচছা ইহা বেদে নিরূপণ॥ যত কিছু কার্য্য দেখ ঈশবের খেলা। ভূত আদি ভবিষ্যতে সবে ধরে লীলা॥ ঈশ্বর নিয়ম কিছু অশুথা না হয়। কার সাধ্য বল পিতা তাহা নিবার্য ॥ বিশ্বময় বিশ্ববিভূ ব্যাপ্ত চরাচরে। অগ্রে হয় ভূত সৃষ্টি জীব হয় পরে॥ দেখ পিতা কি আশ্চর্য্য ঈশ্বরের লীলে। গর্ভেতে ধরুয়ে শিশু গভিনী সকলে॥ অগ্রে তার স্তন ত্রগ্ধ স্ক্রন যে হয়। পরেতে গর্ভিনী শিশু প্রদব কর্য়॥ সেইরূপে জেনে। পিতা সর্ব্ব জীবগণে। জগতের কার্য্য যত করে সে কারণে॥ স্বেচ্ছাময় স্বেচ্ছাবশে সকলি করিল। তাঁহার ইচ্ছায় সব কার্য্য যে হইল॥ সর্বব ফলদাতা যিনি সর্বব মূলাধার। তাঁহার আজ্ঞায় মেঘ বর্ষে অনিবার॥ তাঁহার আজ্ঞায় শস্ত পৃথিবীতে ধরে। তাঁহার আজ্ঞায় সব জানিহ অন্তরে॥ চক্র সূর্য্য আদি যত তাঁহার আজ্ঞায়। ব্রহ্মা আদি যোগমায়া প্রদব করয়॥ মহা বিরাটের স্থাষ্টি তিনিই করিল। লোমকূপে অবাধে সে ব্রহ্মাণ্ড ধরিল।

বাঁহার আজ্ঞায় বায়ু হয় বহমান। দিবাকর দলা করে কর বিভরণ ॥ চন্দ্রের নির্মাল জ্যোতি করে স্থশীতল। কত মহাশক্তি ধরে আজ্ঞায় অনল। শমন সংহারে জীব যাঁহার আজ্ঞায়। যতেক অমর তারা জিমাল ছেলায়॥ অনন্ত মহিমা স্থষ্টি সংহার কারক। সেই দেব হয় পিতা সংসার পালক **॥** অবহেলে করে স্বষ্টি সেই সর্বেশ্বর। ভক্তিতে তাঁহারে পিতা পুক্ত অনিবার॥ একান্তে পূজিলে পিতা সেই জনাৰ্দ্দনে। কেছ নাহি রুফ হবে তাঁহার সাধনে॥ বেদের বিধান এই কহ মতিমান। আছুয়ে জগতে এই ব্রহ্মার বিধান॥ সবার প্রধান যেই জগতের পতি। ্তাঁহারে না পূজে কেন পূজ শচীপতি॥ হেন বৃদ্ধি কেবা তোমা প্রদান করিল। বুঝি ইন্দ্ৰ কোনমতে তোমা বিভূম্বিল॥ শুনিয়া কুম্বের বাক্য যত মুনিগণ। প্রশংসিল কুষ্ণে সবে আনন্দে মগন॥ নন্দ শুনি মহানন্দ তথনি হইল। পুজের বচনে তার জ্ঞান উপজিল॥ কুষ্ণের বচনে তাঁর সেই দিকে মন। পুত্রবাক্য মতে তবে পূচ্চে নারায়ণ॥ মুনিগণ হর্ষমনে তাঁহারে পূজিল। ছতাশনে গোপগণে বরণ করিল॥ সকল দেবতাগণে করিল পূজন। ব্রাহ্মণে দক্ষিণা পরে দিলেন তথন॥ আনন্দেতে মগ্ন সবে কোলাহলময়। বান্তভাগু মহাকাণ্ড তদন্তরে রয়॥ বাজিল বিবিধ বাগ্য শ্রুতি মনোহর ১ শহাবাতা মহাশক হইল ফুন্দর॥ বাজিল বিজয় ঘণ্টা অতি ঘোর রবে। বেদপাঠ করে তথা মুনিগণ সবে॥

শুন কহি পরীক্ষিত অপূর্ব্ব কথন। তদস্তরে করি হরি মায়া বিস্তারণ॥ ছলিবারে গোপকুল অন্য মূর্ত্তি ধরি। পৰ্বত নিকটে তবে গেলেন শ্ৰীহরি॥ ক্ষণকাল পরে সেই মূর্ত্তি বাহিরিল। অকস্মাৎ পূজা স্থানে উপস্থিত হৈল। পূজার বিবিধ দ্রব্য করিল ভোঙ্গন। মিষ্টান্ন গুতান্ন যত নৈবেগ্য রচন॥ ত্ব্য় দধি আদি করি সন্দেশ মিঠাই। ভক্ষণ করিল তবে যা ছিল সে ঠাই॥ শ্রীহরি আনন্দ অতি হইয়ে তথন। নন্দ আদি গোপগণে কহিল বচন॥ দেখ দেখ গোপগণ দেখ বিভাষান। ঐ দেখ গিরি এবে হ'য়ে মৃর্ক্তিমান॥ খাইল পূজার দ্রব্য সহর্ষ অস্তরে। বর মাগি লহ পিতা ইহার গোচরে॥ হেনকালে সেই মূর্ত্তি কহিল সবারে। যে বর পাইতে ইচ্ছা মাগহ এবারে॥ মনোমত বর লহ যাহ। ইচ্ছা হয়। সেই বর দিব আমি কহিন্তু নিশ্চর॥ নন্দ কহে অশু বরে নাহি প্রয়োজন। দয়া করি দেহ বর দেব গোবর্দ্ধন ॥ অমুক্ষণ হরিপদে যেন মতি রয়। এই বর দেহ মোরে ওহে দ্যাময়॥ তথাস্ত বলিয়া হরি হৈল অন্তর্দ্ধান। ব্ৰজ্বাসী গোপ যত আনন্দে মগন॥ ব্ৰজপতি হৰ্ষমতি কুতাৰ্থ হইল। অনাথদিগকে দান করিতে লাগিল।। ভিক্ষুক দরিদ্র যত সবে পরিতোধে। সকলেতে গৃহে যায় মনের হরষে॥ রামকুষ্ণ সঙ্গে করি যত গোপগণ। নিজবাসে আনন্দেতে করিল গমন॥ क्षिक व्यापि यूनिश्य नकरन हिनन। দরিদ্র অনাথগণ নিজস্থানে গেল।

নন্দ যশোমতী সবে আনন্দ অন্তর।
ভাগবত কথা হয় স্থধার সাগর ॥
ভাগবত কথা যেই শুনে একমনে।
অন্তিমে গোলোকে যার চাপিয়া বিমানে॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশম করে ইক্রমণ
ভঙ্গ সমাপ্ত।

অপ একুঞ্চের গোবর্দ্ধন ধারণ। শুকদেব কহে রাজা শুন দিয়া মন। প্রবণে পবিত্র কথা পাপ বিমোচন॥ শচীপতি মহামতি সকলি ভানিল। প্রবণে আপন নিন্দা ক্রোধিত হইল। আপন পূজার ধ্বংস হেরি দেবরায়। হইল বিষম ক্রোধ শাস্তি নাহি হয়॥ ক্রমেতে অবশ অঙ্গ হৈল পুরন্দর। চারিদিকে নিরখেন আক্ষালি বিস্তর॥ রক্তবর্ণ হৈল চক্ষু যেন হুতাশন। হুক্কার করিয়া ইন্দ্র কহিল বচন॥ পাপমতি গোপজাতি ব্রজ্বাদী যত। অহস্কারে একেবারে হৈল জ্ঞান হত॥ ধনমদে মত্ত অতি হৈল সৰ্বজন। মম পূজা নাহি করে পূজে গোবর্দ্ধন॥ পুরুষে পুরুষে মোরে করিত পূজন। কুষ্ণের কথায় আজি করিল হেলন॥-শাসুষের বাক্যে আজ মোরে না পৃজিয়া। পর্বতে পূজিন সবে আমারে নিন্দিয়া॥ গো-পালন গোপজাতি তাহে বনচারী। কুষ্ণের কথায় সবে হৈল অহঙ্কারী॥ কুষ্ণের আশ্রয় করি যত গোপজন। আমারে করিলা হেলা তুরাশয়গণ॥ গোপকুল মাঝে কৰ্ত্তা এবে নীলমণি। নারদের মুখে সব শুনিয়াছি বাণী॥ সহজে গোৱালা জাতি কিবা জানে তত্ত্ব। তারা কি জানিবে বল আমার মহত।।

হেরি একি গোয়ালার বুদ্ধি চসৎকার। পর্বত পূজিয়া হবে ভবসিন্ধ পার॥ বালকের বাক্যে তারা ভুলিল আমায়। আমারে অবজ্ঞা করে শিশুর কথায়॥ নন্দের কুমার সেই হয় অল্পমতি। তার বাক্যে অনাদর করিল সম্প্রতি॥ এখনি করিব আমি হত গোপগণে। নিশ্চয় বলিফু দেখি রাখে কোনজনে॥ করিব সে ব্রজপুর আমি ভারখার। রাখুক তথন সেই নন্দের কুমার॥ এত কহি দেবরাজ ঘূর্ণিত নয়নে। ক্রোধভরে ভাকে তবে যত মেঘগণে॥ (১) সঙ্গে করি মেঘগণে লইয়া তখন। ডুবাইতে ব্রজভূমি করিল গমন॥ মেবগণ প্রতি ইন্দ্র অনুমতি করে। ওহে মেঘগণ শুন বচন সহরে॥ এই ব্রজমাঝে বারি কর বরিষণ। শেন এক প্রাণী হেখা না পায় জীবন॥ যতেক গোৱালা আর ধেন্তু বংস বত। একবারে স্বাকারে কর শীঘ্র হত॥ প্রন সহিত আছে। কর্হ পালন। ইহার অন্যথা যেন না হয় কখন॥ ধন গৰ্কে মত্ত স্বে যত গোপগণ। অহঙ্কার চুর্ণ কর করি বরিনণ। প্রলয়ের মত বারি বরিষণ কর। যতেক গোপের শিশু সকলে সংহার॥ বিনাশ করহ যত আছে গোপালয়। নতুবা হইবে কিসে জ্ঞানের উদয়॥ দেবরাজ আজ্ঞা পেয়ে যত মেবগণ। অন্ধকার করি ব্রেজে ধাইল তখন॥ ঘনঘনা ঘন শব্দ করে ভয়ঙ্কর। চঞ্চলা চপলা তাহে শোভিল ফুন্দর॥

১। ১ ঝাবর্ত্ত, ২ সম্বর্ত্ত, ও দ্রোণ, ৪ পুছর এই চারিজাভি মেঘকে ইন্দ্র আহ্বান করিয়াছিলেন।

বিপরীত বেগে বহে ছুরম্ভ পবন। ভয়ক্কর মেঘে করে বিষম গর্জ্জন ॥ এইরপে মেদ যত হুক্কার ছাড়িল। ব্রজমাঝে বিপরীত বারি বরিষিল॥ বহে হৃবিষম বায়ু করি ঘোর রব। তাহে ঘর বাড়ী রক্ষ পতিত যে সব॥ ভরক্ষর শকে বায়ু হয় বহমান। বড় বড় রক্ষ সব হইল পতন॥ যোরনাদে অশনি যে পড়িতে লাগিল। শিলার্ষ্টি ঘন ঘন কতই হইল ॥ মেঘে আচ্ছাদিত ব্ৰব্ধ ঘোর অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ যেন হানিছে ঝক্কার। ঘোরনাদে মহাশব্দে বারি বরিষণ। তাহাতে বিষম হয় জলদ গৰ্জন ॥ পর্ব্বত শিখর খদে প্রবন বাতাদে। কত যে মরিল পক্ষী মেঘের তরাসে॥ ভাসিল গোকুল জলে প্রলয়ের প্রায়। দৃশ্য নাহি হয় দিনে অন্ধকারময়॥ শীতবাতে গোপ মত কাঁপিতে লাগিল। গোপ গোপিগণে সবে চিন্তিত হইল। ব্ৰজপতি ভাঁতগতি ইইল তখন ! কম্পিত হইল নক্ষ শুনিয়াগৰ্জন ॥ এইরূপে ব্রজ্মাঝে প্রমার্দ পড়িল। যত গোপ গোপিগণ একত্র হইল। সবে বলে একি দায় হইল ঘটন। অকস্মাৎ কেন হেন দৈব বিভূম্বন ॥ শুনিয়া শিশুর কথা বিপাকে পডিম্ব। গোবৰ্দ্ধন পূজা করি কি কাজ করিসু॥ কি করি এখন আমি না দেখি উপায়। সকাতরে নন্দ্রোষ করে যশোদায়॥ বিষম বিপদ একে হয় দরশন। কেন হেন ঝড় বৃষ্টি না জানি কারণ॥ শীতেতে কম্পিত তমু হইল বিকল। উন্ধাপাত শিলারষ্টি একি অমঙ্গল॥

জীমদ্ৰাগৰত।

কি করি উপায় এবে কহ যশোমতী। রামকৃষ্ণ ল'য়ে তুমি পালাও সম্প্রতি॥ পালাও বালক ল'য়ে আমার কথায়। নতুবা সবার প্রাণ যাইবে নিশ্চয়॥ এদিকে গোকুলবাসী হয়ে সকাতর। সম্বনে কম্পিত সবে চিস্তিত অন্তর ॥ আপন আপন শিশু বক্ষেতে করিয়া। বেগে ধায় সকলেতে গাত্র আচ্ছাদিয়া॥ ক্রন্দন করিয়া সবে নন্দের আগার। উর্দ্ধাদে ধায় তবে যত ব্রজেশ্বর॥ ভতে নন্দ একি মন্দ ঘটিল এখন। বিপাকে বিষম দায় যায় হে জীবন॥ তোমা ছাডা মোরা আর নাহি জানি আন। এ ঘোর বিপদে এবে কর পরিত্রাণ॥ ইন্দ্র যজ্ঞ নক্ট করে তোমার নন্দন। তাহে দেবরাজ করে এত বিভূম্বন॥ শুনি বাণী নন্দঘোষ শক্তিত হইল। করযোড়ে ইন্দ্র প্রতি স্তব আরম্ভিল। (১) স্থরপতি তুমি গতি অধম জনার। অবোধ নাহিক বোধ আমার কুমার॥ ক্ষম দোষ ছাড়ি রোষ ওখে শচীপতি। কুপা কর হুরেশ্বর অগতির গতি॥ না জানি তোমায় দৈব নিশ্দিল নন্দন। মোরে ক্ষমা করি রক্ষা কর গোপগণ॥ সহস্রাক্ষ কুপাদৃষ্টি করহ সকলে। এখন করিব পূজা মিলি গোপকুলে॥ এইরূপে স্তবে নন্দ যোড করি কর। দেবরাজে স্থতি করে বিবিধ প্রকার ॥ সকলেতে ইন্দ্র নামে (২) করিছে স্তবন। হেনকালে কৃষ্ণ আসি কহিছে তথন॥

১। মতান্তরে নক আদি গোণগণ দেবরাকের তবে করিয়া ঐক্কের শরণাপল হয়। এইয়পে বিশিত আতে। - কার স্তব কর পিতা অক্রানের মত। কেন রুথা শোকাকুল কেন রুথা ভীত॥ কার স্তুতি কর পিতা সম্মুখে আমার। গোপকুল বধে ইন্দ্র সাধ্য কি তাহার॥ কি ছার সে দেবরাজ তারে কিবা ভয়। কটাক্ষেতে শত ইন্দ্র হ'তে পারে ক্ষয়॥ পূজা নাশে ক্রোধ তার উদয় অন্তরে। দেখ পিতা দেবরাজ কি করিতে পারে॥ শুন ব্ৰঙ্গপতি তব নাহি কিছ ভয়। দেখিব সে দেবরাজ হ'তে কিবা হয়॥ মুদ্মতি দেবপতি কিছুই না জানে। ঝড় রৃষ্টি করি পীড়ে ব্রজবাসিগণে॥ আমি নথা আছি তথা কি করিতে পারে। ইচ্ছের মহত্ব যত জানিবে সত্বরে॥ শুন মহারাজ শীঘ্র পাবে অব্যাহতি। এইরূপ কহে কুষ্ণ নন্দঘোষ প্রতি॥ ব্রজবাসিগণ সবে-সভয় অন্তর। মনে মনে জনাৰ্দনে ডাকে নিবস্তৱ ॥ নন্দ অতি ভীতমতি ইন্দ্রে স্তব করে। হেনকালে জনার্দন কহিল তাহারে॥

২। নন্দ গোপ নিহাস্ত ভীত হট্র। দেব-রাজের অটবিংশতি নাম উচ্চারণ পূর্কক তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। এই ছানে ক্রমাধ্বরে সেই সকলনামনিয়ে লিখিত হট্ল। বণা—

১ স্থবপতি, ২ ইক্স. ৩ সহস্রলোচন, ৪ ভগাক্ষেয়, ৫ শতক্রত্, ৬ বিড়োজ, ৭ মরুবন,
৮ কশুপাস্মজ, ১ শচীপতি, ১০ জ্যবজ্জনক,
১১ বক্সবাহ, ১২ কামদেববন্ধ, ১৩ বাসব, ১৪ বিষ্ণু,
১৫ দৈত্যারি, ১৬ পুরন্ধর, ১৭ দিবস্পতি,
১৮ তুর্বাই, ১৯ আখগুল, ২০ মঘবন, ২১ শেখর্যি,
২২ জন্ততেদি, ২৩ স্থর্বণ, ২৪ জ্কব্যন, ২৫ বলারাতি,
২৬ নিরদ্বাহন, ২৭ বৃত্তারি, ২৮ হ্রিহর ।

শ্রীহরি বলেন পিতা ভাত কি কারণ। কাহারে বা কর স্তব বল বিবরণ॥ কেবা সেই দেবরাজ কারে কর ভয়। অকারণ কার স্থতি কর মহাশয়॥ কোথাকার ইন্দ্র সেই কিবা শক্তি তার। কেন রুথা আরাধনা কত বার বার॥ যাঁহার করিলে পূজা সে হবে সহায়। এ মহাবিপদে সেই রাখিবে স্বায়॥ ধেন্ম আদি শিশু আর যত গোপগণ। পর্বত গহবরে সবে প্রবেশ এখন॥ শিলা রষ্টি উল্কাপাত কি করিতে পারে। এত বলি গোবৰ্দ্ধন ধরে বাম করে॥ পর্বত ধরিয়া হরি তখন টানিল। একেবারে শৈলবরে উপরে তুলিল। উপাডিয়া ছত্রাকারে করিল ধারণ। বালকেরা খেলে ছত্র লইয়া যেসন॥ সেই মতে হরি ধরি গিরি গোবর্দ্ধনে। কহিতে লাগিল কত কথা গোপগণে॥ আমার বচন শুন তোমরা সকলে। পর্বত গহনরে রবে সবে কুতুহলে॥ ধেমু বংস সহ সবে প্রবেশ ভিতরে। শিশুগণ সহ রহ নির্ভয় অন্তরে ॥ গোপ গোপী আদি সবে ধেকু বংস যত। সকলেরে পর্বতেতে করিল আরত॥ নির্ভয়ে সকলে রয় পর্বত গুহায়। তথন সে দেবরাজ ভাবে মহাদায়॥ ক্রোধিত হইরে তবে ডাকি মেবগণে। আক্ত। দিল সেইক্ষণে ঘোর বরিষণে ॥ মেঘগণ অনুক্রণ করে বরিমণ। ঘন ঘন উল্কাপাত বিকট গৰ্জন ॥ মেঘেতে আরত হর দিবাকর কর। মহা অন্ধকার হয় গোকুল নগর॥ বিষম গর্জনে মেঘ বরিষণ করে। গোপগণ আছে সব গুহার ভিতরে॥

প্রবল পবন বহে দৃষ্য ভয়ঙ্কর। তৃণ মাত্র নাহি রহে নগর ভিতর॥ বড় বড় গাছ সব পড়িল ভুতলে। এইরূপে ইন্দ্র কার্য্য করে কুতৃহলে॥ দেখিল সে গোপগণ কিছু না হইল। ক্রোধে গিরিপরে তবে বজ্র নিপাতিল। ঘন ঘন করে ইন্দ্র বজ্র বরিষণ। চুরমার হয় বজ্র হইয়ে প্তন। সাত দিন সাত রাত এরূপ হইল। দরশনে গোপগণ ভাবিতে লাগিল॥ কম্পিত হইল যত ব্ৰজবাদিগণ। গোপিনী যতেক কুষ্ণে করে নিরীক্ষণ॥ চিত্র পুত্রলির মত কৃষ্ণ মুখ হেরে। মুখশশী স্লান হেরি কাতর অন্তরে॥ দেখ দখি কৃষ্ণ মুখ মলিন হইল। ছের স্থি চাঁদ মুখে ঘর্ম্ম নিঃস্রিল॥ স্থিরা রাধারে চাহি কহিছে তথন। তোরে হেরি নন্দস্তত ঘামিল এখন॥ গোকুলে গোপের কুলে জীবন রাখিতে। যে গোবিন্দ গোবৰ্দ্ধন ধরিলেন হাতে॥ দেখ সখি কি অদ্ভুত হয় দরশন। বামকরে গিরি ধরে যেই মহাজন॥ সামান্ত পর্বত দেখি সে জন ঘামিল। একি অপরূপ দেখি কি দায় ঘটিল॥ শ্রীরাগার কুচগিরি করি দরশন। ঐ দেখ কালশৰী হ'তেছে কম্পন। কুষ্ণ মুখ হেরি গোপী আনন্দ হৃদয়। পাওয়াইতে ক্ষীর নানা বাঞ্চা মনে হয়॥ পর্বত ধরিয়া কৃষ্ণ হ'তেছে কাতর।. ক্ষুধাতে মলিন হৈল বদন স্তব্দর॥ নন্দ যশোমতী দোঁছে আকুল হইল। শিশুগণ সখ্যভাবে তথায় রহিল॥ \* এইরূপে ব্রজবাদী गত গোপগণ। যার যেই ভাবে সবে চিস্তিত তগন॥

ব্ৰজ্বাসিগণে কৃষ্ণ হেরিয়া চিস্তিত। মধুর বচনে তবে কছে সমূচিত। রথা চিন্তা কেন কর গোপ গোপিগণ। আমার কারণে চিন্তা কিবা প্রয়োজন। নির্ভয় হইয়া রহ পর্বত গুহার। পড়িবে না এই গিরি জানিও নিশ্চয়॥ ক্ষুধায় ভৃষণায় সবে আকুল অন্তর। তাহাতে চঞ্চল মম মন নিরস্তর॥ ছঃখ শেষ হইয়াছে জানিবে নি-চয়। এক রাত্র মাত্র শেষ বাক্রা আর রয়॥ কল্য প্রাতে সকলেতে পাবে পরিত্রাণ। নিশ্চয় জানিও সবে ছঃখ অবসান ॥ আশাদ করিয়া তবে শ্রীরুষ্ণ তখন। সপ্ত দিবা রাত্র ধরে গিরি গোবর্দ্ধন ॥ এক পদ না টলিল রহে সমভাবে। অস্তরেতে পুরন্দর চিস্তিলেন তবে॥ না পারি বুঝিতে কিছু কারণ ইহার। বরিষণ কৈন্দু শেষে যত জলাধার॥ সাত দিন সাত রাত করি বরিষণ। জলধীর যত জল ফুরায় এখন॥ এত জল বরিষণ গোকুলে হইল। বিন্দুমাত্র জল নাই কোথায় রহিল। এত জল কোথা গেল না জানি কারণ। উপায় না পাই কিছু ভাবিতে এখন॥ মন গৰ্বৰ নাশ হবে জেনেছি নিশ্চয়। যোগেতে জানিল ইক্ত তবে সমুদয়॥ অকস্মাৎ যোগ চিন্তা করিল যখন। **ठांत्रिफिटक कृष्ण्यय कटत मत्रश्रम ॥** যে দিকে ফিরায় আঁথি রূপ মনোহর। মবীন নীরদ রূপ দেখে পীতান্বর॥ করেতে মোহন বাঁশী মোহন যুরতি। চারিদিকে নবঘন হেরে স্থরপতি॥ মোহিত হইয়া ইন্দ্র ভাবে সনে মনে। অস্তরে হেরিল সেই রূপ নবগনে॥

ञ्चविमन ऋभवाभि भामन वत्र।। শিরে গুঞ্জমালা তাহে চূড়ার বেফ্টন॥ শিখিপুচ্ছ সম্বলিত শোভিত স্থন্দর। বনমালা শোভে গলে অতি মনোহর॥ কৌস্বভ রতনে বক্ষঃ প্রভা সমূজ্বল। মালতীর নালা তাহে করিছে উচ্ছল॥ নূপুরে শোভিত পদ মনোহর তায়। রতন ভূষিত অঙ্গ দেখে স্তররায়॥ মোহন মুরলীধারী নন্দের নন্দন। অন্তরে বাহিরে ইন্দ্র করে দরশন॥ দেখিল যে দয়াময় গোপ কুলোদ্ভব। গোপরূপে গোকুলেতে জন্মে শ্রীমাধব॥ তথনি দে স্থরপতি যে।ডুকর করি। স্তব করে ভক্তিভাবে অন্তরে শিহরি॥ ওছে রমাপতি তুমি দেব জনার্দ্দন। না জেনে ক'রেছি আমি এত বিভূম্বন॥ তোমার আজ্ঞাতে আমি দেব স্তরেশ্বর। ক্ষম অপরাধ প্রভূ জগৎ ঈশ্বর॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি মূলাধার। স্ক্রন পালন দেব আজ্ঞায় তোমার॥ ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ তব অংশে হয়। অনাদি অনন্ত ভূমি সবার আশ্রয়॥ পরব্রহ্ম পরাৎপর ওহে যত্নপতি। রাধিকারমণ হরি তুমি সর্ববগতি॥ স্ষষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুনি সে কারণ। তোমাতে উৎপত্তি হয় যত দেবগণ॥ যুগে যুগে ভুমি হরি হও অবতার। তোগা হ'তে হয় কত অসুর সংহার॥ অবনীর ভার করিবারে নিবারণ। কতবার কতরূপে কর আগমন। কভু শেতকায় প্রভু কভু বর্ণ পীত। কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণরূপ কভু বা লোহিত। কভু কুর্মা কভু মংস্থারূপ তুমি ধর। বরাই হইয়ে দন্তে অবর্না উদ্ধার॥

নরসিংহ রূপ হরি করিলে ধারণ। বলিরে ছলিলে রূপ হইয়ে বামন ॥ এইরূপে হ'লে দেব কত অবতার। এবে কৃষ্ণরূপে হরি ব্রজেতে প্রচার॥ যশোদা-নন্দন এবে এ ব্ৰজ মাঝেতে। পূর্ণতম পরব্রহ্ম তুমি গোকুলেতে॥ মোহন মুরতি হরি করেছ ধারণ। মোহন বাঁশরী করে গোপিকা-মোহন॥ রাধাসহ অনুক্ষণ কেলি হুখে রত। গোপাঙ্গনা কুল সদা তোমাতে মোহিত। রাধাপতি জীব গতি গোপিকামোহন। রাধা মনোহর হরি জীবের জীবন। তত্ত্বময় তত্ত্ব তব কহিতে কে পারে। বীণাপাণি তব গুণ বর্ণিবারে নারে॥ পঞ্চানন পঞ্চাননে অশক্ত যে হয়। গণপতি যোগ অন্তে কিছু নাহি পায়॥ সিদ্ধ যোগিগণ হয় তব যোগে রত। ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ না পাই কিঞ্ছিৎ॥ আমি কি করিব স্তব ওহে চক্রপাণি। হীন মতি আমি অতি কিছুই না জানি॥ না জানি তোমারে হরি করেছি এমন। ক্ষম দোষ যত রোষ গোপিকা-মোহন॥ এইরূপে কত স্তব করে স্থরপতি। স্তবেতে সম্ভুক্ট তবে হইল শ্রীপতি॥ দেবরাজে দয়া তবে শ্রীহরি করিল। আপন নিকটে ইন্দ্রে তথনি আনিল॥ দেবরাজে জনার্দন দয়া করি তবে। আপন আবাদে পাঠাইলেন বাস্কুব। আনন্দ অস্তরে ইন্দ্র গেল নিজালয়। ঝড় রৃষ্টি উল্কাপাত আর নাহি হয়॥ দিবাকর কর তাহে হয় স্বপ্রকাশ। একেবারে অন্ধকার হইল বিনাশ। তবে গোপগণে কহে নন্দের ন<del>ক্ষ</del>। ভয় না করিও আর শুন সর্বজন ॥

পর্বত গহার হ'তে সবে বাহিরাও। পুত্র কন্সা ল'য়ে এবে নিজ বাসে যাও॥ আর নাহি হবে ঝড় বারি বরিষণ। যাও সবে নিজ বাসে লইয়া গোধন॥ ক্লুবেঙর বচনে সবে সানন্দ হইল। ত্যজি ভয় সকলেতে বাহিরে আইল॥ সূর্য্যের প্রকাশ তথা দেখে সর্বজন। জলমাত্র নাহি শুষ্ক গোকুল তখন। সকলে আনন্দ মনে নিজ গুহে ধায়। যেমতে আছিল পূর্বের সেইমত রয়॥ পরে হরি মনে মনে হ'য়ে আনন্দিত। যথাস্থানে গোবৰ্দ্ধনে করিল স্থাপিত। কত লীলা করে হরি দেখি গোপগণ। নিময় আনন্দ নীরে সবিস্ময়ে মন॥ কুষ্ণে আলিঙ্গন করে আনন্দ অন্তরে। ব্রদ্ধ গোয়ালা তবে আশীর্কাদ করে॥ যশোদা রোহিণী প্রেমে কুষ্ণে কোলে নিল। খন খন চুম্ব তার চাঁদমুখে দিল।। বলরাম আসি কুষ্ণে দেয় আলিপ্সন। আশীর্কাদ করে আসি আর কতজন॥ কেহ বলে কৃষ্ণ হ'তে পাই পরিত্রাণ। সকলে আসিয়ে করে মঙ্গল বিধান॥ এইরূপ করি যত ব্রজবাসিগণ। স্বর্গে হ্ররপতি করে পুষ্প বরিষণ। দেবগণ করে স্ত্রতি আনন্দ মনেতে। নাচে গায় মহানন্দে গন্ধৰ্বগণেতে॥ আশীৰ্ববাদ কৰে যত সিদ্ধ ঋষিগণ। নারদ সে কৃষ্ণগুণ গান অফুক্ষণ॥ গিরিধারী বলি নাম হয় অভিধান। (১) অবিরত কুষ্ণগুণ গায় গোপগণ॥ শুদ্ধানে এক প্রাণে শুনে গেইজন। ভব ছুঃখ দুরে যায় পাপ বিমোচন ॥

১। অভিগান শকের অর্থ নাম।

ভাগবত কথা হয় স্থানিধি প্রায়।
দাস ভাষে মহানদ্দে মাতি কৃষ্ণ পায় "
ইতি শ্রীণদ্বাগবতে দশমস্বদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের
গোবদ্ধন ধারণ স্থায়।

क्रा श्रीकृतकत अस्तिक। শুকদের কছে শুন গুছে নূপবর। কহি পুরাতন কথা শ্রবণে হুন্দর॥ গোবৰ্জন ধরি রাখে যত গোপগণে। দেবরাজ মহাভীত ভাবে মনে মনে॥ গোকুলে আইল ইন্দ্র স্থরভি সহিতে। স্তরপতি করে গতি স্বরগ হইতে॥ যথোক্ত সময় ইন্দ্র উপনীত হয়। क्ररक्षत्र निकरि व्यारम मलञ्ज रूपरा॥ অফ্টাঙ্গ লোটায়ে ইন্দ্র প্রণতি করিল। যোড়হাতে ক্লম্ম প্রতি বিনয়ে কহিল॥ মাথার কিরীট রাখি ক্লফের চরণে। মহাভয়ে ভীত ইন্দ্ৰ হইল আপনে॥ করে স্তুতি শচীপতি হ'য়ে কুতাঞ্জলি। ক্ষম দোষ ত্যুক্ত রোম ওছে বনমালী॥ অপরাধ কর ক্যা দেব নারায়ণ। বিশুদ্ধ পরম আজা পরম কারণ॥ সর্বব্যয় সর্বাশ্রয় সর্বব গুণাকর। সবাকার পতি হরি দেব সর্বেশ্বর॥ মায়াময় তব মায়। জানিতে কে পারে। কে জানে ভোমারে দেব বল এ সংসারে॥ কুপাময় কর কুপা আমারে এখন। তোমাকে সংগারে এই জানে সর্বজন॥ চুষ্টের দমন হেতু কত অবতার। তব সায়া হেডু এই জগৎ সংসার॥ অধর্ম বিনাশ কর ভুমি দয়াময়। ধর্ম্মরকা হেতু তুমি দেবের আ≌ায়॥ জাসার করহ দণ্ড যে হয় বিহিত। ্তোসার স্থজিত আমি তোসারি আভ্রিত॥ জগতের পিতা হরি জগতের সার। সকলের গুরু তুমি করুণা সাগর॥ <u>प्रक्रात्मात्र को नक्षात्र कि विनामन।</u> দীনে দয়া কন্ধ হরি দেব নারায়ণ॥ ভক্তাধীন হেতু তৃমি নানা মায়া ধর। তুর্ম্মতি জনেরে নাথ দণ্ড অনিবার॥ পূরাও সতত তুমি ভক্তের বাসনা।" মায়াতে মানুষরূপে করিলে ছলনা ॥ দর্পিত জনের দর্প হর নারায়ণ। ভক্ত বশীভূত তুমি ভক্ত জীবন॥ আমি অজ্ঞ তুরাশয় কিছু না জানিসু। না জানি তোমারে হরি কতই কহিন্তু॥ এবে দণ্ড দাও মোরে দেব জনার্দন। তা হ'তে হইবে সম পাপ বিমোচন॥ তব দত্ত ঐশর্যোতে মত্ত অনিবার। কহিন্তু অকথ্য কত আমি গুরাচার॥ করিয়াছি অপরাধ আমি তব পায়। এখন রাখহ মোরে ওছে দ্যাময়॥ তব পাদপদ্ম বিনা নাহি মোর গতি। এখন প্রসন্ন তুমি হও যতুপতি॥ মম সম জুরাচার না রহে সংসারে। সেইরূপ দণ্ড দেব দাওহে আমারে॥ व्यात त्यन नाहि कृति ও ताक्र। हत्व। হেন কূপা কর মোরে ভকত-রঞ্জন॥ হরিতে অবনী ভার তব অবতার। সাধুজনে রক্ষ হরি অহুরে সংহার॥ প্রকৃত তোমার ভক্ত হয় যেইজন। কভু না বিশ্বত হয় তোমার চরণ॥ নমো নারায়ণ হরি যশোদা নন্দন। নমো নমো ভগবান পর্য কারণ।। নমে। নমে। পরম পুরুষ সনাতন। নমো নমো মহাকার ছুফ্টের দমন॥ দেবকী-তনয় হরি দৈত্যকুল-অরি। যশোলা জীবন ভুমি মুকুন্দ মুরারি॥

নমো নমো যতুনার্থ যাদব কুমার। নমঃ স্বেচ্ছাময় হরি জগতের সার॥ নমো নমো জ্ঞানরূপী ভূমি ভগবান। আগ্নারূপে সর্ব্বভূতে তুমি অধিষ্ঠান॥ বিশ্বজীব বিশ্বরূপী বিশ্বের ঈশ্বর। অনাথ জনার গতি কুপার দাগর॥ অহঙ্কারে মহামত্ত আমি তুরাশয়। গোকুল নাশিতে তাই বাসনা যে হয়॥ করিলাম অপরাধ তোমার চরণে। এখন রাখহ নাথ এ অধ্য জনে॥ অহঙ্কার চুর্ণ হৈল আশা হৈল হত। এখন ও রাঙ্গা পদে আমি অমুগত॥ পাদপল্মে প্রাণ আমি করিন্তু অর্পণ। তোমার উচিত যাহা করহ এখন॥ দেবেন্দ্রের বাক্য শুনি যশোদা কুমার। জলদ গম্ভীর স্বরে দিলেন উত্তর॥ শুন কহি পুরন্দর বচন এখন। ঈষং হাসিয়ে কহে দেব জনাৰ্দন॥ মনে না ভাবিও ছঃখ ওছে পুরন্দর। নে কারণে যজ্ঞ ভঙ্গ শুনহ উত্তর॥ গে হেতু করিকু আমি তব যজ্ঞ নাশ। স্থাবের কারণ তাহা করহ বিশাস॥ ধনমদে অহঙ্কারে মত্ত অবিরত। অভিমানে যেইজন থাকয়ে সতত॥ বিষম বিষয় ভোগে মোরে ভুলে যায়। তাদের দ্যনকারী জানিহ আমায়॥ দর্পহারী নাম মম শুন শচীপতি। আমা হ'তে দৰ্পচুৰ্ণ জানিও সম্প্ৰতি॥ ধন্মদে মত্ত হ'য়ে অন্ধ্র সম হয়। পরকাল নাহি দেখে গেই তুরাশয়॥ তাহারে আমি হে করি নিশ্চয় দমন। দিব্যজ্ঞান লভে তবে সেই মূঢ়জন॥ শুন কহি দেবরাজ আমার বচন। দৰ্বৰ মতে স্থা হয় লভে দে কল্যান॥

ইছকাল পরকাল শুভ হয় তার। এই মন অনুগ্রহ দণ্ডের আকার॥ অতএব হুঃখ কিছু না ভাব অন্তরে। সানন্দ হইয়া এবে যাহ তুমি ঘরে॥ স্থরপতি মম প্রতি রেখ' সদা মন। কভু তুমি মন আজ্ঞানাকর লজ্মন॥ মম আজ্ঞানিরস্তর পালন করিবে। নিজ রাজ্য শান্তভাবে সতত শাসিবে॥ অহস্কার পরিহরি থাকিবে নিয়ত। করিবে সকল কর্ম্ম মম অভিমত ॥ তাহাতে আমার দয়া তোমায় থাকিবে। আমার রূপায় তব কুশল হইবে॥ কোথাও না কভু তব হবে অমঙ্গল। কহিলাম সার কথা বুঝহ সকল॥ এইরূপে দেবরাজে আখাসি তথন। অপরাধ যত তার করিল মার্জ্জন॥ দেবরাজ যেই মূখে নিব্দে জনাৰ্দ্দনে। নাশিতে উন্মত হৈন যত গোপগণে॥ ক্ষমিল সকল দোষ জগত ঈশর। আঝাসি কহিল পুনঃ সানন্দ অন্তর॥ কুপাসিল্ধ কুপাময় দেব নারায়ণ। মনে নাহি করে কিছু ইন্দ্র অপমান। পরম কারণ সেই জগত আশ্রয়। ভক্ত অপরাধ হরি কভু নাহি লয়॥ অত্যল্ল ভজনে তুক্ট রহে সর্বাক্ষণ। क्रेश्वरतत छन याहा ना याग्र वर्गन ॥ অতঃপর শুন রাজ। পূর্বের কাহিনী। স্তরভি আইল পরে করি যোড়পাণি॥ কুষ্ণের চরণ বলে আনন্দ অন্তরে। মুত্রভানে স্তব করে বিবিধ প্রকারে॥ ওছে যোগেশ্বর মহাযোগী সর্ব্বাশ্রয়। বিশ্ব আত্মা বিশ্বনাপ ওছে দয়াময়॥ পরম দেবতা ভুমি পরম কারণ। জগত উদ্ধার তরে তোমার জনম॥

গোবর্দ্ধনধারী হরি জগতের পতি। কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে মহামতি॥ ভব স্থানে এক্ষা মোরে পাঠায় যতনে। দেৰরাজ সহ দৃষ্টি করিত্ব চরণে॥ অবতীর্ণ হ'য়ে হরি গোবর্দ্ধনোপরে। মহাভারে উদ্ধারিলে এই অবনীরে॥ এত বলি হুরভি সে আপনার ক্ষীরে। একত্র করিয়া দিল মন্দাকিনী নীরে॥ (১) সাগরের জল আনি মিশায় তথন। আইল অনেক তথা সিদ্ধ ঋষিগণ॥ স্থুর ঋষিগণ সবে একত্র হইল। সবে মিলি কৃষ্ণ অঙ্গ ধৌত যে করিল। কুবের বরুণ আদি অন্ট লোকপালে। অভিষেক করে কুনেঃ সমুদ্রের (২) জলে॥ সাবন্দ অন্তরে সবে অভিযেক করে। প্রীগোবিন্দ বলি নাম হৈল তদন্তরে॥ নারদ আনন্দ মনে কৃষ্ণগুণ গায়। স্তরনারীগণে নাচে আনন্দ হৃদয়॥ স্থুরগণ বিধিমতে করিল স্তবন। মহানদ্দে করে সবে পুষ্প বরিষণ॥ পাইল পরম হুখ সকলে তখন। স্থাভির ছথে সব হইল মগন ॥ সেই ক্ষীরে ক্ষিতিতলে সবে ক্ষারবতী। নানা রদযুক্ত জল ধরিলেন ক্ষিতি॥ অভিষেক করে ইন্দ্র শ্রীক্বফে তথন। স্থরভি সহিত বন্দে গোবিন্দ-চরণ॥ পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে দেব যত্নপতি। ক্ষা আজ্ঞা ল'য়ে সবে করিলেন গতি॥

১। স্বর্গদা।

২। সপ্ত সমুদ্রের জল — ১ ক্ষীরসমুদ্র, ২ দ্ধি সমুদ্র, ১ লংগ সমুদ্র, ৪ ইক্ষ্সমূদ্র, ৫ গ্রন্থসমূদ্র, ও ক্রা সমুদ্র, ৭ যব সমুদ্র। দেবগণ সহ ইন্দ্র করিল গমন। মহানদেদ দাস ভাষে কৃষ্ণপদে মন॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্তর কৃষ্ণ অভিষেক সমাপ্ত।

व्यन वज्न क हुक मन्त इतन। শুকদেব কহে রাজা শুন অতঃপর। হরিকথা স্থাসম ভাবণে স্তন্দর॥ পরম কারণ সেই শ্রীনন্দনন্দন। গোপরূপে লীলা করে পুণ্য বুন্দাবন॥ একদিন নন্দগোপ একাদশী করি। নাহি খায় অন্ন জল আছে অনাহারী॥ ব্রত আদি উপবাস বাঁহার কারণ। যাঁর লাগি করে লোকে ব্রত আচরণ॥ তার ঘরে আছে সেই অথিলের পতি। গোপ অবতারে বিষ্ণু স্বয়ং জগৎপতি॥ তথাপি ধাৰ্ম্মিক জনে উচিত যে হয়। ধর্ম আচরণ করি লোকেরে শিথায়॥ ধর্ম্মে মতি ব্রঙ্গপতি উপবাস করি। ত্রত তরে নন্দগোপ আছে অনাহারী॥ উপবাদে তকুক্ষীণ অৰ্দ্ধৱাত্ৰ হ'লে। তৃষ্ণায় আকুল নন্দ হইল সে কালে॥ আকুল হইয়া তবে আহুরি (১) সময়ে। সরোবরে যায় নন্দ স্নানের আশয়ে॥ পূজি জনাৰ্দ্ধনে তথা নানা উপচারে। আনন্দে চলিল সেই যমুনার তীরে॥ ব্রঙ্গপতি করে গতি কালিন্দীর জলে॥ স্নান দান করে তথা মহা কুভূহলে॥ স্নান অবসানে নন্দ আরম্ভে তর্পণ। একাদশী শেষকালে আনন্দিত মন॥

>। আহুরি সময়-- অর্দ্ধরাত সময়কে আহুরি সময় কছে।

দ্বাদশী উদয় হৈল একাদশী গতে। সন্ধ্যাদি তর্পণ করে নন্দ একচিতে॥ হেনকালে বরুণ সে জল অধিপতি। মনে মনে বিচারিলা শুন মহামতি॥ নিজ চরগণে তবে ভাকিয়া সহরে। কহিতে লাগিল সবে আনন্দ অন্তরে॥ শুন কহি দৃত সবে আমার বচন। कालिकी श्रीलटन नीय कत्रह शमन॥ আন্তরি সময়ে নন্দ স্নান করে তথা। শীঘ্র করি তারে সবে আনি দেহ হেথা তাহার গৃহেতে আছে অখিল ঈশ্বর। গোকুলে গোপের কুলে পূর্ণ অবতার। জগতের গুরু আজ যাঁহার নন্দন। তাঁরে এই স্থানে শীঘ্র আনহ এখন॥ যদি সেই মহামতি আসে এ আলয়। এ গৃহ পবিত্র তবে জানিবে নিশ্চয়॥ মনের বাসনা পূর্ণ কহিব কি আর। মম আজ্ঞামত কার্য্য করহ সত্রর॥ পিতার কারণে পুত্র কাতর হইবে। ঘরে বসি মনোবাঞ্চা পূর্ণ হবে তবে॥ নাকর বিলম্ব আর যাও শীঘ্র করি। অধমের গ্রহে তবে আদিবেন হরি॥ ঘরে বসি পাবে সবে কৃষ্ণ দরশন। পূর্ণ হবে মনোরথ জুড়াবে নয়ন॥ জলেশর আজ্ঞা পেয়ে যত ভতাগণ। व्यानत्म हिलल मर्व नत्मत्र कात्र्य ॥ সকলে ধাইল যথা নন্দ স্নান করে। আঁখি মুদি গোপপতি ভাবে ভবেশ্বরে। ছেনকালে আসি জলপতি চরগা। **আনন্দ অন্তরে নন্দে করিল হরণ॥** বরুণ আলয়ে দবে নিল ব্রজপতি। সাদরে বরুণ নন্দে করিল প্রণতি॥ আদর করিয়া তবে নিজ পুরে লয়। রত্ন-সিংহাসনোপরে তথনি বদার॥

মৃত্রভাষে জলেশ্বর কহিছে তথন। পবিত্র হইল গৃহ জানিফু এখন॥ এদিকে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কথন। ক্রানেতে বিলম্ব হেরি যত গোপগণ॥ চিন্তিত অন্তরে সবে করে অন্বেমণ। একেবারে শোক নারে হইল মগন।। যমুনার তাঁরে তাঁরে সকলে খুঁজিল। বহু স্থান অন্তেষিয়া কোথা না পাইল॥ মনে মনে সকলেতে করিল সংশয়। ব্ৰহ্মপতি বুঝি প্ৰাণ ছাড়িল নিশ্চয়॥ উপবাদী হ'য়ে গেল স্নান করিবারে। ক্ষুধার অবশ অঙ্গ শক্তি নাহি ধরে॥ বমুনার জলে বুঝি নিময় ছইল। নিশ্চয় সে নন্দগোপ প্রাণ হারাইল। এইরূপে মনে মনে ভাবিয়া তথন। নন্দ শোকে গোপগণ করয়ে রোদন ॥ যশোমতী একেবারে আকুল অন্তরে। ভূমেতে পড়িয়া তবে কাঁদে উচৈঃস্বরে॥ পতিশোকে পাগলিনী হইয়া তথন। করাঘাত হানি বুকে করিছে রোদন ॥ রোহিণী আকুল তথা আর গোপকুল। নন্দের কারণে কান্দে হইয়ে আকুল। এরপে গোকুল মাঝে আকুল সকলে। শোকেতে কাতর অতি ভাসে অঞ্জলে॥ হেনকালে রামকান্তু তথায় আইল। কুষে কোলে করি রাণী কাঁদিতে লাগিল। মাতার ক্রন্দনে হরি গোহিত হইল। মায়াময় পিতৃ শোকে কান্দিতে লাগিল। যিনি মাগ্রাময় হন জগৎ কারণ। মায়াতে মোহিত তিনি হন সেইক্ষণ॥ পরে হরি মনে মনে চিন্তিত হইল। আখাদিয়া গোপকুলে কহিতে লাগিল॥ শোক পরিহর সবে না কর রোদন। আসিবে এখনি পিতা শুন সর্বজন॥

कृरकः त्र वहरून मर्य नित्र छ इहेल। অন্তরেতে জনাদ্দন সকলি জানিল। জলেশ্বর মম পিতায় করিল হরণ। সকলে কহিল হরি আশ্বাস বচন॥ বরুণের গুহে প্রভু আপনি চলিল। ত্বরার দেখানে গিয়া উপনীত হ'ল। বরুণ আবাদে যবে করিল গমন। দূর হতে জলেশ্বর করে দরশন॥ অগ্রদরি আনন্দেতে ধায় জলেশর। গলবাদে প্রণতি করিল বহুতর॥ পুরীসাঝে আনি দেয় বসিতে আসন। আপনি করিলা ধৌত যুগল চরণ। হুগন্ধি চন্দ্ৰে পূজা কৈল বিধিমতে। নান। অলকারে সাজাইল জগরাথে॥ স্কারু বসন দিয়া সজাইল তায়। নানা উপহার দানে বসিল পূজায়॥ বরুণের পূজা হরি গ্রহণ করিল। করযোড়ে-জলেশর স্তব আরম্ভিন॥ ষ্মশ্রুপূর্ণ আঁখি কহে দেব জলপতি। কি ভাগ্য আমার আজ ওহে বিশ্বপতি॥ সফল জনম মম সার্থক জীবন। এ দেহ সার্থক মম শুন নারায়ণ॥ তপ জপ কৰ্ম কাণ্ড সকলি সকল। চরিতার্থ হৈতুহেরি ও পদ কমল॥ সংসার অসার সার মাত্র ও চরণ। মায়াময় এ সংসার পাপের কারণ। নমস্তে অগিল পতি জগৎ পালক। নমক্তে জগৎ-প্রভু অহর ঘাতক॥ নমত্তে পরম আলা জগত কারণ। নমং পূর্ণব্রহারপে প্রভূনারায়ণ॥ যেই স্থানে তব নাম কেছ নাছি লয়। ব্ৰহ্মলোক হয় যদি শাণান নিশ্চয়॥ ওতে দেব এ দাসেরে করহ মার্ক্তন। মম চরে তব পিতা করেছে হরণ॥

নিজ দাসে দয়া করি ত্যজ রোম যত। তব পিতা আনি আমি পাপ কৈমু কত। এখন ক্ষমহ দেব অধীনের দোব। অপরাধ ক্ষমা কর ছাড় যত রোম॥ তব পিতা নন্দঘোষে রেখেছি যতনে। দেথিবার সাধ মাত্র ও রাঙ্গা চরণে॥ এই লহ তব পিতা জগৎ-ঈশ্বর। তোমার আজ্ঞায় আমি হৈনু জলেশ্বর॥ বরুণের বাক্যে তবে দেব চক্রপাণি। সম্ভট হইয়া কহে হুমধুর বাণী॥ নাহি ভয় জলেশ্বর না হও চঞ্চল। কেন এত ভীত মতি হও মহাবল। এত কহি পরমাত্রা পরম ঈশর। পিতারে লইয়া ব্রজে আইল সত্বর॥ যথ। ব্ৰজ্বাসী গোপ সজল নগ্ৰনে। · মহাতুঃখে মগ্র সবে বিরস বদনে ॥ পিতামহ ভগবান সেথানে আইল। দরশনে গোপগণে আনন্দে ভাসিল॥ ্ৰ নন্দে দেখি গোপ গোপী মানিল বিশ্বয়। মনে মনে সকলেতে ভাবিল সংশয়॥ নন্দ প্রতি সবে তবে কছিল বচন। স্নান হেতু কোণা তুমি করিলে গমন॥ বিলম্ব হইল কেন কহ মহাশ্য। অম্বেষিয়া কোন স্থানে না পাই ভোগায়॥ গোকুলের সর্বস্থান করি অন্থেবণ। সেই কথা বিস্তারিয়া বলহ এখন ॥ নন্দ কহে গোপগণ শুন বিবরণ। বরুণের চরে মোরে করিল হর।॥ আনিয়া রাখিল মোরে বরুণের পাশে। যতনে বরুণ রাখে মনের উল্লাসে॥ তদন্তর কুষ্ণ মোরে অম্বেনণ করি। **উপনীত হ'লো গি**য়ে বরুণের পুরী। ভীত মতি হ'য়ে অতি দেব জলেশ্বর। করণোড় করি কহে অতি সকাতর॥

যতন করিয়া পরে কত পূজা কৈল। দোষ হেছু শ্রীকুষ্ণের চরণে ধরিল। করিল কুষ্ণের পূক্তা বিবিধ বিধানে। कछ गणि तक फिल विविध वतरण ॥ কত অলম্বার দিল নির্দ্মিত রতনে। আমার কুষ্ণের পূজা করিল যতনে॥ তাহ। দরশনে আমি মানিকু বিশ্বার। ন। পারি বুঝিতে কিছু শুন গোপচয়॥ নন্দের শুনিয়া বাণী ব্রজবাসিগণে। সকলে ক্ষেত্রে তবে ঈশ ভাবে মনে॥ এ সকল অন্তর্যামী জানিল অন্তরে। ব্রজবাসী মনোসাধ পুরাবার তরে॥ কুপা করি কুপাময় করিল চিন্তন। সংসারী সংসার কর্মে সদা নিমগন॥ কামে মত্ত তত্ত্তান শৃষ্য সবে হয়। অনিতা দেহের লোকে গৌরব করয়॥ মায়াতে মোহিত দবে পথ নাহি জানে। গৃহাসক্ত সকলেতে কিছুই না মানে। এতেক চিন্তিয়া হার কৌতুক করিল। গোলোক-বিহারা হরি স্ব-রূপ ধরিল। গোলোকের রূপ হরি করান দর্শন। সতারূপী জনার্দন সতা সনাতন ॥ অনন্ত আকার দেব সতাজ্ঞানময়। পরবেন্স পরাৎপর জ্যোতি অতিশয়॥ মুনিগণ দৰ্বকণ চিন্তে যেই রূপ। সেই মূর্ত্তি গোপগণ ছেরিল স্বরূপ॥ পরব্রহ্ম ভাবি মনে তত্ত্ত্তান পায়। পূৰ্ণব্ৰহ্ম সনাতনে হেরিল তথায়॥ ব্রহ্মরূপ স্বাকারে করান দর্শন। সেই মূর্ত্তি চক্ষুপুটে হেরে সর্বজন ॥ কার্য্য হেরি গোপগণে আশ্চর্য্য মানিল। আনন্দ-সাগরে সবে নিমগন হৈল॥ কুতাঞ্চলি করি সবে করিল স্তবন। ব্রহারপ হেরি সবে সবিস্থায় মন॥

ভাগবত কথা হয় স্থধার সমান।
দাস ভাষে মহানদে শুনে পুণ্যবান॥
ইতি শ্রীমন্নাগবতে দশম স্কংগ বরুণ কঠুক
নদ্দ হরুণ কথা সমাধু।

অবে শীক্ষেত্র বাহলীলা। অতঃপর নরবর কহে তপোধনে। কহ স্তথাসয় কথা শুনিব প্রবণে॥ কিরূপে করিল লীলা এীমধুসুদন। রাসলীলা কথা মুনি করিয়া বর্ণন॥ সেই কথা দয়া করি কহ দেব মোরে। গোপীসহ কিরূপেতে রাসকেলি করে॥ সকল লীলার শ্রেষ্ঠ রাসলীলা হয়। সেই কথা কহ মোরে ওহে সদাশয়॥ পবিত্র হইবে আত্মা সেই কথা শুনি। পাপ তাপ নাহি রবে মোক্ষ তাহে জানি॥ অতএব তপোধন কহ সেই কথা। জুড়াক অন্তর মম যাক মনোব্যথা। শুনিয়া রাজার বাণী কহে তপোধন। কহি শুন সেই কথা কুরুর নন্দন॥ কহি পুরাতন কথা শুনিয়াছ যাহা। অবনীতে ছ্বাত্যাশ্চর্য্য শ্রেষ্ঠ কথা তাহা॥ শুনিলে পাপের নাশ তখনি হইবে। অনায়াসে ভব জীব মোক্ষপদ পাবে॥ শুন কহি মহারাজ অপূর্ব্ব কথন। একদিন মনে মনে ভাবে নারায়ণ॥ निशारगारग याय हित त्रन्तावन वरन। <u> প্রীরাদমগুল যথা যায় দেই স্থানে ॥</u> बाम्भ तरनत (১) मर्स्य (अर्छ स्मेरे ऋन । কিবা সে বনের শোভা আভা সমুজ্জল॥

১। ১ ভাজিরবন, ২ রম্যবন, ৩ কণ্যবন, ৪ শ্রীবন, ৫ তুলসীবন, ৬ চম্পক্ষন, ৭ মগ্বন, ৮ জাধিরবন, ১ বদরীবন, ১০ নিম্বন, ১১ বিধ্বন, ১২ তমাল্যবন।

চারিভিতে শোভে কত কুম্বন কানন। শোভে নানাজাতি বুক্ষ স্থগন্ধি চন্দন॥ ফুটিয়াছে ফুল কত তাহে নানাজাতি। মল্লিকা মাধবী আর সেফালিকা যুগি॥ সিউলি গোলাপ কত ফুটিয়াছে ফুল। গন্ধরাজ কুরুবক জবা ও বকুল। দোপাটি চৌপাটি বেল গন্ধ মনলোভা। মালতী চামেলী গাঁদা তাতে কত শোভা সূর্য্যমুখী চন্দ্রমুখী কৃষ্ণকেলী তায়। প্রকৃটিত কত ফুল কত শোভা পায়॥ সদাগতি করে গতি মাখি পরিমল। মোহিত মদন তাহে হইল চঞ্চল॥ আকুল সে অলিকুল মত্ত মধুপানে। উড়িয়া বেড়ায় তারা গুন্গুন্ গানে॥ আর কত মধুকর মধুপান আশে। উন্মন্ত মানসে ধার অস্থ্য পুষ্প পাশে॥ কোকিল কাকলি গায় বসি বুক্ষ ভালে। **কি স্থন্দর রব তারা করিছে সকলে।** শাখিশাথে শিখিগণ নৃত্য করে সবে। হেরি শোভা মনলোভা বিমোহিত ভবে॥ কত শত পাখীকুল দবে বুকোপরে। মানদ মোহিয়া রব করে উচ্চৈঃস্করে॥ প্রগন্ধি চন্দন রক্ষ-শোভে চারিভিতে। মাধৰী বেড়িয়া আছে তমাল গাছেতে॥ আর কত রুকরাজী ফনভরে নত। কেই উচ্চ কেই নীচ কেই পল্লবিত॥ কাহার ফলেতে শোভা কেহ বা পুষ্পিত। বুক্ষরাজী সারি সারি আছে হুশোভিত॥ স্থানে স্থানে কুঞ্জ সব দুর্গ্য মনোহর। গুলা লতা বিরাজিত কানন সুন্দর॥ সকল বনের মাঝে শ্রীরাদমণ্ডল। সর্মী সলিলে পূর্ণ অতি স্থনির্মাল॥ 🗸 নানাবৰ্ণ মীনরাজি তাহে শোভে কত। শ্বেত রক্ত পীতবর্ণ মীন কত শত॥

ভাগিছে খেলিছে কভু হ'য়ে নিমগন। কেহ বা আ**নন্দে তাহে করে সন্তরণ**॥ নানারপ কৃর্ম কত ভাসিছে জলেতে। রাজহংস রাজহংসী **খেলে আনন্দেতে।** মংস্থধরা পক্ষী যারা বসি রুক্ষ ভালে। স্থির নেত্রে করে দৃষ্টি সরোবর **জলে**॥ শুভাবর্ণ বককুল বসি সারি সারি। শোভিছে সরসীকুল কিবা মনোহারী॥ ফুটিয়াছে তাহে কত রক্ত শতদল। কুমুদ কহলার তাহে হতেছে উচ্ছল। মধ্যে শোভা মনোলোভা শ্রীরাদমণ্ডল। মস্তকে বিজয়ধ্বজা করে ঝলমল॥ রতন নির্মিত তাহে সিঁড়ি থরে থর। আত্রপত্র সূত্রে গাঁণা চতুর্দ্দিকে তার॥ কদলীর রুক্ষ তাহে হ'য়েছে রোপণ। পবিত্র কারণ আছে ঘটের স্থাপন। নারিকেল ফল আছে তাহার উপর। মালতী মালাতে ঘেরা দৃশ্য মনোহর॥ চতুর্দ্দিকে স্থবিচিত্র উড়িছে ঈশান। অপরূপ মঞ্চ তাহে হয় শোভমান॥ মঞ্চের ভিতর শগ্যা স্তকোমল অতি। অর্ত্ত।ব স্তদুশ্য তাহা দেখে রাধাপতি॥ কপূর সহ তামুল আছে সর্ণগালে। কুন্ধ অতি হর্ষমতি দেখি সে দকলে॥ একে মধমাদ তাহে বদস্ত প্রবল। মুতু মুতু করি গতি বহিছে অনিল॥ পুষ্পা গন্ধে চারিদিকে আমোদিত করে। শ্রীকৃষ্ণ পীড়িত অতি অনঙ্গের শরে॥ মদনে আকুল হরি হইল তখন। উন্মত্ত হইল তবে গোপিনী কারণ॥ রাজ। কহে তপোধন করি নিবেদন। যিনি জগতের নাথ জগৎ-কারণ॥ সেই পরমাত্মা প্রভু দেব চক্রপাণি। মদনের বাণে কেন আকুল আপনি॥

যাঁহার কটাক্ষে হয় জগৎ প্রলয়। মদন তাঁহারে আজি করিলেন জয়॥ শুকদেব কছে শুন কুরুর নন্দন। ঘুচিবে সন্দেহ তবে কহি বিবরণ॥ রাস করিলেন হরি মদনে জিনিতে। অন্য কোন ভাব তার না হয় মনেতে॥ প্রেমদন বাণে ব্রহ্মা বিমোহিত হৈল। নিজ কন্সা প্রতি কামনেত্রে চেয়েছিল। গুরুপত্নী হরিয়া সে দেব স্বরপতি। সহস্রলোচন হ'য়ে অতীব তুর্গতি॥ বিশামিত্র পরাশর আদি মুনিগণ। মদন বাণেতে হৈল সবে মুগ্ধ মন॥ বাড়িল মদন দর্প তাহে অতিশয়। ভাবে মনে মম বাণে স্থির কেহ নয়॥ এইরূপ দর্প মনে করিত মদন। বিনাশিতে সেই দর্প শুনহ রাজন ॥ 💉 রাসলীলা করি হরি তাহার কারণ। ঈশবের রাসলীলা করহ প্রবণ॥ রাস খেলা থেলে হরি রতি নাহি করে। ভক্তের কারণ হরি এরপ আচারে॥ ইহাতে জানিবে মাত্র মদন বিজয়। সে কারণে রাসলীলা করে রুপাময়॥ আর এক কথা রাজা শুন দিয়া মন। বস্ত্র হরণের কালে করিল যেমন॥ প্রতিজ্ঞা করিল হরি গোপিকা সঙ্গেতে। তাই বেণু বাজাইল বনের মধ্যেতে॥ শুন কহি মহারাজ পূর্ব্ব বিবরণ। করিলেন রাসলীলা প্রতিজ্ঞা কারণ॥ আনন্দে বসিয়া হরি জীরাস মঞ্চেতে। অমনি সক্ষেত্ত তবে করে বাঁশরীতে॥ বেণু রব করে হরি আনন্দিত মন। গৃহে গোপ-নারী ২ত করিল প্রবণ॥ বেণু রবে গোপী দবে অন্থির হইল। রাগাসতী একেবারে অচেতন হৈল।

বেণুরব শুনি স্তব্ধ হৈল জলধর। মনে ভাবে কিবা শব্দ হয় মনোহর ॥ বিপরীত মনে মনে চিস্তিত পবন। অচল হইয়ে তিনি রন কিছুক্ষণ।। স্ষ্টিপতি শুনি রব মানিল বিস্ময়। সনকাদি ঋষিদের যোগ ভঙ্গ হয়॥ পাতালে অনন্ত তথা বিশ্মিত হইল। সহস্র মস্তক তার ঘূর্ণিত হইল ॥ চকিত হইল বলি ভাবি ভয়ঙ্কর। নিজ কর্মা পাদরিল চঞ্চল অন্তর॥ মোহন বাঁশরা রবে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল। বেণু রবে একেবারে জগত ব্যাপিল॥ বিশেষ ব্রজের নারী শুনি বেগুরব। কুফের কারণ চিত্ত সচঞ্চল সব॥ স্থিগণ পরস্পরে করি সম্বোধন। মুরলী বাজিছে দখি করহ প্রবণ ॥ নাগ ধরি ডাকে ঐ শ্রীকুফের বাঁশী। কেমনে এ প্রাণ বাঁচে লাগে যেন ফাঁদি॥ কেমন হইল অঙ্গ দেখলো কেমন। অস্থির হইল তকু উথলে মদন॥ অস্থির এ প্রাণ মন কহ সচুপায়। ক্লফ হরে নিল প্রাণ কি করি উপায়॥ ঐ দেখ ঘন ঘন করে আকর্ষণ। মনে নাহি পড়ে আর স্বীয় পরিজন॥ গুহে কিবা প্রয়োজন ধর্ম্মে কিবা কাজ। কুলে নাহি আবশ্যক লাজে পড়ে বাজ ॥ মদন-মোহন সেই কিশোর নাগর। না হেরিয়া পাপ প্রাণ দহে নিরস্তর॥ গুহে না রহিতে স্থির হয় মম মন। চঞ্চল হইল চিত্ত তাহার কারণ॥ কান্তু বেণু গুণ জানে জানিতু নিশ্চয়। নতুবা অন্তর কেন সতত দহয়॥ বল প্রাণদখি এবে উপায় কি করি ! শুনি বেণুরব মনে বুঝাইতে নারি॥

যদি মনে করি বেণু শুনিব না আর। মন নাহি মানে দখি হয় আগুদার॥ তাই বলি চল চল বিলম্বে কি ফল। হেরিতে সে চন্দ্রানন মন যে চঞ্চল। এত কহি গৃহ কর্মা তাজিয়া তখন। उन्नामिनी इ'एरा मटन कतिल भगन ॥ -ধৈরজ নাধরে কেহ অস্থির হইল। মদন বাণেতে গোপী স্বারে মোছিল। যত কমলিনী কান্ত শ্রীরাদ মঞ্চেতে। ন্তনেছি মধুর গীত মধুর বাঁশীতে॥ যতেক গোপিকাকুল উম্মাদিনী প্রায়। মধুর মূরতি যথা তথা বেগে ধায়॥ হরিল গোপীর মন যশোদা-নন্দন। সঙ্গে মাত্র রহে দেহ অস্থির তথন॥ মর্ম ব্যথা পেয়ে সবে বেগেতে চলিল। ধর্মাধর্ম গৃহকর্ম সকলি ত্যজিল॥ চলিল গোপিনী সবে আনন্দিত মন। নাহি করে গৃহকর্ম ছাড়ে গো-দোহন॥ কেহ বা তুহিতে ছিল নিজ গাভী যত। তাহা ছাড়ি চলে গোপী শুন মহাব্রত। -ত্বশ্বপাত্র ছাড়ি কেহ অমনি চলিল। কেহ বা দধির ভাগু ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কেহ নিজ পরিজনে দেয় অন্ন পানি। তাহা ফেলি বেগে ধায় যেন পাগলিনী॥ কোন গোপিনীর শিশু করে স্তন পান। ফেলিয়া তাহারে গোপী করয়ে প্রস্থান॥ নিজ পতি সেবা ছাড়ি কোন গোপবালা। कृषः पत्रभटन याग्र श्हेरग्र हक्ष्मा॥ কোন গোপী ভূলে গেল আপন ভোজন। কেহ বা ফেলিয়া দিল অঙ্গের ভূষণ॥ কোন গোপী এক চক্ষে অঞ্জন পরিল। দ্বিতীয় আঁখিতে দিতে বিশ্বত হইল। কেহ তাড়াতাড়ি করে বস্ত্র পরিধান। পরিল পুরুষ বাস শুনহ রাজন ॥

কেহ ব্যস্ত হ'য়ে অঙ্গে ভূষণ পরিল। চরণ ভূষণ কেহ মস্তকেতে দিল॥ কেহ বা আচড়ি কেশ না করে বন্ধন। ঘাঘরি বক্ষেতে কেহ বান্ধিল তখন॥ এইরূপে ছিন্নবেশা যতেক গোপিনী। निरम्ध ना गारन धार र'रार जैनामिनी ॥ স্বন্ধনে সকলে তারে করে নিবারণ। বাধা নাহি মানে সবে করিবে গমন॥ এইরূপে গোপিনীরা চঞ্চল চিত্তেতে। কুষ্ণের নিকটে গেল শ্রীরাস মঞ্চেতে॥ পরেতে শুনহ রাজ। অপূর্ব্ব কথন। ক্ষণপরে রাধাসতী সচঞ্চল মন ॥ একেবারে কামশরে জরজর হৈল। ডাকিয়া সঙ্গিনীগণে মনে যুক্তি কৈল॥ সকলের মন সেই শ্রীহরি চরণে। নিশিতে চলিল সবে বুক্দাবন বনে॥ নানা অলক্ষারে তারা হইল ভূষিত। নীলাম্বর পরিধান করে সমূচিত॥ আঁটিয়া বান্ধিল কটি চরণে নৃপুর। হস্তেতে বলয় শোভে আঙ্গুলে ঘুঙ্গুর॥ বিনায়ে চিকণ কেশ বেণী যে করিল। বান্ধিয়া কবরী তাহে চাঁপা কলি দিল॥ শ্রুতিযুগে পরে সতী রতন কুণ্ডল। শতসূর্য্য সম প্রভা হয় সমুজ্জল॥ নাসাগ্রে নোলক সতী পরিল যতনে। কাঁচলি আঁটিল রাধা উচ্চ ছুই স্তনে॥ স্থগিন্ধি চন্দনে অঙ্গ করিয়া চর্চিচত। বেণু শব্দ অনুসারে চলিল স্বরিত॥ সঙ্গিনী সঙ্গেতে রঙ্গে ঘোর নিশাকালে। কুলধর্ম ত্যজি সতী বনে যায় চলে॥ আর গোপীগণ যত পশ্চাতে চলিল। গোকুলে গোয়ালা যত কিছু না জানিল॥ আশ্চর্য্য শুনহ কহি কুরুর তনয়। হরির মায়ায় সবে নিদ্রাযুক্ত হয়॥



শ্রীক্বফে বেড়িয়া বত গোকুলের নারী। বেন কত শত শশী রাসকক বেরি॥

গোপ-নারী কত শত চলিল কাননে। हित वर्ण थाय मरव हित नत्रभरन ॥ ব্রজনারী সারি সারি বৃন্দাবন বনে। সবে ধার হর্ষমনে ক্লুফের কারণে॥ কেই বা লইল হাতে স্থগন্ধি চন্দন। কেই মালা গাঁথি লয় করিয়া যতন ॥ কেই বা তামুল ল'য়ে যায় হর্ষিতে। কেছ বা বসন নিল কুক্ষে পরাইতে॥ কেহ লয় মিষ্ট ফল ঐহির কারণ। কেহ দধি ছুগ্ধ লয় কেহ বা মাখন॥ ক্ষীর ছানা ল'য়ে কেহ ধায় উদ্ধাসে। সবে ধায় রাদস্থলে মনোহর বেশে॥ শ্রীরাধার সম বেশে সকলে চলিল। রুন্দাবন বনমাৰে উপস্থিত হৈল। শ্রীরাসমণ্ডল মাঝে সবে উপনীত। দরশনে গোপিগণ সবে আনন্দিত॥ জীহরি গোপিন। সবে করে স্থাদর। কৃষ্ণরূপ হেরি তাহা হয় হযান্তর॥ 🔊 কুষ্ণে বেড়িয়া যত গোকুলের নারী। যেন কত শত শশী রাসমঞ্চ ঘেরি॥ ভূতলে উদয় ফেন হয় পূর্ণ চাঁদ। মধ্যস্থলে কালশলী যেন কাম ফাঁল। -ব**ক্ষিম নয়নে হ**রি দেখে রাধিকার। গোপীসহ শ্রীরাধিকা হেরে শ্যামরায়॥ অমর নগরী সহ যতেক অমর। রহস্ত দেখিতে সবে আসে শুক্তোপর॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ আইল তথায়। শিব ধর্ম জলেশ্বর ক্রতগতি ধার ॥ সূর্য্য আদি শশধর দেব হুতাশন। মহাকাল আসি রুদ্র দেবত। পবন ॥ मत्य शाय दर्यकाय लीला (मिश्नात्त । দিকপাল গ্রহ আদি আইল সম্বরে॥ যক্ষ রক্ষ ও কিন্নর অপ্সরাদি যত। পার্বতী কমলা আর দেবনারী কত।

শিবের কিম্বরী যত ডাকিনী যোগিনী। সকলেতে শুন্মে আসে বিকট হাসিনী॥ শূচ্যোপরে থাকি সবে পুষ্পরাষ্ট করে। আনন্দেতে নাচে গায় গন্ধর্ব কিন্নরে॥ তুন্দুভি বাজায় সবে আনন্দেতে মাতি। দরশনে দেবগণে হর্ষযুক্ত অতি॥ হেরিল সে বনমাঝে শ্রীরাসমণ্ডল। তাহাতে বিরাজে হরি গোপিকা সকল॥ গোপী যত হরষিত কৃষ্ণ দরশনে । আনন্দে চর্চিত কায় স্ক্রগন্ধি চন্দনে॥ মঞ্চে বসিয়াছে কুষ্ণ পরম হরিষে। মহানন্দে গোপী যত কৃষ্ণকৈ সম্ভাষে॥ গোপিগণে কহে কৃষ্ণ বিমোহন করি। কহে কিছু বাক্য সবে সেই বংশীধারী॥ এখানে আইলে যত গোপিকা সকল। কি কারণে আগমন সেই কথা বল।। কি কার্য্য করিতে হবে বল সেই বাণী। কি কার্য্য করিতে বল করিব এগনি॥ যোররূপা রাত্র এই মহাভয়ঙ্কর। হিংস্র জন্ম কত শত আছে বনচর॥ এই স্থানে আর নাহি রহ ক্ষণকাল। কুলনারী বনে আদা বড়ই জঞ্চাল॥ গ্রহেতে আছুয়ে যত আগ্ন-পরিজন। না দেখি সকলে তারা খুঁজিবে এখন ॥ কুলনারী উপযুক্ত কভু নাহি হয়। এত রাত্রে বনে আসা উপযুক্ত নয়॥ আসিয়াছ বনমাঝে মনের হরিষে। হেরিয়া বনের শোভা কুস্থম বিকাশে॥ এই দেখ বনশোভা কিবা মনোহর। নিকুঞ্জ কানন তাহে শোভে নিশাকর॥ যমুনা শীতল জল কর দরশন। গন্ধসহ মন্দ মন্দ বহিছে প্ৰবন।। নব নব পল্লবিত যত তরুগণ। কর দর্শন স্ব নয়ন রঞ্জন ॥

বন শোভা হেরে মন হয় উল্লাসিত। এখন গরেতে যাও সকলে হরিত॥ আরু না থাকিও হেথা শুন গোপগণ। বিলাম্বতে নাহি ফল করহ গ্যন ॥ সতীর পরম ধর্ম স্বামীর সেবন। গুহে গিয়া কর তাহা কুলনারীগণ॥ মাতা বিনা শিশু সব করিছে ক্রন্দন। না করি বিলম্ব শীঘ্র করহ গমন। কি হবে এখানে থাকি কহ মোরে সবে। সেই কথা স্বরূপেতে মোরে সবে কবে॥ যদি কহ তব লাগি আইলাম বনে। না যাব গুহেতে রব তব সন্নিধানে॥ এ বিধি অবিধি হয় শুন মম বাণী। মোর ভক্ত হয় যেব। শুন সে কাহিনী॥ মোরে স্লেহ হেতু সবে কৈলে দরশন। আমারে করহ ভক্তি শুন সর্বজন॥ সতীর পরম ধর্ম পতি সেবা করে। বন্ধু পুত্রগণ আর পালে পুত্রবরে॥ পতি যদি ধনহীন অতি বৃদ্ধ হয়। গলিত কুষ্ঠাদি হ'লে তবু ত্যজ্য নয়॥ যেই নারী নিজ পতি পরিত্যাগ করে। চরমে নরক তার অ্যশ সংসারে॥ পতি ছাড়ি অশু পতি ভজে যেইজন। অনস্ত্র নরক মাঝে তাহার গমন॥ উপপতি ভঙ্জে যেই কুলনারী জন। চরমে যন্ত্রণা ভোগ হইবে ঘটন। অতএব সকলেতে যাও শীঘ্র ঘরে। গৃহে থাকি ভক্তি করি ভক্তহ আমারে॥ পাইবে পরমপদ হইবে নির্ব্বাণ। কহিলাম সার কথা দবা সন্ধিধান॥ ক্ষথের বচনে তবে যত আহিরিণী। বিষাদিত মন সবে যেন উন্মাদিনী॥ শোকেতে আকুল সবে হইল তথন। সগ্নে ছাড়িয়ে শ্বাস করয়ে কম্পন।

রসনায় রসহীন কণ্ঠ শুক্ষ ভায়। চরণে লিখয়ে স্থমি নিম্ন দুক্টে রয়॥ আকুল অস্তুরে সবে করিল ক্রন্সন। বিগলিত হয় তথা আঁখির অঞ্চন॥ এইরূপে মান অতি গোপী যতজন। শোকসিন্ধ নীরে সবে হইল মগন॥ মনে ভাবি যার লাগি এত জালাতন। সেইজন কহে এত অপ্রিয় বচন॥ যার লাগি গৃহ জন সকলি ছাড়িছু। বংশী রবে সোরা সবে কাননে আইকু॥ সেইজন কহে সবে হেন কুবচন। এইরূপ মনে মনে ভাবি গোপিগণ॥ কহিতে লাগিল আর ব্যাকুল হইল। শোকাকুল হ'য়ে কুষ্ণে কহিতে লাগিল॥ শুন কহি গুণময় করি নিবেদন। তুমি কংশীধারী হরি ব্রজের জীবন॥ অধম তারণ নাথ করুণার সিন্ধু। মাথাময় ওহে হরি জগতের বন্ধু॥ তবে কেন কহ এবে নিষ্ঠুর বচন। এই যে দেখিছ হরি যত <del>ব্রজ্জ</del>ন॥ তব পদ একমনে অমুক্ষণ ভেবে। তোমা লাগি গৃহবাস ছাড়ি হেথা সবে॥ গৃহ আদি পৃতি পুত্র সকলি ছাড়িনু। পূজিতে চরণ তব কাননে আইমু॥ তোমা ছাড়া মো স্বার নাহি অস্ত গতি। কুপা করি অঙ্গীকার কর রমাপতি॥ আর নাহি কিছু জানি অমুগত মোরা। রাখ ও চরণে সবে ওছে মনচোরা॥ তুমি ছে অনাদি হও পরম ঈশ্বর। অধিনী গোপিনী জনে রাথ প্রাণেশ্বর।। গোপিকার মনচোরা তুমি বংশীধারী। ত্তব গুণে মাতোয়ারা মোরা গোপীনারী ॥ অতএব হুপ্রদন্ম হুও গুণাকর। বাসনা পূরাও নাথ আমা স্বাকার॥

ত্ব আশাধীন হরি মোরা সর্বজন। আসিয়াছি বনে তাই কমললোচন॥ যোৱ নিশাকালে বনে বংশী বাজাইল। অনায়াসে গোপীকার চিত্ত হ'রে নিলে॥ কি রূপেতে গৃহে থাকি বল গুণাকর। গহেতে থাকিতে প্রাণ কাঁদে নিরম্ভর॥ অচল হ'য়েছে পদ না পারি চলিতে। কিরপেতে যাই বল নিজ আলয়েতে॥ কি প্রকারে ঘরে মোরা করিব গমন। ঘরে গিয়া কি করিব নীরদ বরণ।। কিরূপে পাদরি মোরা হেন চাঁদ মুখ। ঘরে ফিরে গিয়ে মোরা নাহি পাব তথ। अन थान-तक्क इति कति निर्वतन। সদয় মোদের প্রতি হও হে এখন॥ শ্রবণে বংশীর ধ্বনি আকুল হৃদয়। মুখশশী দরশনে কত স্থােদয়॥ মদনে পীড়িত মোরা সকল গোপিনা। কামানলে দহে প্রাণ শুন গুণমণি॥ মরমে দারুণ জালা হয় নিরন্তর। নিদারুণ কামাগুনে পুড়ে কলেবর॥ অতএব কুপাময় করি কুপাদান। অধর অমৃত দানে বাঁচাও এ প্রাণ॥ যদি ইহা না করিবে ওহে প্রাণেশ্বর। নিশ্চয় ছাড়িব প্রাণ ওছে গুণাকর॥ তোমার বিরহানলে জ্রজিব জীবন। কহিলাম সার কথা ভহে নারায়ণ॥ না যাইব ঘরে ফিরে জেনো প্রাণ হরি। ও পদক্ষল প্রভু ছাড়িতে নাঁ পারি॥ ক্সলা সেবিত পদ জানে সর্বজন। ভক্তের সম্পদ ইহা ওহে জনাদ্দন॥ হেন পদ পর্নন করি একবার। কিরূপে পাসরি তাহা ওহে জ্ঞানাধার॥ মনে করি এই পদ সেবি অনুক্ষণ। দিবানিশি বফে রাখি ও রাঙ্গা চরণ।

আর এক কথা বলি দেব দামোদর। নয়নে হেরিমু যবে রূপের সাগর॥ যখন করিমু মোরা ও পদ স্পর্শন। সেই হ'তে আমাদের নহে অক্তমন॥ ধিক্ ধিক্ কুলধর্মে নাহি প্রয়োজন। গুহে কিবা ফল আছে বুথা এ জীবন। ফিরে না যাইব সবে আপন আলয়। তব পদ বিনে মনে কিছু নাহি লয়॥ যে পদ কমলা বক্ষে করিল ধারণ। তুলদী দলেতে সদা করয়ে সেবন॥ সেই পদ আশে জেনো হেপা আগমন। একান্ত লইন্ম তব ও পদ শরণ॥ গোপিকা জীবন হরি গোপিকারমণ। গোপিকার ছঃখ সদা কর বিমোচন॥ আমাদের প্রতি হরি হও ছে সদয়। নিজ মনে স্থান হও দ্যাময়॥ कुलक्ष्य गृह व्यापि पिरा विमर्ब्बन । চরণে আশ্রিত মোরা যত গোপিগণ॥ সেবিকু তোমারে আজ যতেক গোপিনী। তব উপাসনা করি শুন চক্রপাণি॥ গোপিকা জীবন তুমি পোপী প্রাণধন। দাসী করি চরণেতে রাখহ এখন॥ দরশন করি মুখ অলকা আরুত। হেরি রূপশ্রী স্থাে ভাসি অবিরত॥ ত্তব পদে হব দাসী এই সদা মন। কভু না ছাড়িব হরি তোমার চরণ॥ তব অপরূপ রূপ হেরি কোন নারী। তোমার মাধুর্যারাশি নিরীকণ করি॥ কেবা হেন আছে নারী এই ধরাতলে। ধৈরজ ধরিতে পারে কেবা কোনকালে॥ তব রূপে কোনজন নহে বিমোহিত। পশু পক্ষী আদি করি আছে জীব যত॥ অবলা গোপের বালা আমরা শ্রীপতি। তব রূপে ময় চিত্ত শুন ব্রঙ্গপতি।

গোপী প্রাণেশ্বর তুমি গোপিকা তোমার কিঙ্করী মোরা কমল-লোচন আত্মারাম আত্মবন্ধু ওহে প্রাণপতি। গোপিকাগণের হরি তুমি মাত্র গতি ঘর দার সব ছাড়ি তোমার কারণ। ও পদে কিঙ্করী মোরা জগত জীবন॥ এরূপ ব্যাকুল যবে গোপিগণ হৈল। গোপীনাথ হাস্থাননে কহিতে লাগিল একান্ত বাসনা যদি সদা মম প্রতি। বাসনা হইবে পূর্ণ শুন গুণবতী॥ এত কহি বনমালী আনন্দে মগন। ছরিসহ কেলি রস করে সর্বজন॥ কেহ বা কুল্কুম দেয় ঐছিরির অঙ্গে। কেহ বা ব্যজন করে সে কাল ত্রিভঙ্গে কেই বা পুল্পের মালা দেয় কৃষ্ণ গলে। কেহ পদ দেবা করে অতি কুভূহলে॥ এইরূপে গোপী যত আনন্দে মগন। বঙ্কিম নয়নে হরি করে দরশন॥ কিশোরীরে হেরি হরি সকাম অন্তরে। মদনে পীড়িত রাধা হৈল তদস্তরে॥ কুষ্ণপাশে রাধা সতী ঘন ঘন চায়। কামানলৈ এককালে অধীরা যে হয়॥ কুষ্ণরূপ নিরীক্ষণে ব্রজকুল সতী। অনঙ্গে মোহিত হ'ল চঞ্চলিত অতি॥ মনে মনে জীয়াধব জানিল তখন। সঙ্কেতে করিল তবে বাঁশরী বাদন॥ রাসমঞ্চে যতুপতি বাঁশরী বাঙ্গায়। বেণুরবে ত্রিজগতে মোহিত যে হয়॥ মোহন বেণুর রবে ত্রিভুবন স্তব্ধ। সকলে মোহিত হয় শুনি বেণু শব্দ॥ বেণু রবে গোপিনীরা মন্থির হইল। একেবারে সকলেরে মদনে गোহিল॥ রাধিকা সহিত হরি করিল গমন। বাসর মন্দির যথা পরম শোভন ॥

রাধিকার সহ হরি গমন করিল। মনোহর শয্যাপরে ছু<del>জ</del>নে বসিল।। শুন সহারাজ সেই হরির মহিমা। যিনি জগতের পতি যাঁর নাই সীমা॥ অনন্ত রূপেতে হরি প্রকাশ হইল। এক এক গোপীদহ রতি গৃহে গেল। বিহার করেন হরি বিবিধ প্রকারে। মজিল গোপিকা যত প্রেমের দাগরে ॥ সকলে করিল স্থাথে নিশিতে বিহার। নিশা অবসানে যায় নন্দের কুমার॥ গগনেতে হুধাকর হয় অন্তর্হিত। পূৰ্ব্বে ভাতু ক্ৰমে ক্ৰমে হয় প্ৰকাশিত॥ ঊষাদেবী মনোহর বেশেতে উদয়। আনন্দিত ব্ৰজনারী গৃহ পানে ধায়॥ শীঘ্রগতি ধায় সবে আপন গুহেতে। না জানিল গোপকুল উঠে শয্যা হ'তে॥ যশোদার কোলে ক্লফ্ড যেন নিদ্রাগত। সকলে জাগিল তবে দেখিয়া প্রভাত॥ ব্ৰজ শিশুগণ সবে আসিয়া জুটিল। ধেনু বংস ল'য়ে পরে গোষ্ঠেতে চলিল॥ ওহে মহারাজ শুন হরি কথা সার। শ্রবণেতে মহাপাপে পাইবে নিস্তার॥ অসংখ্য পাপের পাপী হয় যেইজন। ভক্তিভাবে হরিকথা করিলে শ্রবণ॥ তার সেই পাপরাশি হয় দূরগত। মহাপাপী ছুরাচারী বিমুক্ত সতত॥ গোহত্যা স্ত্রীহত্যা আদি ব্রহ্মহত্যা পাপ। শ্রবণেতে হরিকথা নাহি রবে তাপ। অমৃত সমান এই অপূর্ব্ব কথন। প্রবণেতে পাপীর পাপ হয় বিমোচন॥ ভাগবতৈ হরিকথা স্থার লহরী। দাস ভাষে ভজ জীব উদ্ধার কাণ্ডারী।

ইতি শ্রীমভাগবতে দশম ছব্বে শ্রীকুঞ্চের

वागनीमा नमाख ।

## ত্বথ **জ্রাক্তর** রাগবিহার। ত্রিপদী

রাজা কছে মুনিবরে, বিনয়েতে করযোড়ে, কহ দেব তুমি কুপা করি। সেই বৃন্দাবন বনে, জ্রীহরি গোপিকাসনে, কিরূপে বিহারে দেব হরি॥ বিস্তারিয়া দয়াময়, কহ কথা সমুদয়, শ্রবণেতে আনন্দ উদয়। হরিকথা স্থাসার, কছ শুনি মুনিবর, महानत्न मध (य इन्य ॥ নুপতির বাক্য শুনি, কহে শুক মহামুনি, সাদরেতে নরপতি প্রতি। কহি শুন হে রাজন, ইতিহাস পুরাতন. নারায়ণ গোপিক। সংহতি॥ শ্রীরাসমণ্ডল পাশে, সবে যায় রতি আশে, রতি গুহে আনন্দেতে ধায়। রাধিকায় সঙ্গে করি, আগে যায় বংশীধারী, পরে হৈল ভিন্ন ভিন্ন কায়॥ याजक (भाभिनीमाल, ज्ञाभ धतिरान हाल, অংশরূপে হয় অবতার। গোপী যত কৃষ্ণ তত, হৈল রূপাকৃতি মত, সকলেই নন্দের কুমার॥ - जानिन मकरन मरन, जामि পেयू कृष्धधरन, অস্ত ভাগ্যে না হয় ঘটন। এইরূপে পরস্পরে, সকলে ভাবে অস্তরে, কিন্তু মায়া করে জনার্দন ॥ শুন কহি হে রাজন, অপূর্ব্ব লীলা কথন, রতি গৃহে গমন যে করে। বসি রত্ন-সিংহাসনে, হরি খেলে রাধাসনে, च्हित्र नटर मनटनत्र भटत्र॥ क्लक्ष्यू ल'रत्र करत्र, शास्त्र वान शक्ष्मरत्र, রাধারুফ মোহিত চুজন।

গ্রীরাধা কটাক্ষ বাণে, চাহিল শ্রীকৃষ্ণপানে, কৃষ্ণ তমু অবশ তথন॥ কটির বসন খদে, শ্বলিত বাঁশী অবশে. চুড়া খদি পড়িল ভূতলে। কাঁপে ততু থর থর, মদনে হানিছে শর্ রাধিকায় ধরে কুভূহলে॥ **(** ज्वार्क्न हित, त्राधिकात (काल कित. চাঁদমূপে করিল চুম্বন। কি শোভা হইল তায়, তুই কায় মিশে যায়, অপরূপ হয় দরশন ॥ রাধিকা শিহরে তায়, বলে ধরি শ্যামরায়, অধরেতে দংশন করিল। অধরের স্থা যত, পান করে অবিরত, দ্বিগুণ যে মদন বাড়িল। দোঁতে দোঁহাকার সনে, উন্মত্ত হ'য়ে মদনে, শয্যাপরে করিল গমন। ফুলময় শয্যাপরে, বিস আনন্দ অস্তরে, উভয়েতে করে নিরীকণ॥ করেতে তাম্বল করি, রুফে দেয় সে স্থন্দরী, কুষ্ণ দেন রাধার অধরে। পরেতে মদনানল, ক্রমেতে হয় প্রবল, হরি ধরি রাধিকার করে॥ আছে ফুল শ্য্যাময়, তুজনে শুইল তায়, রতি রসে করে নানা রঙ্গ। রাধিকা হৃদয়ে হরি, কিবা শোভা তাহে হরি, উঠে কত রদে তরঙ্গ ॥ বিহরে স্থাথে চু'জন, অধরে করে চুম্বন, দোঁহে ভাসে হুখের সাগরে। কভু কৃষ্ণ বক্ষে প্যারি, রাধাহ্নদে কভু হরি, (इनक्राप छुक्ता विरुद्ध ॥ কখন শয্যা উপরে. কভু যায় ভূমিপরে, গৃহের বাহিরে কভু হয়। এইরূপে প্রতি ঘরে. কুষ্ণ বহু মূর্ত্তি ধরে, গোপীদহ বিহার করয় ॥

নানা ছাঁদে করি রতি, আনন্দিত ব্রজসতী, রতি হুখে মোহিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন হৈল বেশ, থসিল কবরী কেশ, রতি শেষে শ্যাতে শুইল। যেন সবে শব প্রায়, **অবশ হইল কা**র, ক্ষণপরে উঠি আনন্দেতে। তামুল লইয়ে করে, অতি আনন্দ অন্তরে, ভালে সবে আনন্দ নারেতে॥ করেতে করি দর্পণ. নিরখি নিজ বদন, ছিন্ন ভিন্ন দেখে বেশ ভূষা। ব্যস্ত মতি গোপী যত. কবরী বন্ধনে রত. পুরাইয়ে নিজ মন আশা॥ শ্রীকৃষ্ণ আপন করে, সবাকার বেশ করে, निक श्रस्त करती वासिल। निक श्रुष्ठ नात्रायन, পরাইল আভরণ, कि वाँि नवाकात्र मिल ॥ চন্দনে চচ্চিত করে, অলক। দিল অধরে, গোপিকা সকলে সাজাইল। যতেক গোপিকাগণ, শ্রীকৃষ্ণে লয়ে তখন, কুষ্ণ বেশ করিতে লাগিল॥ চুড়া দিল শিরোপরে, কটি আঁটি পীতান্বরে, वनमाना फिल (य भनाय । কেছ বাঁশী লয়ে করে, দেয় শ্রীক্লফ অধরে, চাঁদমুখে স্থা চুমা দেয়॥ এইরূপে মহামতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, গোপিগণ আনন্দ অন্তরে। ক্ষণপরে স্বস্থ কায়, অবশ সকলে হয়, পুনঃ মন্ত রসের সাগরে॥

## প্রার ।

পরেতে শুনহ রাজা অদ্ধৃত কাহিনী।
মদনে মাতিল পুনঃ যতেক গোপিনী॥
বিহার করয়ে হাথে কুঞ্জের ভিতরে।
শুলালতা রহে তথা শ্যায় তহুপরে॥

অধরে অধর ধরি দংশন করয় 🖪 বক্ষে করি রহে হরি যত গোপিকায়॥ তুলিয়া আপন বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তথন। রতি রঙ্গে প্রেফাবেশে হইল সগন॥ বিপরীত রতি করে গোপিনী সহিত। রাসকেলি করে হরি হইয়া মোহিত॥ মহানন্দে রতি শেষ করে তুইজনে। গোপীসহ খেলে হরি আনন্দিত মনে॥ রতি শেষে উঠি বদে রক্ষের তলায়। দোঁহে দোঁহাপানে পুনঃ আড়ে আড়ে চায়॥ নগ্ন বেশা এলোকেশা হইয়া গোপিনী। শীকুষ্ণের করে ধরে মধুর হাসিনী॥ গাঁথিয়া কুন্তম হার কুষ্ণ গলে দেয়। আপন অঞ্লে কেছ শ্রীমুগ মুছায়॥ শীতল চন্দন কেহ মাথাইয়ে দিল। কেহ বা মাথায় চুড়া আঁটিয়া বান্ধিল॥ কেহ বাঁশী ল'য়ে করে বাজায় তখন। কেহ পীতধড়া কাড়ি করে পলায়ন॥ কেহ বা উলঙ্গ হেরি হাসিয়া আকুল। কেছ বা সাজায় কুফে দিয়ে বনফুল॥ কেছ কুষ্ণপদ সেবে সহর্গ মনেতে। কেহ বা কুফের বেশ ধরিল হর্ষেতে॥ চুড়া ল'য়ে নিজ শিরে করিল বন্ধন। বনমালা লয়ে গলে দিল কোনজন ॥ কেহ বা মোহন বাঁশী অধরে ধরিল। এইরূপে গোপী সবে উন্মত্ত হইল। কেহ ধার যমুনায় তুলিতে কমল। েকেহ বা মূণাল তুলে হ'য়ে কুতৃহল॥ কেহ ব্লোপরে উঠি পাড়ে পরুফল। ় কেহ কৃষ্ণ অঙ্গে দেয় স্থবাসিত জল ॥ এইরূপে করে কেলি ঐীরাসমগুলে। হরি সহ আনন্দিত গোপিনী সকলে॥ পরে হরি রাধাদহ কুন্তম কাননে। গোপীসহ গোপীনাথ আনন্দিত মনে॥

পুষ্পিত কানন তাহে অতি মনোহর। মধু ল'য়ে ধার তাহে যত মধুকর ॥ ম্বণন্ধ সৌরভ বহে গন্ধে আমোণিত। দরশনে নারায়ণ হইল মোহিত॥ গোপী সহ আনন্দিত হইল তথন। পুনশ্চ পীড়িল সবে ছুরম্ভ মদন॥ সবাকারে ফুলশর হানে বার বার। অচেতন কামশরে নন্দের কুমার॥ রাধিকার হস্তে ধরি কোলে করি লয়। শশিমুখে মনস্থা চুম্বন করয়॥ অধরে করিল হরি দন্তের ঘাতৃন। অসনি শিহরে প্যারী কামে অচেতন ॥ আনন্দে মাতিল পুনঃ গোপিকার সনে। করিল কুন্থম-শধ্যা কুন্থম-কাননে॥ মনস্থে পুনর্বার করয়ে বিহার। মহানন্দে গ্লেপিগণ আনন্দ অন্তর॥ যত রতি করে তত আনন্দ উদয়। किकिंगी नृशूत ध्वनि चन चन इया। অধরে দংশন হরি কৌতুকে করিল। নথাঘাতে কুচ্যুগে রুধির বহিল॥ অবিরত গণ্ডস্থল হৈল চিহ্ন কত। স্থানে স্থানে হয় তার কত নথাঘাত॥ বিদূরিত করি বস্ত্র শ্রীহরি তখন। হৃদয়ে ধরিয়া তায় করেন চুম্বন॥ এইরূপে রতিশেষ করি যত্নপতি। তথা হতে শ্রীরাদমগুলে করে গতি॥ এইরূপে রাসলীলা নিশাতে হইল। त्रम्नावत्न खक्रवामी (कर ना क्रानिन ॥ পূর্ণরাদ ( ১ ) করিবারে শ্রীহরি তথন। মনে মনে গোপীনাথ করিল চিন্তন।

শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব্ব কথন। শ্ৰীকৃষ্ণের মায়া বল জানে কোনজন্॥ প্রীহরির রাসলীলা সর্ববলীলা সার। শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপীর নিস্তার॥ শ্রীরাসমণ্ডলে হরি গিয়া সেইক্ষণে। বসিলেন রাধাসহ রত্ন সিংহাদনে॥ হুখে বসি হুজনেতে তামুল ভক্ষিল। পরেতে ব্যক্তন রাধা হস্তে সঞ্চারিল। রাধা হস্ত হ'তে কৃষ্ণ লইয়ে ব্যজনী। মূতুল বাতাস করে শ্রীহরি আপনি॥ নানাবিধ ফল মূল রাধা সতী আনি। স্থশীতল জল সহ যোগায় তখনি॥ ত্রইজনে মহানন্দে করে জলপান। এইরূপে রতি শেষে আনন্দ বিধান॥ ভাগবত কথা হয় মধুর ভারতী। শ্রবণেতে মহাপাপী পায় যে মুকতি॥ একান্ত হইয়ে যেবা করয়ে শ্রবণ। নিশ্চয় তাহার হয় বৈকুঠে গমন ॥ মহাপাপী উদ্ধারের শ্রীহরি কাণ্ডারী। দাস কহে অনায়াসে তরে ভববারি॥ হরি কথা যেইজন শুনে সাবধানে। বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায় চাপিয়া বিমানে॥

ইতি শ্রীমন্তাগ্রতে দশম ক্ষরে শ্রীরুক্তের রাস্বিহার কংগ্রস্মাপ্ত।

অধ গোণিগণের জ্রীক্রকান্থেব।
শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি।
অনস্তর কহি সেই অপূর্ব্ব ভারতী॥
পূর্ণরাস করিবারে জ্রীহরি চিস্তিল।
তৃতীয় দিবসে হরি রাসমঞ্চে গেল॥
আনন্দেতে গোপীনাথ করে বংশীরব।
আকুল হইয়ে গোপী বনে যায় সব॥

১। চৈত্রমানে ত্রোদশীতে এই রাদশীলা আরম্ভ হর। পূর্ণিমাতে প্রীকৃষ্ণ পূর্ণরাদ সমাপ্ত করেন। কিছ একশে পূর্ণিমাতে রাদ মারম্ভ ছইর। ভৃতীরাতে পূর্ণরাদ সমাপ্ত হল।

ययूना श्रृतित्न शांग्र जानम जल्दत । ডুবিল গোপিনী কান্তু রূপের সাগরে॥ রাধাসহ গোপী যত স্থখেতে মগন। **শ্রীহরি গোপিনীকুলে করে সম্ভা**ষণ ॥ কামেতে আকুল গোপী মদন পীড়নে। কুষ্ণ সহ গোপ গোপী মহানন্দ মনে॥ कान भाशी वन कृतन गाँधिन य माना। কোন গোপী মিষ্ট ফলে সাজাইয়া ডালা॥ কোন গোপী লইয়াছে স্থগন্ধি চন্দন। কোন গোপী ফুলে ফুলে করিছে ব্যজন। কেছ বা অলক। দেয় কুষ্ণের বদনে। কোন গোপী পদ সেবা করয়ে যতনে॥ **হেনকালে** রাধাসতী চিন্তিল অন্তরে। গোপী দব মনে মনে অহঙ্কার করে॥ কুঁঞ্চ সোহাগিনী ভাবি বড় দৰ্প হয়। **অন্ত**র্য্যামী ভগবান জানে সমুদয়॥ শ্ৰীকৃষ্ণ কহিল তবে যত গোপিগণে। খেলিব রাখালি খেলা তোমাদের সনে॥ পাঁচনী করেতে লহ যতেক গোপিনী। নিক্ষেপ করহ সবে আপন পাঁচনী। এত শুনি গোপিগণ আর রাধাদতী। শ্রীহরি সহিত খেলে আনন্দিত মতি॥ খেলিতে পাঁচনী খেল। এরাধা তখন। **জিতিল তাহাতে লজ্জা পান নারায়ণ ॥** তবে যত স্থিগণ কহিল কাকুরে। কাঁধে কর রাধা সতী জিনিল তোমারে॥ মনে মনে হাসি হরি স্বীকার করিল। কান্ধে করিবারে হরি অমনি বসিল। আনন্দে উশ্বন্ত তবে গোপনারী সবে। **উঠিতে কুফের ক্ষন্ধে** রাধা যায় তবে॥ 🕮 ক্রফের কাঁধে রাধা উঠিল যথন। অন্তর্জান হন হরি অমনি তথন॥ উঠ উঠ বলি তবে ডাকে উভরায়। আনন্দে উন্মত্ত সবে নিম্নে নাহি চায়।

ক্ষণপরে গোপী সবে মনেতে ভাবিল। নাহি হেরি প্রাণেশ্বরে শিহরি উঠিল। চারিদিকে গোপী সবে করে নিরী**ক্ষণ**। কোন স্থানে নাহি দেখে শ্রীকৃষ্ণে তখন। ্রুফ অদর্শনে সবে আকুল **অন্তর**। অকুতাপ করে কত হইয়া কাতর॥ যুথপতি হেছু যথা বনের হরিণী। কুষ্ণের কারণ তথা ব্রজের গোপিনী॥ ক্ষণ অদর্শনে যারা হারায় জীবন। কৃষ্ণ প্রাণ গোপী করে কৃষ্ণ অন্থেষণ॥ না হেরি সে নন্দস্তত উন্মত্তের প্রায়। ক্ষণে ক্রণে তা স্বার বিভ্রম জন্মায়॥ সকলে আকুল হ'য়ে কৃষ্ণের কারণ। কৃষ্ণ রূপরাশি কেহ না ভুলে কখন॥ কুষ্ণ দেখিবার আশে ব্যাক্ল অন্তর। কোথা হরি বলি সবে হইল কাত্রর॥ সে রূপ না দর্শনে সকলে চঞ্চল। না শুনি সে বাণী গোপী হইল বিকল॥ হরির কারণ দবে হয়ে উন্মাদিনা। পাইল বেদনা মনে যতেক গোপিনা। কেহ উচ্চরব করি গীত আরম্ভিল। হরি অম্বেনণ হেতু সকলে ধাইল॥ নিবিড় কানন মাঝে করিল গমন। বনে বনে ধার সবে ক্লফের কারণ॥ কোন স্থানে নন্দস্তত নহে দরশন। ব্লক্ষগণে জিজ্ঞাসিল পাগল বেমন॥ কাঁদিতে কাঁদিতে কহে যত ব্ৰজাঙ্গনা। বলহ অথথ রক্ষ ক'রো না ছলনা॥ অবলা গোপের বালা কহ সভ্যবাণী। এই পথে গিয়াছে কি সেই চক্রপাণি॥ হেথা কি হে গোপীনাথে করেছ দর্শন। মিখ্যা না কহিও সত্য বলহ বচন॥ হাসিয়া বাঁশরী গানে চুরি করি মন। এখন না জানি কোথা করে পলায়ন॥

গোপিকা বচনে বুক্ষ উত্তর না দেয়। শোকাতুরা গোপী যত আকুল হনয়॥ জিজ্ঞাসে গোপিকা যত অন্য রুক্ষগণে। তোমরা দেখেছ কেহ জ্রীনন্দনন্দনে॥ মহারক্ষ হও সবে পর উপকারী। গোপীনাথ পলায়েছে গোপী প্রাণ হরি॥ কহ সত্য মিখ্যা না কহিও কোনমতে। কহ সেই মনচোরা গেছে কোন পথে। এইরূপে গোপবালা কাতর অন্তরে। জিজ্ঞাদে যতেক ব্লক্ষে কানন ভিতরে॥ কেই না উত্তর দিল তাদের কথায়। চিন্তিত হইল অতি গোপনারী তায়॥ গোপী সব মনে মনে চিন্তিত তখন। कि कारन शुक्रम वल नातीत (वनन ॥ পুরুষ সরল নহে কঠিন অন্তর। সে কারণে আমাদের না দিল উত্তর॥ নিজ হুখে মত্ত সদা পুরুদের মন। নির্দায় মোদের প্রতি জানিত্ব কারণ ॥ রমণী জানিতে পারে রমণী বেদন।। কভুনা করিবে তারা মোদের ছলন।॥ অতএব নারীজাতি যত তরুগণে। জিজ্ঞাসিলে তত্ত্ব কথা পাইব একংগ। এত বলি গোপী গিয়া তুলদী নিকটে। বলে দেবী ভূমি সত্য কহ অকপটে॥ বিষ্ণুপ্রিয়া হও রও বিষ্ণুর চরণে। তুমি সই দেখিয়াছ গোপী প্রাণধনে॥ মল্লিকা মালতী আদি কহ সত্য বাণী। কোন পথে কোথা গেল সেই নীলমণি॥ সকলে কি দেখিয়াছ সেই কৃষ্ণধন। আনন্দে হরির অঙ্গ করেছ স্পর্শন॥ সত্য কহু যো সবারে হইয়া সদয়। **অবশ্য দেখেছ** সেই নন্দের তনয়॥ গোপিকার মন হরি পলাইল কোথা। কোন পথে গেল হরি কছ সেই কথা।

না পেয়ে উত্তর তথা যতেক গোপিনী। বিরহে কাতর সবে হয়ে পাগলিনী ॥ তবে তথা হ'তে সবে করিল গসন। যথা ফলবান রুক্ষ সে স্থানে তথন॥ বিনয়ে তাদের কাছে বলিছে সম্বরে। দয়া করি বৃক্ষগণ কহু মো সবারে॥ পর উপকার হেতু ওহে তরুবর। ধারণ করহ শিরে ফল বহুতর॥ উপকার কর কিছু আমাদের প্রতি। প্রদন্ন দৃষ্টিতে চাহ করি গো মিনতি॥ শ্রীদল বকুল আত্র তরু আছ যত। সকলেই ফলভৱে হইয়াছ নত।। যত ফল ধরিয়াছ পরের কারণ। আমাদের প্রতি দয়। কর বিতরণ॥ পর উপকার হেতু জনম দবার। আমাদের লাগি কিছু কর উপকার॥ আমরা গোপের বাল। হীনমতি অতি। নন্দহুত বিনে সবে এমন চুৰ্গতি॥ সংসার অসার শুশু হয় দরশন। জানিতে না পারি আছে দেহেতে জীবন। চারিদিকে হেরি সব ঘোর অন্ধকার। কৃষ্ণরূপ হেরি মত্ত সবার অন্তর॥ তাঁর প্রেমে ভূলে আছি যতেক গোপিনী। তাহার কারণে মোরা সবে উন্মাদিনী॥ জ্ঞানহীনা নারীজাতি আমরা সকলে। কর উপকার সবে গোপনারীকুলে॥ বড়ই কাতর সবে জানিবে নিশ্চয়। কোন পথে প্রাণকাস্ত বলহ সবায়॥ কোন পথে প্রাণনাথ করেছে গমন। সত্য কহি মোদবার রাথহ জীবন॥ কাতরে কহিল যত উত্তর না পেল। পৃথিবীরে করযোড়ে তবে জিজাসিল। অবিরত অঞ্চবারি বহিছে নয়নে। ক্ষিতি প্রতি কহে অতি কাতর কনে॥

ভাগ্যবতী তুমি ক্ষিতি জানিমু নিশ্চয়। কত পুণ্য কর সতী জানি সমৃদয়॥ নিজ বক্ষে হরিপদ ধর অন্যুক্ত। পুলকে পূর্ণিত ক্ষিতি কহ বিবরণ ॥ ভোমার ভাগ্যের কথা কি কহিব আর। বরাহ রূপেতে হরি করিল উদ্ধার॥ ভূমি দতী ভাগ্যবতী হরি আলিঙ্গনে। পুলকে পূর্ণিত তুমি আছ সর্বক্ষণে॥ আমাদের প্রতি কিছু হও গো সদয়। কোন পথে গেছে সেই হরি দয়াময়॥ কোন স্থান আছে বল তব অগোচর। কোথা নন্দস্তত আছে বল গো সত্বর॥ বিনে সেই কান্ত সবে হ'য়েছি আকুল। এই দেখ নেত্ৰজলে ভিজিছে তু'কুল॥ এতেক কহিল গোপী কাতর বচন। না পেয়ে উত্তর তাহে বিরস বদন॥ ত্রঃখিত অন্তরে সবে দাঁড়াইয়া রহে। গুলালতাগণ প্রতি সকাতরে কহে॥ শুন গুলালতা সবে আমাদের বাণী। মন হরি পলায়েছে সেই গুণমণি॥ কুষ্ণ-প্রেমে মুগ্ধ মোরা শুন লতা সতী। সদয় হইয়ে কহ আমাদের প্রতি। দেখিয়াছ নন্দস্তত কোন পথে গেল। না কহিও মিখ্যা কথা সত্য করি বল॥ নারী হ'য়ে নারী প্রতি কেন বিড়ম্বন। ভালমতে জান দবে বিরহ বেদন॥ কহি সত্য কথা কর তুঃখ নিবারণ। বল কোথা লুকায়েছে শ্রীনন্দনন্দন॥ করিল কাকুতি কত উত্তর না পায়। হেরিল হরিণী যত চরিয়া বেড়ায়॥ গোপী যত মুগী দবে করি নিরীকণ। পরস্পর যুক্তি সবে করিল তথন॥ বলে স্থী দেখ যত হরিণী এ স্থানে। সরল স্বভাব হবে বুঝি অনুমানে॥

এই পথে প্রাণকৃষ্ণ গিয়াছে নিশ্চয়। সেইরূপ দরশনে আনন্দ হৃদয়॥ মুগ্ধ হ'রে সকলেতে দাঁড়াইয়া আছে। জিজাসা করহ সবে ইহাদের কাছে। এমনি কুষ্ণের রূপ ললিত মোহন। পশুজাতি হেরে সবে চঞ্চল এখন।। আছে উৰ্নমুখে সবে তৃণ নাহি পায়। হেরে রূপ হির নেত্রে দাঁড়াইয়। রয়॥ প্রিয় সখি শুন কহি আমার কন। এই পথে প্রাণনাথ করেছে গমন॥ ক্লফক্রপে মগ্ন হ'য়ে যতেক হরিণী। আমাদের মত সবে হ'য়ে পাগলিনী॥ প্রেমেতে মগ্ন সবে আনন্দ হৃদয়। এই পথে গেছে হরি জানিবে নিশ্চয়॥ আর এক কথা সখি করহ প্রবণ। কান্ত। সহ কান্ত গেছে জানিবে কারণ॥ একা নাহি গেছে হরি কহিলাম সার। বিশেষ জেনেছি আমি স্বভাব তাঁহার॥ লম্পট চতুর সেই কুষ্ণ গুণমণি। অমুভব করে তারে যতেক গোপিনী॥ রমণী সহিত গেছে একা নাহি যায়। সেই মুগ সবে তাঁরে দেখিবারে পায়॥ দেখিয়ে যুগুল রূপ সকলে মোহিত। লকণেতে জানিলাম কর গো বিহিত॥ এত কহি মুগীগণে জিজ্ঞাদে তথ**ন**। দেখেছ কি এই পথে যশোদা-নন্দন॥ তাদের নিকটে তবে না পায় উত্তর। দ্রুতপদে দূর বনে সকলেতে ধায়॥ কিছুদুর গমন করিল স্থির হ'য়ে। উচ্চ এক বৃক্ষ তথা দেখিলেক চেয়ে॥ ফল ফুলভরে বৃক্ষ হ'য়ে আছে নত। পরস্পরে কছে সবে হইয়া তুঃখিত॥ এই পথে প্রাণনাথে পাব দরশন। এই তরুবরে সখি জিজ্ঞাস এখন।

হেঁটমাথে কৃষ্ণপদে করিল প্রণতি। নতশিরে তাই আছে জেনেছি সম্প্রতি॥ হেরি রূপ অন্তরেতে তৃপ্ত না হইয়ে। তাই বুঝি উকি মেরে রয়েছে চাহিয়ে॥ অত এব তরুবর করি নিবেদন। বল কোথা প্রাণ হরি করিল গমন॥ কোন পথে গেছে নাথ কহ সেই কগ।। ছুঃখিনী গোপিনী মোরা দূর কর যাথ।॥ হেরিয়াছ প্রাণনাথে সত্য করি কহ। আমাদের তুঃখ-ভার দূর করি দেহ।। উত্তর না পেয়ে তবে যত গোপবালা। দূরে যায় অতিশয় হইয়ে চঞ্চলা॥ তথা হেরিলেক এক মাধবী লতায়। চন্দনে আশ্রয় করি বিরলে তথায়॥ তাহা দরশনে বত গোপের অঙ্গনা। কুষ্টের কারণে পায় অধিক বেদন।॥ মাধবীরে কহে কিছু করি সম্বোধন। শুনলো মাধবী তব প্রফুল বদন ॥ কান্ত আলিঙ্গনে আছু হ'য়ে আক্রাদিনী। মোরা কান্ত হার। এবে অতি বিহাদিনী॥ নিজ প্রিয়া আলিঙ্গনে আনন্দিত মতি। অবশ্য কুষ্ণেরে তুমি দেখিয়াছ স্থী॥ একে কান্ত সহ তাহে কৃষ্ণ দরশন। তাহাতে পুলকে মগ্ন আছ গো এখন॥ কহ কোন পথে গেছে নন্দের কুমার। সত্য কহি রাখ প্রাণ আমা সবাকার॥ এইরূপ শোকে মগ্না যতেক গোপিনী। না পেয়ে উত্তর সবে হয় উন্মাদিনী॥ পরে যত গোপবালা শোকেতে মগন। বনে বনে করে সবে কৃষ্ণ অন্থেবণ॥ খুঁজিয়া না পেয়ে কৃষ্ণ উন্মন্ত হইল। ভূমিতে পড়িয়া কত প্রলাপ বকিল॥ অজ্ঞানের মত ক্ষণে হ'য়ে অচেতন। পুনশ্চ করিল কুষ্ণে কত অশ্বেশ।॥

কোনমতে শ্রীকুফের উদ্দেশ না পায়। তবে সবে একতরে কুষ্ণগুণ গায়॥ উচ্চৈঃসরে কৃষ্ণলীল। করয়ে কীর্ত্তন। এইরূপে গোপী শোক করয়ে বর্জ্জন। কৃষ্ণ শোকে পাগলিনী রাখিতে জীবন। বাল্যলীয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ তথন॥ কেহ সেই কৃষ্ণঘাতী পুতনা হইল। বিষ মাপা স্তন যেন ক্লুফে পিয়াইল॥ কোন গোপ। সেই স্তন করে আস্বাদন। এইরূপে কৃষ্ণ লীলা করে গোপিগণ॥ কোন গোপী উৰ্দ্ধকায় শকট হইয়া। কেহ তাহা ভাঙ্গি ফেলে পদাঘাত দিয়া॥ কোন গোপী তৃগাবর্ত্ত অহুর হইল। কেহ ক্লফ্রপ ধরি তাহারে বধিল। কেহ কুণ্ড হ'রে হামাগুড়ি দিয়া যায়। কোন গোপী পাছে পাছে আ**নন্দেতে ধায়**। বৎসাহ্মর কোন গোপী হইল তথন। কেহ হরি হয়ে তার বধয়ে জীবন॥ কেহ বা রাখাল সাজি গাছেতে উ**ঠিল।** কেহ বৎসরূপে গোষ্ঠে চরিতে লাগিল। কেহ বা বাজায় বাঁশী হৃমধুর রবে। ভ্রাশংসা করয়ে তারে অম্ম গোপী সবে॥ কোন গোপা কহে সখী করি নিবেদন। এখনি ধরিব আমি গিরি গোবর্জন॥ এত বলি নিজ হস্তে বক্স উঠাইল। কোন গোপী বস্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিল। বলে নাথ রক্ষা কর ব্রজবাসীগণে। বিষম ইন্দ্রের কোপ ধারা বরিষণে॥ কোন গোপী কহে আমি কালি নাগবর। আর গোপী কহে পদ পাইবে সম্বর॥ কোন গোপী কৰে ঐ দেখ দাবানল। গোপগণে পরিত্রাণ কর নন্দলাল ॥ আর গোপ। হরি হয়ে ভক্ষণ করিল। কোন গোপী হরিরূপে নবনী হরিল।

কোন গোপী যশোমতী তথনি হইল। হরিরূপী গোপিকারে বন্ধন করিল। ওরে ননীচোর তোরে করিন্তু বন্ধন। এইরূপে অভিনয় করে গোপিগণ॥ শোকেতে আকুল যত ব্ৰজ আহিরিণী। কৃষ্ণলীল। করে শোকে হ'য়ে বিষাদিনী॥ পুনঃ বনে বনে ধায় হরিরে খুজিয়ে। তরু লতাগণে সবে ফিরে জিজ্ঞাসিয়ে॥ ব্যাকুল অন্তরে দবে করে অন্বেষণ। নানা বনে গোপী যত করে দরশন॥ কোন স্থানে নন্দস্থতে দেখিতে না পায়। চঞ্চল হইল সবে পাগলিনী প্রায়॥ এইরূপে ব্রজগোপী আকুল অন্তরে। ভ্রমিয়া বেড়ায় সবে বনের ভিতরে॥ আকুল হইয়ে সবে করয়ে গমন। হরির চরণ চিহ্ন করে দরশন ॥ পদচিহ্ন হেরি তবে কহে পরস্পরে। এইপথে চল সখি পাবে প্রাণেশ্বরে॥ এই দেখ পদচিহ্ন আছে বিগুমান। ধ্বজ বক্তাকুশ চিহ্ন হয় অনুমান ॥ ক্ষণমাত্র গমনের চিহ্ন এই হয়। সম্বর গমনে তারে পাইবে নিশ্চয়॥ এত কহি গোপাঁ যত চলিল সত্বর। হরি দরশন হেতু আনন্দ অন্তর॥ পদচিহ্ন অনুসারে গমন সবার। নারী-পদ চিহ্ন দেখে পাশেতে তাহার॥ তাহা দেখি গোপী যত আকুল হৃদয়। ্গোপী সবে একেবারে খেদযুক্ত হয়॥ নেত্রজ্বলে গণ্ডভাসে কহে ধারি ধীরি। কম্পিত শরীর তাহে যত গোপনারী॥ কহে দখি প্রাণে একি কভু দহ হয়। প্রিয়াদহ গোপীনাথ লুকায় কোথায়॥ আমাদের ছাড়ি গেল যশোদা-নন্দন। কেন মোরা ভাগ্যহীন হইন্দু এখন॥

হেন তুঃখ সহু নাহি হয় গোপী প্রাণে। মোরা সব অভাগিনী হরি অদর্শনে॥ কোন গোপী হরিধন নিশ্চয় পাইল। আমাদের ভাগাদোষে তাহা না মিলিল॥ অমুমানে গোপিনীরা করিল গমন। নারীপদ চিহ্ন আর না হয় দর্শন॥ হেরিল সে পদ যত তৃণেতে আরত। তাহা দেখি শোকে মগ্ন হয় গোপী যত॥ ওগো সখি চমৎকার কর দরশন। এই স্থানে নার্র।পদ হেন কি কারণ॥ কমল চরণে হবে কুশের আঘাত। স্কোমল পদযুগে হবে রক্তপাত॥ তাই প্রাণনাথ তারে স্কন্ধে করি নিল। আমাদের ভাগ্যে সখি তাহা না ঘটিল॥ আর কতদূরে করে গমন সম্বরে। নারী পদ চিহ্ন পুনঃ নয়নে না হেরে॥ পরে সবে ক্রতপদে গমন করিল। भा िक श्रु वि मा मकरल (प्रश्रिल ॥ তাহা দরশনে সবে শোকেতে মগন। পরস্পর বলাবলি করিল তখন॥ ওগো দখি দৃষ্টি দবে কর গে। নয়নে। লইল রাধিকা কোলে হরি এই স্থানে॥ তাই এই পদচিহ্ন মগ্ন যে হইল। কামিনার ভারে পদ অধিক বসিল। আর এক অনুমান হয় এই মনে। রাধিকারে প্রাণনাথ সাজায় যতনে॥ कृलि नानाविध कृल कवती वाक्तिल। স্যত্তনে উরুপরে তারে বসাইল। এই দেখ উরু চিহ্ন অঙ্কিত ধুলায়। তাহা দেখি গোপী সব আকুল হৃদয়॥ এইরূপে গোপী যত শোকাকুল মনে। আবেশে অচল হ'য়ে বসে সেই স্থানে॥ ক্ষণপরে পুনঃ সবে গমন করিল। যমুনা পুলিনে সবে উপনীত হৈল॥

তুঃখিত অন্তরে তবে হরিগুণ গায়। হরি দরশন হেডু চারিদিকে চায়॥ ভাগবত কথা অতি পবিত্র কারণ। দাস বলে হরিপদে যেন রহে মন॥

ইতি শ্রীমন্তাগৰতে গোপিগণের রুক্ষান্দেষণ কথা সমাপ্ত।

জ্ঞথ গোপী বিলাপ।

শুকদেব কহে রাজা শুন অতঃপর। হরি অদর্শনে গোপী হইয়ে কাতর॥ একত্রে বসিয়া সবে যমুনার তীরে। হরিগুণ গান করে মহা উচ্চৈঃম্বরে॥ বলে কোথা গোপীনাথ জীবনের ধন। গোপী মনোহর হরি জগৎ কারণ॥ গোপী প্রাণেশ্বর তুমি যশোদা-কুমার। তব শ্রীচরণ বিনে সবে শবাকার॥ ভক্তগণ তব পদ সেবে অমুক্ষণ। কমল। সেবিত পদ সর্বব স্থলক্ষণ॥ অদর্শনে চন্দ্রানন আকুল অন্তর। কুপা করি গোপিগণে বাঁচাও সম্বর॥ একবার চক্রানন দেখাও সবারে। নতুবা গোপিকা প্রাণ রহে কি প্রকারে॥ না হেরি ও চাঁদমূথ দেখি শুস্থসয়। অন্ধকারময় সব দরশন হয়॥ গোপিকা সকলে হরি একান্ত তোমার। অন্তে নাহি জানে গোপী ওহে গুণাধার॥ কটাক্ষ বাণেতে হেরি গোপিকা মজালে। অবলা কামিনীকুলে জীবনে বধিলে॥ বিনামূল্যে ক্রীড়া দাদী সকলে তোমার। তার প্রতিফল একি ওহে গুণাধার॥ এ হ'তে মরণ ভাল জানিসু নিশ্চয়। এতেক যন্ত্রণা আর সহ্য নাহি হয়॥ ওহে প্রাণহরি আর কি কব তোমারে। বিষম বিপদ হ'তে বাঁচাও সবারে ॥

কালিয় দমন করি মোদের কারণ। দর্প ভয় হ'তে রক্ষা কর নারায়ণ॥ অহ্র রাক্ষস হ'তে রাথ কতবার। তুমি রুষাহ্মরে হরি করিলে সংহার॥ তাহাতে রাখিলে যত ব্রজ্বাসিগণ। **এইরূপে কতবার রাখিলে জীবন॥** বার বার কতবার বাঁচাইলে সবে। তবে কেন বধোন্তত আমাদিগে এবে॥ বধিতে বাদনা যদি ছিল হে অন্তর্টের। কেন রেখেছিলে এত বিপদ সাগরে॥ আগে যদি সে বিপদে হইত মরণ। তাহ'লে কি গোপীদের দহিত জীবন॥ তোমা অদর্শনে প্রাণ দহে অনিবার। না হয় মরণ তাহে যাতনাই সার॥ নিবেদন করি তবে শুন প্রাণপতি। গোপী প্রাণেশ্বর তুমি অখিলের গতি॥ জগতের সার বস্তু তব শ্রীচরণ। তুমি সবাকার সার সবার জীবন॥ কমলা সেবিত পদ অতুল জগতে। হরিতে অবনীভার আইলে গহাঁতে॥ স্ষ্টিরক্ষা হেতু ব্রহ্মা ও পদ সেবিল। তাই যহুকুলৈ সব জনম হইল॥ তব ও কমল পদ যে করে শরণ। নিশ্চয় এ ভব ভয় তার নিবারণ॥ তব পাদপদ্মে নাথ যে করে আশ্রয়। ভবে তার কোন ভয় কভু নাহি রয়॥ ওহে কান্ত সেই পদী সেবি সর্ব্বজন। আমাদের প্রতি তবে কেন বিড়ম্বন॥ তব কামানলে হই উত্তপ্ত এখন। স্থূলীতল করস্পর্লে কর নিবারণ॥ ব্রজ-তঃখ হর হরি ওছে প্রাণেশর। চারু চন্দ্রানন তাহে দেখিতে স্থলর॥ অতএব কর দয়া তব দাসীগণে। তব চারু চন্দ্রানন দেখিব এক্ষণে॥

কি কহিব প্রাণকান্ত অধিক তোমায়। তব পদে সদা রত যত গোপীচয়॥ সকাতরে করে তবে যত ব্রক্তাঙ্গন।। কোন পাপে পাই বল এতেক যন্ত্ৰণা॥ যেই পদে কাননেতে করহ গমন। ষেই পদে ধেনুসহ ভ্রমে অনুক্রণ।। (यह अन लक्षी मना द्वारथ वरकां भरत । যে চরণ রাখিলেন নাগরাজ শিরে॥ সে চরণ গোপী শিরে কর হে অর্প।। তবে সে মদনানল হয় নিবারণ॥ নত্বা শীতল বল কি প্রকারে হয়। অবলা হৃদয়ে জ্বালা আর কত সয়॥ আর শুন প্রাণধন করি নিবেদন। ব্রজ-গোপিকার হরি তুমিই জীবন॥ স্থাধুর বাক্যে কর স্বারে আখাস। রয়েছে জীবন মাত্র করি তব আশ। তব দাসী হই সোরা যত ব্রজনারী। মদনে মোহিত সবে শুন বংশীধারী॥ মনে আশা থাকে যদি রাখিতে জীবন। কহ বাক্য স্থাময় জীনন্দনন্দন॥ কর বাক্য স্থাদান প্রাণ রহে তবে। নতুবা হইবে মুত্যু গোপিগণে এবে॥ এখনো যে আছে প্রাণ ওহে প্রাণেশর। তব দরশন আশে ওহে গুণাকর॥ সংসারের সার নাম করে যেই জন। লোভ মোহ মদ আদি হুয় বিনাশন॥ ষেই ষূঢ় পান করে তব নামামূত। এ জ্বপতে তার সম নহে কদাচিত॥ छ्र भाग तरह शृहह मानु (महे जन। তব প্রেমে হাস্থাননে করে নিরীক্ষণ। মোরা গৃহে থাকি নাথ তব ধ্যানে রত। স্থির মনে ও চরণে চিন্তিসু যে কত॥ ভূমি নাথ যে সঙ্কেতে বাঁশী বাজাইলে। তাহাতে গোপিকা চিত্ত হরণ করিলে॥

তাই হ'লো সবাকার চঞ্চল হৃদয়। বিনা দরশনে এবে কি হবে উপায়॥ এখন তোমারে হরি বিনা পরশন। বিনা দরশনে আর ন। রহে জীবন॥ একবার তব পদ করিয়ে স্পর্শন। লভিন্থ অমৃত রাশি শুন প্রাণধন॥ তাহ'তে লোভিত চিত্ত হে ব্ৰজ্ঞাহন। তাহাতেই মনে ক্ষোভ জন্মিল এখন॥ প্রাণেশ্বর এবে মোরা কি করিব আর। মুখে নাহি বাক্য সরে সবে শবাকার॥ ব্রজ হ'তে রুন্দাবনে গোচারণে যাও। ল'য়ে যত শিশুদলে গোষ্ঠ পানে ধাও॥ তথন না ছেরি তব ও শশী বদন। তিলে শত যুগ মনে হইত তথন॥ আর কি কহিব হরি বাক্য নাহি সরে। কহিতে সে কথা নাথ আঁথিজল ঝরে॥ গোচারণে যবে তুমি করিতে গমন। কমল-পদেতে হ'তে কুশের ঘাতন॥ ়তাহা সারি মনে ছুঃখ হইত উদর। কি আর কহিব নাপ সে কথা তোমায়॥ ব্রজবাসাঁ জনে স্বাকার প্রাণ্ধন। গোষ্ঠ হ'তে ঘরে যবে কর আগমন॥ তব দরশন হেতু গোপিনা সকলে। তব মুখ হেরি গিয়া মোরা **কুতৃহলে**॥ কুন্তলে আরত হ'ত ও চাঁদ বদন। ধুনায় আচ্ছন্ন দেহ ল'য়ে স্থাগণ॥ খেলিতে খেলিতে রঙ্গে গৃহে এসো যবে। দুরশনে গোপিগণে আনন্দিত সবে॥ বে আনন্দ পেন্তু নাথ কেমনে কহিব। কামিন। হইয়ে ছুঃখ কতই সহিব॥ গোপী মনোহরা হরি গোপিকা জীবন। তব পাদপল্মে প্রাণ করেছি অর্পণ॥ লক্ষীর সেবিদ পদ পড়েছে ধরায়। কত ভাগ্যবতী ধরা কহনে না যায়॥

কত পুণ্যবতী কত তপ আচরিল। নতুবা পদ-পঞ্চজ কিরূপে পাইল। আর শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন। স্থাতিল কর কর স্তনেতে অর্পণ॥ উত্তাপিত প্রাণ তবে হবে গুশীতল। স্নিগ্ধ করি হৃদি হেরে বদন কমল। ব্রজকুল নারীগণে কর রতিদান। শোক দুর করি হরি কর বাঁশী গান॥ হইবে দকলে শান্ত পেয়ে মুখামুত। বিদূরিত হবে হরি গোপী ছঃখ যত॥ ত্র মুখামূত নাথ করি আস্বাদন। শোকে মগ্র গোপীগণে বাঁচাও এখন॥ আমরা অধিনী তব ওছে গুণাকর। শবাকার তোম। বিনে ওহে পীতাম্বর॥ ছুঃখের কাহিনী আর কতই বলিব। না জানি তোমারে ভজি এত ক্লেশ পাব। গোচারণে যেতে যবে ল'য়ে শিশুগণ। জীবহান দেহ যেন হইত তখন॥ যতক্ষণ ধেম্বদহ রহিতে গোষ্ঠেতে। অদর্শনে গোপিগণ থাকিত কাদিতে॥ তোমার বাঁশীর গান করিয়ে প্রবণ। মুতদেহে হ'ত যেন জীব স্কারণ॥ সেই গানে গোপী মন হরণ করিলে। अक्वाद्य क्वाञ्चल **पित्रू म**रव कूल ॥ পরিহরি পরিজনে কর পলায়ন। একি বিপরীত কর্ম তোমার এখন॥ এ ঘোর নিশিতে এই কুলবধূ যত। একাকিনী রেখে বনে হ'লে অন্তর্হিত॥ আমাদের সহ কর শঠত। এমন। একি বিপরীত কার্য্য ধুর্ত্ত আচরণ॥ হাসি হাসি সবাকার মন চুরি করি। পালালে কোথায় এবে ওহে বংশীধারী॥ ব্ৰজবাসীগেণে তুমি ওছে গুণাধার। কত শত বিপদেতে করিলৈ উদ্ধর্মি॥

গোপনীয় নহে তাহা জগত মাঝেতে। এখন ডুবাও কেন বিপদ নীরেতে॥ ওহে গুণময় এবে ছাড়হ ছলনা। শুভদৃষ্টি করি রাখ যত ব্রজাঙ্গনা॥ ভোমাতে স্বার মন জান ভালমতে। কিব। প্রয়োজন তব বল এ ছলেতে॥ এখন জীবন রাখ দিয়া দরশন। कि आंत्र करिव रित न। मृद्रत कान ॥.. ভাবিয়ে আকুল সব হৃদয় চঞ্চল ৷ কেমনে রহিবে প্রাণ হয়েছে বিকল।। শুক ওষ্ঠ হ'লো দথা কান্দিতে কান্দিতে। অবশ হ'য়েছে অঙ্গ না পারি চলিতে॥ এত কহি গোপী যত হয় অচেতন। গোপিনী বিলাপ দাস করিল রচন ॥ ইতি, শ্রীমন্তাগবতে দশম স্বন্ধে গোপী বিলাপ সমাপ্ত।

অণ ভগৰং দৰ্শন।

শুকদেব বলে শুন ওছে নরপতি।
পরেতে শুনহ রাজ। অপূর্বব ভারতী॥
এইমত গোপী যত করি উচ্চরব।
কৃষ্ণগুণ গান করে মত হ'য়ে দব ॥
বিলাপ করয়ে হ'য়ে শোকে অচেতন।
কেবল মনেতে বাঞ্ছা কৃষ্ণ দরশন॥
এইরূপে গোপী যত শোকেতে কাতর।
আঁথি নীরে ভাসিতেছে তারা নিরম্ভর॥
ঘোর নাদে গোপী সবে করয়ে রোদন।
কোথা কৃষ্ণ বলি সদা ভাকে ঘন ঘন॥
তাহা দরশনে হরি কাতর হইল।
রমণী বিলাপে কৃষ্ণে দ্বা উপজিল॥
গোপীগণ প্রতি তবে হইয়ে সদয়।
অকুষ্মাৎ সেই স্থানে আবির্ভাব হয়॥

গোপিকা মাঝেতে হরি উদয় হইল। মদনমোহন রূপে স্বারে মোহিল। বনমালা শোভে গলে পীতাম্বর পরা। অলকা আরুত গগু কিবা মনোহরা॥ বক্ষেতে কৌস্তুভ শোভে সমূজ্জ্বল প্রভা। অধরে মোহন বাঁশী গোপী মনোলোভা॥ মনোহর হাস্থানন ফ্রন্দর মূরতি। গোপী মাঝে উপনীত গোপিকার পতি॥(১) হেরিল গোপিকা যত কুষ্ণের উদয়। ভাসিল আনন্দ-নীরে প্রফুল্ল হৃদয়॥ পাইল পরম প্রীতি কৃষ্ণ দরশনে। উঠিয়া বদিল তবে চাহি হাস্থাননে॥ মনের হরিষে সবে উঠিল তথন। মৃতদেহে যেন পূনঃ পাইল জীবন॥ পরম হরিষে যত ব্রজ-কুলবালা। मर्द भिनि (चरत्र कृरक इट्रेश हरूना ॥ কেহ বা কুষ্ণের হস্ত করিল ধারণ। কেই কান্ত গলে ধরি আনন্দে মগন॥ কেই বা আঁকড করি ক্রুডেরে ধরিল। কেহ পদতলে পড়ি গড়াগড়ি দিল ॥ কোন গোপী পীতাম্বরে মুছে অঞ্জল। কেহ বাহুপাশে বান্ধে হ'য়ে সচঞ্চল॥ (कह कृष्ठ इन्ड ध्रि कर्त्र व्यक्षि। কেছ দরশন করি পুলকিত মন॥ কোন গোপী কৃষ্ণ মূথ করয়ে চুম্বন। **क्टि वटक धरत कृरक**त यूगल हतन ॥

কুটিল কটাক্ষে কেহ কুষ্ণ পানে চায়। কেহ কৃষ্ণ-প্রেমে হয় উন্মত্তের প্রায়॥ কোন গোপীকার বাড়ে ক্রোধের অনল। কোন গোপী হানে কৃষ্ণে কটাক্ষ প্রবল। কোন গোপী দন্তে দন্ত করিছে ঘর্ষণ। কেহ বা অধরে ওষ্ঠ করিছে দংশন॥ কোন গোপী কৃষ্ণমুখ দরশন করে। চিত্র পুতলীর প্রায় অবশ অন্তরে॥ কোন গোপী নেত্র মুদি সেই রূপ হেরে। মদনমোহন রূপ নির্থে অন্তরে॥ কেহ মনে মনে করে প্রেম আলিঙ্গন। এইরূপে গোপী সব পুলকিত মন॥ যেন যোগিগণ যোগে নগ়ন মুদিত। সেইরূপ দাড়াইয়ে গোপিগণ যত॥ ব্রজাঙ্গনাগণে হরি করি দরশন। আনন্দ সাগরে সবে হইল মগন॥ কুষ্ণের বিরহানল নির্ব্ধাণ হইল। মৃতদেহে যেন সবে জীবন পাইল॥ যোগ দিদ্ধ যোগী যথা আনন্দ হৃদয়। সেরপ আনন্দ লভে গোপী সমুদয়॥ শোকেতে আচ্ছন্ন ছিল যত ব্ৰজবালা। হরি দ্রশনে দবে নিভাইল জালা॥ তবে হরি গোপিগণে লইয়ে তথন। যমুন। পুলিনে ধায় সানন্দিত মন॥

১। যতান্তরে কবিগাণ এছলে একটি আশ্চর্যা ভাব প্রকাশ করিরাছেন, তাহ। নিরে কনিত ছইন। অনেকে বলেন-বগন গোপিকারা ক্লঞ্চ বিরছে শোকারুর হুদরে সকলে একত্র সমবেত হুইগা ক্লঞ্চ-গুল গান করিতেছিল, দেই সময় প্রীক্লফ মদনমোহন রূপ ধারণ করজঃ ব্রজ্ঞাননাগণের মধ্যন্থলে উপস্থিত ছুইলেন। বংকালে উপস্থিত হুইলেন। বংকালে উপস্থিত হুইলেন। বংকালে উপস্থিত হুইলেন। বংকালে উপস্থিত হুইলেন।

ষারা মুণারত ও গগদেশে বর দিনা আসেন। তাহার কারণ এই, অকারণ গোপ কনাদিগকে বংশরোনাঞ্জি কেশ প্রদান ও বিনালোধে তাহাদের অঞ্যবারি বিসর্জন এই হেতু নক্ষনকান স্ক্রায় বর বারা মুধারত ও অপরাগ কমা প্রাথনা হেতু গগবরে গৌপিগণ মধ্যে উপনীত হন, কেহ কেহ বলেন বধন প্রীক্ষ গোপিনীগণের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইনাছিলেন তথকাকে জৈ ভাবেই গদন করেন।

চলিল সে কুঞ্জবনে ব্ৰজান্ধনা সঙ্গে। বিকাশে কুম্বম কলি যাহে কত রঙ্গে॥ গোলাপ ষল্লিকা আদি ফুল কত শৃত। মালতী চামেলী গব্ধে মন্ত মধুত্রত॥ পদ্ম দহ গন্ধৰহ বহে মুত্ৰগতি। মধুলোভে অলিগণ আনন্দিত অতি॥ উন্মন্ত হইয়ে সবে করিছে গুঞ্জন। কোকিল কোকিলা রবে জুড়ায় প্রবণ॥ মনোহর গীত গায় পাথীকুল যত। শ্রেবণে শীতল প্রাণ সবে আনন্দিত। চক্রের শীতল করে মোহে জীব মন। হরি সহ গোপিকারা আনক্ষে মগন॥ ত্যজিল বিরহ তাপ কাকু দরশনে। ভাসিল আনন্দ-নীরে গোপাঙ্গনাগণে ॥ যোগ সিদ্ধ যোগী যথা আনন্দ অন্তর। সেইমত গোপবালা শুন নরবর ॥ উন্মন্ত হইল দবে হরি দরশনে। আপন অঞ্চলে সবে বান্ধিল যতনে॥ যাহার মায়ায় বন্ধ র'য়েছে সংসার। তাঁরে বান্ধিবারে পারে হেন সাধ্য কার॥ গোপী প্রেমে বান্ধা হরি আছে অসুক্ষণ। তাই গোপবালা দবে করয়ে বন্ধন ॥ যমুনা পুলিনে সেই কানন ভিতর। বসিল গোপিকা যত আনন্দ অন্তর॥ মধ্যস্থলে কুষ্ণে রাখি চারিদিকে খেরি। বসিল গোপের বালা সবে সারি সারি॥ মদনে মোহিত তবে যত ব্ৰজবালা। কহিতে লাগিল কুষ্ণে করি কত ছলা॥ হাস্থাননে কুঞ্চখনে কহিছে তথন। কৃষ্ণ করপদ্ম করে করিয়া ধারণ। অভিমান বিষে দেহ হ'তেছে দহন<sup>া</sup> মুখে মিফ্ট কথা দবে কহিছে তখন।। ওহে প্রাণকুষ্ণ ভূমি সাধু সদাশয়। দয়ার সাগর ওচে ভূমি মহাশয়॥

কে জানে তোমার গুণ মহিমা অপার। রূপে গুণে অনুপম ওছে গুণাকর॥ তোমার অধীন মোরা গোপের রমণী। আমাদের প্রতি নাথ কহ সত্যবাণী॥ কি আর কহিব হরি চরণে ভোমার। প্রবোধ বচনে যেন ভাঁড়াও না আর॥ সত্য কহ গুণমণি করো না বঞ্চনা। ভজিলে ভজয়ে নাথ কহ কোনজনা।। না ভজিলে ভজে যেবা সে বা কৌনজন। ভজালে না ভজে হরি সে জন কেয়ন॥ এই সব কথা নাথ কহ সত্য করি। হীনমতি জ্ঞানহীনা মোরা ব্রজনারী ॥ ব্রজাঙ্গনা বাক্যে তবে দেব দামোদর। হাস্থাননে গোপী প্রতি কহে সারোদ্ধার॥ শুন কহি ব্রজাঙ্গনা আমার বচন। কহি আমি সার কথা করহ শ্রবণ॥ পরস্পরে যেই জন ভজন করয়। আপনার স্বার্থ হেতু কার্য্য উদ্ধার্য ॥ পরস্পর উভয়েতে ভঙ্গে এক চিতে। তাহাতে স্তৰুৎ ধৰ্মা নহে কদাচিতে॥ কার্য্য উদ্ধারের হেতু উভয় সাধন। মিথ্যা নহে সার কথা কহিন্দু এখন॥ না ভজিলে যেবা ভজে শুন সে কাহিনী। শিশুগণে ভজে সদা জনক জননী॥ স্লেহবশে সদা করে সম্ভাবে পালন। অবোধ বালকে নারে করিতে দেবন॥ ভঙ্গিলে না ভজে আমি কহিলাম সার। শুন কহি ব্রেক্সনা অপর প্রকার॥ ভজিলে না ভজে কহি শুন সে বচন। আত্মারামে যদি সদা করহ ভজন॥ তথাপি না ভজে দেই কহি সত্যবাণী। নাহি তার ভোগ ইছে। আমি তাহা জানি॥ ভোগ বাঞ্চা নাহি তার শুনহ বচন। ভজিলে ভজনা নাহি করে কোনজন ॥

মূঢ়মতি অকৃতঞ্চ সেই তুরাচার। ভজিলে না ভজে আমি কহিলাম ধার॥ এইরূপ আচরণ করে যে চুর্মতি। ঈশবের দ্রোহী সেই শুন ব্রজ-সতী॥ প্রক্রটোহী সেই মূঢ় জগতে প্রচার। ভজিলে না ভজে সেই মহা তুরাচার॥ ওগো ব্রজাঙ্গনা আমি কি আর কহিব। **অক্লুভজ্ঞ বলি তারে নিশ্চ**য় জানিব । শুনিয়া কুষ্ণের কথা যত গোপবালা। হাসিয়া হাসিয়া সবে কহিতে লাগিলা॥ দেখ দেখি গুণমণি কছিল কি বাণী। অকুতজ্ঞ জানিলাম এবে গুণমণি॥ এত কহি গোকুলের যতেক রমণী। সবে মুখপানে চাহি করে কাণাকাণি॥ কঠিন নেত্রৈতে হেরে জীক্ষাঞ্চর পানে। হাসিয়া আকুল হয় আপনা আপনে॥ মহামূঢ় বলি কৃষ্ণ আপনি কহিল। এই হেতু গোপী যত হায়িতে লাগিল॥ তাহা হেরি গোপিগণে করি সম্বোধন। কহিতে লাগিল হরি মধুর বচন॥ ভন কহি ব্ৰজবাল। সবে সত্য বাণী। কহিলাম যাহা আমি স্বরূপ কাহিনী॥ উহাদের মধ্যে আমি নহি কোনজন। করুণাসাগর মোরে জানিও এখন॥ যে জন আমারে ভজে একান্ত মনেতে। সতত তাহারে আমি ভজি বিধিমতে॥ নত্বা কি ভক্তজনে আমারে ভজয়। ভক্ত প্রতি সদা মোর করুণা হাদ্য ॥ অমুরাগ বাড়াইতে শুনহ এখন। তোমাদের প্রতি মোর হেন আচরণ। ভক্তি বৃদ্ধি হেতু আমি হই লুকায়িত। তবে কেন রুখা কহ বাক্য অনুচিত। দরিদ্রে পাইলে রত্ন আনন্দ যেমন। সেই ধন অপচয় হইলে কেমন ॥

কহ ব্ৰজাঙ্গনা তাহে কত শ্ৰুখোদয়। দৈব হৈতু সেই ধন পুনঃ যদি পীয়॥ কত স্থোদয় তাহে কহ সেই বাণী। সেই হৈতু অদর্শন জানিবে গোপিনী॥ শুন যত ব্রজনারী বচন আমার। মনে না ভাবিও কড়ু অম্ম ভাব আর ॥ যাহে মম অদর্শন জানিলে এমন। তাঁহে না ভাবিও মনে বেদ্না এখন॥ তোমরা সকলে এবে আমার কারণ। কুলধর্ম্ম একেবারে দিলে বিসর্জ্জন ॥ লোকলাজ পরিহরি ভজিলে আমায়। ছাডি পরিজনে নিলে আমার আশ্রয়॥ সবার সাক্ষাতে কহি শুনহ একণে। ছুঃখ না ভাবিও কভু মম অদর্শনে ॥ তোমাদের প্রতি কত্ব নির্দিয় না হব। তোমাদের ভক্তিডোরে সদা বন্ধ রব॥ তোমাদের প্রতি কতু বিমুখ না হই। গোপিনীর প্রেমে বাঁধা আমি সদা রই॥ ব্রজ-গোপিনীর আমি অধীন নিশ্চয়। মম প্রতি সবাকার ভক্তি অতিশয়॥ মম প্রতি গোপিকার তৃদা সর্বাক্ষণ। যদিও সে গৃহ ফাঁদে সাার বন্ধন। মায়ায় মোহিত হ'য়ে রহ অফুদিন। আমাতে একাস্ত ভক্তি রবে চিরদিন॥ ধন জন আদি করি পুত্র বন্ধু যত। সবে ত্যজি আমাতে নিতাম্ভ অনুগত॥ বিষম মায়ার পাশ করিয়া ছেদন। ভক্তিভাবে কর সবে আমারে ভক্তন॥ সাধুগণে সর্বজনে গৌরব রাখিলে। বিনা অন্মরোধে সবে আমারে ভজিলে। জগতে রহিল খ্যাতি কহিলাম সার। তোমাদের সম কেহ না হইবে আর ॥ মহা খাণে বন্ধ সবে করিলে আমায়। কখন মোচন তার না হবে নিশ্চর ॥

কোটি কর্মুণ যদি রহি এ জগতে।
তথাপি গোপিকা খণ নারিব শোধিতে॥
এইরূপে গোপী প্রতি করে নারায়ণ।
শ্রবণে গোপিকা সব আনন্দে মগন॥
বাল্যলীলা হরিকথা শ্রবণে ফুন্দর।
দাস ভাবে অবিরত শুনে সাগুনর॥
ইতি ভীমভাগবতে দশমন্তরে ভগবধর্শন সমাগু।

व्यथ औक्रास्थत भूगताम ।

শুকদেব কহে রাজা কর অবধান। হরিকথা শ্রবণেতে পাপ বিমোচন॥ শুনহ পবিত্র কথা হ'য়ে একমন। পূর্ণরাস করিবারে হরির মনন॥ কুষ্ণের ইচ্ছায় তবে ব্রজ-নারী যত। আনন্দ-নীরেতে মগ্ন সবে মহা-প্রীত॥ 🕮 কৃষ্ণ বিরহানল হয় নিবারণ। উন্মত্ত হইল কুষ্ণে করি পরশন॥ অমরাবতীতে ছিল যত দেবগণ। হেরিতে সে পূর্ণরাস আসে অগণন॥ শৃত্যমার্গে সবে ধায় রুন্দাবন বনে। যথায় খেলায় হরি গোপনারী সনে॥ শঙ্কর আনন্দ মতি করেন গমন। হৈমবতী করে গতি রুষে আরোহণ॥ গণপতি কার্ত্তিকেয় সঙ্গেতে চলিল। শচীসহ শচীপতি হস্তী আরোহিল **॥** হর্ষকায় ব্রহ্মা যায় হংসের উপরে। অনল করিল গতি আনন্দ অন্তরে॥ মহাকাল শমন যে দিকপাল আদি। গ্ৰহণণ চলে তথা বৰুণ জলধি॥ দিবাকর আদি করি যায় শশধর। নিজ নিজ নারী সঙ্গে গমন সম্বর॥ জাহ্নবী সাবিত্রী আদি যায় কত রঙ্গে। ডাকিনী যোগিনী স্থৃত ধায় দেব দক্ষে॥

মুনি ঋষি আদি করি সিদ্ধ ও চারণ। সবে ধায় হর্ষকায় আনক্ষে মগন 🛚 । পূর্ণরাস হেরিবারে যায় তথাকারে। অত্এব মহারাজ শুন তদন্তরে ॥ অনস্তর রাদেশর ব্রজগোপী সঙ্গে। রাসক্রীড়া ক্রিবারে মাতিলেন রঙ্গে॥ পরস্পর বন্ধ বাহু হইল তখন। গোপিসহ মহানন্দে শ্রীনন্দনন্দন॥ কুষ্ণে রাখি রাসন্থলে যতেক গোপিনী। মণ্ডলী করিয়ে তবে দাঁড়ায় তথনি॥ দাঁড়াইল গোপবালা কুষ্ণেরে ঘেরিয়া। গোপিগণ মাঝে হরি আছে দাঁড়াইয়া॥ তুই গোপী মধ্যে এক মদনমোহন i গোপী মাঝে কিবা সাজে জ্রীনন্দর্নন্দন ॥ মাঝে কুষ্ণ চুই দিকে রহে গোপনারী। সবার গলেতে ধরে মুকুন্দ মুরারী 🛭 গোপী যত কৃষ্ণ তত হইল তথন। নীলবাস মাঝে পীত রহিল বসন॥ হেনরূপে হরি রহে গোপিগণ মাঝে। মদন মোহন রূপ মনোহর সাজে॥ সব গোপী মনে ভাবে হ'য়ে আনন্দিত। আসার নিকট কৃষ্ণ আমাতেই শ্রীত॥ দে রূপ দেখিয়া তবে যতেক অমর। পুষ্প বরিষণ করে আনন্দ অন্তর॥ ত্বন্দুভি বাজায় সবে হ'য়ে কুভূহলী। কুষ্ণগুণ গান করে দবে উতরোলী ॥ গন্ধর্কা কিন্তর নাচে মহা আনন্দিত। অপ্সর অপ্সরী গায় হ'য়ে প্রফুল্লিত॥ শ্রীরাস মঞ্চেতে সবে মগুল আকার। যত হরি তত গোপী চরণ তাহার॥ ছরি সহ গোপী যত নাচিতে লাগিল। মধুর নুপুর ধ্বনি তাহাতে হইল। किकिगी वनम स्विन इंडेल उथन। শ্ৰীরাসমগুলে মহা শব্দ সংঘটন ॥

শুন ভহে নরপতি অন্তত কথন। हति मह बाट्ड शामी जान्ड्या मर्गन ॥ গোপিগণ মধ্যে শোভে যশোদা-তনয়। সূৰ্য্যকান্ত মণি মাঝে নীলমণি হয়॥ वृष्णायन यनमार्य श्रीवाप्रमञ्ज्य । কত শোভা কত আভা দিক সমুজ্জন॥ নাচিতে লাগিল সবে আনন্দিত মন। কত বলে কত ছলে নাচিছে তখন॥ কুটিল কটাক্ষ কারো কেহ মন্দ হাসে। কেছ করতালি দেয় কেছ মুহুভাষে॥ এইরপ গোপী যত আনন্দ অস্তর। কুচের কাঁচলি খনে হরি পীতাম্বর॥ मन्म मन्म दहि चर्मा व्यवको धुरूत । কটির বসন তথা অমনি খসিল॥ মেঘেতে বিজলী যথা দেখিতে স্থন্দর। গোপী মাঝে তথা হরি শোভে মনোহর॥ ক্রমে মন্ত গোপীকুল আনন্দে মাতিল। উচ্চরবে হরিগুণ গান আরম্ভিল। গোপী কণ্ঠরব গীতে ভরিল সংসার। হরি সহ ব্লাসলীলা হয় গোপিকার॥ त्रामलीला-मात्र-लीला (श्दत्र (प्रवर्ग)। এমন অমুক্ত লীলা নহে দরশন॥ অপরে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী। ছরি সহ নাচে গায় যতেক গোপিনী॥ কোন গোপী হরি-প্রেমে মাতোয়ারা হয়। কোন গোপী অবশাঙ্গে দাঁড়াইয়ে রয়॥ কোন গোপী ক্বফ রবে রব মিলাইয়ে। গাহিতেছে উচ্চ গীত আনন্দিত হ'য়ে॥ কোন গোপী করতালি দেয় হাউমনে। পরিতোষ করে হরি তারে আলিঙ্গনে॥ হরি মুখামূত কেহ করে আস্বাদন। **এইऋপে** গোপী मर्त बानत्म मगन ॥ রাসলীলা করে হরি গোপিকা সহিতে। গোপীসহ রমালাপ করে ছফটিতে॥

কোন গোপী নৃত্য করি পরিশ্রান্ত ইয়। हति कर्श थित किर माँ ज़िहेर ब्रह्म ॥ কোন গোপী মহানন্দে হরি করে ধরি। নিজ ক্ষমে দিল তাহা মহানন্দ করি ॥ কোন গোপী হরি কর ধরিয়া যতনে। আদরে চুম্বন করে মহানন্দ মনে॥ কোন গোপী নৃত্য করে আনন্দ হৃদয়। শ্রীহরি কটাক্ষ হানে কামের উদয়॥ কোন গোপী কৃষ্ণ মুখ নিরীক্ষয়ে ঘন। কারো বা কুগুল ভূমে হইল পতন॥ কুষ্ণ-প্রেমে গোপিনীরা বিভার হইল। কৃষ্ণ মুখ স্থা আশে নাচিতে লাগিল। কোন গোপী স্থথে কৃষ্ণমুখে মুখ দিয়া। চর্বিত তাম্বল ধরে অধরে করিয়া॥ স্থা হ'তে স্থা হয় তার আস্বাদন। গোপিগৰে হুষ্ট মনে থায় অমুক্ষণ ॥ কত যে আনন্দ মনে হইছে উদয়। কত নৃত্য করে কত হুখে গীত গায়॥ কেহ বা মন্দিরা করে স্থেতে বাজায়। কোন গোপী কুষ্ণে ধরি হুখে আলিঙ্গয়॥ কোন গোপী হরি প্রেমে উন্মন্ত হইল। কেহবা কামের শরে বিষম মাতিল। কুষ্ণ কর ধরি হয় আনন্দ অন্তর। আনন্দে লইয়ে দেয় পীন-পয়োধর॥ এইরূপে হরি সহ যতেক গোপিনী। ক্লফ কণ্ঠ ধরি নাচে যেন উন্মাদিনী॥ লক্ষীকান্তে ল'য়ে তবে যত ব্ৰজ্ঞবালা। পাইয়ে পরম প্রীতি সবে করে খেলা॥ গোপিকার গলে ধরি জীনন্দনন্দন। মনোহর নৃত্য করে গোপিকা-মোহন॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গান উচ্চৈঃস্বরে গায়। গোপিনী সহিত কৃষ্ণ হুখে বিহর্য় # অলস হইল অঙ্গ নাচিতে নাচিতে। কুগুল পড়িল খুসি অমনি ভূমিতে ॥

পরিপ্রাপ্ত কলেবর গোপিকা দকলে। বহিল ঘর্মের স্রোত গোপী গওছলে॥ অলকা ভাসিল ঘর্ম্মে ভিজিল বসন। মধুর নূপুর ধ্বনি হইল তথন॥ হরিদহ মহানৃত্য মহারাদ হল। किकिंगी वलग्र ध्वनि इग्र महाद्राल ॥ মালতীর মালা ছিল কবরী আরুত। গণ্ডেতে পড়িয়া তাহা হইল স্থালিত।। वानत्म जगतकृत कत्ररा ७अन। এইরূপে কেলি করে যশোদা-নন্দন॥ অপার আনন্দ সবে কৃষ্ণ দরশনে। উন্মন্ত হইল গোপী চাহি তাঁর পানে॥ শ্রীমুখেতে হাস্ত হেরি প্রেমেতে পাগল। রমানাথ সহ থেলে গোপিকা সকল॥ জ্ঞানহীনা ব্রজবাদী বিভার হইল। কুষ্ণ অঙ্গ পরশনে মদনে মাতিল।। विनामी विनाम करत और त्रित मरम। পীড়িত মদন শরে থেলে নানা রঙ্গে॥ খসিল কবরী বন্ধ কোটির বসন। ছিন্ন ভিন্ন বেশ ভূষা যত আভরণ॥ हित्रद्धार्य (भाषवाना इहेन हक्न । সম্বরিতে নারে সবে হ'ইল ব্যাকুল॥ গোপীদহ রমানাথ খেলে অবিরত। শৃক্ষেতে অমরকুল হেরি প্রফুল্লিত॥ রাসন্থলে রাসক্রীড়া করি দরশন। মদনে আকুল সবে হইল তখন। দবে পতিমুখ ছেরে দকাম নয়নে। বিশ্মিত হইল তাহা হেরি দেবগণে॥ হেনমতে রাসক্রীড়া করে নারারণ। যত গোপী তত রুক্ষ চারু দরশন॥ সকল গোপিনী সহ প্রভু ভগবান। ক্রীড়ারসে স্বাকারে করয়ে রমণ॥ করিলা অন্তত লীলা দেব জগৎপতি। গোপিকার আশা পূর্ণ করে মহামতি॥

তন নরবর এই অপূর্বে কাহিনী। সকল গোপিকা রমে দেব চক্রপাণি॥ রমণের অবদানে অলস হইল। তথন বিলাসিগণে ঘর্ম্ম নিঃসরিল॥ শুকাইয়ে মুখশশী মলিনা যে হয়। রাহু গ্রন্থ শশী যথা সেইমত প্রায়॥ তথা হরি প্রেমবংশ বসি মঞ্চোপরে। মুছায় গোপিকা মুখ আনন্দ অন্তরে॥ শ্রীকুষ্ণের হাস্থ্যুথ করি নিরীক্ষণ। যতেক গোপিনী সবে হর্ষেতে মগন॥ কুণ্ডলে শোভিত কর্ণ শ্রীমুখমণ্ডল। স্কুঞ্চিত কেশ তাহে শোভে গণ্ডম্বন॥ দরশনে গোপিনীরা আনন্দ পাইল। হরি অঙ্গ পরণনে অবদাঙ্গ হৈল॥ পদ্মকর স্পর্শে যত ব্রজের অঙ্গনা। তথনি পাসরে সবে অঙ্গের বেদনা॥ এইরূপে গোপীদহ গোপিকা জীবন। দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন।। ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে পূর্ণ

वन जीकृत्कत्र वन-विशंत ।

রাসক্রীড়া সমাপ্ত।

তকদেব কছে তন রাজা তদন্তর।
রাসক্রীড়া করে হরি আনন্দ অন্তর ॥
জলকেলি করিবারে দেব জনার্দন।
যমুনা পুলিন-দেশে করিল গমন॥
যমুনার জলে ধার ত্যজিরা বদন।
উলঙ্গিনী গোপবালা গোপিকা জীবন॥
যমুনার জলে আনি প্রবেশ করিল।
করিণীর সঙ্গে যথা করী প্রবেশিল॥
দলিতে কমলদল যেন মন্ত প্রার।
দেইমত গোপীসহ যশোদা-তনর ॥

দলিতে গোণিনীদলে বারির ভিতর। গোপী সঙ্গে মহারঙ্গে আইল সত্তর॥ यम्नात करले मर्द छेलक हहेरय । গোপী দব সম্ভরণ করে কৃষ্ণ লয়ে॥ কেছ কার' পাত্রে জল দেয় ছড়াইয়া। কেহ কারে ফেলে দের কুলে দাঁড়াইয়া॥ মীনরূপে কোন গোপী করে সম্ভরণ। কোন গোপী জলে ভাসে কুঞ্জীর মতন। কোন গোপী হরিসহ পদ্মবনে যায়। কেহ বা শৈবাল তুলি ফেলে দেয় গায়॥ কেহ বা মুণাল তুলি করয়ে ভক্ষণ। কেহ হরি গলে ধরি করে আলিঙ্গন॥ যেন মন্ত করী সঙ্গে করিণীর দল। সেইমত হরি সঙ্গে গোপিকা সকল॥ छूरे राज् कति रति जल निकारेल। উন্মত্ত মানস গোপী আনন্দে ভাসিল। যত গোপী তত হরি সংখ্যা নাহি তার। ব্ৰজাঙ্গনা সহ মিলে করেন বিহার॥ अनुदर्भ करतं (शाशी श्रव वानत्म । কোন রমা রামানাথে বাহুপাশে বাদ্ধে॥ এইরপে নারী মাঝে করে সম্ভরণ। পরেতে অপূর্ব্ব কথা শুনহ রাজন॥ দেখিল গোপিকা সবে পীড়িত মদনে। चानम चर्छत्त्र रहि शास्त्र भरन भरन ॥ আৰু জলেতে মা ব্ৰজকুলবালা। অনিমিষে দরশন করে তারা কালা॥ নির্মাল নদীর জল করে ঢল ঢল। হুরূপা গোপিকা রূপ হ'তেছে উচ্ছল। দরশনে গোপী অঙ্গ রাধিকা-মোহন। অবশ অমনি হরি হইল তথন ॥ গোপী রূপে মুগ্ধ হরি মদনে মাতিল। জনমাঝে গেৰিপিগণ কোলেতে লইল।। नीत मर्था बित्र मर्प कतिल हुन्यन। তাহাতে অৰ্শ অঙ্গ যত গোপিগণ॥

চুম্বনে অধ্যামৃত পান করে হুখে। কেলিরসে মত্ত সবে রহে মুখে মুখে॥ এইরূপে ব্রজাঙ্গনা আনন্দে মাতিল। হরি সহ গোপী যত কৌতুক করিল॥ কুষ্ণেরে করিয়া কোলে গোপিকা সকল। দূরে জলে ফেলি দিল হুইয়া বিহবল॥ <u>এ</u>ীহরি আনন্দে আসি ধরি গোপিকায়। কোলে করি হাসে হরি সানন্দ হৃদয়॥ পুনঃ পুনঃ চুম্বে কৃষ্ণ গোপিক। আনন। গীরে ধীরে অধরেতে করেন দংশন॥ হেনমতে কেলি রসে জীরাসবিহারী। মত্ত হয় জল মাঝে ল'য়ে গোপনারী॥ তবে হরি গোপিগণে ধরিয়া তখন। দুর জলে ল'য়ে গিয়ে করে নিক্ষেপণ॥ গোপী যত কৃষ্ণ গলা করিয়া ধারণ। সহসা অগাধ জলে করে সম্ভরণ॥ ছেনমতে জলকেলি করে আনন্দেতে। করিল বাসনা পূর্ণ গোপী সকলেতে॥ আকাশেতে দেবগণ করে দরশন। গন্ধর্বে কিম্নর আদি মুনি ঋষিগণ॥ দরশনে হুক্ট মন হৈল স্বাকার। পূর্ণরাদ হেরি দবে আনন্দ অন্তর॥ मत्व महानत्म करत्र भूष्म वित्रध्य । ঘোর রবে ছুন্দুভি যে হইল বাদন॥ হেনমতে জলক্রীড়া করি যতুরার। তীরেতে বসিল উঠি লয়ে গোপিকায়॥ নয়বেশে তীরদেশে উঠিয়া সকলে। আপন আপন বস্ত্র পরে কুতৃহলে॥ হর্ষযুত নন্দত্বত বসন তুলিয়ে। গোপিগণে স্বতনে দিল পরাইয়ে॥ কোন গোপী শিরে বান্ধে চূড়া মনোহর। কেহ বা বাঁশরী দেয় হস্তের উপর॥ কোন গোপী মালা আনি গলাতে পরায়। স্থান্ধি চন্দন কেহ অঙ্গেতে মাধায়॥

কেহ বা অলকা দিয়া সাজাইল হুখে। কেহবা অগুরু আনি দেয় হরি মুখে॥ চরণে মৃপুর কেছ পরাইয়া দিল। কেহবা যতনে হরি কোলেতে করিল। এইরূপে গোপাঙ্গনা কুষ্ণে সাজাইল। व्यानन-मिल्ल मर्ट निमग्न इट्टेन ॥ তবে হরি যত্ন করি ধরি গোপিকায়। হর্ষান্তরে নীলাম্বর পরায় তাহায়॥ আপনি সাজায় হরি অতীব যতনে। রঞ্জিত করিল আঁখি চিকুর অঞ্জনে॥ ললাটে সিন্দুর বিন্দু পরাইয়া দিল। নাদামূলে নিজ হাতে তিলক করিল॥ পারিজাত পুষ্প মালা দিল তার গলে। রতন মল্লিকা হার শোভে বক্ষঃস্থলে॥ মনোহর বেশ ভূষা করিয়া যতনে। গোপীরূপ নিরীক্ষণ করে ঘনে ঘনে॥ মহানন্দে নন্দস্তত গোপিনী সঙ্গেতে। নাচে গায় নানা রঙ্গে অতি আনন্দেতে॥ বনে বনে করে হরি হ্রখেতে বিহার। পূর্ণরাদ করি হয় আনন্দ অপার॥ পরে হরি রাসমঞ্চে বসিল তখন। শাস্তি হুখ ভোগে রত যত গোপিগণ॥ অরণ্যে ভোঙ্গন করে গোপিনী সঙ্গেতে। নানাবিধ ফল গোপী দেয় আনন্দেতে॥ কৃষ্ণ মুখে ভুলি দেয় গোপিনী দকল। কৃষ্ণ দেয় গোপী মুখে প্রেমেতে বিহবল। এইরূপ মহানন্দে করিয়ে ভোজন। তদন্তরে বল্পে বনে করিল ভ্রমণ॥ করিণীর সহ যথা ভ্রমে করিবর। দেইমত ভয়ে,বনে ব্রজের ঈশ্বর॥ এইরূপ পূর্ণিদ্ধাতে নিশা জাগরণে। तामनीन। कद्भ रुति यानन विधात ॥ প্রেমময়ী গোপী যত কুষ্ণগত মন। শারানিশি কুফ সহ করিল যাপন॥

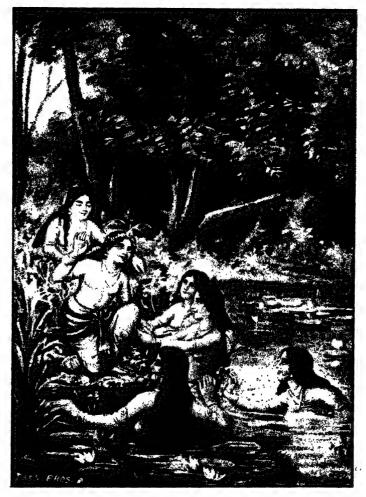
শৃংশুতে অমরগণে পুষ্পা রৃষ্টি করে।
আনন্দে চলিল দবে আপনার ঘরে ॥
এইরূপে জনার্দন মন্ত রুতিরসে।
মাতিয়া মদনে আর লীলা যে প্রকাশে॥
সকলের দার লীলা রাদলীলা হয়।
ভাগবত হরিকথা যেন হুধাময়॥
শ্লোক ছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
ভাষামতে ভাষে আজি হীনমতি দাস॥
দাসে দয়া কর হরি গোপিকামোহন।
তব রাঙ্গাপদে যেন রহে মোর মন॥
দ

ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে শ্রীক্লকের শ্বল বিহার সমাপ্ত।

অণ শীক্তক্ষের গোষ্ঠ-বিহার। মূনি প্রতি নরপতি কহে যোড়করে। কহ দেব হরিকথা শুনি অতঃপরে ॥ পরে কি করিল হরি সেই কথা বল। রূপা করি পূর্বৰ কথা বলহ সকল॥ রাসলীলা করি হরি মনের হরিষে। কিবা লীলা কৈল পরে কহ সবিশেষে॥ শুকদেব কহে শুন কুরুর নন্দন। রাদলীলা করি হরি তুষি গোপিগণ॥ পূর্ণরাস সমাপিয়া মনেতে চিন্তিল। বনখেলা করিবারে ইচ্ছা তাঁর হৈল॥ সঙ্গেতে রাখাল যত আনন্দিত মন। ধেনু কৎস লয়ে হরি করিল গমন।। ব্ৰন্দাবন বনমাৰে উপনীত হয়। তৃণ লোভে গাভী সবৈ চারিদিকে চায়॥ যতেক রাখালগণ আনন্দে মাতিল। কদম্ব মুলেতে বসি খেলিতে লাগিল॥ বসিয়া গাছের তলে যত শিশুগণ। কুক্ষেরে করিতে রাজা ভাবে মনে মন॥ বলরাম সঙ্গে হরি কদম্বের মূলে। মধুর মুরলী ধ্বনি করে কুতৃহলে॥

বেণুরবে ধেতু সবে আনন্দ হইল। হরির নিকটে আসি চরিতে লাগিল॥ मन मन मृद्यांकल कत्रद्र उक्ता। ক্ষণে ক্ষণে হরিমুখ করে নিরীক্ষণ॥ ভবে যত ত্রজশিশু করে ত্রজেশরে। ভোমারে করিব রাজা কানন ভিতরে॥ অমুমতি দেহ ওছে যশোদা-জনর। মনের মানদ পূর্ণ কর এ দময়॥ বনের ভিতরে রাজা বনমালী হবে। মনের বাসনা পূর্ণ নিশ্চয় হইবে॥ এত যদি কছিলেন গোপ শিশুগণ। অন্তরে হাসিল হরি প্রেমের কারণ।। শুন রাজা পরীক্ষিত অপূর্ব্ব কথন। আনন্দিত হয় যত ব্ৰজ-শিশুগা।। সবে মিলি মনোমত কুক্ণেরে সাজায়। শিশিপুচ্ছ চূড়া তাঁর ভূমেতে নামায়॥ রক্পত্রে মনোহর মুকুট করিল। কৃষ্ণ শিরে আনন্দেতে তাহা পরাইল। বনফুলে সাজাইল জীনন্দনন্দনে। বৃক্ষমূলে বদাইল পত্র সিংহাসনে॥ हनध्दत्र मञ्जी कति माजाय हतिए। ব্ৰজ-শিশুগণ তথা মহানন্দে ভাবে॥ কোন শিশু পত্র ছত্র ধরিল মাথায়। পত্রের তামুল গড়ি কেহ দেয় তায়॥ কোন শিশু পত্রের ব্যঙ্গনী করি করে। त्राधाकृत्यः पाजनिष्क मानम जलात ॥ ব্যজনী সঞ্চালে তথা হরষিত কায়। কোনজন ফল পাড়ি আনিয়া যোগায়॥ কেহ বা কোটাল হ'য়ে তথা দাঁড়াইল। কোন শিও হস্ত বান্ধি অন্তেরে আনিল। দোব গুণ করে হরি আপনি বিচার। বথা শান্তি নেয় তারে নন্দের কুমার॥ কোন শিশু ব্যুৱার জলৈতে নামিল। প্রাফুটিত শতদল অনেক তুলিল ॥

কেহ কুভূহলে পদ্ম ডাটা ভূলি লয়। কেই বমুনার জলে সম্ভরণ দেয়॥ কেহ ত্বরা ধেয়ে আসি ধরিল তাহায়। ক্ষের নিকটে তারে বান্ধি লয়ে যায়॥ কেহ রক্ষভালে উঠি পাড়ে নানা ফল। ু থাইছে খেলিছে তাহে হইয়া চঞ্চল।। কোন শিশু গাভী বৎস কোলে করি লয়। **নৃত্য করি কোন শিশু দ্রুতবেগে ধা**য় 🛭 কেছ হরিপাশে যায় করিয়া ক্রন্দন। বলে মোরে ভূমিতলে ফেলিল এখন॥ কেহ বলে ধাক। মারি জীদাম যে গেল। করি স্থবিচার রাজা দাও প্রতিফল ॥ এইরপে শিশুগণে আনন্দিত মন। কোন শিশু গাভিগণে করয়ে দোহন॥ কেই ল'য়ে গাভী সবে যাথ অক্সদিকে। কেছ বলে কুঞ্জবনে যেতে বল তাকে॥ কেছ হামাগুড়ি দিয়ে ধরে কার' পায়। কেছ বা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রয়॥ কেছ বা পুষ্পের বনে ফুল ভূলে কত। কেহ বাঁধি ফুলগুচ্ছ হয় উপনীত॥ কুষ্ণে উপহার দেয় সবে কুতৃহলে। কেহ বা সাজায়ে ডালি মিষ্ট থাত ফলে॥ রাখালের রাজা বলি করে সম্বোধন। ক্ষমা কর দোষ যত যশোদা-নন্দন॥ এইরূপে হরষিতে খেলা করে কত। ক্রমেতে গগনে রবি হয় প্রকাশিত॥ রবি করে তাপিত হইল শিশুগণ। কুধায় আকুল সবে হইল তথন॥ মনে মনে কুঞ্চন্দ্র ভাবিতে লাগিল। হৈমবতী হরজায়া মনেতে জানিল 🎚 অন্নপূর্ণা বেশ ধরি দেবী হৈমবতী। সিংহ পৃষ্ঠে বনমাঝে করিলেন গতি॥ ধরি মনোহর বেশ উপস্থিত হয়। হক্তেতে ত্বৰ্ণ বালা কিবা শোভা তায় #



কেছ কারে গাত্রে জল (৪४ ছডাইন। কেছ কারে ফেলে দেয় কুলে দাড়াইমা।

ত্বৰ্ণ কন্ধণ হাতে তাহে কত শোভা। রতন অহরী তায় প্রকাশিছে আভা। মাণিকের মালা গলে যেন দিবাকর। হীরক কুণ্ডল কর্ণে কত প্রভা তার॥ চরণে নৃপুর তায় মুনি মন হরে। রাঙ্গা পার রক্তজবা কত শোভা করে॥ করযোড়ে কৃষ্ণ অগ্রে আদি হর জায়।। করিল অনেক স্তর্তি হরিরে অভয়া॥ ওহে দেব ভবধব জগত-জীবন। অপার মহিমা তব বিশ্বের কারণ॥ কটাক্ষে স্থজিলে হরি এ বিশ্ব সকল। তোমার কুপায় নাথ ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল॥ স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি হও সার। কে জানে মহিমা তব ওহে মূলাধার॥ তব অংশে ক্লয় যত অমরের গণ। প্রলয় উৎপত্তি হরি তোমাতে সাধন ॥ সবাকার মূল ভুমি ওছে বীজময়। লীলার আধার দেব তুমি সর্ব্বময়॥ এইরূপে করে স্তব দেবী হৈমবর্ত।। হেনকালে রুষোপরে আসে পশুপতি॥ হংসপুর্চে আসে দেব চতুর আনন। বুন্দাবন বনে আদে যত দেবগণ॥ ব্ৰজ্ঞশিশু দেখি দবে বিশ্বয় মানিল। অপরূপ রূপ সবে নয়নে হেরিল। প্রণমিল আসি সবে এক্রিক্টের পদে। আশীর্বাদ করে হরি মনের আহলাদে॥ হৈমবতী প্রতি হরি সক্ষেত করিল। বনমাঝে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি প্রকাশিল। नक्यी व्यक्ति मत्रवंजी मार्विकी विमन।। বনমাঝে সকলেতে উপনীত হৈলা॥ শিশুগণে কহে হরি হাসিয়া ত্থন। কুধায় আকুল সবে করহ ভোজন॥ ভবে যত শিশু হয় মহা আনন্দিত। ভোজন কারণে সবে হ'ল উপনীত॥

যমুনা হইতে জল আনে পাত্র ভরি। পত্মপত্র পাতি সবে বদে সারি সারি II মধ্যে বলে হলধর জ্রীনন্দনন্দন। সারি সারি বদে সবে যত শিশুগণ॥ মহামায়া হরজায়। হক্তে হুর্ণ থালা। সকলেরে অন্ন দেন আপনি কমলা। দিল অন্ন সকলেরে ব্যঞ্জন সহিত। ভোজন করয়ে সবে হ'য়ে প্রফুল্লিত॥ পায়দ পিষ্টক দধি হ্রগ্ধ আদি যত। ছানা ননী খাল আর নানাবিধ কত॥ এইরূপে ব্রজশিশু সহ ভগবান। বন্যাবে মহানন্দে করিল ভোজন॥ আচমন করি শেষ আনন্দে উন্মন্ত। পরিতোৰ হ'য়ে সবে করে নহা নৃত্য॥ কুষ্ণ অনুমতি ল'য়ে যত দেবগণ। নিজ নিজ স্থানে সবে করেন গমন॥ ব্রজের রাখাল যত সানন্দিত মনে। দূর হ'তে তাড়াইয়ে আনে ধেকুগণে॥ যমুনার তীরে দবে তাড়াইয়া যায়। তৃষ্ণাতুর গাভীগণ জল দবে খায়॥ ক্রমে রবিকর অতি হীনকর হয়। র্ধারে ধীরে সূর্য্যদেব অস্তাচলে যায়॥ পাণীকুল কলরবে নীড়েতে ধাইল। .হেনকালে শ্যামরায় বেণু রব কৈল॥ সঙ্কেতে বেণুর রব করিয়ে জ্রবণ। আনন্দে উন্মন্ত তবে যত শিশুগন॥ গাভীগণ হাম্বারবে গৃহমুখে গেল। হরিসহ ব্রজশিশু নাচিয়া চলিল॥ ভুলি নানা বনফুল মালা গাঁথি ভায়। মহাহর্ষে সকলেতে গাভী শৃঙ্গে দেয়॥ ধেত্র শৃঙ্গে মনোহর মালতীর মালা.। হর্ষচিত্তে গাভী যত ধীরেতে চলিলা ॥ নাচিতে নাচিতে তবে ব্ৰঙ্গশিশু যত। অতঃপর হর্ষাস্তবে গৃহে উপনীত॥

রঙ্গ করি চলি যায় কত শোভা তার।
নিজ নিজ দেকু ল'য়ে সবে গৃহে যায়॥
ভাগবত কথা অতি মধুর শ্রবণে।
অনায়াসে মোক্ষ পায় যত পাপীগণে॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্তমে শ্রীকৃক্ষের
গোষ্ঠ বিহার সমাপ্ত।

## व्यथं मञ्जूष्ट्र वर ।

শুকদেব কছে শুন ওছে নরপতি। শ্রবণে পবিত্র কথা সবার সক্গতি॥ যেই নর হরিনাম বলয়ে মুখেতে। স্থাময় হরিনাম শুনয়ে কর্ণেতে॥ মহা পাপরাশি তার হয় যে খণ্ডন। কহিলাম সার কথা বেদের বচন॥ অপরে শুনহ রায় কথা পুরাতন। একদিন দেবী যাত্রা করে যত জন॥ অন্বিকা দেখিতে যায় গোপগণ যত। মহানন্দে গোপশিশু ধায় শত শত॥ অন্বিকা কানন যথা তথা সবে ধায়। পবিত্র হইল স্নান ( > ) করিয়া তথার॥ স্থান করি পট্টবন্ত্র পরিধান করি। চলিল পুজিতে যথা শব্ধর শব্ধরী॥ নানা উপচারে অগ্রে পুজে পশুপতি। অনস্তরে পূজা করে দেবী ভগবতী॥ বাজিল বিবিধ বাত মহা মহোৎসব। আনন্দে মাতিল সবে ব্রহ্মশিশু সব॥ গোপগণ মহানন্দে সকলে মাতিল। विकार वह मान मुक्त रूख मिल ॥ নানা রত্ব করে দান ধেতু অগণন। দানে মহাতৃষ্ট হ'ল যত বিজ্ঞাণ॥

 )। অধিক। বনে সরস্বতী নদীতে সকলে অবগাহন করিয়াছিলেন।

অনাথ দরিদ্রগণে কাতারে কাতারে। পরিতৃষ্ট করে সবে বস্ত্র অলঙ্কারে ॥ ভোজন করায় দ্বিজ মনের হরিষে। চর্ব্য চম্য লেছ পেয় চতুর্বিধ রসে॥ হাউমনে দ্বিজগণে সকলে পৃজিল। দেবী অগ্রে গোপ যত প্রার্থনা করিল॥ মনোমত মাগে বর শঙ্করী সকাশে। এইরূপে গোপ গোপী মনের হরিষে॥ সরস্বতী বারি আনি পিয়ে সর্বজন। ব্রতচারী উপবাদী ছিল যতজন ॥ দেবীর প্রসাদ তবে আনন্দেতে খায়। সেই নিশা অবস্থিত করিল তথায়॥ নন্দ আদি যত গোপ সানন্দ হৃদয়। দেবসহ গোপগণে হুখে সবে রয়॥ মহানন্দে সবে আছে করিয়ে শয়ন। হেনকালে মহাসর্প করে দরশন **॥** বিষম আকার সর্প তথায় আইল। ভয়ক্কর বেশে নন্দে গিলিতে আসিল॥ ক্রমে ক্রমে নন্দ্রোষে গিলে অজাগর। ঘোর রবে কাঁদে সবে ব্যাকুল অন্তর॥ নন্দগোপ মহাভীত করিছে ক্রন্দন। পার ধরি মহাদর্প গ্রাসিছে তথন॥ গোপকুল ভয়াকুল কাঁদে উচ্চ রবে। বিষ্য সর্পেরে ছেরি জ্ঞানশৃষ্য সবে॥ মহাভীত নন্দরায় আকুল অন্তরে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তথা ভাকে উচ্চৈঃশ্বরে॥ ওরে কৃষ্ণ শীত্র আসি কর দরশন। অজাগর আসি মোরে গ্রাসিছে এখন॥ এস বাপ শীঘ্র করি বাঁচাও আমায়। নতুবা এ মহাদর্প গিলিয়া যে খায়॥ ত্বরা করি এদ হরি করহ মোচন। এত বলি নন্দখোষ করিছে ক্রন্দন॥ নন্দের ক্রন্দনে তথা গোপ যত ছিল। নিকটে আসিয়া সবে কাদিতে লাগিল।।

সর্পে সংহারিতে তবে স্থজিয়া উপায়। প্রহারে বিষম অস্ত্র মহাসর্প গায় ॥ প্রহারে যতই অস্ত্র দর্প সংহারিতে। না মরে সে অজাগর অস্ত্র প্রহারেতে॥ অস্ত্রের প্রহারে সূপ করয়ে গর্জন। দ্বিগুণিত ক্রোধে গ্রাসে নন্দেরে তথন॥ হেনকালে কালশলী তথায় আইল। পিতার তুর্গতি কৃষ্ণ নয়নে দেখিল। नत्मत्र द्वर्षभा इति कति पत्रभन। ক্ৰোধানলে প্ৰক্ষ্বলিত যেন হুতাশন॥ ক্রোধেতে অস্থির হরি কাঁপে সর্ব্বকায়। পদাঘাত করে তবে সর্পের মাথায়॥ শুন কহি নরপতি অপূর্ব্ব ভারতী। কুপার সাগর সেই প্রভু ক্ষিতিপতি॥ যেই পদ বাঞ্ছা করে চতুর আনন। যোগিগণ যোগে রত যে পদ কারণ॥ দেব যত অবিরত যে পদ ধেয়ার। সেই পদ দিল হরি সর্পের মাথায়॥ কত ভাগ্য ধরে সর্প ন। যায় কথন। বড় ভাগ্যে কুষ্ণপদ করে পরশন॥ হরিপদ পরশনে মুক্তিপদ পায় 🛊 ছরি-পাদপদ্ম সর্প ধরিল মাথায়॥ ছরিপদ স্পর্শে হৈল পাপের মোচন। দিব্যযুর্ত্তি সেইক্ষণে করিল ধারণ<sub>়॥</sub> ধরিল অন্তত রূপ দর্প দেইক্ষণে। স্থুমি লুটি পড়ে তবে হরির চরণে।। পুনঃ পুনঃ হরিপদে করয়ে প্রণতি। কুতাঞ্চলি করি দর্প করে বহু স্তুতি॥ শ্রীকুষ্টের পাদপদ্ম মস্তকে রাখিল। পরম সুন্দর রূপ পুরুষ হইল ॥ তবে হরি সেই জনে জিজ্ঞাদে তখন। কেবা ভূমি সতা কহ পুরুষ রতন॥ क्रभ न्द्रभार्त भारत (इन क्लार्नि इत् ) প্রধান পুরুষ ভূমি হইবে নিশ্চর ॥

কিবা অপকৰ্ম্ম হয় তোমাতে সাধন। कि कातर मर्भ (मह कतिरल धात्र ॥ কি হেন নিন্দিত কৰ্মে নিযুক্ত হইলে। সর্পযোনি বল শুনি কেন বা পাইলে॥ স্বরূপে বলহ তুমি নিজ পরিচয়। বিক্তারিয়া কহ সব না করিহ ভয়॥ কুষ্ণের বচন দর্প করিয়ে শ্রবণ। করযোড়ে মুহুভাষে করে নিবেদন॥ পরে সর্প হরি পদ তুই করে ধরি। বিনয়ে কছিল তথা শুন বংশীধারী॥ জাতিতে গন্ধৰ্ক আমি নাম স্থদৰ্শন। মহা ধনবান আমি ছিলাম তথন॥ ঐশ্বৰ্য্যেতে মম সম না ছিল দ্বিতীয়। রূপবতী নারী মোর সম নাহি হয়॥ একদিন শুন প্রভু কহি সে বারতা। বিত্যাধরিগণ সঙ্গে হ'য়ে প্রফুল্লিতা **॥** বিমানে কামিনীরূপে করি যে ভ্রমণ। যথা ইচ্ছা যাই তথা নাহিক বারণ॥ শুন যত্রপতি দৈবে করিতে ভ্রমণ। অঙ্গিরা মুনির সঙ্গে হয় দরশন॥ আমি উপহাদ করি দেই মুনিবরে। সর্পাকৃতি হ'য়ে ভয় দেখাইন্ম তারে॥ ভয়ে ভাত মুনিরাজ হইল তথন। বিকট আকৃতি সর্প করে দরশন॥ অতঃপর মুনিবর ক্রোধিত অস্তর। অভিশাপ দিল তবে আমার উপর॥ ক্রোধে হুতাশন প্রায় কম্পিত হইল। আরক্ত নয়নে তবে কহিতে লাগিল॥ তুরাচার নাহি ভয় তোমার অন্তরে। আমারে দেখাও ভয় বিকট আকারে॥ তেকারণে দেইরূপ রহ কিছুকাল। কর্মাত ভোগ কর আপনার ফল # সর্পের আকারে রহ এই ধরাতলে। মম বাক্য জন্মণা না হবে কোনকালে॥

উড়িল পরাণ মোর মুনিবাক্য শুনি। পদতলে পড়ি রহি করি যোড়পাণি॥ মুনিরাজ প্রতি তবে কহিন্তু বচন। জ্বধীনের অপরাধ করহ মার্জন॥ সহজে অবোধ মোরা অতি হীনমতি। না জানি করেছি দোষ ওহে মহামতি॥ নারীজাতি প্রতি রোষ উপযুক্ত নয়। ত্যজ রোব ক্ষম দোব ওহে দয়াময়॥ এইরূপে কত স্তুতি করি মুনিবরে। সদয় হইয়ে মুনি কহিল আমারে॥ আমার বচন কভু অন্তথা না হবে। সর্পরপে কিছুকাল এ স্থানে রহিবে॥ পরে শুন বিস্থাধরী আমার বচন। হরি অনুগ্রহে তবে হইবে মোচন॥ কহিলাম মূনি প্রতি শুনি শাপ বাণী। স্থৃতলে পতিত হয়ে করি যোড়পাণি॥ অভিশাপ নহে দেব মম ভাগ্যোদয়। নয়নে হেরিমু আজ পরম আশ্রয়॥ পাইস্থ পর্যা পদ মুনির কুপাতে। ধরিমু ও পাদপদ্ম আপন শিরেতে॥ कड शूर्णा मत्रभन देशन ६ हत्र। ধ্যানে নাছি পায় যাহা মুনি ঋষিগণ॥ बन्ना इस जानि मना वादश राहे भन। যে চরণ অনুক্রণ যোগীর সম্পদ। কমলা দেবিত পদ মস্তকে আমার। আমা হ'তে ভাগ্যধর কেব। আছে আর॥ তব পদ পরশনে আমি ধক্ত অতি। অশুভ হইল নাশ শুনহ ঐপতি॥ তুমি সবাকার গুরু ওছে দয়াময়। তব রাঙ্গা পদে নাথ যে করে আত্রয়॥ তব পদে মতি যার থাকে অফুক্রণ। সেইজন সদা সেবে তব ঐচিরণ ॥ তব অকুচর হ'য়ে তব পাশে রয়। সংসার সাগর পারে তার নাহি ভয়।

তব ও চরণ স্পর্শে আমার মোচন। তব পাদপদ্মে হরি লইফু শরণ॥ তুমি সকালর ধাতা ভছে সর্বাগতি। জগং নিস্তার দেব সংসারের পতি॥ ব্রহ্ম অভিশাপে মম করিলে নিষ্কৃতি। পরব্রহ্ম পরাৎপর ভত্তে জগৎপতি॥ কে জানে মহিমা তব অনস্ত অপার। গোলোক-বিহারী হরি যশোদা-কুমার॥ নমস্তে গোপিকাকান্ত গোপিকা জীবন। অখিলের সার হরি রাধিকা-রমণ॥ তপ জপে তব নাম যেই জন গায়। সকল ছঃখ হইতে নিষ্কৃতি সে পায়॥ ু তব নাম যেই জন করে অবিরত। সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় বেদের লিখিত॥ যে করে তোমার এই চরণ স্পর্শন। তাহার ভাগ্যের সীমা নহে কদাচন॥ এইরূপে কত স্তুতি করি নারায়ণে। বার বার প্রদক্ষিণ করি সেই স্থানে॥ শ্রীচরণে প্রণতি করিল কত তার। করপুটে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়ে রয়॥ অনম্ভর বিচ্ঠাধর করিল গমন। বছক্লেশে নন্দগোপ হইল মোচন॥ তাহা দরশনে সবে বিশ্বায় মানিল। কুষ্টের প্রভাব তথা সকলে দেখিল॥ মনে মনে কত রূপ করয়ে চিন্তন। পরে দেবী পূজা সারি যত গোপগণ ॥ রুন্দাবন মাঝে সব চলিল সহর। গৃহপানে যায় সবে প্রফুল অন্তর॥ কুষ্ণগুণ গানে মত্ত ব্ৰজবাদী যত। গুহেতে আইল সবে আনন্দিত চিত।। অনস্তর নরমণি করহ তাবণ। একদিন রাম কাফু ভাই চুইজন ॥ विद्यारत शतम त्राप्त तुन्नावन वर्टन । निभाकारण यान इति रंगाशवधु मर्तन ॥

কত থেলা খেলে হরি হর্মিত হ'রে। বিহারে গোপের বালা কুষ্ণগুণ গেয়ে॥ মনোহর রেশে সবে ভূষিতে কাননে। পরিহিত নীলাম্বর চন্দন লেপনে॥ বনমালা গলে শোভে পরম স্থন্দর। স্থূশীতল কর বর্ষে কুমুদ-ঈশ্বর॥ ফুটিয়াছে নানা ফুল গঙ্গে আমোদিত। মল্লিকা মালতী যুখী দবে প্রফুল্লিত॥ মন্দ মন্দ সমীরণ বহিছে তথন। মকরন্দ গন্ধ সহ তাহে অফুক্ষণ॥ আনন্দিত রাগ কামু কানন ভিতর। বংশী গানে মুগ্ধ হয় সবার অন্তর ॥ বাঁশী রবে মত্ত যত ব্রজাঙ্গনাগণ। মোহিত হইল দবে হারাইল জ্ঞান॥ এলো থেলো বেশ যেন পাগলিনী প্রায়। বসন খদিল দবে পড়িল ধরায়॥ অঙ্গের ভূষণ যত নারে সম্বরিতে। এইরূপে রামকানু মাতিল খেলাতে॥ উন্মন্ত বারণ হথা দলে পদাদল। সেইমত বনে খেলে হয়ে কুতুহল॥ হেনকালে তথা আসে কুবের কিঙ্কর। শৃষ্ট্র নামে দৈত্য মহাবলধর ॥ দেখিল খেলিছে তথা ভাই চুইজন। গোপিনী সহিত খেলে করে দরশন॥ মনে মনে দৈত্যবর ভাবিতে লাগিল। গোপিনীগণেরে হেরি ছরিত চলিল। মহাবনে গোপিগণে লইয়া তথন। নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ধায় আনন্দিত মন॥ বিস্ময় মানিল যত ব্ৰক্তাঙ্গনা-কুল। থোর রবে কান্দে সবে হইয়া ব্যাকুল। মহাভীত গোপী যত হইয়ে তথন। বলে কোথা রাথ কুষ্ণ যশোদা-নন্দন॥ এইমত গোপী যত রোদন করয়। তাহা শুনি রাম কামু ক্রোধিত হুদয়॥

ছুইভাই বিপরীত করে দরশন। কোপেত্তে কম্পিত অঙ্গ হইল তখন॥ গোপিগণে হাস্থাননে ভয় নাই বলিয়া। ক্রোধে মক্ত হস্তী সম চলিল ধাইয়া॥ মহাশাল রক্ষ তথা করি উৎপাটন। বলে কোথা তুরাচার কর আসি রণ॥ স্থির হও চুফ্টমতি পাবে প্রতিফল। আর না দেখিরে তোর কিঞ্চিৎ সঙ্গল॥ কার সনে কর বাদ না জান অন্তরে। কার বলে গোপিকায় লয়ে যাও হ'রে॥ এতেক কহিল যদি ভাই চুইজন। দৈত্যবর পাছু ফিরি করে দরশন॥ দেখিল সে কালমূর্ত্তি পশ্চাতে আইল। ব্ৰজ্ব-বধুগণে তবে ছাড়িয়া সে দিল॥ মহাভয়ে দৈত্যবর করে পলায়ন। ক্রোধে কাঁপে ছুই ভাই লোহিত লোচন॥ শ্রীকৃষ্ণ কহিল তবে বলরাম প্রতি। রাখহ গোপিকাগণে যতনে সম্প্রতি॥ সাবধানে নারীগণে রাথ মহাশয়। এত কহি শন্তাচূড় পাছু পাছু ধায়॥ অত্যে ধায় দৈত্যবর পাছ নারায়ণ। হেনরূপে বহুদুর করিল গমন॥ বছদুর গিয়া দৈত্য নিস্তেজ হইল। অমনি জীহরি তার চুলেতে ধরিল। মহাক্রোধে যহুরায় মুফ্ট্যাঘাত করে। ছিল হ'য়ে মাথা তার পড়ে ভূমিপরে॥ (১)

১। বে সমগ্ন ত্রীক্রফ বৈত্যবর শশ্বচুড়ের শিরোক্রেণন করেন, সেই সমগ্ন তাহার মতকে একটি মহা
মণি ছিল। তাহা প্রহণপূর্বক রোহিণীকুমার বলদেবকে প্রাণান করেন কিছু মতান্তরে নিমিত আছে
বে শাঘাচুড় গৈত্যের বে মণি রুক্ষ প্রাহণ করেন, সেই
মণি স্তামন্তক নাবে প্রশিক্ষ প্রবং মণি প্রত্যাহ কর্ট্ন
ভিন্নি মণি প্রান্তক নাবে প্রশিক্ষ প্রবং মণি প্রত্যাহ কর্ট্ন
ভিন্নি মণি প্রান্তক নাবে প্রশিক্ষ প্রবং মণি প্রত্যাহ কর্ট্ন

এইরপে শখচ্ছ মহা দৈত্যবরে।
বিনাশ করিল হরি মৃষ্টির প্রহারে॥
বক্ষরাজে মারি হরি আনন্দ অন্তরে।
দেখীবনে আসি হরি মিলিল সম্বরে॥
ব্লদেব ক্ষেণ্ড ধরি করে আলিঙ্গন।
গোপ গোপিগণে সবে আনন্দে মগন॥
ভাগবত কথা অতি মধুর ভারতী।
দাস ভাবে মহানন্দে শুনে সাধুমতি॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্দ্র শমচ্চ
বধ কণা সমাগ্র।

অপ গোপিগণের ক্বক্ত-গুণগান। শুকদেব কহে রাজা শুনহ ভারতী। কৃঞ্লীলা স্থাসার স্মধূর অতি॥ যবে গোপীনাথ গোষ্ঠে করয়ে গমন। গোপী যত ধায় জত কুষ্ণের কারণ॥ পশ্চাতেতে ধায় সবে কৃষ্ণ বিরহিনী। কুফলীলা গীত গায় হ'য়ে আহ্লাদিনী। কুষ্ণগুণ গানে হুখ গোপী দবে পার। কুষ্ণগুণ গান তাই অনুরাগে গায়॥ কোন গোপী কছে স্থি কর দরশন। এই দেখ গোপীনাথ বসিয়া এখন॥ ছের স্থি নিজ হস্তে রাখি গণ্ডস্থল। কেমন নাচায় দেখ নয়ন যুগল॥ অধরে মুরলী ধরি মদন-মোহন। কেমন বাজায় বাঁশী মান্স হরণ॥ যখন স্থারে বেণু করয়ে বাদন। জগতের নারী যত ছাড়ে কুলমান॥ মোহন বেণুর রব করিয়া ভাবণ। ত্ৰিজগতে মোহিত না হয় কোনজন॥ ছের স্থি দেবগণে শুনি বেণুরব। নিজ নিজ পত্নী সঙ্গে শুভো আসে স**ব**।

বেণুরব শুনি সবে আনন্দিত মন। মৰন পীড়নে তথা হয় অচেতন॥ দেবের রমণী তবে লজ্জিত অন্তরে। কৃষ্ণপদে নিজ চিত্ত সমর্পণ করে॥ শিথিল কবরী অঙ্গ অবশ হইল। কটির বসন তথা খসিয়া পড়িল॥ মহামোহে মুগ্ধ দেব-বধুগণ সবে। পতি ক্ষন্ধে দিয়া মুখ নিরখয়ে তবে॥ গুহেতে যাইতে কার' মানস না হয়। শ্ৰীকৃষ্ণ বিরহ জালা সহা নাহি যায়॥ অসহ যন্ত্রণা হয় কুষ্ণ অদর্শন। কিবা মনোহর রূপ মেঘের বরণ॥ কৌস্তুভ শোভিত বক্ষ আভা সমুস্কল। মেঘ কোলে সৌদামিনী যথা ঝলমল॥ কমনীর রূপে হরে কামিনীর মন। বিনোদ অধরে বেণু করয়ে বাদন॥ হেঁটমুখে বেণুরক্ষে ফুক দেয় কত। হাস্তের সহিত মুখ হেরে অবিরত॥ সেই হাস্থাধরে বেণু বাজায় যখন। ত্রিজগতে নারী যত অস্থির জীবন॥ শ্রবণে সে বাঁশী রব অবসন্ন কায়। সে ত্রুখের কথা স্থি কহা নাহি যায়॥ অল্পমতি নারীজাতি শুনি বেণুরব। জ্ঞানহারা বিমোহিত স্থির নেত্র সব॥ ঐ দেখ বেণুরবে ব্রজ-পশুগণ। মুগ আদি গো-বৎস সবে অচেতন॥ বাঁশরী বাজায় যবে যশোদা-নন্দন। রুদ্ধখাসে উদ্ধ্যুখে করে দরশন॥ ভক্ষ্য ভূণ ছাড়ি সবে ঊর্ন্নপুচ্ছ করি। উভরড়ে ধায় সবে শব্দ অনুসারি॥ মুখেতে ধরিয়া তৃণ না করে চর্বণ। চিত্রের পুত্তলি সম স্থির তুনয়ন॥ স্তন ছাড়ি বৎস যত ঊৰ্দ্বমূথে ধায়। বল সপি বেণুরবে চেতন কে পায়॥

চমকিত মুগদল স্থির নেত্রে চায়। বেণুরব শুনি সবে উদ্ধানে ধায়॥ নবদূর্ববা কেহ আর না করে চর্ববণ। আকুল অন্তর সবে হারায় চেতন। নিমীলিত নেত্র সবে যেন নিজা যায়। কাষ্ঠের পুত্তলি সম দবে দৃষ্ট হয়॥ আর দেথ প্রাণদখি শিথী শাখাপরে। উদ্ধপুচ্ছে করে নৃত্য হরিষ অন্তরে॥ সে কারণে মত্ত সবে শুনি বেণুরব। বুক্ষোপরে নৃত্য করে বিহঙ্গম সব॥ হের সখি যমুনার কেমন কৌতুক। বেণুরব শুনি মনে কতই উৎস্থক॥ বিপরীত গতি করে আনন্দ অন্তরে। গতিহীন শাস্তভাব শুনি বেণু হুরে॥ আকুল হইল কৃষ্ণ রূপ দরশনে। কুষ্ণ পদরজঃ আশা করে মনে মনে॥ এত ভাবি স্থিরগতি হয় স্রোতম্বতী। কুষ্ণমুখ দরশনে হয় হৃন্টমতি॥ কুষ্ণপদ আশে নদী পুলকে পূৰ্ণিত। প্রফুল্ল হৃদয় তার হতেছে ধাবিত॥ ছের স্থি কি কহিব কুঞ্চের কাহিনী। কত রঙ্গে দেখ সখি করে বংশীধ্বনি॥ বম্বপশু স্তব্ধ হয় সে রব ভাবণে। উদ্ধপুচেছ খায় সবে কৃষ্ণ দরশনে॥ ছিংসারতি পরিহরি চঞ্চল অন্তর। চকিত নয়নে সবে শুনে বাঁশী স্বর॥ কুষ্ণের নিকটে গিয়া স্থির নেত্রে রয়। কহিতে বাঁশীর গুণ কে পারে ধরার॥ এই দেখ সরসীতে রাজহংস যত। বেণুরবে স্থির নেত্র যেন সবে হত॥ হংসী সহ ক্রীড়া নাহি করে আনন্দেতে। বেণুরবে ধায় দবে দরদী জলেতে॥ কি আর কহিব সখি কহিতে না পারি। ছের স্থি ! বনলভা যত সারি সারি ॥

পুষ্পে স্থগোভিত স্থি! ফলভরে নত। আর দেখ সারি সারি তরুগণ যত ॥ .হের স্থি ! মাধ্বী সে মনের হরিষে ।-আলিঙ্গয়ে নিজপতি কতই উল্লাসে॥ দেখ পল্লবিত শাখা শোভা তায় কত। জীবগণে ছায়া দানে তোষে অবিরত। বেণুরবে হয় সবে চঞ্চল অন্তর। স্থিরভাবে দেখে দবে শ্যাম কলেবর॥ অগণন তরুবর পুলকে পূর্ণিত। বেণুরবে হয় সবে আনন্দে মোহিত॥ আর দেখ অলিগণ মত্ত মধুপানে। শ্রবণ জুড়ায় যার হৃমধুর গানে॥ গুন্গুন্রবে করে মন্দ মন্দ গতি। বেণুরবে তারা সবে আনন্দিত মতি ॥ কি কহিব প্রাণস্থি সে রূপের ঘটা। ললাটে তিলক শোভে চন্দনের ছটা।। তুলদী মঞ্জরী শোভে কর্ণেতে হুন্দর। সেই গন্ধে মহানন্দে যত মধুকর॥ অবিরত ধায় যথা জীনন্দনন্দন। বেণুরবে মক্ত দবে হইল তথন॥ কুষ্ণ অনুসরি সবে করিছে গমন। কি আন্ধ কহিব স্থি সে কথা এখন॥ (यहे त्वनुत्रव कृष्क करतन शूलरक। অমনি সে অলিগণ গান করে হুখে॥ কি আর কহিব সখি সে অন্তত কথা। কহিতে কৃষ্ণের গুণ ঘুচে মনোব্যথা। হের দেখ ব্রজমাঝে গিরি গোবর্জন। বেণুরবে আছে মত্ত সদা সর্বব্দণ। কত যে আনন্দ ধরে এই গিরিবর। শান্ত ভাব উচ্চ শির পুলক অন্তর॥ আর দেখ প্রিয়দখি! জলদের দল। বেণুরবে স্তব্ধ সবে চকিত সকল ॥ মন্দগতি জলধর সেই বাঁশী রবে। অফুকণ শাস্তমনে আছেগো নীরবে 🛭

त्म (चात्र शक्कन व्यात नटह पत्रभन। ভয়ক্ষর শব্দ আরু না হয় প্রবিণ ॥ विक्रमीत की जात (मथा नाहि यात । অশনি পতন স্থি আরু নাহি হয়॥ রবিকরে দয় জীব না হয় এখন। ছায়াদানে তাপরাশি করে নিবারণ। व्यात (पश सम्म सम्म इय वितिष्ण। স্থাতিল হয় যত জগত-জীবন ॥ এইরূপে গোপিগণ কুষ্ণগুণ গার। কোন গোপী যশোমতী প্রতি তবে কয়॥ তোমার ভাগ্যের কথা কি কহিব আর। গোপ-ক্রীড়া ভাল জানে তোমার কুমার॥ বাজায় বিনোদ বেণু মনোহর অতি। কেবা তারে শিখাইল কহ গুণবতী॥ অন্থের শিক্ষিত নহে জ।নিমু নিশ্চয়। আপনি শিখিছে তাহা অশুণা না হয়॥ व्यथ्दत थतिया दाँनी वाकाय यथन । অমনি হরিয়া লয় স্বাকার মন॥ জগতের জীব যত মুগ্ধ দবে হয়। বংশীরবে ত্রিজগতে স্থির কেহ নয়॥ কি কহিব ধেমুগণে সবে মোহ যায়। মুনি ঋষি সকলেতে চেতন হারায়॥ হারাইয়ে তত্ত্ত্তান সকলে गৃচ্ছিত। পতিত ধরণীতলে হইয়ে মোহিত। বিচলিত বংশীরবে অমরের গণ। মহামোহ পায় দবে হারাইয়া জ্ঞান॥ কি জানি সে বংশীরব কি হয় কেমন। মোরা কোন ছার মুগ্ধ যত দেবগণ॥ কুলের কামিনী মোরা বল কিবা জানি। কংশীরবে হই সবে মোরা পাগলিনী । কিবা পদ মনোহর কত রূপ তার। ধ্বজবক্তাকুশ চিহ্ন আছে সেই পায়॥ মরাল জিনিয়া গতি কত শোভা ধরে। মৃত্যু মৃত্যু গতি তার পুৰিবী উপরে॥

किवा पृत्र राष्ट्रानन स्टब्स् व्यथ्दत्र। কেবা নাহি মুগ্ধ হয় সেই মুখ ছেরে॥ তাহে অবলার প্রাণ আকুল যে হয়। দাসী হ'তে ইচ্ছা হয় সেই রাঙ্গা পায়॥ সব ছাডি সেই পদে হইগে অধিনী। বিনামূল্যে দাসী হই মনে অমুমানি 🛭 কিবা মনোহর হাস্ত কিবা সে বদন। কিবা যুগা ভুরু তায় চারু দরশন ॥ তাহা দরশনে আঁখি ফিরাতে না পারি। মদন পীড়ন জ্বাল। সহিবারে নারি॥ একেত অবলা তার মদন পীড়ন। কিরূপে পাদরি বল অন্থর জীবন ॥ অনঙ্গে পীড়িত সবে আকুল অন্তর। মোহিত ব্রজের নারী মুগ্ধ নিরস্তর॥ কি আর কহিব সথি অস্থির জীবন। সম্বরিতে নাহি পারি কটির বসন॥ : শিথিল ভূষণ সব স্থালিত ধরায়। ক্ষণেক বিচ্ছেদে প্রাণ একেবারে যায়॥ আর কি কহিব সখি গুণ পরিচয়। শ্যামককে হস্ত দিয়া যবে চলি যায়॥ এক হস্ত সথা কাঁধে আর হস্তে বেণু। মুতুগতি ধায় যেন তাড়াইয়া ধেসু॥ যখন বাজায় বাঁশী সে কাল রভন। তথনি অস্থির হয় গোপিকার মন॥ জ্ঞানহারা হ'য়ে মোরা যেন উন্মাদিনী। গৃহ আশা ছাড়ি তবে যতেক গোপিনী॥ বেণুরবে গোপী সবে আকুল পরাণী। আমাদের মত ষত বনের ছরিণী॥ শ্রবণে বেণুর রব চকিত অন্তর। স্থির নেত্র স্বাকার স্তব্ধ নিরস্তর ॥ ন। পারি চলিতে আর নিশ্চল সকল। আর নাহি হেরি নেত্র সেরূপ চঞ্চল। কহিতে না পারি আর কৃষ্ণগুল কত। যমুনা পুলিনে হের গো-গণে আরত ॥

শোভিত হ'য়েছে দখি কুন্দ দামে তার। স্থাগণ সঙ্গে দবে রঙ্গেতে খেলায়॥ হেন অপরূপ রূপ হেরে মন হরে। তাহে মৃত্র মৃত্র গতি সদা গতি করে॥ মকরন্দ গন্ধ তাহে আমোদে বিহরে। গুন্গুন্ রবে অলি চারিদিকে ফেরে॥ স্থাগণ সঙ্গে আর অমরের গণে। কত খেলা খেলে বনে সানন্দিত মনে॥ গীত বাগ্য করে সবে হরষিত অতি। সন্ধ্যাকালে গোষ্ঠ হ'তে গৃহে করে গতি কি হুন্দর ঠামে যায় ধেমুগণ সঙ্গে। স্থাগণ সঙ্গে করি নাচে কত রঙ্গে॥ তাহা দরশনে মোরা আনন্দিত কত। ধেমুর পশ্চাতে ধায় ধুলায় আরুত। অলকা আরত মুখ চারু দরশন। ধেমুর পশ্চাতে নাচি করয়ে গমন॥ চারিদিকে স্থা যত নাচি নাচি যায়। যেন তারা খেরা শশী কত শোভা তায়॥ তাহে विन्तू विन्तू शर्म ननारहे मर्नन। বনমালা কণ্ঠে শোভে নয়নে অঞ্জন ॥ কিবা মন্দগতি তার সে ব্রজের পথে। ব্রজ-গোপিকার মনোবাঞ্চা প্রাইতে॥ কিবা শোভা সমুজ্জল কর্ণেতে কুগুল। কিবা মুখ শশী তায় করে ঝলমল॥ व्यथरत वैभित्री धत्रा विक्रम नग्न । মত্ত-গজরাজ জিনি করেন গমন ॥ কত শোভা কত আভা কহনে না যায়। যেন কুমুদিনীপতি আসিল তথায় ॥ প্রভাতে উঠিয়া পুনঃ স্থাগণ সঙ্গে। গোচারণে ধার সবে নাচি কত রক্ষে॥ আর নাহি ছেরি মোরা দে চাঁদ বদন। वित्रह जनता हरे अवीख महन ॥ সন্ধ্যাকালে পুনঃ হয় ব্ৰক্তে আগমন। শ্ৰীমুখ হেরি সবে আনব্দে মগন ॥

নির্বাণ তথন হয় বিরহ অনল।
কৃষ্ণরূপ দরশনে সনাই শীতল ॥
এইরূপে ব্রহুগোপী কৃষ্ণগুণ গায়।
গোঠের বিরহ তাপ পরিহরি যায়॥
হেনরূপে ব্রহুগালনা বিদি এক মনে।
কৃষ্ণগুণ গান করে আনন্দ বিধানে॥
বিরহ যন্ত্রণা যত হয় নিবারণ।
কৃষ্ণগীলা গানে গোপী আনন্দে মগন॥
ভাগবত কথা অতি প্রবণে সুন্দর।
কৃষ্ণলীলা গুণ গান শুনে যেইজন।
মহাপাপ হ'তে তার হয় বিমোচন॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্দ্রে গোপীগণের
কৃষ্ণ গান সমাপ্ত।

অথ কংসের স্বপ্ন দর্শন। क्षकरम्य करह क्षेत्र अरह महीयत । কহি সে অপূর্ব্ব কথা শুন অতঃপর॥ গোপলীলা গোপীদনে করে জনার্দন। ব্লাবনে কত লীলা করে নারায়ণ॥ ি কহিলাম সেই সব তোমার গোচরে। কহিব মধুরা লীলা শুন অতঃপরে॥ একদিন কংস রাজা ঘোর নিশাকালে। অঘোর নিদ্রায় আছে রক্ত-শয্যাতলে॥ হেনকালে অক্স্মাৎ দেখে কুম্বপন। ি হইল মস্তকে যেন অশনি পতন॥ নিদ্রাভঙ্গে কংসরায় পাইয়া চেতন। মহাভয়ে ভীতমতি হইল তথন॥ চেতন পাইয়ে কংস কাতর হইল। শ্যাপেরে বসি তবে ভাবিতে লাগিল॥ ভাবিতে ভাবিতে হয় কম্পিত অন্তর। **চারিদিকে দেখে যেন মূর্ত্তি ভরক্ষর ॥** 

गटन गटन ভाবে রায় कि नाग्न इहेने। ভূমিতলে বসি তবে কাঁদিতে লাগিল।। অস্তগত বিভাবরী প্রভাত যখন। মৌন হ'য়ে কংদ করে বাহিরে গমন॥ সিংহাসনে বসি সম্বোধিয়া সর্বজনে। কহিতে লাগিল অতি সভয় বচনে॥ ভয়েতে আকুল বড় আমার অস্তর। দেখিকু স্বপন আমি অতি ভয়ঙ্কর॥ নিশা দ্বিপ্রহরকালে দেখেছি স্থপন। মহাভয়কর রূপ ছোর দরশন ॥ **(इनक्रथ कांनकां का निश्च नग्रम)** তদবধি মহাভীত হইয়াছি মনে॥ একটি রুমণী দেখি বেশে ভয়ক্ষরা। মুক্তকেশী লোল জিহবা হত্তে খাণ্ডা ধরা পরিধানে রক্তবন্ত্র মৃত্র মৃত্র হাস। ভয়ক্কর রূপ ঘট। দেখি লাগে ত্রাস॥ কুষ্ণবর্ণ নাসা হীন হস্তেতে থর্পর। মহাকালী নৃত্য করে আসিয়া নগর॥ প্রতি ঘরে ঘরে আসি করিছে ভ্রমণ। আর এক অন্তুত যে করি দরশন॥ মুক্তকেশী উলঙ্গিনী করি আগমন। আমার নিকটে আসি চাহে আলিঙ্গন॥ এইরূপে কুম্বপন দরশন করি। কাঁপিছে অন্তর মোর স্থির হ'তে নারি চারিদিকে অমঙ্গল হয় দরশন। বিনা মেঘে নগরেতে বজ্রের পতন॥ অগ্নিরৃষ্টি হয় যেন আমার নগরে। গুধিনী উড়িছে মম মস্তক উপরে॥ শিবাকুল দিবসেতে করিছে চীৎকার। অকালে দ্বিজের পুক্র হইল সংহার॥ কোলাহল ক্রে যত বানরের দলে। रचात्र त्ररव ভारक (मथ वायम मकरन ॥ গৰ্দভেরা মহা রবে হাহাকার করে। শুক কাঠ দৃশ্য হয় স্থলন্ত অঙ্গারে॥

(इन जमकर्न नव इरा प्रत्नन । সন্মুখেতে নৃত্য করে কে যেন এখন॥ হাতের ধনুক মম পড়িছে থসিয়া। বাম নেত্ৰ সৰ্ববক্ষণ উঠিছে নাচিয়া॥ চলিতে না চলে পদ হ'তেছে অচল। কহ পাত্রগণ হেরি একি অমঙ্গল॥ কবন্ধ আসিয়া মম নয়ন উপর। নাচিয়া বেড়ায় সদা বেশ ভয়ক্ষর॥ যে অবধি কুম্বপন করি দরশন। তদবধি সচঞ্চল হইয়াছে মন॥ অন্তর কাঁপিছে মোর হইয়া আকুল। না পাই ভাবিয়া কিছু সর্ববদাই ভুল॥ কিছুতে অস্তরে মোর নাহি স্থখোদয়। যেন সেই কালরূপ আসিছে হেথায়॥ ভয়ক্ষর রূপ স্বপ্নে দেখেছি নয়নে। সেই হ'তে বড় ভয় হইয়াছে মনে॥ কি করি এখন আর কি আছে উপায়। বুঝি সেই কৃষ্ণ হস্তে মরণ নিশ্চয়॥ ভাবিয়ে না পাই কিছু উপায় তাহার। অবশ্য তাহার হত্তে আমার সংহার॥ কেন হেন ভয়ঙ্কর হ'য়েছে ঘটনা। অস্থির আমার মন প্রবোধ মানে না॥ কিসে সেই মহা অরি হইবে নিধন। তাহার উপায় সবে করহ চিস্তন ॥ আমার পরম অরি সেই চুফীমতি। তার হস্তে যেন মোর না হয় ছুর্গতি॥ যে অবধি দেখিয়াছি ঘোর তুঃস্বপন। সেই হ'তে শোক নীরে হ'য়েছি মগন॥ কিরূপে তাহাতে আমি পাইব নিস্তার। কিরূপে করিব সেই ছুফের সংহার॥ সবে মিলি সেই যুক্তি কুরহ এখন। যেরপেতে তারে পার করিতে নিধন॥ শয়নে স্বপনে সদা শিহরিত মন। সদা মনে ছয় যেন শিয়রে শমন॥

ভাগবত কথা হয় স্থধার সাগর।
দাস করে সাধুগণ পিয়ে নিরস্তর॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্তর কংস
বল্প দর্শন সমাপ্ত।

व्यथं कर्रम्य मञ्जा।

শুকদেব কছে পরে শুনহ রাজন। সভায় বসিয়া কংস সচিস্তিত মন॥ হেনকালে মহামুনি নারদ আইল। মহা সমাদরে তারে পাত্য-অর্ঘ্য দিল ॥ করযোডে প্রণতি করিয়া নর্রায়। রতন আসনোপরে ঋষিরে বসায়॥ আসনে বসিয়া ঋষি কছিল তথন। র্যাম্বর দৈত্য তব হ'য়েছে নিধন॥ শৃঙ্গ উপাড়িয়া তারে সংহার করিল। ক্ষণেকের তরে কৃষ্ণ কিছু না ভাবিল তথায় আইমু আমি করি দরশন। কহিতে সে সব কথা মম আগমন॥ তব অমঙ্গল আমি দেখিব কেমনে। এই হেতু সত্বরে আইন্মু তব স্থানে॥ মহাভয় পায় রাজা ঋষি বাক্য শুনি। তাহাতে নিশার স্বপ্নে উড়িছে পরাণী করযোড়ে ঋষিবরে করে নিবেদন। সত্য কি সে রুষদৈত্য হ'য়েছে নিধন॥ নারদ কহিল রাজা মিথ্যা কভু নয়। স্বচক্ষে দেখেছি তার হইয়াছে ক্ষয়॥ অমনি সে কংসরার ভাসে অঞ্রজনে। রুষাত্মর নিধন করিলা চুফ্ট কালে॥ মহা রণ করে সেই স্বার প্রধান। একা কৃষ্ণ কিরূপে হরিল তার প্রাণ। অটল এ রাজ্য মম প্রতাপে যাহার। নন্দত্বত সেই বীরে করিল সংহার॥ এত কহি কংসরাজ ভাসে অঞ্জলে। গলল্যা হ'রে পড়ে মুনি পদতলে॥

শুন মহাঋষি মোর এক নিবেদন। তোমা বিনা গতি মোর নাহিক এখন ॥ তোসা ভিন্ন আর মম জগতে কে আছে। এখন উপায় বল কিসে প্রাণ বাঁচে॥ হিতকারী তুমি মন জানি সর্বক্ষণ। তব আজ্ঞা আমা হ'তে না হয় হেলন॥ তব আজ্ঞা শিরে ধরি আমি কংসরায়। দেবকীর ছয় পুত্র বধিন্ম হেলায়॥ শিলায় আছাড়ি সবে করিন্মু সংহার। তব আজ্ঞা অন্তুদারে কার্য্য যে আমার॥ এবে মোরে ভাল যুক্তি দেহ তপোধন। যাতে মম স্থমঙ্গল হইবে এখন॥ স্বযুক্তি কহিবে মোরে দেব ঋষিবর। যাহাতে বিনাশ হয় সেই ছুই নর॥ কুষ্ণ বলরাম দোঁছে কিরূপে মরিবে। কুপা করি সেই কথা আমাকে কহিবে॥ কংসের বচন শুনি কছে মুনিবর। মন দিয়া শুন কথা মধুরা-ঈশ্বর॥ ত্রিজগৎ মধ্যে আর নাহি হেনজন। তোমা হ'তে ভালবাসি শুনহ রাজন॥ তব অমঙ্গলে মম ব্যথিত হৃদয়। তব-হিত বাঞ্চা সদা করিতে যে হয়॥ সেই হেডু কহি শুন পূর্ব্ব বিবরণ। দেবকী উদর হ'তে হইল নন্দন॥ অষ্টম গর্ভের হৃত সেই কালশী। নন্দের আগারে রাখে যবে ঘোর নিশি॥ হেথায় আনিয়া রাখে নন্দের কুমারী। ভোমারে দেখায় সেই কন্সা স্কুমারী॥ তাহারে মারিতে যবে করিলে গমন। শূক্তপথে ধায় স্থতা শুন বিবরণ॥ পূর্ব্বকথা সমুদয় আমি জানি রায়। দেবকী সপ্তম গর্ভে ষেই স্থত হয়॥ সেই হুত রোহিণীর গর্ভেতে স্থাপন। খুইল এ গর্ভ তথা করি আকর্ষণ॥

সকলে জানিল পরে ওহে দৈত্যেশ্বর। দেবকীর গর্ভপাত হইল এবার॥ সপ্তম গর্ভের হত নাম সঙ্কর্ষণ। কহিলাম পূৰ্ব্বকথা তোমারে এখন॥ নন্দ-গৃহে সেই ছুই পুত্ৰ বলবান। এখন করহ তার বিহিত বিধান॥ দেখ মহারাজ কহি বিধির বচন। প্রলম্বাদি দৈত্য যেবা করিল নিধন॥ কুষ্ণ বলরাম হ'তে তাদের বিনাশ। সহজেতে না পূরিবে তব অভিলাষ॥ নন্দ বস্তদেব দোঁছে মিত্রতা বিশেষ। তার গৃহ কথা সব জানাই নরেশ। অতএব এক যুক্তি শুন কংসরায়। নন্দ সহ তুই পুক্ত আনহ হেথায়॥ কোন ছলে মথুরায় আন চুইজনে। বিশেষ উপায় ভূমি ভাব এবে মনে॥ শিশুকালে অল্ল বল যুঝিতে নারিবে। বয়দ হইলে তারে বলে কে পারিবে॥ বুঝিয়া স্বযুক্তি এর কর নরপতি। উপায় এখন রাজা করহ সম্প্রতি∙॥ কহিলাম সার কথা তোমারে এখন। বিহিত যা হয় তাহা করিবে রাজন॥ শুনিয়া নারদ বাণী তবে কংসরায়। তুই চক্ষু রক্তবর্ণ ক্রোধে কাঁপে কায়॥ ক্ৰোধানলে এককালে যেন হুতাশন। অসি হস্তে মহা ব্যস্ত হইল তথন॥ বহুদেব দেবকীরে করিতে বিনাশ। চলিল সে কংসরায় ছাডি দীর্ঘখাস॥ তাহা দরশনে মুনি করে নিবারণ। কি কারণে ইহাদের বধিবে জীবন ॥ অকারণ ইহাদের জীবন বধিবে। তাহে তব বল কোন ফল লভ্য হবে॥ যাতে তব মুত্যু ভয় শুনহ রাজন। যাহা হ'তে চারিদিকে ঘোর দরশন ॥

অমঙ্গল যাহা হ'তে ওছে নরবর। তাদের বিনাশ এবে করহ সম্বর ॥ নিরাপদ হ'তে যদি বাসনা মনেতে। তাঁহা দোঁহে বধ শীঘ্র আমার বাক্যেতে॥ শুন দেবঋষি বাণী কংস ক্রেমতি। স্থদৃঢ় বন্ধনে দোঁহে বান্ধিল সম্প্রতি॥ বহুদেব দেবকীরে লোহার শৃঙ্খলে। কারাগার মধ্যে বন্ধ করিল সে স্থলে॥ এত কহি ঋষিবর করে পলায়ন। চিন্তিত হইল তাহে সে কংস রাজন॥ ভাবিয়া চিস্তিয়া কিছু না পায় উপায়। কেশী নামে দৈত্যবরে ডাকিল স্বরায়॥ শুন কেশী দৈত্য আমি কি কহিব আর। কুষ্ণ হস্তে আমার যে হইবে সংহার॥ আমার বিষম শক্র তারা তুই ভাই। নিশ্চয় মারিবে মোরে তোমারে জানাই॥ অতএব তুমি মোর কর উপকার। তোমা ভিন্ন উপায় যে নাহি দেখি আর॥ শীঘ্র যাও ব্রজপুরে নন্দের আলয়। বিনাশ করহ বস্থদেবের তনয় ॥ রামকৃষ্ণ ছুই ভাই আছে তথাকারে। অতএব যাহ তুমি সেই ব্ৰহ্মপুরে॥ শীত্র গিয়া সংহার করহ চুইজনে। মম কাৰ্য্য কে সাধিবে বল তোমা বিনে ॥ শুনিয়া কংসের বাক্য কেশী দৈত্যবর। দ্রুতগতি গেল তবে নন্দের আগার॥ সম্বরে সে কেশী দৈত্য করিল গমন। চাত্মর মৃষ্টিকে রাজা ডাকিল তথন॥ শল ও তোধল আদি অমাত্য সকলে। হস্তীপতি আজ্ঞামাত্র আইল সে স্থলে॥ একত্রে সকলে তথা ডাকিয়া রাজন। নারদের কথা সবে কহিল তখন॥ শুন কহি দৈত্যগণ আমার বচন। ঋষিবর মুখে যাহা করেছি শ্রবণ ॥

বহুদেব তুই পুত্র নন্দের মন্দিরে। কৃষ্ণ বলরাম দোঁতে আছে ব্রজপুরে। তাহাদের হত্তে মম মরণ নিশ্চয়। দৈববাণী এই কথা আমারে জানায়॥ এখন সকলে তার উপায় চিন্তহ। কৌশলে মথুরাপুরে তাদের আনহ।। যেরপেতে পার দোঁহে আন মম বাুস। কোনমতে কর সবে তুজনে বিনাশ। রঙ্গক্রীড়া ছলে তবে যত মল্লগণ। রঙ্গন্থলে তুই ভায়ে করহ নিধন॥ বড় উচ্চ করি মঞ্চ করিবে নির্মাণ। মল্ল লীলা রঙ্গ স্থান করহ বিধান॥ স্থানে স্থানে রবে সবে পুরবাসী জন। এক উচ্চ মঞ্চ কর আমার কারণ॥ এক এক মঞ্চ কর বিচিত্র বিধান। নগরের লোক সব রবে স্থানে স্থান ॥ হস্তিপতি ভূমি কর্মা কর সাবধানে। কিন্তা দ্বার রাথ তুমি বিশেষ যতনে॥ দ্বারেতে রাখহ তুমি হস্তী কুবলয়। আসিবে যখন হেথা নন্দের তনয়॥ সেইকালে সাবধানে বধিবে হুজনে। মম আজ্ঞা পালন করহ সাবধানে॥ হস্তী দারা চুইজনে বিনাশ করহ। এক যোগে মম আজ্ঞা সকলে পালহ॥ এইরূপে মন্ত্রণা করিয়া কংস রায়। আনন্দ অন্তরে তবে অন্তঃপুরে যায়॥ ভাগবত কথা অতি স্থধার সাগর। দাস ভাষে মহানন্দে পিয়ে সাধু নর॥ ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে দশমন্তব্দে কংস মন্ত্ৰণা সমাপ্ত।

অণ কংস বর্ত্ব ধর্মবজ্ঞের আরোজন। পারীক্ষিত কছে মূনি কহ অতঃপর। তব মূথে হরিকথা শুনিতে ক্রন্দর॥ ं कि कतिन कश्म त्राग्न वनश् अऋत्।। কি কার্য্য করিল কংস শুনিব ভারণে॥ বিস্তারিয়া সেই কথা বলহ আমায়। হরিকথা তব মুখে শুনি স্থানয়॥ শুকদেব বলে শুন ওছে নরপতি। কংস কি করিল তাহা শুনহ সম্প্রতি॥ শুনিয়া নারদ বাণী কংস দৈত্যবর। প্রাণভয়ে অতিশয় হইল কাতর॥ সভয় অস্তরে তবে মধুরার পতি। মুত্র ভাষে কহে দব সভাদদ প্রতি॥ সকলের প্রতি কহে কি উপায় হবে। বিহিত যা হয় কর পরামর্শ সবে॥ কংসের বচনে তবে কহে পুরোহিত। কি ভয় তোমার রাজা শুন কহি হিত॥ ওহে মথুরার পতি কি ভাব অন্তরে। যতক্ষণ আছে মম জীবন শরীরে॥ হিত বাণী কহি শুন তোমারে রাজন। মনে না করিও ভয় তাহার কারণ॥ স্বযুক্তি করহ এক আছয়ে উপায়। তাহাতে মঙ্গল তব হইবে নিশ্চয়॥ ধনুর্যজ্ঞ কর রায় শুন বিবরণ। শিব হ'তে হবে তব বিল্প বিনাশন॥ এমত সাধনে হয় শক্ত বিনাশিত। কহিন্দু নিগৃঢ় তত্ত্ব তোমারে নিশ্চিত॥ ওহে মহামতি কহি বিশেষ কারণ। শঙ্কর করিলে কুপা ভয়ু নিবারণ ॥ এ যজ্ঞ করিলে প্রাপ্তি হয় মহাফল। ইহাতেই হবে তব বিশেষ মঙ্গল॥ পূর্বের সেই বাণ রাজা ধমুকে পূজিল। তাহ। হ'তে তার সব বিদ্ন বিনাশিল॥ পরেতে পরশুরাম সেই ধন্ম পায়। দে ধনু পূজিয়া বীর হৈল মহাকার॥ गरम्बत जूके हरा नमीयरत मिल। ধমু পূজি শঙ্করের প্রিয় শিষ্য হলো॥

সে ধনু পূজহ রাজা পাবে বহু ফল। ওহে রাজা পূজ তাহা হইবে মঙ্গল॥ ধনুকের গুণ আমি কহিব তোমারে। সেই ধনু যেই জন সদা পূজা করে॥ তাহে মহাতৃষ্ট হয় দেব ত্রিলোচন। সর্বতা বিজয়ী সেই শুনহ রাজন ॥ সেই শরাসন ধরি যে করে সমর। তার কাছে নাহি হয় কাহার নিস্তার॥ নারায়ণ বিনে সবে হয় বিনাশিত। সার কথা এবে আমি কহিন্তু নিশ্চিত॥ মহাধমু হয় সেই ওছে নরপতি। কর ধনুর্যজ্ঞ শীঘ্র পাইবে নিষ্কৃতি॥ যজ্ঞ আয়োজন করি যত রাজগণে। নিমন্ত্রণ করি হেথা আন সর্বজনে॥ যদি কেহ সেই ধনু পারয়ে ভাঙ্গিতে। তাতে অমঙ্গল হবে জানিও হে চিতে॥ ভাঙ্গিতে না পারে যদি সেই শরাসন। তাতে কত ফল পাবে শুনহ রাজন॥ সে কথা কি কব রায় অকথ্য সে ফল। নিশ্চিত ভাহাতে তব হইবে মঙ্গল ॥ মহা ভয়ঙ্কর ধনু প্রভা সমুস্কল। গুণ দিতে নারে তাহে কোন মহাবল। অনম্ভ না পারে তাহা করিতে ধারণ। না পারে ধরিতে ধনু কোন দেবগণ॥ শঙ্কর ধরিল করে সেই শরাসন। ভাহাতে ত্রিপুরাস্থর হইল নিধন॥ অতএব মহাধন্ম কর হে পূজন। তাহাতেই শান্তি পাবে নিশ্চর রাজন॥ মহানন্দে কর রাজা যত আইস্কন। অবশ্য হইবে তব বিশ্ব বিনাশন ॥ শুনিয়া দ্বিজের বাণী কংস মহারায়। আমার পরম অরি নন্দের আলয়॥ বহুদেব হুত এবে নন্দ ব্ৰঙ্গপুরে। শুনেছি আকাশবাণী কহি যে তোমারে॥ সেই মম অরি হয় শুন পুরোহিত। তাতেই অন্তর মম সদা অতি ভীত॥ নতুবা অপর শক্ত পৃথিবীতে নাই। কহিলাম সার কথা আমি তব ঠাই॥ কেবল পরম শক্র দেবকী-নন্দন। সর্ববদা শক্ষিত আমি তাহার কারণ॥ কি আর কহিব আমি শুন বাক্য সার। শৈশবে পুতনা আদি করিল সংহার॥ করিল অনেক দৈত্য কাননে নিধন। পদাঘাতে করিল সে শকট ভঞ্জন॥ ইন্দ্র সহ করি বাদ গোবর্দ্ধন ধরে। এইরূপে নানা কার্য্য শৈশবেতে করে॥ কিরূপে তাহারে আমি করিব নিধন। ভাবিয়া না পাই তার নিধন কারণ॥ বলহ এখন তবে স্বযুক্তি আমায়। যেমতে পরম শক্ত যায় যমালয়॥ সর্বাক্ষণ ভীত মন তাহার কারণ। সেই হেতু ব্যাকুলিত আমি সর্বক্ষণ॥ সেই সে পরম শক্ত জেনেছি নিশ্চয়। সে মরিলে আর মোর নাহি কোন ভয়॥ জিনেছি জগতে বাহুবলে সর্বজনে। নাহি ভরি আমি ইন্দ্র আদি দেবগণে॥ সদাগরা ধরা মম আছে বশীভূত। করহ উচিত এবে যা হয় বিহিত॥ যেরূপে পরম শত্রু বিনাশিত নয়। এখনি গমন কর নন্দের আলয়॥ আন সেই তুষ্ট কুষ্ণে আমার গোচর। তার ভাই বলরামে আন শীঘ্রতর॥ এখনি করিব আমি চুক্তনে সংহার। তবে আমি সর্ববজনী জগত মাঝার॥ পুরোহিত বলে নৃপ শুনহ বচন। আমা হ'তে হেন কৰ্ম্ম না হবে সাধন॥ বহুদেবে পাঠাইয়ে দেহ তথাকারে। অথবা অক্রুর গিয়া আসুক তাহারে॥

তবে কংস দৈত্যবর বিচারিল মনে। যজ্ঞ হেতু আয়োজন করে সেইক্ষণে॥ বহুদেবে সেইক্ষণে ডাকিয়া আনিল। আরক্ত লোচনে তবে কহিতে লাগিল। ওহে বহুদেব শুন আমার বচন। রন্দাবনে শীঘ্রগতি করহ গমন॥ রামকৃষ্ণ চুই ভায়ে আনহ হেথায়। ক্ষণমাত্র বিলম্ব নাহিক যেন হয়॥ কহিবে সকলে তুমি মম নিমন্ত্রণ। নন্দ আদি আছে যত ব্ৰজবাসীগণ॥ যজ্ঞ হেতু সকলেরে বিশেষ কহিবে। কংসের ভবনে সবে যাইতে ইইবে॥ মহাযজ্ঞ কংসপুরে হ'ল আয়োজন। এদেছে তথায় এবে বহু নৃপগণ॥ মুনি ঋষি সকলেতে তথা সমাগত। হেন কথা কহি সবে আনহ ত্বরিত॥ না কর বিলম্ব আর আমার বচনে। ত্বরা করি কর গতি সেই রুন্দাবনে॥ বহুদেব কহে শুন ওহে কংসরায়। কি ফল হইবে তারে আনিয়ে হেথায়॥ তাহাতে অনর্থ মাত্র ওহে নররায়। এখানে আনিতে যুক্তি আমার না হয়॥ কেন রুথা অমঙ্গল করিবে ঘটন। আসিতে উচিত নহে তাদের এখন॥ তব সহ তাহাদের আছয়ে শক্ততা। তবে কেন সে চুজনে আনাইবে হেথা॥ তাহ'লে তোমার রাজা বিপদ হইবে। যাহা কহিলাম আমি দেখ মনে ভেবে॥ ন্ডনি বহুদেব বাণী কংস নুর্গতি। একেবারে ক্রোধে যেন অনল প্রকৃতি॥ त्रक्कवर्ण घूरे ठक्कू रुरेल जथन । ভয়ক্ষর মৃর্ত্তি হৈল ঘোর দরশন॥ তীক্ষ দৃষ্টে বহুদেবে নিরীক্ষণ করে। অসি হত্তে ধেয়ে যায় তারে কাটিবারে॥

পাত্র মিত্রগণ তবে করে নিবারণ। ওহে মহারাজ ক্রোধ কেন অকারণ॥ ত্যজ ক্রোধ নরপতি শুন বাক্য সার। যে কার্য্য করিবে অগ্রে করহ বিচার॥ বিচার করিয়া কর যত্ত্ত আয়োজন। মনোরথ পূর্ণ হবে শুনহ রাজন॥ এত কহি কংসরাজে মন্ত্রীগণ ধরি। বসাইল সিংহাসনে ক্রোধ শান্তি করি॥ তবে বহুদেবে পুনঃ করিয়া বন্ধন। কারাগারে রাখে ল'য়ে সক্রোধিত মন॥ তবে পুরোহিত কহে শুন নররায়। যাহা আমি কহি তুমি করহ নিশ্চয়॥ ধনুর্যজ্ঞ হেতু রায় কর আয়োজন। সকল গোপেরে তুমি কর নিমন্ত্রণ। মূনি ঋষিগণে তুমি আনহ যতনে। নিমন্ত্রণ কর আর আছে যে যেখানে॥ অক্রুরে পাঠাও সেই নন্দের আলয়। আনিবারে রামকৃষ্ণে এই মথুরায়॥ আর যত নৃপগণ যে যেখানে আছে। দূত পাঠাইয়া দেহ তাহাদের কাছে॥ মগধ দ্রোবিড় আদি কলিঙ্গ প্রভৃতি। জরাসন্ধ দন্তবক্র রাজা চক্রবন্তী॥ ইত্যাদি নুপতিগণে কর নিমন্ত্রণ। তবে হবে মহামতি এ কাৰ্য্য সাধন॥ শুন কহি মহারাজ বচন আমার। অবশ্য হইবে তুমি বিপদে উদ্ধার॥ ু তোমার মঙ্গল আমি চিন্তি অমুক্ষণ। যাহাতে না হয় তব বিপদ ঘটন॥ যেই কাৰ্য্যে আমি ত্ৰতী শুন মহামতি। মম আজ্ঞামত কার্য্য কর শীঘ্রগতি॥ পুরোহিত বাক্যে তবে কংস নরবর। দূতগণে সেইক্ষণে আনায় সম্বর॥ **मिन ऋत कति नृश्न यरब्द ख**ञी **रिल**। পত্ৰ দিয়া দেশে দেশে দূত পাঠাইল।।

পরে মন্ত্রীগণে রাজা কহিল তথন। সম্বরে করহ সবে যত আয়োজন। काममा (यन क्रिके कि मू नाहि इस । বিহিত বিধানে কার্য্য কর সমুদয়॥ ছাগ মেষ মহিষাদি আন বহুতর। বিধিমতে পূজন করহ মহেশ্বর॥ এই মত মাজ্ঞা দিয়া যত মন্ত্ৰীগণে। অক্রুরে আনিয়া বলে মধুর বচনে॥ অক্রের হস্ত ধরি কহে কংসরায়। বছ সমাদর তবে করিল তাহায়॥ শুন ওহে মহামতি আমার বচন। তুমি মম হিত চিন্তা কর সর্বাঞ্চণ॥ তব সম কেবা মিত্র আছয়ে আমার। করিয়াছি মহাযজ্ঞ লহ এক ভার॥ তোমা ভিন্ন অস্ত হ'তে না হবে সাধন। বিষম বিপদে আমি হয়েছি পতন ॥ তুমি মম হিতকারী আছ সর্বকাল। অনুক্ষণ বাঞ্চ তুমি মম স্থমঙ্গল॥ তোমার ভরদা দদা করি মহাশয়। তব আফুকুল্যে ধরি জীবন নিশ্চয়॥ রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সব তোমার প্রসাদে। এখন রাখহ ভূমি এ ঘোর বিপদে॥ তুমি আমি ভিন্ন দেহ এক আত্মা হই। তোমার কারণে আমি প্রাণে বেঁচে রই॥ এখন রাখিবে যদি আমার জীবন। শীঘ্রগতি যাও তবে সবে বৃন্দাবন॥ শুনিয়াছি আমি সেই নলের আলয়। বহুদেব ছুই পুত্র সেই স্থানে রয়॥ नातरमत शार्म गव कानियू निक्तर। এ জন্ম তোমারে আমি ডাকি এ সময়॥ এ কঠিন কার্য্য বল কে করিতে পারে। ভূমি ভিন্ন কার সাধ্য দোঁহে আনিবারে॥ ফ্রেডগতি রথে গতি কর এইক্ষণে। বস্থাৰ ছুই পাজে আনহ এগানে॥

আকাশ বাণীতে তুমি শুনেছ কর্ণেতে। নিশ্চয় আমার মৃত্যু তাহাদের হাতে॥ অতএব মহামতি শুন বাক্য সার। ছলে আনি চুইজনে করিব সংহার॥ নিমন্ত্রণ কর সেই যত গোপগণে। ধসুর্যক্ত বলি ঢেরা দাও গো সেখানে । ছানা ননী ক্ষীর সহ যত গোপগণ। বহু দ্রব্য সহ হেথা করে আগমন॥ শীঘ্র আন গিয়ে বস্তুদেবের তনয়। বধিবে তাদের হেগা হক্তী কুবলয়॥ যগ্যপি সে হস্তী হ'তে না হয় সংহার। চাতুর মৃষ্টিক হাতে নাহিক নিস্তার॥ মহামল্ল ছুইজন বধিবে ছু'জনে। চামুর মৃষ্টিকে আঁটে কে আছে ভুবনে॥ রামকৃষ্ণ চুই ভাই মরিবে যখন। সেই শোকে বহুদেব ছাড়িবে জীবন॥ যন্তপি তাহাতে মুত্যু না হয় তাহার। নিজ হাতে অসিঘাতে করিব সংহার॥ তদস্তরে বধিব তাহার বন্ধুগণে। তারপর মারিব দে তুই উগ্রসেনে॥ দেবকীকে মারি পরে তার সহোদর। মম দেবী সবাকারে করিব সংহার॥ আমার পরম গুরু জরাদদ্ধ রায়। দ্বিবিধ বানর সদা তাহার সহায়॥ সম্বর প্রভৃতি রাজা সূহদ আমার। আমার কুশল বাঞ্ছা করে অনিবার॥ এই সব মহাবীরে সহায় করিব। বৈরী পক্ষ সকলেরে বিনাশ করিব॥ তবে এই ভূমগুল নিক্ষণ্টক হবে। শাসন করিব রাজ্য নিরাপদে তবে॥ অতএব তুমি কর বিহিত এখন। শীত্রগতি সেই ত্রজে করহ গমন॥ বধিতে বিষম শক্ত আমার যে ছল। রাসকুষ্ণ তুইজনে খান শুরুত্বল।

মধুরা নগর শোভা দেখিবার তরে। ছুইজনে আন হেথা কহিছু তোমারে॥ ন্ডনিয়া কংসের বাণী অক্রুর হৃমতি। স্মধুর ভাষে কছে কংসরায় প্রতি॥ ওতে মহারাজ শুন আমার বচন। তোমার সকল কথা করিত্ব প্রবণ ॥ জীবের মনের আশা মনেতেই রয়। ভাগ্য ফলবতী শাস্ত্রে এই কথা কয় ॥ দৈব হ'তে কাৰ্য্য সব হয় ফলবতী। দৈব হ'তে হয় সৰ্বব কশ্ম অধোগতি॥ আশার নাহিক শেষ শুনহ রাজন। আশা চক্রে পড়ি জীব ভ্রমে সর্বক্ষণ॥ দ্রঃখ স্থধ দৈবগত শুন মহাশয়। নিজ ইচ্ছামতে কোন কাৰ্য্য নাহি হয়॥ যে কথা কহিলে যাহা যুক্তিযুক্ত বটে। কিন্তু বিনা দৈব তাহা কতু নাহি ঘটে॥ অতএব মহাশয় কি কহিব আর। তব আজ্ঞাধীন হই কিঙ্কর তোমার॥ অবশ্যই তব আজ্ঞা করিব পালন। তব আজ্ঞামতে যাব সেই রন্দাবন॥ তব আজ্ঞা অনুসারে সে কার্য্য সাধিব। প্রাণপণে তব কার্য্য অবশ্য করিব॥ এত কহি অক্রুর যে করিল গমন.। যজ্ঞ হেতু আজ্ঞা দেয় ডাকি মন্ত্রীগণ॥ মন্ত্রী যত রাজ আজ্ঞা করিতে পালন। শীত্রগতি ধায় সবে যজ্ঞের কারণ॥ কংসরায় প্রবেশিল নিজ অন্তঃপুর। দাস ভাষে সাধুগণ শুন অনন্তর॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশম কল্পে কংসের

यत्रना गमाश्च।

অথ কেশী-দৈত্য মোকণ। শুকদেব কহে শুন ওছে নরপতি। অপরে শুনহ কথা সুধান্য সতি॥

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র অতি শ্রবণে ফুন্দর। মোক্ষপদ পায় যত পাপী তুরাচার॥ অতএব শুন কহি কথা পুরাতন। কেশী দৈত্য কংস বাক্যে সক্রোধিত মন॥ কংসের বচনে দৈত্য আস্ফালন করি। রন্দাবনে ধায় মারিবারে রাম হরি॥ মহাবলবান দৈত্য মহা ভয়ঙ্কর। কৃষ্ণবর্ণ অশ্বাকৃতি অতি ঘোরতর॥ মহাবেগে ধায় বীর ক্রোধে কাঁপে ক্ষিতি। পদখুরে ফাটে গাটী বিষম প্রকৃতি॥ महा ज्युक्षत तात कताय गर्द्धन। স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য রসাতলে ভীত সৰ্বজন ॥ ছোর রবে ভীত দবে দঘনে কম্পিত। বিশাল নয়ন তার হয় বিস্ফারিত॥ মহা ভয়ক্ষর মূর্ত্তি বিকট দশন। নীলবর্ণ মহাকায় যেন নবঘন॥ মহা ভয়ঙ্কর দৈত্য দৃশ্যে হয় ভয়। কংসের কারণ ধায় নন্দের আলয়॥ ভয়ন্ধর মূর্ত্তি হেরি ত্রাসিত সকলে। বিপরীত শব্দে দৈত্য চরণ আস্ফালে॥ ভার রূপ দরশনে ব্রজ্বাদীগণ। মহাভয়ে লুকায়িত হয় সৰ্বজন॥ গো-পাল পলায় সবে উর্দ্ধ পুচ্ছ করি। চারিদিকে ধায় তারা দৈত্যরূপ হেরি॥ দৈত্যরূপ হেরি তবে ব্রঙ্গশিশুগণ। পতিত ধরণীতলে হারায় চেতন॥ ভয়েতে আকুল যত ব্রজের রমণী। এলো থেলো বেশে ধায় যেন পাগলিনী॥ ভয়াকুল হ'য়ে সবে করয়ে ক্রন্দন। যশোমতী একেবারে হারায় চেতন॥ নন্দ আদি গোপ যত ব্যাকুল হইল। তাহ। দরশনে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল॥ কেন রুথা ভীত চিক্ত ব্রজ্ঞবাদীগণ। অকারণে কেন সবে করিছ ক্রন্দন॥

শাস্ত হও ত্যজ ভয় কর দরশন। এখনই তুরাচারে করিব নিধন॥ ঞ্জত বলি মহাক্রোধে দেব দামোদর। কেশীর সম্মুখে ধায় নির্ভয় **অন্ত**র ॥ ঘোর নাদে মেঘ সম করিয়ে গর্জ্জন। জলদ গম্ভীর স্বরে কহিল তখন॥ কেবা তুমি কোথা হ'তে আইলে হেথায়। মায়ারূপী কোনজন হেরি দীর্ঘকায়॥ অসুমান করি তুমি হবে কংসচর। কেন কর এত গর্ব্ব ওরে তুরাচার॥ কেন বল করিতেছ রুথা আস্ফালন। পরাক্রম থাকে আসি যুঝহ এখন॥ ষ্পামার নিকটে আসি প্রকাশহ বল। তবেত জানিব তোর কেমন কৌশল॥ নতুবা যে রুথা গর্ব্ব জানিত্ব এখন। বালক নিকটে গর্ব্ব কেন অকারণ॥ त्रभौगरगदत्र ভয় দেখালে कि हरत। ুঙ্গামার নিকটে আজ সব জানা যাবে॥ নি**শ্চ**য় জানিসু তোর নিকট মরণ। উক্ষল করিবে আজ শমন ভবন॥ ওরে চুষ্ট দৈত্যবর রথা গর্ব্ব কর। মম হস্তে আজ তুমি যাবে যমঘর॥ মরিতে বাসনা যদি এস মম স্থানে। বাঁচিতে বাসনা যদি পলাও এক্ষণে॥ এত শুনি কেশী দৈত্য ক্রোধে হুতাশন। জ্বলম্ভ অনলে যথা গ্লত নিক্ষেপণ॥ সেই মত দৈত্যবর ক্রোধে কম্প কায়। বিষম গৰ্জ্জনে দৈত্য কৃষ্ণপানে ধায়॥ ভয়ক্ষর ফ্রোধে দৈত্য বেগেতে চলিল। হর্ষকায় দৈত্যবর নাচিতে লাগিল॥ বিষম শব্দেতে পদ করি আস্ফালন। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে তথা করিল গমন॥ পদ খুরে মাটী খুঁড়ি বেগেতে ধাইল। ভগবান প্রুরাচারে তাড়না করিল।

পাছু হুই পদে হুন্ট কুঞ্চেরে প্রহারে। किन्छ रार्थ रेहन रेमठा जानिन व्यन्तत ॥ ব্যর্থ হৈল পদাঘাত করি দরশন। মহাক্রোধে কেশী দৈত্য হইল কম্পন॥ পুনঃ পদাঘাত আশে তুষ্ট দৈত্যবর। পুনঃ পদাঘাত করে কুষ্ণের উপর॥ অমনি সে নারায়ণ তুবান্থ পদারি। ফেলে দিল দুরে তারে ছুই পদ ধরি॥ দূরেতে পড়িয়া দৈত্য গড়াগড়ি যায়। মনে মনে হাসিতে লাগিল যতুরায়॥ যথা মহাদর্প ধরি খগের ঈশ্বর। ফেলাইয়া দেয় দূরে ক্রোধিত অন্তর॥ সেইমত দৈত্যবর পড়ি ভূমিতলে। চেতনা বিহীন হয়ে রহে সেই স্থলে॥ ক্ষণেক পরেতে দৈত্য পাইল চেতন। পুনরপি যুদ্ধ আশে ধাইল তথন॥ ক্রোধ করি কৃষ্ণ কাছে করিল গমন। মহাক্রোধে রক্তবর্ণ যুগল নয়ন॥ পদখুরে মাটী খুঁড়ে শব্দ ভয়ঙ্কর। ধাইল কুষ্ণের পাশে সক্রোধ অস্তর॥ কুষ্ণের নিকটে পুনঃ করিয়া গমন। মহাক্রোধে পদাঘাত করিল তখন॥ পদের প্রহার যবে করে দৈত্যরায়। অমনি শ্রীকৃষ্ণ তার সম্মুখেতে যায়॥ সম্মুখেতে দৈত্য কুষ্ণে করি দরশন। গ্রাস করিবারে আশে বিকাশে বদন॥ গ্রাস করিবারে যায় জীনন্দনন্দনে। তবে কৃষ্ণ মহাক্রোধে দাঁড়ায় সেখানে॥ দৈত্যের নিকট হরি করিয়ে গমন। এক হস্ত দৈত্যমূখে করে প্রবেশন॥ বক্সসম নিজ হস্ত দৈত্যমুখে দিল। অমনি দৈত্যের দম্ভ ভাঙ্গিতে লাগিল॥ যেমন মস্তকে হয় অশনি পতন। সেইমত হয় দৈত্য অনর্থ ঘটন॥

অবসন্ন দেহ তার ক্রমেতে হইল। অস্থির অস্তরে চুফ ভাবিতে লাগিল। হস্ত উগারিতে বহু করয়ে যতন। উগারিতে নারে দৈত্য আকুলিত মন॥ মনে ভাবে একি দায় হইল আমার। আইলাম আমি কংস কার্য্য সাধিবার॥ তাহা দূরে যাক মোর এবে প্রাণ যায়। এ মহা বিপদে হায় করি কি উপায়॥ কিসে প্রাণ রক্ষা হয় কি করি এখন। যদি কোনরূপে পারি রাখিতে জীবন॥ হস্ত ছাড়াইয়া যদি পলাইতে পারি। তবেত সার্থক জন্ম মনে জ্ঞান করি॥ হেন বজ্রসম হস্তে নহে দরশন। এই হস্ত হতে মুক্ত না হব কখন॥ এবার যন্তপি রহে আমার জীবন। আর হেন কর্ম নাহি করিব কখন॥ বিপদ হইতে যদি পরিত্রাণ পাই। পলাইয়ে গিয়ে আমি জীবন বাঁচাই॥ বিষম কঠিন হস্ত লোহের আকার। হস্তস্পর্শে দন্তগুলা হয় চুরমার॥ একটি না রহে দন্ত সকলি পড়িল। এ হস্ত পরশে প্রাণ জর জর হৈল। এত ভাবি দৈত্যবর হস্ত এড়াইতে। করিল অনেক যত্র নিজ সাধ্যমতে॥ না পারে নাড়িতে হস্ত মহাভারময়। জ্বলম্ভ অনলে যেন উদর দহয়॥ মহাবাণ গ্রাসে যথা ক্রোধে হুতাশন। সেইমত দৈত্য অঙ্গ হ'তেছে স্থলন॥ উত্তাপেতে দৈত্য অঙ্গ অস্থির তথন। নিশ্বাস না বছে আর স্থির জুনয়ন॥ জ্ঞানশৃষ্য মহাদৈত্য ভূতলে পড়িল। ছটফট করি তথা পদ আছাড়িল॥ ধড়কড় করে তথা পড়িয়ে ভূমিতে। উদ্ধ-নেত্ৰে দীৰ্ঘশ্বাস লাগিল বহিতে॥

আছাড়ে লাঙ্গুল তথা মাটীর উপর। একেবারে সংজ্ঞাহীন হৈল দৈত্যবর॥ মহাক্লেশে ছুফ্ট দৈত্য ছাড়িল জীবন। তবে হরি নিজ হস্ত টানিল তথন॥ বিশ্বয় মানিল তবে গোপ গোপিগণ। স্বর্গেতে দেখয়ে যত অমরের গণ॥ পুষ্প বরিষণ করে ক্লফের উপর। বহু স্তুতি করে আসি যতেক অমর॥ নানামত স্তুতি করে দেব ঋষিগণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাপ্ৰভু জগত জীবন॥ দৰ্বভূতে ভূমি আত্মা ভূমি জ্যোতিৰ্ম্ময়। তুমি দর্ব্ব গুণাকর দবার আশ্রয়॥ পরম পুরুষ তুমি পরম ঈশ্বর। সবার আশ্রয় তুমি গুণের আকর॥ তোমা হ'তে হয় দেব স্ক্রন পালন। তোমার ইচ্ছাতে হয় সবার নিধন ॥ অচ্যত অব্যয় হরি দেব নারায়ণ। জীবরূপে জীবদেহে জগৎ জীবন॥ গোবর্দ্ধন গিরি হরি হেলায় ধরিলে। ব্রজবাসিগণে রক্ষা কৈলে অবহেলে॥ বিনাশিলে অনায়াসে কত দৈত্যগণ। স্ষ্টি রাখিবারে তব ধরা আগমন॥ নাশিতে এ স্বষ্টিভার তব অবতার। তুমি সদ। কর প্রভু সাধুর নিস্তার॥ কংসচর কেশী দৈত্য করিলে নিধন। সবে মারি নির্ভয় করিলে দেবগণ॥ যেই কেশী দৈত্য ভয়ে ভীত সৰ্বজন। তুনি হে করিলে হরি তাহার নিধন॥ যেই ভয়ে দেবগণ থাকিত শঙ্কিত। এখন আনন্দে তারা রবে অবিরত॥ চানুর-মৃষ্টিক দৈত্যে কোতুকে মারিবে। মহাহন্তী কুবলয় নিশ্চয় বধিবে॥ মহাবলবান সেই কংস ছুরাচার। ভূমিই তাহারে হরি করিবে সংহার॥

তব হস্তে জুরাচার বিনাশিত হবে। আশ্চর্য্য মানিয়া সবে কৌতুক দেখিবে। কালবশে বিনাশিত হবে দৈতগেগ। মুর আদি দৈত্যগণে করিবে নিধন॥ তাহাতে মুরারি নাম এছরি ধরিবে। তদম্বরে রজকেরে নিধন করিবে ॥ ইন্দ্রালয় হ'তে ওহে মদনমোহন। পারিজাত পুষ্প দেব করিবে হরণ॥ ধরণীতে সেই ব্লক স্থাপন করিবে। বীর্য্যপণ্য দিয়ে বীর কম্মা বিবাহিবে ॥ বিপ্রগৃহ হ'তে পুষ্প করিবে উদ্ধার। নষ্টচন্দ্র দরশনে কলক তোমার॥ জগতে বিহিত তাহা জানে সাধু নর। স্থামন্তক মণি আছে পাতাল ভিতর॥ ভূমি দেব সেই মণি উদ্ধার করিবে। ব্রাহ্মণের মৃত পুক্র বাঁচাইয়া দিবে॥ চক্রবাণে কাশীপুর তুমি পোড়াইবে। পৌগুরীক দম্ভবক্রে নিধন করিবে॥ আমরা আনন্দে সবে হইয়া মগন। তোমার এ লীলা সব করিব দর্শন ॥ बीवका निवामी श'रत कविरवक नीना। সত্যভাষা আদি সহ করিবেক খেলা॥ সারথি হইবে পুনঃ অর্জ্জুন সমরে। তাহাতে মারিবে হরি কত দৈত্যবরে॥ তদন্তরে নিজ মায়া প্রকাশ করিবে। ষ্ণতীব আশ্চর্য্য তাহা সবে দেখাইবে॥ निक राम जवरहरल कतिरव निधन। পৃথিবী রাখিতে তব জনম গ্রহণ॥ মায়াতে ধরিলে দেব মানব আকার। অসংখ্য প্রণতি করি চরণে তোমার॥ এত কহি দেব ঋষি গেল সমিধানে। দশুবৎ প্রণিপাত করিল চরণে॥ সারণে করায়ে ক্লে অন্তর্জান হৈল। হরিপদ দরশনে আনন্দে ভাসিল ॥·

অনস্তর গোপীনাথ রাখাল সঙ্গেত।
গো-চারণ করে হরি পরম রঙ্গেত।
কংসচর কেশী দৈত্যে করিয়ে নিধন।
শিশুগণ সহ রঙ্গে করে গোচারণ॥
দিবা অবসানে হরি ল'য়ে ধেমুগণ।
গৃহহতে চলেন হরি আনন্দিত মন॥
যশোমতী ক্রতগতি কৃষ্ণে লৈল কোলে।
ক্রীর সর ননী দিল বদনকমলে॥
ভাগবত কথা অতি শ্রেবণে মধুর।
অনায়াসে মোক্ষ পার যত পাশী নর॥
ইতি কেশী দৈত্য মোক্ষণ সমাধা।

অথ ব্যোগ দৈক্তা বধ। च्छकराव करह च्छन अरह नजवज्ञ। **শ্রীকুষ্টের লীলা কথা পরম ফুন্দর ॥** প্রবণে পাপের নাশ মোক্ষপদ পায়। বেদের বচন ইহা মিখ্যা কভু নয়॥ একদিন গিরিবর হল্ধর সঙ্গে। ল'য়ে ব্ৰজ শিশুগণ ভ্ৰমে নানা রঙ্গে॥ গো-চারণ করি হরি আনক্ষে মগন। ছেনকালে দৈত্য এক করে আগমন॥ ব্যোম নামে মহা-দৈত্য মহাবলধর। গো-চারণ স্থানে চুফ্ট আইল সম্বর॥ কংসের প্রেরিত চর বিষম সে কায়। গোপবেশ ধরি চুফ্ট আইল তথায়॥ ব্রজ শিশুগণে সব করিয়ে হরণ। একে একে ল'য়ে চুক্ট করয়ে গমন ॥ চুরি করি শিশুগণ গুহার ভিতরে। তথায় রাখিয়া সব আচ্ছাদে প্রস্তরে॥ প্রস্তরেতে গিরি গুহা করি আচ্ছাদন। অবশিষ্ট আনিবারে করয়ে গমন॥ গোপবেশে শিশুনাঝে আসে জরাচার। চারি পাঁচ শিশু ছিল অবশিষ্ট আর ॥

মনে মনে ভগবান সকলি জানিল। ব্যোম দৈত্য গুপ্তবেশে শিশু হ'রে নিল। গোপের আকার ধরি হরে শিশুগণ। গুহামধ্যে রাথে করি শিলা আচ্ছাদন॥ তবে নারায়ণ মনে করিল বিচার। তুষ্ট দৈত্যবরে এবে করিব সংহার॥ ধরি গোপবেশে তুই্ট মোরে লুকাইয়ে। ব্ৰজশিশুগণ সব লইল হরিয়ে॥ এইরূপ চিন্তামণি করিছে চিন্তন। হেনকালে চুফ্ট দৈত্য আসয়ে তখন॥ পুন: এক শিশু ল'য়ে যায় পলাইয়ে। হেনকালে নারায়ণ দ্রুতপদে গিয়ে॥ মায়ামূর্ত্তি তবে দৈত্য ধরিল তখন। কেশরী যেমন করে শার্দ্ধলে ধারণ।। সেইমত ছুফ্ট দৈত্য কেশেতে ধরিল। অমনি সে ব্যোম দৈত্য মায়া তেয়াগিল ॥ ভয়ঙ্কর নিজ মূর্ত্তি করিল ধারণ। পৰ্বত প্ৰমাণ তমু বাড়িল তখন ॥ পলাইতে দৈত্যবর কত যত্ন করে। কোন মতে কৃষ্ণ হস্ত ছাড়াইতে নারে॥ তবে হুফ্ট নিজ দেহ প্রকাশে তথনে। ঘোরতর সমর বাধিল ছুইজনে ॥ মহাবল পরাক্রান্ত ব্যোম দৈত্যবর। কৃষ্ণ সহ মল্লযুদ্ধ করে ঘোরতর॥ পরে দৈত্য ক্রমে ক্রমে বলহীন হৈল। ভগবান ব্যোম দৈত্যে স্থৃতলে ফেলিল॥ বলে ওরে তুরাচার কি হবে এখন। গুপ্তবেশে শিশুগণে ক'রেছ হরণ॥ এখন জীবন আর কিরূপে রহিবে। কেবা আর শিশুগণে লুকায়ে রাখিবে॥ এত কহি দৈত্য বক্ষে বসিয়া তথন। বিশ্বস্তর রূপ প্রভু করিল ধারণ।। শৃষ্ঠমার্গে দেবগণ মহা কুভূহলে। পুষ্প বরিষণ করে আনন্দে সকলে॥

বিশ্বস্তুর রূপে কৃষ্ণ দৈত্যের বক্ষেতে। বসিলেন চাপি দৈত্য লাগিল হাঁপাতে ॥ নিশ্বাস ন। বহে তার স্থির তুনয়ন। মহা বলধর দৈত্য হইল নিধন॥ মারিয়া বিষম দৈত্য পর্বত কন্দরে। শিলা আচ্ছাদন খুলি দেখেন ভিতরে ॥ পদাঘাতে গিরিগুহা ভাঙ্গিয়া তথন ! অনায়াসে উদ্ধারিল ধেনু শিশুগণ॥ ব্যোম দৈত্যে নিধন করিয়া যতুরায়। ধেকু বৎস সঙ্গে করি আনন্দেতে যায়॥ সঙ্গেতে করিয়া যত ব্রজশিশুগণে। গোকুলে ধাইল হরি আনন্দিত মনে॥ শুষ্টেতে দেবতাগণ পরম হরিষে। মহাকুভূহলে দবে কুন্তম বরিষে॥ মহানন্দে নৃত্য করে অপ্সরা কিন্নরী। কুষ্ণের স্তবন করে কুতাঞ্চলি করি॥ ভাগবত কথা হয় স্থধার সাগর। শ্রবণেতে মহাপাপী হয় যে উদ্ধার॥

> ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বদ্ধে বোাম দৈতা বদ সমাপ্ত।

মণ মকুরের রঙ্গামে গমন।
তক্তদেব করে রাজা করহ প্রবণ।
ক্রধাময় হরিকথা তনে যেইজন ॥
মহাপাপে অনায়াদে মুক্ত দেই নর।
তনহে অপূর্ব কথা ওবে নরবর॥
কংসের আদেশে তবে অকুর স্থমতি।
পরদিন প্রভাতেতে করিলেন গতি॥
চলিলেন মতিমান রথ আরোহণে।
গমন করিতে পথে ভাবে মনে মনে॥
আজি ভাভ নিশি মম স্থপ্রভাত হৈল।
ক্রেফ আনিবারে কংল মোরে আজ্ঞা কৈল।

व्याक्ति 😎 ि मिन यस हट्टेल छेपरा। কিবা তপে ছেন ফল ঘটে এ সময়॥ পূর্ব্ব জন্মে কত আমি করিত্ব সাধন। কিবা হেন শুভ কর্ম কৈন্তু আচরণ ॥ কোন দেবোদ্দেশে আমি ক'রেছি এমন। কোন পুণ্যফলে হরি হবে দরশন॥ এ জন্ম সার্থক বুঝি হইল এখন। নয়নে করিব আজি হরি দরশন॥ বিষম বিষয় বিষে মগ্ন মম মন। এ অধম ভাগ্যে হবে হরি দরশন॥ যবে সেই দয়াময় হেরিব নয়নে। সফল জীবন তবে জানিব সেক্ষণে॥ নদী স্রোতে কার্ছখণ্ড তীর লগ্ন হয়। সেইমত হয় যদি মম ভাগ্যোদয়॥ তবেত জানিব মোর সকলি মঙ্গল। তবে সে উদয় হবে পূর্ব্ব পুণ্যফল॥ জগতের সার হরি হবে দরশন। তবেত জানিব মম সফল জীবন॥ অন্ত সেই রুফ পদে করিব প্রণতি। আমারে করিল কুপা কংস মহামতি॥ নতুবা গোকুলে মোরে কেন পাঠাইল। কংস কুপাবলৈ মোর এ ভাগ্য হইল॥ কংস হ'তে এত ভাগ্য আমার উদয়। হেরিব পরম পদ কৃষ্ণ পদম্বয়॥ विधि निव मना भान करत रा ठत्र। যে চরণ দেবতারা করে আরাধন॥ লক্ষ্মীর সেবিত পদ হেরিব নয়নে। যে পদ সেবন করে সদা মুনিগণে॥ যে চরণ সাধুগণ ভাবে মনে মনে। যে চরণ সদা ভ্রমে ব্রজের কাননে॥ যে চরণ ব্রঙ্গ-গোপী ধরয়ে হৃদয়ে। মহানন্দে মগ্ন দবে যে চরণ পেয়ে॥ দে চরণ আজি আমি ছেরিব নয়নে। **रहित्रव नग्रदन ब्ला**क रम ठाँप वपदन ॥

রাঙ্গাপদ নয়নেতে নিশ্চয় হেরিব। নয়ন যুগল আজ সফল করিব॥ হেরিব সে মনোহর স্মিত চব্দ্রানন। মনোহর চারুনেত্র জলদ্বরণ॥ অলক। আরত মুখ কিবা সে স্থন্দর। হেরিব নয়নে সেই রূপ মনোহর॥ প্রেমানন্দে আমি আজ উন্মন্ত হইব। ভূমিতলে পড়ি হরিপদে প্রণমিব॥ প্রদক্ষিণ করি সেই পরম কারণে। মনে মনে আনন্দিত হইব তখনে॥ আনন্দিত হ'য়ে তবে ভাবে মনে মনে। নিশ্চয় হেরিব আজ সেই কৃষ্ণধনে॥ হরিতে অবনীভার যিনি অবতার। অবহেলে করে যিনি ভক্তের উদ্ধার॥ নয়ন সফল হবে দেখিলে যাঁহায়। যেরূপ দেখিলে জীব মোক্ষপদ পায়॥ লাবণ্যের ধাম সেই হরি দয়াময়। সে রূপ হেরিব আজ নয়নে নিশ্চয়॥ যিনি মায়াময় হন জগং আধার। ব্রহ্মা পরাৎপর যিনি হন নিরাকার॥ ব্রঙ্গধানে দয়াময় ধরি মায়ারূপ। ব্ৰজ্জন সদনে প্ৰত্যক্ষ বিশ্বভূপ॥ মহানন্দে সেইরূপ নয়নে হেরিব। আমার এ পাপ নেত্র সফল করিব॥ সাধুজন অনুক্ষণ বাঁর গুণ গায়। পবিত্র করয়ে প্রাণ যাঁহার সেবায়॥ সকলি পবিত্র যেই পদ পরশনে। প্রণতি করিব আজি সে রাঙ্গা চরণে॥ দয়াময় করিয়াছ এ দাসেরে দয়া। এবার ছাড়িব আমি এ ভবের মায়া॥ ব্ৰজমাঝে অবতার হইল যে জন। ব্ৰজবাসী মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ॥ অমরেরা অবিরত বাঁর গুণ গায়। দেবের পরম গুরু যেই জন হয়।

জগতের নাথ সেই দেব নারায়ণ। লক্ষীকান্ত মনোহর শ্রীমধুসূদন॥ আজ সেই নিত্যধনে নয়নে দেখিব। কুষ্ণ বলরাম দোঁহা চরণ পূজিব॥ দুর হ'তে শ্রীচরণে প্রণতি করিব। ভক্তিযোগে পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিব॥ স্থাগণ সঙ্গে সেই শ্রীহরি চরণ। মহানন্দে আজ আমি করিব দর্শন॥ আজ আমি সেই পদ শিরেতে ধরিব। নিশ্চয় আমার জন্ম সফল করিব॥ অভয় সে কর পদ মস্তকেতে দিবে। কালের বিষম ভয় আর না রহিবে॥ যে হস্তে অভয় হরি দেন ভক্তগণে। যে কমল কর জানে জগতের জনে॥ যেই হত্তে রবি শশী করেন ধারণ। সেই কর মম শিরে করিবে অর্পণ। যেই করে ব্রজাঙ্গনা ঘর্মা মুছাইল। যেই হস্তে রাধিকার অলকা করিল॥ সেই হস্ত জগন্নাথ শিরে মোর দিবে। পরম কারণ হরি রুপা যে করিবে॥ ঘুণা-চক্ষে মোরে না করিবে দরশন। গোলোক-বিহারী হরি অধন তারণ। অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানে চরাচর। বিশ্বব্যাপী জানে সদা সবার অন্তর ॥ অবশ্য আমাকে কুপা করিবেন হরি। যথন পড়িব আমি ঐচরণ ধরি॥ অবশ্য হেরিবে মোরে স্লেহের নয়নে। দয়াময় দয়া করি তারিবে এ জনে॥ অশেষ কলুষ মম হইবে মোচন। দয়া করি মোরে হরি দিবে আলিঙ্গন ॥ শ্রীঅঙ্গ পরশ আমি যথন করিব। বিষম পাতকে আমি মুক্ত হ'য়ে যাব॥ সে অঙ্গ পরশে মোর পাপ হবে কয়। সেই দিন মোর মনে হুদিন নিশ্চয়॥

করযোড়ে সম্মুখেতে রব দাঁড়াইয়ে। ডাকিবে আমারে হরি আদর করিয়ে॥ অক্রুর বলিয়ে মোরে ডাকিবে যখন। যখন করিবে মোরে খুড়া সম্বোধন॥ সেইকালে জন্ম মোর সফল হইবে। এমন স্থদিন মোর এ ভাগ্য ঘটিবে॥ পরম কারণ দেই অথিলের পতি। সর্বাশ্রয় মহাকায় সর্বজন গতি॥ আমারে দরিদ্র হেরি দয়া উপজিবে। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হরি অবশ্য করিবে॥ ভক্তগণে কল্পবৃক্ষ যেই নারায়ণ। ভক্তের কারণে ব্যক্ত যিনি সর্বাক্ষণ॥ যখন চরণে মোরে দেখিবেন নত। সাদরে ধরিয়ে স্লেহ করিবেন কত॥ শ্রীহরির শ্রীচরণ করিব দর্শন। আজ কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে এমন॥ যতনে আমার হস্ত করপদ্মে ধরি। গ্রহেতে লইয়া যাবে দাসে দয়া করি॥ তখন জানিবে মম সার্থক জীবন। লক্ষীর সেবিত পদ করিব দর্শন **॥** মায়াজাল হ'তে আমি হইব উদ্ধার। হেরিব নয়নে আজ জগতের সার॥ জগন্নাথে আমি আজ নয়নে হেরিব। এ ভব যন্ত্রণা হ'তে উদ্ধার হইব॥ ভভক্ষণে দরশনে দেবকী-কুমার। যাইব ব্রজেতে আমি নন্দের আগার॥ কংস ক্রোধ হেতু মম হল সুঘটন। পুণ্য ভূমি ব্রজভূমে করিব গমন॥ ব্রজপুরে ব্রজরাজে হবে দরশন। এ হতে আনন্দ আর আছে কি এমন॥ ছেরিব সে শ্যামরূপ জলদ-বরণে। কিবা সে রূপের ছটা ইন্দু-নিভাননে॥ পীতধটি পরিহিত বনমাল। গলৈ। করেতে মুরলীরূপে মোহিত সকলে॥

ব্ৰজমাৰে গোপ-সাজে হেরিব গোপাল। পাইব সে মুক্তিপদ ফলিবে হুফল॥ তথায় ছেরিব সেই শ্রীনন্দনন্দনে। यत्नामा क्रीवनधन (मव क्रनार्फरन ॥ নয়নে হেরিব কিবা নন্দের আগারে। किया म शाभिनी मात्य एडिजर विशास অথবা গোঠেতে তাঁর পাব দরশন। দেখিব পাঁচনী করে সে কালবরণ॥ কিন্তা সে যমুনা তীরে কদম্ব তলায়। নিকুঞ্জ কানন মাঝে রাধাগুণ গায়॥ অথবা হেরিব সেই রন্দাবন বনে। কিন্তা নেহারিব সেই রাখালের সনে॥ গোষ্ঠেতে হেরিব কিবা সহিত গোধন। কিরূপে হেরিব সেই পতিত পাবন ॥ কে জানে তাঁহার অন্ত মহিমা অপার। নিরবধি সেবে পদ মৃত্যুঞ্জয় যাঁর॥ जन्मा चानि (नवर्गन (मत्व (य इत्रन)। যাঁর স্তুতি সদা করে অমরেরগণ॥ সেই পদে ভাগীরথী উদ্ভব হইল। সরস্বতী সেই পদ নিয়ত সেবিল ॥ প্রকৃতির মূল সেই মহাশক্তি যিনি। তুৰ্গতি-নাশিনী তুৰ্গা ব্ৰহ্মাণ্ড জননী। বাঁছা হ'তে দেবগণ উদ্মব হইল। ব্রহ্মাণ্ড হেলায় যিনি প্রদব করিল। পার্ববর্তী থাঁহার পদে সেবে অনুক্রণ। যিনি মহামায়া হন স্থান্তির কারণ। পরমা ঈশ্বরী সেই প্রকৃতির পরা। মহাশক্তি মহাদেবী সর্বব পাপ হরা॥ সেই দেবী যেই পদ সতত সেবয়। যাঁর পদরাজী ধরে দেব মৃত্যুঞ্জয়॥ তাঁহারে হেরিব আজ কি ভাগ্য আমার।-অবশ্য যাইব আমি নন্দের আগার॥ ছেরিব পরম পদ অনাদি কারণে। সর্বব্যয় সর্ববাশ্রায় পতিত-পাবনে ॥

পরমাত্মা স্মষ্টিকর্ত্তা সবাকার মূল। 🤝 যিনি বিশ্ব মূলাধার অতি সুক্ষা স্থল 🛭 ব্ৰহ্মা সনাতন তিনি সৰ্ববণ্ডণাশ্ৰয়। নির্বিকার নিরাকার জীব আস্থাময় ॥ এইরূপে মনে মনে করিয়া চিস্তন। রথে চড়ি গোকুলেতে করিল গমন॥ দুৰ্ঘ্যদেব অস্তাচলে গমন করিল। হেনকালে গোকুলেতে অক্রুর আইল॥ স্থীগণ সঙ্গে হরি করি গো-চারণ। যেই পথে ধেন্দ্র সনে করেন গমন॥ দেখে পথে পদচিক আছে স্থানে স্থানে। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিল নয়নে॥ সেই পদরজ সদা অমর সকলে। মস্তকে ধারণ করে মহাপুণ্যফলে॥ সেই পদচিহ্ন পথে হেরে মহামতি। আনন্দে অবশ অঙ্গ করে মুদ্রগতি॥ 🖹 कृरकः त्र भनिष्क नक्तरः कानिन। আনন্দে অক্রুর তাহে পত্তিত হইল॥ রথ হ'তে মহারথি নামিল সম্বর। পতিত হইল সেই চিহ্নের উপর॥ সাঁথি জলে ভাসি আর আকুল হৃদয়। মহানব্দে সেই ধুলি অঙ্গেতে মাথায়॥ করযোড়ে পদচিক্তে করে নমস্কার। ভক্ষণ করয়ে ধূলি হরিষ অস্তর॥ अञ्चलि शृतिया युला ताथिरय मछरक । কহিতে লাগিল কথা অত্যন্ত পুলকে॥ আমার ভাগ্যের কথা কি কহিব আর। মানব জনমে মম পুণ্যের সঞ্চার॥ এত পুণ্য ধরাধামে কে আর করিবে। শ্রীহরির পদরজঃ সর্ববাঙ্গে মাখিবে॥ লোভ আদি অহঙ্কার করিয়ে বর্চ্ছন। নির্মাল অন্তরে পূজে পরম কারণ॥ শ্রীহরির নাম গায় শুনে অমুক্ষণ। সেই জন সাধু তার সার্থক জীবন ॥

হরি পদধূলা তবে মাখি সর্বব গায়। অক্রুর উন্মত্ত হ'য়ে নাচিয়া বেড়ায়॥ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করেন সেখানে। সম্মুখে দেখিতে পান সেই কুষ্ণধনে॥ রাম কৃষ্ণ চুই ভাই দেখিল নয়নে। ব্রজমাঝে গোচারণ করয়ে হুজনে॥ অপরূপ রূপ দোঁহা দরশন করে। শোভিত হয়েছে কটি নীল পীতাম্বরে॥ যেন নীল শতদল যুগল নয়ন। ধবল শ্যামল রূপ মোহে জগজ্জন॥ নবীন বয়স ভাঁর পরম স্থন্দর। কিবা সে লম্বিত বাহু অতি মনোহর॥ শশী বিনিন্দিত মুখ কিবা হাস্ত তায়। মরাল জিনিয়া গতি কি স্থলর হায়॥ কিবা সে চরণরাজি চিহ্ন বিরাজিত। দরশনে মুনিগণ সদা বিমোহিত॥ কিবা সে যুগল তন্ম ছুই সহোদর। কত শোভা পায় সেই চুই কলেবর॥ কতই করিছ শোভা স্থরক্ত অধরে। শোভিতেছে বনমালা কণ্ঠের উপরে॥ শ্ৰীঙ্গঙ্গ লেপিত গন্ধ কুন্ধুম চন্দন। পরম পুরুষ সেই পরম কারণ॥ প্রধান পুরুষ সেই দেব জগৎপতি। জগৎ কারণ দেব অথিলের পতি॥ হরিতে অবনীভার হ'লে অবতার। পূর্ণরূপে মহাকায় জগতের সার॥ পূর্ণরূপে অবতার সদনমোহন। যাঁহার কুপায় শোভে এ তিন ভুবন ॥ জগতের মনোহর রূপের কিরণে। কৃষ্ণ অঙ্গ করে শোভা হুনীল বরণে ॥ রজত পর্বত সম রাম কলেবর। হেরিল অক্রুর সেই রূপ মনোহর॥ প্রেমে মুগ্ধ বারিধারা বহিল নয়নে। উন্মত হইল সেই রূপ দরশনে #

রথ হ'তে শীঘগতি নামে ভূমিতলে। স্থুমি লুটি অমনি পড়িল পদতলে॥ রাম কৃষ্ণ মূর্ত্তি হেরি বিহবল হইল। প্রেমে গদগদ চিত্ত জ্ঞান হারাইল। অবশ হইল অঙ্গ চলিতে না পারে। চিত্রের পুতলী সম চায় দেখিবারে॥ অক্রুরের হেন ভাব করি দরশন। অভিপ্ৰায় জানিলেন ভাই চুইজন॥ বাহু প্রসারিয়া তবে অক্রুরে ধরিল। স্নেহেতে তাহায় চুয়ে আলিঙ্গন দিল॥ ভকতবংসল হরি প্রিয় ভক্ত তায়। অক্রুরের হস্ত ধরি আনন্দ হৃদয়॥ ধরিলেন এক হস্ত রোহিণী-নন্দন। আনন্দে আনিল তাঁরে নন্দের ভবন॥ যতনে বসায়ে দোঁহে রতন আসনে। চলি গেল তুই ভাই মায়ের সদনে॥ পরে রাণী মহানন্দে অতিথি বিধানে। পরিতোষ করে তারে বিবিধ ভোজনে ॥ ভোজনান্তে স্থগন্ধি তামুল করে দান। স্থকোমল শয্যাপরে শয়ন করান॥ পরে নন্দ মহামতি আনন্দিত মনে। অক্রুরে জিজ্ঞাসে অতি মধুর বচনে॥ শুন মহাশয় এক নিবেদন করি। কংসের কুশল কথা জিজ্ঞাসিতে নারি॥ শিশু দবে হয় হিংত্র পশুতে দশঙ্ক। চোরজনে সাধু ভয় হয় যে আতঙ্ক॥ সেইমত কংসরায় আসার পক্ষেতে। মনে কত শক্ষা হয় সে কথা কহিতে॥ বড়ই নির্দিয় সেই ছুন্ট ছুরাচার। ভগিনী তনয়ে চুফ্ট করিল সংহার॥ যেই রাজা তুরাচারী রাজ্য মধ্যে হয়। সে রাজ্যের প্রজা কভু হুখে নাহি রয়॥ যাহা হোক বাক্যে মম কিবা প্রয়োজন। নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে জীবগণ **॥** 

এইরপে নানা কথা কছে ছুইজনে।
শাস্তি দুর অক্রুর সে করিল শরনে॥
ভাগবত কথা হয় হুধার ভাগুার।
শ্রবণেতে মোক্ষ পায় পাপী ছুরাচার॥
দাস ভাষে মহানন্দে শুনে সাধুনর।
পরম পবিত্র-কথা অতি মনোহর॥
ছরিকথা হুধাময় করিলে শ্রবণ।
ভবের কলুষ যত হয় বিনাশন॥

ইতি ভীমন্তাগৰতে দশমন্বন্ধে ব্ৰহ্মধানে অকুরের

গমন, সমাপ্ত।

व्यथ व्यक्त मःवान ।

পরে শুন নরবর অপূর্ব্ব কাহিনী। পালকে শুইয়া যাপে অকুর যামিনী॥ পথ শ্রান্তি দূর করে আনন্দ হদয়। কুষ্ণ বলরাম তথা উপনীত হয়। পার্ষেতে বসিল তবে ভাই ছুইজন। পালক্ষে উঠিয়া বদে অক্রুর তথন॥ তবে সে অক্রুর মনে লাগিল চিস্তিতে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হ'ল একণেতে॥ আসিতে ব্রজের পথে মনে যাহা হৈল। মনের বাসনা কৃষ্ণ সব পূরাইল॥ মনে যাহা ইচ্ছা ছিল পাই কৃষ্ণ স্থানে। অভিলাধ ছিল যত আমার যে মনে॥ আমারে প্রদন্ন হরি হইল এখন। মনের বাসনা যত হইল পূরণ॥ প্রদম যাহার প্রতি যশোদা-কুমার। অপ্রাপ্য না হয় কিছু সর্ববিদদ্ধ তার॥ কুষ্ণপদ বিনা যত কুষ্ণভক্তগণ। অন্ত কোন বাঞ্ছা মনে না করে কখন ॥ এইরূপে সে অকুর ভাবয়ে অস্তরে। যশোদা-নন্দন কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন তারে॥ কংসের মন্ত্রণা কথা করে জিজ্ঞাসন। **ত্বনহ অফ্রুন্ন খুড়া মোর নিবেদন ॥** 

কি কারণে আগমন এই রুন্দাবনে। সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মম স্থানে ॥ কিবা মনে খুড়া তব হেথা আগমন। আছেত কুশলে সব কহ বিবরণ॥ জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন আছয়ে কেমনে। সেই সব কথা খুড়া বলহ এখনে॥ অক্রুর বলেন কি কহিব দয়াময়। মন্ত্রণা দিলেক যত কংস ছুরাশয়॥ যতদিন কংস বাঁচি রবে মধুপুরে। ততদিন কিবা আর কহিব তোমারে॥ এত শুনি কৃষ্ণ তবে করেন উত্তর। বধিব সে কংসে আমি অতীব সম্বর॥ মম ভ্রাভূগণে সব করিয়ে নিধন। পিতা মাতা তুইজনে করিয়ে বন্ধন॥ রাথিয়াছে কারাগারে হুফ্ট হুরাচার। আমি শুনিয়াছি খুড়া সব সমাচার॥ কহ খুড়া সত্য কথা মিথ্যা না কহিবে। কি কারণে বৃন্দাবনে আসা তা বলিবে॥ লোহার শৃষ্থলে বন্ধ পিতা মাতা মোর। व्यवर्ग व्यस्त प्रक्ष क्रःथ नाहि छत्। কুষ্ণের বচনে তবে অক্রুর মহামুনি। একে একে कहिल (म मकल काहिनी॥ শুন কুষ্ণ কহি আমি সব বিবরণ। বিরোধ করিল তার সহ জ্ঞাতিগণ ॥ কি কব সে কথা বাপু না পারি কহিতে। বহুদেবে চুক্ট কংস উন্নত বধিতে॥ নারদ বচনে পরে হইল বিরত। নতুবা সে বহুদেবে নিশ্চয় বধিত॥ নারদ বচনে তাঁর আছয়ে জীবন। লৌহপাশে করিয়াছে বিষম বন্ধন ॥ ঋষিমুখে শুনিয়া সকল পরিচয়। ধসুর্যজ্ঞ করিয়াছে কংস মহাশয়॥ করিয়াছে মহাযক্ত তোমার কারণ। বিক্তারির। কহি শুন সব বিবরণ॥

পাঠাইল আমারে সে তোমা লইবারে। যজ্ঞ দরশন হেতু মথুরানগরে॥ বহুদেব পুত্র জানি তোমা চুইজনে। মহাচিন্তাযুক্ত কংস হৈল সেইক্ষণে॥ বিষম উদ্বেগ তার মনেতে হইল। বক্স ভাঙ্গিয়া যেন মাথায় পড়িল॥ অস্থির চিত্তেতে পরে করিয়া চিন্তন। ছল করি করে এই যজ্ঞ আরম্ভন॥ তোমাদের হেতু এই যজের দূচনা। বিনাশিতে তোমা দোঁহে এতেক মন্ত্রণা॥ রচিয়াছে রঙ্গন্থল ভীষণ দর্শন। তাহে রাখিয়াছে কত মহা মল্লগণ॥ দ্বারেতে বিষম হস্তী কালান্তক প্রায়। কুবলয় হস্তী সেই হয় মহাকায়॥ মল্লগণ তোমা সহ যুদ্ধে হবে রত। এইরূপ কুমন্ত্রণা করিয়াছে কত॥ আমারে পাঠায় তোমা দোঁহা লইবারে। সেই হেতু আগমন এই ব্ৰজপুরে॥ কিন্তু কংস হ'তে যোর হইল মঙ্গল। তাহা হ'তে হলো মোর সকল কুশল॥ কংদের কারণ মোর সার্থক জীবন। তাহা হ'তে হেরিলাম অভয় চরণ॥ অক্রুর বচনে কৃষ্ণ অন্তরে হাসিল। সম্বোধিয়া নন্দ্র্যোষে অমনি কহিল॥ শুন পিতা কহি কথা বিশেষ এখন। মথুরা হইতে দূত আদে রুন্দাবন॥ আগমন বার্তা কহি শুন ব্রজেশর। করিবেক মহাযত্ত কংস নরবর॥ যজ্ঞ দরশনে করিয়াছে নিমন্ত্রণ। আমারে লইতে তাই করে আগমন॥ অতএব শুন পিতা বচন আমার। রাজ আজ্ঞ। শিরোধার্য্য করিলাম সার॥ রাজ নিমন্ত্রণ বহু ভাগ্যেতে ঘটয়। বড় ভাগ্য আমাদের জানিবে নিশ্চয়॥

ভাগ্যেতে ঘটয়ে পিতা রাজ দরশন। অতএব শুন কহি উচিত এখন॥ আজ্ঞ। দেহ ব্ৰঙ্গবাদী যত গোপগণে। যাইব মধুরাপুরী রাজ দরশনে॥ লইতে বলহ সবে নানা উপহার। বিশেষত গব্য দ্রব্য নিতে ভারে ভার ॥ ত্বশ্ব আদি ছানা ক্ষীর আছে দ্রব্য যত। শকটে পূরিয়া দ্রব্য লহ নানামত। নানাবিধ উপহার সকলে লইবে। প্রভাতে মধুরাপুরী সকলে যাইবে॥ রাত্রিযোগে কর সব দ্রব্য আয়োজন। শকটে পুরিয়া সব লইবে এখন॥ আর শুন পিতা তুমি বচন আমার। নয়নে হেরিব সেই মধুরা-<del>ঈশ্ব</del>র॥ আনদে করিব মহা যক্ত দরশন। ত্বরায় আসিব পুনঃ এই রুন্দাবন॥ কুষ্ণের বচনে তবে আনন্দ হৃদয়। অমনি দে ভেরী-রবে দকলে জানায়॥ শুন ব্রজবাদীগণ বচন আমার। নিমন্ত্রণ পাঠাইল মথুরা-ঈশ্বর॥ যজ্ঞ দরশনে সবে হইবে যাইতে। দূত পাঠাইল কংস সবাকারে নিতে॥ मि छुक्ष छाना ननी लह थरत थरत । প্রভাতে যাইতে হবে মথুরা নগরে॥ কুষ্ণ বলরাম দোঁছে যাইবে সঙ্গেতে। ব্রজেতে ঘোষণা নন্দ করে এইমতে॥ অক্রুর আনন্দে মগ্ন হইল তখনি। কর্যোড়ে কৃষ্ণ পদে প্রণমে অমনি॥ ভাগবতে হরিকথা শ্রবণ যে করে। অনায়াসে মোক্ষ পায় যায় স্বৰ্গপুৱে॥

ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বংদ্ধ অফুর সংবাদ সমাপ্ত।

অথ রাধিকার স্বগ্ন দর্শন। **७**क्टमत नव्रवदव, কহে কথা মৃত্যুস্বরে, শুন কহি কুরুর নন্দন। तामकृत्म द्रन्मावत्न. बीहदि द्राधिका मत्न. নানা খেলা খেলে ছুইজন॥ স্তথেতে বিহার করি, স্তুকামল শ্য্যাপরি, নিদ্রাগত ব্রজের ঈশ্বরী। নিদ্রাভঙ্গ সেইকণ. করি স্বপ্ন দরশন. উঠি বৈদে শয্যার উপরি॥ ত্রাসিত অন্তরে অতি, হ'য়েব্যাকুলিত মতি, . শ্রীহরির ধরিয়া চরণ। কহে শুন প্রাণনাথ, একি হ'ল অকস্মাৎ, শিরে যোর অশনি পতন ॥ এস এস প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়োপর, কেন প্রাণ হইল চঞ্চল। কি আছে কপালে মোর কহি শুন চিত্তচোর কিবা মম হবে অমঙ্গল। আমার কপাল মন্দ, হ'তেছে কতই দন্ধ. ना जानि कि विश्व परित । প্রাণ চঞ্চলিত অতি, ধৈর্য্য নাহি ধরে মতি, মম ভালে কি দশা হইবে॥ স্বপনে দেখিত্ব যাহা, কি আর কহিব তাহা, কত ভয় উদয় অন্তরে। করিমু হে দরশন, কেন হেন কুম্বপন, যকে ছিমু স্থ নিদ্রা ঘোরে॥ কছ দেব মম প্রতি, কি হবে আমার গতি, কর মোর ত্রংখ নিবারণ। কি কহিব প্রাণনাথ, যেন শিরে বজাঘাত, অক্সাং হইল পতন ॥ হেন এক দ্বিঙ্গবরে, ক্রোধিত হ'য়ে অন্তরে, কহে কত কৰ্কণ কাহিনী। व्यशीध क्रमधि करन, त्यादि न'रय निन करन, কুল নাহি পাই গুণমণি॥

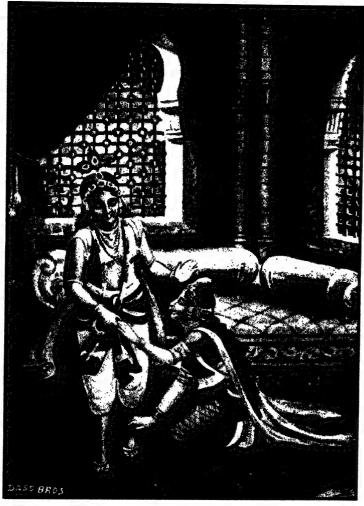
শোকেতে আকুলহ'য়ে,কাঁদি মনছুঃখ পেয়ে, একেবারে হইফু কাতর। আমার রোদনে কত, জনজন্ত ব্যাকুলিত, শোকে ময় আমার অন্তর॥ হ'য়ে আমি জ্ঞানহারা, ভয়েতে হইনু সারা, তোমায় ডাকিফু কতক্ষণ। ডাকিমু তোমারে কত, শুন কহি প্রাণনাথ, तक त्यादत कीदतत कीवन ॥ না হেরিয়া তোমা ধন, ব্যাকুল হইল মন, ভয়ে তকু কাঁপে থর থর। আর যাহা দরশন, শুন কহি প্রাণধন. চারিদিকে হেরি অন্ধকার॥ ভামুরে হেরি ভূতলে, অদর্শন তারা দলে, क्ष्वंशरत श्रूनः नत्रभन । খণ্ড খণ্ড দিবাকর, পতিত ভূতলোপর, একি দেখি হেন কুম্বপন॥ ধরণীতে অগ্নিরাশি, রাজ্গ্রস্ত সূর্য্য শশী, ক্ষণে ক্ষণে দরশন করি। করিলান প্রাণধন, আর যাহা দরশন. কহি শুন ওহে প্রাণ হরি॥ আসি মম নিকেতন, পুনরার এক জন. যোডকর করি মম পাশে। কহে মোরে গুণবতী, দেহ মোরে অমুমতি, যাই আমি অন্ত কোন দেশে॥ আর শুন প্রাণধন, কছি সব বিবরণ, মম পাশে আসি আর জন। ভয়ন্ধর বেশ তার. হস্তে দণ্ড কদাকার, কত্ত যোৱে কহে কুক্চন।। সজোরে ধরিয়া মোরে, মুখেতে চুম্বন করে, শুন কহি প্রাণের ঈশার। এইরূপ দরশনে, মহা ভীত হয় মনে, প্রাণে বড় হয়েছি কাতর॥ একি স্বপ্ন ভয়ন্কর, কহ মোরে প্রাণেশ্বর. कह नाथ कि मना चरित्व।

কাঁপিছে মম অন্তর, কি কহিব গুণাকর, না জানি কি চুৰ্গতি হইবে॥ অন্তরেতে শোকানল, স্থলিছে হ'য়ে প্রবল, তুমি নাথ করহ নির্ববাণ। কেমন হ'তেছে প্রাণ, শুন হে গুণনিধান, বাহিরায় বুঝি মম প্রাণ॥ কিসে পরিত্রাণ পাব, কহু মোরে শ্রীমাধব, কি প্লগতি হইবে ঘটন। মনে এই অনুমানি, তুমি মোর গুণমণি, ছাড়ি যাবে সামারে এখন॥ নভবা মম হৃদয়, কেন শোকাকুল হয়, মোরে ছাড়ি পলাবে নিশ্চয়। শ্রবণে রাধিকা বাণী. সেইক্ষণে চক্রপাণি. রাধিকারে কোলে তুলি লয়॥ রাধিকারে কোলে করি,কহে শুন প্রাণেশ্বরী, তব মুখে শুনি বিপরীত। কত গুণে গুণবতী, কেন শোকাশ্বিত মতি, কেন রুথা হ'তেছ চিন্তিত॥ কহি শুন বাক্য সার, হও তুমি মমাধার, তোমা ছাড়া নহি কদাচন। তুমি প্রকৃতির পরা, তোমা হ'তে এই ধরা, জীব সব তোমাতে স্ঞ্জন॥ তব অংশে স্বাহা সতাঁ, সাবিত্রী কমলাসতী, পাৰ্বতী যে তব অংশে হয়। আমি সকলের সার, আমার জীবনাধার, কহিলাম তোমাকে নিশ্চয়॥ আর কথা আমি কহি. তোমা আমা ভিন্ন নহি. তুমি মম প্রাণের অন্বিকা। রুথা কেন ভাব সতী, তুমি পরমা প্রকৃতি, ত্যজ্ব শোক ওগো জীরাধিকা॥ শুন কহি হে স্থন্দরী,ভূমি গোলোকবিহারী. ব্রহ্মধামে তোমার গমন। শ্রীদামের অভিশাপে, ভারতের সেই পাপে, গোপগৃহে গোপীকা জীবন ॥

তব হেতু বরাননে, আমি এই রুন্দাবনে, মনে ভূমি না কর বিলাপ। এত কহি ব্রজহরি, রাধারে প্রবোধ করি, স্থাে দোঁহে করেন আলাপ।। শুনে ইহা যেইজন, হরিকথা সর্বাক্ষণ, শ্রবণেতে মোক্ষ হয় তার। অক্রুর সংবাদ তথা, রাধিকার স্বপ্ন ক্থা, শ্রবণেতে আনন্দ অপার॥ স্ধার লহরী গাঁথা, ভাগবত সার কথা, সাধুগণ শুনে অবিরত। দাস ভাষে ভাষাছন্দে, শুনে সবে মহানন্দে, হরিকথা অতি স্থললিত। ইতি শ্রীমন্তাগ্রতে দশমন্তব্ধ শ্রীরাধিকার স্থাদৰ্শন সমাপ্ত।

व्यथ ताथिकात निकृष्ट क्रिक्टकत विभाग आर्थना । শুকদেব কহে শুন ওছে নরপতি। অতঃপর কহি সব মধুর ভারতী॥ এইরপে রাধিকায় লইয়া কোলেতে। শান্ত করে নানারূপ প্রবোধ বাক্যেতে॥ পরে গেল ছুইজনে শ্রীরাসমণ্ডলে। শুইলেন রাধা শ্যাম রত্ব শ্যাতিলে॥ রাধা সহ রাধানাথ বিহার করিল। **এীমতী পরম স্থাথে নিদ্রিত হইল ॥** নিদ্রাগত শ্রীমতীরে করি নিরীকণ। মনে মনে নারায়ণ করেন চিন্তন॥ द्राधिकात मूथमंनी मत्रमन करत । একান্ত হইয়ে পুনঃ ভাবেন অন্তরে॥ বলে হরি প্রাণেশ্বরী শুনহ বচন। এই স্থানে রহ প্রিয়ে তুমি অমুক্ষণ॥ রাসেখনী কিছুকাল রহ রাসস্থলে। আমারে বিদায় দেহ যাই আমি চলে॥ আমার জীবন তুমি শুন রাসেশ্বরী। তোমারে ত্যজিয়া প্রিয়ে কিসে প্রাণ ধরি। হৃদয়ের মণি ভূমি হও গুণবতী। আমারে বিদায় এবে দেহ শীঘ্রগতি॥ সংসার কারণ তুমি হুদয় রতন। তোমারে ত্যজিতে কণ নারে মম মন॥ এতেক বলিয়া ভবে শ্রীনন্দনন্দন। রাধিকারে ছাড়ি হরি যাইবারে মন॥ বড়ই ব্যাকুল হরি মধুরা গমনে। রাধিকার মুখইন্দু হেরে ঘনে ঘনে॥ শ্ৰীমতী আকুল অতি নিদ্রাভঙ্গ হৈল। কুষ্ণের চরণ ধরি কহিতে লাগিল॥ ওহে প্রাণনাথ একি কহ বাক্য মোরে। ত্যজিয়া যেতেছ নাথ কি হেতু আমারে॥ ভূমি মম প্রাণপতি প্রাণের অধিক। কোখা যাবে মোরে ছাড়ি কহ প্রাণাধিক॥ আমারে সাগর মাঝে ফেলিয়া এখন। কোখায় যাইবে বল ওহে প্রাণধন॥ विषय कलिथ कलि नाहि एनिथ कृत। কেন কর প্রাণস্থা আমারে আকুল। ভোমার বিরহে প্রাণ কিরূপে ধরিব। পুনঃ আমি কছু আর গৃহেতে না যাব॥ তোমার বিরহে নাথ ভ্রমিব কাননে। হা নাথ হা নাথ বলি ডাকিব সহনে॥ তবু নাথ গুছে আমি না যাব কখন। যাইব সাগরে কিন্তা যাব মহাবন॥ কুষ্ণ কুষ্ণ রব আমি সতত করিব। তব নাম শ্বারি হার এ প্রাণ ত্যজিব॥ এ কি অসম্ভব হেরি ওহে গুণাকর। একেবারে দেখি আমি সব অন্ধকার॥ এ পাপ নয়নে আর নাহি দরশন। কেন নাথ কহ মোরে ছেন কুবচন॥ কি আর কহিব নাথ তোমার চরণে। ধরিলে ছে গোপবেশ আমার কারণে॥ এখন আমারে কেন অকূলে ভাগাও। শামারে ছাড়িয়া নাথ এবে কোথ। যাও॥

জগতের সার তুমি দেব জনার্দন। ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ সেবে ও চরণ।। আমি তব অমুগত তাহাতে আশ্রিত। আমারে ত্যজিতে তব না হয় উচিত॥ আমি অপরাধী ছই তোমার চরণে। ক্ষম দোষ গুণমণি কুপায় অধীনে॥ শুন কহি প্রাণেশ্বর বচন প্রকৃতি। করেছি কতেক দোষ জ্ঞানি নিজ পতি॥ কেন হরি পাপ পক্ষে করিলে ক্ষেপণ। সে সকল দোষ মম করহ মার্জন॥ বড় আদরিণী ছিম্ম তোমার সহিত। এবে তার প্রতিফল দিলে সমূচিত॥ ওছে নাথ গুণসিন্ধু গুণের আধার। তুমি জগতের হরি সকলের সার॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়। তোমার চরণ হরি যে জন সেবয়॥ সেই প্রেমে বাঁধে তোমা এতে দামোদর। জেনেছি তোমারে হরি নির্দ্দয় অস্তর॥ ব্ৰহ্মশাপে তব বংশ হইবে নিহত। কহিলাম আমি এই হ'য়ে শোকান্বিত। কহ নাথ কিরূপেতে জীবন ধরিব। কেমনেতে তোমা ছাড়া বল আমি রব॥ পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় যে আমার। শতবর্ষ কিরূপেতে রব গুণাধার **॥** কুষ্ণ প্রতি রাধা সতী এতেক কহিল। শুনিয়া তথনি রাধা স্থুমিতে পড়িল॥ অমনি শ্রীহরি তারে লইল কোলেতে। সাম্বনা করিল তারে বহু প্রবোধেতে॥ প্রবোধ না মানে রাধা করয়ে ক্রন্সন। শোকের সাগরে সতী হইল মগন॥ হা কুষ্ণ হা কুষ্ণ বলি করয়ে রোদন। নয়নে নয়ন রাখি রহিল তখন॥ তুরু তুরু কাঁপে হিয়া অবসন্ন কায়। কুষ্ণপানে অনিমেষে চাহি রহে হায়।



জ্রীমতী আকুল অভি নিদাভঞ্জ হৈল ক্লয়েন চরন ধৰি কহিতে লাগিল দ

কৃষ্ণের প্রবোধে সভী প্রবোধ না মানে।
মূর্চ্ছাগত হয়ে রাধা পড়িল সেখানে।
ভাগবত হথা কথা হ্লমধুর অতি।
প্রবণে পাপীর হয় বৈকুষ্ঠে বসতি।
ইতি শ্রীমভাগবতে দশম্মন্ধে রাধিকার নিকট
শ্রীকৃষ্ণের বিধার প্রার্থনা সমাপ্ত।

অথ শ্রীক্লঞ্চের বিরহে শ্রীরাধিকার বিলাপ। পরীক্ষিত বলে ওছে ঋষি সনাতন। কছ সেই হরিকথা অপূর্ব্ব কথন॥ তোমার মুখেতে শুনি অদ্ভুত কাহিনী। অতঃপর কি করেন দেব চক্রপাণি॥ রাধা প্রতি রাধানাথ এতেক কহিল। পরে ত্রজেশ্বরী তবে কি কার্য্য করিল॥ বিস্তারিয়া কছ মোরে কথা পুরাতন। যে কথা ভাবণে হয় পাপ বিমোচন॥ শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। রাসলীলা লীলা সার গোপনীয় অতি॥ সেই কথা তোমারে কহিব সারোদ্ধার। পরম অদ্ভুত কৃষ্ণলীলা কথা সার॥ লীলাময় औহরি সে লীলার কারণ। কত খেলা খেলিলেন দেব জনাৰ্দ্দন॥ রাধিকা সহিত হরি বিহার করিল। মদনে আবেশ হ'য়ে স্বকার্য্য সাধিল॥ স্থাবেশে রাধাসতী অবশ হইল। অমনি সে শয্যাপরে রাধা ঘুমাইল। রতন পালকে সতী ঘুমে অচেতন। রাধানাথ রাধা মুথ করে দরশন॥ রাধামুখ দরশনে জীরাসবিহারী। কাঁদিয়া আকুল হন জগতের হরি॥ নয়নের জলে বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল। রাধিকারে কোলে করি কাঁদিতে লাগিল।

কি করিব মনে মনে ভাবে গোপেশ্বর। व्यानरत कृष्यन करत तारिका व्यथत ॥ ঘন ঘন চুম্বে হরি রাধার বদন। রাই মুখশশী ঘন করে দরশন ॥ দরশনে মুখশশী আকুল কান্দিয়ে। উপায় না পায় হরি কিছুই ভাবিয়ে॥ মনে মনে জগন্নাথ করেন চিন্তন। রাধিকারে সাজালেন করিয়া যতন॥ কমল করেতে হরি কবরী বাঁধিল। স্থ্যন্ধি চন্দন কত অঙ্গে মাখাইল॥ অলকা আরুত তাহে করিল বদন। কপালে সিন্দুর দিল করিয়া যতন॥ গলায় পরায় হার শ্রীহরি আপনি। রক্তপদে অলক্তক দিল চক্রপাণি॥ কমল করেতে কমলাক্ষীরে সাজায়। অলসেতে কমলিনী স্থথে নিদ্রা যায়॥ নিদ্রায় কাতর অতি হেরিল ঐহির। काँिए नाशिन श्रूनः উচ্চ রব করি॥ মহা নিদ্রা যায় দতী ঘুমে অচেতন। মনে মনে হরি তবে করেন চিন্তন॥ বিষম আকুল হরি শোকেতে হইল। রাধা শোকে পুনঃ পুনঃ কাঁদিতে লাগিল॥ বল প্রিয়ে তোমা ছাড়ি করিব গমন। শোকেতে হইবে প্রিয়ে তুমি অচেতন॥ কেন সতী নিদ্রাগত উঠ একবার। তব সহ পুনঃ দেখা নাহি হবে আর॥ শতবর্ষ অদর্শন তোমা সনে হবে। কিরপেতে একাকিনী ভূমি প্রিয়ে রবে॥ কিরূপেতে এ জীবন করিবে ধারণ। আমি বা কিরুপে বল ধরিব জীবন।। এইরূপে শোকাকুল দেব জনার্দন। রাধারে নেহারে আর করয়ে রোদন। সতীর বিরহে কৃষ্ণ শোকাতুর অতি। চলেনা চরণ আর হেরে রাধা সতী॥

ছেনকালে দেবগণ আইল তথায়। (১) শিব ব্ৰহ্মা ধৰ্ম আদি উপস্থিত হয়॥ দেবগণ নারায়ণে শোকার্ত্ত হেরিল। করযোড়ে সকলেতে স্তব আরম্ভিল॥ প্রণতি করিয়া কহে ওহে জনার্দ্দন। কে জানে ভোমার মায়া অনাদি কারণ ওহে জগদীশ তুমি অখিলের পতি। নিরাকার সর্বাধার তুমি হে খ্রীপতি॥ ভকতবংসল জীব ভক্তের জীবন। ইচ্ছাময় সর্ব্বাশ্রয়া বিশ্ব বিমোহন॥ व्यव्यय मिक्किमानन खन्नामय हति। অনন্ত মহিমা তব তুসি মায়াধারী॥ পুরুষপ্রবর তুমি সবার প্রধান। তুমি সর্বাময় হরি বিশ্বের নিদান। জগতের ভার যত হরণ করিতে। ধরিয়া এ গোপবেশ এলে অবনীতে॥ জরা মৃত্যু ভয় আদি তোমাতে উৎপত্তি। আবার তোমাতে হয় সবার নিবৃত্তি॥ তবে কেন কর শোক রাধিকা-রমণ। এইরূপে কত স্তব করে দেবগণ॥ পরে পদ্মযোনি গললগ্রীকৃত-বাসে। করযোড়ে বিনয়েতে কহে মৃত্রভাষে॥ ওতে নিরাকার তুমি দাকার রূপেতে। **এসেছ অবনী-ভার হ**রণ করিতে॥ উঠ রমানাথ শোক ত্যজ শীঘ্র করি। রন্দাবন ছাড়ি এবে যাও হে 🗟

১। এই স্থানে মহামুনি ক্ষক দৈগারন জ্বাশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু দেবগণের জ্বাগমন ও দেবগণ কর্ত্ব শ্রীক্লফের স্তব ও বেবগণকে শ্রীক্লফ বিধক্ষণ দর্শন করান ইত্যাদি আশ্চর্য্যভাবে প্রদর্শন করাইয়াছেন। কিন্তু মতাস্তরে ইহার অন্ত রূপ ভাব দুই হইয়া থাকে।

নন্দের মন্দিরে শীঘ্র করহ গমন। ভক্তবাক্য রক্ষা কর औমধুসুদন॥ শ্রীদামের অভিশাপ বিশ্বত হইলে। শোকে কেন ধরাসনে পতিত রহিলে। কমলারে ত্যক্ত হরি বিলম্ব না কর। এখনও রাধাসতী নিদ্রায় অঘোর॥ শ্রীদামের বাক্য প্রভু করহ পালন। শীঘ্র তাজ রাধিকায় ওহে জনার্দ্দন॥ রাধিকা কারণ প্রভু কেন শোক এত। পুনর্কার রাধা সহ হইবে মিলিত॥ এখানে আসিবে পুনঃ ওহে বংশীধারী। গোলোকে যাইবে অবনীর ভার হরি॥ কংসচর আদিয়াছে জানহ এখন। উঠ উঠ ওহে হরি ছাড় বুন্দাবন॥ যতক্ষণ রাধাসতী ন। পায় চেতন। এইকালে ভূমি প্রভু করহ গমন॥ নিদ্রাভঙ্গে কমলিনী যাইতে না দিবে। তথন হে রাধানাথ সঙ্কটে পড়িবে॥ এত কহি দেবগণে প্রণমি চরণে। সকলে চলিয়া গেল নিজ নিজ স্থানে॥ (मवशन वागी अभि विश्व-नित्रक्षन। রাধিকার প্রতি পুনঃ করে নিরীক্ষণ॥ মায়া হেতু মায়াময় যাইতে না পারে। চুই নেত্রে বহে বারি আকুল অন্তরে॥ তবে কতক্ষণে হরি করিয়া চিন্তন। ধীরে ধীরে ব্রজনাথ করেন গমন॥ হেনকালে দৈববাণী আকাশে হইল। विनन्न कतिছ त्रथा कःमानएम हन ॥ কংসে ধ্বংস কর প্রভু তুমি এইবার। ঘুচাও হে জগগাথ অবনীর ভার॥ শুনি দৈববাণী দেব হইল চকিত। মুত্রগতি করে গতি শোকে বিমোহিত। চলিতে অচল পদ এক পদ যায়। এক পদ যায় আর ফিরে ফিরে চায় ॥

ঘন ঘন রাধা মুখ করে দরশন। ভাবিতে ভাবিতে হরি করেন গমন॥ না পারে যাইতে হরি ব্যাকুল হইল। थीरत भीरत किছु मृत शमन कतिल ॥ রাস মঞ্চ হ'তে সেই চন্দনের বনে। মুতু গতি ধায় তথা সচঞ্চল মনে॥ তথার যাইয়া হরি রহে লুকাইয়ে। এখানে রাধিকা উঠে নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে॥ নিদ্রা হ'তে উঠি সতা করে নিরীক্ষণ। নিকটে না দেখি সেই কমল লোচন॥ চঞ্চল হইল রাধা কুষ্ণে না হেরিয়া। কাঁদিল সে রাধাসতী আকুল হইয়া॥ ত্বিত চাতকী সম চারিদিকে চায়। বলে কোথা প্রাণহরি প্রাণ বুঝি যায়॥ বনে বনে করে সতী কৃষ্ণ অস্বেষণ। কোথা কান্ত বলি ধনী করয়ে রোদন॥ কোন স্থানে কৃষ্ণদেন দেখিতে না পায়। কাঁদিয়া ব্যাকুল চিত্ত পড়িল ধরায়॥ অচেতন রাধা সতী হরির কারণ। ক্ষণেক বিলম্বে পুনঃ পাইল চেতন। চেত্রন পাইয়া পুনঃ কাঁদিতে লাগিন। বলে নাথ অকম্মাৎ কি দশা হইল।। কোপা চিত্তচোর মোরে ফেলি এ কাননে। একাকিনী রাখি নাথ যাইলে কেমনে॥ তোমার বিরহে আমি কেমনে রহিব। না হেরি সে শশীমুখ নিশ্চয় মরিব॥ তোমা ছাড়া একতিল না বাঁচিবে প্রাণ। দাও দেখা প্রাণস্থা আমারে এখন॥ কেন নাথ রুখা আর করিছ ছলনা। কেন মিছে দাও মোরে এতেক যন্ত্রণা।। কোথা আছ লুকাইয়ে দাও দরশন। তব অদর্শনে মোর চঞ্চল জীবন॥ অবলার প্রাণে জ্বালা দাও কেন হরি। কোথা লুকাইয়ে আছ এদ ত্বরা করি॥

নতুবা এ প্রাণে আর কিবা প্রয়োজন। যমুন। দলিলে আমি ত্যজিব জীবন॥ এইরূপে রাধাসতী আকুল অন্তরে। হা নাথ হা নাথ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ শোকেতে আকুল দতী হয় অচেতন। ক্ষণে বদে ক্ষণে ধায় পাগল যেমন॥ কত স্থানে কত বনে অস্বেষণ করে। না হেরিয়া প্রাণপতি শোকার্ত্ত অন্তরে॥ একবারে অচেতন পড়ে ভূমিতলে। শব প্রায় পতিত সে রহে তৃণ দলে॥ হেনকালে গোপী সব সেখানে আইল। শব সম ধরাতলে সতীরে দেখিল॥ বলে সতী একি গতি হইল তোমার। গোপিকা-জীবন তুমি রমণীর সার॥ জ্ঞানহারা হ'য়ে সতী আছ কি কারণে। একবার চেয়ে দেখ আমাদের পানে॥ এরূপে গোপিনীগণ বিলাপ করয়। রাধার কারণে সবে আকুল হৃদয়॥ কোন গোপী পত্র ধরি বাতাস করিছে। কোন জন বস্ত্রে করি বারি আনিতেছে। কেছ বা চন্দন আনি করিছে প্রদান। কেহ বলে বুঝি সতী ছাড়িয়াছে প্রাণ ॥ এইরূপে ব্রজাঙ্গনা ব্যাকুল হনয়। রাধার কারণে সবে ত্রিয়সান হয়॥ কোন গোপী শীঘ্র করি কোলেতে করিল। কোন গোপী করাঘাত বক্ষেতে হানিল॥ প্রাণ-শৃষ্ণ ভাবি মনে ব্রজের ঈশ্বরী। গড়াগড়ি দেয় কেছ ধূলার উপরি॥ উন্মক্তা হইল সবে রাধার কারণে। অশ্রুনীরে বক্ষঃ ভাদে কান্দিছে স্থনে॥ শোকেতে আকুল যত গোপকুল নারী। কাদিতে কাদিতে কহে কোথা বংশীধারী॥ তোমার কারণে সতী ত্যজিল জীবন। ছেনকালে একবার দেহ দরশন॥

हा कृष्क हा कृष्क विन यटक शांभिनी। ধূলায় পতিত সবে যেন পাগলিনী॥ চন্দনের বনে থাকি দেব গদাধর। হেরিল গোপিকা ভাব থাকিয়া অস্তর॥ রাধাসতী মুর্চ্ছাগত নাহিক চেতন। नुकारा थाकिए। इति करत्र पत्रभन ॥ না পারে গোপিনী তারে চেতন করিতে। শোকার্ত্ত হইয়া কৃষ্ণ না পারে সহিতে॥ ত্বরা করি আসি হরি তবে সেইন্থলে। রাধিকায় তুলি লয় আপনার কোলে॥ কুষ্ণ অঙ্গ পরশনে চেত্রন পাইল। নয়ন মেলিয়া তবে দেখিতে লাগিল॥ শ্রীহরি দর্শনে রাধা আনন্দ অন্তর। দরিদ্র পাইল যেন রত্ন বহুতর॥ সেইমতে আনন্দিত রাধিকা হইল। কুষ্ণসহ পুনঃ সতী রাসমঞ্চে গেল। অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল অন্তরে। রাধিকায় কোলে করি গেল শ্রীমন্দিরে॥ তথা ছরি রাধা সহ করেন বিহার। সম্ভোষে সতীরে তোষে দেব গদাধর॥ তথা সতী কৃষ্ণ প্রতি কহিল তথন। গুণমণি শুন কহি প্রকৃত বচন॥ একাকিনী ফেলে নাথ যাবে স্থানান্তরে। কিছু দয়া নাহি হরি তোমার অন্তরে॥ ভূমি মম প্রাণপতি আমার জীবন। ভোমা ছাড়ি কিরূপেতে থাকিব এখন॥ সতীর পরমগতি পতিমাত্র সার। পুক্রাধিক স্লেহ হয় স্বামীর উপর॥ শত পুত্র স্নেছ ভার পারে ত্যজিবারে। বিনা পতি কিন্তু সতী প্রাণ নাহি ধরে॥ পতির কারণে সতী ছাড়ে নিজ প্রাণ। নিশ্চয় কহিন্তু নাথ প্রকৃত বিধান॥ দম্পতি প্রণয় যথা নাহি রসময়। তাহাদের নাহি কভু হয় প্রখোদয়॥

সতত অহথী তারা রহে অমুক্রণ। বাঁচিয়া কি হুখ তাহে শুন প্রাণধন॥ এত কহি রাধা সতী কান্দিতে লাগিল। রাধিকার প্রিয়সখি তথায় আইল॥ করযোড়ে কহে শুন রাধিকা-রমণ। একি ধর্ম হেরি ওছে শ্রীমধুসূদন॥ নিবিড় অরণ্যে ফেলি ব্রজের ঈশ্বরী। একা রাখি লুকাইলে ওহে বংশীধারী॥ তুমি রাধিকার প্রাণ গোপিনী জীবন। এ নহে উচিত তব দেব নারায়ণ॥ একাকী ফেলিয়ে তারে পালাও কোথায়। ভূমিতলে পড়ি রাধা যেন মৃতপ্রায়॥ পাগলিনী সম রাধা তোমার কারণে। ধূলায় লোটায় ছের চেতনা বিহনে॥ শব সম ভূমিতলে দেখিমু পতন। চেতন করিতে কত করিত্ব যতন॥ শীতল চন্দন আনি অঙ্গেতে মাথাই। কিছুতে চেতনা তার দেখিতে না পাই॥ পরে স্থশীতল বারি দিলাম মুখেতে। কিঞ্চিৎ চেতনা মাত্র হয় সেক্ষণেতে॥ ক্ষণেক চেতনা পেয়ে রাধা গুণবতী। বলে কোথা প্রাণকৃষ্ণ ওছে প্রাণপতি॥ হা নাথ হা নাথ মাত্র শব্দ যে মুখেতে। নয়নেতে বহে বারি আকুল শোকেতে॥ তোমার কারণ রাধা আকুল অন্তরে। বলে হায় কোথা গেলে অনাথিনী করে॥ শোকানলে সতী ত্বলে তোমার কারণ। লৌহ যথা অনলেতে হয় হে দহন।। রাধাকৃষ্ণ ছুই তন্তু ভেদ মাত্র হয়। দোঁহার জীবন এক জানিতু নিশ্চয়। তবে কেন রাধা ছাড়ি হে নন্দনন্দন। ছলনা করিয়ে কেন করে পলায়ন॥ তোমা ক্ষণমাত্র ছাড়া নহে রাধা সতী। তবে কেন হেনরূপ কর প্রাণপতি॥

আর শুন গুণমণি তোমার বিহনে। এক ভিল রাধা সভী নাহি বাঁচে প্রাণে॥ সতত তোমারে যেবা করে নিরীক্ষণ। কেমনে বাঁচিবে বল হ'লে অদর্শন ॥ ওহে হরি ক্ষণমাত্র বিহনে তোমার। कि मना रुएए इति (मध ताधिकात ॥ ঐ দেখ গুণমণি বর্ণ যে মলিন। ननार्छे निन्दूत विन्दू इय প্रভाशीन ॥ ছিন্ন ভিন্ন বেশ বাদ দব কদাকার। তোমার বিরহে হয় দেহ শীর্ণাকার॥ তোমার বিরহে সতী নিশ্চয় মরিবে। ক্ষণমাত্র রাধাসতী বাঁচিয়া না রবে॥ তাই বলি বনমালী ত্যজিতে রাধায়। ওহে গুণমণি তব উচিত না হয়॥ অতএব গদাধর করহ বিচার। না মরে যাহাতে সতী কর প্রতিকার॥ স্থীর বচনে তবে দেব জনার্দন। কহে শুন প্রিয়দখী বিহিত বচন॥ তুমি দতী যাহা বল দত্য তাহা হয়। কিন্ত দৈবলিপি যাহা হহবে নিশ্চয়॥ কৰ্মফল যাহ। তাহা নিশ্চয় হইবে। জীবমাত্রে তাহা কভু অস্তথা না হবে॥ দেব ঋষি আদি সবে কর্মফল ভোগে। বিধাতার লিপি যাহা শরীর সংযোগে॥ আপনার কশ্মফল শ্রীমতা পাহবে। শক্ত বৰ্ষ মম সহ বিচ্ছেদ ঘটিবে॥ শ্রীদামের অভিশাপ অদৃষ্ট লিখন। ইহাতে অশ্বথা বল করে কোনজন॥ কহিনু তোমারে সখী প্রকৃত কাহিনী। সবে মাত্র রবে প্রাণ শুন সেই বাণী॥ মম সহ শত বৰ্ষ বিচেছদ হইবে। নিত্য নিশিযোগে স্বপ্নে আমারে দেখিব। দারকথ। কহিলাম তোমারে এখন। তাহাতে রহিবে স্থন্ত শ্রীমতীর মন ॥

মম বাণী চন্দ্রাননী অস্তুথা না হবে। বিচ্ছেদ যন্ত্রণা রাধা কিছুতে না পাবে॥ কহিলাম প্রিয়দখি তোমারে এখন। রাধিকায় পরিহরি করিব গমন॥ তুমি রাধিকায় কিছু উপদেশ দিবে। বিশেষ করিয়া তাঁরে প্রবোধ করিবে॥ যেন শোকনীরে সতী না হয় মগন। শুন সতী রক্ষ তুমি আমার বচন॥ এত কহি নারায়ণ অন্তর্জান হৈল। রাধিকায় একাকিনী রাখিয়া চলিল। আনন্দে নন্দের ঘরে করিল গমন। গোপী কহে রাধিকায় প্রবোধ বচন ॥ না মানে প্রবোধ রাধা শোকেতে কাতর। অঞ্রারি নয়নেতে বহে নিরস্তর॥ বিষম ব্যাকুল সতী ক্লুষ্ণের কারণ। মূর্চ্ছাগত ধরাতলে হইল পতন॥ শব সম তৃণোপরে পড়িয়া রহিল। স্থীগণ সকলেতে প্রবোধ করিল। রাধিকায় কোলে করি গোপকুল সতী। রাসমঞ্চে সকলেতে করিলেন গতি॥ রত্রশয্যাপরে তারে করায় শয়ন। নন্দস্থত নন্দালয়ে করিল গমন॥ হর্ষমতি যশোমতী পুত্র কোলে নিল। মাতা পিতা উভে কৃষ্ণ প্রণতি করিল॥ যশোমতী করি কোলে ঐীমধু দুদনে। সন্থ নবনীত দিল ভক্ষণ-কারণে॥ নবনীত থান হরি যশোদার কোলে। চারিদিকে আছে ঘিরি আহিরী সকলে ॥ কেছ বা বাতাদ করে কেছ দেয় জল। পরম আনন্দে কেহ গাহিছে মঙ্গল॥ পরে হরি যশোদার নিকটে বসিল। নন্দ আদি গোপগণ আসিয়া জুটিন॥ मर् कृष् मूथ हर्ष करत्र नित्रीकः। আনন্দ সলিলে সবে হইল মগন॥

লইল ক্ষেত্রে কোলে নন্দ মহামতি।
অপার আনন্দ-নীরে ভাসে যশোমতী ॥
ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর।
দাস কহে সাধুগণ পিয়ে নিরস্তর॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দুশমন্তরে রাধিবার বিলাপ সমাপ্ত

व्यथं क्रुक वितरह (गोशीगरनत रथन । শুকদেব কছে শুন ওছে নরেশ্বর। শুন কৃষ্ণলীলা কথা পরম স্থন্দর ॥ প্রভাতে পরমানন্দে সহ গোপগণ। ষ্মক্রুর সহিত চলে কংসের ভবন॥ রুখোপরে সবে ধায় আনন্দিত মতি। ধীরে ধীরে চলে রথ মধুরার প্রতি। এই কথা শুনি যত গোপাঙ্গনাগণ। শোকানলে সবে ছলে করয়ে রোদন॥ ক্রেরমতি অক্রুর সে ব্রজেতে আইল। হৃদ্যের মণি সে যে লইয়া চলিল। ইহা ভাবি গোপী সব আকুল হইল। সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি কান্দিতে লাগিল॥ বলে স্থি এবে বিধি কি দশা করিল। প্রাণ হরি ল'য়ে হরি অক্রুর চলিল॥ এই কথা বলে আর করয়ে ক্রন্দন। আলুথালু কেশ বাস হইল তথন॥ অঙ্গের ভূষণ সব খসিয়া পড়িল। কৃষ্ণহীন হ'য়ে সবে অচেতন হৈল। কেহ বলে শুন দথী আমার বচন। হেরিব কি ক'রে সেই স্লচারু বদন॥ সে মধুর হাস্ত কি আর নয়নে হেরিব। আর কি সে মধুমাথা বচন শুনিব॥ এত কহি গোপনারী হয় অচেতন। **क्विन को शिष्ट भरन कृरक्**त वनन ॥ ক্লফের বিরহে সবে বিষম কাতর। শিরে করাঘাত হানে আকুল অন্তর॥

नगरन विश्व वाति नरह निवात्। গলিয়া পড়িল তাহে আঁখির অঞ্চন॥ কুষ্ণের বিরহে একে বদন মলিন। অঞ্চনের দাগে আরো হয় প্রভাষীন॥ অশ্রুমুখী গোপী সব করিছে রোদন। তুঃখিত অন্তরে কহে বিকৃত বচন॥ যেন পাগলিনী দবে উন্মন্ত হইয়ে। কাঁদিতে কাঁদিতে কহে ভূতলে পড়িয়ে॥ ওরে বিধি একি বিধি আমাদের প্রতি। অবলার প্রতি দয়া নাহি এক রতি॥ হা রে বিধি তব দেহ কি দিয়ে গঠন। না পারি বৃঝিতে কিছু কঠিন কেমন॥ প্রেমেতে উশ্মন্ত করি আমা সবাকারে। কিছুমাত্র নাহি দয়া তোমার শরীরে॥ নতুবা কেমনে কর এমন ঘটন। হাতে দিয়া প্রেমনিধি করিলে হরণ॥ মন আশা না পুরিতে এমন করিলে। কি মন্ত্রণা করি পুনঃ সে জনে হরিলে॥ আশা না পূরাতে তারে রাখিলে অন্তরে। কোথায় লইলে সেই গোপী-মনচোরে॥ বড়ই কঠিন তুই বড়ই নিৰ্দয়। কি দিয়ে নিশ্মিত হায় তোর সে হৃদয়॥ এবে জানিলাম তব দয়া কিছু নাই। নতুবা হরিলে কেন জীবন কানাই॥ অক্রুরের মূর্ত্তি ধরি আসে ব্রজপুরে। ব্রজের জীবন কৃষ্ণ নিলে তুমি হরে॥ বধিয়ে নারীর প্রাণ কিবা তব ফল। নারীঘাতী হ'লে এর পাবে প্রতিফল ॥ অবলা কামিনী মোরা ছাড়ি কুফাধন। কিরূপে থাকিব বল ধরিয়ে জীবন ॥ ধৈর্য্য ধরি একাকিনী রছিব কেমনে। কালরূপী অফুর সে আইল একণে।। কে বলে অক্রুর তুই অতি থলমতি। সাধিলে এমন কাজ অবলার প্রতি।।

কিছুমাত্র দয়া ধর্ম নাহি তব মনে। নতুবা হরিলি কেন গোপীর জীবনে॥ ক্ষণমাত্র না হেরিয়া যার চাঁদ মুখ। বিদারিত বক্ষ তাহে নহে কোন স্থথ। এ কৌতুক কারে কৃষ্টি কে করে প্রবণ। যার লাগি কুল ধর্ম গৃহ পরিজন॥ পতি পুত্র ছাড়ি দবে কুষ্ণ অনুগত। এখন কাঁদিয়া মরি ব্রজ্ঞগোপী যত॥ শোন বিধি আর ন। কহিব সে কাহিনী। কৃষ্ণ শোকাতুরা মোরা যতেক গোপিনী। বিনে কৃষ্ণ এত ক্ষ্ট সহিব কেমনে। তবে কেন হরি লও সে জীবন ধনে॥ নিশা অবসানে হবে অরুণ উদয়। কুভূহলে রামকৃষ্ণ গোঠে যবে যায়॥ সেইকালে মোরা সবে হেরি কুঞানন। কতই আনন্দ মোরা পাই যে তথন। অনিমেগ নেত্রে হেরি সেই কালশশী। হানিত কটাক্ষ হরি মৃত্র মৃত্র হাসি॥ হেরিত নয়ন কোণে গোপিকা বদন। আনন্দ সাগরে মোরা হতেম মগন॥ কিবা রূপরাশি সেই স্থথের সাগর। তাহাতে নিমগ্ন গোপী রহে নিরন্তর॥ সর্বক্ষণ সেই স্থাখে স্থা থাকি সবে। দিবানিশি কিছু নাহি জানিতাম তবে॥ যখন সে কালশৰী গোঠে চলি চায়। দেখিয়া গোপিকা মন বনপথে ধায়॥ আকুল অন্তর তথা চারিদিকে হেরি। কোনমতে পোড়। মনে বুঝাইতে নারি॥ সেইকালে শোকাকুলে ফিরে আসি ঘরে। কতই রোদন করি আকুল অন্তরে॥ কুললাজ একবারে সর পরিহরি। গৃহকর্মে নাহি মন শুন বংশীধারী ॥ সতত আকুল মন কুফের কারণ। পুনঃ যথা সন্ধ্যাকাল হয় আগমন ॥

গোষ্ঠ হ'তে ঘরে আসে যশোদা-কুমার। হেরিয়া সে শশীমুখ আনন্দ অপার॥ ততক্ষণে গোপী প্রাণ হয় স্থশীতল। না হেরিলে মুখশশী সবে সচঞ্চল॥ হেরিলে সে হাসিমুখ কত হৃথোদয়। আনন্দে কাঁপয়ে অঙ্গ চমকে হৃদয়॥ ধন্য আজ পুণ্যবান মধুরার জন। পাইবে পরম নিধি কৃষ্ণ প্রাণধন॥ কত পূণ্য করেছেন তাঁহারা সঞ্চয়। রুষিঃ ভোজবংশে জন্ম যাঁহাদের হয়॥ মনোহর কৃষ্ণরূপ হুন্দর বদন। আনন্দে হেরিব আজ সে কালবরণ॥ কি আর কহিব তোরে অক্রুর নির্দয়। श्रमरयत्र गिः চুत्रि উচিত कि इय ॥ হের স্থীগণ এই দূরে চলে গেল। এখন উপায় সথি শীঘ্র করি বল ॥ হা রে নিষ্ঠুর তোর একি ব্যবহার। আমাদের হুঃখ দিয়া কি লাভ তোমার॥ এবে প্রাণনাথে ভূমি করিয়ে হরণ। দুর পথে পলাইয়ে যাও কি কারণ॥ অবলায় ছঃখ দিয়ে কিবা ফলোদয়। জানিলাম ভাই তুই নিতান্ত নিৰ্দয়॥ কঠিন হৃদয় তব জানিত্ব এখন। नात्रीगरन विध প্রাণে করিবে গমন॥ গোপাঙ্গনা সর্বান্ধনে শোকার্ত্ত হৃদয়। নিশা অবদানে তবে গোপ সমূদয়॥ নন্দ আদি গোপ যত আনন্দ অন্তরে। রামকুষ্ণ সহ তবে চলিল সম্বরে॥ অক্রুর লইয়া রথ আনন্দে মগন। সত্বরে সে রাজপথে করিল গমন॥ দরশনে গোপিগণে সচঞ্চল মন। উচ্চৈঃস্বরে একবারে করয়ে রোদন॥ কোন গোপী কছে সবে সম্বর রোদন। ঐ দেখ রাধাসতী শোকে অচেতন॥

বক্ষে হানে করাঘাত বহে অঞ্জল। কম্পিত হইয়ে অঙ্গ হতেছে চঞ্চল।। আর শুন স্থি স্বে বচন আমার। কিরূপে যাইবে হরি মথুরা নগর॥ না দিব যাইতে সবে কর নিবারণ। রুথায় দাঁড়ায়ে হেখা আছ কি কারণ॥ রথের নিকটে সবে চলহ এখন। রথ-চক্রে মাথা পাতি ছাড়িব জীবন॥ কুষ্ণের দাক্ষাতে চল এ প্রাণ ত্যজিব। লক্ষা ধর্মা কুল শীল সকলি ছাড়িব॥ কি আর করিবে বল আত্মীয় স্বজনে। নিমেষার্দ্ধ যার তরে নাহি বাঁচি প্রাণে ॥ তার অদর্শনে সবে রব কি প্রকারে। না রবে এ প্রাণ স্থি সে বিচ্ছেদ শরে॥ যেই নন্দহতে হেরি হ্রন্দর বদন। নয়ন আনন্দ-নীরে হইতে মগন॥ কিবা সে হুন্দর হাস্ত কিবা সে ঈকণ। ক্ষণেক না হেরে তারে ব্যাকুলিত মন॥ রাসম্থলে কত কেলী কত মুখ তায়। রসাবেগে রাত্রি শেষ হৃথ কণপ্রায়॥ ক্ষণপ্রায় হুখলেশ নারিমু জানিতে। সে হুখ বিফল হবে পারি কি সহিতে॥ এইরূপে গোপাঙ্গনা করয়ে চিন্তন। আর গোপী কছে তথা করিয়ে রোদন॥ কি আর কহিব সখি নাহি সরে বাণী। কে আর করিবে সেই বাঁশরীর ধ্বনি॥ গোচারণে গোর্ছে যবে করিত গমন। দিবা অবসান পরে সহ স্থাগণ॥ নাচিতে নাচিতে কামু গৃহেতে আসিত। গো-পদের ধূলা অঙ্গে আর্ত হইত॥ ধূলি ধুসরিত হ'তো অঙ্গের ভূষণ। অলকা আরত মুখ হইত মলিন॥ সেই মুখে মিফ হাসি দর্শন হুন্দর। মধুর বেণুর রবে আনন্দ অন্তর॥

হানিত বঙ্কিম ভাবে কটাক্ষের বাণ। মহানন্দে মগ্ন যত গোপিকার প্রাণ॥ সে হরি বিহনে প্রদণ কেমন ধরিব। কিরূপে যন্ত্রণা হ'তে পরিত্রাণ পাব॥ ক্বফের বিরহে প্রাণ না র্যবে নিশ্চয়। উচাটন প্রাণ মন আকুল হৃদয়॥ এইরূপে ব্রজাঙ্গনা আকুল অন্তরে। কতই কহিল সবে বিরহ কাতরে॥ কৃষ্ণ অনুগত প্রাণ ব্রজকুল-বালা। विरुद्धम व्यनत्न मत्व इड्रॅन हक्ष्मा॥ লাজভয় পরিহরি অতি উচ্চরবে। কাতর অন্তরে কাঁদে গোপনারী সবে॥ শোকেতে আকুল সবে জ্ঞানহারা হয়। বলে কোথা ঐীগোবিন্দ ওছে দয়াময়॥ গোপিকার প্রাণ হরি গোপিকামোহন। অনাথ বান্ধব হরি ঐীমধুসূদন ॥ বিপদ কাণ্ডারী হরি বিপদ-ভঞ্জন। রাখ গোপিকার প্রাণ গোপিকামোহন॥ এইরূপে গোপিগণ শোকাচ্ছন্ন মতি। প্রভাতে অক্রুর দঙ্গে শ্রীকৃঞ্চের গতি **॥** রামকান্তু রথোপরে করি আরোহণ। নন্দ আদি গোপ আর ব্রঙ্গশিশুগণ॥ মধুরা নগর পানে আনন্দেতে ধায়। লইয়া যতেক দ্রব্য সংখ্যা নাহি তায়॥ দধি ছুশ্ধ ক্ষীর ছানা গব্য রস যত। শকটে পূরিয়া লয় আর কত শত॥ এইরূপে কুষ্ণদহ যত গোপগণ। মথুরা নগরে সবে করিল গমন॥ এখানেতে শোকাকুলা ব্রজ-আহিরিণী। ক্বফের বিরহে সবে হ'য়ে উন্মাদিনী॥ উচ্চরবে কৃষ্ণগুণ গাইতে গাইতে। সকলে ধাইল সেই রথের পশ্চাতে॥ তাহা দরশনে সবে যত গোপগণ। गृरह यां ७ किरत मर्व करह ७ वहन ॥

না শুনে বারণ গোপী রথ পাছে গতি। তাহা দরশনে তবে চিন্তিত ঐপতি॥ অক্রুরে কহিয়ে রথ রাখি সেই স্থানে। কহিয়া পাঠায় তবে গোপাঙ্গনাগণে॥ শান্ত হও গৃহে যাও কহিলাম সার। কেন রুখা হইতেছ ব্যাকুল অন্তর॥ সে কথা শ্রবণে তবে যতেক গোপিনী। কিছু শাস্ত হয় তবে স্থির করে প্রাণী॥ বেগে চালাইল রথ অক্রুর স্থমতি। দূর পথে ধায় রথ বিষম সে গতি॥ ব্রজের অঙ্গনা যত করে দরশন। দাঁড়াইয়া আছে কাষ্ঠ পুত্তলি যেমন॥ অনিমিষে পথ পানে দৃষ্টি করে সবে। ধাইল বেগেতে রথ অতি ঘোর রবে॥ রথচক্র ধূলি যথা উড়িতে লাগিল। অনিমিষে গোপী সব দরশন কৈল।। তদন্তরে রথ আর নহে দরশন। অতি দুর পথে রথ করিল গমন॥ জ্রুতবেগে যায় রথ দৃশ্য নাহি হয়। গোপিনীরা সকলেতে চক্ষে না দেখয়॥ তবেত নিরাশ হ'য়ে গোপিগণ যত। ফিরিয়া আইল ঘরে হইয়ে হুঃখিত॥ কৃষ্ণশোকে গোপকুল অতি বিধাদিনী। শোকানলে দহে সবে যেন পাগলিনী॥ গোবিন্দ বিরহানলে করয়ে রোদন। এইরূপে গোপী যত ব্যাকুলিত মন॥ হেথায় আনন্দে রথ অক্রুর চালায়। कृष्क वनत्रारम न'एय वायुरवर्ग थाय ॥ কালিন্দীর তীরে রথ আগত হইল। বিশ্রাম কারণ অশ্ব গতি থামাইল॥ শ্রবণ গায়ন আর নাম সংকীর্ত্তন। যেইজন করে তার বৈকুঠে গমন॥ ইতি শ্রীক্রফ বিরহে গোপিনীগণের খের সমাপ্ত।

অণ অকুরের বিশ্বরূপ দর্শন। অক্রুর হৃমতি রথ রাখিয়া ভথায়। ভূমিতলে নামি বসে গাছের তলায়॥ (১) वृक्षगुरल विम इति वलराव मरङ्ग। বিশ্রাম লভয়ে সবে তথা মহারঙ্গে॥ তদন্তরে অক্রুর সে আনন্দ অন্তর। স্নান হেতু ধাইল সে যমুনা ভিতর ॥ স্নান করি কৃষ্ণমন্ত্র জপিতে লাগিল। আঁখি মুদি মহাযোগে ধ্যানস্থ হইল॥ হেরিল যুগলরূপ জলের ভিতর। ত্র্যক্ত হ'য়ে পুনঃ চাহে রথের উপর॥ তুই মূর্ত্তি রথোপরে করে দরশন। পুনঃ জলে অক্রুর হইল নিমগন॥ বিশ্মিত হইয়ে মুনি ভাবিল অম্ভরে। রামকৃষ্ণ হেরে পুনঃ জলের ভিতরে॥ এইরূপে কতবার করে দরশন। বিশ্বয় মানিয়া মুনি করিল চিন্তন॥ মনে মনে ভাবি মুনি একাকী তখন। বাহির ভিতরে হরি রূপ বিমোহন॥ কেবা সত্য কেবা মিথ্যা বুঝিতে না পারি। আমারে ছলনা বুঝি করিল এছিরি॥ এত ভাবি পুনঃ মুনি জলেতে ডুবিল। করযোড়ে মহামুনি স্তুতি আরম্ভিন॥ হেরিল অদ্ভুত রূপ জলের ভিতর। সহস্র মস্তকধারী রূপ মনোহর॥ পরিহিত পীতান্বর শ্বেত শৃঙ্গধারি। তাঁর অঙ্কে বসিয়াছে মুকুন্দ-মুরারি॥ পীতবস্ত্রে কটি আঁটা চতুর্ভুজ তায়। কমল নয়ন তার অতি শোভাময় ॥ বদন শারদ-শশী তাহে চারু হাসি। রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর বাক্য স্থধারাশি ॥

 )। কালিনীর ভীরবর্তী বটমূলে বলিয়। বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

কামধন্য সম ভুরু কর্ণ মনোহর। আক্রামুলম্বিত ভুজ কিবা সে সুন্দর॥ কিবা পরিসর বক্ষঃ নাভি শোভা কত। রম্ভাতরু জিনি জামু নখচন্দ্র শত॥ মণিময় হার শোভে কণ্ঠেতে তাহার। মনোহর কণ্ঠপরে কিঙ্কিণীর ভার॥ কর্ণে শোভে মনোহর রতন কুগুল। শ্রীবৎস শোভিত বক্ষঃ স্থন্দর বিশাল ॥ বনমালা শোভে গলে আভা কত তার। মুনি ঋষি খেরি বসি আছে চারিধার॥ আর যত দেবগণ বসিয়ে তথায়। সহেশ্বর ব্রহ্মা আদি অমর সবায়॥ অফ্টবন্দ্র আদি যত হুরাহুরগণ। शक्लाम नातम जामि (मद श्रीहत्र।॥ লক্ষী সরস্বতী করি দেবকুল নারী। বসিয়াছে চারিধারে সেইরূপ ছেরি॥ হেন অপরূপ হেরি অক্রুর নয়নে। মহাস্থী মহামুনি হৈল মনে মনে॥ দণ্ডবৎ হ'য়ে মুনি পড়িয়ে ভূতলে। করযোড়ে করে স্তব অতি কুভূহলে॥ ভাগবতে হরিকথা শ্রবণ যে করে। অনাগাসে মোক পায় যায় স্বর্গপুরে॥ প্রণমিয়া পদযুগে অক্রুর তখন। দাস ভাষে একমনে শ্রীহরি চরণ॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্তব্দে বিশ্বরূপ

দৰ্শন সমাপ্ত।

অণ অফুর কর্তৃক বিশ্বরূপী শ্রীক্রফের স্তব। শুকদেব কহে ওহে শুন নরপতি। পরম অদ্ভুত হয় পুরাণ ভারতী॥ শ্রবণে পবিত্র চিত্ত হয় সবাকার। মুক্তিপদ পায় যত পাপী ছুরাচার॥

কহি সে অপূর্ব্ব কথা করহ জ্রবণ। মহামুনি বিশ্বরূপ করি দর্শন। যোড়করে স্তুতি করে অক্লুর তথন। বলে ওছে বিশ্বপতি জগত জীবন॥ আনন্দে হইয়ে ভোর কহে মুনিবর। নমঃ প্রভু নারায়ণ দেব গদাধর॥ নমঃ অখিলের পতি তুমি নারায়ণ। মায়াময় সর্ববাশ্রয় জগত কারণ॥ সবাকার আদি তুমি সবাকার সার। অব্যয় পুরুষ দেব তুমি নিরাকার॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়। এ জগৎ হয় নাথ তোমার আজ্ঞায়॥ তব নাভিপন্মে ব্রহ্মা জনম লভিল। তব শক্তি হ'তে বিধি জগত স্থাজল॥ ত্রিজগং (:) হয় দেব তোমার আজ্ঞায়। তুমি সবাকার মূল ওহে দয়াময়॥ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আদি করি দেবগণ যত। তব অংশ মাত্র সব জানিকু নিশ্চিত॥ তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি হৃরেশ্বর। বরুণ পবন তুমি জগত ঈশ্বর॥ জল স্থল জঙ্গমাদি গিরি শৃঙ্গধর। নদ নদী রক্ষ আদি পর্বত কব্দর॥ তোমাতে সকলি হয় তোমাতেই লয়। আত্মারূপী ভগবান সবার আশ্রয়॥ ভক্তিহান মূঢ়মতি পুরাচারগণ। নাহি জানে তব তত্ত্ব অজ্ঞান কারণ॥ নিগুণ আকার তব স্বরূপ আকৃতি। সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি বিরাট মূরতি॥ পরম পুরুষ তুমি পরম কারণ। তোমারে ভন্ধয়ে যত গোপাঙ্গনাগণ॥ পরম পুরুষ তুমি দেব মহেশ্বর। অংশরূপী ভগবান মূল স্বাকার ॥

১। স্বৰ্গ, মৰ্ত্তা, পাজাৰ এই ত্ৰিজগত।



কোন গোপী কহে সৰে পদ্ম ক্রন্ধন। ঐ বেশ রাধা গভী পোকে অচেডন। [ ৩০৯—পূঠা।

তব আত্মা হ'তে জন্ম যত জীবগণ। সর্ববৃত্তময় দেব জগত জীবন।। কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত মহিমা। বেদ অগোচর হরি নাহি তব দীম।॥ নানামতে নানা জন পূজয়ে তোমাঞ্চো বেদ বিধিমতে পূজে কর্মা অনুসারে॥ কেহ বা ভব্ধয়ে তোমা বহু আড়ম্বরে। বাহুল্য করিয়া কেহ যায় পূজিবারে॥ তোমারে পূজিতে কেহ যজ্ঞ করে কত। কেহ বা সভত তব অৰ্চ্চনাতে রত॥ কেছ দেবভাবে তোমা করয়ে পূজন। জ্ঞানমার্গে ভঙ্গে তোমা যত গোপিগণ॥ কেহ বিধিমতে ভক্তি করিয়া তোমায়। কেহ লোকাচারে সদা তোমাকে পূজয়॥ এক মূর্ত্তি ভাবি কেছ পূজে সর্বাঞ্চণ। বহু মূর্ত্তি ভাবি কেহ করয়ে অর্চন॥ অনাদি কারণ ভাবি কেহ বা পূজিছে। শিবজ্ঞানে কত লোক তোমারে ডাকিছে॥ কেহ ব্রহ্মা ভাবি তব পূজিছে চরণ। এইরূপে তব পদ ভজে বহুজন॥ যার যেই ভাব মনে হ'তেছে উদর। তব পাদপদ্ম সেই ভাবেতে সেবয়॥ স্বাকার জীব তুমি সর্বব দেবময়। যেন তেন ভাবে পূজে তোমাকেই পায়॥ কে জানে তোমারে তুমি জান স্বাকারে। যেমন আসিয়ে নদী মিলয়ে সাগরে॥ সেইমত দেব যৃত আশ্রয় তোমার। অব্যক্ত তোমার মায়া জানে সাধ্য কার॥ একান্ত ভাবেতে দেব যে করে পূদ্ধন। পরমাত্মা পদ পায় ওতে নারায়ণ॥ সকলের পূজনীয় সকলের মূল। যে তোমারে পূজে তুমি তার অনুকূল॥ বিশ্ব চরাচর ভেবে না পায় তোমায়। জ্ঞানের অতীত তুমি ওছে দ্যাময়।।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপে (১) ভূমি দয়াময়। 🗀 যে ভাবে তোমারে তাহে দাও হে আশ্রয় # আর কি কহিব দেব তোমার মহন্ত। ত্ৰিজগতে কোন জন নাহি পায় তব্ত। তোমাতেই উৎপত্তি হয় তোমাতেই লয় ৷ সে মহা প্রলয় যবে উপস্থিত হয়॥ জগতের জীব যত জানি সেই কালে। তোমার শরীরে তবে আদি সবে মিলে॥ ক্রীড়া হেতু অবনীতে তব অবতার। তব যশ গানে মত্ত জীব অনিবার॥ ধরিলে মৎস্তের রূপ প্রলয় কারণ। তদন্তরে অশ্বগ্রীব দেব নারায়ণ॥ সমুদ্র মথিতে হরি কূর্ম্ম অবতার। ধরিলে আপন হত্তে পর্বত মন্দার॥ ধরিলে বরাহ রূপ দেব মহামতি। দন্তে উদ্ধারিলে মহ। জল হ'তে ক্ষিতি॥ নরসিংহরূপে তুমি হও অবতার। হিরণ্যকশিপু নথে করিলে বিদার ॥ বামন হইয়ে হরি বলিরে ছলিলে। ভৃগুরাম রূপে ধরা নিঃক্ষত্র। করিলে॥ আবার হইলে রামরূপে অবতার। মহান্তর রাবণের করিলে সংহার॥ लाकूल लालित चरत अरव लालियन। রামকৃষ্ণরূপে তুমি দেব হুষীকেশ। মায়াতে মোহিত জীব জ্ঞানতত্ত্ব হীন। অহস্কারে মত্ত সবে রহে অনুদিন॥

১। মহামুনি এইছানে শ্রীক্ষ নক্ষ নক্ষনকে
পৃথিবীরপে বর্ণন করিরাছেন। পদব্দস পৃথিকীমন্তব্য, নয়নব্যাস প্র্যাদি জ্যোতিক সকল, নাভি
আকাল, বর্ণ দলদিক, বাছ দেবরাজ, মন্তক বর্গ,
কুকি সাগর, জীবন প্রনদেব, সোমসকল
শুরদাদি বৃত্তপান, কেশসকল মেরগণ, অন্ধি ভূষর,
নিমের মাত্র রাত্রি, প্রীর ব্যক্ত অমরগণ এবং শীব
সকল জীহার চর্ম।

কর্মভোগ পায় সবে মায়াবশে রত। গৃহ পুত্র পরিজনে দদা অমুগত॥ অনিত্য সংসারে জীব ভ্রমে মায়াবশে। না জানে তোমারে জীব নিজ কর্মদোধে॥ মায়াবশে মূঢ়মতি যত জীবচয়। নিজ কর্মাদোষে তার হয় ফলোদয়॥ তব পাদপদ্মে আমি লইনু শরণ। দয়া করি দৈহ নাথ মোরে ঐচরণ। অধম অজ্ঞানে দয়া কর দামোদর। তব পদে যেন মতি রহে নিরম্ভর ॥ ওছে দয়াময় দেব জগতের সার। কুপা করি কর দেব আমারে উদ্ধার॥ আত্মারূপী তুমি প্রভু না জানি তোমায়। অসার সংসার ভ্রমি মজিয়া মায়ায়॥ মরীচিকা হতজ্ঞান যথা মুগগণ। সেইমত জীব যত মায়াতে মগন ॥ তব পদ সেবন করিতে অবিরত। তাই আমি ভব পদে হইনু আশ্রিত॥ নমো নমো জ্ঞানরূপ দেব নারায়ণ। পুরুষ পরম ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপণ॥ নমে। নমে। ত্রন্থারূপী অনাদি ঈশ্বর। মোহন-মুরারি হরি যশোদা-কুমার॥ বিশ্বস্তুর দামোদর জগৎ পালক। গোপী মনোহর হরি অন্থর ঘাতক॥ গোকুলে গোপের ঘরে গোপ অবতার। নিজ গুণে মোরে রূপা কর গোপেশ্বর॥ ভাগবত কথা সার করিলে প্রবণ। দাস ভাষে অনায়াসে বৈকুঠে গমন॥ া ইতি অকুর কর্তৃক বিশ্বরূপী শ্রীক্লকের স্তব সমাপ্ত।

অথ গ্রীক্তকের মধুরাপুরী দর্শন। মুনি প্রতি মহামতি রাজা পরীক্ষিত। জিল্লাসেন করযোড়ে হ'য়ে সমাহিত।

जनस्रात कि रहेन कर मूनिवत । শুনিব সে হরিকথা পরম ফুন্দর॥ শুকদেব কছে ওছে নরপতি শুন। অক্রুরের স্তুতি শুনি দেব নারায়ণ ॥ কহিতে লাগিলা তবে যশোদা-নন্দন। চকিত তোমার নেত্র হেরি কি কারণ। কি আশ্চর্য্য খুড়া তুমি দেখিলে নয়নে। সত্য কহ বিবরণ ভূমি মম স্থানে॥ করযোড়ে মুনিবর কহিল তথন। নয়নে দেখিত যাহা কি কব এখন॥ কি আর কহিব হরি সাক্ষাতে তোমার। জলে স্থলে কি দেখিতু অতি চমৎকার॥ সকলি তোমার লীলা ওছে লীলাময়। কে জানে ভোমার অস্ত ভূমি সর্ব্যময়॥ তব অন্ত আমি কি বুঝিব নারায়ণ। এত কহি বেগে রথ চালায় তখন। **চ**िल्ल विषय (वर्श व्यक्तरतत तथ। মনে ভাবে সিদ্ধ হবে মম মনোরথ। কংস বধ হবে তায় নাহিক সংশয়। মনে ভাবে কার্যাসিদ্ধি হইবে নিশ্চয়॥ অক্রুর চালায় রথ বেগে খরতর। ক্রমে উপস্থিত হয় সম্মুখ নগর॥ (১) ফুন্দর নগর শোভা করে দরশন। আনন্দ-নীরেতে মগ্ন দেব নারায়ণ॥ কত শোভা কত আভা দেখিতে হস্পর। দেবরাজ পুরী তুল্য শোভা মনোহর॥ যেন সে অমরাপুরী হয় নিরীক্ষণ। বিশাই নির্মিত পুরী রতনে গঠন॥ অপূর্ব্ব রচিত পুরী (২) শোভা কত ধরে। নানাবিধ বুক্ষ শোভে পথের ছুধারে॥

গৰ্নার প্রাকালে মধুরানগরে উপস্থিত হয়।
 প্রের 'এই মধুরানগরী পিতানয় ব্রহা

কর্তৃক নির্শিত হয়।

মনোহর রাজপথে গৃহ (৩) বিরাজিত। স্থন্দর গঠন দব রত্বেতে নিয়িত। গৃহ কত শোভাষিত হুচিত্র চিত্রেতে। গৃহ চূড়া শোভে সব রত্ন কলসেতে॥ কিবা শোভা মনলোভা মধুরা নগর। আছে কত সারি সারি দীর্ঘ সরোবর॥ च्यू छिंछ बलिबीमल कू यूम विकारण। নব মেঘোপরে তথা তড়িং প্রকাশে॥ মাঝে মাঝে রক্তোৎপল আছে প্রস্ফুটিত। শৈবাল কুলেতে(৪) জল করে আচ্ছাদিত॥ জলচর দ্বিজবর খেলিছে সরসে। রাজহংস রাজহংসী খেলিছে হরষে॥ সারস সারসী তারা আনন্দে খেলায়। ডাহুক ডাহুকী যত নাচিয়া বেড়ায়॥ স্থনীল নিশ্মল জলে মৎস্ত দেহ যত। মহান**স্পে** সকলেতে আছে অবিরত। সরসীর শোভা হরি করি দরশন। হেরিল নগর মাঝে কত উপবন॥ নানাজাতি কুহুমের রুক্ষ দারি দারি। কুটেছে কুহুমরাশি হ'য়ে মনোহারী॥ মল্লিকা মালতী বেল গন্ধ মনোহর। গোলাপ শেফালী চাঁপা সিউলি টগর॥ প্রফুটিত ফুলদল গদ্ধেতে আফুল। মধুলোভে মধুকর হইয়া ব্যাকুল। এক পুষ্প হ'তে সবে অক্ত পুষ্পে ধায়। মধুমত দকলেতে ঝকার করয়॥ উপবন শোভা যত হেরি দামোদর। প্রবেশ করিল তবে নগর ভিতর ॥ त्रामकृष्क मध्रुती यत्व প্রবেশিল। রাজপথে সবে সেই রূপ নির্থিল। রূপ হেরি হ'লো সবে আনন্দে মগন। কান্ডের পুত্তলি সম করে নিরীক্ষণ॥

७। अष्टोनिका।

श्वामणकाण भवा विद्रमन ।

হেরি সে রূপের ছটা সবে সচঞ্চল। প্রেমানন্দে কেলে তারা নয়নের জল 🛭 তবে হরি মনে মনে চিস্তিল তথন। সন্ধ্যাকালে না করিব পুরীতে গমন॥ অতি রম্য তথা এক উপবন ছিল। এত ভাবি সেই স্থানে উপনীত হৈল। নন্দ আদি গোপ যত ব্ৰহ্ন শিশুগণ। শেই স্থানে রহে হ'য়ে আনন্দ মগন॥ অক্রুরের প্রতি তবে কহে যতুবর। **তন বাণী মহামুনি বচন স্থন্দর ॥** হাসি হাসি মুহভাষি কহিল তথন। অগু রাত্র উপবনে করিব যাপন 🛭 তুমি গৃহে যাও খুড়া অগুকার মত। হেরিব নগর শোভা হইলে প্রভাত॥ সাধিব সকল কর্ম আমি তদস্তরে। শ্রবণে অক্রুর তবে কহে যোড়করে 🛊 . কি কহিলে যতুবর আমারে এখন। কিরূপে তোমারে ছাড়ি করিব গমন # ক্ষণেক না সহে নাথ তব অদর্শন। ওপদ হেরিব সদা বাসনা এখন॥ আর এক বচন শুনহ গদাধর। তোমা ছাড়ি কড় আমি না যাইব খর 🛭 ওহে দেব গৃহে মম নাহি প্রয়োজন। সতত বাসনা হেরি ও রাঙ্গা চরণ॥ ভকত অধীন তুমি ভক্ত অমুগত। নিজ দাস জ্ঞানে মোরে রাখিবে নিয়ত # তব সঙ্গ কভু না ছাড়িব দয়াময়। চরণে রাখিও সদা ভকত আশ্রয়॥ মম প্রতি যদি কুপা থাকে নারায়ণ। তবে মম গৃহে অগ্য করহ ুগমন ॥ . রাম সহ গোপগণে নিয়ে মম খরে। পবিত্র করহ গৃহ দীনে দয়া করে॥ তব পদরক্ষ: মম গৃহেতে পড়িবে। তবে মম গৃহ আজ সার্থক হইবে॥

তব পদ ধৌত জল সবংশে খাইব। একবারে সকলেতে উদ্ধার হইব॥ যে পদে উৎপত্তি গঙ্গা পাতক উদ্ধার। যেই পদ ধৌত জলে হুতৃপ্ত অমর॥ সে পদের ধৌত জল শিরেতে ধরিব। তবে ভগবান তোমা নিশ্চয় জানিব॥ তব পদ ধৌত জলে মহিমা যে কত। কিঞ্চিৎ জানে ছে শিব সেই মহাত্ৰত॥ সেই জল শিরে ধরি আনন্দ অপার। যতনে রাখিল দেব জটার মাঝার॥ গঙ্গাধর নাম তাই ওহে মহীপতি। যাহা পরশনে মুক্ত সাগর সন্ততি॥ ष्यनायात्म मुक्लिशन मकरल शाहेल। ব্ৰহ্মশাপে মুক্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠেতে গেল ॥ অতএব মোরে দয়া কর জগন্নাথ। রাধিকা-রমণ হরি ওহে বিশ্বনাথ॥ গোপীনাথ দামোদর ত্রক্ষের কুমার। নমো অখিলের প্রতি সর্ববদেব সার॥ পরমত্রক্ষা ,সূক্ষারূপ ,দেব নারায়ণ। দয়াময় মন গৃহে কর আগমন॥ অক্রুরের বাণী শুনি যশোদা-তনয়। মুত্রভাষে কহে শুন ওহে গুণময়॥ যাও গুহে মুনিবর রাখহ বচন। বিশ্রাম লভিব অন্ত এই উপবন ॥ ना ভাবিও হুঃখ মনে জানিবে নিশ্চয়। তর গুহে যাব মনে না কর সংশয়॥ বলরাম সহ তব গুহেতে যাইব। কিন্ত অত্যে ছুরাচার কংসে বিনাশিব॥ সাধিব সবার হিত কহিলাম সার। তোমার গৃহেতে আমি যাব তারপর॥ আজ তুমি ঘরে যাহ আনন্দ অন্তরে। কহিলাম সার কথা এথন তোমারে॥ শ্রীহরির কথা শুনি অক্রুর তথন। আনক্ষ অন্তরে খরে করিল গমন ॥

ক্লফপদে প্রণিপাত করি মতিমান। প্রবেশে মথুরাপুরী আনন্দ বিধান॥ কংসরায় বসি যথা আছে সিংহাসনে। কুষ্ণ আগমন বাৰ্ত্তা জানায় সেখানে॥ তদন্তর নিজ গুহে করিল গমন। মনে মনে কংসরাজ করেন চিন্তন॥ ছেখা কৃষ্ণ বলরাম গোপগণ সঙ্গে। লভিল বিশ্রাম সহ শিশুগণ রঙ্গে ॥ উপবন মাঝে হরি হরিষ অন্তরে। যাপিল যামিনী তথা সবে একত্তরে॥ প্রভাত হইল নিশা ভাত্র প্রকাশিল। রাম সহ রুষ্ণ তবে নগরে চলিল॥ শ্রীদামাদি সথা সঙ্গে যত গোপগণ। সঙ্গে করি হরষিতে করেন গমন॥ নগরের মনোহর শোভা হেরি হরি। মনে ভাবে যেন স্বর্গ এ মথুরাপুরী॥ নগরের গৃহ সব স্থন্দর গঠন। হেরিয়া হরিষ চিত্ত যত গোপগণ।। মনোহর অট্টালিকা দরশন করে। রতনে রঞ্জিত গৃহ কত শোভা করে॥ কত যে স্থচিত্র সব চারু দরশন। স্বর্ণময় পুরীখান স্থলর গঠন॥ হেরিয়া নগর শোভা গোপকুল যত। একেবারে সকলেতে আনন্দে মোহিত॥ নগর অঙ্গনাগণে নিরীক্ষণ কৈল। রূপরাশি দরশনে মোহিত হইল॥ পরমা রূপদী সবে অতি মনোহর। দাঁড়াইয়ে আছে যেন পূর্ণ শশধর॥ দেখিবারে আশা সবে জ্রীনন্দনন্দনে। কুষ্ণ বলরাম রূপ দেখিছে নয়নে॥ মধুরা কামিনীকুলে দেখে রমাপতি। যেন সে বদন শোভা চক্রমার ভাতি ॥ আকাশের চাঁদ যেন ভূমিতে উদয়। দিব্য কান্তি হৈরি ভ্রান্তি সৌদামিনী হয়॥ কিবা নাসা অতি খাসা হুচারু হাসিনী। মুক্তাদন্ত হয় তাহে অৰ্দ্ধ প্ৰকাশিনী॥ নবীন যৌবন দবে হেরি মন হরে। मूनि जामि (मर्वशन मर्व वाक्षा करत ॥ উন্নত যুগল স্তন পরমা স্থন্দরী। কামের কামিনী যেন খেরেছে নগরী॥ রতন ভূষণে সবে ভূষিত হয়েছে। কৃষ্ণরূপ হেরিবারে দাঁড়াইয়া আছে॥ কামিনীকুলেরে সব করি দরশন। দেখিল সে রাজপথে বহু রক্ষিগণ॥ নিজ নিজ অস্ত্র সবে ধরি নিজ করে। রামকুষ্ণ প্রতি তারা বক্র নেত্রে হেরে॥ মনে মনে হাসে হরি হেরি রক্ষিগণ। মহানদ্দে রখোপরি করেন গমন। গোপগণ সকলেতে আনন্দ অপার। যতুপতি ধায় তবে কংসের আগার॥ ওহে রাজ। পরীক্ষিত শুনহ বচন। অপার মহিমা করে দেব জনার্দন॥ কে জানে তাঁহার মায়া মায়ার কারণ। কে জানে জগনাথ সত্য সনাতন ॥ কত লীলা কত খেলা খেলে অবনীতে। অবনীর ভার হরি হরণ করিতে॥ কুষ্ণলীলা কথা অতি পবিত্র কারণ। শ্রবণেতে মহাপাপী পাপ বিমোচন॥ ইতি শীমভাগৰতে দশমন্তরে শীক্ষকের মধুরাপুরী पर्नन गमाश्र ।

শুকদেব কছে রাজা করহ প্রবণ। রাজপথে রামকৃষ্ণ করেন গমন॥ মথুরার পুরনারী সকলে জানিল। হেরিয়া ক্ষেত্রর রূপ সকলে গাইল॥

কেহ বা প্রাচীরে কেহ অট্টালিকাপরে। দাঁড়াইয়া আছে সবে পথের ত্ব'ধারে॥ হেরিতে দে রূপরাশি উৎস্তক হইল। অট্টালিকাপরে সবে আরোহণ কৈল ॥ কৌতুকেতে ধায় সবে রূপ দরশনে। ছিন্ন ভিন্ন বেশ হয় অস্থির কারণে॥ কেহ বা পরিল ধুতি শাড়ীর বদলে। এক পদে নৃপুর পরিয়া কেছ চলে॥ কোন নারী ভক্ষ্য অন্ন পরিহার করে। কুষ্ণ দরশন হেতু চলিল সম্বরে॥ কেহ বা করিতেছিল অঙ্গের মার্চ্জন। তাহা ছাড়ি ত্বরাগতি করয়ে গমন॥ কোন নারী এক অঙ্গ করি অলঙ্কত i হেরিতে রূপের ছটা চলিল স্বরিত ii কোন নারী এক হস্তে পরিয়ে কঙ্কণ । কেহ এক হস্তে করে বলয় ধরিণ॥ (क्र पक कर्ल शरत तडन कुछन। এইমত নারী যত সকলে চঞ্চল ॥ মহাব্যস্ত হেরিবারে সেরপ মোর্ছন। উদ্ধর্খাসে সকলেতে করিল গমন॥ कान नाती निक शिक्ष किलग्रा धरांग्र । হেরিতে মোহন রূপ অতি বেগে ধায়।। অঙ্কস্থিত শিশুগণে পরিহার করি। হেরিতে কুষ্ণের রূপ আইল সম্বরি॥ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে সবে হেরিতে শ্রীহরি। ধাইল আনন্দে যত মথুরার নারী॥ হেরিল সে রূপরাশি ভূবনমোহন। পুলকে আকুল অঙ্গ হইল তথন॥ হেরিবারে কুফরেপ বড় আশা ছিল। চিরদিন আশা সব পরিপূর্ণ কৈল্॥ কুষ্ণরূপ হেরি যত মথুরা রূপদী। বিশ্বয়ে হইল মগ্ন আনন্দেতে ভাঁসি॥ চন্দ্রাননে মিফ হাসি স্থধা বরিষণ। কটাক্ষেতে হরে যত কামিনীর মন॥

(ह्लाय हतिल हति नवाकात भन। পাপলিনী সম कृष्य करत स्त्रभन॥ অস্থির হইল সবে রূপের ছটায়। ধৈৰ্য্য নাছি ধরে কেছ আকুল হৃদয়॥ কিবা হাস্তযুক্ত সেই হুচারু বদন। মোহন যুরতি হরি ভূবন রঞ্জন ॥ অবিমল রূপরাশি দেখে সে সময়। नश्न भूमिया (यन कृटक क्रांटन नग्र॥ চিরদিন ছিল আশা কৃষ্ণ দরশনে। হেরি সে মুরতি মুখ হৈল এতদিনে॥ মধুরা কামিনী যত অট্টালিকাপরে। মোহন মুরতি হেরে প্রফুল অন্তরে॥ ক্ষকরপে বিমোহিত মধুপুর-বাসী। কহিতে লাগিল তারা হুখনীরে ভাসি॥ ব্ৰহ্মবাসী গোপী যত কত ভাগ্য ধরে। ভূবনমোহন রূপ অফুক্ষণ হেরে॥ এইমত কৰে যত মধুরা কামিনী। कृष्क वनतात्र्यं एहति एवन উन्पामिनी ॥ আকুল অন্তরে পরে হ'য়ে তুঃখমতি। যার যেই ঘরে সবে করিলেক গতি॥ নগরের শোভা হরি করি নিরীকণ। त्रत्थाभरत शीरत शीरत करतन गमन॥ হেনকালে দেখে এক রজক হস্পর। (১) বসন লইয়ে যায় কংসের গোচর ॥ बट्खन शू हेलि ऋटक त्वरण हरल यात्र। পরম গবিবত সে রক্তক তুরাশয়॥ রখোপরি থাকি হরি করেন দর্শন। ভাকেন তাহারে কহি মধুর বচন॥ ভনতে রজকবর বচন আমার। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর কহি কথা সার॥ বস্তের পু টুলী ল'য়ে কোথায় গমন। সত্য কহ মম পালে সেই বিবরণ ॥

কর্কশ বচনে কছে রক্তক তথন। কংসের রজক আমি শুনহ বচন ॥ যতেক বসন দেখ আমার ক্ষন্ধেতে। কংসরাজ বস্ত্র সব আছয়ে ইহাতে॥ রজ্ঞকের শুনি বাণী শ্রীহরি তথন। রজকের প্রতি কছে মধুর বচন॥ শুন বাপু কহি আমি কর অবধান। দেহ কিছু বস্ত্র মোরে করি পরিধান॥ কুষ্ণের বচন তবে শুনিয়া রজক। ক্রোধেতে হইল যেন স্থলন্ত পাবক॥ কহিল গৰ্বিত বাক্য কৰ্কশ বচনে। হেন কথা পুনঃ না বলিস মম স্থানে॥ যে কথা কহিলে পুনঃ না কহিও আর। যোগ্য নহে এ হুন্দর বসন তোমার॥ জান না কি মনে মনে রাজার বসন। এ বস্ত্র চাহিলে তব সাহস কেমন॥ হেন বস্ত্র কভু নাহি কর দরশন। ধক্ত আশা দেখি তোর গোপের নন্দন॥ সামান্ত রাখাল হ'য়ে এত অহস্কার। কেবা নাহি জানে তোরে নন্দের কুমার॥ গো-পাল চরাও বনে করহ ভ্রমণ। গোপসঙ্গে কর বাস গোপের নন্দন॥ তব যোগ্য বস্ত্র নছে মূর্থ ছুরাশয়। কি সাহসে চাহ বস্ত্র নাহি মনে ভয়॥ अ नरह रत्र तुन्नावन निन्छत्र क्रानिरव । বাঁশী বাজাইয়ে যত গোপিকা মজাবে॥ যদি কর বাড়াবাড়ি শুনহ লম্পট। তাহলে হইবে তোর বিষম সঙ্কট ॥ ওরে মূর্থ হেন আশা মনেতে উদয়। রাখালের রাজভোগ কভু যোগ্য নয়॥ জাননা সে কংসরাজ বড়ই ছুর্জন। সতত করেন সব ছুন্টের পীড়ন॥ যেখানে চলেছ তথা করহ গমন। যন্ত্ৰপি সেধানে থাকে তোমার জীবন ॥



बोला क्लाइन्ट्रा १०६० कुछन्ता आङ्ग्ल अनुह्य ऋष्ट्रात कीत त्रात्म - १०५५

তবে পুনঃ ফিরে আসি বসন পরিবে। নতুবা এ রাজবস্ত্র কেমনে পাইবে॥ त्रकटकत्र कथा क्विन औभर्मृतन। মনে মনে হাস্থ করে গোপিকামোহন ॥ পরে রক্তকের কেশ করিয়ে ধারণ। ম্বদর্শনে তার মাথা করিল ছেদন॥ কাটিয়া রজক মুগু পাড়িল ভূমিতে। পলাইল আর যারা ছিলহ সঙ্গেতে॥ वरञ्जत भूँ पेलि मरव कत्रिया वर्ष्क्रन। উদ্ধাসে ধায় দূরে ভয়ে অচেতন ॥ পাছু পানে চায় আর বেগেতে পলায়। মনে মনে ভাবে বুঝি পাছু পাছু ধায়॥ মহাভয়ে রজকেরা করে পলায়ন। চারিদিকে মহাশব্দ উঠিল তথন॥ **চারিদিকে লোক সব হাহাকার কৈল।** श्याका श्या का (>) विन नकतन इंग्रिन॥ কেহ কারে নাহি ভাবে পাছু নাহি চায়। উদ্ধাসে মহাত্রাসে সকলে পলায়॥ পলাইল রক্তকেরা দেখে নারায়ণ। পরিল লইয়া হরি স্থন্দর বসন॥ বলরাম পরে বস্ত্র নিজ মনোমত। আর আর বস্ত্র পরে গোপশিশু যত॥ গোপগণ পরিধান করিল বদন। অবশিষ্ট যাহ। ছিল করে নিক্ষেপণ॥

১। হা, মা, কা, এই কণার প্রকৃত অর্থ হাতে মাথা কাটা। ভর ও শোকে আজর হইলে লোকে পরিকৃত কথা উচ্চারল করিতে পারে না। এই কারণ রক্তক কৃষ্ণ করিতে পারে না। এই কারণ রক্তক কিলাশে হইলে, দর্শকগণ ভরে উর্ধ্বালে প্লারন করতে এই অর্থ্যোজিরত কথা যাক্তকরিরা থাকেন। কেহু কেহু বলেন নন্দান্দন প্রকৃত্য রক্তক্তে চপেটাবাভ বারা নিধন করেন ভাহাতেই লোকে হাতে মাথা কাটা কথা প্রকাশ করিরানেন।

সেইক্ষণে রজকের মুকতি হইল। পুষ্পরথে চড়ি তবে বৈকুণ্ঠেতে গেল॥ রজকে উদ্ধার করি দেব জনার্দ্দন। ধীরে ধীরে রাজপথে করেন গমন ॥ মথুরানগরে গোল বিষম হইল। নন্দস্থত হাতে মাথা ধোপার কাটিল ॥ কংসরাজ এ সংবাদ শুনিল প্রবণে। ভয়ে ভীত নরপতি ভাবে মনে মনে॥ বিষম চিন্তায় মন অস্থির হইল। ক্লফময় সর্বাস্থান নয়নে হেরিল॥ চারিদিকে অমঙ্গল করে দরশন। বামনেত্র বেগেতে যে হইল কম্পন॥ পড়িল হাতের ধনু স্থালিত হইয়ে। অচল হইল পদ হৃদয় কাঁপয়ে॥ মনে ভাবে কংসরায় কি হবে উপায়। চিন্তাকুল চিত্ত আর বাক্য না জুয়ায়॥ ভাগবত কথা হয় মধুর বচন। দাস ভাষে অবিরত শুন সাধুজন॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে রক্তক উদ্ধার সমাপ্ত।

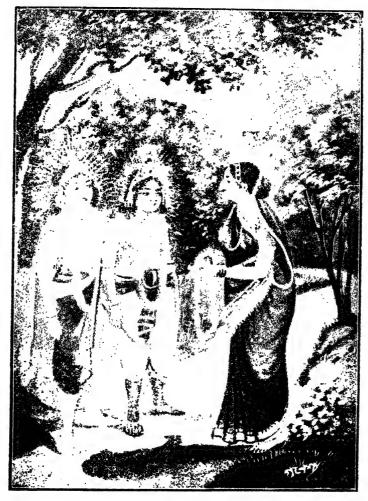
তত্ত্বার নোকণ।
শুকদেব করে শুন ওবে নরবর।
এইরূপে রজকেরে করিয়া উদ্ধার॥
চলে হরি এক তন্ত্তবারের ভবনে।
সঙ্গে বলরাম তাঁর চলে হর্ষমনে॥
তন্ত্তবার ফুজনেরে করি দরশন।
করযোড়ে শুমিতলে পড়িল তথন॥
প্রণতি করিল তবে দোঁহার চরণে।
মৃত্তভাবে কহে তবে শ্রীকৃঞ্জ সদনে॥
বড় ভাগ্য হয় মম শুন জনার্দ্দন।
পবিত্রে হইল আজি আমার জীবন॥
এতদিনে হ'লো মম বংশের গোঁরব।

কি কার্য্য করিব আজ্ঞা করহ মাধব॥

ভনি বাণী চক্রপাণি কহিল তথন। শুন কহি তন্ত্রবায় আমার বচন॥ এই সব বস্ত্র মোরে দেহ পরাইয়ে। অমনি ধাইল সেই কুতাঞ্জলি ই'য়ে॥ মনে মনে তন্ত্রবায় ভাগ্যবান মানে। वमन भन्नाय कृटक विविध विधारन ॥ উক্তম বদ্ধন সব মনের হরিষে। কৃষ্ণ বলরাম দোঁতে পরায় বিশেষে॥ পরাইল তুইজনে বিচিত্র বসন। যাহা যাহা শোভে তাহা করায় পিন্ধন॥ বড় ভাগ্যবান সেই তন্ত্রবায় হয়। বসন পরায়ে সেই রূপ নিরীক্ষয়॥ ভূবনমোহন রূপ নয়নে হেরিল। খেত কৃষ্ণ চুইরূপে নয়ন মোহিল॥ প্রেমে গদ গদ নেত্র হইল তথন। দিব্যজ্ঞান লভে কৃষ্ণ করিয়ে স্পর্শন॥ করযোড়ে স্তুতি করে তবে তন্ত্রবায়। অধীনেরে কুপা কর ওছে শ্যামরায়॥ পরম কারণ তুমি অখিলের পত্তি। জগতের সার বস্ত্র জগতের পতি ॥ দয়াময় কর দয়া এ দাদে এখন। এ ভব যন্ত্রণা নাথ করহ মোচন॥ স্তবে তুট্ট হৈল তবে দেব দামোদর। আনন্দ অন্তরে কহে লহ তুমি বর॥ তস্ত্রবায় কহে দেব কি আর মাগিব। অতুল ঐশ্বর্যা আমি কিছু না লইব॥ যাহে তব পদে মতি রহে অমুক্ষণ। এই বর দেহু মোরে কস্ললোচন॥ তন্তবায় বাক্যে হরি প্রফুল্ল ছদয়। মনোমত বর তারে দিল সে সময়॥ ভাগবত কথা হয় পরম ফুন্দর। দাস ভাবে মহানদে তনে সাধু নর॥ ইতি শীমভাগণতে দশমন্বরে শীরক কর্তক তত্ত্বার মোক্ষণ বৰ্ণন সমাপ্ত।

অথ মালাকার মোকণ।

শুকদেব বলে শুন ওছে নররায়। এইরূপ উদ্ধারিয়া হরি তন্ত্রবায়॥ তন্ত্রবায়ে বর দিয়া দেব দামোদর। ধীরে ধীরে যান হরি রথের উপর॥ মালাকার গৃহে তবে করিল গমন। क्रटक्ष्टत छनाया याली करत नत्रभन॥ ভুবনমোহন রূপে মোহিত হইল। দশুবং ভূমিতলে অমনি পড়িল॥ বদাইল রাম কুষ্ণে উত্তম আদনে। ধোয়াইল দোঁহা পদ অনেক যতনে॥ অর্ঘ্যদানে হর্ষমনে পূজে মালাকার। স্থগন্ধ চন্দনে অঙ্গ ঢাকিল দোঁহার॥ পরে হরিপদে নতি করিয়া তথন। কুতাঞ্চলি করি করে কতই স্তবন॥ ওহে দেব মহাকায় পুরুষ প্রবর। অত যে সফল জন্ম হইল আমার॥ মায়ায় ঈশ্বর তুমি দেব মায়াময়। বহু জন্মাৰ্জ্জিত পুণ্য হইল উদয়॥ কত কোটি কুল মম উদ্ধার হইল। আজ মম পবিত্রিত হ'লো পিতৃকুল॥ পরম কল্যাণ হরি সবাকার পতি। অধমের গৃহে আজ হইয়াছে গতি॥ তব পদার্পণে গৃহ পবিত্র এখন। সফল মানব জন্ম ওছে নারায়ণ॥ তোমরা চুজনে হও এ বিশ্বের মূল। তুমি পরমাত্মা হও সূক্ষরপ স্থুল॥ নাশিতে অস্তরদলে তব অবতার। সাধুজনে রক্ষা কর তুমি অনিবার॥ তব আজা অনুসারে সংসার স্বজন। তব অ:জ্ঞা পালে যত অমরেরগণ॥ জগতের আত্মা তুমি ওচে সর্বাশ্রয়। তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতেই লয়॥



স্কর্মান প্রদেশন মধ্যে হয় সনশন। কার জন্ম লাগে ভূমি করিছ গমন গ্রাধ্যে । পৃষ্ঠা ।

কে জানে তোমার সীমা মহিমা অপার। দয়াময় করি দয়া করহ উদ্ধার॥ কেন প্রস্তু দাও মোরে ভবের যন্ত্রণা। কুপাসয় দাসে কর কিঞ্চিৎ করুণা। শরণ লইমু আমি তব শ্রীচরণে। खरज्य हर्ते हति এ खरम जान ॥ আমি মূঢ়মতি অতি কি পূজা করিব। তব রাঙ্গাপদ আমি মস্তকে ধরিব॥ জেনেছি অন্তরে ওহে আমি ভাগ্যবান। মম বাসে করিয়াছ প্রভু পদ দান॥ এ হ'তে অধিক ভাগ্য কি আর হইবে। পাইয়া পরমপদ কেবা ছাডি দিবে॥ কি কার্য্য করিব নাথ আজ্ঞা কর মোরে। তব আজ্ঞামত কার্য্য করিব সত্বরে॥ তব আজ্ঞামত কার্য্য করে যেইজন। পরম পুরুষ সেই ওহে নারায়ণ॥ অনাদি অনন্ত দেব অনন্ত মহিমা। বেদ অগোচর নাথ বেদে নাহি দীমা॥ ম্বদামের বাক্যে তবে বলে দামোদর। স্থগন্ধি উত্তম মাল্য আনহ সত্বর॥ দেহ আনি দিব্য মাল্য আমারে এখন। ম্বদামা বলিল দেব এ আর কেমন॥ কত ভাগ্যবান আমি জানিত্ব অন্তরে। আমা হ'তে ভাগ্যবান কে আছে সংসারে॥ এই কথা ভাবি মনে স্থলামা অমনি। বিবিধ পুষ্পের হার আনিল তথনি ॥ নানা ফুলহারে তথা তুজনে সাজায়। প্রফল অন্তরে হরি বলিল তাহায়॥ শুনহ স্থদামা তুমি আমার বচন। এখনি মাগছ বর মনের মতন ॥ মুত্রভাষে স্থদাম। কহিল তদন্তর। তব পদে মন যেন রহে নিরম্ভর॥ চিরকাল তব পদ করিব দেবন। তব পদে যেন মতি রছে অমুক্ষণ॥

আর এক বর মোরে দাও হে শ্রীপতি। পরহিতে যেন মোর সদা থাকে মতি॥ পর উপকার ব্রত করি সর্বকণ। এ বর আমারে দেব করহ অর্পণ॥ আনন্দিত হ'য়ে হরি তথাস্তু কহিল। স্থদামার মনোমত সব বর দিল॥ চিরদিন মম পদে তব ভক্তি রবে। অতুল ঐশ্বর্য্য আর দিব্য কান্তি হবে॥ এইরূপ বরদানে স্থদামে তুষিল। তদস্তরে রাজপথে ধীরেতে চলিল # সক্ষর্যণ সঙ্গে আর যত শিশুগণ। ধীরে ধীরে সকলেতে করিল গমন॥ এই কথা যেইজন করয়ে ভাবণ। রোগ শোক দূরে যায় পাপ বিমোচন॥ ভাগবত কথা হয় অমৃত লহরী। দাস ভাষে সাধুগণ পিয়ে কর্ণ ভরি॥ ইতি মালাকার মোক্ষণ সমাপ্ত।

অথ প্রক্রকের ক্লা সহ মিলন।
পরেতে অপূর্ব্ব কথা শুনহ রাজন।
অপার ক্ষেত্রর লীলা বুঝে কোনজন।
কংসপুরী যান হরি রথ আরোহণে।
রাজপথে রামকৃষ্ণ হরষিত মনে॥
পথমাঝে ছিল এক নারী কদাকার।
ক্লা নাম ধরে সেই বিকট আকার॥
চন্দনের পাত্র হস্তে করিছে গমন।
দীর্ঘনাসা মিন্ট ভাষা হৃধাংশু বদন॥
বিজ্ञমন্যনা ধনী নবীন যৌবনা। ১
বেকৈ বেকৈ চলি যায় সেই বরাক্ষনা॥

। মতান্তরে মহামুলি বেদবাাস কৃষ্ণিকে
কুংবিতাক্সতি ও বুদ্ধারণে বর্ণনা ক্রিয়াছেল। দ্রিন্ত
মহামুলি এ ছলে তাহাকে ব্রিব্রা ও নববৌধনারূপে ব্যক্ত ক্রিয়াছেন। অতএব আমাকে সেইর্লপ
লিখিতে হইল।

যংশীধারী তারে হেরি আনন্দ হৃদয়। হাস্থাননে তার কাছে মুহুভাষে কয়॥ क्रहाला कुम्मत्री जुनि काहात ललना। পরম রূপদী নারী নবীন যৌবনা॥ মথুরা নগর মাঝে তুমি রূপবতী। কহলো স্থন্দরী এবে কোথা তব গতি॥ ক্ষণেক ভিষ্ঠহ ধনী ভূমি একবার। ছেরিব ছরিষে তব রূপ চমৎকার॥ সত্য কহ স্থবদনী কি দ্ৰব্য হস্তেতে। কোথায় গমন তব বলহ সাক্ষাতে॥ স্থগন্ধি চন্দন পাত্র হয় দরশন। কার জন্ম ল'য়ে তুমি করিছ গমন॥ সত্য কহ স্থবদনী বিশেষ আমায়। কিঞ্চিৎ চন্দন যদি দেহ মোর গায়॥ নিজ হত্তে মম গাত্রে মাখাও চন্দন। নিশ্চয় তোমার হবে শুভ সংঘটন॥ শুন কহি চন্দ্রাননী চন্দ্র দেহ যোরে। মম আশীর্কাদে স্থী হইবে সম্বরে॥ কুষ্ণের বচনে তবে সে কুব্জা হুন্দরী। कहिएछ.लाशिल कथा व्यक्ति शीति शीति॥ শুন ভূমি কহি এবে আমার বচন। কংসদাসী হই আমি জানে সর্বজন॥ কুজা মম নাম হয় জেনো মহাশয়। অমুলেপ কর্ম্মে রত রাজার আলয়॥ আমার চন্দনে কংস প্রিয় সর্বাক্ষণ। কংসরাজ অঙ্গে মাথে এই হৃচন্দন ॥ রাজার চন্দন এই জেনো মহামতি। কংসালয়ে আমি তাই করিতেছি গতি॥ যন্তপি হে ইচ্ছা হয় তব এ চন্দনে। তব অঙ্গে দিতে পারি কিবা ভয় মনে॥ তব যোগ্য এ চন্দন ওছে গুণাকর। উপযুক্ত পাত্র আমি হেরি নাই আর॥ কি কব হে তব রূপ ভূবন মাতিল। পরম পুরুষ যুবা আদ হুকোমল॥

কুষ্ণরপু দরশনে কুব্রা যে তথন। ব্যাকুলিত চিত্তে ধনী বিশ্ময়ে মগন॥ এত কহি সে রূপদী স্থকোমল করে। কুষ্ণাঙ্গে চন্দন দেয় আনন্দ অন্তরে॥ চন্দন মাখায় কুঁজি ছু'জনার গায়। কুৰুমে চিত্ৰিত অঙ্গ কত শোভা তাঁয়॥ **इन्मनामि (म**य कूँकि विविध क्षकात्त्र। কৃষ্ণ স্পর্শে স্থবোধ করয়ে অন্তরে॥ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ অতি মনোহর। তাহাতে স্থবেশ করে পরম ফলর॥ সে রূপের আভা কুজা করি নিরীক্ষণ। অধৈৰ্য্য হইল চিত্ত প্ৰেমেতে মগন॥ অনিমেষ নেত্রে ছেরে যুগল মাধুরী। মদনে পীড়িত তথা কৃষ্ণরূপ হেরি॥ কামার্ত্ত হইয়ে তথা হারায় চেতন। অনিমেষে দেখে রূপ ভূবনমোহন॥ না সরে মুখেতে বাণী আকুল হৃদয়। 🔊 অঙ্গ পরশে কুঁজি দিব্যজ্ঞান পায়॥ দরশনে কুব্জা ভাব শ্রীকৃষ্ণ তথন। সদয় হইল তবে দেব নারায়ণ॥ আনন্দ অন্তরে হরি তারে কুপা কৈল। রূপদী করিতে তারে অন্তরে ভাবিল॥. শুন ওছে মহারাজা অপূর্ব্ব কথন। সেইক্ষণে করে তার কুঁজ নিবারণ॥ পরম স্থন্দর রূপ তখন হইল।(১) ভগবান দরশন ফল সে ফলিল॥ প্রকাশিল রূপ ছটা পরম স্থন্দর। রূপ দৃশ্য মনোহর॥

১। এই ছানে বুনিবর নিয়লিখিত মত ভাব প্রকাশ করিরাছেন বে, শ্রীকৃক কুলার পদবর নিজ প্রদ বারা ও হত বারা চিত্ত বারণ পূর্বক উহাকে ত্রিবক্র না রাবিরা সমান করিরাছিলেন, সেই অবধি আর কুলার সেই করাকার রূপ কর্মন হর নাই। कि कव चान्ध्या मीना छट महामिछ। হরি স্পর্শে কুজা তবে হৈল রূপবতী॥ পরমা রূপদী কুঁজী হইল উখন। হুপ্রকাশ রূপরাশি ভূবনমোহন॥ मूनि मदनाह्या ऋश धाराण करिल। কুষ্ণ দরশনে তার প্রেম উপজিল। তবে ধনী ঐীকুষ্ণের ধরিয়া বদন। ধীরে ধীরে মুক্তভাষে কহিল তথন॥ তবে দেব দয়াময় দয়ার সাগর। তব রূপ দরশনে অধৈর্য্য অন্তর ॥ তব অঙ্গ পরণনে অস্থির হৃদয়। मनन व्यनत्त पक्ष व्यस्त (य इय ॥ আইদ আমার গৃহে জগতের পতি। অফুক্ষণ তব সঙ্গে করিব বসতি॥ ক্ষণমাত্র তব সঙ্গ কভু না ছাড়িব। তব পদে অনুক্ষণ আমি দাসী হব॥ পরম পুরুষ ভূমি পরম কারণ। মনের বাসনা ভূমি করহ পূরণ ॥ ভক্তবংদল ভূমি ভক্ত প্রাণ মন। ভক্তেরে রাখিতে ভবে মূরতি ধারণ॥ মম আশা যদি দেব ভূমি না পূরাবে। তবে এই দাসী প্রাণ নিশ্চয় ছাড়িবে॥ তোমার দাক্ষাতে প্রাণ ত্যঙ্গিব নিশ্চয়। कहिलाम मात्र कथा छट मग्रामग्र॥ এইব্রপে কুজা বাক্য এবণ করিল। বলরাম প্রতি চাহি ঈষৎ হাসিল। স্থাগণ প্রতি চাহি লজ্জিত হইল। হাসি হাসি কুজা প্রতি কহিতে লাগিন॥ সক্ষেত করিয়া হরি কহে কুজা প্রতি। কহিতে লাগিল বাক্য স্থমধুর অতি॥ শুনহ হক্ষরী এক বচন আমার। এখন গুহেতে ধনী হও আগুদার॥ পরেতে বাসনা তর করিব পূরণ। ম্ম বাক্য অক্সথ। না হবে কদাচন ॥

অত্যেতে সাধিব কার্য্য শুন বরাননী।
না হও চিস্তিত কিছু কহু সত্যবাণী॥
অবশ্য তোমার গৃহে করিব গমন।
মিথ্যা কভু নহে জেনো সত্য এ বচন॥
বিবিধ প্রকারে হরি তারে প্রবোধিয়া।
রাজপথে যায় হরি আনন্দিত হৈয়া॥
কত লীলা কত খেলা খেলে অবনীতে।
অবনীর ভার হরি হরণ করিতে॥
ভাগবত কথা হয় পরম স্রন্দর।
দাস ভাবে প্রবেণতে নিস্পাপ অস্তর॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্তরে শ্রী ের সহিত
ক্রমার মিগন কণা সমার্য।

অপ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধতুর্যজ্ঞ ভঙ্গ ! শুকদেব কছে শুন ওছে নরেশ্বর। এরপে ভ্রমেন হরি মধুরানগর॥ মধুরা-নগরে শোভা করি দরশন। কুজার কুরূপ পরে করেন মোচন।। শাস্থনা করিয়া তারে বিদায় করিল। মথুরার রাজপথে চলিতে লাগিল।। বলরাম সঙ্গে আর যত শিশুগণ। আর যত ব্রজবাদী করয়ে গমন॥ ধীরে ধীরে সকলেতে রাজপথে গেল। মধুরাপুরীর নারী আনন্দিত হ'লো॥ কেই বা গৰাক ভাৱে কেই বা ছুয়ারে। সকলে সে কালরূপ নিরীক্ষণ করে॥ হেরিয়া সে রূপরাশি সকলে মোহিত। পাগলিনী সম সবে যদনে পীড়িত ॥ যুথপতি সহ যথা করিণী সকল। সেইরূপ পুরনারী সকলে চঞ্চল। क्ट वा शृक्षत्त्र हर्त्व मित्रा छेशहात । **क्ट (नय कृष्कशत्न कृष्ट्यत होत्।** 

এইরূপে নারী যত আকুল হইল। স্মর শরে সকলেরে চঞ্চল করিল। ছিম ভিম বেশ তবে হইল তথন। কার বা থসিয়া পড়ে কটির বসন ॥ কেশপাশ আলুথালু হইল সবার। কাঠের পুত্তলি সম দেখে অনিবার॥ রূপের মাধুরী ছেরি সবে অচেতন। এইরপে পুরনারী আনক্ষে মগন॥ তদন্তর শুন রায় অপূর্ব্ব ভারতী। ধীরে ধীরে কত দূরে শ্রীকুক্তের গতি॥ কত দুরে গিয়া হরি পুরবাদীগণে। জিজ্ঞাসিল ধন্ম এবে আছে কোন স্থানে॥ দেখাইয়ে দিল পথ পুরবাদী যত। হাসি হাসি তথা হরি হয় উপনীত॥ হেরিলেন মহাধন্ম পতিত ধরায়। মহা ভয়ক্ষর সেই ইন্দ্রধন্ম প্রায়॥ রক্ষিগণ অনুক্ষণ করিছে রক্ষণ। বড় বড় বীর তার চৌদিকে বেফন। কালান্তক কাল সম মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। প্রবেশ নিষেধ করে কংসের কিন্ধর॥ না শুনে বারণ তবে দেব যতুপতি। ত্বরিতে গমনে তথা করিলেন গতি॥ ক্রোধিত কম্পিত দেব হইয়া তথন। বাম করে সেই ধনু করিল গ্রহণ॥ थमू ल'एय वरनीथात्री मटकाथ छनत । ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হেরি ভীত সবে হয়॥ তবে হরি জেনাধ করি গুণে দেয় টান। ভাঙ্গিয়া হইল ধনু মধ্যে ছুইখান। ভাঙ্গিল বিষম ধন্ম শব্দ ভয়ক্ষর। প্রশায় কালেতে হয় শব্দ যে প্রকার ॥ সেইমত মহাশব্দ হইল তথন। স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য রদাভল হইল কম্পন।। ত্রিলোকের লোক যত ত্রাসিত হইল ৷ শ্রেবণে সে মহাশব্দ জ্ঞান হারাইল।

সেই শব্দে দশদিক স্তম্ভিত হইল। জীবজন্ত আদি করি অচেতন হৈল। সে শব্দ শ্রেবণে তবে মথুরা-ঈশ্বর। যেন হয় জ্ঞানহারা সভয় অন্তর॥ ত্র্যস্তভাবে চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ। কি হ'লো কি হ'লো বলি জিজ্ঞাদে তখন॥ আকুল অন্তর তার সে শব্দ প্রবণে। ত্রাসিত হইয়ে তবে ভাবে মনে মনে॥ হেথা ধনু গুহে তবে যত রক্ষীগণ। দেখিল বিষম ধনু হইল ভঙ্গন ॥ ক্রোধিত হইল তবে যত রক্ষীদল। ধর ধর রবে তবে সকল ধাইল॥ বলে সবে ছুরাশয়ে করহ বন্ধন। শীত্র করি লয়ে চল যথায় রাজন॥ মার মার শব্দে তথা ধায় যত বীর। ঢাল তলোয়ার আর হাতে করি তীর॥ বীরগণ ক্রোধমন কম্পিত হুদয়। मात्रिवादत्र त्रामकृत्यः मत्व त्वत्भ धारा ॥ ছেরিয়া দাঁড়ায়ে তথা যত বীরগণ। মহাক্রোধে করে সবে কত আম্ফালন॥ কত অস্ত্র দোঁহা অঙ্গে করিল ক্ষেপণ। তদন্তর রামকুষ্ণ ভাই চুই জন॥ ভঙ্গ ধন্ম তুই ভাই করিল ধারণ। তাহার প্রহারে সবে বধিল জীবন॥ মরিল অনেক দৈত্য সংখ্যা নাহি তার : যারে পায় তারে তথা করয়ে সংহার॥ বধিয়া তখন তথা কংসচরগণে । রাজপথে আনন্দেতে খেলে চুইজনে॥ মহাবলবান তুই কুফ সংকর্ষণ। পুরবাদীগণ সব করে দরশন ॥ দেখিল সে মহাতেজ মহা ভয়ঙ্কর। পরম কারণ জ্ঞান হয় স্বাকার॥ চমৎকার মানি সবে চিস্তিত তথন। · হেনরূপে খেলে পথে ভাই চুইজন ॥

মধুরার পথে খেলে হ'য়ে আনন্দিত। হেনকালে গোপগণ সবে উপনীত॥ নন্দ আদি গোপ আর ব্রজ শিশু যত। সেই স্থানে দকলেতে আইল ছরিত॥ গোপ সহ তুই ভায়ে হইল মিলন। সেই স্থানে বিশ্রাম লভিল সর্বজন॥ নিশিতে আনন্দ চিত্তে রহিল তথায়। ছান। ননী ক্ষীর সর সকলেতে খায়॥ স্থথেতে সে নিশা তথা করিয়ে যাপন। রাম সহ হরি হয় আনন্দে মগন॥ হেথা ভাঁত রহে কংস চিন্তিত সংশয়। রাত্রেতে স্বপন দেখি চঞ্চল হৃদয়॥ অতীব কাতর রায় হইল তখন। কৃষ্ণ পরাক্রম কংস করিয়ে প্রবণ॥ সাজিল অসংখ্য সেনা মহাবলবান। হেলায় হরিল শিশু সবাকার প্রাণ॥ কংসরায় মহাকায় চিন্তায় মগন। ভারন্ধর স্বপ্ন যত করে দরশন॥ ঘোর স্বপ্ন দেখি রাজা কম্পিত হইল। মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দরশন কৈল। বিকৃত আকার সেই হয় দণ্ডধারী। নগ্নবেশে নূপ পাশে যায় শীঘ্র করি॥ যমদণ্ড সম দণ্ড করি উভোলন। কংসের মন্তকে যেন করিল ঘাতন। অমনি সে রাজা তথা কাঁপিয়া উঠিল। অকস্মাৎ শিরে যেন অশনি পড়িল। ছায়াতে না হেরে মাথা করয়ে চিন্তন। ভামু শলী ছুই করে করে দরশন॥ বিক্বতি বরণ হেরে যত ব্লহ্মদল। আপন ছায়াতে ছিদ্র দেখিল সকল॥ নিজ পদাঙ্গুলী নাহি করে দরশন। শব সঙ্গে সঙ্গম করয়ে অফুক্ষণ॥ গৰ্দভ যানেতে উঠি ক্রন্দন করিছে। रिजनहीन व्यात्र खता माना य कृतिहा ॥

এইরূপে কংস স্বপ্ন করি দরশন। নি<u>দা</u>ভঙ্গে মহারাজ সচিন্তিত মন ॥ মহা অমঙ্গল সব দরশন করি। চরম চিন্তায় মগ্র চারিদিকে হেরি॥ প্রভাতে উঠিয়া রাজা পাত্র মিত্র দনে। আসিয়া বসিল সবে রাজ-সিংহাসনে॥ অধৈৰ্য্য হইয়া কংস সেই সভান্থলে। স্বপ্ন বিবরণ কথা সকলেরে বলে॥ শুনিয়া সে কথা সবে হইল বিশ্বয়। শোকের সলিলে তবে সবে মগ্ন হয়। তবে যত মন্ত্রীগণ উপায় করিল। দিব্য এক মহাসভা রচিত *হইল* ॥ স্থনির্মাল রঙ্গস্থল করিল নির্মাণ্ড। বড় বড় বীরগণে রাখে সেই স্থান॥ মহা উচ্চ মঞ্চ দ্ব হুইল গঠিত। শাজাইল পুষ্পমাল্যে করি হুরঞ্জিত॥ মঞ্চের উপরে শোভে বিচিত্র নিশান। বড় বড় মঞ্চ সব হইল নিশ্মাণ॥ দর্শকের দৃশ্য হেতু আর কত ঘর। সবে আসি সভাস্থলে বসিল সত্বর॥ মুনি ঋষি আদি করি যতেক ভ্রাহ্মণ। বসিবার স্থান সব করিল নির্মাণ॥ এইমত কত শোভা নিশ্মাণ করিল। মল্ল স্থান দেখিবারে কত লোক এল॥ যথাস্থানে বসিলেন পুরবাসীগণ। নিজ নিজ স্থানে আসি বদে সর্বাজন॥ নরপতিগণ সবে আপন মঞ্চেতে। বসিলেন কংসরায় উচ্চ আসনেতে॥ পাত্র মিত্র সকলেতে করিয়া বেষ্টন। উচ্চ মঞ্চে কংগ্রায় বসিল তথন॥ ভীতমতি নরপতি কম্পিত হৃদয়। হুদি করে হুরু হুরু কণ্ঠ শুক্ষ প্রায়॥ ভয়ে আকুলিত চিত চাহি কৃষ্ণপানে। শিহরিত হয় কংস থাকি ক্ষণে ক্ষণে॥

বীরগণ (১) আক্ষালন করিয়ে তথন।
নাচিতে নাচিতে সবে করিল গমন॥
মহানন্দে নন্দহত নিধন করিতে।
ধাইল সে রঙ্গছলে মহা আনন্দেতে॥
হেনমতে রঙ্গছলে হইল নিশ্মাণ।
ভাগবত কথা হয় মধ্র সমান॥
একমনে যেই নর শুনে অবিরত।
নিশ্চয় বৈকুঠে যায় বেদের লিখিত॥
ইতি শ্রীমভাগবতে দশমব্দ্ধে ধহুর্বজ্ঞ ভঙ্গ সমার।

वाश औक्रक कर्ड्क क्रानत रखी निधन। অনন্তর নররায় করহ শ্রবণ। প্রভাত সময়ে তবে দেব নারায়ণ ॥ প্রাত্তকুত্য সমাপন করিয়া সকলে। রামকৃষ্ণ উপনীত হন রঙ্গন্থলে॥ বাজিছে বিষম বাভা রঙ্গম্বল ছারে। ডাকিতেছে বীরগণ বিষম চীৎকারে॥ ছারে উপনীত হয় জগত-জীবন। শ্রেবণ দুন্দুভি বাদ্য আনন্দিত মন॥ দরশন করে ছারে হস্তী ভয়ঙ্কর। মহা কুবলয় নাম শুন নরবর॥ দার রুদ্ধ করি হস্তী দাঁড়াইয়া আছে। খন খন ভণ্ড নাড়ি মদ উগারিছে॥ তাহা দরশনে কহে বলরাম প্রতি। যুদ্ধের উদ্যোগ ভাই করহ সম্প্রতি॥ ত্বই ভাই যুক্তি করি আঁটিল বদন। কল্পিল যুদ্ধের সাজ করিবারে রণ॥ আরক্ত লোচনে হস্তীপতি সম্বোধিয়া। জলদ হস্তীর নাদে রোষিত হইয়া॥ বলে শীঘ্ৰ দ্বার ছাড় ওহে হস্তীপতি। দার হ'তে যাহ হস্তী তুমি শীঘ্রগতি ॥

>। চাহুর, বুটিক, কুট ও ভোৰণ ইত্যানি বীর্মাণ।

বঙ্গন্ধলে যাব মোরা শুনহ বচন। যন্তপি না ছাড় পথ বধিব জীবন ॥ অষ্ঠথা না কর শীঘ্র যাও স্থানাস্তর। পথ হ'তে লহ করী ছাড় রঙ্গ দার॥ নতুবা এ কুবলয় যাবে যমঘর। তোমাকেও পাঠাইব শমন নগর॥ এতেক বচনে তবে সেই হস্তীপতি। হস্তীর পৃষ্ঠেতে থাকি হয় ক্রোধমতি **॥** করীর মস্তকে করে অঙ্কুশ ঘাতন। একে মন্ত হস্তী তাতে পাইল পীড়ন। উন্মন্ত হইল করী মহা ভয়ক্ষর। কালান্তক যম সম ধরিল আকার॥ প্রক্ষলিত ছতাশন যুগল নয়ন। শ্রীকৃষ্ণ নিকটে হস্তী করিল গমন॥ শুগু দেখাইয়ে হস্তী ধাইল সম্বরে। ধরিল ক্লফেরে তবে সক্রোধ অন্তরে॥ আছাডি মারিতে হস্তী হইয়া সম্বর। দলিতে আপন পদে ভাবে হস্তীবর॥ তবে হরি ক্রোধ করি বিক্রম প্রকাশে। দূরে দাঁড়াইল হস্তী ভয়ে কাঁপে ত্রাদে॥ তবু মত্ত কুবলয় ক্রোধিত অস্তর। আস্ফালন করি করে নাদ ভয়কর॥ **ठातिमिएक एक्ट्रत रखी कृ**टक धतिवादत । রঙ্গালয় ভূমিতলে ঘন দৃষ্টি করে॥ মহাক্রোধে চারিদিকে করয়ে জ্রমণ। ক্ষণপরে শ্রীকুষ্ণেরে করিল ধারণ॥ শুতে ধরি ঐকুঞেরে আছাড়িতে যায়। বিক্রম কেশরী হরি আছাড়িল তায়॥ হস্তী শুশু হ'তে পুনঃ দূরে দাঁড়াইল। পুনঃ হস্তীবর তথা ঘুরিতে লাগিল 🛭 তবে হরি মহারোষে হস্তীরে তথন। বলে পুচ্ছ ধরি মহাবলে আকর্ষণ ॥ বাম হত্তে ধরি হরি হক্তীরে ফেলায়। পড়িল দূরেতে হস্তী ব্যথিত হাদয় 🛊

চঞ্চে ধরিয়া সর্প যথা খগবর। (১) সেইমত হস্তিবরে ফেলে যতুবর ii তবে মহা-ক্রোধান্বিত হয় কুবলয়। পাক দিয়া চারিদিকে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ তদন্তর যতুবর পুনশ্চ ধরিল। वामिं क्विलार्य थित युताहेल ॥ এইমত বার বার হস্তীরে ঘুরায়। পরম আনন্দে হরি খেলিয়া বেড়ায়॥ হস্তী সহ খেলে হরি আনন্দিত মন। গো-শিশু লইয়ে খেলে যথা শিশুগণ॥ হস্তী সহ যুদ্ধ করে নন্দের কুমার। পুচেছ ধরি ঘুরাইল করি চক্রাকার॥ এইরূপে যুদ্ধ খেলা করি কিছুক্ষণ। হস্তীর সম্মুখে আসি দাণ্ডায় তখন॥ यथन म कित्रवत्र कृष्क्षत्त्र (मिथल । ধরিতে সে নারায়ণে শুগু প্রসারিল ॥ অমনি দে মহাক্রোধে দেব নারায়ণ। মারিল বিষম মৃষ্টি হস্তীরে তথন॥ বিষম মৃষ্টির ঘায় তবে করিবর। পলাইল কিছু দূরে অস্থির অস্তর॥ উদ্ধ পুচেছ ধায় হস্তী পিছু নাহি চায়। তদন্তরে যতুরায় পাছু পাছু ধায়॥ তবে হরি হস্তী পুচ্ছ করিয়ে ধারণ। ফেলাইল ভূমিতলে করি আকর্ষণ॥ ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় হস্তিবর। অচেতন প্রায় হ'য়ে অস্থির অন্তর ॥ চেতন পাইয়া হক্তী উঠি দাড়াইল। ইচ্ছা করি তবে হরি ভূতলে পড়িল॥ অলক্ষিতে যতুরায় উঠিয়া তথন। দূরে দাঁড়াইল গিয়া দেব নারারণ॥ করিবর মনে ভাবে ভূমে পড়ি ছরি। দক্ষের আঘাতে ক্ষিতি বিদারণ করি ॥

দত্তে বিদারণ ভূমি ক্রোধেতে করিল। সমস্ত বিক্রম তার বিফল হইল। মহাকোপে চারিদিকে ভ্রময়ে বারণ। ধরিবারে নব্দহুতে করিল গমন॥ পুনশ্চ আসিয়ে ক্বন্ধে শুণ্ডে জড়াইল। মহাপরাক্রমে কুষ্ণে টানিতে লাগিল॥ মহাবল করি কুষ্ণে করে আকর্ষণ। এক পদ নড়াইতে না পারে বারণ॥ অচল পর্বত সম আছে যতুবর। আকর্ষণ করে করী অন্থির অন্তর॥ মহাক্রোধে ধরি তারে শ্রীনন্দনন্দন। তুই হস্তে করিশুগু করিয়ে ধারণ॥ চক্রাকারে মহাগজে ঘুরায় তখন। মহাক্রোধে ভূমিতলে করিল পাতন ॥ ভূমিতলে ফেলি হরি করে পদাঘাত। সেই ঘায় কুবলয় হইল নিপাত॥ মহাশব্দ করি করী ছাড়িল জীবন। হস্তিশব্দে কংসরায় হারায় চেতন॥ তবে হরি ক্রোধ করি করী শুগু ধরি। উৎপাটন করে দস্ত আস্ফালন করি॥ সেই দম্ভাঘাতে বধে সেই হস্তিপতি। দূরে ফেলাইল তারে দেব যহুপতি॥ আনন্দ অন্তরে পরে করিল গমন। কুবলয় হস্তিদন্ত হস্তেতে শোভন॥ বলরাম সঙ্গে তবে চলিতে লাগিল। হাসি হাসি রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিল॥ মহানন্দে মহামতি করিছে গমন। বিন্দু বিন্দু রক্ত অঙ্গে হতেছে শোভন॥ কুষ্ণ অঙ্গে রক্তচিহ্ন কত শোভা তায়। তার মাঝে বিন্দু বিন্দু বর্ম্ম নিঃসরয়॥ বলরাম ব্রঙ্গশিশু আর গোপগণ। সঙ্গে হরি রঙ্গালয়ে করিল গমন। গজনন্ত শোভে করে ভাই ছুইজনে। হেরিল সে অপক্ষপ যত সভাক্রনে 🛭

অছুত্র মূর্তি সবে দরশন কৈল। যে ভাবে যে দেখে তার সেইরূপ হৈল॥ ভক্তগণ দেখে কুষ্ণে ভকত রঞ্জন। ভক্তাধীন ভগবান পরম কারণ 🛚 কালান্তক যম সম মল্লগণ ছেরে। মহাবলবন্ত যথা বজ্লের আকারে॥ মথুরানগরবাসী প্রজা ছিল যত। তাহারে দেখিল যত নুপবর মত্॥ শান্তমূর্ত্তি সদাশয় প্রজার পালক। শক্রগণ দেখে যেন জ্বলন্ত পাবক॥ নারী যত হরষিত রূপ দরশনে। যেন কাম মূর্ত্তিমান চিল্ডে মনে মনে॥ নন্দ আদি গোপ যত দেখিতে লাগিল। ব্রজের গোপাল বলি সকলে জানিল।। ত্রজশিশু সহ হরি থেলে যে প্রকারে। সেইরূপ ব্রজবাসী দেখিল তাঁহারে॥ হেরিল নুপতিগণ শান্তিদাতা বলি। বহুদেব পুত্ররূপে দেখিল সকলি॥ মুনিগণ অনুক্ষণ করে দরশন। বিরাট যুরতি কুষ্ণে হেরিল তথন ॥ কংসরায় মহাকায় কুষ্ণেরে দেখিল। শমন সমান রূপ নয়নে হেরিল। যোগীগণ যোগে বসি দেখে নারায়ণ। পরম কারণ সেই শ্রীমধুসূদন॥ এইরূপে কুফরূপ সকলে হেরিল। বলরাম সঙ্গে হরি রঙ্গালয়ে গেল॥ হেথায় বিনাশি কুবলয় হস্তিবরে। ছুই ভাই প্রবেশিল হরিষ অস্তরে॥ ছুইজ্বে কংসরায় করি দরশন। ভয়ঙ্কর কাল সম তুরন্ত দর্শন ॥ কংসরায় হেরি তায় ভয়েতে আকুল। উদ্বিয় হইল কংস স্থুলে হয় ভুল॥ এক দুক্টে তুই ভাই করে দরশন। রণন্থলে বিরাজিত ভাই চুইজন 🛚 🕻

। পরম হৃন্দর বেশ যুগল নয়ন। আজাত্মলন্বিত বাহু বলয় ভূষণ ॥ বিবিধ রক্তন অঙ্গে হ'য়েছে শোভিত। গলে দোলে বনমালা বিচিত্র রচিত। বক্ষে শোভে মনোহর কৌস্তুভ ভূষণ। কটিদেশে মনোহর স্থপীত বসন॥ শোভিত হুন্দর বেশে ভাই চুইজন। न वे यथा नागानात्य कत्रत्य नर्छन ॥ সমুজ্জল আভা সম দরশন করে। মঞ্চের উপরে বসি যত নরবরে॥ মহানন্দে সভাস্থিত যত মহাজন। মনোহর যুগারূপ করে নিরীকণ॥ কেহ বলে সাধারণ ছুই ভাই নয়। নররূপে নারায়ণ জনম লভয়॥ এইরূপে সকলেতে কহিতে লাগিল। ভূবনমোহন রূপে সকলে ভূলিল॥ নয়নে হেরিয়া সেই সে চাঁদ বদন। আনন্দ-দলিলে সবে হইল মগন॥ পরম সক্ষর রূপ সকলে হেরিল। একেবারে সভাজন বিশ্বয় মানিল।। আশ্চর্য্য হইয়া তবে কহে সর্ববজন। মানব না হবে কভু ভাই চুইজন॥ পরম পুরুষ হবে জানিতু নিশ্চয়। জগৎ কারণ দোঁহে নাহিক সংশয়॥ বহুদেব গুহে দোঁহে জনম লভিল। ব্রঙ্গপুরে নন্দালয়ে গোপন রাখিল। রহিল নন্দের গৃহে হর্ষে কিছুকাল। পুতনা সংহার করে এই মহাবল ॥ **ज्**गावर्ड जानि कति जञ्जरत विधन। শিশুকালে মায়ারূপী রুক্ষ উপাড়ির ॥ ব্যোমকেশ দৈত্যবরে করিল নিধন। অবছেলে করে সেই দাবাগ্নি ভক্ষণ॥ বিষম কালিয় নাগ দমন করিল। দেবেন্দ্রের দর্প যত সকলি হরিল॥

বামহত্তে ধরে সেই গিরি গোবর্দ্ধন। মহাবেগে ইক্স বারি করিল দমন॥ অতঃপর ব্রজ্ঞধাম রক্ষিবার তরে। সপ্তাহ রাখিল ধরি সেই গিরিবরে॥ এমন হুন্দর কান্তি করি দরশন। ব্রজ গোপিকার সব ছঃখ বিমোচন ॥ যতুকুলে জন্ম লয় জগৎ কারণ। দেখিতে স্থন্দর রূপ ভূবনমোহন॥ বলরাম গুণধাম অগ্রজ ইহার। প্রলম্ব অন্তরে ইনি করেন সংহার॥ তালবন রক্ষা কৈল বিনাশি তাহায়। এইরূপে নানাজনে নানা গুণ গায়॥ পরে শুন নরবর অদ্ভুত কথন। রঙ্গছলে নানা কথা কহিল তথন॥ ভুরী ভেরী কাঁদি ঢোল বাজে শত শত। বাদ্য শব্দে মল্লগণ খেলে অবিরত॥ त्रऋल छुटे जन माँ जारेरा तरह। চামুর মৃষ্টিক তবে তাহাদেরে কছে॥ শুন কহি নন্দস্তুত মোদের বচন। আর কহি শুন ওহে তুমি সক্ষর্ণ॥ মহা বলবান হও ছই সহোদর। সে কথা শ্রবণে আজ কংস নরবর॥ মল্লযুদ্ধে স্থনিপুণ তোমরা তুজন। তোমাদের আনিয়াছে করি নিমন্ত্রণ॥ অতএব কহি শুন নন্দের কুমার। মল্লযুদ্ধ কর এবে সঙ্গেতে আমার॥ শ্রবণে তাদের কথা কছে যতুরায়। যুদ্ধের কি জানি মোরা গোপের তনয়॥ ধসুর্যজ্ঞ দরশনে আইন্যু হেথায়। আমাদের প্রতি হেন কতু না জুয়ায়॥ কুষ্ণের বচনে তবে চাতুর কহিল। মল্লযুদ্ধ হেরিবারে নৃপতি ইচ্ছিল॥ মহারাজ কংসরায় করিবে দর্শন। এই হেডু ভোমাদের হেণা নিমন্ত্রণ 🖁

মল্লযুদ্ধ কর আজ আমাদের দনে। প্রফুলিত হবে রাজা তাহা দরশনে॥ সম্ভুষ্ট হইবে নৃপ ভোমাদের প্রতি। অতএব নন্দস্থত এদ শীঘ্ৰগতি॥ নুপতি সম্মান হেতু হেখা আগমন। রাখহ রাজার মান তোমরা তুজন॥ ভূপতি হইলে তুফ সবে তুফ রয়। শাস্ত্রের বচন ইহা মিথ্যা কছু নয়॥ অতএব মল সহ কর মল খেলা। আমাদের বাক্যে নাহি কর অবহেলা॥ শুনিয়া চান্তুর বাণী যশোদা-তনয়। মুত্র হাসি মল্ল প্রতি যত্নপতি কয়॥ শুন ওহে মল্লবর কহি বাক্য সার। রাজার সম্মান রক্ষা উচিত সবার॥ ভূপতির মান্ত রক্ষা অবশ্য করিব। অমুজ্ঞা পালনে তার বিরত না হব 🏾 আনিল মোদের হেথা করি নিমন্ত্রণ। রাজ অনুগ্রহ ইহা জানে সর্বজন॥ রাজার জানিত ব্যক্তি হয় যেইজন। তার সম এ সংসারে কেবা মহাজন॥ মল্লযুদ্ধ হেছু যদি হেথায় আনিল। এর হ'তে কিবা হুথ আছে আর বল।। আর এক কথা কহি 😎 নমলবর। বলহীন হই মোরা বয়সে কুমার॥ তবে আমাদের প্রতি উপযুক্ত হয়। সমবলী সহ যুদ্ধ করিব নিশ্চয়॥ আনন্দ উদয় তবে হইবে অস্তরে। সার কথা কহিলাম আমি স্বাকারে॥ নুপতি আনন্দ দোঁছে অবশ্য সাধিব। সম বলী সহ যুদ্ধ কেন না করিব॥ আনি দেহ তুল্য বলী যত মলগণ। করিব তাদের সহ মলযুদ্ধ রণ॥ আর এক কথা বলি কর অবধান। অধর্ম না হয় যেন সভা বিভাষান #

নৃপতি সম্মুখে ক্রীড়া কৌতুক করিব। স্বকার্য্য সাধিতে কডু বিরত না হব॥ আর শুন পরীক্ষিত অপূর্ব্ব কাহিনী। শ্রীকুষ্ণের মুখে সবে এই কথা শুনি॥ তদন্তর কংসচর কহিল তথন। वय़रम रेगमव वर्षे वरम विष्क्रम ॥ মহাবলধর হও তুই সহোদর। কেবা আঁটে বলে তোমা দোঁছার সোসর॥ হেলায় বধিলে ভূমি হন্তী কুবলয়। কত বল ধর তার সংখ্যা নাহি হয়॥ মহাবলী পরাক্রমী তোমরা তুজন। মম সহ যুদ্ধ তুমি করহ এখন॥ শাস্ত্রের উচিত হয় যোদ্ধার উচিত। যে যাচে তাহার সঙ্গে যুদ্ধই উচিত॥ ভূমি মোর সঙ্গে যুদ্ধ করহ এখন। মৃষ্টিকের সহ রণ কর সঙ্কর্যণ॥ কহিলাম সার কথা তোমার সাক্ষাতে। দাস ভাষে হরিকথা শুন প্রবণেতে॥ পাপ তাপ দূরে যাবে বেদের বচন। মহাপাপীগণে সব উদ্ধার কারণ॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশম স্বন্ধে কুবলয়

रकागरण्य प्राप्त करता हडी निधन गर्याश्च ।

अथ कः न निधन।

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি।
এইরপে কহে কৃষ্ণ চামুরের প্রতি॥
তবে কতক্ষণ পরে চামুর কহিল।
রাজ আজ্ঞা পালিবারে বিলম্বে কি ফল॥
আইন করহ যুদ্ধ মোদের সহিত।
যুদ্ধ করি কর নূপবরের পিরীত॥
মোর সহ ভূমি যুদ্ধ করহ এখন।
মুষ্টিকের সহ যুবা ওহে সক্ষর্যণ॥
তবে দেব যতুপতি আনন্দে মাতিল।
পরস্পর চারিজনে মল্ল আরম্ভিল॥

আঁটিয়া সাটিয়া পরে কটির বসন। তাল ঠুকি তুই ভিতে রহে তুইজন॥ প্রথমেতে হাতে হাতে হয় ঠেলাঠেলি। তদস্তরে বুকে বুকে পরে গলাগলি॥ পদে পদে আঘাতয়ে তবে পরস্পর। জাসুতে জাসুতে যুদ্ধ হয় তদন্তর॥ মাঝে মাঝে চারিজন হুক্কার ছাড়িছে। প্রলয়ের কালে যেন পবন ডাকিছে॥ মাথে মাথে পরস্পর হ'তেছে ঘর্ষণ। প্রলয়কালেতে যেন বিচ্চ্যুৎ পতন॥ এইমত পরস্পর মল্লযুদ্ধ করে। দোঁহে গড়াগড়ি যায় ভূমির উপরে॥ কেহ উচ্চে কেহ নীচে উত্থান পতন। কভু রণস্থল মাঝে করয়ে ভ্রমণ॥ জড়াজড়ি ধরাধরি পড়ে ভূমিতল। কেছ আগু কেছ পাছু কেহ রণস্থল॥ ভূমিতলে বসে কভু বেগেতে গমন। ঘন ঘন খাস ছাড়ে করে আফালন॥ ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ আরক্ত লোচন। এইরূপে মল্লক্রীড়া করে নারায়ণ॥ **७** प्रक्रत महायू**क र**प्त त्रनं**य**्त । উঠিল বিষম শব্দ মল্ল করতালে॥ চট চট শব্দে স্বার বধির শ্রবণ। হইল অন্তত রণ বিষম দর্শন॥ সভাসদগণ সবে ভয়েতে কাতর। নারীগণ দরশনে ব্যাকুল অন্তর॥ মানদে বিচারি তথা কোন প্রয়োজন। কহিলে পরস্পারে করি সম্বোধন।। বলে একি কংসরাজ অধর্ম করিল। কৌশলে বধিতে শিশু এ কার্য্য করিল ॥ পাপ সভামাঝে থাকা উপযুক্ত নয়। নিতান্ত শৈশব এই নন্দের তনয়॥ মহামল্ল হয় এই কংসের পালিত। শিশু সহ যুদ্ধ কভু না হয় উচিত ॥

হেন কদাচার কার্য্য নহে দরশন। রাজার উচিত নহে এ সভা স্ক্রন॥ আপনি দেখিছ বসি একি অবিচার। যুগল বালকে এবে করিবে সংহার ॥ কি আর কহিব এই সভাসদ জনে। অধর্ম অর্জ্জয়ে রাজা সভা বিগুমানে॥ চাত্র মৃষ্টিক ছই মহামল্ল হয়। বক্সদম দেহ তার খ্যাত ধরাময়॥ বিষম আক্রতি যেন হয় গিরিবর। স্থকোমল তাহে এই যুগল কুমার॥ ইহাদের সহ যুদ্ধ যুক্তি কভু নয়। হেন অনুচিত কর্ম যেই স্থানে হয়॥ অধর্মেতে পরিপূর্ণ এই সভাস্থল। বিজ্ঞের উচিত নহে রহে ক্ষণকাল।। অধর্ম অভিন্ততে নৃপ হেন কর্ম করে। এখানে রহিতে যুক্তি হয় কি প্রকারে॥ অধর্ম আচার যদি করে কোনজন। ধান্মিক সে স্থানে নাহি রহে কদাচন॥ আর যে ধার্ম্মিক যদি উচিত না কয়। নরকে গমন করে জানিবে নিশ্চয়॥ মহাপাপে লিপ্ত হয় কহিলাম সার। ধর্ম সভা যথা তথা এত পাপাচার॥ এইমত বলাবলি করে সভাজন। মহারঙ্গে যুদ্ধ করে দেব নারায়ণ॥ মনের আনন্দে হরি মল্লক্রীড়া করে। ঘোর রবে ছুই ভাই আনন্দ অস্তরে॥ মালসাট মারি মল পাছু পাছু ধায়। পট পট শব্দ শুনি চাপড়ের ঘায়॥ শ্রমজল ললাটেতে বহিল তথন। বিন্দু বিন্দু ঘর্ণ্মে ভিজে সে শশী-বদন ॥ পদ্মপত্রোপরি জল শোভিত যেমন। সেইমত শোভিতেছে শ্রীকৃষ্ণ বদন॥ মহাক্রোধে বীরগণ কাঁপিতে লাগিল। ছুই চকু দোঁহাকার লোহিত হইল।

এইরূপ মল দহ ভাই ছুইজন। ঘোরতর যুদ্ধ করে সহাস্ত বদন॥ রমণী সকলে তাহা দরশন করি। স্বপ্রেম অন্তরে তবে কহে বীরি ধীরি॥ আহা কিবা রূপরাশি কর দরশন। কত ভাগ্য ধরে সেই রুন্দাবন বন॥ মহাভাগ্যবতী সেই পুণ্যের আধার। যার কোলে সদা হরি করেন বিহার॥ গো-চারণ করে হরি আনন্দ অন্তরে। তাহা হ'তে আর কেবা বল ভাগ্য ধরে॥ পরম পুরুষ সেই পরম কারণ। করিল অদ্ভুত লীলা না হয় বর্ণন॥ বলরাম সহ আর স্থাগণ সঙ্গে। পুণ্যতমা রুন্দাবনে খেলে নানা রঙ্গে॥ যেই পদ অনুক্ষণ রাধা দেবা করে। নাহি পায় যেই পদ যতেক অমরে॥ যে পদ সেবিতে ইচ্ছা করে মহেশ্বর। কত যুগ অনশনে থাকে যোগিবর॥ কৃষ্ণপদ ভাবে সদা একান্ত মনেতে। তবু সেই পদ নাহি পায় কোনমতে॥ কত পুণ্য করে সেই ব্রজের কামিনী। কুষ্ণপদ সেবে তারা দিবস যামিনী॥ ধষ্য সেই বুন্দারণ্য কত পুণ্য তার। হুদিপরে ধরে পদ যেই নিরন্তর॥ কুষ্ণ পদায়ত পান করে অবিরত। পূর্বেব কত তপ কৈল ব্রজনারী যত॥ সেই পূণ্যে জ্রীকৃষ্ণেরে দেখে অনুক্ষণ। কত পুণ্য করেছিল ব্রজবাসিগণ॥ মনোহর রূপ সদা নয়নেতে হেরে। নিরম্ভর দেখে সেই বদন শশীরে।। কত রূপ কৃষ্ণ প্রতি করে নিরীক্ষণ। মুখে কৃষ্ণ নাম হ্রধা করে বরিষণ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তারা কৃষ্ণে সঁপি প্রাণ। তন্ময় হইয়ে দদা গাহে কুষ্ণ গান॥

কতরূপে নাম কৃষ্ণ ( ১ ) কীর্ত্তন করিছে। কুষ্ণ নামায়ত তারা সতত পিয়িছে॥ অবিরত কৃষ্ণ চিন্তা কৃষ্ণগুণ গান। গোপী সব কৃষ্ণপ্রেমে নিয়ত মগন॥ চিন্তা ধ্যান যত সব কৃষ্ণ নাম সার। কুষ্ণ ছাড়া গোপী সবে হেরে অন্ধকার॥ শ্রবণ কীর্ত্তন গান নাম সদা গায়। (वर्वतर म्य मत्य व्यूक्ष रहा॥ প্রাতঃসন্ধ্যা ছুইকালে শুনে বেণুরব। বেণুরবে গোপী সব করয়ে উৎসব॥ গো-চারণে যায় হরি দেখে গোপিগণ। আনন্দ অন্তরে করে কৃষ্ণ দরশন॥ হেনমতে গোপী যত সদা হথে রত। ব্রজনারীগণ হায় পুণ্য করে কত। কত ভাগ্য গোপীকার কহিতে কে পারে। অসুক্ষণ কৃষ্ণমুখ নির্থে সকলে॥ যথন গোপিকানাথ গোপী পানে চায়। আনন্দ সাগরে গোপী সাঁতারি বেড়ায়॥ এইমত নারীগণ কথা কত বলে। ঘন ঘন কুষ্ণমুখ নিরখে সকলে॥ পরে হরি মনে মনে করিল বিচার। এখন উচিত হয় শক্রুর সংহার॥ তবে ভগবান তথা শক্রর নিধনে। বিচরেন ছুই ভাই আনন্দিত মনে॥ চামুর কৃষ্ণের সহ যুঝিছে প্রচুর। বলরাম সহ সেই মৃষ্টিক নির্ভুর॥ দোঁহা সনে তুইজন মহাযুদ্ধ করে। কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শে দোঁহা কাতর অন্তরে॥ তবে মহাক্রোধে সে চামুর দৈত্যবর। দারুণ প্রহার করে অঙ্গেতে তাহার॥

১। গো-বোহন, বহন, দ্বিন্থন, গেপন, অন্তের মার্জন, নোদন, আন্দোলন, এইনকণ কার্য্যে এজনারী-গণ কুক্তগুণ গান ক্রিড। কৃষ্ণ অঙ্গে মৃষ্ট্যাঘাত করে দৈত্যপতি। কিঞ্চিৎ বেদনা নাহি পাইল শ্রীপতি॥ দৈত্যের প্রহারে এক পদ নাহি টলে। তবে হরি ধরিলেন চান্থরের চুলে॥ চুলে ধরি চামুরেরে উর্দ্ধেতে ভুলিল। মহাক্রোধে ধরি তারে ঘুরাতে লাগিল। কুম্ভকার চক্র যথা হয় বিঘূর্ণন। সেইমত ঘুরি দৈত্য ছাড়িল জীবন॥ মৃত দৈত্য ভূমিতলে হইয়া পতন। চূৰ্ণিত হইল অস্থি দেখে সৰ্ববজন॥ পর্বত সমান বীর পড়ে ভূমিতলে। পড়িল চামুর বীর সেই রণস্থলে॥ তাহা দেখি মহাবীর দেব সক্ষর্য। যুষ্টিকে বধিতে তবে করিল চিন্তন॥ তবে বলভদ্ৰ মনে চিন্তিত হইল। ক্রোধে সর্ব্ব অঙ্গ তাঁর কাঁপিতে লাগিল॥ ছুই আঁখি ব্লক্তবর্ণ ক্রোধে কাঁপে কায়। মহাকোপে মৃষ্টিকেরে মারে এক ঘার॥ মারিল চাপড় এক তার বক্ষঃস্থলে। কাঁপিতে কাঁপিতে বীর পড়ে ভূমিতলে॥ বিষম চপেটাঘাতে অস্থির তখন। ঝলকে ঝলকে করে রুধির বমন॥ তথন ত্যজিল প্রাণ সেই রণস্থলে। মহারুক্ষ পড়ে যথা প্রলয়ের কালে॥ তদন্তর নরবর করছ শ্রবণ। মহাকায় মল তথা আসে একজন॥ তাহা দেখি বলরাম কম্পিত অধরে। মুষ্টি প্রহারে তারে বাম হন্তে করে॥ সেই মুফ্ট্যাঘাতে বীর ত্যজিল জীবন। তদস্তর আর মল্ল (১) আইল তখন ॥ তাহারে মারিলা তথা ভাই চুইজন। এইরূপে মলগুণ করিল নিধন ॥

পড়িল সে মলগণ সেই রঙ্গন্থলে। ভয়ার্ত্ত হইয়ে মল পলায় সকলে ॥ পলাইয়া মল্লগণ জীবন রাখিল। চারিদিকে হাহাকার শব্দ যে উঠিল। তবে কৃষ্ণ বলরাম মহানন্দ চিতে। ব্রজ-শিশুগণ তবে লইয়ে সঙ্গেতে॥ মহারঙ্গে রণস্থলে নাচিতে লাগিল। বিষম রণের বাতা বাজিয়া উঠিল। वािकन विषय वाि विषय (म तान। হাহাকার শব্দে চারিদিকে গগুগোল॥ বলরাম সহ কুষ্ণ আর স্থাগণ। নাচিতে লাগিল সবে করে নিরীক্ষণ॥ সভাজন হুইজনে প্রশংসিল কত। কংস ভিন্ন সকলেতে আনন্দিত চিত। হর্ষমনে সভাজনে কহিল তথন। মহাবীর রাম কৃষ্ণ ভাই তুইজন॥ এত কহি সকলেতে প্রশংসা করিল। শ্রবণে কংসের মনে ক্রোধ উপজিল॥ মারিল দে মল্লগণে যবে মহাবীর। ভয়েতে কংসের প্রাণ হইল অস্থির॥ মহাভায়ে কংসরায় হইল চঞ্চল। ভীতমতি হয় অতি হৃদয় বিকল ॥ চারিদিকে অন্ধকার করে দরশন। य फिरक नितरथ (फर्थ नरम्पत नम्पन ॥ চারিদিকে অমঙ্গল দরশন করে। মহাভয়ক্ষর মূর্ত্তি সম্মুখেতে ছেরে॥ ব্যাকুল ছদয় কংস হইল তথন। বাগ্যভাগু মহারোল করে নিবারণ॥ কংসের আজ্ঞায় সবে নিস্তব্ধ হইল। সেনাগণে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল॥ শুন যত দূতগণ বচন আমার। মম আজা পাল সবে সহর এবার॥ মহাবলবান বহুদেবের তনয়। विधल माज्ञन इन्ही महाकूवलय ॥

বধিল সে মহামল সাক্ষাতে দেখিলে। অতএব সাবধান হইবে সকলে 🛭 আসি এ নগর মাঝে এ কার্য্য করিল। বড় বড় বীরগণে অক্লেশে মারিল। তাহা দরশনে প্রাণ স্থির নাহি হয়। নগর হইতে দোঁহে করহ বিদায়॥ শীত্র এ মধুরা হ'তে করহ বাহির। আকুল অন্তর মোর প্রাণ নছে স্থির॥ ব্ৰজ হ'তে আদিয়াছে যত গোপগণ। বলে কাড়ি লছ এবে সবাকার ধন॥ নন্দ আদি গোপগণে বধহ সম্বর। শীঘ্রগতি বস্থদেবে করহ সংহার॥ উত্রসেন দেবকীরে বাঁধিয়া আনহ। তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে দোঁহে এথনি বধহ॥ মম বাক্য শীত্র করি করহ পালন। সত্বরেতে এ সবার বধহ জীবন॥ মম বাক্য অস্থা করিবে যেইজন। তা সবারে পাঠাইব শমন ভবন॥ মহাকোপে দূতগণে কহে কংসরায়। দ্রশ্বতি ঘটিল তার ওহে নররায়॥ কংসের বচন শুনি দেব দামোদর। বিরাট আকার হরি ধরিল সম্বর॥ क्लाधमुख्ये **ठातिमिटक क**रत नित्रीक्कण । উচ্চ মঞ্চে কংসরাজে করে দরশন॥ দেখিলেন বসিয়াছে মঞ্চের উপর। এক লাফে উঠিলেন দেব দামোদর॥ দরশনে কংসরায় ব্যাকুলিত মন। চতুর্দ্ধিকে অন্ধকার করে দরশন॥ জীবন রাখিতে তবে উপায় ভাবিল। মঞ্চোপরে মহারাজ অমনি উঠিল। খড়গচর্মা ধরি যায় সকোপ অন্তরে। शाहेल विषय द्वारिश कृरक विश्वारत ॥ আরক্ত নয়নে চাহে ছাড়িয়া হুক্কার। দস্ত কড় মড় করি ধার কংসবর 🛚

जूनिनं विषय चड़श ( ১ ) প্রহার কারণ। শীত্রগতি যত্রপতি করিল ধারণ॥ কংসের কেশেতে হরি তথনি ধরিল। অসিচর্ম্ম সহ তারে ভুতলে ফেলিল॥ যেমন শিকারী পক্ষী পারাবতে ধরে। সেইমত কংসরাজে ধরিল সমুরে॥ মহাদর্পে যেইমত ধরে থগপতি। সেইমত কংসরাজে ধরে শীঘ্রগতি॥ यथन कः रमरत कृष्ठ कतिन धात्र। মাথার কিরীট খদি হইল পতন ॥ তবে হরি মহাক্রোধে ধরি কংসবরে। ধাকা মারি ফেলে দেয় ভূমির উপরে॥ ষ্ঠুতলে পড়িল কংস না রহে চেতন। বক্ষে চাপি বসিলেন দেব নারায়ণ॥ বিশ্বস্তুর মূর্ত্তি ধরি কংসের বক্ষেতে। শক্তিহীন হয় কংস না পারে নড়িতে॥ কুধার্ত্ত কেশরী যথা মন্ত গজবরে। সেইমত কংদরাজে নারায়ণ ধরে॥ সেইকালে কংগরাজ ভাবে নারায়ণ। বলে দেব রক্ষ মোরে যশোদা-নন্দন॥ মনে মনে নারায়ণে ডাকিতে লাগিল। আর্ত্তনাদ করি নূপ জীবন ত্যজিল। মহাকায় কংসরায় ছাড়িল জীবন। সম্মুখেতে জগন্নাথ করে দরশন॥ **हकु क नाजाग्रट नग्रटन (हजिल।** পুষ্পরথে ফর্গপথে তথনি চলিল॥ পরীক্ষিত কহে তবে শুকদেব প্রতি। সন্দেহ ভঞ্জন মোর করহ সম্প্রতি॥ कृष्क ति भू हजाहत मथूता-क्रेश्वत । সাক্ষাতে দেখিল হরি পুরুষ প্রবর॥

১। কেছ কেছ বলেন বে কংসরাজ প্রীক্তককে
ঘবিতে থক্না উরোগন করেন তৎকালে সেই থক্না
হত্ত খলিত হইরা ভূতলে পতিত হইরাছিল।

চতুভুজিরূপে তারে দিল দরশন। পুষ্পরথে স্বর্গপথে করিল গমন॥ হেন গতি হৈল তার কোন পুণ্যফলে। সেই কথা কহ দেব শুনি কুতৃহলে॥ শুকদেব কহে শুন ওছে নরবর। বড় পুণ্যবান সেই মধুরা-ঈশ্বর॥ যে দিন হইতে কৃষ্ণ জনম লভিল। সেই দিন হ'তে কংস কৃষ্ণ চিন্তা কৈল॥ সাক্ষাতে হেরিয়া সবে রাজার নিধন। অসিচর্ম ল'য়ে কোপে আইল তখন॥ রামক্লফ চুইজনে করিতে সংহার। মহাবীরগণ সবে ছাড়ে হুছক্কার॥ মনে মনে কৃষ্ণরূপ ভাবে অমুক্ষণ। সর্ববদা ক্লুষ্ণের রূপ করেন চিন্তন॥ খাইতে শুইতে কংস চিন্তা করে সার। কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান ভাবে অনিবার॥ অনুক্ষণ নারায়ণ ভাবে মনে মনে। কংসরাজ গতি হেন হ'ল সে কারণে॥ সেই পুণ্যফলে তার হেন গতি হৈল। পুষ্পর্থে বৈকুণ্ঠেতে গমন করিল॥ এইরূপে কংসরাজ পাইল মোচন। তদন্তর কংস ভ্রাতা (২) ধাইল তথন॥ মহাকোপে প্রকম্পিত করি কলেবর। তুই আঁথি রক্তবর্ণ ধায় দৈত্যবর॥ সাক্ষাতে হেরিয়া যত রাজার নিধন। অসিচর্ম্ম ল'য়ে ধায় যত যোধগণ॥ রাম কৃষ্ণ তুইজনে করিতে সংহার। মহাবীরগণে সবে ছাড়ে ত্ত্সার॥

২। এই স্থেগে উক হইগাছে বে, কংগের মৃত্যুর পর তাহার অট প্রাতা ক্লক বলরামলহ হুদার্থে উপদ্বিত হর। কিছ মহাবৃলি এ স্থপে তাহাবের নাম উল্লেখ করেল নাই। স্থতরাং আমিও তাহাতে বিরত হইলাম। তাহা দরশনে রাম সকোপ অন্তরে। মারিল সে দৈত্যগণে অসির প্রহারে॥ ছিন্ন তরু সম দবে ভূতলে পড়িল। মহাঘাতে বৃক্ষ যথা সেইমত কৈল।। निः राथा মুগগণে বধে **অবহেলে**। সেইমত বলদেব বধিল সকলে॥ বজ্রাঘাতে নিপতিত গিরিশৃঙ্গ প্রায়। সেনা সহ কংস ভাতা পড়িল ধরায়॥ শৃক্তপথে অপ্সরেরা আনন্দে মগন। সবে করে রাশি রাশি পুষ্পা বরিষণ॥ বাজিল অমর বাতা আকাশ-মণ্ডলে। কত স্তুতি করে মিলি দেবতা সকলে। অসর কামিনীগণ নাচিতে লাগিল। কুষ্ণ-গুণগানে সবে উন্মন্ত হইল॥ ভাগবত কথা অতি শ্রবণে স্থন্দর। দাস ভাষে ভাষামতে শুনে সাধু নর॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে কংগ নিধন সমাপ্ত।

অথ কংস জায়ার থেদ।

## ত্রিপদী

কংসের নিধন বার্ত্তা,শুনি রাণী শোকেআর্ত্তা,
আচেত্রন পড়ে ভূমিতলে।
হায় হায় কি হইল, প্রাণপতি কোথা গেল,
করাঘাত করে বক্ষংস্থলে॥
বলে ওহে প্রাণপতি, কি হবে আমার গতি,
একি দশা তোমার হইল।
ওহে মধুরার পতি, কেন তব হেন গতি,
পূর্ণশী রাহু গরাসিল॥
নাহি বীর তব সম, তব গুণ অমুপম,
ভূমি শাস্তমতি সদাশয়।
নিজ বলে তুউজনে, শাসিতে হে সর্বক্ষণে,
শিক্ষজনে দিতে হে আ্লাব্রঃ॥

এবে ভূমিতলে পড়ি, দিতেছ হে গড়াগড়ি, ওহে নাথ মহা-বলধর। কোথায় রহিল সব, অতুল ঐশ্বর্য্য তব, কাছে এদ তুমি প্রাণেশ্বর॥ ঘুচুক মনের ছুঃখ, হেরি তব চারু মুখ, এ দাসীর জুড়াক জীবন। ওহে অবলার গতি, করিলে হে কি হুর্গতি, শোক-সিম্ধু মাঝেতে পতন। কেন যজ্ঞ আরম্ভিলে, কেন কুষ্ণে নিমন্ত্রিলে, সেই হেতু হেন অমঙ্গল। অকালে কালের হাতে, পড়িলে মধুরাপতে, সব আশা হইল বিফল॥ ত্যজি পাত্ৰ-মন্ত্ৰীগণে, ছাড়িয়ে আত্মীয়জনে, কোথা নাথ করিলে গমন। কোথায়রাখিয়ামাতা,প্রাণেশ্বরী রাখিকোথা, কালহন্তে হইলে পতন॥ তোমার এ রাজ্যধন, কাহারে করি অর্পণ, কোথা গেলে ওহে প্রাণেশ্বর। শৃষ্য এ রাজভবন, শৃষ্য তব সিংহাসন, শূন্সময় সব অন্ধকার॥ চতুৰ্দ্দিক হেরি শৃস্ত,নাহি জানি তোমা ভিন্ন, বল মোর কি হবে উপায়। এত কহি কংসজায়া, শোকাচ্ছম শবকায়া, চলে সতী যথা কংসরায়॥ যথা পড়ি ভূমিপ'রে, রাণী গিয়া তথাকারে, ধরাতলে পতিত হইল। শোকাশ্বিত হ'য়ে অতি,কাঁদিয়ে আকুলমতি, মুত্ত-পতি কোলেতে লইল॥ শোকে অচেতন সতী, বলে ওহে প্রাণপতি, মোর পানে চাহ একবার। আমারেছাড়িয়েতুমি,কোথাগেলে প্রাণস্বামী, একি ভাব এখনি তোমার॥ कि नाथ हाखानत्न, त्मथह माभीत्र भारन, কহ কথা ওহে প্রাণকান্ত।

मुनिष्ठ कत्रि नग्नन, ধুলাতে কেন শয়ন, কেন নাথ হ'লে এত ভ্ৰান্ত॥ আমি যে তব রাণী, তব শোকে পাগলিনী, কোথা যাবে আমারে ফেলিয়ে। चामि তব প্রেমাধিনী, করি মোরে অনাধিনী, একা নাথ যেতেছ চলিয়ে॥ তাকি কভূহ'তেপারে, লহ মোরে সঙ্গে করে, তবে জালা হইবে নিৰ্ববাণ। একি হেরি বিপরীত, মন চিত্ত আকুলিত, মম দেহে তুমি মাত্র প্রাণ॥ ভূমি নাথ চলে যাবে. এ দেহ বিফল হবে, শৃশ্ব দেহে কিবা প্রয়োজন। এইরপে কংসজায়া,শোকেতে আকুল কায়া, ভূমে পড়ি হয় অচেতন ॥ শীঘ্ৰগতি তথা যায়, হেনকালে যতুরায়, সতী প্ৰতি কছেন কন। क्षन मिरी व्यकादन. করিছ রুথা ক্রন্সন, যাও সতী আপন ভবন॥ ভন সতী বাক্য সার, কেন হ'তেছ কাতর, তব পতি উদ্ধার হইল। ত্যব্দ শোক গুণবতী,গোলোকেতে তব পতি, **অনায়াসে গমন করিল।** এ ভব যন্ত্রণা যত, সব হ'লে। তিরোহিত, তুমি কেন করিছ রোদন। রোদনে নাহিক ফল, তাহে মাত্র অমঙ্গল, হিতবাণী করহ প্রবণ॥ শোক ত্যক্ত ধৈর্য্য ধর, হ'য়োনা রুথা কাতর, কৰ্মফল ভোগে জীব সবে। নিজ কর্ম ভোগমত, ফল পায় জীব যত, নিশ্চয় কহিছু আমি তবে॥ রুণা নাহি ভাব আর, শোক কর পরিহার. স্বামী তব মুক্ত এতদিনে। পাল হথে নিজ ধর্ম, করি ভবে হিত কর্ম, ভগবানে স্থারি একমনে 🕯

কর্মফলে কংসরার, জীবন ত্যজিয়া যার,
তুমি কেন আকুল ক্রন্দনে।
এত কহি জনার্দন, সতীরে কহে তথন,
তবে সতী শান্তি পার মনে॥ (১)
ভাগবত সার কথা, স্থার লহরী গাঁথা,
ভক্তিরসে পিয়ে অবিরত।
দাস ভাষে অকুক্ষণ, সেবিত কৃষ্ণ চরণ,
হইয়ে সে কৃষ্ণ পদানত॥
ইতি প্রীমন্তাগবতে দশম হল্পে বংসভাগার খেদ সমান্ত।

অগ প্রক্রম্প কর্ত্ব মাতা পিতা উদ্ধার !
ত্তন নূপবর কহি অপূর্ব্ব কথন ।
প্রবোধিয়া কংসজায়া দেব নারায়ণ ॥
কংসের সে মৃতদেহ সংকার করিল ।
নিয়মিত কর্ম্ম যত সমাপন কৈল ॥
প্রাদ্ধ আদি কার্য্য যত করি সমাপন ।
বিধিমতে যত কর্ম্ম করিল তখন ॥
কংস পিতা উগ্রসেনে সিংহাসন দিল ।
পরেতে শ্রীহরি মনে ভাবিতে লাগিল ॥
পিতা মাতা আছে যথ। নিগড় বন্ধনে ।
মহানন্দে মহামতি যায় সেই স্থানে ॥
দেবকী জননী পড়ি ধূলার উপর ।
রোদনে আকুল সদা হইয়ে কাতর ॥
হা পুত্র হা পুত্র বলি রোদনে নিরত ।
দরশনে মনে মনে কৃষ্ণ ভাবে কত ॥

১। এইছলে ক্লফাৰৈপানন এইন্নপ ভাব প্ৰকাশ করিরাছেল বে, বখন কংসরাজা শোকাহিভূত হইনা-ছিলেন, তখন শ্রীক্লক ভাহাকে প্রবোধ লান করেন, কিন্তু কংসরাখী ভাহাতে শোক সম্বরণ করিতে না পারিরা নিতান্ত অবৈর্ঘা হইরাছিলেন, পরে নশ্দনন্দন শ্রীক্লক ভাহাকে জ্ঞানবোগ দর্শন দেন, ভাহাতেই নুপ-জারা আনল আন্তঃকরণে শ্রীক্লকে পরম পদার্থ জ্ঞানিয়া উহার ত্বস্থ ও পতি শোকানল একেবারে নির্ক্ষাণ করেন।

ত্বরাগতি জনার্দ্দন করিল যোচন। মাতা পিতা পদে নতি করিল তথন। দেবকী পুজেরে তবে কোলেতে করিল। কুষ্ণের বদন চুম্বি কহিতে লাগিল। ওরে কুষ্ণধন তোর একি বিবেচনা। মা বাপেরে দিলি বাপ এতই যন্ত্রণা॥ বড়ই নিষ্ঠর বাপ তোমার হৃদয়। কত কন্ট দিল বাপ কংস ছুরাশয়॥ পেয়েছি যাতনা কত ওরে কুফখন। কতই ডেকেছি আর করেছি ক্র<del>ণ্</del>দন॥ নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়ে গিয়েছে। कि कहिव अद्भ कुछ (य कछ निरम्र ॥ কঠিন জীবন তাই আছয়ে এখন। কেবল রেখেছি প্রাণ তোমার কারণ॥ হাঁরে বাপ একি তোর উচিত বিধান। আর কি আমারে ছাড়ি যাবি অশু স্থান ! পুনঃ কি মোদের দণা এরূপ হইবে। পুনঃ কি কাঁদায়ে তুমি অস্তত্ত্বে যাইবে॥ সভ্য করি কহ তুমি ওরে বাপধন। পুনঃ কি যাবিরে তুই সেই বুন্দাবন ॥ এত কহি দেবকী সে কুন্ধের বদনে। মহানন্দে চুম্ব খায় আনন্দিত মনে॥ বহুদেব হর্ষমনে কুষ্ণ কোলে নিল। আনন্দ-নীরেতে বক্ষ ভাসিয়ে যে গেল। রামকৃষ্ণ তুইজনে করিল কোলেতে। কতই আনন্দ সব হইল মনেতে॥ **(मवकी कृ**रक्षद्र वरल ७८त वाश्यम । আর কি সে বুন্দাবনে করিবে গমন॥ পুনঃ কি আমায় বাপ কান্দিতে হইবে। আবার কি হুফ কংস শৃত্বলে বাঁধিবে॥ মাতার কানে হরি কাহল তথন। শুন গো জননী কহি শান্তের বচন ॥ মাতা পিতা প্রতি হয় পুক্রের উচিত। পালন করিবে পুত্র বেদের বিহিত ॥

মাতা পিতা যেইজন পালন না করে। তার সম পাপী নাই সংসার ভিতরে॥ পিতা যে সবার শ্রেষ্ঠ সর্ববজনে কয়। পিতা হ'তে মাতা শ্ৰেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয় ! জননী জঠরে ধরে সন্তান রতন। শতগুণে পূজনীয় জননী চরণ॥ জননীর স্নেহ হয় জননী কারণে। যাতা সম বন্ধু নাই এ তিন ভুবনে॥ ছেন মাতা যেই মূঢ় পালন না করে। সে জন নিশ্চয় যায় নরক ভিতরে॥ মাতা সম নাই গুরু সংসার মাঝেতে। পুত্রের উচিত মাতা চরণ পূজিতে॥ অতএব শুন মাতা আমার বচন। পাইলে অনেক ত্রঃথ আমার কারণ। আমারে জঠরে ধরে কত ছঃখ পেলে। পুত্রের পালন হুথ কিছু না জানিলে॥ শৈশবে মাতার ক্রোড়ে সন্তান রতন। কত শোভা হয় কিবা আশ্চর্য্য দর্শন ॥ সে হুখ না হ'লো মাতা তোমার উদয়। रेमवरयार्थ व्यक्त स्थान कत्रित्व विनाग्र॥ শুন মাতা কহি আমি সাক্ষাতে তোমার। পিতা মাতা ঋণ শোধে হেন সাধ্য কার॥ বহুযুগ পুত্ৰ যদি হ'য়ে এক চিত। পিতা মাতা সেবে সদা হয়ে হরষিত॥ তথাপি সে ঋণ কভু না পারে শোধিতে। কহিলাম সার কথা তোমার সাক্ষাতে॥ যেই ছুরাচার পুত্রে করিয়ে হেলন। পিতামাতা দেবা নাহি করে অনুক্ষণ॥ চরমে ছুর্গতি তার কতই যে হয়। সে হুর্গতি কিরূপেতে কহিব নিশ্চয়॥ হইসু তুর্ভাগ্য পুদ্র উদরে তোমার। 🕟 ক্লেল পোলে আমার কারণে বছতুর ॥ ছুন্ট ছুরাচার কংস দৌরাত্ম্য কারণ। না পারি করিতে মাতা ছঃখের মোচন ॥

আর এক কথা মাতা জানিবে বিশেষে। অমুক্ষণ থাকিতাম পরবাদ বাদে॥ সে কারণে বহু ক্লেশ পাইলে এখন। অভএব ক্ষম দোষ ধরি গো চরণ। নিপাত হইল শক্ত আশক্ষা ঘুচিল। এখন সেবিব তব চরণযুগল ॥ অফুক্ষণ তোমাদের নিকটেতে রব। নিরম্ভর মাতা তব চরণ সেবিব॥ মাতা পিতা তুইজনে শুনিয়ে কচন। মায়ায় মোহিত তারা হইল তখন॥ मुक्ष इ'रा (परकी रा शृक्ष कारल निल। হেরিয়া সে চাঁদমুখ আনন্দে মাতিল॥ প্রেমানন্দে তুইজনে করয়ে ক্রন্দন। **জীহরির মায়াপাশে হইল বন্ধন ॥** আনন্দেতে চুইজনে কাঁদিতে লাগিল। নয়নের জলে দোঁহার হৃদয় ভাসিল। এইমত প্রবোধ করিল তুইজনে। তদন্তরে ডাকে মাতামহ উগ্রসেনে॥ মুত্রভাবে কহে তবে মাতামহ প্রতি। পালন করহ রাজ্য তুমি মহামতি॥ মাতামহ পদে হরি প্রণাম করিল। মধুরার সিংহাসনে তারে বসাইল। উগ্রসেনে সিংহাসনে বসায় তথন। মুত্রভাষে কহে তবে দেবকী-নন্দন॥ **ভন কহি মাতামহ বচন আমার।** এই মথুরার রাজ্য তব অধিকার॥ আমরা দকলে প্রজা তব অধিকারে। যে আজ্ঞা করিবে তাহা পালিব সহরে॥ তব আজ্ঞা শিরে ধরি পালিব নিশ্চয়। আমি তব আজ্ঞাকারী ভূত্য মহাশয়॥ অতএব নির্বিম্নেতে পালহ প্রজার। জীবিত থাকিতে আমি কি ভয় তোমার॥ পালিবে ভোমার আজ্ঞা অমরের গণ। কি করিবে বল তবে অগ্য কোনজন॥

এত কহি চক্রপাণি তাঁরে প্রবোধিল। সভান্সনে একে একে কহিতে লাগিল॥ কংসের কারণে ভীত ছিল যত জন। সবাকারে কহে হব্নি প্রবোধ বচন॥ মিষ্টভাষে সবাকারে সাস্ত্রনা করিল। কত দেশ হ'তে নুপগণে আনাইল। সকল ভূপতিগণে করিয়া সাম্বন। কহিতে লাগিল ছরি প্রবোধ বচন॥ কুষ্ণের বচনে সবে আনন্দ অন্তরে। আশ্বাস পাইয়ে সবে যায় নিজ ঘরে॥ তবে হরি স্লেহ করি যত রাজগণে। যার যেই ব্লক্তি দিল আনন্দ বিধানে॥ মুত্রভাষে সকলেরে কহিল তখন। সবার রক্ষক আমি জানিও এখন॥ শ্রবণে কুষ্ণের বাণী সবে আনন্দিত। কুষ্ণ মুখ হেরি সবে হইল মোহিত॥ কোটি কল্পযুগ যোগে যত যোগিগণ। ইন্দ্ৰ আদি ব্ৰহ্মা শিব না পান দৰ্শন॥ সেই ছরি রুপা করি আশ্বাদে দবারে। অনায়াসে নুপগণ হেরিল তাঁহারে॥ মধুরানগরবাদী ছিল যত জন। কুষ্ণ মুখশশী সবে করে দরশন।। মুখপদ্ম দরশনে আনন্দ হৃদয়। শোক তাপ বিদূরিত হয় সমুদয়॥ ভাগবত কথা হয় অমৃত লহরী। দাস ভাবে সকলেতে পিয়ে কর্ণভরি॥

> ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে দশম স্কন্ধে মাতা পিন্তা উদ্ধার কথা সমাপ্ত।

> > ज्यशं सम्म विनाद्य ।

নরবর কহে তবে মুনিবর প্রতি। হরিকথা তব মুখে মধুর ভারতী॥ অপূর্বে সে সব কথা ঘেন হুধাময়। পরে কি করিল কছ হরি দয়াময়॥ **अकरान्य करह अन अर्ह नतना**य । কৃহিব অপূর্ব্ব সেই কথা সমুদয়॥ কংসেরে বিনাশ করি দেব রমাপতি। উগ্রসেনে রাজ্য দিল হ'য়ে হর্ষমতি॥ নুপগণে স্যতনে বিদায় করিল। ব্রাহ্মণগণেরে বহু ধন বিভরিল॥ সকলে গমন করে যে যাহার ঘর। অতঃপর কহি শুন ওহে নরবর॥ ব্ৰজ্বাদী গোপ যত যেতে বুন্দাবন। চঞ্চল হইল তবে তাহাদের মন॥ কুষ্ণেরে ডাকিয়া কহে ব্রক্ত অধিপতি। চল নীলমণি এবে গৃহে কর গতি॥ বহুদিন গত এবে শুন বাপধন। যশোমতী করি আছে পথ নিরীক্ষণ॥ চল বাপ গুহে যাই বিলম্বে কি ফল। এখানে থাকিলে হবে বহু অমঙ্গল॥ আমার কপাল মন্দ শুন বাপধন। এদ শীঘ্র বৃন্দাবনে করিব গমন॥ বলদেব সহ তবে যশোদা-কুমার। স্বমধুর বাক্যে কছে পিতারে তাহার॥ শুন পিতঃ তব পদে করি নিবেদন। যতনে চুন্ধনে মোরে করিলে পালন॥ মাতা যশোমতী আর তুমি মহাশয়। বহু যত্নে পালিলে সে কথা মিখ্যা নয়॥ স্নেহেতে পালন করে যেই মহাজন। জন্মনাতা হ'তে গুরু হয় সেইজন॥ পিতা মাতা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি গোপেশ্বর জনম অবধি পিতা তুমি হও মোর॥ তোমাদের ঋণে বন্ধ মোরা তুইজন। শোধিতে ভোমার ঋণ নারিব কখন॥ অতএব শুন পিতা বচন আমার। আমার বচনে কভু না হবে কাতর॥ নিজ গৃহে ভূমি অগ্ত করহ গমন। কভু না হইও পিতা ফুংখেতে মগন ॥

যে কারণে আইলাম এই মধুরায়। সেই কথা এবে আমি কহিব তোমায়॥ স্থির হ'য়ে তাহা ভূমি শুন গোপরায়। জ্ঞাতিগণ শোক-নীরে সবে মগ্ন প্রায়॥ অতএব কিছুদিন এখানে রহিব। জ্ঞাতিগণে প্রবোধিয়া তবে গুহে যাব॥ শুন পিতা মোর কথা ছুঃখ না করিবে। আনন্দ অন্তরে মোরে এই আজ্ঞা দিবে॥ তব আজ্ঞা ছাড়া আমি নাহি কদাচন। রন্দাবন বনে বাঁধা আছে মম মন॥ এক তিল ছাড়া আমি নহি বুন্দাবন। ব্রজবাসিগণে তুমি করিও সান্থন॥ ব্রজে গিয়া স্বাকারে প্রবোধি কহিবে। কিছুদিন পরে হরি এখানে আদিবে॥ এই বাক্যে সবাকারে করিবে সস্তোষ। মোর প্রতি কেই যেন নাহি করে রোষ॥ কেছ যেন নাহি কাঁদে আমার কারণ। সস্তুষ্ট করিবে কহি মধুর বচন॥ অতএব মনে পিতা হুঃখ না ভাবিবে। কিছুদিন হেখা মোরে থাকিতে হইবে॥ গোপগণ সহ তুমি যাহ নিজ ঘর। অবশ্য যাইব আমি কিছুদিন পর॥ মনেতে জানিও পিতা তুমি নিরন্তর। ব্রন্দাবনে রহি আমি সদা গোপেশ্বর॥ যশোমতী প্রতি পিতা প্রবোধ করিবে। কোনমতে তাঁরে পিতা কাঁদিতে না দিবে॥ শোক ত্যজি তুমি পিতা যাহ নিজালয়। এখন না যাব ত্রজে শুনহ নিশ্চয়॥ কুষ্ণের বচনে নব্দ বিশ্বয় মানিল। অচেত্তন ভূমিতলে অমনি পড়িল। ক্ষণপরে চেতন পাইয়ে গোপবরে। একেবারে হলো ময় শোকের সাগরে॥ ছোর রবে কাঁদি কছে নন্দ মহামতি। ওরে বাপ একি কথা কহ মোর প্রতি॥

কি কারণে ছেন কথা কহ বাপধন। এদ বাপ শীঘ্র কর ত্রজেতে গমন॥ আমার জীবন তুমি ব্রজের জীবন। মরিবে সে ব্রজবাসী তোমার কারণ॥ র্থা কেন মোরে দাও এতেক যন্ত্রণা। কেন মোরে কর আর রথা এ ছলনা॥ কেন বা কান্দাও মোরে ওরে যাতুধন। তোরে ছাডি কিরূপেতে ধরিব জীবন॥ যে দিন হইতে বাপ এসেছ হেথায়। পথপানে চেয়ে আছে তোমার মাতায়॥ অনাহারে আছে তোর যশোদা জননী। এদ বাপ গুহে চল ওরে যাতুমণি॥ চল বাপ গৃহে চল ক'রনা ছলনা। কি লাভ হইবে মোরে দিলে এ যন্ত্রণা॥ কেন কুষ্ণ দাও কৃষ্ট আমারে এখন। ब्राक्रामद পूत्री এই मधूत्रा-जूरन ॥ এত কহি নন্দগোপ কান্দে উচ্চরবে। কুষ্ণ কহে ওগো পিতা কহি শুন এবে॥ কেন ভূমি রুখা আর করিছ ক্রন্দন। किছुनिन आिम नाहि याव बुन्नावन ॥ ওগো নন্দ হীনমতি শুন বাক্য সার। অনিত্য জানিবে এই জগং সংসার॥ ক্ষণেকের তরে জীব জানিবে সকলে। সব অন্ধকার দেখে নয়ন মুদিলে॥ মায়ায় মোহিত যত জগতের জন। মায়াতে জানিবে এই জগৎ স্তজন ॥ তবে কেন গোপজাতি শোকে মুগ্ধ হও। তব্ৰজ্ঞান মহামতি মম পাশে লও॥ এত কহি জ্ঞানযোগে নন্দেরে কহিল। তাহে নন্দ্ৰোষ পরে শোকান্বিত হৈল 🛚 কিছুতেই নন্দ গোপ প্ৰবোধ না মানে। শোকাকুল হ'য়ে কাঁদে কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥ বলে কৃষ্ণ একি কথা কছিলে আমারে। শেল সম তব বাক্যে হাদয় বিদরে॥

কেমনে কছিলে কৃষ্ণ এমন বচন। যশোদার নীলমণি ব্রজের জীবন॥ তোম। বিনা ব্ৰজবাদী সকলে মজিবে। মরিবে সে যশোমতী যেমন শুনিবে॥ কি বলে তাহারে আমি প্রবোধ করিব। কেমনে এখানে কৃষ্ণ তোরে ছেড়ে যাব **॥** এখনি ত্যজিব প্রাণ ভরে বাপধন। পিতৃহত্যা ভাগী হবি হে কালরতন॥ যশোমতী তোর লাগি জীবন ত্যজিবে। কিরূপেতে তোর প্রাণ স্থির হয়ে রবে॥ জননী বধের ভাগী হবি রে নিশ্চর। মহাপাপে হবি মগ্ন কহিন্দু তোমায়॥ অতএব কেন কুষ্ণ করিছ এমন। ব্ৰজে চল ব্ৰঞ্বাদী রাখহ জীবন॥ আর কেন আমারে কান্দাও গিরিধারী। কিরূপে রহিবে যশোদায় পরিহরি॥ কে তোরে করিবে কোলে বলরে গোপাল। কে খাওয়াবে ক্ষীর ননী ওরে নন্দলাল। কে আর কোলেতে করে নাচাইবে তোরে। এখানে আনিয়ে কেন কাঁদাও আমারে॥ এদ বাপ কোলে করি লইব তোমায়। অভিযানে যত্ত কেন ওহে ব্রজরায়॥ গোঠে না পাঠাব আর সহিত রাখাল। ঘরে বদে রবে ভুমি শুনরে গোপাল। আর কেন বাপধন কাঁদাও আমায়। ত্যজি তোমা যেতে মোর মন নাহি লয়॥ এত বলি নন্দ তবে শ্রীদামেরে কয়। একবার তুমি ডাক আসিবে নিশ্চয়॥ না শোনে আমার বাক্য ব্রজের রতন। মিউবাক্যে কৃষ্ণধনে কররে সান্ত্রন ॥ শ্রীদাম কুষ্ণেরে তবে কহিতে লাগিল। কেন ভাই রে কানাই কহ হেন বোল। ওহে স্থা কেন হেন কহ কুবচন। শীত্রগতি ব্রজ্ধামে চল্লছ এখন॥

তব পিতা শোকাকুল তোমার কারণে। আমরা রাখালগণ আকুল পরাণে॥ তবে কেন কটু কহ তোমার পিতায়। ঐ দেখ শোকে यश हात्रिमिक हाय ॥ চল শীঘ ব্রজে চল ব্রজের জীবন। বিলম্বে এখানে আর নাহি প্রয়োজন ॥ ত্রবণে জীদাম বাণী জীকুষ্ণ কছিল। কেন সখা রুখা আর হ'তেছ আকুল॥ ব্ৰজে নাহি যাব আর নাহিক নিশ্চয়। সবে মিলে বুন্দাবনে যাও এ সময়॥ এখানে বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন। দ্রুতগতি কর গতি সেই বুন্দাবন ॥ শ্ৰীকৃষ্ণ বচনে তবে শ্ৰীদাম স্থমতি। কান্দিয়া আকুল হল' শোকাচ্ছন্ন মতি॥ সে কথা শুনিয়া তবে নন্দগোপ রায়। অচেতন শৃক্তদেহে পড়িল ধরায়॥ ক্ষণেক চেতন পেয়ে করয়ে ক্রন্দন। বলে কেন শিরে বজ্ঞ না হ'লো পতন ॥ কেন না দারুণ কালে আমারে আসিল। কেন এ রাক্ষসধামে গোপাল আইল॥ কেন না আকাশ ভাঙ্গি মস্তকে পড়িল। কেন না এ হুতাশনে মোরে পোড়াইল॥ কেন না বিষম ফণি করিল দংশন। তাহলে বিষম জালা না হ'তো এমন॥ শ্রীকৃষ্ণ বিরহ জালা সহিব কেমনে। এখনি ছাড়িব প্রাণ যমুনা-জীবনে॥ এত কহি নন্দবক্ষে করাঘাত হানে। কাঁদে আর ঘন ঘন চায় কৃষ্ণ পানে॥ বেগে ধেয়ে একুফকে ধরিল তথন। ওরে বাপ চল ত্রজে আমার জীবন। কুষ্ণ বলে কেন পিতা শোকেতে কাতর। কেন বা কান্দিছ রুথা ওছে গোপেশ্বর ॥ কহি শুন ওগো পিতা বেদের বচন। কেবা পিতা কেবা মাতা পুত্ৰ কোনজন॥ কেবল জানিবে মাত্র ঈশ্বরের লীলা। এইরূপে জীবগণে ল'য়ে করে থেলা ॥ কেহ কার নহে পিতা জানিবে নিশ্চয়। কেবল ঈশ্বর মায়া কহি যে তোমায়॥ যেগন নিশাতে এক ব্লক্ষের উপর। নানাজাতি পক্ষী রহে হ'য়ে একত্তর 🛭 প্রভাতে সকলে তারা দশদিকে ধায়। সেইমত পরিবার জানিবে সবায় **॥** কৰ্মফল মত সব জীব দেহ পায়। ভূঞ্জিয়া আপন ফল সবে চলি যায়॥ যে যেমন কর্ম্ম করে তার সেই ফল। কর্মা অনুসারে জন্ম লভয়ে সকল ॥ অতএব কেন আর আকুল অন্তরে। রথা কাঁদিতেছ পিতা আমাদের তরে॥ কেবল আমার মায়া নিশ্চয় জানিবে। জানিলে আনন্দ অতি কহি শুন তবে॥ বিষয়ে উন্মন্ত হ'য়ে যত জীবগণ। না পারে কাটিতে ঘোর মায়ার বন্ধন॥ মায়াপাশে বন্ধ জীব আছয়ে সভত। স্বজন বিচ্ছেদে তাই হয় জ্ঞান হত॥ বিচ্ছেদে অনেক জীব হারায় চেতন। তবে কেন মিছে মায়া করিছ এখন॥ জ্ঞানীহন জন হয় মায়াতে মোহিত। বিজ্ঞজনে কভু নাহি হয় বিমোহিত ॥ যেইজন হয় জ্ঞানী শুন গোপেশ্বর। মম প্রতি তার ভক্তি রহে নিরম্ভর॥ পুত্র পরিবার তার নাহি মায়ালেণ। স্বজন বিরহে তার নাহি হয় ক্লেশ। সে কেবল মম পদ করয়ে চিন্তন। অতএব শুন কহি তোমারে এখন॥ এখন যে মায়াবশে আছ বশীভূত। আমি তব পুত্ৰ নহি কহিমু নিশ্চিত ॥ আমি জগতের পতি জগৎ কারণ। আমা হ'তে হইয়াছে এ বিশ্ব সঞ্জন ॥

আমার আজ্ঞাতে বায়ু বহে অবিরত। দিবাকর দেয় কর মম আজ্ঞামত॥ निगाकत तरा मना वाबात व्यक्षीत्व। মেঘেতে বরিষে বারি আমার কারণে ॥ অনলে দাহিকা শক্তি সেও আমা হ'তে। কালেতে সংহার জীব মম আজ্ঞামতে॥ यात्रि मकरलद्भ मृत ङानिरव निभ्छय । সাগরাদি ধরাধর আমি সর্ব্বময়॥ আমা ছাড়া নহে কিছু শুন গোপপতি। সপ্ত স্বৰ্গ রদাতল আমাতেই স্থিতি। গোলোকে আমার বাস জানিবে নিশ্চয়। **জীরাধিকা প্রাণেশরী আমার যে হয় ॥** সেই সতী গুণবতী নিজ কর্মফলে। শ্রীনামের অভিশাপে এল ধরাতলে॥ রুষভাসু কম্মা এই রাধিকা হন্দরী। পুণ্য বুন্দাবনে দেবী হয় অবতারি॥ শতবর্ষ ভার সহ বিচ্ছেদ ঘটিবে। एन कांत्ररण बुन्नावन ना याव क्रानिरव ॥ অতএব ব্ৰচ্জে আমি না যাব এখন। যতদিন পৃথীভার না করি হরণ॥ পৃথিবীর মহাভার হরণ করিব। পুনর্বার পুণ্য বৃন্দাবনে আমি যাব॥ সেইকালে সকলেরে দিব দরশন। মাতা যশোমতী আর যত গোপিগণ॥ সকলে লইব আমি সঙ্গেতে করিয়ে॥ থাকিব পরমহুৰে গোলোকৈতে গিয়ে ॥ স্থথেতে গোলোকে দেখা দিব সবাকারে। এখন গমন কর আপনার ছেরে॥ यत्नानाग्र कहित्व अ मकल वहन । যেন রুখা শোকে আর না করে রোদন । প্রবোধ করিবে তারে ওছে মহামতি। ব্রঙ্গবাদিগণে ল'য়ে কর ব্রঙ্গে গতি। সকল জীবেতে মোর জানিবে আশ্রয়। मम ब्याबा नर्स्य कीटन निश्च नना तरा॥

আমার অংশেতে হয় প্রকৃতি উৎপত্তি। আমারে জানিবে তুমি সবাকার গতি॥ আমারে জানিবে তুমি পুরুষ প্রধান। সেইমত রাধাসতী প্রকৃতি প্রধান॥ পরম ঈশ্বরী সেই রাধা বিনোদিনী। তোমারে কহিন্তু আমি সব তত্ত্বাণী॥ আর শুন কহি আমি তোমারে এখন। এই ধরা পুনঃ জলে হইবে মগন॥ মহা প্রলয়েতে ধরা বিলুপ্ত হইবে। আসিয়ে সকল জীব আমাতে মিশিবে॥ মিথা এ সংসার মাত্র সকলি অসার। ক্ষণেকের তরে ইহা নহে কিছু সার॥ কেবল আমারে সত্য জানিবে নির্মাণ। মম মন্ত্র জপে সদা হইবে মঙ্গল॥ যে জন আমারে ভঙ্গে আনন্দিত মনে। পায় দে পরম পদ গোলোক গমনে॥ সেই জন চিরজীবি জানিবে নিশ্চয়। কোনকালে সেই জনে মৃত্যু নাহি হয়॥ মম ভক্তজনে আমি রাখি সর্ববন্ধণ। তার রকা হেতু দঙ্গে থাকে হুদর্শন॥ জন্ম মুত্রা শোক জরা তার নাহি ঘটে। সর্ব্বত্থী সেই হয় না পড়ে সঙ্কটে॥ ওহে মহামতি আমি কহিলাম দার। মম ভক্ত থাকে সদা নিকটে আমার॥ গোলোকে পুলকে রহে মম অনুগত। মম পদ সেবে তথা সেজন নিশ্চিত। তুমি মম ভক্ত হও সবার প্রধান। যম ভক্ত নাহি আর তোমার সমান ॥ সবাকার শ্রেষ্ঠ তুমি এই ধরাতলে। তোমারে রক্ষিব আমি অতি কুভূহলে॥ আমি তব পুত্ৰ নহি শুন গোপপতি। তোমাদের প্রভু আমি দেব জগৎপতি॥ তুমি পিতা নহ মম শুন সারোদ্ধার। যাতা নছে যশোষতী জানিবে আমার॥

মায়া হেতু মম প্রতি ওহে গোপেশ্বর। বাৎসল্য স্নেহেতে বন্ধ কেন মিছে আর॥ পুক্ত ভাব ছাড়ি মোরে করহ সেবন। স্বার ঈশ্বর আমি দেব নারায়ণ॥ মায়াকুপে পড়ে ভুমি রয়েছ নিয়ত। পুত্ৰ ভাব ভাবি কেন হও ধৰ্ম হত। কহিন্ম তোমারে পিতা মুক্তির উপায়। মায়া পাশ ছিন্ন কর ভাবহ আমায়॥ কর্মফলে যাবে তুমি বৈকুণ্ঠ-নগরে। পাইবে অভয় পদ কহিন্স তোমারে॥ গোপ-গোপিগণে তুমি কহিবে সকল। পাইবে পরম পদ ছহবে মঙ্গল। প্রবোধ করিবে সবে বাক্যেতে আমার। সবে দিব মুক্তিপন কহিলাম সার॥ যশোমতী প্রতি তবে কবে সমুদয়। শোকেতে আকুল যেন কভু নাহি হয়॥ আমার কারণ যেন না করে ক্রন্দন। রথা শোকানলে যেন না হয় দহন॥ সবাকারে তুমি জ্ঞান প্রদান করিবে। সকলেই মম পদ ভক্তিতে সেবিবে॥ অতএব ব্রজপুরে করহ গমন। পাইবে পরম পদ শুনহ বচন॥ নন্দগোপ কহে তবে একুফের প্রতি। দেহ মোরে জ্ঞানদান ওহে মহামতি॥ कर छेशाम कथ। ওटर मारतासात । কিরূপে আমার তবে হইবে উদ্ধার॥ অজ্ঞান অকৃতি আমি তুমি হে গোঁদাই। জগৎ জনক তুমি তাহা জানি নাই॥ কিরূপে ভজিব আমি কহ উপদেশ। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নাহি জানি ওহে ছধীকেশ। কিরূপে পাইব মুক্তি মুক্তির কারণ। সার কথা কছ মোরে দেব নারায়ণ॥ নন্দের বচনে তবে রাধিকার পতি। কহে কিছু জ্ঞানযোগ হ'য়ে হর্ষমতি ॥

ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর। দাস ভাষে জ্ঞানীজনে শুনে নিরস্তর॥ ইতি শ্রীমহাগবতে হুশম হছে নল-বিদায় সমাধ্য।

অণ নন্দের প্রতি শ্রীক্লক্ষের জ্ঞানযোগ কণন। শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন। অপরে শুনহ অতি অপূর্ব্ব কথন॥ শ্রীহরি কহেন শুন গোপের ঈশ্বর। জ্ঞান উপদেশ কহি শুন অতঃপর॥ এই যে দেখিছ তুমি অনস্ত সংসার। অনিত্য জানিবে সব নাহি কিছু সার॥ মায়াময় এ জগত জলবিম্ব প্রায়। ক্ষণস্থায়ী হয় ইহা ক্ষণে লোপ পায়॥ সেইমত এ জগত মনেতে জানিবে। মোহময় ইহা হয় শুন কহি তবে॥ মায়াতে মোহিত জীব রহে অকুক্ষণ। মায়ানাশে সত্যজ্ঞান লভে সর্বজন॥ এই যে দেখিছ দেহ কিছুই এ নয়। নিশ্চয় জানিও ইহা পঞ্চতুতময়। (১) পদ্মপত্রে জল যথা টলমল করে। জীবনেতে মাত্র জীব সেইরূপ ধরে॥ যথন দে প্রাণবায়ু করে পলায়ন। পাঁচে পাঁচে মিশাইবে জানিবে তখন॥ সকলেই মায়াবশে হয় হীনমতি। তাহাতে জীবের হয় অশেষ চুর্গতি॥ দেহের কারণ হয় আত্মা সর্ব্বময়। অপর সকল যাহা আমাতে আশ্রয়॥ আমি যবে দেহ ছাড়ি করি পলায়ন। অপর তাহারা সবে করয়ে গমন॥ আমি যদি দেহ ছাড়ি যাই স্থানাস্তরে। তথনই জীবগণ শূষ্য দেহ ধরে॥

 গৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই কয়েকট পঞ্জুত শব্দে অভিহিত। মুত বলি সকলেতে করে হের জ্ঞান। কহিনু তোমারে আমি প্রকৃত বিধান **॥** ওহে নন্দ শুন তুমি আমার বচন। यथन ना तरह (मरह औरतत्र कीवन ॥ এই পঞ্চত দেহ অচল যে হয়। **পक्ष्म्रुड शक्ष्म्रुटड लीन ह'राव त्रवा।** বিনাশ কারণ আমি জানিবে নিশ্চয়। বিপরীত ভাব জীব মোহবশে হয় ॥ মোহের কারণ জীব শোকে হয় রত। নির্বোধ জনের তাহে জ্ঞান হয় হত॥ জ্ঞানীজন শোক হীন ওগো মহামতি। শোক নাহি করে সেই হয় সাধুমতি॥ সব কথা কহিলাম তোমারে এখন। অপরে শুনহ পিতা জ্ঞানের কথন॥ ষড়রিপু (১) হ'তে হয় অধর্মা সঞ্চয়। নির্বোধ জনেতে করে তাদের আশ্রয়॥ রিপুবশৈ অনুক্ষণ চ্রন্ধর্মেতে রত। অধর্ম অর্জ্জয়ে তারা জানিবে নিয়ত॥ ক্ষমা শান্তি দয়া যত অধর্ণ্মে আশ্রয়। ইহারা সকল জীরে ধর্মপথে লয়॥ নির্বাণ লভিবে জীবে ইহাদের বলে। এ দেহ আশ্রয়ে জীব থাকয়ে কুশলে॥ আমি সর্বময় ভূমি জানিও মনেতে। ব্ৰহ্মা শিব আদি জন্ম জানিবে আমাতে॥ সকলে আমার অংশ আমি সর্বময়। আমাতে সৃষ্টির স্থিতি আমাতেই লয়॥ জরা মৃত্যু মৃক্ত আমি কহি যে তোমারে। অতএব ভাব পিতা একান্তে আমারে॥ মম ভক্ত যেবা হয় শুন পিতা নন্দ। না হয় কুশল তার করে কার্য্য মন্দ। যারা দলা ভক্তিযুক্ত রহে মোর প্রতি। রিপুবশ নহে তারা শুন মহামতি ॥

হীন কার্য্যে তাহাদের নাহি থাকে মন। হীন কর্ম্মে যথা তথা না করে মনন ॥ মম ভক্ত দদা করে আমার দাধন। লভয়ে পরম জ্ঞান তারা সর্বজন॥ অতএব শুন পিতা বচন সম্বর। পুণ্যধাম ব্রহ্ণধামে যাও শীঘ্রতর॥ শ্রীমধুসূদন মন্ত্র জপ অবিরত। তাহাতে হইবে সিদ্ধ কহিছু নিশ্চিত। এই মন্ত্ৰ একান্তে জপিবে অনুক্ষণ। তাহাতে পাইবে মুক্তি বেদের বচন॥ যোগী আদি মুনিগণ এই মন্ত্ৰ জপি। সিদ্ধ হয় সকলেতে কহি পুনরপি॥ ব্রজেতে গমন কর ব্রজের ঈশ্বর। পবিত্র হইবে ব্রজ্ঞ ওহে গোপবর॥ শ্রীমধুসূদন মন্ত্র জপ অবিরত। তাহাতে হইবে সিদ্ধ জানিবে নিশ্চিত॥ কেন বা শোকেতে মগ্ন করিছ রোদন। শীঘ্রগতি ব্রজ্ধামে করহ গমন॥ মাতা যশোদারে ভূমি কবে সমুদয়। প্রবোধ করিবে তারে ওছে গোপরায়॥ শোকেতে না মগ্হয় না করে ক্রন্দন। বিশেষ কহিবে তারে আমার কন। ন্ডনিয়ে কুষ্ণের কথা নন্দ মহামতি। অন্তরে হইল তার জ্ঞানের উৎপত্তি॥ কিন্তু স্নেছ হেতু তার ছদয় বিদরে। ক্লম্ম ছাড়ি কিরূপে যাইরে ব্রজপুরে॥ कृष्ध मूथ ठाहि नन्त कत्रारा (तातन। মায়া-দূত্রে আছে তবু হইয়ে বন্ধন॥ তবে দেব দামোদর কহিল নন্দেরে। যাহ পিতা শীঘ্রগতি সেই ব্রজপুরে॥ এই কথা শুনি নন্দ সচঞ্চ মন। গোপগণ সহ সবে করিল গমন ॥ ব্ৰজ্গামে যান সবে আকুল অন্তর। ভাগবত কথ। হয় হুধার সাগর॥

<sup>)।</sup> कान, त्कान, लाड, त्वाह, मन, बारगर्गा, वह रफ्तिन्।

দাস ভাষে অবিরত কৃষ্ণপদে মতি। কৃষ্ণনাম অবণেতে গোলোকেতে গতি॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশম করে কৃষ্ণ কর্ত্বক নন্দের অতি জ্ঞানযোগ কণ্ন সমাপ্ত।

অণ শীকৃষ্ণের গুরুগৃহে বাস। শুকদেব করে পরে শুনহ রাজন। নন্দঘোষে উপদেশ কহিয়ে তথন॥ নানামতে প্রবোধিয়া সাম্বনা করিল। नन्म निज्ञानन्म गत्न त्रन्मावत्न शिल ॥ তবে বহুদেব হৈল আনন্দে মগুন। ছুই ভায়ে সংস্থার করিল তখন।। মধুপুরে মহোৎসব হয় সেই কালে। উপনয়নাদি কার্য্য করে কুভূহলে॥ অগণন দ্বিজ্ঞগণ আইলেন কত। দান করে বস্থদেব দবে মনোমত। অগণন ধেতুগণ দ্বিজগণে পায়। স্বৰ্ণ রৌপ্য দেয় কত সংখ্যা নাহি তায়॥ দ্বিজের রমণীগণে করে কত দান। স্বাকার সমভাবে রাখেন সম্মান॥ বিধিমতে করে সবে কার্য্য স্যাধান। অপরে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব আখ্যান॥ রাম কুষ্ণ ছুই ভাই মনে বিচারিল। পাঠার্থী হইয়া দোঁহে গুরুগৃহে গেল। গর্গাচার্য্য মহামুনি বিভার দাগর। পডিবার তরে দোঁহে গেলা তাঁর ঘর॥ রহিলেন গুরুগৃহে দানন্দ অন্তরে। গর্গাচার্য্য কহে কুষ্ণ শুন অতঃপরে ॥ অবনীনগরে ধাম সান্দীপন নাম। পডিবারে যাহ তথা ওহে গুণধাম॥ গর্গের বচনে তবে ভাই ছুইজন। আনন্দ অন্তরে তথা করিল গমন॥ याहरत्र चिरावत शाम প্রণতি করিল। विवत्र कथा भव जाँदा निर्वालन ॥

শ্রবণে দানন্দ চিত্ত হয় মুনিবর। শিখাইল বহুবিতা সংখ্যা নাহি তার ॥ (১) মনের হরষে তবে ভাই চুইজন। শিখিল বিবিধ বিস্থা আনন্দিত মন ॥ তবে গুরুপদে দোঁহে প্রণাম করিল। মুতুভাষে মুনি প্রতি কহিতে লাগিল॥ ওগো গুরু মহামতি করি নিবেদন। তোমার প্রদাদে মোরা ভাই চুইজন॥ শিথিত্ব বিবিধ বিছা ভোমার প্রদাদে। গৃহেতে যাইব এবে মনের আহলাদে॥ বহুদিন গৃহ ছাড়া শুন মহাশয়। পিতামাতা আছে অতি ক্লংখিত হৃদয়॥ অতএব মাগি লহ দক্ষিণা এখন। শীপ্রগতি গৃহে মোরা করিব গমন॥ ক্লফের বচন শুনি তবে মুনিবর। গৃহিণীর পাশে ধায় আনন্দ অন্তর॥ নিভৃতে মন্ত্রণা তবে করে চুইজনে। কুষ্ণের নিকটে আসি সহাস্থ বদনে॥ পরম কারণ কুষ্ণে জানিয়া মনেতে। কহিতে লাগিল মুনি দোঁহার সাক্ষাতে॥ শুন বাপ রাম কৃষ্ণ আমার বচন। ভোমাদের হেরে স্থনী ছিন্ম চুইজন॥ এবে গৃহে যাবে বাপু মোদের ছাড়িয়া। কিরূপে রহিব বাপু জীবন ধরিয়া॥ দবে মাত্র ছিল পুক্র একটি রতন। সমুদ্রে মরিল সেই আমার নন্দন॥ সেই শোকে নিরানন্দ আমার অন্তর। এখন কেবল মাত্র রোদনই সার॥ অতএব শুন বাপু আমার বচন। দক্ষিণা প্রদানে যদি থাকে তব মন ॥

১। মহামুনি বেদবাাস এই ছলে লিখিয়াছেন বে চতুংবট্টি দিবলৈ চতুংবট্টি বিভা ক্লফ বলরাম শিক্ষা ক্রমাছিলেন।

মরা পুত্র যদি মোরে আনি দিতে পার। তবে সে দক্ষিণা লব তোমার গোচর॥ তব সাধ্যে সাধ্য বাপু কহিন্দু এমন। অস্ত্রের সাধ্যেতে তাহা নহে বাছাধন॥ নতুবা দক্ষিণা মোর প্রয়োজন নাই। আনন্দেতে গৃহে চলি যাহ চুই ভাই॥ শ্রবণে গুরুর বাক্য দেব দামোদর। যে আজ্ঞা বলিয়ে তবে করিল স্বীকার॥ গুরুপুত্রে আনিবারে করিল গমন। প্রভাস সাগর তারে দিল দরশন। রথ হ'তে নামি হরি সাগরের কুলে। ক্ষণকাল অবস্থান করি সেই স্থলে॥ আরক্ত নয়নে দৃষ্টি করে যতুরায়। তাহা দরশনে সিন্ধু কম্পিত হৃদয়॥ ভয়েতে আকুল সিন্ধু সচিন্তিত মন। করযোড়ে কৃষ্ণ-পাশে আইল তথন॥ মুদ্রভাষে হরি-পাশে কহিতে লাগিল। কহ প্রভু এ দাসের কি দোষ ঘটিল॥ কি কার্য্য সাধিব নাপ কর অনুমতি। যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব সম্প্রতি॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন সিন্ধু শুন বাক্য সার। শীত্র আনি দেহ মোরে গুরুর কুমার॥ মম গুরুপুত্র তুমি করেছ সংহার। তাহা দিলে তবে তোমা হইবে নিস্তার॥ নতুবা আমার হস্তে তুর্গতি সাধন। এখন উচিত যাহা করহ পালন ॥ রত্নাকর থর থর কাঁপিল অন্তরে। কুষ্ণের বচন শুনি অতীব কাতরে॥ কহিতে লাগিল সিন্ধু যুড়ি চুই পাণি। यम (माय नाहि किंदू अन ठळाशानि॥ মম গর্ভে মহাদৈত্য আছে একজন। পঞ্জন নাম তার শুন নারায়ণ॥ শম্বরূপে আছে এই জলের ভিতরে। ত্ব গুরুপুত্রে দেব সেই চুফ্ট মারে॥

অতএব মম প্রতি ত্যজ যত রোধ। নিশ্চয় জানিবে মম নাহি কোন দোষ॥ সাগরের বাক্য তবে করিয়ে শ্রবণ। ক্রোধেতে জলের মধ্যে করিল গমন॥ मागरतत्र गर्धा इति थारान कतिन। মহাক্রোধে সেই দৈত্যে অমনি ধরিল। মুষ্ট্যাঘাতে মারি তার বধিল জীবন। মহাশব্দে দৈত্যবর হইল পতন॥ স্থদর্শনে ফেলে তার উদর চিরিয়া। তথা হ'তে চলে গুরুপুত্রে না পাইয়া॥ সেই শছা (১) ল'য়ে করে করিল গমন। জল হ'তে শীঘ্র রথে করে আরোহণ।। বেগেতে ধাইল রথ শমন নগর। সেই শব্দ বাজাইল দেব দামোদর॥ শুনি সে শক্ষের ধ্বনি তথনি শমন। সত্বরে আইল যথা দেব নারায়ণ॥ কুতাঞ্জলি করিয়া সে শমন আইল। তুমিতে পড়িয়া হরিপদে প্রণমিল॥ আদরে বদায় তবে রতন আসনে। করিল বিবিধ পূজা অতি স্যতনে॥ বহু স্তব করে তবে দেবতা শমন। সকল ভূতের তুমি আশ্রয় কারণ॥ ওছে দেব সর্ববদার সবার আশ্রয়। সর্ববাধার গুণাকর ওহে মহাকায়॥ অবনীর ভার দেব করিতে হরণ। মায়াতে মানব রূপ করিলে ধারণ॥ द्वरखेंद्र ममनकाती পान शिखें जत्न। অধীনের দোষ যত ক্ষমহ একণে॥ সার্থক জনম মম সফল জীবন। মম বাদে আগমন কহ কি কারণ॥ পবিত্র হইল পুরী তব দরশনে। কি কার্য্য করিব দেব বলহ এক্ষণে॥

১। এই বহাশুমাই শুকা নামে বিখাতি। .

এ দাসেরে কুপাময় কহ কুপা করি। তব আজ্ঞা পালিও এখনি বংশীধারী॥ শমনের বাক্যে তবে দেবকী-নন্দন। মুত্রভাষে কছে শুন আমার বচন॥ গুরুপুত্রে শীদ্র করি আনি দেহ মোরে। বিলম্ব না সহে আমি কহিন্দু তোমারে॥ এই কার্য্য হেতু মোর হেথা আগমন। শীঘ্রগতি আনি দেহ গুরুর নন্দন॥ অমনি শমন তবে সত্বরে চলিলা। গুরুপুত্রে আনি তবে উপস্থিত কৈলা॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণে আসি পড়িল তখন। শমনে কহেন হরি আনন্দিত মন ॥ শমনে প্রবোধ হরি অনেক করিল। গুরুপুত্র ল'য়ে হরি রথে আরোহিল॥ আনন্দে চলিল হরি অবস্তীনগর। উপনীত গুরুবাদে হইল সত্বর॥ পুত্র দিয়া গুরুপদে প্রণাম করিল। পুত্রেরে পাইয়া মুনি বিশ্বায় মানিল॥ পুত্র পেয়ে মুনিবর আনন্দ অন্তর। কৃষ্ণ বলরাম প্রতি করিল উত্তর॥ শুন বাপ মম জন্ম সফল হইল। পবিত্র হইল পুরী হইল মঙ্গল। আর এক কথা বলি শুন বাপধন। তোমাদের শিক্ষা গুরু হইন্ম এখন॥ এ হ'তে কি হবে আর মম ভাগ্যোদয়। অধ্যাপনা সিদ্ধ আজ আমার নিশ্চয়॥ কি আর বলিব বাপ দাক্ষাতে তোমার। এ হেন দক্ষিণা পায় হেন সাধ্য কার॥ যে লাভ হইল মোর পড়ায়ে তোমায়। সেই কথা এক মুখে ব্যক্ত নাহি হয়॥ রহিলা অম্ভুত কীর্ত্তি জগত ভিতরে। এখন গৃহেতে যাও আপনি সম্বরে॥ দিন্ধ মনোরথ মম হ'ল এতদিনে। আমি গুরু পবিত্র হে তোমা দরশনে॥

গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি ভাই তুইজন।
ছরাগতি রখেপিরি করে আরোহণ॥
মধুরার পথে তবে গমন করিল।
পবন গতিতে রথ অমনি চলিল॥
উপনীত হ'ল রথ মধুরা-নগরে।
করিলেন শব্ধধেনি আনন্দ অন্তরে॥
ভারণে সে ধ্রনি তবে যত প্রজাগণ।
রামকৃষ্ণ দরশনে করিল গমন॥
পিতা মাতা দরশনে হ'য়ে আনন্দিত।
প্রণ্ডে চরণে তবে হ'য়ে পুলকিত॥
পুক্র দরশনে পিতামাতা হথী অতি।
দাস ভাবে হরিনাম মধুর ভারতী॥
ইতি শ্রীষ্টাগবতে দশ্য হদ্দে শ্রীকৃক্ষের
ভক্গহে,বাস স্মাপ্ত।

অথ উদ্ধবের বৃন্দাবন গমন।

শুকদেব কহে শুন তবে নরপতি। পরে শুন হরি কথা মধুর ভারতী॥ হরি বিনে নাহি গতি এ জগতে আর। সদা ভজ হরি পদ পাইবে নিস্তার॥ একাস্ত মনেতে ভঙ্গ শ্রীহরি চরণ। অনাগ্রাদে যুচিবেক ভবের বন্ধন॥ কঠোর জঠর-বাস কদাচ না হবে। রবিহ্নত দৃত ভয়ে দূরেতে পলাবে॥ শুন মহারাজ কহি সে হরি কাহিনী। বুন্দারণ্যে কান্দে গোপ যতেক গোপিনী। নন্দ আদি গোপ যত কুফের কারণ। শব সম সকলেতে ভূতলে পতন॥ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ মাত্ৰ শব্দ শুনা যায়। এইরূপে গোপ গোপী আকুল ছদয়॥ মথুরায় থাকি হরি দকলি জানিল। প্রবোধিতে গোপগণে মনেতে ভাবিল 🏾

সে কারণে উদ্ধবেরে ডাকি নারায়ণ। কহিতে লাগিলা হরি স্থমিষ্ট ৰচন॥ ভূমি মন্ত্রী মহামতি মম প্রিয় অতি। বুদ্ধির সাগর ভূমি হুশীল প্রকৃতি॥ মম স্থা হও ওছে তুমি গুণাকর। এক নিবেদন এবে রাখহ আমার॥ তোমা হ'তে প্রিয়সখা আছে কোনজন। তোমা ভিন্ন হেন কাৰ্য্য না হবে দাধন॥ এত কহি উদ্ধবের হস্তেতে ধরিল। শোকার্ত্ত হইয়ে হরি কহিতে লাগিল॥ কেবা আছে আর মম এ কার্য্য সাধিতে। তব মনোযোগে সিদ্ধ হবে ত্বরাত্বিতে॥ অতএব যাহ তুমি সেই রন্দাবন। কহিবে কুশল বাণী শুনহ বচন।। ব্ৰজ্বাদী আছে যত গোপ-গোপিগণ। নন্দ যশোমতী আদি আছে যতজন। প্রিয়ভাষে সবাকারে সস্তোষ করিবে। আমার বারতা ভূমি সকলে কহিবে॥ ব্রজ আহিরিণী যত শোকার্ত হৃদয়ে। আমার কারণ আছে মৃত্যু প্রায় হ'য়ে॥ ব্যাকুল অন্তরে সবে করিছে ক্রন্দন। কুল ধর্ম ত্যজে তারা আমার কারণ॥ গৃহ ধন পরিজন সকলি ছাড়িল। একচিত্তে হ'য়ে সবে আমারে ভজিল। গৃহ পরিজন তারা সব পরিহরি। লোকের গঞ্জনা মনে তাহা তুল্ফ করি॥ একান্ত হইয়ে করে আমায় ভজন। ত্যজিবারে পারে প্রাণ আমার কারণ॥ আমার বিরহানলে অবিরত জ্বলে। . অধৈর্য্য অন্তরে সদা আছ্যে সকলে॥ ছাড়িয়া সে গোপিগণে আদি এ নগরে। অতএব সেই ছঃখ কিরূপে পাদরে॥ একেবারে শোকানলে জ্বলে সর্বাক্ষণ। আমার কারণ মাত্র আছ্যে জীবন॥

মম নাম শ্বরি মাত্র জীবিত সকল। আমার কারণ সবে শোকেতে বিহবল।। . সর্বদাই নেত্র-জল হ'তেছে পতন। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করিছে ক্রন্দন॥ অতএর যাও শীঘ্র সেই ব্রজপুরে। আমার কুশল বার্ত্ত। জানাও সবারে॥ সকলে সান্ত্রনা বাক্যে প্রবোধ করিবে। ত্যজ্ঞ শোক হেথা কৃষ্ণ সত্বরে আসিবে॥ এইরূপ বাক্যে সবে করিবে সান্ত্রনা। তাহে কিছু স্থির হবে যত ব্রজাঙ্গনা॥ ওহে প্রাণদথা তুমি করহ গমন। অস্তে না পারিবে ইহা করিতে সাধন॥ তোমা ভিন্ন এই কর্ম্ম কে পারে করিতে। শীঘ্রগতি কর গতি সে ব্রজ পুরেতে॥ কুষ্ণের বচনে তবে উদ্ধব চলিল। দেব রথোপরি তথা হুথে আরোহিল॥ চলিলেন बुन्नावत्न जानन्निज भरत । নন্দ ব্ৰজে উপনীত হইল তথনে॥ হেরিল গোকুল শোভা অতি মনোহর। হাম্বারবে ধেমুগণ ধাইছে সম্বর॥ অগণন বুণগণ খেলে কুভূহলে। উভ লেজে বংদগণ ফিরিছে সকলে॥ ধেকু যত কুধাতুর চারিদিকে ধায়। লক্ষ দিয়া তুণ আশে বেগে চলে যায়॥ এইরূপে ধেন্মু যত খেলে অবিরত। পরম যতনে পালে গোপগণ যত॥ কুষ্ণগুণ গানে মন্ত ব্ৰজবাদীগণ। কুষ্ণ কুষ্ণ রব মাত্র হয় যে শ্রেবণ॥ বনশোভা মনলোভা দরশন করে। নানাজাতি পুষ্প সব ফুটে থরে ধরে॥ বসিয়া শাখীর ডালে কত পাখীগণ। অবিরত করে তারা কৃষ্ণগুণ গান॥ অলিকুল আকুল সে পুষ্প-মধুপানে। 🕐 সর্বাদা উন্মন্ত তারা হরিঞ্গ গানে॥

সরোবর-জল শোভে খেত পদাদলে। হংস কারগুব আসি তার মাঝে থেলে। এইরূপ কত শোভা উদ্ধব হেরিল। রুন্দাবন শোভা হেরি মোহিত হইল॥ তদস্তরে নন্দালয়ে করিল গমন। **मृ**दत উদ্ধবেরে নন্দ করে নিরীক্ষণ॥ দিতীয় কুষ্ণের রূপ কুষ্ণের আকার। দরশনে নন্দ তবে মানে চমৎকার॥ কুষ্ণ অক্সচর বলি মনেতে ভাবিল। উদ্ধবে দেখিয়া নন্দ মহাপ্ৰীত হৈল॥ কভক্ষণে নন্দ তবে করিয়া বিনয়। উদ্ধবের প্রতি তবে মিফ্টভাষে কয়॥ কুষ্ণ পিতা নন্দ আমি শুনহ বচন। আইস এ বাসে দয়া করি বিতরণ ॥ কুষ্ণ-সথা তুমি তাহা জানিসু বিশেষ। বিনে কৃষ্ণ আমাদের যন্ত্রণা অশেষ॥ এত কহি পাগ্ত অর্য্য দিল সেইক্ষণ। আসনে বসায়ে করে চামর বাজন। পথশান্ত দুর করি ভোজন করিল। স্থকোমল শয্যাপরে স্থথে নিদ্রা গেল॥ 'হেনরূপে উদ্ধব সে প্রান্তি করি দুর। নন্দের সেবনে হুখ পাইল প্রচুর॥ পরে নন্দ উদ্ধবেরে কহিল তথন। মথুরা কুশল বার্তা কহ মহাজন ॥ বহুদেব কি প্রকারে আছেন কুশলে। দেবকী আছেন তথা কিবা কুভূহলে॥ কুষ্ণ বলরাম মম আছে কি প্রকারে। সেই কথা মোরে সত্য কহ একেবারে॥ উগ্রসেন কেমন কুশলে আছে বল। আপনার পাপে কংদ আপনি মজিল॥ আপনার দোষে চুষ্ট আপনি নিধন। যতুকুল অরি সেই পাপিষ্ঠ চুক্তন ॥ কছ হে উদ্ধব মোরে বিশেষ করিয়া। কেমনে আছয়ে কুষ্ণ মোরে না দেখিয়া॥

আর কি আমারে মনে করে বাছাধন। আমারে কি করে কৃষ্ণ কথন স্মরণ ॥ মাতা যশোমতী বলি মনে আছে তার। বলহ উদ্ধব মোরে সত্য একবার॥ মনে কি আছয়ে তার গোপ গোপিগণ। রুক্দাবন বন আর গিরি গোবর্দ্ধন॥ গাভী বৎস আদি করি ব্রজশিশু যত। অসুক্ষণ তারা ছিল কৃষ্ণ অনুগত॥ এ সবারে স্মরণ কি করে একবার। আর কি আসিবে ত্রজে সে হরি আমার॥ সত্য করি কছ যোরে ওরে গুণমণি। আর কি আসিবে হেথা সেই নীলমণি॥ সত্য করি এই কথা আমারে কহিবে। কতদিন পরে হরি ব্রঙ্গেতে আসিবে॥ ব্রজবাসিগণে কবে করিবে স্মরণ। ব্রজে আসি একবার দিবে দরশন ॥ কহিবে উদ্ধব মোরে তুমি সত্যভাষী। আর কি,হেরিব সেই চারুমুখশশী॥. আর কি হেরিব সেই স্থন্দর বদন। দেখিতে কি পাব আর সে বাঁকা নয়ন॥ স্থচারু গমনে কবে গোঠেতে চলিবে। এ পড়া কপালে বল দরশন দিবে॥ দাবাগ্নিতে গোপগণে প্রাণে বাঁচাইল। ইন্দ্র-ভয় হতে সবাকারে রক্ষা কৈল 🛭 গোপগণে স্যত্তনে করিল রক্ষণ। কতবার মৃত্যু হ'তে রাখিল জীবন॥ আর কি হেরিব আমি সেই ক্লফ্খনে। হেরিব সে মুখশশী বঙ্কিম নয়নে॥ আর কি সে হাস্থানন দরশন হবে। দে মুখের বাণী মোরে আর কে শুনাবে॥ না পারি ভুলিতে সেই কুঞ্জের বদন। যতেক তাহার ক্রীড়া হয় যে স্মরণ 🖠 মনে করি ভুলে যাই না পারি ভুলিতে। ক্লম্ভ ক্রীড়া যথা তথা পাই যে দেখিতে॥

সরোবর গিরি আদি যেই স্থানে যাই। কেবল তাহার চিহ্ন দেখিবারে পাই॥ অকুক্ষণ সেইরূপ জাগিছে অস্তরে। किक्राप्त जुनिव वन (महे शिविधरत ॥ আর কি কহিব বল উদ্ধব তোমায়। যে দিকে ফিরাই আঁখি সব কুষ্ণময়॥ অন্তরে জাগিছে সেই নব জলধরে। দেবতা বলিয়া জ্ঞান হয় যে অস্তব্যে॥ এবে মনে বুঝি তারা ভাই ছুইজন। অবতীর্ণ ধরা ভার করিতে হরণ॥ অবনীতে অবতার দেব কার্য্য তরে। উদ্ধারিতে ভব জীবে এ ভবে বিহরে॥ গর্গমুনি মুখে যাহা করেছি প্রবণ। তাহাই ঘটিল এবে শুন বিবরণ॥ নাশিল বিষম করী নাম কুবলয়। মহা মহা মল্লগণে করিলেক ক্ষয়॥ ছুষ্ট কংসাহুরে সেই করিল নিধন। অনায়াসে সিংহ যথা মারে অজগণ॥ হেনমতে স্বাকারে সংহার করিল। তালবনে ধেমুকা দৈত্যেরে সংহারিল। ভাঙ্গিল বিষম ধনু ইক্ষুদণ্ড মত। এইরূপ দেব সম কার্য্য করে কত॥ কত যে অস্তুরে কুফ নিধন করিল। তৃণাবর্ত্ত প্রলম্বাদি অমুরে নাশিল॥ বামহন্তে গোবৰ্জন করিল ধারণ। এ সকল কার্য্য আমি করি দরশন॥ এত কহি নন্দরায় কাঁদিতে লাগিল। নেত্ৰজ্বলে বক্ষম্বল প্লাবিত হইল ॥ অচেতন কৃষ্ণ বলি নন্দ মহামতি। क्रक क्रक विल कारत महक्त मि ॥ নেত্রজলে সমাচ্ছন্ন দেখে অন্ধকার। তাহা দেখি যশোমতী অধীরা আবার॥ ক্ষীরভারে স্তন তার ফাটিতে লাগিল। অঞ্জলে বক্ষম্বল ভাসিয়ে যে গেল।

হা কৃষ্ণ বলিয়ে সতী কাঁদে উচ্চৈশ্বরে। কোথা কুষ্ণ একবার দেখা দেরে মোরে॥ বিনে কৃষ্ণ এই প্রাণ কিরূপে ধরিব। আর কিবা চন্দ্রমুখ দেখিবারে পাব॥ এত বলি উচ্চরবে কানে ব্রজপতি। ভূতলে পড়িয়ে কাঁদে রাণী যশোমতী॥ ইহা দেখি উদ্ধব ধরিল চুইজনে। কুষ্ণ অমুগত দেখি ভাবে মনে মনে॥ চমৎকার ভাবি মনে মানিল বিস্ময়। নন্দ প্রতি উদ্ধব সে মহানন্দে কয়॥ শুন কহি নন্দগোপ তোমারে এখন। কহি যে তোমারে আমি গুঢ় বিবরণ ॥ কৃষ্ণ হেতু কেন হেন বুথা শোক কর। তব পুত্র নহে কভু ওহে গোপেশ্বর॥ পরম ঈশ্বর সেই পরম কারণ। পরমাজা পরাৎপর দেব নারায়ণ॥ সবাকার পুত্র সেই সবাকার পিতা। বিশ্বময় মহাকায় সবাকার ধাতা॥ সবাকার রক্ষক সেই দেব দামোদর। স্জন পালন কর্ত্তা জগং ঈশ্বর ॥ ভক্তের প্রধান হও তোমরা হুজন। নারায়ণ প্রতি আছে ঐকান্তিক মন॥ সেই সকলের ধাতা জগতের সার। তার প্রতিভক্তি আছে তোমা দোঁহাকার॥ রাম কুষ্ণ চুই ভাই অদ্বিতীয় জন। সংসারের মূল সেই পরম কারণ॥ বিশ্বের স্ফ্রনকারী বিশ্বের ঈশ্বর। পরম পুরুষ দোঁহে সবার উপর॥ পুণ্যময় সর্ববাশ্রয় জগতে প্রধান। कानक्रां नन इति की त्वत भन्ना। যারে কুপা করে হরি সেই কুপাময়। পায় সে পরম গতি পরম আশ্রয়॥ সেই কুষ্ণে একমনে ভাব অনিবার। বিকার যাইবে দূরে ভোমা দোঁহাকার॥

গোলোকবিহারী হরি মর্ত্ত্যে আগমন। নররূপ ধরি তব গৃহেতে জনম। হেন ভাগ্যবান বল জগতে কে আর। এ যশ রহিল তব জগত মাঝার॥ ধরাতলে এর চেয়ে আছে কিবা হথ। কেন হও শোকান্বিত কেন কর তুঃখ। তোমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়। কোটিকল্ল যুগ যোগী তাহা নাহি পায়॥ দেই হরি তোমাদের শোকের কারণ। পাঠান আমারে হেথা শুন বিবরণ॥ যে কথা কহিল মোরে শুন যতুপতি। তব শোকে দদা কান্দে অশ্রুজনে তিতি॥ একচিত্তে মহামতি করহ প্রবণ। যে কথা কহিল মোরে দেব নারায়ণ॥ কিছুদিন পরে হরি আসিবে এখানে। মিখ্যা নহে সত্য বলি জেনো সব মনে॥ পুনঃ আসি রন্দাবনে তোমা দোঁহাকারে। তুষিবেন আদি হরি তোমার আগারে॥ তোমারে বিদায় কালে যে কথা কহিল। অবশ্য করিবে তিনি তোমার মঙ্গল ॥ অবশ্য আসিবে হেথা শুন মহাশয়। বুথা শোক না করিও কহিন্তু নিশ্চয়॥ ত্যজ শোক বুথা খেদ নাহি প্রয়োজন। নিশ্চয় আসিবে কৃষ্ণ তোমার সদন। তখন জানিবে মনে মম বাক্য দার। সকল জীবের মুক্তি দেব সর্ববাধার॥ আত্মারূপে জীবদেহে আছেন নিয়ত। তেজোরপী মহাকায় সদা আনন্দিত॥ সর্বজীবে সমাগত জানিবে নিশ্চয়। ভিন্ন ভাব কভু নহে সেই দয়াময়॥ ভাল মন্দ ভেদাভেদ নাহি তার মনে। কুপার দাগর তিনি ব্যক্ত জগঙ্জনে॥ কেবা পিতা কেবা মাতা কেবা হুত দারা। অব্যয় অচ্যুত সেই জন্ম মুত্যু হারা॥

লীলা হেতু অবতীর্ণ হন অবনীতে। জগতের ভক্তগণ পালন করিতে॥ সাধুজনে সর্বক্ষণে করে পরিত্রাণ। লীলাময় সর্ববাশ্রয় প্রভু ভগবান। আপনি মোহিনী মায়া করিতে বিস্তার। কোষ কীটরূপে বন্ধ তাহার মাঝার॥ আপনি মোহনময় পরম আশ্রয়। পরগুণে অমুক্ষণে তবু নিরক্ষয়॥ ত্রিগুণ ধারক (১) হরি পরম কারণ। ত্রিগুণেতে তিনরূপ (২) ধরে অনুক্ষণ ॥ তিনরূপে লীলা কার্য্য করে অবিরত। স্ক্রন পালন লয় জানিবে ছে যত॥ অতএব নারায়ণ সকলের সার। মায়ায় মোহিত জীব ভ্রমে অনিবার॥ আর এক বাক্য মম করছ শ্রেবণ। ঘুরিলে আপনি যথা জগৎ ঘূর্ণন॥ যেন সবে ঘুরিতেছে হেন বোধ হয়। नम नमी त्रक आमि घुटत मभूमश्र॥ সেইরূপ আত্মা সদা বেড়ায় ঘুরিয়া। ভ্ৰমময় মন হয় মূল না জানিয়া॥ মায়া হেতু আত্মা সদা ভ্রমেতে পতিত। না জানে ঈশ্বরে জীব ভ্রমে অবিরত॥ জগতের মূল হরি পরম কারণ। তাহা ছাড়া আর কিছু নহে কদাচন॥ আত্মারূপে নারায়ণ জীবের আশ্রয়। অথিল ব্ৰহ্মাণ্ড পতি সৰ্ব্ব মায়াময়॥ মূল কথা কহিলাম তোমারে এথন। রুথা শোক কেন কর কেন বা রোদন ॥ হেনকালে নিশা শেষ শশী অন্তগত। প্রভাত হইল পরে ভামু প্রকাশিত॥ কোকিলের কুহুরবে সকলে জাগিল। নিরানন্দ গোপগোপী শ্যা ত্যাগ কৈল।

১। সন্তঃ, রজঃ, তমঃ।

२। अका, विकृ, मरहभत।

পরে যত আহিরিণী গৃহ কর্ম্ম সারি। দধি মন্থনেতে সবে যায় ধীরি ধীরি॥ ধরিয়া মন্থন রচ্ছু আকর্ষণ করে। কুষ্ণগুণ গান করে হুমধুর স্বরে॥ দ্ধি মন্থনের কার্য্য করি সমাপন। নন্দ দ্বারে সবে করে রথ নিরীক্ষণ॥ হেরিয়া স্থব্দর রথ নব্দ নিকেতন। পুনঃ কেন ব্ৰজে রথ চিন্তে মনে মন॥ কেহ বলে বুঝি কৃষ্ণ ব্ৰজেতে আইল। গোপিকা कूलात विधि मनग्र इहेन ॥ কেহ বলে পুনঃ সেই অক্রুরাগমন। কংসের আজ্ঞায় পুনঃ আদিল এখন॥ কোন গোপী বলে শুন কেন সে আসিবে। बुम्नावरन नाहि कृष्ध कारत वा नहेरव॥ व्यात रंगानी वरल मिश अन विवत्र। বুর্বি হুঃথ অন্ত হৈল জানিমু কারণ॥ ছুরাচার কংসে কুষ্ণ বিনাশ করিল। তাই পুনঃ ব্রজ্ধামে তারে পাঠাইল। আমাদিগকে লইবারে পাঠায়েছে রথ। এতদিনে বুঝি সখি পূর্ণ মনোরথ॥ এইরূপে গোপী সব কছে নানা কথা। **জ্রিক্ল বিরহে সবে পেয়ে মনে ব্যথা॥** কৃষ্ণ লাগি সকলেতে আকুল অন্তর। নয়নেতে অশ্রুণারি ঝরে নিরন্তর ॥ হেনকালে মহামতি উদ্ধব তখন। ধীরে ধীরে সেই স্থানে করেন গমন॥ ভাগবত কথা হুধা যেই নর গায়। দাস ভাষে অনায়াসে মোক্ষপদ পায়॥ ইতি শ্ৰীমম্ভাগৰতে দশম স্বন্ধে উদ্ধবের

বৃন্দাবনে গমন সমাপ্ত।

অথ উদ্ধবের নিকট গোপিগণের বিলাপ। শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন। হেরে সে উদ্ধবে তবে যত গোপিগণ॥

রাধা সতী মৌন অতি ক্রন্দন করিল। উদ্ধবের প্রতি তবে কহিতে লাগিল॥ কহ শুনি কেবা ভূমি কিবা নাম ধর। কোথা হ'তে আগমন কোথা তব ঘর॥ কি কারণে হেথাকারে তব আগমন। কৃষ্ণ সম অবয়ব হেরি কি কারণ॥ তাঁর সম অবয়ব ভূবন উচ্ছলে। অপরপ রূপ তব এ মহীমগুলে॥ সত্য কহ তুমি মোরে হও কোনজন। কুষ্ণস্থা হবে তুমি হেন লয় মন॥ কুশলে আছেন তথা তাঁরা চুই ভাই। বিশেষ ভোমারে মোরা সে কথা স্থধাই॥ যতনে আসনে তবে উদ্ধবে বসায়। হাস্থাননে ধীরে ধীরে তাহারে স্থধায়॥ ওহে মহামতি তুমি কহে আহিরিণী। শ্রীক্বফের দূত হ'য়ে এসেছ আপনি॥ ব্রজের সংবাদ বুঝি জানিতে পাঠায়। সেই কথা সত্য কহ তুমি মো'সবায়॥ পিতা মাতা মনে বুঝি পড়েছে এখন। তাই বুঝি তোমার এ ব্রজে আগমন॥ আর কেবা আছে তার এই ব্রঙ্গপুরে। নিশ্চর জানিতু মোরা এখন অন্তরে॥ কুষ্ণের মমতা যত জানিতু এখন। কমলের সহ যথ। অলির মিলন॥ পলায়ন করে তারা স্বকার্য্য সাধিয়ে। সত্য মিথ্যা এবে ভূমি দেখ না ভাবিয়ে॥ সেইমত ক্লফানিধি মোদের ত্যজিল। অকূল শোক-সাগরে সবাই ডুবিল॥ তুষ্ট নরপতি যথা ছাড়ে প্রজাগণ। বিচা শিথি শিশু যথা ছাড়ে গুরুজন ॥ দিশিণা লইয়ে দ্বিজ ছাড়ে শিয়াগণে। সেইমত শ্রামরায় ছাড়ে গোপিগণে॥ পুরাতন পত্র যথা ত্যক্তে রুক্ষগণ। ভোজনান্তে চলি যায় যেমন ব্ৰাহ্মণ ॥

তৃণহীন ক্ষেত্ৰ ত্যক্তে যথা পশুগণ। ভুক্তরতি উপপতি যথা পলায়ন॥ ছেনমতে গোপিগণে ছাডিয়ে স্বারে। প্রাণে বধি গেল হরি কঠিন অন্তরে॥ হেনমতে গোপী দবে আকুল হইল। একেবারে ঘোর রবে কাঁদিয়া উঠিলু॥ ত্যজি লঙ্জা ভয় সবে সম্বোধি উদ্ধবে। কুষ্ণলীলা গান গোপী করে উচ্চরবে॥ রাধা দতী মান অতি কহিল তখন। কহ মোরে সত্য বাণী উদ্ধব এখন॥ কেন বা সে গুণমণি বিলম্ব করিল। কেন ব্ৰজে ব্ৰজরাজ এখন না এল। কি কারণে মধুরায় আছেন ঐীহরি। বিশেষ আমারে কহ অনুকম্পা করি॥ বুঝি হরি বুন্দাবনে আর না আসিবে। বুন্দাবনে গোপগণে আর না দেখিবে॥ বুঝি সে রাখাল সনে না করিবে খেলা। আর না করিবে পুনঃ ব্রজে আসি লীলা॥ কোথা হরি প্রাণধন আমার জীবন। আর না হেরিব সেই স্থচারু বদন॥ যে বদন নিরখিয়ে শীতল হৃদয়। কোথায় সে চক্ৰমুখ দৃশ্য নাহি হয়॥ আর কি সে বিধুমুখে বাঁশরীর গান। প্রবণে স্থন্থির কিন্তা হবে মন প্রাণ॥ পুনঃ রাদমঞ্চে কৃষ্ণ আর কি আসিবে। আর কি যমুনা তারে বিহার করিবে॥ আর কি সে ব্রজধামে গাধব আসিবে। वुन्नावटन मथा मटन शीटव शीटव याटव ॥ আর কি গোপিনী দহ হরি কুতূহলে। ধীরে ধীরে বেড়াইবে কদন্বের তলে॥ আর কি আমার সনে সে রাসবিহারী। রাসকেলী করিবেন সেই বংশীধারী॥ যমুনা পুলিনে বসি জীমধুসূদন। বাজাবে মোহন বাঁশী জুড়াবে শ্রবণ 🛚 ।

রাধা রাধা বলি মোরে আর না ডাকিবে। কহ কৃষ্ণদথা মোর কি দশা ঘটিবে॥ রাধিকার শুনি বাণী উদ্ধব কহিল। শুন দেবী কহি আমি তোমারে সকল॥ মথুরানগরে ধাম হরির কিঙ্কর। উদ্ধব আথার নাম কহিলাম সার॥ আমারে পাঠান হরি এই রুন্দাবনে। কহি শুন রাদেশ্বরী তোমারে এক্ষণে॥ তব পতি দামোদর আছেন কুশলে। বলরাম আদি স্থথে আছেন সকলে॥ আমারে পাঠান তব কুশল জানিতে। সে কারণে আগমন শুন এখানেতে॥ শুনি বাণী গুণবতী কান্দিল তথন। কি আর কুশল মম জিজ্ঞাস এখন॥ কহ কুষ্ণস্থা তুমি সাক্ষাতে আমার। দে চরণ পুনঃ কি দেখিতে পাব আর॥ সে হ্লংখের কথা আমি কি আর কহিব। মনের বেদনা যত মনেতে রাখিব॥ অস্তরে আগুন মোর জলিছে নিয়ত। শুনহ উদ্ধব মম হুঃখ বাৰ্ত্তা যত॥ এই যে যমুনাকূলে কদম্বের তলে। মম সহ রাধানাথ খেলিত কুশলে॥ দেখ এ কদম্বতলে শোভা নাহি আর। করিছে তথায় এবে শৃগাল বিহার॥ থেলিত সে প্রাণস্থা যমুনার জলে। যমুনা বাড়িত কত অতি কুভূহলে॥ আনন্দে যমুনা কত উজান বহিত। এখন নিস্তব্ধ ভাবে আছে অবিরত॥ শুকাইল জন দব শৈবাল পূরেছে। একেবারে প্রভাহীন সঙ্কীর্ণ হ'য়েছে॥ ঐ দেখ কুঞ্জবন কিরূপ আকার। শুক্ষপত্র সমায়ত অতি কদাকার॥ কুহুম কানন যত কর নিরীক্ষণ। পুষ্পহীন নতমুখী আছে অমুক্ষণ॥

কুত্ম-কলিকা যত না হয় স্ফুটিত। হরি বিনে তারা সবে আছয়ে মুদিত॥ এই দেখ মাধবিকা মাধব বিহনে। শুৰুপ্ৰায় পড়ে আছে ছাড়ি প্ৰিয়জনে॥ অলিগণ নাহি আর করে মধুপান। কোকিল পঞ্চম স্বরে নাহি করে গান॥ ময়ুর ময়ুরী আর নৃত্য নাহি করে। পাখিগণ নাহি ডাকে গাছের উপরে॥ সরোবর বারিহীন হ'য়েছে সকল। কি আর কহিব আমি ব্রজের কুশল। আর দেখ সখী যত হরির কারণ। সকলে বিষাদে মগ্ন করিছে রোদন ॥ কুষ্ণপদ দেবি দদা আনন্দে মাতিত। কুত্বম চন্দন সদা অঙ্গেতে লেপিত॥ সে হুথ তাদের আর নাহিক এগন। এত কহি রাধাসতী করেন জব্দন॥ উক্তৈঃস্বরে কাঁদে রাধা আকুল অন্তরে। কুষ্ণ শোকে করাঘাত করে নিজ শিরে॥ বলে কোথা ওহে কৃষ্ণ দেহ দরশন। তোমা বিনা বুন্দাবন হইয়াছে বন॥ একবার দেহ দেখা ব্রজের ঈশ্বর। গোপিকার রাখ প্রাণ ওছে গুণাকর॥ ক্ষণে না হেরিলে তোমা হইত প্রলয়। হা কৃষ্ণ করুণাময় এখন কোথায়॥ কোথা হরি এবে মোর রাথহ জীবন। একবার মোরে কৃষ্ণ দেহ দরশন॥ আমি যদি দোষী হই তব শ্রীচরণে। ক্ষম অপরাধ নাথ জানিয়ে অজ্ঞানে॥ জ্ঞানহীনা নারীজাতি দোষের আকর। তাহে ক্রোধ নাহি কর ওহে গুণাকর॥ আর কেন গুণমণি কাঁদাও আমারে। দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ তব অধিনীরে॥ এইরপে রাধাসতী কাঁদিয়ে আকুল। ভাসিল নয়ন-নীরে বক্ষের তুকুল ॥

काँ फिर्फ काँ फिर्फ मठी खानहीन इ'ला। সৈইক্ষণে ধরাসনে অমনি পড়িল॥ যতনে উদ্ধব তাঁরে করয়ে চেতন। वल ७८गा महारमवी कति निरवमन ॥ কেন শোকে মগ্ন হও দেবী রাদেশ্বরী। স্থির চিত্ত হও তুমি বাক্যেতে আমারি॥ এখন শোকেতে তব জ্বলিছে হৃদয়। পুনঃ মুহাদেবী হবে স্তুখের উদয়॥ তুঃখানল নিৰ্ব্বাপিত হবে গুণবতী। স্থথ-স্থধা উথলিবে পাইবে নিষ্কৃতি॥ কিছুদিন হুঃখ তব কপালে আছিল। সেই হেতু কফ্ট দেবি তোমার হইল॥ আর নাহি শোকে ময় হও রাধাসতী। আসিবেন পুনঃ কৃষ্ণ শুন গুণবতী॥ কিছুদিন পরে হরি আসিবে আবার। রুখা শোক ত্যজ তুমি বাক্যেতে আমার॥ শ্রীদামের অভিশাপ আছে যতক্ষণ। প্রত্যক্ষ না হরি সহ হবে দরশন ॥ মধুরা ত্যজিয়া হরি পুনঃ রুন্দাবনে। আসিয়া মিলিবে হরি জ্বেনো তব সনে॥ শত-বর্ষ প্রত্যক্ষেতে নহে দরশন। নিশিতে তোমার সহ হইবে মিলন॥ নিত্য নিত্য তব সনে′দরশন হবে। সেই কালশশী তুমি হৃদয়ে হেরিবে॥ রুথা কেন মহাদেবী হুঃখে মগ্ন হও। কেন রথা ধরাসনে সদা পড়ি রও॥ ঘুচিবে তোমার হুঃথ শুন গো জননী। শোকেতে আপনি কেন হও পাগলিনী।। শোক পরিহর মাতা ধৈর্য্য তুমি ধর। কর্মফল সকলেতে ভুঞ্জে নিরম্ভর॥ এত কহি রাধিকায় প্রবোধ করিল। পুনর্বার করযোড়ে প্রণত হইল॥ ভক্তিভাবে স্তব করে উদ্ধব তথন। আশীষ করিল দেবী আনন্দে মগন॥

দেখিল কুষ্ণের বাঁশী রয়েছে তথায়। তাহা হেরি উদ্ধবের আনন্দ হৃদয়॥ বলে মাতা শ্রীচরণে করি নিবেদন। এই যে কুষ্ণের বাঁশী তোমার সদন॥ ওগো দেবী শুনিয়াছি আমি লোক মুখে। তোমার আজ্ঞায় বাঁশী বাজে দদা স্বথে॥ অতএব মহাদেবী মোরে কুপা কর। বাঁশীরে করহ আজ্ঞা শুনিব স্থস্বর॥ ছরির বাশীর রব করিয়া প্রবণ। কুতাৰ্থ হইব হবে সফল জনম॥ উদ্ধব বচনে রাধা হরষিত কায়। কুষ্ণভক্ত জানি তবে বলিল তাহায়॥ রাধা কহে শুন কহি উদ্ধব তোমারে। বংশীধারী বিনে বাঁশী বাজে কি প্রকারে॥ এত কহি বাঁশীরে সে ইঙ্গিত করিল। রাধা রাধা বলি বাঁশী বাজিয়া উঠিল॥ শ্রেবণে বাঁশীর রব উদ্ধব তখন। আনন্দ সলিলে তথা হইল মগন॥ উদ্ধবেরে কহে সতী শুন কুষ্ণ স্থা। কহিও কুফেরে তুমি যদি হয় দেখা॥ আর শুন মহামতি আমার বচন। সত্য কহ পুনঃ হরি দিবে দরশন॥ আসিবেন গুণাকর হেরিব তাঁহারে। সেই কথা সত্য করে বলহ আমারে॥ সত্যই পরম ধর্ম্ম মিখ্যা মহাপাপ। যেই জন মিথ্যা কহে পায় মনস্তাপ॥. রাধিকার কথা শুনি উদ্ধব তথন। বলে আমি নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চন॥ অবশ্য আসিবে কৃষ্ণ এই রুন্দাবনে। অবশ্য হেরিবে দেবী সেই কুষ্ণধনে॥ कालग्नी अर्हानेशि (मिश्रित नग्रत्न। বিরহ যাতনা যত যাবে সেইক্ষণে॥ वित्रह व्यन्ताल (मरी ना हरव महन। चूहित मक्ल कुः थ अन विवत्र ॥

রুথা শোক ত্যজ মাতা বচনে আমার। অশ্রথা না হবে কভু বিধি বিধাতার॥ কর্মফল রত দেবী অস্তথা না হয়। আমার বচন মাত। জানিবে নিশ্চয়॥ উঠ দেবি বেশ ভূষা কর পূর্ববমত। পর নীলাম্বর দেবি হ'য়ে আনন্দিত॥ রত্ন অলঙ্কার দেবি পর আনন্দেতে। নিমগ্ন রয়েছ কেন ছঃথ জলধিতে॥ আনন্দিত হোক তব দাস দাসিগণ। পূৰ্ব্বমত হুখে থাক এই নিবেদন॥ চামর ব্যজনে দেবী হও স্বস্থকায়। কহিলাম সার কথা এখন তোমায়॥ এত কহি উদ্ধব যে বন্দিল চরণ। সানন্দ অন্তরে সতী কহিল তখন॥ শুন কৃষ্ণ স্থা তুমি আসার বচন। তব বাক্য শুনি মম হর্মিত মন॥ সত্য যে পরম ধর্ম সকলেই জানে। পরিতোষ দবে হয় জানি আমি মনে॥ সত্য কহ কৃষ্ণ স্থা আমারে এখন। পুনঃ কি আসিবে কৃষ্ণ এই বুন্দাবন॥ উদ্ধব কহিছে মাতা মিখ্যা কহি নাই। আদিবেন দেই হরি কহি তব ঠাঁই॥ মিখ্যা নাহি বলি মাতা তোমার সদনে। আসিবেন শীঘ্র হরি এই বুন্দাবনে॥ ঘুচিবে তোমার ছঃখ আসিবেন হরি। কেন রুখা কর শোক দিবা বিভাবরী॥ এক্ষণে আমারে দেবী করছ বিদায়। পুক্রবৎ স্লেছ রেখো কহি গো তোমায়॥ যাতে হরি রুন্দাবনে আসে শীঘ্রতর। বুঝাইব বহুমতে তাঁহারে বিস্তর॥ যেরপেতে পারি মাতা পাঠাতে হেথায়। তাহাই করিব আমি কহিন্তু তোমায়॥ শ্রবণে উদ্ধব বাক্য ব্লাধা-বিনোদিনী। ব'লো কুফ্-স্থা মম যতেক কাহিনী॥

কহিবে নিশ্চয় বল গোচরে ভাঁহার। ব্রজ অকুশল আর মম সমাচার॥ কি কথা ভোমারে আমি কহিব এখন। বিনা হরি আমাদের তুর্গতি যেমন॥ আমার ছঃখের কথা কি কব হে আর। বিনে কৃষ্ণ কত কন্ট হ'তেছে আমার॥ আমার যে তুঃখ তাহা কেমনে কহিব। মনের যতেক কন্ট কিরুপে বর্ণিব॥ সতীর দুর্গতি যাহা পতির কারণ। কে পারে করিতে দীমা তার নির্দ্ধারণ॥ বেদে অগোচর তাহা কহি যে তোমারে। কত কম্ট কুষ্ণ বিনে হ'তেছে অন্তরে॥ আর কহি শুন ওহে উদ্ধব সুমতি। কহিবে সে গুণাকরে আমার তুর্গতি॥ এই দেখ বিনে হরি আমার ভবন। শোভা হীন সর্ববন্ধান যেন প্রায় বন ॥ তাঁহার কারণে আমি সদা জ্ঞানহারা। জল স্থল নাহি জ্ঞান শোকেতে কাতরা॥ কুলধর্ম নাহি মানি তাঁহার কারণ। দিবা রাত্র নাহি জানি শুন বিবরণ। শয়নে স্বপনে মাত্র জানি সেই হরি। যে অবধি গেছে হরি সেই মধুপুরী॥ সে অবধি অচেতনে পড়ি ধরাতলে। সর্বক্ষণ ভাসি আমি নয়নের জলে॥ কারো সঙ্গে নাহি করি কভু আলাপন। তোমারে কেবল কহি মনের বেদন॥ যশোদাকুমার সেই আমার জীবন। দেহমাত্র বুন্দাবনে রয়েছে পতন॥ কি আর কহিব আমি উদ্ধব তোমাকে। শুনি কৃষ্ণ নাম মাত্র প্রাণ দেহে থাকে॥ তাই তব সঙ্গে কথা কহি আমি সব। वित्न कृष्ध व्याहितिनी श्रेशाटक गव॥ ভোমারে কহি যে আমি মনের বেদন। বিনে হরি নাহি হেরি অপর বদন ॥

বাঁশী রব বিনে নাহি শুনি অস্থ রব। এখন কোথায় বল প্রাণের মাধব॥ সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই লজ্জা ভয়। সেই পদ ভাবি সদা অনন্দ হৃদয়॥ আমার হৃদয় নাথ জীনন্দনন্দন। সেই জন ভিন্ন নাহি দেখি অন্থ জন॥ মোর প্রতি দয়া করি তাঁহারে কহিবে। আর কি সে ব্রজহরি ব্রজেতে আসিবে॥ আর কি সে প্রাণধনে পাব দরশন। আর কি দেখিতে পাব সে চন্দ্রবদন॥ আর কি সে ফুলহার গলাতে পরাব। আর কি চন্দন অঙ্গে স্থথেতে লেপিব॥ আর কি তাঁহার সঙ্গে রন্দাবন বনে। হাসিয়ে খেলিব পুনঃ সখিগণ সনে॥ আর কি সে রাসম্বলে গোপিকায় ল'য়ে। विशा कतित्व श्रि मानम स्मरा ॥ আর কি সে কুঞ্জবনে বিহার করিবে। আর কি যমুনাকুলে বাঁশী বাজাইবে ॥ আর কি যমুনাকুলে খেলিবেন হরি। এত কহি উচ্চরবে কান্দে ত্রজেশ্বরী॥ এইরূপে শ্রীহরিরে করিয়ে স্মারণ। কান্দিতে কান্দিতে দেবী হন অচেতন॥ চেতন বিহীন হ'য়ে স্থৃতলে পড়িল। উদ্ধব আকুল চিত্তে ভাবিতে লাগিল॥ শ্রীমতীর ভাবে তাঁর কাতর অন্তর। ত্রাসিত হইয়ে তবে কান্দিল বিস্তর॥ বল দেবী অকারণ কেন অচেতন। ত্যজ চিন্তা ওগো মাতা ধরহ বচন॥ উঠ মাতা চন্দ্রাননে কর দরশন। পুনঃ তুমি পাবে কৃষ্ণ কহিন্তু এখন॥ অবশ্য সে ব্ৰজনাথ ব্ৰজেতে আদিবে। আসি ব্ৰজে তোমা সহ লীলা প্ৰকাশিবে ॥ वृन्नावत्न व्यामित्वन वृन्नावन् धन। পুনঃ আসি তব সহ করিবে সিলন ॥

যেমতে আদেন হরি এই রুন্দাবনে। সেইমতে তাঁহারে কহিব সেইখানে॥ কিছুতেই রাধিকার না হয় চেতন। ভয়েতে আকুল হ'য়ে উদ্ধব তথন॥ মনে মনে মাধবেরে স্মরণ করিল। তথাপি দে রাধিকার মূর্চ্ছা না ভাঙ্গিল। স্পন্দন রহিত অঙ্গ যেন শবপ্রায়। যেন মৃত দেহ আছে পতিত ধরায়॥ নিখাদ কেবল মাত্র জীবন লক্ষণ। আছে কি না আছে সেই রাধিকা জীবন॥ তবে যত ব্ৰজ গোপী ত্ৰাসিত অন্তরে। কহে সতী একি গতি হইল তোমারে॥ চন্দ্রাবলী ললিতাদি যত স্থিগণ। বিবিধ কানে তাহে প্রবোধ করেন॥ ওগে। রাই ধৈর্য্য ধর আসিবেন হরি। কেন রুথা মূর্চ্ছাগত কহগো স্থন্দরী॥ অবশ্য আদিবে হরি এই রন্দাবনে। করিবে আবার লীলা আসি তব সনে॥ সেই হরি সহ ভূমি খেলিবে হরিষে। জনকেলি করিবে সে যমুনা প্রদেশে॥ ত্যজ মূর্চ্ছ। গুণবতী মেলহ নয়ন। আমাদের সহ কর মিক্ট আলাপন॥ অতীব আনন্দ মনে যশোদাকুমার। আসি তব সনে পুনঃ করিবে বিহার॥ আবার গাঁথিয়া হার দিবে তাঁর গলে। যতনে সাজাব তাঁরে সবে কুভূহলে॥ আনন্দে চন্দন তাঁর অঙ্গেতে মাথাবে। আবার যতনে সবে হরিরে সাজাবে॥ যদি না আসেন ফিরে মথুরা হইতে। মিলি যত দখি মোর। যাব দেখানেতে॥ দেখিব কেমনে হরি সেখানে রহিবে। আমাদের দৃষ্টিমাত্র অবশ্য আসিবে॥ महर्ष्क ना जारम यिन रम कारना वद्गा । বান্ধিয়া আনিব তাঁরে মিলি স্থিগণ॥

তথন জানিবে সেই মণুরানিবাসী। ব্রজেশ্বরী রাধা সতী মৌরা তাঁর দাসী॥ মথুরার লোক যত দেখিবে সকলে। আনিব বান্ধিয়া তাঁরে এ ব্রজমগুলে॥ তবে কেন রাধা সতী আছু অচেতন। উঠ উঠ ব্রজেশ্বরী স্থির কর মন॥ আমাদের বাক্য কভু অম্রথা না হয়। আসিবে তোমার হরি অবশ্য হেথায়॥ সখিগণে স্যত্তনে প্রবোধিয়ে যত। চেতন না হয় তবু আছে মুৰ্চ্ছাগত॥ মৃতপ্রায় রাধিকায় করি দরশন। শব সম ধরাসনে র'য়েছে পতন॥ কিছুতেই মূচ্ছ ভিঙ্গ না হয় রাধার। সভীত অন্তর তবে যত গোপিকার॥ রাধিকার মুখ সবে করে নিরীক্ষণ। দেখিল কালিমা বর্ণ আঁখির বরণ॥ ञ्चवर्ग विवर्ग इ'त्ना मकत्न (मश्निन। একেবারে গোপী সব কাঁদিয়া উঠিল॥ পদাপত্রে জল আনি কেছ দেয় গায়। কেছ বলে ম'লো রাধা এই সে নিশ্চয়॥ নাকের নিশ্বাস বহে দেখে তুলা ধরি। কেহ বলে মৃত্যুকালে বল হরি হরি॥ কেহ গঙ্গাজল দেয় আনি রাধা মুখে। কেহ বলে ম'লো রাধা নিজ মনোতুঃখে॥ কেহ পদ্মপত্র ল'য়ে করিছে ব্যঙ্গন। কেহ বা চন্দন গাত্রে করিছে লেপন। রাই ম'লো বলি সবে করে হায় হায়। সখী সবে মনোক্রংখে পতিত ধরায়॥ ক্ষণেক চেতন লভি প্রিয়সখী যত। রাধিকারে কোলে করি কাঁদে অবিরত॥ (कह वर्ता वृक्षि म'राना (कह वरता नय । কোন গোপী করাঘাত শিরেতে করয়॥ ভগো রাধা কার লাগি ত্যজিছ জীবন। কোথায় সে মনচোর তোমার এখন॥

যার লাগি ভূমি প্রাণ ছাড় বিনোদিনী। বারেকের তরে দে তো এলনাকো ধনী॥ কেনবা শঠের প্রেমে মজেছ এীমতি। তাতেই তোমার হলো এতেক তুর্গতি॥ মনে মনে ভাবে সবে রাধিকা মরিল। যতেক সঙ্গিনী সবে আকুল হইল। রাই মলো রাই মলো মহা শব্দ হয়। শোক মনে স্থিগণে পডিয়া ধরায়॥ দরশনে হেনরূপ উদ্ধব অস্তরে। কর্যোড়ে রাধিকার প্রতি স্তব করে॥ ওগো দেবী সনাতনী ত্রিতাপহারিণী। উঠ মাতা হরিপ্রিয়া প্রকৃতি-রূপিণী॥ হরি মনোহরা মাতা উঠ একবার। মম প্রতি কেন মাতা হেন ব্যবহার॥ উঠ মাতা সচেতনে মোরে কুপা করি। আমি হরি-দাস দেবী শুন ত্রজেশ্বরী॥ মথুরায় যাব আমি তব আঁজ্ঞা ল'য়ে। অকারণে ধরাতলে কেন গো পড়িয়ে॥ কহিব সকল কথা হরি সন্নিধানে। যে সব হেরিতু আমি আপন নয়নে॥ তুমি ব্রহ্মময়ী মাতা সকলের সার। ত্যজিয়া গোলোক তব মর্ব্তো অবতার॥ তবে কেন ব্ৰজেশ্বরী শোকেতে মোহিত। ভূমি মহাসায়া দেবী জগতে বিদিত॥ এত যদি উদ্ধব কহিল বিনয়েতে। আঁথি মেলি চাহে সতী উদ্ধব পানেতে॥ উঠিল বসিল রাধা সজল নয়নে। স্থীরা বসায় ধরি রক্ত সিংহাসনে॥ উদ্ধবে যতনে তবে করি সম্বোধন। বলে শুন হরি স্থা আমার বচন॥ মম বাক্যে মধুপুরে যাও শীঘ্রগতি। কহিবে সকল কথা সে নিঠুর প্রতি॥ যাতে হরি রুন্দাবনে আসেন ছুরায় যাহাতে আমার এই প্রাণ রক্ষা পায়॥

দেখ যেন ভুল না হে আমার বচন। হরির নিকটে সব কবে বিবরণ॥ যদি সেই গুণনিধি আমার গোচরে। আনিতে পারহ তুমি একবার তাঁরে॥ তবেত রহিবে প্রাণ জানিবে নিশ্চয়। নতুবা ছাড়িব প্রাণ কহিন্তু তোমায়॥ অভাগিনী হই নারী আমি রুন্দাবনে। মম সম হুর্ভাগিনী কে আছে ভুবনে॥ কি বলে বুঝাবে মোরে তোমরা সকলে। আত্মা শৃশ্ব দেহ কভু থাকে কি কুশলে॥ জীবন বিহনে দেহে কিবা প্রয়োজন। সেইমত মোরে সবে জানিবে এখন॥ দেহ ছাড়ি প্রাণ মোর গিয়াছে নিশ্চয়। বিনা আত্মা কিসে বল মন শান্ত হয়॥ হরি অনুরাগী আমি জানিও কারণ। অসুক্ষণ ভাবি আমি তাঁহার চরণ॥ শয়নে স্বপনে আমি স্মরি যে তাঁহায়। নিশিতে না হয় নিদ্রা তাঁহার চিন্তায়॥ শোকের সাগরে আমি হ'তেছি পতন। क्याप्त वाहित वल वितन कुराध्यम ॥ বিরহ অনলে দেহ পোড়ে অনিবার। হরি বিনে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥ পূর্ব্ব হল্প মনে মনে হ'তেছে উদয়। সেই হেতুমম মন,স্থির নাহি রয়॥ কত শত রমণীরা আছে এ জগতে। মোর সম অভাগিনী না পাই দেখিতে॥ আমার মতন তুঃখ নাহি দেখি কার। বল দেখি মম সম কেবা আছে আর॥ আমার যতন ছুংখী কে আছে সংসারে। যাহার জীবন ধন গেছে দুরান্তরে॥ আমার গভীর ছঃথ কব আর কারে। কুষ্ণ শোকে হৃদি মোর সতত বিদরে॥ দেথাবার হতো যদি দেখাতাম এবে। বিরহ যন্ত্রণা আমি কি কব উদ্ধবে॥

পাইমু পরম নিধি জগত ঈশ্বর। দৈবেতে হরিল তাহা বিষম অক্রুর॥ বাঁরে হেরি আঁথি হুখী সতত হইত। মানস যাঁহার লাগি উন্মন্ত থাকিত॥ জীবন করিত নৃত্য আনন্দ-সাগরে। অন্তরেতে নিরন্তর ভাবিতাম যাঁরে॥ এখন সে প্রাণক্ষ ছাডিল আমারে। মম সম অভাগিনী কে আছে সংসারে॥ আর শুন হরিস্থা কহি যে তোমায়। পাইমু পরম পতি ত্রিলোকের রায়॥ যাঁর নামে পশুপতি দদা আনন্দিত। ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ যাহাতে মোহিত॥ ভুবন-বিজয়ী রূপ ধরে যেইজন। পরম পুরুষ সেই যোগীর জীবন॥ যিনি কল্পব্লকরশী দেব জনার্দন। বিশ্বকায় সর্ববাশ্রেয় বিশ্বের কারণ॥ বাঁর নামে ত্রিভুবন মোহ প্রাপ্ত হয়। জীবের জীবন জিনি স্বার আশ্রয়॥ যাঁর অনুগত হয় সর্ববদেবগণ। আজ্ঞাকারী নিশাকর অরুণ পবন॥ যাঁহার আজ্ঞায় জ্বলে সদা হুতাশন। প্ৰবন প্ৰবল বেগে বহে অনুক্ষণ॥ মেঘেতে বরিষে বারি ধরণীমগুলে। যাঁহার আজ্ঞায় সিন্ধু আছে কুতৃহলে॥ হেন হরি অনায়াসে ছাডিয়া আমায়। রহিল মথুরাধামে আনন্দ হৃদয়॥ অতএব যাহ বংস হরি সন্নিধান। আমার ছঃখের কথা কবে মতিমান॥ কহিবে সকল কথা ভাঁহার গোচরে। ফেলিয়ে গিয়াছে মোরে অকূল পাথারে॥ একেবারে আমারে কি হলো বিম্মরণ। আসিতে কহিবে তাঁরে পুনঃ রুন্দাবন॥ হরি বিনে রুন্দাবনে আর কিছু নাই। সকলি দেখিলে বৎস বলো তার ঠাই॥

। আর কি কহিব আমি তোমারে এখন। দেখ বাপু বলো তাঁকে ভুল না যেমন॥ উদ্ধব বলেন আমি অবশ্য বলিব। তোমার ছুঃখের কথা সকলি কহিব॥ যাঁহাতে আসেন হরি এই রন্দাবন। কহিব তাঁহারে আমি এমত বচন॥ শুন মাতা আত্মাশক্তি দেবী সনাতনী। তুমি ত প্রধানা দেবী মুক্তি প্রদায়িনী॥ ভব সাগরের তুমি নিস্তারকারিণী। কুপা কর মোরে হও জ্ঞান প্রদায়িনী॥ আমি হরিদাস মাতা তোমার কিঙ্কর। জ্ঞান দান কর মাতা আমারে সত্তর॥ তোমায় প্রসাদে মাতা হরির সদন। তব প্রসাদেতে যেন পাই সেই ধন॥ যেন কৃষ্ণ-পদ পাই প্রসাদে তোমার। কুপা করি এই জ্ঞান দেহ গো আমার॥ উদ্ধব বচনে তবে কহে ব্ৰজেশ্বরী। ভক্তিতে ভজহ তাঁরে পাবে পদতরী॥ পরাৎপর পরমাত্মা পরম কারণ। অনাদি অনন্ত সেই জীবের জীবন॥ নির্বিকার নিরাকার যশোদা-কুমার। ভজ সেই নন্দস্থতে পাইবে নিস্তার॥ পাইবে অভয় পদ আমার বাক্যেতে। জন্ম মৃত্যু জরা ভয় না রবে তোমাতে॥ কালভয় নাহি রবে শ্রীহরি সেবনে। কঠোর জঠর বাস নহে কদাচনে॥ অপূর্ব্ব কাহিনী পরে শুন নররায়। এইরূপে স্তুতি তবে উদ্ধব করয়॥ তবে যত গোপিগণ কুষণগুণ স্মরি। আকুল অন্তরে কাঁদে উচ্চরব করি॥ শ্রবণে উদ্ধব-বাণী শোক নিবারণ। বিধিমতে উদ্ধবেরে করয়ে পূজন॥ আদরে তাহারে কত কহিতে লাগিল। কিছুদিন উদ্ধব সে ব্রজেতৈ রহিল॥

কুষ্ণের আশ্বাস বাণী কহি সবাকারে। নিবারিল শোক কত বিবিধ প্রকারে॥ কুষ্ণগুণ গানে মত্ত উদ্ধব নিয়ত। গোপ-গোপিগণে সবে রহে আনন্দিত॥ নন্দের আবাদে বাদ করে অকুকণ। কুষ্ণকথা স্বাকারে করান প্রবণ॥ धरेक्स् किंद्रुपिन खरकरा तरिल। কুষ্ণগত প্রাণ গোপী স্বারে দেখিল। আনন্দে মগন তবে উদ্ধব হুমতি। গোপিগণ কুষ্ণগানে মত্ত অহোরাতি॥ बक्ता हेस्त जामि वारक्ष याँहात हत्र। উদ্ধ্যুথে যোগবশে করয়ে সাধন॥ . তবু নাহি পায় সেই পরম আশ্রয়। রাসোৎসবে সেই হরি হইল সদয়॥ গোপী কণ্ঠ সেই করে করিল ধারণ। কত ভাগ্যবতী গোপী কে জানে এমন॥ ব্রজগোপী বিনে আর কার ভাগ্য এত। গোপীকণ্ঠে কুফভুজ রহিল নিয়ত॥ ঁতাহা দরশনে লক্ষ্মী চিস্তিত মনেতে। কিরূপে পাইবে কুষ্ণে বল উৎসবেতে॥ অহস্কার করি গোপী সঙ্গ না লইল। মহাতপে তবু কুষ্ণ রস না পাইল। লক্ষী না পাইল যাহা পায় কোনজন। কত ভাগ্যবতী হয় ব্ৰজাঙ্গনাগণ॥ অতএব যদি রূপা কর নরপতি। কিঞ্চিৎ করুণা যদি হয় মম প্রতি॥ গুলালতারূপে যদি এ ব্রক্ত মাঝেতে। যগ্রপি পারি হে আমি জনম লভিতে॥ পথে চলে যাবে যবে ব্রজ্ঞগোপিগণ। পদ্ধলি গাত্তে আমি মাখিব তথন॥ যোগিগণ অনুক্ষণ ভজরে বাঁহারে। গোপিগণ ভজে সেই যশোদা-কুমারে॥ कृतमान शक्तकरन पिरा विगर्कन। সতত সভয় হরি পরম কারণ॥

ছরিপদে সদা মতি রহে গোপিকার। এ হ'তে কি আছে ভাগ্য জগতের সার॥ যেই পদ গোপী সব ধরিয়ে হৃদয়ে। সেই মুখশশী সদা হেরে হুফ্ট হ'য়ে॥ শত ভাগ্য ধরে রক্ষাবনে গোপিগণ। গোপী পদে শত শত প্রণতি এখন॥ আনন্দ অন্তরে তবে উদ্ধব হুমতি। গোপিনীগণের পদে করয়ে প্রণতি॥ নন্দ যশোমতী আজ্ঞ। করিয়ে গ্রহণ। গোপগণ বাক্য শিরে করিয়ে ধারণ॥ সবার নিকটে তবে বিদায় লইল। সম্বরেতে কৃষ্ণস্থা রথেতে উঠিল॥ তবে গোপগণ সবে আদর করিয়ে। উদ্ধব বিদায় করে আনন্দিত হ'য়ে॥ তবে নন্দ মহামতি ভাসি অঞ্জলে। উদ্ধবের প্রতি তবে মৃত্যুম্বরে বলে॥ ছরিপদে যেন দলা রছে মম মন। যেন সদা করি হরিনাম সংকীর্ভন॥ হরি কার্য্য করে যেন শরীর আমার। কর্মগুণে যদি জন্ম হর পুনর্বার॥ যেন সেই হরিপদে রহে মম মন। উদ্ধব সকাশে নন্দ কহে এ বচন॥ নন্দের বচনে তবে উদ্ধব ভাগিল। করিয়ে প্রশংসা বহু বিদায় হইল ॥ মহানন্দে মধুপুরে করিল গমন। ভব-সাগরের ভেলা ঐহির চরণ॥ জগতের গতি যাত্র হরিনাম সার। দাস ভাষে হরি বিনে গতি নাহি আর॥ একমনে হরি কথা শুনে যেই জন। মোক্ষপদ পায় সেই বেদের বচন।

ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশম স্বন্ধে গোপিগণের বিলাপ বর্ণন সমাপ্ত। व्यन डेव्हर नश्याम ।

কহে রাজা পরীক্ষিত যুড়ি ছুই কর। কুপা করি কহ মোরে ওহে মুনিবর॥ তব মুখে হরিকথা শুনি স্থাময়। যত শুনি তত হয় আনন্দ হাদয়॥ তদন্তর কি প্রদঙ্গ হৈল মহাশয়। সেই কথা বিস্তারিয়া কহ সমুদয়॥ মুনিবর কহে তবে শুনহ রাজন। উদ্ধব আইল পুরে মথুরা ভবন ॥ হেরিল সে রাধানাথে পথ নিরীক্ষণে। বটমূলে বসি আছে চাহি পথপানে॥ উদ্ধবের আগমন হেরি দামোদর। শীঘ্রগতি ধায় তথা হইয়া সত্তর ॥ বলে মৈত্র কহ মোরে ব্রজের কুশল। দহিছে অন্তর মোর গোপী শোকানল। আকুল অন্তর বড় রাধার কারণ। বিনে সেই ত্রজেশ্বরী রথায় জীবন॥ আমা ছাড়া গুণবতী আছুয়ে কেমন। সেই কথা সত্য মোরে বলহ এখন ॥ বেঁচে আছে কিনা আছে সেই বিনোদিনী। আমার বিরহে কিন্তা হ'য়ে পাগলিনী॥ গোপিনী সকলে বল আছে কিরূপেতে। জীবিত কি আছে তারা মম বিরহেতে॥ সত্য কহ গোপ সবে আছুয়ে কেমন। শ্রীদামাদি আর যত ব্রজশিশুগণ॥ নন্দ আদি গোপ সবে আছেত' কুশলে। কিরূপ আছয়ে মোর ধেন্তুবৎসকুলে॥ আর যত ধেমুবৎস ব্রদ্ধের ভূষণ। সকলে কেমন আছে বলহ এখন॥ কেমন আছেন সেই যশোদা-জননী। রোহিণী কিরূপ আছে কহ সত্য বাণী॥ কি কথা কহিল সেই রাণী যশোমতী। আমার শোকেতে তাঁর কিরূপ দুর্গতি॥

শ্ৰীদামাদি সথা যত কি কথা কহিল। ব্রজ-কুলনারী যত মোরে কি বলিল॥ কহ আমা সত্য করি বিবরণ যত। যমুনা নদীরে তুমি দেখিলে কিমত॥ নিধ্বন কুঞ্জবন ভাণ্ডির তমাল। পুষ্পোতান আদি করি যত তরুদল॥ ফুটেছে কি পূৰ্ব্বমত কুত্বম কাননে। চরিতেছে ধেমু কি সব যমুনা-পুলিনে॥ ময়ুর ময়ুরী দবে আছে কি আনন্দে। মধুপান করে কি হে মধুপ সানন্দে॥ কছ মোরে প্রাণদথা দব বিবরণ। শোকেতে অন্তর মোর হ'তেছে দহন॥ রাধা সতী কি কহিল কহ মোর ঠাই। গোপিকারা কি কহিল তোমারে স্থাই॥ বিনে সতী কি তুর্গতি আমার এখন। কহ সথা কিরূপেতে আছে সর্বজন॥ যে অবধি তাজিয়াছি সেই বৃন্দাবন। মৃত সম হ'য়ে আছি শুন বিবরণ॥ আর শুন উদ্ধব হে জিজ্ঞাসি তোমারে। গোচারণ ভূমি সব আছে কি প্রকারে॥ ব্রজবাসিগণ তোমা করি দরশন। আকুল হইল কিন্তা প্রসন্ন বদন॥ গোপ গোপী আদি করি ব্রজের সকলে। কেবা কি কহিল তাহা কহ কুতুহলে॥ কি কব তোমারে আমি শুনহ উদ্ধব। যে ত্রঃখ হতেছে মোর স্মরিয়া সে সব॥ সতত জাগিছে মনে সেই রন্দাবন। যশোদার স্নেহপাশে আছি যে বন্ধন। ব্রজ-বালকের মায়া ভূলিতে না পারি। কোথা মোর প্রাণদখী দে রাধা স্থন্দরী॥ গোপ গোপী দকলেরে মনে পড়ে যবে। এ দেহে না থাকে প্রাণ ভাবিলে সে সবে॥ বিশেষ কি কব ওছে উদ্ধব তোমায়। একেবারে হৃদি যেন বিদারিয়া যায়॥

রুন্দাবনে গোপদনে করিলাম লীলা। ভাণ্ডির কাননে করি গোপদনে খেলা। আর সেইমত সব গোপ-শিশুগণে। করে খেলা কহ মোরে দেখিছ কি বনে॥ যমুনা পুলিনে সবে বাজাতাম বাঁশী। ধাইত আনন্দে যত ব্রজের রূপসী॥ সাজাইয়ে ধেমুগণে যাইতাম ঘরে। হেরিত সকলে কত আনন্দ অন্তরে॥ যশোদা রোহিণী দোঁহে চাহি পথপানে। অঞ্চলে বান্ধিয়া ননী বেলা অবসানে॥ কহ সে রোহিণী দেবী কি কথা কহিল। সে সব স্মরিয়া মোর অস্তর আকুল। গোৰ্বন্ধন পৰ্ব্বত কি হেরেছ নয়নে। গোপগণে রক্ষা কৈন্তু সে গিরি ধারণে ॥ কিরূপ সে সব ভূমি কৈলা দরশন। কহ ভূনি শান্ত হোক তাপিত জীবন॥ কুষ্ণের বচনে তবে উদ্ধব স্থমতি। করযোড়ে কুষ্ণ পদে করিয়ে প্রণতি॥ শুন কহি রাধানাথ রাধিকা জীবন। তোমার প্রসাদে সব করি দরশন॥ পুণ্যভূমি রুন্দাবন তোমার প্রদাদে। হেরিকু নয়নে হরি আমি অপ্রমাদে॥ সার্থক জীবন মম জনম দফল। তোমার কুপাতে হরি হেরিমু সকল। ভূমি যারে কর দয়া ওছে দয়াময়। তার কি ভাবনা হরি কহিন্তু নিশ্চয়॥ তব দয়া নাহি প্রভু যে জনার প্রতি। কি আর কহিব আমি তাহার তুর্গতি॥ যাহা দরশন কৈন্তু সেই বুন্দাবনে। নিবেদন করি হরি তোমার চরণে॥ প্রথমে দেখিমু সেই ভাণ্ডির কাননৈ। উদ্ধৃদৃষ্টি বসি দবে স্জল নয়নে॥ যতেক রাখালগণ শোকেতে কাতর। যমুনার পথ পানে চেয়ে অনিবার ॥

রাখালরাজ শব্দ মুখে এই মাত্র শুনি। সকলে আকুল হ'য়ে আছে গুণমণি॥ (धकुव९म जामि कति यमूना-शूमितन । উদ্ধৃদুক্টে সবে চেয়ে মথুরার পানে॥ নয়নে পড়িছে ধারা তৃণ নাহি খায়। বংসেতে না পিয়ে ত্বশ্ব সবে মৃতপ্রায়॥ আর যত দেখিলাম রন্দাবন বনে। শুক্ষপত্র সমাবৃত যত শাখীগণে॥ পুষ্পের উচ্চানে নাহি কিছু মাত্র শোভা। নাহি ফুটে ফুল ফল সবে হীনপ্রভা।। মধুপ যতেক সবে বসি পুষ্পোপরি। না পিয়ে পুষ্পের মধু শুনহ ঐছিরি॥ কোকিল কোকিলা যত নীরবে রয়েছে। ময়ূর ময়ূরী দবে রুক্ষে বদে আছে॥ সবে মাত্র আছে তারা শুন শ্রীমাধব। জীবশূষ্ঠ যেন দেহ বোধ হয় শব॥ হেরিলাম যমুনার রূপ কদাকার। - শৈবাল আর্ত বারি বিকৃত আকার॥ সকলি সে নিরানন্দ কুমুদ মুদিত। জনচর পাখী যত স্থলে উপনীত॥ সকলেই মানমুখে করি নিরীক্ষণ। কি আর কহিব হরি তোমারে এখন॥ ব্লেতে না ধরে ফল নহে পল্লবিত। গুলালতা সকলেই হয় শুক্ষমত॥ হেরিলাম ব্রজধামে যত গোপগণ। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ রব মুখে উচ্চারণ॥ সবে অতি হুঃখমতি শোকেতে মগন। অঞ্জল পরিপূর্ণ সবার নয়ন॥ পরে নন্দগৃহে আমি হই উপনীত। দেখি রাণী যশোমতী ধরণী পতিত॥ রোহিণী পড়িয়া আছে ধূলার উপর। তব মাতা যশোমতী কাঁদে নিরস্তর ॥ কোথায় জীবনধন ব্রজের চলাল। । একবার দাও দেখা ওছে নন্দলাল।।

এইরূপে শব্দ করি ধূলায় পড়িয়ে। नयन-यूगन जक्ष काँ नित्य काँ नित्य ॥ ক্ষণে ক্ষণে হয় দেবী শোকে অচেতন। নন্দ যে কহিছে তারে প্রবোধ বচন॥ যথন সেথানে আমি করিমু গমন। অমনি কহিল রাণী আয় বাছাধন॥ এই দেখ সত্য ননী মন্থন করেছি। আঁচলে বাঁধিয়া বাপ আমি বসে আছি॥ মা বলে তোদের কিরে পডিয়াছে মনে। এইরূপে কাঁদে রাণী তোমার কারণে॥ তাহারে কহিন্তু আমি প্রবোধ বচন। কিছতেই নাহি শান্ত হয় তার মন॥ বার বার কছে মোরে ধরি যশোমতী। ব'লো বাপ কৃষ্ণপাশে আমার তুর্গতি॥ কুষ্ণ বিনে দেখ বাপ কি দশা আমার। এই সব কথা তারে ব'লো গুণাধার॥ কি আর কহিব হরি সে তুঃখ কাহিনী। যশোমতী তব শোকে হয় পাগলিনী॥ কঠিন হৃদয় তব ওহে দয়াময়। তব শোকে কি তুর্গতি যশোদার হয়॥ বহুমতে তারে কহি প্রবোধ ৰচন। সান্ত্রনা করিন্তু হরি কহি তব স্থান॥ পরে তথা হ'তে যাই শ্রীরাসমণ্ডলে। দেখিলাম রাধা সতী পতিত স্থতলে॥ তুষণ-বিহীন অঙ্গে যেন পাগলিনী। সজল নয়ন সদা মলিন বদনী॥ কমল কাননে পড়িয়াছে মুক্তকেশ। শব সম আছে পড়ি ছিন্ন ভিন্ন বেশ। নীলাম্বরে ঢাকি দেহ পতিত ধরায়। ব্যজন করিছে বসি স্থিগণ তায়॥ জ্ঞানহীন পড়িয়াছে শবের মতন॥ নিশ্বাস কেবল মাত্র জীবন লক্ষণ॥ नाहि छान पिवानिभ वाधा-वित्नापिनी। मिश्रिन कार्न मृत् ह्'र्य गाकू निनी ॥

পদ্মপত্রে করি জল কেহ দেয় মুখে। কেহ বা চন্দন দেয় শ্রীমতীর বুকে॥ কেহ বলে এইবার গিয়াছে জীবন। রাই মলো মলো শব্দ কেবল তাবণ। যে দশা ঘটিয়াছে হরি রাধিকার। আর বুঝি নাহি থাকে জীবন তাহার॥ যদি তথা নাহি যাও ওছে দয়াময়। ন্ত্রী হত্যার পাপী তুমি হইবে নিশ্চয়॥ শীস্রগতি কর গতি সেই রন্দাবন। সত্বর যাইয়া রাখ রাধার জীবন॥ তব অনুরাগে সেই রাধিকা স্থন্দরী। শয়নে স্বপনে ভাবে তব পদ হরি॥ রাধা সম ভক্ত আর নাহি ত্রিজগতে। উচিত তোমার হরি তাহারে রক্ষিতে॥ কি কব তোমারে আমি তাঁহার হুর্গতি। যাঁহার ছিল হে প্রভু স্বর্ণময় ভাতি॥ সে বর্ণ বিবর্ণ এবে কঙ্জ্বলের আভা। হ'লে। কদাকার রূপ অতি হীনপ্রভা॥ ক্ষণে অচেতন ক্ষণে চেতন সে হয়। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বাক্য মাত্র সদা কয়॥ আমি যবে সেই স্থানে হই উপনীত। তখন সে রাধা সতী আছেন মূর্চিছত॥ অনেক যতনে তাঁরে করিত্ব চেতন। আমারে কহিল মাত্র একটি বচন॥ ওছে হরি-সথা আজ কছি যে তোমারে। দেখা হ'লে মম তুঃখ কহিবা তাঁহারে॥ তাঁহার কারণে আমি হ'য়েছি কাতর। এই कथ। निष्ट्रेटब्रटब्र व'टला वाब वाब॥ শুনিয়া ভাঁহার কথা বলিমু সহর। পাঠাব শ্রীক্লফে শীঘ্র তোমার গোচর॥ এই কথা বলি তবে করিমু পয়ান। তৰ গুণ মধুস্বরে করি আমি গান॥ আসিবার কালে হরি শুনেছি ঐবণে। রাই মলো বলি যত কাঁদে স্থিগণে ॥

মরেছে কি বেঁচে আছে কিছুই না জানি। বন্দাবনে কর গতি ওগো গুণমণি॥ মম অঙ্গীকার হরি রাখ এইবার। রাধিকারে দরশন দাও একবার॥ একবার বুন্দাবনে করহ গমন। ব্রজবাসিগণে রাখ ব্রজের জীবন॥ ব্লাধিকা তোমার হয় অনুগত অতি। তাঁহাকে বাঁচাও তথা যাইয়া সম্প্রতি॥ এত হুঃখ ভাঁরে দেওয়া উচিত না হয়। সার কথা তোমারে কহিন্তু সমুদয়॥ কি আর কহিব হরি তোমারে এখন। শীত্রগতি কর গতি সেই রুন্দাবন॥ মম বাক্য অশুধা যদ্যপি এবে হয়। নরকে নিবাস হবে তাহার নি**শ্চ**য়॥ জগতের লোকে মোরে মিথ্যাবাদী কবে। অবশ্য আমার বাক্য রাখিতে হইবে॥ উদ্ধবের কথা ,শুনি দেবকী-কুমার। রাধা শোকে একেবারে হইল কাতর॥ সজল নয়নে হরি আকুল অন্তরে। কহিতে লাগিল তবে কথার উত্তরে॥ কি কহিব ওহে সখা সব আমি জানি। মৃতপ্রায় আছে সেই রাধা-বিনোদিনী॥ <u>শ্রীদামের অভিশাপ</u> আমি কি করিব। তোমার বাক্যেতে আমি রন্দাবনে যাব॥ অশ্রথা না হবে তথা তব অঙ্গীকার। ভূমি হও হরিভক্ত জানিসু এবার॥ তোষার না হবে কভু নরকে গমন। হরিপদ পাবে রবে হরির সদন ॥ পুলকে গোলোকে যাবে শুনহ উদ্ধব। পাইবে পরমানন্দ কহিলাম দব॥ প্রকাশ্যে না যাব আমি সেই রন্দাবন। নিশাযোগে রাধিকার দিব দরশন॥ অবশ্য তাহার ছঃখ করিব হে শেষ। ত্বৰ ভূমতি আমি কহিতু বিশেষ॥

শ্রীহরির সহ তবে উদ্ধব হুমতি।
মহানন্দে নিজ গৃহে করিলেন গতি॥
ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর।
দাস ভাষে মহানন্দে আনন্দ হুদয়॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশম হদে উদ্ধব সংবাদ সমাপ্ত।

অথ অকুরের গৃহে রুক্ত বলরামের গমন। শুকদেব কহে তবে শুন নরপতি। শ্রবণে পবিত্র কথা জীবের সদগতি॥ উদ্ধবের মুখে ভনি বারতা সকল। অন্তরে জ্বলিল তার বিরহ অনল।। নিশায়োগে রুন্দাবনে রাধারে হেরিল। ভক্ত বাক্য রক্ষা হেতু রুন্দাবনে গেল॥ স্বপনে কুষ্ণের রূপ করি দরশন। শোকানল স্থশীতল হইল তথন॥ পরে হরি মধুপুরে কুব্জার আগারে। তাহার মানস পূর্ণ কৌতুকেতে করে॥ পরে যায় দামোদর অক্রুর গৃহেতে। বলদেবে উদ্ধবেরে লইয়ে সঙ্গেতে॥ সঙ্গে করি তুইজনে অকুর ভবনে। অকন্মাৎ উপনাত হয় তিনজনে॥ তাহা দরশনে তবে অক্রুর তথন। একেবারে মহানন্দে হইল মগন॥ ত্বরা করি উঠি কৃষ্ণপদে প্রণমিল। বলদেব পাদপদ্মে প্রণতি করিল॥ তবে কুষ্ণ বলরাম আনন্দ অন্তরে। অক্রুরে কোলেতে করি লইল আদরে॥ পরম পুলকে তবে অক্রুর তর্থন। বসিতে আদন দেয় সহানন্দ মন॥ ছুই ভায়ে মহামতি আসনে বদায়ে। निक रूट अन्यूर्ग निन (भाषाहर्य ॥ সেই জল ভক্তিযোগে মস্তকে ধরিল। পরিবার সহ তাহা ভক্ষণ করিল।।

कृष्ठ পদधुना পরে মাথে সর্বব গায়। বিবিধ বিধানে পূজা করে শ্রামরায়॥ প্রণতি করিয়া মুনি পূজে প্রীচরণ। অঙ্গেতে মাথায় কত হুগন্ধি চব্দন॥ বিবিধ পুষ্পের মালা পরায় ছরিষে। পদতলে পড়ি তবে কহে মৃত্বভাষে॥ সার্থক জীবন আজ হইল আমার। পবিত্র হইল গৃহ কুপাতে তোমার॥ আজি মম কোটিকুল উদ্ধার হইল। যত মহাপাপ সব দূরে পলাইল॥ কি কহিব আমি দেব হীনমতি অতি। আমার কুলেতে আজি হইল সন্গতি॥ তোমরা হুজনে হও পরম কারণ। প্রধান পুরুষ ভূমি জানে সর্বজন॥ জগদীশ জগন্নাথ সংসারের সার। তোমা ভিন্ন এ জগতে নাহি দেখি আর তোমা হ'তে হয় এই বিশ্বের স্ক্রন। কত স্থানে কত রূপ করিলে ধারণ। ব্রহ্মা রূপ ধরি কর জগৎ স্তজন। বিষ্ণুরূপে জীবগণে করহ পালন। মহাকালরূপে কর জীবের সংহার। আর কত রূপে হরি হ'লে অবতার॥ জগৎ করিলে বশ প্রকাশিয়ে মায়া। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর কুপা প্রকাশিয়া॥ তোমার মায়ায় বন্ধ জগত-নিচয়। জীবের কারণ মাত্র ওহে সর্ববাশ্রয়॥ মানব আকার ধর জীব উদ্ধারিতে। কোন মূঢ়জন তোমা পারয়ে চিনিতে॥ জগত রাখিতে প্রভু হুমি অবতার। অন্তর দানবকুলে করহ সংহার॥ জনম লইয়া ভূমি দৈবকী উদরে। সর্ব্বভ্রেষ্ঠ মহামতি পূর্ণ অবতারে॥ সতত করহ হরি ছুফ্টের দমন। নাশিলে অনেক দৈত্য নাছিক গণন॥

দৈত্য সংহারেতে তব যশ বিস্তারিল। তব যশে এ জগত মাতিয়া উঠিল ॥ মথুরা নিবাসী আদি মোরা যত জন। কত ভাগ্যবান সবে কহ নারায়ণ॥ যে পদে উৎপত্তি গঙ্গা পবিত্রকারিণী। ত্রিজগতে উদ্ধারিলে ভহে গুণমণি॥ ত্রিজগতে শ্রেষ্ঠ ওহে তুমি ভগবান। সকলের ধাতা হরি সবার প্রধান॥ সবার কারণ তুমি সবাকার ধাতা। বিশ্বময় মহাকায় এ বিশ্বের পিতা॥ কে আছে জগতে আর তোমার সমান। তুমি জগতের কর্ত্তা দেব,ভগবান॥ যে জন তোমারে ভজে দেব দামোদর। চরমে পরমপদ পায় সেই নর॥ যোগেশ্বর সদা সেবে তোমার চরণ। কি আমি করিব তব মহিমা কীর্ত্তন।। অতএব ওছে প্রভু করুণা বিস্তার। কুপা করি কুপাময় এ জনে নিস্তার॥ তব পদে এ মিনতি দেব নারায়ণ। তব মায়া মাতা মুখে করেছি শ্রবণ॥ দারা হত পরিবার স্বজন বান্ধবে। মায়াপাশে বন্ধ হ'য়ে আছি এই ভবে॥ সেই যায়ামোহ মোর করহ ছেদন। তব পাদপদ্মে মোর এই নিবেদন॥ বিষম তোমার মায়া ওহে মায়াধর। সে যায়া কবলে জীবে নাছিক নিস্তার॥ ওহে দয়াময় ভূমি করহ করুণা। আর যেন নাহি হয় জঠর যন্ত্রণা॥ বহু স্তব করিলেন অক্রুর তখন। স্তবে তুই হইলেন রাধিকামোহন॥ হাস্থাননে অজুরেরে কছে দামোদর। ওহে খুড়া কেন এত স্তুতি কর মোর॥ স্তব করা তব খুড়া উচিত না হয়। পিতার সমান ভূমি শাস্ত্রে হেন কয়।

পরম পণ্ডিত তুমি জানে সর্বজন। তোমা সম প্রিয় মোর নাহি কোনজন ॥ যেমন আছমে খুড়া তোমার তনয়। তার সম মোরা হই জানিহ নিশ্চয়॥ তুমি কর্ত্তা সবাকার মোরা আজ্ঞাধীন॥ সতত রয়েছি মোরা তোমার অধীন॥ তব সম মায়াধর কে আছে ভুবনে। তুমি সাধু মহাশয় জ্ঞাত সর্বজনে॥ তব দরশন খুড়া যেই জন করে। সৰ্বব কাৰ্য্য সিদ্ধ হয় অমঙ্গল হরে॥ জলময় যত তীর্থ আছয়ে ভুবনে। শীলাময়ী মূর্ত্তি যত দেখহ নয়নে॥ অস্তে পাপক্ষয় হয় তাহা দরশনে। সম্বর পবিত্র হয় সাধুর মিলনে॥ শুন খুড়া বলি আমি তোমারে এখন। মহা পুণ্যবান সাধু তুমি মহাজন॥ হস্তিনা নগরে খুড়া যাও একবার। ভোমা হতে হবে সেই কার্য্যের উদ্ধার॥ কেমন আছেন সেই পাগুব সকলে। কুশলে আছেন তারা কিম্বা অকুশলে॥ যাও তুমি হস্তিনানগরে শীন্তগতি। বড় প্রিয় হয় মম পাণ্ডুর সম্ভতি॥ শিশুপুত্র রাখি পাণ্ডু মরণ লভিল। विभाग-मागदत कुखी निमग्न हरून ॥ লহ তত্ত্ব কিরূপে সে পুক্রেরে পালিছে। কিরূপে দে পুত্র ল'য়ে কুশলেতে আছে॥ ধুতরাষ্ট্র পালিতেছে করেছি শ্রবণ। মহাত্রফ হয় তার শতেক নন্দন॥ পুত্রবশে ধৃতরাষ্ট্র সর্বব কর্ম্মে রত। **দেই তত্ত্ব আনি মোরে কর আনন্দিত ॥** কিরূপে পালিল সেই পঞ্চ পুত্রগণ। জানিতে বিশেষ তত্ত্ব করহ গমন॥ তোমার মুখেতে শুনি দে সব বচন। পরেতে করিব যাহা জানিবে তখন॥

এই কথা অকুনেরে আদেশ করিল।
রাম উদ্ধবের সহ গৃহেতে চলিল॥
ভাগবত কথা হয় পরম সন্দর।
দাস ভাষে নানা ছল্দে হরিষ অন্তর॥
ভব সাগরের ভেলা শ্রীহরি চরণ।
মহানন্দে জীবগণ করহ শ্রবণ॥
ইভি শ্রীমন্তাগবতে দশমস্করে অকুর গৃহে ক্ষম

অথ অকুরের হস্তিনার গমন। শুকদেব বলে ওহে শুন মহামতি। অক্রুর হস্তিনাপুরে করিলেন গতি॥ মনোহর দিব্য পুরী করে দরশন। হেরিল বিচিত্র সে পুরীর নির্মাণ। দেবেক্সের পুরী সম শোভা মনোহর। হেরিল সে সভাগৃহ পরম হুন্দর॥ আনন্দে অকুর তবে পুরী প্রবেশিল। সকলের সঙ্গে তথা সম্ভাব করিল॥ যে যাহা জিজ্ঞাদে তাহা কহে সেইক্ষণে। অক্রুরের প্রতি ভূফ যত কুরুগণে॥ আদরে অক্রুরে তবে করি সম্ভানণ। রাখিল যতনে সেই হস্তিনা-ভূবন॥ কিছুদিন সেই স্থানে অক্রুর রহিল। আন্ধ নৃপতির যত চরিত্র জানিল। জানিল সকল তত্ত্ব অক্রুর হ্মতি। পুত্রবশ হয় ধৃতরাষ্ট্র নরপতি॥ শত ভাই হুর্য্যোধন হুস্ট হুরাশয়। মহাবলবস্তু সবে অধর্ম আশ্রয়॥ পাণ্ডুর তনয় পঞ্চ ধর্ম্মে সদা রত। তাঁহাদের প্রিয় হয় প্রজাগণ যত॥ প্রজাগণ সবে মনে করয়ে চিন্তন। পার্থ রাজ। হ'য়ে করে প্রজীর পালন॥ দর্ববঞ্চণাধার দেই পার্থ মহামতি। প্রজাগণ করে সদা পার্থের হুখ্যাতি **॥** 

এইরূপে প্রজাগণ করি দরশন। অন্তরে ব্যথিত সদা হয় তুর্য্যোধন॥ সহিতে না পারে চুক্ট ক্রোধে স্থলে অতি সদত করয়ে হিংসা অর্চ্ছনের প্রতি॥ পাগুবের প্রতি দ্বেষ করে অবিরত। বধিতে তাদের প্রাণ চেক্টা বহুমত॥ সর্বাদা তাদের প্রতি কহে কুবচন। অন্তরে ভাবিছে পঞ্চ জনের নিধন॥ বিছর গৃহেতে কুন্তী অক্রুরে কহিল। মহাত্রুংখে মহাদেবী কহিতে লাগিল॥ অক্রুরে ডাকিয়া কুন্তী নির্জ্জনে তথন। একে একে কহে দেবী সব বিবরণ॥ কহ ভাই অগ্রে শুনি কুশল সবার। স্থ্যস্থল কহ মোরে জননী আমার॥ বস্থদেব ভাই মোর আছেত কুশলে। ভাতৃগণ কিরূপেতে আছয়ে সকলে॥ কেমন আছেন দেই কহ রাম হরি। সতত অন্তর জলে তাদের না হেরি॥ ভাতৃপুত্র হয় সেই রাম গদাধর। কেমন আছেন তাঁরা বলহ সত্তর॥ মনে কি পড়েছে মোরে কহ সেই বাণী। কতদিনে দেখিব সে শ্রীমুখ ছুখানি॥ যেরূপে বিধাদে আমি রয়েছি মগন। ব্যাধ পাশে বন্ধ যথা মুগী অসরণ॥ কতদিনে গোবিন্দের পাব দরশন। সান্ত্রনা করিবে মোরে জগৎ জীবন॥ পিতৃহীন পঞ্চপুত্রে হরি কত দিনে। দরশন করিবেন পক্তজ নয়নে॥ পাণ্ডবেরে আসি হরি কবে সম্ভাষিবে। কবে ছঃখবারি মোর শুকাইয়া যাবে॥ হা কৃষ্ণ করুণাসিদ্ধ জগতের সার। প্রসন্ধ জনেরে দেব করহ উদ্ধার॥ ওছে বিশ্বেশ্বর তুমি বিশ্বের কারণ। তোমা ভিন্ন কার পদে লইব শরণ॥

সংসার যন্ত্রণা যায় স্মরণে তোমার। যে ভাবে তোমারে নাহি মৃত্যুভয় তার॥ ভজিলে তোমার পদ স্বর্গেতে গমন। পরমাত্মা হরি সেই পরম কারণ॥ যোগের কারণ দেব সেই যোগেশ্বর। ভক্তজনে রক্ষা সদা করে পরাৎপর॥ বিশ্বের বিধাতা দেব বিশ্ব নিরঞ্জন। তাঁহার অভয় পদে লইকু শরণ॥ কুপা করি কুপাময় রাখিবে আমায়। তিনি ভিন্ন কেবা মোর আছুয়ে ধরায়॥ এইরূপে কুন্ডীদেবী বহু স্তব করে। **इ**हेर्स विषय कुःथी ভाসে অঞ্জনীরে॥ এই বার্তা কুস্তীদেবী অত্নুরে কহিল। তাহার হ্রঃখের কথা বিস্তারি বলিল॥ তদন্তর নরবর করছ শ্রবণ। কুন্তীর বচনে কহে অক্রুর তখন॥ কেন দেবী রূখা তুমি হুঃখ ভাব মনে। ছইবে তুঃখের শেষ আর কিছুদিনে॥ এইরূপে প্রবোধিয়া সাম্বনা করিল। বিবিধ বচনে পরে তারে বুঝাইল।। বিহুর সহিত তবে অক্রুর তখন। ধৃতরাষ্ট্র স্থানে পরে করিল গমন॥ প্রণতি করিয়া কহে নিজ পরিচয়। মূত্রভাষে মহারাজে তবে কিছু কয়॥ শুন মহারাজ কহি বচন প্রকৃত। সত্যভাষী হয় সেই যে হয় হছত। তুমি ধৃতরাষ্ট্র হও মহাবীর্য্যবান। বিচিত্রবীর্য্যের পুক্র ভূমি মতিমান॥ কুরুকুলে কীর্ত্তি তব জানে সর্ববজন। তব ভ্রাতঃ অকালেতে লভিন মরণ॥ হস্তিনাতে মহারাজ তুমি মহাশয়। রাজধর্মে বিভূষিত তুমিই নিশ্চয়॥ অতএব কিবা আমি কহিব তোমারে। পুত্রবৎ পাল রাজা সকল প্রজারে॥

প্রজাগণ পিতাসম সম্ভাষে রাজায়। রাজধর্ম্মে এই বিধি জানি সমুদয়॥ সকলে সমান স্লেছ করিবে রাজন। কায়মনে রাজা করে প্রজার পালন। তাহাতে রাজার কীর্ত্তি জানে এ জগতে। তার পুণ্য ক্ষিতিমাঝে জানিবে নিশ্চিতে॥ অক্তথা অধর্ম যদি করে আচরণ। তার অপ্যশ ঘুষে জগতের জন॥ ইহ অপয়শ অস্তে নরকেতে গতি। কোনরূপে তার নাহি হয় হে নিক্ষৃতি॥ তাই বলি নরবর হও ধর্মপর। একচিত্তে ধর্মকার্য্য কর নিরম্ভর॥ তব পুত্র পাণ্ডুপুত্রে কর সমজ্ঞান। তাহ'লে ভারতে তব হইবে কল্যাণ॥ আত্ম পর ভাব যদি তুমি নরপতি। অপয়শ পাবে লোকে হইলে অখ্যাতি॥ ভাতৃপুত্ৰ পুত্ৰবৎ শাস্ত্ৰে এই কয়। অতএব সমভাব করহ উভয়॥ দেখ মহারাজ কহি তোমারে নিশ্চয়। অনিত্য সংসার এই সব মায়াময়॥ এই যে সংসারে যত হের রাজ্যধন। সকলই মিথ্যা ছাত্রাবাজীর মতন ॥ কভু স্থির নহে ইহা ক্ষণেকেতে লয়। जेश्वद्वत्र (थला गां<u>ड</u> कानित्व निन्ह्य ॥ দারা পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন। রাজ্য ও ঐশ্বর্যা যত সহ অকারণ ॥ কেছ কার' নয় তাহা জানিও মনেতে। আপনার দেহ যাহা যায় পঞ্চতুতে॥ চিরজীবি কেহ নহে ওহে মতিমান। জনমিলে আছে তার অবশ্য মরণ॥ তবে মিছে আশা সব রাজ্যের কারণ। সার কহিলাম আমি তোমারে রাজন। তবে এই জগতের স্কৃতি ফলেতে। আপন কর্ম্মের ফল ভুঞ্জ এ জগতে॥

কেছ বা সম্ভোগে হুথ করে ছুঃথ করে। সার কথা কহিলাম তোমারে নি**শ্চ**য়॥ অল্লবুদ্ধি হয় যার সেই ছুরাশয়। এ সংসার সর্বক্ষণ দেখে সারময়॥ নিত্য নহে এ সংসার জীব নহে স্থির। ক্ষণেকের তরে মাত্র জানিবে হুধীর॥ মায়াময় এ সংসার জানিও অস্তরে। অধর্ম করিয়া রাজা পালে যে প্রজারে। তাহার তুর্গতি কহি শুন নরপতি। নরক ভুঞ্জয়ে সেই হুফ্টজন অতি॥ বুদ্ধিহীন জনে হয় হেন কৰ্ম্মে রত। স্বজন পীড়ন করে সেই চুফ্টচিত॥ নিজধর্ম পরিহরি অধর্ম লভয়। তাহার নরক ভোগ জানিবে নিশ্চয়॥ কি আর কহিব আমি শুনহ রাজন। ঈশ্বর মায়াতে এই স্মষ্টির স্ক্রন॥ জগতের যত সব কর দরশন। সকল অসারময় স্বপ্নের মতন।। পদ্মপত্রে জল যথা স্থির নাহি হয়। সেরূপ অস্থির এই জগৎ নিশ্চয়॥ ভোজবাজী সম ইহা জানিবে রাজন। সার কহিলাম আমি তোমারে এখন॥ অতএব নুপবর স্থির কর মতি। কদাচ অধর্মে যেন নাহি হয় মতি॥ কুরু পাগুবেরে তুমি ভাব একমনে। অক্তথা না হয় যেন কহিনু এক্ষণে॥ অক্সথা কুশল নহে ওহে নরপতি। অধর্মকারীর হয় অশেষ ছুর্গতি ॥ অক্রুর বচনে তবে কহিল রাজন। আমারে কহিলে তুমি প্রকৃত বচন॥ জ্ঞান শিক্ষা হৈল মম বচনে তোমার। কিন্তু এক কথা আমি বলিছে আবার। তব বাক্য পালিতে আসক্ত মম মন। मति<u>फ भारे</u>टल यथा व्यम्ना तकन ॥

সেইমত মম মন হ'रেয়ছে চঞ্চল। যে কথা কছিলে ভূমি পরম মঙ্গল। সত্যধর্ম সদা হয় উচিত পালন। ह'रप्रट्रा कार्य (भात प्रकार अथन ॥ পুত্রবশে বশীভূত আমার হৃদয়। হিতাহিত শক্তি মোর কিছু নাহি রয়॥ অবুক্রণ সচঞ্চল আমার অন্তর। বেমন বিদ্যাৎ গতি ওহে গুণাকর॥ 'সেরপ অস্থির হয় আমার হৃদয়। আমা হ'তে শুভকাৰ্য্য কভু নাহি হয়॥ ঈশ্বরের বিধি ইহা মনেতে জানিবে। সে বিধি অম্যথা করে কেবা আছে ভবে॥ হরিতে অবনীভার প্রভু নারায়ণ। ব্বফিকুলে অবতীর্ণ দেব জনার্দ্দন॥ ঈশ্বরের কার্য্য যাহা কে করে খণ্ডন। কার সাধ্য তাঁর কর্ম্ম করয়ে হেলন॥ তাঁর ইচ্ছামত কার্য্য করে জীব যত। কেবা হেন আছে তার করে অশুমত॥ তিনগুণময় এই জগৎ সংসার। সেই তিনগুণ হয় মাগার আধার॥ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে। কেবা হেন আছে তার অশুণা করিবে॥ কে জানৈ তাঁহার তত্ত্ব সে যে তত্ত্বময়। সংসার চক্রেতে থার গতি ক্রত হয়॥ জগতের নর মুগ্ধ মায়ায় যাঁহার। সে জনার পদে মম কোটি নমস্কার॥ এত কহি অন্ধরাজ নিস্তব্ধ হইল। মনের বাসনা তার অক্রুর জানিল। অন্ধরাজ অভিপ্রায় জানিয়ে তথন। বিছুর সহিত গৃহে করিল গমন॥ তবেত স্থার সেই অক্রুর স্মতি। বিদায় লইয়া করে মথুরাতে গতি ॥ কৃষ্ণ বলরাম পদে প্রণতি করিল। ধুতরাষ্ট্র অভিপ্রায় সকল কহিল॥

কুস্তীর যতেক বাক্য করিল জ্ঞাপন।
রামকৃষ্ণ ফুইভায়ে কহিল তথন॥
হস্তিনা সংবাদ যত কহে মহামতি।
পরে দোঁহা পদে করি ভক্তিতে প্রণতি॥
নিজ গৃহে মহামতি করিল গমন।
দাস কহে হরিকথা পরম শোভন॥
হরিকথা যেইজন শুনে একমনে।
অনায়াসে মোক্ষপদ পায় সেইজনে॥
তাই বলি ভাগবত করহ শ্রবণ।
একেবারে মুচে যাবে ভবের বন্ধন॥

ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমকদ্ধে অকুরের হস্তিনাপুরী গমন সমাপ্ত।

অথ শ্ৰীকৃষ্ণের ধারকা গমন। শুকদেব কছে শুন ওছে নরবর। অপরে শুনহ কথা পরম হন্দর॥ क्रिन्त त्रभी छूटे (১) विश्वा रहेल। আকুল অন্তরে তারা পিড়গৃহে গেল॥ জরাসন্ধ কম্মা তারা শুন নরপতি। জরাসন্ধ শুনি হৈল অতি ক্রোধমতি॥ জিজাদিল কহ মোরে সব বিবরণ। কংস নরবরে কেবা করিল নিধন ॥ কেবা হেন মহাবীর জগতে আছিল। আমার জামাতা কংসে বিনাশ করিল।। শুনিয়া পিতার বাক্য কহে চুইজন। বধিল জামাতা তব নন্দের নন্দন॥ কি দুঃখ হইল পিতা কিরূপে কহিব। জীবনে কি ফল ইছা এখনি ত্যজিব॥ লোক মুখে শুনি এক অপূর্ব্ব কথন। নন্দালয়ে ছিল বস্থদেবের নন্দন॥ কেহ বলে নন্দহত এই জন হয়। কেহ বলে বহুদেব পুক্র হুনিশ্চয়।

মন্ধিও প্রাধি নামে জ্বাসক্রের ছই কয়।
 কংসের বণিতা।

यञ्ज मत्रभात्न व्यामि कःरमदत्र विधल । যজ্ঞধনু আসি সেই কৃষ্ণ যে ভাঙ্গিল ॥ महारुखी कृतनम् कविनः निधन। চাসুর মৃষ্টিক আদি বধে কতজন। যেরূপে মারিল পিতা তব জামাতায়॥ সে কথা কহিতে প্রাণ ফাটিয়া যে যায়॥ বক্ষেতে চাপিয়া তার বধিল জীবন। সে কথা কব কি পিতা তোমারে এখন॥ এত কহি ছুইজনে কতই কান্দিল। করাঘাত নিজ্বকে হানিতে লাগিল। জরাসন্ধ রায় শুনি কন্সার রোদন। শোকে জঃখে হলো তার আরক্ত নয়ন। আগুনের কণা যেন বাহির হইল। অগ্নিগিরি (১) হ'তে যেন অগ্নি নিঃসরিল ক্রোধেতে সকল অঙ্গ হইল কম্পিত। मट्ड म्ड चर्र र'रा भारक विस्मारिक ॥ বলে আজি হেন কর্ম ক'রে কোনজন। ছুই মাথা কেবা শিরে করিল ধারণ॥ প্ৰস্কৃলিত হুতাশনে কেবা ঝাঁপ দিল। নিজ হত্তে ধরি ফণী গলায় বান্ধিল। এবে জানিলাম তার মরণ নিশ্চয়। পাপমতি গোপাধম যাবে যমালয়॥ যতুবংশ পৃথিবীতে নির্মাল করিব। গোপবংশে রাখে কেবা তাহাও দেখিব॥ কত বল ধরে সেই গোয়ালার হৃত। মম সহ বাদ তার হেরি কি অন্তত। এত বলি সর্বব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ললাট ফলক তার কুঞ্চিত হইল॥ রক্তবর্ণ তুই আঁখি ঘোর দরশন। সেনাগণে সেইক্ষণে কহিল তথন॥ সাজহ সকলে শীঘ্র চলহ সম্বরে। একেবারে চল সেই মধুরানগরে॥

পাইয়ে রাজার আজ্ঞা যত সেনাগণ। মহানন্দে নানা বাগ্য করিল বাদন॥ চতুরঙ্গ দল চলে আনন্দ অপার। বেড়িল মথুরাপুরী শব্দ ভয়ঙ্কর॥ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্ৰ হইল। সাগর তরঙ্গ সম নাচিতে লাগিল। চারিদিকে মহাশব্দ দৈশ্য কোলাহল। দেশবাদী লোক যত ভাবে **অমঙ্গ**ল॥ ভগবান মনে মনে চিন্তা করে সার। এখনি করিতে হবে অহুর সংহার॥ জরাসন্ধ আসিয়াছে বধিতে হুজুনে। এই ছলে সবাকারে না রাখি এখানে॥ হরিতে অবনীভার এসেছি ধরায়। দৈত্যগণ ধ্বংস এবে হইবে নিশ্চয়॥ বহু রাজপুত্রগণে মাগধে আনিল। অম্বরের অংশে সবে জনম লভিল॥ এ সব অত্রর বংশ হইবে নিধন। উচিত আমার মাত্র সাধুর রক্ষণ ॥ এইরূপে মনে মনে চিন্তি নারায়ণ। মন্ত্রণা করয়ে তবে সহ সর্বজন॥ হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব এ কথা। শুষ্ম হ'তে মহারথ আইল যে তথা॥ তেজপুঞ্জ হুই রথ যোগেতে নামিল। শত সূৰ্য্য সম প্ৰভা তাহাতে ভাতিল॥ ধ্বজেতে গরুড় শোভে অস্ত্রপূর্ণ তাহে। বলরামে সম্বোধিয়া কৃষ্ণ তবে কহে॥ ওতে মহাশয় কিবা কর দরশন। শীঘ্রগতি রথোপরে কর আরোহণ॥ রাথহ মথুরাপুরী যহগণে রাখ। নিশ্চিন্ত ইইয়া আর রুথা কিবা দেখ॥ ইহার কারণ মোরা চুই অবতার। শীগ্রতি কর সবে ছুফের সংহার॥ ছুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। সেই হেতু আমাদের ধরা আগমন॥

বক্ত সেনা সহ আইল মগধ ঈশ্বর। विलम्ब ना कति त्रत्थ छेठ श्लधत ॥ वह व्यक्ति शि तमा मधूता विज्न । মারিতে অহ্বরগণে সম্বরেতে চল।। মন্ত্রণা করিয়া তবে ভাই ছুইজন। সেই রথে শীঘ্র তবে করে আরোহণ॥ দারুক সার্থি রথ বেগেতে চালায়। মহাশ্ৰ ভগবান আপনি বাজায় ॥ নগর বাহিরে রথ দাঁড়ায় তখন। বাজিল সে রণবাগু দৃশ্য যে ভীষণ॥ পাঞ্চল্য শঙা হরি আপনি বাজায়। দারুক সার্থি রথ বেগেতে চালায়॥ পাঞ্জন্ম ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। সেই শব্দে শক্ত যত কাঁপিয়া উঠিল। মহাভয়ে ভীত সব বীরগণ হৈল। অন্তরেতে নারায়ণ আনন্দ লভিল॥ তবে জরাসন্ধ ইহা করি দরশন। কহিতে লাগিল দোঁহে করি সম্বোধন॥ নরাধম পাপমতি হুস্ট হুরাশয়। গোপাধম হেরি তোর স্পর্দ্ধা অতিশয়॥ কি সাহদে কংসরাজে করিলি নিধন। জাননা কি জরাসন্ধ জীবিত এখন॥ আমার কারণ কিছু ভয় না ভাবিলে। জামাতা সে কংসরাজে নিধন করিলে। কত বল ধর তুমি গোয়ালার হত। দেখিব কিরূপে যুদ্ধ কর ভূমি কত॥ আজ তোমাদের বল সাক্ষাৎ জানিব। নিশ্চয় যমালয়ে তোদের পাঠাব॥ প্রবণে তাহার বাক্য কহে নারায়ণ। ব্বথা বাক্য ব্যয়ে কিবা আছে প্রয়োজন। রুখা দর্পে কিবা ফল মগধ ঈশ্বর। কার্য্যে দেখা যাবে বল যত আছে তোর। কর যুদ্ধ মোর সহ জানিবে তথন। কাপুরুষ মত কর মিধ্যা আক্ষালন ॥

কুষ্ণের বচনে তবে জরাসন্ধ রায়। স্থলিয়া উঠিল যেন হুতাশন প্রায়॥ চক্ষুৰয় রক্তবর্ণ হইল তথন। সর্বব অঙ্গ হয় তার সঘনে কম্পন॥ मरख मख मिय्रा ७८व करत्र कड़गर्ड । ছাড়িল অসংখ্য তবে ধমুকের শর॥ মহাকোপে করে যায় বাণ বরিষণ। বাণে বাণে এককালে ঢাকিল গগন॥ ঢাকিল সূর্য্যের কর হৈল অন্ধকার। চারিদিকে সৈন্সগণ ছাড়িল হুঙ্কার॥ তবে বলরাম তথা ক্রোধিত অন্তরে। বরিষণ করে বাণ শক্ত সৈম্পপরে॥ বাণে বাণে বাণ সব কাটিয়া ফেলিল। অন্ধকার গেল সূর্য্য কর প্রকাশিল॥ ছুই ভাই ছুই রুথে বিরাট মূরতি। প্রাসাদ হইতে দেখে যতেক যুবতী॥ সৈষ্ঠ সমাগমে সবে বিস্মিত হইল। মনে মনে সকলেই ভাবিতে লাগিল॥ মগধ রাজার সৈশ্য হেরিল অপার। চিন্তাশ্বিত নারীগণ ভাবে অনিবার॥ এই মহা সৈম্ম মাঝে ভাই তুইজন। কিরূপে করিবে যুদ্ধ না জানি কারণ॥ কিরূপে করিবে জয় মগধ ঈশ্বরে। হেনমতে নারী যত ভাবিছে অন্তরে॥ অন্তৰ্য্যামী ভগবান সকল জানিল। মহাশব্দে মহাবাণ বরিষণ কৈল। তাহা দরশনে তবে জরাসন্ধ বীর। দম্ভ কড়মড় করে ক্রোধেতে অস্থির॥ মহামত হস্তী পৃষ্ঠে ধাইল তথায়। আনন্দেতে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়॥ মহাগজে বসি রাজা সোৎস্থক অন্তরে। ছাড়িল বিবিধ বাণ রাম কুষ্ণোপরে॥ তবে মহাক্রোধান্বিত হৈল ভগবান। করীকুম্ভ লক্ষ্য করি মারে এক বাণ॥

বাণ খেয়ে করীবর কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিয়া ভূতলে পড়ি পরাণ ত্যজিল। ভূতলে পড়িল গজ মহাশব্দ করি। হন্তী চাপে কত সেনা গেল তথা মরি॥ রথ রথী অস্থাগণ অনেক পড়িল। বাণাঘাতে বহু সেনা জীবন ত্যজিল। তাহা দেখি জরাসন্ধ আকুল অন্তর। গঙ্গ শৃষ্ঠ ভূমিতলে ভ্রমে একেশ্বর॥ ভূমিতলে থাকি বাণ করে বরিষণ। অন্ধকারময় তবে হইল গগন॥ তা দেখি মথুরাবাসী পুরজন যত। একেবারে সকলেতে সভয়ে কম্পিত॥ কুষ্ণ বলরাম হেতু চিস্তিত অস্তর। মহাকোপে ক্রোধান্বিত দেব হলধর॥ মুষল লইয়া করে বেগেতে ধাইল। জরাসন্ধ সৈক্তমাঝে বেগে প্রবেশিল। মহাবল ধরে সেই দেব সক্ষর্য। শক্রু সৈক্সপরে করে বিষম ঘাতন। মুষল আঘাতে তবে বড় বড় বীর। স্থতলে পড়িয়া তবে হইল অস্থির॥ কত কত মহাবীর ছাড়িল জীবন। সাগর তরঙ্গ সম যত সেনাগণ॥ মহানন্দে চারিদিকে মহাশব্দ করে। कत्रिल निधन ताम मूचल প্রহারে॥ মারিল সকল সেনা ছই সহোদর। পরম আনন্দে নৃত্য করে তদস্তর॥ নাশিয়া অহুরকুলে দেব জনার্দন। রণস্থলে চারিদিকে করেন ভ্রমণ॥ ওহে নরবর কহি এখন তোমারে॥ পরম কারণ যেই এ ভব সংসারে॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি হয় যাহা হ'তে। তাঁহার গুণের অন্ত না পারি কহিতে॥ কটাক্ষে জগত পারে বিলয় করিতে। তার কি আশ্চর্য্য এই সৈক্স বিনাশিতে॥ জরাসন্ধ সৈম্মগণে নিধন করিল। একমাত্র রণস্থলে ভ্রমিতে লাগিল। মহারাজ জরাসন্ধ সভীত অন্তর। বেগেতে ধরিল তারে গিয়া হলধর॥ যেমন কেশর রাজ মহাগজবরে। ক্ষুধার্ত্ত হইয়ে বেগে তারে গিয়া ধরে॥ সেইমত জরাসন্ধে ধরিয়া আনিল। মহাপাশে তবে তারে বন্ধন করিল। তবে বলদেব তার নিধন কারণ। মহা অসি চুই করে করে উত্তোলন॥ হেনকালে কহে তবে দেব গদাধর। না মার উহারে ভাই তুমি হলধর॥ তব বধ্য নহে ভাই জানিবে ইহায়। वलाप्तव ছाড়ि पिल कृत्यक्त कथाय ॥ ওহে মহারাজ শুন অপূর্ব্ব কাহিনী। জরাসম্বে ছাড়ি দিল দেব হলপাণি॥ তবে মনত্বঃখে সেই মগধ রাজন। বিষাদ অন্তরে করে দেশেতে গমন॥ অন্তরে বিষম ক্রোধ তাহার জন্মিল। তপস্থা করিতে তবে মনেতে চিন্তিল। মনত্বংখে বনপথে ধাইল তখন। নুপগণ কছে তারে প্রবোধ বচন। कि कांत्रण वनमार्थ भमन कतिरव। কি হেন এ ছুঃখ তব কহিতে হইবে॥ রাজা কহে যাব আমি তপস্থা কারণ। কেন সবে মোরে কর রুথা নিবারণ॥ তবে যত রাজগণ তাহারে বুঝায়। কি হেতু তপস্থা তব কহ নররায়॥ অতুল বিক্রম তব কেবা তোর্মা আঁটে। কেবা জগ্নী হয় বল তোমার নিকটে॥ তবে এই এক কথা শুন নররায়। দৈবের লিখন কছু খণ্ডন না যায়॥ পূর্ব্ব কর্মাফলে তব ছেন অঘটন। যুদ্ধেতে জিনিল তাই তোমা যহুগণ॥

নতুবা তোমারে জয়ী করে কেবা আর। তোমার ভয়েতে স্থির নতে এ সংসার॥ অধিক কি কব আর ওহে মহামতি। ভোমার সম্মুখে পারে কে করিতে গতি॥ রুখা এ তপস্থা তব নাহি ফলোদয়। অম্বরূপে কর সেই যতুগণে জয়॥ সে বাণী অবণে তব মগধ রাজন। নিরস্ত হইল তবে তপস্থা কারণ॥ হেথায় আনন্দ অতি মথুরানগরে। ঘরে ঘরে মহানব্দে মহানৃত্য করে॥ যুদ্ধজয়ী বলরাম দেব গদাধর। মহানন্দে নাচে যত গন্ধর্ব কিন্নর॥ দেবগণ শৃশু হ'তে কুম্বম বরিষে। হরিগুণ গান করে মনের হরিষে॥ তৎপরে রামকৃষ্ণ ছুই সহোদর। . প্রবেশিল মহানন্দে পুরীর ভিতর॥ উগ্রসেনে কহে তবে সব বিবরণ। আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হুইল তথন॥ এইমত বহু সৈন্স করিয়া সঙ্গেতে। কতবার জরাসন্ধ আসে মথুরাতে॥ করিয়া বিষম যুদ্ধ সঙ্গে হুজনার। পরাভব মানি গৃহে যায় বার বার॥ সপ্তদশবার যুদ্ধে পরাভব হৈল। পুনঃ সে মথুরাপুরী আসিয়া বেড়িল॥ কিন্তু এক কথা হেথা শুনহ রাজন। নারদ মগধরাজে কহিলা তখন ॥ শুনহ মগধরাজ বচন আমার। মধুরা যাইবে যদি ভূমি পুনর্বার॥ তবে উপদেশ মম করহ প্রবণ। তব বশীভূত হয় অসংখ্য যবন॥ তাহাদিগে ল'য়ে যুদ্ধে যাও নরেশর। যবনে বধিতে সাধ্য নাহিক কাহার॥ নন্দহত চুইজনে পরাজয় হবে। আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হবে॥

এত কহি মহামুনি প্রস্থান করিল। তবে মগধের পতি তাহাই করিল॥ তিন কোটি যবনের যুদ্ধের কারণ। মথুরানগর মাঝে পাঠায় তখন॥ মহারোষে যবনেরা রোধিল নগর। নগরের লোক যত সভয় অস্তর॥ ভয়াকুল দেশবাসী তাহা দরশনে। ভগবান চিন্তাযুক্ত হয় মনে মনে॥ বলরামে ডাকি তবে কহে নারায়ণ। কহি শুন হিতকথা দেব সঙ্কৰ্ষণ॥ বড় ছুরাচারী সেই মগধ ঈশ্বর। যবন সৈম্ভেতে তার ঘেরিল নগর॥ আমাদের বধ্য নহে তুরন্ত যবন। পাইবে অনেক কম্ট যত যতুগণ॥ মগধ রাজন হেথা <del>আ</del>সিবে সত্তরে। সংহারিবে বন্ধুগণে বিষম সমরে॥ অতএব এই যুক্তি কহ মহাশয়। সমরে যবন যাতে বিনাশিত হয়॥ আর জ্ঞাতিগণ যাহে রহে কুভূহলে। এমন বিধান এবে করিব কৌশলে॥ সমুদ্র মাঝেতে এক পুরী নির্মাইব। সেই স্থানে যত্নগণে কুশলে রাখিব॥ প্রকারে যবনগণে করিব নিধন। তোমারে কহিমু এই প্রকৃত বচন॥ বলরাম সহ হরি মন্ত্রণা করিল। বিশ্বকর্মে ডাকি তবে এই আজ্ঞা দিল॥ আজ্ঞামাত্র বিশ্বকর্মা চলিল সম্বর। সাগর মাঝেতে পুরী করে মনোহর॥ দ্বাদশ যোজন (১) পুরী করিল নির্ম্মাণ। कतिल विषय शूती ऋषृष् गर्रन ॥ মনোহর পুরী সেই বিশাই গড়িল। দারকা নামেতে তার নাম যে হইল।

মতান্তরে কেছ কেছ বলেন, শত বোজন বারকাপুরী বিস্তৃত ছিল।

পরম হুন্দর পুরী অন্তত গঠন। হুদৃঢ় প্রাচীর তার গড়ের বন্ধন॥ চারিদিকে কল্পবুক্ষ করিল রোপণ। আর কত রোপে তাহে কুহুম কানন॥ मरनारत चढ़ालिका मूनि मन रुरत । গঠিলেন পুরী সেই স্ফটিক প্রস্তরে॥ রজত নির্মিত গৃহ চারু দরশন। নানা রক্ষে গৃহ সব হ'য়েছে শোভন॥ উচ্চ শৃঙ্গ শোভে তাহে গৃহের উপর। রতন কলস কত শোভে মনোহর॥ রচিল বিবিধ ঘর বিবিধ যতনে। কতই শোভিল তাহা বিবিধ বরণে ॥ এইরূপ মনোহর পুরী নির্মাইল। স্থৰ্ম নামেতে মঞ্চ তাহাতে রচিল। অশ্বশালা হস্তীশালা নিশ্মাইল তায়। পারিজাত পুষ্প তার হুয়ারে রোপয়॥ হেনমতে সেই পুরী হইল নির্মাণ। তাহাতে চলিল যত যতুবংশগণ॥ সবে আসি পুরী রক্ষা করে সাবধানে। বিশ্বকর্মা বিনির্মিত দারকাভবনে ॥ इहेल शत्रम जुखे श्रुती मत्रभटन। রাখিলেন নারায়ণ স্বারে যতনে॥ মথুরা নিবাসিগণে রাখিয়া তথায়। রামকৃষ্ণ তুইজনে আসে মথুরায়॥ মথুরা বেড়িয়া আছে যত যবনের দল। তাহা দেখি যেন কৃষ্ণ হইয়ে চঞ্চল। পুরী হ'তে নারায়ণ বাহির হইল। (मर्थ) मिरा यवरनरत श्रनः **मु**काहेन ॥ ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর। দাস ভাসে ভাষামতে আনন্দ অপার ॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বনে শ্রীকৃষ্ণের বারকাপুরী গমন সমাপ্ত।

অধ ষ্চকুন্দ উপাধ্যান।

অপূর্ব্ব কথন শুন ওছে নররায়। (ह्रिल यवन यत्व कुछ हिल याय ॥ যতেক যবন 'সৈম্ম ভাবিল অন্তরে। অব্রহীন একা কৃষ্ণ পলায় সম্বরে॥ আমাদের ভয়ে এবে করে পলায়ন। এত ভাবি পাছু পাছু ধাইল তথন॥ মনে আশা এইবার নিধন করিব। মগধরাজের বাঞ্চা অবশ্য পুরাব॥ কেছ বলে ধরি লহু রাজার গোচর। কেছ বলে এই স্থানে করহ সংহার॥ এইরূপ ভাবি সবে পশ্চাৎ ধাইল। কেহ বলে ধর শীঘ্র ঐ পলাইল॥ দ্রুতপদে ধায় সবে যতেক যবন। ধরিব ধরিব করে না করে ধারণ ॥ ধরিবারে নিকটেতে যেই মাত্র যায়। অমনি কুষ্ণেরে বহু দূরেতে দেখয়॥ কেহ বলে এইবারে ধরিব নিশ্চয়। কি অন্তত কথা আজ শুন নররায়॥ ধরা নাহি দিলে তারে কার সাধ্য ধরে। যোগিগণ অফুক্ষণ যাঁর ধ্যান করে॥ যোগীর পরম ধন পরম কারণ। তাঁহারে ধরিতে পারে হেন কোন জন॥ তবে এই মাত্র ধরা দেন নারায়ণ। হৃদয় মন্দিরে যোগী করে দরশন ॥ তবে হরি ছল করি পথে চলি যায়। যেন অন্তরেতে কত ভয়ের উদয়॥ চলিতে না চলে পদ হতেছে কম্পন। যেন কত ভয়ে হরি করে পলায়ন॥ এইরপ ভাবে যত গমন করিল। মেচহগণ ছাউমনে পশ্চাতে ধাইল II ধরি ধরি মনে করি না পারি ধরিতে। ক্রতপদে ধায় সবে তাঁহার পশ্চাতে ॥

**जलध्र (कार्ल यथा मोनाभिनी (थर्ल ।** তেমতি যবন যত পাছু পাছু চলে॥ এইরূপে যবনেরা ধাইলেক সঙ্গে। মহাবনে প্রবেশেন নারায়ণ রঙ্গে॥ মহাভয়ক্ষর গিরি তাহার ভিতর। উচ্চ শীর্ষ হয় তার বিস্তৃত গহরর॥ তাহার ভিতরে হরি সম্বরে চলিল। যতেক যবনগণ পশ্চাতে ধাইল। মনে ভাবে এইবার লুকাইয়া যায়। কর্কশ বচনে তারা করে ডাকি তায়॥ ওরে হীনকর্মা তুই কোথা পলাইবি। এবার শমনালয়ে নিশ্চয় যাইবি॥ জন্ম তব যতুকুলে ভূমি মহাবীর। প্রাণের কারণে কেন এতই অস্থির॥ পলাইয়ে আর কোথা যাবে এইবার। আমাদের হাতে হবে নিশ্চয় সংহার॥ পলাইয়ে যাও বুথা জীবন কারণ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ইহা না হয় কখন ॥ সম্মুথ সংগ্রামে যার প্রাণ অন্ত হয়। চরমে পরম গতি তাহার নিশ্চয় ॥ ক্ষত্রিয়ের জনম মাত্র যুদ্ধের কারণ। জীবনের ভয় তার না হয় কখন॥ তুমি হে ক্ষত্রিয়াধম জানিলাম মনে। প্রাণ ভয়ে পদাইয়ে যাও কি কারণে॥ আমাদের কাছে কেবা পলাইয়া যাবে। এবার তোমার প্রাণ কদাচ না রবে॥ এই কথা বলি ধায় তাহার পশ্চাতে। ক্রমে প্রবেশিল সেই পর্বত গুহাতে॥ প্রবেশিল যবে হরি পর্বত কন্দরে। হেরিল মানব এক আছে নিদ্রাঘোরে॥ অচেতন আছে সেই পুরুষ রতন। কৃষ্ণ নিজ বস্ত্রে তারে করে আচ্ছাদন॥ পর্বত কন্দরে হরি অদর্শন হ'লো। কতক্ষণে শ্লেচ্ছগণ সেই স্থানে গেল।

বস্তারত জনে তথা করি দরশন। হাসিয়া সকলে তারে কহে কুবচন॥ ক্ষত্রিয় অধম ওরে বল কোথা যাবে। আর পথ নাহি হেথা কোথায় পলাবে॥ নিদ্রাচ্ছলে এই স্থলে করেছ শয়ন। ধরেছ সাধুর মূর্ত্তি ভয়েতে এখন॥ আর কি হইবে ছল ওরে তুরাশয়। এখনি যাইবে চুফ্ট শমন আলয়॥ এত কহি হাসি হাসি যতেক যবন। পদাঘাত করে তায় ভাবি নারায়ণ॥ যেমন হানিল পদ চমকে সে জন। নিদ্রাভঙ্গ সেইক্ষণে মেলিল নয়ন॥ বহুকাল নিদ্রাগত ছিল সে কন্দরে। নিদ্রাভঙ্গ হয় তার যবন প্রহারে॥ কোপদুটে দেই জন করে দরশন। রক্তবর্ণ হৈল তার যুগল নয়ন॥ কোপাগ্নি প্রকাশ তার ললাটে বাড়িল। যেন ঘোর হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ করে নিরীক্ষণ। সম্মুখে দেখিল যত ফ্লেচ্ছ সেনাগণ॥ সেই কোপানলে সব পুড়িয়া মরিল। সবে ভস্মরাশি হয় কেহ না বাঁচিল॥ যবনের সেনা সব মরিল তথায়। তিনকোটি সেনা পুড়ি ভক্মরাশি হয়॥ শুনি বাণী পরীক্ষিত কহিল তথন। কুপা করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন॥ কেবা দেই মহামতি কিবা নাম তার। কোন বংশে জন্ম তার কাহার কুমার॥ পর্বত কন্দরে কেন করিল আশ্রয়। শয়ন করিয়া কেন তথা সেই রয়॥ কিবা তেজে যবনেরে করিল বিনাশ। বিস্তারিয়া কহ মোরে সেই ইতিহাস॥ শ্রবণে রাজার কথা কছে মুনিবর। তব সম সাধু নাই অবনী ভিতর ॥

শুন কহি মহারাজ অপূর্ব্ব কথন। ইক্ষাকু বংশেতে হর মান্ধাতা রাজন॥ মুচকুন্দ নামে হয় তাহার তনর। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধীর সদাশয়॥ দ্বিজ-প্রিয় মহাজ্ঞানী ধর্মপরায়ণ। মহাবীৰ্য্যবস্ত সেই তেজে হুতাশন॥ রাজার নিকটে আসি যতেক অমর। মুত্রভাষে কছে দবে তাঁহার গোচর॥ শুন মহারাজ ধর মোদের বচন। আমাদের দৈত্যভয় কর নিবারণ॥ অস্থির হ'য়েছি মোরা দৈত্যগণ ভয়ে। তুমি রক্ষা কর এই মহাঘোর দায়ে॥ যদি নাহি রাখ তবে সংশয় জীবন। রক্ষা কর দেবগণে শুনহ বচন॥ শুনিয়া অমর বাণী সস্তোষ হইল। দেবকার্য্যে সেইক্ষণে গমন করিল॥ দৈত্যভয় নাশি রক্ষা করে নৃপবর। ভয় হ'তে মুক্ত হৈল দেবত। নিকর॥ তবে যত দেবগণ আনন্দ হইল। মুচকুন্দ রাজনে তবে কহিতে লাগিল॥ মম বাক্য শুন ভূমি ওছে নরবর। তোমা হৈতে রক্ষা হৈল যতেক অমর॥ দেব উপকার কৈলে একান্ত মনেতে। বাঁচাইলে মো সবারে দৈত্যভয় হৈতে॥ মর্ক্তালোক ত্যজি স্বর্গে করিল গমন। मात्रा शूक शतिवादत कतिया वर्ण्डन ॥ রাজ্যপদ ভোগ হুখ মনে না ভাবিল। দেবগণ হিতে স্বর্গে গমন করিল॥ আমাদের জন্ম তুমি যে কর্মা করিলে। অনায়াসে দেবগণে ভূমি বাঁচাইলে॥ মোরা সবে হৃষ্টির হইনু সর্বক্ষণ। বিষম জঞ্চাল সব কৈলে নিবারণ ॥ দারা পুত্র পরিবার আত্মীয় বান্ধব। ওহে নূপ কালবণে কাল প্রাপ্ত সব 🛚

কাল হস্তে সকলেতে হ'য়েছে নিধন। তব বংশে জীবিত নাহিক একজন॥ কালরূপী মহাকাল সংসারের সার। বাঁহার আজ্ঞায় হয় সবার সংহার॥ সেই কাল হ'তে তব বংশ হৈল ক্ষয়। ছুঃথ না ভাবিও মনে তুমি সদাশয়॥ চিরজীবি নহে কেহ জগতের জন। জন্মিলে অবশ্য তার আছয়ে মরণ ॥ না জানে পরম তত্ত্ব অল্পমতি যেই। শোক তাপে অনুক্ষণ মত্ত হয় সেই॥ অতএব মহারাজ ধরহ বচন। মনোমত বর লহ যাহা তব মন॥ মুক্তিপদ ছাড়া ভূমি যে বর চাহিবে। অশ্রথা না হবে তাহা তথনি পাইবে॥ লহ বর নরবর বাক্য দেবতার। বলে রাজা দেবগণে করি নমস্কার॥ বর দিতে বাঞ্ছা যদি স্বাকার হয়। এই বর দেহ মোরে হইয়ে সদয়॥ সবে মিলি এই বর করহ প্রদান। যাহাতে হৃষ্টির হয় এ জনার প্রাণ॥ নির্জ্জনেতে চিরকাল নিদ্রা হুখে যাব। তবেত জীবনে আমি সদা স্থথ পাব॥ হুখেতে যাইব নিদ্রা পর্বত কন্দরে। হেনকালে যদি কেহ নিদ্রা ভঙ্গ করে॥ সেইক্ষণে ভূম্মরাশি হবে সেইজন। এই বর দেহ মোরে কহিন্ম বচন॥ প্রবণেতে দেবগণ সম্ভোষ বিধান। সেইক্ষণে সেই বর করিল প্রদান॥ মৃচকুন্দ আসি পরে গুহার ভিতরে। মহাহুণে নিদ্রা যায় নির্ভয় অন্তরে॥ মগধের দেনা যত ছুক্ট ছুরাশয়। মৃচকুন্দ কোপানলে হয় ভস্মময়॥ মুচকুন্দ নিদ্রাভঙ্গ থবন করিল। সেই কোপানলে দবে বিনাশ হইল।

যেইমাত্র যবনেরা হইল বিনাশ। অমনি সে নারায়ণ হইল প্রকাশ ॥ **मृ**ष्ट्रकुक्त निक्षा ७८% करत नित्रीक्रण। সম্মুখেতে মহাকায় দেব নারায়ণ॥ ছেরিল সে নবঘন রূপ মনোহর। স্থবিমল কান্ডি সেই দেব পীতাম্বর॥ ত্রবণে কুগুল বনমালা দোলে গলে। মনোহর শোভা কিবা হেরি মন ভুলে॥ কৌস্তুভে শোভিত বক্ষ মদনমোহন। কত প্রভাময় সেই স্থচারু বদন॥ শন্ধ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভু জ ধারী। পীতধটী শোভে কটী বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥ অলকা আরত গণ্ড ভুবন মোহন। নাদাতো ন'লক দোলে রূপ বিমোহন।। স্থচারুবদনে হাস্থ ভুবন উচ্ছলে। জগতে মোহন রূপে মোহিত সকলে॥ হেন অপরূপ রূপ করি দরশন। একেবারে হইল সে আনন্দে মগন॥ ভূবন গোহন রূপে মোহিত হইল। অমনি সে ভূমি লুটি প্রণাম করিল॥ মুত্রভাষে মহাহর্ষে কহিল তখন। কে বট আপনি কহ স্বরূপ বচন॥ কি হেতু এ ঘোর বনে আইলে আপনি। গিরিগুছা মধ্যে কেন কহ দেই বাণী॥ ছুৰ্গম এ গিরিপথে কেন আগমন। কণ্টক-প্রস্তর-ময় নিবিড় কানন॥ ছেখা আগমন কেন কহ সত্য কথা। স্থকোমল পদযুগে লাগিয়াছে ব্যথা॥ সত্য কহ মহাশয় তুমি কোনজন। হবে বুঝি দেবরাজ সহস্রলোচন॥ কিন্তা দেব দিবাকর কিন্তা শশধর। কিম্বা পার্বতীর পতি দেব মহেশ্বর॥ কিম্বা দে চতুরানন দেব স্থাষ্ট পতি। কিম্বা সে প্রমাকার ত্রিলোকের পতি ॥

পরম পবিত্র হবে পুরুষের সার। উঙ্জ্বল হইল বন রূপেতে তোমার॥ অন্ধকারময় গুহা রূপে আলোকিত। তব রূপে মম মন একান্ত মোহিত॥ সত্য করি কহ মোরে ওহে মহাশয়। কোনকূলে জন্ম তব দেহ পরিচয়॥ আগে মম পরিচয় করহ শ্রবণ। ইক্ষাকু বংশেতে জন্ম মান্ধাতা নন্দন॥ যুবনাশ্ব নাম তার জানিবে নিশ্চয়। মুচুকুন্দ মম নাম তাহার তনয়॥ দেব-বরে আমি এই গুহার ভিতর। চির নিদ্রাগত আমি ওছে গুণাকর **॥** কে করিল নিদ্রাভঙ্গ কহ সে বচন। কেবা মোর কোপানলে হইল দহন॥ সেই সব কথা মোরে দেহ পরিচয়। কুপা করি তত্ত্ব কথা কহ মহাশয়॥ আর এক কথা মোরে করাহ ভাবণ। তব তেজে বিশ্ব তেজ মলিন এখন॥ তব পরিচয় সত্য বলহ আমারে। কুপা করি কুপাময় সত্য কহ মোরে॥ মুচকুন্দ বচনে তবে দেব গদাধর। ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ করেন উত্তর॥ शिंत शिंत करह इति अनह यहन। মম জন্মকথা কিবা করিবে ভাবণ॥ কর্মমাত্রে জন্ম মম নিশ্চয় জানিবে। জনমের সংখ্যা মম কিছুই না হবে॥ কার সাধ্য কেবা পারে করিতে নির্ণয়। মম জন্মকথা আর কি কব তোমায়॥ কর্ম্মের কারণ মম জন্ম নিরূপণ। মম জন্ম গণিবারে পারে কোনজন ॥ তথাপি কিঞ্চিৎ আমি কহিব তোমারে। হরিতে অবনীভার এই মর্ন্ত্যপুরে॥ ব্রক্ষার বচনে হেখা মোর আগমন। করিতে আইকু আমি পৃথিবী রক্ষণ॥

সংহারিতে দৈত্যকুলে আগমন হেখা। যতুকুলে জন্ম মম কহি সভ্য কথা। সম্প্রতি অবনীপরে জনম আমার। বহুদেব গৃছে আমি তাহার কুমার॥ সেই হেতু বাহুদেব নাম মম হয়। কহিন্দু তোমারে আমি সত্য পরিচয়॥ আর কিছু পরিচয় কহিব এখন। কংস ছুরাচার আমি করিমু নিধন॥ বলভদ্র হস্তে দৈত্য প্রলম্ব মরিল। আর কত দৈত্যগণ নিধন হইল॥ আর তিন কোটি দৈত্য আছিল যবন। এখানে আনিয়ে সবে করিমু নিধন॥ ছেখা আগমন মম যাহার কারণ। মম দরশন মাত্র তোমার মোকণ।। তোমা উদ্ধারিতে এই পর্বত গহবরে। আমারে ভজিলে তুমি আপন অস্তরে॥ সেই জন্ম হেথায় আমার আগমন। কহিলাম সার কথা তোমারে এখন॥ অতএব মম স্থানে মাগি লহ বর। মনোমত বাঞ্চা যাহা পাইবে সত্বর॥ আমার আশ্রিত রাজা হয় যেই জন। মনের আনন্দে সেই রহে অনুক্ষণ॥ অমঙ্গল কভু তার ঘটন না হয়। আমি সবাকার মূল সবার আশ্রয়॥ শুন ওহে নরপতি অন্তত কাহিনী। মুচকুন্দ রাজা তবে শুনি হেন বাণী॥ করযোড় করি তথা পড়িয়া ভূতলে। প্রণতি করিয়া রাজা রহে পদতলে ॥ গর্গমুনি বাক্য তার মনেতে পড়িল। সাক্ষাৎ জ্রীকৃষ্ণ বলি নিশ্চয় জানিল।। তবে রাজা ভক্তিভাবে করয়ে স্তবন। महानत्म नुश्वतत्र ना मदत्र वहन ॥ প্রেমে পুলকিত রায় গদ গদ বাণী। বলে ওছে নারায়ণ দেব চক্রপাণি॥

ওতে সর্বসারময় জগৎ কারণ। ত্তব মায়াচ্ছন্ন যত জগতের জন॥ সেই হেতু হীনমতি সর্বাঞ্চণ রয়। র্থা মদে মত্ত সদা তাদের হৃদয়॥ পর্মার্থ নাহি জানে অনর্থে উন্মত্ত। না পারে ভজিতে তোমা নাহি জানে তত্ত্ব॥ স্থুখ আশে ভবে আসে ভজিতে তোমায়। ছুঃখের সাগরে মগ্র সর্ববন্ধণ রয়॥ মায়াতে মোহিত সদা ভব জীব যত। এ সংসারে ছঃখভাগী হয় হে নিয়ত॥ তুর্ল ভ মানব জন্ম করিয়ে ধারণ। ভজনা না করে দেব তব শ্রীচরণ॥ তোমারে কি কব আর ওহে দামোদর। অন্ধকূপে পড়ি যথা রহে অনিবার॥ বিফল জনম মম গত এত কাল। বিষয়-বাসনা যত সকলি জঞ্চাল॥ দারা পুত্র পরিজন সকলি রুথায়। চিস্তার কারণ মাত্র কহিন্তু তোমায়॥ অসুক্ষণ সংসারের বাসনা আরত। ভবজীব মন্ত তাহে থাকে অবিরত॥ বিষয়ে প্রমত্ত মন রহে অনুক্ষণ। একবার নাহি ভাবে তোমার চরণ॥ রুথা মোহে যায় কাল কহিলাম সার। শেষে মহাকাল আসি করয়ে সংহার॥ রাজ্যধন দেখ যত কিছু কিছু নয়। দেহের সৌন্দর্য্য যত সব মিথ্যা হয়॥ রুথা অহঙ্কারে মত্ত যত জীবচয়। অস্তকালে পঞ্চ্যুতে হইবে বিলয়॥ তপ যক্ত যাগে যেবা সেই লোক পায়। ভোগ অন্তে এ সংসারে জন্মে পুনরায়॥ বিষয় বাদনা ভোগে আছে আশা যার। দেই পুনঃ জন্ম লভে আসি এ সংসার॥ তাহে নাহি হৃৎভোগ হুঃথ অবিরত। পুনঃ পুনঃ ছঃখভোগে থাকে সেই বত ॥

তবে যদি এই ভাবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। সাধু সঙ্গ হয় যদি তাহার ভাগ্যেতে॥ সাধু সঙ্গ হেতু তার হয় স্থমঙ্গল। তাহার অন্তর তবে হয় স্থনির্মাল॥ তব নাম গুণ যদি শুনে সর্বজন। ত্তব শ্রীচরণে তবে যায় তার মন॥ যদি তব পদে মতি একান্ত যাহার। পরমার্থ পায় সেই ওছে সর্ব্বাধার॥ অতএব তব পদে এইত মিনতি। দেহ বর নারায়ণ এ দাসের প্রতি॥ তব পদে সদা মম এইত প্রার্থনা। আর যেন নাহি পাই ভবের যন্ত্রণা॥ কুপা করি কুপাময় দেহ যদি বর। তব পদে মতি যেন রহে নিরম্ভর॥ অসার সংসারে মত মানস না ধায়। সাধু সঙ্গে অবিরত ভজি তব পায়॥ তোমার চরণে মতি রহে সর্বক্ষণ। এই বর দেহ মোরে ওহে নারায়ণ॥ অশ্ব বরে প্রয়োজন নাহিক আমার। কুপা করি কুপাময় করহ উদ্ধার॥ দয়া করি ওছে হরি দেহ শ্রীচরণ। সর্ব্বস্থুতে তুমি আত্মা দেব নারায়ণ॥ নমো নমঃ নির্কিবকার বিরাট মূরতি। নমো নমঃ নির্কিকার অখিলের পতি॥ নমো নমঃ বিশ্বরূপ দেব নিরঞ্জন। নমে। নমঃ রমানাথ জগৎ-কারণ॥ কিবা জানি তপ জপ ওহে দয়াময়। শ্রীচরণ দানে মোরে করহ নির্ভয়॥ ফু:খের সাগর হ'তে আমারে নিস্তার। অধমের প্রতি দয়া কর দামোদর॥ তোমার ও রাঙ্গা পদে লইফু শরণ। দয়া করি শিরে মোর দেহ শ্রীচরণ॥ তোমার চরণ বিনে কিছু নাহি চাই। ক্রুণা করহ দেব জগৎ-গোঁসাই॥

**এইরূপ স্তব করে মৃচকুন্দ রায়।** নারায়ণ মুত্র হাসি তার প্রতি কয়॥ শুন শুন নরবর আমার বচন। তব সম শুদ্ধ চিত্ত নহে কোনজন। বিশুদ্ধ অস্তর তব জানিমু নিশ্চয়। সংসার অসার রসে বাঞ্চা তব নয়॥ তোমার বাসনা পূর্ণ অবশ্য হইবে। চরমে পরম পদ অবশ্য পাইবে॥ ক্ষত্ৰদেহ নাহি মুক্তি পাইবে এখন। পুনঃ জম্মে দ্বিজ দেহ করিবে ধারণ॥ ধরিয়া ব্রাহ্মণ দেহ আমারে ভজিবে। মম রূপ লীলা গুণ কীর্ত্তন করিবে॥ ভাগবত কথা হয় স্থধা হ'তে স্থধা। প্রবণে পবিত্র চিত যায় ভবক্ষুধা॥ হরিকথা একমনে শুনে যেই নর। অনায়াদে মোক্ষ পায় সেই ভাগ্যধর॥ তাই বলি ভাগবত করহ শ্রবণ। একেবারে ঘুচে যাবে ভবের বন্ধন॥ ইতি শ্ৰীমদ্ভাগৰতে দশমন্বংদ্ধ মুচকুন্দ

অণ রেবতীর বিবাহ।

উপাখ্যান সমাপ্ত।

পরে নরপতি শুন অপূর্ব্ব কথন।
মূচকুন্দ শুনি কথা কৃষ্ণের বচন॥
ভূমি লুটি কৃষ্ণপদে প্রণাম করিল।
গুরু ছাড়ি নিজ স্থানে আনন্দে চলিল॥
পরেতে জানিল তথা করি আগমন।
হেরিল মানদে দব আনন্দিত মন॥
বৃক্ষ আদি পশু যত করে হাহাকার।
তাহা দরশনে রাজা করিল বিচার॥
পৃথিবী পাপেতে পূর্ণ হইবে নিশ্চয়।
এখানে রহিতে আর উপযুক্ত নয়॥

কলির মানব যত পাপে হবে রত। এত বলি উত্তরেতে চলিল স্বরিত॥ কৈলাস পর্বতে রাজা গমন করিল। ভক্তিভাবে আনন্দেতে তপ আরম্ভিল। কুষ্ণ আরাধনা করি আনন্দ অন্তর। চলিল গন্ধমাদন পর্ববতে সম্বর॥ তথায় পৃজ্জিল গিয়ে দেব নারায়ণ। বদরিকাশ্রমে পরে করিল গমন॥ তথা নারায়ণে পূজি পরম হরিষে। পূজিয়া যুগল পদ আনন্দেতে ভাসে॥ হরিপদ অমুক্ষণ করেন চিন্তন। ভগবান তারে আসি দিল দরশন ॥ কুষ্ণ দরশনে রাজা আনন্দে মাতিল। ভূমিতলে পড়ি তবে প্রণতি করিল॥ তথার ছাড়িল প্রাণ মুচকুন্দ রায়। দেহ ছাড়ি ৰিজ দেহ পুনঃ প্ৰাপ্ত হয়॥ দ্বিজরূপে করে সদা হরি আরাধন। কৃষ্ণ নামে রত করে ক্লুফের কীর্ত্তন॥ कृष्ध थान कृष्ध नाम कृष्ध नीनामग्र। দ্বিজরূপে মৃচকুন্দ ( > ) পাইল আশ্রয়॥ তথা হ'তে নারায়ণ মধুরা আইল। ছরম্ভ যবন পরে বিনাশ করিল। ययद्मत मन हति कतिया निधन। यरानत्र श्रुती मर कत्राय नुर्शन ॥ রত্ন আদি ধন সব ছারকায় ছিল। জরাসন্ধ নরপতি সকলি **ক্ষ**নিল ॥ মহাকোপে একেবারে স্থলিয়া উঠিল। কোপে কৃষ্ণে কত কটু কহিতে লাগিল॥ কোপে অঙ্গ ছলে তার যেন হতাশন। সেনাগণে ডাকি আজা দিল তক্তকণ। যুদ্ধ হেতু স্বরায়িত চল মধুরায়। আজ্ঞামাত্র সেনাগণ ধাইল তথায়॥

>। এইক্সপে মৃচকুক্ষ করদেব নাবে বিখ্যাত ছিলেন। বহু সৈম্মগণ সহ মধুরা ক্ষেরিল। মহা ভয়ক্কর শব্দ হইতে লাগিল।। দরশনে নারায়ণ বিচারিল মনে। মধুরা হইতে ধায় ভাই ছুইজনে॥ রামকুষ্ণ চুই ভাই মহাবেগে ধায়। যেন কত ভয়াতুর ভাবে চলি যায়॥ পদব্ৰজে চুই ভাই ধায় বনপথে। পশ্চাতেতে জরাসন্ধ ধাইল যে রথে॥ সৈম্মদহ মহারাজ পিছু পিছু চলে। বিদ্ৰূপ কৰিয়ে তবে কত কথা বলে॥ বলে ওরে গোপপুত্র পালাও কোথায়। বাড়িল বিক্রম তোর মারি কংসরায়॥ সে সব বিক্রম তোর কোথাকারে গেল। আজ কেন ভয়াকুল হ'য়েছ চঞ্চল॥ এত কহি পিছে পিছে করয়ে গমন। রামকৃষ্ণ অগ্রে ধায় আনন্দিত মন॥ বহুদুর নারায়ণ গিয়ে তদস্ভরে। ত্বরায় উঠিল এক পর্বত উপরে॥ যেন অতি পরিশ্রান্ত ভাই চুইজন। উঠিল পর্ব্বতে (২) যেন বিশ্রাম কারণ॥ অতি উচ্চতর গিরি মহা ভয়ঙ্কর। অতি উচ্চতর হয় সেই গিরিবর ॥ তাহার উপরে দেব করি আরোহণ'। অলক্ষিতে দ্বারকাতে করেন গমন॥ তবে মগধের পতি চিন্তিল অন্তরে। এ পর্বত হ'তে আর যাবে কোথাকারে॥ পলাইতে নাহি পথ এবার নিশ্চয়। অবশ্য যাইবে আজ শমন আলয়॥ এত ভাবি জরাসন্ধ করিল বিচার। ঘেরিল পর্বত কুষ্ণে করিতে সংহার॥

২। কৃষ্ণ বলরাম বে পর্কতে আরোহণ করেন,
সেই পর্কত প্রবর্ধনা নামে বিখ্যাত। শেই পর্কতে
বেবরাম্ব ইক্র সর্কান বর্ধন ক্রিড, সেইম্বস্ত তাহার
নাব প্রবর্ধন হইরাছিল।

শত্রু সংহারিতে তবে মগধ রাজন। পর্বতের চারিপাশে জ্বালে হুতাশন॥ রাশি রাশি কার্ছ রাজা আনি সেইস্থলে। জ্বালাইল মহা অগ্নি অতি কুতুহলে॥ মহাশব্দে ধু ধু অগ্নি জ্লিয়া উঠিল। বিষম অনলে সেই গিরি দগ্ধ হৈল। ভাবে রামকৃষ্ণ এবে হইল নিধন। মনে তার মহানন্দ হইল তথন॥ মহাহর্ষে জরাসন্ধ নিজ রাজ্যে ধায়। আইল সম্বরে দেশে আনন্দিত কায়॥ পর্বতে পুড়িয়া শক্র হইল নিধন। ইহা ভাবি জরাসন্ধ আনক্ষে মগন॥ পরম-স্থথেতে রাজ্য করে অবিরত। তদন্তর শুন কথা পরম অদ্ভত॥ দারকাতে তুই ভাই অবিলম্বে গেল। যতুগণ সহ তথা আনন্দে ভাসিল॥ রেবত নামেতে রাজা ছিল একজন। অনাবর্ত্ত দেশে ঘর শুনহ রাজন॥ তার কন্সা রেবতী সে রূপের সাগর। বিবাহ কারণ রাজা ভাবে নিরস্তর ॥ ককা ল'য়ে ব্রহ্মা পাশে করিল গমন। বিধিপদে প্রণতি করিল সেইকণ। তদস্তর বিধি কহে রেবত রাজায়। কি কারণে আগমন বল হে ছেপায়॥ রাজা বলে বিধি মোর শুনহ বচন। আমার এ কম্মা ধাতা করহ দর্শন॥ কছ দেব কারে বিভা দিব এ কন্সায়। সেই হেতু আগমন আমার হেথায়॥ কন্সা উপযুক্ত বর কোথায় পাইব। আজ্ঞা কর এ কম্মায় কারে বিভা দিব॥ তবে হাস্ত করে বিধি রাজার কনে। তব কন্সা বর আছে দারকা-ভবনে॥ অত এব ভূমি তথা করহ গমন। পাইবে কন্সার বর শুনহ রাজন।

দারকাতে অবতীর্ণ হইয়াছে হরি। পাইবে কন্সার বর যাও ত্বরা করি॥ বলদেব নাম হয় অগ্রজ তাঁহার। এ কম্মা প্রদান কর তাঁরে নরবর॥ সম্ভোষ হইল রাজা ব্রহ্মার বচনে। তবে কন্সা সহ এল দারকা-ভবনে॥ বস্থদেব যথা আছে তথা উপনীত। কহিল সকল কথা তাঁহারে স্বরিত॥ তবে বহুদেব অতি আনন্দ অস্তর। দেবকীর স্থানে তথা ধাইল সম্বর ॥ শুন কহি গুণবতী আমার বচন। বলরামে এই কন্সা কর সমর্পণ॥ এখানে আইল রাজা ব্রহ্মার আছ্ঞায়। এ হেছু বিবাহ দিতে উপযুক্ত তায়॥ বিবাহের যোগ্য পুজ্র হইল এখন। বলরামে কম্মা দিতে করহ মনন॥ अभिग्ना (पवकी वद्यप्तरवद्र वहन। রেবতী কম্মাকে তবে করে নিরীক্ষণ॥ কহে বস্ত্রদেব একি হয় দরশন। এ কন্সা মানুষী কিবা বলহ এখন ॥ রাক্ষসী হইবে বলি মোর মনে লয়। এরে বিভা দিতে পুত্রে উপযুক্ত নয়॥ অনেক কন্তারে আমি দেখেছি নয়নে। ইহার মস্তক যেন ঠেকেছে গগনে॥ এ কন্সা রাখিব কোথা কছ সে বচন। পুত্ৰ হ'তে উচ্চ কম্মা একি অঘটন॥ দারকা-নিবাদী যত পুরবাদিগণ। কম্মা দেখি উচ্চ হাস্থ করে সর্বজন॥ বলে হায় একি দায় ঘটিল স্বার। হেন কদাকার কন্সা এলো কোথাকার॥ বিক্বতি আকার কম্মা ঘোর দরশন। मत्त्र (मिश्र मत्न मत्न कत्रत्य **हिस्त**न ॥ হেনকালে নারায়ণ আইল তথায়। পুরবাসী সকলেতে তাঁরে জিজ্ঞাসয়॥

এই কন্সা কহ কুষ্ণ কিরূপ হইবে। এই কম্বা বলদেব বিবাহ করিবে॥ হেন কদাকার কন্তা না দেখি নয়নে। বলরাম যোগ্য ইহা হইবে কেমনে॥ তবে কুষ্ণ কহিলেন শুন সমাচার। সকলেতে জিজ্ঞাসহ নিকটে তাঁহার॥ হেনকালে বলরাম আইল তথায়। দেখাইয়ে রেবতীরে তবে জিজ্ঞাসয়॥ শুন কহি বলদেব প্রকৃত বচন। ব্রহ্মা পাঠায়েছে কন্সা তোমার কারণ॥ তোমার বিবাহ হেতু রেবত নূপতি। আনিয়াছে এই কন্সা দেখ মহামতি॥ বিবাহ করিতে যদি হয় অভিপ্রায়। সাক্ষাতে দেখহ কন্সা মনে যদি লয়॥ আমাদের অভিপ্রায় নহে কোনমতে। ত্তৰ মনোমত যাহা বলহ সাক্ষাতে॥ হাস্থাননে বলরাম কহিল তথন। অবশ্য করিব বিভা এ কন্সা রতন ॥ ব্রহ্মা পাঠাইল মোর বিবাহের তরে। রেবত রাজার কন্সা বিভা যোগ্য মোরে॥ আমার সদৃশ নহে হয় এ যুবতী। সে কারণে কহি আমি হবে অশুমতি॥ আমার সদৃশ আমি করিয়া লইব। রেবত রাজার হুতা বিবাহ করিব ॥ তবে হলধর তথা হাসিতে হাসিতে। তাঁহার সদৃশ রূপ করে সেক্ষণেতে॥ হেরি রূপ সকলেতে হইল মোহিত। বিভা দিতে বলরামে করিল নিশ্চিত। শুভক্ষণ হৈরি ওঁবে রেবতী (১) কম্মারে। ক্সা দান করে রাজা হরিষ অন্তরে॥ যৌতুক দিলেন কত আনন্দ বিধান। শুভকর্ম শুভক্ষণে হৈল সমাধান॥

 । মহাবুনি বেশব্যাস লিখিয়াছেন বে য়েবভী বলরাম হইভে বয়লে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। সকলে আনন্দে মাতি করিল উৎসব। কেহ নাচে কেহ গায় করে মহোৎসব॥ নৃত্যগীত মহোৎসব সকলে করিল। অনাথদিগকৈ বহু ধন বিভরিল॥ উগ্রসেন আদি করি যাদব-নন্দন। সকলে আনন্দ-নীরে হইল মগন॥ রেবতী লইয়ে সবে আনন্দে ভাসিল। দারকা-নগরে মহা মহোৎসব হৈল।। কৌতুকে যৌতুক দেয় যে যাহার মন। কেছ দেয় রত্নমালা কেছ বা কাঞ্চন॥ কেহ বা স্থবৰ্ণ হার দিলেন গলায়। রতন অঙ্গুরী কেহ অঙ্গুলেতে দেয়॥ মণি রত্ন আদি করি যতুকুল নারী। রেবতীরে দিল সবে আনন্দ অন্তরি॥ এইরূপে হলধরে বিবাহ হইল। দ্বারকা নগরবাদী সকলে মোহিল। তদন্তরে শুন কথা ওহে নরপতি। বিদর্ভ নগরে রাজা ভীষ্মক স্থমতি॥ বৈদভীর স্বয়ন্থর করিল রাজন। সে কন্সায় নারায়ণ করিল হরণ ॥ শিশুপাল আদি করি যত নরপতি। সকলে জিনিয়া কন্সা আনেন সম্প্রতি॥ ভাগবত কথা হয় পরম ফুন্দর। দাস কহে অবহেলে শুনে পাপী নর॥

ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে বলরামের বিবাহ সমাপ্ত।

ষ্প কলিগার শ্রীকৃষ্ণকে পত্র প্রেরণ।
শুকদেবে জিজ্ঞাসেন রাজা পরীক্ষিত।
শ্রেবণে সে হরিকথা মানস মোহিত॥
যুদ্ধেতে জিনিয়া হরি বহু সেনাগণ।
রাক্ষম বিধানে বিভা করে নারায়ণ॥

কিরূপেতে দামোদর রুক্মিণী হরিল। সেই কথা মহামুনি বিস্তারিয়া বল ॥ জরাসন্ধ আদি করি মহাবীরগণে। কিরপে জিনিল হরি কছ মম স্থানে॥ কিরূপেতে রুক্মিণীরে হরণ করিল। বিশেষ করিয়া মুনি কছ সে সকল॥ পরম পবিত্র এই শ্রীকুষ্ণের লীলা। কত রূপে কত স্থানে করিলেন খেলা॥ শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের মোচন। কুপা করি কছ মোরে সেই বিবরণ। মনোহর কুষ্ণ কথা অতি হুধাময়। কুপা করি সেই কথা কহ মহাশয়॥ কৃষ্ণনাম স্থাপানে তৃপ্ত নহে মন। যত খাই তত বাডে বিচিত্ৰ কথন॥ অদ্ভূত বারতা মোরে কহু মুনিবর। তোমার প্রদাদে দেব পবিত্র অন্তর ॥ শুকদেব কহে তবে নুপতি বচনে। হরিকথা শুন রায় বিহিত বিধানে॥ বিদর্ভ নগর মাঝে ভীষ্মক নুপতি। মহা পুণ্যবান তিনি লভেন সম্ভতি॥ (১) রুক্মিণী নামেতে কন্সা শুনহ রাজন। পরমা রূপদী কন্সা ভুবনমোহন॥ তাঁহার রূপের সীমা নাহিক ধরায়। ত্রিভুবনে খ্যাত রূপ মুনি মোহ যায়॥ সে কথা ভাবণে কৃষ্ণ মোহিত হইল। বিবাহ করিতে তারে অন্তরে চিন্তিল। क्रिका क्रिका क्रिका क्रिका व्यवग । মোহিত হইল ধনী শুনহ রাজন॥ এরূপে উভয় রূপে উভয়ে মোহিত। দোঁহাকার লাগিয়ে দোঁহে হইল চিন্তিত॥ দোঁহা রূপে অমুরাগী চুজনে হইল। অফুক্ষণ তুইজন ভাবিতে লাগিল।

>। রুল্লরাজ, রুল্লবাহ, রুল্লালন, রুল্লকেডু, রুল্লবাল এই পঞ্চপুত্র।

শুন নরপতি কহি অপূর্ব্ব কথন। কুষ্ণে কন্সা দিতে বাঞ্ছা ভীত্মক রাজন ॥ সে কথা ভাবণে তবে যত পুত্রগণ। কহিতে লাগিল বহু করি নিবারণ॥ কহি শুন ওগো পিতা মোদের কাহিনী। ক্লফেরে কিরূপে দিবে আপন নন্দিনী॥ প্রবীণ বয়সে তব বুদ্ধি হৈল হত। কুঞ্চেরে রুক্মিণী দিবে এ কোন বিহিত। একে মহা মূর্থ সেটা গোপের নন্দন। সকলি অদ্ভূত হয় তার আচরণ॥ কেবা জানে কি বলিয়া দিবে পরিচয়। গোচারণ করে সেটা কাননে বেড়ায়॥ গোপবধু সহ সূদা ভ্ৰমে বনে বনে। তারে কন্সা দিতে চাহ কিরূপ বিধানে॥ বধিল আপন মামা মথুরা রাজন। জরাসন্ধ ভয়ে শেষে করে পলায়ন॥ তার ভয়ে সমুদ্রের মাঝেতে রহিল। কিরূপে সে হীনবরে কন্সা দিবে বল ॥ আর কি জানাব পিতা তার পরিচয়। রুক্মিণীর পাত্র লাগি নাছি কোন ভয়॥ পূর্ব্বে তার পাত্র মোরা করেছি নির্ণয়। দামুঘোষ পুত্ৰ শিশুপাল মহাশয়॥ क्रिल ७ एवं कृत्व नीत्व (अर्छ मिरेकन। বীর অগ্রগণ্য সেই বিখ্যাত ভুবন ॥ অতএব তারে কন্সা কর সম্প্রদান। কহিলাম তোমারে সে উচিত বিধান॥ স্বীকার করিল রাজা পুত্রের কনে। রুক্মিণীর বিভা দিতে শিশুপাল সনে॥ তবে দিন স্থির করি সম্বন্ধ করিল। বিবাহ বিধান সব মঙ্গল হইল॥ তবে সে রুক্মিণী দেবী করিল ভাবণ। শিশুপাল সহ তার বিবাহ ঘটন॥ তাহা শুনি সচিন্তিতা ভাসে ছঃখনীরে। কান্দিতে লাগিল আর কর হানে শিরে॥

বলে যদি শিশুপাল মম পতি হয়। তবে এ জীবন আমি ছাড়িব নিশ্চর ॥ চিরদিন কুষ্ণে মন করেছি অর্পণ। হবে শিশুপাল পতি একি অঘটন॥ জলেতে ডুবিব কিন্তা গরল খাইব। গলার মারিয়া ছুরি আপনি মরিব॥ এইরূপে মহাদেবী করয়ে চিন্তন। হেনকালে তথা এক আইল ব্ৰাহ্মণ॥ বদাইয়া ব্রাহ্মণেরে করিয়া বিনয়। কর্যোডে কহে তবে শুন মহাশয়॥ ওহে দ্বিদ্র এক উপায় কর মোর। শীপ্রগতি যাও তুমি দ্বারকা-নগর॥ মম পত্র লয়ে তুমি করহ গমন। শ্রীকুষ্ণকে পত্র ল'য়ে করিবে অর্পণ॥ এই উপকার মোর কর দ্বিজবর। কুপা করি যাহ তুমি দারকানগর॥ শ্রবণে রুক্মিণী বাণী সম্মত হইল। পত্র ল'য়ে ছিজবর ছারকা চলিল। দারকা ভবনে পরে হ'ল উপনীত। হেরি পুরী দিজবর হয় পুলকিত॥ দেখে রক্ত সিংহাসনে বসি দামোদর। মহানন্দে সন্নিকটে চলিল সভর॥ দ্বিজ দেখে সমন্ত্রমে উঠি নারায়ণ। আদরে সে দ্বিজ্বরে করয়ে ধারণ॥ রতন আসনে তবে তাঁরে বদাইল। বহু যত্ন করি তবে দিজে পূজা কৈল॥ পাত অর্ঘ্য দিয়া পরে করিল সাম্ভন। পরম আদরে হরি করান ভোজন॥ শ্রান্তি দূর করে দ্বিজ আনন্দ অন্তর। बिटकत निकटि वानि वटन मात्मामत ॥ আপনি করেন ছরি চরণ সেবন। মৃত্যভাষে ত্রাহ্মণেরে করে জিজ্ঞাসন॥ হাস্থাননে নারায়ণ জিজ্ঞাসে কুশল। হথে আছ কিন্তা হ্ৰংখে কহ সে দকল॥

দ্বিজে সম্ভাষিতে হয় উচিত সবার। তাহাতে কুশল হয় শাস্ত্রের বিচার॥ ছিজে পরিতোষ করে মানব যে জন। পৃথিবীতে তার ছঃশ না হয় কখন॥ সর্বাত্র কুশল তার জানিবে নিশ্চয়। ব্রাহ্মণে করিতে তুফ্ট উচিত যে হয়॥ দ্বিজে অসম্ভোষ করে যেই তুরাশয়। নরক অগ্নিতে সেই সদা দথ্ধ হয়॥ সর্ববভোষ্ঠ দ্বিজবর শাস্ত্রের বচন। হেন দ্বিজে ভক্তিভাবে করিবে পুজন॥ সকলের পূজ্য দ্বিজ সকলের সার। হেন দ্বিজপদে মম কোটি নমস্বার॥ কহ দেব কি কারণে হেথা আগমন। কি হেতু সাগর পারে তোমার গমন॥ শ্রীক্লফের বচনে তবে কহে দ্বিজবর। মোর নিবেদন শুন ওহে দামোদর॥ ভীষ্মক-চুহিতা সেই রুক্মিণী স্থন্দরী। পত্ৰ দিয়া পাঠাইল এ দ্বারকাপুরী॥ লহ এই পত্ৰ তুমি সকল জানিবে। যে কারণে আগমন পরিচয় পাবে॥ এই লহ সেই পত্র ওহে দয়াময়। ব্রাহ্মণের বাক্যে কছে দেবকী তনয়॥ ওহে দ্বিজ কর এই পত্রিকা পঠন। ভীম্মক-ছুহিতা কিবা করিল লিখন ॥ কুঞ্চের বচনে তবে ত্রাহ্মণ তথন। পড়িতে লাগিল পত্ৰ রুক্মিণী লিখন॥ অশেষ প্রণতি দেব চরণে তোমার। পরম কারণ হরি জগতের সার॥ লোক মুখে শুনি ছুমি রূপের সাগর। তাহে বিমোহিত হয় আমার অন্তর॥ , অনুপম রূপ গুণ করিয়ে শ্রবণ। তব পাদপল্মে আমি সঁপিয়াছি মন॥ কেবল ভাবণে শুনি তব রূপরাশি। হৃদয় প্রকুল সদা আনন্দেতে ভাসি॥

তব রূপ ছবিকৈশ ना হেরি নয়নে। উন্মন্ত মানস মম পদায়ত পানে॥ প্রাণ মম বিমোহিত তোমার কারণ। তব রূপে মম চিক্ত উন্মক্ত এখন ॥ আমি অতি হীনমতি তব যোগ্য নয়। তথাপি সঁপেছি চিত্ত তোমাতে নিশ্চয়॥ অত এব দয়াময় কুপা"করি দান। নিজগুণে এ দাসীর রাখিবে হে প্রাণ॥ আমা হেন নারী তব উপযুক্ত নয়। দয়া করি পাণিগ্রহ কর দয়াময়॥ দয়াময় যদি দয়া তুমি না করিবে। তবে এ দাসীর প্রাণ নিশ্চই না রবে॥ বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়। নারীহত্যা পাপে মগ্ন হবে দয়াময়॥ যদি বল তোমারে হে যাচি কি কারণ। তোমারে না যাচে দেব বল কোনজন॥ তব সম কেবা আর আছে এ সংসারে। তোমার তুলনা দেব কেবা দিতে পারে॥ হেন নারী কেবা আছে বল এ জগতে। বাসনা না হয় তার তোমারে বরিতে॥ তোমারে করিতে পতি কোন কুলবতী। করেনা বাসনা মনে কে হেন যুবতী॥ ওহে গুণময় তুমি গুণের কারণ। রূপের সাগর হরি মদনমোহন। ওহে হরি ভূমি পতি হইবে আমার। করহ বাসনা পূর্ণ ওহে গুণাধর ম দয়া করি দয়াময় আমারে বরিবে। তবে এ দাসীর বাঞ্চা পরিপূর্ণ হবে॥ এখানে আসিবে নাথ কুপা বিভরিয়ে। বিবাহ করিবে হরি অধীনী জানিয়ে॥ শিশুপাল যেন মোর নাহি হয় পতি। কেশরীর থাত লয় শৃগালে সম্প্রতি॥ শিশুপাল বড় আশা করিয়াছে মনে। বিবাহ করিবে মোরে বড়ই যতনে॥

यिन शृद्ध शूगुर्फरलं इय मःचडेन। যদি পূর্ব্বজ্বদ্মে তব পূজি শ্রীচরণ॥ যদি আমি ক'রে থাকি দান আদি ব্রত। যদি বিপ্ৰে পূজে থাকি হ'য়ে পদানত॥ যভপি পৃজিয়া থাকি ভোমার চরণ। তবে মোরে বিবাই করিবে নারায়ণ॥ দয়া করি পূর্ণ কর মনের বাসনা। দামুঘোষ স্থত যেন আমারে বরে না॥ মোরে কুপা কর হরি আপনার গুণে। এইত মিনতি নাথ তোমার চরণে॥ যদি বল ওছে নাথ তব ভ্রাতৃ যত। আমারে বিবাহ দিতে হবে না সম্মত॥ কিরূপে তোমারে আমি করিব গ্রহণ। শিশুপালে তব পিতা করিবে অর্পণ ॥ কিরূপেতে যাব আমি যদি ভাব মনে। ইহার উপায় আমি কহি ও চরণে॥ বলেতে হরণ তুমি করিবে আমায়। এই যে কহিন্তু আমি তব রাঙ্গা পায়॥ পরশ্ব দিবস হয় বিবাহের দিন। আসিবে অনেক রাজা ওহে ভক্তাধীন॥ সে সব রাজারে তুমি বলেতে দলিবে। বল প্রকাশিয়া মোরে হরিয়া লইবে॥ যদি কছ কেন রুখা এ কার্য্য করিব। রুখা কেন বহু রাজা বলে বিনাশিব॥ কহি শুন গুণমণি ইহার উপায়। অধিবাস দিনে আমি ছাড়িয়া আলয়॥ শিব তুর্গা পূজিবারে যাইব যথন। সেইকালে তুমি মোরে করিবে হরণ॥ বিমানে থাকিয়া ভূমি এ কার্য্য সাধিবে। মম হস্ত ধরি নাথ তুলিয়া লইবে॥ যদি বল প্রহরীরা রহিবে সঙ্গেতে। সকলে মোহিত হবে আমার রূপেতে॥ অতএব ওহে হরি তুমি সেইকালে। আমারে হরিয়ে লও তব রথে তুলে॥

मग्रा यमि थाटक नाथ अधीनीत क्षांछ। অবশ্য আসিবে হেখা তুমি শীঘ্রগতি॥ তুমি হরি দয়াময় সকলের সার। এ দাসীরে কুপ। করি করিবে নিস্তার ॥ যোগিগণ যোগে রত তোমার কারণ। তব পদর্জঃ সদা করয়ে ধারণ ॥ পঞ্চানন তব পদ ভাবে অবিরত। বিধি অফুক্ষণ ভাবে হ'য়ে পদাঞ্জিত। ওছে নাথ পূর্ণ কর মনের বাসনা। ঘুচাও আমার নাথ বিষম যন্ত্রণা॥ অবহেলা যদি কর আমারে এখন। निक्त्य ना त्रत्य इति जत्य अ कौयन ॥ এ প্রাণ ছাডিব হরি নিশ্চয় জানিবে। আমার বধের ভাগী তোমায় লাগিবে॥ তোমার পরম পদ আমি না ছাডিব। ভোমার কারণ মাত্র এ প্রাণ রাখিব॥ अधिवान मिटन यमि ना द्य मर्भन। জেনো ঠিক এই প্রাণ ছাড়িব তখন॥ দাসীরে করিও কুপা ওছে মতিমান। তোমার কারণ মাত্র রহিল এ প্রাণ॥ পত্রপাঠে ভগবান সকলি জানিল। মনে মনে নারায়ণ ভাবিতে লাগিল। ক্লিক্রিণীর বাক্য হরি করেন চিন্তন। বলেতে করিতে হবে তাহারে হরণ॥ এত ভাবি নারায়ণ লাগিল ভাবিতে। ব্রাহ্মণে সম্ভোধ হরি করে বিধিমতে॥ ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর। দাস ভাষে হরিকথা পরম ফলর॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে কল্পিণীর ভগবানকে

খণ দল্পি হরণ।
ক্ষেত্র তাপে তাপোধন, ঞ্জীকৃষ্ণ দীলা কখন,
শুন তবে অপূর্ব্ব কাহিনী।

পত্র প্রেরণ সমাপ্ত।

ভীম্মক রাজন ভাবে, কম্মাদান কারে দিবে. চিন্তাম্ম হয় নরমণি॥ পুরোহিত শতানন্দ, অন্তরে ল'য়ে আনন্দ, বলে শুন বিদর্ভ ঈশ্বর। কেন ভাব অকারণ, কহি শুন হে রাজন, তব কন্সা যোগ্য আছে বর॥ হরিতে অবনী ভার. অবনীতে অবতার. পরম কারণ নারায়ণ। গোলোক ত্যজিয়া হরি, মর্ত্ত্যে আদি অবতরী, পরমাজা বিশ্ব-বিমোহন ॥ সেই দেব জনাৰ্দ্ধনে. विश्वमग्न नां त्राग्रटन. তাঁরে কন্সা দেহ মহাশয়। সেই বস্তুদেৰ স্থাতে, কন্সা দেহ আনন্দেতে, মুক্তিপদ পাইবে নিশ্চয়॥ হয় এই অভিপ্রায়, তাঁরে কন্সা দেহ রায়, তব জন্ম সফল হইবে। নিমন্ত্রণ দেহ তায়, দারকা নগরে রায়. পত্ৰ-প্ৰাপ্তে অবশ্য আসিবে॥ রাজা কছে মুনিবর, স্কেক্সিণীর যোগ্য বর, জেনেছি নিশ্চয় আমি মনে। পূর্বের জানি বিবরণ, করি তায় নিমন্ত্রণ, পাঠায়েছি দারকাভবনে॥ পাঠায়েছি দূতবর, করি ছল স্বয়ন্থর. আসিবারে সেই নারায়ণে। বসি রতন আসনে, এইরূপে তুইজনে, যুক্তি করি কহিছে তখনে॥ তবে সে রাজার পুত্র, পাইয়ে কথার সূত্র, द्धारिथ यन कलस्य योश्यन । ক্লব্ম নামে মহামতি, হ'য়ে মনে ক্রোধমতি, কহে আঁখি করিয়ে ঘূর্ণন। বাপে ডাকি কহে বাণী, কহে শুন নরমণি, একি কথা শুনি অসম্ভব। ব্রাক্ষণের বাক্যে ভূমি, হইতেছ নীচগামী, লোভী হয় দিজগণ সব ॥

बिक य कहिन कथा, वाकिन श्रमत्य गुथा, কুষ্ণে দিবে তুমি ক্যাদান। তার সম নীচাশয়, কভু নাহি দৃষ্ট হয়, নাহি তার মান অপ্যান॥ তার কার্য্য দেখ যত, সকলি চোরের মত, অধর্মেতে মত্ত সদা রয়। শুনিলে প্রশংসা যত, সত্য নহে জেন তাত, অপ্যশ ধরে না ধরায়॥ পর বাক্যে ছুরাশয়, করে কার্য্য নীচাশয়. गातिन (म छुत्रस यवन। হরিল সর্ববন্ধ তার, পুরিল নিজ ভাণ্ডার, শুন পিতা অশেষ বচন॥ কংসে মারি ছুরাচার, নিল ধন রাজ্য তার, একি তার ধর্ম্মের বিচার। কহ পিতা কোন দোষে,বিনাশিল সেই কংসে, করে কেবা মাতুল সংহার॥ किरम वा रम वनवान, भनाइन न'रम् खान, মহারাজ জরাসন্ধ ভয়ে। গিয়ে সে দারকাপুরী, লুকাইল ক'রে চুরি, তাঁরে তুমি ভাব সর্ববাশ্রয়ে॥ গোকুলে গোপের ঘরে,খেত'ননী চুরি করে, বনে বনে করিত ভ্রমণ। যতেক গোপের সঙ্গে,বেড়াত ব্রজেতে রঙ্গে, তাঁরে কন্সা দিবে হে রাজন॥ মোর বাক্য শুন এবে, দিলে অপ্যশ হবে, দেহ কন্তা তুমি অন্তজনে। শিব শিশ্ব ভার্গবেরে, দেহ কন্সা অকাতরে, মহাযোদ্ধা জ্ঞানী মহাজনে॥ কিম্বা সেই শিশুপালে, দেহকন্সা মম বোলে, তবে রবে কুলের ঘোষণা। किया हैट्स (मह मान, जाशांट वाड़ित मान, ভন পিত। আমার মন্ত্রণ। ॥ তব কম্মা যোগ্যবর, নহে সে গোপকুমার, তারে আমি জানি ভালমতে।

জরাসন্ধে করি ভয়, পুকায়ে যে জন রয়, তারে কম্মা দিব ছে কি মতে॥ তারে যদি দেহ দান, ত্যজিব এখনি প্রাণ, নতুবা এ আলয় ছাড়িব। শুন পিতা বাক্য সার, তার মত তুরাচার, কভু আমি চোখে না দেখিব॥ দেখ সে গোকুল মাঝে,বেড়াত গোপাল সেজে. গোপকুলে করিত বঞ্চন। ল'য়ে যত গোপীকুলে,কি কলঙ্ক না করিলে, তারে কন্সা দিব হে রাজন॥ অতএব শুন পিতঃ, দেহ কন্সা গুণযুত, শিশুপাল মহাবলবান। রাজৈশ্বর্য্যে সেই জন, বিখ্যাত এ ত্রিভূবন. বল হয় দেবেন্দ্র সমান ॥ কুলের গৌরব রবে,লোকেতে হুখ্যাতি গাবে, শিশুপালে সর্বলোকে জানে। কুলে শীলে ধনে মানে, বিখ্যাত সকল গুণে. হুখী হবে তাঁরে কন্সাদানে॥ শুন ওছে নরমণি, অম্যথা নহে এ বাণী. এ কাৰ্য্যে না হও অক্সমত। কর পিতা নিমন্ত্রণ, আন সব নৃপগণ, বলি যাহা কর সেইমত॥ ভাবণে পুজের বাণী, চমকিল নরমণি, वर्त अकि विश्रम चरिल। সঙ্গে করি পুরোহিতে,চলি যায় নির্জ্জনেতে, গোপনেতে কহিতে লাগিল॥ শুন বাক্য মহাশয়, মম বাক্য সমুদয়, কথন না হবে অশ্যমত। ভাগবতে হরিকথা, स्थात लहती गाँथा. সাধগণে পিয়ে অবিরত॥ পরে শুন নররায় অপূর্ব্ব কথন। রুক্মিণীর পত্র পাঠ করি নারায়ণ॥ कहिल मरनद्र कथा बिस्कद्र मकारण। কহি শুন সার কথা মনের হরিষে॥

শুন ওছে মতিমান আমার বচন। বড়ই চঞ্চল আমি রুক্মিণী কারণ॥ ভনিয়া লোকের মূথে তার রূপ যত। তাহাতে নিময় মন আছি জ্ঞান হত॥ তার রূপে বিয়োহিত মানদ আমার। শয়নে স্বপনে তারে হেরি অনিবার॥ আর শুন বিজবর কহি সে কথন। আমারে রুক্মিণী দিতে ভীম্মকের মন॥ কিন্তু তাঁর পুত্র তারে নিষেধ করিল। সেই হেড় কন্সা দিতে অসম্মত হৈল। অতএব দ্বিজবর কহি সে কথন। অবশ্য করিব আমি রুক্মিণী হরণ॥ নিমন্ত্রিত স্বাজগণে পরাজয় করি। আনিব সে রুক্সিণীরে বিমানেতে হরি॥ मुश्रार्ग मञ्जा पिर क्रांनिर निक्त्य । তাহাকে আনিব হরি নাহিক সংশয়॥ মম অমুগত সেই রুক্মিণী হুন্দরী। অবশ্য যাইব আমি ভীন্মকের পুরী॥ শুন বিজ্বর আমি তাহারে আনিব। শিশুপালে কক্সা দিবে কেমনে দেখিব॥ এত কহি ভগবান আনন্দ বিধান। স্থসজ্জ। করিল তবে দেব ভগবান॥ দারুকে ডাকিয়া তবে আজ্ঞা যে করিল। আজ্ঞামাত্রে সার্থি সে রথ যোগাইল। षिक সঙ্গে করি হরি উঠিল রথেতে। শুদ্মেতে ধাইল রথ পবন বেগেতে॥ উপস্থিত হয় রথ বিদর্ভ নগর। বিশ্রাম লভিল তবে দেব দামোদর॥ ছেখায় বিদর্ভপতি বিষাদিত মনে। শিশুপালে কন্সা দিবে পুত্রের কানে॥ বিবাহ বিধান কার্য্য সব সমাপিল। দেব আদি কার্য্য যত সকলি করিল॥ শতানন্দ পুরোহিত কার্য্য করে যত। সমাপন করে:বিধি যাতা নিয়মিত।

माकाहेल शूती मर खुन्मत मर्नान । উডিল পতাকা যত বিচিত্র রতন ॥ রম্ভাতরু বিরাজিত রাজপথচয়। পুরবাসী সকলেতে আনন্দ হানয়॥ পুরবাসী নারী যত হুখেতে মগন। দিব্য অলঙ্কারে দেহ করিল শোভন॥ ভূষিত করিল অঙ্গ বিবিধ ভূষণে। व्याञ्चापिल (पर भव द्वशक् हन्मत्न॥ নর-নারী যত সব আনন্দে মাতিল। পিতৃদেব অভ্যর্থনা সব করাইল॥ কন্সা বিভা হেডু তরে ভীম্মক রাজন। দ্বিজগণে দান করে বিবিধ রতন ॥ ছিজের রমণীগণে আনন্দ অন্তরে। ভূষিত করিল সবে রত্ন অলঙ্কারে॥ মনের হরিষে ছিজে করায় ভোজন। স্বস্থি উচ্চারিল তবে যত বিজগণ॥ তবে দ্বিজপত্নীগণ আনন্দ হৃদয়। কম্মারে করায়ে স্নান বিহিত সময়॥ বিবাহ বিহিত কার্য্য করি সমাপন। রতন ভূষণে অঙ্গ আচ্ছাদি তথন। বিধিমত দ্বিজগণে মন্ত্র উচ্চারিল। রুক্মিণীর মন্তকেতে রক্ষা বাঁধি দিল॥ মঙ্গলাদি কার্য্য যত করে পুরোহিত। বহু দান করে রাজা হ'য়ে আনন্দিত॥ ধন রত্ন ধেন্দ্র দান করেন রাজন। করিল বিবিধ বস্ত্র রাজা বিভরণ॥ এখানেতে মহারাজ শুনহ ভারতী। দামুখোষ মনে মনে হরষিত অতি॥ বিধিমত কার্য্য করে বিবাহ কারণ। অধিবাস আদি কার্য্য করে সমাপন॥ পুত্রে সাজাইল তবে বিবিধ রতনে। সাজাইল বহু দৈশ্য আনন্দিত মনে॥ রথ সজ্জ। করে তথা অতি মনোহর। বাজিল বিবিধ বান্ত শব্দ খোরতর ॥

বর-সাজে শিশুপাল সাজিয়ে তথন। শীত্রগতি রথোপরে করে আরোহণ॥ রুক্মিণী হইবে পত্নী বড় আশা মনে। আনন্দ-নীরেতে মগ্ন হইল তথনে॥ শীঘ্রগতি রথ যায় বিদর্ভ-নগরে। বরে দেখি সবে মিলি সমাদর করে॥ আর যত রাজগণ সমাগত হয়। কহিব কতেক নাম সংখ্যা নাহি তায়॥ জরাসন্ধ আদি করি যত রাজগণ। দৈত্য অংশে জন্ম সব শুনহ রাজন॥ সবে মিলি যুক্তি তবে করিল তখন। রাম ক্লফ চুইজন করে আগমন॥ চোর ধর্মে রত সদা তারা তুই ভাই। আজি নাহি রক্ষা পাবে আমাদের চাঁই। রুক্মিণীরে যদি চুরি করে এইখানে। সবে মিলি যুদ্ধে দোঁহে বধিব জীবনে॥ এইরূপ মনে যুক্তি করিয়া সকলে। এইমত করি তবে রহে সেই স্থলে॥ দ্বারকা-নগরে তবে দেব সঙ্কর্ষণ। জানিয়া সকলি হন সচঞ্চল মন॥ ভাবে একা যাবে ক্লফ্ষ বিদর্ভ-নগরে। বিপক্ষ পক্ষেতে গেল ভাবিল অন্তরে॥ একাকী গমন করে সঙ্কটের স্থান। এত ভাবি বলদেব স্বরাগতি যান॥ সঙ্গেতে করিয়ে সেনা চলিল স্বরায়। বিদর্ভ-নগরে গিয়া উপনীত হয়॥ হেথায় রুক্মিণীদেবী সচিন্তিত মন। হেরিয়া সে বিবাহের সব আয়োজন ॥ মনে মনে কুঞ্চপদ ভাবে অনুক্ষণ। কৃষ্ণ আগমন হেতু করয়ে ক্রন্দন॥ মহা চিন্তাকুল দেবী হইল মনেতে। বুঝি না আইল কৃষ্ণ আমার ভাগ্যেতে॥ তিন দিন গত হৈল কেন না আইল। किन नाहि चिक्रवत्र शूनक कितिन ॥

উপস্থিত হৈল আসি বিবাহ সময়। কেন না আইল তবু কৃষ্ণ দয়াময়॥ কেন না আইল হেথা কমললোচন। না পারি বুঝিতে আমি ইহার কারণ॥ কেন না আইল ফিরে সেই দ্বিজবর। ভুচ্ছ জ্ঞানে না আইল দেব দামোদর॥ অভাগা রমণী আমি জেনেছি নিশ্চয়। সেই হেতু না আইল কৃষ্ণ দয়াময়॥ বিধি প্রতিকূল মোরে জানিলাম মনে। না আইল গুণনিধি হেথা সে কারণে॥ ভগবতী মম প্রতি নিতান্ত নির্দায়। তা না হ'লে কেন কুষ্ণ না এল হেথায়॥ সদাশিব মম প্রতি প্রতিকৃল এবে। নতুবা আমার কেন এ দশা ঘটিবে॥ জগন্মাতা মহাদেবী মহেশ ঘরণী। রুদ্রপা মহাদেবী সংহার-কারিণী॥ রুদ্রাণী গিরিজা দেবী মহেশ মোহিনী। পাযাণের কম্মা মাতা নিতান্ত পাষাণী॥ দয়াহীন দক্ষকস্থা দেবী দাক্ষায়িণী। দক্ষ যজ্ঞে নিজ দেহ নাশিলা আপনি॥ তিনি করিবেন কুপা আমারে এখন। এইরূপে মনে মনে করেন চিন্তন॥ পাইব পরম পদ এই চিস্তা মনে। কান্দিয়া আকুল ধনী হয় সেইক্ষণে॥ তুনয়নে বহে ধারা যেন বরিষণ। কেবল করিছে দেবী পথ নিরীক্ষণ ॥ ক্ষণে ক্ষণে মন তার সচকিত হয়। মহাবেগে বাম অঙ্গ আপনি কাঁপয়॥ নৃত্য করে বাম নেত্রে মঙ্গল লক্ষণ। হৃদয় আনন্দে তবে করিল নর্ত্তন॥ চারিদিকে হুমঙ্গল দরশন করে। হেনকালে দ্বিজবর আইল সম্বরে॥ দ্বিজবর অস্তঃপুরে গমন করিল। যথা রাজকন্তা তথা দাঁড়ায়ে রাইল ॥

তবে রাজহতা অতি ব্যাকুল অন্তরে। না সরে বচন দেবী কাছে মুতুস্বরে॥ কহ দ্বিজবর মোরে স্বরূপ বচন। কুশল বারতা শীম বলহ এখন॥ প্রসন্ন বদন তব নিরীক্ষণ হয়। আইল কি হেথা সেই কুষ্ণ দয়াময়॥ দ্বিজবর বলে দেবী ভাবনা কি আর। অবশ্য হইবে শুভ কার্য্যের উদ্ধার॥ আসিয়াছে গুণনিধি শুন গো স্থন্দরী। আসিয়া সে মহামতী প্রবেশিছে পুরী॥ আনন্দে ভাসিল দেবী সে কথা প্রবণে। ভক্তিতে প্রণমে তবে বিপ্রের চরণে ॥ পুनः পूनः करत विक-हत्र वन्मन । বলে দেব আশীর্কাদ করহ এখন॥ ব্ৰহ্ম বাক্য কভু যেন অম্বৰ্থা না হয়। আমার মনের আশা পূর্ণ যেন হয়॥ দ্বিজ্বর কহে শুন ভীম্মক-নন্দিনী। পূরাইবে আশা তব মহেশ ঘরণী॥ এত কহি মিজবর করিল গমন। তবে পুরে প্রবেশিল ভাই ছুইজন॥ कुष वनताम (मारह शूरत প্রবেশিन। পুরবাদী সকলেতে এ বার্দ্তা জানিল ॥ বিবাহ সভাতে হেখা আলে ছুইজন। আনন্দ-সলিলে মগ্ন ভীত্মক রাজন ॥ প্রচুর আনন্দ মনে হইল রাজার। পূজার বিবিধ দ্রব্য তবে প্রদানিল। নানামতে করে রাজা কুষ্ণের পূজন। বসিবারে আনি দিল রক্ত-সিংহাসন ॥ কুফের সম্মান রাজা করে বহুমতে। कूणनामि वार्डा जिञ्जामिन विनरग्रट ॥ ভক্তি করি পূজে তবে বিদর্ভ-রাজন। ন্ডনিল নগরবাসী কৃষ্ণ আগমন ॥ দরশন হেতু সবে গমন করিল। চিরদিন আশা য়াহা পরিপূর্ণ কৈল ॥

দেখিবারে রামকুষ্ণে উৎকণ্ঠিত মনে। আবাল বণিতা যুবা বৃদ্ধ যত জনে॥ মহানন্দে সকলেতে রাজপুরে ধায়। কুষ্ণে হেরি স্বাকার আনন্দ হৃদয়॥ মুখশশী হেরে সবে আনন্দ লভিল। রূপের সাগরে তথা নিময় হইল।। নয়নে না ধরে হেন সে রূপের ভাতি। নিমিলিত নেত্রে চাহি রহে কুষ্ণ প্রতি। কিবা সে রূপের ছটা নবীন কিশোর। কিবা সে মুখের ঘটা পূর্ণ শশধর॥ কামধন্ম যেন ভুরু অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ। খঞ্জন গঞ্জন আঁথি মদনের বাণ॥ খগচঞ্চু সম নাসা রক্ত ওষ্ঠাধর। রম্ভাতরু সম উরু অতি মনোহর॥ আজামুলম্বিত বাহু অপূর্ব্ব শোভন। শোভিত সে কর্ণযুগ কুগুল রতন॥ মুক্তারতি দম্ভভাতি হুচিকণ অতি। বক্ষম্বলে পরিদর রোমরাজি ভাতি ॥ সিংহ যিনি মাজাখানি পরম স্থন্দর। নখরাজি বিরাজিত যেন শশধর॥ এ হেন রূপের ছটা করি দরশন। নগরের লোক যত বিশ্বয়ে মগন॥ পরস্পর হেরি রূপ মনের উল্লাদে। উপযুক্ত পাত্র এই দবে এই ভাষে॥ রুব্বিণীর উপযুক্ত এই বর হয়। এমন রূপের ছটা কভু দৃশ্য নয়॥ নহে কভু উপযুক্ত দামুঘোষ হত। রুক্মিণীর বর এই জানিত্র নিশ্চিত॥ বিধি যেন কুপা করে রুক্সিণীর প্রতি। পূর্ব্ব পুণ্যফলে যেন পায় কুষ্ণপতি॥ আমা সবাকার বাক্য সফল হইবে। অবশ্য এ কৃষ্ণপতি রুক্রিণী লভিবে॥ পুরবাসিগণ সবে এই কথা কয়। বিমোহিত হ'য়ে সবে ক্লফে নিরীক্ষয় ॥

অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন নরবর। অন্তঃপুর হ'তে দেবী ধাইল সম্বর॥ রুক্মিণী সে দ্রুতপদে বাহির হইল। পূজিবারে মহেশ্বরী বেগেতে ধাইল॥ ভবানী পূজিতে তবে পদত্রজে যায়। রক্ষিগণ চারিদিকে ঘেরিল তাহায়॥ ঢাল তলোয়ার ল'য়ে যত সেনাগণ। **চারিদিকে ধীরে ধীরে করিছে গমন ॥** মরাল গমনে ধনী চলে রাজপথে। প্রীক্লফ চরণ চিন্তে একান্ত মনেতে॥ পুরবাদীগণে তবে রাজহৃতে ঘেরি। পরম হরিষে তবে যায় ধীরি ধীরি॥ অগণ্য সেনার দল চারিভিতে চলে। বাজিল বিবিধ বাগ্য চতুরঙ্গ দলে॥ পূজার সামগ্রী যত হস্তেতে স্বার। ধূপ-দীপ আদি করি যোড়শোপচার॥ দ্বিজ্ঞগণ সঙ্গে যায় সানন্দ বিধানে। ছিজের রমণী যত আনন্দিত মনে॥ কেহ নৃত্য করি ধায় কৌতুকে তখন। কেহ বা মধুর বাগ্য করয়ে বাদন॥ খাষিগণ বেদপাঠ করে উচ্চৈঃস্বরে। দূত বন্দীগণ সবে বন্দে মনোহরে॥ এইরূপে দেবীগৃহে উপনীত হয়। পবিত্র হইয়ে দবে পুরী প্রবেশয়॥ ভবানীর পদযুগে প্রণমে তখন। বিধিমতে করে তথা ভবানী পূজন॥ -রুক্মিণী পূজিয়া তথা মনের হরষে। প্রণমি তাঁহার পদে মৃত্রু মৃত্রু ভাষে॥ ওগো মাতা তব পদে মিনতি আমার। মনবাঞ্ছা পূর্ণ হোক দেহ এই বর॥ অস্থ বরে ওগো মাতা নাহি প্রয়োজন। পতি মম হয় হেন দেব নারায়ণ॥ কুপা করি কুপাময়ী কুষ্ণে দেহ পতি। তোমার চরণে মাত্র এই গো মিনতি॥

এইরূপে দেবী পদে করিল প্রণতি। গৃহের বাহিরে তবে ধায় মন্দগতি॥ দ্বিজপত্রী পদে সবে প্রণাম করিল। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ বলি আশীর্কাদ কৈল। তদন্তর সেই স্থানে দাঁড়ায় রুক্মিণী। নব-জলধর কোলে যেন সৌদামিনী॥ মায়াময়ী মায়া করি মোহিনী হইল। অমনি রূপের ভাতি প্রকাশ পাইল। শশী বিনিশ্দিত মুখ হয় দর্শন। কুম্ভলে আরত কর্ণ স্থচারু দশন॥ রূপের তুলনা তার না পায় খুজিয়া। দিব্য কান্তি মনোহরা মদন মোহিয়া॥ ক্ষীণ মাজা শ্যামবর্ণ মধুর হাসিনী। উচ্চ স্তন বক্ষে শোভে মরাল গামিনী॥ স্থচিকণ কেশ পাশ শিরে শোভে কত। রক্ত ওষ্ঠ চারু দৃষ্টে মুনি বিমোহিত॥ কিবা স্থকোমল পদ নূপুর রঞ্জিত। মনোহর গণ্ডস্থল অলকা আরত। কপালে সিন্দূর শোভা দেখ কত আর। প্রভাতে অরুণ যথা দীপ্ত মনোহর॥ সে মুখের তুল্য নয় শারদীয় শশী। আকাশ হইতে ভূমে পড়িয়াছে খদি॥ সে রূপের ছটা ছেরি যত বীরগণ। পড়িল স্থূতলে দবে হ'য়ে অচেতন॥ ধরিল মোহিনীরূপ রাজার কুমারী। অচেতন নূপগণ হেরি সে মাধুরী॥ যায়াতে মোহিত সবে হয় সেনাগণ। অমনি করিল ধনী শুস্তে দরশন॥ নয়ন ভরিয়া কুষ্ণে দরশন করে। হেরিয়া সে রূপরাশি অধৈর্য্য অন্তরে॥ আপন দক্ষিণ হস্ত করি উত্তোলন। ধরিয়া লইতে কুষ্ণে কহিল তথন॥ ওছে হরি দীনবন্ধু দেব কুপাময়। আমারে লইতে তব উচিত সময়॥

এইবার শীঘ্র করি লছ দেব মোরে। মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবারে॥ কুক্মিণীর বাক্যে তবে দেব নারায়ণ। হন্তে ধরি শৃষ্টে তুলি লইল তথন॥ যেইমাত্র রুক্মিণীরে শুম্মে ভূলি নিল। সচেতন সেনাগণ চাহিয়া দেখিল ॥ क्विशीरत हतिया तम नत्मत नम्मन । হের দেখ শৃক্যোপরে করে পলায়ন॥ এইরূপে বীরগণ শব্দ করে যত। পবন বেগেতে রথ চালাইল ক্রত। জরাসন্ধ আদি করি যত রাজগণ। ट्याधानरल मधा इत्र मिनन वमन ॥ আপনা নিন্দিয়া সবে কহিতে লাগিল। গোপপুত্র রাজকন্তা হরিয়া লইল। এত বীরগণ মাঝে কন্সা হরি লয়। त्मारमञ्ज कीवरन धिक कानिश निक्त्य ॥ সিংহের সম্মুখে শিবা দর্প প্রকাশিল। ব্ৰথায় বাঁচিয়া তবে কিবা ফল বল॥ কত বল ধরে সেই ব্রজের রাখাল। এত বীর আগে সেটা বাড়ায় জঞ্চাল।। তবে যত নূপগণ ক্রোধেতে কাঁপিল। ধরিতে কৃষ্ণকে সবে মনন করিল॥ আপন আপন দৈশ্য করিয়া দঙ্গেতে। কুষ্ণের পশ্চাতে ধায় পরম রঙ্গেতে॥ মার মার শব্দে সবে ধাইল সম্বর। বিষম চীৎকার করি বলে ধর ধর॥ কেহ বলে ঐ তুষ্ট পলাইয়া যায়। কেহ বলে আর কোথা যাবে ছুরাশয়॥ আর কতদুরে ছুই করিবে গমন। এইবার পাবে শাস্তি কর্ম্মের মতন ॥ কেহ বলে ওরে মূর্থ গোপের তনয়। একবার হও স্থির ওরে তুরাশয়॥ এইরূপে নূপ ফত পাছে পাছে ধায়। যত্ন সৈক্ত ছিল বুজু দেখিবারে পায়।

তবে যত সেনাগণ আইল সেখানে। বাধিল বিষম যুদ্ধ বিপক্ষের স্নে॥ কেছ অম্বে কেছ গজে কেছ ধরাতলে। কেহ রথে কেহ গজে ধায় কুতৃহলে॥ বড় বড় বীর সব মহা বলবান। শক্রুর উপরে হানে তীক্ষ্ণ যত বাণ॥ কেহ খাণ্ডা কেহ তীর করে বরিষণ। বরষায় বর্ষে বারি যেন মেঘগণ॥ সেইরূপ বাণ বর্ষে বিপক্ষ উপরে। বাণে অন্ধকারময় হৈল তথাকারে॥ এইরূপে তুই দলে বাণ বরষিল। यानरवत्र रेमग्रनरम भत्र आष्ट्रामिन ॥ ৰুব্দিণী দেখিয়া তাহা বিষণ্ণ হইল। শরাচ্ছন সৈশ্য হেরি অন্তরে চিন্তিল।। বুঝি যদি সেনাদল পরাভব মানে। এত ভাবি সচঞ্চল হৈল বড় মনে॥ অন্তরে বিষম ভয় হইল উদয়। আকুল জীবন তার কাতর হৃদয়॥ घन घन कृष्ठ भूथ करत नितीक्ष। ভয়েতে আকুল অতি সজল নয়ন॥ তাহা দরশনে তবে দেব নারায়ণ। রুক্মিণীর প্রতি কহে সহাস্থ বচন॥ কেন দেবী ভীত হও সামান্ত কারণে। ক্ষণেক বিলম্ব কর ছেরিবে নয়নে॥ কি ভয় তোমার বল আমার নিকটে। এখনি সকল সৈম্ম পড়িবে সঙ্কটে॥ নিমিষে শক্তর দল হইবে বিনাশ। কেন বা মনেতে তুমি গণিছ হুতাশ ॥ কেছ নাহি ফিরে খরে করিবে গমন। সকলে সমর মাঝে হারাবে জীবন॥ এত বলি গদাধর ধনুর্ববাণ নিল। মারি অন্তে অন্ত সব অন্ত বিনাশিল॥ রথ রথী সবাকারে করিল নিপাত। পড়িল যতেক সৈশ্য লাগি অন্ত্ৰাঘাত॥



কান্ধিণার বাকো তারে (দর ন্যার্গণ। ভাস্তে ধরি বধে ভূলি গ্রহণ তথন। তিন্ন পুঞ্জী।

কত যে পড়িল সৈষ্য সংখ্যা নাহি তার। বাণাঘাতে সকলেতে হইল সংহার॥ জীবন ত্যজিয়া সবে স্থৃতলে পড়িল। মহাবাণে শত্রুদের মস্তক চিরিল।। পড়িল বিপক্ষ পক্ষ সেনাদল যত। সকুগুল শির সব ভূমেতে লুন্ঠিত॥ অগণন সেনাগণ সমরে পড়িল। অস্ত্ৰ সহ বাহু কত কাটিয়া ফেলিল॥ এইরূপে সেনাগণ ছাডিল জীবন। অশ্ব হস্তী অসংখ্য যে হইল নিধন॥ ঘোরতর সমরেতে অনেকে মরিল। সমর-প্রাঙ্গণে রক্তে নদী প্রবাহিল॥ রাজাগণ দরশন করি সে সমর। যতুদৈশ্য তেজে দবে সভয় অন্তর॥ একেবারে স্বাকার মলিন বদন। রণে ভঙ্গ দিয়া সবে করে পলায়ন॥ জরাসন্ধ মহারাজ চলিছেন আগে। ক্রমে পলায়ন করে যত বীরভাগে॥ হেথা শুন মহারাজ অন্তুত বচন। শিশুপাল একেবারে সলঙ্জ বদন॥ শুক্তকণ্ঠ স্লানমুখ বচন না সরে। প্রভাহীন কান্তি শৃত্ত হেরি কদাকারে॥ বরবেশে নাহি আর মান অভিশয়। শিশুপালে হেনকালে জরাসম্ব কয় ॥ শুন কহি শিশুপাল আমার কন। অদুষ্টের ফল আর বিধির লিখন॥ বিধির নির্ববন্ধ যাহা অস্তথা কে করে। সেই হেডু জীবগণ কর্ম্মপাকে ফিরে॥ ঈশ্বর ইচ্ছায় যত ধর্ম কাগু হয়। অধিক কি কব আমি শুন মহাশয়॥ তেইশ অক্ষোহিণী সেনা সঙ্গেতে আমার। কুষ্ণ সহ রণে ভঙ্গ সপ্তদশবার॥ দৈব হেতু আমি মানি তাহে পরাজয়। रित्र वित्न रहन कर्म क्रू नाहि हरा॥

তাহে কিছু মাত্র ভয় না হৈল আমার। তেঁই শোক মনে মনে করি পরিহার॥ কি আর কহিব আমি তোমারে এখন। এখন সে শোক মনে হয় জাগরণ॥ তর নাহি করি চিন্তা শুন নরপতি। জর পরাজয় হয় জেনো দৈবগতি॥ আমি হেন বলবান বিক্রমে অতুল। ত্রিভুবনে কেহ নহে মম সমতুল॥ তবু মোরে কৃষ্ণ সেই রণে পরাজিল। দৈবেতে করিল যাহা অদুষ্টে ঘটিল॥ অত এব শুন কহি ওহে মহারায়। কিছুদিন রহ পরে হইবে সময়॥ অবশ্য তোমার হাতে পরাজয় হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা তাহাই ঘটিবে॥ শিশুপালে জরাসন্ধ প্রবোধ করিল। মনাগুনে শিশুপাল ছলিতে লাগিল। মনে মনে শিশুপাল করিল চিন্তন। কিরূপেতে গৃহে আমি করিব গমন॥ বর-সাজে আইলাম বিদর্ভ-নগর। কিরূপে দেখাব মুখ প্রবেশিয়া ঘর॥ এইরূপে মনে মনে করিয়া চিন্তন। বিষাদিত মনে গুছে করিল গ্যন॥ আর যত রাজগণ সেই স্থানে ছিল। সকলেতে নিজ নিজ দেশে চলি গেল। আনন্দ-সাগরে মগ্ন ভীম্মক-রাজন। ক্রকারাজ মহাকোপে যেন হুতাশন ॥ কোপেতে বিষাদ তার জন্মিল অন্তরে। বড অপমান ক্লফ করিল আমারে ॥ সামান্য গোপের ছেলে এত অহঙ্কার। মন বিভামানে করে সৈক্ত ছার্থার॥ সভা বিভাষানে মোর ভগিনী হরিল। ইহাতে আমার আর বাঁচিয়া কি ফল॥ এ কলক্ষ রাখিবার স্থান নাহি হয়। কুষ্ণ বিভা করে ভগ্নী বিভূম্বনাময়॥

ইহা বিচারিয়া মনে ভীশ্মক-নন্দন। আজ্ঞা দিল সৈম্বগণে করিতে সাজন॥ কোপেতে অনল সম জ্লিয়া উঠিল। রক্তবর্ণ ছুই আঁখি কহিতে লাগিল। শুন সভাজন কহি প্রতিজ্ঞা এখন। করহ সে নীচ ক্লুফে অবশ্য নিধন॥ হরিল আমার ভগ্নী সেই ছুরাচার। অবশ্য সে ভগ্নী আমি করিব উদ্ধার॥ ভগ্নী আমি শিশুপালে পুনঃ বিভা দিব। অক্তথা হইলে ফিরে গৃহে না আসিব॥ এ হেন প্রতিজ্ঞা করি রাজার তনয়। রণসাজ করি রণে ধাইল সত্তর॥ এত কহি রখোপরে করে আরোহণ। বেগেতে চালায় রথ সার্থি তখন॥ যুবরাজ কহে তবে সার্থির প্রতি। যথা কুষ্ণ তথা গতি কর শীঘ্রগতি॥ যথা যতুসৈত তথা করিব গমন। গোয়ালার পুত্রে আজি করিব নিধন॥ সার্থি চালায় রথ তাহার আজ্ঞায়। পবন বেগেতে রথ ক্রতগতি ধায়॥ তদন্তর কৃষ্ণ রথ করে দরশন। দুর হ'তে ডাকি কুষ্ণে কহিল তথন॥ ওরে ও গোপের হুত ক্ষণেক তিষ্ঠহ। চুরি করি রাজকন্সা কোথায় পলাহ॥ আমার অগ্রেতে তুমি কোণা পলাইবে। চোরের উচিত যাহা সে শাস্তি পাইবে॥ কভদূরে যাবে ছুফ্ট করি পলায়ন। মম হত্তে তোর দর্প না রবে এখন॥ আজ তোর রক্ষা নাই আমার নিকট। পলাইল যত তুষ্ট ভাবিয়া সঙ্কট ॥ কেবা আজ রাখে তোরে তাহারে দেখিব আজ তোরে নরাধম নিশ্চয় বধিব॥ শুনিয়া রুক্ষির বাক্য দেব নারায়ণ। রথ ফিরাইল তবে ক্রোধেতে তথন॥

তবে সে ভীম্মক পুক্র ধন্মক ধরিয়া। কুষ্ণ প্রতি মারে বাণ ক্রোধিত হইয়া॥ যুড়িয়া হৃতীক্ষ বাণ ধনুকে তখন। ত্রীহরির প্রতি তবে করিল ক্ষেপণ। অসংখ্য বাণেতে তবে ক্লফেরে বিদ্ধিল। কৰ্কশ বচন চুফ্ট কতই বলিল॥ ওরে পাপাধম তোরে কি কহিব আর। যাদব কুলের ভুই তুই তুরাচার॥ মম ভগ্নী হরি তুষ্ট কর পলায়ন। যজ্ঞ-দ্বত কাকে খায় একি অঘটন॥ আজি মম হস্তে তোর হইবে নিধন। পাপমতি মম সহ যুবাহ এখন॥ দেখি কত বল ধর তুমি পাপাশয়। তব অহক্ষার চূর্ণ হইবে নিশ্চয়॥ তবে হরি মনে মনে করিল চিন্তন। না দেয় উত্তর শুনি রুক্মির বচন॥ সমযোগ্য নহে বলি করিল হেলন। যতেক কহিল কৃষ্ণ না করে প্রবণ॥ অন্তরেতে ভুচ্ছ জ্ঞান তাহারে করিল। শরাদন ধরি কোপে ধনু টক্ষারিল॥ মারিল হুতীক্ষ বাণ তাহার উপর। ধনু কাটি খান খান করে যতুবর ॥ পরেতে হানিল হরি আর ছয় বাণ। ভীষ্মক হৃতেরে বিশ্বে করিয়া সন্ধান ॥ আর আট বাণ মারে রথের উপর। চারি বাণে চারি অশ্ব বিদ্ধে গদাধর॥ সার্থি উপরে বাণ করিল সন্ধান। একবাণে রথধ্বজ করে থান থান॥ রুক্সির হস্তের ধন্ম কাটিয়া পড়িল। শৃষ্ঠ হস্ত হ'য়ে রুক্মি ভাবিতে লাগিল।। শীত্র হন্তে বীরগণ অস্থ্য ধকু দিল। পাঁচ বাণে সেইক্ষণে সে ধন্ম কাটিল॥ পুনঃ অস্তু শরাসন করিল গ্রহণ। সে ধকুও কাটিলেন দেব নারায়ণ॥

এইরূপে রক্মি তবে ধন্ম লয় যত। বাণে বাণে গদাধর কাটি ফেলে তত। যত ধনু ছিল তার সব কাটা গেল। তবেত ভীষ্মক-স্থত ফাঁপরে পড়িল॥ মহাপরাক্রান্ত বীর রাজার তনয়। कृरक मात्रिवादत महाशृल हाटा लय ॥ তবে হরি কোপ করি এড়ে মহাবাণ। কাটিল হাতের শূল করি থান খান॥ যেই অস্ত্র লয় হাতে রুক্সি বীরবর। বাণেতে ছেদন করে সে অক্স দত্বর॥ এইরূপে বার বার যত অস্ত্র ধরে। বাণেতে কাটিয়া তাহা ফেলে ধরাপরে ॥ তবে কোপে পরিপূর্ণ ভীশ্মক-নন্দন। লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমে ক্রোধেতে তখন॥ খর অসি ধরি করে বেগেতে চলিল। শ্রীকৃষ্ণ সন্মুখে আসি উপনীত হৈল। যেমন পতঙ্গকুল অনল দর্শনে। আস্ফালন করে আসি তাহার সদনে॥ শেষেতে পুড়িয়া মরে শুন নরপতি। সেইরূপ রুক্মিরাজের হইল তুর্গতি॥ লাফ দিয়া শ্রীকুষ্ণের রথেতে উঠিন। তাহা দরশনে কুষ্ণে ক্রোধ উপজিল॥ বাণেতে তাহার অসি করিল ছেদন। বামহন্তে রুক্সি কেশ করিল ধারণ॥ খরধার অসি ক্লফ্ড লইল করেতে। মহাকোপে তোলে অস্ত্র তাহারে কাটিতে॥ ভ্রাতার চুর্দ্দশা হেরি রুক্মিণী তথন। কাতর অন্তরে দেবী করেন ক্রন্দন॥ মহাভয়ে ভীত অতি রুক্মিণী হইল। থর থর অঙ্গ তাঁর কাঁপিতে লাগিল। ভ্রাতার তুর্দ্দশা হেরি চিন্তিত অন্তরে। শ্রীকৃষ্ণ চরণে পড়ি কহিল কাতরে॥ পডিয়া চরণতলে সকরুণে কয়। ক্লগড়ের বল ভুমি ওছে দয়াময়॥

জ্যোতিশায় মহাকায় বিশ্ব-বিমোহন। তব বলে আঁটে বিশ্বে আছে কোনজন॥ স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি মূলাধার। মুহূর্ত্তে করিতে পার স্বষ্টির সংহার॥ মম ভ্ৰাতা অতি মূঢ় নাহি বৃদ্ধি লেশ। তব সহ তাই রণ করে হৃষিকেশ। অতএব নাহি বধ ভ্রাতারে আমার। দয়া করি রূপাময় না কর সংহার॥ রুক্মিণীর বাক্যে কুষ্ণে দয়া উপজ্জিল। দয়া করি তারে হরি নাহি সংহারিল। রুক্মিণীকে হেরে হরি অতীব কাতর। শুক্ষকণ্ঠ ক্লৱণাণী কাঁপে থর থর॥ তাহা দেখি দয়া করি ভীষ্মক-নন্দনে। রথের উপরে তারে রাখিল বন্ধনে॥ ব্রহ্ম অস্ত্র দিয়া তারে বন্ধনে রাখিল। ক্ষুরবাণে রুক্সরাজে মাথা মুড়াইল॥ বিকৃত আকারে করে মন্তক মুগুন। ক্ষণেকে যতেক সৈন্য করিল নিধন ॥ নলবন দলে যথা মন্ত করীবর। সেইমত রুক্সিদেনা বধে দামোদর॥ হস্তী ঘোড়া কত মরে কে করে গণন। অসংখ্য পড়িল দৈশ্য হারায়ে জীবন॥ হেনকালে বলদেব তথা উপনীত। দেখিল রথেতে বান্ধা ভীম্মকের স্তুত। সেইক্ষণে রুক্সরাজে করি দরশন। হাস্থাননে কহে কিছু কৌতুক কচন॥ প্ৰহে কৃষ্ণ তব কাৰ্য্য উচিত না হয়। এরূপ করিলে ভূমি রাজার তনয়। নাহি শোভে হেনরূপ রাজার নন্দনে। বিরূপ করিতে কিছু না ভাবিলে মনে॥ তব শশুরের পুত্র মানে মহামতি। তোমার উচিত নহে করিতে ত্রুগতি॥ ছেন অনুচিত কর্মা তব যোগ্য নয়। তারে এত অপমান যুক্তি কিবা হয় ॥

অতি লজ্জাকর কার্য্য কেন বা করিলে। কেন বা রুক্মিরাজের কেশ মুড়াইলে॥ নিজ হাতে অপমান উপযুক্ত নয়। এ হ'তে মরণ ভাল কহিন্দু নিশ্চয়॥ নির্দ্দর কঠিন বড় হলর তোমার। এত অপমান কর আপন শালার॥ এত কহি হাসি হাসি দেব সম্বর্ষণ। নিজ হস্তে খুলি দিল তাহার বন্ধন॥ মিষ্টভাষে রুক্মিণীরে অনেক তুষিল। তবে বলদেব তারে কহিতে লাগিল॥ শুনহ বৎদে এবে আমার বচন। না ভাব বিষাদ এবে ভ্রাতার কারণ॥ না করহ কিছু তুঃখ শুনহ বাছনী। যে যাহার কর্মভোগ করয়ে আপনি॥ দৈবের নির্ববন্ধ যাহা অবশ্য ঘটন। কর্ম অনুসারে ফল পায় জীবগণ॥ জগতের হুখ তুঃখ কর দরশন। কর্ম্মফলে জীবগণে হয় সংঘটন ॥ অতএব শোক ত্যজ তুমি গুণবতী। ক্ষত্রিয় জাতির এই কুলধর্ম রীতি॥ আপন আত্মীয় যদি কোন জন হয়। অক্সায় করিলে তারে বধিবে নিশ্চয় ॥ ক্ষত্রিয়ের বিধি এই শুন বরাননে। রাজ্ধন বৃত্তি আর রমণী কারণে॥ বধিবে বিপক্ষগণে ক্ষত্র সর্বক্ষণ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই জানিবে লক্ষণ॥ তুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। শাস্ত্রমত ক্ষত্রিয় করিবে সর্ববক্ষণ॥ অতএব রুথা শোক কভু না করিবে। ভাতার কারণ হ্রঃথ কিছু না ভাবিবে॥ বিশেষ বুঝিয়া ভুমি শোক পরিহর। নাহি হবে বিষাদিত এবে ধৈর্য্য ধর॥ কহিলাম সার কথা তোমারে এখন। র্থা না হইও তুমি বিষাদে মগন ॥

वनात्व ऋक्षिगीद्व विविध कारन। বুঝাইল ভ্রাতৃ তুঃখ শোকের কারণে॥ যতুবর অনস্তর করিল সাম্বন। তাহাতে প্রফুল্ল দেবী হইল তথন॥ ভ্ৰাত অপমান শোক অমনি ত্যজিল। তবে সে ভীত্মক-হ্নত মোচন হইল।। কুষ্ণের নিকটে তার হৈল অপমান। সেই পাপে তমু দ্বলে লঙ্জাতে তথন। নিজ পুরে নাহি আর করিল গমন। অপর নগরে (১) বাস করিল রাজন॥ তথায় যাইয়া পুরী নির্মাণ করিল। প্রতিজ্ঞা কারণ আর গৃহে নাহি গেল॥ নির্মাইয়া পুরী তথা হুখে করে বাস। কুষ্ণ অপমান তার জাগে বারমান॥ তবে রাজগণে বলে করি পরাজয়। রুক্সিণী হরণ করি দেবকী তনয়॥ আইল দারকাপুরী মহানন্দ মনে। বলরাম আদি করি যত যতুগণে॥ দারকা নগরবাসী আনন্দে ভাসিল। রুক্সিণী সহিত কুষ্ণ বিবাহ হইল। ( ২ ) মহোৎদব হয় দেই দারকানগরে। নৃত্য গীত করে সবে আনন্দ অন্তরে॥ আনন্দে মাতিল পুরবাদী নারী যত। সমাপন করে কার্য্য কথা বিধিমত॥ দেশ দেশান্তরে তবে যত রাজগণ। প্রবণে আনন্দ হ'ল রুক্মিণী হরণ॥

- ১। কল্পরাশ শ্রীকৃক কর্তৃক অপমানিত হইয়া ভোশকোট নামে নগরমধ্যে প্রী নির্মাণ পূর্বক বাস করিয়াছিলেন।
- । কোন কোন বতান্তরে ভীষক রাজরে গৃহে
  কল্মিণীর সহিত শ্রীক্ষের উবাহ ক্রিয়া প্রধাপন হর
  এইরূপ দৃষ্ট হইরা পাকে, কিত্র মহাবুনি ব্যাস এই ছলে
  ধারকানগরে উক্ত ক্রিয়া সম্প্রম হর এইরূপ বিধিরাহেন
  হতরাৎ আমাকেও দেইরূপ দিবিস্থে হইন।

সকলেতে আনন্দেতে মাতিয়া উঠিল।
কৃষণ্ডয়য় মহাশব্দ হইতে লাগিল॥
জরাসন্ধ আদি রাজা হৈল পরাজয়।
রাজকভাগনে সবে মানিল বিশ্ময়॥
দেখিবারে আইল সবে ঘারকানগর।
হেরিয়া মুগল মূর্ত্তি প্রকুল্ল অন্তর॥
রূপ হেরি রুশ্বিশীর হইল বিশ্ময়।
দাসে রূপা কর ওচে হরি দয়ায়য়॥
ভাগবত কথা অতি প্রবণে স্থন্দর।
শ্রবণে পবিত্র চিত্ত পাপের উদ্ধাম॥
ইতি শ্রমহাগবতে দশম্বদ্ধে ক্রিমী হরণ সমাপ্র

অথ মদলের জন্ম ও দৈত্য কভক হরণ। শুকদেব বলে পরে শুনহ রাজন। শ্ৰীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য হয় অপূৰ্ব্ব কথন॥ কহি শুন পুরাতন অপূর্ব্ব কাহিনী। মদনে করিল ভন্ম দেব শূলপাণি॥ হর কোপানলে ভস্ম হইয়া মদন। রুক্মিণীর গর্ভে জন্ম করিল গ্রহণ॥ যথাকালে মহাসতী প্রসবিল তায়। প্রত্যন্ত্র নামেতে খ্যাত লইল ধরায়॥ কৃষ্ণরূপে কৃষ্ণমূর্ত্তি ভিন্ন কিছু নয়। রুক্মিণী উদরে জন্ম লইল তন্য। পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী। সম্বর নামেতে এক ছিল দৈত্যপতি॥ প্রত্যান্ধের হস্তে তার নিশ্চয় মরণ। দৈত্য বৈরী হয় সেই রুক্মিণী-নন্দন॥ দৈবযোগে মহামতি নারদ স্নমতি। উপনীত দৈত্যপুরে শুন নরপতি॥ মুনিবরে হেরি দৈত্য আদর করিল। শীঘ্রগতি সিংহাসন হইতে উঠিল॥ পান্ত অর্ঘ্য ল'য়ে পরে করিল পূজন। বসিবারে মুনিবর দিলেন আসন।

মুনি পাশে মুহুভাষে করযোড় ক'রে। কহিলেন দৈত্যরাজ তবে মুনিবরে॥ ক্ছ দেব হেখা কেন তব আগমন। কি আজ্ঞা পালিব এবে কহ তপোধন॥ কিবা ভাগ্যোদয় আজ আমার হইল। পবিত্র হইল দেহ জনম সফল ॥ কি কারণ আগমন কছ মুনিবর। যে আজ্ঞা করিবে তাহা পালিব সম্বর॥ মুনিবর কহে শুন দৈত্যের বচনে। আগমন মম শুন হয় যে কারণে॥ তব হিত ইচ্ছি আমি তব হিতে রত। তোমার মঙ্গল বাঞ্ছা করি যে নিয়ত॥ সেই হেতু আগমন হেথায় আমার। দারকানগরে জন্মে কুফের কুমার॥ তব অরি হয় সেই শুন দৈত্যরায়। সে জনার হস্তে তব মরণ নিশ্চয়॥ কহিলাম সার কথা তোমারে এখন। ইহার স্বয়ুক্তি তুমি করহ চিন্তন॥ मूनित राज्य अनि विश्वाय मानिल। করযোড়ে মুনিবরে জিজ্ঞাসা করিল। কছ দেব কি উপায় করিব এখন। ভোষা বিনে হিত কহে নাহি হেন জন॥ এবে মুনিবর মোরে বলহ উপায়। কিরূপে যে শক্রহস্তে নিস্তার পাওয়া যায়॥ এত কহি দৈত্যবর চরণে পড়িল। যতনে নারদ মুনি তাহারে কহিল॥ শুন কহি ওহে দৈত্য উপায় এখন। এই বেলা মহাশক্ত করহ নিধ**ন**॥ বয়দে বাড়িবে বল কছিলাম সার। এ কালে উচিত হয় করিতে সংহার॥ এত কহি মুনিবর করিল গমন। মনে মনে চিন্তে তবে সম্বর তথন। বধিতে দে মহা অরি মনেতে ভাবিল। দারকানগরে আদি উপনীত হৈল।

মহা মায়াধর দৈত্য মায়া প্রকাশিল। প্রলয়কালেতে যেন ঝটিকা উঠিল। বয়স ছদিন মাত্র সূতিকা আগারে। রুক্মিণী ক্রোড়েতে পুত্র আছে ঘুম ঘোরে॥ মায়া করি সেই পুত্র করিয়া হরণ। (১) মহাবেগে শৃষ্ঠমার্গে করিল গমন॥ মহা সাগরের মাঝে ফেলাইয়া দিল। শক্ত নাশ হৈল ভাবি গ্ৰহেতে চলিল।। শুন রাজা পরীক্ষিত কথা মনোহর। কৃষ্ণবীর্য্য সমুদ্ভব কুষ্ণের কুষার॥ মৎস্থেতে গিলিল সেই কুষ্ণের নন্দন। না মরিল সেই পুক্র রছে সচেতন। হেথায় সূতিকাগারে না হেরে তনয়। कन्तन करत्रन (मर्वी व्याकृत क्रमग्र॥ কোখা গেল নব শিশু ভাবে মনে মন। অঞ্জলে আর্দ্র তবে হইল বসন॥ এখানেতে পরীক্ষিত শুনহ কাহিনী। মৎস্য গর্ভে বাড়ে সেই পুক্র গুণমণি॥ এইরূপে কিছুদিন মৎস্থের উদরে। রহিলেন কৃষ্ণত্বত আনন্দ অন্তরে॥ পরে সেই মৎস্থ এক ধীবরে ধরিল। জালে বাঁধি সেই মৎস্য গ্ৰহে ল'য়ে গেল। সেই মৎস্থ আনি দিল সম্বর দৈত্যেরে। হেরিল অম্ভত হুত মৎস্থের উদরে॥ দরশনে আনন্দিত স্থন্দর তন্য। মায়াবতী (২) প্রতি তবে দৈত্যবর কয়॥

১। কোন কোন ছলে দৃষ্ট হইরা থাকে বে সম্বর গৈত্য নিজে অপুত্রক হেড় কৃষ্ণ-পুত্র প্রগ্রায়কে ছরণ পূর্বক নিজ আবানেই রাবিরাছিলেন, কিন্তু এছলে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ এইরূপই গিবিত আছে, অতএব আমাকেও পেইরূপ নিবিতে ইইল।

২। বংদ মধন হর কোপানবে ভন্নীভূত হয়, রতি নে সমর পতিশোকে নিতান্ত বিহলে হইরা ধেবাধিদেব মহাধেবের নিকট অনেক গ্রংগ প্রকাশ

পরম হন্দর পুজ্র করি দরশন। যতনে ইহারে তুমি করহ পালন॥ তবে মায়াবতী সতী দৈতৈয়ের আদেশে। ক্ষবিণী তনয়ে পালে যতন বিশেষে॥ অপরে শুনহ রায় অদ্ভুত কাহিনী। দৈত্যপুরে আইল নারদ মহামুনি॥ মায়াবতী পাশে আসি হাসি হাসি কয়। তব পতি হয় এই কুষ্ণের তনয়॥ কহি শুন মায়াবতী আমার বচন। সম্বর দৈত্যেরে ইনি করিবে নিধন॥ আমার এ বাক্য কভু অশ্রথা না হবে। ইহার হস্তেতে দৈত্য নিশ্চয় মরিবে॥ ব্দতএব তুমি এরে করিবে যতন। পালন করহ এই রুক্সিণী-নন্দন॥ শুন সতী মম বাক্য অম্যথা না হয়। সন্ধ্যাকালে যুবা হবে জানিহ নিশ্চয়॥ শিখাও সে মায়া বিদ্যা তুমি গুণবতী। সেই বিস্থাবলে বিনাশিবে দৈত্যপতি॥ কহিলাম সার বাক্য তোমায় এখন। তদন্তরে নিজপুরী করিবে গমন॥ দারকানগরে যাবে তোমরা ত্রজনে। পরম আনন্দে রবে আমার বচনে॥ এত কহি দেব-ঋষি করিল গমন। মায়াবতী আনন্দেতে হইল মগন॥ তবে মায়াবতী সেই মুনির বাক্যেতে। যতনে পালেন শিশু মহা আদরেতে॥ শিশুর রূপেতে সতী মগন হইল। যৌবন সময় তার মনেতে চিস্তিল ॥ দিনে দিনে বাড়ে শিশু দেখিতে হস্পর। মায়াবতী হেরে রূপ আনন্দ অস্তর॥ করেন। তাছাতে ভ্ৰানীপতি রতিকে উপদেশ দিয়া সম্বর দৈত্যের গৃহে অবস্থিতি করিতে আদেশ করেন। সেই রভিই একণে মাগ্রাবভী নামে বিখ্যাত।

শশীকলা সম শিশু বাড়িতে লাগিল।
অত্যন্ধ বয়সে তার যৌবন হইল॥
মোহিত মদনরূপে নায়াবতী সতী।
রূপ হেরে বিচলিত হৈল গুণবতী॥
পরম পবিত্র ভাগবত কথা সার।
দাস ভাষে অনায়াসে পাপীর উদ্ধার॥
ইতি শ্রীমভাগবতে দশমরুদ্ধে মদনের
জন্ম কণা সমাপ্র।

व्यथ मनन कड्क मध्त रेम छ। निधन। শুকদেব বলে তবে শুনহ রাজন। অপূর্ব্ব ভারতী এবে করহ শ্রবণ॥ নারদের মুখে রতি শুনিয়া ভারতী। আনন্দ-সলিলে মগ্ন পেয়ে নিজ পতি॥ প্রত্যাম্বের রূপে সতী মোহিত হইল। একেবারে কামানল জলিয়া উঠিল। রতিরদে মত্ত ধনী হইল তখন। প্রচ্যন্ত্র বিম্মায়ে মগ্ল করি দরশন ॥ মায়াবতী প্রতি তবে কহিতে লাগিল। দেখি কার্য্য বিপরীত কি কারণে বল ॥ কেন মাতা মহ প্রতি এরূপ আচার। ইহার কারণ তুমি করগো প্রচার॥ তব আচরণে আমি বিম্ময়ে মগন। কছ গো জননী মোরে এ সব বচন॥ ছেন দোষ কার্য্য বাহা মানুষে না করে। আশ্চর্য্য হইন্যু আমি তব ব্যবহারে॥ মায়াবতী বলে নাথ স্থির কর মতি। রুবিণী ভোমার মাতা শুনহ ভারতী। আমি তব নহি মাতা জানিবে নিশ্চয়। প্রত্যন্ন তোমার নাম শ্রীকুষ্ণ তনয়॥ এই যে সম্বর হয় দৈত্যের ঈশ্বর। তব অরি হয় সেইজন গুণাকর॥

এই ছুফ্ট দৈত্য তোমা করিয়ে হরণ। সাগর-সলিল মাঝে করে নিক্ষেপণ ॥ তোমারে পাইনু আমি মৎস্থের উদরে। পাইসু সকল তত্ত্ব নারদ গোচরে॥ অতএব শুন নাথ আমার বচন। মায়াময় বিস্তা সব করহ গ্রহণ॥ মায়ার সাগর সেই চুফ্ট দৈত্যবর। কত মায়া জানে তুই শুন প্রাণেশ্বর॥ অতএব শুন কহি তোমারে এখন। বহুমায়া জানি আমি শুন প্রাণধন॥ তা হ'তে আমার মায়া ধরে বহু বল। সেই বিভা লহ তুমি হইবে মঙ্গল॥ এই দৈত্য সনে যুদ্ধে অবশ্য জিনিবে। তব হস্তে দৈত্যবর নিশ্চয় মরিবে॥ শিখ মায়াবিতা নাথ আমার গোচেরে। নিধন করহ অরি দৈত্যের ঈশ্বরে॥ কহিলাম সার কথা তোমারে এখন। তব হস্তে হবে সেই দৈত্যের নিধন॥ মোরে বিভা করি তবে দ্বারকানগরে। গমন করিবে নাথ তুমি অতঃপরে॥ কহিন্দু তোমারে এবে দব বিবরণ। মায়াবিতা গুণমণি করহ গ্রহণ॥ মায়াবতী বাক্যে তবে ক্লঞ্চের তন্য। আশ্চর্যা ভাবিয়া তবে মানিল বিশ্বায়॥ তবে মায়াবতী পাশ মায়া বিভা লয়। বিবিধ শিখিল বিচ্চা রুক্মিণী-তন্য় ॥ শিখি সেই মায়াবিলা প্রভান্ন তথন। মহা বলবান হৈল কুক্মিণী-নন্দন॥ পরে দোঁহে মহানন্দে নির্জ্জন কাননে। নিত্য নিত্য বিহার করয়ে তুইজনে॥ মদন মদনে মাতি করয়ে বিহার। রতি সতী মহাস্থথে আনন্দ অপার॥ নিত্য নিত্য নবরদে মাতিয়া তু-জন। রতিত্বথে মত থাকে পাইয়া নির্জ্জন ॥

একদিন বিবরণ শুন মহামতি। দৈবেতে দেখিল সেই চুফ্ট দৈত্যপতি॥ र्श्तिम कुक्रान करत रतिरथ विरात । তাহে চমৎকার হৈল দৈত্যের ঈশ্বর॥ ক্রোধেতে কাঁপিল তমু লোহিত লোচন। ঘন ঘন হয় তার হৃদয় কম্পন ॥ মুখেতে না সরে বাক্য ক্রোখেতে কম্পন। লোহিত হইল তার যুগল নয়ন॥ কোপানলে উঠে ছলে খাণ্ডা ল'য়ে করে। বেগে ধায় দৈত্যবর কাটিবার তরে॥ ক্রোধে নহে স্থির হয় অধৈর্য্য অন্তর। প্রত্যামের প্রতি বলে বচন গভীর॥ ওরে পাপমতি তোর একি ব্যবহার। এ হেন কু-কার্য্য কর তুমি তুরাচার॥ পাপমতি অধোগতি নাহি তব মনে। হেন অপকর্ম কর মাতিয়া মদনে॥ ছুরাশয় নাহি ভয় তোমার অস্তরে। তোর মত পাপ কর্ম কেহ নাহি করে॥ বল দেখি ছুরাচার এই ধরাতলে। মাতৃগামী কোনজন হয় কুতৃহলে॥ রতি প্রতি দৈত্যপতি ক্রোখেতে কহিল। হাঁরে কলঙ্কিনী ভোর একি মতি হৈল। তুই বা এমত কর্মা কিমতে করিলি। কামেতে মাতিয়া তুই সকল ভুলিলি॥ একেবারে জ্ঞান হত আনন্দে মগন। ধিকৃ ধিকৃ ভোরে ধিকৃ হারালি চেতন ॥ আনন্দেতে পুত্র সহ করিলি বিহার। এই কি উচিত কর্ম হেরি চমৎকার॥ যাহারে পালন করি তন্য সমান। তার সহ কামে মক্ত নাহি কিছু জ্ঞান॥ ধর্ম্ম ভয় নাছি তোর ওরে পাপমতি। জাননাকো পরকালে কি হইবে গতি॥ তব সম পাপীয়সী নাহিক ভূবনে। ধিকৃ ধিকৃ শত ধিকৃ তোর এ জীবনে॥

ক্ষণেকে আমার হাতে হইবে নিধন। পাপের উচিত ফল পাইবি এখন। এত কহি মহাকোপে দৈত্যের ঈশ্বর। খজা হস্তে ধার তবে কাটিতে সম্বর ॥ মদনের প্রতি কহে ওরে ছুরাশয়। তোর এ জীবন আজি বধিব নিশ্চয়॥ এ বাক্য শ্রবণে হয় সকোপ অস্তর। পুনঃ মহাকোপে তবে কহে দৈত্যবর॥ ত্ব্বদানে কালদর্প করিত্ব পালন। কালেতে আসিয়া করে মস্তকে দংশন॥ তবে দৈত্য মহাতেজে বেগেতে ধাইল। খাণ্ডা ল'য়ে প্রক্রান্মেরে কাটিতে চলিল॥ 🏄 মহাকোপে খড়গাঘাত মদনে করিল। কাম-অঙ্গে লাগি তাহা চুৰ্ণ হ'য়ে গেল। দরশনে মহাক্রোধ ছুফ্ট দৈত্যপতি। বেগে ধেয়ে মহাবলে ধরিলেন রতি॥ অস্ত্র ল'য়ে রতিরে কাটিবারে ধায়। কামদেৰ দৈত্যে ধরি দূরেতে ফেলায়॥ ভূমে পড়ি অচেতন হৈল দৈত্যবর। চেত্রন পাইয়া পূনঃ সক্রোধ অন্তর॥ ধরি গদা রক্তবর্ণ করিয়ে লোচন। প্রচ্যুম্ন উপরে করে বেগেতে ক্ষেপণ॥ প্রহান্ন মারিল গদা তাহার উপর। দৈত্য গদা তাহে চুর্ণ হইল সম্বর॥ গদার প্রহারে গদা করি নিবারণ। সম্বর দৈত্যেরে গদা মারিল তখন॥ ভয়ঙ্কর শব্দে গদা করিল প্রহার। গদার প্রহারে দৈত্য কাঁপে থর থর॥ ভীতমতি দৈত্যপতি হইল পতন। মায়াবী সে দৈত্যবর মায়াতে মগন॥ (১)

১। বৈভাবর সবর এই নারামর বিতা বর্গানব সরিধানে শিক্ষা করেন। এই নরগানবই ইক্সপ্রস্থে মহারাক ব্রিটিরণের সভা নির্বাণ করে।

মায়া বিত্যাবলৈ তথা অদৃশ্য হইল। মেখের ভিতর দৈত্য প্রবেশ করিল। তথা হ'তে মহাক্রোধে প্রক্রান্ন উপরে। नीला द्रक महार्ट्या निरक्ष्म करत ॥ শূষ্য হ'তে বৃক্ষ শীলা হইল পতন। কোখা হ'তে কে প্রহারে নহে নিরূপণ॥ সেইক্ষণে মায়াধারী রুক্মণী-তনয়। চিন্তিয়া করিল স্থির তাহার উপায়॥ বৈষ্ণবী মায়াতে মায়। প্রকাশ করিল। তাহাতে দৈত্যের মায়া অন্তর্হিত হ'লো॥ তবে দৈত্য মহাফ্রোধে কম্পিত হৃদয়। পিশাচী রাক্ষদী আদি মায়া প্রকাশয়॥ কত শত মায়া দৈত্য করিল প্রকাশ। আনন্দে প্রহাম তাহা করিল বিনাশ॥ সব মায়া চুর্ণ হৈল উপায় না পায়। চিন্তিয়া আকুল দৈত্য গদ। হস্তে লয়॥ গদা ছস্তে চারিদিকে করয়ে ভ্রমণ। সে গদা কাটিল তবে কুম্ভের নন্দন॥ তবে মহাকোপে দৈত্য মনেতে ভাবিল। শিব দত্ত শূল ল'য়ে হস্তেতে করিল॥ দরশনে দেবগণ আকুল অন্তর। শিবদত্ত শূল দেখি সকলে কাতর॥ বলে হায় একি দায় আমার ঘটিল। দৈত্য হস্তে পুনঃ বুঝি মদন মরিল। তবে যত দেবগণ বিচারিয়া মনে। অলক্ষিতে কহে গিয়া মননের কাণে॥ ভন কহি কামদেব প্রকৃত বচন। শিবাণীর স্তব কর হ'য়ে একমন॥ নভুবা এ শূল রক্ষা করিতে নারিবে। অবশ্য এ শূলাঘাতে জীবন ত্যজিবে ॥ তবে কামদেব অতি করিয়া বিনয়। হৈমবতী প্রতি স্তব করে সে সময়॥ বলে তুর্গা তুঃখহারা তুর্গতি-নাশিনী। অভয়া অম্বিকা দেবী অন্তর-ঘাতিনী॥

দৈত্যভয় বিনাশিনী মহা ভয়ঙ্করা। অন্নদা অপরাজিতা অতি খরতরা॥ लानिष्ठ्या पिशासती नुमूखमानिनी। ভব জায়া মহামায়া বিকট-হাসিনী॥ শব হৃদে নৃত্য কর কাল-সংহারিণী। মহাকালী মহেশ্বরী ত্রিনেত্র-ধারিণী॥ নর কর ধরা কাঞ্চী মুগুমালা গলে। দেহ মা আত্রা দাসে চরণ কমলে॥ হৈমবতী ভগবতী বিপদ-নাশিনী। ত্রিতাপ হারিণী ছুর্গে ভয় নিবারিণী॥ এইরূপে স্তুতি করে কুষ্ণের নন্দন। মহাকোপে করে দৈত্য শূল নিক্ষেপণ॥ মহাপুল মদনের অঙ্গেতে বাজিল। অঙ্গম্পর্শ মাত্র পারিজাত পুষ্প হৈল॥ শোভিত করিল বক্ষ দেখে দৈত্যপতি। অত্যস্ত আকুল হয় অন্তরেতে অতি॥ সেইকালে কুষ্ণহত সক্রোধ অন্তরে। ব্রহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপিল দৈত্যের উপরে ॥ সেই অস্ত্রে সম্বরের মাথা কাটা গেল। তুই খণ্ড হ'য়ে দৈত্য ভূতলে পড়িন॥ তাহা দেখি মদনের আনন্দিত মন। রতি সতী মহাস্থখে হইল মগন॥ অন্ত্রে কাটি দৈত্যেশ্বর পড়িল ভূতলে। দেবগণ নৃত্য করে মহাকুতৃহলে॥ প্রত্যন্ন উপরে করে পুষ্প বরিষণ। বাজায় তুন্দুভি বাগু অপ্সরারগণ॥ হরিকথা একমনে শুনে যেইজন। পাপ তাপ সব তার করে পলায়ন॥ তাই বলি ভাগবত করহ শ্রবণ। অনায়াদে ঘুচে যাবে সংসার বন্ধন ॥ ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে দশমক্ষে মদন কৰ্তৃক

সম্বর দৈত্য বধ কথা সমাপ্ত।

অপ প্রত্যুদ্ধের ছারকার গ্রন। পরেতে শুনহ রাজা কথা পুরাতন। হরিকথায়ত হয় মুক্তির কারণ॥ হরিনাম কর সার জপ অবিরত। পাইবে পরম গতি কহিনু নিশ্চিত। হরি বিনে এ জগতে গতি নাহি আর। জীবে মুক্তি দিতে ভবে যাঁর অবতার॥ পাপীগণে উদ্ধারিতে দেব জনার্দন। গোলোক ত্যজিয়া আসিলেন বুন্দাবন। অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা দেব দামোদর। লোক শিক্ষা হেডু লীলা করেন বিস্তার॥ পরে শুন মহারাজ কথা সুধাময়। সম্বরে বধিয়ে সেই রুক্মিণী তনয়॥ রতিসহ রতিপতি দারকা আইল। যোগবলে শৃক্তপথে পুরে প্রবেশিল॥ একেবারে অন্তঃপুরে করিল গমন। যথায় বিরাজে যতুকুল নারীগণ॥ সেই স্থানে রতিদহ রুক্মিণী-তন্য। অকস্মাৎ আসি তবে হইল উদয়॥ চমকে বিজ্ঞালি যথা মেখের ভিতর। সেইরূপে ছুইজনে দেখিল সত্তর॥ আজাত্মলম্বিত বাহু আরক্ত লোচন। বিস্মায় মানিল সবে করি দরশন॥ তাহে মুত্র হাস্তযুক্ত বদন হুন্দর। অলকা আরত মুথ আঁথি মনোহর॥ তারে হেরি পুরবাসী যতেক রমণী। লজ্জিত হইল সবে কৃষ্ণ অনুমানি॥ পরেতে বিশেষ করি করি নিরীকণ। তথন মনেতে সবে করয়ে চিন্তন ॥ কুষ্ণ নয় তবে এই হয় কোনজন। কোথা হ'তে এই ব্যক্তি আইল এখন॥ কিবা হেতু এই স্থলে হঠাৎ আইল। মনে ভাবি নাত্রীগণ চিম্বান্থিত তৈল ॥

**र्हितन द्रम्यो मह्म श्रदम इम्मद्र**। বিশ্বয়ে হইল মগ্ন আনন্দ অন্তর ॥ না পায় ভাবিয়ে কিছু ইহার কারণ। পরেতে রুক্মিণীদেবী করি নিরীক্ষণ ॥ দোঁহার বদন চন্দ্র যথন হেরিল। অমনি সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল। অপরপ রূপ সব কুষ্ণের সমান। বিভিন্ন নাহিক কিছু দেখি দে বয়ান ॥ কেমন রূপের কান্ডি দেখিতে হুন্দর। অমুমান হয় এই সম্ভান আমার॥ যে পুত্র হইল নম্ট মনে জ্ঞান হয়। সেইমত দেখি আমি স্থন্দর তনয়॥ নতুবা ইহারে কেন করি দরশন। স্নেহেতে অন্তর মোর করিছে এমন॥ তাই এ স্তনেতে ক্ষীর ক্ষরিতেছে এত। হেরিয়া এ চাঁদমুখ আনন্দে আপ্লুত॥ কেবা এ কাহার হুত না জানি কারণ। কোথা হতে এই স্থানে করে আগমন॥ কোন ভাগ্যবতী এরে গর্ভেতে ধরিল। সেই পুণ্যবতী যেবা স্তনছ্ত্ম দিল ॥ যে পুত্র বিনাশ হল সৃতিকা আগারে। এতদিনে এত বড় হ'তে। মম ঘরে॥ তাহার সমান রূপ হয় নিরীকণ। যদি দৈবযোগে তার থাকয়ে জীবন॥ যগুপি জানিতে পারি তনয় আমার। কোলেতে করি যে আমি হুন্দর কুমার॥ এইরূপে মনে মনে করিছে ভাবন। হেনকালে আসে তথা দেব নারায়ণ॥ বহুদেব ও দেবকী উপনীত হ'লো। হেরিয়ে কুমারে সবে বিশ্বয় মানিল॥ অন্তর্য্যামী নারায়ণ সব তত্ত্ব জানে। কহিল বুক্তান্ত কথা স্বাকার স্থানে॥ হেনকালে তথায় নারদ তপোধন। কৃষ্ণগুণ গানে মন্ত আইল তখন॥

রুক্মিণী তনয় সেই প্রছ্যুম্মে হেরিল। একে একে বিবরণ সকলে কহিল॥ সূতিকা গুহেতে যবে হরে দৈত্যবর। সেই সব ভত্তকথা কহে গুণাকর॥ ভনিল সে সব কথা কুলনারীগণ। বহুদেব দেবকীও করিল শ্রবণ।। শুনিয়া রুক্মিণী তবে আনন্দিত হয়। জানিয়া আপন পুত্ৰ কোলে তুলি লয়॥ শত শত চুম্ব দেয় পুজের বদনে। রতিরে লইল কোলে আর নারীগণে॥ আনন্দে রুক্মিণী আঁখি করে ছল ছল। পুত্রমুখ হেরি সতী সকলি ভুলিল। পরেতে দারকাপুরী সকলে জানিল। হেরিতে রুপ্রিণী-স্থতে সকলে ধাইল। প্রহ্রাসে হেরিয়া সবে আনন্দ হৃদয়। পুলকে পূর্ণিত তন্ম সবাকার হয়॥ ऋक्षिगीरत প্রশংসিল পুরবাসীগণে। তব সম ভাগ্যবতী কে আছে ভুবনে॥ মরা পুত্র গৃহে আইল কি ভাগ্য তোমার। পুণ্যবতী তুমি হও জগতের সার॥ বধু সঙ্গে এল পুজ্ৰ ভূমি ভাগ্যবতী। এইরূপ কছে যত দারকা যুবতী॥ হেরিয়া প্রত্যন্ন রূপ মোহিত হইল। অপরূপ রূপে সবে হইল চঞ্চল ॥ ব্রুক্সিণী বাতীত আর যত নারীগণ। সবাকার একেবারে বিচলিত মন॥ পুত্রে দরশন করি মানস চঞ্চল। অপরে সে রূপ কেন না হবে বিহবল॥ এইরূপে পুরবাসীর আনন্দ অন্তর। ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে প্রত্যুমের রতিসহ দারকার গমন সমাপ্ত।

অৰ্থ ভাষস্তক মণি হরণ। শুকদেব কছে পরে শুন নরপতি। 🎒 ক্লফ চরিত্র কথা মনোহর অতি॥ সত্রাজিং নামে এক ছিল নরপতি। কৃষ্ণপদে অপরাধ করেছিল অতি॥ পরে কন্সা দেয় তারে সম্ভোষ কারণ। সত্যভাষা নামে কম্মা করয়ে অর্পণ। রাজা কছে মুনিবর শুন মোর বাণী। কিবা দোষ করে সত্রাজিৎ নৃপমণি॥ সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মহাশয়। সন্দেহ ঘুচাও মোর কহি সমুদয়॥ শুকদেব কছে শুন ওছে নরপতি। সূৰ্য্যভক্ত সূৰ্য্য সথা সত্ৰাজিৎ অতি॥ সত্রাজিৎ রাজা তবে পুজের কারণ। সূর্য্যের তপস্থা করে শুন বিবরণ॥ ভূপতির স্তবে তুষ্ট দিবাপতি হয়। সত্রাজিতে পুত্রবর দিল সে সময়॥ স্থমন্তক নামে আর মণি তারে দিল। সত্যভাষা নামে তার ছহিতা হইল॥ সূর্য্যসম স্থামন্তক পরম স্থন্দর। মণি পেয়ে সত্রাজিং আনন্দ অন্তর ॥ সেই মণি নরপতি কণ্ঠেতে ধরিল। পরম আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইল॥ মণি তেজে সূর্য্য তেজ হয় নিবারণ। কিবা মনোহর মণি ভুবনমোহন॥ একদিন সত্রাজিৎ সেই মণি পরি। দ্বারকানগরে গেল সম্ভাষিতে হরি॥ গলে দোলে স্থমস্তক মণি মনোহর। কিরণেতে যেন দীপ্ত হয় প্রভাকর॥ সর্ব্বগুণ সার মণি অতি তেন্ডোময়। উচ্ছল দারকাপুরী মণিতে প্রত্যয়॥ ৰারকা-নিবাদী যত হেরি দে রতনে। বিশ্ময় ছইয়ে সবে ভাবে মনে মনে ॥

**(इन मिं क्रिक्र नाहि इग्र महामन।** ভাবি মনে করি গতি শ্রীকৃষ্ণ সদন ॥ হেরিল ঐপতি তথা রুক্মিণীর সঙ্গে। পাশা ক্রীড়া করে তাঁরা চুইজনে রঙ্গে॥ নগরের লোক যত আসি হেনকালে। মুত্রভাষে কৃষ্ণ প্রতি কহে কুতৃহলে॥ শুন দেব নারায়ণ মোদের বচন। তব গৃহে আইলেন দেব বিকর্ত্তন॥ ওহে দেব নারায়ণ প্রভু গদাধর। চরণ বন্দিতে আসে দেব দিবাকর॥ তুমি জগতের পতি দেব জনার্দ্দন। আইসে এখানে তব বন্দিতে চরণ॥ একথা প্রবণে হরি অন্তরে হাসিল। মধুর বাক্যেতে তবে কহিতে লাগিল। শুন কহি সবাকারে ওহে প্রজাগণ। সক্রাজিৎ রাজা এই শুন বিবরণ॥ নহে দিবাকর ইনি জানিহ অন্তরে। মণির আভায় সব হেন দীপ্তি করে॥ সূর্য্য প্রভা ধরে এই জানিহ রতন। কহিলাম সব কথা শুন বিবরণ ॥ হেনকালে সত্ৰাজিং উপস্থিত হয়। আসিয়া বসিল সেই স্বধন্বা সভায়॥ সভান্থ সাদরে সেই নৃপে সম্ভাষিল। মণির র্ভান্ত কিছু তারে জিজ্ঞাসিল। কোথায় পাইলে কহ এই মহা মণি। ইহার ব্বতান্ত মোরে কহ নরমণি॥ কি গুণ ইহার আছে কহ মহাশয়। দিবাকর সম কর ইথে প্রকাশয়॥ সত্রাজিৎ নরপতি শুনি সে বচন। কছে মহাশয় শুন সব বিবরণ॥ অতি প্রভাময় এই মণি সমুস্কল। প্রভাকর সম প্রভা বর্ণ হৃবিমল॥ দিবাকর দিয়াছেন মোরে কুপা করি। প্রসবয় দিনে দিনে স্বর্ণ অফ্ট ভরি ॥

কি কব ইহার গুণ শুন মহামতি। এই মণি যেই দেশে করে অবস্থিতি॥ ছভিক্ষ না রহে তথা শুন মহাশয়। আর নাহি রয় সেই দেশে শক্ত ভয়॥ সপ্ভিয় সাহি থাকে শুন মহামতি। সর্বব অসঙ্গল নাশ করে শীঘ্রগতি॥ যে দেশে এ মণি রহে শুন গুণাকর। শস্তে পরিপূর্ণ হয় তথা বহন্ধর॥ এরপ মণির গুণ করিয়ে শ্রবণ। আশ্চর্য্য মানিল তবে দেব নারায়ণ॥ সেই মণি সত্ৰাজিৎ নিকটে যাচিল। মুতুভাষে কৃষ্ণ প্রতি ভূপতি কহিল॥ মম ভ্রাতা প্রদেন সে শুন যতুরায়। এ মণি তাহার দেব জানিবে নিশ্চয়॥ অতএব ইথে মোর নাহি অধিকার। এ মণি তোমারে প্রভু দিব কি প্রকার॥ এইরূপ ছল করি সত্রাজিৎ রায়। শ্রীকৃষ্ণে ছলিয়া গৃহে আইল ত্বরায়॥ গৃহে আসি সেই মণি ভায়ে পরাইল। প্রসেনের গলে মণি বিরাজ করিল। শুন রাজা পরীক্ষিত অপূর্ব্ব বচন। দৈবের নির্ববন্ধ কভু না হয় খণ্ডন॥ একদিন প্রদেন সেই মণি গলে দিয়া। মুগয়া কারণ বনে প্রবেশেন গিয়া॥ নিবিড় কাননে যায় প্রসেন তখন। মুগয়া করেন হুখে সানন্দিত মন॥ সেই বনে মহাসিংহ প্রসেনে হেরিল। মহাক্রোধে সিংহবর তাহারে মারিল। প্রদেনে মারিয়া মণি করিল হরণ। নিজ গলে সেই মণি করিল ধারণ॥ মণি পরি মহাসিংহ আনন্দে মাতিল। জাম্বান সেই সিংহে বিনাশ করিল। সিংহ বিনাশিয়া মণি জান্থবান লয়। হুড়ঙ্গের ঘারে নিজ পুরী প্রবেশয়॥

প্রবেশি পাতাল পুরী নিজ পুত্র গলে। সেই মহা মণি দিল অতি কুতৃহলে॥ (हशाय छनह ताय अश्वतं दर्शन। ভাতৃশোকে সত্ৰাজিৎ ব্যাকুলিত মন॥ ক্রন্দন করয়ে দলা প্রদেনের তরে। অমুতাপানলে দগ্ধ হয় নিরন্তরে॥ শোকেতে কাতর মুখে বলে এই বাণী। প্রদেনের গলে ছিল স্থামন্তক মণি॥ व्यामात्र निकटि कृष्य (म मि हारिल। না পেয়ে সে মণি মম সোদরে বধিল। তাহারে বধিল হরি মণির কারণ। স্থমন্তক মহামণি করিল হরণ॥ মহাশোকে কান্দে আর বলে এই বাণী। দ্বারকা-নিবাসী লোকে করে কাণাকাণি ক্রমেতে সে গদাধর করিল শ্রবণ। মণি হেতু হৈল মোর কলঙ্ক রটন॥ মিথ্যা যে কলঙ্ক মোর জগতে রটিল। এ কলঙ্কে এ জীবনে কিবা আছে ফল।। কিছু আমি নাহি জানি তাহার কারণ। তুর্জ্জয় কলঙ্ক মোর হইল রটন॥ পুরুষের মৃত্যু ভাল কলঙ্ক হইতে। ভয়ে মম স্থানে কেহ না পারে কহিতে॥ অতএব এ কলক্ষ করিব মোচন। দেখিব সে মণি কেবা করিল হরণ॥ এইরূপ নারায়ণ বিচারিয়া মনে। অমুমতি করে তবে আপনি স্বগণে॥ দারকা হইতে হরি বাহির হইল। নিবিড় কানন মাঝে প্রবেশ করিল। ভয়ঙ্কর বন সব করে দরশন। দেখিল প্রসেন তথা রয়েছে পতন॥ মূত অখ সহ সত্রাজিৎ সহোদর। প্রাণ-শৃষ্ণ পড়িয়াছে ধরণী উপর॥ অদুরেতে মহাসিংহ ছাড়িয়া জীবন। ধরণীতে মহাকায় র'য়েছে পতন ॥

তাহা দেখি ভগবান আশ্চর্য্য মানিল। সিংহ পাশে ভল্লুকের প্রচিক্ত ছিল॥ তাহা দেখি মনে মনে চিস্তে নারায়ণ। তথায় হুড়ঙ্গ দার করে দরশন।। তবে সর্বজনে তথা অনুমান করে। প্রদেন বধিল সিংহ মনে এই ধরে॥ সিংহেরে ভল্লুক তবে নিশ্চয় বধিল। স্থমস্তক মণি ল'য়ে পাতালেতে গেল॥ সবে মিলি এইরূপে করিল বিচার। ভগবান কহে তবে শুন বাক্য সার॥ অবশ্য পাতালে আমি প্রবেশ করিব। ভল্লক নিকট হ'তে মণি উদ্ধারিব॥ এই হুড়ঙ্গের দ্বারে রহ সর্বজন। একাকী পাতালপুরী করিব গমন॥ স্থমস্তক মহামণি করিব উদ্ধার। জাম্বান পূরী মাঝে যাব একবার॥ এত বলি বাহুদেব করিল গমন। পাতাল ভিতরে তবে প্রবেশে তথন॥ গমন করিয়া সেই পাতাল পুরীতে। দরশন করে হরি ভল্লুক গৃহেতে॥ ধাত্রীর কোলেতে আছে ভল্লুক-নন্দন। তাহার গলেতে মণি করে দরশন ॥ কাঁদিতেছে শিশু সেই ধাত্রীর কোলেতে। কহিতেছে ধাত্রী তায় প্রবোধ বাক্যেতে ॥ কেনরে অবোধ শিশু করিছ ক্রন্দন। স্থ্যমন্তক মণি তোর গলেতে এখন॥ প্রদেবে মারিয়া সিংহ মণিরে হরিল। সিংহ বধি তব পিতা এ মণি আনিল। হেন মহামণি রহে গলেতে তোমার। তথাপি কাঁদিছ কেন অবোধ কুমার॥ ধাত্রী যত শিশুকে কহিছে বিবরণ। সেই কথা নিজ কাণে শুনে নারায়ণ॥ উপনীত হয় তথা দেব গদাধর। হেরিল শিশুর গ্লে দে মণি হুব্দর॥

মণি লইবারে তথা করিল গমন। শিশু সন্নিধানে ধায় দেব নারায়ণ ॥ তবে ধাত্রী ভীত হয় হেরিয়া ভাঁহারে। জাম্বানে ডাকে তবে অতি উচ্চৈঃস্বরে॥ ওহে প্রভু শীঘ্রগতি আইস এখানে। মণি হরি হেথা আসি লয় কোনজনে॥ ঘন রবে ডাকে আর এই কথা বলে। তাহা শুনি জামুবান ক্রতপদে চলে। হেরিল বালক পাশে পুরুষ রতন। কোপে কাঁপে ধর ধর আরক্ত লোচন॥ ঘোর রবে নারায়ণে আক্রমণ করে। মহাগজ ধায় যথা সিংহ মারিবারে॥ সেইমত ঋক্ষরাজ কুঞ্চেরে ধরিল। ছুইজনে মল্লযুদ্ধ তথায় হইল ॥ **इहेल जूम्ल युक्त ज्ञान उथन।** সমান ছুজন কারো না হয় পতন। এইরূপে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। আঠাশ দিবসযুদ্ধ কেহ না হারিল। একস্থানে এইরূপ মহাযুদ্ধ হয়। কেছ কারে নাহি পারে করিবারে জয়॥ তবে নারায়ণ ক্রোধে কম্পিত হইল। ভল্লকের বক্ষে এক মৃষ্টি প্রহারিল।। সেই মুক্ট্যাখাতে ঋক হ'লো অচেতন। ঝলকে ঝলকে রক্ত করিল বমন ॥ ঋকরাজ হীনবল নড়িতে না পারে। বাজিল বিষম ব্যথা তাহার অন্তরে॥ ক্ষীণতকু তাহে ঘর্ম হয় নিঃসরণ। ক্ষণেক বিলম্বে তবে পাইল চেতন। তবে সে ভল্লক-পতি করেন চিন্তন। আমারে ব্যথিত করে এবা কোনজন॥ আমারে জিনিতে নাহি পারে কোন নর। ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি করি ধতেক অমর॥ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্কেতে মোরে ভয় করে। এবা কোনজন মোরে ব্যথিল সমরে॥

ছেন মনে বিচারিয়া ধ্যানস্থ হইল। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণে সাক্ষাতে ছেরিল॥ তবে জাম্বুবান তথা করি যোড়কর। বলে মোর অপরাধ ক্ষম যতুবর॥ না জানি করিন্তু দোষ তোমার চরণে। এখন আমারে দেব রাখ নিজগুণে॥ তোমারে জানিত্র হরি জগত জীবন। সর্ব্ব জীব সার দেব সকল কারণ। পরম পুরুষ দেব তুমি মূলাধার। স্বন্ধন পালন হয় তোমাতে সংহার॥ বিশ্বের আধার দেব বিশ্ব-বিমোহন। ব্দনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে মাত্ৰ তুমি একজন ॥ পুরুষ প্রধান দেব তুমি গিরিধর। ত্তব কোপে মহার্ণব হইল কাতর॥ ভূমি সেই মহার্ণবে বন্ধন করিলে। আনন্দে বানর সহ রক্ষঃপুরে গেলে॥ সবংশেতে রক্ষরাক্তে করিলে নিধন। সীতা উদ্ধারিলে তুমি রাজীব লোচন। দেই রাম হও তুমি ওহে মহামতি। এখন হেরিমু তোমা অপূর্ব্ব মূরতি॥ কহ দেব কি কারণে হেথা আগমন। বিস্তারিয়া কহ দেব আমারে এখন॥ শুনি বাণী চিন্তামণি থক্ষরাজে কয়। শুন জাম্বান এবে মম পরিচয়॥ তাবণ করহ ভূমি মম আগমন। স্থামন্তক জন্ম একু তোমার সদন॥ যে মণি হরিলে ভূমি প্রসেনে মারিয়া। হেথায় আইন্থ আমি তাহার লাগিয়া॥ মম অপ্যশ রূপা তাহার কারণ। শীঘ্র দেহ স্থমস্তক ভল্লক রাজন ॥ কুষ্ণের বচনে তবে ভল্লুক নৃপতি। ক্সা দান করে তাঁরে নামে জামুবতী॥ যৌতৃক স্বৰূপ স্থমস্তক মণি দিল। পরম আনন্দে হরি নিজ পুরে গেল 🛊

এখন শুনহ রাজা কথা পুরাতন। মুড়কের ছারে যত যতুসেনাগণ ॥ বহুদিন থাকি তথা ভাবিয়া অস্তরে। শোকান্বিত হ'য়ে আসে দ্বারকানগরে॥ দ্বারকা-নিবাসী যত পুরবাসীগণ। স্থড়ঙ্গ-প্রবেশ বার্ত্তা করয়ে প্রবেণ॥ বাহুদেব লাগি সবে করয়ে রোদন। দ্বারকা-নিবাদী দবে শোকে অচেতন। মহাশোকে মগ্ন সবে যত যতুকুল। কুৰিণী কাঁদিয়া তথা হইল আকুল। মহাশোকে মহাদেবী ধরায় পড়িল। পুরবাদীগণ দবে কাঁদিতে লাগিল। এরপে দারকাবাসী যতুকুল যত। মহাশোকে সত্ৰাজিতে গালি পাড়ে তত দ্বারকা নগরবাদী করে উচ্চরব। মহাশোকে শোকাকুল পুরবাসী সব॥ দেবকী শোকেতে অতি হইল কাতর। পার্বিতী অর্চনা করে ব্যাকুল অস্তর॥ মহামায়া পূজে তবে কুষ্ণের কারণ। দেবী প্রতি ভগবতী কহিল তখন॥ কেন কান্দ মহাদেণী শোক পরিহর। কুষ্ণ অমঙ্গল ভাব কেন নিরস্তর॥ যার নামে শত শত অমঙ্গল যায়। তাঁর অমঙ্গল ভাব একি ঘোর দায়॥ আসিবেন জগন্নাথ স্থির কর মতি। ক্রন্সন না কর যত বারকা যুবতী॥ অবিলম্বে হরি তব আসিবেন পুরে। এই সব কথা দেবী কহে দেবকীরে॥ পাৰ্ব্বতী বচনে সবে সান্ত্ৰা পাইল। উৎকণ্ঠাতে পথপানে চাহিয়া রহিল।। बातका-निवामी ছिल পথ नित्रीकर्ण। হেনকালে আদে হরি সভা বিগুমানে॥ পুরীমাঝে ভগবান উপস্থিত হয়। দ্বারকা-নিবাসী সবে আনন্দ হুদয়॥

স্থমস্তক মণি কৃষ্ণ দেখায় সকলে। মূত দেহে প্রাণ যেন পায় কুভূহলে॥ কৃষ্ণ দরশনে সবে আনন্দে মগন। রুক্মিণী আনন্দে ভাসে করি দর্শন॥ বহুদেব কুষ্ণে হেরি আনন্দিত মন। মৃতদেহে দেবকী যেন পাইল জীবন॥ পরে শুন মহামতি অপূর্ব্ব ভারতী। স্থমস্তক মণি সহ কন্সা জান্মবতী॥ পাতাল হইতে নিজ পুরেতে আইল। সত্ৰাজিতে ভাকি তবে তথা আনাইল॥ তবে নারায়ণ তারে কহি বিবরণ। সেই স্থমস্তক মণি করিল অর্পণ॥ পেয়ে মণি নরমণি শক্তিত হৃদয়। অনুতাপে তন্তু দহে চিন্তে সে সময়॥ কি কার্য্য করিমু আমি জ্ঞানহীন নর। কত অপরাধ কৈন্তু না জানি ঈশ্বর॥ বিনা দোষে আমি ভাঁরে করিমু যেরূপ। কেমনে ভূষিব এবে সেই বিশ্বরূপ॥ দিবানিশি এইরূপ ভাবে যোগিজন। কিরূপে হইবে তুষ্ট দেব জনার্দন॥ পরম কারণ হরি না জানি ভাঁহারে। সে কারণ পড়িলাম এ বিধম ফেরে॥ আমি অতি কুদ্ৰ বুদ্ধি তাহে মূঢ়জন। লোভী পাপী হুৱাশয় পাপিষ্ঠ হুৰ্জন॥ শ্ৰীকৃষ্ণ যাচিল মণি না দিতু তখন। সেই হেতু হেন ছঃখ হয় সংঘটন॥ সেই অপরাধে মোর এ দশা ঘটিল। প্রাণের সোদর মোর প্রদেন মরিল॥ অতএব কিরূপেতে তাঁহারে ভূষিব। কক্সাদান করি আমি নিস্তার পাইব ॥ নতুবা উপায় মোর নাহি দেখি আর। কন্সা দানে পাব আজি আনন্দ অপার॥ এইরূপ সত্রাজিৎ মনে বিচারিল। সাদরে কুকেরে আনি কন্সাদান দিল।

যৌতুক দিলেন সেই শুমস্তক মণি। সম্ভুক্ত হইল হরি পেয়ে সে রমণী॥ পরমা রূপদী কম্মা যেন ডিলোক্তমা। ভাসিল আনন্দে কৃষ্ণ পেয়ে সত্যভাষা ৷ স্থামন্তক মণি কৃষ্ণ না করে গ্রহণ। সত্রাজ্বিৎ নুপতিরে করে প্রত্যর্পণ॥ তাহে রাজা সত্রাজিং হুঃখিত অন্তর। মুদ্রভাষে রাজারে কহিল গদাধর॥ চুঃখ না ভাবিহ রাজা শাস্ত কর মন। এখন না লব আমি এ মহা রতন॥ তবে এই বাক্য আমি কহিন্দু এখন। যবে তব কক্সা গর্ভে জিন্মবে নন্দন॥ তথন এ মণি ভূমি করিবে প্রদান। কহিন্দু তোমারে আমি ওছে মতিমান॥ এত বলি সত্যভাষা সঙ্গে গদাধর। আনন্দে আইল হরি ছারকানগর॥ ভাগবত কথা হয় অতি মনোহর। দাস ভাষে মহানন্দে শুন সাধু নর॥ ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে দশমকৰে ভমন্তক

মণি হরণ শ্মাপ্ত।

## অণ শুমস্তক উপাধ্যান।

শুকদেব কহে তবে শুন নরবর। কহিব অপূর্বব কথা ভাবণে হুন্দর॥ অক্রুরের মুখে শুনি পাগুব-কাহিনী। মহাশোকে মগ্ন হন দেব চিন্তামণি॥ মাতা সহ অগ্নিদগ্ধ ভাই পঞ্জন। অক্রুরের মুখে শুনি এ সব বচন॥ अरकवादत क्रःथनीरत मगन रहेन। তবে নারায়ণ সেই হস্তিনাতে গেল। বলদেব দঙ্গে গেল হস্তিনানগরে। সমাদরে স্বাকারে স্ক্রাবণ করে।

ভীগ্ন কুপ দ্রোণ আদি যত সভাজন। ধুতরাষ্ট্র বিছুরের করে সম্ভাষণ॥ গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরুকুল নারী। সমাদরে স্বাকারে সম্ভাবে প্রীহরি॥ কুন্তীসহ পঞ্চাই আগুনে পুড়িল। সেই শোকে যত্নপতি কাতর ছইল॥ বলরাম সহ সেই হস্তিনানগর। কিছুকাল রহে তথা দেব গদাধর॥ এখানে দারকাপুরে শুনহ রাজন। কৃতবর্মা ক্রুর শতধন্বা তিনজন ॥ কুতবর্মা ক্রুর তবে শতধন্বা প্রতি। কহে আমাদের বাক্য শুন মহামতি॥ কহি শুন মহামতি পূর্ব্ব বিবরণ। সত্রাজিৎ করে কন্সা কুফেরে অর্পণ॥ তোমারে যে কম্মা দিতে স্বীকার করিল। তাহা না করিয়া কন্সা ক্ষুষ্ণে সমর্পিল॥ অঙ্গীকার করি তাহা না করে পালন। পরম পাপিষ্ঠ সেই বড়ই হুর্জ্জন॥ মহাপাপী ত্রাচারী সদৃশ তাহার। এ জগতে কছু নাহি হেরি মোরা আর॥ পরম অধন্মী সেই তুরাচার অতি। অবশ্য কর্ত্তব্য তার করিতে তুর্গতি॥ পাপীরে করিলে বধ পাপ নাহি হয়। কছিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চয়॥ অতএব কর তারে এক্ষণে নিধন। পাপিষ্ঠ জনের শীত্র বধহ জীবন॥ কুষ্ণ বলরাম হয় তাহার সহায়। হস্তিনানগরে আছে দোঁহে এ সময়॥ এমন স্রবোগ আর না পাবে কখন। সত্রাজিতে গিয়ে তুমি করহ নিধন॥ মহামণি অমস্তক হরিয়া আনহ। সত্ৰাজিতে বধি মণি আমাদিগে দেহ। এই বাক্য শুনি শতধন্বা মহামতি। মণি লোভে লুক মন স্থন নরপতি॥

নিশিতে নিদ্রিত হয় সত্রাজিৎ রায়। শতধন্বা অস্ত্র করে সেই স্থানে যায়॥ অসি করে মহারোধে শতধ্যা তথা। কাটিতে উন্নত নৃপে নিদ্রা যায় যথা॥ তবে নারীগণ তথা করি দরশন। মহাশোকান্বিত হ'য়ে করয়ে রোদন॥ অনাথার মত সবে কাঁদিতে লাগিল। নির্দয় সে শতধন্ব। রাজারে কাটিল॥ স্থমস্তক মণি পরে করয়ে হরণ। করিল সে কুতবর্মার নিকটে গমন॥ কৃতবর্মা শতধন্বা যুক্তি স্থির কৈল। অক্রুর নিকটে সেই মণিরে রাখিল॥ হেথা সত্যভামা শুনি পিতার নিধন। শোকেতে হইল ধনা ভূতলে পতন॥ অচেতন ভূমিতলে পড়িয়া তখন। চেত্রন পাইয়া বহু করয়ে রোদন। কোথা পিতা কোথা পিতা এইমাত্র রব। করাঘাত হানে বুকে পুরবাদী সব॥ নাশিতে উন্মত হয় আপন জীবন। ধরিয়া রাখিতে নারে পুরবাদী জন॥ পিতার কারণ ধনী অত্যন্ত কাতর। কাঁদিয়া হইল সতী বিমর্ষ অন্তর ॥ ক্ষণেকে হইল শান্ত প্রবোধ বচনে। মৃত দেহ রাখে তথা দেবী তৈল দানে॥ কটাহে পুরিয়া তৈল তাহাতে স্থাপিল। সেই দেহ রক্ষা হেতু রক্ষক রাখিল। রাখিয়া পিতার দেহ করিয়া যতন। আপনি চলিলা দেবী হস্তিনা-ভবন ॥ কান্দিতে কান্দিতে সতী কুঞ্চেরে কহিল। পিতার মরণ বার্তা সব জানাইল। শতধৰা ছুৱাশয় বধিল পিতায়। কাটিল তাহারে যবে ছিলেন নিদ্রায়॥ কাটিয়া তাহারে হুফ্ট মণি যে হরিল। স্থামস্তক ল'য়ে পরে পলাইয়া গেল॥

তাহা জানাইতে আমি একু এ সময়। এখন করহ তুমি যাহা যুক্তি হয়॥ এত কহি সত্যভামা করিয়া রোদন। পড়িল স্থূতলে তবে হ'য়ে অচেতন॥ সান্ত্রনা করিয়া প্রভু দেব জনার্দ্দন। কহে শীঘ্র গৃহে দেবী করহ গমন॥ অবশ্য করিব আমি ইহার বিধান। তার সমূচিত ফল করিব প্রদান॥ তবে সত্যভামা দেবী গুহেতে আইল। ক্লফ বলরাম দোঁহে শোকেতে কাঁদিল॥ আইল দ্বারকাপুরী মলিন বদনে। করে চিন্তা শতধন্বা বধের কারণে॥ তবে শতধন্বা তাহা শ্রেবণ করিল। মহাভয়ে তন্তু তার কাঁপিয়া উঠিল॥ ভাবিয়া না পায় কিছু উপায় তথন। মনে মনে এক যুক্তি করিল চিন্তন॥ ভাবি মনে ধীর পদে গমন করিল। কুতবর্মা অক্রুরের নিকটেতে গেল॥ কহিতে লাগিল গিয়ে তাদের গোচর। এখন উপায় মোরে বলহ সহর॥ তোমাদের বাক্যে কার্য্য কৈন্তু বিপরীত। এখন করহ মম উপায় বিহিত। এবে কি প্রকারে বাঁচি কর সে উপায়। এ বিপদে তুইজনে হও হে সহায়॥ এখন যেরূপে হয় রাখহ জীবন। এ ঘেরি সঙ্কটে রাথ তোমরা তু-জন।। কৃতবর্মা ও অক্রুর সে কথা শ্রবণে। বলে কিবা কহ তুমি আমাদের স্থানে॥ কেবা আছে বল হেন জগত ভিতর। কুষ্ণের বিপক্ষ হবে কেবা হেন নর॥ জগতের সার হয় সেই তুইজন। কার সাধ্য তার সনে যুঝিবে এখন॥ তার প্রতিৰন্ধী হবে সাধ্য আছে কার। ত্রিজগতে রক্ষা নাহি ক্ষণমাত্র তার॥

त्राम कृष्ध मत्न (कवा विवान कतिरव। অগাধ সমুদ্রজ্ঞলে কেবা ঝাঁপ দিবে॥ ইচ্ছা করিয়া গরল কে করে ভক্ষণ। কুষ্ণ সঙ্গে বাদ মাত্র মরণ কারণ॥ মহা বলবান সেই কংস নরপতি। হেলায় তাহারে বধে দেব যত্নপতি॥ দেখ এই জরাসন্ধ কত বল ধরে। সপ্তদশবার যুদ্ধে অনায়াসে হারে॥ হেলায় বধিল তার সেনা অগণন। তেইশ অক্ষোহিণী সেনা সমরে নিধন॥ তার সঙ্গে বাদ করে কেবা এ সংসারে। হেথা হ'তে যাহ তুমি চলি স্থানান্তরে॥ তব অনুরোধ রুথা যাহ অক্ত স্থান। অপর সহায় নিয়ে রাখ তব প্রাণ॥ শুন শতধন্বা তুমি আমার কাহিনী। স্ষ্টি-স্থিতি লয়কারী দেব চক্রপাণি॥ গোবর্দ্ধন ধরে যেই হ'রে বিশ্বস্তর। তাঁহার বিপক্ষে সহায় কে হবে তোমার॥ মনে মনে নারায়ণে ভাব অনিবার। পরম কারণ হরি জগতের সার॥ নমত্তে পরমত্রকা যশোদা-নন্দন। স্ষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ যে জন॥ তাঁর পদে কোটি কোটি প্রণতি আমার। কর সেই কার্য্য এবে যে ইচ্ছা তোমার॥ এ কথা শুনিয়া তবে শতধন্বা কয়। তোমাদের বাক্যে মম জীবন সংশয়॥ জানিলাম পর বুদ্ধে হয় কুঘটন। ন। করিব হেন কর্ম্ম থাকিতে জীবন॥ তবে এক কথা মোর স্মরণ রাখিবে। স্থমস্তক মণি ভূমি যতনে রাখিবে॥ अौवन थाक यनि नित्व शूनर्वात । মম সহ পুনঃ দেখা হবে আরবার॥ এত কহি শতধন্বা উপায় চিন্তিল। দ্রুতগামী অশ্ব এক তথায় আনিল।

এক লক্ষে শত যোজন গমন সে করে। শতধন্বা আরোহিল সেই অশ্ববরে॥ তাহে চড়ি শীঘ্রগতি করে পলায়ন। পশ্চাতে ধাইল তবে দেব নারায়ণ॥ শুনিলেন শতধ্যা পলায় সম্বরে। বিমানে চড়িয়া হরি যায় মারিবারে॥ কৃষ্ণ অনুগামী তবে দেব সঙ্কর্ষণ। দ্রুতগতি ধায় যথা করে পলায়ন॥ অশ্বপৃষ্ঠে শতধন্বা বেগেতে পলায়। কৃষ্ণ বলরাম তার পাছে পাছে ধায়॥ বহুদূর গিয়া অশ্ব ত্যজ্ঞিল জীবন। পদত্রজে ক্রতপদে ধাইল তথন॥ একে কুফভয়ে প্রাণ অত্যন্ত কাতর। তাহে পদত্রজে ধায় হইয়া সত্বর॥ তবে হরি সেই স্থানে রথ হ'তে নামি। পদব্রজে হয় তবে তার অনুগামী॥ জগতের সার যিনি বিশ্ব-বিমোহন। তার কাছে কেবা আগে করে পলায়ন॥ " ক্রতপদে গিয়া হরি তাহারে ধরিল। কেশে ধরি স্থদর্শনে মস্তক ছেদিল॥ কন্ধ হ'তে মুগু তার পড়িল ভূতলে। তবে দেব নারায়ণ অতি কুতৃহলে॥ তাহার অঙ্গেতে মণি করে অশ্বেষণ। না পায় সে মণি কৃষ্ণ বলদেবে কন॥ মহা ব্যগ্র হ'য়ে কুষ্ণ বলদেবে কয়। কি হবে হে মহামতি কি হবে উপায়॥ শতধন্ব। পাশে মণি নহে দরশন। রুপায় তাহার মাত্র বধিন্ম জীবন॥ লাভ মাত্ৰ শতংশা হইল বিনাশ। জগতে আমার নিন্দা হইবে প্রকাশ। ষেই অপযশে আমি এ কার্য্য করিমু। পুনঃ সে কলঙ্ক-কৃপে নিশ্চয় পড়িন্ধু॥ তবে বলদেব কুষ্ণে কহিতে লাগিল। স্থমস্তক মহামণি তবে কোণা গেল॥

শুন কৃষ্ণ এই মম অমুমান হয়। তবে কোনজন তাহা রেখেছে নিশ্চয়॥ অতএব দ্বারকাতে করহ গমন। বিশেষ করিয়া তথা কর অন্থেষণ॥ অবশ্য তাহার তত্ত্ব হইবে নির্ণয়। মম অনুমান কভু অশ্রথা না হয়। অতএব হেথা বুথা বিলম্বে কি কাজ। শীঘগতি যাহ ভাই দারকার মাঝ॥ তব সহ আমি আর ঘরে না যাইব। জনক রাজার সহ সাক্ষাৎ করিব॥ বড় প্রিয় হয় মোর জনক রাজন। অতএব তার গুহে করিব গমন॥ অতি সন্নিকটে হয় সিথিলানগর। এতদূর আসি আর না যাইব ঘর॥ বলদেব বাক্যে হরি সম্মত হইল। মহানন্দে বলদেব মিথিলায় (১) গেল॥ জনক ভবন সেই মিথিলা নগরে। বলদেব গেল তথা হর্ষিত অন্তরে॥ বলদেবে দেখি তবে জনক রাজন। আগুদারি ল'য়ে গেল করি সম্ভাষণ॥ মহা সমাদরে রাজা করিল পূজন। বসিবারে দিল তারে দিব্য সিংহাসন॥ পরম হরিষে তবে দেব হলধর। বসিলেন আনন্দেতে সভার ভিতর॥ তুজনে হইল কত কথোপকথন। বলদেব রহে তথা আনন্দে মগন॥ কিছুদিন থাকে সেই মিথিলা নগর। হেথা শতধন্বা বধি দেব গলাধর॥ দারকানগরে আসি উপনীত হয়। মাতা পিতা চরণেতে প্রণতি করয়॥ আনন্দসাগরে মগ্র কৃষ্ণ দরশনে। অমন্তক মণি কথা কহে পুত্ৰ স্থানে॥

 )। এই মিথিলানগরে হুর্ব্যোগন বলরাবের নিকট গলাযুদ্ধ নিক্ষা করিয়াহিলেন।

তাহা শুনি নারায়ণ কহিতে লাগিল। শতধন্বা বধ মোর রুখা যে হইল॥ না পাইয়া অমন্তক তাহার নিকটে। মণির কারণে আমি পড়িনু সঙ্কটে॥ কুষ্টের বচনে দোঁহে মলিন বদন। মনে মনে তবে তারা করেন চিন্তন॥ সত্ৰাজিৎ মণি সেই জানে সৰ্ব্বজন। অধিকারী সত্যভাষা তাহাতে এখন॥ মোদের বাসনা মাত্র করিব দর্শন। তাহা দেখিয়া ভাবে দেব নারায়ণ॥ এইরূপে মনে মনে কতেক চিন্তিল। মণি না দেখিয়া দেঁ। হে বিরস হইল।। পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কাহিনী। স্ত্যভামা গেল যথা দেব চক্রপাণি॥ পতি দরশনে সতী আনন্দে মাতিল। দিব্য সিংহাদন আনি তথা যোগাইল। রতন আসনে ক্লুফে বসায় যতনে। আপনি ধোয়ায় পদ আনন্দিত মনে॥ তবে সত্যভাম। সতী বহু সমাদরে। পদতলে বসি নিজে পদসেবা করে॥ ধীরি ধীরি কয় তবে ধরিয়া চরণ। একবার দাও মণি করি দরশন॥ সকলের সার মণি স্থামস্তক হয়। দরশনে হরষিত হইবে হৃদয়॥ শতধন্বা বধি তুমি মণিরে আনিলে। আনন্দ-দলিলে হরি মোরে ভাদাইলে॥ সত্যভাষা মুখে শুনি এ সকল কথা। বিষম বাজিল তার অন্তরেতে ব্যথা॥ ত্যুখিত হইয়ে মনে শ্রীকৃষ্ণ তথন। সত্যভামা প্রতি কছে করি সম্বোধন॥ কহি শুন চক্রাননী বচন আমার॥ বুথায় করিফু শতধন্বার সংহার॥ না পাইফু স্থমন্তক তার সন্নিধানে। অম্বেষিয়া তাহা না পাইসু কোন স্থানে॥

কি জানি সে স্থমস্তক রেখেছে কোথায় অম্বেধিয়া আমি তাহা অর্পিব তোমায়॥ শ্রবণে সে মণি কথা সত্যভামা সতী। হইল মলিন মুখ অভিমানে অতি॥ বলে নাথ কেন মোরে ভাঁড়াও এখন। জানিয়াছি সব তত্ত্ব ওহে নারায়ণ॥ আমা হ'তে প্রিয় তব ভীত্মক-নন্দিনী। তারে অনুগ্রহ করি দিবে দেই মণি॥ তারে তুমি স্লেহ কর ওহে দয়াময়। তাহাতে পাইতে তব বড় ইচ্ছা হয়॥ কত দ্বন্দ্ব করি হরি তাহারে পাইলে। দে কারণে স্থমন্তক লুকায়ে রাখিলে॥ তাহা আমি জানি ভাল ওহে দ্যাময়। তবু দেখিবারে তাহা ইচ্ছা মম হয়॥ একবার স্থমস্তক দেখাও আমারে। শুনি সভাভামা বাণী কাতর অন্তরে॥ ভাবিতে লাগিল হরি মণির কারণ। 'চিস্তায় আকুল হরি হইল তথন॥ বলে হায় একি দায় আমার যে হয়। সর্বস্থানে অপমান জানিতু নিশ্চয়॥ স্থানন্তক কারণেতে অবশ হহল। এত ভাবি রুক্মিণীর নিকটেতে গেল। ममानदा ऋचिनो तम वमादा जामतन। স্থমন্তক কথা জিজ্ঞাদিল তাঁর স্থানে॥ স্যমন্তক দেহ মোরে করি দরশন। দিবাকর সম মণি কহে সর্বজন। **(मरे मत्नाहत मिन न। (हित नग्रत ।** দয়া করি দয়াময় দেখাও একণে॥ রুক্সিণী বচনে তবে দেব গলাধর। বলিতে লাগিল হ'য়ে ছুঃথিত অন্তর ॥ র্থায় বধিসু আমি শতধন্বা বীর। না পাইন্থ মহামণি তাহার গোচর ॥ এত পরিশ্রম রুখা হইল আমার। নাহি স্যমন্তক মণি নিকটে তাহার॥

তাহার কারণে মোর বিচলিত মন। কোথায় আছয়ে মণি না জানি কারণ॥ এত শুনি মহাদেগী মলিন বদন। ধীরে ধীরে গদাধরে কহিল তখন। শুন কহি প্রাণনাথ প্রকৃত বচন। ইচ্ছামাত্র একবার করি দরশন॥ একবার দেখিবারে সাধ মনে হয়। তাহাতে আমার কিছু অধিকার নয়॥ একবার দেখাইলে ক্ষতি কি হইত। তাহে সত্যভামা সতী কিছু না কহিত॥ তাহ। শুনি নারায়ণ ঈষৎ হাসিল। লক্ষিত হইয়া মনে ভাবিতে লাগিল॥ তথা হ'তে পুনঃ হরি সত্যভামা ঘরে। উপনীত হইলেন যাইয়া সত্বরে॥ তথায় যাইয়া স্থির করিলেন মনে। শ্বশুরের প্রেত-ক্রিয়া করিতে এখানে॥ তৈলের কটাহ হ'তে তুলিল সম্বর। অন্তেম্ভির কার্য্য যত করে অতঃপর॥ সত্রাজিৎ আদ্ধ আদি করি সমাপন। মণির কারণ পুনঃ করিল চিন্তন ॥ তথা হ'তে দ্বারকার করিল গমন। মনে মনে চিন্তে হরি মণির কারণ॥ অমাত্য বান্ধবগণে ডাকিয়া আনিল। সবাকার সহ কৃষ্ণ যুক্তি করিল॥ শুক কহে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন। হরি লীলাময় কথা করহ প্রবণ।। যে সময়ে শতধন্ব। শ্রীক্লফ বধিল। ভয়েতে অক্রুর কৃতবর্ম্মা পলাইল॥ দূর বনে হুইজনে করে পলায়ন। হেথা সবে মণিবার্ত্তা কহে নারায়ণ॥ কোগ। স্যমস্তক মণি না পাই সন্ধান। মণি লাগি হয় মোর বহু অপমান॥ পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলের রোষ। স্যমন্তক লাগি সবে হয় অসন্ভোষ ॥

কি করি এখন কিছু না দেখি উপায়। কোথা গেলে স্থমন্তক বল পাওয়া যায়॥ নতুবা বিষম দায় ঘটিল আমার। অবেষণ কর মণি নিকটে কাহার॥ নতুবা আমার প্রাণ ধৈষ্য নাহি মানে। অবেষণ কর মণি আছে কার স্থানে॥ তবে সভাসদগণ বিমর্ষ অন্তরে। এই বার্ত্তা ঘোষণা করিল ছারে ছারে॥ স্থমন্তক মণি লাগি শতধন্বা মৈল। তাহার নিকট মণি নাহি পাওয়া গেল। অত এব যার কাছে সে মণি থাকিবে। সেই মণি শীঘগতি কুষ্ণে আনি দিবে॥ নতুবা তাহার হয় নিকট শমন। শ্রীকুষ্ণের আজ্ঞা এই জেনো সর্বজন॥ এই কথা শুনি যত দারকার জন। সবে মেলি কৃষ্ণপাশে উপনীত হন॥ ভয়েতে স্বার মন কম্পিত হইল। করযোড়ে মুচ্নভাষে কহিতে লাগিল॥ কহি শুন দয়াময় মোদের বচন। দারকায় নাহি কোন অগুল্য রতন॥ স্থমন্তক যতদিন ছিল এ নগরে। ততদিন স্থী প্রজ। ছিল ঘরে ঘরে॥ এখন অনিষ্ট বড় হ'তেছে সাধন। নগরেতে মহাকন্ট পায় প্রজাগণ॥ পীড়ায় আক্রান্ত যত দ্বারকা-নিবাসী। অকাল মৃত্যুতে লোক মরে রাশি রাশি॥ অনার্ন্তি হেতু শশ্য ধরা না প্রদবে। ভূতগণ অনুক্ষণ রহে উপদ্রবে॥ তাই অমঙ্গল হয় শুন যতুমণি। নাহি দ্বা কোয় সেই স্থমস্তক মণি॥ প্রজাগণ বাক্যে তবে ভাবে নারায়ণ। সভামাঝে ছিল আর যত বুদ্ধজন॥ নারায়ণে কছে কথা করি সম্বোধন। আমাদের অভিপ্রায় শুন জনার্দ্দন॥

অক্রুর নিকটে গণি আছুয়ে নিশ্চয়। আমাদের অনুমান কভু মিথ্যা নয়॥ নারায়ণ কহে তারে আনহ এখানে। কহিতে লাগিল তবে যত দাসগণে॥ এ দেশে অকুর নাহি শুন দয়াময়। কাশীতে সে কাশীরাজ নিকটেতে রয়॥ তবে হরি শীঘগতি দূত পাঠাইল। কাশী হ'তে অক্রুরের সভায় আনিল।। অক্রুর আদিয়া করে শ্রীচরণে নতি। স্থমধুর বাক্যে তবে কহে যতুপতি॥ সমাদরে অক্রুরেরে তুষিয়া তখন। কহিতে লাগিল তবে মধুর বচন॥ সহাস্থ বদনে হরি জিজ্ঞাসে তাহারে। কহ সত্য কথা তুমি না ভাণ্ডাহ মোরে॥ কহি শুন মহামতি আমার বচন। সত্রাজিতে শতধন্বা করিল নিধন॥ স্যমস্তক মণি পরে হরণ করিল। শেষে মোর হস্তে তার নিধন হইল॥ মণি না পাইনু আমি তাহার নিকটে। এখন পডেছি আমি বিষম সঙ্কটে॥ অনুমান হয় মনে শুন মহাশা। তোমার নিকটে মণি আছুয়ে নিশ্চয়॥ সত্ৰাজিৎ মণি সেই জানে সৰ্ববৰ্ষন। দৌহিত্তের সত্ত্ব এবে হয় সেই ধন॥ সত্যভাষা সত্ৰাজিৎ ছুহিত। যে হয়। যতদিন তার গর্ভে সন্তান না হয়॥ ততদিন তাহে মম কিবা অধিকার। অত্রব গুণমণি কহিলাম সার॥ যতদিন সতাভামার না হয় তন্য় । তত্তদিন তব স্থানে রহিবে নিশ্চয়॥ একবার সভামাঝে দেখাও সবারে। তবে মম অপয়শ যাইবেক দূরে॥. মণি হেতু সবাকার চঞ্চলিত মন। পিতা মাতা ভাই আর যত বন্ধুজন॥

সন্দেহ করিছে সবে মণির কারণ। অতএব স্যুমন্তক করাহ দর্শন॥ শ্রবণে অক্রুর তবে লজ্জিত হইল। করযোড়ে কৃষ্ণপদে প্রণতি করিল। বাহির হইল মণি সভা বিঅমান। সূর্য্য সম সেই মণি সূর্য্যের সমান॥ মণি দরশনে সবে হইল বিশ্বয়। কহিতে লাগিল সবে আনন্দ হৃদয়॥ मटन्तर रहेल मृत गणि मत्रभटन। শ্ৰীকৃষ্ণ কহিল তবে সভাসদ জনে॥ এই মণি অক্রুরেরে করহ অর্পণ। আমি নহি অধিকারী ইহাতে কখন॥ এত কহি স্যমন্তক দিলেন তাহারে। অক্রুর আনন্দমতি হইল অন্তরে॥ এই কথা যেইজন করয়ে প্রবণ। শ্রবণেতে ছঃখ যত হয় বিমোচন॥ স্যমন্তক উপাথ্যান যেইজন শুনে। ত্রবেণ কুশল তার হয় সর্ববহানে॥ ত্বন্ধতি যতেক তার হয় বিনাশন। শ্রবণেতে হয় যত কলঙ্ক মোচন॥ দাস বলে সদা মন হরিপদে রছে। স্থাময় হরি কথা ভাগবতে কহে॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে শুমন্তক উপাথান সমাপ্ত।

আগ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তক আই মহিধীর বিবাহ।
নরপতি প্রতি তবে কছে মুনিবর।
কহি যে অপূর্ব্ব কথা শুন নরেশ্বর॥
ছরিকথা মনোহর করহ শ্রবন।
শ্রবণে পবিত্র দেহ পাপ বিমোচন॥
পঞ্চসথা পাণ্ডবে করিতে দরশন।
ইস্ক্রপ্রেছে দামোদর করিল গমন॥

অগণন সেনাগণ সঙ্গেতে লইল। হেরিতে পাগুবগণে আনন্দে চলিল॥ রথ রথী সঙ্গে করি আনন্দ অন্তরে। উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে হইল সম্বরে॥ কুষ্ণ আগমন বার্ত্তা পাগুবে পাইল। পঞ্চাই আগুসারি তাঁহারে লইল॥ কৃষ্ণ দরশনে সবে আনন্দ হদর। বহু সমাদরে তবে তাঁরে সম্ভাষয়॥ পাইল পরম শ্রীতি পার্থ ধন্তুর্দ্ধর। সমাদরে ল'য়ে গেল সভার ভিতর॥ জগত ঈশ্বর হরি করি দরশন। একেবারে প্রেমানন্দে হইল মগন॥ মৃত দেহে যেন হয় জীবন সঞ্চার। সেইমত সকলের আনন্দ অপার॥ আলিঙ্গন করি পরে বদায় আদনে। যুচিল মনের তুঃখ কৃষ্ণ দরশনে॥ সহাস্য বদন সবে অনুরাগ ভরে। আসন হইতে কৃষ্ণ উঠে তদন্তরে॥ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণাম করিল। মহাবল ভীমদেন চরণ বন্দিল। অর্জ্জনেরে কোলে করে দেব জনার্দন। कुरक्षत्र हत्रन वरन्म मास्तीत्र नन्मन ॥ পরে সিংহাসনে হরি আসিয়া বসিল। অন্তঃপুরে দ্রোপদী যে সংবাদ পাইল। শীঘ্রগতি সভাস্থলে উপনীত হয়। ক্লফপদে আসি দেবী প্রণাম করয়॥ মহানন্দে মহাদেবী প্রসন্ন বদনে। কুশল জিজ্ঞাদে তবে শ্রীকৃষ্ণ সদনে॥ সঙ্গে ধমুর্দ্ধর তার সাত্যকি যে ছিল। দ্রোপদী দাত্যকি পদে প্রণাম করিল। ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থ পুরবাসীগণ। কুষ্ণ দরশন হেতৃ করে আগমন॥ তবে কৃষ্ণ কুন্তীদেবী প্রণতি করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে দেবী কুষ্ণে কোলে নিল।

मञ्जल नयरन (मरी न। मरत रहन। প্রেমে গদগদ হ'য়ে জিজ্ঞাসে তথন॥ কুশলেতে আছে দব দারকা-নিবাদী। কুশলে আছেন কৃষ্ণ কহে হাসি হাসি॥ আনন্দ অন্তরে দেবী কহিল তখন। এতদিনে কৃষ্ণ মোরে ক'রেছ স্মরণ। কৃত কন্ট পাই বাপ তোমার কারণে। কত হুঃখ পায় কৃষ্ণ পুত্র পঞ্জনে॥ আমাদের হুঃখ বাপ তুমি কি ভাবিলে। কিম্বা বহুদেব বাক্যে এখানে আদিলে। কি আর কহিব বাপ তোমারে এখন। কত ভাগ্য মোর আজি দেখিতু বদন॥ মম সম ভাগ্যবতী কে আছে ধরায়। তব চন্দ্রানন আজ হেরিত্ব হেলায়॥ জগত-বান্ধব তুমি জগতের পতি। সমভাবে সকলেতে নহে ভিন্ন গতি॥ মনের যাতনা যায় তব দরশনে। আজি নিশি স্থপ্রভাত জানিলাম মনে॥ এইরপে কুন্তীদেবী কুঞেরে কহিল। হেনকালে যুধিষ্ঠির কহিতে লাগিল॥ আজ মম স্থমঙ্গল তব আগমনে। পবিত্র হইল পূরী মম ভাগ্যগুণে॥ কত ভাগ্য হয় হরি সর্বদা দর্শন। ধ্যানেতে না পায় যাঁরে যোগী ঋষিগণ॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র সদা যাঁরে ভাবে অবিরত। সে জন আমার বাদে হয় উপনীত॥ তবে দামোদর ধর্ম্মে করি সম্ভাষণ। মহানন্দে করে সবে কথোপকথন॥ অনন্তর নৃপবর করহ শ্রবণ। কিছুদিন ই দ্রপ্রস্থে রহে নারায়ণ॥ कृष्ध पत्रभारन मर्दा व्यानन् क्रपग्न । দিন দিন অনুরাগ বাড়ে অতিশয়॥ তবে একদিন হরি অর্জ্জুনের সনে। মহানন্দে রথে চড়ি চলিল কাননে॥

ত্বজনে চলিল তবে ভ্রমিতে কানন। ধ সুৰ্ববাণ ল'য়ে যান সানন্দিত মন ॥ নিবিড় কাননে দোঁহে ভ্রমণ করয়। মৃগয়া কারণ হয় আনন্দ হৃদয়॥ অসংখ্য হরিণগণে বাণেতে বিশ্ধিল। ব্যাঘ্র ভল্লুক কত সংহার করিল॥ শশক সজারু বরা কত যে মারিল। কৃষ্ণ সারমেয় কত রাশিকৃত কৈল॥ মুগপশু ল'য়ে তবে কিঙ্করেরগণ। যুধিষ্ঠির নিকটেতে করিল গমন॥ কৃষ্ণদহ পার্থ তবে কানন ভিতর। মুগয়ায় পরিশ্রান্ত হৈল বহুতর॥ শ্রমযুক্ত তুইজন হইয়া তথন। তৃষ্ণাতুর হ'য়ে করে জল অস্বেষণ॥ তবে যমুনার তীরে উপনীত হয়। যমুনার জলপানে আনন্দ হৃদয়॥ যমুনা-পুলিনে তথা বসি তরুতলে। স্থীতল বায়ু তবে সেবে কুতৃহলে॥ মহানন্দে তুইজন বিশ্রাম করিল। অকস্মাৎ তথা এক *হুন্দ*রী আই**ল**॥ পরমা রূপদী দেই জগতের সার। অপূর্ব্ব মাধুরী কান্তি অতি চমৎকার॥ মরাল গমনে ধনী করে বিচরণ। অকলঙ্ক শৰী যেন ভূমে আগমন॥ কমলা নয়না রামা কনক-বরণী। জলদে বিচ্যুৎ যথা স্থচারু-হাসিনী॥ তারে হেরে গদাধর চঞ্চল হৃদয়। অর্জ্বনের প্রতি তবে হাসি হাসি কয়॥ শুন পার্থ মহামতি আমার বচন। কাহার এ কন্সা হেথা করে বিচরণ॥ জিজ্ঞাসহ পরিচয় বিশেষ করিয়ে। একাকিনী কেন ভ্রমে কাননে পশিয়ে॥ পরমাস্থন্দরী কন্তা ভ্রমে এ কাননে। কাহার তনয়া ভাহা জান ওর স্থানে॥

তবে সে অর্জ্জুন তথা করিয়ে গমন। হাসি হাসি মৃত্যভাষে কহিল তখন॥ শুনহ স্থন্দরী এক বচন আমার। কি কারণ একাকিনী কানন মাঝার॥ কোথা বাস কহ কন্সা দেহ পরিচয়। **এका ज्य अ कानरन किवा वाक्षा इरा ॥** কহ সত্য স্থবদনী মম নিকেতন। বিবাহ করিতে তব আছে কি মনন॥ কিবা অন্ত কোন ইচ্ছা মানসে উদয়। মম পাশে কহ কন্তা সেই সমুদয়॥ অৰ্জ্বন কানে তবে কন্সা হাসি কয়। সূর্য্যের তনয়া আমি শুন মহাশয়॥ তপস্থা আচরি এই যমুনার তীরে। পাইতে মানস পতি সেই গোবিন্দেরে॥ হইবে আমার পতি শ্রীমধুদূদন। সদা ভাবি সেই পদ শুনহ কারণ॥ দেইজন বিনে অস্তে নাহি মোর মতি। কহিলাম সার কথা তোমার সম্প্রতি। পরম কারণ সেই অথিল ঈশ্বর। সেই মম হবে পতি ভাবি নিরন্তর॥ মোরে হুপ্রসন্ন যদি হয় যতুপতি। অবশ্য আমার তিনি হইবেন পতি॥ কালিন্দী আমার নাম শুন মহাশয়। এই যমুনার জলে বাদ মম হয়॥ পিত অনুমতি আমি করিয়ে গ্রহণ। **এकाकी कानरन मना कदि रय ज्ञम** ॥ সাক্ষাতে পাইনু আজি কৃষ্ণ দরশন। পাইব পরম পদ এীমধুসূদন॥ এতদিনে পূর্ণ হৈল মনের বাদনা। ঘূচিল আমার আজ যতেক যন্ত্রণা॥ বিধি অমুকূল মোরে জানিমু নিশ্চয়। নিকটে পাইসু আজ হরি দয়াময়॥ কুষ্ণের নিকটে আসি অর্জ্জুন তখন। বিস্তারি কহিল তাঁরে সব বিবরণ॥

শুনিয়া অৰ্জ্জুন বাক্য দেব গদাধর। হাসি হাসি তারে ল'য়ে উঠে রথোপর॥ कालिम्मीरत ल'रत इति इतिरुष हिलल । ইন্দ্ৰপ্ৰস্থে আসি তবে উপনীত হৈল। যুধিষ্ঠির নিকটেতে কহে বিবরণ। শুনি ধর্ম্মপুত্র হৈল আনন্দে মগন॥ অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন নরবর। এইখানে করে হরি অগ্রির উদ্ধার॥ খাগুব-দাহনে অগ্নির ব্যাধি বিমোচন। অর্জ্জনের গান্ডীব ধন্ম করিল অর্পণ॥ খেতবর্ণ চুই অশ্ব অর্জ্জুনেরে দিল। অক্ষয় হুন্দর বর্ম (১) তবে সমর্পিল॥ যখন করিল সেই খাণ্ডব দহন। ময় নামে দৈত্য তথা হইল মোচন॥ সেই ময়দানব তবে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া। অপূর্ব্ব সে দিল সভা নির্মাণ করিয়া॥ তুৰ্য্যোধন অভিমান যাহাতে জন্মিল। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ তাহাতে ঘটল॥ ইন্দ্রপ্রস্থে কিছুকাল থাকি দামোদর। আনন্দে আইল পরে দ্বারকানগর॥ পিতা মাতা অমুমতি করিয়ে গ্রহণ। कालिन्मीरत विवाह कतिल नात्रायः।॥ **७** डिंग्सिक कालिन्सीरत विवाह कतिल । আনন্দ-সাগরে তবে ভাসিতে লাগিল॥ প্রে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী। রাজর্ষি দেবীর এক আছিল সম্ভতি॥ মিত্রবিন্দা নামে কম্মা পরমান্তন্দরী। স্বয়ন্বরে তারে কৃষ্ণ আনিলেন হরি॥ হরণ করিয়া তারে গৃহেতে আনিল। দারকানগরে আনি বিবাহ করিল।

<sup>&</sup>gt;। গৌছ নির্মিত গাত্রাবরণ অর্থাৎ জামা পূর্বকালে হিন্দুরাজগণ এই কবচ ধারণ করতঃ সমরসাগরে অবভীর্ণ হইতেন।

নগ্নজিতী নামে হয় কোশল-নন্দিনী। বলেতে করিল তাকে আপন গৃহিণী॥ সমরে নুপতিগণে করি পরাজয়। নগজিতী কন্সা কৃষ্ণ আনে দারকায়॥ পরীক্ষিত কহে শুন ওহে মুনিবর। কছ দে অপূর্ব্ব কথা পরম স্থন্দর॥ কিরূপে সে নয়জিতী কন্সা বিভা কৈল সেই কথা বিস্তারিয়া মুনিবর বল॥ কার সঙ্গে কৃষ্ণসহ ঘটিল সমর। স্থাময় দেই কথা কহ মুনিবর॥ শুকদেব বলে ওহে অভিন্যু-স্থত। কহিব সে সব কথা অতীব অন্তত॥ নগ্রজিতী পিতা হয় অতি গুণাধার। সপ্ত গো-রুষ ছিল তাহার আগার॥ মহাবল পরাক্রান্ত সেই রুষ সবে। যুদ্ধে কেবা পরাজয় তাদের করিবে॥ জগতের হেন জন না হেরি কখন। রুষদনে রণে জয়ী হবে কোন জন॥ প্রতিজ্ঞা করিল নূপ কন্যার কারণ। এই সপ্ত রুষে যুদ্ধে জিনিবে যে জন। নগজিতী কন্সা আমি বিভা দিব তারে। এরূপ নগর মাঝে ঘোষণা যে করে॥ কত দেশ হ'তে তথা আদে নূপগণ। যুদ্ধে পরাজয় হ'য়ে করে পলায়ন॥ মহা পরাক্রান্ত বুধ মহাবল ধরে। খড়গদম শৃঙ্গাঘাতে জয়ী দে দমরে॥ এই বার্ত্তা নারায়ণ যথন পাইল। কোশলনগরে যেতে মনে ইচ্ছা কৈল। রথে চড়ি দামোদর করিল গমন। সঙ্গেতে চলিল তাঁর বহু সেনাগণ॥ যখন হইল হরি তথা উপনীত। মহারাজ সমাদর করিলেন কত। আগুসারি লয় ধরি নারায়ণ করে। বদাইল দিব্যাসনে আনন্দ অন্তরে॥

হরির বহু সম্মান করিল রাজন। বহু উপহারে তবে করয়ে পূজন॥ প্রার্থনা করিয়া কত কহিতে লাগিল। আজ নিশা মগ প্রতি স্বপ্রভাত হৈল। কি ভাগ্য আমার আজ হইল উদয়। কোন পুণ্যে হেরিলাম হরি দয়াময়॥ পবিত্র হইল পুরী। তব আগমনে। উদ্ধার হইল মম পিতামহগণে॥ সপ্তকোটি কুল মোর হইল উদ্ধার। লক্ষীপতি করে গতি আমার আগার॥ হইবে জামাতা মম ভাগ্যে কি ঘটিবে। আমার ছুহিতা হরি বিবাহ করিবে॥ তবে যদি ক'রে থাকি ব্রহ্মার পূজন। মম কন্সা করে যদি ধর্মা আচরণ॥ তবে মম মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূরিবে। লঁক্ষীপতি তবে মম জামাতা হইবে॥ অথিলের পতি সেই দেব জনার্দ্দন 🖡 স্থন্দর মূরতি হরি যশোদা-নন্দন॥ পরমপুরুষ সেই জগতের পতি। যাঁর পাদপদ্ম দদা দেবে স্থরপতি॥ ব্রহ্মা মহেশ্বর সদা ভাবে যে চরণ। যে পদে শরণাগত দিক্পালগণ॥ যোগিগণ অনুক্ষণ যে চরণ ভাবে। मिष्क ७ हात्रगंशा राष्ट्र अन स्मारव ॥ লীলা হেতু অবনীতে হ'য়ে অবতার। হরিতে অবনীভার মানব আকার॥ হেন প্রভু পদে আমি কি করিব দান। কি দিয়া পূজিব আমি ও পদ ছু-থান॥ রাতুল চরণে আমি কি দিব এখন। এত কহি কুঞ্পদে পড়িল তথন॥ তবে কুঞ্চ মহামতি রাজার বাক্যেতে। কহিতে লাগিল তারে মধুর ভাষেতে॥ শুন মহারাজ কহি প্রকৃত বচন। **जिका मय नीठ कर्या नटर क्लाठन ॥** 

হুজন যে ধৰ্মমতি মহাজন হয়। ভিক্ষার্রন্তি তার হয় নীচ অতিশয় ॥ তথাপি তোমারে আমি কহি এক কথা। বিণা পণে কন্থা দেহ না কর অক্সথা। আমার বচন কভু অম্যথা না কর। শুভক্ষণে কন্সা মোরে দেহ নরবর॥ শ্রবণে কুষ্ণের কথা কহিল রাজন। এ জগতে তব সম আছে কোনজন॥ সর্বসার গুণধাম আশ্রয় স্বার। তব বাক্য লজে হেন সাধ্য আছে কার॥ কিন্তু আমি করিয়াছি যাহা অঙ্গীকার। পরীক্ষিৎ বল বীর্য্য শুন হে তাহার॥ মনের বাসনা মম করি নিবেদন। মহা বলবানে কন্সা করিব অর্পণ॥ এই যে দেখিছ বুষ মহাবলবান। কেহ নাহি হয় এই রুষের সমান॥ বড়ই ছুর্জন্ম হয় এই রুষগণ। নারিল জিনিতে ইহা কত রাজগণ॥ ক্সার কারণ এল নুপত্ত যত। ইহাদের কাছে হৈল সবে মানহত॥ কত দেশ হ'তে কত নৃপগণ এল। त्रुत्यत्र निकरि शति मत्र भनाइन ॥ কুপা করি যদি হরি আইলে হেথায়। প্রতিজ্ঞা পূরণ মোর কর যতুরায়॥ কন্যার যগপি থাকে পূর্ব্বের স্থকৃতি। অবশ্য তোমারে পাবে শুন যতুপতি॥ যদি করে থাকি বহু তপ আচরণ। তাহ'লে হইবে মম প্রতিজ্ঞা পূরণ॥ ব্দবশ্য জামাতা তুমি হবে গদাধর। এক্ষণে উচিত যাহা করহ সত্তর॥ রাজার বচনে তবে দেব চক্রপাণি। দৃঢ় করি পীতধড়া আঁটিল অমনি॥ মালদাট মারি হরি ধাইল তথন। শুন রাজা পরীক্ষিৎ অম্ভূত কথন॥

কে জানে কুষ্ণের মায়া মায়ার সাগর। অনম্ভ যাঁহার মায়া জগত ভিতর ॥ সেই সর্ব্ব মূলাধার মারা প্রকাশিল। নিজ দেহ সাতভাগে বিভক্ত করিল॥ সপ্ত কৃষ্ণরূপে সপ্ত রুষ শৃঙ্গ ধ'রে। ঘুরাইল চক্রাকারে ফেলি দিল দুরে॥ ভূতলে পতিত সেই সব বুষগণ। নিস্তেজ হইল যেন মরার মতন॥ নড়িতে নাহিক শক্তি সেই বুষগণ। পুতুল লইয়া যথা খেলে শিশুগণ॥ এইরূপে নারায়ণ বুষগণে ল'য়ে। খেলিতে লাগিল হরি আনন্দিত হ'য়ে॥ তাহা দরশনে তবে নৃপগণ যত। বিশ্বায় মানিয়ে ভাহে প্রশংদয়ে কত। প্রীতিযুক্ত রাজগণ পরাক্রম হেরি। বিনয় বচনে কহে করযোড় করি॥ গো-রুষগণেরে হরি বধ'না পরাণে। রুষগণে ছাড়ি হরি গেল সেই স্থানে॥ আনন্দিত হ'য়ে নূপ কর্যোড়ে কয়। মম কন্যা পতি তুমি জানিকু নিশ্চয়॥ কে জানে আমার ভাগ্যে হবে এ ঘটন। আমার জামাতা হবে দেব নারায়ণ॥ তবে রাজা বিধিমতে দেখি শুভক্ষণ। কন্যা সম্প্রদান করে আনন্দিত মন॥ विवाह উৎमदि मदि बानत्न भाजिन। পুরবাসী নারী যত বিধি কার্য্য কৈল। গৃহে গৃহে বাগুভাগু হয় মহারোল। নগরের চারিদিকে উঠে গগুগোল। বাজিল বিবিধ বাত্য শব্দ ভয়ঙ্কর। তুরী ভেরী কাঁশী ঢোল ঢাক বহুতর॥ অসংখ্য বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি। নর নারী মহানন্দে করে হুলাহুলি॥ স্থবেশা স্থকেশা কত রমণী স্থন্দরী। মঙ্গল আচরে তায় অহস্কারে ভরি॥

রতনে ভূষিত অঙ্গ আছুয়ে স্বার। দিব্যবস্ত্র পরিধান রূপের সাগর ॥ জামাতা লইয়া কত কেলি করে সবে। এইরূপে নগ্নজিতী বিভা কৈল তবে॥ শুভ কার্য্য শুভক্ষণে হ'লো সমাপন। কৌতুকে যৌতুক দিল আনি নানা ধন॥ ত্বশ্বকতী ধেমু দান করে অগণন। দিলেন রূপসী দাসী সহিত্তস্থা। সহত্রেক মত্ত করী করে নৃপ দান। বেগবান অশ্ব কত করে সমর্পণ॥ স্থবর্ণ নিশ্মিত রথ দিল বহুতর। অগণন সেনাগণ দেন নুপবর॥ এরূপে যৌতুক দিয়া নুপতি তখন। আনন্দ-নীরেতে মগ্ন হইল তখন॥ আনন্দ না ধরে আর রাজার অন্তরে। কন্সা দিয়া ভূবিল সে আনন্দ সাগরে॥ জামাতা পাইল সেই দেব নারায়ণ। এ হ'তে কি ভাগ্য ধরে জগতের জন॥ এইমত মনে মনে বিচার করিল। কন্সাসহ নারায়ণে রথে তুলি দিল। কন্সা মুখ হেরি রাজা করিল ক্রন্দন। ছারকার পথে হরি করিল গমন॥ তদন্তর শুন কহি ওহে নরবর। মন্ত্রণ। করিয়ে যত নৃপতি সহর॥ রুষের নিকটে যারা হ'লো পরাজয়। এক যোগ হয়ে সবে করিল নির্ণয়॥ একা কুষ্ণে মোরা সবে পথেতে ঘেরিব। সকলে মিলিয়া নগ্যজিতীরে লইব॥ এইরূপ যুক্তি স্থির সকলে করিল। পথমাঝে নারায়ণে ত্বায় ঘেরিল। মহাকোপে সকলেতে করে আক্রমণ। কুষ্টের উপরে করে বাণ বরিষণ॥ তাহা দরশনে তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর। মহাক্রোধভরে ধায় করিতে সমর॥

ভয়ঙ্কর শব্দ হয় গাণ্ডীব টক্কারে। ধাইল বিষম বেগে তাদের গোচরে॥ যেমন কেশরী দলে মুগশিশু দলে। বাণে জ্বর জ্বর কৈল তথায় সকলে॥ বাণাঘাতে নৃপগণ বিষম ব্যথিল। রণে ভঙ্গ দিয়ে সবে পলাইয়ে গেল॥ मिः इ ভয়ে মুগ यथा **চারিদিকে** ধার। সেইমত সকলেতে ধায় উভরায়॥ পাছে নাহি চায় কেহ অর্জ্বনের ভয়ে। যে যেখানে পায় তথা রহে লুকাইয়ে॥ তাহা দরশনে কৃষ্ণ আনন্দিত মন। নয়জিতী সহ করে দারকা গমন॥ ভদ্রা (১) নামে কন্সা পরে বিবাহ করিল। লক্ষণা (২) নামেতে কন্সা বলেতে হরিল॥ স্বয়ন্বর কালে হরি হরিল তাহায়। এইমতে অফ্ট কন্যা বিবাহ কর্য়॥ পরেতে নরক নূপে নিধন করিল। ষোল হাজার রমণীকে শ্রীকৃষ্ণ বরিল। দাস ভাষে হরিপদে রহে মোর মতি। হরি বিনে এ জগতে জীবে নাহি গতি॥ দ্রষ্কৃতি যতেক তার হয় বিনাশন। শ্রবণেতে হয় তার পাপ বিমোচন॥

ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্তব্ধে শ্রীক্লফের অষ্ট রমণীর সহ বিবাহ সমাপ্ত।

## व्यथं नद्रक दर्ध।

তবে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবে কয় তোমার প্রদাদে দেব পবিত্র হৃদয়॥ হরিকথা হৃধাময় সংসারের সার। কুপা করি কহু মোরে ওহে গুণাধার॥

- ১। শ্রুত্রীর্তি রাজার কল্পা ভদ্রা।
- ২। মদুরাক ক্যা লকণা।

নরক রাজারে হরি কেন বা বধিল। বিস্তারিয়া মুনিবর কহ সে দকল। **७करानव करह छन ७रह नुभवत्र।** বিস্তারিয়া কহি কথা পরম স্থন্দর॥ মহাবল পরাক্রান্ত নরক ভূপতি। কালেতে ঘটিল তার বিষম ছর্ম্মতি॥ বলে কেহ নাহি আঁটে হইল গৰ্বিত। দেবগণ হয় সদা তার ভয়ে ভীত॥ একাদশ অক্ষোহিণী সেনাকে লইয়া। ইন্দ্রপুরে নরক যে প্রবেশিল গিয়া। ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গ ছাড়ি করে পলায়ন। জিনিয়া লইল স্বর্গ নরক রাজন ॥ इेन्स्रभूत निक वत्त कतिन नुश्रेन। ছিন্ন ভিন্ন করে সবে ত্রিদিব ভবন ॥ এই কথা দেবরাজ কছে নারায়ণে। মহাক্রোধ উপজয় সে কথা ভাবণে॥ ভগবান কম্পবান ক্রোধে অতিশয়। খগপুর্চে আরোহণ করি সে সময়॥ চলিলা দে ভৌমপুরে আনন্দ অন্তরে। সত্যভাষা সঙ্গে হরি ধার ক্রোগভরে॥ মহা ভয়ক্ষর দেশ তুক্ষর গমনে। পৰ্বত আৰুত দেশ না হেরে নয়নে॥ চারিদিকে মহাদুঢ় গড়ের নির্মাণ। বিপক্ষ ভেদিতে তাহা না পারে কখন॥ নারায়ণ দরশনে বিস্ময় মানিল। ভেদিতে পর্ববতমালা বিষম চিন্তিল। তবে হরি মনে মনে করিয়া চিন্তন। গদার আঘাতে চূর্ণ করিল তখন। গদাঘায় গিরি সব ভাঙ্গি যত্তবর। পুরী প্রবেশিল হরি আনন্দ অন্তর॥ শন্থনাদ করে তবে দ্বারকার পতি। সেই শব্দে প্রকম্পিত নরক নৃপতি॥ পুরী প্রবেশিয়া হরি নাহি পথ পায়। ভাঙ্গিল প্রাচীর সব বিষম গদায়॥

গদা মারি বড় বড় প্রাচীর ভাঙ্গিল। আনন্দ অন্তরে তবে শব্ধ বাজাইল॥ শ্রবণে ভীষণ শব্দ যত দৈত্যবল। ক্রোধেতে হইল যেন জ্বলম্ভ অনল। মুর নামে দৈত্য এক ভীষণ দর্শন। কালান্তক যম সম উঠে সেইজন॥ নিদ্রাগত ছিল দৈত্য জলের ভিতর। শশ্ব শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিল সহর॥ বিষম আকার সেই হয় দৈত্যপতি। পাঁচ মাথা হয় তার শুন মহামতি॥ ক্রোধে কাঁপে কলেবর আরক্ত লোচন। মহাশূল হত্তে ধরি ধাইল তথন। মহাতেজোময় দৈত্য রূপ ভয়ক্কর। প্রলয়কালেতে যথা হয় দিবাকর ॥ সেইমত তেজ তার হয় দরশন। পঞ্চমুখে গ্রাদে যেন এ তিন ভুবন॥ তাহা দরশনে যত অমরের দল। চারিদিকে তারা সবে ভাবে অমঙ্গল॥ ধাইল সে মহাশব্দে নির্ভয় অন্তরে। সন্মুখে দেখিল দৈত্য দেব যতুবরে॥ মহাকোপে তুলি শূল দেব নারায়ণে। প্রহারিতে মহাবেগে ধায় দৈত্যগণে॥ ভয়ঙ্কর শব্দ করে দে পঞ্চ আননে। মহাদর্প ধার যথা গরুড়ের স্থানে॥ অতি ভয়ক্ষর শব্দ করি দৈত্যরায়। ছাড়িল বিষম গদা শ্রীকুষ্ণের গায়॥ মারিল সে মহাশুল খগবরোপরে। সদাগরা ধরা গিরি কাঁপে থরে থরে॥ স্ঞ্ৰীপতি ব্ৰহ্মা তাহে কাঁপিয়া উঠিল। তবে হরি মহাবাণ শূলে নিক্ষেপিল।। বাণাঘাতে শূল কাটি কৈল থান থান। ব্যর্থ মনোরথ দৈত্য হৈল সেই স্থান॥ তবে মহাক্রোধে দৈত্য অন্য গদা লয়ে। কুষ্ণেরে প্রহারে গদা ক্রোধিত হইয়ে॥

গদা নিবারিতে হরি গদা প্রহারিল। তাহাতে দৈত্যের গদা খান খান হৈল। ভগবান মনে মনে মানি চমৎকার। স্থাপনি চক্র দেব করেন প্রহার॥ পঞ্চগোট। মাথা তার কাটিয়া ফেলিল। ভয়ঙ্কর শব্দ করি জীবন ত্যজিল॥ মহাকার দৈত্য পড়ে জলের উপরে। মুর দৈত্য মারি হরি আনন্দ অন্তর ॥ (১) যুর দৈত্য দমরেতে হইল নিধন। শুনিয়া আকুল শোকে তার পুত্রগণ।। (২) পিতৃ শোকানল দেহে বিগুণ জ্বলিল। বধিতে পিতার শত্রু সমরে সাজিল। মার মার শব্দে যত মুরের তন্য়। ধাইল কুষ্ণের প্রতি শোকার্ত হৃদয়॥ এখানে নরক ভূপ করিল ত্রবণ। মুর দৈত্য কৃষ্ণ হস্তে হ'য়েছে নিধন॥ সক্রোধ অন্তরে নূপ পিতারে ডাকিল। কুষ্ণদহ সমরেতে যেতে আজ্ঞ। দিন॥ রাজ আজা শিরে ধরি সমরে ধাইল। ঘোররবে মহাশব্দে হুস্কার ছাড়িল॥ মুর-পুত্রগণ সহ মিলিল তথন। কুষ্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥ বাণে বাণে আচ্ছন্ন হইল রণস্থল। দৃষ্টি নাহি চলে দবে ভয়েতে বিহুল। শক্তিশেল মুষলাদি মারে দৈত্যগণ। তবে নারায়ণ করে বাণ বরিষণ॥ সেই সব নিবারিল দৈত্যবাণ যত। স্থদর্শন চক্রাঘাতে দৈত্যগণ হত॥ স্থদৰ্শনে দৈত্যগণ মস্তক কাটিল। পীঠ আদি মুর-পুত্রে সকলে মারিল।

শুনিল নরক রায় সব বিবরণ। দেখিল যতেক সৈন্ত হইল নিধন॥ তবে নৃপ আপনি সে যুদ্ধেতে সাজিল। মহামত্ত গজে এক আরোহণ কৈল। গজোপরে মহাকায় সমরে চলিল। ভয়ক্ষর রণক্ষেত্র দরশন কৈল। অগণন সেনাগণ পড়ি ভূমিতলে। হস্ত পদ শির হীন দেখিল সকলে॥ কৃষ্ণ হস্তে সকলেরে জানিয়া নিধন। ক্রোধে পূর্ণ যেন হয় দীপ্ত হুতাশন॥ গোবিন্দ নিকটে আসি উপনীত হ'লো। সভয় অন্তরে দেব দেখিতে লাগিল॥ সম্মুখে পরম শত্রু হেরিল নয়নে। ভাষ্যাসহ বসিয়াছে গরুড় আসনে॥ জলদের পাশে যথা খেলে সৌদামিনী। সেইমত রূপরাশি হেরে নরমণি॥ তবে দৈত্য মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। অসংখ্য দৈত্য ল'য়ে কুফকে ঘেরিল॥ একেবারে যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার। এককালে সকলেতে করয়ে প্রহার॥ অনিবার শর বরিষয় দৈত্যগণ। জ্রাবণের বারিধারা যেন বরিষণ ॥ তবে হরি ক্রোধ করি গদ। প্রহারিল। তাহে দব দৈত্য অন্ত্র ত্বরায় কাটিল॥ নিরস্ত্র হইল তবে যত সৈন্সগণ। ফাঁপরে পড়িয়া সবে করয়ে চিন্তন॥ তবে পুনঃ দৈত্যগণ বাণাঘাত করে। হানিল বিষম অস্ত্র ক্লুফের শরীরে॥ গরুড় উপরে হরি যুঝিতে লাগিল। গজ হয় পদাতিক অনেক পড়িন॥ দৈত্যগণ মহারোষে এড়ে যত বাণ। গদার প্রহারে হরি করে খান খান॥ তবে হরি দৈত্যপরে মারে মহাবাণ। সেই বাণাঘাতে সব ওষ্ঠাগত প্রাণ॥

 <sup>)।</sup> এই মুর দৈত্য নিধন হেতু প্রীক্তকের একটি
নাম মুরারি হইরাছে।

২। বুর দৈত্যের সাত পুদ্র > বিভাবস্থ ২ জন্ত-রীক্ষ ও ভাষ্ক ৪ প্রবণ ৫ নতাস্থান ৬ বস্তু ৭ মরণ।

নরক নৃপত্তি তবে করে দরশন। সমরে পড়িল যত দৈত্য সেনাগণ॥ তবে সে নরকরায় গণিল হুতাশ। মহাকোপে স্বনেতে ছাড়িল নিশ্বাস। মহাকোপে মহাদৈত্য শক্তি নিল করে। সেই শক্তি প্রহারিল কুষ্ণের উপরে॥ শক্তির আঘাতে কৃষ্ণ ব্যথিত না হয়। অঙ্কুশ আঘাতে হস্তী যেন স্থির রয়॥ সেইমত গদাধর অটল রহিল। পুনঃ নরবর মহা শূল করে নিল। করে মাত্র শূল তার রহিল তথন। স্থদর্শন চক্রে হরি করিল ছেদন॥ নরকের মাথা কাটি ভূমেতে পাড়িল। কুণ্ডল সহিত মাথা লোটাতে লাগিল॥ তাহা দেখি সেনাগণ করে পলায়ন। হাহাকার রবে সবে করিয়া রোদন। মহানন্দে দেবগণ নাচিতে লাগিল। কুঞ্চশিরে পুষ্পরাশি বরিষণ কৈল।। বছ স্তুতি করে যত অমরের গণ। অপ্সরা কিমরগণে আনন্দিত মন॥ ভদন্তর নরবর করছ শ্রবণ। পুত্ৰশোকে পৃথিৱী আইল সেইক্ষণ॥ ক্লফ পদতলে পড়ি কতই কান্দিল। हेट्स्ट्र कुछन यानि कृष्ध करत्र मिन ॥ আর যত মহামুনি শ্রীহরি চরণে। মহানন্দে আনি দেয় তবে সেইক্ষণে॥ করযোড়ে করে স্তুতি দেব গদাধরে। ভক্তাধীন ভগবান পরম ঈশ্বরে॥ পর্ম কারণ দেব জগত আশ্রয়। ভজেরে রক্ষিতে তব জনম যে হয়॥ কে জানে মহিমা তব ওছে যতুপতি। শিষ্টের পালন সদা হুক্টের হুর্গতি॥ নমো নারায়ণ পদ্ম-পলাশ-লোচন। নমে। নমঃ নন্দস্ত কালিয় দমন॥

নমো নমঃ মহাকায় পুরুষ প্রধান। নমঃ রধিকার পতি ওহে ভগবান॥ নমো নমঃ মহাবিষ্ণু জগতের সার। দৈত্য বধি ঘুচাইলে পৃথিবীর ভার॥ পরমাত্মা পরাৎপর তুমি কল্পতরু। অনাদি অনস্ত তুমি সবাকার গুরু॥ পঞ্চত্তময় (১) তুমি দেব জনার্দন। তোমাতে হইল হরি জগং স্ঞ্জন॥ স্জন পালন লয় তোমাতেই হয়। অনস্ত কারণ নাথ তুমি স্বেচ্ছাময়॥ তোমাতে উৎপত্তি দেব যতেক অমর। পুরুষ প্রধান তুমি দেব গুণাকর॥ তুমিই করিলে হরি আমারে স্জন। দয়া করি দয়াময় দাও 🕮 চরণ॥ বিষম স্থলিছে দেহ পুত্ৰ শোকানলে। শীতল করহ দেব রাখ পদতলে॥ কুপাকর কুপাময় অধিনীর প্রতি। এইরূপে ভক্তিভাবে করে স্তব স্তুতি॥ পৃথিবীর স্তবে ভুফ দেব নারায়ণ। কহিল অনেক তারে সান্ত্রনা বচন॥ যদি ভাগ্যবশে কেহ হরিভক্ত হয়। জনম সফল তবে জানিবে নিশ্চয়॥ তবে হরি কতক্ষণে পৃথিবী সহিতে। প্রবেশিল নরকের পুরীর মধ্যেতে॥ হেরিল পুরীর শোভা মনোহর অতি। পরমা-স্বন্দরী যত ছেরিল যুবতী॥ বলেতে হরিল সব নরক রাজন। কুষ্ণে হেরি সবাকার বিচলিত মূন॥ কুষ্ণগুণে বিমোহিত সকলে হইল। পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণেরে বরণ করিল॥ নিজ প্রাণ মন সব কৃষ্ণেরে সঁপিল। একমনে নারায়ণে ভাবিতে লাগিল।

১। কিতি, অগ অর্থাৎ জন, তেল, মরুৎ অর্থাৎ বাতান, ব্যোম অর্থাৎ শৃল্প এই গঞ্চভূতমর আয়া।

তবে অন্তর্য্যামী হরি অন্তরে জানিল।

এককালে দবাকারে দক্ষে করি নিল॥

দ্বারকানগরে তবে পাঠায় তথন।

নারীগণ দবে হয় আনন্দিত মন॥

ভাগবত কথা হয় পরম স্থন্দর।

দাদ ভাযে সাধুগণে শুনে নিরন্তর॥

ইতি শ্রীমভাগবতে দশমহন্ধে নরক নিধন সমাপ্ত।

অগ কুরিণী সংবার শুকদেব কহে রাজা শুন দিয়া মন। নরক রাজারে হরি করিয়ে নিধন। যতেক রমণীগণে ছারকা-নগরে। পাঠাইল গদাধর হরিষ অন্তরে॥ তবে সত্যভামা সহ গরুড়ারোহণে। চলিলেন ইব্রুপুরী আনন্দিত মনে॥ ইন্দ্রপুরী হ'তে আনে বুক্ষ পারিজাত। হুষ্টমতি হ'য়ে তবে দেব জগনাথ। উপাড়িয়া রক্ষ হরি দারকা আনিল। সত্যভাষা গৃহদ্বারে রোপণ করিল॥ সত্যভামা সতী হ'লো আনন্দ অন্তর। এইরূপে নর লীলা করে যতুবর॥ পরে শুন নরপতি কৃষ্ণ উপাখ্যান। নররূপে কত খেলা করে ভগবান। একদিন যত্নপতি রুক্মিণী গুহেতে। স্বকোমল শ্য্যাপরে আছে শ্যুনেতে॥ হাস্তরদে চজনের আনন্দ হৃদয়। আপনি আনন্দে কুষ্ণপদ যে সেবয়॥ মহাদেবী ক্লিক্রিণী সে সখীগণ সঙ্গে। পতিপদ সেবে তথা বসি কত রঙ্গে॥ মারাতে মানবরূপ দেব যতপতি। যাহার ইচ্ছাতে হয় স্পষ্টি লয় স্থিতি॥ ধরণীর ভার হরি করিতে হরণ। মানব রূপেতে হরি জনম গ্রহণ ॥

সর্ব্ব দীপ্তিমান্ জিনি জগতের সার। মানবরূপেতে লীলা করে অনিবার॥ রুক্মিণীর গৃহে হরি শয্যার উপরে। হরষিতে মহাদেবী পদ পূজা করে॥ চারিদিকে দীপ্তি করে মণি কত শত। পুষ্পমালা চারিদিকে গন্ধে আমোদিত॥ বিচিত্র শয্যাতে হরি বসিয়া তথন। রুক্মিণী ব্যজনী তায় করে সঞ্চালন॥ মনোহর কুষ্ণরূপ নিরীক্ষণ করে। মুখ স্থাপানে মত্ত আঁথি মধুকরে॥ রূপের সাগরে মন হইল মগন। রূপ হেরি রুক্মিণী যে হারায় চেতন॥ তবে হরি কভক্ষণে হাসিতে হাসিতে। রুক্মিণীর প্রতি কিছু লাগিল কহিতে॥ পরিহাস ছলে দেব রুক্মিণীরে কয়। শুন কহি গুণবতী তোমারে নিশ্চয়॥ রাজার তন্যা তুমি রূপদীর দার। ধনের নাহিক শেষ পিতার তোমার॥ মহা বলবান তব পিতা মহাশয়। তাঁর বড় প্রিয়পাত্র শিশুপাল হয়॥ মহাবল পরাক্রম দামোঘোষ স্ত। অতুল বিভব তার মহাগুণ যুত॥ রূপের নাহিক শেষ বুদ্ধে বুহস্পতি। এই অনুমানে তব ভ্ৰাতা মহামতি॥ তব ভ্রাতা অনাদর করে মম প্রতি। শিশুপালে বিভা দিতে করি এ যুকতি। শিশুপাল উপযুক্ত তব গুণবতী। তাহারে ত্যজিয়া কেন মম প্রতি মতি॥ আমি অতি হীন হই তাহা জানি মনে। মনে ভাবি ভয় পাই যত রাজগণে॥ পলাইয়ে রই আমি সাগর মাঝেতে। কহিলাম সার কথা তোমার সাক্ষাতে॥ আমার বিষম শক্ত যত রাজগণ। তাই আমি লুকাইয়ে রয়েছি এখন :

লুকাইয়ে আছি আমি সমুদ্র ভিতরে। হীন তেজ হ'য়ে অতি সভয় অন্তরে॥ ছুর্বলের হেন দশা শুন বরাননী। পর অপমান সহি শুনহ রুক্সিণী॥ আমার মতন হীন নাহি কোন জন। আমার আত্মীয় যারা হীনতর হন॥ শুন কহি গুণবতী বিশেষ বচন। কোন গুণে আমারে যে করিলে বরণ॥ কহি মহাদেবী এক বচন প্রকার। কুল শীল ধন মানে সমভাব যার॥ সমানে সমান বিভা স্থপের কারণ। ছোট বড় জনে হয় অশুভ ঘটন॥ উত্তমে অধমে কভু স্থপ নাহি হয়। সমানে সমানে হ'লে বহু স্বথোদয়॥ অতএব গুণবতী শুনহ বচন। আমি যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ॥ নিগুণ আমার সম নাহি কোনজন। আমার মতন চুষ্ট না হয় কখন॥ অতএব শুন কহি ওছে গুণবতী। ক্ষত্রিয় প্রধান যার বল দর্প অতি॥ ঐশ্বর্যোর নাহি শেষ রূপে বিভাধর। মহা ধনবান সব যেন ধনেশ্বর।। তাদের নিকটে স্থখ হবে অতিশয়। জরাসন্ধ শিশুপাল আদি নৃপচয়॥ মোরে অসম্ভুক্ট বড় তব সহোদর। তাহাদের গর্ব্ব আছে সভার ভিতর॥ মহাবীর্ঘ্য ভাহাদের বিনাশ করিতে। ভোমারে হরিত্র আমি স্বার সাক্ষাতে॥ তাহাদের দর্পনাশ করিবার তরে। শুন গুণবতী তাই হরিমু তোমারে॥ অত এব মহাদেবী ধরহ বচন। সম্বরে ভজহ গিয়ে অন্য কোনজন ॥ শিশুপাল আদি করি রাজার তনয়। ভঞ্জিতে পারহ তুমি যারে মনে লয়॥

সস্তোষ হইবে তবে তব সহোদর। তোমার হইবে অতি আনন্দ অন্তর ॥ মম বাক্য শুন ভূমি ওগো গুণবতী। মনোমত পতি চেফা কর রূপবতী॥ স্বন্ধন আনন্দ বিনা ছুঃখের উদয়। পাইবে পরম স্থুখ কহিমু নিশ্চয়॥ হর্ষান্তরে গদাধর কৌতুকে কহিল। হেন অমুচিত বাণী ক্রিক্রণী শুনিল। বিপরীত বাক্য যত করিয়ে শ্রবণ। ভয়েতে আকুল দেবী হইল তথন॥ মহাচিন্ত। মনে মনে হইল উদয়। সঘনে নিশ্বাস ছাডে কম্পিত হৃদয়॥ চিন্তায় আকুল সতা করয়ে ক্রন্দন। শুন্যময় চারিদিক করে দরশন॥ আঁখিজলে কক ভাসে মলিন সে মুখ। আকুল হইল সতী পায় মহাত্রুখ। ভয়েতে অবশ অঙ্গ হইল তথন। মহাশোকে মহাদেবী হইল মগন॥ ন। সরে মুখেতে বাণী দেখে অন্ধকার। মহাভয়ে রুজিণীর হইল বিকার॥ হস্ত হ'তে ব্যঙ্গনী যে ভূতলে পড়িল। একেবারে মহাদেবা অন্থির হইল॥ আকুল হইল দেবী ভাবিতে ভাবিতে। অমনি দে অচেতন পড়িল ভূমিতে॥ মুৰ্চ্ছাগত মহাদেবী ভূতলে পতন। প্রবল বাতাদে যথা কদলী কানন॥ সেইমত মহাদেবা পড়িল ধুলায়। ছিন্ন ভিন্ন কেশ বাস দেখে যতুরায়॥ ক্ষেছের কারণ হরি সচঞ্চল মন। ৰুক্মিণী সাত্ত্বিক ভাবে (১) হইল মগন॥

১। এই ছানে কলিগীর আট প্রকার ভাব উদর ইইরাছিল। অঞ্চ, পুলহ, কম্প, বিবর্ণতা, অরতেদ, সুর্জ্বা, মোহ, জড়তা এই আট প্রকার ভাবকে অই সারিক ভাব করে।

তাহা দেখি নারায়ণ আকুল অন্তর। রুক্মিণী নিকটে ধায় হইয়ে সত্তর॥ (कारन कित ऋकिगीरक कूनिया नहेन। মধুর বচনে তারে তুষিতে লাগিল। একি হেরি মহাদেবী তোমার লকণ। নারিলে বুঝিতে তুমি আমার বচন॥ রহস্ত করিয়া আমি কহিন্দু তোমায়। ভীতমনে মুর্চ্ছাগত পতিত ধরায়॥ পরিহাস করি আমি কহিনু তোমারে। সত্য মানি কেন দেবী আকুল অন্তরে॥ একেবারে জ্ঞানহীন ভূতলে পতন। উঠ মহাদেবা চিন্ত। কর অকারণ॥ তবে হরি রুক্মিণীরে করিয়ে ধারণ। কৌতুকে আনন্দে করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥ আপনি করেন তার কবরী বন্ধন। মুছাইল গাত্র ঘর্মা দেব নারায়ণ॥ যতনে আঁথির বারি সম্বর মুছার। কৃষ্ণ অঙ্গ পরশনে মূর্চ্ছ। দুরে যায়॥ মলিন কমল আঁথি চায় কুঞ্চপানে। চেত্রন পাইয়া ধনী রহে নিজ মনে॥ **এবে कृष्ध ऋक्रिगीद्य (कारल वमाहेल।** প্রবোধ বাক্যেতে তারে কহিতে লাগিল হাদ্যাননে কহে তবে দেব নারায়ণ। কহি শুন প্রিরস্থি তোমারে এখন॥ কৈন প্রিয়ে ভয়াকুল তোমার অন্তর। জানিবারে তব মন ছলন। আমার॥ আমা প্রতি কত স্নেহ ধর গুণবতী। সে কারণে এ কৌশল করি তব প্রতি॥ তোমার মধুর বাণী প্রবণে বাসনা। সেই ছেতু তব প্রতি এরূপ বঞ্চনা॥ কৌতুক করিতে আমি কহিন্থ বচন। হেরিতে তোমার প্রিয় স্থচারু বদন॥ নয়ন ভঙ্কিমা তব দেখিবার তরে। কহিলাম যত কথা জানিও অন্তরে॥

মানিনী রমণীদহ পুরুষ প্রণয়। তাহাতে জানিবে প্রিয়ে স্থথের উদয়॥ কি আর কহিব ধনী তোমারে এখন। হিতে বিপরীত এবে হইল ঘটন॥ কিন্তু মনে তুঃখ না করিও গুণবতী। কৌতুক জানিবে মাত্র শুন মহাদতী॥ শুনি বাণী মহাদেবী সন্তুষ্ট হইল। পরিহাদ বাক্য বলি মনেতে জানিল॥ অন্তরের ভয় যত করি বিদর্জ্জন। শ্রীক্লফের প্রতি তবে কহিল বচন॥ পুরুষ প্রধান হরি হেরি চন্দ্রানন। কটাক্ষ হানিল ধনী সহাস্য বদন॥ তবে মুদ্রভাষে সতী যুড়ি যুগ্মপাণি। কহিতে লাগিল শুন ওহে গুণমণি॥ ওহে হরি কেন মোরে এরূপ কহিলে। কেন বা অন্তরে মোর ভয় উপজিলে॥ कहिल माऋग कथा (मर नातायग। আমার দদুশ তুমি নহ কদাচন॥ আমার নিকটে তুমি কহ সত্য করি। হেন বাক্য তুমি মোরে কেন কহ হরি॥ আমার সদৃশ হরি নহ কদাচন। না কহিও প্রাণনাথ হেন কুবচন। তোমার সদৃশ নাথ কিরূপেতে হব। বিশ্বপতি বিশ্বময় তুমি শ্রীমাধ্ব॥ অনন্ত কারণ প্রাভূ অনন্ত মহিমা। এ বিশ্বে কে পারে তব করিবারে সীমা॥ দাযাত্ত কামিনী আমি দামান্য প্রকৃতি। ভুনি সর্বাঞ্চণময় জগতের পতি॥ কতই প্রভেদ হরি তোমায় আমায়। আমি তব যোগ্য নহি শুন যহুরায়॥ আপনি কহিলে নাথ ভজ অন্যজনে। আমি দাসী হই প্রভু তোমার চরণে॥ সেই তুঃখানলে দক্ষ হ তেছে হৃদয়। জ্ঞগৎ মোহিত দেব তোমার সায়ায়॥

তব মায়া মহামায়া ব্যাপ্ত চরাচরে। সদা জালাতন জীব হয় এ সংসারে॥ সেই মায়াবশে মন্ত যত রাজগণ। দাদীরূপে দেই মায়া দেবে শ্রীচরণ॥ কি আর কহিব হরি তোমারে এখন। তব পদ অফুরাগী যত যোগিগণ॥ মুনিগণ অসুক্ষণ যেই পদ ভাবে। তত্ত্তান প্রাপ্ত হয় যে পদ প্রভাবে॥ মানব আকার পশু রাজদল যত। না ভাবে তোমার পদ মায়ায় মোহিত॥ অহকারে মত্ত সদা যত তুরাশয়। ভঙ্জিতে তাদের প্রভু কহিলে আমায়॥ এ কারণ মনত্রঃখ উদয় অন্তরে। তোমার বচনে নাথ হৃদয় বিদরে॥ মহেশ্বর হ্রবেশ্বর আদি হ্ররগণ। তব আজা সকলেতে করয়ে পালন। সে কারণ দেবগণ পূজ্য সবাকার। আত্মামর মহাকার সকল আধার॥ একমাত্র জগতের তুমিই দকল। যে ভাবে ও পদ তার সকল মঙ্গল।। তব পদ বাঞ্ছা করে হুজন যে জন। তোমা হ'তে হয় নাথ জগৎ পালন॥ একরূপে সৃষ্টি কর তুমি মহামতি। কালরূপে নাশ দেব তুমি জগৎপতি॥ কহিলাম তোমারে অপূর্ব্ব বিবরণ। জড় বৃদ্ধি হয় যত নরপতিগণ॥ তোমার ছাড়িয়া নাহি চাহি অক্সজনে। তব পদে স্মরণ লইমু সে কারণে॥ শৃগাল লভিতে নারে সিংহের ভোজন। তাহা ভাবি তব পদে লইফু শরণ॥ শ্রীচরণে দাসী হরি করিলে কুপায়। এখন এমনু বাক্য কহ যহুরায়॥ পশুবৃদ্ধি রাজা যত তাহাদের ভয়ে। তব পদাঞ্জিত আমি আনন্দ হৃদয়ে॥

একবার শ্রীচরণেতে করিয়ে অর্পণ। পুনঃ ঠেল চরণেতে কেন নারায়ণ॥ তব পদ সেবে যত নৃপতির দল। পাইল পরম পদ সকল মঙ্গল॥ তব পদ যেই মূঢ় না করে ভজন। আপনা বঞ্চনা করে যেই আকিঞ্চন॥ স্থবুদ্ধি যে জন সেই তব সেবা করে। ত্তব ভক্তিহীন জন হীন বুদ্ধি ধরে॥ অহুর নামেতে খ্যাত চরাচরে হয়। ও পদ বিমুখ যেবা সেই ছুরাশয়॥ তব পাদপদ্মে হরি লক্ষ্মীর আলয়। তব নামায়ত পান যে জন করয়॥ তাহা ছাড়ি মুচ়জনে মত্ত রতিরসে। তুৰ্মতি জগতে দেই থাকে কামবশে॥ পাইয়া মানব দেহ যেই মূঢ়মতি। তব পদে নাহি রয় সে জনার মতি। তার সম জুরাচার নাহি কোনজন। অতএব কুপা কর কমললোচন॥ করুণা করহ মোরে ভুমি রূপাময়। ত্তব পদে যেন মম সদা ভক্তি রয়॥ আর কিছু নাহি হরি বাদনা আমার। অনাথ জনার বন্ধু কুপার সাগর॥ কুপাদৃষ্টি রেখ নাথ অবিনার প্রতি। তব পদে এই মম বিশ্বের মিনাত॥ মম প্রতি কেন হরি কহিলে এমন। অপর নৃপতিগণে করিতে ভঙ্গন॥ অদতীর পতি তুমি কভু নহ হরি। **স্কুজনেতে নাহি ভজে অসতী যে নারী**। অতএব গুণমণি মোরে কুপা কর। শ্রীচরণে স্থান যেন পাই যতুবর॥ আনন্দিত হয় হরি রুক্মিণী বচনে। ভূষিল প্রবোধে কত দেব নারায়ণে॥ তবে রুক্মিণীর প্রতি কয় যতুপতি ব যা কহিলে সভ্য স্ব শুন্ গুণবভী ॥

যাহা ইচ্ছা হয় দেবী কহিবে আমারে। অবশ্য তাহাই সিদ্ধ হইবে সম্বরে॥ মম প্রতি হয় তব ঐকান্তিক মন। তোমার ভক্তিতে বশ আমি অফুক্রণ॥ মম প্রতি হয় তব অচলা ভকতি। পতিব্ৰতা ধর্মে নিষ্ঠা তুমি গুণবতী॥ কহি শুন মহাদেবী তোমারে এখন। একাস্ত মনেতে যেবা করয়ে ভজন॥ তাহার পরমগতি পরলোকে হয়। মায়ায় মোহিত যেই হয় তুরাশয়॥ তুষ্ণৰ্শ্বেতে দদা রত দ্বেষ মম প্রতি। পরম অভাগা হয় পায় সে তুর্গতি॥ তুমি মম প্রণায়িণী প্রাণের আধার। তব সম পতিব্ৰতা নাহি দেখি আর॥ মীম প্রতি অনুরাগ তোমার যেমন। অন্মেতে না হেরি আসি তাহা কদাচন॥ দেথিয়াছি আমি তাহা বিবাহ সময়। শিশুপাল আদি করি যত নৃপচয়॥ স্বারে অগ্রাহ্য করি মম প্রতি মন। প্রণয়-পত্রিকা দিলে আমারে যখন॥ সেইকালে জানিয়াছি আমি তব মন। তোমারে কহিনু মাত্র স্নেহের কারণ॥ যেরপ ছর্দশা করি তোমার সোদরে। সে অসহা ত্রঃখ তুমি ধরিলে অন্তরে॥ সেই গুণে ভূমি মোরে করেছ বন্ধন। তোমার ভক্তিতে আমি মুশ্ধ অমুক্ষণ॥ হেনমতে তুইজনে কত কথা কয়। নর-রূপধারী হরি জগৎ আশ্রয়॥ সোহাগে মধুর ভাষে তুষিয়া আদরে। কোলে টানি লন হার অতি ধীরে ধীরে॥ नत्रलोला करत इति नत्र-क्रश धित । রুক্মিণী বদনচাঁদ চুম্বিল শ্রীহরি॥ ভাগবত কথা হয় স্থার সাগর। ত্রব সাগরের ভেলা পাপের উদ্ধার॥

অতএব হরিপদ ভাব অমুক্ষণ। দাসে কৃপা কর হরি কমললোচন॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্তমে কল্মিণী সংবাদ দমাপ্ত।

व्यथं कृष्टितांक नितन ।

শুকদেব কন পরে শুনহ রাজন। শ্রীকুষ্ণের কহি শুন বংশ বিবরণ॥ যতেক কুষ্ণের পত্নী দ্বারকানগরে। দশ দশ পুত্র হয় সবার উদরে॥ ষোল হাজার আট শত কুফের রমণী। সবাকার হৈল পুক্র শুন নরমণি॥ পুত্র পৌত্র আদি করি বংশের বর্দ্ধন। অসংখ্য সে যতুবংশ না হয় গণন॥ এইরূপে মহাবংশ দ্বারকায় হৈল। অসংখ্য কুষ্ণের বংশ বাড়িতে লাগিল॥ শুন কহি মহারাজ অপূর্বে কথন। যতেক কামিনী সহ দেব নারায়ণ॥ অনুক্ষণ ক্রীড়ারদে মত্ত সধে রয়। কুষ্ণমায়া সবাকারে মোহিত করয়॥ পরম আনন্দে সবে কুষ্ণপদ সেবে। কৃষ্ণপদ অনুরাগী নিরম্ভর সবে॥ ঈশ্বরের মায়া বল কে বৃক্তিতে পারে। ক্ষণ্ডপদ সেবে তারা মহা সমাদরে॥ পাইয়ে পরম পতি নারী যতজন। নিরবধি সেবে তারা শ্রীহরি চরণ॥ এইরপে নারী যত আনন্দে মোহিত। হইল সবার তবে দশ দশ হত॥ পুত্র পেয়ে সবাকার আনন্দিত মন। প্রধান প্রধান নাম করহ শ্রবণ ॥ (১)

তান্ত, স্থভান্ত, স্থভান্ত, ভান্তমান, প্রভান্ত, চন্দ্রভান্ত, বৃহস্কান্ত, অভিভান্ত, শ্রীমভান্ত, প্রভিভান্ত এই দশ পুর সভাভামা উধরে জন্মগ্রহণ করেন।

১। প্রায়. চাকবেই, স্থবেই, চাকবেই, স্থাক, চাকগুপ্ত, ভ্রদ্যাক, চাকচক্র বিচাক ও চাকবার এই দৃশ পুত্র কল্পিনী উদ্বে জন্মগ্রহণ করেন।

সবে মহা বলবান মহা ধকুর্দ্ধর। কুঞ্দম পরাক্রম হইল স্বার॥ অনিরুদ্ধ হইল হে কুঞ্চ-পুত্র হত। কামের তনয় সেই বড় গুণযুত॥ রুক্মিরাজ তারে পৌত্রী করিল প্রদান। কুষ্ণ পৌত্রে পৌত্রী দিয়া রাখিল সম্মান। রোচনা নামেতে কন্যা তাহারে সে দিল। এইরূপে যতুবংশ ক্রমেতে বাড়িল। অসংখ্য কুষ্ণের বংশ কে গণিতে পারে। আপনার বংশ বুদ্ধি ছারকানগরে॥ যোডকরে পরীক্ষিত কহিল তখন। मया कति कत (मर मरम्पर जक्षन ॥ রুক্মিরাজ মহাশত্রু দেবকী-কুমারে। তার পোত্রে পোত্রী দিল কহ কি প্রকারে॥ অপমান করে যারে দেব যতরায়। মস্তক মুড়ায়ে পূর্বেব করিল বিদায়॥ রথন্তক্তে বাঁধি কত করিল প্রহার। কিসে বিশারণ রুক্সি কহ সমাচার॥

শালা, স্থামিত্র, বিজ্ঞা, পুরজিও, চিতকেতু, বহুমান, শত সহপ্রজিত, দামবক্র, আদিত্য, আদুবতী উদরে এই দশ পুর জন্মগ্রহণ করেন।

বীরচন্দ্র, অধ্যেন, চিত্রগুপ্ত, বেগমান, বৃষমাত্ত্ব,
শঙ্কু, বস্থু, কুস্তী, শ্রীমান এই দশ পুদ্র নম্মজিতী উদরে
জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রুত, কর, বুধ, স্কুবাছ, ভন্তু, অন্তি, দর্শন, পুণামান, সোমক কাণিন্দী উদরে এই দুশ পুত্র হয়।

প্রবেষ, সিংহ, প্রবল, উর্দ্ধগাত্ত, বাণ, বল, শক্তি, সহ, উজ ও অপরাজিতা এই দশ পুত্র মাজীদেবী প্রসব করেন।

রুষ, হর্ষ, উন্মাদ, আগ্ন, বহুগগ্ধ, অনিকা, প্রনা, ক্রীত, অমিত, মহান, মিত্রবিন্দার গর্ডে এই দশ পুত্র জন্ম-গ্রহণ করেন।

সংগ্রামজিত, রংংকেন, শগন, প্রহরণ, অবিজিত, জয়, স্ভল্ল, সত্যক, গ্লাম, আবু এই গশকন ভল্লার পুশ্রঃ

বৈরীভাব চুইজন রছে সর্ববৃক্ষণ। কিরূপে বিবাহ ঘটে কহ সে কারণ॥ যার সহ সর্ববক্ষণ বিষম বৈরিতা। শুনিতে বাসনা দেব কহ সে বারতা॥ চিরকাল যার সঙ্গে বাক্যালাপ নাই। সে কারণ মুনিবর তোমারে স্থাই॥ রাজার বচনে তবে শুকদেব কয়। পরস্পর শক্রভাব যদ্যপি আচয়॥ কুষ্ণের নিকটে বহু অপনান হৈল। ভগিনীর শ্রীতি হেতু তাহা না মানিল॥ রাখিতে ভগিনী মান রুক্মি দে রাজন। ভগিনীর পোত্রে পোত্রী করিল অর্পণ ॥ রুক্মিণীর প্রিয় হেতু এ কার্য্য করিল। সেই হেতু অনিরুদ্ধে পৌত্রী দান দিল।। স্বয়ন্বর হেতু রাজা করে আয়োজন। আইল সে ভোজকৃটে বহু রাজগণ॥ রোচনা নামেতে কন্সা পরমা স্রন্দরী। অত্লন। রূপ তার যেন বিগ্লাধরী॥ কুতবর্ণমা পুজ্র সহ বিবাহ নির্ণয়। সেই কন্সা অনিরুদ্ধ বলে হরি লয়॥ কিন্তু রুগ্নিরাঙ্গ তাহে ক্রোধ না করিল। ভগিনীর পৌল্ল হেতু কিছু না কহিল॥ মনে মনে নরবর করিলা চিন্তন। বিরোধেতে কিবা ফল ছইবে এখন ॥ বলে কন্সা উদ্ধারিতে কতু না পারিব। তবে কেন রুথা আর বিরোধ করিব॥ এত ভাবি অনিরুদ্ধে কম্যাদান করে। রবিষণী বিবাহ ভয় জাগিছে অন্তরে॥ সেই হেছু নরবর আনন্দিত মন। অনিরুদ্ধে নিজ পৌত্রী করিল অর্পণ। বৈরিতা ঘূচিল এবে গোবিন্দের সঙ্গে। নিমন্ত্রণ কৈল কুষ্ণে রাজা মহারঙ্গে॥ আনন্দ অন্তরে রাজা নিমন্ত্রণ করে। রাম সহ কৃষ্ণ যায় ভোককৃট পুরে॥

প্রহান্ন সহিত হরি চলিল তথায়। শান্ব আদি বীরগণ ধাইল ত্বরায়॥ বিবাহের নিমন্ত্রণ সকলে জানিল। মহানন্দে সকলেতে তথার চলিল॥ তবে রুক্মি নরবর আনন্দ মনেতে। কৃষ্ণ সহ যতুগণে বদায় সভাতে॥ আনন্দ বিধানে কার্য্য করে সমাপন। বিবাহ নির্বত্তি পরে শুনহ রাজন। নিমন্ত্রিত রাজগণ সভাতে আছিল। ক্রিরাজে তবে সবে কহিতে লাগিল। পাশ। ক্রীড়া কর ভুমি সহ সঙ্কর্যণ। চ্যুতে পরাজয় করে সভাতে এখন॥ চিন্তা না করিহ কিছু শুন নুপরায়। মনেতে জানিবে মোরা তোমার সহায়। তবে রুক্সি মনে মনে চিল্ডিয়া তথন। ভাল ভাল বলি তবে করিল গমন॥ বলদেব পাশে গিয়া কহিতে লাগিল। বিবাহ উৎসবে কিছু আনন্দ হইল॥ শুন গুণাধর কহি তোমারে এখন। পাণা খেলা করি এদ মোরা হুইজন॥ তাহাতে আনন্দ আর' প্রচুর হইবে। বলরাম তাহা শুনি মনে কিছু ভাবে॥ ক্ষণেক চিন্তিয়া রাম করে অনুমতি। রুক্মিরাজ পাশা খেলে রামের সংহতি॥ বহুমুদ্রা পণে পাশা খেলিতে লাগিল। সেইবার বলদেব তাহাতে জিতিল॥ কিন্তু সে কলিঙ্গরাজ হাসিয়া তথন। উচ্চদন্ত দেখাইয়া হাসে বহুক্ষণ॥ নিথ্যা বাক্যে কহে রাম পরাজিত হৈল রুক্মিরাজ এইবার বাজিতে জিতিল॥ তাহে বড় ক্রোধান্বিত হ'লো হলধর। দেখ পুনঃ পণে পাশা খেলে হলধর॥ তবে পাণা খেলে তথা আনন্দ অন্তর। হেলায় জিতিল তাহা দেব হলগর॥

তবে দে কলিঙ্গরাজ হাসি মহারোলে। হেরে গেলে হলধর পুনঃ এই বলে॥ উচ্চদন্ত বহির্গত করয়ে এখন। কুতুহলে হাসে তবে কলিঙ্গ রাজন॥ মহাকোপে জ্বলে রাম তাহ। দরশনে। কলিঙ্গেরে দেখে তবে আরক্ত লোচনে॥ তবে পুনঃ বহুমুদ্র। করি নিরূপণ। থেলিতে লাগিল পাশা শুন বিবরণ॥ সেবারেও হলধর জিতিল তখন। মিথ্য। বাক্য কহে পূনঃ কলিঙ্গ রাজন॥ এবারেও পরাজয় হৈল হলপাণি। সভামধ্যে পণ মুদ্রা দেহ শীঘ্র আনি॥ জিতিল সে রুক্মিরাজ তুমি পরাজয়। মহা উচ্চ হাদে আর এই কথা কয়॥ মিখ্যা করি হেন কথা কছে আরবার। দৈববাণী হয় তবে আকাশ উপর॥ মিখ্যা কথা কেন কহ কলিঙ্গ রাজন। বলদেব জিতে বাজি জানিহ এখন॥ এইরূপে বারত্রয় দৈববাণী হৈল। তবে বলদেব কথা কহিতে লাগিল॥ কেন রথা গগুগোল কর এইক্ষণ। বাজি জিতিলাম আমি শুনহ এখন॥ কলিঙ্গ কহিছে রূথা শুন দৈববাণী। নহে সত্য এই কথা মিথ্যা বলি মানি॥ ভূতের ও কথা হয় জানিবে নিশ্চয়। ভূতের কথাতে কেবা করয়ে প্রত্যয়॥ এখন পণের মুদ্রা করহ অর্পণ। হাদে আর এই কথা বলে সর্বজন॥ কুবচন কছে তবে রুক্সি নরবর। এ কার্য্য তোমার নহে ওহে গুণধর॥ গো-চারণ কার্য্যে পটু জানি ভালমতে। পাশা খেলা কি সম্ভবে গোপাল হইতে॥ ত্যুতক্রীড়া নরপতি গণেতে করিবে। গো-পালের কর্ম তোম। হ'তে সিদ্ধ হবে॥ যার কার্য্য তার সাজে জানে সর্বাঙ্গন। করিবারে পার তুমি ভাল গো-চারণ॥ পণের সে মুদ্রা তাহা করহ অর্পণ। নতুবা নিস্তার নাহি ওহে সক্ষর্যণ। বৈবাহিক বলি আমি ক্ষান্ত না হইব। যত টাকা পণ তাহা এখনি লইব॥ রুক্মির বচনে তবে দেব হলধর। ক্রোধেতে কম্পিত যেন হ'লো বৈশ্বানর॥ যেন নব বিষধরে তৃণাঘাত কৈল। একেবারে হলধর কুপিয়া উঠিল। একেত অনম্ভযুর্ত্তি তাহে ক্রোধান্বিত। না সরে বচন মুখে সঘনে কম্পিত। इलक्षत्र त्कार्य कार्य (पर्ध मर्वकात । ধরা করে টলমল রামের গর্জ্জনে॥ মহারোষে হলপাণি হল আকর্ষণে। বেগেতে ধরিল সেই কলিঙ্গ রাজনে॥ ষ্ঠুতলে ফেলিয়া তার বক্ষেতে বসিল। একে একে দস্ত তার উৎপাটন কৈল। না রাখিল এক দম্ভ সব উপাড়িল। শোণিতে সে ধরাতল প্লাবিত হইল। তবে কোপে হলধর কহিল তথন। এইবার হাস্ত কর করি দরশন॥ কোথা সেই উচ্চ দস্ত কেমনে হাসিবে। এমন হুন্দর মুখ কেমনে দেখাবে॥ এত কহি তারে ছাড়ি দিল সেইক্ষণ। হলাঘাতে রুক্মিরাজে করিল নিধন। আর যত নৃপগণ ছিল সেই স্থানে। লাঙ্গল আঘাত তবে করে জনে জনে॥ বিষম আঘাতে সবে হইল কাতর। ভগ্ন উরু শির কার ধায় স্থানান্তর॥ এইরূপে রাজগণে নিধন করিল। ভগবান তাহা দেখি কিছু না কহিল॥ পরে রাজা পরীক্ষিৎ করহ শ্রবণ। বধুসহ পৌত্র সঙ্গে করি নারায়ণ॥

রথে চড়ি ছারকার গমন করিল।
ছারকানগরে আসি উপনীভ হৈল।
তদন্তর হলধর আদি যত জন।
ছারকানগরে আইল আনন্দিত মন।
ভাতার নিধন বার্ত্তা রুদ্ধিশী জানিল।
হর্ষ ও বিষাদ তুই মনে উপজিল।
শোকেতে আকুল দেবী করয়ে রোদন।
সাস্থনা করিল তারে দেব নারারণ।
পরে দেবী বধুসহ পৌক্র নিল ঘরে।
মহানন্দে মহোৎসব পুরনারা করে।
ছরিকথা একমনে শুনে যেই নর।
অনায়াসে মোক্ষ পার পাপের উদ্ধার॥
হীনমতি দাস কৃষ্ণ পদে মধুকর।
ভাগবত কথা ভণে হার্য অন্তর॥
ইতি শ্রীমভাগবতে দশম হক্তে ক্ষিবিধ সমাপ্ত।

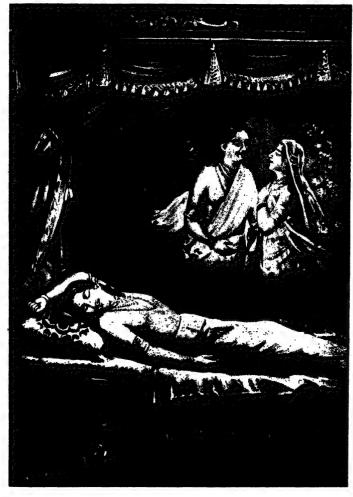
অথ বাণযুদ্ধ ও উবাহরণ। পরীক্ষিৎ নরবর কহে ঋষিবরে। কি প্রদঙ্গ হৈল দেব কহ তদন্তরে॥ তব মুখে হরিকথ। স্থাময় অতি। শ্রবণ শীতল কার কহ সে ভারতা॥ শুকদেব বলে রাজা শুন দিয়া মন। অনিরুদ্ধ বিভা করি আইল যথন। অপূর্ব্ব আখ্যান কহি শুন তদন্তর। বলি রাজার হয় এক শতেক কুমার॥ তার মধ্যে বাণ রাজা মহাবলী হয়। জগতে তাহার সম দ্বিতীয় না রয়॥ মহাবল পরাক্রমী বিখ্যাত ভুবনে। ভূতেশে সেবিল রাজা ঐক্যান্তক মনে কঠোর করিয়ে তপ মহেশে সাধিল। নানা উপহার হরে আরাধন কৈল। বহুকাল করে রাজা তপ আচরণ। নুপতির স্তবে ভূষ্ট দেব ত্রিলোচন॥

কুপা করি মহেশ্বর সাক্ষাতে আইল। নুপতির প্রতি তবে কহিতে লাগিল। ওহে বাণ নরবর শুনহ বচন। তব স্তবে ভুফ আমি মেলহ নয়ন॥ মনোমত বর মাগি লহ মোর স্থানে। হইনু পরম তুষ্ট তব আরাধনে॥ তবে বাণ নরপতি নয়ন মেলিল। শুভ্রকান্তি মনোহর সম্মুখে দেখিল। করযোড়ে ভূমি লুটি করিল প্রণতি। বিধিমতে মহেশ্বরে করে তথা স্তুতি॥ নমো নমঃ ভূতেশ ভবানী-মহেশ্বর। গঙ্গাধর মনোহর পার্বতী-ঈশ্বর॥ ভক্তের মানদ পূর্ণ কর ভোলানাথ। সর্বানন্দময় দেব তুমি জগন্নাথ॥ নমঃ ত্রিলোচন বিভূ পরম কারণ। বাঞ্ছা কল্পতরু শিব বিশ্ব-বিমোহন॥ ত্রিপুরারী বিশ্বনাথ মহাকালরূপী। কে জানে তোমার অন্ত তুমি বিশ্বব্যাপী॥ দেবদেব মহাদেব জগতে আশ্রয়। নিক্ষাম পুরুষ তুমি দেব দয়াময়॥ কুপা করি সহস্র যে হস্ত দিলে মোরে। এ বিষম ভার দেহ সহি কি প্রকারে॥ সতত বাসনা দেব লিপ্ত থাকি রণে। প্রতি যোদ্ধা নাহি পাই ভ্রমিয়া ভুবনে॥ ভয়েতে দেবতা যত নহে অগ্রসর। দরশন মাত্র সবে ধায় স্থানান্তর॥ অধিক কি কব দেব মন্তহন্তী যত। সবে ধায় দেখি মোরে মানিয়া অদ্ভূত॥ গিরিবর নাহি ধরে মম বাহুবলে। চুর্ণ হ'য়ে একেবারে যায় রসাতলে॥ অতএব কুপা করি বর দেহ দান। মম সহ যুদ্ধ কর ওহে ত্রিলোচন। ভূমি ভিন্ন মম সহ কেবা যুদ্ধ করে। মম সহ যুদ্ধ করি ভুষ্ট কর মোরে॥

বাণের বচনে তবে দেব মহেশ্বর। মহাফ্রোধে কহে তারে কর্কশ উত্তর॥ ওরে মূঢ়মতি তোর এত অহঙ্কার। মম সহ রণবাঞ্ছা নাহিক নিস্তার ॥ কিছুদিন বিলম্ব করহ তুরাশায়। কেছু গ্রহ আসি যবে করিবে আশ্রয়॥ আপন সংখ্যাতে আসি করিবেন ভোগ। কেতুর পতাকা দগ্ধ হইবে সংযোগ॥ দৰ্পচূৰ্ণ সেইকালে জানিবে তখন। পরাভব হবে মোর সহ করি রণ॥ এত কহি ত্রিপুরারী নিজ স্থানে গেল। শ্রবণে সে বাণ দৈত্য হরষিত হৈল॥ মহানন্দে নিজগুহে গমন করিল। মনে মনে বাণরাজা সময় গণিল॥ ভবানীর বাক্য মনে করিল স্মরণ। নিজ গৃহে রহে রাজা আনন্দিত মন॥ তদস্তরে শুন বীর অপূর্ব্ব কাহিনী। উষা নাম ধরে সেই বাণের নন্দিনী ॥ দিবানিশি ভক্তিভাবে দেবীপূজা করে। করয়ে পার্বিতী পূজা নানা উপচারে॥ রতিপুত্র অনিরুদ্ধে পতির কারণ। ঊষা ধনী মনে মনে চিন্তে অনুক্ষণ॥ সদা পূজে দেবী পদ সভক্তি অন্তরে। দেবী প্রতি ভক্তি অতি করে নিরন্তরে॥ যাতে রতিপুত্র পতি হয় গো আমার। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর দাও এই বর॥ দেবীপদে এইরূপ করয়ে স্তবন। ভক্তিতে হইল বশ পাৰ্ববৰ্তী তথন॥ তবে দেবী ঊষা প্রতি সদয় হইল। অনিরুদ্ধে স্বপ্নযোগে সকলি কহিল॥ রতন পালক্ষে শুয়ে রতির তনয়। নিশাযোগে দেখে স্বপ্ন অঘোর নিদ্রায়॥ শিয়রে বসিয়ে দেখী কহিতে লাগিল। অনিরুদ্ধ স্বপ্নে সব দর্শন কৈল॥

হেরিল অপূর্ব্ব এক কুত্রম-কানন। নানাজাতি পুষ্প বৃক্ষ তাহে হুশোভন॥ মনোহর রাশি রাশি কুমুম লতায়। করিয়াছে কত শোভা পাতায় পাতায়॥ ফুটিয়াছে ফুলদল সৌরভ ছুটিছে। মধুকর মধুলোভে প্রমন্ত হ'তেছে॥ গুন্ স্থরে সবে করিছে ককার। কোকিল আনন্দে করে কুন্ত কুন্ত স্বর॥ মদন বিরাজে তাহে দদা সর্বক্ষণ। মোহিত করিছে যেন অমর ভুবন॥ এ হেন কুত্বম বহে কুত্বম-শব্যায়। অপূর্বে রমণী এক আছুয়ে নিদ্রায়॥ পরিহিতা নীলাম্বর রূপ মনোহর। রতন ভূষণে অঙ্গ শোভিত স্থন্দর॥ কুন্তম দলের মাঝে যেন শশধর। ছাড়িয়া আকাশ যেন ধরণী উপর॥ কুহুম দলের মাঝে যেন সূর্য্যমণি। কত আভা কত শোভা যেন সোদামিনী হেরি রূপ অপরূপ মানস মোহিত। জলদের মাঝে যথা প্রকাশে তড়িত॥ রূপ দেখি অনিরুদ্ধ বিমোহিত হৈল। অনঙ্গে অনঙ্গ-পুত্র মাতিয়া উঠিল॥ অমনি মানদ তার অনঙ্গে মগন। বিহারিতে তার সহ করিল মনন॥ यत्न धनी ख्रवमनी कत कुशामान। করিব তোমার আমি মুখামুত পান॥ হেরিয়া সৌন্দর্য্য তব আকুল অস্তর। আমারে বাঁচাও ভূমি করহ বিহার॥ কেবা তুমি কার কন্সা হুচারু-নয়নী। তব রূপে নাহি দীমা চারু চন্দ্রাননী॥ তব রূপে মুগ্ধ নহে বল কোন জন। শিহরে যোগীর কুল করি দর্শন।। দেবী বা গন্ধৰ্বৰ কিবা হইবে নাগিনী। এ ঘোর কানন মাঝে কেন একাকিনী।

কামানলে তত্ত্ব জ্বলে তোসারে হেরিয়া। আমারে বাঁচাও ধনী আলিঙ্গন দিয়া॥ কামের তনয় আমি ঐকুষ্ণের নাতি। রাখহ আমার প্রাণ তুমি গুণবতী॥ রাখিবারে যদি চাহ এজনার প্রাণ। বিধুমুখী একবার হও কুপাবান॥ কামপুত্ৰ বাক্য শুনি কহিল কাহিনী। অধিনীর বাক্য এবে শুন গুণমণি॥ জগতের পূজ্য যদি তুমি মহামতি। যদি তুমি হও সেই শ্রীক্বফের নাতি॥ তবে কেন কহ বাক্য হেন অনাচার। কহিছ করিতে মোরে কার্য্য ব্যভিচার॥ রুথা অনাচার কর বলহ আমারে। তব যোগ্য বাক্য একি কভু হ'তে পারে॥ পরনারী প্রতি কহ কুংসিত ক্রন। পরলোকে নাহি স্থথ তাহে কদাচন॥ যেইজন পরনারী সহ রতি হয়। নরকে নিবাস তার জানিহ নিশ্চর॥ ইহলোক স্থথ মাত্র ওহে মহামতি। চরমে হইবে তার অশেষ তুর্গতি॥ অতএব গুণমণি ধরহ বচন। বিবাহ করিয়া মোরে কর আলিঙ্গন॥ উপদেশ ধর শুন ওহে গুণাকর। আমারে লভিতে যদি বাসনা তোমার॥ নিতান্ত লভিতে যদি বাসনা আমায়। পিতার নিকট যাহ শীঘ্র মহাশয়॥ মহাদেবী ভগবতী দেব ত্রিলোচনে। প্রার্থন। করহ তুমি তাঁহাদের স্থানে॥ তাহ'লে বাদনা পূর্ণ হইবে নিশ্চঃ। প্রকৃত বচন আমি কহিন্ম তোমায়॥ এত কহি অন্তৰ্জান হৈল গুণবতী। অদর্শনে অনিরুদ্ধ বিচলিত মতি॥ রতিপুত্র চারিদিকে করি অম্বেষণ। আর নাহি দেখে দেই স্ফাঁদ বদন॥



রতন পাণকে ৬য়ে রতির তন্য : নিশাযোগে দেখে স্বপ্ন অঘোর নিদ্রার ৭৩১ পৃষ্ঠা

নিদ্রা ত্যজি একেবারে আকুল হইল। অচেতন ধরাদনে অমনি পড়িল॥ বলে কোথা দেখা পাব সে চক্রবদনী। আর কি আসিবে ছেথ। বিচ্নৎবরণী॥ আর কি সে স্থা কথা শুনিব শ্রবণে। এইরূপে রতিপুত্র বিষাদিত মনে॥ একেবারে জ্ঞান হীন পাগলের মত। ত্যজিল ভূষণ তার অঙ্গে ছিল যত॥ চারিদিকে সচকিত করে দরশন। কোথায় রূপদী বলি করয়ে রোদন ॥ অনিক্লদ্ধে বিচলিত দেখিয়া সকলে। রতি সতী কাঁদে অতি পুত্র করি কোলে॥ আর আর যহুকুল যতেক কামিনী। পুত্র লাগি হয় সবে অতি বিধাদিনী॥ কান্দেন রুক্মিণাদেবা অতি উচ্চরবে। অন্তর্য্যামী ভগবান জানিলেন তবে॥ রুক্মিণী রোদনে হরি আকুল হইল। বিশেষ করিয়া কথা কহিতে লাগিল॥ শুন সতী গুণবতী আমার বচন। যে কারণে অনিরুদ্ধ হইল এমন। ভগবতী আসি পুলে স্বপনে দেখাল। ঊষা-রূপে রতিপুত্র বিচলিত হৈল॥ কি আর কহিব প্রিয়ে তোমায় এখন। বাণ-কন্সা উষা সেই শুন বিবরণ॥ পার্ব্বতীর বরপুত্র বাণ মহামতি। সেই হেডু স্বপ্নে আদি কহে হৈমবতী॥ দে হ'তে চঞ্চল হৈল রতির কুমার। আমিও উধারে ব্যস্ত করিব এবার॥ অনিরুদ্ধ সহ তার করিব ঘটন। নিশিযোগে আমি তারে কহিব স্থপন॥ রুক্মিণীর প্রতি হরি এতেক কহিল। তবে মহাদেবী তথা প্রবোধ মানিল। পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন। এইরূপে রুক্মিণীরে প্রবোধি তখন ॥

অখিলের ধাতা সেই দেব নারায়ণ। মায়া করি অনিরুদ্ধ হইল তথন॥ নিশাকালে বাণ-কন্সা উষা বিনোদিনী। রতন মন্দিরে শুয়ে আছে একাকিনী॥ মনোহর বেশে হরি শিয়রে বসিল। স্বপনে তাহারে হরি দরশন দিল।। মনোহর রূপ সতী করে দরশন। কন্দর্প আকার এক পুরুষ রতন॥ রূপের নাহিক দীমা ভুবন মোহিত। হেরে সে রূপের ছটা চঞ্চলিত চিত॥ কিবা সে রূপের কান্তি হুন্দর গুরতি। রূপ হেরে একেবারে মুগ্ধ হয় সতী॥ রূপ হেরে উষা সতী উন্মতা হইল। মুতুভাষে হাস্যাননে কহিতে লাগিল॥ কহ শুনি গুণাকর কেবা তুমি হও। না করিহ প্রবঞ্চনা সত্য করি কও॥ কাহার তনয় তুমি কোন দেশে ঘর। তব রূপে বিমোহিত আমার অস্তর॥ কন্দর্প সমান রূপ করি দরশন। তব দরশনে মোরে পীড়িল মদন॥ যেই হ'তে তব রূপ নয়নে হেরিছু। কামের সাগর মাঝে আমি যে পড়িন্মু॥ এ ঘোর বিপদ হ'তে করহ উদ্ধার। নতুবা এ পোড়া প্রাণ যাইবে আমার॥ নারী হ'য়ে হেন জনে না ভজে যেজন। রুথায় জানিবে তার রুমণী জীবন॥ অতএব গুণাকর মোর বাক্য ধর। আমারে ভজহ তুমি ওহে প্রাণেশ্বর॥ বড়ই চঞ্চল মন তোমার কারণ। রাথহ জীবন মম দিয়ে আলিঙ্গন॥ বঞ্চনা ক'রনা মোরে ওছে প্রাণেশ্বর। তাহাতে অধর্ম তব হইবে বিস্তর॥ যাচিকা কামিনী যেই অবহেলা করে। চরমে নিশ্চয় যায় নরক ভিতরে॥

ঊষা বাক্যে জগন্নাথ কহিতে লাগিল। যা কহিলে গুণবতী সত্য সে সকল॥ শুন কহি ঊষা দেবী বচন আমার। মম পিতা কামদেব কুষ্ণের কুমার॥ व्यनितम्ब नाम मम छन वदानत्न। কুষ্ণ অনুমতি বিনে করিব কেমনে॥ যদি মোরে অমুমতি করেন এইরি। তাহ'লে তোমার বাঞ্চা পুরাইতে পারি॥ আমারে বিবাহ যদি আছুয়ে মনন। পিতামহ বিনে তাহা না হবে কখন॥ ইহা কহি গোপীনাথ অন্তর্ধ্যান হয়। নিদ্রাভঙ্গে উষা দেবী চারিদিকে চায়॥ না দেখিয়া সে পুরুষ সব শৃত্যাকার। মনে ভাবে একি ভাব হইল আমার॥ কেন বা নিশিথে মম নিদ্রা ভঙ্গ হৈল। ছঃখের দাগরে মোরে ডুবিতে হইল॥ কিবা অপরূপ আমি হেরিত্ব নয়নে। আর কি দেখিব আমি সে চারু বদনে॥ আর কবে হেন দিন হইবে উদয়। আর কি শুনিব সেই বাক্য স্থাময়॥ এইরূপে অচেতন কান্দিতে লাগিল। अक्ष मत्रमात्व धनी পांशिलनी इ'त्ला॥ ছেনকালে স্থি আসি কহিল তাহারে। কেন রাজবালা তুমি ভাবিছ অন্তরে॥ কেন বা আকুল তব অন্তর হইল। কি কারণে কান্দ মোরে সত্য করি বল। কি ভয় অন্তরে তব হ'য়েছে উদয়। কি কারণে তব চিত্ত পাগলের প্রায়॥ স্থীর বচনে ঊষা বাক্য না কহিল। একান্ত মনেতে সতী ভাবিতে লাগিল॥ তবে দতী মনে মনে করিল চিন্তন। অকস্মাৎ একি দায় হইল ঘটন। রাণী অত্যে গিয়া কহে সকল কাহিনী। সচঞ্চল হন শুনি বাণের গৃহিণী॥

রাজার নিকটে কছে যত বিবরণ। विश्रम ভाविया जागी करतन (जामन ॥ রাণীর রোদনে রাজা আকুল হইল। সখীরে ডাকিয়া তবে কহিতে লাগিল। শুন স্থী কহি আমি প্রকৃত বচন। শঙ্কর আবাসে শীঘ্র করহ গমন॥ কছ এ বারতা সেই শিব সমিধানে। তবে সে জানিবে তত্ত্ব কম্মার কারণে॥ রাজার বচনে তবে সথী শীঘ্র ধায়। শিব স্থানে সখী গিয়া বিবরিয়া কয়॥ রক্ষন্ততা বিবরণ সকলি শুনিল। শ্রেবণ করিয়া শিব হাসিয়া উঠিল। গণপতি সখী প্রতি কছিল তখন। বিচলিত ঊষ। হয় যাহার কারণ॥ পার্বতীরে পূজে সদা পতি পাইবারে। সম্ভুষ্ট হইয়া দেবী বর দিল তারে॥ পরম স্থন্দর বর হইবে তোমার। ভগবতী বাক্যে ভৃষ্ট অন্তর তাহার ॥ রতিপুত্র অনিরুদ্ধ দেখিল স্থপন। স্বপ্ন দরশনে পুজ্র বিচলিত মন॥ হুইল পাগল প্রায় কামের তনয়। অন্তৰ্য্যামী ভগবান জানে সমুদয়॥ রুমাপতি মনে মনে সকল জানিল। মনোহর রূপে তথা উষা গৃহে গেল। যেথানেতে ঊষা সতী শয়ন-মন্দিরে। নিদ্রায় আছিল কম্মা সানন্দ অন্তরে॥ তথা স্বপ্নযোগে হরি কহিল তাহায়। সে রূপ নয়নে হেরি উন্মাদিনী প্রায়॥ রূপরাশি হেরি ধনী মোহিত হইল। বরিতে সে রতিপুত্রে মনেতে চিন্তিল॥ অনিরুদ্ধ রূপে কন্সা হয় জ্ঞানহারা। একেবারে অচেতন হ'য়ে কামাতুরা॥ নিতান্ত চঞ্চল তার হইয়াছে মন। ভোজনে অরুচি তার পাগল যেমন ॥

ছন্নমতি হইয়াছে নাহি নিদ্রা যায়। কাহারো সহিত কক্সা নাহি কথা কয়॥ বিক্লত আকার তার মলিন বরণ। সর্ববদা ভাবিছে আর করিছে রোদন ॥ সে সময় স্থী আসি কহে সে কাহিনী। তাহাতে স্বস্থির হ'ল বাণের নন্দিনী॥ বলে তারে শীঘ্র যাও দারক।-নগরে। অনিরুদ্ধ নিদ্রা যায় হুথে সেই ঘরে॥ রতন পালক্ষে শুয়ে স্থাথ নিদ্রা যায়। মায়াবলে তুমি সখী যাইবে তথায়॥ হরণ করিয়া তায় সেই মায়াবলে। আনহ তাহাকে শীঘ্ৰ তুমি কুতৃহলে॥ তা হ'লে মঙ্গল হবে জানিবে নিশ্চয়। বাণকক্সা চিত্ত স্থির হইবে ত্বরায়॥ অতএব শুন দখী কহিন্দ তোমারে। শীঘ্রগতি কর গতি দ্বারকা-নগরে॥ আনন্দে হইয়ে মগ্ন যায় ত্বরা করি। গণপতি বচনে ঊষার সহচরি॥ মাযাবলে সেইকালে করিল গমন। ক্ষণেকের মধ্যে গেল দ্বারকা ভবন॥ যে যরেতে রতিপুত্র স্থথে নিদ্রা যায়। যোগবলে সহচরী উত্তরে তথায়॥ হেরিল সে রতি-পুত্র রূপ বিমোহন। রূপ হেরে একেবারে হয় অচেতন॥ স্থির নেত্রে সহচরী সে রূপ নেহালে। হরিয়া আনিল তারে অতি কুতৃহলে॥ যথায় বাণের পুক্রী বিষাদিত মনে। সেইস্থানে মায়াবলৈ আইল তথনে॥ এথানেতে সকলেতে দারকা-নগরে। দেখিল সে পুত্র নাই শয়ন-মন্দিরে॥ রতি সতী পুত্রশোকে আকুল হইল। হা পুত্ৰ হা পুত্ৰ বলি কান্দিতে লাগিল॥ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে সতী পুত্রের কারণ। আর যত নারী কাদে বিষাদিত মন ॥

হেনকালে যত্রপতি প্রবণ করিল। রমণী সকলে তবে বিস্তারি কছিল॥ বিধিমতে সকলে প্রবোধে নারায়ণ। বলে কেন কর সবে রুথায় রোদন॥ এইরূপে সকলেরে কহি নারায়ণ। (১) পৌজের কারণ হরি করিল গমন ॥ ঊষা সতী রতিপুত্রে করি দরশন। যাইলেন নিজঘরে আনন্দিত মন॥ ভাগবত কথা অতি প্রবণে ফুন্দর। দাস ভাষে ভাষামতে আনন্দ অন্তর॥ ত্রিপদী विनएप्राट निर्वानन. শাস্তমূর্ত্তি তপোধন, কহে তবে কুরুর কুমারে। কহি শুন মহামতি, স্থামন্ট কৃষ্ণ ভারতী, শুন ভূপ আনন্দ অন্তরে॥ বাণ-কন্মা উষা সতী, যথা হ'য়ে মৌনবতী, বিচলিত রতিপুত্র আশে। कति माग्रा माग्राविनी, हित मिरे छन्मिनि, লইল সে বাণভূপ বাদে॥ পুরমধ্যে প্রবেশিল, অমনি চেতন হৈল. অনিরুদ্ধ করয়ে রোদন। ठातिनिटक नत्रभटन, আকুল হইল প্রাণে, পিতা মাতা নহে দরশন॥ দেখে দব অনুপম, নহে সে ছারকা সম, মনে মনে করয়ে চিন্তন। বলে হেথা কেন আমি, কোথা কৃষ্ণ অন্তৰ্য্যামী, কেন মোর হেথা আগমন॥

১। শ্রীকৃষ্ণ বর্তুদ কামিনীগণকে নানাপ্রকারে সান্ধনা করিমা সাতা।ক সহিত গরুড়ারোহণে প্রিকারে বাণরাজ্যে উপনীত হইলেন
এবং ভোলানাথ পার্কতী সহিত সেই বাণরাজ্যে
শোণিতপুর রক্ষা করিতেছেন, তর্কশনে মহা আনন্দিত
হইরা শৃস্তমার্কে রতিপুল অনিরুদ্ধের রক্ষা হেড়ু
শুপ্রবেশে অবস্থিতি করিতে গাগিলেন।

विश्वेष क्ष

নিদ্রিত ছিলাম ঘরে,কে আনিল হেখা মোরে, কোথা মোর জনক জননী। কোখা পুরবাসীজন, কোখা যতুকুলগণ, তুমি কেবা কহ বরাননী॥ আকুল মম ছদয়, নাহি দেখি বাপ মায়, কেন মোরে আনিলে এখানে। এ দেশ কাহার বল, গুহে মোরে লয়ে চল, 📒 হেথা আমি কছ কি কারণে॥ শুনি সখি মুতুভাষে, অনিরুদ্ধ প্রতি ভাষে, কেন ওহে পুরুষ প্রবর। কেন বা আকুলমতি, কেন ভাবহ অনীতি. কেন রুথা আকুল অন্তর॥ দাসী কয় শুন বাণী, কহি শুন গুণমণি, কেন রুখা করহ রোদন। यात नात्रि निरानिनि, ভाবर निर्व्वतन रिन, नाख नाथ व्यानिक्रन, ताथ व्यक्षिमी जीवन, যার লাগি বিচলিত মন॥ মিলাইব সেই জনে, রুথা চিন্তা ত্যজ মনে, 🧵 কি ভাবিছ মনে মনে,বিভীষিকা কি কারণে, স্থির চিত্তে শুনহ কাহিনী। তোমার যে চিত্তহারা, তাহারে মিলাব ত্বরা, । তুমি মম প্রাণপতি, তুমিই আমার গতি, ক্ষণেকেতে পাবে বিনোদিনী॥ রতিপুত্রে কহি এত. প্রবোধ করিল তত, ! মায়াবলে মোহিত করিল। শয়নেতে উবা সতী, ভাবে সেই প্রাণপতি, টবা বাক্যে রতিহুত, নিদ্রাযোগে অচেতন ছিল॥ স্থী কহে সম্বোধনে. উঠ ধনী এইক্ষণে, কি কারণে আছ নিদ্রাগত। শীঘ্র মেলিয়া নথনে, দেখহ তব রতনে, তব পাশে আছে উপনীত॥ যে জন কারণে দতী, হ'য়েছে আকুলমতি, সেইজন বসি তব পাশে। দেখ উঠি কুতুহলে. বসি তব শ্যাতলে, অপেকা করিছে তব আশে॥ मिथत कन स्थित, उस कन्ना वित्नामिनी, নিদো তাজি উঠিয়া বদিল।

দেখিল যে শ্যাতলে, শ্ৰী যেন ভূমিতলে, রূপরাশি নয়নে হেরিল॥ হেরি সেই রতিস্ততে, দ্বিগুণ আকুলচিতে, वतन विधि कि विधि एकिन। স্বপনে হেরিমু যাহা, প্রত্যক্ষ হইল তাহা, মনে মনে কতই চিন্তিল। হেরি রূপ বিমোহন, একেবারে অচেতন, অমনি সে আকুল অন্তর। मनदन छेत्राङ हरा. ছাডি সব লাজ ভয়, পতিপাশে বদে তদন্তর॥ বলে ওহে গুণমণি. তব লাগি পাগলিনী. এস নাথ হৃদয়ে সত্তর। হেরি তব মুখশশী, আনন্দ সলিলে ভাসি, তুঃখরাশি হইল অন্তর ॥ কেন সখা সলিন বদন। তুমি মোর নিশ্চয় জীবন॥ তোমা বিনে মরিব নিশ্চয়। কেন স্থা অধিনীরে, ভাসাইছে তঃখনীরে, কেন স্থা ব্যাকুল হৃদয়॥ হইয়ে আনন্দয়ত, কহে অতি বিনয় বিধানে। শুন কহি গুণবতী, অনূঢ়া তুমি যুবতী, **ट्रिक्श कर कि कांत्रल**॥ পর নারী স্পর্শে পাপ, হয় অতি মনস্তাপ, অন্তে হয় নরকে গমন। রাজকন্ম তুমি সতী, পাপে তব কেন মতি, রাথ ধর্ম শুনহ বচন॥ রতিহ্রথে যেইজন, পরনারী প্রতি মন. পরনারী সেবে অবিরত। তার সম হুরাচার, নাহিক সংসারে আর, তার পাপ উপজয় কত॥

সামাক্ত সে রতি রসে, যেই পরনারী বশে, রতিস্থথে রহে সর্বজন। হয় তার সর্বনাশ, শুন সতী সেই ভাষ, বংশক্ষয় করে যেইজন॥ কমলা ছাড়য়ে তারে, রহে দদা পাপভারে, সপ্তকুল অধোগতি যায়। অতএব বরাননে, ছাড় মোরে কুপানানে, কহি কথা তোসারে নিশ্চয়॥ ঊষা সতী সবিনয়, কহে নাথ কারে ভয়, ভয় তব নাহি প্রাণেশ্বর। গন্ধৰ্ব বিবাহ কর, শান্ত হও ধৈর্য্য ধর. তোম। লাগি কান্দি নিরন্তর॥ কার ভয় কর তুমি, আমার হৃদয় স্বামী, যত্নে তোমা রাখিব হৃদয়। এত কহি বিধিমতে, গন্ধৰ্ব্ব বিবাহ মতে, সর্বকার্য্য সাধিল হরায়॥ ত্ব-জনে দোঁহার গলে, মালা দিল কুতৃহলে, ভূষণে ভূষিত কৈল কায়। আনন্দে উন্মন্ত রয়, মদনেতে মত্ত হয়, স্থরাশি হইল উদয়॥ রতি খেলা হুইজনে, সাধিল আনন্দ মনে, রতিপুত্র রতি হৃথে রত। দিবানিশি তুইজনে, থাকে রতি আলাপনে, বিহার করয়ে নানামত॥ নব প্রেমে মত্ত হ'য়ে, উষা অনিরুদ্ধে লয়ে, হুখে কাল করয়ে হরণ। ভাগবতে হরিকথা, হুধার লহরী গাথা, মোক্ষপায় করিলে প্রবণ॥

পরার ।

শুকদেব করে পরে শুনহ জ্মতি। প্রবণ করহ তবে অপূর্ব্ব ভারতী॥ অনিরুদ্ধ উষা দোঁহে দদা সর্বক্ষণ। রতি-ক্রীড়া করে দোঁহে আনন্দে মগন॥

হুপের সলিলে তবে ভাসে ছুইজনে। ত্ৰ'জনে থাকয়ে সদা আনন্দ বিধানে॥ স্থীগণ অনুক্ষণ সেবে মনস্থথে। ঊষা সতী আনন্দিত রহে মুখে মুখে॥ এ সব বুক্তান্ত পরে কোটাল জানিল। ক্রোধভরে নুপতির নিকটে চলিল॥ মহারাজ যেইখানে সভাসদ মাঝে। কোটাল ধাইল তথা আপনার সাজে॥ করযোড়ে বাণরাক্তে প্রণতি করিল। বাণরায় ক্রোধপূর্ণ কোটালে হেরিল॥ দেখিল কোটালে নৃপ লোহিত লোচন। অনুমানে ক্রোধ ভাব বুঝিল তথন॥ ইঙ্গিত করিল রাজা কোটাল জানিল। পরে সঙ্গোপন স্থানে রাজারে কহিল। শুন মহারাজ তব ক্সার কাহিনী। পুরুষের সহ থাকে দিবদ রজনী॥ সখীগণ অনুক্ষণ সেবে ছুইজনে। হইয়াছে মতি তার অধর্ম অর্জনে॥ উন্মাদিনা হয় কন্সা যাহার কারণে। আছ্য়ে পরমন্ত্রে ল'য়ে সেইজনে॥ রতিহত গুণযুত পেয়ে তব হুতা। সৰ্ববন্ধণ থাকে কন্সা হ'য়ে হৰ্ষযুতা॥ মহাবীর হয় সেই কামের নন্দন। রতিস্তবে থাকে রত শুনহ রাজন ॥ পরম স্থন্দর রূপ হয় মহামতি। তার সহ কেলী করে ঊষা গুণবতী॥ কোটালের বাক্যে তবে ক্রোধিত রাজন। বল কার হেন সাধ্য করে অঘটন॥ মম পুরে প্রবেশয় কোন হুস্টমতি। এখনি করিব তার বিষম ছুর্গতি॥ यम कुरल कालि पिरव कलक द्रिति। থাকিতে জীবন মম এমন হইবে॥ আমার এ পুরী হয় শিবের রক্ষিত। মম পুরী প্রবেশয় অতীব অনীত॥

এত কহি ক্রোধে নুপ লোহিত লোচন। রক্তবর্ণ সর্বব অঙ্গ হইল কম্পন ॥ মহাক্রোধে শিবস্থানে গমন করিল। উষার কাহিনী সব কহিতে লাগিল॥ তবে শুন ভগবতী কহিল রাজায়। কৃষ্ণ পৌত্র সেই জন জানিবে নিশ্চয়॥ তব কন্সা যোগ্য পাত্র সেইজন হয়। তাহাতে তোমার ক্রোধ উপযুক্ত নয়॥ তাঁর সহ বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণে জানিবে ভূমি পরম কারণ। মহাদেব কহে শুন ওছে নরবর। কেন রুখা কর ক্রোধ তাহার উপর॥ কুষ্ণের মহিমা আমি কহিতে না পারি। পরম পুরুষ সেই মুকুন্দ মুরারি॥ তার সহ বিসম্বাদ করে কোনজন। জগতের মাঝে কভু না হয় দর্শন॥ গণপতি কার্ত্তিকাদি সকলে বুঝায়। কিন্তু সেই বাণ রাজা শান্ত নহে তায়॥ क्यारिय काँएभ छूहे <del>एक</del> काँएभ मर्स्वशाज । কহিতে লাগিল নুপ কহ কি বিচিত্ৰ॥ কুলের কলঙ্ক মোর করে সেইজন। তাহাকে তুষিতে পিতা বল কি কারণ॥ যে হোক সে হোক আমি কভু না ছাড়িব। যা আছে কপালে মোর তাহারে শাসিব॥ व्यमुरकेत कनाकन ना इग्न थखन। শুন পিতা মহেশ্বর আমার বচন॥ প্রবল জানিয়ে শত্রু ভয় করি মনে। তবে এ জীবন ধরি কিসের কারণে॥ ইহলোকে অপ্যশ হইবে আমার। ইহলোকে পরলোকে নাহিক নিস্তার॥ ধিক্ মোর বলবীর্য্যে ধিক্ মোর প্রাণে। অপরের অপমান সহিব কেমনে # সংগ্রামে কাতর নহি থাকিতে জীবন। মোর কল্ঠা হরে সেই কামের নন্দন॥

তাহা আমি কি রূপেতে হেরিব নয়নে। কি ফল বিফন তবে মম এ জীবনে॥ এখনি সে কামপুত্রে নিধন করিব। আপন তুহিত। উধা ঘরেতে মানিব॥ কার শক্তি কেবা মোর সহ করে রণ। না দিব তাহারে কন্সা থাকিতে জীবন॥ এইরূপে বাণরাজা ক্রোধিত অন্তরে। শাজিল যুদ্ধের দাজে যুদ্ধ করিবারে॥ পরে শুন পরীক্ষিৎ অদ্ভূত কাহিনী। রতিপুত্র আনন্দিত পেয়ে দীমন্তিনী॥ ঊষার সহিত হুখে তাহার মন্দিরে। সর্বক্ষণ থাকে দোঁহে আনন্দ অন্তরে॥ বাণরায় ক্রোধ করি করিল গমন। অনিরুদ্ধ সহ যুদ্ধ করিতে তথন ॥ করিয়ে রণের সজ্জ। রথ আরোহণে। অস্ত্র শস্ত্র আদি করি নিলেক যতনে॥ দৃঢ় করি কবচ (১) পরিল নিজ অঙ্গে। করিবারে যুদ্ধ রায় চলিলেন রঙ্গে॥ ক্রোধে অঙ্গ কাঁপে নুপ গমন করিল। পশ্চাতেতে সদাশিব অলক্ষিতে গেন॥ আর যত রুদ্রগণ চলিল সংহতি। মনে মনে চিস্তিলেন তথা ভগবতী॥ কি করি উপায় এবে না বুঝি কারণ। শুষ্ম হ'তে কামন্ততে কহিল তখন॥ শুন কহি রতিপুত্র তোমারে এখন। আসিতেছে বাণরাজ যুদ্ধের কারণ॥ তব সহ যুদ্ধ হবে জানিও অন্তরে। ভীত নাহি হবে তুমি তাহার সমরে॥ তার সহ যুদ্ধ ভুম করিবে নিশ্চয়। তাহাতে যত্নপি তব উপঙ্গর ভয়॥

১। কবচ (অর্থাৎ) গৌহ নির্দ্ধিত জাম।
পুরাকালে হিন্দুরাঞ্চগণ যুদ্ধকালে এই লোহ বর্ষ
পরিধান করিতেন। এক্বেণ যুদ্ধকালে এইরপে
বর্ষ বাবদ্ধত হইরা পাকে।

শঙ্করী শরণ তুমি করিবে তথন। তোমারে রাখিবে দেবী করিয়া যতন ॥ ইহার অক্তথা তুমি কিছু না করিবে। তব সহ বাণ রাজা সমরে মাতিবে॥ দৈববাণী শুনি তবে রতির নন্দন। সভয় অন্তরে করে তুর্গার স্তবন ॥ ওগো তুর্গে হুঃখহরা তুর্গতি নাশিনী। বিপদে পতিত আমি রাখগো জননী॥ সম্ভাবে রাখগো মাতা দানিয়ে অভয়। এ ঘোর বিপদে দেবী রাখগো আমায়॥ স্তবে তুষ্ট ভগবতী হয় সেঃক্ষণে। অনিরুদ্ধ সজ্জা করে সমর কারণে॥ মহাবলবস্ত সেই কামের কুমার। ধনুর্বাণ হাতে করি হয় আগুদার॥ ঊষা-দক্ত রথে তবে করি আরোহণ। সমরে ধাইল সেই কামের নন্দন॥ বাণ নরপতি তবে করে দরশন। যুদ্ধদাজে পথিমাঝে কামের নন্দন॥ ধর্ম্বরণ হত্তে কার দেবেন্দ্রের প্রায়। যুদ্ধ হেতু দাড়াহয়ে র'য়েছে তথায়॥ রাজগুত্রে হোর তবে বাণ নরপতি। অনলেতে দিল যেন ম্বতের আহতি॥ সেইমত নরপতি জ্বলিয়া উঠিগ। ক্রোধে রক্তবর্ণ আঁখি কাঁপিতে লাগিল কহে রায় কটুগণী কামের নন্দনে। ওরে চুষ্ট পাপমতি হেথা কি কারণে॥ পামর পাষণ্ড তোর হেন কদাচার। মোর ঘরে কর চুরি ওরে কুলাঙ্গার॥ কেন তোর মাতা তোরে গর্ভে ধরেছিল জনম কালেতে কেন মৃত্যু না হইল॥ কুলের কুনীতি যাহা কেমনে ভুলিবে। পূর্ববশিক্ষা হেতু কার্য্য অবশ্য করিবে॥ তোর পিতা কামদেব অতি গুরাচার। সম্বর অহুরে করে কপটে সংহার॥

তার নারী হরে নিল অতি চুক্টমতি। সেইমত তোর রীতি হেরি যে সম্প্রতি॥ তোর সেই পিতামহে জানয়ে সকলে। ক্ষত্রকুলে জন্ম নিয়ে রহে গোপকুলে॥ গোপের গৃহেতে থাকি গোপ অন্ন খায়। ননী চুরি করি ত্রজে চোর নাম তায়॥ গোপিনীগণের কুল ছলেতে হরিল। রুক্মিণীরে কৌশলেতে চুরি করি নিল॥ চোরা রীতি চোর কুলে সকলেই জানে। তোর যে কুলের ধর্ম না যায় বাখানে॥ তার জ্যেষ্ঠ বলরাম গুণ কব কত। স্তরাপানে দদা মত্ত সর্ববেলাকে জ্ঞাত॥ তুই চুফ্ট সেই কুলে জনম লভিলি। আমার গৃহেতে আসি পাপাচার কৈলি॥ এবে সমুচিত ফল এখনি পাইবি। মম হস্তে এইবার যমালয়ে যাবি॥ এত শুনি কামপুত্র ক্রোধেতে কম্পিত। কহে বাণরাজে করি লোচন ঘুর্ণিত॥ মূঢ়মতি কি জানিবে কুঞ্জের মহিমা। ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ দিতে নারে সীমা॥ যিনি সর্ব্যন্ত হরি তারে নিন্দা কর। এই পাপে যাবে তুমি শমনের ঘর॥ এত বলি রক্তবর্ণ হইল লোচন। ক্রোধে কাঁপে কলেবর হাতে শরাসন॥ ধনুকে টক্কার দিয়া কহে সেইক্ষণে। সমরে প্রবৃত্ত হও ডাকি রে সঘনে॥ হেনকালে বাণদৈত্য ক্রোধিত অন্তর। ধকুকে যুড়িল অস্ত্র অতি থরতর॥ অনিরুদ্ধ প্রতি বাণ করিল ক্ষেপণ। বাণে রতিপুত্র তাহা করে নিবারণ ॥ তবে দৈত্যপতি তথা শূল ল'য়ে হাতে। লক্ষ্য করি মারিলেন অনিরুদ্ধ মাথে॥ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহা নিবারণ করে। ভয়ে ক্রোধে বাণরাজা বক্ত অন্ত্র ধরে ॥

মহাক্রোধে সেই বক্স বাণ যে এড়িল। বৈষ্ণব বাণেতে তাহা নিবারণ কৈল। এইরূপে তুইজনে যুদ্ধ ঘোরতর। **क्ट ना পরাস্ত হয় করয়ে সমর ॥** এড়িল যে তুলা-বাণ বাণ নরপতি। তাহা নিবারণ করে কামের সম্ভতি॥ এইরূপে বছ রণ করিল চুজনে। উভয়ে সমান যোদ্ধ। কেহ নাহি জিনে॥ শঙ্করের বরপুত্র বাণ নৃপবর। যুড়িল ধনুকে সেই সম্মোহন শর॥ দেই বাণে মোহ প্ৰাপ্ত অনিৰুদ্ধ হৈল। মূর্চিছত হইয়ে রথে অমনি পড়িল। তবে বাণ নরপতি আনন্দ অন্তরে। কামপুত্র অনিরুদ্ধে বাঁধিলেন পরে॥ (১) বন্ধন করিয়া নিল আপন আলয়। ख्या ज्ञा समङ्कः त्य विषक्ष स्नम् ॥ कामशूट्य वन्तं कति ताथिल ज्थन। 'শূক্যোপরে যতুপতি করে দরশন॥ অমান আসিয়া হরি দারকা-ভবনে। সাজিতে কহিল তবে যত্র সেনাগণে॥ অপরে অপূর্বব কথা শুন নরবর। ক্রোধিত হহল তবে দেব দামোদর॥ কামস্থতে করিয়াছে নিগড়ে বন্ধন। শুনি ক্রোধান্বিত দেব লোহিত লোচন॥ রমাপতি করে গতি ছঃখিত অন্তরে। বাণপুরী রক্ষে কিন্তু দেবত। শঙ্করে॥

১। অনেকে বলেন বে বাণলৈত্য যথন অনিক্রদ্ধ
সহ যুদ্ধ করেন, তথন অনিক্রদ্ধকে বরুন করেন নাহ
বাণরাজের রাজ্য শোণিতপুর নিব কর্তৃক রক্ষিত।
অতএব বে সময়ে হুইজনে সংগ্রাম হয়, সেই সমর নিব
সৈল্প কর্তৃক অনিক্রদ্ধ পরাজয় হইয়ছিল, কিন্তু একথা
কত্ত্বর সত্য তাহা আমি বলিতে পারিব না, অতএব
একণে পোক প্রচলিত মতই আমি অবলহন করিয়া
অনিক্রদ্ধ পরায় ও তাহাকে বন্ধন পূর্ব্ধক কারাগারে
রক্ষিত ইতাাধি বিবর লিখিতে বাধা হইলাম।

শিব সেনাগণ সহ দেবী ভগবতী। কার্ত্তিকাদি আছে আর দেব গণপতি॥ তবে দেব দামোদর বিচারিয়া মনে। সাজিতে কহিল যত যাদব-নন্দনে॥ গজ অশ্ব নিল তার যত যতুসেনা। শাজিল সমরে কত কে করে গণনা॥ রথ রথী গঙ্গ বাজী অসংখ্য সাজিল। ঘোর রবে রণবাত্য বাজিতে লাগিল॥ সকলেতে রণে সাজে সক্রোধ অন্তরে। ঘোর কোলাহলে যায় বাণ রাজপুরে॥ মহাক্রোধে চলিল সে দেব জনার্দন। মনেতে জাগিছে অনিরুদ্ধের বন্ধন ॥ শোকার্ত্ত হৃদয় তার পৌজের কারণ। ক্রোধে যায় মহাকায় করিবারে রণ॥ দৈন্তসহ বাণপুরে উপনীত হৈল। যুদ্ধ হেতু বাণদৈত্যে আহ্বান করিল॥ মহাক্রোধে বাণরাজ সাজিয়া সমরে। ক্রোধে কম্পে কলেবর চলিল সম্বরে॥ সজ্জা করি মহারাজ রথে আরোহিল। ধনুঃশর হাতে করি যুদ্ধে প্রবেশিল॥ সমরে প্রবেশ করে বাণ মহামতি। দানব দলনে যেন দেব শচীপতি॥ যতুগণ সঙ্গে রণ করিবারে মন। এখানেতে ভগবতা জানিল কারণ॥ শিব-দৈশ্য ভৈরবাদি গমন করিল। উগ্রচণ্ডা করে খাণ্ডা যুদ্ধে প্রবেশিল। ছোর রণে যতুগণে জ্ঞানয়। প্রবন। মহাশব্দে আদে রণে শিব দেনাদল। ঘোর শব্দে বাজে বাগ্য স্তব্ধ ত্রিভূবন। সৈশ্য কোলাহলে ধরা হইল কম্পন॥ ছোরতর রণমাঝে শব্দেতে পূরিল। ব্ৰণন্থলে কোলাহলে সবে স্তব্ধ হৈল॥ ব্রষোপরে মহেশ্বর যেন মহাবল। ত্রিশূল ধরিয়া দেব আসে রণস্থল ॥

তবে বাণ নরপতি প্রণমি শঙ্করে। যু**দ্ধে অগ্রসর হ**য় আনন্দ অন্তরে॥ সাত্যকি সহিত রণ প্রথম হইল। বাণে বাণে তুইজনে কাটাকাটি কৈল। मम রণে ছুইজনে কেহ ঊন নয়। করে ঘোরতর রণ নহে পরাজয়॥ পরেতে মারিল বাণ সাত্যকি যখন। সেই বাণে বাণরাজা হৈল অচেতন॥ অচেতন রথোপরে হইল পতন। তাহারে রক্ষিতে যান দেব ষ্ডানন॥ কামদেব সহ যুঝে পার্ব্বতী কুমার। ত্বজনে বাজিল রণ মহাভয়ক্ষর॥ বাণে বাণ কাটাকাটি করে তুইজনে। উভয়ে সমান রণে কেহ নাহি জিনে॥ যত্ন-সেনা শিব-সেনা করিল সমর। হইল বিষম যুদ্ধ শুন নরবর॥ পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন। বাণের সহিত যুঝে দেব নারায়ণ॥ বাণরাজা ছাড়ে বাণ খরতর অতি। বায়ুবেগে ধায় বাণ নারায়ণ প্রতি॥ সেহ বাণ নিবারণ করে জনার্দ্দন। মহাক্রোধে যহুপতি ধরে হুদর্শন ॥ - প্রভাকর সম তেজে দুশ্যে ভয়কর। সেই অন্ত্র মন্ত্রপূত করি যহুবর॥ স্থদর্শন প্রতি হরি অমুজ্ঞা করিল। বাণের বক্ষেতে গিয়া প্রবেশ হইল॥ অচেতন বাণরাজা হয় সেইক্ষণে। ভূমিতলে পড়ে বাণ কৃষ্ণ প্রহরণে॥ বাণাঘাতে বাণরায় ধরায় পড়িল। তাহা দেখি মহাদেব চিস্তাযুক্ত হৈল। বেগে গিয়া নূপবরে কোলেতে করিল। শোকাাৰতা পশুপতি কাঁদিতে লাগিল॥ বাণনৃপে কোলে নিল তবে পশুপতি। চেতন পাইল তবে বাণ নরপতি॥

রাজা প্রতি পশুপতি অনেক কহিল। পরম পুরুষ কৃষ্ণ জ্ঞানযোগ দিল॥ তাহা শুনি নরপতি ভাবে মনে মন। নারায়ণে বাণরাজা করেন স্তবন॥ বলে ওছে সর্ববদার দেব নারায়ণ। পরম পুরুষ তুমি অনাদি কারণ॥ কে জানে তোমাকে দেব তুমি মূলাধার। বিশ্বপতি জীবে তুমি গতি পারাবার॥ অনন্ত অথিল পতি ভুমি সর্বাগতি। বেদেতে নাহিক সীমা জগতের পতি॥ বিখের ব্যাপক ভূমি দেব নারায়ণ। কখন বিরাটরূপ হও জনার্দ্দন॥ তোমাতে সকল দেব রয়েছে আশ্রিত। তব অনুগত সব তোমাতে স্থাপিত॥ তব অংশরূপে জীব ব্যাপ্ত চরাচরে। যে জানে তোমারে তুমি জান স্বাকারে॥ অধম অকৃতি আমি ওহে রমাপতি। হীনজ্ঞান দৈত্য জাতি নাহি কোন্মতি॥ না জানি তোমাকে আমি অথিল ঈশ্বর। পঞ্চানন জানে তব গুণ নিরম্ভর॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ দদা ধ্যান করে। কি সাধ্য আমার দেব জিনিব তোমারে॥ অপরাধ ক্ষমা কর গোলোক-ঈশ্বর। তব পদ প্রাপ্ত হই মিনতি আমার॥ দেহ স্থান তব পদে ওহে লক্ষ্মীপতি। ন। জানি তোমারে দেব আমি ভ্রান্তমতি॥ পশুপতি জ্ঞানযোগে কহিল আমায়। জানিলাম তব তত্ত্ব ওহে তত্ত্বময়॥ এইমত করে স্তুতি বাণ নরপতি। স্তবে তুষ্ট হইলেন দেব যতুপতি॥ বাণ শিরে নিজ পদ করিল অর্পণ। মহানন্দে নরপতি কহিল তখন॥ চল দেব তব পৌত্রে কম্মা দিব দান। অনিরুদ্ধ হৈল মোর প্রাণের সমান॥

এত কহি আজ্ঞা দিল নিজ অমুচরে। অনিরুদ্ধ ছিল যথা বাণের আগারে॥ সেই স্থানে শীঘ্ৰ গিয়া ঘুচাও বন্ধন। আজ্ঞামত কার্য্য করে সহচরগণ॥ বন্ধন মোচন করি তথা নরপতি। নিজ কন্সা দান করে হর্ষমনে অতি॥ বিধিমতে কম্যাদান করিল রাজন। কৌতুকে যৌতুক দিল বহু রত্নধন॥ রত্ন ধন হীরকাদি অমূল্য ভূষণ। माम मामी इय इस्ती मिल ज्ञानन ॥ তবে দেব নারায়ণ আনন্দিত হৈল। বাণ নরপতি প্রতি আশীর্কাদ কৈল। শিব আজ্ঞা ল'য়ে পরে দেব জনার্দ্দন। ছারকা-নগরে পরে করিল গমন। বর কন্সা ল'য়ে হরি হরিষে চলিল। দারকাপুরীতে গিয়া উপনীত হৈল। আনন্দিত পুরবাদী দেখি কন্সা বর। রতি সতী পুত্র পেয়ে হরিষ অন্তর॥ রুবিশী প্রভৃতি যত যতুকুলনারী। কন্সা দেখিবারে সবে আদে সারি সারি व्यानन-मिल्ल मर्व इट्टेन मधन। মহোৎসবে মত্ত সবে যত নারীগণ॥ দ্বারকা-নগরবাদী আনন্দে মাতিল। যতুগণে ছাইসনে কত দান দিল।। এইরূপে উষা সতী অনিরুদ্ধ পায়। পরম আনন্দে দোঁতে রতে দ্বারকায়॥ ভাগবত কথা অতি শুনহ মধুর। অমৃত সমান হয় পক্ষেতে সাধুর ॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে বাণযুদ্ধ ও উবাহরণ সমাপ্ত।

শ্বং নুগোপাখান। শুকদেব কছে নৃপ করছ প্রবণ। একদিন শ্বারকা-নগরে যতুগন॥

যাদব কুমার যত আনন্দ অন্তরে। বিহার করিতে যান কানন ভিতরে ॥ উপবনে হর্ষমনে যতুগণ যত। আনন্দ বিধানে তাহে ক্রীড়া করে কত॥ প্রদ্রাদি শাম্ব আর যাদব তনয়। জল হেতু বনে বনে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ নানা স্থান নানা বন করে অস্বেষণ। পরেতে বিষম কুপ করে দরশন॥ বারিহীন কৃপ দেখি লাগিল তরাস। তাহে পড়িয়াছে এক বিষম কুকলাস॥ দরশনে মনে মনে আশ্চর্য্য হইল। উদ্ধারিতে কৃপ হ'তে মনে বিচারিল॥ পরস্পর মনে মনে যুক্তি করি সার। যাদব-নন্দন যত করিল বিচার॥ কৃপ হ'তে কৃকলাস তুলিতে তখন। চর্ম্মের রজ্জুতে তারে করিল বন্ধন। প্রাণপণে যতুগণ টানিতে লাগিল। কিছুতেই কুকলাস তুলিতে নারিল॥ তুলিবার শক্তি থাক নড়াতে না পারে। বহু যত্ন করে সবে তুলিবার তরে॥ মহা বলবান যত যাদব-নন্দন। একেবারে বিশ্বয়েতে হইল মগন॥ কোনমতে কুকলাস না পারে তুলিতে। কুষ্ণ অগ্রে গিয়া তবে কহে সকলেতে॥ ওহে দেব একি করি অপূর্বব দর্শন। কূপে এক ক্বকলাস রয়েছে পতন॥ প্রকাণ্ড শরীর তার বিষম আকার। মোরা সবে যাই তারে করিতে উদ্ধার॥ কিন্তু নাড়াইতে মোদের শক্তি না হৈল। অতএব দেখিবারে একবার চল।। বুঝি কোন মায়াধারী প্রকাশিল মায়া। কৃপমাঝে আছে পড়ি বাড়াইয়া কায়া॥ তারে দেখি মনে মনে হৈল বড় ভয়। চল প্রভু একবার ঘূচিবে সংশয়॥

তাহা শুনি বাহুদেব চলিল সম্বর। কৃপের নিকটে ধায় দেব দামোদর॥ পরম কারণ দেব পরম আশ্রয়। বাম হাতে ধরি হরি তুলিলেন তায়॥ কৃপ হ'তে ক্বকলাসে তুলিল যখন। ক্বঞ্চ অঙ্গ স্পর্শে তার পাপ বিমোচন।। হইল যে দিব্যকান্তি রূপ মনোহর। স্থবর্ণ জিনিয়া বর্ণ হইল সম্বর ॥ দিব্য অলঙ্কারাবৃত দিব্য মালা গলে। করযোড়ে পড়ে তবে কুফ পদতলে। প্রণমিয়া কৃষ্ণপদে দাঁড়ায় তখন। হৃষীকেশে মৃত্যভাষে কহিল বচন॥ দৰ্বতত্ত্ব জ্ঞাত হরি তবু জিজ্ঞাদয়। কেবা তুমি কহ মোরে সত্য পরিচয়॥ 'ভূবনমোহন রূপ করি দরশন। হেন দশা হৈল তব কিসের কারণ। কোন দেব কহ তুমি নিকটে আমার। কোন পাপে এই দশা হয়েছে তোমার॥ হাসি হাসি মুত্রভাষে দেব নারায়ণ। আনন্দ অন্তরে তারে করে জিজাসন॥ কুষ্ণের ক্রনে তবে কহে সেইজন। ভন প্রভু কহি অমি নিজ বিবরণ॥ ইক্ষাকুকংশেতে জন্ম নৃগ নাম হয়। দান ব্ৰতে ব্ৰতী আমি ছিন্তু অতিশয়॥ আপনার কর্ম দেব কহা যুক্তি নয়। তোমার আজ্ঞায় কহি ওহে দয়াময়॥ আমার মতন দাতা না ছিল জগতে। কেমনে কহিব তাহা তোমার দাক্ষাতে॥ আকাশের তারা যত আছে অগণন। তার সংখ্যা হয় ওছে দেব নারায়ণ॥ আমার দানের সংখ্যা কভু নাহি হয়। যদি কোনজন তাহা গণন করয়॥ কি কব দানের কথা গোমার সাক্ষাতে। হ্রশ্ববতী কত গাভী আমি হুইচিতে॥

করিতাম অকাতরে দান স্বাকারে। বিবিধ রজত মণি স্বর্ণ অলঙ্কারে॥ হীরকাদি মণি চুণি অনেক রতনে। দ্বিজগণে করি দান সানন্দিত মনে॥ অকাতরে করি দান যে যাহা মাগয়। আমার হুর্গতি পরে শুন মহাশয়॥ একদিন এক বিপ্র স্বাসে মম স্থান। তার ইচ্ছামত তায় ধেন্মু করি দান॥ গাভী ল'য়ে বিপ্রবর গৃহেতে চলিল। বিপ্ৰগৃহ হ'তে ধেনু পলায়ে আইল॥ পলাইয়ে মম গৃহে করে আগমন। সেই ধেন্তু ধেন্তুপালে মিশিল তথন॥ কিছুই না জানি আমি তাহার সন্ধান। সেই ধেনু বিগ্রে আমি করিলাম দান॥ ধেনু ল'য়ে দ্বিজবর গৃহে চলি যায়। পূৰ্ব্ব দ্বিজ পথমাঝে দেখিবারে পায়॥ গাভী হেরি দ্বিজবর জিজ্ঞাসে তাঁহারে। কোথায় পাইলে গাভী সত্য কহ মোরে॥ তাহা শুনি দ্বিজবর কহিল তথন। নুগরাজ দিল ধেনু শুন বিবরণ ॥ আমারে করিল দান নিয়ে যাই ঘর। তাহা শুনি পূর্ব্ব দ্বিজ সক্রোধ অন্তর॥ ক্রোধভরে দ্বিজবরে কহিল তখন। মোর গার্ভা দান করে মিথ্য। এ বচন॥ কি সাধ্য রাজার হয় গাভী অন্তে দিতে। কালি মোরে দিল গাভী সবার সাক্ষাতে॥ পাল হ'তে ধেকু মোর পলাইয়া যায়। মোর গরু দেহ মোরে কহিনু ভোমায়॥ ক্ৰোধিত হইয়ে ৰিজ কহিল তখন। কেন রুখ। কহ তুমি মিখ্যা এ বচন॥ আমারে করিল দান হরিষ অন্তরে। পথ ছাড় ধেনু ল'য়ে যাই আমি ঘরে॥ আমার এ গাভী হয় কহিছু নিশ্চয়। এইরূপে তুইজনে বিবাদ করয়॥

विवाम कतिया भरत विश्व प्रहेकन। আমার নিকটে পুনঃ আইল তথন ॥ ছুই বিপ্ৰ মম পাশে কহিতে লাগিল। এই ধেমু কার ভূমি সত্য করি বল॥ ক্রোধিত দেখিয়া আমি বিপ্র চুইজনে। বিনয় করিয়া কহি ছিজের চরণে॥ বিবাদেতে মন্ত কেন হও মহাশয়। কান্ত হও একজন আমার কথায়॥ যেজন হইবে ক্ষান্ত আমার বচনে। তাহারে তুষিব আমি লক্ষ ধেনু দানে॥ কিছুতেই প্রবোধ নাহি মানে তুইজন। কহিতে লাগিল তারা সক্রোধ বচন॥ এই গাভী লবে তারা ছুইজনে কয়। সত্য কহ নৃপ এই ধেনু কার হয়॥ বাক্য নাহি সরে মুখে নিরস্ত তখন। ক্রোধে দ্বিজ্ঞবর তবে হইল কম্পন॥ ক্রোধ করি শাপ বাণী দিল যে আমারে। কৃকলাস হ'য়ে রহ কৃপের ভিতরে॥ তদবধি এইরূপ হইল যে মোর। তব দরশনে মুক্তি ওহে দামোদর॥ যোগীর সেবিত পদ হেরিম্ম নয়নে। যোগেশ্বর তব রূপ ভাবে মনে মনে॥ সেই প্রভু সম্মুখেতে করি দরশন। দ্বিজ হ'তে হ'লো মোর সৌভাগ্য ঘটন। বিষম এ কৃপ হ'তে মোরে উদ্ধারিলে। দয়া করি দয়াময় আমারে তারিলে ॥ নমো নমঃ নারায়ণ তুমি সর্ববদার। নমো নমঃ হ্বধীকেশ জগত আধার॥ নমো নমঃ মহাকায় অগতির গতি। নমো নমঃ জগন্নাথ অথিলের পতি॥ নমো নমঃ বিশ্বরূপী জগত কারণ। নমো নমঃ দর্শহারী 🗐 মধুসূদন ॥ দয়া করি দয়াময় মোরে উদ্ধারিলে। দিয়া মোরে তত্ত্তান ভ্রম খুচাইলে॥

এখন করুণা মোরে কর নারায়ণ। যেন তব পদে মতি রহে অমুক্ষণ॥ অনম্ভ শক্তি তব অখিল ঈশ্বর। বাহুদেব শ্রীমাধব যশোদা-কুমার॥ জ্ঞানহীন মূঢ়মতি কিবা তত্ত্ব জানি। মম শিরে দেহ প্রভু চরণ ছু-খানি॥ এইরূপে স্তুতি করে নৃগ নরবর। প্রদক্ষিণ করি তবে করে নমস্কার॥ কুষ্ণ অনুমতি ল'য়ে তবে নরপতি। রথে চড়ি বিমানেতে করিলেন গতি॥ বিমানে চড়িয়া নৃপ স্বর্গে চলি যায়। অনায়াসে মুক্তি পায় হরির কুপায়॥ তদন্তরে নারায়ণ কহে সর্বজনে। শুন কহি যত্ত্ৰগণ বচন এক্ষণে। সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ হয়। তাঁহাদের আজ্ঞাকারী ক্ষত্র সমুদয়॥ শুন কহি পুত্রগণ আমার বচন। তুর্জ্জর এ ব্রহ্ম অগ্নি নহে নিবারণ॥ সে অগ্নি বিষম মনে জানিবে নিশ্চয়। বিনা দোষে সে অগ্নিতে সবে দগ্ধ হয়॥ যেবা দোষী তার কথা কহিব কি আর। নুগরাব্দে কি তুর্গতি সাক্ষী দেখ তার॥ দর্পবিষ আমি তারে বিষ নাহি মানি। মন্ত্রেতে ঔষধে তার প্রতিকার জানি॥ ব্রহ্মশাপ বিষ কভু নহে নিবারণ। ব্রহ্মবিষে দশ্ধ হয় অমরের গণ॥ রোগের সমতা হয় ভক্ষিলে গরল। অগ্নি নিবারণ হয় বরষিলে জল॥ কিন্তু ব্রহ্মা-অগ্নি কভু নিবারণ নয়। সমূলেতে সবাকার দহন নিশ্চয়॥ যদি কেহ হরে কভু ব্রাহ্মণের ধন। সমূলে পুরুষত্রয়ে হয় সে নিধন॥ স্ববলেতে যেইজন ব্রহ্মবৃত্তি হরে। দশম পুরুষ তার দগ্ধ হয় পরে॥

ব্রাক্ষণের মনে কন্ট দেয় যেইজন। অবশ্য তাহার হয় নরকে গমন॥ শুন কহি পুত্র তার তত্ত্ব নিরূপণ। অভিমানে বিপ্র যদি করয়ে রোদন॥ সেই নেত্রজলে যত ধুলি দ্রব হয়। শতেক হাজার বর্ষ নরকেতে রয়॥ রৌরব নরকে পড়ে সেই চুফ্টজন। কোটীকল্পকাল পরে পায় সে মোচন॥ অতএব পুত্রগণ শুন বাক্য সার। দ্বিজদত্ত বৃত্তি হরে যেই তুরাচার ॥ কিম্বা পরদত্ত বৃত্তি সবলেতে হরে। তাহার পাপের কথা কে বলিতে পারে কৃমি হ'য়ে জন্ম হয় বিষ্ঠার ভিতর। অল্ল আয়ু হয় তার যায় যম বর॥ তাই বলি শুন ওহে যত পুত্রগণ। বিপ্রে অবহেলা সবে না ক'রো কখন॥ নুগরাজে কি ছুর্দশা হেরিলে সাক্ষাতে। ব্রহ্মবিষে দেহ তার দেখিলে দহিতে॥ ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিবে নিয়ত। মম বাক্য কভু নাহি ক'রো অক্সমত। সকল সঙ্কট আমা হ'তে রক্ষা হয়। ব্ৰহ্ম বাক্য আমা হ'তে কভু নাহি ক্ষয়॥ ভাগবত কথা হয় প্রবণে স্থন্দর। দাস ভাষে হরিকথা আনন্দ অন্তর ॥

ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে দশমন্বন্ধে নূগোপাধ্যান সমাপ্ত।

শ্বণ বহুনা সাকর্বণ।
শুন কহি পরীক্ষিত কথা পুরাতন।
শুবণে কলুব হয় কথা বিমোচন॥
রাম কামু তুই ভাই দ্বারকা-ভবনে।
মানব আকারে কেলি করে অমুক্ষণে
একদিন বলদেব বৃন্দাবন বনে।
গমন করিল দেব রথ আরোহণে॥

রন্দাবনে আসি দেব উপনীত হৈল। সবে বলরামে ছেরি বিন্ময় মানিল॥ বলরাম হেরি সবে আনন্দিত মন। নিকটে আদিয়া সবে করে আলিঙ্গন॥ অনিমিষে বলরাম দরশন করে। নন্দ যশোমতি তথা আইল সম্বরে॥ বলভদ্র দোঁহা পদে প্রণতি করিল। নন্দ যশোমতী তাঁরে কোলেতে লইল। কোলে বসাইয়া দোঁহে করেন ক্রন্দন। আঁখি জলে বক্ষঃ ভাসে শুনহ রাজন॥ গদ গদ স্ববে কথা হলধরে বলে। কহ বাপু কৃষ্ণ মোর আছেত' কুশলে॥, কিরূপে আছয়ে কৃষ্ণ মোদের ছাড়িয়া। কুতৃহলে আছে কি সে জ্ঞাতিজনে লৈয়া॥ এইরূপে পরস্পর কহে বাক্য কত। পরে তথা আইলেন গোপগণ যত॥ সকলে সম্ভাষি রাম আনন্দ হুদয়। শ্রীদামাদি সথা যত আসে সমুদয়॥ স্থাগণে লয়ে পরে আনন্দ অন্তর। কহিলেন নানাকথা কহিতে বিস্তৱ॥ বিহরে আনন্দে তথা লয়ে স্থাগণ। কহিতে যতেক কথা না যায় বর্ণন॥ ক্ষণেক বসিয়ে পরে বিশ্রাম লভিল। ব্বন্দাবনবাদী গোপ সকলে আইল॥ সবাকারে সমাদরে করে সম্ভাষণ। বলরাম প্রেমে পূর্ণ করে জিজ্ঞাসন ॥ বলরাম কছে শুন কুশল বারতা। গোপগণ কহে কেন কহ হেন কথা।। कृषः वित्न द्रन्नावत्न कि चात्र क्नान। অন্ধকারময় দেখ এ ব্রজমণ্ডল।। কহ মহাশয় শুনি কুফের কাহিনী। কিরূপে আছেন তথা দেব যতুমণি॥ কিরূপে আছেন হরি ল'য়ে পরিঞ্জন। কছ বলভদ্র শুনি সেই বিবরণ॥

যত্রবংশে ভাগ্যে কংস হইল নিধন। কংসে মারি গেল হরি দারকা-ভবন॥ তবু না এ বুন্দাবনে এলো পুনর্কার। নিবাস করিল সেই সাগরের পার॥ আমাদের বুঝি কৃষ্ণ হৈল বিম্মরণ। এইরূপে জিজ্ঞাসয়ে যত গোপগণ॥ হেনকালে ব্ৰজনারী সবাই আইল। বলভদ্রে হেরি সবে আনন্দিত হৈল॥ অভিমানে বলদেব জিজ্ঞাদে তথন। কহ বলদেব কৃষ্ণ আছেন কেমন॥ মাতা পিতা বন্ধুগণে আছে বা কেমন। আমা সবাকার কথা করে কি স্মরণ॥ আমাদের ছাড়ি কৃষ্ণ গেল মথুরায়। আর কি কখন কুষ্ণ আসিবে হেথায়॥ কহ বলভদ্র শুনি স্বরূপ বচন। আর কি আসিবে হরি এই রুন্দাবন॥ আর কি গোপিনীগণে মনে আছে তার। বহু নারী সহ এবে করেন বিহার॥ এই কথা কহিতে কহিতে গোপিগণ। কুষ্ণরূপ কুষ্ণগুণ করিল স্মর্ণ॥ কুষ্ণরূপ মনে মনে ভাবিতে লাগিল। কুষ্ণের সে হাস্থানন মনেতে পড়িল। এইরূপে কুফরেপ করিয়া স্মরণ। একেবারে হয় সবে বিচলিত মন॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে অতি উচ্চৈঃম্বরে। ভূমে পড়ি ব্ৰজনারী কাঁন্দিল কাতরে॥ তাহা দেখি বলরাম ছঃখিত হইল। কুষ্ণের কুশল কহি প্রবোধ করিল॥ শুন মহারাজ কহি অপূর্ব্ব কথন। এইরূপে গোপিগণে করিয়া সাম্বন ॥ किছुमिन बुन्मावत्न ब्रत्थ मक्क्ष्य । (১) গোপিগণ ক্রীড়ারসে হইলে মগন॥

রাসলীলা করে দেব ল'য়ে গোপী যত। পূর্ণিমার নিশা যবে হলো উপনীত॥ যমুনা-পুলিনে সেই নিকুঞ্জ-কাননে। বলদেব ক্রীড়া করে লয়ে গোপিগণে॥ বলদেব প্রীতি হেতু তবে জলেশ্বর। বারুণীরে (২) আজ্ঞা করে যাইতে সম্বর॥ বারুণী কোটর হতে বাহির হইল। সেই গন্ধে কুঞ্জবন আমোদিত হৈল॥ সেই গন্ধ অমুসারে বলভদ্র ধায়। গোপীদহ দিব্য মধু আনন্দেতে খায়॥ স্বরাপানে মত্ত রাম হইয়া কাতর। মধুর স্বরেতে গান করে হলধর॥ মধুপানে মহামত্ত দেব সঙ্কর্ষণ। শোভিত হুন্দর দেব আরক্তগোচন॥ মধুপানে একেবারে মাতিয়া উঠিল। বার বার যমুনারে ডাকিতে লাগিল॥ পুনঃ পুনঃ বলরাম ডাকে যমুনার। ক্রোধিত হইল দেব উত্তর না পায়॥ উত্তর না পেয়ে তবে কোপান্বিত হৈন। অনাদর হেতু দেবা তথা না আইল ॥ বলরাম যমুনারে না করি দর্শন। ক্রোধেতে হইল তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পন॥ আরক্তলোচনে তবে দেব হলধর। হল-অক্সে যমুনাকে টানে তদন্তর॥ ক্রোধেতে কহিল দেব কত কুবচন। যমুনারে মহাক্রোধে করে আকর্ষণ॥ শুন কহি পাপিয়দী এত অহঙ্কার। আমার বাক্যেতে তুমি না দেও উত্তর॥ ডাকিলাম বার বার তবু না আসিলে। কোন অহঙ্কারে বল মত্ত হয়েছিলে॥ আজ তোর অহঙ্কার করিব চুর্ণিত। অতএব অন্ত তার হইবে বিহিত॥

ठेळव ७ देवनांग झुटे मान वनतां म बुन्नांवरन

তোরে আজ খণ্ড খণ্ড করিব নিশ্চয়। আমার এ বাক্য কভু অন্তথা না হয়॥ যমুনা প্রবণ করে রামের বচন। আর কত বলদেব করিল ভর্ণন॥ ভীতিমতি হয়ে সতী সে সব শুনিয়া। সম্বরে ধাইল দেবী চকিত হইয়া॥ কুতাঞ্চলি করি তবে যমুনা ধাইল। মহাভীত হয়ে সতী ভূতলে পড়িল। বলরাম পদতলে হইল পতন। ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গ তার হইল কম্পন॥ চরণ ধরিয়া তার কান্দিতে লাগিল। মুত্রভাষে মহাত্রাদে স্তব দে করিল॥ মহাবাহু হও তুমি মহারলধর। পরম পুরুষ দেব বিশেষ ঈশ্বর॥ কি জানি তোমার তত্ত্ব নারীজাতি আমি অপরাধ ক্ষম হ'য়ে দ্য়াবান তুমি॥ মহাকায় সর্বাশ্রয় পতিত পাবন। তুমি দেব মহাকায় ভয় নিবারণ॥ তব পদে শরণ লইফু দয়াময়। অবলা কামিনা মোরে রাথ এই দায়॥ তুমি না করিলে দেব কে দয়া করিবে। অধিনীর দোষ যত কিছু না লইবে॥ যমুনার স্তুতি বাণী শুনি হলধর। ব্যাকুল হেরিয়া তারে হইল কাতর॥ হলধর হর্ষান্বিত হইল তথন। তবে যমুনায় দেব করিল মোচন॥ আনন্দ অন্তরে তথা যমুন। রহিল। গোপীসহ জনকেলি বলভদ্ৰ কৈল। হস্তিনী সহিত যথা মত্ত করীবর। হেনরপে নারীসহ দেব হলধর॥ করিলেন জলকেলি হরিষ অন্তরে। ক্রীড়া শেষে তীরে সবে উঠিল সম্বরে॥ পরিধান করে সবে বসন ভূষণ। ভূষণে আরত অঙ্গ করে নারীগণ॥

এইরপে নিশাকালে কেলিরদে রস্ত।
নিত্য রজনীতে রাস করে গোপী যত॥ (১)
ভাগবত কথা হয় অমৃত লহরী।
দাস কহে অনায়াসে তরে ভব-বারি॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমককে যমুন।
ভাকধণ সমাধ্য।

অথ কাশারাজ বধ। তদন্তরে মুনিবর কহিল রাজায়। শুন বাণী নুপমণি কথা স্থাময়॥ রন্দাবনে হুফুমনে রহে হলধর। হেনকালে কাশীনামে এক নরবর॥ কাশী হ'তে দূত এক পাঠায় সম্বর। ক্রতগতি ধায় দূত দারকানগর॥ গর্ব করি মহামূর্থ লিপিতে লিখিল। দূত হস্তে সেই লিপি কুষ্ণে পাঠাইল॥ অহঙ্কারে উন্মত্ত সে হয়ে অতিশয়। আমি বাহ্নদেব কহে জানিও নিশ্চয়॥ দারকাপুরেতে গিয়া দৃত উত্তরিল। শ্রীকৃষ্ণ চরণে গিয়া প্রণতি করিল॥ তবে দূত করযোড়ে কহিল তখন। পৌণ্ডুকের দূত আমি শুন বিবরণ॥ কৃষ্ণপদে আদি দৃত শির পাতি দিল। কুষ্ণ-সভামাঝে তবে কহিতে লাগিল॥ দুত কহে যতুনাথ করহ প্রবণ। ভূপতির বাক্য কিছু বলিব এখন॥

১। গোস্বামিনতে এইরূপ উক্ত হইরাছে বে বদরাম ঠৈত্র বৈশাথ চই মাস সুন্দাবনে অবস্থিত করেন এবং প্রভাই নিশাভাগে গোপিগণসহ রাস-ক্রীড়া করিতেন, কিন্তু শ্রীক্লফসহ যে গকল গোপকুল ললনাগণ রাগকীড়ার বিরত ছিল, তাহারাই বলরামের সহ রাসকেলি করিতেন। শ্রীক্লফ যাহাদের সহিত ধেলি ক্রিয়াছিলেন, বলরাম তাহাদের সহিত রাস-ক্রীড়া করেন নাই। কাশীরাজ লিপি এই লিখিয়া পাঠায়। আর যাহা কহি শুন কহিল আমায়॥ আমি বাস্তদেব অবতীর্ণ অবনীতে। একই ঈশ্বর আমি জানিবে জগতে॥ এই কথা ভূমি আর মুখে না আনিবে। এই অভিমান তব ছাড়িতে হইবে॥ এখন জগতে আমি পূর্ণ অবতার। র্থা অহঙ্কার তুমি ত্যজ আপনার॥ বাস্থদেবরূপে আমি জগতে এখন। আমারে একান্ত মনে কর্ছ স্মরণ॥ ঈশ্বর রূপেতে আমি হয়েছি উদয়। नात्रायुग विल त्यादत कानित्व निक्टय ॥ অতএব শুন কুষ্ণ আমার বচন। আমার শরণে তবে রহিবে জীবন॥ অসুচর মুখে শুনি এরপ কাহিনী। সকলে হাসিল তারে অল্লবুদ্ধি মানি॥ শুনিয়া এ কথা যত দারকার জন। হাসিতে লাগিল তবে শুনিয়া বচন ॥ দৃত বাণী যত্নমণি সকলি শুনিল। উন্মন্ত মানিয়া ভূপে হাসিতে লাগিল॥ দৃত প্রতি যতুবর মধুর বচনে। কহে তবে শুন দূত কহিবে রাজনে॥ কহিবে রাজারে তুমি আমার বচন। মম দূত হ'য়ে তথা করহ গমন॥ পৌগুকেরে কবে এই বাক্য সমূদয়। ত্যজিলাম অভিমান তাহার আজ্ঞায়॥ লইব শরণ আমি ভাঁহার তথন। যবে মহারণে তার হইবে পতন। রণভূমে যেইক্ষণে শয়ন করিবে। শকুনি গৃধিনীকুলে আরত হইবে॥ চারিদিকে শৃগালেরা নাচিবে উল্লাসে। তখন শরণ আমি লব তার পালে॥ নিভাস্ত হ'য়েছে তার মরণ বাসনা। এইবার এড়াইবে ভবের যন্ত্রণা॥

আমার হস্তেতে তার যন্ত্রণা ঘূচিবে। এই সব কথা ভূমি রাজারে কহিবে॥ পৌশুকেরে এ সকল শীঘ্র গিয়া কহ। আমার বারতা যত সম্বরেতে দেই॥ দ্রুতগতি করে গতি তবে দূতবর। কাশীপুরে উত্তরিল রাজার গোচর॥ রাজা কহে কহ দৃত বিশেষ বারতা। কি কহিল গোপহত কহ সেই কথা॥ তবে দূত যোড়করে করে নিবেদন। কহিল ভূপতি স্থানে কুফের বচন॥ নরমণি শুনি বাণী কুপিত হৃদয়। যুদ্ধহেতু রণদাজে দেনাগণে কয়॥ আজ্ঞামাত্র দৈন্মগণ প্রস্তুত হইল। মহা ঘোররবে সবে সমরে চলিল॥ হেথা নারায়ণ রথে করি আরোহণ। কাশীপুরে শীঘ্র ধায় যুদ্ধের কারণ। অগণন যহুসেনা নগরে ছেরিল। দৈশ্য কোলাহলে সবে কম্পিত হইল॥ তবে পৌণ্ডুকেয় নৃপ সক্রোধ অন্তর। বহু সেনা সঙ্গে ধায় করিতে সমর॥ কুষ্ণের মতন বেশ করিয়ে তখন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করয়ে ধারণ II শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি বক্ষেতে ধরিল। পীতবন্ত্র পরি বনমালা গলে দিল॥ রথের ধ্বজাতে রাখে কশ্যপ-নন্দন। মহামূল্য মণিময় পরি আভরণ॥ এইরূপ কুষ্ণ সম করি কলেবর। প্রবেশিল রণস্থমে করিতে সমর॥ নিজ বেশধারী হরি তাহাকে দেখিল। হাস্য করি কৌতুকেতে কতই কহিল॥ পৌগুকের মিত্র সেই কাশীরাজ হয়। হস্তি পৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে এলো সে সময়॥ ্চুইজনে রণমাঝে বিক্রম প্রকাশে। বরিষণ করে বাণ বিষম সাহসে॥

করে বাণ বরিষণ কুষ্ণের উপর। द्धमर्भात्म नातायः निवादत मञ्जत ॥ ছুজনার হস্ত হরি নিমিষে কার্টিল। এইরূপে উভয়েতে বহু যুদ্ধ হৈল॥ অনায়াদে বাণ সব করি নিবারণ। রথ রথী গজ বাজী করিল নিধন ॥ অগণন সেনাগণে হেলায় বধিল। একমাত্র পৌশুক কাশীরাজ রহিল॥ পৌশুকের প্রতি কহে দেব নারায়ণ। ওহে নৃপবর এক করি নিবেদন॥ পাঠাইলে দৃত তুমি নিকটে আমার। শরণ লইতে কহ মোরে বার বার॥ সেই হেতু তব পাশে মম আগমন। লইতে আদিতু আমি তোমার শরণ॥ এ কারণে আমি তব করিব সন্ধান। এই বাণে থাকে যদি আপনার প্রাণ॥ যদি পার এই বাণ ব্যর্থ করিবারে। কুষ্ণনাম তবে আমি পারি ছাড়িবারে॥ তোমার নিকটে আমি লইব শরণ। এত কহি মহারোষে দেব নারায়ণ॥ ছাড়িল স্থতীক্ষ বাণ সার্থি উপরে। সার্থির মুগু কাটি ফেলে ভূমিপরে॥ বিরথি হইয়ে তবে চিন্তিত রাজন। তবে স্থদৰ্শন এড়ে দেব জনাৰ্দ্দন॥ নুপতির মুগু কাটি ভূমেতে পাড়িল। বজ্রাঘাতে গিরিশৃঙ্গ যেন ছিম হৈল। তদন্তর গদাধর কাশী নরবরে। মস্তক কাটিল তার চক্রের প্রহারে॥ আনন্দেতে শন্থনাদ শ্রীহরি করিল। কাশী শির ল'য়ে তবে কাশীতে ফেলিল॥ এইরূপে তুইজনে করিয়ে নিধন। দারকানগরে হরি করিল গমন॥ মুক্তিপদ পায় তবে নূপ চুইজন। শক্রভাবে নিরস্তর করিয়ে চিন্তন ॥

সৰ্বক্ষণ কৃষ্ণনাম মুখেতে কহিল। মুক্তিপদ চুইজনে সে হেতু পাইল। অপূর্ব্ব কথন পরে শুন নরবর। কাশীরাজ শির পড়ে কাশীর ভিতর॥ রাজদারে ভূপতির মস্তক পড়িল। অমুচরগণ তাহা দেখিতে পাইল॥ সরক্ত কুণ্ডলসহ মাথা পড়ে ছারে। দ্বারিগণ সচকিত হইল অন্তরে॥ শীঘ্রগতি সকলেতে করে নিরীকণ। রাজার মস্তক দেখে কাতরে তথন॥ হাহাকার রবে সবে কাঁদিয়া উঠিল। व्यस्तः भूदत्र नात्रीगंग मकल कानिल ॥ মহাশোকে মগ্ন তবে হইল তখন। শোকার্ত্ত-ছদয়ে কাঁদে যত পুত্রগণ॥ পূরিল সে রাজপুরী হাহাকার রবে। তবে কাশীরাঙ্গ পুত্র মনে মনে ভাবে॥ স্থদক্ষিণ নামে সেই রাজার নন্দন। পিতৃবৈরী বিনাশিতে চিস্তিত তখন॥ আমাদের শত্রু সেই রহে দারকায়। কিরূপে নিধন আমি করিব তাহায়॥ তারে মারি শোকানল আমি নিভাইব। পিতৃঋণ হ'তে তবে নিস্তার পাইব॥ এত ভাবি মনে মনে করিয়া চিন্তন। আরাধন করে তবে দেব ত্রিলোচন॥ অনাহারে বহুদিন সেবি মহেশ্বর। প্রীতযুক্ত হন তবে দেবতা শঙ্কর॥ उट्टर कुछ महारमय इहेम ज्थन। কহে বর মাগি লহ রাজার নন্দন॥ শঙ্করের বাক্যে তবে নৃপতি তনয়। পিতৃশক্র বধ বর দেহ দয়াময়॥ তবে পার্ব্বতীর পতি উপায় করিল। বাঞ্চামত বর তাহে সেইক্ষণে দিল॥ ইচ্ছাতে অনল এক করিল স্ঞ্জন। সেই অগ্নি ল'য়ে তবে নুপতি নন্দন॥

मृर्त्विमस्य व्यशिएतर हरेल उथन। ভয়ক্ষর মূর্ত্তি তায় খোর দরশন॥ মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিকট আকার। পদভরে টলমল ধরা অনিবার॥ বিপরীত বেগে অগ্নি গমন করিল। দারকাপুরীর মাঝে ক্রোধে প্রবেশিল॥ মহাক্রোধে অগ্নিবর হ'য়ে প্রস্কলন। দারকানগর সব করিল দাহন॥ তবে দারকার লোক সভীত অন্তরে। কান্দিতে লাগিল দবে অতি উচ্চৈঃস্বরে मार्वानल मध यथा प्रशमिल्जन। সেইমত শোকাকুল দারকার জন॥ কুষ্ণের নিকটে সবে জ্রুপদে ধায়। হেরিল औহরি পাশা খেলিছে সভায়॥ কান্দিয়া আকুল তথা যত প্ৰজাগণ। কাতর অন্তরে সবে কহিছে তথন॥ রক্ষা কর দয়াময় পরম ঈশ্বর। কোথা হ'তে এলো অগ্নি মহা ভয়ক্ষর॥ আসিয়া দ্বারকাপুরী করিল দাহন। যায় প্রাণ ভগবান করহ রক্ষণ॥ প্রজার বচনে তবে দেব হুষীকেশ। व्यस्तर्याभी नावायन कानिल विट्यम ॥ প্রজাগণে সম্বোধিয়া কহিল তখন। কেন কর রুখা ভয় কেন বা ক্রন্সন। নির্ভয় হদয়ে সবে এই স্থানে রহ। কিম্বা আপনার গতে সবে চলি যাই।। মহাদেব কুত অগ্নি জানিয়া অন্তরে। স্বদর্শন প্রতি হরি কহিল সম্বরে॥ চক্র প্রতি নারায়ণ কহিল তথন। ওহে চক্রবর শীত্র করহ গমন॥ শঙ্করের অগ্নি শীঘ্র কর নিবারণ। ঐ সঙ্গে কাশীপুরী করিবে দাহন॥ মম আজ্ঞা শীঘ্রগতি পালন করিবে। সাধিয়া আপন কর্ম্ম সত্তরে আসিবে॥

। অনুমতি পেয়ে তবে চক্র হৃদর্শন। শঙ্করের ক্বত অগ্নি গরাসে তথন॥ আপনার তেজে তাহা নিবারণ কৈল। বারাণদীপুরী তেজে অমনি দহিল॥ রার্জপুরীদহ যত রাজপুত্রগণ। আর সেই পুরী মাঝে ছিল যতজন॥ নিজ তেজে স্থদর্শন সকলি দহিল। রাজপুরী কিছুমাত্র চিহ্ন না রহিল॥ ক্ষণমাত্রে দহিল সে পুরী বারাণদী। একেবারে হৈল তাহা সব ভস্মরাশি॥ এইরূপে বিষ্ণুচক্র স্বকার্য্য সাধিয়া। পুনর্কার কৃষ্ণপাশে আসিল ফিরিয়া॥ কুষ্ণের চরণে আসি প্রণাম করিল। সবিশেষ বিবরণ তাঁহাকে কহিল॥ শুন রাজা পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব কথন। কুষ্টের মাহাত্ম্য কথা শুনে যেইজন॥ আর যদি কৃষ্ণ কথা শুনায় কাহারে। সেইজন মহাপাপ হইতে নিস্তারে॥ ব্যাদের বচন ইহা অক্তথা না হয়। দাস ভাষে হরিপদে মতি যেন রয়॥

ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্তব্ধে পৌগুকের ও কাশারাঞ্জ নিধন সমাপ্ত।

অথ ভিবিধ বানর বধ।

পরীক্ষিৎ কছে তবে শুকদেব প্রতি।
তব মুখে শুনি দেব অপূর্ব্ব ভারতী॥
কছ দেব পূর্ব্ব কথা অতি হুধামন্ন।
শুবণে কলুষ নাশ পবিত্র হুদন্ন॥
শুকদেব কছে শুন প্রহে নরবর।
কহি শুন পূর্ব্ব কথা অতি মনোহর॥

নরক রাজার সখা দ্বিবিধ বানর। স্থগ্রীবের মন্ত্রী সেই মহাবলধর॥ যেইদিন নারায়ণ নরকে বধিল।

যেহাদন নারায়ণ নরকে বাধল। শ্রবণে শোকার্ত্ত তবে দ্বিবিধ হইল॥ তবে সে ছিবিধ মনে করিল চিন্তন। মিত্র বৈরী কিরূপেতে করিব নিধন ॥ কুষ্ণসহ বিরোধেতে বাসনা হইল। প্রথমে আপন রাজ্যে উৎপাত করিল॥ পরেতে অশ্য দেশে মহোৎপাত করে। **घटतत वाहिटत कि नाहि याग्र फटत ॥** সাগরের জল কভু ছু-হাতে করিয়ে। তীরেতে লইয়া যায় বলেতে ঠেলিয়ে॥ সাগর তরঙ্গ রক্ষা করে সে বানর। উৎসন্ন হইল তাহে অনেক নগর॥ ঋষির আশ্রম যত সেখানেতে ছিল। একেবারে তাহা সবে বিনফ্ট করিল। ভাঙ্গিয়া ফেলিল যত পুষ্পের কানন। উপাডিল ফলবতী যত তরুগণ॥ মূত্রে যজ্ঞকুগু যত নির্বাণ করিল। অত্যাচারে মুনি যত অস্থির হইল॥ রমণী পুরুষে ধরি পর্বত কন্দরে। ফেলাইয়া দেয় চাপা বিষম প্রস্তারে॥ কুলনারী বলে ধরি বলাৎকার করে। মহানু দৌরাত্ম্য করে দ্বিবিধ বানরে॥ এইমত সর্ব্বদেশে উৎপাত করিল। সকলে তাঁহার ভয়ে অস্থির হইল॥ একদিন রৈবত-গিরিতে হলধর। কামিনী সহিত ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥ মধুপানে বলদেব উন্মন্ত হইল। আনন্দেতে হলপাণি গান আরম্ভিল। কামিনী সহিত গান করে হলধর। তাহা শুনি ক্রত ধার দ্বিবিধ বানর॥ পর্বত উপরে গিয়ে করে দরশন। যতুপতি বলরাম স্থন্দর বদন॥ পরম হৃন্দর রূপ অপূর্ব্ব মুরতি। করয়ে বিহার তথা লইয়ে যুবতী॥ শুভ্রবর্ণ মহাকায় বিষম আকার। इश्मी भएशा (अटल यथा फिरा इश्मरत ॥

कामिनी कूरलं मरधा रामव इलक्षा । কতরূপে নারীসহ করেন বিহার॥ তবে চুফ্ট দ্বিবিধ সে রক্ষেতে উঠিল। পাদপের শাখা যত নড়িতে লাগিল। বিকট মুখেতে হাদে বানরের পতি। করিল বিষম ভঙ্গি বলদেব প্রতি ॥ বানরের রঙ্গ দেখি দে রমণীগণ। বিরূপ দেখিয়ে সবে বিচলিত মন ॥ এরূপ হেরিয়ে তবে হাসে নারী যত। দ্বিবিধ বানর তাহে ভঙ্গী করে কত॥ ব্লক হ'তে লম্ফ দিয়ে তবে সে বানর। রমণীগণের কাছে আসিয়ে সত্বর ॥ আপনার গুহুদেশ দেখায় স্বারে। লক্ষ ঝম্প করে কত বিকট আকারে॥ দেব হলপাণি তাহা করি দরশন। ক্রোধেতে হইল তার আরক্তলোচন॥ বানরে মারিতে এক আনিল প্রস্তর। লক্ষ দিয়া কাটাইল দ্বিবিধ বানর॥ প্রস্তর আঘাত হ'তে পাইল নিষ্কৃতি। মত্যের কলসী এক লয় চুফ্টমতি॥ মতের কলদী ল'য়ে পথে ছড়াইল। খল খল করি কপি হাসিতে লাগিল॥ ক্রোধিত অন্তর রাম তাহা দরশনে। বলরাম অঙ্গে মন্ত ফেলে সেইক্ষণে॥ এইরূপে চুষ্ট কপি করে কদাচার। দরশনে বলদেব ক্রোধিত অন্তর॥ বিষম কোপেতে রাম কাঁপিতে লাগিল। ছুই চক্ষু একেবারে রক্তবর্ণ হৈল। বধিতে বানরে রাম করেন চিন্তন। দক্ষ হস্তে ক্রোধে হল করেন ধারণ॥ বামহস্তে মুধল লইয়া যতুপতি। দরশনে মহাকপি ক্রোধযুক্ত অতি॥ মহা এক শালতক উপাড়িয়া লয়। রামের উপরে তাহা ফ্রোধে প্রহারয়॥

वलराव भिरत्ने त्रक পড़िल यथन। **ংশতখান হ'য়ে তরু ভূতলে পতন ॥** ্কোধেতে কম্পিত তবে দেব হলধর। বানরের শিরে করে মুষল প্রহার॥ বিষম মুষলাখাতে অন্থির হইল। শির হৈতে বেগে তার রুধির বহিল॥ • মহাবীর কপিবর নির্ভয় অস্তর। মহাকোপে উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর॥ मिट द्रक वलामय भित्रा मादिल। মুষল প্রহারে রাম তাহা নিবারিল॥ শতথান হ'য়ে তরু পড়িল ভূতলে। তবে কপি আর রক্ষ উপাড়িল বলে॥ পুনঃ বলদেব তাহা অক্তেতে কাটিল। এইরূপে মহাযুদ্ধ ছজনে করিল। যত বৃক্ষ উপাড়িল সংখ্যা নাহি তার। वृक्षशीन देश वन वृक्ष नाहि आत्र।। তবে কপি বৃক্ষ শৃশু হেরিয়া কানন। পর্ব্বত উপরে কপি উঠিল তখন॥ ভাঙ্গিয়া পর্বত শুঙ্গ বিষম কোপেতে। প্রহার করিল কপি রামের বক্ষেতে u মুষল প্রহারে রাম তাহা নিবারিল। হেলায় পর্বত শৃঙ্গ বিচূর্ণ করিল॥ তবে কপি মনে মনে উপায় চিন্তিল। কি করি উপায় চিন্তা মনেতে করিল। আজাসুলম্বিত বাহু প্রদার করিল। তাহাতে সে কপিবর বন্ধমৃষ্টি হৈল॥ বেগে ধায় কপিবর বন্ধমৃষ্টি করি। প্রহারিতে বলরামে ধায় ত্বরা করি॥ বক্সসম মুক্ট্যাঘাত করিল যথন। বলদেব বক্ষে বাব্ধে বক্সের মতন॥ তবে রাম মহাক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। ভয়ক্কর মুফ্ট্যাঘাত বানরে করিল।। বিষম প্রহারে কপি অস্থির হইল। ঝলকে ঝলকে রক্ত কমন করিল।।

স্থুমে পড়ি ছটফট করিল তথন। মহাশব্দ করি কপি ছাড়িল জীবন॥ যেইকালে ভূমিতলে পতিত হইল। সেই ভরে ধরা অতি কাঁপিয়া উঠিল॥ মহাবাতে যেইরূপ কদলী পতন। সেইমত কপিবর ছাড়িল জীবন॥ বলরাম মারিলেন ছুফ্ট কপিবরে। অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পরাপ্ত করে॥ আনন্দেতে নৃত্য করে অপ্সরী কিন্নর। স্তুতি করে মহানন্দে যত ঋষিবর॥ সাতিশয় পাইলেন আনন্দ অন্তরে। হেনমতে ব্লাম বধে সেই কপিবরে॥ স্বগণ সহিত সবে দারকা আইল। বানর নিধন বার্তা সকলে শুনিল। ভাগবত কথা অতি শুনিতে হুন্দর। দাস ভাষে ভাষামত শুন সাধু নর॥ ইতি দিবিধ বানর বধ সমাপ্ত।

## व्यथ वनरम्य विक्रम ।

শুকদেব কছে শুন ওছে নরবর।
ছরিকথা প্রবণেতে অতি মনোহর॥
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা করছ প্রবণ।
শ্রবণে পবিত্র চিন্ত পাপের মোচন॥
লক্ষণা নামেতে ছুর্য্যোধনের ছুছিতা।
পরমাস্থলরী সেই রূপ-গুণযুতা॥
স্বয়ম্বর করে তার বিবাহ কারণ।
শাম্ব মহাবীর তাহে করিল হরণ॥
হেনকালে শুন এক দৈবের ঘটন।
তাহে মহাক্রোধী হৈল যত কুরুগণ॥
কুবচন বলি তারে যত গালি দিল।
কুঞ্চের কুমারে কত ভর্ৎ সনা করিল॥
তবে কুরুগণ যত যুক্তি করি সার।
বলে সেই ছুক্টমতি কুষ্ণের কুমার॥

আমা দবাকার মান কিছু না রাখিল। ত্বৰ্বিনীত ছুক্টমতি কুকাৰ্য্য করিল। অত এব তারে বধ উপযুক্ত হয়। এই যুক্তি আমা সবাকার মনে লয়॥ मर्त त्यिन रम क्रुरछेत्र तथर জीवन। আমাদের অপমান করিল যথন॥ যচুবংশ হ'তে কভু নহে উপকার। কুরুকুল-দত্ত ভূমি ভূঞ্চে অনিবার॥ অতএব যহুকুলে কিবা আছে ভয়। তাহার উচিত শাস্তি উপযুক্ত হয়॥ যুঝিতে যভাপি আদে আমাদের সনে। সবে মেলি বধিব সে চুফ্ট যতুগণে॥ দর্পহীন হ'য়ে সবে আমাদের রণে। পলাইবে প্রাণ ল'য়ে সবে সেইক্ষণে॥ অতএব এ চুফের বধহ জীবন। এত বলি দর্প করে তবে ছুর্য্যোধন॥ কর্ণ আদি বীর যত মহা দর্প করে। শল্য আদি সোমদত্ত আদি যত বীরে॥ শাম্বকে ধরিতে সবে করিল গমন। মহাশব্দ করি ধায় পশ্চাতে তথন। দাঁড়াও দাঁড়াও বলি ঘন ডাকে দবে। শাম্ববীর তাহা শুনি দাঁড়াইল তবে॥ তবে যত কুরু সেনা ধাইল সম্বর। সবাকার অত্যে ধায় কর্ণ মহাবীর॥ निर्ভेष झमय छथ। कृटखन नन्मन । কুঞ্চনম মহাবলী দাঁড়ায় তথন॥ শাম্ব প্রতি এড়ে বাণ যত কুরুদল। বাম হস্তে ধরে ধনু শাস্ব মহাবল। ধনুকে টকার দিয়ে ছাড়ে তীক্ষবাণ। বিশ্ধিল বাণেতে শাস্ব যত কুরুগণ ॥ বাণে বিদ্ধি স্বাকারে অস্থির করিল। ছয় বাণে মহাবীর কর্ণেরে বিদ্ধিল। চারিবাণে চারি অশ্ব বিন্ধিল তখন। একেবারে সার্থিরে করিল ছেদন॥

কুফের নন্দন শান্ত মহা ধনুর্দ্ধর। বাণাঘাতে কুরুগণে করিল কাতর॥ ক্ষিপ্রহস্ত হেরি শান্বে প্রশংদা করিল। শান্বে দেখি সকলের বিশ্বয় হইল॥ তবে মহাক্রোধ করি সূর্য্যের নন্দন। চারি বাণাঘাতে বিশ্বে শান্বেরে তথন॥ আর চারি বাণে কাটে তার চারি হয়। এক বাণে সার্থিরে দিল যমালয়॥ এক বাণে কাটিল হাতের ধনুঃশর। অস্ত্রহীন শাম্ববীর হইল ফাঁফর॥ বিরথী হইয়ে শাম্ব ভাবিতে লাগিল। বরুণ অস্ত্রেতে কর্ণ শাম্বেরে বান্ধিল॥ কন্সা সহ কুমারেরে করিল বন্ধন। তবে যত কুরুদল আনন্দে মগন।। লক্ষণা কন্সারে ল'য়ে পুরে প্রবেশিল। কুষ্ণের তনয়ে তবে বান্ধিয়া রাখিল। অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন নররায়। নারদ চলিল তবে পুরী দ্বারকায়॥ কুষ্ণের নিকটে ঋষি কহিল তখন। শুন দেব ইন্দ্ৰপ্ৰস্থে হৈল অঘটন॥ তুর্য্যোধন কন্সা হরি শাস্ব যে লইল। তাহে যত কুরুগণ বিরোধ করিল॥ বাঙ্কিয়া তোমার পুত্রে রাখে একভিতে। কোনমতে শাম্ব নাহি পারে পলাইতে॥ নারদের মুখে শুনি এতেক বচন। ক্রোধেতে হইল ক্লফ আরক্তলোচন॥ ক্রোধেতে কম্পিত হরি স্থির নাহি হয়। সেইক্ষণে উগ্রসেন অনুমতি লয়॥ মহাক্রোধে যতুবীর করিল গমন। সমূলে করিব আজি কৌরব নিধন। কুরুবংশে বাতি দিতে কারে না রাখিব। निष्कोतवा व्याक्ति धता निन्हरा कतित। বলরাম শিশু হয় রাজা তুর্য্যোধন। তেঁই রাম কৃষ্ণ প্রতি কহিল তথন॥

সাস্ত্রনা বাক্যেতে কুষ্ণে কহিতে লাগিল। শুন কৃষ্ণ কহি আমি তোমারে সকল। তব ক্রোধ সহা করে কে আছে জগতে। ত্রিজগত ধ্বংস হয় তব কটাক্ষেতে॥ রুখা কোপ ছুর্য্যোধনে তোমার এখন। সম্বরহ নিজ ক্রোধ শুনহ বচন॥ নিশ্চিত হইয়ে ভূমি রহ নিজ ঘরে। আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব কুমারে॥ এত বলি সাম্বনা করিয়ে নারায়ণে। আপনি চলিল রাম হস্তিনা-ভুবনে॥ মহা বেগবান রথে করি আরোহণ। পরম আনন্দে রাম করিল গমন॥ প্রবন বেগেতে রথ চলিল সম্বর। নিমিষে উত্তরে রথে হস্তিনানগর॥ নগর বাহিরে যথা দিব্য উপবন। বিশ্রাম করিল তথা দেব সক্ষর্যণ॥ উদ্ধবে ডাকিয়া তবে কহে মহামতি। কুরুসভা মাঝে শীঘ্র কর তুমি গতি॥ কহিবে সকল কথা ধৃতরাষ্ট্র পাশ। বুঝাইতে কুরুগণে বচন বিশেষ॥ উদ্ধব পাইয়ে আজ্ঞা চলিল সম্বর। উত্তরিল আসি তথা সভার ভিতর॥ ধৃতরাষ্ট্র ভীম্ম দ্রোণে প্রণতি করিল। বাহ্লিক রাজার তবে চরণ বন্দিল॥ সম্ভাষ করিয়া তবে রাজা তুর্য্যোধনে। বলরাম আগমন কহে সেইক্ষণে॥ তাহা শুনি ছুর্য্যোধন আনন্দ অন্তর। রামের নিকট করে গমন সত্বর॥ বলদেব পদে নতি করে ছুর্য্যোধন। বিধিমতে করে তাঁর চরণ বন্দন॥ নানা উপহারে পূজা করে কুরুপতি। আর যত রাজগণ করিল প্রণতি॥ তুর্য্যোধন প্রতি তবে আশীষ করিল। কুশল বারতা পরে সব জিজাসিল।

ছুৰ্য্যোধন প্ৰতি তবে কহে সঙ্কৰ্ষণ। শুন কুরুপতি এক আমার বচন॥ তব হিতে রত আমি জানিহ নিশ্চয়। পৃথিবীর রাজা উগ্রসেন মহাশয়॥ রাজ আজ্ঞাকারী মোরা যত যহুগণ। অতএব শুন তুমি আমার বচন॥ একা পেয়ে কুষ্ণপুত্রে বাঁধিয়া রাখিলে। কি কারণে ভূমি এই অধর্ম করিলে॥ বছজন মিলি কর শাম্বেরে বন্ধন। এরূপ উচিত কার্য্য না হয় কখন॥ কুমারে বধুর সনে ছাড় এইক্ষণে। আপন কল্যাণ কর আমার বচনে॥ ভনিয়া সে কুরুগণ গর্বিত বচন। একেবারে ক্রোধে হ'য়ে উন্মন্ত তথন॥ বলদেব চাহি তবে করিল উত্তর। আশ্চর্য্য তোমার কথা ওহে হলধর॥ অসম্ভব কথা তব শুনে হাসি পায়। পরের পাত্নকা কেবা মস্তকে উঠায়॥ কুরুগণ দক্ত রাজ্য ভুঞ্জে যতুগণ। চামরাদি শন্ধ আর কিরীট আসন॥ কুরুগণ দিল সব বিভব তোমার। তবে কেন এত গর্বব কর অনিবার॥ কালসর্পে ত্রন্ধদানে করিলে পালন। শেষেতে তাহার শিরে করয়ে দংশন॥ সেইমত যতুকুল জানিলাম মনে। লজ্জাহীন হ'য়ে কথা কহ কি কারণে॥ কুরুজনে কোনজন ভয় নাহি করে। ইন্দ্র আদি দেব আর যতেক অমরে॥ কৌরবের আজ্ঞাকারী সকলেই হয়। ভীম্ম আদি দ্রোণ বীর অনুগত হয়॥ কেশরী না ডরে কভু মৃগ দরশনে। না ছাড়িব শান্বে মোরা জানিও হে মনে॥ নানামত কুবচন কহি হলধরে। ছুর্য্যোধন চলি গেল নিজ অন্তঃপুরে॥

श्लक्षत्र मत्न मत्न जानिल ज्थन। অধার্ম্মিক হয় যত কুরু সভাজন॥ তবে রাম মনে মনে বিচার করিল। একেবারে ক্রোধে অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল দত্তে দত্তে করে রাম ক্রোধেতে ঘর্ষণ। মহাকোপে হলধর কহিল তখন॥ অধন্মীজনের হিত করা যুক্তি নয়। ছুষ্টের উচিত দগু উপযুক্ত হয়॥ কৃষ্ণকে প্রবোধ করি আইনু এখানে। হিতে বিপরীত হবে জানিলাম মনে॥ মন্দমতি কুরুপতি কলহেতে রত। খলের স্বভাব সদা হয় এইমত॥ কুবচন বলি মোরে অবজ্ঞা করিল। দারকায় উগ্রসেনে ভয় না করিল। অমরের দল যাঁর সবে আজ্ঞাকারী। দেবলোক হ'তে পারিজাত আনে হরি॥ একান্ত হইয়ে লক্ষ্মী পদ সেবে যাঁর। দ্বারকানগরে যিনি মানব আকার॥ যাঁর পদ ভাবে সদা আদিত্যেরগণ। যাঁর পদরজঃ আশা করে সর্বাক্ষণ॥ যাঁর অংশ হয় জানি সেই ত্রিলোচন। আমিও অনন্ত এই যাঁহার কারণ॥ তাঁরে ভুচ্ছ করে এই চুরাচারগণ। মোরা দবে অনুগত যাঁহার কারণ॥ পরম কারণ সেই জগতের সার। তাঁরে ভুচ্ছ মনে মনে করে তুরাচার॥ কুরুগণ দক্ত ভূমি ভূঞ্জে যত্নপতি। হেনকথা কহে সেই চুফ্ট কুরুপতি॥ অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে কহে মন্দ বাণী। কেবা ইহা সহু করে আছে যার প্রাণী। অতএব কোনমতে না ক্ষমিব আর। কৌরবগণেরে আজি করিব সংহার॥ এত কহি হলধর কাঁপিতে লাগিল। মহাক্রোধে সক্ষর্যণ হল হাতে নিল॥

মহাক্রোধে হল তবে বিশ্বিল ধরায়। উপাড়িতে হস্তিনা সে ক্রোধ কম্পকায়॥ নগরের শেষভাগে করে আকর্ষণ। লাঙ্গল অত্যেতে ভূমি করে বিদারণ॥ উপাড়িয়া পুরীখান ফেলিতে গঙ্গাতে। ক্ৰন্ধ হ'য়ে বলদেব চিস্তিল মনেতে॥ এইরূপ বিপরীত দেখি কুরুগণ। অন্তরে বিষম ভয় পাইল তখন॥ সম্বরেতে হলধর নিকটে আইল। করযোড়ে তাঁর পদে শরণ লইল॥ রাখিতে হস্তিনাপুরী প্রাণ বাঁচাইতে। শাস্বকে দিলেন তবে লক্ষ্মণা সহিতে॥ করযোড়ে আসি তবে যত কুরুগণ। শীত্রগতি সবে মিলি ধরিল চরণ॥ বলে দেব রক্ষা কর নিজ ভত্যগণে। না জেনে করেছি দোষ তোমার চরণে॥ যূঢ়মতি হীনবুদ্ধি আমরা সকলে। ক্ষম অপরাধ প্রভু নিজ দাস বলে॥ তুমি সবাকার সার সবার প্রধান। স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ॥ তুমি হও সর্ববদার জগতের পতি। জাবের জীবন তুমি সবাকার গতি॥ পরম ঈশ্বর তুমি জগতে আশ্রয়। তোমার কটাক্ষে জগতের সৃষ্টি লয়॥ অনন্ত মহিমা তব অনন্ত মূরতি। মস্তকে ধরহ তুমি মহাভার ক্ষিতি॥ মূঢ়জনে জানদাতা তুমি মহাকায়। আমাদিগে কর কুপা ওছে দয়াময়॥ নমন্তে জগত-পতি স্বার ঈশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্তা দেব হলধর॥ রক্ষ দেব হীনজনে ওহে দয়াময়। আমরা সকলে লই তোমার আ শ্রয়॥ এইমত স্থৃতি করি যত কুরুগণ। করযোড়ে পদতলে হইল পতন।

পুত্ৰবধূ আনি তথা সমর্পণ কৈল। তবে প্রভু হলধর সম্ভুট হইল॥ কুরুগণে ভয়াকুল করি দরশন। অভয় দানেতে সবে করিল সাম্বন॥ প্রবোধ বচনে কহি ছুর্য্যোধন প্রতি। হল উদ্ধারিল তবে দেব যতুপতি॥ (১) তবে রাজা হুর্য্যোধন আনন্দিত হৈল। নিজ কন্তা কৃষ্ণ পুত্রে সমর্পণ কৈল। বহু রত্ন দান দেয় যৌতুক বিধানে। ह्य हर्खी (थ्यू नान करत हर्वमत्न॥ দাস দাসী কত দিল কে করে গণন। রথ রথী করে দান রাজা হুর্য্যোধন॥ যৌতুক প্রদান করে তবে কুরুপতি। বিনয় বিধানে করে বলদেব স্তুতি॥ তবে দেব হলধর আনন্দিত মনে। সাস্ত্রনা করয়ে তবে রাজা হুর্য্যোধনে॥ যৌতুকের দ্রব্য যত করিয়া গ্রহণ। সবাকার সঙ্গে করি মিষ্ট আলাপন॥ পুত্রসহ পুত্রবধু সঙ্গেতে লইন। ছারকানগরে পুনঃ প্রস্থান করিল॥ দ্বারকানগরে আসি উপনীত হয়। বলরামে দেখি সবে আনন্দ হৃদয়॥ তবে রাম সভামাঝে কহে বিবরণ। কুরুগণ করে যত ম<del>ন্দ</del> আচরণ ॥ শ্রবণে দ্বারকাবাসী সবে স্তব্ধ হয়। এইরূপে বলদেব হইল বিজয়॥ ভাগবত কথা অতি মধুর প্রবণ। দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন॥ ইতি ত্রীমন্তাগৰতে দশমন্বন্ধে বগণেৰ বিবার সমাপ্ত।

#### অথ মারা প্রাপঞ্চ।

শুকদেব কছে তবে শুন নরবর। কহি শুন পুরাতন কথা অতঃপর॥ প্রীকৃষ্ণ মহিমা যেবা করয়ে প্রাবণ। একেবারে ঘুচে তার ভবের বন্ধন। একদিন ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ হুমতি। মনে মনে করে এক অদ্ভূত যুক্তি॥ মনে মনে ঋষিবর করিল চিন্তন। নরক নৃপতি কৃষ্ণ করিয়া নিধন॥ সহজ্র রমণী হরি বিবাহ করিল। কিরূপে সবার সঙ্গে কৃষ্ণ বিহারিল॥ একেবারে সবা সঙ্গে রঙ্গেতে বিহার। নেহারিব কিরূপে করেন ব্যবহার॥ এ কৌতুক আমি এবে হেরিব নয়নে। এত ভাবি দ্বারকায় ধায় হুন্টমনে॥ আশ্চর্য্য ভাবিয়া ঋষি আপন অন্তরে। চলিল আনন্দ মনে ছারকানগরে॥ দারকানগরে আসি তবে তপোধন। শোভিছে সহস্র নারী করে দরশন॥ কৌতুক দেখিতে ঋষি দারকা আইল। অপূর্ব্ব দ্বারকাপুরী দরশন কৈল॥ -বিশাই নির্শ্মিত ঘর অপূর্ব্ব গঠন। হেরিল আশ্চর্য্য কত বন উপবন॥ প্রকৃটিত পুষ্প সব গন্ধে আমোদিত। নানা পক্ষিগণে বিদ গাইতেছে গীত॥ অলিগণ মধুলোভে করিছে ঝঙ্কার। সরোবরে রাজহংস খেলে অনিবার॥ স্ফুটিত নলিনীদল শোভে সরোবর। হেরিয়া হইল ঋষি আনন্দ অন্তর॥ অসংখ্য প্রাসাদরাজি শোভে দারকায়। রতন নির্মিত গৃহ শোভা কত তায়॥ দেবপুরী বিনিশ্দিত গৃহের শোভন। হেরি পুরী ঋষিবর আনক্ষে মগন॥

১। বলদেব পরাক্রান্ত স্কর। হেডু অরাপি ছজিনানগরে গলার বন্দিগ দিক উরত অার উত্তরদিক নিয়ে রহিবাছে।

পুরীর নির্মাণ হেরি নারদ তখন। অন্তরে বিশ্ময় তবে মানে তপোধন॥ অন্তঃপুর শোভা তবে নয়নে হেরিল। ষোড়শ সহস্ৰ গৃহে প্ৰত্যেকে দেখিল। প্রতি গৃহে দেখে এক শ্রীকৃষ্ণ তথনি। স্থশোভিত গৃহ সব দেখে মহামুনি॥ নানাবিধ বর্ণে গৃহ করিছে উচ্জ্বল। প্রবাল মুকুতা কত করে ঝলমল॥ রতন নির্মিত খট্টা অতি মনোহর। দিব্য মণি স্থশোভিত বর্ণ বহুতর **॥** স্থনীল রক্তিমা তাহে হ'য়েছে শোভিত। বিশায় মানিয়া মুনি হইল বিশ্মিত॥ ক্ষণে ক্ষণে দাসিগণ গৃহমাঝে রয়। পরমা রূপদা দবে আনন্দ হৃদয়॥ দাসীসহ আনন্দেতে কুঞ্জের রুমণী। ক্লম্বপদে রত সবে নিজ ভাগ্য মানি॥ পতিদেব। করে দবে রমণী-রমণ। দেখিয়া হরিষ চিত্ত হৈল তপোধন॥ হেন অপরপ মুনি যখন দেখিল। আশ্চর্য্য মানিয়া ঋষি জ্ঞানহীন হৈল। ঋষিবরে নারায়ণ করি দরশন। ব্যস্ত হ'য়ে শয়া হ'তে উঠিল তথন॥ পরম কারণ হরি সবাকার সার। অচ্যুতে পরমানন্দ জগত আধার॥ সেই হরি শীঘ্রগতি নারদ চরণে। প্রণতি করিল তবে বিহিত বিধানে ॥ নিজ হস্তে নারদের পদ ধৌত করে। বিনীত হইয়া হরি বসাইল তারে॥ চরণ পাথালি জল মস্তকে রাখিল। জ্বগতের পতি কৃষ্ণ ত্রাহ্মণে পৃঞ্জিল। অতএব শুন কহি রাজ। পরীক্ষিৎ। ব্রাহ্মণ স্বার গুরু জানিও নিশ্চিত॥ বিধিমতে পূজি কুষ্ণ নারদে তথন। ক্রতাঞ্চলি করি তারে করে জিজাদন ॥

কহ দেব কিবা আজ্ঞা করিব পালন। কি কারণে দারকায় তব আগমন॥ কুষ্ণের বচনে তব নারদ স্থমতি। করযোড়ে কহে তবে শ্রীকুষ্ণের প্রতি॥ ওহে দেব সর্ববদার জীবের জীবন। নয়নে হেরিকু আজি যুগল চরণ। ব্ৰহ্মা ইন্দ্ৰ দেবগণ সদা ভাবে যাঁরে। এ ভব সংসার-কৃপ তরিবার তরে॥ সদা ধ্যান করে দেব তব জীচরণ। তোমার আশ্রয় মনে ভাবে অনুক্ষণ। অতএব জ্রীচরণে রাখ দয়াময়। এই ধ্যান করি হরি জানিও নিশ্চয়॥ এত কহি দেবঋষি অন্য গৃহে গেল। তথায় রমণী সহ 🕮 কৃষ্ণ হেরিল॥ উদ্ধব সহিত তথা পাশাক্রীড়া করে। হাস্ম পরিহাস করে আনন্দ অস্তরে॥ মুনিবরে নারায়ণ দেখিল যথন। পাশা ছাড়ি শীঘ্ৰগতি উঠিল তখন॥ সাদরে সে নারদের চরণ পূজিল। মধুর বচনে তবে কহিতে লাগিল॥ কহ দেব কতক্ষণ হেথা আগমন। কিবা আজ্ঞা কর মোরে করিব পালন॥ কুষ্ণের বচনে মুনি কিছু না কহিল। আশ্চর্য্য না মানি অস্ত স্থানেতে যাইল। তথায় দেখিল হরি রমণী সহিতে। বালকগণেরে ল'য়ে খেলে আনন্দেতে॥ তাহা দরশনে মুনি বিশ্ময় মানিল। তথা হৈতে অশ্য গৃহে ত্বরান্বিত গেল॥ বনিতা সহিত তথা দেখে নারায়ণ। করিতেছে আপনার গাত্রের মার্জ্জন॥ তথা হতে অশু গৃহে যায় তপোধন। হেরিল করিছে যজ্ঞ দেব নারায়ণ॥ কোথা অগ্নিহোত্রে শ্বত দিতেছে আহতি। কোন গৃহে ক্রীড়া করে দেব যহুপতি॥

কোথায় করান হরি ত্রাহ্মণ ভোজন। কোথা সন্ধ্যা আদি ক্রীডা করে সমাপন। কোন স্থানে যোজাবেশে খড়পচর্ম্ম ধরি। মহাবেগে অসি হস্তে ধায় ত্বরাত্বরি॥ কোন গৃহে অখোপরে করি আরোহণ। কোথাও হস্তীর পৃষ্ঠে হ'য়েছে বাহন॥ কোন স্থানে রথের উপরে নারায়ণ। কোন স্থানে শ্য্যাপরে আছেন শ্যুন॥ কোন গৃহে বন্দিগণ করে কত স্তুতি। কোন গৃহে মন্ত্রীসহ করেন যুক্তি॥ কোন স্থানে করে হরি পুরাণ শ্রবণ। কোথা হাস্ত পরিহাস করে দরশন॥ কোন স্থানে ধর্ম্ম সেবা করে নিরম্ভর। কোন স্থানে অস্ত চিন্তা করে দামোদর॥ কোন স্থানে ধ্যান-নগ্ন মুদিত নয়ন। কোন স্থানে দেখে মুনি পর্ম কারণ॥ কোন স্থানে সবে সেবে হরি ভক্তগণে। কোন গুছে কামভোগ করে হর্ষমনে॥ কোন গৃহে বলদেবে ল'য়ে একভিতে। চিন্তাম্ম আছে দোঁহে সমাহিত চিতে॥ কোন স্থানে পুত্র কম্পা করেন পালন। কোন গ্রহে করে হরি দেবত। অর্চন॥ কোথা দেখে মুগয়া করেন যতুপতি। সেই সব পশু ল'য়ে যাদব সম্ভতি॥ দিজগণে ভোজন করান হুন্ট হ'য়ে। এইরূপে মহামুনি দেখেন ভ্রমিয়ে॥ অব্যর্থ অব্যয় সেই স্বয়ং ভগবান। প্রতিগ্রহে মহামুনি দেখে বিগ্রমান ॥ দরশনে ছফ্ট মন প্রেমে পুল্ফিত। করযোড়ে মহামুনি ধরায় লুপ্তিত ॥ নারদ বলেন প্রভু কুপা কর মোরে। তব মায়া ছেরি হরি হরিষ অস্তরে॥ মহাযোগিগণ যত না পায় দেখিতে। আমারে করুণা করি দেখালে সাক্ষাতে॥

তব পদ সেহা করি কি ভাগ্য আমার। হেরিমু তোমার গুণ বিভব তোমার॥ তোমার রূপাতে তাই তব গুণ গাই। তব পদ সেবা করি ভ্রমিয়া বেড়াই॥ এই লাগি বীণাযন্ত্র হস্তেতে ধারণ। তোমার অন্তত লীলা করিতে কীর্ত্তন॥ ওহে হরি রুপা করি মায়া দেখাইলে। ওহে হে ব্রহ্মাণ্ডপতি কি লীলা করিলে॥ ঋষির কানে কাছে দেব নারায়ণ। ওহে মুনি শুন কহি প্রকৃত বচন॥ খেদ না করিও মুনি ভূমি ঋষিবর। ধর্মবক্তা কর্তা আমি হই সর্বসার॥ লোকশিক্ষা হেতু আমি মানব আকার। সেই হেছু করি আমি ধর্ম্মের আচার॥ এত কহি নারায়ণ এক মূর্ত্তি হৈল। কিন্তু রমণীর গৃহে এক এক রহিল॥ দরশনে ঋষিবর হইল বিস্ময়। একেবারে মহামুনি আনন্দ হৃদয়॥ এইরূপে মহামুনি সানন্দ হৃদয়। শত শতবার কুষ্ণে প্রণতি করয়॥ আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কুষ্ণগুণ গায়। তবে ঋষি আনন্দেতে স্থানান্তরে যায়॥ এইরূপে লীলা করে মানব আকার। সর্বশক্তিধর হরি সকলের সার॥ যোল হাজার নারী সঙ্গে করেন বিহার। নানা রদে করে ক্রীড়া দেব দামোদর॥ সর্বেশ্বর নারায়ণ পতিত পাবন। জগতের একমাত্র কারণ যে জন॥ স্বাষ্ট স্থিতি প্রলয় যাহা হ'তে হয়। মানব রূপেতে লীলা করে লীলাময়॥ **बिकृत्यः व नीना** (यह क्रत्रः व्यवन । কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের গুণ গায় যেই জন॥ পাপরাশি দূরে যায় পায় ভক্তিযোগ। অনায়াদে হয় তার অপবর্গ ভোগ॥

দাস ভাবে কৃষ্ণপদে যেন রয় মতি।
ভাগবত কথা অতি মধুর ভারতী॥
পাপ তাপ দূরে যাবে বেদের বচন।
মহাপাশীগণে সবে উদ্ধার কারণ॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমক্ষে মারা প্রপঞ্চ সমাপ্ত।

#### অপ ভাগৰত প্ৰশ্ন।

শুকদেব কছে শুন রাজা অতঃপর। কুষ্ণলীলা শ্রবণেতে আনন্দ অন্তর॥ একদা রুক্মিণী গুছে দেব নারায়ণ। হরিষ অন্তরে নিশি করেন যাপন॥ তবে নিশি অবদান হইল যথন। উষাকালে ডাকে যত কুকুটেরগণ॥ তা শুনি রুক্মিণীদেবী চিন্তিত অন্তরে। নিশা অবসান ভাবি মনে হুঃথ করে॥ নিশা অবসান হলে বিচ্ছেদ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ ছঃখ কেমনে সহিবে॥ এত ভাবি মহাদেবী করিছে চিন্তন। হেনকালে উপনীত যত বন্দিগণ॥ গাহিছে প্রভাতী গীত সানন্দ অন্তরে। मूछ मूछ त्रदर मद कांगीय कृटकदत्र॥ শয্যা ত্যজি উঠে তবে দেব নারায়ণ। প্রাতঃকৃত্য কার্য্য যত করে সম্পাদন॥ শ্রীত্বর্গা স্মরণে হরি মোনন্দিত হৈল। উদ্ধব সাত্যকি আদি সঙ্গেতে চলিল॥ স্বশর্মা প্রভাতে উপনীত তদস্তর। আর যত মন্ত্রীগণ আইল সম্বর ॥ বসিলেন নারায়ণ রতন আসনে। চারিদিকে রাজ। যত বেডিল তখনে॥ যেন তারা খেরা চাঁদ হেন শোভা হয়। চারিদিকে মন্ত্রীগণ করিছে বিনয়॥ কত নট নৰ্ত্তকী হইল উপনীত। দশদিক হুমধুর বাতে মুখরিত॥

স্থমধুর গীত গায় গায়িকা সকল। विम्निशन विम्न कृरकः आनत्म विस्त्रम ॥ হেনকালে সভাস্থলে আইল একজন। কুফের যুরতি সেই অপূর্ব্ব দর্শন॥ কুষ্ণপদে সেইজন করয়ে প্রণতি। কহিতে লাগিল জরাসদ্ধের ভারতী॥ ভন কহি যতুপতি অপূৰ্ব্ব কণ**ন।** জরাসন্ধ দিখিজয়ে করিয়ে গমন॥ যত নৃপগণে দেব করি পরাজয়। যুদ্ধ করি আনিয়াছে আপন আলয়॥ তাহাদের কত কন্ট সহিব কেমনে। কত ক্লেশ দেয় সেই যত নুপগণে॥ বিংশতি সহস্র নৃপে করিয়ে বন্ধন। রাখিয়াছে নিজ গৃহে ওহে নারায়ণ॥ বন্দি যত নুপগণ কছিল আমারে। সে কারণে আইলাম প্রভুর গোচরে॥ তাহাদের বাক্য হরি করহ প্রবণ। তব পদে তারা সবে ল'য়েছে শরণ॥ রক্ষক তাদের এবে হও যহুপতি। তমি ভিন্ন তাহাদের নাহি অস্থ গতি॥ জগতের পতি তুমি দেব নারায়ণ। তোমা হ'তে দূরে যায় ভবের বন্ধন॥ ্বিদামান্ত বন্ধন হ'তে রক্ষা কর সবে। আর যত কহে সেই নূপগণ তবে॥ জগতের লোক যত মন্দ কার্য্যে রত। ভালমন্দ কার্য্যে রহে প্রব্রত সতত॥ আশার নাহিক শেষ ওহে দামোদর। জীবনের আশা নাথ বড়ই হস্তর॥ এই হেতু তব পদে ল'য়েছে শরণ। ধর্ম রক্ষা তরে তব ভবে আগমন॥ শিষ্টের পালন কর চুষ্টের দমন। যত রাজ্যপদ যেন নিশার স্থপন॥ আপনি অনন্ত হরি দর্বব জ্যোতির্শ্বয়। কে জানে তোমার অস্ত অনস্ত অব্যয়॥

নিত্য পাপ রক্ষা হেতু তব অবতার। অধমের প্রতি কুপা করহ এবার॥ আপনি পরমত্রন্ম পূর্ণ নারায়ণ। ভূমি নাথ লোকাতীত জীবের জীবন॥ তদন্তর নরবর শুনহ ভারতী। মুশীতল জলে স্নান করি যতুপতি॥ নিত্যক্রিয়া সমাপন করি দামোদর। পট্রস্ত্র পরিধান করে তদস্তর॥ সন্ধ্যাদি তর্পণ পরে করি সমাপন। বিপ্রগণে বিধিমতে করিল পূজন॥ ক্ষীরবতী গাভী পরে হরিষে আনিয়ে। দ্বিজগণে দান করে আনন্দিত হ'য়ে॥ দ্বিজগণে দেয় হরি বিবিধ রতন। একে একে পূজে পরে যত গুরুজন॥ তবে মঙ্গলাদি দ্রব্য করি পরশন। তার পর নিজ অঙ্গে পরেন ভূষণ॥ ত্মগন্ধি চন্দনে অঙ্গ করি আচ্ছাদিত। বনফুলে করে হরি অঙ্গ হুশোভিত॥ গো-রুষ ত্রাহ্মণগণে করি দর্শন। **আনন্দিত করে যত পুরবাসীজন**॥ তদন্তর ঘিজগণে করান ভোজন। - সানন্দে করেন সবে দক্ষিণা অর্পণ॥ পুরবাদী গুরুজনে ভুঞ্জাইল শেষে। পরেতে ভোজন করে আপনি হরিয়ে॥ তারপর রথ আনি সার্থি যোগায়। স্থগ্রীবাদি মনোহর চারি অশ্ব তায়॥ সার্থির হাত ধরি উঠিল রথেতে। আরোহণ করে রথে আনন্দ মনেতে॥ সেই দূত করযোড়ে কহিল তথন। মোক্ষ স্থলাতা হরি জগত কারণ। মায়ায় মোহিত হ'য়ে তোমা না চিনিন্তু। ভব মায়াজালে বন্দী হইয়ে রহিন্তু॥ যেইজন তব পদে লয় হে শরণ। ভবের যাতনা তার না হয় কখন॥

কর্মদোযে হয় মোর বিপাকে বন্ধন। এখন অধমে রক্ষা কর নারায়ণ॥ মগধের দেশে জরাসক্ষের আলয়ে। বিংশতি হাজার নৃপ আছে বন্দী হ'য়ে॥ তোমা বিনে তাহাদের অম্ম নাহি গতি। মো-সবার রক্ষ এবে দেব যত্রপতি॥ জরাসন্ধ বন্দী করে যত রাজগণে। কেশরী হরয়ে যথা ক্ষুদ্র মুগগণে॥ ভূমি মহাসিংহ হও দ্বারকানগরে। তোমা ভিন্ন জরাসন্ধে কে আঁটে সমরে॥ তোমা বিনে কে তাহারে করে পরাজয়। তাহারে বধিতে আর কার শক্তি হয়॥ তব তেজ বিনে হেন তেজ আছে কার। মগধরাজের দর্প চূর্ণ করিবার॥ তাহারা তোমার দাস ওতে নারায়ণ। অধ্য জনেরে মুক্তি করহ এখন॥ তোমা বিনে তাহাদের নাহি পরিত্রাণ। অধম জনেরে কুপা কর ভগবান॥ তব পদে তারা এবে ল'য়েছে শরণ। তোমার উচিত যাহা করহ এখন॥ এই কথা রাজদূত মৃত্তাষে কয়। হেনকালে দেবখাযি উপনাত হয়॥ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গাইতে গাইতে। উপনীত মহামুনি সভার মধ্যেতে॥ পিঙ্গল বরণ জটা শির লম্বমান। প্রভাকর সম আভা হয় দীপ্তমান॥ দরশন করি হরি দেব ঋষিবরে। রথ হ'তে নামি হরি অমনি সম্বরে॥ মুনিপদে নারায়ণ প্রণতি করিল। মৃত্যভাষে মুনিবরে কহিতে লাগিল॥ কহ দেব কোথা হ'তে তব আগমন। পাগুবের কুশল বাক্য কহ তপোধন 🛭 কুষ্ণের বচনে তবে ঋষিবর কয়। নিবেদন করি শুন্ ওুছে দয়াময়॥

যায়াময় মহাকায় তুমি দর্ববদার। হরিতে অবনীভার তুমি অবতার॥ আপনি শক্তিতে তুমি উদ্ভব হইলে। প্রভাকর হয় যথা মেঘাচ্ছন্ন হ'লে॥ তব মায়া ওছে দেব কে পারে বুঝিতে। স্ষ্টি স্থিতি লয় কাৰ্য্য হয় তোমা হ'তে॥ তব পদে কোটি কোটি প্রণতি আমার। ভগবান পূর্ণব্রহ্ম লীলা অবতার॥ পরম স্থহদ তব পাওবেরগণ। তাদের বাদনা এবে শুন জনার্দ্দন। এক্ষণে সে ধর্মপুত্র করেছে বাসনা। রাজদুয় যজ্ঞ হেতু তাহার কামনা॥ সেই যজ্ঞে দেবগণ উপস্থিত হবে। ঋষি মুনি নুপ যত সকলে আসিবে॥ তব নাম গেবা করে সর্বদা কীর্ত্তন। পরম পবিত্র সেই হয় সর্ববন্ধণ ॥ স্বর্গে স্থবিস্কৃত দেব মহিমা তোমার। পুণী রসাতলে যায় রোষে অনিবার॥ তব পদ ধৌত জলে দদা ভোগবতী। স্বর্গে মন্দাকিন। মর্ত্ত্যে দেবী ভাগীরথী॥ ত্রিধারা হইয়ে তিন ল্যোকেতে গমন। উদ্ধারিতে তিনলোকে ওহে নারায়ণ॥ অত এব ইন্দ্রপ্রস্থে চল যতুরায়। আর কি কহিব হরি এখন তোমায়॥ পশ্চাতে এখানে আসি অন্ত কার্য্য হবে। এত শুনি একুষ্ণ যে ডাকিল উদ্ধবে॥ উদ্ধবে কহিল হরি কি করি এখন। উপায় কি করি কিছু না পাই কারণ॥ সব তত্ত্ব জান তুমি বলহ বিধান। কিবা যুক্তি হয় এবে কর অমুষ্ঠান॥ রাজগণ দূত পাঠাইল মম স্থানে। রাজসূয় যজ্ঞ করে পাণ্ডু-পুত্রগণে॥ কোন কাৰ্য্যে অগ্ৰে যাব কছ সেই বাণী। স্বরূপ করিয়া কহ মন্ত্রী গুণমণি॥

শ্রবণে ক্ষেত্রর কথা উদ্ধব তথন।
করযোড়ে কছে তবে স্বরূপ বচন॥
ভাগবত কথা অতি শুনিতে ফুন্দর।
ভাষামতে দাস ভাষে আনন্দ অন্তর॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে ভাগবত

व्यथ शिक्तरकत हेन्स् श्राप्त गमन ।

শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন। উদ্ধব কহিল শুনি গোবিন্দ বচন॥ নারদের মুখে সব করিয়ে প্রাবণ। করযোড়ে মহামতি উত্তরে তখন॥ কৃষ্ণ অভিপ্রায় তবে বুঝিয়ে অন্তরে। উদ্ধব কহিল তবে অতি মুতুশ্বরে॥ করযোড় করি তথা কহিল উদ্ধব। যে কথা কহিলে ঋষি তাহাই সম্ভব॥ পাণ্ডবেরা করিয়াছে যজ্ঞ আরম্ভন। কর্ত্তব্য সে কার্য্য অগ্রে করিতে দাধন॥ অন্তরে শরণাগত যেইজন হয়। তাহাতে রক্ষিতে অগ্রে মনে যুক্তি লয়॥ তুইকার্য্য গুরুতর নিশ্চয় জানিবে। কিন্তু অগ্ৰে যজ কাৰ্য্যে যাইতে হইবে॥ এই কার্য্য হেতু রাজা দ্বিখিজয়ে যাবে। তাহাতেই জরাসন্ধ বিনাশ হইবে॥ তা হ'লে উভয় পক্ষে গৌরব সমান। হবে আমাদের প্রভু তাহে কত মান॥ রাজগণে হবে পরে বন্ধন মোচন। তাহাতে পৌরুষ আছে শুন রুষ্ণধন॥ অত এব ইন্দ্রপ্রস্থে করহ গমন। তথায় হইবে জ্ঞাত যত বিবরণ॥ সবে জানে জরাসন্ধ মহাবলধর। ততোধিক বল ধরে পবন-কুমার॥ ভীমার্জ্জন সহ কর মগধে গমন। অনায়াদে জরাসদ্ধে করহ নিধন॥

আমার মনেতে দেব এই যুক্তি লয়। এখন কর্ত্তব্য যাহা কর সমুদয়॥ আমি কি করিব যুক্তি দেব যতুপতি। তব যুক্তি বলে ব্রহ্মা করে সৃষ্টি স্থিতি॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব পরম ঈশ্বর। তোমার বিচিত্র কার্য্য অতি মনোহর॥ রাজশক্র বধি দেব তুমি নারায়ণ। করিয়াছ পিতৃ মাতৃ বন্ধন মোচন॥ অনায়াদে কংসাম্ররে দিলে যমালয়। চামুর মৃষ্টিকে আর হস্তী কুবলয়॥ মহাযোগী ঋষিগণে তব যশ গায়। কি যুক্তি কহিব দেব আমরা তোমায়॥ জরাসন্ধ বধ হেতু যজ্ঞ আয়োজন। উদ্ধবের বাক্যে হরি কহিল তথন।। ভাল যুক্তি দিলে তুমি ওছে মন্ত্রীবর। অত্রেতে যাইব সেই হস্তিনানগর॥ সার্থির প্রতি তবে আদেশ করিল। আজ্ঞা মাত্র দারুক সে রথ যোগাইল। ভূত্য বন্দীগণে হরি কহিল তখন। বলদেব উগ্রসেনে কহে বিবরণ॥ পুত্র পত্নীগণে সবে কহিল তথন। সবে মিলে ইন্দ্রপ্রস্থে করহ গমন॥ শুনিয়া সকলে হৈল আনন্দ হৃদয়। পরিবার সহ রথে উঠিল তথায়॥ অসংখ্য যাদব-সৈশ্য করিল গমন। মহাশব্দে স্তব্ধ সবে হইল তথন।। বাজিল বিবিধ বাগ্য শব্দ ঘোরতর। পুক্র পত্নীগণ সহ দেব যত্নপতি। আনন্দ অন্তরে সবে করিলেন গতি॥ পুক্র পদ্ধীগণ সবে সঙ্গেতে চলিল। নানাবিধ বেশ ভূষা সকলে করিল। খড়গচর্ম ধরি যত পদাতিকগণ। অশ্ব হক্তী উট খর চলে অগণন॥

টলিল অসংখ্য রথ সার্থি সহিত। কত অস্ত্ৰ কত সেনা চলে শত শত॥ সৈম্ম শব্দে লাগে স্তব্ধ বধির শ্রেবণ। মহা প্রলয়ের কালে যেমন পবন॥ এইরূপে সাজি সবে ইন্দ্রপ্রস্থে যায়। পরে যত প্রজাগণ আইল তথায়॥ মধুর বচনে হরি তাদের তুষিল। তদন্তর নূপ দূতে কহিতে লাগিল॥ নিজ স্থানে সবে এবে করহ গমন। মগধ-রাজেরে আমি করিব নিধন॥ যত রাজগণে আমি করিব উদ্ধার। যত সব বন্দী আছে রাজার কুমার॥ মুক্ত করি দিব আমি সবারে নিশ্চয়। এত শুনি দুতগণ নিজ স্থানে যায়॥ আনন্দ মনেতে সবে করিল গমন। মনেতে ভাবিয়া জরাসন্ধের নিধন ॥ তবে প্রভু আনন্দেতে রথ চালাইল। প্ৰজা যত হৰ্ষযুক্ত দেখিতে লাগিল ॥ রথের পতাকা সবে হেরে যতক্ষণ। দাঁড়ায়ে পথের মাঝে করে দরশন॥ তদন্তর হুঃখ মনে ঘরেতে আইল। সার্থি আনন্দ চিত্তে রথ চালাইল॥ মহাবেগে তবে রথ করিল গমন। নদ নদী গ্রাম আদি পর্বত কানন॥ অতিক্রম করি রথ সত্তর ধাইল। দৃশদ্বতী নদী তবে অতিক্রম কৈল। মৎস্থ-পাঞ্চাল দেশে পশ্চাৎ করিল। তদন্তর ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল॥ কুষ্ণ আগমন বার্তা করিয়ে শ্রেবণ। যুধিষ্ঠির পদত্রজে ধাইল তথন॥ সঙ্গেতে আইল যত মহাঋষিগণ। সংসারের সার ক্লফে করিতে দর্শন॥ মহোৎসবে রত সব আনন্দিত চিত। বিপ্রগণে বেদগান করে অবিরত॥

কুষ্ণের নিকটে আসি উপনীত হয়। কুষ্ণ দরশনে সবে আনন্দ ছাদয়॥ সংসারের সার বস্তু করি দরশন। মহানন্দে স্বাকার জুড়ায় জীবন॥ মুত শরীরেতে যেন জীব সঞ্চারিল। দেহের কলুষ যত বিনষ্ট হইল॥ वञ्चितः **औक्**रक्षत्र (পार्य नतमन । পুনঃ পুনঃ দকলেতে করে আলিঙ্গন॥ कुष्क व्यानिऋत्न म्यात्र शूनक ऋत्य । আলিঙ্গন করি লয় স্বার আশ্রয়॥ কৃষ্ণ অঙ্গ স্পূর্ণে হয় পাপের মোচন। আনন্দে আঁখির জল হইল পতন॥ হর্ষেতে কম্পিত হয় ধর্ম্মের তনয়। কুষ্ণেরে হৃদয়ে করি কত কথা কয়॥ তবে বীর রুকোদর করে আলিঙ্গন। আনন্দে নয়নে বারি বহিল তথন॥ পার্থ মহামতি পরে আলিঙ্গন করে। পরস্পর অশ্রুবারি অনর্গল ঝরে॥ পরে মাদ্রীপুত্র ছুই চরণে পড়িন। তুজনে ধরিয়া কৃষ্ণ আলিঙ্গন কৈল। পরে হরি দ্বিজগণে করিল প্রণতি। বন্দিগণ গায় গীত আনন্দিত অতি॥ চারিদিকে মঙ্গল যে বাজনা বাজিল। ঋষিগণে ছাউমনে বেদধ্বনি কৈল॥ পরেতে স্বন্ধদগণে করি সম্ভাবণ। ভগবান করে তবে পুরী প্রবেশন॥ পুরবাদী নারীগণ ধাইয়ে আইল। আঁখি ভ'রে কুষ্ণরূপ দেখিতে লাগিল। ছাড়ি নিজ গৃহকাজ যতেক যুবতী। কেহবা আইল ছাড়ি আপনার পতি॥ কোন নারী স্বরা শিশু করিয়ে বর্জ্জন। বেগেতে আইল ক্লফে করিতে দর্শন॥ পত্নীসহ নারায়ণে দরশন করে। পুষ্পরাশি দেয় সবে মস্তক উপরে॥

मत्न मत्न कृत्यः मत्व कत्त्र व्यालिक्षन । দরশনে নারায়ণে আনন্দে মগন॥ 🕮 কৃষ্ণ বদন সূবে নিরীক্ষণ করে। কত কথা কহে তারা সানন্দ অন্তরে॥ রমণী সহিত কৃষ্ণ করি:দরশন। তারা খেরা চাঁদ যেন হতেছে শোভন॥ কৃষ্ণে হেরি সকলেতে আনন্দ অপার। পুরবাদীগণে করে মঙ্গল আচার॥ সকলের মন আশা পরিপূর্ণ কৈল। যুধিষ্ঠিরসহ কৃষ্ণ পুরী প্রবেশিল॥ কুষ্ণে হেরি কুস্তীদেবী আনন্দে ভাসিল। ত্বরাগতি নারায়ণে কোলেতে করিল। কৃষ্ণ কৃষ্ণপত্নীগণে করি সমাদর। একে একে পূজা করে করিয়ে আদর॥ সবাকারে পূজা করে দ্রৌপদী আপনি। ভদ্র। জামুবতী সত্যভামা ও রুক্মিণী॥ মিত্রবিন্দা কালিন্দী ও শৈব্যা নয়জিতা। সবাকারে পূজে কৃষণ হ'য়ে হর্বযুতা॥ যতনে বদায় সবে রতন আসনে। যুধিষ্ঠির বদাইল দেব জনার্দ্দনে॥ আর যত যতুগণে করিল পূজন। সহচরগণে দবে করে সম্ভাষণ॥ তদন্তরে সকলেরে দিল বাসস্থান। ভোজন করায় সবে আনন্দ বিধান॥ সস্ভোষ করিয়ে হরি ধর্মের কুমারে। কিছুকাল রহে দেব পার্থের আগারে॥ व्यानत्म विरुद्धि मन्। मह धनक्षेत्र। ইন্দ্ৰপ্ৰস্থবাদী সবে আনন্দ হৃদয়॥ এই কথা যেইজন করিবে শ্রবণ। রোগ শোক দূরে যাবে পাপ বিমোচন॥ ভাগবতে হরিকথা স্থার লহরী। একাস্ত হইয়ে সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে শ্রীক্লফের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন সমাপ্ত।

### অপ জরাসন্ধ বধ।

क्षकरमय करह श्रद्ध क्षन नववत्र। শ্রবণেতে হরিকথা আনন্দ অন্তর॥ মাসুষ রূপেতে লালা করে নারায়ণ। কহি সেই কথা পরে শুনহ রাজন॥ একদিন সভামাঝে ধর্ম্মের তন্য়। চৌদিকে ব্যেপ্তত যত সভাসদ রয়॥ মুনি ঋষি আদি করি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ। কুলাচার্য্য পুরবাদী আত্মীয় স্বজন ॥ সভাতে বসিয়ে আছে আনন্দ হৃদয়। ক্ষেত্রে সম্বোধি তবে যুধিষ্ঠির কয়॥ শুন কৃষ্ণ কহি এক অভূত বচন। আমার হৃহদ ভূমি জানে সর্বজন॥ এই রাজসূয় যজ্ঞ মনন আমার। ইহা সম্পাদন ভার হয় হে তোমার॥ কি কব ভোমারে আর ওহে মহামতি। তব পদে অনুক্ষণ থাকে যেন মতি॥ ভক্তিতে তোমার পদ ভাবে যেইজন। তব গুণ গানে মত্ত থাকে অনুক্রণ॥ না রহে বিপদ তার পূর্ণ কাম হয়। সে জন গোলোকে যায় কহিতু নিশ্চয়॥ তোমার চরণ যেবা সেবে একমনে। তার নাহি ভয় থাকে জানি একমনে॥ আত্মপর জ্ঞান তব নহেত কখন। সৰ্ব্বভূতে সমভাব তব নারায়ণ॥ ভক্তজনে সর্বক্ষণে তব দয়। রয়। <del>ভক্তজনে কল্ল</del>তরু বেদে এই কয়॥ যে ভাবে তোমার দেব। করে বেইজন। তার মত তারে কুপা কর নারায়ণ॥ আমি হই অল্লবুদ্ধি অতি অল্লমতি। এখন আমার হরি কি হইবে গতি॥ এই রাজসূয় যজ্ঞ হয় অনুষ্ঠান। কিরূপে করিব হরি ইহা সমাধান ॥

যুধিষ্ঠির বাক্যে তবে কহে নারায়ণ। মম অভিপ্রায় শুন পাণ্ডুর নন্দন॥ যাহাতে মঙ্গল তব হইবে নিশ্চয়। সেই পরামর্শ আমি কহিব তোমায়॥ বড় ভয়ঙ্কর এই যজ্ঞের বিধান। সকলের বাঞ্ছা ইহা শুন মতিমান॥ যজ্ঞের নিয়ম এই শুনহ রাজন। ত্রিজগৎ নিজ বশ করহ এখন॥ দিখিজয় করি ধন কর আহরণ। তবে এই মহাযক্ত হইবে সাধন॥ দেব অংশে জিমায়াছ পঞ্চ সহোদর। দিখিজয়ে সবে ধন আনহ বিস্তর॥ কৃষ্ণের বচনে তবে পাওুর কুমার। প্রফুল হইল মুখ আনন্দ অপার॥ ভ্ৰাতৃগণে ডাকি তবে কহিতে লাগিল। দিখিজয় হেতু সবে সাজিতে লাগিল॥ সহদেব দক্ষিণেতে করিল গমন। রহিল সঙ্গেতে তার দৈন্য অগণন॥ পশ্চিমে নকুল যায় আনন্দিত মনে। পূর্ব্বে বুকোদর বীর ধায় সেইক্ষণে॥ তিনদিকে তিনজন করে দিখিজয়। বহু রাজগণে তারা করে পরাজয়॥ वाङ्वल वङ्धन इतिए। वानिन। ধর্ম্মের তনয়ে আনি সমর্পণ কৈল॥ তবে জরাসন্ধ বধে দেব নারায়ণ। মনে মনে করে তার উপায় চিন্তন॥ উপায় চিস্তিয়া দেব মনেতে ভাবিল। অর্জ্বন ও ভীমদহ উত্তরে চলিল॥ মগধ রাজ্যেতে ত্বরা যায় তিনজন। জরাসন্ধ ছিল যথা আনন্দিত মন ॥ ব্রাহ্মণের রূপে তথা তিনজনে গেল। জ্ঞরাসন্ধ সন্ধিধানে উপনীত হৈল। নমস্কার করে রাজা দেখিয়া ব্রাহ্মণে। জরাসন্ধ নরবরে কতে তিনজনে॥

শুন কহি বিবরণ ওচে নরপতি। অতিথি তোমার দারে আমরা সম্প্রতি॥ হেথা আগমন আজ বহুদূর হ'তে। মনের বাসনা আজ হইবে পূরাতে॥ ভিক্ষা অমুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আমাদের আশীর্কাদ মঙ্গল লভিবে॥ ভূমি দাতা তব যশ গায় এ জগতে। দাতার অদেয় কিছু না পাই দেখিতে॥ এ জগতে কত দাতা জনম লভিল। অকাতরে তারা কত দান করি গেল। হরিশ্চন্দ্র আদি করি বহু দাতাগণ। ব্রাহ্মণের লাগি তারা কত করে দান॥ দেখ তবু নাহি তারা সমান তোমার। তুমি মহাদাতা হও জগং মাঝার॥ দ্বিজভক্ত মহারাজ বিখ্যাত জগতে। তব সম কেহ আর ন। পাই দেখিতে॥ তবে জরাসন্ধ রায় এই কথা শুনি। ভাবে কেবা তিনজন কিছুই না জানি॥ ব্রাহ্মণের বেশধারী ক্ষত্রিয় আকার। সন্দেহ হ'তেছে মনে ইহাতে আমার॥ যে হোক মাগিছে ভিক্ষা হইয়া ভিথারী। যাহা চাহে তাহা দিব অন্তথা না করি॥ রাখিব আপন মান দিব যা চাহিবে। না করিব প্রত্যাখ্যান যাহা আছে এবে॥ দিয়ে প্রাণ ভূমগুলে যশ বিস্তারিব। ভিক্ষুকের মনোরথ অবশ্য পূরাব॥ বলিরে ছলিতে হরি করিল গমন। বলি অকাতরে সব করিল অর্পণ।। রাথিয়া আপন কীর্ত্তি জগং ভিতর। পাতালে গমন করে হরিষ অন্তর॥ রাখিতে আপন যশ কি কার্য্য করিল। গুরু শুক্রাচার্য্য বাক্য তবু না শুনিল॥ রাখিতে আপন যশ না করিল ভয়। জগতে রাখিল কীর্ত্তি সেই মহাশয়॥

অতএব আপনার হুখ্যাতি রাখিব। যা চাহিবে বিপ্রগণ তাহা আমি দিব॥ মনে মনে এইরূপ করিয়ে চিস্তন। জরাসন্ধ কহে কিছু গম্ভীর বচন॥ শুন কহি বিপ্ৰগণ যাহা বাঞ্ছা চিতে। অভিমত মাগ ভিক্ষা কাতর না দিতে॥ যাহা চাবে তাহা পাবে জানিবে নিশ্চয়। আমার বচন কভু অন্তথা না হয়॥ জরাসন্ধ বাক্যে তবে কহে ভগবান। যুদ্ধ ভিক্ষা মাগি মোরা শুন মতিমান॥ জরাসন্ধ কহে তবে কৈ বট ভোমরা। সত্য করি মম স্থানে কহ দ্বিজ ত্বরা॥ তবে নারায়ণ কহে শুন নরবর। অস্ম ভিক্ষা নাহি চাহি নিকটে তোমার॥ ং দেখিতেছ মম সঙ্গে এই তুইজন। ভীমার্জ্জুন হয় এই পাণ্ডুর নন্দন॥ বহুদেব পুত্র আমি কৃষ্ণ নাম হয়। আমারে বিশেষ তুমি জান মহাশয়॥ তব পূর্ব্ব শত্রু আমি নিশ্চয় জানিবে। এক্ষণে এ ভিক্ষা মত দান দিতে হবে॥ এত শুনি জরাসন্ধ হাসিতে লাগিল। ক্লফ প্রতি নরবর সরোধে কহিল॥ মম ভয়ে সাগরেতে কর সদা বাস। কি সাহসে এলে পুনঃ আমার আবাস॥ ভয়াতুর জন সহ যুদ্ধ যুক্তি নয়। কতবার পলাইলে যুদ্ধের সময়॥ এই যে অর্জ্বন আমি করি দরশন। অতি ক্ষুদ্র হয় যেন বালক মতন॥ যুদ্ধ কভু না করিব ইহার সহিত। ভীম মম সম বটে হয় কথঞ্চিত॥ অতএব ভীম সঙ্গে করিব সমর। এত শুনি নারায়ণ হরিষ অন্তর॥ তবে জরাসন্ধ অতি আনন্দ বিধানে। পুরী হতে বাহির হইল সেইক্ষণে॥

যুদ্ধভূমে সকলেতে করিল গমন। এক গদা ভীমে দিল নূপতি তথন॥ व्यापनि नहेन এक शना यहांकाय । গদা হাতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়॥ त्रमञ्चल कुरु वीत करत जान्यालन। যেন ছই মত হস্তী করিছে ভ্রমণ॥ यक्ती कतिया (मारह चन शोक (मयु। গদা হাতে ছুই বীর ঘুরিয়া বেড়ায়॥ রণস্থলে ছুইজনে মহাযুদ্ধ করে। পৃথিবী কম্পিত হয় বীর পদভরে॥ মুত্তে মুত্তে ছুইজন করিল আঘাত। ভগ্নশ্বর শব্দ যেন অশনি নিপাত॥ হাতে হাতে বুকে বুকে করে আস্ফালন। ভীম জরাসন্ধ যুদ্ধ ঘোর দরশন॥ মহা গদা হাতে দোঁহে করিছে প্রহার। উঠিছে ভাহাতে অগ্নি অতি যোরতর॥ বিপরীত যুদ্ধ করে কেহ নহে স্থির। সর্ব্বাঙ্গ বহিছে দোঁহার পড়িছে রুধির॥ কিংশুক ব্লকের মত শোভিত হইল। মুরামূর দরশনে অন্তরে কাঁপিল। যুঝিতে যুঝিতে হয় ক্রোধিত অন্তর। মহাশব্দে কাঁপে ধরা করি থর থর॥ রণস্থলে বড় বড় রুক্ষ যত ছিল। ত্বজনার পদভরে চুর্ণিত হইল॥ যেন তুই মক্ত গজ করে মহা রণ। ক্রোধে দুই বীর অঙ্গ হ'তেছে কম্পন॥ কিল চড় লাখি দোঁহে করিছে আঘাত। তার শব্দে লোকে স্তব্ধ যেন বক্সপাত॥ এইরূপে মহাযুদ্ধ হয় ছুই জনে। স্বৰ্গ মৰ্দ্ৰ্য পাতালে কাঁপিল সৰ্ব্বছনে॥ (मदर्गन घटन घटन क्षत्राम गणिल। তবে কৃষ্ণ রিপু বধে উপায় চিস্তিল। कद्रामक क्या कथा मत्नि हरेन। দ্ৰই অঙ্গ অৰ্থ তাহার আছিল।

সেই তুই অঙ্গ আনি স্বরা জোড়া দিল। তাহাতেই স্বরাপুত্র সকলে কহিল॥ ত্বরা হ'তে জোড়া তাই জরাসন্ধ নাম। **छल ভীমে জানাইল দেব ভগবান ॥** তবে কৃষ্ণ বেনাপাত ল'য়ে স্বরা হাতে। চিরিয়া ফেলায় তাহা ভীমের সাক্ষাতে॥ এরূপ দঙ্কেত হরি ভীমেরে কহিল। দরশনে ভীম মনে স্মরণ হইল।। তবে ভীম মহাক্রোধে জরাসন্ধে ধরি। বলেতে ফেলিল তাহে ভূমির উপরি॥ এক পদ নিজ পদে করিয়ে ধারণ। আর পদ চুই হাতে ধরিয়া তখন॥ **ोन फिर्य क्ला हिरत वीत त्रक्लान ।** রক্ষ শাখা চিরে যথা মক্ত করীবর॥ এইরূপে জরাসন্ধে চিরিয়া ফেলিল। তুইদিকে তুই অঙ্গ পৃথক করিল॥ রণম্বলে জরাসন্ধ হইল পতন। হাহাকর শব্দে কান্দে যতেক স্বগণ॥ তবু ভীম মহাক্রোধে করিছে ঘাতন। শ্রীক্লফ ধরিয়া তারে করেন সাস্থন॥ মহানন্দে দেবগণ পুষ্পারাম্ভ করে। আলিঙ্গন করে হরি আনন্দ অন্তরে॥ সহদেব নামে ছিল রাজার নন্দন। মগধের রাজা তারে করে নারায়ণ॥ পরে যত কদী ছিল মহারাজগণ। স্বাকার করে হরি বন্ধন মোচন। পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন। জরাসন্ধ কারাগারে যত রাজগণ॥ বিংশতি সহত্র অফশত সংখ্যা হয়। বন্ধন করিয়া রাখে যুদ্ধ করি জয়॥ যেই মাত্র জরাসন্ধ নিধন হইল। গিরিভোণী হ'তে সবে বাহিরে আইল। মলিন বদন সবে মলিন বসন। ক্ষীণতত্ত্ব কুধায় আকুল সর্বজন॥

বন্ধন যাতনা হেতু সকলে কাতর। কুষ্ণরূপ হেরি সবে আনন্দ অন্তর॥ দুর্ববাদলস্থাম রূপ করে দরশন। পত্মযোনি জিনি সেই অরুণ লোচন॥ পীতবন্ত্র পরিহিত চতুভুজধারী। প্রদন্ম বদন কিবা মুকুন্দ মুরারি॥ শ্রবণে কুগুল শোভে অতি মনোহর। কিবা হুললিত গগু পরম হুন্দর॥ শন্থ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুভু জধারী। কুণ্ডল শোভিত কর্ণ বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥ কৌস্তুভ শোভিত কক্ষ বনমালা গলে। হেরিয়া মোহনরূপ ভাসে নেত্রজলে॥ কৃষ্ণ দরশন করি যত নৃপাগণ। ভূমিতলে পড়ে করে চরণ বন্দন॥ চরণ উপরে সবে মস্তক রাখিল। আনন্দ-সলিলে সবে নিমগ্ন হইল।। বন্ধন যন্ত্ৰণা যত অন্তৰ্হিত হয়। ছন্টমনে রাজগণে স্তুতি বাণী কয়॥ করযোড়ে কৃষ্ণপদে পড়িল তখন। क्रिल क्रुट्फित चार्ग विविध खन्। নমো নমঃ নারায়ণ ব্রহ্মাণ্ডের পতি। দীননাথ দীনবন্ধু জগতের পতি॥ मितिएम् क्रिश्च इत (मेर नातायन। নমো নমঃ জনাৰ্দ্দন চুৰ্গতি ভঞ্জন॥ নমো নমঃ নারায়ণ দৈত্য বিনাশন। জরাসন্ধ মহাস্তরে করিলে নিধন॥ হর্জনের শান্তিদাতা প্রীমধুসূদন। তব কুপাবলে মোরা হইন্যু মোচন॥ দয়া করি দয়াময় সবে উদ্ধারিলে। মহা দৈত্য মগধেরে নিপাত করিলে॥ মায়াময় তব মায়া কে পারে বুঝিতে। ধরণীতে অবতার মানব মোহিতে॥ विषम विषय विरक्ष नकरल मगन। মিখ্যা আশা বশে যথা আছে বীরগণ॥

यद्रीहिका एत्रमटन यथा सूशहरा । জালে বন্ধ হয় সবে জানি জলাশয়॥ সেইরূপ মহারাজ জ্বাসন্ধ রায়। মায়াবলে রাজ্যধন সব হরি লয়॥ আমাদের বন্দী করি রাথে কারাগারে। দর্শহারী দর্শচূর্ণ করিলা তাহারে॥ তুমি পূর্ণ ভগবান হরি রূপাময়। র্থা রাজ্য ধন সব জানি দ্যাময়॥ विषय विषय विरय नाहि প্রয়োজন। এখনি ও পদে হরি লইফু শরণ॥ তব নাম গুণ সদা কীর্দ্তন করিব। তব পদে অবিরত পড়িয়ে রহিব॥ জয় জয় পরমাত্মা তুমি হে শ্রীহরি। ওহে বহুদেব হৃত মুকুন্দ মুরারি॥ নমো নমঃ মহাকায় দারিদ্র ভঞ্জন। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ রাধিকারমণ॥ অধম জনের গতি পতিত উদ্ধার। কে জানে তোমারে প্রভু কুপার সাগর॥ নুপ যত এইমত বহু স্তুতি কৈল। তবে হরি সবাকার বন্ধন খুলিল। রাজগণ (১) প্রতি ক্লফ বলিল বচন। আজ হ'তে মম ভক্ত হৈলে সৰ্ব্বজন॥ আমার চরণ পূজা কর নিরন্তর। মম বাক্য শুন এই যত নৃপবর॥ বিষয়ে উশ্মন্ত যত জগতের জন। না করে তাহারা কভু আমার ভজন॥ দেখ যত নুপগণ বিষয় ভোগে মাতি। অপ্রদা করিল তারা সবে মম প্রতি॥ ধনমদে একেবারে উপ্মক্ত হইল। মোরে না ভজিয়া তাদের কি দশা ঘটিল। রাজ্যধন একেবারে সব হ'ল হত। বিপাকে পড়িল সবে চিরদিন মত॥

১। হৈহয়, নছৰ, নৱক, বারণ, এই সৰ্ অনেক রাজাগণ। অতএব সবে মেলি কর এক কর্ম। আমারে ভজিবে সবে করি যজ্ঞ ধর্ম। নিজধর্ম্মে প্রজাগণে করিবে পালন। ধর্ম্মতে কর দবে রাজ্যের শাদন॥ চরমে পরম গতি সকলে লভিবে। নিশ্চয় সকলে মম জীচরণ পাবে॥ আমারে সেবিতে যদি দদা কর মন। দ্রঃথ না পাইবে কভু কহিমু এখন॥ একান্ত হইয়ে সদা আমারে সেবিবে। অন্তিমে আমারে সবে নিশ্চর পাইবে॥ এত কহি নারায়ণ যত রাজগণে। माखना कतिल मटव विविध विधादन ॥ জরাসন্ধ পুত্র স্থানে করায়ে সম্মান। রাজযোগ্য বস্ত্র সব করিল প্রদান॥ নানা রত্ন অলঙ্কারে স্বারে সাজায়। নানাবিধ খাত্য সবে ভোজন করায়॥ এইরূপে কুঞ্চদত্ত সম্মান লভিল। বন্ধন যাতনা মনে কিছু না রহিল॥ ক্লেশ অস্তে নুপগণ আনন্দিত মন। প্রারটের শেষে যথা চক্রমা দর্শন ॥ পরে হরি রাজাগণে বিবিধ যতনে। ভূষিত করিল নানা রক্ত আভরণে॥ পরে দিব্য বিমানেতে চড়িয়া তথন। কহিতে লাগিল কুষ্ণে বিনয় বচন॥ নিজ নিজ দেশে সবে পাঠাইয়া দিল। তবে যত নুপগণ আনন্দে চলিল॥ কৃষ্ণ হল্ডে সকলেতে মুক্তিলাভ করি। কুষ্ণগুণ গান করে দিবদ শর্বরী॥ গাইয়ে হরির গুণ গমন স্বার। বলে হরি কুপা করি করিল উদ্ধার॥ এত কহি রাজগণ করিল গমন। (२९। रेख्न थाए यात्र (एव नाजावन ॥ ভীমার্জ্ব সহ যায় হস্তিনানগর ! তাহা দেখি যুধিষ্ঠির আনন্দ অস্তর॥

রণজয় শশ্বনাদ অমনি বাজিল।
ইন্দ্রপ্রস্থাসী শুনি আনন্দে ভাসিল।
সকলে আনন্দ চিত্তে সভায় আসিল।
জরাসদ্ধ বধ শুনি আনন্দিত হৈল।
যুধিন্তির প্রেমরসে বিগলিত হয়।
প্রেমরসে আঁথি পূর্ণ বক্ষ ভেসে যায়।
ভাগবতে হরিকথা করিলে প্রবণ।
দাস ভাষে মোক্ষপদ পায় সেই জন।
ইতি খ্রীমভাগবতে দশমবদ্ধে জরাগদ্ধ বধ সমায়।

অণ শিশুপাল ব্ধ। তদন্তর নৃপবর কহে মুনিবরে। কহ সে অপূর্ব্ব কথা দয়া করি মোরে॥ পরে কি হইল তথা কহ বিস্তারিয়া। শ্রবণে শীতল হোক আমার এ হিয়া॥ मूनि वर्ल कहि अन अरह नत्रताय। জরাসন্ধ বিনাশিয়া হরি দয়াময়॥ ইন্দ্ৰপ্ৰন্থে আইলেন সহ ভীযাৰ্জ্জ্বন। প্রবণে আনন্দ চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন॥ প্রেমে গদগদ হ'য়ে কছে ধীরে ধীরে। কুতাঞ্চলি করি কুষ্ণে কহে তদন্তরে॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে নারায়ণ। ত্রিলোকের নাথ হরি বিপদ-ভঞ্জন॥ সকলের গুরু তুমি সকলের সার। তব অনুগত যেন থাকি অনিবার॥ কত ভাগাফলে আমি পাইন্থ তোমায়। ভবের যন্ত্রণা দূর তোমার কুপায়॥ অতএব এই বর দেহ নারায়ণ। আত্ম-গরিমা যেন না হয় কথন॥ এত কহি যুধিষ্ঠির নীরবে রহিল। প্রবোধ বাক্যেতে হরি সাম্বনা করিল॥ অৰ্চ্ছনে ডাকিয়া তবে কহে দামোদর। রাজসূয় মহাযত বড়ই হুকর॥

সভার সাক্ষাতে কর ব্রাহ্মণ বরণ। কুষ্ণের বচনে পার্থ চলিল তখন॥ कुष्ठ व्यांख्का नित्त धति वीत धनक्षय । একে একে দ্বিজগণে সাদরে বসায়॥ গোতম স্থমন্ত্র ভরদ্বাজ দ্বৈপায়ন। অসিত বশিষ্ঠ কণু মৈত্রেয় চ্যবন॥ কামদেব বিশ্বামিত্র স্থরথ স্থনতি। পৈল পরাশর আর গর্গ মহামতি॥ অথৰ্ব্ব কশ্যপ ধেম্যি ও বৈশস্পায়ন। ভার্গব পরশুরাম আর যত জন॥ এইরূপে দ্বিজগণে বরণ করিল। নিমন্ত্রিত দ্বিজগণ আসিতে লাগিল। বীতিহোত্র মূহমন্দ বীরসেন রায়। নিমন্ত্রিত মহাবজ্ঞে সকলেতে ধায়॥ ধুতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি। ছুর্ব্যোধন শত ভাই বিছুর স্থ্মতি॥ আর যত দ্বিজ বৈশ্য ক্ষত্রিয়েরগণ। হেরিতে সে মহাযজ্ঞ করিল গমন॥ পৃথিবার রাজা রাজচক্রবভা যত। নিমন্ত্রিত হ'য়ে যজ্ঞে আদে শত শত॥ অসংখ্য আইল যজ্ঞে যত রাজগণ। সমাদরে স্বাকারে করে সম্ভাষণ॥ -পরে শুন পরীক্ষিৎ অপূর্ব্ব কাহিনী। যজ্ঞভূমি চাষ করে যত দ্বিজমণি॥ স্থবর্ণ লাঙ্গলে চষে নিয়ম করিয়ে। দীক্ষা করাইল পরে ধর্ম্মের তনয়ে॥ যজের নিয়ম যাহা সকলি করিল। রাশি রাশি স্বর্ণ দ্রব্য উপস্থিত কৈল। বরুণ করিল পূর্বেব এ যজ্ঞ সাধন। ততোধিক এই যজ্ঞে দ্রব্য আয়োজন॥ যজ্ঞ দরশনে যত স্থরগণ এল। শচীসহ শচীনাথ আসে দিক্পাল ॥ রুদ্রদেব আইলেন আর সৃষ্টিপতি। আইল গন্ধৰ্বে যত আনন্দিত মতি॥

বিভাধর বিভাধরী আইল যে কত। নাগগণ যক্ষ রক্ষ রাক্ষসাদি কত।। আইল কিন্নর যত সংখ্যা নাহি তার। সেনাসহ নৃপগণ আইল বহুতর॥ নিজ নিজ নারীসহ যত নরেশ্বর। আইলেন মহাযজ্ঞে আনন্দ অন্তর॥ যুধিষ্ঠির নরবর অতীব আদরে। . সম্মানে তুষিল সবে বিবিধ প্রকারে॥ থাকিবারে দিল সবে উপযুক্ত স্থান। ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য সব করিল প্রদান॥ এইরূপে স্বাকারে সম্মান করিল। তবে রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে ব্রতী হৈল। মহা তেজবন্ত সেই যত মহামুনি। মহারাজে ব্রতী তবে করেন আপনি॥ রাজসুয় মহাযক্ত করি বিধিমত। যজে ত্রতী হয় রাজা কৃষ্ণ আজ্ঞামত॥ তবে ধর্মাহত অগ্রে ব্রাহ্মণে বরিল। যথাবিধি সবাকারে অর্ঘ্য আদি দিল॥ পূজা-ডালি হস্তে করি মহদেব বীর। উচ্চৈঃস্বরে সভামধ্যে কহে অতি ধীর॥ শুন বাক্য স্থিরভাবে যত সভাজন। বিনয়েতে আমি এক করি নিবেদন॥ সর্বব্যপ্রস্ত হয় এই দেব যত্নপতি। অত্যে পূজিবার হয় ইহারে যুক্তি॥ সাক্ষাতে বসিয়া দেখ দেব নারায়ণ। শ্ৰেষ্ঠদেব সভামধ্যে জানে সৰ্ববজন॥ এই বিশ্ব আত্মারূপে যাঁহার হৃদয়। যভ্তের কারণে জিনি এ জগতময়॥ মন্ত্র আদি কার্য্য যত স্বরূপ যাঁহার। যাঁহা হৈতে স্ঞ্ৰী স্থিতি হ'য়েছে সংহার॥ সকল ধর্মের সার হয় এই জন। কর্ম্মের আশ্রয় হয় সকল লক্ষণ॥ এই মহাজনে সর্ব্ব করিবে অর্পণ। কুষ্ণ তৃষ্ট হ'লে তৃষ্ট ব্লগতের জন॥

ইহারে পূজিলে সবাকার পূজা হয়। এই হেতু অগ্রে পূজা কৃষ্ণের নিশ্চয়॥ এত কহি সহদেব নিৰ্বাক হইল। সভাজন শুনি বাণী প্রশংসা করিল। সাধু সাধু বলি সবে আনন্দ বিধান। কুষ্ণেরে পূজিতে হবে কহিল তখন॥ জগত সম্পদ হরি তাঁহারে পূজিবে। এ হ'তে কি অশ্য কথা কে আর কহিবে॥ তবে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন। পুলকে কুষ্ণের পদ করেন পূজন॥ পূজা শেষ করি হরি পদ প্রকালন। যুধিষ্ঠির নিজ শিরে করিল ধারণ॥ ভ্রাতৃগণ সহ আর আত্মীয় সকলে। পাদোদক মস্তকে ধরিল কুতৃহলে॥ তবে পট্ট পীতবাস শ্রীকৃষ্ণে পরায়। কত রত্ন মণি আনি দিল কৃষ্ণ গায়॥ হরি পদ পূজি ধর্ম মুখ নিরীক্ষয়। প্রেমেতে নয়ন ধারা বর্ষিত হয়॥ তদন্তরে সভাজন কুতাঞ্চলি করি। नयां कृष्ण वाञ्चलव मूकून्न-मूत्राति॥ ইহা ভাবি নতি করে যুগল চরণে। কুত্বম বরিষে শিরে যত সভাজনে॥ পরে শুন নরবর অপূর্ব্ব কথন। শিশুপাল তবে দামুখোষের নন্দন ॥ कुक्छ दबरी रय राहे कुक निम्ता करत। কুষ্ণগুণ শুনি ক্রোধে স্থলিল অন্তরে॥ সক্রোধে অমনি তথা উঠিয়া দাঁড়ায়। তুই হস্ত তুলি ক্রোধে কম্পিত হাদয়॥ কহে শুন সভাজন বচন আমার। উচ্চৈঃশ্বরে কহে তথা নির্ভয় অস্তর ॥ কহে শুন সর্বজন কহি এক কথা। এ সভায় লাগিল অস্তরে বড় ব্যথা। এ সভায় স্বাকার বুদ্ধি নাশ হৈল। বালক কানে বৃদ্ধ জ্ঞান হারাইল।

সহদেব শিশুমতি বাক্য শুনি তার। সভায় বলিল কুষ্ণ সকলের সার॥ সকলের অগ্রেতে সে কৃষ্ণেরে পৃঞ্জিল। দেব মুনি ঋষি যত পড়িয়া রহিল॥ বিতাধর আদি করি যত তপোধন। মহান্ত গন্ধৰ্ব্ব কত পুরবাসীজন॥ এ সবার অগ্রে পূজ্য গোপস্থত হয়। কুলের অধম সেই হীনমতি তায়॥ শুন কহি সভাজন বচন আমার। বায়সের যজ্ঞ ঘ্নতে কিবা অধিকার॥ কুলধৰ্ম আদি ক'রে কোন গুণ নাই। স্বধর্ম হীন বেটা ধর্মের বালাই॥ অতএব পূজা যোগ্য নহে কদাচন। সেই হেতু শাপ দিল য্যাতি রাজন॥ সে কারণে যতুকুলে রাজা না হইল। কুলের কলঙ্ক জানি তাই শাপ দিল॥ দেখ না ইহার কর্ম্ম যত কদাচার। ছাডি লোকালয় বাদ দাগর মাঝার॥ মধুরায় গোপগৃহে গোপ অন্ন খায়। গোপ দঙ্গে বনে বনে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ গোপ বালকের সহ চরায় গোধন। কৌশলেতে কংসরাজে করিল নিধন॥ শিশুপাল এইরূপে কটুভাষে কত। না করে উত্তর হরি ভর্ৎ সিল সে যত।। শিবা রবে নাহি টলে কেশরী -যেমন। সেইরূপ স্থির রহে দেব নারায়ণ॥ কুষ্ণ নিন্দা কথা শুনি সভাজন সবে। নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া ঢাকিলেন তবে॥ তথা হ'তে বহুলোক করে পলায়ন। কৃষ্ণ নিন্দা নিজ কর্ণে করিয়ে ভাবণ॥ অন্তরে পাইছা ব্যথা করে মনন্তাপ। ক্রোধ করি শিশুপালে দিল অভিশাপ॥ শুন কহি নুপবর বেদের বচন। जिचारतत निन्ना (यहे कत्राय व्यवन ॥

পূর্ব্ব কুত পুণ্যরাশি তাহে হয় কয়। নরকে নিবাস তার জানিবে নিশ্চয়॥ কুষ্ণ নিন্দা শুনি তবে পাগুবের দল। আর যত ছিল তথা ভূপতি দকল॥ ক্রোধেতে কম্পিত সবে আরক্তলোচন। ধন্মব্বাণ হাতে করি দাঁডায় তথন। সকলে উত্তত তার বধিতে জীবন। निर्फरा इंदेग्रा वक्ट कत्रराय ७९ मन ॥ অসিচর্ম্ম হস্তে বীর উঠে দাঁড়াইল। দরশনে নারায়ণে ক্রোধ উপজিল। পাণ্ডুপুক্রগণে হরি নিবারণ করে। মহাক্রোধে ধরে স্থদর্শন চক্র করে॥ সভামাঝে শিশুপাল কাটিল তখন। দেহ হ'তে মুগু হ'লো ভূমিতে পতন॥ মহা কোলাহল রবে গগন ভেদিল। শিশুপাল চর যত সবে পলাইল। তবে মহাতেজ এক শিশুপাল হ'তে। নিঃসরি মিশায় তাহা হরির অঙ্গেতে **॥** এইরূপে শিশুপাল (:) হইল নিধন। যেন শুষ্ম হ'তে হয় নক্ষত্ৰ পতন॥ শুন কহি নরপতি অপূর্ব্ব কাহিনী। তিন জন্মে মুক্তি তারে দিল যহুমণি॥

১। শিশুণাল বধন মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হর, তৎকালে তাহার চারি হস্ত হইরাছিল। তাহাতে শিশুণালের পিতা দারুঘোর অহান্ত হংবিতাস্ককরণে উহাকে পরিত্যাগ করিতে বাসনা করেন, কিন্তু তৎকালে এই দৈববাণী হইল বে, হে শিশুণাল জনক! তুমি কেন বুগা লোভ প্রকাশ করিতেছ, তোমার পুত্র মহাবসমালী হইবে। কিন্তু বাহার দর্শনে ইহার হস্তবন্ধ মণিত হইবে, তাহার হারাই তোমার পুত্র বিনাশিত হইবে, নাতুবা ইহাকে কেছই নিধন করিতে সমর্থ হইবে না। তাহাতে শিশুণালের জননী আশ্বীর বন্ধন বন্ধ বান্ধর ও অভান্ত রাজাধিগকে আহ্বান করিরা আপনার পুত্র সক্লের ক্রোড়ে ছান করিলেন।

শক্র ভাবি শিশুপাল মুক্তিপদ পায়। যে ভাবে যে ভাবে কৃষ্ণ দেই ভাবে পায়॥ তদন্তর যুধিষ্ঠির যজ্ঞ অগ্নি জ্বালি। সমাপন করে যজ্ঞ মহা কুতুহলি॥ যজ্ঞ শেষে ধর্মান্তত যত দ্বিজগণে। মহা যত্নে ভূষিলেন বহু ধন দানে॥ রত্ন আদি ধেমু দান অসংখ্য করিল। সর্ব্বজনে বিধিমতে আপনি পূজিল॥ এইরূপে নারায়ণ মানব আগারে। অবনীর ভার হরি বিনাশ যে করে ॥ যুধিষ্ঠির নরপতি আনন্দ হইল। কিছুদিন নারায়ণ তথায় রহিল॥ পরে ধর্ম্মপুত্র পাশে ল'য়ে অমুমতি। নিজ পুত্ৰ আদি সহ যান ছারাবতী॥ শুকদেব কহে শুন ওহে নরবর। এইরূপে যজ্ঞ শেষ হৈল তদন্তর॥ রাজসূয় যজ্ঞ শেষ করি ধর্মাহত। অন্তরে হইল তার মহানন্দযুত॥ দেব ঋষি আদি করি যত মহাজন। প্রবোধিয়া ধর্মস্থতে করেন গমন॥ ছুর্য্যোধন মহাপাপী কলি অবভার। কুরুকুল পাপ ভুষ্ট কুটিল অন্তর॥ অস্তরে তাহার বড় ঈর্ষা জনমিল। পাগুবের যশ কীর্ত্তি সহিতে নারিল।

পরে বখন প্রাভূপ্ত প্রক্রফ শিশুণালকে দর্শনার্থ গমন করেন, সেই সময়ে উহার হতংয় খণিত হয়। তখন শিশুণালের মাতা শ্রীহরিকে অনেক বিনয় করিয়া বলেন বে বংস! ভূমি আমার প্রের শত অপরাধ মার্ক্সনা করিবে, তাহাতে নারায়ণ অলীকার করেন বে আপনার বাক্য আমি লক্ষন করিব না, তাহাতেই শিশুণাল সভামধ্যে ক্ষক্তকে অত্যে গালি বর্বণ করিয়াছিল। পূর্ব্ব অলীকার হেজু শ্রীহরি কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই। এই হেজু শিশুণালের দর্শ প্রকাশ করেন নাই। এই হেজু শিশুণালের দর্শ প্রকাশ করেন নাই।

সংসারের সার হরি জগত ঈশ্বর।
যেই ভাবে একমনে তাঁরে নিরন্তর ॥
সেইজন সর্বপাপে মৃক্তিপদ পার।
বৈকুঠে গমন তাঁর জানিবে নিশ্চর ॥
ভাগবত হরিকথা অতি অ্থাময়।
যেইজন পাঠ করে মৃক্তিপদ পায় ॥
শ্রবণ করিলে তার পাপ দূর হয়।
দাস ভাবে হরিপদে যেন মতি রয়॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দগনবন্ধে নিওপাল

অণ চুর্য্যোধনের অভিযান ভদ। তদন্তর নরবর কহে মুনিবরে। কহ সে অপূর্ব্ব কথা শুনি অতঃপরে॥ পাণ্ডবেরা রাজসূয় মঁহাযজ্ঞ কৈল। দেব ঋষিগণে দেখি মহাতৃষ্ট হৈল॥ যজ্ঞ দরশনে কেন রাজা তুর্য্যোধন। কি লাগি হইল তার বিষাদিত মন ॥ কি কারণে তার মনে হুঃখের উদয়। মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়। পরম ধার্ম্মিক সব পাণ্ডপুত্রগণ। তুর্য্যোধন অসম্ভোষ কিসের কারণ॥ সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর। শুকদেব কহে তবে শুন নরেশ্বর॥ তব পিতামহগণ যজ্ঞ আরম্ভিল। এক এক কর্ম্মে সবে নিযুক্ত করিল॥ বান্ধব সেবাতে ব্রতী বীর ধনঞ্জয়। রন্ধনশালার কর্তা প্রন তন্য ॥ আর ব্যয় কার্য্যে তবে রহে কুরুপতি। সহদেব পূজাদি কার্য্যেতে রহে ত্রতী॥ নকুল রহিল যত দ্রব্য আয়োজনে। শ্ৰীকৃষ্ণ রহেন দ্বিন্দ পাদ প্রকাসনে॥ পরিচর্য্যা কার্য্যে রছে ক্রুপদ-নশ্দিনী। मान व्यामि कार्या करत्र कर्न महालगी॥

বিহুর বাহলীক ও বিকর্ণ যুযুধান। নানা কার্য্যেতে তারা রহে সর্বাক্ষণ॥ এইরূপে দেবখাষি আর বন্ধু যত। যজ্ঞ সমাপন করে তবে ধর্মাহত ॥ দানাদি কার্য্য রাজ। করি বিধিমত। সস্তুষ্ট করিল দীনজনে অবিরত॥ শিশুপাল কৃষ্ণপদে মোক্ষপদ পায়। এইরূপে রাজসূয় সমাপন হয়॥ অনন্তর নরবর শুনহ কাহিনী। গঙ্গাস্থান করিলেন ধর্ম নরমণি॥ বাজিল বিবিধ বাদ্য মঙ্গল মাদল। সপ্তসরা বীণা বাঁশী শুনিতে রসাল॥ কত বাগু মনোহর বাজে ঘন ঘন। নাচিছে নর্ত্তকী কত কে করে গণন॥ গাইল গায়ক কত গীত মনোহর। শ্রবণে সবার হয় হরিষ অন্তর॥ পতাকা শোভিত রথ কত চিত্র তায়। **হস্তী ঘোড়া চারিদিকে লাখে লাখে ধা**য়। অগণন সেনাগণ সকলে সঙ্জিত। আস্ফালনে সকলেতে সবে সালঙ্কত॥ বেদ পাঠ করে যত মুনি ঋষিগণ। দেবগণ সকলেতে আনন্দে মগন॥. গন্ধর্বা কিম্নর যত সহর্ষ অন্তর। রাশি রাশি পুষ্প বর্ষে পাণ্ডব উপর॥ দাদ দাদিগণ দবে হ'য়ে আনন্দিত। পট্টবন্ত্র পরে তারা হ'য়ে অলঙ্কত॥ বেশ ভূষা করি তারা আনন্দে মাতিল। অগুরু চন্দন সবে অঙ্গেতে মাখিল॥ তৈল হরিদ্রা আদি করিয়া লেপন। কুতৃহলে গঙ্গাজলে করে সম্ভরণ॥ আর যত নারীগণ হরিষ অন্তরে। বিহার করয়ে তারা জলের ভিতরে॥ যাদব রম্পী যত প্রদন্ম বদনে। অলঙ্কারে স্থশোভিত যত বরাননে॥

দিব্যাম্বর পরিহিত দেখিতে হুন্দর। দিব্য মালা দোলে গলে শোভা মনোহর॥ এইমত স্নান করি সবে গঙ্গানীরে। মহানন্দে সকলেতে দান আদি করে॥ ধর্মরাজ স্নান করি কুফের সহিত। অন্তরেতে মহারাজ পাইল পিরীত॥ দেব ঋষি আদি করি যত যত জন। মহানন্দে দবে করে পুষ্প বরিষণ॥ তবে ধর্ম মহামতি সানন্দিত মনে। রত্ব আদি ধন দিয়ে তোষে দ্বিজগণে॥ আর যত পুরবাসী আত্মীয় স্বজন। একে একে স্বাকারে করিল পূজন॥ নর নারী আদি করি যত যত জন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র অগণন॥ রাজদুয় যজ্ঞে দবে হ'য়ে নিমন্ত্রিত। সকলে আসিল তথা পায় বড় প্রীত॥ দেবগণ ঋষিগণ লোকপাল যত। মহা যজ্ঞে আইল যে হ'য়ে নিমন্ত্ৰিত॥ পূজা পেয়ে তুউ হ'য়ে গমন করিল। প্রশংসা করিয়া সবে নিজ ঘরে গেল॥ জগতে ঘূষিল যশ ধর্ম্মের নন্দনে। তবে ধর্মপুক্র সেই ল'য়ে বন্ধুগণে॥ প্রেমে পরিপূর্ণ রাজা সবে সম্ভাষয়। কুষ্ণের গমন হেতু চুঃখিত হৃদয়॥ কুষ্ণ করে ধরি তবে ধর্মের নন্দন। কহে ক্বন্ধ তুমি যাবে দারকাভুবন॥ কেমনে রহিব মোরা সহিয়া যাতনা। তোমার বিরহে প্রাণ কখন রবে না॥ শুনি বাণী যতুমণি সদয় হইল। আর কিছুদিন হরি তথায় রহিল।। শাম্ব আদি করি যত\_যাদব-নন্দনে। সবাকারে পাঠাইল আপন ভবনে॥ স্থাপনি রহিল তথা দেব দামোদর। পাইল পরম প্রীতি ধ্রুর্ম নরবর॥

হুখের সলিলে মগ্ন পাণ্ডুর নন্দন। রাজদূয় মহাযজ্ঞ করি সমাপন॥ অভিমানে শ্লান অতি রাজা ছুর্য্যোধন। মহাযভঃ রাজসূত্র করি দরশন ॥ ঐশ্বর্য্য বাড়িল যত পাণ্ডুর তনয়ে। স্থরপতি জিনি স্থগ সম্পদ বাড়য়ে॥ কত স্থী মহাদেবী ক্রুপদ তুহিতা। কুষ্ণের মহিষী যত সবে হর্ষযুতা॥ কুষ্ণ পত্নিগণে সবে করি দরশন। দেব সম যুধিষ্ঠিরে হেরে হুর্য্যোধন॥ ঈর্ষানলে জ্বলে তন্তু স্থির নয় মতি। খলের চরিত্র এই শুন মহামতি॥ জগতে যে জন খল জানিবে নিশ্চয়। পরত্রী কাতর সেই চুষ্টচুরাশয়॥ পরের ঐশ্বর্য্য সেই বিষতুল্য গণে। যেমন অস্থির হয় রশ্চিক দংশনে॥ সেইমত সচঞ্চল হয় কুরুপতি। একদিন কহি শুন ওহে নরপতি॥ সভামধ্যে আছে বিদ পাণ্ডু-পুক্রগণ। হরি সহ হাস্তরস করে আলাপন। মহানন্দ সকলেতে সভার ভিতর। রক্লাদনে বদি দবে ওছে নরবর॥ স্বর্গে যথা স্থরপতি সহ দেবগণ। সেইমত বিরাজিত পাণ্ডুর নন্দন॥ ময়দানবের কৃত সভা মনোহর। হেন শোভা নাহি হয় অবনী ভিতর॥ মায়াতে রচিত সভা স্ফটিকে নির্শ্মিত। তুর্য্যোধন সভামাঝে হয় উপনীত॥ ভাইগণ সঙ্গে রাজা তথায় আইল। অভিমানী কুরুপতি সদর্পে চলিল॥ সভামাঝে হুর্য্যোধন করিল গমন। স্থল জল ভ্রম হয় শুনহ রাজন॥ বিপরীত জ্ঞান তার হইল উদয়। বস্ত্র ভিজিবার শঙ্কা জানিল তথায়॥

এই হেছু বস্ত্র ভুলে উরুর উপর। তাহা দেখি হাস্ত করে ভীম বীরবর॥ আর যত নারীগণ হাসিয়া উঠিল। তাহা দেখি দামোদর নিবারণ কৈল। क्ट्रिक्ट्र नाहि वर्ण कृरक्षत्र वहरन। কুরুপতি লজ্জা অতি পাইলেন মনে॥ অধোমুখে মৌনভাবে রহে ছুর্য্যোধন। কোপে অঙ্গ হলে তার যেন হুতাশন॥ এইরূপে মহালজ্জা পাইল সভাতে। পরেতে গমন করে হস্তিনাপুরেতে॥ বাড়িল বিষম ঈর্ষা পাগুব উপরে। কহিব তাহার তত্ত্ব এক্ষণে তোমারে॥ মোরে জিজ্ঞাসিল রাজা যাহার কারণ। মহা খল হয় সেই রাজা তুর্য্যোধন॥ ভাগবত কথা হয় স্থার সমান। দাস ভাষে মহানন্দে শুনে পুণ্যবান॥

ইতি শ্রীমন্তাগবতে গ্রামন্তরে ত্র্যোধন অভিযান ভঙ্গ সমাপ্ত।

অথ শাব বগ।

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি।
শ্রীক্বফ চরিত্র হয় অন্তুত ভারতী ॥
অপরে শুনহ রাজা কথা পুরাতন।
সোভপতি শাল্ব নৃপ করেন নিধন॥
শিশুপাল সথা সেই শাল্ব নরবর।
মহা পরাক্রম ধরে জগৎ ভিতর॥
ক্রুল্লিমী বিবাহ কালে যথন আইল।
যত্র-সেনাগণ হ'তে অপমান হৈল॥
জরাসন্ধ নরপতি সাক্ষাতে তথন।
মহাক্রোধে কহে শাল্ব প্রতিজ্ঞা বচন॥
সভামাঝে কহে শাল্ব করি অঙ্গীকার।
নিজবলে যতুগণ করিব সংহার॥
পৃথিবীতে যাদবের নাম না রাখিব।
অন্যাদবা এই ধরা নিশ্চয় করিব॥

তবে শাল্প নাম আমি ধরিব জগতে। আমার পৌরুষ তবে হবে বিধিমতে॥ এত বলি শঙ্করের তপস্থা করিল। মহাক্লেশে মহেশ্বরে সাধিতে লাগিল। অনাহারে রাত্রদিন ভাবে মহেশ্বরে। এইরূপে মহাতপ করে সম্বৎসরে॥ তবে আশুতোষ অতি সন্তুষ্ট হইল। তুষ্ট হ'য়ে ত্রিলোচন নিকটে আইল। শিবে দেখি শাল্প নৃপ করিল প্রণতি। করযোড়ে শাল্প কত করিলেন স্তুতি॥ সম্ভুষ্ট হইল তবে দেব ত্রিলোচন। শাল্বরাজে ডাকি দেব কহিল তথন॥ আমার বচন এবে শুন নরবর। সস্তুষ্ট হইন্থ আমি মাগ কিছু বর॥ শিবের বচনে শাল্প কহিতে লাগিল। মোর প্রতি যদি কুপা একান্ত হইল॥ তবে কুপা করি মোরে দেহ এই বর। যক রক্ষ নাগ আর গন্ধর্বে কিন্নর॥ দেবতা অস্থর আর যত দিক্পাল। বধ না করিতে মোরে পারে চিরকাল। কামগতি রথ এক দেহ পশুপতি। পবন সমান যেন হয় তার গতি॥ তাহা শুনি পশুপতি অতি শীঘ্র করে। মায়ারথ দিল তারে আনন্দ অন্তরে॥ মুঢ়মতি নরবরে কাম যান দিল। মনোমত বর পেয়ে আনন্দিত হৈল **॥** আনন্দ অন্তরে নৃপ করিল গমন। অস্ত্র শস্ত্র নানাবিধ লইয়ে তখন॥ কুষ্ণ বৈরী মনে মনে জাগিছে তাহার। কাম যানে চড়ি ধায় দারকা মাঝার॥ বহু সেনা সঙ্গে করি লত্বর ধাইল। ষারকার চতুর্দ্দিকে সৈত্যেতে ঘেরিল। দ্বাদশ যোজন পুরী ঘেরে শাল্প বর। চারিদিকে সেনাগণ করিছে চীৎকার॥

সেনাগণ মহারবে করে আস্ফালন। ভাঙ্গিতে লাগিল সব পুষ্পের কানন॥ প্রাচীর ভাঙ্গিল কত বন উপবন। উন্থানাদি ভাঙ্গে সব আনন্দিত মন॥ ভাঙ্গিল প্রাসাদ কত সংখ্যা নাহি তার। গোশালা ভাঙ্গিয়ে সবে করিছে চীৎকার॥ মহামূর্থ নরপতি নাহি কোন জ্ঞান। নানা অস্ত্র বরিষণ করে নানাস্থান॥ বড় বড় বৃক্ষ যত উপাড়ি সকলে। দারকাপুরীর মাঝে সব ল'য়ে ফেলে॥ পর্বতের চূড়া কত করে বরিষণ। মায়া রৃষ্টি হানি দেশ করিল প্লাবন॥ মায়াতে বহিল যেন মহাবাত কত। দশদিক একেবারে হয় ধুসরিত। দারকাপুরীর লোক করি দরশন। মহাভয়ে ভীত তবে হয় সর্ববজন॥ বলে হায় একি দায় এখন ঘটিল। ইন্দ্রপ্রস্থ নগরেতে শ্রীকৃষ্ণ রহিল। মহাভীত হ'য়ে তবে যত প্ৰজাগণ। প্রহ্রাম্ব নিকটে সবে করিল গমন॥ কহিল সকল বাক্য নিকটে তাহার। প্রজাকুলে হেরি ভীত কুষ্ণের কুমার॥ মহাবলী পরাক্রমী ক্লুষ্ণের তনয়। পরাক্রমে কুষ্ণ সম নির্ভয় হৃদয়॥ প্রজাগণে সেইক্ষণে অভয় করিল। **मित्र এक द्राथ जार बार् वाह्य किल ॥** সঙ্গেতে চলিল যত মহারথীগণ। **मिया मिया त्राथ माय क्रिया व्यादार्ग ॥** সাত্যকি অক্রুর আর যত ধসুর্দ্ধর। সকলে সাজিল তবে করিতে সমর॥ রথ রথী হস্তী বাজী চলে অগণন। মহারক্ষে রণে যায় যত সেনাগণ॥ যত্রগণ মহারক্ষে সমরে চলিল। শাল্ব নুপবর সহ যুদ্ধ বাধি গেল।

মহামত্ত যতুগণ সমরে প্রচণ্ড। শাল্ব সেনাগণে রণে করে লগুভগু॥ তুইদলে ঘোরতর সমর বাধিল। যেন দেবাস্থরে যুদ্ধ সেইমত হৈল॥ শাল্প নৃপ মায়ারথে আরোহণ করি। প্রচণ্ড সমর করে মায়ামূর্ত্তি ধরি॥ আহ্রিক মায়া যত করয়ে প্রচার। ক্ষণেকে বিনাশ করে ক্লফের কুমার॥ মহামায়া ধরে সেই রুক্মিণী তনয়। শাব্রের মোহিনীমায়া সব বিনাশয়॥ দিনকর করে যথা নাশে অন্ধকার। সেইমত নাশে মায়া রুক্মিণী-কুমার॥ তবে সে প্রত্যন্ন এড়ে অধোমুখে বাণ। বিশ্বিল শাৰেরে তবে করিয়া সন্ধান॥ তদন্তর মহাবলী ছাড়ে তীত্র শর। সে বাণে সার্থি তবে গেল যমঘর॥ আর এক বাণ পুনঃ করিল সন্ধান। সেই বাণে রথ অশ্ব করে খান খান॥ আর তিন বাণ মারে সৈম্মের উপর। সেই বাণে সৈম্ম যত হয় জরজর॥ প্রত্যন্নের যুদ্ধে সবে বিস্ময় হইল। ধন্য ধন্য বলি সবে প্রশংসা করিল॥ তাহা দরশনে তবে সৌভের ঈশ্বর। যুদ্ধস্থলে করিল সে মায়ার বিস্তার॥ মহামায়া প্রকাশিয়ে করয়ে সমর। কভু হয় এক রূপ কভু বা বিস্তর॥ দানবের মায়া যত অচিন্ত্য সে হয়। কভু দৃশ্য রণম্বলে কভু দৃশ্য নয়॥ কভু এক মূর্ত্তি হয় কভু বহুরূপ। কোন স্থানে থাকে কেহ না পায় স্বরূপ॥ কোথা হ'তে যুদ্ধ করে নাহি দেখা যায়। কখন ভূতলে কভু আকাশে লুকায়॥ কখন বা গিরিশৃঙ্গে কখন সাগরে। এইরূপে মায়াধর কত মায়া ধরে॥

যতুগণ অনুক্ষণ করিছে সন্ধান। নানা অস্ত্র এড়ে দবে বধের কারণ॥ নানা অন্ত্র যতুগণ বরিষণ করে। মহাবীর এক শাল্প বাণেতে সম্বরে॥ তবে শাল্প ক্রোধে বাণ ছাড়িল তথন। বাণাঘাতে অস্থির হইল যতুগণ॥ পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব ভারতী। শাল্প নুপ অমাত্য হ্যমান্ মহামতি॥ পূর্ব্ব হ'তে কোপ তার প্রহ্নান্ন উপরে। গদাঘাতে মহাবীর ধাইল সম্বরে॥ মহা গদা লয়ে বীর বেগেতে ধাইল। প্রত্যন্ন উপরে গদা সন্ধান করিল॥ মহা ভয়ঙ্কর গদা ঘুরায়ে তথন। প্রত্যন্ন উপরে তুই করিল ঘাতন। প্রহ্যন্ন হৃদয়ে গদা যখন বাজিল। গদাঘাতে মহাবীর অচেতন হৈল। অমনি সার্থি রথ ফিরায়ে তখন। ক্ষণপরে কৃষ্ণস্থত পাইল চেতন॥ ক্রোধেতে সারথি প্রতি কটু কহে কত। কেন রথ ফিরাইলে হয়ে ভয়যুক্ত। তোমা হতে হেন কর্ম্ম উপযুক্ত নয়। ভালকর্ম্ম না করিলে তুমি ছুরাশয়॥ তোমা হতে হয় আজি বিষম অযশ। রণেতে বিমুখ বীরের না হয় পৌরুষ॥ রণম্বলে হৈল মোর লজ্জার উদয়। তোমার দোষেতে মোর রণে ভঙ্গ হয়॥ সম্মুখ সমরে যদি যাইত জীবন। বীর বলি জগতেতে হইত ঘোষণ॥ य वीदत्रत्र त्रगमात्य रस मृज्यान्य । অস্তেতে নরক তার জানিবে নিশ্চয়॥ রণে ভঙ্গ দিয়া যেবা করে পলায়ন। জগতে অযশ তার ঘোষে সর্বজন॥ অতএব অনুচিত যে কর্ম করিলে। শক্রপক্ষে ভূমি মম অ্যশ রটালে ॥

কত অপয়শ হয় রণে ভঙ্গ দিলে। তোমাকে সার্থি তাহা জানাব কি বলে॥ রণে মম কোনমতে ভীত চিত নয়। তোমার কারণে এই কুয়শ উদয়॥ এই বাক্য শুনি তবে সার্থি কহিল। দারথির ধর্ম যাহা শুন দে দকল॥ সারথি হইলে ভীত রথী রক্ষে তায়। রথীর বিপদ হলে সারথি বাঁচায়॥ তুমি মূর্চ্ছাগত রণে করি দরশন। তোমা ল'য়ে স্থানান্তরে করিতু গমন॥ শুনি মহাবীর সেই রুক্মিণী তনয়। জলদ গম্ভীর স্বরে সার্থিকে কয়॥ শুনহ সারথি মম বচন সত্বরে। শত্রুর নিকটে রথ লহ শীঘ্র ক'রে॥ বীরের বচনে তবে সার্থি তথন। শক্রপক্ষে সম্বরেতে করয়ে গমন॥ তবে প্রহ্লাম্ম বীর মহাধন্ম ল'য়ে। মারিল বিংশতি বাণ সন্ধান পূরিয়ে॥ আর অষ্ট বাণে শাল্বে বিদ্ধিল তখন। চারি বাণে ক্রেমে বিদ্ধে রথের বাহন। আর এক বাণ বীর সন্ধান করিল। সারথির মুগু কাটি ভূমেতে ফেলিল॥ মুগুহীন দেহে পুনঃ করিয়ে সন্ধান। সাগরের জলে ফেলে করে খান খান॥ এইরূপ বহুদিন যুদ্ধ দোঁহে করে। যতুগণ বলবান বিষম সমরে॥ শাব্বের সহিত যুদ্ধ এইরূপে হয়। ছজনে সমান যোদ্ধা কেহ ন্যুন নয়॥ জয় পরাজয় তাহে কিছু না হইল। ইন্দ্রপ্রশ্বে থাকি হরি মনেতে চিন্তিল॥ অলকণ সর্বক্ষণ করে দরশন। সত্বরে চলিল হরি ছারকা-ভবন॥ পাগুব নিকটে হরি লইল বিদায়। পুরবাদী দকলে সম্ভাষি যতুরায় ॥

একে একে স্বাকারে সম্ভুষ্ট করিল। মুনিগণ নিকটেতে বিদায় হইল। তবে ভগবান অতি চিন্তিত অন্তরে। পত্নীগণ দক্ষে আদে দ্বারকানগরে॥ দারকা আসিয়ে হরি করে দরশন। শক্রগণে দ্বারকা করেছে আক্রমণ। শিশুপাল সথা সেই শাল্প নরপতি। দারকাবাদীর করে বিষম তুর্গতি॥ শুনি হরি মহাক্রোধে কম্পিত হইল। দারুকেরে তবে হরি কহিতে লাগিল॥ শুনহ দারুক এবে আমার বচন। শীগ্রগতি কর গতি করিবারে রণ॥ যুদ্ধস্থলে লহ রথ অতি শীঘ্রতর। যথায় আছুয়ে সেই শাল্প নরবর ॥ মহামায়াধর তুষ্ট হয় সৌভপতি। সাবধানে কর কার্য্য ওহে মহামতি॥ তবে সে দারুক রথ চালায় তথন। শক্রুর নিকটে যায় দেব নারায়ণ॥ কুষ্ণ দরশনে তবে শাল্ব মহাবীর। ভয়ঙ্কর শক্তি অস্ত্র ধরিল স্থার॥ कृरक्षत्र উপরে শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহা ভয়ক্ষর শক্তি আকাশে উঠিল। শক্তি মুখে রাশি রাশি ঝরিছে অনল। দশদিক একেবারে হইল উজ্জল॥ তবে কুষ্ণ শক্তি লক্ষ্যে নিক্ষেপিল বাণ। বাণাঘাতে মহাশক্তি হয় খান খান॥ তদন্তর দামোদর সক্রোধ অন্তরে। ষোড়শ শায়ক এড়ে শাল্বের উপরে॥ অস্ত্রাঘাতে শাল্প বীর জরজর হয়। সর্বাঙ্গ হইতে তার রুধির ঝরয়॥ অস্ত্রে আন্ত্র শাল্পবীরে করে আচ্ছাদন। যেন শত দিবাকর প্রকাশে গগন॥ বাণের প্রভায় দশদিক আলোকিত। তবে শাল্প মহাবীর হইল কুপিত॥

ধনুকে টক্কার দিয়া করিল সন্ধান। শ্রীকৃষ্ণের বাম হস্তে মারে এক বাণ॥ সেই অস্ত্রাঘাতে হস্ত অবশ হইল। হস্তের ধনুক ভূমে খসিয়া পড়িল॥ অমনি সে চারিদিকে উঠিল চীৎকার। দরশনে সর্বজনে করে হাহাকার॥ মহাদৰ্পে শাল্ব নৃপ কহিল তখন। সাবধানে রহ কৃষ্ণ আমার সদন॥ শিশুপাল ভার্য্যা তুমি করিলে হরণ। মম হাতে প্রতিফল পাইবে এখন॥ আমার সম্মুখে থাকি যদি কর রণ। নিশ্চয় পাঠাব তোরে শমন ভবন॥ তব দৰ্পচুৰ্ণ আজ মম হস্তে হবে। আমার বিক্রম তবে বিশেষ জানিবে॥ শাব্বের বচনে কুষ্ণ হাসিল তখন। মুহভাষে কিছু তারে কহে নারায়ণ॥ ওরে মূঢ়মতি কেন কহ কটুভাষ। এখনি যাইতে হবে শমন আবাস॥ ঐ দেখ নিকটেতে দাঁড়ায়ে শমন। কি সাহসে কহ ছুফ্ট হেন কুবচন॥ বল-বীর্য্য বাক্যে কভু নহে পরিচয়। কার্য্যেতে হইলে তবে জানিবে নিশ্চয়॥ এত বলি মহাগদা ধরি নারায়ণ। মহাবলে প্রহারিল শাল্পেরে তথন॥ গদার আঘাতে বীর অস্থির হইল। রুধির বমন করি ভূমেতে পড়িল॥ ক্ষণপরে শাল্ববীর পাইল চেতন। আকাশের মাঝে তুষ্ট হয় অদর্শন॥ ক্ষণপরে মহাবীর প্রকাশিত হয়। দেবকীর দুতরূপে হইল উদয়॥ শ্রীকুষ্ণের পাশে দৃত করিয়ে রোদন। করযোড়ে কহে শুন দেব নারায়ণ॥ শাল্পবীর তব পিতায় বান্ধিয়া আনিল। সেই বাৰ্ত্তা জানাইতে দেবী পাঠাইল।

শীত্রগতি তব পিতা রাখ যতুরায়। হেম বাক্য শুনি হরি বিষণ্ণ হাদয়॥ মাসুষ স্বভাব হরি মানব আকার। মায়াতে মোহিত হরি ভাবে অনিবার॥ প্রকৃত ভাবিয়ে হরি কহিল তখন। আমার অদুষ্টে একি বিধি বিভূমন॥ বলদেব বর্ত্তমানে হরিল পিতায়। কাতরে কহেন এই বাক্য যত্তরায়॥ হেনকালে শাল্ববীর আইল তখন। কুষ্ণ পিতা বহুদেবে করিয়ে বন্ধন॥ বামহাতে কেশ ধরি তথায় আনিল। কত কটু ভাষা তাঁরে কহিতে লাগিল॥ ওরে বাহ্নদেব তুই বড় মুঢ়মতি। বস্থদেবে কর রক্ষা জানিব শক্তি॥ তোর অগ্রে তোর বাপে করিব নিধন। এত কহি মহাখড়গ করিল ধারণ॥ বস্থদেবে খড়গাঘাতে ছেদন করিল। পুনর্বার আকাশেতে পলাইয়া গেল॥ দরশনে নারায়ণ সচিন্তিত মন। যেই দেব দয়াময় মায়ার কারণ॥ অন্তর্য্যামী হরি সব জানিল তখন। আহুরিক মায়া হয় এমত ঘটন॥ মায়াতে করিল কার্য্য হেন বিপরীত। ক্ষণেকে আমাকে করে মায়াতে মোহিত॥ স্বপ্রদম দরশন করি আমি যত। মিপ্যাময় কাৰ্য্য আজ হইল অন্তত ॥ দৈত্য বধ্য নহে পিতা জানি আমি মনে। মোহিত হইমু তব মায়ার কারণে ॥ এত ভাবি রমানাথ সক্রোধ অন্তরে। ছুফ্ট দৈত্য দেখে হরি আকাশ উপরে॥ তথা হ'তে শাল্প বাণ করে বরিষণ। বাণে ধরা একেবারে করে আচ্ছাদন ॥ পৃথিবীতে কোন বস্তু দৃষ্টি নাহি হয়। তবে হরি ক্রোধ করি গদা হাতে লয়॥

বিষম সে মহাগদা করিল প্রহার। নিবারণ হৈল বাণ ঘুচে অন্ধকার॥ তদস্তরে এক অস্ত্র শ্রীহরি এড়িল। ধমুখান খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল।। আর এক অস্ত্রে শিরোমণি কাটি তার। আকাশ হইতে পড়ে উপর ধরার॥ আকাশ হইতে পড়ি গদা হাতে নিল। চক্রাকারে তুইজন ভ্রমিতে লাগিল॥ তবে হরি শাল্পবীরে করিতে নিধন। ভল্ল অস্ত্র ধনুকেতে করিল যোজন॥ সমুজ্জ্বল প্রভা ধরে সেই অস্ত্রবর। উদয় অচলে যথা উঠে দিবাকর॥ অতি ক্রোধে দামোদর মারে সেই বাণ। কুণ্ডল সহিত মাথা হ'লে। তুইখান॥ কাটিয়া পড়িল মাথা ভূমির উপর। त्रवाद्यत्व वर्ध यथा (मव श्रुवन्मत्र ॥ সেইরূপে শাল্পবীরে বধে নারায়ণ। তদন্তর সৌভিবীরে নাশিল জীবন॥ গদাঘাতে সৌভপতি বিনাশ করিল। হাহাকার রবে ধরা আচ্ছাদিত হৈল॥ আকাশেতে দেবগণ আনন্দে মগন। ক্রুষ্টের মস্তকে করে পুষ্প বরিষণ॥ বাজিল স্বর্গেতে বাছ্য নাচে দেব যত। মহানন্দে নৃত্য করে যক্ষ রক্ষ কত॥ তদন্তর দন্তবক্র নামে তুরাশয়। স্থার বিহনে হয় ছঃখিত হৃদয়॥ আইল যুঝিতে রণে সকোপ অন্তরে। এক পদচারে তুষ্ট প্রবেশে সমরে॥ ভাগবতে হরিকথা পবিত্র কারণ। দাস ভাষে হরষিতে শুনে সর্বজন॥ ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে দশমন্তব্ধে

খাৰ বধ সমাপ্ত।

## অথ সূত বধ।

শুকদেব কছে শুন কুরুকুল পতি। অপরে শুনহ কহি পূর্বের ভারতী॥ শাল্পবীর সমরেতে হইল নিধন। সোভিরের যত হৈল ফুর্গতি সাধন॥ শিশুপাল পৌশুকের যে দশা হইল। দম্ভবক্র তাতে বড় বিশ্বয় মানিল। তবে মহাকোপে ধায় কুঞ্চের সংহতি। সমরে আইল দর্পে সেই মহামতি॥ গদাহাতে মহাবীর সমরে আইল। এক পদাতিক তার সঙ্গে মাত্র ছিল॥ মহাবল পরাক্রান্ত সেই বীরবর। তার পদভরে ধরা কাঁপে থর থর॥ মহা ভয়ক্ষর বীর দেখে লাগে ভয়। দরশনে নারায়ণ চঞ্চল হৃদয়॥ তাহারে মারিতে হরি হইয়া চঞ্চল। রথ হ'তে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতল। হাতে গদা দামোদর চলে শীঘ্রগতি। সাগর তরঙ্গ যথা মহাবাতে গতি॥ ততোধিক দ্রুতগামী হ'য়ে নারায়ণ। হাতেতে অমোঘ গদা ধাইল তখন॥ তাহা দেখি দম্ভবক্র ক্রোধে কটু কয়। আজি পাইলাম হেথা তোরে তুরাশয়॥ বহু ভাগ্যে তোর সঙ্গে হৈল দরশন। আমার পরম শক্ত মিত্র বিনাশন॥ মিত্রঘাতী ছুরাচার জানিবে নিশ্চয়। গদাঘাতে পাঠাইব তোরে যমালয়॥ তোর রক্তে স্থাগণে করিব তর্পণ। তবেই আমার ক্রোধ হবে নিবারণ॥ এইরূপ কটু ভাষা কহি বার বার। কুষ্ণের মস্তকে করে গদার প্রহার॥ গদাঘাত করি করে বিষম গর্জ্জন। গদার প্রহারে হরি অচল তথন ॥

যথা গিরিশৃঙ্গে হয় বজ্রের পতন। সেইমত স্থিরভাবে রহে নারায়ণ॥ গদাঘাতে মহাক্রোধ উপজে অন্তরে। কৌমাদকি গদা কুষ্ণ লইলেন করে॥ ঘুরায়ে অমোঘ গদা প্রহারে তথন। বক্ষেতে মারিল গদা দেব নারায়ণ॥ গদাঘাতে বক্ষ তার বিদীর্ণ হইল। ঝলকে ঝলকে রক্ত মুখেতে উঠিল॥ ছটফট ভূমে পড়ি করে দৈত্যবর। দেহ হ'তে প্রাণ তার হইল বাহির॥ হস্ত পদ আদি করি সর্বব অঙ্গ তার। বিদীর্ণ হইয়ে তেজ বাহিরে সত্তর॥ সেই তেজ আসি কৃষ্ণ অঙ্গেতে মিশিল তাহ। দেখি সর্ব্বলোক বিস্ময় মানিল॥ এইরূপে দন্তবক্র নিধন হইল। ভ্রাতৃশোকে বিদূর্থ সমরে ধাইল॥ খড়গচর্ম্ম ধরি বীর প্রবেশে সমর। স্থদর্শনে তার মাথা কাটে চক্রধর॥ কুণ্ডল সহিত শির ভূমেতে পড়িল। সৌভ শাল্প দন্তবক্ত সমরে মরিল॥ এইরূপে যতুপতি বিনাশে সকলে। সিদ্ধগণ সকলেতে ভাসে কুতুহলে॥ গন্ধর্বে কিন্নর আদি বিভাধর যত। যক্ষ রক্ষ ঋষিগণ সবে আনন্দিত॥ কুষ্ণ জয় শব্দে সবে ঘোর রব করে। কুষ্ণগুণ গানে মত্ত আনন্দ অন্তরে॥ কুষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ। তবে হরি গুহে যায় ল'য়ে যতুগণ॥ এইরূপে ভগবান দেব যতুপতি। ছেলায় করিল দব ছুষ্টের ছুর্গতি॥ তদস্তর নরবর করহ শ্রবণ। তীর্থ হেডু হলধর করিল গমন॥ কুরু-পাগুবের যুদ্ধ জানিয়া অস্তরে। তীর্থযাত্রা হেতু দেব যায় স্থানাস্তরে॥

প্রভাসে প্রথমযাত্রা শুন নরমণি। স্নান দান তর্পণাদি করে হলপাণি॥ তদন্তর সরস্বতী তীর্থেতে গমন। বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ সঙ্গে ল'য়ে কভজন ॥ ব্রহ্মতীর্থ বিশালাক্ষ্যে গমন করিল। পুথুদক বিন্দুরেতে উপনীত হৈল। গঙ্গা যমুনা আর কত তীর্থে যায়। নৈমিষ অরণ্য তীর্থে মহানন্দে ধায়॥ পরম পবিত্র সেই নৈমিষ কানন। তথা বসে মহামুনি আনন্দিত মন॥ বষ্টি হাজার ঋষি থাকে যজ্ঞহলে। সূত্র্থে পুরাণ শুনেছি কৃতৃহলে॥ হেনকালে সেইস্থানে আসি হলধর। দরশনে মুনিগণ উঠিল সম্বর ॥ পুজিল আদরে তাঁরে যত ঋষিগণ। বসিবারে দিল ভাঁয় কুশের আসন॥ বলরামে উঠি সবে সম্ভাষণ কৈল। কিন্তু সূত ব্যাসস্থানে বসিয়া রহিল॥ সে আসন হতে উঠা নিয়ম না হয়। সেই হেতু সূত তথা উপবিষ্ট রয়॥ দরশনে হলধরে ক্রোধ উপজিল। মোরে হেরি অহঙ্কারে অবজ্ঞা করিল॥ না উঠি আসন হ'তে প্রমন্ত হইয়া। মর্য্যাদা না রাখে মোরে অবজ্ঞা করিয়া॥ ধর্মাত্মা হইয়া ধর্ম না করে পালন। অতএব পাপাত্মার বধিব জীবন॥ ধর্ম উপদেশ দেয় যত ঋষিবরে। শুকদেব শিয়্য বলে অহন্ধার করে॥ এই অহঙ্কারে মত্ত রহে সর্ববক্ষণ। অবনীতে মম সম নহে কোনজন॥ ধর্ম্মেরে রক্ষিতে এই অবনী মাঝার। ছুটের তুর্গতি দিতে মম অবতার॥ এই বাক্য বলি দেব ক্রোধেতে কাঁপিল। কেশে ধরি শীঘ্র তার মস্তক কাটিল **॥** 

দরশনে যুনিগণ হইল কাতর। হাহাকার রবে সবে ধাইল সম্বর॥ করযোড়ে মুনিগণ বলরামে কয়। কি হেতু অধর্ম তুমি কৈলে মহাশয়॥ কোন অপরাধে ওঁর বধিলে জীবন। আমরা দিয়েছি সবে ত্রাহ্মণে আসন॥ ভেঁই ধর্ম কথা কয় ব্যাসাসনে বসি। কি কর্ম করিলে দেব তাহারে বিনাশি॥ হাজার বৎসর আয়ু ইহার জানিবে। ব্ৰহ্মহত্যা পাপে মগ্ন অবশ্য হইবে॥ পরম ঈশ্বর তুমি পরম কারণ। কি কথা কহিব আর তোমারে এখন॥ তব নামে ব্ৰহ্মহত্যা পাপ নাহি রয়। সকল দেবের সার তুমি দয়াময়॥ ধরণীতে হেন জন নাহি দরশন। কহিতে তোমারে পারে শিক্ষিত বচন॥ এখন করহ কার্য্য যে হয় উচিত। আর কি কহিব মোরা বচন বিহিত॥ মুনিগণ বাক্য শুনি দেব হলধর। অমৃত ক্রনে তবে করেন উত্তর॥ **শুন কহি ঋষিগণ প্রকৃত বচন।** ব্রহ্মহত্যা হেতু এই তীর্থেতে ভ্রমণ॥ লোকশিক্ষা হেতু এই নিয়ম করিব। দ্বাদশ বংসর আমি তীর্থে বেড়াইব॥ পুরাণ শ্রবণ কর সূত-পুত্র স্থানে। "আত্মা বৈজায়তে পুক্র" শান্তের বিধানে॥ অথবা কুশের সূত করছ নির্ম্মাণ। বেদবিধিমতে তার কর জীবদান। এইত বিধান আমি কহিলাম সার। কি আজ্ঞা পালিব আমি কহ সবাকার॥ যদি কোন আজ্ঞা হয় বলহ সম্বর। সাধিব সবার আজ্ঞা ওছে মুনিবর॥ তাহা শুনি ঋষি যত কহিল তখন। 😊ন কহি মহাশয় এক নিবেদন॥

আর এক কার্য্য কর তুমি হলধর। ইল্লল নামেতে এক ছিল দৈত্যবর॥ তার পুত্র বলল সে মহাবল ধরে। ভয়ঙ্কর মৃত্তি তার দৃশ্যে প্রাণ হরে॥ প্রতি মাসে যজ্ঞ স্থানে করি আগমন। আমাদের যজ্ঞ সব করে বিনাশন॥ কি কব তাহার কথা অতি চুরাশয়। শোণিত বিষ্ঠাদি ছুফ্ট সতত বর্ষয়॥ যজ্ঞের ব্যাঘাতকারী হয় সে ভুশ্মতি। তাহারে বিনাশ কর তুমি যত্নপতি॥ তাহ'লে মোদের হয় বড় উপকার। পৃথিবীতে রবে তব মহিমা অপার॥ তদন্তর কর দেব তীর্থ পর্য্যটন। এক বৎসরেতে হবে পাপের মোচন॥ দ্বাদশ বৎসর নাহি হইবে ভ্রমিতে। পাপের খণ্ডন হবে এক বৎসরেতে॥ এ ভারতে আছে দেব তীর্থ বহুতর। তীর্থ ভ্রমি কর দেব শুদ্ধ কলেবর॥ এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ। রোগ শোক দূরে যায় বিপদ ভৃঞ্জন। ভাগবত কথা হয় পরম স্থন্দর। দাস ভাষে ভাষামতে আনন্দ অন্তর ॥ ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে দশমন্বনে হত বধ সমাপ্ত।

ষণ বলরামের তীর্ণ-বাত্রা।
পরীক্ষিৎ কহে মুনি কহ বাক্য সার।
কি প্রসঙ্গ হৈল দেব কহ তদন্তর ॥
কৃষ্ণ লীলা শুবণে পবিত্র চিত হয়।
যত শুনি তত হয় আনন্দ হদয়॥
শুকদেব কহে শুন প্রহে নরপতি।
তদন্তর আইল তথা বল্লল হুর্মাতি॥
বিকৃতি আকার দৈত্য তথায় আইল।
বিষম বেগেতে আদি ধূলি উড়াইল॥

ভয়কর মৃত্তি তার দৃশ্যে লাগে ভয়। বিষ্ঠাদি দকল রৃষ্টি করে তুরাশয়॥ তাহার হুৰ্গন্ধে কেহ তিষ্ঠিতে না পারে। এইরূপ মহাদৈত্য এলো তথাকারে॥ যজ্ঞশালে দৈত্যবর আসি উপনীত। দরশনে সকলের ভয়যুক্ত চিত।। মহাকায় মহাশূল হস্তেতে তাহার। দীর্ঘ শাশ্রু লম্বমান তাত্রের আকার॥ দেখি ভয় হয় তার হৃদীর্ঘ দশন। বিকট আকার তার বিকৃত বদন॥ मत्रभारम यूनिशरण श्रमारय हिन्न । বলরাম সকলেরে অভয় করিল॥ মূর্ত্তি দেখি হলধর ক্রোধিত হইল। হল মুষলেরে তবে স্মরণ করিল। স্মরণ মাত্রেতে তথা উপনীত হয়। দরশনে দৈত্যবর হইল সভয়॥ ভয় পেয়ে মহাদৈত্য আকাশে উঠিল। হলাগ্রেতে বলদেব তারে আকর্ষিল। ং হলাগ্রেতে ধরি তারে আনিল ভূতলে। : দেখি হর্ষ হয় তবে মুনিরা সকলে॥ তবে দেব হলধর মুষল মারিল। দারুণ আঘাতে তার মস্তক ভাঙ্গিল॥ অমনি সে মহাদৈত্য করিয়ে চীৎকার। ভয়ঙ্কর শব্দ করি পড়ে ভূমিপর॥ থলকে থলকে করে রুধির বমন। আর্ত্তনাদ করি তবে ছাড়িল জীবন॥ যেন গিরিচুড়া পড়ে অশনি পতনে। সেইমত দৈত্যবর পড়ে সেই স্থানে॥ দৈত্যবরে হলপাণি জীবন নাশিল। তাহা দেখি মুনিবর হরষিত হৈল॥ আনন্দ অন্তরে তবে যত মুনিগণ। হলধর প্রতি কহে আশীষ বচন॥ বুত্রাম্বর বধে যথা অমর নিবাদী। বল্লল বধেতে ভুফ্ট হয় তথা ঋষি॥

মহানন্দে মগ্ন হয় যত মুনিগণে। दिकयुन्डी भाला फिल एक्ट मक्कर्यरः॥ প্রণমিয়া মুনি পদে সানন্দ হৃদয়। তবে দেব হলধর হইল বিদায়॥ অনুমতি ল'য়ে তবে গমন করিল। কৌশিক তীর্থেতে আসি উপনীত হৈল। মহানন্দে করি স্নান তীর্থ সরোবরে। বিধিমতে বলদেব তর্পণাদি করে॥ তদন্তর প্রয়াগেতে করিল গমন। তথা হলধর করে স্নানাদি তর্পণ ॥ তদন্তর মহানদ্দে করিল গমন। পুলহ তীর্থেতে পরে দেব সন্ধর্বণ॥ গৌতমী গগুকী আদি আর তীর্থ যত। . ক্রেমে ক্রমে যায় রাম হ'য়ে হর্ষযুত॥ তারপর গয়াতীর্থে আসে হলধর। তথা হ'তে যায় রাম শ্রীগঙ্গাদাগর॥ মহেন্দ্রাদি দেব তথা করিয়ে পূজন। সপ্ত গোদাবরী আদি তীর্থেতে গমন॥ বেণু পম্পা, ভীমরধি তীর্থ যত ছিল। স্কলকে দেখিয়া পরে জ্রীক্ষেত্রে আইল।। তথায় করিয়া দেই মহেশে দর্শন। তদন্তর দ্রোবিড়েতে করিল গমন॥ মহাতীর্থে বলভদ্র যায় তদন্তর। পরেতে আইল সেতুবন্ধ রামেশ্বর॥ স্মান দান করে পরে হরিষে তথায়। করিল অসংখ্য ধেকু দান স্বাকায়॥ তুৰ্গাদেবী দশভূজা তথায় হেরিল। তদন্তর ফল্পতীর্থ গমন করিল॥ পঞ্চারা তীর্থ পরে যায় হলধর। দ্বিজগণে দেয় তথা ধেন্মু বহুতর॥ তথা হৈতে কেরল আইল মহামতি। আসিয়া ত্রিগর্ভ তীর্থ হরষিত অতি॥ তদন্তর হলপাণি গো-কর্ণ তীর্থেতে। দরশন করে তাহা অতি হরষিতে॥

শিবক্ষেত্রে আসি মহাদেবেরে দেখিল। তদন্তর আর্য্য তীর্থে উপনীত হৈল॥ ছৈপায়নে দেখি দেব আনন্দে মগন। হুর্ণারক তীর্থ পরে করি দরশন॥ व्यनखत्र वलामय काक्षि महत्रावहत्र । কাবেরী আইল রাম হরিষ অন্তরে॥ ঋষভাদি দরশনে মথুরা আইল। তাপী ও পয়োষ্টী তীর্থ দরশন কৈল। পরেতে গমন করে দণ্ডক-কানন। রেবাতীর্থে মাহেশ্বরী করে দরশন॥ মনুতীর্থে করি স্নান আইল প্রভাসে। শ্রবণ করেন তথা মুনিগণ পাশে॥ কুরু পাশুবেতে যুদ্ধ বিষম হইল। কুরুকেত্রে মহারণে রাজগণ মৈল॥ জানিলেন নারায়ণ ভার নিবারিল। ভীম গদাঘাতে হুর্য্যোধনেরে বধিল ॥ পাগুবের হাতে কুরু ছাড়িল জীবন। মুনিগণ স্থানে সব করিল প্রাবণ ॥ মনে মনে হলধর সকল জানিল। কৃষ্ণ ইচ্ছা ভাবি দেব স্থিরমতি হৈল॥ তদন্তর বলদেব আইল ছারকায়। বলরামে দেখি সবে আনন্দ হৃদয়॥ পরে বলদেব জ্ঞাতিগণে ল'য়ে সঙ্গে। बातकाय किছूपिन त्रशिलन तरक ॥ নৈমিষ অরণ্যে পুনঃ করিল গমন। মুনিগণ দরশনে আনন্দে মগন॥ সমাদরে মুনিপদে সম্ভাষা করিল। ঋষিগণ সহ তথা যজ্ঞ আরম্ভিল॥ যক্ত সমাপন করি আনন্দ বিধানে। নানা তত্ত্ব কহিলেন তাঁহাদের স্থানে॥ পরে হলধর আইল পুরী দ্বারাবতী। আত্ম মনে তুষ্ট করিল হর্ষমতি। পুরবাদী সঙ্গে বাদ করে সঙ্কর্যণ। প্রবণে পবিত্র এই আশ্চর্য্য কথন॥

মহাপরাক্রম জিনি অনন্ত অপার।
মায়াতে ধরেন তিনি মানব আকার॥
ভক্তে কুপা হেতু দবে দেব হলপানি।
মায়াতে ভ্রময়ে তীর্থে শুন নরমনি॥
বলদেব চরিত্র যেবা করয়ে প্রচন।
একান্ত হইয়ে দদা করয়ে প্রচন॥
প্রাতঃ সন্ধ্যা যেইজন গায় এই গীত।
তারে কুপা করে হরি জানিবে নিশ্চিত॥
কৃষ্ণপদে ভক্তি তার অবশ্য হইবে।
চরমে পরম পদ সে জন পাইবে॥
এই কথা যেইজন করয়ে প্রবন।
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ ভঞ্জন॥
ভাবনে মধ্র ভাগবতের কথন।
দাস ভাবে হরিপদে যেন রহে মন॥
হিত খ্রীমন্তাগবতে দশমন্তরে বনদেবের

অণ স্থপামা চরিত্র।

তীর্থবাতা সমাপ্ত।

শুকদেব বাক্যে তবে পরীক্ষিৎ কয়। কহ দেব শুনি এবে বাক্য স্থাময়॥ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কথা কহ মুনিবর। প্রবণে মানস তৃপ্ত হইবে সহর॥ কুষ্ণকথা সুধা আমি যত করি পান। পুনঃ পুনঃ ইচহা হয় শুন মতিমান॥ কি কহিব মুনিবর আশ্চর্য্য কথন। যেইজন একবার করয়ে শ্রাবণ।। জিহবা তার অনুক্ষণ কৃষ্ণগুণ গায়। চিক্ত তার কৃষ্ণরূপ অন্তরে স্মরয়॥ তুই বাহু কৃষ্ণদেবা করিতে তৎপর। তার মন কৃষ্ণপদে নমে বার বার॥ কুষ্ণ নাম কর্ণ তার শুনে অবিরত। ক্বয় রূপ দেখি আঁখি হয় আনন্দিত॥ কৃষ্ণ ভক্ত জন সঙ্গে স্পর্লে অঙ্গ যার। তার পদ-ধৌত জল খাই অনিবার॥

সূত কহে সৌনকাদি যত মুনিগণ। শুকদেবে এইরূপ কহিল রাজন॥ নৃপতি বচনে তবে শুক মুনিবর। কুষ্ণপদে মগ্ন মন করিল সম্বর॥ প্রেমে মক্ত ব্যাদ-স্থত হইয়ে তথন। পরীক্ষিৎ নৃপে কছে শুন তপোধন॥ শুন কহি মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী। অপূৰ্ব্ব সে কৃষ্ণলীলা শুন মহামতি॥ শ্রীকুষ্ণের সথা এক ছিল দ্বিজবর। কুষ্ণভক্ত কুষ্ণে মতি দৈবে ভক্তিপর॥ পরম ধার্ম্মিক সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। রিপুজয়ী দ্বিজবর কামশূস্য মন॥ গৃহাশ্রমে করে বাস ধর্ম্মে সদা মতি। স্থদামা নামেতে সেই ব্রাহ্মণ সম্ভতি॥ বড়ই দরিদ্র সেই দ্বিজের কুমার। ভিক্ষায় উদর পূরে শুন সমাচার॥ পতিত্রতা পত্নী তার শুনহ রাজন। ভিক্ষা করি ছারে ছারে উদর পূরণ॥ ভিক্ষা করি ছুইজনে আসি নিজ ঘরে। স্থতে থাকয়ে দোঁহে আনন্দ অন্তরে॥ এইরূপে চুইজনে ভিক্ষা করি খায়। উদর পূরিয়া অন্ন কভু নাহি পায়॥ একদিন পতি প্রতি বলে কুলবালা। সহিতে না পারি নাথ উদরের জ্বালা॥ मिवानिमि क्यूथानत्न महिर्छ छेनत् । উদরের স্থালা মম সহে না হে আর॥ এখন উপায় এক শুন প্রাণপতি। তোমার প্রধান সথা আছেন শ্রীপতি॥ পরম দয়ালু তিনি ক'রেছি শ্রাবণ। যতুকুলে শ্রেষ্ঠ সেই দেব নারায়ণ॥ দয়ার ঠাকুর তিনি সর্বলোকে জানে। বড় বড় নরপতি তাঁহার অধীনে॥ এখন নিবাদ তাঁর হয় দারাবতী। একবার তাঁর কাছে যাও শীঘগতি॥

তোঁমা দরশনে তাঁর দয়া উপজ্জিবে। **मया कति मयागय वर् धन मिट्य ॥** তাঁর পদে একান্তেতে থাকে যার মতি। কথন না থাকে তার বিষম তুর্গতি॥ ভক্তিভাবে যেবা তাঁরে করয়ে স্মরণ। আপনার প্রাণ তাঁরে করয়ে অর্পণ ॥ সিদ্ধিদাতা কল্পতরু প্রভু জনার্দন। না রহে দ্রগতি তাঁরে করিলে দর্শন॥ মলিনতা নাহি থাকে শুন গুণমণি। একবার যাও তথা মম বাক্য শুনি॥ পত্নীর বচনে বিপ্র ভাবিল অন্তরে। পাইব পরম লাভ দর্শনে তাঁহারে॥ এইরূপে দ্বিজ্বর চিস্তে মনে মন। পত্নী প্রতি তবে ধীরে কহিল বচন॥ তবে ভেট দ্রব্য কিছু দাও বরাননী। নতুবা কিরূপে তথা যাইব কল্যাণী॥ রিক্ত হল্ডে কিরূপেতে যাইব তথায়। উপহার ভিন্ন তথা যাওয়া ভাল নয়॥ স্বামী বাক্যে তবে সতী করিল গমন। প্রতিবাসী পাশে ভিক্ষা করে সেইক্ষণ॥ চারি মৃষ্টি তণুল যে তথায় পাইল। চীর বস্ত্রথতে তাহা বান্ধিয়া লইল ॥ তাহা ল'য়ে দ্বিজবর করিল গমন। ভাবিতে ভাবিতে যায় দারকা-ভবন ॥ আমি কি পাইব সেই কুষ্ণ দরশন। মুচমতি হই তাহে দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥ মনে মনে করি চিন্তা গমন করিল। দারকানগরে পরে উপনীত হৈল। পুরীমাঝে প্রবেশিল আনন্দ হৃদয়। ছিজে দেখি ছারিগণ নাহি নিবারয়॥ হ্বদামা হেরিল গৃহ নির্শ্মিত রতনে। রুক্মিণীর গুছে নিজে যায় সেইক্ষণে॥ প্রবেশ করিয়ে গৃহে আনন্দে মাতিল। ব্রহ্মানন্দ স্থথে বিপ্র উন্মত্ত হইল।

मृत र'टा विकरात (मिश नातायन। রুক্সিণী সহিত হরি ছিল সেইক্ষণ॥ কোল হ'তে রুক্মিণীরে তথনি ফেলিল। শীঘ্রগতি আগুসারি অমনি চলিল॥ সম্বর গমনে বিপ্রে করি আলিঙ্গন। হাতে ধরি আনে হরি করিয়ে যতন॥ রতন আদনে ক্লফ বিপ্রেরে বদায়। कुष्ण्यार्थ विश्ववदत्र छात्नत्र छेन्य ॥ একচিত্তে কৃষ্ণরূপ করে দরশন। যতনে পর্য্যাক্ষে প্রভু বসায় তখন॥ আপনি শ্রীহরি করে তাহার সেবন। আপন হস্তেতে ধোয় ব্রাহ্মণ চরণ॥ পত্নীসহ সেই জল অঙ্গেতে মাথিল। মস্তকে লইল আর ভক্ষণ করিল।। আপনি করেন কুষ্ণ দিজের সেবন। সর্ববাঙ্গে মাখায় ছিজে স্থগন্ধি চন্দন ॥ পরে নানা উপচারে পূজ্য তাহারে। কুকুম অগুরু দেয় তাঁহার শরীরে॥ এইরূপে দ্বিজবরে করে সম্ভাষণ। অতি ক্ষীণ তমু তার করি দরশন॥ महारमयी ऋक्सिनी रम वाजन महरा। বাতাস করেন দেবী আনন্দিত হ'য়ে॥ দরশনে সর্বজনে বিশ্বয় মানিল। ষ্মবধৃত বলে সবে ব্রাক্ষণে জানিল॥ मतिए बाकान **এই জानि**र निम्ह्य । পূৰ্বকৃত ছিল কিছু পুণ্যের সঞ্চয়॥ ভেঁই ত্রিলোকের নাথ দেব নারায়ণ। পালক্ষে বদায় হরি করিয়ে যতন ॥ রুক্রিণী সহিত কৃষ্ণ দিজেরে পূজিল। षिक्रवात क्रूडेकान चालिक्रन फिल ॥ এইমত নানা কথা কহে যত লোক। কুষ্ণ দরশনে দিজ পাসরিল শোক॥ তদন্তরে দামোদর ত্রাহ্মণে কহিল। গুরুকুল কথা কিছু দ্বিজে জিজ্ঞাসিল॥





কল্পৰ কান্ত্ৰ কৰাৰ কৰিব লাকিক্সন্ত। ভাগুল হাৰ ভাগুল হাৰ কাৰেল সভন কাল কলে। পুলিকে

কহ দ্বিজ মোর স্থানে পূর্বের বচন। গুরুগৃহ হতে ঘরে করিয়ে গমন॥ বিবাহ করিলে ভার্য্যা কিবা রূপ তার। পরিবার বর্গের কুশল সমাচার॥ মোরে কি পড়িত মনে থাকিয়া গৃহেতে। গুরুপত্নী বাক্য কিছু আছে কি মনেতে॥ একদিন গুরুপত্নী আমা হুইজনে। কহিলেন কুলকাষ্ঠ সংগ্রহ কারণে॥ তাঁহার বচনে তবে মোরা তুইজন। আজ্ঞা পেয়ে মহাবনে করিত্র গমন॥ বনেতে প্রবেশি কাঠ খুঁজিয়ে বেড়াই। মহাবাতে মহাবনে তুইজনে যাই॥ ভয়ঙ্কর রৃষ্টি বনে হইল পতন। ভয়ানক শব্দে মেঘ করিয়ে গর্জ্জন॥ তবে মোরা ছুইজনে রক্ষের তলায়। বাত র্ষ্টি দহ্য করি চ'জনে তথায়॥ ক্রমেতে হইল ভাই দিবা অবদান। দিবাকর করহীন অস্তাচলে যান। ক্রমে সন্ধ্যা উপনাত ঘোর অন্ধকার। দৃশ্য নাহি হয় দিক তথায় কাহার॥ তবে তথা ছুইজনে ব্যাকুল হইয়ে। হাত ধরাধরি করি বেড়াই ভ্রমিয়ে॥ অন্ধকার বনপথ দৃষ্টি নাহি হয়। হইল অনেক রাত্র মনস্থির নয়॥ তবে মুনি সান্দীপনি করে অন্থেষণ। কিছুতেই আমাদের নহে দরশন॥ তবে মুনি ডাক দিল করি উচ্চৈঃস্বর। বনমাঝে আমাদের পাইল উত্তর॥ শব্দ অনুসারি তবে মোরা তুইজন। শীস্রগতি করি গতি মুনির দদন॥ তবে গুরু আশীর্বাদ করি বহুতর। আমাদের দিল বর আনন্দ অন্তর॥ তোমরা আমার শিশ্ব শাস্ত তুইজন। একান্ত মনেতে কর গুরু আরাধন॥

আমার কারণে এই চুরস্ত কাননে। পাইলে বিষম ক্লেশ ঘোর বরষণে॥ তোমরা হুজন হও বড় শুদ্ধমতি। কাননে পাইলে এই বিষম তুৰ্গতি॥ অতএব মম বাক্য শুন সারোদ্ধার। মনোভিন্ট সিদ্ধ হবে তোমা দোঁহাকার॥ চতুঃষষ্ঠি বিত্যা শিক্ষা হইবে নিশ্চয়। মম আশীৰ্কাদ কভু অন্তথা না হয়॥ ঘরে যাও শীঘ্রগতি বাক্যেতে আমার। এখন সে কথা সথা ভাব একবার॥ গুরুকুলে থাকি সদা পাই কত হুঃখ। গ্যহে আসি কিছুতেই নাহি পাই হুখ॥ এইরূপে নানা কথা কহিল বিস্তর। পত্নীসহ বনমালী হরিষ অস্তর ॥ পরে শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন। দ্বিজের সহিত তবে দেব নারায়ণ॥ পত্নীর দহিত দিজে করি উপহাস। দ্বিজে নিরীক্ষণ করে হইয়ে উল্লাস। ঈষৎ হাসিয়ে কিছু দ্বিজবরে কয়। শুন স্থা কহি কিছু বাক্য স্থধাময়॥ আমার লাগিয়ে তুমি কি দ্রব্য আনিলে। কেনবা আমারে তুমি তাহা নাহি দিলে॥ কহি শুন নরপতি অপূর্ব্ব কাহিনী। ব্ৰাহ্মণে তণ্ডুল কণা দিলেক ব্ৰাহ্মণী॥ লঙ্জায় ব্রাহ্মণ তাহা লুকায়ে রাখিল। কুষ্ণের ঐশ্বর্য্য হেরি তাহা নাহি দিল॥ তাহাতে হইল দ্বিজ সবিশ্বয় মন। সে হেতু তণ্ডুল কণা না দিল ত্রাহ্মণ॥ ক্লফের ঐশ্বর্য্য যত দেখি দ্বিজবর। তবে তথা মনে মনে চিন্তিল বিস্তর॥ তণ্ডুলের কণা আমি দিব কিরূপেতে। এত ভাবি দ্বিজ তাহা রাখে গোপনেতে॥ বস্ত্রথণ্ডে বাঁধা তাহা কক্ষতলে ছিল। অন্তর্য্যামী নারায়ণ অস্তরে জানিল॥

ভকতবংদল হরি রূপার দাগর। হাসি হাসি ব্রাহ্মণেরে কহে তদম্ভর॥ মোর লাগি কোন দ্রব্য করিয়ে যতন। আনিয়াছ কেন নাহি দিতেছ এখন॥ ভক্তি করি যেই ভক্ত যেবা দ্রব্য দেয়। তাহাতে সম্ভোষ আমি জানিবে নিশ্চয়॥ ভক্তি করি যেবা যাহা করয়ে অর্পণ। যতনেতে তাহা আমি করি যে ভক্ষণ॥ ভক্তের কিঞ্চিৎ দ্রব্য লই স্যতনে। অভক্তের দ্রব্য কভু না দেখি নয়নে॥ এই মত ভগবান কহিল তথন। অধোমুখে রহে দ্বিজ না কহে বচন।। তত্তুলের কণা কৃষ্ণে না দিতে পারিল। नाताय भरत भरत मकलि कानिल ॥ সর্ববস্থুতময় কৃষ্ণ সকলের সার। চিন্তিলেন মনে দ্বিজ রূপা করিবার॥ আসিয়াছে ধনলোভে দরিদ্র ব্রাহ্মণ। হইবে ইহারে দিতে অগণন ধন॥ ইহাকে ছুৰ্ল্ল পদ প্ৰদান করিব। এত চিন্তি ভক্তময় দেব শ্রীমাধব॥ কক্ষদেশে বস্ত্রথণ্ডে খুদ বাঁধা ছিল। হাস্থাননে হরি তবে ত্রাহ্মণে কহিল॥ কছ দ্বিজবর কক্ষ বস্ত্রে কিবা আছে। কেননা বলহ তাহা তুমি মম কাছে॥ এত কহি কক্ষ হ'তে তাহা কাড়ি লয়। অমনি খুলিল খুদ হরি দয়াময়॥ তবে হরি দ্বিজ্বরে কহিল বচন। এই দ্রব্য ভালবাসি শুনহ ত্রাহ্মণ ॥ বড় প্রিয়তম মম জানিবে নিশ্চয়। বলিতে বলিতে কুফ এক মৃষ্টি খায়॥ পুনঃ এক মৃষ্টি হরি খাইবার তরে। তুলিলেন সেই খুদ আপনার করে॥ তবে লক্ষী হাতে ধরি করিল বারণ। শুন গুণমণি আর না কর ভক্ষণ ॥

विना गुला वक त्रव खाकारणत घरत। কহিলাম সত্য বাণী তোমার গোচরে॥ লক্ষীর বচনে তবে দেব নারায়ণ। তণুলের কণা আর না করে ভকণ। তবে ছয়ে ব্রাহ্মণেরে করি সমাদর। বিধিমতে দ্বিজ্বরে করান আহার। সেই নিশি দারকায় হুখেতে রহিল। পরদিন দ্বিজবর নিজ গৃহে গেল॥ कृरक्षत्र निकर्षे षिक लङ्ख विलाग्न । চিম্ভাযুক্ত চিত্তে পথে ধীরি ধীরি যায়॥ মনে মনে দ্বিজবর করিছে চিন্তন। আইলাম কুফপাশে পাইবারে ধন॥ কিন্তু হরি আমারে যে দরিদ্র দেখিল। সে কারণে ধন কিছু আমারে না দিল॥ আবার ভাবিল মনে সেই দ্বিজবর। ধন না চাহিন্মু আমি তাহার গোচর ॥ যাচিয়া আমারে ধন কেন নাহি দিল। এইরূপ ভাবি দিজ পথেতে চলিল।। পুনঃ দ্বিজ্বর হয় চিন্তায় মগন : কিবা হয় আর এক অপূর্ব্ব দর্শন॥ কি আশ্চর্য্য হয় সেই ঈশ্বরের লীলা। আমাকে দেখিয়া নাহি করে অবহেলা॥ দরিদ্র ভাবিয়ে মোরে ঘুণা না করিল। ধরিয়া আপন হস্তে আলিঙ্গন দিল ॥ তিনি দেব মারায়ণ সকলের সার। আমি নরাধম হই পাপ জুরাচার॥ সেই জগতের হরি সার দ্যাময়। মোরে আলিঙ্গন করে আপন রূপায়॥ অসম্ভব হয় ইহা আশ্চর্য্য কথন। মহাদেবী লক্ষ্মী মোরে করিল সেবন ॥ ব্যজন লইয়া মোর শ্রান্তি দূর কৈল। তুইজনে মম পদ প্রকালিয়া দিল। যে জন কুষ্ণের পদ করয়ে সেবন। স্বৰ্গ অপবৰ্গ লাভ করে সৰ্ববন্ধণ।

**এই हिंकु धन মোরে क्व्यः नाहि मिल।** এত চিন্তি দিজবর গমন করিল। নিজ গৃহ ছিল যথা তথা উপনীত। গৃহ না হেরিয়া দ্বিজ ভাবে বিপরীত॥ আপন কুটীর তথা না করি দর্শন। মনে মনে দ্বিজ হ'লো আশ্চর্য্য তথন॥ শত শত বিমানে আরত সেই স্থান। কত শত হেরে তথা বিচিত্র কানন॥ পুষ্পের কানন আর উত্যান হুন্দর। হেরিয়া চিস্তিত তবে হয় দ্বিজবর॥ হেরিল বিচিত্র পুরী তথায় হয়েছে। কত নর নারীগণ সেই স্থানে আছে॥ इन्द्रभूती किनि मिह भूती य पिथिन। মনে ভাবে কেবা হেথা বাসস্থান কৈল। কোথায় ব্রাহ্মণী মোর করিল গমন। কিবা আজি মম ভাগ্যে হইল ঘটন॥ মম পত্নী কোথা আছে কিছুই না জানি। চিন্তাযুক্ত ধিজবর হইল তথনি॥ পুরীর বাহিরে বিপ্র এইরূপে ভাবে। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী পতিরে দেখে তবে॥ দূর হতে নিজ পতি করি দরশন। বাহিরেতে দাসী সঙ্গে করিল গমন॥ महानत्म मध हरत्र विरत्थत त्रभी। পতি দরশনে তুই হইল আপনি॥ বহুদূরে দাসী সহ বাহিরে আইল। নানাবিধ গীত বাহু হইতে লাগিল। পরমাহন্দরী রূপ করিয়া ধারণ। नाना जनकात धनी कतिरय पृथ्य ॥ পতির নিকটে আসি উপনীত হয়। পতিপদ দরশনে আনন্দ হৃদয়॥ তবে সে ব্রাহ্মণী হয়ে উল্লাসিত মন। সাফীঙ্গে বিপ্রের পদে প্রণমে তথন॥ সজল নয়নে বামা দাঁড়ায়ে রহিল। বিভাধরী সম রূপ ব্রাহ্মণ হেরিল।

শত শত দাস দাসী সঙ্গেতে তাহার। দরশনে আশ্চর্য্য মানিল বিপ্রবর ॥ বিশায় মানিয়া বিপ্র সহিত রমণী। পুরী মাঝে আনন্দেতে প্রবেশে তথনি॥ অপূর্ব্ব ছেরিয়া পুরী রতনে গঠিত। শত শত মণিস্তম্ভ তাহাতে রচিত॥ রতন পালক্ষ শোভা করি দরশন। দাস দাসী করিতেছে চামর ব্যক্তন ॥ গৃহ চারিদিকে কত হীরক খচিত। স্থবৰ্ণ আসন কত রয়েছে নিৰ্মিত॥ মুকুতা খচিত গৃহ দৃষ্ঠ মনোহর। স্ফটিক খচিত কত রহিয়াছে ঘর॥ রতন নির্দ্মিত কত আছে দীপমালা। দেখিয়া বিপ্রের মন চমৎকুত হৈলা॥ বৈভব দেখিল বিপ্র মনেতে ভাবিল। মনে মনে কতবার ধিকার করিল।। মম সম হতভাগ্য নাহি এ সংসারে। विषय विषय विषय जूनाटन जायाद्व ॥ কেবা আর ভাগ্যবান আমার মতন। জগতের সার হরি পরম কারণ॥ একমৃষ্টি খুদ মাত্র ভক্ষণ করিল। আমারে অতুল ধনে ভুলাইয়া দিল॥ জগৎ জীবন সেই জগৎ আশ্রয়। আমারে করিল কুপা দেব কুপাময়॥ মম দথা হয় দেই পরম কারণ। জন্মে জন্মে পাই যেন তাঁহার চরণ।। সেই পদে ভক্তি যেন থাকে অনিবার। আর কোন চিস্তা যেন না থাকে আমার॥ বিষয় বিষম মদে উন্মত্ত না হই। তাঁহার চরণে যেন সদা বাঁধা রই॥ সেই পদ বিশ্বত না হয় মম মন। এই বর দেহ মোরে ওহে জনার্দন॥ সতত করিব তব চরণ সেবন। এই কুপা কর মোরে জগত জীবন।

এইরপে অমৃতপ্ত হ'রে বিপ্রবর।
পাইরে অতুল ধন কাতর অস্তর ॥
সদা ভাবে হরি পদ একান্ত হইরে।
নাম সংকীর্তন করে আনন্দ ছদয়ে॥
কর্মপাক নই্ট হয় ভাবি হরিপদ।
ইহকালে পায় বিপ্র অতুল সম্পদ॥
চরমে পরমগতি পাইল গ্রাহ্মণ।
শ্রীহরি দিলেন তাঁরে অভ্য় চরণ॥
একমনে যেই ভনে হ্রদামা চরিত।
কৃষ্ণপদ পায় সেই জানিবে নিশ্চিত॥
এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ ভঞ্জন॥
ভাগবত কথা হয় পরম কারণ।
দাস ভাবে যেন রহে হরিপদে মন॥
ইতি শ্রীমহাগবতে হশমহন্দে হ্রদামা চরিত সমাপ্র।

# অথ প্রভাস গমন।

শুকদেব কছে পরে শুনহ রাজন। এইরূপে লীলা করি কুষ্ণ সন্ধর্যণ ॥ দর্ববগ্রাস সূর্য্যের হইবে উপরাগ। কল্লক্ষ্ম মনেতে জানিয়া মহাভাগ॥ ইহার অগ্রেতে তীর্থে করিল গমন। দারকা-নিবাসী সঙ্গে লইয়া তখন॥ হরিষ অস্তরে সবে গমন করিল। স্থমন্তক পঞ্চক তীর্থে উপনীত হৈল। ভূগুরাম যেই তীর্থ করিল নির্মাণ। সেই কথা কহি শুন ওছে মতিমান॥ তিন সপ্তবার ধরা ক্ষত্র শৃষ্ঠ করে। পঞ্চ হ্রদ নিরমিল ক্ষত্রিয় রুধিরে॥ তীর্থছলে সেই স্থলে দেব হলধর। যজ্ঞ আদি নানা কর্ম করিল বিস্তর ॥ লোক উদ্ধারের হেতু পতিত পাবন। করিলেন সেই তীর্থে পাপ বিনাশন॥

প্রভাগ তাহার নাম সর্ব্ব তীর্থ সার। সেই তীর্থে সবে ধায় হরিষ অপার॥ দ্বারকা-নিবাদী যত করিল গমন। সবে ধায় হর্ষকায় আনব্দে মগন॥ উদ্ধবাদি সকলেতে আইল তথায়। বুষ্ণিবংশ যত জন সকলেতে যায়॥ অক্রুরাদি সকলেতে তথায় চলিল। বাহ্লিকাদি রাজবংশ গমন করিল॥ বহুদেব আদি করি যতুবংশ যত। পাপ বিমোচন হেতু তথা উপনীত॥ কুষ্ণ পুত্রগণ সবে আনন্দে মাতিল। গদ শাম্ব আদি করি সকলে চলিল॥ প্রহান্ন ভূচন্দ্র অনিরুদ্ধ সবে ধায়। শুকাদি সারণ সবে আনন্দ হৃদয়॥ কুতবর্মা সৈম্মসহ করিল গমন। কেহ গজে কেহ অশ্বে করি আরোহণ॥ কেই রথে চড়ি যায় আনন্দ অন্তরে। কেহ যায় পদত্রজে কেহ উদ্ব্রোপরে॥ নর্যানে কেহ কেহ হৈল আগুদার। বসন ভূষণ পরি নানা অলঙ্কার॥ অসংখ্য যাদব দল যায় হুষ্চিতে। আইল দেবতা যেন কলত্র সহিতে॥ প্রভাসের কুলে সবে উপনীত হয়। সেই তীর্থে স্নান করি উপবাসী রয়॥ বিপ্রগণে আনন্দেতে দান করে কত। স্থবৰ্ণ কাঞ্চন আর ধেনু শত শত॥ রামহদে করি স্নান তবে সর্বজন। বিপ্রগণে দিল দান বিবিধ রতন ॥ এইমতে স্নান দান অনেক করিল। আনন্দ সলিলে সবে নিমগ্ন হইল॥ পরে বসি বৃক্ষমূলে যতুকুলগণ। তথায় আইল কত আত্মীয় স্বন্ধন॥ পুথিবীর রাজা কত তথায় আইল। প্রভাস তীর্থেতে আসি উপনীত হৈল।

কত যে আইল নূপ সংখ্যা নাহি তার। সঙ্গেতে অসংখ্য সেনা হয় আগুসার॥ মৎস্থা বিদর্ভ আর কৌশলের রায়। কুরু স্ঞায় উশীনর আইল তথায়॥ মদ্র অধিপতি আর কেক্য় মহীপাল। পরিবার সহ আসে ল'য়ে নিজ বল॥ কত শত আসে নৃপ না পারি কহিতে। নন্দ আদি গোপগণ আদে আনন্দেতে॥ আইল গোপিনীগণ আনন্দ হৃদয়ে। কৃষ্ণ দরশন হেতু উন্মাদিনী হয়ে॥ তীর্থযাত্রা ছলে করে তথা আগমন। সাদরেতে পরস্পরে করে সম্ভাষণ ॥ গোপী যত আনন্দিত কৃষ্ণ দরশনে। তুষিলা औহরি সবে মধুর বচনে॥ আনন্দে দবার নেত্রে অঞ্চ বরিষয়। গোবিন্দ সম্ভোষ বাক্যে ভূষিল সবায়॥ পরে কুম্ভী ভাতৃগণে করে সম্ভাষণ। পরস্পর কৃছে বার্ত্তা কুম্ভী পুত্রগণ॥ वञ्चरानव कुछोरानवी करह जनस्रात । নয়নেতে অশ্রুকারি অনর্গল করে॥ কহে ভাই দয়াহীন তোমার অস্তর। একবার ভগী ব'লে স্মরণ না কর॥ বিপদে পড়িবু কত জানহ সকল। আমাদের হয় ভাই কত অমঙ্গল।। বহুদেব কছে আর রুথা শোক কর। মায়াময় এ সংসার সকলি অসার॥ মায়াতে আরত এই জগতের জন। ঈশ্বরে অন্তরে কেছ না করে শ্বরণ॥ কৰ্মভোগে পায় ক্লেশ জানিবে নিশ্চয়। জীবদেহ স্বতন্ত্র না হয় আত্মময়॥ কংসভয়ে দেশান্তরে গমন স্বার। ভগবান রাথে করি কংসের সংহার ॥ वश्रामय व्यामि शास करह वाका मत्य। क्छीरनवी अनि वानी कृष्टे हम जरत ॥

উগ্রসেন আদি সে দ্বারকাবাদী যত। এইমত পরস্পার বাক্য ক**হে** কত। আনন্দে মাতিল সবে কুষ্ণ দরশনে। ভীম দ্রোণাচার্য্য আদি অম্বিকানন্দনে॥ কুরুমাতা গান্ধারী ও পাণ্ডুপুত্রগণ। সঞ্জয় কুন্ডী বিহুর আর কত জন॥ কুপ শল্য ধুষ্টকৈতু দ্রুপদ রাজন। কাশীরাজ পুরুজিত আদি নৃপগণ॥ দামুঘোষ যুধামন্ত্য শৈবাল নূপতি। হুশর্মা বাহ্নীক ভোজ বিরাটাধিপতি **॥** যুধিষ্ঠির সহ সবে প্রবাদে আইল। নারায়ণ দরশনে আনন্দে ভাসিল॥ সাদরে সম্ভাবে সবে যত যতুগণ। মহাভাগ্য মহাভাগ্য বলে রাজগণ॥ কত ভাগ্য তোমাদের কে পারে বলিতে। কুষ্ণপদ পাও সদা নয়নে দেখিতে॥ যোগীর ত্বর্ল ভ সেই গোবিন্দ চরণ। অনায়াসে সর্বক্ষণ কর দরশন॥ যাঁর পদ স্মরণেতে পাপ হয় ক্ষয়। যাঁর পাদোদকে ধরা স্থপবিত্র হয়॥ সর্বাক্ষণ হুখে রহ তার দরশনে। তোমাদের ভাগ্য যত কহিব কেমনে॥ পরম কারণ হরি যশোদা-কুমার। তাঁর দরশনে সবে আনন্দ অপার॥ এইরূপে হরিকথ। কহে সর্বজন। পরস্পর সকলেতে আনন্দে মগন॥ আলিঙ্গন করে সবে যতুগণ সঙ্গে। রামকুষ্ণে আলিঙ্গন করিলেন রঙ্গে॥ তদন্তর নন্দঘোষ আনন্দ অন্তরে। যত্রগণ সঙ্গে আসি সম্ভাষণ করে॥ কুষ্ণ বলরাম রূপ করি দরশন। প্রেমানন্দে অঞ্রাশি হয় বরিষণ **॥** কাঁদিয়া আকুল মুখে বাক্য নাহি সরে। কুষ্ণ বক্ষঃ ভিজাইল নয়নের নীরে॥

তদন্তরে যশোমতী কুষ্ণে কোলে নিল। নয়নের জলে তার বসন ভিজিল। চির তুঃথ দূরে গেল আনন্দ অন্তর। রোহিণী যশোদা আদি হরিষ অন্তর॥ দেবকী আসিয়া পরে তাহাদের সনে। পরস্পর সম্ভাষণ করেন যতনে॥ গলা ধরাধরি করি কত কথা কয়। চির তুঃখ দূরে গেল আনন্দ হৃদয়॥ সবে মিলি कृष्णुत्रश करत नित्रीक्रण। অমুরাগে হুদি কাঁপে সজল নয়ন॥ একমনে গোপীগণে হেরে কুষ্ণরূপ। মোহন মুরতি হেরি সকলে কৌতুক ॥ নারায়ণ গোপীগণে করি দরশন। একেবারে হইলেন আনন্দে মগন॥ क्रुटक्षत्र निक्रिंग मर्ति शमन क्रिन। মুত্র হাস্তে কুষ্ণে কিছু কহিতে লাগিল॥ শুন কহি গোপাঙ্গনা আমার বচন। আমারে কি কদাচিত করিতে স্মরণ ॥ আমার সহিত স্বার যেমন স্থহৎ। তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটে বিধির বিহিত। পবন গতিতে মেঘ যেইরূপ হয়। বিধিকত সেইরূপ মোদের ঘটয়॥ তোমাদের স্নেছ হয় যেরূপ আমারে। অনায়াসে মুক্তি পাবে এ ভব সংগারে॥ মোর প্রতি স্নেহ সবে ভাগ্যের কারণ। তাহাতে আমারে বশ কৈলে সর্বজন॥ তোমাদের প্রেমে বশ জানিবে নিশ্চয়। তোমাদের দেহ মন শরীর যে হয়॥ ভিন্ন ভাব নাহি ভাবি মনে কদাচন। গোপাঙ্গনা কছে শুনি কুফের বচন॥ কহিতে লাগিল দবে অমুরাগ ভরে। হৃদয়ে ভাবিয়ে সেই দেব যোগেশ্বরে॥ চিন্তব্যে পরমপদ গোপ-কুলবালা। পতিত জনের হরি তুমি মাত্র ভেলা॥

শুন কছি কুপাময় কুপার আলয়।
সেই পদ কর যদি মানসে উদয়॥
গোপ-কুলবালা মোরা গৃহবাসী জন।
বাসনা মোদের শুন শ্রীনন্দনন্দন॥
ভাগবতে হরিকখা শ্রবণে ফুন্দর।
দাস ভাসে হরিপদে মন মধুকর॥

ইতি শ্রীমস্কাগবতে দশমন্বন্ধে প্রভাগ মিলন সমাপ্ত।

অণ কুককেত্ৰ যাত্ৰা।

শুকদেব বলে রাজা করহ প্রবণ। সম্ভাষিয়া গোপীগণে শ্রীমধুসুদন॥ অনস্তর নারায়ণ যুধিষ্ঠির প্রতি। কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর ভারতী॥ কুশল বারতা মোরে কহ ধর্মরায়। তাহা শুনি যুধিষ্ঠির করপুটে কয়॥ কৃষ্ণ পদতলে ধর্ম করি কৃতাঞ্চলি। কুশল বারতা কহে হ'য়ে কুতৃহলি॥ শুন কৃষ্ণ কহি আমি প্রকৃত কাহিনী। यिहेक्ज उव भूरथ छटन मन। वांगी॥ তব পদ মধুপান করে যেইজন। তব লীলা কথা যেবা করয়ে শ্রেবণ॥ কোথা অমঙ্গল তার সঙ্কটেতে ভয়। তব পাদপদ্মে যার মতি সদা রয়॥ ত্যজিয়ে বৈকুণ্ঠ এই ধরায় আইলে। মহাভার ধরণীর বিনাশ করিলে॥ এইমত চুইজনে কত কথা হয়। তদস্তর কৌরবগণের বামাচয়॥ আনন্দিত মনে আসি কৃষ্ণপত্নী পাশে। করপুটে সাদরেতে কত কথা ভাষে॥ কুতাঞ্চলি করি কছে ক্রপদ-নন্দিনী। ধীরি ধীরি কত কথা কছে স্থবদনী॥

শুন কহি গুণবতি হরি মনোহরা। জগত জীবন হরি জগতের পরা॥ শুনহ রুক্মিণী ভদ্রা আর জাম্বুবতী। সত্যভাষা কালিন্দী করহ অবগতি॥ সকলের ভর্তা হরি নিজে ভগবান। কিরূপে কাহার ভার্তা না জানি কারণ। সেই কথা কছ মোরে করিব শ্রবণ। **একে একে বিস্তা**রিয়ে বল বিবরণ ॥ व्यवर्ग क्षय हरत कृष्टे व्यक्तिया । দ্রোপদী বচনে তবে রুক্মিণী যে কয়॥ তবে শুন কহি আমি পূর্বের কাহিনী। আনন্দ পাইবে হুদে ক্রুপদ-নন্দিনী॥ আমারে লইতে দামুঘোষের নন্দন। বহু সৈন্ত সঙ্গে আনে বিবাহ কারণ॥ একা হরি সকলেরে পরাজিল রণে। যেমন কেশরী বধে ক্ষুদ্র মুগগণে॥ বলেতে আমারে হরি হরণ করিল। দারাবতী আসি বিভা হরিষে করিল। পরম পুরুষ হরি সকলের সার। দেই পদে মতি মোর রহে অনিবার॥ जूलिया ना याहे (यन (म त्राक्रा हत्र। তোমারে কহিন্দু আমি স্বরূপ বচন॥ তদন্তর সত্যভামা কছে মুদ্রস্বরে। পাঞ্চালেতে জামুবান পরাজয় ক'রে॥ স্থামন্তক মহামণি আনি তথা হ'তে। আমার জনকে দিল সানন্দিত চিতে॥ সভয় অন্তরে তবে জনক আমার। হরিসহ বিভা মোর দিল তদস্তর॥ অপরেতে কহিলেন দেবী জামুবতী। ভনহ দ্রোপদী দেবী আমার ভারতী॥ সপ্তবিংশ দিন করি যুদ্ধ পিতা দনে। নহে পরাভব কেহ সম দোঁহে রণে॥ পরে মম পিতা জানি পরম কারণ। সুরারি করেতে মোরে করিল অর্পণ।

कालिकी कहिल शांत्र छन छनवछी। যেইরূপে বিভা মোরে করে যতুপতি॥ যমুনা-কুলেতে ছিমু ব্রত আচরণে। কুষ্ণ পতি হবে এই সদা ভাবি মনে॥ হেনকালে শৃষ্ঠপথে আসি নারায়ণ। অৰ্জ্জুন সহিত হরি রণে আরোহণ॥ সেই স্থানে পাণিগ্রহ করিল আমার। এবে হরিপদে মতি রহে অনিবার॥ মিত্রবিন্দা কছে সখী শুনহ বচন। স্বয়ন্বরে হরি মোরে করিল হরণ॥ মম চারি ভাতৃগণে করি পরাজয়। বিবাছ করেন মোরে হরি দয়াময়॥ শৈব্যা কছে শুন কহি বিবাহ বচন। আমার পিতার করি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গন॥ গো-রুষ সপ্তক মোর পিতা পণ করে। পরাজিয়ে বলাবল পরীক্ষার তরে॥ সেই সপ্ত রুষে হরি করি পরাজয়। বিবাহ করেন মোরে হরি দয়াময়॥ এসেছিল যত রাজা বিবাহ কারণ। তাহাদের সনে পথে বাধিল যে রণ॥ অবহেলে নুপদলে করি পরাজয়। বিবাহ করেন মোরে হরি দয়াময়॥ ভদ্রাবতী কহে শুন আমার বারতা। হরিপদ যতনে ধরিয়া মম পিতা॥ মোরে দান করিলেন হরিষ অস্তরে। কহিলাম পূৰ্ব্বকথা এখন তোমারে॥ এখন প্রার্থনা মম শুন গুণবতী। জন্মে জন্মে হরি যেন হয় মম পতি॥ नक्रना करहम छन ट्योशनी इन्नती। মম পিতা বিভা দিল মহাপণ করি॥ মহা ধনু যেইজন বলেতে ভাঙ্গিবে। তাহাকে আমার পিতা যত্নে বিভা দিবে॥ স্থয়ন্বরে পৌরুষ পাইবে সেইজন। এইরূপে মম পিতা করিলেন পণ॥

কিন্তু আমি হরি রূপ করিয়ে ভাবণ। তাঁরে পতি করিবারে হৈল মম মন॥ তাহা শুনি পিতা মম বড় স্নেহ হৈল। এক মৎস্য নির্মাইয়া উর্দ্ধেতে রাখিল। নীচেতে রাখিল জল দেখিবার তরে। জল দুশ্যে তারে যেই বিদ্ধিবেন শরে॥ সেইজন লভে মম ছুহিতা-রতন। এরপ প্রতিজ্ঞা শুনি যত নৃপগণ॥ অসংখ্য আইল রাজা লভিতে আমায়। সমাদরে পিতা মোর কহিল তাহায়॥ এই লহ ধনু শর বিশ্বহ মৎস্থেরে। **क्ट नाहि (महें ध्यू ज़्**लिवादा नादत ॥ কেহ না পারিল তাহে গুণ সংযোজিতে। কেই বা আছাড় খেয়ে পড়িল ভূমিতে॥ পরাভব মানি তবে মহাবীরগণ। জরাসন্ধ শিশুপাল আদি চুর্য্যোধন॥ রাধাপুত্র ধনঞ্জয় ভীম মহাশয়। বহু ক্লেশে ভঙ্গ দিল মানি পরাজয়॥ কিন্তু কেছ সেই মংস্থা বিশ্ধিতে নারিল। এইরূপে বীর যত দর্প হত হৈল।। তদন্তর যতুবর আনন্দিত মনে। কৌতুকে ধরিল ধন্ত দেখে সর্বজনে॥ বামহন্তে ধরি ধনু তুলিল হেলায়। লক্ষ্য করে সেই মৎস্য জলের ছয়ায়॥ জলের ছায়ায় তবে করি দরশন। সম্বরে সে মৎস্থ বিদ্ধে দেব নারায়ণ॥ কাটিয়া পড়িল মংস্থ সভার ভিতর। বাজিল হুন্দুভি বাতা স্বর্গের উপর॥ দেবগণ আনন্দেতে নাচিতে লাগিল। জয় শব্দে চারিদিকে শব্দিত হইল॥ মহানন্দে দেবগণ পুষ্পরৃষ্টি করে। সেইক্ষণে রত্নমালা দিকু দামোদরে॥ মহানন্দে বরমালা দিলাম গলায়। নানা বান্ত বাজে সব আনন্দিত তায়॥

মহোৎসব মহারব চৌদিকেতে হয়। মোর রূপে নৃপ যত জ্ঞান হত প্রায়॥ অনঙ্গে মোহিত তবে যত নৃপগণ। বিমর্ষ অন্তরে সবে করিল গমন॥ তবে দেব নারায়ণ আনন্দ অন্তরে। আমারে তুলিয়া লয় রথের উপরে॥ চতুতু জ চারিহাতে আমারে ধরিল। দারুক সার্থি তবে রথ চালাইল। পথ মাঝে নুপগণ কুষ্ণেরে ঘেরিল। আমারে লইবে কাড়ি মনেতে চিন্তিল। বিপক্ষ হইয়ে যত নরপতিগণ। ক্ষুষ্ণসহ সেই স্থানে করে ঘোর রণ॥ একা কৃষ্ণ পরাজয় করিল সবারে। সিংহ যথা ব্যাঘ্র মাঝে পরাক্রম করে॥ সেইমত নারায়ণ সমরে জিনিল। ভয়ে যত নরপতি সবে পলাইল॥ হইল প্রলয় যুদ্ধ তাহাদের সনে। মহাভীত রাজগণ পলায় সঘনে॥ তবে হরি দ্বারকায় আনন্দে আইল। আমার জনক তবে হরিকে পূজিল॥ যতনে পূজিল আর বান্ধব স্বজন। বস্ত্র অলঙ্কার আদি দিল বহুধন॥ কত শত দাস দাসী প্রদান করিল। হয় হস্তী রথ রথী বস্ত্র কত দিল॥ এইরূপে মোরে বিভা করে জনাদিন। এই দাদী দঙ্গে হরি আইল ভবন॥ কত ভাগ্য কত পুণ্য আছিল আমার। কত যে করিত্ব তপ সংখ্যা নাহি তার॥ তাই দাসীরূপে করি চরণ সেবন। তদন্তরে নরক ভূপতি বিনাশন॥ তারে মারি যোল হাজার কামিনী হরিল। मया कति मयाग्य विवाह कतिन ॥ কি কব ভাগ্যের কথা শুন গুণবতী। শ্রীকুষ্ণের যোগ্য মোরা নৃহি কোন সভী॥ তবে কোন তপোবলে পাইকু তাঁহায়।
কেবল সম্পদ সব তাঁহার ইচ্ছায়॥
ব্রুক্তল নারী বাঞ্চে সদা যে চরণ।
হেলায় সে পদ মোরা ক'রেছি সেবন॥
ভাগবত হরিকথা অমৃত লহরী।
যেই পুণ্যবান হয় শুনে বাঞ্চা করি॥
মহামুনি ব্যাসদেব শ্লোকেতে রচিল।
দাস ভাষে হরিপদে চিত্ত মা হ'ল॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশম্বন্ধে কুরুক্তেত্র

যাত্রা সমাপ্ত।

वर्ष चीक्रस्थत जीर्थ बाजा। তদন্তর নরবর করহ শ্রবণ। এইরূপে পরস্পরে কথোপকথন॥ कुछी शाक्षाती बात क्रम्भनिननी। রাজাগণ পত্নী যত শ্রীকৃষ্ণ রমণী॥ ক্বফ কথা আলাপন করি সর্বজন। হরি প্রেমে একেবারে ইইল মগন॥ প্রেমে পুলকিত নয়নেতে বারি বছে। একেবারে সকলেতে জ্ঞানশুন্ত রহে। হেনকালে মুনিগণ তথায় আইল। রামকুষ্ণ দেখিবারে বেগেতে ধাইল॥ আনন্দ অন্তরে যায় সত্তর গমনে। বেদব্যাদ নারদাদি রহে দেইখানে॥ বিশ্বামিত্র শতানন্দ আইল দেবল। আইল চ্যবন মুনি হ'য়ে কুভূহল।। ভরম্বাজ গৌতম সে আনন্দ অন্তরে। বহু শিষ্য দঙ্গে রাম আসে তদন্তরে॥ বশিষ্ঠ দ্বৈপায়ন ভৃগু আইল তথন। পুলস্ত্য কশ্যপ আদি করিল গমন॥ আইল মার্কণ্ড মুনি আর রহম্পতি। সনক সনন্দ আর অত্রি মহামতি॥ যাজ্ঞবন্ধ্য আইল সে সনংকুমার। অগন্ত্য ও বামদৈব আসে কত আর॥

আনন্দ অন্তরে সবে কুরুক্ষেত্রে আইল। আসিয়ে কুষ্ণের পদ দরশন কৈল॥ মুনিগণ দরশনে সভাজন সবে। রামকৃষ্ণ পাণ্ডুপুত্র আর নূপ তবে॥ সম্রমে উঠিয়ে সবে প্রণতি করিল। যথাবিধি সকলেতে সবারে পূজিল॥ পাগ্য অর্ঘ্য দিয়ে সবে করিয়ে যতন। বসিবারে দিল তথা দিব্য কুশাসন॥ তবে ডাকি ঋষিগণে দেব দামোদর। বিনয় বচনে সবে করে সমাদর॥ কি কব ভাগ্যের কথা জনম সফল। সার্থক জীবন ছেরি চরণ কমল। দেবতা তুর্লু ভ সব মহা যোগেশ্বর। একেবারে দেখিলাম পদ স্বাকার॥ জগতে দেবতা যত রচিত পাষাণে। আর যত দৃশ্য হয় মৃত্তিকা নির্মাণে॥ আর যত তীর্থ আছে জগত ভিতর। ইহারা পবিত্র করে জীবের অন্তর॥ বহুকালে পূত করে মানবে নিশ্চয়। কিন্তু সাধু দরশনে সন্ত মৃক্তি হয়॥ চক্র সূর্য্য তারা পৃথী জল হুতাশন। পাপের বিনাশ হয় করিলে সেবন॥ নরে যত পাপ করে একান্ত মনেতে। নাশে পাপ বহুকালে এই অবনীতে॥ কিন্তু যেইজন করে সাধুর সেবন। ক্ষণমাত্রে হয় তার পাপ বিমোচন॥ দরশনে পাপ নাশ বিনাশ নিশ্চয়। সাধু দরশন জীবে তুর্ল ভ যে হয়॥ कृत्यव मृत्थत वांगी अनि मूनिशंग। শুদ্ধভাবে রহি সবে করয়ে চিন্তন॥ वृक्षिज्ञम रेहल मर्ट हित्रत वर्टन । মনে মনে বিচারিল সবে সেই স্থানে॥ দেব চিন্তামণি দবে অন্তরে জামিল। কুতাঞ্চলি হ'য়ে তবে কহিতে লাগিল।

छन एनव क्लाबाथ त्यारमत वहन। তোমার মায়াতে মুগ্ধ জগতের জন॥ জগত স্জন হেতু যত অধীশ্বর। সকলেতে আছে নাথ অধীন তোমার॥ একমাত্র মূল ভূমি ছও সর্কেশ্বর। একরূপে বহু মূর্ত্তি ধর দামোদর॥ স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ। ভক্তেরে রক্ষিতে তব হেথা আগমন॥ হরিতে অবনীভার মর্জ্যে অবতার। রাখিতে জগত করি হুফের সংহার॥ ব্রক্ষা শিব হয় দেব তোমার হৃদয়। চারিবেদ যোগ শাস্ত্র তব আত্মা হয়॥ षायात्तव जन्म षाकि नकल इहेल। তব জীচরণ-যুগ নয়ন দেখিল। নমো নমঃ নারায়ণ পরম কারণ। নমো নমঃ যোগেশ্বর ব্রহ্ম সনাতন॥ পরমাত্মারূপী সেই জগতের সার। অনন্ত মহিমা তব বেদে অগোচর॥ এইরূপে মুনিগণ করে কত স্তুতি। বার বার হরিপদে করে সবে নতি॥ হেনকালে বহুদেব তথায় আইল। কুতাঞ্চলি হ'য়ে সবে প্রণাম করিল। করযোড়ে কহি তবে সবাকার প্রতি। मूनिशर्ण करह किছू कतिरा मिनि ॥ नमरु कर्मानन अरह मुनिश्न। ভন এক নিবেদন আমার এখন ॥ कर्मभारक वस कीव याटा मूक रय। সেই কথা মোরে কহ ওহে দয়াময়॥ श्विशिश अभि वञ्चरित्व वहन। হাসি হাসি সবে করে কথোপকথন॥ দেবঋষি মুনিগণ কছিতে লাগিল। षाभ्वर्धा ना इय वद्यम्य या कहिल ॥ জিজ্ঞাদেন বহুদেব আপন মঙ্গল। নিকটেতে থাকে যদি জাহ্নবীর জল।

তাহে নরগণ করে বহু অনাদর। তাহা ছাড়ি অন্থ তীর্থে গমন সম্বর 🛭 সেইমত পুত্ৰভাবে দেব জনাৰ্দ্ধনে। কৰ্মভোগ হেছু তেঁই ভাবে মনে মনে॥ নারদ মুখেতে শুনি এ সব বচন। বহুদেব প্রতি তবে কছে মুনিগণ॥ ভন নরপতিগণ অপূর্ব্ব ভারতী। রাম হরি ছুইজন অনাদি মুরতি॥ শুন কহি বহুদেব অপূর্ব্ব কথন। কর্মমতে কর্মফল সাধুর বচন॥ যজ্ঞ আদি কর্ম করি মানব-নিকর। পরম আদরে যদি সেবে যজ্ঞেশ্বর॥ সে কৰ্ম্ম সাধিয়া সবে কৰ্ম্মভোগ নাশে। সাধুগণ এইমত শান্তে সব ভাষে॥ এই যোগ মহাসিদ্ধি পরম কারণ। গৃহীরা হইবে সিদ্ধ করি স্বস্ত্যয়ন॥ ভক্তিভাবে ভাবে সবে দেব যতুপতি। ধন আদি করে ক্ষয় ধর্ম্মে হয় মতি॥ হরিপদ একভাবে ভাবে অনুক্ষণ। তপস্থা করিয়া করে হরি আরাধন॥ দেব ঋণ পিড় ঋণ কভু নাহি রয়। কহিনু তোমারে এই বচন নিশ্চয়॥ শিশুকাল হ'তে তুমি হরিরে সেবিলে। রাম হদে কুষ্ণ সহ স্নানাদি করিলে॥ একান্ত মনেতে দান করি দ্বিজগণে। পাইলে সে পুত্ররূপে পরম কারণে॥ তব কৰ্ম্মবন্ধ ভয় কিছু না রহিল। বহুদেবে মুনিগণ এরূপ কছিল॥ তাহ। শুনি বস্থদেব আনন্দ অন্তরে। মুনিগণ পদে নতি বার বার করে॥ মহাযক্ত সেই স্থানে তবে আরম্ভিল। ঋষিগণে সাদরেতে বরণ করিল॥ ঋত্বিকেরা মহানন্দে যজ্ঞে ব্রতী হয়। দরশনে আনন্দিত যাদব তনয় ॥

সানন্দ হদয়ে করি স্নান সমাপন। পরিধান করে সবে বিচিত্র বসন॥ নানাবিধ অলক্ষার অক্ষেতে পরিল। বিবিধ ভূষণে সবে ভূষিত হইল। যহুকুল কামিনীরা আনন্দে মাতিল। বিবিধ বসন সবে পরিধান কৈল ॥ যজ্ঞাগারে দকলে করিল আগমন। স্বমধুর শব্দে বাত্য বাজিল তখন॥ মুদঙ্গ মুরজ কত বাজে মনোহর। পটহ ও ভেরী তুরী বাজিল স্থস্বর ॥ নাচিতে লাগিল যত নর্ত্তকীরগণ। স্মধুর স্বরে গায় কিন্নরে স্বন ॥ সূত ও মগধ আর বন্দীগণ যত। মনোহর তানে তারা স্তব করে কত। মুনিগণ হর্ষমনে যজ্ঞাহুতি দিল। সেইকালে রাম কৃষ্ণ তথায় আইল। বন্ধুগণ সহ হরি আইল তথায়। স্বগণ সহিত মন্ত্র জপে যতুরায়॥ তারাদল মাঝে যথা শোভে নিশাপতি। সেইমত যজ্ঞস্থলে দেব যতুপতি॥ তবে দেব নারায়ণ আনন্দ অন্তরে। দক্ষিণা দিলেন দান যত ঋষিবরে॥ দ্বিজগণে ধনদান করে হাউমনে। গো-ভূমি আদি দিল পরম যতনে॥ তদন্তর রামহদে নামি স্নান করে। অলঙ্কার দ্বিজগণে দেন অকাতরে॥ একে একে সহাকার সম্মান রাখিল। যত যত নরপতি তথায় আছিল॥ ৰূপগণ মুনিগণ আনন্দ মনেতে। সকলে আসিল সেই হরির কাছেতে॥ প্রশংসা করিল সবে যজ্ঞের কারণ। ধৃতরাষ্ট্র আদি করি যত নৃপগণ॥ সকলে আনন্দ-ছদে গেল নিজালয়। रति जनर्गन (रुष्ट्र विषश्च श्रमग्न ॥

বহুদেব মনোরথ পরিপূর্ণ হৈল। গোপদহ নন্দঘোষ সাদরে পৃজ্জিল॥ তবে বহুদেব নন্দে করিয়ে ধারণ। ব্যাকুলিত চিত্তে কহে কতই বচন॥ পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিল। পূর্ব্ব মৈত্র হেডু হুঃখ অন্তরে ভাবিল॥ আনন্দ অন্তরে তবে নন্দ মহামতি। গোপকুলসহ তথা করে অবস্থিতি॥ তিন মাস সেই স্থানে আনন্দে রহিল। পরে গোপ গোপীসহ নিজ দেশে গেল। কুষ্ণ আদি সবাকার সম্মতি হইল। মহানন্দে ব্ৰজপতি ব্ৰজেতে আইল॥ বহুদেব নন্দঘোষে রাখিল সম্মান। উগ্রসেন আদি করি আনন্দ বিধান॥ স্বত্তনে গোপগণে করিল বিদায়। মহা সম্মানিত হ'য়ে নিজ দেশে যায়॥ শুন কহি নরপতি অপূর্ব্ব কথন। কৃষ্ণপদে গোপীকুল রাখি নিজ মন। অন্তরে বিষণ্ণ অতি সকলে হইল। কাতর হইয়ে সবে ব্রব্জেতে চলিল॥ তবে যহুগণ অতি আনন্দিত মন। বর্ষাগতে ধরাপরে হয় বরিষণ॥ তবে সবে হর্ষমনে আসে ছারাবতী। জগতে জানিল বহুদেব যজ্ঞ কীৰ্ত্তি॥ এইরূপে হয় সেই যজ্ঞ সমাপন। দাস ভাষে নাহি গতি বিনে ঐচরণ॥ ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে দশমন্বন্ধে তীৰ্ঘদাত্ৰা সমাপ্ত।

অধ বেবকীর মৃত পুত্র আনরন :
তদন্তর নরবর করহ প্রবেণ ।
একদিন বলরাম সহ নারায়ণ ॥
মাতা পিতা যেই স্থানে আছেন বসিয়ে
তুই ভাই উপনীত সেই স্থানে গিয়ে॥

वञ्चलव दमवकीत हत्रत्। विम्नल। **जरव वश्रमव किंदू कृरक्षद्र कहिल ॥** म्निशन मूर्थ अनि कृष्ध विवत्न। কৃষ্ণ প্রতি করে কিছু প্রকৃত কন ॥ ওহে হরি মহাযোগী দেব গদাধর। জগতের পিতা ভূমি দেব যজেশ্বর ॥ ব্ৰহ্মদনাতন তুমি জগৎ আশ্ৰয়। যোগীর জীবন দোঁহে তোমরা নিশ্চয়॥ তোমাদের হ'তে হয় এ বিশ্ব স্থজন। পরম স্থন্দর হও তোমরা হুজন॥ জগতের মূল তোমা জানিয়াছি মনে। বিশ্ব বীজ হও দেব সকলেই জানে॥ তোমাদের হ'তে হয় সংহার পালন। ভোমাদের হ'তে হয় বিশ্বের স্ঞ্জন॥ সবার নিদান ভূমি পরম ঈশ্বর। তুমি জল তুমি স্থল হও জলধর॥ শাস্তি তেজ শক্তি আদি ভোমাতেই সব চক্র সূর্য্য তারা নভো তুমি হে মাধব॥ পঞ্চত্তময় তুমি আত্মারূপে হরি। ষড়রস হও তুমি মুকুন্দ মুরারী॥ ইন্দ্রিয় রূপেতে আছ মানব শরীরে। অমর রূপেতে রহ অমর নগরে॥ যোগীরূপে সাধ যোগ তুমি ইচ্ছাময়। সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ তোমার মাথায়॥ পরাৎপর হও তুমি সবাকার সার। তোমার মায়ায় মুগ্ধ জগৎ সংসার॥ ঙ্গাতে পূজিত তুমি অনন্ত অজেয়। গুণের সাগর দোঁহে গুণে অপ্রমেয়॥ সবার প্রধান হও তুমি গুণাধর। পুত্ররূপে মম গৃহে হ'লে অবতার॥ ভূভার হরিতে দেব এলো অবনীতে। মম ভাগ্য হেতু অবতীর্ণ এ ধরাতে॥ সদা মনে ভাবি মাত্র তোমার চরণ। **७८** एत कत सम क्रःथ वित्याहन ॥

রিপুবশে চিরকাল কাটাইমু কাল। পুক্র ভাবি তোমারে যে ঘটিল জঞ্চাল ॥ যুগে যুগে ধর্ম রক্ষা কর নারায়ণ। সূতি-গৃহে ত্রিজম্মের কহিলা বচন॥ এক মূর্ত্তি নহ তুমি কত মূর্ত্তি ধর। শূচ্যে দৃশ্য হয় দেখি যথা জলধর॥ কে জানে মহিমা তব অনস্ত অপার। ওহে দয়াময় তুমি মায়ার সাগর॥ বহুদেব মুখে শুনি এতেক বচন। হাস্থ করি কহে হরি বিনম্র বদন॥ আমার বচন পিতা শুন একবার। আমায় যে পুদ্র জ্ঞান হইল তোমার॥ সে বৃদ্ধি সামাশ্য নহে শুন মতিমান। তত্ত্জান হ'তে তাহা হয় সমুখান॥ ক্ষেহে বশীস্থত আমি নিশ্চয় জানিবে। ভক্তের অধীন আমি মনেতে মানিবে॥ এইরূপে নারায়ণ কহিল যখন। আনন্দ-সলিলে মগ্ন হারায় চেতন॥ প্রীত মনে মৌনভাব ধারণ করিল। কিছুকণ আর কিছু বাক্য না কহিল॥ তদন্তর দেবকী যে করিল উত্তর। কহে দতী মুহুভাষে শুন গদাধর॥ কুষ্ণ বলরাম শুন আমার বচন। তোমাদের গুণ গীত করে মুনিগণ॥ তাহা শুনি মনে মনে বিশ্বয় হইল। তোমাদের হ'তে সব বিশ্ব জনমিল॥ কি আর কহিব হরি তোমারে এখন। মরা পুত্র আনি দিলে তোমা ছুইজন॥ আনি দিলে গুরুদেবে যে পুত্র মরিল। লোকমুখে শুনি তাহা বিশ্বয় জন্মিল॥ কিন্তু এক কথা মোর শুন যাতুধন। মোর ছয় পুত্র কংস করিল নিধন॥ কি কহিব ছঃখ পুত্ৰ কহিতে না পারি। পুত্রশাকে দহে প্রাণ কিরূপেতে ধরি॥ ন্তনকীর দানে আমি হইনু বিরত। সে হুঃখে জ্বলিছে হৃদি কহিব বা কত॥ তোমরা তুজনে হও জগত কারণ। পুরুষ প্রধান দেব বিশ্ব-বিমোহন॥ অনাদি অনন্ত হও মহিমা অপার। হরিতে অবনীভার হ'লে অবতার॥ আমার গর্ভেতে আসি জনম লভিলে। অনাদি ঈশ্বর তুমি আমার মোহিলে॥ কে জানে তোমারে হরি তুমি সর্ব্বিময়। তোমাতেই হয় সৃষ্টি তোমাতেই লয়॥ পুরুষ প্রবর তুমি হও আদিময়। এ জগতে হয় মাত্র তোমাতে আশ্রয়॥ মরা পুত্র গুরুকে আনিয়া দিলে তুমি। শ্রবণে বিকল চিত্ত হইলাম আমি॥ মম ছয় পুক্র কংস করিল নিধন। বড় সাধ মরা পুত্র করি দরশন॥ মাতৃমুখে এত শুনি কৃষ্ণ হলধর। মনে মনে যুক্তি তবে করিল সম্বর॥ ক্লফ্ষসহ উভয়েতে যুক্তি করি মনে। রামক্লফ চলি যায় বলিরাজ স্থানে॥ মায়ার প্রভাবে যায় পাতাল নগর। ক্লফ দরশনে বলি আনন্দ অন্তর॥ আগুদারি কৃষ্ণপদে প্রণতি করিল। রতন আসন আনি বসিবারে দিল॥ পবিত্র জলেতে পদ ধোয়ায় তখন। ে সেই জল পান করে সব পুরজন॥ সমাদরে মহাপূজা করে তুইজনে। সর্ব্বাঙ্গে মাখায় তবে কুকুম চন্দনে॥ দিব্য মাল্য অলঙ্কার প্রদান করিল। ্বিবিধ বিধানে তবে তুজনে পূজিল। ত্বজনে পিঁয়ায় তবে অমৃত প্রদানে। আনন্দিত তুইজনে বসি সম্ভাষণে॥ তবে মহাবলি বলি করি যোড়পাণি। কহিতে লাগিল তাহে কত স্তব বাণী॥

নমস্তে জগতপতি অনম্ভ মূরতি। নমো নমঃ নারায়ণ সর্ব্বভূতে স্থিতি॥ নমো নমঃ ব্রহ্ম আত্মা অখিল ঈশ্বর। তব দরশনে মম সার্থক অপার॥ মহাযোগে যোগীগণ তোমারে না পায়। কত ভাগ্য আজ মম গুহেতে উদয়॥ ধ্যানে ঋষিগণ তোমা করে দরশন। অস্ত্র বংশেতে হয় আমার জনম॥ অহঙ্কারে মত্ত সদা মোদের অন্তর। ঘরে বদে দেখি আজ রূপ মনোহর॥ সত্তগময় ভুমি দেব নারায়ণ। তমোগুণে বৈরীভাব হয় সর্বক্ষণ॥ তব গুণ জানি মোরা বল কি প্রকারে। অতএব প্রদন হও দামোদর মোরে॥ ওহে দেব পার কর এ ভবদাগর। গৃহ-কূপ হ'তে মোরে করহ নিস্তার॥ তব পদে সর্বাঞ্চণ থাকে যেন মন। বলির বচনে তবে কন নারায়ণ॥ শুন কহি বলিরাজ এক বাক্য সার। সাবধান হ'য়ে শুন বচন আমার॥ মরীচির পুক্র হয় উর্ণার উদরে। ব্রহ্মার পৌত্র তাহা আদি মন্বন্তরে॥ কামেতে পীড়িত ব্রহ্মা কন্মা দরশনে। দ্রুতগতি যায় ব্রহ্মা তাহার সদনে॥ তাহা দেখি হাস্য করেছিল ছয়জনে। আহুরী যোনিতে জন্ম তাহার কারণে॥ গুরুর অবজ্ঞা হেতু এই দশা হয়। এই হেতু অস্থর কুলেতে জন্ম লয়॥ ইন্দ্ৰ বজাঘাতে সবে হইল নিধন। হিরণ্যাক্ষ পুত্র তারা হয় ছয়জন॥ (দবকীর উদরে পুনঃ জনম লইল। কংসরাজ তাহাদের নিধন করিল ॥ এই স্থানে আছে তারা জানিও নিশ্চয়। মাতৃকোলে দিব সবে কহিন্তু তোমায়॥

ष्मननी ऋषय जत्य ज्ञानत्म जानित्य। তবে সেই ছয়ঙ্গন বিমৃক্ত হইবে॥ নিজরূপে নিজধামে করিবে গমন। আমা হতে মোকপদ পাবে ছয়জন॥ এই কথা বলিরাজে কহিল এপিতি। তাহা শুনি ছয়ন্তনে আনে শীঘ্রগতি॥ শ্রীহরি নিকটে সবে করিল অর্পণ। মহানন্দে জ্রীগোবিন্দ করিল গমন ॥ মহাহর্ষে আসি হরি তবে দ্বারকায়। প্রণমিল আসি হরি জননীর পায় ॥ ছয়পুত্র মাড়পদে প্রণাম করিল। তাহা দেখি দেবকীর আনন্দ বাড়িল। স্নেহের কারণ দেবী অধৈর্য্য হইল। ন্তনকীর স্তন হ'তে ঝরিতে লাগিল। অমনি সে পুত্রগণে কোলেতে করিল। **একে একে স্তনগ্রশ্ব সকলেরে** দিল ॥ স্তন দানে দেবকীর স্থিরমতি হয়। গোবিন্দ চরণ স্পর্শে তবে পুত্র ছয়॥ শ্রীহরি চরণে সবে নমস্কার করে। মাতা পিতা চরণেতে নমে তদস্তরে॥ মুক্তিপদ পেয়ে স্বর্গে গমন করিল। দরশনে দেবকীর বিম্ময় জন্মিল। একবার মাত্র পুদ্র কোলেতে পাইল। পুনঃ তারা সকলেতে স্বধামে চলিল॥ গোবিন্দের মায়া দেখি ভাবিল অস্তরে। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কেবা বুঝে মূঢ় নরে॥ গোবিশ্দ চরিত্র হয় অমুক্ত কথন। অনম্ভ অপার সেই অনম্ভ দর্শন। একাস্ত হইয়ে যেবা করয়ে ভাবণ। কিন্তা হরি গুণগান করে সর্বক্ষণ॥ সূত কছে শুন শৌনকাদি মুনিগণ। অমুত সমান হয় শুকের ভাষণ॥ কর্ণভরি ষেইজন শুনে একবার। শুদ্ধ চিত্তে যেবা ইছা পড়ে অনিবার #

অবশ্য তাদের হয় পাপের মোচন।
কৃষ্ণ পদে ভক্তি তার হয় অনুক্রণ॥
মহেশের আকিঞ্চন করহ পূরণ।
অন্তিমেতে পাই যেন তব শ্রীচরণ॥
ভাগবতে হরিকথা মধ্র শ্রেবণ।
দাস ভাষে ওই পদে যেন রহে যন॥
ইতি দেবকীর মুভগুদ্ধ আন্যন সমাধ্য।

অথ ঐভগবানের মিথিলা গমন। তবে রাজা পরীক্ষিৎ করিয়া প্রণতি। বলে মুনি কছ মোরে অপূর্ব্ব ভারতী॥ কুষ্ণ সহোদরা সেই স্নভদ্রা কামিনী। বিবাহ করিল তারে পার্থ গুণমণি॥ মম পিতামহ সেই বীর ধনঞ্জয়। হুভদ্রা হরিয়া করিলেন পরিণয়॥ সেই কথা কহু মোরে দয়ার সাগর। তাহা শুনি শুকদেব কন তদন্তর॥ তব পিতামহ সেই পার্থ মহামতি। তীর্থযাত্রা হেডু যবে করিলেন গতি॥ অবনীতে বড় বড় তীর্থ যত ছিল। ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সব দর্শন করিল।। তদন্তর প্রভাসেতে উপনীত হয়। হুভদ্রার স্বয়ন্তর শ্রবণ করয়॥ হলধর সম্বন্ধ যে নির্ণয় করিল। ছুৰ্য্যোধন সহ তার বিবাহ চিস্তিল॥ তাহা শুনি ধনঞ্জয় ভাবিল অন্তরে। যাইতে হইবে মোরে কন্সা স্বয়ন্ত্ররে॥ ত্তবে পার্থ যোগীবেশে করিল গমন। কুফাজিন কমগুলু করিয়া ধারণ॥ অতিথি রূপেতে তথা রহে ধনঞ্জয়। স্বকার্য্য সাধন হেতু তীর্থের আ**শ্র**য় ॥ একদিন বনমালী প্রান্থ । নিমন্ত্রণ করে পার্থে আতিথ্য কারণ।

পার্থ আগমন নাহি জানে হলধর। পার্থে আনি রাথে হরি আপন গোচর॥ নিমন্তিয়া নিজ গৃহে আনিয়া তাহায়। করিয়ে যতন বহু ভোজন করায়॥ আনন্দ অন্তরে পার্থ করিয়ে ভোজন। পরমা স্থন্দরী কন্সা করে দরশন॥ মনোহরা কন্সারত্ব দেখি ধনঞ্জয়। একেবারে কামানলে দগ্ধ যেন হয়॥ মুভদা অর্জ্বনে তবে করি দরশন। অস্থির অন্তরে রহে ব্যাকুলিত মন॥ ভদা রূপে মগ্র মন অর্জ্জুন হইল। অধৈৰ্য্য হইয়ে অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥ একেবারে কন্সারূপে হইল মোহিত। কামানলে হুদি তার হয় বিপরীত॥ হাসিয়ে কটাক্ষ শর অর্জ্জন হানিল। স্বভদ্রা নয়নে প্রতিফলিত হইল॥ চারিনেত্র এক দঙ্গে হইল মিলন। একেবারে তুইজনে অনঙ্গে মগন॥ তদন্তর নরবর শুনহ কাহিনী। বাহিরে আইল নবে যতেক কামিনী॥ মহামহোৎসব দেবী বাত্রা দিনে হয়। দেখিবারে এসেছিল যত নারীচয়॥ পথিমধ্যে স্বভদ্রারে হরে ধনঞ্জয়। সবে জানে ইথে কৃষ্ণ অভিপ্রায় হয়॥ वञ्चराव रावकीत्र जानन श्रेन। कुष रेष्टा भरन भरन मकलि जानिल॥ পথিমাঝে কন্সা হরে পাণ্ডুর নন্দন। তাহা শুনি মহাক্রুদ্ধ হয় যতুগণ॥ যতু সেনাগণ যত অৰ্জ্জুনে খেরিল। ধকুকে জুড়িয়া বাণ রণ আরম্ভিল। তবে পার্থ মহাবীর বল প্রকাশয়। অবহেলে সকলেরে করে পরাজয়॥ সিংহ যথা ক্ষুদ্র মূগে পরাজয় করে। হেনমতে পরাভব করিল স্বারে॥

ভদ্রারে হেরিয়া পার্থ করয়ে গমন। হলধর তাহা শুনি আরক্তলোচন॥ ক্রোধে অঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল। সাগর তরঙ্গ যেন বাতে উথলিল। মহাক্রোধে হলধর কম্পিত অন্তর। তাহা দেখি সচিস্তিত হন গদাধর।। আপনি পড়িয়া তবে অগ্রজ চরণে। তুষিল তাহারে হরি বিনয় বচনে॥ বিধিমতে হলধর সাস্ত্রনা করিল। তদন্তর হলপাণি সম্ভুষ্ট হইল॥ যৌতুক করেন পার্থে বহু অর্থ দিল। কৃষ্ণ ইচ্ছা ভাবি মনে আনন্দ হইল॥ कृष्ध व्यथ्न माम मामी मिल व्यश्नन । তদন্তরে ইন্দ্রপ্রছে পার্থের গমন॥ অপরে শুনহ রাজা কুষ্ণের ভারতী। শ্রবণে পবিত্র চিত জীবে হয় গতি॥ শ্রুতদেব নামে ছিল এক দ্বিজবর। কুষ্ণভক্ত হয় সেই মথুরায় ঘরু॥ রিপুজয়ী দ্বিজবর শুদ্ধমতি হন। সতত গ্রীহরি পদ করয়ে সেবন॥ মিথিলা নগরে বহুলাশ্ব নরপতি। কুষ্ণভক্ত হয় নূপ কুষ্ণে সদা মতি॥ কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণে রত তারা চুইজন। কুপা করি তাহাদের দেব নারায়ণ॥ পরিজন সঙ্গে করি জগতের পতি। রথে চড়ি মিথিলায় করিলেন গতি॥ বহু মুনিগণ দবে সঙ্গেতে চলিল। নারদাদি ঋষি যত আনন্দে ভাসিল। বামদেব অত্রিমুনি চলিল তথন। অদিতি অরুণ আদি শত শত জন॥ ব্রহস্পতি আদি করি মহানন্দে ধায়। চ্যবন মৈত্রেয় কণু আদি সমুদয়॥ এইরূপে মুনি সঙ্গে রঙ্গে জনার্দন। বহুদেশ অতিক্রম করেন তথন॥

অনস্তর ভগবান মিথিলা আসিল। মৈথিল ভূপতি শুনি আনন্দে ভাসিল॥ বহুলাখ নরপতি সহ পরিজন। গলে বস্ত্র দিয়া অগ্রে দাঁড়ায় তথন ॥ প্রদন্ন হইল ভূপ কৃষ্ণরূপ হেরি। প্রণতি করিয়ে তবে কুতাঞ্চলি করি॥ প্রত্যেক মুনির পদে প্রণতি করিল। জগৎ কারণ হরি দেখিতে লাগিল। শ্রুতদেব দ্বিজ আর মিথিলা নূপতি। করযোড়ে মুহুভাষে কহে কুষ্ণপ্রতি॥ শুন অখিলের গুরু মোদের বচন। মুনিগণ সহ কর আতিখ্য গ্রহণ॥ তাহা শুনি গদাধর স্বীকৃত হইল। সাদরেতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল॥ একযোগে ছুইজনে করে নিমন্ত্রণ। তুইপদে তুইজন করিয়া ধারণ॥ একদিন নিমন্ত্রণ ছুজনে করিল। ভগবান হুজনার মানদ জানিল॥ মম ভক্ত হুইজনে রাখিতে সম্মান। অলক্ষিত তুইমূর্ত্তি হন ভগবান॥ ছুজনার প্রেমে বন্ধ হরি দয়াময়। ছুইরূপে ছুজনার গেলেন আলয়॥ শ্রুতদেব দ্বিজ আর মিথিলা রাজন। কুষ্ণে ল'য়ে গৃহে তবে যায় চুইজন॥ রতন আসন ল'য়ে বসায় যতনে। অন্তত্ত সে ভক্তিরস উপজিল মনে॥ প্রণমি সে কুঞ্চপদ করি প্রকালন। মহানন্দে সকুটুন্থে করায় ভোজন॥ মিথিলা ভূপতি তবে পরম যতনে। পুজিল কুষ্ণের পদ আনন্দিত মনে॥ कन भूष्म धूभ मीभ वज्र जनकारत। ভক্তিভরে করে পূজা নানা উপচারে॥ তবে রাজ। মৃত্তভাষে প্রার্থনা করিল। ভক্তিভাবে হরিপদ অসনি ধরিল ॥

মহাহর্ষে কহে তবে মিথিলা রাজন। আনন্দে করেন তবে বাক্য উচ্চারণ॥ আনন্দে চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। কুতাঞ্চলি করি তবে স্তব আরম্ভিল॥ সকল জীবের আত্মা দেব নারায়ণ। সর্বজীবে সমভাব জগৎ কারণ॥ যোগীগণ যোগে যাহা চিস্তে অবিরত। সেই পাদপদ্ম আমি ভাবিছে নিয়ত॥ ভাগাবলৈ ও চরণ পাই দরশন। আপনার বাক্য নাথ করহ পালন॥ অধম জানিয়ে মোরে কুপা বিভরিলে। কুপা করি কুপাময় দরশন দিলে॥ যেইজন তব পদ করে দরশন। -সে পদ ছাড়িতে পারে কেবা হেনজন॥ স্বাৰ্থশৃশ্ব ভক্ত তব যত যোগীজন। সবার বাঞ্চিত তব যুগল চরণ॥ তুমি সর্ববদার দেব আত্মা সবাকার। কুপাময় যতুকুলে হ'লে অবতার॥ অবনীতে আসি তুমি জনম লইলে। সমভাবে ত্রিজ্ঞগৎ মোহিত করিলে॥ ত্রিজগতে যশ তব জানে সর্ববজন। নমস্তে অহুর বংশ নিধন কারণ॥ ওহে মহাঋষি তুমি শাস্ত তপোধন। ভাগ্য হেছু যদি মম গৃহে আগমন॥ কিছুদিন মম গৃহে করহ বসতি। মুনিগণ সঙ্গে হেখা থাক যহুপতি॥ দ্বিজগণ সহ হেথা আনন্দে বিহর। তবে এ মানদ পূর্ণ হবে গদাধর॥ **अन्धृति नाञ्ज मार्थ त्राङ्गीवरता**हन । निभि वः " উদ্ধার করিলে নারায়ণ॥ বহুলাশ্ব ভক্তিভাবে কহিল বিস্তর। ভক্তের কারণ তথা রন দামোদর॥ जनस्त्र अन कि अश्र्व कथन। শ্রুতদেব গোবিন্দেরে পাইয়ে তথন ॥

মহানদ্দে মত্ত হয় সেই দ্বিজবর। প্রণমিল ভক্তিভাবে চরণ উপর ॥ বসিবারে দিল দ্বিজ্ঞ দিব্য কুশাসন। ভার্য্যাসহ করে কৃষ্ণ চরণ পূজন। প্রকালিল কুষ্ণপদ হরিষ অন্তরে। পূজিলেন কুষ্ণপদ অতীব আদরে। স্নান করাইয়া কুষ্ণে আনন্দে ভাসিল। মনোরথ সিদ্ধ দিজ মনেতে জানিল। তুলদী পত্রেতে পরে পূজিল চরণ। ফলমূল আনি দিল করিতে ভোজন॥ যেই পদ যুগ হয় সর্ব্ব তীর্থময়। হেন পদ পূজে দোঁহে আনন্দ হানয়॥ মহা কুতৃহলী তবে হইল ব্রাহ্মণ। অন্তরে ভাবিয়ে সেই শ্রীহরি চরণ॥ ভার্য্যা পুত্র সহ তবে সেই দ্বিজবর। প্রার্থনা করয়ে কৃষ্ণ চরণ গোচর॥ কত পুণ্য মোর তব পাইকু দর্শন। এবে শুন দয়াময় মম নিবেদন॥ তব নাম যেইজন শুনে একবার। তব গুণ যশ গান করে অনিবার॥ তোমার যুগল পদ সেবে যেইজন। ভক্তিতে করয়ে তব চরণ বন্দন ॥ নিস্পাপ শরীর তার জানিবে নিশ্চয়। অনায়াদে মুক্তি পদ দে জন লভয়॥ কর্মপাশ যেইজন করয়ে ছেদন। নমো নমঃ মহাযোগী জগৎ জীবন॥ পরমাত্মা পরাৎপর সর্ব্ব ভূতেশ্বর। দয়া করি তুমি প্রভূ এলে মম ঘর॥ পূৰ্ব্ব জন্মকৃত পুণ্য ছিল যে সঞ্চয়। ভেঁই আজি মম গৃহে দেখি দয়াময়॥ দ্বিজের বচনে তবে দেব নারায়ণ। হাস্থাননে দ্বিজ্ব প্রতি চাহিল তথন। ব্রাহ্মণের হস্ত ধরি কছে যতুরায়। ত্তব অনুগ্ৰহ হেডু আইনু হেথায়॥

সর্বব দেবময় বিপ্র বেদের বচন।
সর্বব দেবময় আমি শুনহ ব্রাক্ষাণ॥
মম শক্তি ধরে দ্বিজ জানিও নিশ্চয়।
দ্বিজ সেবা করিলে আমার সেবা হয়॥
এইরূপ নারায়ণ কহে দ্বিজবরে।
কহিল সংবাদ এই মিথিলা ঈশ্বরে॥
দোঁহাকার প্রেমে হরি আবদ্ধ হইল।
কিছুদিন দ্বিজগৃহে স্থথেতে রহিল॥
কিছুদিন পরে হরি দ্বারকানগরে।
মুনিগণ সঙ্গে যান আনন্দ অস্তরে॥
ভাগবতে হরিকথা পরম স্থন্দর।
দাস ভাষে ভক্তগণ ভাব নিরস্তর॥
ইতি শ্রীভগবানের মিথিলা গমন সমাপ্ত।

## অপ কন্ত মোকণ।

শুকদেব পদে নতি করি নরবর। বলে কছ দয়া করি মোরে সবিস্তর ॥ এক নিবেদন মম শুন মুনিবর। বিস্তারিয়া কহ এবে আমার গোচর॥ বিল্লা অর্থ লাগি যত জগতের জন। দেবতা অহুর আদি মানব চারণ॥ পূজিয়ে হরিষে সবে দেব মহেশ্বরে। कि लाशिया शृष्ट लक्की एनव शनांश्दत्र। যেজন হইতে মুক্তি জীবের নিশ্চয়। ধন পুক্র দারা সব হয় মিখ্যাময়॥ তাহা ত্যজ্ঞি কি কারণে পূজয় শঙ্করে। সেই কথা মুনিবর কহ এবে মোরে॥ শুকদেব কন তবে রাজার বচনে। তিনগুণারত সবে জানে ত্রিলোচনে॥ সম্ব রক্ষঃ তমোগুণে শঙ্কর মোহিত। এই তিন গুণে শিব মায়ায় আর্ত। সর্বান্তণাতীত হরি নির্ন্তণ সে জন। আশাময় হরি ভিনি মায়া হীন হন॥

দৃষ্টি অগোচর সেই দেখে সর্ববন্ধন। এই হেছু তারে দবে করয়ে দেবন॥ মন দিয়া শুন পরীক্ষিত মম বাণী। তব পিতামহ জিজ্ঞাসিল সে কাহিনী॥ ভাগবত কথা শুনি হাসে মুনিগণ। জিজ্ঞাসিল নারায়ণে মধুর বচন॥ यूधिकित वांका अनि (प्रव श्रमाथत । আনন্দিত হ'য়ে দেব করিল উত্তর॥ নারায়ণ কছে শুন ধর্মের নন্দন। একান্ত আমারে যেবা করয়ে ভজন॥ অত্যে তার ধন পুত্র করিয়া হরণ। পরে তারে করি দয়া শুনহ রাজন ॥ পরিজন হীন হ'য়ে নাহি থাকে মায়া। বিশ্বশূভা হয় হৃদি শুদ্ধ হয় কায়া॥ যোগপথে তদস্তর করিয়ে গমন। একান্ত হইয়ে করে আমারে দেবন ব্রহ্মানন্দ ভাবে মনে যেই নির্বিকার। মায়া শূক্ত হ'য়ে মোরে ভাবে অনিবার॥ মায়া-কৃপ হ'তে তার উদ্ধার নিশ্চয়। মোরে ছাড়ি অস্ত জনে কভু না ভজয়॥ রিপুবশে মত্ত সদা অহুর যে জন। মহেশ্বরে সেই মূঢ় করয়ে ভজন॥ ধন পুত্র লাগি তার বাগনা অন্তরে। রাজ্যলাভ করে সেই মহেশের বরে॥ যেইজন মন্ত সদা থাকে অহক্ষারে। সার কথা কহিলাম সকল তোমারে॥ আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন প্রধান কারণ॥ দেবের দেবতা তাহা জানে সর্বজন। সত্তপ্ৰথময় ব্ৰহ্মা রজঃ পঞ্চানন॥ কিন্তু নহে নারায়ণ শাপ বর দাতা। কহিব তোমারে এক পুরাতন কথা॥ অহর কুলেতে জন্ম নাম রকাহর। শিবের নিকটে তপ করিল প্রচুর 🛚

বরদানে সঙ্কটে পড়িল মহাদেব। রাজ। বলে সে দর্কল কহ গুরুদেব॥ শুকদেব কন তবে শুনহ রাজন। রুকাহ্রর নামে দৈত্য জানে সর্ববন্ধন॥ নকুলের পুজ্র সেই মহাথলমতি। নারদ নিকটে নৃপ করিলেন গতি॥ ঋষির নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসে তথন। তিন দেব মধ্যে বন শ্রেষ্ঠ কোনজন॥ নারণ কহিল তবে শুন মহাশয়। তিন জন মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশুতোষ হয়॥ সিদ্ধ কাম হবে তুমি পূজ পশুপতি। বাদনা হইবে পূর্ণ অল্লকালে অতি 🛭 বাণ নূপ আর সেই রাজা দশানন। স্তবে ভূষ্ট করি তারা দেব পঞ্চানন॥ পাইল ঐশ্বৰ্য্য কত অদাধ্য বৰ্ণন। মহাদেব বরে হয় আনন্দে মগন॥ অতএব ভব্ক তুমি দেবতা শঙ্করে। পাইবে অতুল ধন তুমি হে সম্বরে॥ শ্রবণে নারদ বাণী সেই দৈত্যপতি। একান্ত হইয়ে ভাবে কৈলাদের পতি॥ আপনার গাত্র মাংস করিয়া কর্ত্তন। সেই মাংস হুতাশনে করয়ে অর্পণ॥ এইমত দাতদিন করে দুঊমতি। তথাপি না দেখা দেয় দেব পশুপতি॥ মনে মনে বুকাহুর করিয়ে চিন্তন। মস্তক কাটিতে হয় উন্তত তথন॥ অছুত কথন শুন ওছে নররায়। যেহমাত্র নিজ শির কাটিবারে যায়॥ অমনি যে মহাদেব কহিল তাহারে। মহাতপে তুষ্ট তুমি করিলে আমারে॥ মনোমত বর তুমি মাগহ এখন। ব্রকাহ্ণর কছে শুনি শিবের বচন॥ শুন দেব সর্বেশ্বর আমার কথন। যাহা হ'তে লোকভয় হয় নিবারণ॥

মোর প্রতি কুপা করি ওছে পঞ্চানন। সেই বর এবে মোরে করহ অর্পণ॥ যাহার মন্তকে হস্ত করিব স্পর্শন। মম হস্ত স্পর্শে ভস্ম হইবে সেজন॥ শিব স্থানে এই বর অস্থর মাগিল। তাহা শুনি মহাদেব অস্তরে চিস্তিল ॥ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রহিল তথায়। তদন্তরে তারে বর দিল মহাকায়॥ বর দিয়া মহেশ্বর চিন্তিল তথন। সর্পে স্থা দান মম হইল ঘটন॥ অনস্তর নরপতি করহ প্রবণ। বর পরীক্ষিতে দৈত্য ভাবে মনে মন॥ শিবের মাথায় হস্ত প্রদান করিব। কেমন সে বর আমি এখনি জানিব॥ তবে সে অন্তর হস্ত করি উদ্ভোলন। ধাইল শিবের মাথে করিতে অর্পণ। অমনি সে মহেশ্বর মহাভীত হয়। পলায় সেখান হ'তে কম্পিত হৃদয়॥ ঘন ঘন কাঁপে শিব অহুরের ভয়ে। পলায়ন করে শিব ভয়ার্ভ হৃদয়ে॥ আগে আগে মহাদেব ছটিতে লাগিল। বেগেতে অহুর তবে পশ্চাতে ধাইল। স্বৰ্গ মৰ্ত্তা রসাতল করিল ভ্রমণ। সাগরের জলমধ্যে হইল মগন ॥ नम नमी शिति छहा यथा शिव यान। বুকান্থর পাছু পাছু যায় সেই স্থান॥ কোনমতে পরিত্রাণ না পান শক্ষর। বৈকুঠে গমন করে যথা দামোদর॥ যথায় বসিয়ে আছে দেব নারায়ণ। মহা আসযুক্ত হ'য়ে যায় ত্রিলোচন॥ ওহে দেব সর্ববদার জগৎ আশ্রয়। রাথ নাথ আমারে নাশিয়া মোর ভয়॥ রক্ষ ব্লক জনার্দ্দন পতিত পাবন। এত কহি হরিপদ করিল ধারণ 🛊

। তবে দেব চিস্তামণি জানিল অস্তরে। ভয়ার্ত্ত দেখিয়ে শিবে যোগিরূপ ধরে॥ মহা তেজবর মূর্ত্তি করিল ধারণ। যেন দিনকর কিন্ধা দেব হুতাশন॥ কুশাঙ্গুরী কুশমৃষ্টি হস্তেতে আছয়। মূত্ভাষে রুকান্থরে ধীরে ধীরে কয়॥ নারায়ণ বলে তবে ওছে মহামতি। মহাশ্রাম্ভ হ'য়ে কোথা করিতেছ গতি॥ ঘর্ম্মেতে হ'য়েছে সিক্ত তোমার বয়ান। বিশ্রাম লভহ কিছু থাকি এই স্থান ॥ ত্বরিত গমন কেন কহ দৈত্যবর। দেখিতেছি তুমি হও মহাবলধর॥ তবে কেন এত ব্যস্ত কহ সে কারণ। এই কথা বুকাহ্মর করিয়ে শ্রবণ॥ যেন কর্ণমধ্যে কেবা হুধা ঢালি দিল। নারায়ণ বাক্যে তার ভ্রম দূর হৈল॥ তদন্তর কহে সেই সব বিবরণ। যার শিরে আমি হস্ত করিব অর্পণ॥ সেইক্ষণে সেই জন হবে ভন্মময়। এই বর মোরে দিল শিব মহাশয়॥ তবে আমি মনে মনে করিকু চিন্তন। বরপ্রদ মাথে হস্ত করিয়া অর্পণ ॥ পরীক্ষা করিতে বর ভাবি মনে মন। কছে তবে রুকান্তরে দেব নারায়ণ॥ তবে রুখা পরিশ্রম সব মিখ্যা হৈল। এই বর মহাদেব সত্য নাহি দিল॥ বিশ্বাদ ন। হয় মোর তাহার কথায়। ভৃগুণাপে পিশাচ সে হইল নিশ্চয়॥ ভূত প্রেত সঙ্গে করে শ্মণানে ভ্রমণ। কে করে তাহার বল প্রত্যয় বচন॥ অতএব তার বর জেনো মিথ্যা হয়। তাহার কথায় বল কে করে প্রত্যয়॥ তোমা ভাণ্ডাইল মিখ্যা করিয়ে বচন। মিখ্যা বর হেতু সেই করে পলায়ন॥

রুখা তপ কৈলে তুমি পরিশ্রম সার। অতএব এক যুক্তি শুনহ আমার॥ সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিবে এইক্ষণে। নিজ শিরে হস্ত দাও পরীক্ষা কারণে॥ সত্য মিথা। এখনি সে প্রকাশ পাইবে। শিবের বচন गिथ्য। বুঝিতে পারিবে॥ शित्वत्र वहन याश कानित्वं अथिन। পশ্চাতে উচিত দণ্ড দিও দৈত্যমণি॥ এইরূপে দণ্ড তারে করিবে অর্পণ। আর হেন কর্ম যেন না করে কথন॥ অতএব দেহ হস্ত শিরে আপনার। ভগবান বাক্যে বুদ্ধি নাশ হয় তার॥ বিপরীত বৃদ্ধি তার হইল তখন। মোহিত মায়াতে দৈত্য হয় যে মগন॥ আপন মন্তকে হস্ত প্রদান করিল। যেই মাত্র নিজ হস্ত মস্তকেতে দিল। অমনি সে মহাদৈত্য ভস্মময় হয়। উচ্চরবে চারিদিকে শব্দ উঠে জয়। জয় জয় শব্দ তবে স্বর্গেতে উঠিল। দেবগণ মহানন্দে পুষ্পারৃষ্টি কৈল।। महानत्म मन्ड मत्य यक श्रविश्व। छगवात्म माध्वान करत्र श्रविश्व ॥ অম্বরের হাতে মুক্ত শঙ্কর হইল। তবে নারায়ণ কিছু শিবেরে কহিল॥ निक कर्यातारा भागी इहेन निधन। मिट्डा द्वन वर्त विधि नट्ट कमाइन ॥ না হয় উচিত তারে দিতে হেন বর। তবে নমি কৃষ্ণপদে দেবত। শঙ্কর॥ আনন্দে কৈলাসপুরী করিল গমন। পূৰ্বৰ কথা নরপতি করিলে প্রবণ॥ এই কথা যেইজন শুনে একমনে। মহাভয়ে মুক্ত হয় বেদের বচনে॥ বজ্ৰ কিন্তা গ্ৰহভয় থাকে না তাহার। হরিনাম হরিকথা জেনো ভবে দার॥

ভাগবতে হরিকথা যে করে শ্রবণ । দাস ভাষে হরি পদে সদা রহে মন ॥ ইতি হন্ত মোক্শ গমাপ্ত।

' काण विक श्रृष्ट हरून।

শুকদেব কন রাজা করছ তাবণ। ভাগবত গ্রন্থ রচে ব্যাস তপোধন ॥ ভাষামতে ভাষে দাস জানিবে নিশ্চয়। প্রবণে পঠনে পাপ বিমোচন হয়॥ হরিকথা হরিনাম জগতের সার। সকল পাপের নাশ বিপদ উদ্ধার॥ মহাপাপী তুরাচারী হয় যেই জন। একান্ত অন্তরে যদি করয়ে শ্রেবণ॥ কখন না পায় সেই নরক যন্ত্রণা। অত এব জীব কর হরি আরাধনা॥ কঠোর জঠর বাস কভু না হইবে। ইহ পরকালে স্থু অরশ্য পাইবে॥ রোগ শোক না রহিবে বেদের বচন। শুকদেব কহে তবে শুনহ রাজন॥ একদিন সরস্বতী নদীর পুলিনে। যক্ত করে তথা বসি যত মুনিগণে॥ তৰে মুনিগণ দবে আদিল সভায়। পরস্পরে মহা তর্ক উঠিল তথায়॥ (मन मर्पा (अष्ठे (मन इन क्लानजन। এইরূপ পরস্পর কছে মুনিগণ ॥ তবে ভৃগুমুনি প্রতি করয়ে বিনয়। মহাতেজঃপুঞ্জ ভূমি ব্রেক্ষার তনয়॥ অতএব দেহ তুমি স্বরূপ উত্তর। কোন দেব হয় শ্রেষ্ঠ জগৎ ভিতর। ব্রন্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জব। কেবা ভোষ্ঠ ইহাদের কহ দে বচন॥ ইহার তদন্ত তোমা জ্বানিতে হইবে। তথ্য জানি আসি পুনঃ মোদের কহিবে॥

মুনিগণ বচনে সে করিল গমন। উপনীত হয় তবে ব্রহ্মার সদন॥ সৰ্গুণ পরীক্ষিতে তবে মুনিবর। না করে প্রণতি তথা রহে ভৃগুবর॥ দরশনে স্ষ্টিপতি কোপযুক্ত মন। মহাকোপে দ্বলে যেন দেব হুতাশন। মহাক্রোধে মুনি পানে করে দরশন। যেন অগ্নিকণা রাশি হয় বরিষণ॥ পলাইল ভৃগুমুনি দুখ্যে ভয়ক্ষর। উপনীত হয় গিয়া কৈলাস শিখর॥ পার্ববতীর সহ যথা দেব উমাপতি। উপনীত হয় গিয়া ভুগু মহামতি॥ মুনি দরশনে তবে দেব গজানন। ভাতা সম্বোধনে কাছে করিল গমন॥ সে কথা প্রবণে ভুগু মৌন হ'য়ে রয়। কোন কথা মহামুনি কারে নাহি কয়॥ পঞ্চানন ক্রোধমন তাহা দরশনে। রক্তবর্ণ তিন নেত্র করি সেইক্ষণে॥ মহাশূল নিল হাতে দেব মহেশ্বর। মহামুনি ভূগুবরে করিতে সংহার॥ মহেশ্বরী তাহা দেখি ব্যথিত হইল। পায়ে ধরি মহাদেবে নিবারণ কৈল। পায়ে ধরি মহাদেবী শিবে সান্তাইল। ভয় পেয়ে মহামুনি পলাইয়ে গেল॥ বৈকুণ্ঠনগরে ভৃগু করিল গমন। শয়নে আছেন যথা দেব জনাৰ্দ্দন॥ লক্ষীসহ যথা দেব পালক্ষে শয়ন। সেই স্থানে ভৃগুমুনি করিল গমন॥ ভৃগুমুনি উপনীত একেবারে তথা। ব্রহ্মা ও শিবের পাশে পেয়ে প্রাণে ব্যথা॥ অন্তরে হইল তার ভবের উদয়। কোপাগ্নি উঠিল তাহে কম্পিত হৃদয়॥ বৈকুঠেতে মুনিবর যথা উপনীত। একেবারে শুক্তজ্ঞান বিচার রহিত॥

কোপানলে তমু ছলে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। কৃষ্ণ বক্ষে পদাঘাত করে মুনিবর॥ শয়নে ছিলেন হরি চমকি উঠিল। মুনি প্রতি নারায়ণ দেখিতে লাগিল॥ তবে দেব নারায়ণ স্বার রক্ষক। শিষ্টের পালন কর্ত্তা চুফ্ট সংহারক॥ সেইক্ষণে মুনিপাশে উঠি দাঁড়াইল। লক্ষীসহ করযোড়ে কহিতে লাগিল॥ ছুই পদে ধরি হরি করিল মিনতি। বিনয়েতে মুত্নভাষে কহে যতুপতি॥ যে দোষ করিমু দেব তোমার গোচর। অধ্যের অপরাধ ক্ষম মুনিবর॥ ক্রোধ পরিহর দেব শাস্ত হও এবে। না জানিয়া অপরাধ অবশ্য সম্ভবে॥ পায়ে ধরি মুনিরাজ বৈদহ এখন। কত ভাগ্য তব পদ হইল স্পর্শন॥ সপ্তকুল আমার যে উদ্ধার হইল। পদাঘাতে মম কত পুণ্য উপজিল॥ তব পাদপদ্ম স্পর্শে তীর্থে তীর্থ হয়। অধম তোমার দাস জানিবে নি**শ্চ**য় 🛭 মম বক্ষে করিলে যে পদের প্রহার। তাহাতে আমার বংশ হইল উদ্ধার॥ এই হেতু পদচিহ্ন বক্ষেতে ধরিব। জগতে তোমার গুণ প্রকাশ করিব॥ পদস্পর্শে হৈল মোর পাপ বিমোচন। মম বক্ষে পদাঘাত করিলে যখন॥ না জানি কোমল পদে কতই লেগেছে। পাষাণ বক্ষেতে পদ যথন ঠেকেছে॥ এত কহি ছুই হস্তে ভবে নারায়ণ। যতনে মুনির পদ করেন সেবন॥ এইরূপে বিনয় করিয়া দামোদর। কতমতে মুনিবরে শাস্তিল সম্বর॥ তবে ভৃগু মহামুনি স্থিরমতি হয়। ক্রোধ পরিহরি পায় অস্তরেতে ভয়॥

লক্ষা পেয়ে মুনিবর সকাতর অতি। স্থস্থির হইয়ে তথা করে অবস্থিতি॥ তদস্তরে মুনিবরে ভক্তি উপজিল। সজল নয়ন চুটি উৎফুল্ল হইল॥ মনে মনে হরিপদে প্রণমি তথন। তদম্ভরে যজ্জন্থলে করে আগমন॥ মুনিগণে স্যতনে করিয়া বিস্তার। বিবরণ কছে তবে হয় যে প্রকার॥ ভনি মুনিগণ হ'লো বিশ্বয়ে মগন। অন্তরে ভাবিল তবে দেব নারায়ণ॥ কুষ্ণগুণ গান করে আনন্দ অন্তর। শাস্তমূর্ত্তি ভগবানে ভাব নিরন্তর ॥ কুষ্টের নির্মাল যশ সকলেতে কয়। শান্তির কারণ তিনি হন ধর্মময়॥ বাঁহা হ'তে জ্ঞানযোগ হয় জীবগণে। বৈরাগ্য উদয় হয় যাঁহার কারণে॥ সর্ববিদ্ধা দাতা সেই অধম তারণ। সাধুর দল্গতি সেই দেব নারায়ণ॥ **এইরূপে মুনিগণে সংশগ্ন মোচন।** তবে সবে ভাবে সেই হরির চরণ॥ তদবধি কৃষ্ণপদে দৃঢ় ভক্তি হয়। ভৃগুর বচনে তবে ঘুচিল সংশয়॥ অনন্তর শুকদেব কছে নূপবরে। ক্বফের চরিত্র আজি কহিব তোমারে॥ একদিন শুন নূপ অপূর্ব্ব কথন। আইলেন এক দ্বিজ দ্বারকা-ভবন॥ সপত্নী সহিত আসি কুষ্ণের গোচর। কহিতে লাগিল বাক্য হইয়ে কাতর॥ ব্রাহ্মণী উদরে হয় যত পুত্রগণ। জন্মমাত্র তাহাদের না রহে জীবন॥ ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র যত পুত্র হয়। অমনি সে পুত্রগণ যায় যমালয়॥ **এইরূপে অউপুত্র হইল** নিধন। ন্বম এ পুক্র নিয়ে করি আগমন॥

এই কথা বলি দিজ করয়ে ক্রন্সন। শোকে গালি পাড়ে কত অকথ্য কথন॥ অনুতাপে তমু স্থলে গালি পাড়ে তত। দরিদ্রে সে ছিজবর কাঁদে অবিরত॥ এইরূপে গালি দেয় রাজা সম্বোধনে। মহারাজ দ্বিজ্বদ্বেষী জানিসু এক্ষণে॥ মহালোভী হয় নৃপ জানিকু নিশ্চয়। না ভাবে প্রজার তুঃখ পাইয়া বিষয়॥ মহাপাপী হয় রাজা জানিতু এখন। রাজার পাপেতে কন্ট পায় প্রজাগণ॥ বহু পাপ করে রাজা জানিমু অন্তরে। সেই হেতু আমার এ পুক্র দব মরে॥ অধর্ম চুঃশীল হয় সেই নরপতি। রিপুবশ দর্বক্ষণ কুকর্মেতে মতি॥ নিশ্চয় জানিত্ব রাজ। হিংদার কারণ। রাজাপাপে মহাদ্রঃখ পায় প্রজাগণ॥ এইরূপে দ্বিজবর কহিতে লাগিল। বারস্বার সেইথানে ফুকারি কাঁদিল॥ তবে রাজ-অনুচর করিয়ে ভাবণ। সভামাঝে আসি কহে দ্বিজের বচন॥ তবে পার্থ মহাবীর সে কখা শুনিল। সগর্বে বিপ্রের পাশে কহিতে লাগিল॥ শুন কহি বিপ্রবর তোমারে এখন। হেন ধন্ত্র্দ্ধর হেথা নহে দরশন ॥ ভোমার হ্রংথেতে বড় হইবে কাতর। বিপ্র ক্লংখে ক্লংখা যেই নহে নুপবর ॥ র্থায় জীবন তার র্থা রাজ্য ধন। ধৈয়্য ধর যাহ ঘর শুনহ ত্রাহ্মণ॥ তব ছঃথ নিবারণ আমিই কারব। আমি তব মৃত পুজ্ৰ বাঁচাইয়ে দিব॥ সজল নয়নে বিপ্ৰ কহিল তথন। মহাকায় বাহুদেব আর সঙ্কর্যণ॥ শনিক্তম প্রত্যন্ত্রাদি যত বীরগণ। ইহা হ'তে কাৰ্য্যসিদ্ধি নহে কদাচন॥

কেহ না পারিবে মম পুত্রে বাঁচাইতে। হেনকর্ম কিরূপেতে হবে মহামতে॥ যে কর্ম করিতে নারে অথিলের পতি। কিরপেতে হবে তাহা তোমাতে সংহতি॥ তোমার বাক্যেতে মন না হয় প্রত্যয়। তব বাক্যে অশ্ৰদ্ধা হইল মহাশয়॥ তাহা শুনি পার্থবীর ক্রোধিত হইল। মহাগৰ্ব প্ৰকাশিয়ে কহিতে লাগিল। ওহে দ্বিজবর ধর আমার বচন। আমি নাহি হই সেই দেব সক্ষৰ্যণ॥ নহি আমি বাহুদেব ওহে দ্বিজবর। নহি সে প্রহান্ন আমি কুষ্ণের কুমার॥ আসি ধনঞ্জয় সেই পাণ্ডুর তনয়। আমার বাক্যেতে তব শ্রদ্ধা নাহি হয়॥ গান্ডীব যে মহাধন্ম করি যে ধারণ। মম বল জানে সেই দেব ত্রিলোচন॥ মন বীর্য্যে পরিভূক্ট দেবতা শঙ্কর। তেঁই পাশুপত অন্ত্র দিল মহেশ্বর॥ যমে জিনি তব পুত্র আনিব নিশ্চয়। আমার এ বাক্য কভু অন্তথা ন। হয়॥ প্রদবের কালে দিবে সংবাদ আমারে। দেখি এবে পুত্র তবে কোনজন মারে॥ যদি পুত্র তাহে নাহি হয় হে রক্ষণ। তবে আমি নিজ প্রাণ দিব বিদর্জ্জন॥ অগ্নিকুণ্ড করি প্রাণ তথনি ত্যজিব। ক্ষণমাত্র হীন প্রাণ আর না রাখিব॥ প্রতিজ্ঞা আমার এই শুন দ্বিজবর। তাহ। শুনি হ'লো বিপ্র সম্ভোষ অন্তর॥ আনন্দিত হয় দ্বিজ গেল নিজ ঘরে। কিছুদিন রহে পার্থ বচ্নামুদারে॥ তবে কিছুদিন তার সময় হইলে। উপনীত হয় আসি প্রদবের কালে॥ ভার্য্যাদহ দ্বিজ যায় অর্জ্জুনের স্থান। বলে রাথ পুত্র মোর পাওুর নন্দন॥

দ্বিজের বচনে তবে পার্থ মহামতি। একান্ত হইয়ে ভাবে দেব পশুপতি॥ তবে মহা গাণ্ডীবেরে ধারণ করিল। দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় তবে বর্ষিল॥ বাণে বাণে আচ্ছাদিল সৃতিকা আগার। অধঃ উদ্ধ মধ্যে আর ঢাকে চারিধার॥ বাণে বাণে একেবারে আচ্ছন্ন করিল। তবে পার্থ দশদিক বাণেতে ঘেরিল।। তদন্তর দ্বিজপত্নী পুত্র জন্মাইল। মর। পুত্র দরশনে শোকার্ত হইল॥ মুতস্থত নিরীক্ষণ করি ছুইজন। মহাশোকে মগ্ন তবে হইল তখন॥ ক্রোধে পরিপূর্ণ তত্র পার্থেরে কহিল। কান্দিয়া ব্রাহ্মণ কত তিরস্কার কৈল॥ একি দেখি ওহে পার্থ তব ব্যবহার। তোমা হ'তে হ'লো নব ছঃখ যে আমার॥ কে বলে পুরুষ তব ক্রীবের আচার। জানিসু তোমার মাত্র রুথা অহঙ্কার॥ যাহাতে অশক্ত হয় যতুপুত্রগণ। রাখিতে নারিল যাহ। রাম নারায়ণ॥ ধিক্ ধিক্ তোরে পার্থ তুই মূঢ়মতি। কিমতে রাখিবে তাহা আসার ভারতী॥ জানিসু তোমার মাত্র অহঙ্কার দার। কি স্মার কহিব তোরে পাণ্ডুর কুমার॥ তাহা শুনি মহাহঃখে পাণ্ডুর তনয়। মহাবেগে ধাইলেক যমের আলয়॥ দ্বিজন্মতে তথা নাহি পায় দরশন। অর্জ্জুন ধাইল তবে ইন্দ্রের ভবন॥ অগ্নি চক্র বায়ু সে বরুণপুরী গেল। স্বৰ্গ মৰ্ক্তা রদাতন দকলি দেখিল।। , তিনলোক পার্থবীর করিল ভ্রমণ। কোন স্থানে দ্বিজন্মতে নহে দরশন॥ লজ্জিত হইল পার্থ ভঙ্গ অঙ্গীকারে। অগ্নিমাঝে প্রাণ দিতে চলিল সত্বরে॥

তবে পার্থ মহাবীর চিতা জ্বালাইল। প্রবেশিতে অগ্নিমাঝে সম্বরে চলিল। অনস্তর কৃষ্ণ তারে করে নিবারণ। ওহে পাৰ্থ বুথা কেন ত্যজ্ঞিবে জীবন। আমার বচন ধর ওহে মহাবীর। দেখাইব দ্বিজপুত্র জেনো তাহা স্থির। এত বলি নারায়ণ অর্জ্জন সহিত। मिरा त्र**थ चार्ताइ**ग कतिन इति**छ**॥ পশ্চিমেতে ছুইজনে করিল গমন। বিষ্ণ্য আদি গিরি সব করিল বর্জন॥ কত যে লঙ্কিল গিরি পর্ববত কন্দর। ক্রেমে যায় যথা লোকালোক গিরিবর ॥ তথা গিয়া দেখে অন্ধকারময় স্থান। না চলে অখের দৃষ্টি না চলে বিমান॥ অন্ধকার করে তথা যত মেঘগণে। অশ্বৰ্গণ ত্ৰাসযুক্ত না যায় সেথানে॥ তাহা দেখি নারায়ণ ভাবিয়া অন্তরে। স্থদৰ্শনে আজ্ঞা দেন তমঃ নাশিবারে॥ আজ্ঞা পেয়ে ধায় শীঘ্র সেই স্থদর্শন। সহস্র দূর্য্যের তেজ যাহে অনুকণ॥ মহাবেগে আগে আগে গমন করিল। স্থদর্শন তেজে অন্ধকার দূরে গেল॥ চারিদিকে আলোময় সেইক্ষণে হয়। পাছে পাছে চলে রথ বেগে অতিশয়॥ অতিক্রম করে তবে তমোময় স্থান। হদর্শন অত্যে ধায় মহা দীপ্তমান ॥ উত্তরিয়া অন্ধকারে দেব নারায়ণ। তথায় অদ্ভুত স্থান করেন দর্শন॥ মহা জলরাশি তথা স্থনিশ্মল তায়। তার মধ্যে পুরী এক দেখিবারে পায়॥ মনোহর পুরী তাহে দেখে বিভ্যমান। রতনে খচিত সেই হয় পুরীখান॥ তার মধ্যে আছে এক দিব্য মহাকায়। অতীব ভীষণ মূৰ্ত্তি তাহে দেখা যায়॥

সহত্ৰ মন্তক কণা শত আভা তাহে। **ज्यात्म स्वर्गन मान्टम विद्याद्य ॥** পরম পুরুষ আছে বসি দিব্যাসনে। ঘন মেখ আভা যেন দেখে চুইজনে॥ পীতবাস পরিধান সহাস্থ বদন। হুন্দর যুরতি ধরে প্রফুল নয়ন॥ সণি মুক্তা কিরীট শোভিত শিরোপরে। স্থবর্ণ কুগুল দোলে গণ্ডের উপরে॥ তুই হস্ত শোভে তার আজাসুলম্বিত। কৌস্তুভ শ্রীবৎস চিহ্ন বক্ষে বিরাজিত॥ বনফুল মালা গলে তুলিছে তাহার। ञ्चनम अ नम जानि शार्ष महहत्र॥ শন্ধ-চক্র-গদা-পদ্ম চারি হস্তে ধরে। মহালক্ষী বসি আছে তাহার গোচরে॥ বামদিকে বসিয়াছে সহাস্থ্য বদন। এইরূপে তুইজনে করে দরশন॥ তুইজনে দরশনে সেই মহাকায়। ভূমে নমি করিলেন প্রণাম তাঁহায়॥ করযোড়ে ঐকুষ্ণকে করেন স্তবন। দেখেন তথায় আছে দ্বিজপুত্ৰগণ॥ তবে সেই মহাকায় কহে কৃষ্ণপ্ৰতি। এ কারণে আনিয়াছি ছিজের সন্ততি॥ তোমা তুইজনে আমি করিতে দর্শন। সেই লোভে দ্বিজপুজে করিমু হরণ॥ কিন্তু এক অপূর্ব্ব যে হয় দরশন। বিষাদে আমার মন হইল মগন॥ তুমি হও নারায়ণ পূর্ণ অবতার। হরিতে অবনীভার তব অবতার॥ পৃথিবীর পাপ যত অহুরের গণে। তাহাদের মারি হরি পাঠাবে এখানে॥ তব হস্তে যে অস্কর ইইবে নিধন। পাপে মুক্তি পাবে হেখা করিলে গমন॥ পূৰ্ণকাম হৈল মম দেখে ছুইজনে। এবে ল'য়ে যাহ এই षिक পুক্রগণে॥

এত কহি কুষ্ণপদে প্রণতি করিল। কৃষ্ণাৰ্জ্বন চুইজনে তাহে সম্ভাষিল॥ দ্বিজপুক্রগণে ল'য়ে চলিল স্বরিত। দারকা-নগরে আসি হয় উপনীত॥ ছিজে আনি পুত্রগুলি করিল অর্পণ। বিস্ময়েতে মগ্ন হয় ছিজবর মন॥ এইরূপে কত বীর্য্য দেখাইল লোকে। বহু যজ্ঞ করিলেন মনের কৌতুকে॥ মহাপাপী**্ৰিছিল যত জগত ভিতর**। আর যত ধর্মহীন ছিল নরবর॥ অর্জ্বনাদি হ'য়ে তার নিমিত্ত কারণ। করিলেন পাপীদের পাপ বিমোচন॥ অধর্ম্মের নাশ হরি যতনে করিল। জগতের মাঝে ধর্ম শ্রীহরি স্থাপিল॥ অনস্ত কারণ সেই জগতের সার। সেই প্রভু নারায়ণ ঈশ্বর সবার॥ এই কথা যেইজন করয়ে শ্রবণ। রোগ শোক করে তার দূরে পলায়ন॥ ভাগবতে হরি কথা পরম কারণ। দাস ভাষে হরিপদে থাকে যেন মন॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশমন্বন্ধে বিৰূপুত্র সানগ্রন

সমাপ্ত। ,

অপ মহিধী গীতা।

শুকদেব করে পরে শুনহ বচন।

অপরে শুনহ কথা অতি পুরাতন।

মহাস্থে নারায়ণ দারকা-নগরে।
পরিজন সহ কৃষ্ণ বহে সেই পুরে।
পরম সম্পান পদ লক্ষীর পূজিত।

আপনি সে লক্ষীদেবী যাহে বিরাজিত।
পরমা রূপসী আছে যত নারীগণ।

দিব্য কান্তি ধরে সবে নবীন যৌবন।

ষট্টালিকা মাঝেতে কেন্দু (১) ক্রীড়া করে। বিক্যৎ জিনিয়া আভা শোভা কত ধরে ॥ রথ অশ্ব আদি করি নানা সেনা যত। সকলেতে অলঙ্কারে হ'য়ে অলঙ্কত॥ দিব্য উপবন তাহে আছে বৃক্ষগণ। অপূর্ব্ব প্রাচীর তাহে কনকে নির্মাণ॥ নানাজাতি ফুল তাহে প্রফুটিত হয়। মধুমত অলিগণ তাহে মধু খায়॥ ডালে বসি বিহঙ্গেরা ধরে নানা তান। স্বমধুর স্বরে সবে করিতেছে গান॥ তবে কৃষ্ণ সঙ্গে করি যত নারীগণে। নানামতে বিহার করেন বনে বনে॥ ষোড়শ সহত্র নারী এক কৃষ্ণ হয়। একা স্বাকার সঙ্গে বিহার কর্য়॥ মনোহর সরোবর উত্থান ভিতরে। স্থনিৰ্মাল জল তাহে কত শোভা করে॥ কত শোভা ধরে তার ফুল্ল কমলিনী। মুতু হাসি জলে ভাগে শত কুমুদিনী॥ সরদীর সক্ষজলে জলপক্ষী কত। রাজহংস রাজহংসী বিহরে সতত॥ সেইজলে কুভূহলে দেব নারায়ণ। স্নান করিলেন তাহে সহ নারীগণ॥ তদন্তর দিব্যান্থর করি পরিধান। কুকুম চন্দন অঙ্গে করয়ে লেপন॥ সেই স্থানে আসি তবে কিন্ধরেরা যত। মুদৃঙ্গ মুরজ বাগ্য বাজিতেছে শত॥ সূত মগধ বন্দী আসি সেই স্থলে। মনোহর স্বরে স্তব করিছে সকলে॥ তথা জলকেলি রসে মক্ত নারায়ণ। জলেতে বিহরে হরি ল'য়ে নারীগণ॥ নারীগণ আনন্দেতে উন্মত্ত হইল। কৃষ্ণ অঙ্গে সকলেতে সেচন করিল॥

এক কেন্দু অর্থাৎ খেলিবার ভাটা।

তবে হরি হাস্থাননে জলের ভিতর। জল সেচি নারী অঙ্গে দেন দামোদর॥ যথা যক্ষরাজ খেলে যক্ষিণী সঙ্গেতে। সেইমত জল দেয় রমণী অঙ্গেতে॥ তবে হরি স্বাকার বসন হরিল। অপরপ রূপ স্বার দর্শন কৈল। দরশনে যত্তবর আনন্দ অন্তর ॥ যত নারী ততরূপ ধরে পীতাম্বর॥ এক এক রূপে এক রুমণী স্পর্শিল। मवाकारत अरकवारत जालिश्रन फिल ॥ হাস্তমুখী নারী যত আনন্দে মগন। কৃষ্ণ অঙ্গে সেচি জল দেয় নারীগণ॥ যথা করিবর সঙ্গে করিণীর দলে। আনন্দে বিহরে সবে সরোবর জলে॥ সেইমত কৃষ্ণ সহ কৃষ্ণ নারীগণ। জলকেলি করে সবে আনন্দে মগন॥ মহা কুতুহলে নাচে নর্ত্তকীর দলে। নানা অলক্ষার পরি মহা কুতৃহলে॥ নারী যত আনন্দিত হরি মুখ হেরি। কৃষ্ণ আলিঙ্গনে মত্ত যতেক স্থন্দরী॥ তবে যত নারীগণ তশ্ময় হৃদয়ে। ভগবানে চিত্তার্পণ করে সে সময়ে॥ मत्व कति कृष्ध हिन्छ। छेन्मामिनी इश । সজল নয়নে দবে কৃষ্ণ গীত গায়॥ প্রেমের বিচিত্র ভাব করি দরশন। স্থিগণে স্থোধিয়া কছেন বচন। ন্ডন কহি প্রিয়দখী বচন আমার। কান্দিয়ে আকুল চিত্ত হয় অনিবার॥ নিশা শেষে নিদ্রা ভঙ্গ হইল যখন। নিজ পাশে পতি নাহি হয় দরশন॥ পরে মোর নিদ্রা ভঙ্গ সেইক্ষণে হয়। তথনি হইল মম বিকল হৃদয়॥ এইরূপে ভাবে সবে এরিক্সঞ্চ বিহনে। মলিন বয়ানে কান্তে চিন্তে মনে মনে।

হাস্থাননে ভগবানে ভাবে অমুক্ষণ। ব্যাকুল অন্তর হয় কুষ্ণের কারণ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে ডাকে উচ্চৈঃশ্বরে। এইরূপে মহিষীগণ কৃষ্ণ গীত করে॥ শুকদেব কহে শুন ভূহে নরপতি। এইমত ভাবে কৃষ্ণে যতেক যুবতী॥ श्रनत्य ভाবিয়ে कृष्ट मश्रिमी नकता। বৈষ্ণবী উত্তমাগতি তাহরা লভিল॥ অন্তরেতে প্রেম ভাব হইল তথন। একান্ত অন্তরে সেবে শ্রীহরি চরণ॥ ধরি পদ নিজ বক্ষে সেবে অবিরত। ভৰ্ত্ত। জ্ঞানে সৰ্ব্বক্ষণে ভজে জগন্নাথ॥ তাহাদের তপ কথা কিরূপে কহিব। ছল্ল'ভ সে পুণ্য যত কেমনে বৰ্ণিব॥ হেনকালে দ্বারকাতে দেব নারায়ণ। বেদমতে গৃহকর্ম্ম করয়ে স্থাপন॥ এরূপে আছিল যত ষোড়শ কামিনী। তন্মধ্যে প্রধানা যত কুষ্ণের রমণী॥ রুক্মিণী প্রভৃতি আর অন্ত পাটেশ্বরী। সবাকার প্রেমে বদ্ধ আপনি শ্রীহরি॥ দশ দশ করি হয় সবার তনয়। কুষ্ণের সমান বীর্য্য সকলেতে রয়॥ অসংখ্য সে যহুবংশ না হয় গণন। প্রত্যন্ন পুকর অনিরুদ্ধ স্থনন্দন॥ শাস্ব মধু ভানুবুন্দ বুক বুহস্তানু। দেববাহু শ্রুতকেতু দীপ্তিমান ভান্ন॥ এইরূপে কভ নাম কহিতে কি পারি। পুত্র পৌত্রাদি কত হয় এ সবারি॥ অসংখ্য তাহার সংখ্যা না পারি কহিতে। প্রহ্যন্ন রুক্মিণী-হৃত বিখ্যাত মহীতে॥ রুক্মিণীর ভ্রাতৃকস্থা তারে বিভা দিল। অনিরুদ্ধ নামে পুক্র তাহার হইল। তাহার সম্ভান হৈল বক্স নাম তার। স্থবান্থ নামেতে হয় তাহার কুমার॥

উগ্রসেন নামে হয় তাহার তনয়। যতুবংশে যত পুত্র সবাকার হয়॥ नकल्ला कृष्णम्य सहावल् धरत्। কার সাধ্য যত্ত্বংশ সংখ্যা কেবা করে॥ যদি কেহ বহুকাল করয়ে গণন। কেহ নাহি পারে সংখ্যা করিতে লিখন॥ কেমনে সে যতুবংশ করি সংখ্যা তার। গণপতি নাহি পারে আমি কোন ছার॥ যতুকুলে যেইজন জনম লভয়। আপনি সে নারায়ণ তাহার আশ্রয়॥ শান্তমতি কুষ্ণে ভক্তি কুষ্ণগত মন। কুষ্ণের সারূপ্য লভে ভক্তির কারণ॥ যার নামে বিল্পনাশ সর্ববক্ষণ হয়। যে নাম শ্রবণে সর্বব পাপরাশি ক্ষয়॥ জয় জয় নারায়ণ জগত আশ্রয়। দৈবকী উদরে জন্ম বাস যার হয়॥ হরি নাম ধরি যত অধর্ম নাশিলে। ধার্ম্মিকের ছুঃখ যত বিনাশ করিলে॥ শ্রীমুখ স্থন্দর হাস্ম ব্রজগোপিগণে। ভক্তিতে পাইল সবে প্রভু নারায়ণে॥ যেইজন একবার করয়ে প্রবণ। অথবা কুফের নাম গায় সর্বক্ষণ॥ কিম্বা কুষ্ণনাম দদা ভাবয়ে অন্তরে। কুষ্ণ কুষ্ণ বলি যেবা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ নিরবধি কৃষ্ণ চিন্তা করে যেইজন। কুষ্ণ নাম লভে সেই কুষ্ণের বচন॥

কৃষ্ণগুণ শ্রবণেতে অনুরাগ যার। জঠর যন্ত্রণা কভু নাহি হয় তার॥ সব ছাড়ি কৃষ্ণপদ যে করে আশ্রয়.। সেই জনে হয় সদা বৈরাগ্য উদয়॥ মহারণ্যে যেইজন করয় গমন। ্মসুরাগে করে সদা শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥ ব্যাস বিরচিত এই ভাগবত হয়। অখিল জনের পতি হরি দয়াময়॥ ভাগবত কথা হয় অপূর্বব লহরী। দশম হইল শেষ বল হরি হরি॥ ভাগবতে পান করে যেবা হরি স্থধা। কভু নাহি রহে তার এ ভবের ক্ষুধা॥ হরি নাম হরি নাম জানিবে কেবল। হরি বিনে নাহি হয় জীবের মঙ্গল। অতএব জীবগণ ভাব হরিপদ। চরমে পাইবে দবে অতুল সম্পদ।। কুষ্ণের নিকটে রবে কুষ্ণপদ ভেবে। সংসার যাতনা আর ভূগিতে না হবে॥ অত এব জীবগণ ভাব সে চরণ। হরিনাম কর সার হইবে মোচন॥ কলিকালে হরি ভিন্ন গতি নাহি আর। তাই বলি হরিনাম কর সবে সার॥ ভুলনা অনিত্য ধন তুর্ল ভ জগতে। প্রেমে মাতি সঁপ প্রাণ হরির পদেতে॥ ভাগবত কথা হয় পরম স্থন্দর। প্রাণচন্দ্র দাস হরি পদে মধুকর॥

ইতি শ্রীমন্তাগবতে দশম করে মহিধী গাঁতা ও দশমকর সমাপ্ত

## শ্ৰীমদ্ভাগৰত

## 图布177 军事

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অথ যত্গণের প্রতি ব্রহ্মশাপ।

শুকদেব কহে শুন ওহে নরপতি। অপরে শুনহ তুমি অপূর্ব্ব ভারতী॥ তবে দেব নারায়ণ করেন চিন্তন। সঙ্গে হলধর আর যত যতুগণ॥ হরণ করিতে হরি অবনীর ভার। কলহ উৎপন্ন সবে করি পরস্পর॥ মহাদৈত্যগণে সব করিয়া নিধন। অবনীর মহাভার করেন হরণ॥ যুধিষ্ঠির আদি করি পাণ্ডুপুত্র যত। খেলিল কপট পাশা বিপক্ষে আরত॥ শক্তব্য অবজ্ঞা হেতু দেব নারায়ণ। হইলেন একেবারে সক্রোধিত মন॥ নিমিত্তের ভাগী করি পাণ্ডু কুরুগণে। নিধন করিল হরি বহু রাজগণে॥ এইরূপে নারায়ণ বধি নূপচয়। ক্ষিতিভার একেবারে হরণ করয়॥

আপন রক্ষিত আর যত যহুগণ।
পৃথিবীর মহাভার যতেক রাজন ॥
নৃপগণ সেনা যত ছিল এ ধরায়। (১)
সে সকল বিনাশিয়া দেব যতুরায়॥
তবু হরি মনে মনে করেন চিস্তন।
অবনীর ভার এবে না হয় খণ্ডন॥
এইরূপ নারায়ণ মনে বিচারিল।
গর্বিত যাদবকুল শ্রীহরি জানিল॥
অভ্যাপি যাদবগণ আছে বর্ত্তমান।
অক্সেয় আঞ্জিত মম স্বার প্রধান॥

১। বে পাপুপ্রগণ শক্ত কর্তৃক কণট পাশা ও স্বরজ্ঞা ইত্যাদি ধারা বহুবার কো.ধত হইরাছিণেন, প্রীকৃষ্ণ সে পাপুপ্র ও তাহাদের শক্তগণ পরম্পরকে নিমিত্ত করিয়া তাহাদের বিনাশসাধন করেন। আর পুজনাদি বে সকল কণট দৈত্য ছিল প্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন, আর বে সকল দৈত্য বাদ্ধবরূপে ছিলেন, তাহাদিগের ও পরম্পরকে নিমিত্ত করেন ঘণা ছর্ব্যোধন ও হুংশাসন ইত্যাদি। মহা বলবান সবে অতুল বিভব। কিছুতেই নাহি হবে এরা পরাভব॥ যথা শমী গৰ্ভে থাকে ব্যাপ্ত হুতাশন। সেইমত যতুকুল করিব নিধন॥ কলহ বাধায়ে আমি দিব পরস্পারে। বৈকৃষ্ঠধামেতে যাব আমি তদস্তরে॥ অপূর্ব্ব কাহিনী তুমি শুনহ রাজন। এইরূপ চিন্তা করি দেব নারায়ণ॥ ব্রহ্মশাপ ছলে যদ্রবংশ সংহারিল। পরে হরি নিজ স্থানে গমন করিল। পরীক্ষিৎ কহে তবে শুকদেব প্রতি। শুনিব অপর্ব্ব কথা কহ মহামতি॥ ব্রহ্মভক্তিপর সেই যাদব-নন্দন। কুষ্ণপদে চিত্ত অতি দয়া অনুক্ষণ॥ কিরূপেতে ব্রহ্মশাপ তাহাদের হয়। সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মহাশয়। কিরূপে হইল ভেদ যাদ্ব-নন্দনে। সেই কথা স্বরূপেতে কহ মম স্থানে॥ নুপ সম্বোধনে তবে ব্যাদদেব হৃত। কহিতে লাগিল কথা অতীব অন্তত ॥ পরম কারণ সেই জগতের পতি। ধরিল হুন্দর রূপ অন্তুত মুরতি॥ (১) জগতে মঙ্গল কার্য্য করি নারায়ণ। মনে মনে আপনি সে করিল চিন্তন ॥ হরণ করিত্ব আমি অবনীর ভার। এখন যাদবগণে করিব সংহার॥ এত ভাবি নারায়ণ দারকানগরে। যত মুনি ছিল সব বস্থদেব ঘরে॥ বংশের উচ্ছেন হেতু ডাকি ঋষিগণ। কালরূপী ঋষিগণে বলেন তথন॥ (২)

১। আপ্তকাম উদারকীর্ত্তি শ্রীক্ষণ্ড সমূদর স্থলর বস্তর সরিবেশ দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

২। ধ্ববিগণ কালরূপী শব্দে কেন অভিহিত হইন, অর্থাৎ শ্রীরুঞ্চ নিজকুল ধ্বংস ক্রিতে ইচ্ছা ক্রিয়াভিলেন। নিজ স্থানে সকলেতে যাও **হে সম্বর**। কুষ্ণের বচনে তবে যত মুনিবর॥ দারাবতী হ'তে সব গমন করিল। বিশামিত্র ভৃগু কণু যত ঋষি ছিল॥ তুর্বাদা অঙ্গিরা অত্তি কামদেব চলে। বশিষ্ঠ নারদ মুনি যায় কুতৃহলে ॥ পিগুারক (৩) সবে ধায় আনন্দ অন্তর। অপরে অপূর্ব্ব কথা তন নরবর॥ অবিনিত ছিল পথে যাদব-নন্দন। থেলিতে খেলিতে সবে করে দরশন ॥ রহস্থ করিতে তথা যুক্তি করি দার। শান্বকে সাজায় নারী করি চমংকার॥ জাম্বুবতী পুত্র সেই স্ত্রীরূপ ধরিল। মুনির নিকটে সব গমন করিল।। মুনি পদতলে পড়ি যাদব-নন্দন। বিনয়েতে ধীরে ধীরে কহিছে বচন ॥ কছ দেব মোদবাকে করুণা প্রকাশি। ভূত ভবিশ্বং সর্বব জান মহাঋষি ॥ এই হেতু পায় ধরি করি জিজ্ঞাসন। গর্ভবতী এই নারী করহ দর্শন॥ পুত্র ইচ্ছা ইহার মনেতে অতিশয়। আগত হয়েছ প্রায় প্রদব সময়॥ অতএব দয়া করি কহ হে বচন। ইহার উদরে কন্সা অথবা নন্দন ॥ কি পুত্ৰ হইবে দেব কহ সেই বাণী। অমোঘ দর্শন বলি তোমা সবে জানি॥ যাদবগণের কথা শুনি মুনিগণ। মনে মনে জানিলেন সব বিবরণ॥ হেয়জ্ঞান করি সবে যাদব তনয়। প্রতারণা করে সবে চুফ্ট চুরাশয়॥ ক্রোধেতে হইল তবে আরক্তলোচন। মুখেতে নিৰ্গত যেন ঘোর হুতাশন॥

৩। ছারকার নিকটবর্তী পিগুরিক নামে এক তীর্থ ছিল।

ক্রোধেতে কম্পিত মুখে বাক্য নাহি সরে। । পাষাণে করিল সেই মুষল ঘর্ষণ। কৃছিতে লাগিল বাক্য যতুগণ তরে॥ কি আর কহিব দবে ওছে মন্দগণ। মুধল হইবে গর্ভে কুলের নাশন। এত কহি মুনিগণ গমন করিল। শাপ শুনি যাদবেরা আকুল হইল। তবে যত যতুত্বত হইয়ে বিশ্ময়। শাম্বের উদর তবে (১) মোচন করয়॥ তাহাতে প্রকাণ্ড এক মুষল হেরিল। লৌহময় দেখি তাহা বিম্ময় মানিল। ভয়ে ভীত চিত্ত সবে আকুল অন্তর। বলে হরি একি দার ঘটিল সবার॥ বড মন্দমতি মোরা যাদব-নন্দন। কি বাক্য বলিবে সব জগতের জন॥ এত কহি সকলেতে কান্দিতে লাগিল। মুবল লইয়ে গৃহে গমন করিল। যথায় বসিয়ে সেই যাদবের পতি। সেই সভামধ্যে সবে করিলেন গতি॥ ভয়েতে আকুল তবে মলিন বদন। ক্লুষ্ণের নিকটে গিয়া কহিল তথন। তবে শাপ সবে শুনি সভাজন যত। দর্শনে মুধল সবে হইল বিস্মিত। ভয়েতে কম্পিত হ'লো দারকার জন। ভয়াকুল চিত্তে সবে করয়ে রোদন ॥ তাহা দেখি আন্তক সে সবারে কহিল। কেন ভীতমতি সবে কেন বা আকুল। সাগরের তীরে শীঘ্র করহ গমন। मुष्ठतन न'त्य मत्व कत्रक् चर्यन ॥ ঘৰ্ষণে এ লোহদণ্ড নিৰ্মাল হইবে। তাহলে আশঙ্কা আর কিছু না রহিবে॥ ভাঁহার কনে ভবে যাদব সকলে। মুষল হইয়া যায় সমুদ্রের কূলে॥

ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা শুনহ রাজন ॥ কিছুমাত্র অবশিষ্ট যা কিছু রহিল। যাদবেরা সেইটুকু সাগরে ফেলিল। यूषल चर्षा (यहे (क्ना वाहितिन। তীরেতে সংলগ্ন হ'য়ে কুশ জনমিল॥ অবশিষ্ট খণ্ড যাহা ফেলিল সাগরে। সেই খণ্ড জেলে পায় মৎস্থের উদরে॥ মুল্যে লুব্ধক ভাহা করিল বিক্রয়। তাহাতেই এক শল্য নির্মাণ করায়॥ সর্ববজ্ঞ ঈশ্বর সেই দেব নারায়ণ। আয়াদে করিতে পারে পাপের মোচন॥ তথাপি সে জগন্নাথ ইচ্ছা প্রকাশিল। কালরূপী বলি তাহা আপনি জানিল। এই কথা যেইজন করিবে প্রবণ। রোগ শোক দুরে যায় পাপ বিমোচন॥ দাসের রচিত গীত হরিকথা সার। যাদবগণের পাপ শুনহ বিস্তার॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে একাদশ স্বন্ধে বাদবগণের প্রতি ত্ৰহ্মণাপ সমাপ্ত।

অণ বস্থদেব ও নারদ সংবাদ। **७कामव कार्ट भारत छन कूक्रवेद ।** একদিন দেবর্ষি নারদ মুনিবর॥ দারকানগরে আদে কৃষ্ণ দরশনে। দেবর্ষি দেখিয়া ক্লফ বদায় যতনে॥ মহা সমাদরে তারে করি সম্ভাষণ। পাত্য অৰ্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন॥ मूनिवत ह्वांखरत कृष्ण पत्रणरन । कारत ठिखरा मना रनव नातांत्ररः ॥ যেজন ভন্নয়ে সেই দেব নারায়ণ। তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥ ক্ছি শুন নরপতি অপূর্ব্ব কথন। আপনি শ্রীকৃষ্ণ তারে করেন অর্চন। সমাদরে মুনিবরে ভোজন করায়। দারকানগরে বদে ঋষি মহাকায়॥ পরে আসি বহুদেব তথা উপনীত। ঋষিবরে জিজ্ঞাসিল হ'মে হরষিত॥ বহুদেব কহে শুন ওহে ঋষিবর। তব আগমনে বড় আনন্দ অন্তর॥ পিতা মাতা আগমনে পুত্রে যথা হয়। সেইমত আজ মোর আনন্দ হৃদয়॥ কি আর কহিব দেব তোমারে এখন। জীবের মঙ্গল হেতু তব আগমন॥ আর এক বাক্য আমি কহি মহামতি। যেজন ভজয়ে সেই দেব স্থপ্রুতি॥ যেইরূপে যেইজন করয়ে ভজন। (১) তার দঙ্গে দেই দেব থাকে অনুক্ষণ॥ হে দীনবৎসল তুমি সর্বব ধর্ম জ্ঞাত। মোরে দয়া করি প্রভু কহ সেইমত॥ যাহার শ্রবণে জীব মৃক্তিপদ পায়। একেবারে ভবহুঃখ কভু নাহি রয়॥ দেবের মায়ায় সব মোহিত নিশ্চয়। সর্ববদার হয় দেই সীর আশ্রয়॥ পুত্ররূপে লাভহেতু করিতু পূজন। না ভাবিত্ব আমি কিছু মোদের কারণ। অতএব কহ মোরে হইয়ে সদয়। কিরূপে ঘুচিবে মম সংসারের ভয়। কিরূপেতে মুক্তিলাভ হইবে আমার। সেই কথা মোরে কহ করিয়ে বিস্তার॥ ৰত্নেৰ বাক্যে তুই নাৱদ তখন। একেবারে হয় তবে আনন্দে মগন॥ হরিগুণ গানে মুনি উন্মত্ত হইল। বস্তুদেবে চাহি তবে কহিতে লাগিল॥ ওহে বহুদেব তুমি হও মহামতি। যাদবের শ্রেষ্ঠ ভূমি ধর্মপর অতি॥

ভাগবত কথা তুমি জিজ্ঞাস আমার। সবিস্তারে সেই কথা কহিব তোমায়॥ ভাগবত কথা হয় পরম কারণ। এই ধর্ম যেইজন করয়ে শ্রবণ॥ কিম্বা ভাগবত ধর্ম করয়ে পঠন। ধ্যান কিন্তা আদর করয়ে যেইজন॥ পবিত্র তাহার দেহ পাপে মুক্ত হয়। কহিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চয়॥ তোমা হ'তে আজ মম জ্ঞানের উদয়। স্মরণ করায়ে দিলে হরি দয়াময়॥ তোমারে কহিব সেই কথা পুরাতন। বিস্তারিয়ে কহি তবে শুনহ বচন॥ কহিব তোমারে এক অপূর্ব্ব ইতিহাস। ঋষভের (১) পুত্র হ'তে যে সব প্রকাশ॥ প্রিয়ত্রত নামে এক মনুর নন্দন। তাহার যে পুত্র হয় অগ্নিপ্ত রাজন॥ নাভি নামে হইল যে তাহার নন্দন। নাভির নন্দন সেই ঋষভ যে হন॥ পরম তেজস্বী পুত্র খ্যাত চরাচরে। বাহুদেব অংশ সেই কহি যে তোমারে॥ ঋষভের শত পুত্র জনম হইল। ধর্মবন্ত পুত্র সব ব্রহ্মপর ছিল॥ ভরত নামেতে হয় জ্যেষ্ঠ সহোদর। (২) পরম তেজস্বী পুত্র ধার্ম্মিকের সার॥ মায়াময় এ সংসার জানিয়া অন্তরে। মিখ্যাময় জানি পৃথী পরিত্যাগ করে॥ বহুকটে করে সেই হরি আরাধন। পরেতে পাইল রাজ্য শুনহ বচন॥ আর নয় জন করে দ্বীপ অধিকার। কর্মাতন্ত্র কুতী পুত্র একশত তার॥

১। খ্যত নামে পুরাকালে বিলেছ দেশের রাজা ছলেন।

১। অর্থাৎ বাক্তি সকল বেরূপ করে ভাষার ছারাও সেইরূপ করিরা থাকে।

২। তাঁহার নামে এই সমূত্রই অর্থাৎ ভারত বর্ষ নামে বিধ্যাত।

জগত প্রসিদ্ধ তার নামেতে ত্রাহ্মণ। পূৰ্ব্ব কথা বহুদেব কহি হে এখন ॥ পরমার্থ পরায়ণ আর নয় জন। ভাগবতরূপে বিশ্ব করিয়ে দর্শন ॥ বিচরণ করে সবে এ জগত মাঝে। ইচ্ছামত সর্ববন্ধান ভ্রমণ করিছে॥ **धकित ७२ नृश अशृ**र्द्ध कथन। একত্র হইয়ে তবে যত ঋষিগণ ॥ নিমন্ত্রণ করি তথা সবে আনাইল। নিমিরাজ সঙ্গে আসি উপনীত হৈল। উপনীত হয় সব নিমি যজ্ঞছলে। দিবাকর সম দীপ্তি দেখিল সকলে॥ উঠিয়া দাঁড়ায় তবে যত সভাজন। সাদরেতে নিমি রাজা করে সম্ভাষণ॥ করযোড়ে কহে সেই মুনিগণ প্রতি। (১) সার্থক জীবন মম হইল সম্প্রতি॥ পবিত্র হইল পুরী ওপদ পরশে। मखन् मूनि भाम कतिन हतिए।। বসিবারে দিল রাজা রতন আসন। বিধিমত স্বাকারে করেন পূজন॥ কুতাঞ্জলি করি সেই বিদেহের পতি। বিনয়েতে জিজ্ঞাসিল তাহাদের প্রতি॥ अन यूनिवत मर्व आयात वहन। ঈশ্বরের সহচর তোমরা এখন॥ পবিত্র করিতে সব বিষ্ণুভক্তগণে। ভ্রমণ করহ সবে আনন্দিত মনে **॥** এই যে মানব দেহ ধারণ করয়। পঞ্ছতময় মাত্র ইহা কিছু নয়॥ তথাপি এ দেহ হয় স্বন্ধন্ন ভ অতি। অতএব কহ দেব আমারে সম্প্রতি॥

क भाग मर्भन वल ७ ब्राक्ना हेंब्रेग । অতএব কহ কিছু মঙ্গল বচন॥ এ জগতে যদি আসে ক্ষণেকের তরে। তর্ল ভ জনম সেই সাধু সঙ্গ করে॥ নিধি লাভে যথা মন সানন্দিত হয়। সাধু দরশনে ততোধিক হুখোদয়॥ অতএব কুপা কর আমায় এখন। প্রদান হইল ভক্ত প্রতি নারায়ণ ॥ যে ধর্ম করেন দান আনন্দ অন্তরে। সেই ভাগবত ধর্ম বলহ আমারে॥ তবে সেই শ্রীহরি করিয়ে সম্বোধন। বলে ওহে নৃপ শুন অপূর্ব্ব কথন॥ সংসারের জীব যত জানিবে নিশ্চয়। যাহাদের ঘটে সদা জ্ঞান বিপর্যায়॥ তাহারা যগুপি সেবে অচ্যুত চরণ। সংসারের ভয় তার হয় নিবারণ॥ পাইবে পরম জ্ঞান দেব দামোদর। হীনমতি হয় যত জগতের নর॥ নারায়ণ উহাদের উদ্ধার কারণ। সহজে কহিল হরি সে সব বচন॥ ভাগবত ধর্ম যেবা করয়ে আশ্রয়। কহিলাম সার কথা আমি সমুদয় 🛭 শুন নরবর আমি কহিব তোমায়। ভাগবত ধর্ম যেবা করয়ে আশ্রয়॥ কখন বিপদ তার না হয় ঘটন। অপূর্ব্ব কাহিনী এবে করহ শ্রবণ॥ একান্ত মনন যার ভাগবত প্রতি। চক্ষু মুদি সেইজন করে যদি গতি॥ তথাপি সে জন কভু পতিত না হয়। সেই তত্ত্ব কথা এবে শুন মহাশয়॥ ভাগবত ধর্মাশ্রয়ী জীব রছে রত। সংসারের কার্য্যে সবে হয় অফুরত। নিকাম হইয়া সবে শুন মহাশয়। করি যত ধর্ম কর্ম ফল সমুদয়॥

১। কবি, হরি, অন্তরিক, প্রবৃদ্ধ, পিবা, পলায়ন, আবিহোত্র, ত্রবিভূ, চনস, এই নয়জন পরমার্থ নিয়পক শ্রথশীল, বিগদর আত্মবিত্তা বিশায়র মহাতাগ মুনি হইরাছিলেন।

স্মরি মনে নারায়ণ করয়ে অর্পণ। (১) কহিমু তোমারে এই প্রকৃত বচন॥ ঈশ্বরে বিমুথ হয় যেই মৃঢ়মতি। মায়ায় আচ্ছন্ন সেই অধম প্রকৃতি॥ তাহার অন্তরে রহে আনন্দ উদয়। সকল কার্য্যেতে তার ঘটে বিপর্যায়॥ যদি সেইজন করে ঈশ্বর ভজন। ভয়াকুল চিত্ত তার হয় সর্বাক্ষণ ॥ অত এব নিজ মন করিলে দমন। ভয়হীন হয় সদা সেই সাধুজন॥ লোকমাঝে তবে সেই হয় মতিমান। সতত করিবে সেই ঈশ্বরের গান॥ চক্রপাণি জন্ম কর্ম্ম কীর্ত্তন করিবে। স্বমঙ্গল নাম তাঁর ভক্তিতে গাইবে॥ সর্বক্ষণ হরিনাম করিবে প্রবণ। হরিনাম করি দদা করিবে ভ্রমণ॥ হেনরূপে হবে যার প্রেমের উদয়। তারে রূপা করিবেন হরি দয়াময়॥ তথন হৃদয় হবে আনন্দে মগন। জগতের সার ভাবি করিবে কীর্ত্তন ॥ হরিপ্রেমে উন্মত্ত যে হয় ভক্তিভরে। অজ্ঞান হইয়া সেই উচ্চহাস্থ করে॥ নর্ত্তনে গর্জ্জনে গান করয়ে রোদন। এইরূপ করে সব কুষ্ণভক্ত জন। আর এক কথা রাজা করহ এবণ। এইরূপ ভাবে সদা কৃষ্ণভক্ত জন॥ পৃথিবী আকাশ অগ্নি দলিল পবন। দিক আদি আকাশ আর পর্বত কানন॥ ভূতগণ আদি করি নদী ও সাগর। সকলেই দেখে সেই কুষ্ণের আকর॥ কৃষ্ণ দেহ ভাবি মনে করয়ে প্রণতি। এইরূপ হয় সদা কৃষ্ণভক্ত মতি॥

)। ঈশরে অর্পণ করা হইলে সকল কর্মই ভাগ বত ধর্ম হইল। ইহার ভাষার্থ এই।

কুণাতুর জনে যথা পাইলে ভোজন। উপজয়ে হ্রথ তার আনন্দে মগন॥ সেইমত ক্লফভক্তের আনন্দ উদয়। সংসার বিরাগ তার জানিবে নিশ্চয়॥ তদন্তর ওহে নৃপ করহ ভাবণ। যে জন করয়ে হরির চরণ দেবন ॥ সদা আনন্দিত সেই জানিবে নিশ্চয়। অন্তরেতে মহানন্দ তাহার উদয়॥ ভাগবত সম তার আনন্দ অন্তরে। শান্তির আগারে হুথ সেবে নিরন্তরে॥ চরমে পরমগতি পায় সেইজন। সার কথা কহিলাম তোমারে রাজন॥ বহুদেব হর্ষ অতি সে কথা ভাবণে। করযোড়ে কহে পুনঃ মুনিবর স্থানে॥ ওহে মহামতি তুমি হও কুপাময়। ভাগবত ব্যক্তি কেবা এ জগতে হয়॥ সেই কথা মূনিবর কহ বিস্তারিয়া। মহানন্দে মন্ত হোক আমার এ হিয়া॥ কীদৃশ স্বভাব তার কিবা আচরণ। কিরূপ তাহার ধর্ম বলহ এখন॥ कि िक्स धित्रता जिश्वतत्रत श्रिय ह्य । দয়া করি মোরে দেব কছ সমুদয়॥ মুনি কছে বস্তুদেব করহ প্রবণ। পরম পবিত্র ভূমি জানিতু এখন॥ অপূর্ব্ব কাহিনী এবে শুন মহাশয়। ভাগবত ভক্তি যাহা বেদেতে নিৰ্ণয় ॥ সেই কথা কহি শুন ওছে মহামতি। শুকদেব মুনি কহে পরীক্ষিৎ প্রতি॥ শুন নারায়ণ সেই অপূর্ব্ব কথন। বহুদেব স্থানে মুনি করিল বর্ণন॥ হরি সম ধরে তেজ ভাগবত জন। সৰ্ব্বজীবে দেখে সদা আপন সমান॥ ব্রহ্মরূপ আপনারে দরশন করে। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মরূপ ভাবয়ে অস্তরে॥

শ্রেষ্ঠ ভাগবত সেই জানিবে নিশ্চয়। আর বলি শুন এক ভাগবত হয়॥ আপন অধীন যত মানব-নিচয়। মূর্থগণে শক্তগণে উপেক্ষা করয়॥ মধ্যম বলিয়া তারে করয়ে গণন। আর এক কথা রাজা করহ শ্রেবণ॥ শ্রদান্বিত হ'য়ে যেবা প্রতিমার প্রতি। হরিরূপে পূজে তারে শুন মহামতি॥ অপর রূপেতে হরি করিতে পূজন। কিছতেই ভক্তি তার নহে কদাচন॥ অপ্রাকৃত বলি তারে জানিহ রাজন। বান্তদেবাবিষ্ট চিত্ত যার সর্বক্ষণ। ইন্দ্রিয়বশে মাতি বিষয় ভোগে রত। বিষ্ণু মায়াময় বিশ্বে ভাদে অবিরত। কভু দ্বেষ মনে তার না হয় উদয়। কিছতে আনন্দ তার কতু নাহি হয়॥ উত্তম সে ভাগবত (১) কহে সর্ববন্ধন। সার কথা নরবর করিলে প্রবণ। আর যেইজন হরি ভাবরে অন্তরে। স্মরণ কারণ সেই পরম ঈশবে॥ দেহ প্রাণ মন বৃদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি যত। সংসারের ধর্ম কর্ম জানিবে নিশ্চিত। (২) ক্ষুধা তৃষ্ণা ভব কন্ট জনম মরণ। এ সবে না হয় ক হু মুগ্ধ সেই জন॥ ভাগৰত শ্ৰেষ্ঠ বলি জানিবে তাহায়। আর এক কথা আমি কহিব তোমায়॥ কাম্য কর্মাণক্তি নাই যাহার অন্তরে। একমাত্র বাস্তদেব ভাবে নিরন্তরে॥

ভাগবত শ্রেষ্ঠ বলি হয় সেই জন। জন্ম কর্ম্ম বর্ণ হেতু শুনহ রাজন॥ আশ্রম ও জাতি হেতু হৃদয়ে যাহার। কোনমতে নাহি হয় মনে অহঙ্কার॥ শ্রীহরির প্রির বলি জানিবে দে জনে। আত্ম পর ভেদ যেই নাহি করে মনে॥ দেহ আর চিত্ত হেতু সেই সদাশয়। সর্বভূতে সমজ্ঞান সদা তার হয়॥ ভাগবত শ্রেষ্ঠ সেই শুন মহামতি। ভাগবত ভিন্ন তার নাহি অন্য গতি॥ জগতের সার মাত্র শ্রীহরি চরণ। (১) ছাব্য়েতে করিয়াছে স্থদুত বন্ধন ॥ যেই শ্রীহরির পদ করয়ে ভজন। হরি পদ হুদে ভাবে সদা সর্বক্ষণ॥ বৈষ্ণব প্ৰধান বলি জানিবে তাহায়। বিচলিত চিত্ত তার কিছুতে ন। হয়॥ যবে হয় নিশাকর গগনে উদয়। সূর্য্যের প্রভাবে তাহে বিস্তার না হয়॥ সেইরূপ শ্রীহরির যুগল চরণ। বিরাজিত অঙ্গুলির নথের কিরণ॥ সে কাস্তি বিরাজ করে সেবক হৃদয়। তম আদি তাপ নাশ তাহাতে করয়॥ বিপদে পতিত হ'য়ে সেই মহাজন। অনায়াসে করে সব পাপের মোচন॥ হরি বিরাজিত তার হৃদয় ভিতর। প্রণত রক্ষুতে বন্ধ থাকে নিরন্তর 🏻 र्द्रिभा शाम (महे कदाय धादन। ভাগবত শ্রেষ্ঠ দেই জানে সর্ববজন ॥

১। ইহার অর্থ এখানে এইরূপ হইবে অর্থাৎ বিনি উত্তয় ভাগবত তিনি বিবরে থেব করেন না এবং বিয়য় ভোগ করিয়াও ভিনি সম্ভই হন না।

২। দেহের সংসার ধর্ম কম ও মৃত্যু, কাণের সংসার ধর্ম ক্ষুণা, মনের সংসার ধর্ম তর, বৃদ্ধির সংসার ধর্ম ভূঞা, আর ইন্দ্রিরগণের সংসার ধর্ম কট, এইরূপ ক্রম সকল বৃথিয়া লইতে হয়।

১। ভগবং পদ অপেকা সার বন্ধ নাই, এইরূপ
স্বৃতিজ্ঞ না হওয়াতে বিনি ত্রিভূবনে রাজ্যপ্রাণ্ডির
নিমিত্ত লবার্দ্ধ এবং নিমেবার্দ্ধর জন্ত ও শ্রীকৃষ্ণ বিনষ্ট
চেতা দেববি কর্ত্ত্ব বিমৃত্য ভগবত পদারবিক্ষ ফুইতে
বিচলিত হয় না।

নারদের মূপে শুনি এ সব কাহিনী। বহুদেব কহে পরে যোড় করি পাণি॥ তোমার প্রদাদে দেব হ'লে। জ্ঞানোদয়। ঘুচাও এবার মম মনের সংশয়॥ কছ দেব দয়া করি মায়ার কথন। गেই বিষ্ণু মায়া হয় মোহের কারণ॥ দেই মায়া জানিবারে ইচ্ছা অতিশয়। সংসার তাপেতে তপ্ত মোদের হৃদয়॥ অতএব স্থাময় হরিকথা বল। তাপিত অন্তর তাহে হইবে শীতল ॥ দেবঋষি কহে তবে বহুদেব প্রতি। শুন কহি মহামতি অপূর্ব্ব ভারতী॥ বৈদেহের স্থানে যাহা কহে ঋষিবরে। সেই কথা শুনে সব হরিষ অন্তরে॥ শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন। ভূতমধ্যে আত্মারূপে যেই মহাজন॥ অনাদি পুরুষ সেই অনন্ত মুরতি। নিজ অংশে জীবগণ অন্তরেতে স্থিতি॥ বিষয়ের ভোগ আর মৃক্তির কারণ। মহাভূতে করিলেন প্রাণের স্কন। (১) পঞ্চ মহাভূতে সৃষ্টি জীবের অন্তর। অন্তর্য্যানী রূপে থাকে তাহার ভিতর॥ এক অংশ দশ রূপে (২) বিভাগ করয়। সংসার বিষম ভোগে আনন্দিত হয়॥ সেই প্রভু নারায়ণ আত্মগুণ হ'তে। বিষয় করেন ভোগ আনন্দ মনেতে॥ (৩) জগতের স্থ হয় যত জীবগণ। আত্মবোধে আদক্ত তাহাতে নারায়ণ॥

দেহ ধারী জীব যত শুন কথা তার। ইচ্ছামত কর্ম (১) তারা করে অনিবার॥ তাহাতে অৰ্জন করে যত কৰ্ম্মফল। তুঃথকর হয় সেই কর্ম অমঙ্গল।। সেই কর্মফলে তবে যত জীবগণ। বার বার এ সংসারে করয়ে ভ্রমণ॥ অমঙ্গল কাৰ্য্যে রত যত জীবগণ। কৰ্ম্মফলে অবশ সে হয় সৰ্ববক্ষণ॥ তাহাদের বিবরণ শুন মহামতি। প্রলয় পর্য্যন্ত যাহে নহে কোন গতি॥ ততকাল হয় সবে জনম মরণ। সার কথা মহারাজ করহ শ্রবণ॥ মহাস্তুগণের সে নাশের সময়। কালেতে সকলে তবে উপনীত হয়॥ অনাদি অনন্তকাল জানিবে তখন। স্থুল সৃক্ষাত্মক (২) কার্য্য করে আকর্ষণ॥ তখন জানিবে তুমি ওহে নরবর। শত বর্ষ ধরি রৃষ্টি হবে নিরস্তর॥ ভয়ক্ষর রৃষ্টি যবে হবে বরিষণ। দিবাকর কর বৃদ্ধি হইবে তখন॥ ত্রিলোকের লোক সবে হবে দগ্ধ প্রায়। তদন্তর মুখে হবে অগ্নির উদয়॥ পাতাল হইতে তবে সেই হুতাশন। চারিদিকে দথ্ম করি উঠিবে গগন॥ অবিলম্বে সেই অগ্নি বাতাদে চলিবে। ভয়ঙ্কর রূপে চতুর্দ্দিক দগ্ধ হবে॥ মেঘগণ (১) জলধারা করিবে বর্ষণ। সমগ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড দেহ তাহে হইবে মগন॥

অর্থাৎ জীবগণের উপকারের জন্ত।

২। উৎক্লটাপক্লট প্রাণী সকন স্ক্লন করিয়াছিলেন।

ত। এক প্রকার মন দারা। আর দশ বাহ্নিক ইপ্রিয় দশ প্রকার বিষয় ভোগ করেন।

ইন্দ্রির সকল ছারা জীবগণ বাদনা সহিত্ত বে সকল কর্ম করিয়া থাকে।

২। স্থূল স্ক্রান্থক কার্য্যের কারণের দিকে আকর্ষণ করে।

<sup>্</sup> ১। সম্বৰ্ত্ত নামক মেঘগণ।

বিরাট পুরুষ তথা শুন তদন্তর। বিরাট (২) ছাড়িয়া হরি আনন্দ অস্তর॥ কাষ্ঠ শুম্ব অগ্নি সম হইয়ে তথন। मृक्यानि मृक्य ह'रा প্রবেশে কারণ॥ আর এই ধারা যাহা অপূর্বে দর্শন। হতগন্ধ জলময় করিবে পাবন॥ সেই জল রদহীন হবে জ্যোতির্ময়। সার কথা কহিলাম শুন নররায়॥ অন্ধকারে হীন জ্যোতি হতরূপ হবে। তদন্তর সেই তেজ বায়ুতে মিশিবে॥ मिटे वांग्रू विलीन त्य इंटरव व्याकारण। কামরূপী হ'য়ে বায়ু তার গুণ (৩) নাশে॥ नियदा विलीन श्रव श्रदा रत्र विभारन। অপরে শুনহ কহি অপূর্ব্ব বিধানে॥ মন বুদ্ধি আর যত ইন্দ্রিয়ের গণ। বৈকারিক দেবগণে হইবে মিলন॥ পরে হংস তত্ত্বে তাহা প্রবেশ করিবে। অহংতত্ত্ব (৪) মহতত্ত্বে আসি প্রবেশিবে॥ শুনহ অপূর্ব্ব কথা ওহে মহামতি। বিভুগত হয় এই লয় স্থ টি স্থিতি॥ তাহার ত্রিগুণ মায়া করিন্ম বর্ণন। ভাগবত কথা হয় পরম কারণ ॥ রাজা কছে ঋষিগণে করি কৃতাঞ্জলি। শ্রেবণে পবিত্র কথা বড় কুভূহলি॥ **७८१ (** एवं प्रशं किति वनश् अथन । বশীসূত নাহি হয় যাহাদের মন॥ সেই স্থলবৃদ্ধি ব্যক্তিগণ কি প্রকারে। তুরন্ত ঐশ্বরী মায়া পারে তরিবারে॥

**(मेरे कथा कह (मेर हेरेए) मन्य ।** তাহাতে আনন্দ চিত্তে হবে অতিশয়॥ মহর্ষি কহেন নৃপ করহ শ্রবণ। ন্ত্ৰী-পুৰুষ সম্বন্ধেতে বদ্ধ সেই জন॥ ছঃখ নাশ হেতু কাৰ্য্য সদা প্ৰবৰ্ত্তয়। স্থাবের কারণ কর্ম্মে সদা রত হয়॥ বিপরীত ফল পায় সেই জীবগণ। নিত্য পীড়াগ্রন্থ দেখিবে সেইজন॥ ছুল্ল ভ ধনের আশা জানিবে নিশ্চয়। সেই বিত্ত মানবের মৃত্যুরূপ হয়॥ চঞ্চল এ গৃহ পুত্র বন্ধু পরিজন। প্রাপ্ত হ'য়ে প্রীত নাহি পায় যেইজন॥ অনিত্য এ সব হয় জগৎ অসার। জগতের কার্য্য যত অতি চনৎকার॥ মঙ্গল জানিয়ে ইচ্ছা করে যেইজন। পরম ত্রক্ষেতে সদা হয় নিমগন॥ গুরুর শরণ লয় যেই মহামতি। গুরুকেই আগ্না ভাবি আনন্দেতে মাতি॥ দেব জ্ঞান করি তারে করয়ে সেবন। ভাগবত ধর্ম শিক্ষা করে অনুক্ষণ॥ যে সকল কার্য্যে হরি সন্তোষিত হয়। সেই সব কর্মা শিক্ষা করে সে নিশ্চয়॥ প্রথমেতে নিজ মন করি বশীভূত। অপরেতে সাধুসঙ্গ করিবে নিয়ত॥ যথোচিত দয়াবান হবে ভূতগণে। ব্রহ্মচর্য্য সরলতা বেদ অধ্যয়নে॥ বুথা বাক্য অকথন সেই নাহি কয়। অহিংদা দ্বন্দ্বেতে তার দমভাব হয়॥ আত্মদৃষ্টি ঈশ্বরদৃষ্টি সমান যাহার। (১) গৃহাদিতে অভিমান শৃষ্য দদা তার॥ থাকে না বিষয় আশ সংসার কামনা।

ঈশ্বরে পাইয়া যায় অদার যাতনা॥

২। বিরাট অভিমানি দেবতা।

৩। প্রণ কর্থাৎ শক।

 <sup>।</sup> আহংতৰ নিজ গুণাগুণের সহিত মহন্তবে

বাবেশ করে। গুণাগুণ অর্থাৎ নিজের গুণত্রর।

ঐ মহন্তব আবার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে।

১। নিত্য জ্ঞান স্বরূপে আয়েদৃটি, আর নিরস্থা স্বরূপ ঈশ্বর দৃষ্টি।

একান্ত শীলতা (২) হয় জানিবে দে জনে। যদি বাস করে সেই ভীষণ বিজ্ঞানে॥ ছিম বস্ত্র সদা যদি পরিধান করে। তথাপি সম্ভোষ সেই পাইবে অন্তরে॥ ভাগবত শাস্ত্রে সদা করি অনুক্ষণ। অশু শাস্ত্ৰ নাহি নিন্দে কভু সেই জন॥ হরিকথা হরিকার্য্য করে অবিরত। সত্য (৩) শম দমে মন দদা বশীভূত॥ আর সেই সর্বময় জগতের সার। হরিগুণ প্রবণেতে সদা রতি যার॥ হরির উদ্দেশ্যে করে কার্য্য সমুদয়। (৪) তপ জপ ইফ নাম সতত করয়॥ আত্মার নিতান্ত প্রিয় সাধু কার্য্য যত। তাহাতেই সর্বক্ষণ হয় অফুরত॥ দারা হত গৃহ প্রাণ সদা সর্বক্ষণ। ঈশ্বরের পদে সব করে সে অর্পণ॥ কুষ্ণময় আত্মা আর কুষ্ণ নাম সার। তার সহ করিবেক সিত্র ব্যবহার॥ স্থাবর জঙ্গম আর এই তুই স্থানে। মানব দকল আর যত সাধুগণে॥ এর মাঝে ভাগবত ভক্ত যেইজন। তাহাদের দর্ববন্ধণ করিবে পূজন॥ অমুরাগ ভৃষ্টি আর পাবন কথন। আত্মার সকল তুঃথ করিতে মোচন॥ এ সব করিবে শিক্ষা ভক্তির সহিত। হরির শ্মরণ করা তাহার উচিত। কৃষ্ণ অনুগত চিত্ত হইবে যখন। কছু হাস্থ কছু নৃত্য কখন ক্ৰেদন॥

২। অর্থাৎ সর্বাহানে সর্বাসময়ে সর্বাবিষয়ে এইরূপ ব্যবহার করার নাম একান্ত শীলতা।

- ত। সভ্য বথার্থ কথন, শম অস্তঃকরণ বণীকরণ, ধুম বাহেজির বণীকরণ।
- ৪। হরির **জন্ম কর্ম** ও গুণাগুণ প্রবণ, কীর্ত্তন ও ধান।

কখন বা করিবেক আনন্দ প্রকাশ। অলোকিক রূপে কভু কহিবেক ভাষ॥ কখন আনন্দে সদা গাবে হরি গীত। কুষ্ণসহ আলাপনে সদা রবে প্রীত॥ এরূপে পাইবে সেই পতিত-পাবন। অন্তরে সন্ডোষ সদা করিবে ধারণ॥ এইরূপে ভাগবত ধর্ম কর্ম যত। শিখিতে শিখিতে হবে কৃষ্ণ অনুগত॥ তাহাতে চন্তর মায়া হইবেক পার। ওহে নরপতি শুন বাক্য হুধা সার॥ অমৃত সমান বাক্য করিয়া শ্রবণ। খাষিগণে করযোড়ে কহিল রাজন।। কহ দেব পুনঃ মোরে অপূর্ব্ব ভারতী। নারায়ণ নাম পরব্রহ্ম মহামতি॥ তাহার স্বরূপ মোরে বলহ এখন। অনায়াদে মুক্ত হবে ভবের বন্ধন॥ ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ দর্বজ্ঞাত তোমরা দকল। শ্রবণেতে ঘুচে যাবে যত অমঙ্গল॥ তবে যত মুনিগণ হরিষ হইল। ব্রহ্মের স্বরূপ তবে করিতে লাগিল॥ যাঁহা হৈতে এই বিশ্ব হইল স্ঞ্জন। যিনি হন স্থিতি আর প্রলয় কারণ॥ কারণ বিহীন যেই হয় মহাকায়। স্বপ্ন জাগরণ আর স্বয়ুপ্তি দশায়॥ বাহ্যেতে অন্তরে যিনি সদা বর্ত্তমান। যাহাতে জীবিত মম ইন্দ্রিয় পরাণ॥ যাহা হ'তে সকলেই নিজকৰ্ম্মে রত। পরমতন্ত জ্ঞান সে জানিবে নিশ্চিত॥ প্রবেশিতে নারে মন ইহার ভিতর। অগ্নি যথা নিজ প্রভা করিয়া বিস্তার ॥ না পারে অগ্নিকে কভু করিতে দহন। সেইমত বাক্য চক্ষু আর বুদ্ধি মন॥ ইন্দ্রিয়গণের আছে ক্রিয়াশক্তি যত। তাহাতেই হয় সব তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞাত॥

ব্দগতে যতেক হয় কার্যা ও কারণ। ব্রহারপ প্রকাশিতে জানিবে এখন। আদিতে যে এক ব্রহ্ম জানিবে নিশ্চয়। সন্তঃ রঙ্গঃ তমঃ গুণে প্রকৃতি যে কয়॥ ক্রিয়াশক্তি হেতু তার সূত্র নাম হয়। জ্ঞানশক্তি হেছু তারে মহৎ বলয়॥ জীবের উপাধি প্রাপ্ত নাম অহকার। চরমে (১) তিনিই হন ত্রক্ষেতে প্রচার॥ জনম মরণ তার কভু নাহি হয়। (২) বিশেষতঃ কভু সেই বৃদ্ধি নাহি পায়॥ অতঃপর কহি শুন তাহার কারণ। সে সকল বস্তু হয় জন্ম বিনাশন॥ তাহাদের দ্রফারূপে করে অবস্থিতি। প্রাণ যথা ইন্দ্রিয়েতে থাকে মহামতি॥ সেইমত ব্ৰহ্মজ্ঞান জানিবে এখন। কল্লিভ বিবিধরূপে শুন বিবরণ॥ আর শুন কহি আমি প্রাণের আধার। অগুজ জরায় সেদ উদ্ভিজ্জাদি আর॥ সেই প্রাণ জীবের যে অমুগত হয়। যথনি ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রাযুক্ত রয়॥ তখন সে আত্মা কোন না পায় আশয়। অহংতত্ত্ব সেইকালে বিনাশিত হয়॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ কুপা হয় সেইজনে। চিত্ত মল নাশ তার জানিবে তথনে॥ নির্মাল হইলে যথা হয় দরশন। প্রকাশিতে হয় যথা সূর্য্যের কিরণ॥ সেইমত আত্মতত্ত্ব লভিবে নিশ্চয়। কহিলাম সার কথা ওছে সদাশ্য ॥ রাজ। কহে কহ মুনি শুনি কর্মযোগ। লভিতে পরম জ্ঞান ত্যজ্ঞি কর্ম্ম যোগ॥

)। চরমে তিনিই দেবতা ইক্সির ও বিবর
প্রকাশ রূপতা হেতু বৃদ্ধরূপে প্রকাশ পান।
 ২। অর্থাৎ আত্মা থাকে না।

মানবের হয় যাতে নির্মাল অন্তর। ইহলোক কর্ম্ম যত করয়ে সংহার॥ সেই কথা কহ দেব বিস্তারিয়া এবে। তাহাতে আনন্দ অতি হৃদয়েতে হবে॥ মুনি বলে ওহে নুপ করহ তাবণ। অকর্ম বিকর্ম (১) আর কর্ম নিরূপণ।। দেবাবাক্য বলি ইহা জানিবে নিশ্চয়। নহে এ পুরুষ বাক্য শুন মহাশয়॥ ঈশ্বরাজা বলি ভেদ পণ্ডিতেরা কন। তাহাতে একান্ত সবে মোহিত যে জন॥ পরোক্ষবাদ (২) এ বেদ কহিন্তু তোমায়। পরেতে কহিব শুন সেই সমুদয়॥ যেমন বালক প্রতি পিতা মাতাগণ। ঔষধ প্রদান (৩) করে করিয়ে শাসন॥ সেইমত কর্ম মোক্ষ করিবার তরে। জীবগণে কর্ম্ম সব উপদেশ করে॥ রিপুবশে অজ্ঞ হয় শুন যেইজন। যদি নাহি করে সেই বেদ আচরণ। কর্ম অনাচার হেতু অধর্ম সঞ্চয়। মৃত্যু পরে দেইজন মৃত্যুকে লভয়॥ যত্যপি পুরুষগণ হয়ে সঙ্গহীন। আপন অন্তর করি ঈশ্বরেতে লীন ॥

১। অকর্ম নিবিদ্ধ কর্ম, বিকর্ম বিহিত কর্মের অফুকরণ, কর্ম বিহিত কর্ম।

২। বে স্থানে অন্ত প্রকার অর্থ গোপন করি-বার জন্ত অন্ত প্রকার বলা হর, তাহাদের নাম পরোক্ষরাল।

৩। বেষন যাতাগিতা শিশু-পুত্রকে ঔবধ সেবনার্থ
গড্ডুকাদি ছারা প্রলোভিত করির। গড্ডুকাদি
প্রদান করেন, কিছু যানে এছলে গড্ডুকাদি
গাভ ঔবধ পানের কামনা নহে, আরোগাই
তাহার একমাত্র কামনা। তেমনি বেদও অবাস্তর
ফলছারা প্রলোভন করিম। কর্ম করার এবং প্র
সকল অবাস্তর কল প্রদান করে, কিছু প্র সকল
ফললাভ কর্মের প্রিয়াজন নহে। কর্ম ছারা যোক্ষই
উহার এক্যাত্র প্ররোজন ।

বেদোক্ত কর্ম্ম যত করে সমাপন। কর্মযোগ লাভ তার হয় সেইকণ ॥ জীবাত্মার অহ্বার করিতে ছেদন। रेष्टा रस यात्र मत्न मना मर्क्वकन ॥ তাহার বিধান বলি শুন মহাশয়। বৈদিক বিধির সহ তন্ত্র বিধি চায়॥ (১) একত্রেতে হুই বিধি করিয়ে মিলন। সর্বদা করিবে সেই কেশবে অর্চন। গুরু কুপাবশে তবে মানব-নিকর। দর্শন করিবে সেই জগত ঈশ্বর॥ নিজ অভিমত মূর্ত্তি মনে মনে গড়ি। অর্চনা করিবে সেই পরমাত্মা হরি॥ প্রতিমা সম্মুখে দেহ করিয়া নির্মাল। প্রাণের সম্বল করি গাইবে মঙ্গল॥ ভূত শুদ্ধি আদি করি শরীর শোধিবে। তদন্তর সর্ববিষয় হরিকে পূজিবে॥ প্রতিমা আদিতে কিম্বা আপন হৃদয়ে। অর্চনা করিবে হরি মূল মন্ত্র দিয়ে॥ (২) অঙ্গ উপাঙ্গ আর সহ পরিবার। পাত অর্ঘ্য দানে পূজা করিবে তাঁহার॥ धून मीन जामि क्रि श्राक्त हम्मन। আতপ তণ্ডুল (৩) মানা নৈবেগ্ন রচন॥

১। তন্ত্র অর্থাৎ আগম। আগম লপ্ত লক্ষণমৃক্ত। ১ স্টে, ২ প্রদর, ৩ দেবতানিগের অর্চন,
৪ সর্বর নেবতার লাখন, ৫ পুরশ্চরণ, ৬ বট্কর্ম
লাখন, ৭ চতুর্বিধ ধ্যানবোগ।

২। প্রতিমানিতে বা হৃদরেই হউক, প্রথমতঃ
পুলাদি মৃত্তিংগতে, আদ্ধা ও প্রতিমাকে অর্থনার
বোগ্য করিখা বগালম উপতার দারা পরে পাছাদি
পাত্র বিচরণ করতঃ প্রাণ মোহিত হইরা মৃদরে
বাহাকে পূজা করা হইগাহে, তাহাকে মুইতে শোধন
করতঃ হৃদরানি ছ্যাস করিখ মন্ত্রারা অর্থনা করিবে।

৩। আতপতপুল পূজার জন্ত নহে, তিলকালছার বিরচন করিবার জন্ত জানিবে। আতপতপুল থারা বিষ্ণুর পূজা আর কেতকীর থারা মহাদেবের পূজা হর না। এই নিরেধ আছে।

निक निक यून यस कति छकात्र। ভক্তিভাবে করিবেক তাঁহাকে পূজন॥ এইরূপ বিধিমত পূজা সমাপিয়া। স্তবন করিবে হরি প্রণতি করিয়া॥ আপনারে কুঞ্চময় করিবে চিন্তন। আনন্দে করিবে দেই হরির পূজন। আর সে নির্মাল দেবে মস্তকে ধরিবে। পুরীমধ্যে নিজ স্থানে স্থাপন করিবে॥ এইরূপে জল আদি সূর্য্য হুতাশন। ঈশ্বর আত্মাকে সেই করিবে অর্চন॥ অনায়াদে মুক্ত হবে দেজন ত্বরায়। মুক্তির বিধান আমি কহিন্দু তোমায় ॥ त्राका करह श्रविवत कह रम काहिनी। ইচ্ছায় জনম লভি সেই চক্রপাণি ॥ করিয়াছিলেন যেই কার্য্যের সাধন। আর যেই কার্য্য সব করেন এখন॥ কিম্বা আর যেই কার্য্য পরেতে করিবে। কুপা করি সেই কথা আমারে কহিবে॥ তাহাতে আনন্দ মম হইবে উদয়। রূপা করি সেই কথা কহ সমুদয়॥ মুনি কহে শুন সেই অপূর্ব্ব কথন। অনন্তের কার্য্য কেবা করিবে গণন॥ অন্তরে বাদনা যার সেই মন্দমতি। আশ্চর্য্য কথন এবে শুন নরপতি॥ জগতের ধূলিকণা পারে গণিবারে। ঈশ্বরের গুণ কর্ম্ম সংখ্যা কেবা করে॥ সর্বশক্তিময় যিনি অখিল আধার। কার সাধ্য বল করিবারে সংখ্যা তার॥ পঞ্চ্ত আপন যে করিয়ে স্থজন। ব্রহ্মাণ্ড শরীর তাহে করিয়া গঠন॥ নিজ অংশে তাহাতে আপনি প্রবেশিল। তথন পুরুষ নামে প্রকাশিত হৈল। এই ত্রিস্কুবন যত হয় দরশন। তাঁহার শরীর মাত্র জানিবে এখন॥

ভাঁহার ইন্দ্রিয় হ'তে দেহধারিগণ। পাইল উভয়বিধ ইন্দ্রিয় তথন॥ আপনি স্বরূপ সেই ভূতগণ হ'তে। জীবে জ্ঞানযোগ পায় কহিন্দ তোমাতে **৷** আর তাঁর প্রাণ হ'তে শুন মহাশয়। জীবগণে দেহ শক্তি নির্ম্মিত যে হয়॥ ইন্দ্রিয়াদি ক্রিয়াশক্তি জনম হইল। সন্তাদি গুণ হ'য়ে জগৎ স্বজিল। স্থিতি লয় কার্য্য তিনি আদি সর্বসার। রজোগুণে সৃষ্টি কার্য্য ব্রহ্মা প্রতি ভার॥ যজ্ঞপতি সত্ত দ্বারা জগং পালক। দ্বিজ ধর্ম্ম হেডু বিষ্ণু জ্ঞাত সর্বলোক॥ তমোগুণে ধ্বংস কার্য্য রুদ্রের গ্রহণ। যাহা হ'তে হয় সেই জীব জন্ত্রগণ॥ আপন ইচ্ছায় এই সংসারেতে রয়। যাহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি হয় যে প্রলয়॥ আদি পুরুষ সেজন শুনহ বচন। অপরে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কথন॥ দক্ষের ছহিতা সে ধর্মের রমণী। তাঁর গর্ভে জনম লইল চক্রপাণি॥ কর্ম্মত উপদেশ করিয়া গ্রহণ। নিজ কর্ম ছাড়ি করে অন্য আচরণ॥ আজ হ'তে সেই পদ যত ঋষিবরে। সেবন করয়ে পদ আনন্দ অন্তরে॥ অন্তরেতে শচীপতি করিল চিন্তন। তপোবলে বিষ্ণুধাম করিব গ্রহণ॥ এইমত ইচ্ছা মনে হইল উদয়। তবে সে মদনে ইন্দ্র ডাকিল ছরায়॥ मन्दन कहिल ज्द मर्क्व विवत्न । যোগভঙ্গ হেডু ইন্দ্ৰ কহিল তখন॥ শচীপতি আজ্ঞা পেয়ে তবে রতিপতি। ল'য়ে নিজ সহচর করিলেন গতি॥ বদরী আশ্রমে তবে উপনীত হয়। হানিলেন দৃষ্টিবাণ রমণী উপর॥

না জানি প্রভাব তার যতেক রমণী। কটাক্ষ বাণেতে বিদ্ধ করিল এমনি ॥ আদি দেব তবে তত্ত্ব জানিল অস্তরে। ইন্দ্রকত অপরাধ দরশন করে॥ ক্রোধশুম্ম হ'য়ে দেব হাসিল তথন। শাপভয়ে রতিপতি হইল কম্পন ॥ তাহা দরশনে দেব সাদরে কহিল। মদনের প্রতি তবে কহিতে লাগিল॥ শুন কহি কামদেব আমার বচন। র্থা ভয় ত্যজ কেন হ'তেছ কম্পন॥ গ্রহণ করহ পূজা আনন্দ মনেতে। অতিথির সেবা বিধি আছয়ে নিশ্চিতে॥ এইমত নারায়ণ কহিল যখন। লজ্জাভরে নতশিরে কহিল মদন।। ওহে দেব তুমি হও আমার নিদান। এ নহে আশ্চর্য্য শুন ওহে মতিমান॥ যেইজন হয় নাথ তব সেবাপর। দেবকুত বিশ্ব তার ঘটয়ে বিস্তর॥ কিন্তু নাথ তোমা হ'তে সে বিল্ল না রয়। তারা করে পদাঘাত বিম্নের মাথায়॥ কেহ কেহ ইন্দ্রিয়েরে করিয়া বিজয়। আমোদে উত্তীৰ্ণ হ'য়ে ক্রোধবশ (১) হয়॥ অনায়াদে ত্যজে দেই তপস্থা তুকর। গোষ্পদেতে ডুবে মরে সেই হুরাচার॥ এরপ কহিতেছিল মদন যথন। আর যত ছিল সঙ্গে সহচরগণ॥ তাহাদের দেখাইল অদ্ভুত মূরতি। দালম্বতা অপরূপ ফুন্দর যুবতী॥ সেই সব নারীগণ একান্ত অন্তরে। শ্রীহরির পাদপদ্মে দবে দেবা করে॥

১। কেছ কেছ কুবা ভূকা ত্রিকালগুণ সমূহ অর্থাৎ শীত, উঞ্চ, মাহত জীবের ভোগ কাম বণাধি ভোগবরণে অগার মহাসাগর উত্তীর্ণ হইরা বিকল কোধের বশীভূত হয়।

দেব অমুচর যত তাহা নিরখিল। যুর্ত্তিমতী লক্ষীসম মনেতে মানিল॥ তাহাদের রূপে সবে বিমোহিত হয়। হতন্ত্রী হ'য়ে তথা দাণ্ডাইয়ে রয়॥ দেবগণ প্রতি তবে সহাস্থ্য বদনে। তবে নারায়ণ কহে সানন্দিত মনে॥ এই যে দেখিছ যত স্থরূপা স্থন্দরী। স্বর্গেতে লইয়া যাও একজনে বরি॥ তাহারে করিব সেই স্বর্গের ভূষণ। সার কথা তোমাদের কহিত্ব এখন॥ তবে যত দেবগণ তাহার আজ্ঞায়। স্থর বন্দিনীরূপে উর্বশীকে লয়॥ তবে হরিপদে সবে করি নমস্কার। স্বর্গেতে গমন করে আনন্দে অপার॥ দেবেন্দ্র সভাতে সবে উপনীত হয়। প্রণতি করিয়া পরে কহে সমুদয়॥ সভায় বসিয়াছিল যত দেবগণ। নারায়ণ বলে যাহা করিল শ্রেবণ॥ শ্রবণেতে হুরপতি বিশ্বয় মানিল। ভয়েতে অন্তর তার কাঁপিয়া উঠিল॥ আর শুন নরপতি বিশেষ বচন। মহামুনি দত্তাত্তেয় সনক-নন্দন॥ আর আমাদের পিতা সর্বব গুণাধর। ভগবান ঋষভ সে বিষ্ণুর আকার॥ ভগবৎ মঙ্গল হেডু অংশরূপ হয়। অবতীর্ণ অবনীতে যোগীশ্বর কয়॥ সেই কথা মহারাজ করহ তাবণ। হয়গ্রীবরূপে বেদ করে আহরণ॥ মৎস্থ অবতারে হরি ঔষধ রাখিল। মনু, ইলা প্রতি দেব দয়া প্রকাশিল। জল হ'তে পৃথিবীকে করিল উদ্ধার। অক্ষেতে রাখিয়া দৈত্য করিল সংহার॥ কুর্মা অবতারে গিরি পুষ্ঠেতে ধরিল। সমুদ্র মন্থনে তবে অমৃত উঠিল।

কুস্তীরের মুখ হ'তে গজেন্দ্র-মোচন। গোষ্পদে পতিত বালখিল্য মুনিগণ॥ নিজ কুপাবলে হরি তাদের রাখিল। ব্রহ্মহত্যা পাতকেতে (১) ইন্দ্রে বাঁচাইল॥ অহুর গৃহেতে বন্ধ দেবতা যুবতী। সে বিপদ হ'তে সবে করিল নিষ্কৃতি॥ নরসিংহরূপ দেব করয়ে ধারণ। মহা দৈত্যে রণে তবে করিল নিধন॥ অংশরূপ হৈল দেব দেব উপকারে। যখন হইল যুদ্ধ দেবতা অন্তরে॥ মহা দৈত্যগণে সবে করিয়া সংহার। মহাভার হরি ধরা করিল উদ্ধার॥ বামনরূপেতে দেব বলিরে ছলিল। ভিক্ষাচ্ছলে পৃথিবীকে হরণ করিল। তাহা দান করে দেব অদিতি তনয়। ভার্গবরূপে করে হৈহয় বংশক্ষয়॥ নিক্ষত্রিয় ধরা করে তিন সপ্তবার। পুনঃ রাম বান্ধিলেন ছুস্তর সাগর॥ লক্ষাধামে নিধন করিল দশানন। দীতাপতি রামচক্র পাপ-বিনাশন॥ মনুজগণের পাপ ছেলায় ছরিল। কীর্ত্তিশালী জয়ভাগী হইতে লাগিল॥ পুনশ্চ অবনীভার করিতে মোচন। যহুকুলে করিলেন জনম গ্রহণ॥ দেবতার মন্দ কার্য্য করিতে সাধন। যজ্ঞের অপাত্র যত মহা দৈত্যগণ॥ অহিংসা পরম ধর্ম এই জ্ঞান দিল। তাহাতে তাহারা দবে মোহিত হইল॥ (২) পরে শুন মহামতি অপূর্ব্ব কথন। কলিতে আছয়ে যত শূদ্র রাজগণ॥

১। বুত্রাহ্র বধে ইন্দ্রের বে ব্রন্ধহত্যারূপ মহাপাপ হইরাছিল।

२। এই স্থানে বৌদ্ধ অবতারের কণা বলা স্ট্রা

তাহাদের করিবেন নিশ্চয় সংহার। এইরূপে নারায়ণ জগতের সার॥ বার বার কতবার জনম লইল। অবতাররূপে কত কর্ম্ম সমাপিল। তোমার নিকটে সব করিমু বর্ণন। ইহাতে পাপের নাশ শুনহ রাজন॥ ঋষিগণ বাক্যে রাজা আনন্দ অপার। করযোড়ে হরিকথা জিজ্ঞাদে আবার॥ কহ শুনি মহামতি অপূর্ব্ব কথন। অনেকে সে নারায়ণে না করে ভজন॥ অতএব বিস্তারিয়া কহ মুনিবর। ইচ্চিয়ের বশীভূত হয় যত নর॥ আমার নিকটে পূর্বেক হিলে আপনি। বিশ্ব নাহি মানে ক্লফভক্ত গুণমণি॥ বহু বিশ্ব ঘটে তার অভক্ত যে জন। তাহাদের কিবা দশা হয় সংঘটন॥ সেই কথা মহামুনি বলহ আমায়। পাইব পরমতত্ত্ব তোমার কুপায়॥ রাজার বচনে তবে আনন্দ অন্তরে। মুনিবর কছে সম্বোধিয়া নুপবরে॥ শুন কহি মহারাজ কথা পুরাতন। গুণত্রয় হ'তে চারি জাতির জনম। (১) ভিন্ন ভিন্ন চারি বর্ণ জনম লভিন। সেই কথা বিস্তারিয়া কহিব সকল। মুখ হ'তে ব্ৰাহ্মণ বাহুতে ক্ষত্ৰিয়। উরু হ'তে বৈশ্য আর পদে শুদ্র হয়॥ এই চারি বর্ণ মধ্যে আছে যতজন। যে পুরুষ হ'তে জন্ম শুন বিবরণ॥ ইহাদের মধ্যে যারা তাঁরে না ভজয়। (২) পরম পুরুষে যার ঘুণার উদয়॥

১। সরগুণ দারা আদ্ধা, সর ও রব্যোগুণ দারা ক্ষরির, রব্যো ও ত্যোগুণ দারা বৈশ্ব স্থার ত্রোগুণ দারা শুক্র এই চারিস্থাতি স্বয়্যগ্রহণ করিরাছিলেন।

২। বাহারা জানিল হরিকে ভজনা না করেন।

নিশ্চয় জানিবে সেই হয় মূঢ়মতি। তাহাদের জানিবেক নরকেতে গতি॥ আর এক কথা নূপ কহি যে তোমায়। হরির কীর্ত্তন কডজনে না করয়॥ মুর্থ হেড় জ্রীহরির না জানে ভজন। শুদ্রজন যত আর রমণীরগণ॥ ইহাদের প্রতি দয়। উপযুক্ত হয়। কৃষ্ণ ভক্তজন যেবা ভজন করয়॥ (৩) আর এক কথা নৃপ করহ শ্রবণ। জন্ম আদি কার্য্য যত আর অধ্যয়ন॥ এ সকল কার্য্যকারী যত জীবচয়। শ্রীহরি চরণপ্রাম্ভে উপনীত হয়॥ বেদোক্ত অপবাদ হ'য়ে অবগত। (8) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মোহেতে পতিত॥ কর্ম্মে অপগুত তারা জানিবে নিশ্চয়। অবিনয়ী মূর্থ দব হয় ছুরাশয়॥ মিষ্ট বাক্যে মৃঢ় হয় সেই মৃঢ়জন। তাহাতেই কহে সব অদ্ভূত বচন॥ রজোগুণে মুগ্ধ যারা শুন নরবর। তাহাদের ইচ্ছা হয় অতি ভয়ঙ্কর॥ (৫) কামেতে উশ্মন্ত তারা সদা সর্বাক্ষণ। মহাক্রোধী হয় যেন বিষধরগণ॥ অহঙ্কার অভিমান হয় পাপাচার। কুষ্ণভক্ত সাধুগণে করে অনাচার॥ কামিনীর বশীভূত এই সব জন। সর্বদা মৈপুনে হুখে হইবে মগন॥ সেইথানে থাকে সবে আনন্দ অন্তরে। মঙ্গলের কথা তবে কছে পরস্পারে॥

- । বাছারা অজ, জ্ঞানীগণের উচিত তাছাদিগকে আপনার সদৃশ ভাবিয়া তাছাদের প্রতি দয়া প্রকাশ বা ভজনা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া।
  - ৪। অপবাদ অর্থাৎ স্কৃতি বাক্য।
- ৫। বাহারা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করির। অহংক্তত ভাহাদের পারা বার না স্থতরাং ভাহারা উপেক্ষণীর।

पिकना अब मानामि मिकना विधान। যাগ কার্য্য করে সবে না করিয়া দান॥ ना जानिया शिक्षा (ब्रष.कत्त्र (यहेजन । কেবল জীবিকা হেতু পশুর পতন॥ অহঙ্কারে মক্ত হ'য়ে যত তুরাশয়। সাধুদেব্য শ্রীহরিকে অবজ্ঞা করয়॥ আর শুন নরপতি মূর্থ যত জন। দেহীর দেহেতে থাকে আকাশ মতন॥ বেদ গীত তারা কছু না করে শ্রবণ। মনোরথ সিদ্ধ করে করি আলাপন। স্ত্রী-দঙ্গম মতাপায়ী আমিধানুরত। (১) ইহাদের বিধি নাই শাস্ত্রেতে লিখিত॥ স্বরাগ্রহ বিবাহাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে। এ সকল কার্য্যে মতি হয় চুফীগণে॥ ইহাদের নিব্নতি যাহা করহ প্রবণ। অভীষ্ট বলিয়া তারে কহে সর্বজন॥ আর যেই ধর্ম হ'তে মুক্তির স্বরূপ। উত্তম সে লভে শান্তি আশা অমুরূপ॥ সেই ধর্ম একমাত্র অর্থের যে ফল। তাহার যেরপ কর্ম কহি সে সকল॥ এই সব মৃঢ়জন লয় সেই ধন। দেহাদি পালন ক:র তাহারা যে জন॥ দেহেতে যে মহাবীর্যা শুন নরবর। মুত্যুকে না দেখে কভু তাহার অন্তর॥ মুসার আত্রাণ যাহা তাহাই ভক্ষণ। এইরূপে পশুগণ হইবে পতন। দেবের উদ্দেশে যেই পশু বধ করে। হিংসা (২) নাহি বলে তারে জানিবে অস্তরে मुद्ध एका निर्वालया कतिरव वार्ग। অনিবেদিত দ্ৰব্যই উচ্ছিফ সমান॥

এরপ আছুয়ে বিধি শুন মহামতি। ভক্ষণার্থ পশুবধ বড়ই চুক্কৃতি ॥ (৩) আর শুন কহি আমি বিধি সেই মত। সস্তান কারণে হবে যুবতী সঙ্গত॥ এরপ নিয়ম হয় সম্ভান কারণ। কামরিপু চরিতার্থ নহে কদাচন॥ এরূপ বিধান যেবা নাহি জ্ঞাত হয়। গবিবত অসাধু তারা পাষণ্ড হৃদয়॥ নিঃশঙ্ক হৃদয়ে পশু হনন যে করে। তাহে কিছুমাত্র দয়া না হয় অন্তরে॥ সেই পশুগণে তারে করয়ে নিধন। দেই পশু করে তারে পরেতে ভক্ষণ ॥ ব্যভিচার কার্য্য করি ঈশ ছেষে রত। তাহারা জানিবে সবে পুক্রাদি সহিত॥ এই দেহে বাহ্য স্নেছ করে যেইজন। (৪) নিশ্চয় তাদের নৃপ জানিবে পতন ॥ তুর্গতি মূর্থতা হয় যাদের নিশ্চয়। তত্বজ্ঞান কিছুমাত্র জ্ঞাত নাহি রয়॥ (৫) পবিত্র আত্মাকে তবে সেই যুটজন। অপবিত্র বলে তারে করে নিরূপণ॥ অজ্ঞানেতে জ্ঞানবান যেইজন হয়। অশান্ত তাহার কভু বাঞ্চা সিদ্ধ নয়॥ সর্ববন্ধণ ত্রঃখভোগ করে সেইজন। স্বকার্য্যেতে রত সদা তার সর্বক্ষণ॥ বাহ্নদেব পরাগ্ম্থ সেই দব জন। আত্মমায়া বিরচিত গৃহ স্থতগণ॥ হুহুদ বান্ধব সব পরিত্যাগ করে। নিশ্চয় তাহার। যায় নরক ভিতরে॥

 <sup>)।</sup> আমরা অর্থের অকরা ভোগী হইব ইত্যাদি
 বাক্য কহিয়া পাকি।

২। ক্ষতি আছে দেবোদেশে যে হন্ন কর। যার ডাছা হিংসা নহে।

৩। পরকালে তাহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

শুভরাং তর্জ্ঞান প্রাপ্ত বশ নাই, এই
 গুলে এইরূপ নিধিত হইরাছে।

কহিলমা সার কথা তোমারে এখন। ভজন-বিহীন জনে বিধি নিরূপণ॥ অপরে শুনহ কথা ভাগবত সার। সত্য ত্রেতা কলি আর যুগ যে দ্বাপর॥ এ সকল কালে হরি নানা রূপ ধরে। নানা নামধারী হরি জগতে বিহরে॥ বিবিধ আকার ধরে দেব-নারায়ণ। নানামতে হয় সেই দেবের পূজন॥ সত্যযুগে খেতবর্ণ হয় জটাধারী। বৃক্ষবাস পরিহিত চতুর্হস্তধারী॥ অক্ষদণ্ড হাতে ধর্ম উপবীত ধরে। কমগুলু শোভে করে কহিনু তোমারে॥ সে কালের লোক যত শান্ত অতিশয়। रिःगानृष्य **ठिखानीन जानित्य नि**न्हरा॥ সমভাব হ'য়ে দেব করেন পূজন। শম দম গুণবস্ত শুনহ রাজন ॥ তাহাদের কথা হয় বর্ণনা অতীত। শুদ্ধ ভাব লয় তারা সবে এক চিত। এইকালে (১) নারায়ণ এই গুণগ্রামে। সকলেতে গায় গীত হংস আদি ধামে॥ ত্রেতাযুগে মহারাজ কহি বিবরণ। চতুর্ববাহু ত্রিমেথল (২) রক্তিম বরণ॥ পিঙ্গকেশ বেদবেগু জানিবে নিশ্চিত। স্রুক স্রুবাদি (৩) চিহ্নে থাকয়ে চিহ্নিত॥ সে সকল জানিবে সে মনুজ সকল। थर्प्मिक्छ खन्मवानी मर्द्यना मन्नल॥ হরিকে জানিয়া সর্বব বেদময় তবে। বেদোক্ত বিধিমতে পূজে দবে ভবে॥

১। হংল, স্থবর্গ, বৈকুঠ, বর্গ, থোপেরর, অনল, ঈখর, পুরুষ, অব্যক্ত ও প্রমাত্মা এই সকল নামে এইকালে গীত হইরা গাকে।

বিষ্ণু আদি নাম ভার (৪) গীত গায় সবে। দ্বাপরেতে পীতবাস শুন কহি তবে॥ শভা চক্র আদি করি অমধারী হয়। শ্ৰীবংসাদি চিষ্ণ বক্ষে মহা শোভাময়॥ কিরূপেতে করে স্তব শুন কহি তাহা। পবিত্র হইবে দেহ শ্রবণেতে যাহা॥ মহারাজ চিহ্নযুক্ত এ ধরা তখন। বেদ তন্ত্র মতে করে হরির পূজন॥ বাহ্নদেব হলধর পদেতে প্রণতি। ভগবান অনিরুদ্ধ পদে করি নতি॥ নরঋষি বিশেশ্বর পুরুষ প্রধান। বিশ্বরূপী ভূত আত্মা দেব নারায়ণ॥ हेश विन जेश्वरत्रत्र कतिरव खवन। অপরে শুনহ রাজা অপূর্ব্ব কথন॥ দ্বাপর যুগের কথা কহিব এক্ষণে। কলিতে বিবিধ তন্ত্ৰ জানিবেক মনে॥ সেই কথা কহি এবে শুনহ রাজন। কৃষ্ণ অবতারে সমজানী সাধুজন ॥ শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় আর কৌস্তুভ দর্শন। স্থনন্দন সহ সবে করয়ে পূজন ॥ আর বহুবিধ নাম উচ্চারণ করি। সাধুজনে সদা পুজে পরম শ্রীহরি॥ পরম পুরুষ ভূমি ধ্যানের কারণ। মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী দেব নারায়ণ॥ জীবে ত্রাণকারী হরি কে জানে তোমায়। বিধি বিষ্ণু আদি করি তোমারে ধেয়ায়॥ তোমাতেই দৰ্ব্ব তীৰ্থ ওহে দৰ্ব্বদার। সবার শরণ্য তুমি সবার আধার॥ প্রণত জনেরে দয়া কর দয়াময়। ভবসাগরের ভেলা অনাথ আগ্রয়॥

২। ত্রিমেধন—অর্থাৎ দীক্ষার অঙ্গ ভূতা ত্রিগুণা যাহার নিকট থাই, মেধন সম্পন্ন অর্থাৎ বজ্ঞঃর্ভি।

৩। ক্ৰ**ক অ**ৰ্থাৎ মাল্য ক্ৰব অৰ্থাৎ বিকল্পত কৰ্মে বিনিৰ্মিত বটাকৃতি বজ্ঞপত্ৰ বিশেষ।

৪। এইকাণে বিষ্ণুবল্প, পুলিনুন্ত, সর্ববেব, বিশাল বিক্রমণালী, কাম বিনাশকারী জয়য়, বিশাল কীর্তি-শালী এই সকল নামে অভিহিত হইরা থাকে।

অতএব ওহে দেব তব শ্রীচরণ। একান্তে করিব আমি দর্বদ। পূজন॥ সর্ব্বধর্ম সার হরি হও মহামতি। পিতৃ স্বাজ্ঞা হেতু তুমি বনে কর গতি॥ ছাড়িলে সে রাজলক্ষী দেবের বাঞ্ছিত। মায়ামুগ অনুসারি ভার্য্যার ইচ্ছিত॥ কলিকালে এইরূপে যত জীবগণ। বিজ্ঞজনে করে সদা তাঁধার বন্দন॥ আর শুন মহারাজ কথা সর্বসার। সকল মঙ্গলময় সেই যভেগ্র ॥ যুগে যুগে মানবেরা একান্ত অন্তরে। এ কলিযুগের নাম সদা পূজা করে॥ তাহারা কলির গুণ জানে বিধিমতে। সার ভাগী (১) আর্য্য যত আছয়ে জগতে॥ কলির আদর করে সকলের চেয়ে। তাহাদের বাক্য এই শুন মন দিয়ে। কেবল করিবে সেই হরি সঞ্চীর্ত্তন। পুরুষার্থ লাভ তার হইবে সাধন॥ ইহ সংসারেতে যারা ভ্রমিয়া বেড়ায়। ইহাতে পরম লাভ তাহাদের হয়॥ তাহাতে পরমণক্তি লভে সর্বজন। জগৎ তাহাতে নাশ শুন বিবরণ॥ আর শুন মহারাজ অপূর্বে কাহিনী। সত্যবুগে জন্মে যত নর গুণমণি॥ কলিযুগে ভাহাদের জন্ম ইচ্ছা হয়। কহিলাম সারকথা তোমারে নিশ্চয়॥ ওহে নরপতি এই কলিতে জানিবে। কোন স্থানে প্রজাগণ কৃষ্ণভক্ত হবে॥ তাত্রপণা কেতুমালী কাবেরী যথায়। মহা পুণ্যবতী নামে মহানদী বয়॥ ওতে লোকনাথ পুনঃ করহ শ্রবণ। পুণ্যনদী জলপান করে যেইজন॥

>। সার ভাগী অর্থাৎ বাহারা দোবাংশ গ্রহণ না করিয়া কেবল গুণ সকল গ্র<sub>হ</sub>ণ করিয়া থাকেন।

। তাহারাই বাহুদেবে ভঙ্কে নিরন্তর। বিশুদ্ধ সর্ববদা হয় তাদের অস্তর॥ আর শুন মহাভাগ কার্য্য ছাডি তারা। একান্ত অন্তরে কৃষ্ণে শ্মরয়ে যাঁহারা॥ দেবতা কুটুম্ব সে মানব পিভূগণে। না হয় কিঙ্কর জেনো ঋষি প্রাণীজনে॥ যদি কোনমতে তার বিকর্ম ঘটয়। দূর করিবেন হরি তাহা সমুদয়॥ কহিলাম সর্ব্বকথা তোমারে রাজন। শ্রবণে পবিত্র চিত্ত হয় সর্ববঞ্চণ॥ তবে সে মিথিলাপতি আনন্দ অন্তরে। ভাগবত ধর্ম শুনি মুনি পায় ধরে॥ জয়ন্ত ঋষির পুত্রে করিল পূজন। অন্তৰ্হিত হইলেন তথা সিদ্ধগণ॥ সভাস্থ সকলে তবে বিশ্বয় মানিল। মুনিগণ ছফ্টমনে প্রণতি করিল॥ ঋষি উপদেশে তবে মিথিলার পতি। আচরি পরম ধর্ম পাইল সকাতি॥ অতএব বহুদেব শুনহ বচন। আপনিও ভক্তি করি করহ সাধন॥ ভাগবত ধর্ম তুমি করহ আশ্রয়। পাইবে পরমপদ কহিন্তু নিশ্চয়॥ আপনার যশে পূর্ণ হ'য়েছে সংসার। পুত্ররূপে তব গৃহে জগতের সার॥ কুষ্ণে স্নেহপরা (১) আত্মা তোমাদের হয়। দৰ্শনে স্পৰ্শনে তাহা পবিত্ৰ নিশ্চয়॥ শিশুপাল পৌণ্ডুক ও শাল্ব নরবর। বৈরতা (২) কারণে ক্নুফে ভাবি নিরন্তর ॥

১। দর্শন, আলিঙ্গন, স্পর্শন, একত্র শরন, উপ-বেশন ও ভোজন ইত্যাদি হারা তাহাদের আয়া পবিতরত হইনাছিল।

१। শক্ততা হৈত্, তোজন, উপবেশন, শরন, গতি, বিলাস ও বিলাসাদিবোগে ক্লঞের আকৃতির ধ্যানে প্রমাণতি লাভ করিয়াছিলেন ।

পাইল পরমগতি তাহার কারণ। তাই বলি সর্বব আত্মা দেব নারায়ণ ॥ না ভাবিও পুত্রভাবে কদাচ তাঁহারে। মায়াময় মামুষ ভাব জানিবে অস্তরে॥ পরম পুরুষ কুষ্ণ অনম্ভ অব্যয়। পৃথিবীর মহাভার যত নৃপচয়॥ অস্থরাবভারগণে করিতে নিধন। **সাধুগণে রক্ষিবারে দেব নারায়ণ ॥** অবনীতে অবতীর্ণ সেই দামোদর। তাঁহার এ যশ রহে জগং ভিতর ॥ মানবের মুক্তি হেতু এ ভব সংসারে। করিয়া অদ্ভূত লীলা হুযশ বিস্তারে॥ শুকদেব কহে শুন রাজা পরীক্ষিৎ। মহাভাগ বস্থদেব দেবকা সহিত॥ এ কথা শ্রবণে দোঁহে বিশ্মিত হইল। অন্তরেতে মোহ যত দুরীভূত হৈল।। ওহে নরপতি যিনি পাবত্র অস্তরে। ভাগবত কথা সদা শ্রবণ যে করে॥ সংসার মায়াতে তারা কভু বন্ধ নয়। ত্তক্ষপদে ময় সেই জানিবে নিশ্চয়॥ দাসের রচিত গীত হরিকথ। সার। শ্রীহরি মহিমা হয় পরম স্থন্দর॥

> ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে একাদশ ক্ষরে বস্থানেব নারদ সংবাদ সমাও।

শ্ব দেবগণ কর্ত্ব শ্রীক্রকের তব।

শ্বন পরীক্ষিৎ তবে অপূর্বব কথন ॥
কৃষ্ণ দরশনে তবে ধারকানগরে।
চালল দেবতা সব আনন্দ অন্তরে॥
দেবগণ পুত্রগণে সঙ্গেতে লহল।
লোকপালগণ সঙ্গে ত্রন্ধা সে চলিল॥
ভূত্তগণ সঙ্গেচলে দেব মহেশ্র।
দেবতাগণের সঙ্গেচলে ক্রেশ্র।
দেবতাগণের সঙ্গেচলে ক্রেশ্র।

<sup>।</sup> বহুদেব রুদ্রগণ আদিত্যেরগণ। অখিনীকুমারত্বর গন্ধর্বে চারণ॥ আঙ্গিরস সাধু আর নাগগণ কত। অপ্সদা কিন্নরগণ গুহু শত শত ॥ ঋষিগণ পিতৃগণ সিদ্ধ বিভাধর। কৃষ্ণ দরশনে সবে চলিল সম্বর॥ কুষ্ণরূপে মনোহর আকার ধারণ। করিবারে মানবের পাপ বিমোচন॥ করিল অতুল যশ জগতে বিস্তার। সার কথা তোমারে কহিন্তু নরবর॥ তবে দ্বারকায় আসি যত দেবগণ। অন্তত দর্শন হরি করে নিরীক্ষণ॥ শূস্য হ'তে পুষ্পরাশি হয় বরিষণ। করবোড়ে করে সবে কুঞ্চের স্তবন॥ ছে নাথ করুণাময় পরম কারণ। কর্মময় দৃঢ়পাশ করিতে ছেদন॥ ভাবুকেরা সর্বক্ষণ ভাবিয়া অন্তরে। যেই পদ সর্বাক্ষণ মনে চিন্তা করে॥ মন প্রাণ বাক্য বুদ্ধি করিয়ে সংযত। সে পদারবিন্দে মোরা **হইন্থ** প্রণত ॥ আপনি অজিত দেব এ ব্রহ্মাণ্ডময়। মায়াগুণে অবস্থিত জানিহে নিশ্চয়॥ ত্রিগুণ মায়াতে ধরা করিয়া স্তজন। আপন ইচ্ছায় কর নিধন পালন॥ কিন্তু তাহে লিপ্ত তুমি হও মহামতি। সঙ্গ বিরহিত দেব রহ মহামতি। তব গুণ ভাবণে যতেক যোগিগণ। আনন্দ-সাগরে সবে হয় যে মগন॥ বিভাদান অধ্যয়ন আর তপস্থাতে। দেরপ আনন্দ তারা না পায় মনেতে। জগতের পূজ্য তুমি ওহে বিশ্বপত। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ অনাথের গতি॥ ছে ঈশ্বর মুনিগণ মোন্ফের কারণ। প্রেমেতে হৃদয়ে সেবে তোমার চরণ॥

ঐশ্বৰ্য্য লভিতে বিভু তব ভক্ত যত। বাহুদেব আদি মূর্ত্তি পুজে অবিরত॥ আর যত মহামতি শান্ত সদাশয়। ভক্তিভাবে সর্বক্ষণ অর্চনা করয় ॥ পাইতে বৈকুণ্ঠপুরী বাদনা মনেতে। তব পদ পুজে তাই মহা আনন্দেতে॥ বেদ বিধিমতে যত যাজ্ঞিকেরগণ। সর্বক্ষণ করে তারা তোমার অর্চন ॥ মায়াতে জানিতে ইচ্ছা যেইজন করে। অধ্যাত্মরপেতে ছেরে সেই দেবেখরে॥ জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু ভাগবতগণ। সর্বক্ষণ যে চরণ করেন চিন্তন॥ দিয়ে সে অভয় পদ আমাদের প্রতি। বিষয় বাসনা আশা নাশ শীগ্ৰগতি॥ ভতে দেব বিশ্বপতি বিশ্বের কারণ। যে পদে হইল গঙ্গা পাপ বিনাশন॥ অভয় অমূত পদে দেবা হরগণে। স্বর্গগামী হয় সবে জ্রীচরণ গুণে॥ সাধুগণে স্বর্গগত চরণ কুপায়। খলের তুর্গতি কর তুমি দয়াময়॥ দেহধারী ব্রহ্মা আদি পীডামান হ'য়ে। ত্তব অন্তবৰ্ত্তি সদা তোমার লাগিয়ে॥ ছে দেব পুরুষোত্তম তব ও চরণ। আমাদের করে যেন মঙ্গল দাধন॥ বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি পুরুষ প্রকৃতি। তোমাতে উদয় বিশ্ব তোমাতেই স্থিতি। তুমি হও এ বিখের নাশের কারণ। মহাকালরূপী তুমি দেব নারায়ণ॥ উত্তমা পুরুষ তুমি ওহে সর্বাধার। পুরুষ প্রকৃতি ভূমি ভূমিই সংদার ॥ স্থাবর জঙ্গম আদি এ সংসারে যত। তোমাতে উৎপত্তি সব তব অনুগত॥ মায়াময় সর্বাশ্রয় অনাদি কারণ। বিষয়াদি ভোগে মত্ত নহ কদাচন ॥

এইরূপে একত্রেতে দেবগণ যত। শঙ্কর সহিত ব্রহ্মা স্তব করে কত॥ নমস্কার করি পদে দেব স্থাপ্তপতি। আকাশে থাকিয়া (১) তবে কছে হরি প্রতি॥ পূর্ব্বের কাহিনী নাথ করহ শ্রবণ। পৃথিবীর মহাভার করিতে হরণ॥ কহিলাম সবে মিলি নিকটে তোমার। সেই কার্য্য অবহেলে করিলে উদ্ধার॥ সাধুগণে রক্ষা করি ধর্মের আচার। স্থাপিলে অশেষ কীর্ত্তি সংসার মাঝার॥ যদ্রবংশে অবতীর্ণ রূপ মনোহর। করিলে আশ্চর্য্য কার্য্য ভারত ভিতর **॥** কি আর কহিব মোরা ওহে বিশ্বপতি। কহিতে তোমার নামে পাপের নিক্কতি॥ তোমার চরিত্র যেবা করিবে শ্রবণ। তোমার অতুল যশ গাবে যেইজন॥ মহাপাপ হ'তে দেই পাইবে নিস্তার। হে দেব পুরুষোত্তম জগত আধার॥ যত্ৰবংশে অবতীৰ্ণ হ'য়ে বস্থকাল। (২) উদ্ধারিলে মহাকার্য্য ওহে মহাকাল 🛭 যদ্রবংশ ব্রহ্মশাপে প্রায় বিনাশিত। অতএব এবে যদি হয় যে সঙ্গত॥ তবে নাথ নিজধামে আইদ এখন। পরিত্রাণ কর আসি ওহে নারায়ণ॥ ব্রহ্মার স্তবেতে তুই দেব দামোদর। কহিলেন শুন ব্রহ্মা বচন সম্বর॥ তোমাদের কার্য্য যত দদা সর্ববন্ধণ। পৃথিবীর ভার নাশ হ'য়েছে এখন॥ একণেতে মহাবীর্য্য যাদব সকলে। গ্রাসিতে উন্মত হেরি ব্রহ্ম কোপানলে॥ অবনীর গুরুভার করিতে হরণ। ধরণী মাঝারে আমি লভেছি জনম।।

১। দেবগণ পৃথিবী করে নাই।

২। পঞ্চাবিংশাধিক একশত বৎসর।

বেলাতে (৩) রক্ষিত যথা থাকয়ে সাগর। তেমতি যাদবগণ আশ্রিত আমার॥ সেই হেডু দেবগণ শুনহ বচন। যন্তপি তাদের রাখি করি হে গমন॥ তাহলে তোমরা সবে জানিও নিশ্চয়। যাদব হইতে ধরা হইবেক ক্ষয়॥ একণে তোমরা সবে জানিবে মনেতে। এ বংশ হইবে নাশ ব্ৰাহ্মণ শাপেতে॥ অতএব কহি শুন ওহে সৃষ্টিপতি। যদ্রকুল অবসানে করিব হে গতি॥ महाकृत्न यद्भवः म इहेतन निधन। নিশ্চয় যাইব আমি বৈকুণ্ঠ-ভবন॥ ভাগবত কথা হয় অমৃত লহরী। দাস ভাষে সাধুগণে পিয়ে কর্ণভরি॥ ইতি শ্রীমন্তাগবতে একাদশ ক্ষমে দেবগণ কর্তৃক শ্রীর কের স্তব সমাপ্ত।

অথ জীক্তকের উদ্ধবের সহিত কণোপকণন।
শুকদেব কহে পুনঃ নূপ সম্বোধনে।
অপূর্ব্ব ভারতী রাজা শুনহ একণে॥
এইরূপে মহেশ্বর স্থান্তির ঈশ্বর।
লোকনাথ সহ কথা কহি তদন্তর॥
কৃষ্ণপদে করি নতি সব দেবগণ।
নিজ নিজ ধামে সবে করিল গমন॥
ঘারকানগরে পরে শুন পরিচয়।
বিষম উৎপাত তথা হইল উদয়॥
ভগবান সেই সব করি দরশন।
সমাগত বৃদ্ধগণে কহিতে লাগিল।
দেখ এ নগরে মহা অনর্থ হইল॥
দিবসেতে উদ্ধাপাত হয় দরশন।
বিনা মেযে হইতেছে শুশনি পতন॥

৩। সমুদ্র জ্ল। সমুদ্র কুল।

व्यथित्रिष्टे ब्रक्टवृष्टिं চातिनिएक रय । বিকট রবেতে পশু ক্রন্সন করয়॥ এইরূপে চারিদিকে ঘোর দরশন। সর্বদা হয়েছে যেন অনর্থ ঘটন। আর দেখ যতুকুলে ত্রন্মশাপ ভয়। ইহাতে সন্দেহ মনে হতেছে উদয়॥ অতএব মোর বাক্য শুনহ এখন। যগ্যপি রাখিতে হয় আপন জীবন॥ তাহলে আমার কথা শুন স্থির চিত্তে। ক্ষণেক উচিত নহে এথানে থাকিতে॥ যগ্যপি রাখিতে চাহ আমার বচন। অগ্নই প্রভাগ তীর্থে করছ গমন॥ বিলম্ব করিতে মনে যুক্তি নাহি হয়। প্রভাদে করিলে স্নান পাপে মুক্ত পায়। দেখ তারানাথে দক্ষ শাপ দিয়াছিল। যক্ষারোগে তারাপতি মলিন হইল॥ প্রভাস তীর্থেতে স্নান করি সেইক্ষণে। শাপ হতে মুক্ত লভে সে তীর্থের গুণে॥ পাপে মুক্ত হয়ে পুনঃ কলা রৃদ্ধি হয়। তাই বলি সেই তীর্থে চল মহাশয়॥ সেই তীর্থে স্নান করি সবে কুতৃহলে। করিব তর্পণ আজ পিতৃদেব কুলে॥ দ্বিজগণে স্বতনে করাব' ভোজন। দান আদি কাৰ্য্য সব হবে সমাপন। তরণী সংযোগ যথা উত্তীর্ণ সাগর। সেইমত পাপ মৃক্তি হইবে সবার॥ শ্ৰীকুষ্ণ বচনে সব যাদব সকলে। প্রভাসে চলিল সবে মহা কুতুহলে॥ তীর্থ গমনের হেতু যতুগণ যত। নানা যান আনগ্ন করে শত শত॥ অপরেতে নরপতি শুনহ বচন। মহামন্ত্রী উদ্ধব সে করি দরশন। নগরে ছেরিল সেই বিষম উৎপাত। মহা বুদ্ধিমান হয় কৃষ্ণ অনুগত ॥

কৃষ্ণদহ নির্দ্ধনেতে মিলিত হইল। জগৎ ঈশ্বর পদে মন্তক রাখিল। মনে মনে এই কথা করিয়া চিন্তন। কি করি উপায় তবে ভাবিল তখন॥ কুতাঞ্চলি করি কছে শ্রীকুফে তথন। হে দেবেশ মহাযোগী পরম কারণ॥ যতুকুলগণে ভূমি নিশ্চয় বধিবে। ইহলোক ছাড়ি বিভু নিজ ধামে যাবে তাহার কারণ আমি জেনেছি নিশ্চয়। তোমা হতে ব্ৰহ্মশাপ অবশ্য খণ্ডয়॥ তথাপি সে শাপ তুমি না কর খণ্ডন। অবশ্য যাদবগণে করিবে নিধন॥ হে কেশব ভবধর শুন মম বাণী। ও পদ ছাডিতে নারি শুন চক্রপাণি॥ ক্ষণকাল তব পদ না করি দর্শন। কিরূপে রহিব আমি কমললোচন॥ অভএব দীননাথ অধমের গতি। দ্যাকর দ্যাময় এ দাসের প্রতি॥ মোরে সঙ্গে করি কর বৈকুতে গমন। তব পদে করি আমি এই নিবেদন॥ হে কৃষ্ণ করুণাময় মঙ্গল আধার। তব নাম স্থধা কর্ণে পিয়ে বার বার॥ বিষয় বাসনা আশা ত্যজে (১) সর্বজনে। আমরা কেমনে রব এ মর্ত্ত্য ভুবনে॥ শয়নে ভ্রমণে স্থিতি ভোজন সময়। তোমাতেই মম আত্মা অনুগত রয়॥ বল নাথ কিরূপেতে তোমায় ছাড়িব। কেমনে ও পদ আমি না দেখি বাঁচিব॥ তব উপযুক্ত যত মাল্যাদি চন্দন। মহামূল্য হয় যত বদন ভূষণ॥

১। তবে উপযুক্ত ইহার থারা বলা হইল বে ত্যাগ করিতে পারিবেন না বলিয়াই প্রার্থনা করি-তেছি, আমার ভর নহে। এরূপ ছলে এইয়পে হইবে।

তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজী আমরা সকলে। তব মায়া পরাজয় করি কুতৃহলে॥ উদ্ধরেতা দিগম্বর যতি ও প্রবণ। প্রশান্ত সম্যাসী আদি যত ঋষিগণ ॥ সকলেই ব্রহ্মধামে গমন করয়। কহিলাম সেই কথা ওহে দয়াময়॥ কিন্তু আমাদের কথা করহ শ্রবণ। সংসারের কর্মপথে করিয়া ভ্রমণ ॥ তব যশ গাই তব ভক্তগণ সহ। স্মরিয়া তোমার গুণ চিত্তে অহরহ॥ এ ভব সাগর নাথ বিষম অপার। অনায়াদে হব পার ঘোর অন্ধকার॥ তাহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সংশয়। দাস ভাষে হরিপদে যেন মতি রয়॥ শুকদেব কহে পরে শুনহ রাজন। উদ্ধবের প্রতি কহে কমললোচন॥ ওহে মহামতি শুন বচন আমার। যে সব বচন তুমি কহিলে এবার॥ তাহাতে আমার মন সম্ভুক্ত নিশ্চয়। ব্রহ্মা মহেশ্বর আর যত হুরচয়॥ আমার নিকটে আদি তাহারা কহিল। বৈকৃষ্ঠনগরে যেতে প্রার্থনা করিল॥ শুন মহামতি এই পৃথিবী ভিতরে। দেব কার্য্য করিলাম অশেষ প্রকারে॥ ব্রহ্মার বাক্যেতে আমি যাহার কারণ। অংশরূপে করিলাম জনম গ্রহণ॥ বিপ্রশাপে যতুবংশ দশ্ধীভূত হবে। পরস্পর আপনারা কলহ করিবে॥ এইরূপে যতুবংশ হইবে নিধন। আর এক কথা তুমি করহ শ্রবণ॥ সাগরের জলে সেই দ্বারকানগর। ডুবিয়া যাইবে সপ্তদিনের ভিতর॥ ওহে মহাভাগ শুন বচন আমার। তথন ছাড়িব আমি এই ধরা ভার॥

অমঙ্গল আসি তবে উপনীত হবে। ভয়ানক কলি আসি ধরা গরাসিবে দ আর আমি এই ধরা ত্যজিব যথন। না রহিবে এই স্থানে ভূমি হে তখন॥ কলিযুগে মানবের জ্ঞান বৃদ্ধি যত। অনায়াসে তাহা সব হইবেক হত॥ অতএব ওছে ভদ্র শুন বাক্য সার। স্বজন আত্মীয় সবে করি পরিহার॥ যেইজন স্নেহপাশ করিয়ে ছেদন। পূর্ণরূপে আমা প্রতি রাখি নিজ মন॥ সমভাবে সর্বজীবে করে দরশন। সমভাবে সর্বস্থানে ভ্রমে অমুক্ষণ॥ এই যে মহান বিশ্ব দরশন হয়। ঈশ্বর-সংসার ইহা হয় মায়াময়॥ চঞ্চল যাদের মন শুন মহামতি। ভ্রমই তাদের হয় গুণ দোষে গতি॥ এই দোষ গুণে সব কর্ম্ম ভ্রম হয়। তোমারে কহিন্দু তত্ত্ব ওহে সদাশয়॥ শুকদেব কহে পরে শুনহ গ্লাজন। একান্ত হইয়ে শোন ক্লফের বচন॥ ভাগবত শ্ৰেষ্ঠ সে উদ্ধব মহামতি। ভক্তিতে সে পদযুগে করিয়ে প্রণতি॥ করযোড়ে মহামতি কহে কুঞ্প্রতি। কহ যোগেশ্বর মোরে অপূর্ব্ব ভারতী॥ ওহে নারায়ণ তুমি মোরে আদেশিলে। মুক্তির কারণ সব ছাড়িতে কহিলে॥ কিন্তু দেব এক কথা করি নিবেদন। विषए आमक मना याहारनत मन ॥ তাহাদের আশা ত্যাগ বড়ই হুষ্কর। আর যত জ্ঞানহীন মানব-নিকর॥ আমার বৃদ্ধিতে এই উপস্থিত হয়। ত্যাগাদি করিলে শাস্ত ভাব উপজয়॥ আমি অতি মূঢ়মতি ওহে গুণাকর। তোমার মায়ায় মুগ্ধ এই চরাচর॥

তাহাতে যে পুত্র আদি কলত্র (১) সকল। আমার আমার করি ভাবি চিরকাল॥ সেই মায়া-কুপে হরি আছি হে মগন। তব উপদেশ এবে করিমু গ্রহণ॥ কিন্তু নাথ তব পদে প্রণতি আমার। মায়াপাণ হ'তে যাতে পাই হে উদ্ধার ॥ সেই শিক্ষা দাও মোরে দেব নারায়ণ। কুপা করি কুপাময় কহ সে বচন॥ পরম আত্মীয় তব আমি মহামতি। উপদেশ দেহ মোরে ওছে যতুপতি॥ অপূর্ব্ব তোমার মায়া ওছে যোগেশ্বর। ত্রকা আদি দেবগণ মুগ্ধ নিরম্ভর॥ সকলে মোহিত হরি তব মায়াবলে। লইমু শরণ তব চরণ কমলে॥ উদ্ধবের প্রতি তবে কহে নারায়ণ। কহি সে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥ পৃথিবীর লোক যত থাকিতে বাসনা। ছাড়িয়া বিষয় মোহ না পায় সান্ত্রনা॥ আগ্ন দ্বারা এ বিষয় হইতে আগ্নাকে। উদ্ধার করিব আমি কহিন্দু তোমাকে॥ আত্মাই আত্মার গুরু শুনহ উদ্ধব। পৃথিবীতে দেখিতেছ যত জীব সব॥ এক পদে আসি সব বহু পদ হয়। তন্মধ্যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ যেইজন রয়॥ मिट स्था श्रिक स्था निम्हित कानित्य । আমার বচন কভু অস্তর্থা না হবে॥ আর শুন কহি যত অপ্রমন্ত জনে। মুহ্মান গুণ চিহ্ন হেতু দরশনে॥ আমার সন্ধান তারা করয় নিয়ত। পূৰ্বে ইতিহাদ এক কহিব নিশ্চিত॥ অবধান কর ভূমি ওছে মতিমান। অতি পুণ্য কথা ইহা শুনে স্থীজন॥

থী, পুত্ৰ, স্বলন, বন্ধবাদৰ প্ৰভৃতির প্ৰতি
নামা সকল পরিত্যাগ কলন।

### শ্রীমন্ত্রাগখন্ত।

ভাগবত কথা হয় পবিত্র কারণ।
দাস ভাবে হরিপদে যেন থাকে মন॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে একাণশ ক্ষমে উদ্ধবের সহিত
। কণোপ্রকাল সমাপ্ত।

व्यथ रह ७ व्यवद्रावत है विशंग। विश्री। শুকদেব হর্ষে অতি, কহে পরীক্ষিৎ প্রতি, শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন। একদিন যতুরায়, হ'য়ে আনন্দিত কায়, नाना श्वादन करत्र विष्त्रण ॥ মহাযোগী দরশনে, জিজ্ঞাদি তাঁহার স্থানে, প্তহে দেব শুন মোর বাণী। কহমোরে কুপা করে, এবৃদ্ধি কেবা তোমারে, দিলে কিন্তা পাইলে আপনি॥ পাইয়ে পরম জ্ঞান, হইয়াছ বৃদ্ধিমান, তবে কেন কহ মহাশয়। ভ্রমিতেছ অবিরত, সামান্ত বালক যত, সেই কথা কহিবে নিশ্চয়॥ আয়ুশেষে অবিরত, জগতে মানব যত, करत्र महा यक्त कामना। ধর্ম্মের কারণ দবে, অর্থ হেরু এই ভাবে, সর্বক্ষণ করয়ে বাসনা॥ আপনি পণ্ডিত অতি. মিউভাধী মহামতি. তবে কেন হেন অনাচার। উন্মন্ত জড়ের মত, কথন পিশাচবৎ, कार्या नाहि कि कात्रत्व कत ॥ মনে কিছু বাঞ্ছা নাই, তোমারে জিজ্ঞাদি তাই, কহ মোরে দয়ার সাগর। যেইরূপে হুতাশনে, দেখ এ দকুজগণে, পুড়ে সদা হয় ছারখার॥ কিন্তু ভূমি মহামতি, তাপযুক্ত হ'য়ে অতি,

গঙ্গাজলে যেমন বারণ।

না হও কভু তাপিত, সদা আনন্দিত চিত, কহ মোরে প্রকৃত কচন॥ বিহীন বিষয় ভোগ, তব আজ্ঞা মহাযোগ, মহানন্দে মত্ত সদা রয়। তুমি দেব কুপা করে, সেকারণ কছ মোরে, তবে হবে সানন্দ হৃদয়॥ সম্বোধিয়া যতুরায়ে, কহ দেব ভুক্ট হ'য়ে, শুন কহি প্রকৃত বচন। মম জ্ঞান সমাহিত, আছে গুরু অগণিত, তাহা হ'তে শুন বিবরণ॥ পাইয়ে প্রচুর জ্ঞান, মুক্তি ভক্তি সেইকণ, পর্য্যটন করি যথা তথা। সত্যপ্রিয় সদাশয়**,** কহি শুন মহাশয়, অগণিত গুরুগণ কথা॥ পৃথিবী বায়ু আকাশ, জল অগ্নি মহাত্রাদ, চক্র সূর্য্য আর অজাগর। কপোত গজমাতঙ্গ, পিঙ্গলায় (১) করে রঙ্গ, সিন্ধুমান আর মধুকর॥ মধুহা (২) গজ হরিণ, বালক কুমারীগণ, উর্ণনাভ স্পর্শ পরকার। তরুগতা কেশভার, (৩)কহিলাম সারোদ্ধার, গুরুগণ হয় যে আমার॥ এদের করি আশ্রয়, করি কার্য্য সমুদয়, ভাল মন্দ বিচার ইহাতে। শিক্ষিত হ'য়েছি যাহা, সাদরে কহিব তাহা, লভি জ্ঞান যে যে বস্তু হ'তে॥ সেই কথা ভোমারে কহিব মহাশয়। যাহা হতে যে প্রকার মম শিক্ষা হয়॥ দৈব অনুগামী যদি হয় কোনজন। ভতগণে সদা তারে করয়ে পীড়ন॥

- ১। কোন এক বেগ্ৰা।
- ২। ধাহারা মর্চক্র ভঙ্গ করে।
- ৩। প্রদাপতি

অমঙ্গল আসি তবে উপনীত হবে। ভয়ানক কলি আসি ধরা গরাসিবে ৮ আর আমি এই ধরা ত্যজিব যখন। না রহিবে এই স্থানে ভূমি হে তথন। কলিযুগে মানবের জ্ঞান বৃদ্ধি যত। অনায়াসে তাহা সব হইবেক হত। অতএব ওচে ভদ্র শুন বাক্য সার। স্বজন আত্মীয় সবে করি পরিহার॥ যেইজন স্নেহপাশ করিয়ে ছেদন। পূর্ণক্লপে আমা প্রতি রাখি নিজ মন॥ সমভাবে সর্বজীবে করে দরশন। সমভাবে সর্বস্থানে ভ্রমে অফুক্ষণ॥ এই যে মহান বিশ্ব দরশন হয়। ঈশ্বর-সংসার ইহা হয় মায়াময়॥ চঞ্চল যাদের মন শুন মহামতি। ভ্ৰমই তাদের হয় গুণ দোষে গতি॥ এই দোষ গুণে সব কর্ম্ম ভ্রম হয়। তোমারে কহিন্তু তত্ত্ব ওহে সদাশয়॥ শুকদেব কহে পরে শুনহ দ্বাজন। একান্ত হইয়ে শোন কুফের বচন॥ ভাগবত শ্ৰেষ্ঠ সে উদ্ধব মহামতি। ভক্তিতে সে পদযুগে করিয়ে প্রণতি॥ করযোড়ে মহামতি কহে কুঞ্প্রতি। কহ যোগেশ্বর মোরে অপূর্বব ভারতী॥ ওহে নারায়ণ তুমি মোরে আদেশিলে। মুক্তির কারণ সব ছাড়িতে কহিলে॥ किन्छ (पर अक कथा कत्रि निर्दर्भन। विषयः जामक मना यादारनत मन ॥ তাহাদের আশা ত্যাগ বড়ই হুক্ষর। আর যত জ্ঞানহীন মানব-নিকর॥ আমার বৃদ্ধিতে এই উপস্থিত হয়। ত্যাগাদি করিলে শাস্ত ভাব উপজয়॥ আমি অতি মুচ্মতি ওহে গুণাকর। তোমার মায়ায় মুগ্ধ এই চরাচর।

তাহাতে যে পুত্র আদি কলত (১) সকল। আমার আমার করি ভাবি চিরকাল। সেই মায়া-কুপে হরি আছি হে মগন। তব উপদেশ এবে করিমু গ্রহণ॥ কিন্তু নাথ তব পদে প্রণতি আমার। মায়াপাশ হ'তে যাতে পাই হে উদ্ধার॥ সেই শিক্ষা দাও মোরে দেব নারায়ণ। কুপা করি কুপাময় কহ সে বচন॥ পরম আত্মীয় তব আমি মহামতি। উপদেশ দেহ মোরে ওহে যতুপতি॥ অপূর্ব্ব তোমার মায়া ওহে যোগেশ্বর। ত্রক্ষা আদি দেবগণ মুশ্ধ নিরন্তর॥ সকলে মোহিত হরি তব মায়াবলে। লইমু শরণ তব চরণ কমলে॥ উদ্ধবের প্রতি তবে কহে নারায়ণ। কহি সে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥ পৃথিবীর লোক যত থাকিতে বাদনা। ছাড়িয়া বিষয় মোহ না পায় সান্তন।॥ আগ্ন দ্বারা এ বিষয় হইতে আত্মাকে। উদ্ধার করিব আমি কহিন্তু তোমাকে॥ আত্মাই আত্মার গুরু শুনহ উদ্ধব। পুথিবীতে দেখিতেই যত জীব সব॥ এক পদে আসি সব বহু পদ হয়। তশ্বধ্যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ যেইজন রয়॥ দেই মম প্রিয় হয় নিশ্চর জানিবে। আমার বচন কভু অন্তথা না হবে॥ আর শুন কহি যত অপ্রমন্ত জনে। মুছ্মান গুণ চিহ্ন হেতু দরশনে॥ আমার সন্ধান তারা করয় নিয়ত। পূৰ্ব্ব ইতিহাস এক কহিব নিশ্চিত॥ অবধান কর ভূমি ওছে মতিমান। অতি পুণ্য কথা ইহা শুনে স্থীজন॥

 <sup>া</sup> থী, পুত্র, স্বজন, বন্ধুশার্থৰ প্রভৃতির প্রাভি
মারা সকল পরিত্যাগ করন।

ভাগবত কথা হয় পবিত্র কারণ।
দাস ভাবে হরিপদে যেন থাকে মন॥
ইতি শ্রীমন্তাগদতে একাদদ করে উত্তবের সহিত
শ্রীক্ষকের কণোপক্ষন সমাস্ত।

অধ ষহ ও অবধ্তের ইতিহাস। ত্রিপনী।

শুকদেব হর্ষে অভি, কহে পরীক্ষিৎ প্রতি,
শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।

একদিন যতুরায়, হ'য়ে আনন্দিত কায়,

নানা স্থানে করে বিচরণ॥

মহাযোগী দরশনে, জিজ্ঞাসি তাঁহার স্থানে,

ওহে দেব শুন মোর বাণী। কহমোরে কৃপা করে, এবৃদ্ধি কেবাতোমারে, দিলে কিন্তা পাইলে আপনি॥

পাইয়ে পরম জ্ঞান, হইয়াছ বৃদ্ধিমান, তবে কেন কহ মহাশয়।

সামান্ত বালক যত, ভ্রমিতেছ অবিরত, সেই কথা কহিবে নিশ্চয়॥

জগতে মানব যত, আয়ুশেষে অবিরত, করে দদ। মঙ্গল কামনা।

ধর্ম্মের কারণ দবে, অর্থ হেতু এই ভাবে, সর্বাক্ষণ করয়ে বাদনা॥

আপনি পণ্ডিত অতি, মিউভাষী মহামতি, তবে কেন হেন অনাচার।

উন্মন্ত জড়ের মত, কথন পিশাচবৎ, কার্য্য নাহি কি কারণে কর॥

মনে কিছু বাঞ্ছা নাই, তোমারে জিজ্ঞাদি তাই, কহ মোরে দয়ার সাগর।

দেখ এ দক্ষগণে, যেইরূপে হতাশনে, পুড়ে সদা হয় ছারখার ॥

কিন্তু তুমি মহামতি, তাপযুক্ত হ'য়ে অতি, গঙ্গান্ধলে যেমন বারণ।

না হও কভু তাপিত, সদা আনন্দিত চিত, কহ মোরে প্রকৃত বচন ॥

বিহীন বিষয় ভোগ, তব আজ্ঞা মহাযোগ, মহানদে মন্ত সদা রয়।

ভূমি দেব কৃপা করে, সেকারণ কহ মোরে, তবে হবে সানন্দ ছাদয়॥

সম্বোধিয়া যতুরায়ে, কহ দেব ভূষ্ট হ'য়ে, শুন কহি প্রকৃত বচন।

মম জ্ঞান সমাহিত, আছে গুরু অগণিত, তাহা হ'তে শুন বিবরণ #

পাইয়ে প্রচুর জ্ঞান, মৃক্তি ভক্তি সেইকণ, পর্য্যটন করি যথা তথা।

সত্যপ্রিয় সদাশয়, কহি শুন মহাশয়, অগণিত গুরুগণ কথা॥

পৃথিবী বায়ু আকাশ, জল অগ্নি মহাত্রাস, চন্দ্র সূর্য্য আর অজাগর।

কপোত গজমাতক, পিকলায় (১) করে রক, সিন্ধুমান আর মধুকর॥

মধ্হা (২) গজ হরিণ, বালক কুমারীগণ, উর্ণনাভ স্পার্শ পরকার।

তরুলতা কেশভার, (৩)কহিলাম সারোদ্ধার, গুরুগণ হয় যে আমার॥

এদের করি আশ্রয়, করি কার্য্য সমুদয়, ভাল মন্দ বিচার ইহাতে।

শিক্ষিত হ'মেছি যাহা, সাদরে কহিব তাহা, লভি জ্ঞান যে যে বস্তু হ'তে॥

সেই কথা তোমারে কহিব মহাশয়। যাহা হতে যে প্রকার মম শিক্ষা হয়। দৈব অনুগামী যদি হয় কোনজন। স্থুতগণে সদা তারে করয়ে পীড়ন॥

- >। কোন এক বেকা।
- २। योहात्रा म्यूठक एक करत ।
- ৩। প্রধাপতি

শ্বৃদ্ধি পণ্ডিত তাহে হয় যেইজন। সত্য পথ কভু সেই না করে লব্দন॥ শিথিয়াছি এই জ্ঞান পৃথিবী হইতে। কহিলাম হে রাজন তোমার দাক্ষাতে॥ পৰ্বত নিকটে থাকে সাধু যেইজন। একান্ত অন্তরে তাহা করহ শ্রবণ॥ পর উপকার হেতু চেফ্টা অবিরত। একান্ত অন্তরে সাধু করিবে নিয়ত॥ এইরূপে বুক্ষণীর্য (১) হয় সর্বক্ষণ। নিজ আত্মা পরাধীন করিবে তখন॥ জ্ঞাননাশ যাহে নাহি হয় হে রাজন। মুনিগণ এইরূপ করিয়ে ভোজন ॥ (২) সর্ব্বদা সম্ভোধ তাহে প্রকাশ করিবে। ইন্দ্রিয়ের প্রিয় হেতু চঞ্চল না হবে॥ যোগিগণ অমুক্ষণ শীতোফ্ড সেবনে। আত্মাকে পৃথক রাখে দোষগুণগণে॥ তাহে লিপ্ত নাহি হবে তাঁহারা কখন। আর যাহা কহি রাজা করহ শ্রবণ॥ আত্মদশা যোগী এই সংসার ভিতর। পার্থিব দেহেতে যুক্ত হয় নিরন্তর॥ তাহাদের গুণাশ্রয়া হইতে তথন। গন্ধসহ সদা গতি যেরূপ গমন॥ সেইমত গুণীগণে কতু না মিশিবে। সার কথা মহামতি কহি শুন এবে॥ দেখিছ আকাশ কত বিচিত্ৰ গঠন। প্ৰবন সলিল মেঘ না মিশে কখন॥ দেরূপ পুরুষ এই জানিবে তাহায়। কালস্ফ (৩) গুণে কভু স্পর্শে নাহি তায়।

নিজগুণে নিত্যধনে লভে অমুক্ষণ। পবিত্র করয়ে আত্মা শুনহ রাজন। তপদ্বী তেজদ্বী দীপ্ত হয় অভিশয়। পরিগ্রহ শৃষ্ঠযুক্ত আত্মা যেব। হয়॥ সেই মুনি দৰ্ব্ব ভোজী যথা ছতাশন। কদাচ না করে তাহা মন্দের গ্রহণ॥ অগ্রিসম ব্যক্তি কভু অপ্রকাশ রয়। সাধুগণে উপাসিত জানিবে নিশ্চয়॥ ভূত আদি ভবিষ্যৎ যত অমঙ্গল। **महन कत्र**रा यूनि मिया निक वल ॥ সর্বত্র দাতাগণের নিকট হইতে। ভোজন করেন সবে তাদের ইচ্ছাতে॥ শমী গর্ভে অগ্নি যথা জানিবে রাজন। আপন কায়াতে আত্মা জানিবে তেমন॥ এ বিশ্বে প্রবেশি দব জীবরূপ হয়। ঈশ্বর স্বরূপ তাহা জানিবে নিশ্চয়॥ দেহের অবস্থা এই কছিমু তোমারে। জন্ম আদি মৃত্যু এই জানিবে অন্তরে॥ আত্মার অবস্থা এই নহে কদাচন। যেমন অব্যক্ত গতি কালের পতন॥ চন্দ্রকলা মত কত হ্রাস বৃদ্ধি পায়। চল্রের না হয় তাহা কহিনু তোমায়॥ ধারাপাত সম গতি কালের যেমন। জীবের উৎপত্তি নাশ নিত্য দরশন॥ আগ্নার বিনাশ কছু দৃশ্য নাহি হয়। শিখার প্রভাব ধ্বংস জানিবে নিশ্চয়॥ অগ্নি সে ধবংস নহে শুনহ রাজন। ভোমারে কহিন্তু আজি সব বিবরণ॥ জল রাশি আকর্ষয় যথা রবিকর। রিপুবশে ধন লয় তথা যোগীবর॥ কিন্তু যথাকালে তাহা করয়ে বর্চ্জন। আর এক কথা নৃপ করহ প্রবণ॥ না করিবে অতি স্নেহ অতি সে প্রসঙ্গ। তাহাতে কেবল ছঃখ বাড়য়ে আতঙ্ক॥

১। ধেরণে বৃক্ষ বংব অপরে উংপাটন বা ছেদন করিয়া লইতে পারে।

২। অর্থাৎ বেরূপ ভোজনে কেবল জীবনমাত্র থাকিতে পারে না।

৩। তে**জ জন** ও পৃথিবী ইহা বারা রচিত বন্ধকে কালস্টি কহে।

তাহে বিপরীত ফল ঘটিবে নিশ্চয়।
হীনমতি কপোত কপোতী সম হয়॥
সেই কথা তোমারে যে কহিব এখন।
ভাগবতে হরিকথা পবিত্র কারণ॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে একাদশ হলে অবধ্তের
ইতিহাস সমাপ্ত।

অণ কপোত কপোতীর বিবরণ। শুকদেব কহে রাজা শুনহ বচন। কোন স্থানে ছিল এক নিবিড় কানন॥ কপোত কপোতী সেই বনের ভিতরে। নিশ্মাইয়া নীড় এক বুকের উপরে॥ পরম হৃতে তে তথা রহে কিছুদিন। স্নেহেতে হইল বদ্ধ দোঁহে নহে ভিন্ন॥ চন্দ্রনে থাকয়ে স্থাথ নির্ভয় হাদয়। কপোতীর মনে যবে যাহা ইচ্ছা হয়॥ কপোত আনিয়া দেয় আনন্দ অস্তৱে। মনোমত দ্রব্য সব অতি যত্নভারে॥ কিছুদিন পরে তার গর্ভ সঞ্চারিল। আপনার নীড়ে এক অণ্ড প্রসবিল। কহি শুন নরপতি দে কথা তোমারে। হরির তুর্ভেগ্ন মায়া কে বুঝিতে পারে॥ সেই মায়া বলে সেই অণ্ডের ভিতর। বাহির ছইল এক লোমশ কুমার॥ (১) কপোত কপোতী তবে আনন্দে মাতিল। পুজের মধুর ধ্বনি শুনিতে লাগিল। তাহাতে দ্বিগুণ হয় স্থথের উদয়। পালিতে লাগিল পুত্র আনন্দ হলয়॥

১। বধন পক্ষী শিশুরা ক্ষয়গ্রহণ করে, সেই সময় ভাহাদের গায়ে হরিৎবর্ণ কেশের ভার গৃঠ হইয়া থাকে। সেইগুলিই এছলে লোম শব্দে বাচা হইল।

মাতা পিতা তুইজনে আনন্দে মগন। স্থকোমল শিশুপক্ষ করিয়ে স্পর্শন ॥ পুত্রের কুজন ফবে শুনিত প্রবণে। আনন্দসাগরে মগ্ন হইত চুক্সনে॥ মুখ মেলি আসি যবে থাগ্যের কারণে। কত যে আমোদ হয় তাহাদের মনে॥ এরূপে মোহিত তারা বিষ্ণুর মায়ায়। পালন করিত পুত্রে শুন ওছে রায়॥ একদিন শুন রায় অপূর্ব্ব কথন। পিতা মাতা বাসা ছাড়ি করিল গমন॥ খাছের কারণে দোঁছে গমন করিল। বহুক্ষণ সেই বনে খাগ্য অস্থেষিল॥ এই অবসরে এক লুব্ধক তথন। বিচরণ করে নীড করি দরশন।। জ্ঞালেতে করিল বন্ধ কপোত তনয়ে। হেনকালে ছুইজন আইলেক ধেয়ে॥ থাগুদ্রবা সঙ্গে লয়ে নীড়েতে আইল। আপন তনয়ে জালে আবদ্ধ দেখিল। তথন হইল অতি ক্লংখিত অন্তর। চীংকার করয়ে কত হইয়ে কাতর॥ পরেতে ব্যাধের সহ অনুগামী হয়। কপোতী হরির মায়া অতি মুগ্ধ হয়॥ পুত্রশোকে শোকাতুর হইয়ে তথন। আপন নয়নে হেরি পুজের বন্ধন॥ পুত্রের তুর্দ্দশা হেরি অস্থির হইল। কি হবে উপায় তবে চিস্তিতে লাগিল॥ তাহাতেই শ্বৃতিভ্ৰম্ট (১) কপোতী হইন। লুক্ককের জালে আসি আপনি পড়িল॥ তাহা দরশনে তবে কপোত তখন। আত্মসম পুত্র পত্নীর হেরিল বন্ধন॥

ছভিত্ৰই অৰ্থাৎ শোক হংগাদি বিরহিত
নিত্যবৃক্তা আত্মবন্ধপ বিশ্বত হইবা থাকে।

महाकुः एथ मग्र छटन व्यमनि इडेल। শোকাকুল হ'য়ে কত বিলাপ করিল॥ ওরে পুণাহীন তোর চুশ্বতি এমন। আমার বিনাশ ভূমি কর দরশন॥ মম গৃহ-হুখ ভূমি বিনাশ করিলে। আমার যে প্রিয় ভার্যা। তাহা হরে নিলে। শৃষ্ঠ গৃহে রাখি মোরে স্বর্গেতে গমন। এ জীবনে তবে মোর কিবা প্রয়োজন ॥ মৃত দারা মৃত পুক্র জগতে যাহার। শৃত্য গৃহে কিবা ফল ফলিবে তাহার॥ অতএব মহামতি করহ এবণ। জালে বন্ধ প্রিয় ভার্যা আর সে নন্দন॥ মৃতপ্রায় ছটফট করি দরশন। নিদারুণ তুঃখে সেই হইল মগন॥ অমনি ব্যাধের জালে তথনি পড়িল। মহাহর্ষে ব্যাধ তারে অমনি ধরিল ॥ আনন্দ অস্তরে তবে ব্যাধ ছুরাশয়। আপন গুহেতে যায় আনন্দ হৃদয়॥ এরপ অশান্ত হয় যাহার অন্তর। यथ द्वःरथ मग्र हिन्छ शास्त्र नित्रस्तत ॥ কপোত কপোতী সম দশা প্রাপ্ত হয়। কুটুম্ব পোষণে সবে তুঃখিত হৃদয়॥ কহি শুন মহামতি তোমারে এখন। লোকে প্রাপ্ত মৃক্তি দার করহ তাবণ ॥ কপোত পক্ষীর মত আসক্ত হাদয়। উপরে উঠিয়ে পুনঃ নিম্নেতে পড়য়॥ ভাগবত সার কথা যে করে প্রবণ। দাস ভাষে অনায়াসে বৈকুণ্ঠ গমন॥ ইতি শ্ৰীমভাগৰতে একাদৰ বন্ধে কপোত কপোতীর

ইতিহাস সমাপ্ত।

ष्य निष्णा छैनाशान।
 ष्ठकात्मय कार्ड छन खार नद्भवत ।
 ष्रभूक्ष कथन खन हित्र ष्यस्त ॥

मिहिशाल (यहेक्सा इंटर्बर केन्य्र । षानीक इंक्सिय द्वथ कानितन निष्ठय ॥ স্বৰ্গ ও নরক তথা হয় ছুই স্থান। বাঞ্চা নাহি করে তাহা যারা মতিমান॥ অজাগর বুভিধারী উদাসীনগণ। তাহারা যেরূপে করে আহার গ্রহণ ॥ সেই কথা ভোমারে কহিব এইক্ষণে। हर्ष वा विद्रम किছ नाहि मान मतन ॥ অথবা অধিক তারা যাহা কিছু পায়। ইচ্ছাক্রমে উপস্থিত আসমাত্র থায়॥ যদি কভু তাহাদের না মিলে ভোজন। দৈবকে তাহারা করে তথনি স্মরণ॥ ইহা ভাবি ধৈর্যা ধরি অনুজ্ঞার মত। নিরাহারে নিরুগ্যমে থাকে দিন কত॥ শয়ন করিয়া থাকে সদা সর্বকণ। সে তত্ত তোমারে কহি শুনহ এখন॥ ইন্দ্রিয়ে আসক্ত সেই দেহগারী হয়। মনোবলে দেহবল আছয়ে নিশ্চয়॥ তথাপি দেহকে সদা কর্মশুস্ত করি। স্বার্থে (১) দৃষ্টি দদা রাখি স্মারিবে জীহরি॥ অতএব মৌনব্রত মহর্ষি সকল। প্রশান্ত গম্ভীর চিত সদা নিরমল ॥ জলপূর্ণ স্রোভম্বতী বর্গাতে যেমন। মহাবেগে সাগরেতে করয়ে গমন॥ তথাপিও স্থিরতর থাকয়ে সাগর। কদাচ না হয় সেই অতীব তুক্তর ॥ সেইমত কুপাপর হয় মুনিগণ। কামলুক হ'য়ে মুগ্ধ না হয় কখন॥ অব্বিত ইন্দ্রিয় যারা অতি অভান্সন। মুগ্ধ হয় পেয়ে তারা কামিনী কাঞ্চন॥ অনলে পতকে যথা লোভেতে পতন। সেইরূপ করে এরা নরকে গমন ॥

১। ত্রন্দের শুরুপতা প্রাপ্তির বিবরে।

বন্ত্র অলক্ষারাব্রত মায়াতে রচিত। পাইয়ে কামিনীকুল হয় বিমোহিত ! সেই মূর্থ নম্ভ দৃষ্টি প্রলোভিত জন। অনলে পতঙ্গ প্রায় তাজয়ে জীবন 🛚 পরেতে প্রেমের বুদ্তি করহ শ্রবণ। মুনিগণ এই বুক্তি করিবে ধারণ॥ জীবন ধারণ হয় শুনহ যাহাতে। পীড়ন না করে গৃহী কহি যে তোমাতে॥ একমাত্র পাত্র তথা করিবে গ্রহণ। অল্ল অল্ল করি তাহা করিবে ভোজন ॥ অলি যথা পুষ্পৃ হ'তে মধুপান করে। পণ্ডিতের সেইরূপ জানিবে অন্তরে॥ कुछा वा दृश्य भाज श्य मद्रभन। তাহা হ'তে দার মাত্র করয়ে গ্রহণ ॥ আর শুন ভিক্ষা দ্রব্য আনি যত হয়। প্রদিন জন্ম তাহা না কর সঞ্চয়॥ তাহারা মক্ষিকা দম আশা প্রাপ্ত হবে। অশক্ষিত দ্রব্য আর কদাচ না রবে॥ আর শুন কহি আমি ভিক্সকের রীতি। माक्रमशी मत्न कत्र चन्मती युवछी॥ কহি শুন সার কথা ভিক্সক যে জন। নিজ পদে কাছাকেও না করে স্পর্শন ॥ যগ্রপি ভিক্ষক তারে কভু স্পর্শ করে। করিণীর লোভে করি বন্ধ যথা পড়ে॥ প্রাজ্জনে মনে ভাবি যুবতী রমণী। গ্রহণ না করে ভাবি মৃত্যু স্বরূপিণী॥ ছুঃখেতে সঞ্চয় করি লুব্ধ যেইজন। ভোগ নাহি করে কিম্বা নাহি করে দান। ব্দর্থবৈক্তাগণ ( ) তাহা অনায়াসে হরে। মধুহরগণে যথঃ মক্ষিকা-নিকরে ॥

১। কোথার দ্রব্য আছে চিছ্নারা তাছা ব্রিতে পারে এবং তাছা কির্পে হস্তগত হইবে তাহার উপার করেন।

সেইমত যতিগণ জানিবে নিশ্চয । অতিকটে গৃহী যেই ধন উপাৰ্ক্ষয়॥ (১) যেমন মধুহাগণ মক্ষিকার ধন। অনায়াসে করে সবে মধুর হরণ 🛭 আর এক কথা ভুমি ভ্রন মহামতি। কম্ম নাহি শুনে তারা নিকুষ্ট যে গতি॥ ব্যাধগণ গীতে যেন হরিণ মোহিত। তাহার নিকটে এই হইবে শিক্ষিত। সেই কথা শুন এবে ওহে নরবর। ঋষ্যশুঙ্গ নামে এক হরিণী কুমার॥ কামিনীর বশীভূত ছিল সর্বক্ষণ। নানামত গ্রাম্য গীত করিত **প্রবণ ॥** ° নৃত্য গীত উপভোগ করিতেন রঙ্গে। বশ্যতা হইল সেই কামিনীর সঙ্গে॥ মীন যথা বঁড়শীতে ক্ষণে বিদ্ধ হয়। (২) অজ্ঞান মানব তথা জানিবে নিশ্চয়॥ জগতে জানিবে তুমি পণ্ডিত যে জন। রসনারে পরাজয় করে সে সাধন ॥ আর যত ইন্দিয়কে করে পরাজয়। অজ্ঞান মানবে কিন্ত বিপরীত হয়॥ य राक्ति शुक्तव हय जानित अथन। অক্স রিপুরণ করে তারা সর্বক্ষণ॥ কিন্ত রসনা যদি নহে পরাজয়। জিতেন্দ্রিয় বলি তারে কেছ না গণয়॥ রসনা করিলে জয় জিতেন্দ্রিয় মানি। কহিলাম তোমারে বিশেষ তত্ত্বাণী॥

১। বচন ৰাবা গৃহস্থদিগের প্রতি অপ্রে ববিও বন্ধচারিকে বান করিবার বিধান করা হইরাছে, বচন বধা যতি ও বন্ধচারী ইহারা উভয়েই পন্ধরের বানি ইহাদিগকে না বিবা বদি কেহ ভোজন করে তাহা হইনে তাহাকে চাক্রারণ করিতে হইবে।

২। মংগু বেরূপে বড়নী কর্তৃক বিদ্ধ ছইর।
মৃত্যুকে প্রাপ্ত হর, সেইরূপ অসংবৃদ্ধি ব্যক্তি
সঞ্চল অতি চাপদ্যহেতৃ জিহবা থারা রুসবন্ধক
ক্ষরতা বিষোহিত হইরা মৃত্যু প্রাপ্ত হর।

ভাগবতে হরিকথা মধুর প্রবণ। **দাস** ভাষে इतिशाम यन तरह यन ॥ শুকদেব কছে শুন ওছে নরপতি। বিদেহ নগরে বাদ পিঙ্গলা যুবতী॥ বেশ্যাকুলে জন্ম তার বেশ্যাধর্মে মন। তাহা হ'তে শিক্ষা কিছু শুনহ রাজন॥ তাহার রভান্ত কিছু কহিব তোমারে। রহিত সঙ্কেত স্থানে আপন নগরে॥ পরমাহন্দরী বেশ করিয়ে ধারণ। ষারপাশে দাঁড়াইত যুবতী তথন॥ পথেতে গমন করে পুরুষের দল। তাহা দেখি ধনলোভ হইত প্ৰবল॥ মনে ভাবে আসিয়াছে নাগর আমার। পাইব অনেক ধন আমি এইবার॥ কিন্তু শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন। অনেক পুরুষ তথা করিল গমন॥ কিন্তু তারা অস্ত স্থানে অমনি চলিল। তবে সে পিঙ্গলা বেশ্যা মনেতে ভাবিল॥ অবশ্য আসিবে কোন ধনী মহাশয়। তাহাতে হইবে বহু ধনের সঞ্চয়॥ এইরূপ মনে মনে অনেক ভাবিল। মনোহর বেশে তথা দাঁড়ায়ে রহিল॥ একবার প্রবেশয় বাটির ভিতর। দ্বারদেশে উপস্থিত হয় পুনর্বার॥ এইরূপে নিশাকাল স্মাগত হয়। ধনলোভে মুখপদ্ম হয় শুক্ষপ্রায়॥ বড় ছঃথ উদয় তার হইল অন্তরে। মনেতে নির্কেদ তার (১) জনমিল পরে॥ পিঙ্গলা পরেতে মনে-করিত নিশ্চয়। সেই কথা কহি শুন ওচে মহাশয়॥ যাহে আশা পাশ তব হইবে ছেদন। পিঙ্গলার কথা এই করহ <u>শ্রু</u>বণ ॥

निर्द्धन चर्थार जात्र व्यक्तांचन नाहे वृद्धि ।

পিঙ্গলা ভাবিল পরে শুনহ রাজন। আমার লোভের রুদ্ধি নহে নিরূপণ॥ আমি শৃতি মন্দ মতি জানি নিরস্তর। অভিলাষ করি মনে অসৎ নাগর॥ মম সম অভাগিনী কে আছে এমন। উপস্থিত নিকটেতে ভীষণ শমন ॥ তথাপি এমন কর্ম্মে মন মস্ত রয়। ত্বপদাতা ধনদাতা নিত্য হুখময়॥ তাহা ছাড়ি রুখা আশা শোকের কারণ। চুঃথ ভয় মনস্তাপ উপজে মরণ॥ তাহা ভব্জি অবিরত সানন্দ অন্তরে। জ্বস্থ এ বুত্তি ইহা সবে নিন্দা করে॥ সেই বুদ্তি অনুষ্ঠান করি অনুক্ষণ। আত্মাকে তাপিত আমি করি সর্বাক্ষণ॥ অর্থলোভী হই আমি পাপী অতিশয়। অমুশোচ্য হয় সেই নর তুরাশয়॥ তাহা হ'তে রতি আর আশা করি ধন। অস্থিতেই সেই দেহ হ'য়েছে গঠন॥ ত্বক-রোম নথ ছারা তাহা যে আরুত। তথাপি সে দেহ নব দ্বারেতে রচিত॥ আর দেহ গৃহ পুনঃ মলে পূর্ণ হয়। তাহে ভোগ করি আমি সানন্দ হৃদয়॥ আমি হীনমতি এই বিদেহ নগরে। নিতান্ত অসৎ আমি জেনেছি অন্তরে॥ কেন না সে পরমাত্মা পরম কারণে। কাম ইচ্ছা কেন নাহি করে তাঁর সনে॥ মানবের বন্ধু তিনি সর্বব আত্মাময়। আপনা হইতে তাঁরে করিয়া যে ক্রেয়॥ লক্ষীসম তাঁর সহ বিহার করিব। আর হেন মন্দ কর্ম্মে উন্মন্ত না হব॥ যথন আমার মনে এরূপ উদয়। তথন অস্তরে আমি জানিত্ব নিশ্চয়॥ সেই সর্ববসার হরি দেব নারায়ণ। আমারে করিল রূপা জানিত্র এখন॥

আমি অতি মন্দভাগ্য জগত ভিতরে। তাহলে এ ছঃখ হেন উদয় অন্তরে॥ আর কেন ৰূথা আলে হইব মগন। তুরাশা ছাড়িয়া লব ঈশ্বরে শরণ॥ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সতত করিব। নারায়ণে মনে ভাবি যা কিছু পাইব ॥ তাহাতে হইবে মম জাবন ধারণ। সতত করিয়া সেই হরিরে বরণ॥ আগ্রাময় আগ্রা সহ করিব বিহার। সংদার-কুপেতে আত্মা মগ্ন অনিবার॥ বিনে হরি আর কেহ উদ্ধারিতে নারে। অতএব যতুবর শুন অতঃপরে॥ হেরিতে নয়নে তুমি সংসার যথন। কালদর্পে গ্রাদ করে ইহা অনুক্রণ॥ ঐহিক স্বখেতে তবে বিরুত হইবে। নিজেই নিজেরে তথা আপনা রাখিবে॥ তদন্তর শুন রায় পিঙ্গলা যুবতী। এইরূপ মনে মনে করিয়। যুক্তি॥ নাগরের আশা তথা আর না করিল। মনেরে প্রবোধ করি গৃহেতে চলিল। নানা মানদের আশা তঃখের কারণ। আশা ত্যাগে বহু হুথ শুনহ রাজন॥ নাগরের আশা ছাড়ি পিঙ্গলা যুবতী। শয্যাপরে স্থথে নিদ্রা যায় শীঘ্রগতি॥ ভাগবতে হরিকথা যে করে প্রবণ। দাস ভাষে অনায়াসে গোলোকে গমন।

> ইতি শ্ৰীমন্তাগবচ্ছে একাদশ স্বৰ্ধে পিল্লা উপাধ্যান সমাপ্ত।

ষণ কুমারীর উপাণ্যান।
শুকদেব কহে রাজা করহ প্রবেণ।
ফ্রগতের সার হরি পরম কারণ॥
একান্তে সে হরিপদ সদা কর সার।
ফ্রনায়ানে মহাপাপে পাইবে নিস্তার॥

পরেতে সে অবধৃত কহিল রাজনে। যাহাদের আছে গৃহ জেনো ভূমি মনে ॥ তাহাদের দদা চিন্তা অন্তরে উদয়। আমার নাহিক তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥ আপনা আপনি আমি থেলি সর্বাক্ষণ। আসক্ত আমাতে আমি জানিহ কারণ॥ বালকের মত আমি সংসারে বেড়াই। ওহে মহামতি আমি কহিলাম তাই ॥ সংসারে স্থজন মাত্র হয় আনন্দিত। সঙ্গ শৃত্য হয় সেই কহিন্দু নিশ্চিত। বালক অজ্ঞান এক উন্নম বিহীন। প্রকৃতি পরম আর ঈশক্তে লীন॥ এই ছুইজন স্থা সংসার ভিতরে। সার তত্ত্ব কহিলাম নিশ্চয় তোমারে॥ অপরেতে কহি শুন অপূর্ব্ব কথন। হেনকালে কতিপয় অসুজেরগণ॥ কোন কুমারীর গুছে গমন করিল। বিবাহ করিতে তথা উপনীত হৈল॥ যথন কুমারী গুহে দবে উপনীত। মাতা পিতা গৃহে তার নহে উপস্থিত॥ তথন কুমারী সেই অভ্যাগত জনে। নিয়মিত অভ্যর্থনা করিল যতনে॥ েদে কুমারী ভাহাদের আহার কারণ। চিত্রশালি ধান্ত লয়ে করিল ভঞ্জন॥ ভাঙ্গিতে লাগিল ধান্ত গোপনে যথন। হস্তের শদ্ধের শব্দ হইল তথন॥ মহাশব্দে শঝ্শব্দ বাহির হইল। তাহে মনে বড় লজ্জ। কুমারী পাইল। यत्न यत्न कृषात्री एन कतिन हिस्त । এ লজ্জিত কাৰ্য্য যত অভ্যাগত জন॥ জানিতে পারিলে মনে অশ্রন্ধা করিবে তাহাতে আমার বড় অপয়শ হবে॥ এরূপ লজ্জিত তবে হ'য়ে মনে মনে। একে একে শহা ভঙ্গ করে সেইক্ষণে॥

এক হাতে চুই গাছি অবশিষ্ট রহে। আবার উঠিল শব্দ শুন কহি তাহে 🛚 আর এক গাছি তাহে ভাঙ্গে পুনর্বার। তাহে শব্দ না উঠিল কিছু মাত্র আর ॥ ভোমারে কি কব আমি হে শক্ত দমন। লোক-তত্ত্ব জানিবারে কহি বিবরণ ॥ এইরপে ভ্রমি আমি সকল লোকতে। হেন উপদেশ পাই কুমারী হইতে॥ যদি এক স্থানে বাস করে বহুজন। কিম্বা চুইজনে থাকে শুনহ রাজন॥ কলহ হইবে ভার জানিবে নিশ্চয়। অভএব কহি তোমা শুন নররায়॥ যেরূপে হইল ভঙ্গ কুমারী করণ। একগাছি মাত্র শেষ রহিল তথন। তথন তাহাতে শব্দ উঠিল না আর। একা বাস করা ভোর সংসার মাঝার ॥ অতএব ত্যজি আশা একান্ত অন্তরে। আলস্ত ছাড়িয়া সেই পরম ঈশ্বরে॥ অভ্যাস যোগেতে করি বৈরাগ্য অস্তর। একমনে সেইজনে ভাব নিরস্তর ॥ ঈশ্বর নিকটে হবে জানি এই মন। कद्रम वामना मव कदिए वर्ष्ट्रन ॥ সত্বগুণে বশীভূত হইবে তথন। রজঃ তমঃ গুণ হবে যবে বিনাশন ॥ তখন নির্বাণ প্রাপ্তি জানিবে তাহার। পাইবে পরমগতি শুন কহি সার॥ তথন তাহার চিত্ত একান্ত হইবে। অক্সদিকে মন তার কত্ন নাহি যাবে॥ জানিতে পারিবে দেই বাহ্য অভ্যন্তর। বাক্যত-চিত্ত (১) হয় হুখের ত্মাকর॥ পার্যস্থিত রত্মরাজি নহে দরশন। কহিলাম সার কথা ভোমারে এখন॥

 । অর্থাৎ বাক সরল করিতে বাহার বন একে-বারে নিষয় হইরাছে। নারায়ণ উদ্ধাবেরে কহিল সাদরে ।
এইরূপ অবধৃত কহি যত্ত্বরে ॥
আনন্দ অস্তরে তবে করিল গমন ।
মহাপাপযুক্ত তাঁর হয় সেইক্ষণ ॥
মহাভাগবত কথা করিলে প্রবণ ।
লাস ভাষে হরিপাদে থাকে তার মন ॥
ইতি শ্রীমভাগবতে একাশুশ হদ্ধে কুমারী বিদরণ
ও বহু অবব্ত সংবাধ সমাপ্ত।

অথ উদ্ধবের ব+রিকাশ্রমে গমন। শুকদেব কৰে শুন তবে মহামতি। উদ্ধব কহিল তথা শ্রীক্লফের প্রতি॥ দয়া করি কহ দেব ওহে রূপাময়। কেমনে হইব পার এ ভব মায়ায়॥ ওহে মহামতি শুন বচন আমার। তোমা প্রতি কা মন নাহিক যাহার॥ নিজ মন বশীস্থত যার নাহি হয়। যোগ আচরণ তার না হয় নিশ্চয়॥ অতএব মহামতি করি নিবেদন। যাহাতে হইব সিদ্ধ কহ সে বচন॥ যেরূপে বুঝিতে পারি কহ মহাশয়। তাহ'লে আনন্দ বড় হইবে হৃদয়॥ ওহে ও পুগুরীকাক্ষ করি নিবেদন। যত যোগিগণে আমি করি নিবেদন॥ পরম কারণে মনে ধরিতে না পারে। এ হেতু কাতর হয় নিতান্ত অন্তরে॥ তাহাতে তাদের চিত্ত ক্লেশযুক্ত হয়। ইহার কারণ কিছু কহিবে নিশ্চয়॥ এই হেতু কহি আমি হে পদ্মলোচন। সার ও অসার জ্ঞান যার সর্বক্ষণ॥ যেইজন ও চরণ পূজন করয়। তব পাদপন্ম দেব আনন্দে ভজয় 🛚

তব মায়া মোহে যারা না হয় পতন। অহকার নাহি করে যোগের কারণ II সবাকার মিত্র ভূমি জান এক চিতে। যাহাদের মন নহে মোহিতে অস্ত্রেতে॥ সেই সব তব দাস বশ তব হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য কিবা আছে মহাশয় 🛭 কি কথা তোমারে হরি কহিব এখন। তব পদে নত যত হয় দেবগণ ॥ তথাপি মানবগাণ আনন্দ অন্তরে। সখাতা করিলে হরি বনের ভিতরে॥ প্রহলাদ সে বলিরাজ সেবিল চরণ। পাইল পরম দয়া ওছে নারায়ণ॥ তবে আর কোনজন বলহ আমারে। তোমা ছাড়ি অস্ত দেবে ভব্ধিবে সাদরে॥ অসার সংসার এই জানিহ নিশ্চয়। তব পদে নত মোরা ওহে দয়াময় ॥ ष्यामात्मत्र किया इत्य श्रह मात्मामत्र । দয়া করি কছ দেব দয়ার সাগর॥ কছ দেব গুরুরূপে থাকিয়া বাহিরে। অন্তর্বনমারূপে থাকি জীবের অন্তরে॥ বিষয় বাদনা আশা করছে হরণ। নিজরপ প্রকাশিয়া তুমি নারায়ণ॥ আর শুন কহি দেব অপূর্বব ভারতী। ব্ৰহ্ম সম আয়ু যদি পায় মহামতি॥ তব ঋণ শোধিবারে নারে দেইজন। কহি শুন রমানাথ আমি সে কারণ॥ শ্বরণ করয়ে যবে তব উপকার। তাহাতে তাদের হয় মানন্দ অন্তর॥ শুকদেব কহে তবে নুপ সম্বোধনে। যিনি স্ক্রিলেন সন্ত্র-রক্ষঃ তমোগুণে॥ তিন মূর্ত্তি যেইজন করিল ধারণ। u क्र शर हम यात क्रियात कात्र ॥ ঈশারের ঈশ শুনি উদ্ধারের বাণী। ছাত্ত করি কহিলেন দেব চক্রপাণি॥

শুনহ উদ্ধব ভূমি ধাৰ্ম্মিক হজন। তোমারে কহিব আমি প্রকৃত বচন। আমার যে ধর্ম তাহা কহিব তোমায়। ভক্তি করি যেই সে কার্য্য আচরয়॥ তুর্জ্জয় সংসার যেই করে পরাজয়। আমারে যেজন চিত্ত মন সমর্পয়॥ আমার ধর্মেতে তার মন মগ্ন হবে। এইরূপে যেই মোরে স্মরণ করিবে॥ নিক্রছেগে সর্ব্য করিবে সাধন। সার কথা তোমারে যে কহিছু এখন॥ আর শুন মহামতি কহি যে তোমায়। ব্দগতে আমার ভক্ত যেইজন হয়। দেবতা অহুর আর মানব নিচয়। সমভাবে সর্ব্বজনে অন্তরে চিন্তর ॥ সাধুগণ তাহাদের কর্মের কারণ। সতত আশ্রহী হবে শুন বিবরণ॥ পুণক রূপেতে কিম্বা হ'য়ে একত্রিত। করাইবে দর্বব কার্য্য জানিবে নিশ্চিত ॥(১) তখন জানিবে মনে সেই সদাশয়। একেবারে হইবে সে বিফল আশায়॥ আকাশের মত সেই শুস্ত আবরণ। পুণ্য আত্মা আমাকেই করিবে দর্শন ! তাই মহামতি কহি তোমারে নিশ্চয়। **এইরূপে জ্ঞানদৃষ্টি যেইজনে হয়॥** সর্বভৃতে সমজ্ঞান করিবে যে জন। আমার স্বরূপ জানি করে যে দর্শন। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে যার সমজ্ঞান হয়। আর এক কথা শুন কহিব তোমায়॥ যে পুরুষে নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আমারে। মানব সকল দেখে জগৎ সংসারে॥

১। অৰ্থাৎ আমার উদ্দেক্তে গীতাদি মহাবক্ত বিভূতি নকলের হারা পর্বা, বাত্রা ১হোৎসব ইত্যাদি কার্য্য নকল করাইবে।

আপন সমান ভাবে যত জীবগণ। তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন॥ কুক্রিয়া (১) দকল তার বিনাশিত হয়। কহিলাম তত্ত্ব কথা তোমারে নিশ্চয়॥ অধিক কি কব আর তোমারে এখন। লজ্জা পরিত্যাগ করি সাধু যেইজন॥ কুকুর চণ্ডাল গাভী গর্দভের প্রতি। স্থুমিতে পতিত হয়ে যে করে প্রণতি॥ সর্বভূতে সমরূপ জ্ঞান নাহি হয়। ততদিন এইরূপ রহিবে নিশ্চয়॥ ততদিন বাক্য মন দেহ বৃত্তি দিয়ে। এইরূপে উপাসনা করিবে হৃদয়ে॥ সকলে ঈশ্বরে দৃষ্টি হইবে যথন। তাহাতে যে বিভা হবে শুন বিবরণ॥ এ দেহ বিনাশ হবে এরূপ হইলে। ক্রিয়া হ'তে উপরত জানিবে সকলে॥ (मह दुखि वाका मन मिग्रा (यहें कन। সর্বভূতে আত্মাকেই করে দরশন॥ কল্প মধ্যে তাহে আমি সমীচীন বলি। কহিলাম সার কথা তোমারে সকলি॥ আর শুন হে উদ্ধব আমার বচন। মদীয় ধর্ম্মেতে হয় নিক্ষাম যে জন ॥ অসুমাত্র ধ্বংস তার কখন না হয়। তাহার কারণ এবে শুন সমুদয়॥ মম ধর্ম জানিবে হে নিগুণ বলিয়া। সংসারে প্রবল হয় মোর যত ক্রিয়া॥ কৌলিক আয়াস যত ব্যর্থ সমুনয়। ফল ইচ্ছা ত্যজি যদি আমারে অর্পয়॥ তাহাতেও ধর্ম তার শুন মহামতি। ভোমারে কহিন্থ এই অপূর্ব্ব ভারতী। শুনহ উদ্ধব এবে বচন আমার। জ্ঞানযোগ্য বাক্য তোমা কহি আর বার॥ ে ১। ম্পর্মা, অনুরাগ, তিরস্কার ও অহমার এই শকল কুপ্রবৃত্তি অন্তর হইতে দুরীভূত হইয়া গাকে।

যেইজন এই বাক্য কর্ণেতে শুনিবে। অনস্ত পুরুষ তার নিষ্কৃতি পাইবে॥ মম বাক্য হয় যাহা বেদে অগেচির। আদরে কহিন্দু তাহা ওহে নরবর॥ যেইজন এই বাক্য করিবে শ্রবণ। স্থনিশ্চয় ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয় সেইজন ॥ মম ভক্তে ইহা যেবা প্রদান করিবে। আমাতে আসিয়া সেই মিলিভ হইবে॥ শুদ্ধচিত্তে শুচি হয়ে সদা সর্বকণ। এই কথা উচ্চৈঃম্বরে করিবে পঠন॥ জ্ঞানালোকে সেইজন দেখিবে আমায়। পবিত্র হইবে তার আত্ম-সমূদয় **॥** স্থিরভাবে শ্রদ্ধা করি করিবে শ্রবণ। সংসারের কর্মে বন্ধ যত জীবগণ ॥ ছে সথা উদ্ধব তবে শুন মোর বাণী। এবে আত্মজান তত্ত শুনিলে কাহিনী॥ ইহাতে कि আञ्चलान हरेल छेल्य । হইল কি শোক মোহ অন্তরে বিলয়॥ আর শুন ওছে স্থা বচন আমার। দান্তিক নাস্তিক শঠ সেই ছুরাচার॥ ইছা না করিবে দান সেই সব জনে। আমার এ কথা তুমি সদা রেখো মনে॥ দোষহীন ব্রহ্মাণ্ডের হিতকারীগণে। প্রেমবাণ পুণ্য সাধু হয় সেইজনে॥ আর যদি শ্রেদ্ধাবান পুত্র ও রমণী। তাহারে করিবে দান শুন গুণমণি॥ সার তত্ত্ব তোমারে যে কহিন্তু এখন। দাস ভাষে হরিপদে যেন থাকে মন॥ क्षकरमय करह ब्रांका कंद्रह व्यवन । এই বাক্য সমুদয় শুনিয়া তখন॥ তুনয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়। কুণ্ঠকুদ্ধ একেবারে বাক্য না সরয়॥ যোডহাতে সেই স্থানে রহে দাঁড়াইয়ে। **७८** बद्रवद्र कहि छन मन मिरा ॥

ক্ষণকাল পরে ধৈর্য উদ্ধব ধরিল। কুষ্ণের চরণোপরে মস্তক রাখিল। কহিতে লাগিল তবে গদ গদ স্বরে। যে দিন কহিলে মম উদ্ধারের তরে॥ মোহময় অন্ধকারে ছিলাম পতন। তোমা হ'তে দুরীকৃত হইল এখন॥ অগ্নির নিকটে যথা শীত অন্ধকার। ভয় কি প্রভাব কভু করে হে প্রচার॥ তথাপি এ ভূত্য প্রতি দয়া প্রকাশিলে। জ্ঞানময় দীপ মোরে প্রদান করিলে॥ তব কুত উপকার জেনেছে যে জন। সেই কভু নাহি ছাড়ে তোমার চরণ॥ লইয়াছে কোন মৃঢ় অস্তের আশ্রয়। তোমা ছাড়া আর কারে ভজন করয়॥ নিজ সৃষ্টি ভূমি নাথ করহ পালন। মম মায়া হেতু তুমি দেব নারায়ণ॥ হুদৃঢ় স্লেহের পাশ করিয়া বিস্তার। পুনঃ জ্ঞানশান্তে তাহা করিলে সংহার॥ ওহে মহাযোগী তব পদে মম নতি। আমাকে শিখাও দেব আমি হীনমতি॥ নিশ্চল আমার মন থাকে ও চরণে। সেই জ্ঞান দেহ মোরে আপনি একণে॥ তবে উদ্ধবের প্রতি কহে দামোদর। বদরিকা শ্রমে তবে যাও গুণাকর॥ পাদ-তীর্থ জল তথা পাইবে নিশ্চয়। স্নান স্পর্শ করি হবে পবিত্র হৃদয়॥ বিবিধ বল্কল তথা কৌ তুকে পরিবে। जनकानमाद्र (रद्र भार्थ मुक्ट रूप ॥ বনজাত ফল মূল করিবে ভোজন। হুথ ইচ্ছা না রাখিবে তুমি কদাচন ॥ সমভাবে শীত উষ্ণ সহিবে সকল। সংযত করিবে রিপু না হবে চঞ্চল।। শাস্ত সমাহিত চিত্তে জ্ঞানযুক্ত হবে। মম শিক্ষা জ্ঞান তুমি নিৰ্ম্পনে চিস্তিবে 🛊

আমারে সতত যেন থাকে তব মন। এইরূপে মম ধর্ম করিবে পালন 🏾 সত্ত্ব রব্ধ তমে। গুণ ত্যজি তদস্তর। পাইবে পরমগতি আমাকে সম্বর॥ শুকদেব কহে নুপ করহ ভাবণ। সংসার বিনাশ থাঁরে করিলে স্মরণ। তবে কৃষ্ণ এইরূপে বলিতে লাগিল। উদ্ধব তখন কুষ্ণে প্রদক্ষিণ কৈল॥ আপন মন্তকে রাখি ঐক্তব্ণ চরণ। অঞ্জলে পরিপূর্ণ হইল নয়ন॥ অনন্তর স্বামীদত্ত পাতুকা লইল। স্বতনে শিরোপরে ধারণ করিল॥ ক্লফ পদে বার বার করিল প্রণতি। প্রস্থান করিল তবে দেই মহামতি॥ কৃষ্ণ বাক্য অনুসারে উদ্ধব তথন। বদরিকা আশ্রমেতে করিল গমন॥ বদরিকা শ্রমেতে গিয়া তপ আচরিল। হরির স্বরূপ লভি হরিতে মিশিল॥ অদ্ভত কাহিনী এই কুঞ্চের বচন। যেহজন ভক্তিভাবে করয়ে প্রবণ॥ এই ভাগবতামুত যেবা পান করে। मुक्लिभन भाग्न यांग्न रेवकूछे नगरत ॥ জগতের মাঝে হয় হরিনাম দার। হরি বিনে কেবা আর করিবে নিস্তার॥ ভাগবত কথা হয় পরম কারণ। দাস ভাষে হরিপদ ভাব মূঢ়জন॥

ইতি শ্রীমস্কাগবতে একাদশ স্বন্ধে উদ্ধবের বছরিকাশ্রমে গমন সমাপ্ত।

অথ বছকুল বিনাশ।

পরীক্ষিৎ কহে তবে শুরুদেব প্রতি । কহ শুনি মুনিবর অপূর্ব্ব ভারতী॥

মহাভাগবত সেই উদ্ধব তথন। कृष्ण्यात्का श्राम्यान कत्रित्तन वन ॥ তদন্তর দামোদর দারকানগরে। কি কার্য্য করিল ভাছা বলহ বিস্তারে ॥ শাপযুক্ত যতুকুল হইল যখন। কিরূপে আপন কুল ত্যকে নারায়ণ॥ সেই কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর। ভাবণে পরমহর্থ হরিষ অন্তর ॥ क्षकरत्व करह नुश क्षन रम काहिनी। यार्ग मार्जा व्यक्त (मार्थ यहमणि॥ পরে হরি স্থর্মার সভায় বসিল। যত্রগণ প্রতি তবে কহিতে লাগিল॥ শুন যহুগণ সবে আমার বচন। ভয়ানক দারকায় উৎপাত দর্শন ॥ यस्मत खन्नभ देश कानित्व निभ्ह्य । অতএব হেথা থাকা উপযুক্ত নয়॥ যদি এই স্থানে মোরা থাকি ক্ষণকাল। তাহ'লে ঘটিবে তাতে বিষম জঞাল॥ ষ্মত এব মম বাক্য করহ শ্রেবণ। রমণীয় শব্দবারে করহ গমন। বাল বন্ধগণ যবে যাইবে তথায়। আমরা প্রভাবে সবে যাইব নিশ্চয় ॥ পশ্চিম বাহিনী তথা নদী সরস্বতী। তাহাতে করিব স্নান-শুনহ সম্প্রতি ॥ উপবাদ করি তথা ব্রত আচরিব। অভিষেক করি সব দেবেরে পৃঞ্জিব॥ স্বস্তায়ন আদি কর্মা করি সমাপন। ব্রাহ্মণগণের আর করিব অর্চন ॥ অশুভ নাশক হয় এ বিধি সকল। ইহাতে জানিবে মনে নিশ্চয় মঙ্গল।। এই কথা কুষ্ণমূথে করিয়ে শ্রাবণ। যত্রবংশ মধ্যে ছিল যত রন্ধজন॥ প্রভাবে যাইতে তবে উদেযাগ করিল। त्वीकाशास्त्र महानत्म नकत्न **ह**निन ॥

পরপারে গিয়া তবে রথ আরোহণে। প্রভাসে চলিল সবে আনন্দিত মনে॥ কতক্ষণে প্রভাষেতে উপনীত হয়। বিধিমতে পুণ্য কাষ্য সকলে করয়॥ কুঞ্চ আজ্ঞামত কাৰ্য্য সকলি করিল। তদস্তর শুন নুপ দৈব বিভূমিল॥ কু প্রবৃত্তি সবাকার হইল তথন। স্থরস মৌরেয় তবে খায় সর্ববন্ধন ॥ মহাপানে মত্ত তথা হয় সমুদয়। কুষ্ণের মায়ায় সবে বিমোহিত হয়॥ বীরগণ একেবারে বিনষ্ট চেতন। পরস্পরে বিরোধ ছইল সংঘটন ॥ তদন্তর ক্রোধযুক্ত সব যতুগণ। পরস্পরে বধিবারে উন্মত তথন॥ ধমু খড়গ ভল্ল গদাযম্ভি ও তোমর। লইল হাতেতে তীর করিতে দমর॥ যত্নগণ মধ্যে রণ বাধিল তথন। প্রভাসের কুলে হয় ঘোরতর রণ 🛭 যতুকুলগণ সবে মত্ত মহাবল। মহাক্রোধে সকলেতে বিষম চঞ্চল॥ কেছ অখে কেছ গাজ কেছ রথোপরে। আপনা আপনি তথা প্রবৃত্ত সমরে॥ वनमात्य क्छो यथा क्छित चर्व। সেইমত করে সবে বাণ বরিষণ ॥ মহারণে যতুগণে প্রবৃত্ত হইল। আপন বলিয়া আর কেই না মানিল ! পুত্রগণ পিতা সহ করে ঘোর রণ। ভ্রাতৃ সব করে রণ সহ ভ্রাতৃগণ ॥ সকলেই বিমোহিত কুঞ্চের মায়ায়। প্রহারে স্বারে তথা নিদারুণ ঘায় ॥ সৌহত ছাড়িয়া সবে করয়ে প্রহার। বাজিল বিষম রণ অতি ভয়ঙ্কর ॥ ভাগিনেরগণ রণ মাতুল সহিত। ভ্রাতৃপুত্র খুড়া সহ সমরে মোহিত।

এরূপ প্রভাসতীরে সমর করিল। প্রহারের চোটে সব তুণ শৃশ্ব হৈল॥ বাণ শৃষ্ঠ তুণ আর ভয় শরাদন। অন্ত্রশৃষ্ঠ সকলেতে হুইল তথন॥ অস্ত্র শৃষ্ম ভূণ দব নয়নে হেরিল। প্রভাসের কৃলে সেই এরকা দেখিল। বন্ধমৃষ্টি হ'য়ে তারা উপাড়িয়া লয়। সেই সব তৃণ যেন বক্সসম হয়॥ লোহদণ্ড সম তারা হইল তখন। পরস্পরে সেই তৃণ করি আকর্ষণ॥ পরস্পরে সেই তৃণে করয়ে প্রহার। অপূর্ব্ব কথন পরে শুন সারোদ্ধার॥ ঈশ্বরের মায়া বল কে পারে বুঝিতে। একেবারে বিমোহিত তাঁহার মায়াতে॥ একেবারে সবে হয় উন্মত্ত সমান। রামকুষ্ণ প্রতি ধায় বধের কারণ॥ বিপক্ষ ভাবিয়া তবে যতুকুলগণ। ক্রোধেতে উন্মন্ত ধায় ববের কারণ॥ তদন্তর চুই ভাই ভাবিল অন্তরে। ক্রোধে হুতাশন যথা ধায় বেগভরে॥ সেইমত তুইজন বেগেতে ধাইল। लोहमम जुनमृष्टि উপाড़ि नहेन ॥ রণম্বলে ক্রোধভরে করে বিচরণ। প্রহারিয়া সবাকারে করিল নিধন॥ বেণুজাত অগ্নি যথা দহে সর্ব্ব বন। সেইমত মরে যত যাদব-নন্দন॥ ব্রহ্মার মায়ায় দবে বিমোহিত হয়। কুষ্ণে মারিবারে সবে মহাক্রোধে ধার॥ রাম ক্লফ হাতে সবে হইল নিশন। শুনিলে হে মহারাজ অপূর্ব কথন। অপূর্ব্ব ভারতী পরে শুনহ রাজন। এইরূপে যতুবংশ হইল নিধন ॥ কেবল কুলেতে মাত্র কেশব রহিল। মনে মনে নারায়ণ আপনি চিন্তিল।

ঘুচিল অবনীভার বুঝি এইবার। মহাবংশ যতুবংশ হইল সংহার ॥ বলদেব প্রভাসের কুলেতে বসিল। ঈশ্বর চিস্তিয়ে মনে যোগ আচরিল॥ এইরূপে নিজবংশ বিনাশ করিল। পৃথিবীর মহভার আপনি হরিল॥ নিজ অঙ্গীকার হরি করেন পালন। বলরাম প্রভাসেতে ভাবিল তথন ॥ বংশনাশ মনে ভাবি যোগেতে বদিল। পরম পুরুষ দেব ভাবিতে লাগিল॥ পরমাত্মে নিজ আত্মা করিল সংযোগ। ইহলোক ছাড়ে তথা করি মহাযোগ। রামের নির্বাণ তবে করিয়া দর্শন। অশ্বত্থের মূলে ব'সে দেবকী-নন্দন॥ আপন প্রভাবে হরি হয় দীপ্তিময়। শ্রীবৎস চিহ্নিত বক্ষঃ রূপ মেঘময়॥ শ্যামবর্ণ স্থর্ণকান্তি হুদৃশ্য বদন। পরিধিত মনোহর কৌশেয় বদন॥ গ্রন্থিক কুম্ভল শোভে মস্তক উপর। কমল দদুশ আঁখি ছেরে মনোহর॥ স্ফুর্ত্তিযুক্ত মকর-কুণ্ডল সমন্বিত। দর্ববাঙ্গেতে অলঙ্কার করিয়ে শোভিত॥ (১) वनमानावात्री हित निक वज्र व्यक्त । (यागामत्न विमालन इति महात्रक्र ॥ (२) চতু ভূজ রূপ তথা করিয়ে ধারণ। প্রভাব বিহীন যথ। হয় হুতাশন ॥ সেইরূপে মৌনভাব ধারণ করিল। বুক্ষমূলে বসি হরি চিন্তামগ্র হৈল। পরে তন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন। ৰুৱা নামে ব্যাধ তথা ছিল একজন॥

>। কোট, হতে, ত্রন্ধতা, কিরীট, কটক, পু, হার, বুপুর, অসুরী ও শৌহত। ২। গন্ধিশ উক্তে বাম পদ রাধিরা। **म्यरलद (यहे च्यःन याम्य-नन्दन।** সাগর জলেতে ফেলে আনন্দিত মনে॥ সেই লোহখণ্ডে ব্যাধ নিশ্মাইয়া বাণ। মুগ অম্বেষণে সেই আইল কানন॥ লোহিত চরণ যুগ মুগ জ্ঞান তায়। वार्ग विक कत्रि वाधि धाँहेल ख्राय ॥ দেখিল সে ব্যাধ তবে চতুর্জধারী। মহাভয়ে ভীত হয় দেখিয়া মুরারি॥ তবে সে কুষ্ণের পদ মস্তকে রাখিল। ভূমিতলে পড়ি ব্যাধ কহিতে লাগিল॥ মহাপাপী ছুরাচারী আমি নারায়ণ। মহাপাপে মগ্ন হায় হইন্তু এখন॥ না জানিয়া হেন কর্মা করেছি নিশ্চয়। অত এব কুপা কর ওহে কুপাময়॥ আমারে করিতে ক্ষমা উচিত তোমার। অজ্ঞান তিমির নাশ স্মরণে বাঁহার॥ সেই বিষ্ণু তুমি হও ওবে মহামতি। তব অমঙ্গল আমি করিত্ব সম্প্রতি॥ অতএব মম বাক্য শুন নারায়ণ। পাপমতি লুককের সংহার জাবন॥ তাহাতে হইবে মম জ্ঞানের উদয়। হেন কর্ম্মে যেন আর মতি নাহি হয়॥ বিরিঞাদি হন যাঁর মায়ায় রচিত। রুদ্রে আদি পুত্র আর হয় বিমোহিত। ভাহার। ভোমাকে দেব চিনিতে না পারে। তব মায়া আমি হরি বর্ণি কি প্রকারে॥ অতি নীচজাতি আমি ওহে নারায়ণ। তোমার মায়াতে মগ্ন রহি সর্বাক্ষণ॥ मुक्क कार्त जार और वि के रिन। বুথা ভয় কেন স্থরা কহি সে সকল। আমার বাক্যেতে ভূমি উচ্ছ এখন। মম ইচ্ছামত কাৰ্য্য হইল ঘটন॥ যাহা মম অভিলাষ ঘটিয়াছে তাই। ইহাতে তোমার দোষ কিছুমাত্র নাই॥

আমার আজ্ঞাতে তব পাপ বিমোচন। সাধুগণসহ কর স্বর্গেতে গমন॥ শ্রীকুষ্ণের বাক্যে ব্যাধ আনন্দিত মতি। প্রদক্ষিণ করি করে শ্রীচরণে নতি॥ তবে সে বিমানযোগে স্বর্গে চলি যায়। কহিলাম সার কথা ওছে নররায়॥ অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন নরপতি। ক্তঞ্চের সারথি সে দারুক মহামতি॥ নির্জ্জনেতে ঐকুফেরে করে অন্বেষণ। সেই স্থানে চিহ্ন কিছু করে দরশন॥ তুলদীর গন্ধ সহ বহে সদাগতি। তার আণে তবে সে দারুক মহামতি॥ তাহা অফুদারি তথা করিল গমন। অশ্বত্থের মূলে দেখে দেব নারায়ণ॥ মহা তেজশালী হরি প্রকাশিতে তায়। শক্তেতে বেষ্টিত হ'য়ে বদি যতুরায়॥ দরশনে দারুক সে স্লেছেতে মগন। রথ হ'তে লাফ দিয়ে পড়িল তথন॥ অশ্রু জলে আঁখি পূর্ণ পড়ে পদতলে। কহিতে লাগিল কুষ্ণ চরণ কমলে॥ ওহে প্রভু'নারায়ণ জগতের সার। না হেরি ও পদাস্থল রহি কি প্রকার॥ নয়ন হ'য়েছে অন্ধ তব অদর্শনে। যথা অমানিশা নাথ চক্রের বিহনে॥ गास्ति नाहि পाই काम यन महक्का। এরপে দারুক হয় কান্দিয়া বিকল। এরপে দারুক করে কুফেরে বিনয়। ছেনকালে দেবরথ আইল তথায়॥ গরুড় চিহ্নত রথ খেত অশ্বযুত। আকাশে উঠিল তথা ধ্বজের সহিত॥ কুষ্ণ অন্ত্র স্ব তাঁর সঙ্গেতে চলিল। দরশনে সূত অতি আশ্চর্য্য মানিল ॥ তবে হরি দারুকেরে করি সম্বোধন। কহিল মধুর ভাষে তাহারে তথন ॥

ওহে সূত দারাবতী শীত্র করি যাও। যতুবংশ ধ্বংস বার্ত্তা সবারে জানাও॥ নিৰ্বাণ পাইল হেথা দেব সক্ষৰ্যণ। আমার এ দশা যাহা করিলে দর্শন॥ এই সব বার্দ্রা ভূমি কবে বন্ধুগণে। আর যত আছে তথা আত্মীয় স্বন্ধনে॥ না রাখিবে তাহাদের সেই দ্বারাবতী। সমুদ্র গ্রাসিবে তাহা ওহে মহামতি॥ সমুদ্রে দ্বারকাপুরী প্লাবিত হইবে। এই কথা বন্ধুগণে সকলে কহিবে॥ আর শুন কহি সূত আমার বচন। মম মাতা পিতা আর যত পরিজন॥ অৰ্জ্জন হইতে দবে স্তর্ক্ষিত হবে। ইন্দ্রপ্রস্থেতারা সবে গমন করিবে॥ আর তুমি মম ধর্ম করিয়া আশ্রয়। জ্ঞাননিষ্ঠ হবে সদ। আমার মায়ায়॥ আমার মায়ায় সব রচিত জানিবে। দেহান্তে পরমপদ নিশ্চঃ পাইবে॥ কুষ্ণের আজ্ঞায় তবে দারুক স্থমতি। বার বার কুষ্ণপদে করিলেন নতি॥ মস্তকে ধরিয়া সেই যুগল চরণ। বিষয় অন্তরে তবে করিল গমন॥ এই কথা যেইজন করয়ে শ্রেবণ। রোগ শোক দূরে যায় বিপদ ভঞ্জন॥ ভাগবত কথা হয় অমৃত লহরী। দাস ভাষে সাধুগণ পিয়ে কর্ণভরি॥ ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে একাদশ কলে বছকুল विनान नवाश्व।

অধ শ্রীক্লের বৈকুঠে গমন। শুকদেব মহামুনি নরবর প্রতি। কহে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী॥ ভবানীর সহ তবে আদি দেবগুণ মুনিগণ পিতৃগণ প্রজাপতিগণ॥ সিদ্ধ গন্ধর্বে আদি যক্ষ বিভাগর। মুনি ঋষি আদি আর অপ্সর কিন্নর॥ ভগবানে তিরোভাব করিয়া দর্শন। সাতিশয় হইলেন আনন্দে মগন॥ কুষ্ণের চরিত্র গুণ কর্ম্ম আদি যত। গাহিতে গাহিতে তথা হন উপনীত॥ মহাভক্তিযুত সবে বিমানে গমন। রাশি রাশি করে সবে পুষ্প বরিষণ॥ তবে দেব নারায়ণ ব্রহ্মা দেবগণে। দর্শন করেন দেব আপন নয়নে॥ সর্বত্র যাঁহার স্থিতি যিনি সর্বাধার। সেইজন মহাযোগী যোগের আকার॥ সেই দেব নিজ দেহে দিয়া হুতাশন। আপন ইচ্ছাতে হরি না করি দাহন॥ আপনি সে নিজধামে গমন করিল। স্বৰ্গেতে তুন্দুভি বাগ্য বাজিতে লাগিল॥ স্বৰ্গ হ'তে পুষ্পরাশি বরিষণ হয়। পৃথিবীর ধর্মা যত পাইল বিলয়॥ তোমারে প্রকৃত কথা কহি নরবর। নিজ ধামে প্রবেশিল যবে দামোদর॥ ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ না পায় দৰ্শন। কহি শুন নরপতি তাহার কারণ॥ নারায়ণ গতি কেহ জানিতে না পারে। সেই হেতু দেবগণ না দেখিল তাঁরে॥ আকাশ গমনকারী ছাডি মেঘগণ। চঞ্চলা চপলা গতি নহে দরশন॥ সেইমৃত দেবগণ ঐীকৃষ্ণের গতি। জানিতে সমর্থ কেছ নহে নরপতি॥ ব্রহ্মা রুদ্রদেব সবে চিন্তিয়া যখন। শ্রীহরির যোগ গতি না করে দর্শন॥ তবে সেই দেবগণ বিশ্বয় মানিল। হরিনামে মত হ'য়ে নিজধামে গেল ॥

অত এব মহারাজ শুনহ বচন। यथा नाग्राशादत नटि कदत मत्रमन ॥ সেরপ জানিবে তুমি ঈশ্বরের খেলা। শরীর ধরিয়া কত করিলেন লীলা॥ যতুকুলে করি-হরি জনম গ্রহণ। মায়াতে মানবরূপ করিল ধারণ॥ অবশেষে দেহত্যাগ মায়াময় হয়। কহিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চয়॥ शृष्टि मर्था नातायन स्वय প্রবেশিল। আবার ভাহারে হরি বিকৃত করিল। অস্তে পুনৰ্বার তাহা করিয়া সংহার। নিজ স্থানে যান তবে জগতের সার্থ আর দেখ যেইজন গুরুর নন্দনে। যমলোক হ'তে আনে এ মৰ্ত্ত্য ভূবনে॥ মানব শরীরে তারে মর্ত্তোতে আনিল। আর এক কথা বলি শুন মহাবল। শরণাগতেরে হরি রাথে সর্বক্ষণ। ব্রহাত্তর হ'তে তোমা রাখে নারায়ণ॥ সকলের নাশকারী দেব মহেশ্বর। অবহেলে তারে জয় করে দামোদর॥ ব্যাধের বৈকুঠে বাস যাঁহার কুপায়। এ বিশ্ব মোহিত নূপ যাঁহার মায়ায়॥ আপনা রাখিতে হরি অসমর্থ হৈল। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যাহা তাহাই ঘটিল॥ সর্ব্ব স্থিতি হয় সেই পরম কারণ। যাঁচার শক্তিতে হয় জনম মরণ॥ মর্ত্ত্য শরীরে তাঁর প্রয়োজন নাই। পুথিবীতে সেই দেব না রহেন তাই ॥ আর আত্মনিষ্ঠ হয় সাধুগণ যত। তাদিগে রাথিতে হরি হয় হুফটিত ॥ তাই পৃথিবীতে দেখ হরি না রাখিল। সাধুগণে এই পথ দেখাইয়া গেল। অতএব সার বাক্য শুনহ রাজন। নিদ্রা হ'তে প্রাতঃকালে উঠি যেইজন ॥

**बिक्रस्थित छ**ण मन कत्रस्त्र कीर्जन। সেইজন সর্ব্ব পাপে ছইবে মোচন ॥ সেইজন কৃষ্ণপদ অবশ্য পাইবে। স্বশরীরে বৈকুণ্ঠেতে সেইজন যাবে **॥** ভাগবত কথা হয় পরম কারণ ৷ দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন॥ **जनस्वत नद्रवद्र अनर कारिनी।** কুষ্ণকে ছাড়িয়া সে দারুক গুণমণি॥ বিষয় হৃদয়ে তবে আসি দারাবতী। বহুদেব উগ্রসেনে করিল প্রণতি॥ তবে হুইজন পদে পতিত হুইল। অঞ্জলে তুনয়ন অমনি ভাসিল। রুষ্ণিকুল ধ্বংস বার্ত্তা করিয়া শ্রেবণ। শোকের সাগরে হুয়ে হইল মগন॥ একেবারে মুর্চ্ছাগত হইল তখনি। 🗐 কৃষ্ণ বিরহে হ'লো আকুল পরাণী॥ কুষ্ণের কারণে সবে বিহ্বল অন্তর। করাঘাত হানে বুকে সদা নিরস্তর॥ প্রভাসের কুলে সবে করিল গমন। প্রাণশৃষ্ঠ জ্ঞাতিগণ যথায় পতন ॥ দেবকী রোহিণী বহুদেব মহাশয়। না দেখিয়া রামকুষ্ণে কাতর হৃদয়॥ অচেত্রন ধরাসনে হইল পতন। তাঁহার বিরহে তথা ত্যজিল জীবন॥ অপরে শ্রবণ কর ওছে নরপতি। শ্রীকুষ্ণের লীলা হয় বিচিত্র ভারতী॥ যতুকুল কামিনীরা আকুল হইল। নিজ নিজ পতি সবে পরশন কৈল।। তদন্তরে চিতানলে করি আরোহণ। নিজ নিজ পতি সহ হইল দহন॥ <u> একুষ্ণের প্রিয়দথা পার্থ মহামতি।</u> শ্ৰীকৃষ্ণের গীতা দ্বারা কৈল শাস্তমতি॥ কুষ্ণ শোকে আকুল সে পাণ্ডুর তনয়। মুত বৃদ্ধগণে তথা জল পিণ্ড দেয়॥

পরে সে বারকাপুরী দিক্কতে প্রাদিল ক্ষের আলর মাত্র কেবল রহিল।
পরেতে অর্চ্ছন সহ যতুকুল দতী।
অর্থান্ট ছিল যাহা তাদের দংহতি।
ইন্দ্রপ্রস্থে মহাবীর করিল গমন।
বক্সকে দিলেন তবে রাজদিংহাসন।
পরে শুন মহারাজ বাক্য মুধাসার।
অর্জ্জুনের মুখে শুনি যতুর সংহার॥
বংশধর করি তোমা পিতামহগণ।
মহাপথে সকলেতে করিল গমন॥

' শুন কহি মহামতি এখন তোমার।
বিষ্ণু জন্ম কর্মা দব যে জন শুনর॥
একান্ত অন্তরে যেবা করিবে পঠন।
মহাপাপ হৈতে হবে নিশ্চর মোচন॥
ভাগবত কথা হয় স্থধার দাগর।
দাধুগণ তাহে মর্মা রহে অনিবার॥
হরি হরি বল দবে হ'য়ে একমন।
অন্তিম কালেতে হবে বৈকুঠে গমন॥
মহাপাপ বিমোচন ইহার গ্রবণে।
ভাষা ছন্দে ভাবে দাদ আনন্দিত মনে॥

ইতি প্রীমন্তাগবতে একাদশ কলে প্রীকৃষ্ণের নিজধামে গমন সমাপ্ত।



# প্ৰীমদ্ভাগৰত

## ত্রাদশ ক্ষর

## নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মূদীরয়েৎ॥

व्यव ताव्यव्य वर्गन ।

শুকদেব কহে পরে.শুন নররায়। बुरुप्रथ वर्रण कमा वाका शूवक्षय ॥ শুনক নামেতে মন্ত্রী ছিল যে তাঁহার। পুরপ্তয়ে সেইজন করিয়া সংহার॥ নিজপুত্রে শুভক্ষণে দিল সিংহাসন। প্রত্যোত তাহার নাম শুনক নন্দন॥ . পালক বিশাথ রাজক নন্দিবর্দ্ধন। প্রত্যোত বংশীয় এই পঞ্চ মহাজন॥ কিছুকাল ইহারা পৃথিবী ভোগ ফলে। শিশুনাগ তার পুত্র জনম লভিলে॥ তাহাদের বংশাবলী কহি যে তোমারে। কাকবর্ণ নামে তার পুত্র হয় পরে॥ ক্ষত্রধর্মা নামে তার হইবে তনয়। তার পুত্র বিধিদার শুন নররায়॥ অজ্ঞাত শত্ৰু নামেতে তাহার নন্দন। **एएक नात्मर्ल शूक लहरत कनम ॥** 

দর্ভকের পুত্র হবে রাজা যে অজেয়। সে নন্দিবৰ্দ্ধন হবে অজেয় তনয়॥ তাহার তনয় হবে মহানন্দি নাম। হরিভক্তি পরায়ণ সর্বব গুণধাম॥ শিশুনাগ বংশেতে এই দশ জন। কলিতে শাসিবে ধরা শুনহ রাজন॥ তিনশত বর্ষ এরা রহিবে ধরায়। মহানন্দি পুত্ৰ শূদ্ৰা গৰ্ভেতে জন্মায়॥ মহাবলবান সেই নন্দ মহামতি। মহাপদ্ম নাম ধরে সেই মহামতি॥ ক্ষত্র বিনাশকারী দে নন্দরাজ হ'তে। শুদ্র হয় অধান্মিক নৃপ জন্ম তাতে॥ কেহ না পারিবে তায় করিতে শাসন। এইরূপে মহাপদ্ম শাসিবে ভূবন॥ পরশুরামের মত পৃথিবী শাসিবে। এরূপ কলিতে পরে সকলি হইবে॥ তাহার আট পুত্র হইবেক তবে। স্থমান্য প্রভৃতি নাম তাহাদের হবে॥

শতবর্ষ তারা ধরা করিবে শাসন। পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন॥ চাণক্য নামেতে বিপ্রকুলে দ্যাময়। জনমিয়া नन्तरण कतित्व करा ॥ তাহাদের অভাবেতে মৌর্য্য রাজ্ঞগণ। কলিতে করিবে এই পৃথিবী শাসন॥ সেই ৰিজ চন্দ্রগুপ্তে দিবে সিংহাসন। বারিসর নামে তার হইবে নন্দন॥ অশোকবৰ্জন হবে তাহার তনয়। স্থশ তাহার পুত্র শুন নররায়॥ সঙ্গত নামেতে হবে স্থাশ নন্দন। তার পুত্র শামিশুক জানিবে রাজন॥ সোমশর্মা তার পুত্র বলবান অতি। শতধন্বা নামে হবে তাহার সম্ভতি॥ মহারাজ বহদেথ তন্য তাহার। তার পুত্র দশরথ ওহে নৃপবর॥ কহি শুন তোমারে ছে কুরুকুল পতি। মৌর্যাবংশে জন্ম এই দশ নরপতি॥ শত সপ্তত্রিংশ বর্ষ পৃথিবী শাসিবে। তদম্ভর পুষ্পমিত্র নৃপতি হইবে॥ পুত্র অগ্নিমিত্র পৌত্র হুজ্যেষ্ঠ নামক। তার পুত্র বহুমিত্র পুলিন্দ ভদ্রক॥ श्रुलिन উদেঘাষ নামে লভিবে নন্দন। তাহা হ'তে বজ্ঞমিত্র লভিবে জনম। বন্ধমিত্র হ'তে জন্ম ভাগবত হয়। তার পুত্র দেবাভূতি জনম লভয়॥ এই দশ পুত্র রাজা আপন বলেতে। একশত বারবর্ষ রছে ধরণীতে॥ অনম্ভর পৃথিবীতে কণু ভূপগণ। নিজগুণে করে সবে পৃথিবী শাসন 🛭 দেবাস্থৃতি মন্ত্রী সেই কণু মহাশয়। সংহার করিয়া তারে নরপতি হয়॥ মহামতি বহুদেব তনয় তাহার। ভূমিত্র নামেতে তার পুক্র গুণাধার 🛚

তাহার নন্দন হবে নামে নারায়ণ। কিছুকাল পৃথিবীতে করিবে শাসন 🏾 তার পুত্র স্থশর্মাকে করিয়া সংহার। কিছুকাল লইবেক ধরণীর ভার॥ শুদ্রবংশে মহাবলী হবে সেইজন। তার ভাতা কৃষ্ণনামে শুনহ রাজন॥ পৃথিনীর পতি সেই হইবে নিশ্চয়। শাস্তকর্ণ নামে হবে তাহার তন্য ॥ তার পুত্র পৌর্ণমাস কহি যে তোমারে। তাহার তনয় হবে নাম লম্বোনরে॥ তাহা হ'তে চিবিলক লভিবেক খ্যাতি। চিবিলক হতে জন্ম পুত্র মেঘস্বাতি॥ দৃঢ়মান নামে হবে তাহার নন্দন। মহাবল হবে তার পুত্র তিনজন॥ এইরূপে কত রাজা কলিতে হইবে। এই ধরা একেবারে অধর্শ্মে পূরিবে॥ মিথ্যাবাদী অধার্মিক হইবে কুপণ। ধরণীতে দাতা নাহি রবে একজন॥ মহাক্রোবী কলিতে হইবে নরপতি। সবে হবে স্ত্ৰী বালক গাভী দ্বিজঘাতী॥ পরদার অভিলাষী হবে সর্বক্ষণ। অনায়াদে হরিবেক অপরের ধন॥ সর্বক্ষণ হর্ষমনে উন্মত্ত হইবে। সকলেই মহালোভে মহাশোক পাবে॥ অল্পমাত্র বল সবে হইবে নিশ্চয়। অল্ল আয়ু হবে সবে কছি যে তোমায়॥ ক্রিয়া কার্য্যে মতি সবে আর না রহিবে রজঃ আর তমোগুণে আচ্ছন্ন হইবে॥ ক্ষত্তেরূপী মেচ্ছ সবে হইবে রাজন। প্রজ্ঞাগণে তারা সবে করিবে নিধন॥ এদের অধীন যত জনপদ রবে। এদের চরিত্র দম তাহাদের হবে॥ ভূতগণে পীড়িত করিবে সর্ববন্ধণ। মহাপাপে সবাকার হইবে নিধন॥

কলিতে এক্লপ হবে শুন মহামতি।
ভাগবত কথা হয় মধুর ভারতী॥
শুদ্ধচিত্তে একমনে বে করে পঠন।
দাস বলে বৈকুপ্ঠেতে ভাহার গমন॥
ইতি শ্রীম্বাগবতে বাংশ হক্ষেরাছবংব বর্ণন স্যাপ্তঃ

#### व्यथ क्लिश्च क्थन।

শুকদেব কহে পরে শুন নরপতি। কলিকালে যেইরূপ পৃথিবীর গতি॥ বলবান কলিকাল হইবে যথন। সত্য আদি ধর্ম সব হইবে পতন ॥ কলিতে হইবে ধন মানবের সার। আর সব গুণ আদি যতেক আচার॥ সকলি ধনের বশ হইবে নিশ্চয়। শুন মহামতি কহি কণ্ম সমুদয়॥ বড়ই অধশ্মী সবে হইবে তথন। দম্পতি প্রণয়ে রুচি না হবে কখন॥ क्रिश विक्राराज मत्य वश्रमा कतित्व। ন্ত্ৰী পুৰুষে রতি ভ্রেষ্ঠ সকলে জানিবে॥ সেই শ্রেষ্ঠ কলিতে হইবে মহাশয়। ব্রাহ্মণের কথা এবে জানিবে নিশ্চয় ॥ যজ্ঞসূত্র চিহ্নমাত্র রহিবে কেবল। কহিলাম সার কথা তোমারে সকল॥ সভাস্থলে বন্তকথা কবে যেইজন। পণ্ডিত বলিয়ে তারে করিবে গণন॥ বলহীন যেইজন কলিতে লইবে। অসাধু বলিয়ে তারে সকলে নিন্দিবে॥ দান্তিক হইবে আর যেবা অহন্ধারী। माध् विन कलिए एम छेक नामधात्री॥ দূরবিহত জলাশয় জানিবেক যত। মহাতীর্থ নামে তারা হইবেক খ্যাত ॥ বাচালতা প্রকাশিত হবে যার মুখে। সত্যবাদী হ'য়ে সেই থাকিবেক হথে॥

আর শুন মহারাজ যশের কারণ। কলিতে করিবে লোক ধর্ম্মের সাধন॥ এইরূপে পৃথিবীতে অনর্থ ঘটিবে। তুষ্ট প্রজাগণ সব পরিপূর্ণ হবে॥ তখন নিশ্চয় ভূমি জানিবে অন্তরে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শুদ্র বৈশ্যের ভিতরে॥ যেইজন বলবান জানিবে নিশ্চয়। ধরণীর রাজা সেই হবে সে সময়॥ কলিতে হইবে যত ক্ষত্রিয়েরগণ। পুৰু ও নিৰ্দয় চিত হবে সৰ্ববক্ষণ॥ দস্থাকার্য্যে সকলেতে উশ্মন্ত হইবে। প্রজার উপরে বস্থ পীড়ন করিবে॥ ধন দারা তাহাদের করিবে হরণ। প্রজাগণ পলাইবে পর্বত কানন ॥ ফল পুষ্প শাক মূল তাছারা খাইবে। অনাবৃষ্টি হেডু রাজ্যে ছুর্ভিক্ষ হইবে॥ তাহাতে পীড়িত প্রজা ত্যজিবে জাঁবন। রিপুরশে পরস্পরে করিবে পীড়ন॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি হ'তে সতত পীড়িত। অল্ল আয়ু জীবগণে হইবে নিশ্চিত। কলিতে দেহীর দেহ সদা ক্ষীণ হবে। মানবের কর্মা যাহা কহি শুন তবে॥ যতেক আশ্রমবাদী কহি যে তোমায়। কশ্মমার্গ ভ্রম্ভ তারা হবে সমূদায়॥ দস্থ্যর সদৃশ হবে যত নৃপগণ। ধর্মপথে দৃশ্য হবে পাষণ্ডের গণ॥ মানবগণের তথা হবে আচরণ। কহি শুন নরপতি সেই বিবরণ॥ চৌর্য্য হিংদা মিখ্যা এই বিবিধ প্রকার। কলিতে হইবে হেন নানা অনাচার॥ শুদ্র সম বর্ণ সর্বব জাতিতে হইবে। ছাগ সম ছুগ্ধ গাভী প্রদান করিবে।। আশ্রম হইবে সব গ্রহের মতন। স্নেহশুক্ত হবে সব মাতা পিতাগণ॥

মাত। পিতা পুত্র প্রতি যত্ন না করিবে। পদ্মী ভ্রাতা পরমবন্ধ তাহার হইবে॥ গুণহীন হবে সর্বব ঔষধি কলিতে। বহুল বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইবে মেখেতে॥ এইরূপ কলিশেষে হইবে যখন॥ মানবে করিবে গর্দ্ধভের আচরণ॥ তথন ধর্ম্মের ত্রাণ করিবার তরে। সত্বগুণে নারায়ণ অবনী ভিতরে॥ অবতার হবে পুনঃ দেব নারায়ণ। সাধুগণ ধর্মারকা করিতে তথন॥ ত্রাক্ষণের শিরোমণি বিষ্ণুয়শ নাম। मशाकानी मञ्जन नगत मार्य धाम ॥ কল্পিরূপে অবতার তথায় হইবে। অফৈশ্বর্যা গুণান্বিত নিশ্চয় জানিবে॥ দেবদক্ত অখে তিনি করি আরোহণ। সকল ধরণী স্থাথে করিবে ভ্রমণ॥ অপ্রমিত বলশালী কান্তি মনোহর। ছুফৌর দমন তাহে হবে নিরস্তর॥ রাজ-চিহ্নধারী যত দম্যুরে হেরিবে। থড়গাঘাতে তাহাদের বিনাশ করিবে॥ অবনীতে কল্কি যবে হবে অবতার। তখন জগতে হবে সত্যের সঞ্চার॥ সেকালে মানব যত জনম লভিবে। সত্তগাশ্রয়ী তারা নিশ্চয় জানিবে॥ চक्त मूर्या द्रहम्भि ि मिनित्व यथन। সেইকালে সত্যযুগ হবে আরম্ভন॥ শুনিলে আমার মুখে গুছে নরপতি। চন্দ্র সূর্য্য বংশজাত রাজা মহামতি॥ হইয়াছে হবে আর উপস্থিত আছে। দেইমত কহিলাম আপনার কাছে। তোমার জনম কাল রাজ্য অভিষেক। কহিলাম একে একৈ সকল প্রত্যেক॥ मश्चर्षिशत्वत्र यत्था छन्य मसय । প্রথমেতে তুই ঋবি যাহা দৃষ্য হয়॥

সেই ছুই ঋষির মধ্যে শুন বিবরণ। নিশিতে আকাশ মধ্যে নক্ষত্ৰ যেমন॥ সমসূত্রে অবস্থিতি দরশন হয়। ঋষিগণ তাহাদের সহযুক্ত রয়॥ একশত বর্ষ তাহে করে অবস্থান। সার কথা কহি এবে শুন মতিমান॥ এখন জানিবে সেই সব ঋষিগণ। মঘার আ**শ্রমে তারা রহে সর্বক্ষণ**॥ তোমার সময় এই নিশ্চয় জানিবে। মঘা শ্রথী ঋষিগণ যে কালে হইবে॥ সেইকালে বিষ্ণুমায়া স্বর্গেতে গমন। প্রবেশ করিবে কলি ধরায় তথন॥ যাহার প্রভাবে লোক পাপে ময় হয়। সর্ববদা আনন্দ মনে বিহার করয়॥ যতদিন পৃথিবীতে ছিল রমাপতি। শ্রীচরণপদ্মে স্পর্শ করি বহুমতী॥ ততদিন কলির প্রভাব নাহি ছিল। একণেতে কলি আসি ধরা গরাসিল। যতদিন সপ্রর্ধিরা মঘাতে রহিবে। ততদিন পৃথিবীতে কলি প্রবেশিবে॥ মঘা ছাড়ি পূৰ্ববাষাঢ়া লবে ঋষিগণ। নন্দাবধি কলি হবে প্রব্রদ্ধ তথন॥ জ্রীকুষ্ণ যেদিন স্বর্গে গমন করিল। मেर्हे कि कि वािम धर्मी स्थापित ॥ অপূর্ব্ব কথন পরে শুন নরবর। অতীত হইল দিব্য সহস্র বংসর॥ তাহার চতুর্থ ভাগ্যে সত্য পুনর্বার। ধরণী আসিয়া শেষে করে অধিকার॥ তখন মানব মন হইবে নিৰ্মাণ। এ জগতে আত্মময় জানিবে সকল॥ এইরূপে যুগে যুগে এই ধরাতলে। মানবের বংশ গণ্য করয়ে সকলে॥ যে প্রকারে মানবের কংশের পতন। সেইমত ব্রাহ্মণাদি শুদ্র কত্রগণ॥

তাহাদের সংখ্যা যত গণন হইবে। মহাত্মাগণের নাম জ্ঞাপক জানিবে॥ তাহাদের কীর্ত্তি মাত্র রহিবে জগতে। কহিলাম সার কথা এখন তোমাতে॥ শান্তমুর ভাতা সে দেবাদি মহামতি। ইক্ষাকুকুলের সেই মরু নরপতি॥ (यागवत्न महावनी इ'रम्र कुडेकन। কলাপ নগরে বাস করিবে তখন ॥ গ্রহণ করিয়া এরা কৃষ্ণ অনুমতি। করিলেন পূর্বব্যত ধর্ম্মের বিস্তৃতি॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি চারিকাল। ক্রেম অনুসারে এই দব মহীপাল। ধর্ম প্রবর্ত্তিত হবে শুনহ রাজন। আমি যাহাদের নাম কহিনু এখন॥ অবহিতে মম বাক্য শুন নররায়। মোহিত হইবে সর্বব জগং মায়ায়॥ পরেতে দকলে তারা হইবে নিধন। ধরণী ছাড়িয়া সবে করিবে গমন॥ ধরণীর মাঝে যারা রাজা নামে খ্যাত। অন্তে ক্রিমি বিষ্ঠা সব হবে ভক্মীভূত॥ যেই দেহ হ'তে হয় নরক নিশ্চয়। যার জন্ম জীবহিংসা সর্ববদা করয়॥ কি স্বার্থে তাহারা হেন কর্ম্মে হয় রত। এইরূপ কলিংশ্ম কহি আর কত। মম পূৰ্বৰ পুৰুষেৱা আছিল যথায়। আমিও এসেছি এই স্থের ধরায়॥ এরপ মায়ায় বন্ধ যত নুপগণ। অন্ন জলময় দেহে করয়ে চিন্তন॥ শুন কহি নরমণি কাহিনী আবার। বলে নরপতি ধরা করে অধিকার॥ সেই সব ভূপতির শুন বিবরণ। কালে ইতিরতে মাত্র ইহার লিখন ॥ শুনিলে দে দব কথা আশ্চর্য্য হইবে। বিধিমতে কহি ভোমা শুন হুখে তবে ॥ ভাগৰত কথা হয় পৰিত্ৰ কারণ। দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন॥ ইতি শ্রীমন্তাগৰতে বাদশ হকে কণিধর্ম

षाश युगधर्ष कथन।

क्लन नवारा ।

শুকদেব কহে শুন ওহে কুরুপতি। এই ধরাতলে দেখ যত নরপতি॥ পুথিনী যে তাহাদের কার্য্য দরশনে। এই বলি ছাস্ম করি রহিল এক্ষণে॥ মুত্যু ক্রীড়া ভূতপূর্ব্ব নরপতি যত। আমারে করিতে জয় ইচ্ছা অবিরত॥ কালের শাসন কিন্তু নাহি এড়াইল। তথাপি ভ্ৰমেতে সবে বিপদ বঞ্চিল॥ আর যত নুপগণ শুনহে কাহিনী। কেন ভুচ্ছ মোহে আশা নাহি অনুমানি। অক্ষয় অমর ভাব ভাবিয়া নিশ্চয়। সর্বক্ষণ অহং ভাবে মত্ত হ'য়ে রয়॥ অপার তাদের আশা কহি নরপতি। বাহিরের রিপুজ্যে আশা মহামতি॥ কত রাজা কত মন্ত্রী বশেতে রাখিব। পরেতে সবারে আমি স্বকরে আনিব॥ রাজচিহ্নধারী যত দহ্যরে হেরিব। তাহাদের খড়গাঘাতে বিনাশ করিব॥ এইরপে ক্রমে ক্রমে সদাগরা ধরা। জয় করি হব আমি তবে একেশ্বরা॥ এইমত হয় সদা আশার বন্ধন। দেখিতে না পায় তারা সন্মুখে শমন॥ সমুদ্র বেষ্টিত ধরা বলে করি জয়। সংসার সাগর মাঝে প্রবেশ করয়॥ वाञ्चकरत्र कम मुक्ति नरह नतमन। পান্নীয়ের পক্ষে কিছু ন। করে চিন্তন # মনু আদি করি তারে যত পুত্রগণ। বাঁরে ছাড়ি যথা হ'তে করে আগমন।

পুনঃ সেই স্থানে সবে গমন কর্ম। ইহা নাহি একবার অস্তরে চিন্তর॥ বুদ্ধিহীনগণের যে বাসনা নিয়ত। ধরাকে করিতে জয় ভাবে অবিরত ॥ মোহে বন্ধচিত্ত এই রাজ্যের কারণ। কলহ করয়ে তথা আত্মীয় স্বজন॥ মনে মনে ভাবে এই ধরণীমগুল। আমার যে হয় ইচছা চিন্তা অবিরল॥ রে মৃঢ় তোমার নছে বলে এই বাণী। স্পর্দ্ধা করি কহে কথা শুন নরমণি॥ আমার কারণ বহু করিয়ে নিধন। আপনি ত্যজিয়ে সেই আপন জীবন॥ এইরূপ বহু নূপ অনীশ্বর ছিল। সর্বতেজ। তাহারা যে সকলে হইল ॥ তথাপি তাহারা সবে হইল নিধন। কথা মাত্র অবশিষ্ট র'য়েছে এখন॥ তবু নহে কুতকার্য্য শুন নরপতি। তোমারে কহিন্ম আমি যথার্থ ভারতী ॥/ যে কথা শুনিলে ভূপ নিকটে আমার। লোক সকলেতে যশ করিয়া বিস্তার॥ পরলোকে তারা সবে করেছে গমন। মহাত্মা বলিয়া খ্যাত তারা সর্বজন 🛚 যে কথা তোমারে আমি কহিন্দু দকল। বাক্যের বিষ্যাদ মাত্র ওতে মহাবল # পরমার্থ যুক্ত তাহা নহে কদাচন। আর শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন॥ ভাগবত যেইস্থানে জগতেতে হয়। তার অমঙ্গল নাশ বাক্যে দবে কয়॥ আর যিনি শ্রীক্বফের ভক্তি ইচ্ছা করে। তাহারাই ঐ বাক্য কর্ণে সদা ধরে॥ পরীক্ষিৎ বলে দেব করি নিবেদন। তব মুখে স্থা কথা করিয়ে প্রবণ ॥ আনন্দ-সাগরে ময় নিময় হইল। কলিতে আহয়ে দেব মতুজ সকল।

তাহাদের দোষ যত ওহে মুনিবর। কিরূপে বিনাশ পাবে কহ অতঃপর॥ বিস্তারিয়া সেই কথা বলহ এখন। যুগ মান যুগধর্ম করিব শ্রবণ ॥ সংসারের কালস্থিতি কাল পরিমাণ। ঊশরূপী কাল বিষ্ণু গতি যে বিধান॥ এই সব কথা মোরে বল দয়া করি। তব কুপাবলে ভব সাগরেতে তরি॥ রাজার বচনে তবে শুকদেব কন। সত্য সেই ধর্ম্ম করে লোকে আচরণ॥ **Б**ष्टुर्ण्शीम विन जाश कानित्व ताकन। সেইকথা বিস্তারিয়া কহিব এখন॥ সত্য ধর্ম্ম তপস্থা ও অভয় দান হয়। সম্পূর্ণ ধর্মোতে এই চারিপদ রয়॥ সত্যবুগ লোক সবে সন্তুঊ হদয়। দয়াবান মৈত্রযুক্ত শান্ত সদাশয়॥ কমাশীল আত্মারাম জীবে সম গতি। সতাযুগে এইরূপ বুঝ নরপতি ॥ ত্রেতাবুগে মিখ্যা হিংদা কলহ অধর্ম। এই সব যাহা হয় বুঝ তার মর্মা॥ ধর্ম-পদ সকলের চতুর্থ অংশ যাহা। অল্লে অল্লে মহারাজ ক্ষীণ হয় তাহা॥ তখন জগতে জীব ক্রিয়ানিষ্ঠ হয়। সম্পূর্ণ ভাবেতে সবে তপস্থা করয়॥ বাছ হিংসা রত তাহে নহে সর্বজন। ত্ৰিবৰ্গ নিষ্ঠ সম্পদ নহে কদাচন ॥ // দেবজ্ঞ সকলে এই ত্রেতাযুগে হয়। বর্ণমধ্যে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয়॥ দ্বাপরেতে তুইপাদ ধর্ম নাশ পায়। সেই কথা তোমারে কহিব নররায়॥ মিথ্যা হিংসা অসস্তোষ কলছ বিশেষ। ইহাতে ধর্ম্মের পাদ হয় অবশেষ॥ সতা দয়া তপস্থা অভয়দান যত। ইহাতে ধর্মের হয় এক পাদ হত॥

বর্ণমধ্যে মানি হয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। এ যুগের লোক সব হয় তপঃ প্রিয়॥ মহৎ স্বভাব হয় বেদ পাঠ করে। ধনবান সবে থাকে আনন্দ অন্তরে॥ কলিতে চতুর্থ অংশে অবশিষ্ট রয়। অধর্ম্ম কারণে সব অতি বুদ্ধি পায়॥ তাহাতেই অবশিষ্ট ধর্ম্মের নিধন। এইকালে বৃদ্ধি পায় শুদ্রজাতিগণ॥ ইহারা নির্দয় লোভী হয় ছুরাচার। রুখা গর্বভরে সবে করে অহকার॥ ছুর্ভাগ্য ছুস্পৃহাশীল হয় সর্বজন। চারি যুগে এইরূপ শুনহ রাজন॥ সত্ত্বজঃ তমো রাজা এই গুণত্রয়। পুরুষের মধ্যে তিন গুণ দৃষ্ট হয়॥ ইছাতে প্রেরিড হয় মানব-নিকর। আত্মা অনুগত তায় সমাত্র অন্তর ॥ সত্ত্তণ মন বৃদ্ধি ইচ্ছিয় यथेन। দুঢ়রূপে অবস্থিতি করে হে রাজন ॥ **७थन मत्मार्क जून जानित्य निम्ह्य ।** সত্যের উৎপত্তি তাহে কহি যে তোমায়॥ জ্ঞানযোগে ঋষিগণ জানিবে তথন। গ্রাম্য কার্য্যে ভক্তি দবে থাকে অনুকণ । আর যবে রজোরভি প্রধান জানিবে। ত্ৰেতাযুগ বলি তবে মনেতে মানিবে॥ লোভ দম্ভ অসম্ভোষ অভিমান শক্তি। অহঙ্কার কাম্য কর্ম্মে সদা থাকে ভক্তি॥ রজঃ আর তমোগুণ প্রধান যখন। দ্বাপর বলিয়া মনে জানিবে তথন। মিথ্যা নিদ্রে। হিংসা ত্রুংখ শোক মহাভয়। ছল ৰৈত ও আনস্থ এ কালেতে হয়॥ তমোগুণ প্রবল হইবে যেইকালে। কলিকাল বলি তারে জানিবে সকলে॥ কলির প্রভাবে যত মমুজেরগণ। অল্লভাগ্য ক্ষুদ্রদর্শী আশাতে মগন ॥

व्यक्षिक बाहाती जीव कनिएछ हरेरव । ধনহীন জীবগণ নিশ্চয় জানিবে॥ এইকালে অসতী হইবে নারীগণ। দহ্যপূর্ণ হবে গ্রাম শুনহ রাজন । পাষত্তে দৃষিত হবে সকল নগর। প্রজারে পীড়িবে সদা ভূমির ঈশ্বর ॥ কামেতে উন্মন্ত যত ব্ৰাহ্মণ হইবে। অসম্ভুষ্ট চিত্ত বহু ভোজন করিবে॥ শৌচশৃষ্ম হবে তবে যত ব্রহ্মচারী। ভিক্ষক হইবে সবে বহু পরিবারী ॥ তপস্বী সকলে রবে নগর ভিতর। লোভে পরিপূর্ণ হবে সম্যাসী অস্তর॥ থৰ্বকায় লজ্জাহীন হবে নারীগণ। বহু পুত্রবতী বহু করিবে ভোজন॥ কটু কথা তাহারা কহিবে নিরস্তর। চৌর্যা বল সদা হবে সাহসী অস্তর॥ ছলকারী বণিকেরা রবে সর্বক্ষণ। ক্রেয় ও বিক্রয়ে তারা করিবে বঞ্চন ॥ মানব বিপদে নাহি হ'লে উপস্থিত। ছল করি করে জীব তাহার মণিত॥ সর্ব্বোক্তম স্বামী যদি হয় হে নির্দ্ধন। তারে ত্যব্ধি ভৃত্যসনে করে পলায়ন॥ বিপদগ্রস্ত ভূত্যেরে স্বামীরা ত্যজিবে। ত্বশ্ব বিনা গাভীগণে তাড়াইয়া দিবে॥ দরিদ্র হইবে সবে রমণী আসক্ত। স্থহদ ভাবিয়া সদা হবে অমুরক্ত ॥ তাদের হৃহত্ত হবে হ্রত কারণ। ভার্য্যাসহ মন্ত্রণা করিবে অফুক্ষণ ॥ শুদ্রগণে তপোবেশী সতত হইবে। অধার্ম্মিক জন ধর্ম্ম আসনে বসিবে॥ তাহারা কহিবে সদা ধর্ম্মের কথন। কলিকালে হবে সব এরূপ ঘটন॥ প্রজাগণে অন্নহীনে নয়নে দেখিবে। উদ্বিয় মানস সদা তাহাদের হবে 🛭

সর্বাঞ্চণ প্রজা হবে তুর্ভিক্ষে পীড়ন। পৃথিণীতে অনার্ম্ভি হবে সংঘটন॥ অশন বদন পান শয্যা না পাইবে। ব্যবহার আদি স্নান ভূষণ না রবে॥ পিশাচের স্থায় সব হইবে দর্শন। विवान कतित्व मना न'रग्न पुष्ट्यन ॥ আপনার প্রিয় প্রাণ বর্জন করিবে। আত্মীয় স্বন্ধন নাশে প্রবৃত্ত হইবে॥ রুদ্ধ পিতা মাতাগণে না করি পালন। সর্বকণ আগ্নস্থথে হইবে মগন॥ ভার্যারত সকলেতে হবে নীচাশয়। পাষণ্ড দুৰ্ম্মতি সবে হইবে নিশ্চয়॥ এইরূপে লোক সবে চিত্ত ভ্রম হবে। পরম কারণে কেহ পূজা ন। করিবে॥ যার নামে দর্বজীব বিপদ খণ্ডন। যার কুপাবলে যায় কর্মের বন্ধন॥ যাহাতে উত্তম গতি জীবে দবে পায়। কলিতে মানবগণ না পূজিবে তায়॥ শুন কহি পরীক্ষিৎ অপূর্বে ভারতী। যার চিত্ত মুম হয় নারারণ প্রতি॥ কলিকুত দোষ যত অচিরে থগুন। কহিলাম দেই কথা তোমারে এখন॥ চিন্তন করিলে হরি আপন অন্তরে। বহু পাপ বিনাশিত ক্ষণেকের তরে॥ অগ্নিতে হুবর্ণ যথ। সুনির্মাল হয়। চিত্তস্থিত বিষ্ণু তথা অভন্ত নাশয়॥ অত এব কহি শুন ওহে নরপতি। একান্ত হইয়ে ভাব সেই বিশ্বপতি॥ হৃদয়ে অর্পণ কর নিয়ত কেশবে। अस्त कन्य यात्र किहुरे ना त्रत्य ॥ মহাপাণী তুরাচার হয় যেই জন। সে যদি হানয়ে হরি করয়ে স্মারণ॥ তখনি পরমগতি দে জন পাইবে। कुरक्षत तहन हेश अग्रथा ना हरत ॥

এই কলিকাল হয় দোষের আকর।
কিন্তু এক গুণ তাহে আছে চমংকার॥
যেইমাত্র কৃষ্ণনাম বদনে লইবে।
এ ভব বন্ধন হ'তে মুক্তি দে পাইবে॥
পারম পুরুষ দেই পাবে দেইক্ষণে।
কলির মাহান্ত্য এই জানিবে আপনে॥
সত্যবুগে বিষ্ণুধ্যান করিবে নিয়ত।
ত্রেতায় যজ্ঞেতে কৃষ্ণে অচিবে সদত॥
ভাপরেতে পরিচর্যা শুনহ রাজন।
কলিতে জানিবে মাত্র নাম উচ্চারণ॥
এই সব জীবগণে মুক্তির কারণ।
দাস ভাবে হরিপদে যেন রহে মন॥
ইতি শ্রীমহান্ত ছাবশ হহে যুগধর্ম কারণ।

ইতি শ্রীমহান্ত ছাবশ হহে যুগধর্ম কারণ।

বি

व्यथ शत्रमार्थ निर्गत्र । শুকের বচন শুনি, আনন্দিত নরমণি, মূতুভাষে করে নিবেদন। শুন ওছে মুনিবর, কি প্রদঙ্গ তদন্তর, বিস্তারিয়া কছ সে বচন ॥ শুক কন নরপতি, শুন অপূর্ব্ব ভারতী, যাহে হয় পাপের বিনাশ। কহিতে হরির নাম, জীব পায় মোক্ষধাম, কহিয়াছি করিয়া প্রকাশ॥ কহিলাম কালধৰ্ম, জীবাদির যত কর্মা, শুন পরে কথা আর হয়। याद्य मञ्जू ठकुर्पन, হইয়াছে হুপ্ৰকাশ, ব্ৰহ্ম দিন তাহাই নিৰ্ণয়॥ তার পরিমাণ হয়. जनस्ड धनग्र रग्न, চারি হাজার যুগেতে কথন। ব্রহাদিবা কছে তাহে, ত্রিলোকের হয় যাহে, মহাপ্রনয় কছে সর্বজন॥ যাহে বিশ্বের ঈশ্বর, এ বিশ্ব করি সংহার, নিদ্রা যান অনম্ভ শয়নে।

দিপরার্দ্ধ বর্ষ পরে, ল'য়ে সপ্ত প্রকৃতিরে, উপযুক্ত লয়ের কারণে॥ এরপ প্রলয় কালে, বিঘাত কারণ হ'লে, লয় প্রাপ্ত ত্রহ্মাণ্ড তথন। শতবর্ষ মেঘগণ, करत्र ना वाति वर्षण. প্রজাগণ বিপদে পতন ॥ অন্নহীন স্থানিতলে, কুগায় জঠর জ্বলে, পরস্পরে ধরি সবে খায়। এইরূপে ভয়ঙ্কর, পৃথিবীতে মহামার, क्रांच्य मत्व इय त्य विनय ॥ এইকালে দিবাকর, করিয়ে রশ্মি বিস্তার, হুখে নানা রদ পান করে। পরে শুন সক্ষর্যণে, মুখ জাত হুতাশনে, वाद्युत्वरभ डेठि धाय भरत ॥ পৃথিবীর শুশু যত থাকয়ে বিবর। পোড়াইয়া একেবারে করে ছারখার॥ ব্রহ্মাণ্ড উপরে আর নিম্নতল যত। রবি অগ্নি চুইজন দহে অবিরত॥ ব্ৰহ্মাণ্ড তখন হয় অন্তুত দৰ্শন। মুগন্ধ গোমর পিগু আকার যেমন ॥ পরে শুন মহারাজ অপূর্ব্ব ভারতী। প্রলয় প্রচণ্ড বায়ু বহে দিবারাতি॥ একশত বর্ষকাল সেইকালে বহে। ধূলিতে আঙ্কন্ন মেঘ সেইকালে রহে॥ ধুমষয় হয় তাহা জানিও নিশ্চয়। তদন্তর চিত্তবর্ণবৎ মেঘোদয়॥ একশত বর্ষ তারা করয়ে বর্ষণ। ভীমস্বরে সর্ববক্ষণে করয়ে গর্জ্জন।। ব্ৰহ্মাণ্ড বিবরে বিশ্ব তথন জানিবে। একমাত্র দিক্ষুজলে প্লাবিত হইবে॥ পৃথিবীর গুণ গন্ধ আদিল যে জলে। পৃথিবীর প্রলয় প্রাপ্ত গন্ধগ্রন্থ হ'লে॥ ব্দপরেতে তেজ জল রদ গ্রহ হয়। রসহীন হ'য়ে রোধে সব পায় লয় ॥

বায়ুতে তেজের রূপ গ্রাস করে পরে। তেক্সের যে রূপ লয় পায় তদন্তরে॥ পরে তেব্ধ বায়ু সহ হয় যে মিলিত। আকাশ বায়ুর গুণ হয় গরাসিত॥ व्यनस्वत्र अहे वाह्यू अन नदवद्र । প্রবৈশ করয়ে সেই আকাশ ভিতর ॥ পরে সেই তৈজ্ঞদ যে আর অহঙ্কার। আকাশের গুণ গ্রাস করে তদন্তর॥ তাহার পশ্চাতে হয় অকালের লয়। কহিন্তু তোমারে আমি সেকথা নিশ্চয়॥ পরে সে তৈজস আসে ইন্দ্রিয়াদিগণ। অহঙ্কার রন্তি সহ আর দেবগণ॥ মহত্তত্ত্ব আদে পুনঃ দেই অহক্ষারে। সত্ত্র আদি গুণ পরে গ্রাসয়ে তাহারে॥ তদন্তর নরপতি করহ শ্রবণ। কাল কর্ত্তক প্রেরিত প্রকৃতি তথন। সমুদয় গুণ সেই আসে অবিরত। সার কথা তোমারে হে কহিমু নিশ্চিত॥ কালের সে অবয়ব হয় দরশন। তার পরিমাণ গুণ নহে কদাচন॥ অনাদি অনম্ভ তিনি বিকার রহিত। এককালে একস্থানে রহে যে নিশ্চিত। কোনকালে যার ক্ষয় নহে দরশন। কহি শুন মহারাজ তাহার কারণ॥ সন্ত্রকঃ তমঃ বাক্য নাহি বুঝি মনে। নাহি প্রাণ নাহিক ইন্দ্রিয় দেবগণে॥ হুষুপ্তি ও স্বপ্ন তাহে নহে পরায়ণ। আকাশ পৃথিবী জন নাহি হে রাজন॥ नाहि वाश् नाहि व्या नाहि पिवाकत। যেন সবে আছে তথা নিদ্রায় অঘোর ॥ দৃশ্য নহে কোন বস্তু সব শৃশ্যময়। সেই মূলীভূত পদ সকলেই কয়॥ প্রকৃত প্রলয় ইহা জানিবে রাজন। পুরুষ প্রকৃতি শক্তি নরের কারণ॥

বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয় করি পদার্থ আত্রয়। সেই সেই রূপে জ্ঞান প্রকাশ যে পায়॥ আদি অস্তে মূল যাহা শুন নরপতি। দর্শন যে হয় তাহা ওহে মহামতি॥ কারণ হইতে তাহা ভিন্ন কভু নয়। বস্তু বলি তারে আর কেছ নাহি কয়॥ দীপ কভু ভিন্ন নয় নয়ন হইতে। রূপ নহে ভিন্ন হয় জানিবে তেজেতে॥ এইরূপ বৃদ্ধিতে আকাশ সমুদয়। ব্ৰহ্ম হতে ইহা কভু বিভিন্ন না হয়॥ স্থাপ্তি স্বপন আর হয় জাগরণ। বৃদ্ধি এই কয় রাজা জানিবে কারণ॥ ছে রাজন কহি শুন অপূর্বে কথন। প্রত্যেক আত্মাতে মায়া হয় যে স্বন্ধন॥ আকাশেতে যেইরূপ রহে জলধর। কভু থাকে কভু নয় নয়ন গোচর॥ সেরূপ উৎপত্তি নাশ অবয়ব হয়। এ বিশ্ব জানিবে মাত্র আত্মাতেই লয়॥ তোমারে কহিন্দু রাজা এই যে সংসার। অবয়বী কারণ সব হয় যে তাঁহার॥ অবয়বী হয় তাঁর প্রত্যক্ষ যেমন। যথা বস্ত্রসূত্র সব বস্ত্রের কারণ॥ পরস্পর করে যথা উভয়ে সহায়। কার্য্য ও কারণে তাহা সেইমত হয়॥ ইহাতে যেরূপ সব হয় অবগত। ভ্রম বলি তাহারে যে জানিবে নিশ্চিত। আদি শান্তশানী বস্তু যত কিছু হয়। প্রত্যাগতার প্রকাশ ভিন্ন কভু নয়॥ व्यथक्षरक क्यान्य नरह निरम्भाजन। কোনটির নিরূপণ হইলে কথন॥ তবে সে আত্মার সহ আত্মতুল্য হবে। আত্মার সহিত তবে মিশাইয়া যাবে॥ ব্রহ্ম আদি সর্ববভূত যত চরাচরে। তাঁদের উৎপত্তি কাল সর্বভাব ধরে॥

তাহাকে প্রলয় বলি করিবে নির্ণয়। নদীর প্রভাবে যত কূল নফ্ট হয়॥ সেরপ কালের স্রোতে দেহ হয় ক্ষয়। তোমারে কহিন্তু সার বাক্য সমুদয়॥ উৎপত্তি নাশের সেই নিশ্চয় কারণ। অনাদি অমস্ত এই কাল নিরূপণ॥ 🕆 ইহার অবস্থা কভু দৃশ্য নাহি হয়। কালের কারণ ইছা কহিন্দু নিশ্চয়॥ ওহে কুরুনাথ এবে শুন মোর বাণী। কহিলাম পুরাতন অনেক কাহিনী॥ সংক্ষেপে কহিনু আমি নানা বিবরণ। সম্পূর্ণ কহিতে পারে নাহি হেনজন॥ পদ্মযোনী নাহি পারে আমি কোন ছার। অপরে শুনহ কথা অমৃত আধার॥ নানা হুঃখ দাবাগ্নিতে সদা দগ্ধীভূত। যেই**জন সৰ্বব**ক্ষণ থাকয়ে পীড়িত॥ দুক্তর সংসার সিন্ধু হইবারে পার। অভিলাধী যে পুরুষ শুন সারোদ্ধার॥ ভগবান নাম রুস না করি সেবন। অস্ত ভেলা নাহি কভু হয় দরশন॥ পুরাণ সংহিতা দেব কহিলেন তারে। নারদ কহিল কুষ্ণবৈপায়নে পরে॥ দেবের সমান সেই ব্যাস তপোধন। ভাগবত কহে ঋষি সানন্দিত মন॥ ওছে কুরুবর সেই নৈমিষ কাননে। শোনকাদি ঋষি শুনে সূতের বদনে॥ সূত কহে এই কথা আনন্দ অন্তরে। মুনিগণ একমনে শ্রবণ যে করে॥ ভাগবত কথা হয় স্থধার লহরী। দাস ভাষে সাধুগণে পিয়ে কর্ণ ভরি॥ ইতি শ্ৰীমন্তাগৰতে ধাদশ কল্পে পরমার্থ

নিৰ্ণয় সমাপ্ত।

অথ আয়ুনির্ণর কথন।

क्षकंत्रव करह नुश क्षन विवत्र। ব্ৰহ্মা যার হর্ষ হ'তে লভিল জনম ॥ ক্রোধ হতে রুদ্র যার জনম লভিল। সেইজন ইহাতে যে বৰ্ণিত হইল ॥ অতএব শুন রাজ। আমার বচন। ভোতব্য বলিয়া বাক্য শুনহ রাজন॥ এই জ্ঞান সর্বাক্ষণ পরিত্যাগ কর। পূর্বের নাহি ছিল সেই ওহে নরবর॥ আজ সেই দেহ ভবে জনম যে হয়। তাহার হইবে নাশ জানিবে নিশ্চয়॥ আত্মা কভু নাশ নাহি হয় তার মত। অতএব মহারাজ হও অবগত॥ ভূমি বীজাঙ্কুর সম পুজাদি সহিতে। কভু না রহিবে নৃপ তুমি এ ভবেতে॥ কাষ্ঠ বিনে নাহি ছলে যথা হুতাশন। সেইমত তুমি রাজা জানিবে কারণ॥ যথা জীবগণ স্বপ্নে দেখিয়া অদ্ভূত। আপনার শির কাটি পাড়ে সেহমত॥ জাগরণে করে দেহে পঞ্ছ দর্শন। নশ্বর না হয় আত্ম। শুনহ রাজন ॥ অজর অমর আত্মা জানিবে নিশ্চয়। সেই কথা তোমারে কহিব মহাশয়॥ ঘটভয়ে যেইমত হয় দরশন। ঘটস্থ আকাশমার্গে করয়ে গমন ॥ বীজাঙ্কুর-রূপী তুমি কদাচ ন। হবে। পুত্র পৌত্ররূপে কেহ জাঁবিত না রবে॥ সেই হেতু জাব্দেহ ক'রেছ ধারণ। কাষ্ঠ বিনে প্রস্থালিত নহে হুতাশন॥ সেইমত এই দেহ জানিবে নিশ্চয়। স্বপ্নে যথা নিজে নিজে মন্তক ছেদয়॥ क्षागतनकारल यथा रुग्न पत्रमन। দেহাদির সে পঞ্চত শুনহ রাজন॥

সেই হেতু আত্মা হয় অজর অমর। সার কথা তোমারে ক্লহিন্তু নরবর॥ ঘট যথা ভগ্ন হ'য়ে মধ্যস্থ আকার। পূর্ব্বমত তাহাই যে হয় হুপ্রকার॥ আকাশ বিহনে আর অস্ত কিছু নয়। এইরূপ জীবদেহে হবে পাপ ক্ষয়॥ তথন অব্যয় ব্ৰহ্ম সে জীব হইবে। তাহার অশুথা কিছু তুমি না জানিবে॥ আত্মার এ দেহ গুণ কফ্ট সমুদয়। মনেতে স্থজন করে জ্বানিবে নিশ্চয়॥ মায়। যেমনেতে নৃপ করয়ে স্তজন। তাহাতে জীবের হয় সংসার বন্ধন॥ যতকাল তৈল রহে প্রদীপ আধারে। ততদিন জ্বলে দাঁপ কহি যে তোমারে॥ অতএব এই দেহ সংসার কারণ। অপূর্ব্ব ভারতী রাজ। করহ প্রবণ ॥ এই যে জীবের দেহ হয় দরশন। সত্ত্ব রক্ষঃ তমোগুণে জনম মরণ॥ যিনি আত্মা তার কভু জনম না হয়। জ্যোতিশ্বয় যুক্তি তি ন জানিবে নিশ্চয় ॥ অতএব সূক্ষ স্কুল দেহের ভিতর। আকাশের মত তাহা জানিবে আধার॥ নির্বিকার অন্তর্হান উপমা রহিত। কহিলাম সার কথা তোমারে নিশ্চিত। অভএব ওহে রাজ। কর অবগান। অসুক্ষণ বাহুদেবে কর তুমি ধ্যান॥ ন্তবুদ্ধি হ'তে আগ্নাকে করহ বিচার। কি আর কহিব আমি ওছে নরবর॥ তাহা হ'তে এইরূপ হইবে ঘটন। ব্ৰাহ্মণ আজ্ঞায় সেই তক্ষক তথন॥ কোনমতে তোমাকে দংশন করিবে। মৃত্যুর কারণ সব স্থির হ'য়ে রবে॥ মৃত্যুর কারণ হবে মৃত্যুর ঈশ্বর। নিশ্চঃ জানিবে ভূমি ওছে নরবর ॥

তথন করিবে এই বিচার অন্তরে।
পরমপদ অক্ষ এই জগং ভিতরে॥
এইরূপ মনে মনে করিয়ে চিন্তন।
অনস্ত অক্ষেতে আত্মা করিবে যোজন॥
সেইকালে নরবর করিবে দর্শন।
দংশকারী বিষপূর্ণ তক্ষকে তথন॥
শরীর ও আত্মা হ'তে পৃথক না রবে।
আত্মা রবে এইর্ন্নপ কারণ জানিবে॥
কহিলাম হরিলীলা তোমারে এখন।
বিশ্ব আত্মা হয় সেই দেব জনার্দন॥
তাহাতেই আদি আর অন্তের মিলন।
তিনি ভিন্ন কেবা আছে করিতে তারণ॥
যে কথা কহিলে বংস কহিন্তু তোমায়।
দাস ভাষে মন যেন রহে হরি পায়॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে ছাদশ হন্দে আত্মনির্পর সমাপ্ত।

অথ তক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিতের দংশন। क्षकरमय भूरथ कथा कतिराय व्यवग । कत्राराष्ट्र मूनिशाम शिष्त त्राजन ॥ মুনিবর পদে শির স্থাপন করিল। মুত্রভাষে বিনয়েতে কহিতে লাগিল॥ সিদ্ধ যে হইমু দেব তোমার রূপায়। হরিকথা বলি ভুমি ছেদিলে মায়ায়॥ অনাদি অনন্ত যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাঁহার মাহাত্ম্য কথা করালে ভাবণ॥ আপনারা মহোদয় মহাত্মা হাদয়। বিষ্ণুপদে সর্ববক্ষণ চিক্ত মগ্র রয়॥ সংসার তাপেতে তপ্ত যত প্রাণিগণ। তাহাদের প্রতি দয়া কর সর্বক্ষণ।। তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু নহে মুনিবর। কি আর কহিব দেব তোমার গোচর॥ পুরাণ সংহিতা সেই জগতের সার। ঈশ্বরের গুণ যাহা হ'রেছে বিস্তার॥

তব মুখে সেই কথা করিমু শ্রেবণ। তাহে আম নহি ভীত তক্ষক কারণ॥ তক্ষক দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চয়। তাহাতে আমার প্রভু মৃক্তিপদ রয়॥ সেই ব্রহ্ম তব মুখে করিন্যু শ্রেবণ। তাহাতে প্রবেশ আমি করেছি এখন॥ এখন আমারে দেব কর অনুমতি। ইন্দ্রিয় সংযম আদি করিব সম্প্রতি॥ বাসনা করেছে ত্যাগ আমার যে মন। ভগবানে ভাবি প্রাণ করি বিসর্জ্বন॥ পরম মঙ্গল সেই কুষ্ণের চরণ। কুপা করি আপনি হে করালে দর্শন॥ সূত কছে শৌনকাদি শুন এক মনে। এইরূপ কহি সেই ব্যাসের নন্দনে॥ নরবরে আজ্ঞা করি পূজিত হইল। সঙ্গে করি শিষ্যগণে প্রস্থান করিল॥ তবে রাজা পরীক্ষিৎ আনন্দ অন্তর। বুদ্ধসম ধরাসনে বসি নরবর॥ স্থিরচিত্তে পরমাত্মা করেন চিন্তন। মনে মনে ভাবে সেই পরম কারণ॥ গঙ্গাতীরে উত্তরাস্থে তথনি বদিল। ব্ৰহ্মভূত মহাযোগী নিঃশব্দ হইল। পরমাত্মা ভগবানে ভাবে নিরন্তর। ভার পদ করে ধ্যান হরিষ অন্তর ॥ পরে শুন মুনিগণ অপূর্ব্ব কথন। রাজার নিধন হেতু তক্ষক গমন॥ পথে যেতে ধন্বন্তরী সহ দেখা হয়। ধন দানে পথ হতে তাহারে ফিরায়॥ কামরূপী তক্ষক যে হইয়ে ব্রাহ্মণ। লুকাইয়ে নরবরে করিল দংশন॥ বিষেতে রাজার দেহ দাহন হইল। ব্ৰহ্মসূত নৃপ দেহ সকলে দেখিল॥ চারিদিকে হাহাকার উঠিল তথন। পৃথিবী আকাশমার্গে কান্দে সর্ব্বন্ধন।

দেবত। অহুর হয় সকলে বিশায়। স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাছা আনন্দে বাজায়॥ মহানন্দে গীত গায় গন্ধর্ব অপ্সরে। দেবগণ পুষ্পরাশি বরিষণ করে॥ পরে শুন মহামতি অপূর্ব্ব কথন। পরীক্ষিতে তক্ষক যে করিল দংশন॥ তাহা শুনি জন্মেজয় সক্রোধ অন্তরে। দ্বিজগণ সহ যুক্তি করি তদন্তরে॥ বিধিমতে জন্মেজয় যজ্ঞ আরম্ভিল। সর্পগণে হুতাশনে আহুতি যে দিল॥ সর্পযক্তে প্রজ্জালত হয় হতাশন। তাহাতে যে দগ্ধ হয় মহাদর্পগণ॥ দরশনে তক্ষক সে মহাভীত হয়। চিন্তিত অন্তরে ইন্দ্রে শরণ সে লয়॥ তক্ষকে না দেখি তবে রাজার নন্দন। দ্বিজ্ঞগণ প্ৰতি বাকা কছিল তথন ॥ কহ দ্বিজগণ মোরে প্রকৃত বচন। সর্পাধম তক্ষকেরে নহে দরশন॥ কি কারণ তুরাশয় দগ্ধ নাহি হয়। দ্বিজগণ কহে তবে শুন জন্মেজয়।। হে রাজেন্দ্র সেই কথা শুন্য এখন। তক্ষক ল'য়েছে স্বর্গে ইন্দ্রের শরণ॥ এ কারণে হুরপতি রক্ষা করে তায়। অগ্নিতে তক্ষক তাই পতিত না হয়॥ তাহা শুনি জন্মেজয় সরোধে কহিল। ইন্দ্রদহ তক্ষকেরে হুতাশনে ফেল। তবে বিপ্রগণ তাহ। করিয়ে শ্রবণ। ইন্দ্রদহ তক্ষকেরে ডাকয়ে তথন॥ অগ্নিতে আছতি যেই প্রদান করিল। তক্ষকের সহ ইন্দ্র চলিতে লাগিল। তক্ষকের সহ সেই দেব শচীপতি। বিমান যোগেতে শুক্ত হ'তে করে গতি॥ ভাহা দরশনে তবে অঙ্গিরা তনয়। ব্ৰহম্পতি শ্বিজমণি জন্মেজয়ে কয়॥

ি ওহে জন্মেজয় রাজা করহ এবণ। কিরূপেতে কালদর্প করিবে নিধন। অমৃত করিয়ে পান এই নাগবর। শচীপতি ইন্দ্র তুল্য অজেয় অমর॥ নিজ কৰ্মফল ভোগে মানব সকল। তাহাতেই জন্ম মৃত্যু পায় ফলাফল ॥ অতএব মম বাক্য শুনহ রাজন। তুঃখদাতা স্থদাতা নহে কোনজন॥ জীবগণ থাহা হ'তে মুহ্যু প্রাপ্ত হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ সমুদয়॥ অতএব যজ্ঞ শেষ কর নরপতি। হিংসাই ইহার ফল জানিও সম্প্রতি॥ নিৰ্দ্দোষী সে নাগগণ হ'য়েছে নিধন। হুতাশনে সকলেতে হইবে দাহন॥ কি আর কহিব এবে শুনহ রাজন। নিজ কর্মফলে ভোগ করে জীবগণ॥ ব্লহস্পতি বাক্যে তবে রাজা জন্মেজয়। সর্পয়জ্ঞ হতে তবে নিবৃত্তি যে হয়॥ পরে নরপতি করে মুনির অর্চন। অপ্রতর্ক্য বিষ্ণু মায়া বুঝিল তখন॥ বিষ্ণু অংশভূত যেই মানব-নিকর। ক্রোধাদির বশীভূত হ'য়ে নিরস্তর॥ তাহাতেই প্রাণী যত মিলে পরস্পরে। সার কথা সমুদয় কহিনু বিস্তারে॥ আর যত আত্মতত্ত্বাদী স্থীগণ। পরমার্থ তত্ত্ব সবে করে নির্দ্ধারণ॥ দম্ভ মদ মায়া বাদ নির্ভয়ে দেখায়। ক্ষণকাল কোনমতে থাকিতে না পায়॥ নাহি রয় সে মায়ার যতেক আশ্রয়। বিবিধ বিবাদ তাহে কিছুই না রয় ॥ मःक**झ** विकझ चामि दुखि यात्र हरू। কহিলাম সার কথা শুন মহাশয়॥ শুদ্ধ মনে এক প্রাণে যেই ইহা শুনে। পরমার্থ লাভ তার হয় সেইক্ষণে ॥

ভাগবত কথা হয় পরম কারণ।
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন॥
ইভি এমভাগবতে গাদশ হতে পরীক্তির
তক্ষ দংশন সমাধ্য।

অথ বেদ বিভাগ কথন। সূত কহে শৌনকাদি কহিল তখন। কৰে সৌম্য এক কথা কহি জিজ্ঞাসন॥ ব্যাস শিষ্য মাহাত্ম্য পৈলাদি সকল। কয়ভাগে বেদ সব তারা বিভাগিল। সেই কথা কহু মোরে করিয়া বিস্তার। শুনিতে একান্ত ইচ্ছা আমা সবাকার॥ ছতি বিচক্ষণ ভূমি জ্ঞানের আধার। তুমি হও মহাজ্ঞানী ওহে সারোদ্ধার॥ সৌতি কহে শুন শৌনকাদি খাষিগণ। যাঁর পাদপদ্ম আমি দদা করি ধ্যান॥ পেয়েছি পরমতত্ত্ব ভাগবত সার। কহি শুন বিস্তারিয়া মুনির আধার॥ ব্যাদদের পদে আমি করি নমস্কার। কহি শুন মহামতি বেদের প্রচার॥ আত্মদংযম যবে করে প্রজাপতি। হদাকাশে তার শব্দ ত্রন্মের উৎপত্তি॥ সেই ব্রহ্ম উপাদনা করি যোগিগণ। অনায়াসে মুক্তিলাভ করয়ে তথন॥ শুন ওহে মুনিগণ কহি তদন্তর। ওঁকার উংপন্ন হয় শুন তারপর॥ তাহার উৎপত্তি অতি গোপনীয় হয়। ছদয়েতে দর্বকণ প্রকাশিত রয়॥ ইহা সর্বব বেদ সার জানিবে নিশ্চয়। ইহার তেজেতে জ্ঞান জাগরিত রয়॥ ইহাই সকলি মনে নিশ্চয় জানিবে।

পরমাত্মা ব্রহ্মবোধ তাহাতেই হবে॥

কর্ম ও ইন্দ্রিয় হীন পরমাত্রা হয়। স্বব্যক্ত ওঁকার তবু শ্রেবণ করয়॥ ব্যক্তিতে আশ্রয় করে ওঁকার সে পরে। কহিনু পরমতত্ত্ব আনন্দ অন্তরে **॥** হৃদয় আকাশে সেই আত্মা সন্নিধান। জানিবে উহার তাহে উৎপত্তি বিধান ॥ পরমাত্মারূপ ইহা নিজের আশ্রয়। সাকাৎ যে ব্রহ্মরূপ জানিবে নিশ্চয় ॥ আর সে জানিও মনে সর্বব মন্ত্রময়। উপনিষদুরূপ বেদে তাহা বীজ হয়॥ ছে ভার্গব পরে শুন আর বিবরণ। ইহার আকার তিন বর্ণেতে ঘটন॥ যাহা হ'তে গুণত্রয় অর্থ বৃত্তি হয়। ত্রিসংখ্য সংযুক্ত বস্তু যেন সমুদয়॥ তাহা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি অক্ষর সৃঞ্জিল। ঋত্বিকের কার্য্য হেতু এরূপ করিল। অক্ষর সমষ্টি দ্বারা যাহা ব্যবহৃত। ওঁকারের সহ তার করিয়া মিঞিত॥ চারিমুখে চারিবেদ করিল স্জন। বেদবেত্তা পুত্র যত মহা ঋষিগণ॥ তাহাদের সহ বেদ তথা পড়াইল। নিজ পুত্রগণে তারা তাহা শিথাইল॥ চারিযুগে এই বেদ ঋষিগণ পায়। দাপরের আদিতে বিভক্ত তাহা হয়॥ কালেতে করিয়া তবে সেই ঋষিগণ। অল্ল আয়ু জ্ঞানহীন তত্ত্বপূভা মন॥ মেধাহীন জনগণে দরশন করি। বিভাগ করিল বেদ দেইমতে ধরি॥ এইকালে ত্রহ্মা আর দেব মছেশ্বর। লোকপাল আদি করি শুন মুনিবর॥ ধর্ম্ম রক্ষা হেতু দবে প্রার্থনা করিল। ভগবান সত্যবহী উদরে জন্মিল ॥ সত্যের অংশেতে সেই পরাশর হ'তে। ভগবান আইলেন এই অবনীতে॥

চারি প্রকারেতে বিভু বেদ প্রকাশিল। তাহা হ'তে চারিরূপ সংহিতা হইল॥ পরে বিভু চারি শিষ্য ডাকিয়া তথন। একে একে চারি জনে দিল সেই ধন॥ পরে পৈল মুনি নিজ শিশ্ব ছুইজনে। আপন সংহিতা উভে কহিল যতনে॥ পরেতে ভার্গব শুন বচন আমার। বাচক করিল তাহা চারি যে প্রকার॥ নিজ শিয় চারিজনে তাহা জিজাসিল। ইন্দ্রমতি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে বলিল॥ মার্কণ্ডেয় শিষ্যগণে কহে যে সংহিতা। তার পুদ্র পাঁচভাগ করিলে যে তথা। শাকল্যের শিষা সেই জাতুকর্ণ হয়। নিক্তক্ত সহিত সেই সংহিত। মিলয়॥ পরে তাহা চারিজনে প্রদান করিল। বান্ধল্যের পুজ্র এক সংহিতা রচিল॥ বালখিল্য নাম তার শুন মহাশয়। এইরূপে বেদভাগ কত মতে হয়॥ এইকথা যেইজন করয়ে প্রবণ। সর্ববিপাপ হ'তে মুক্তি পায় সেইজন॥ পরেতে অপূর্ব্ব কথা শুনহ সকল। देवभन्भाग्रत्नत्र भिष्य याश क'दब्रिह्म ॥ চরক অধ্যুত্ত নাম তাহাদের হয়। ব্রহ্মহত্যা পাপনাশ ব্রত আচরয়॥ পরে যাজ্ঞবন্ধ্য নামে শিষ্য একজন। বৈশস্পায়নেরে তবে কহিল তথন॥ কহ দেব এ ভ্রতের কিবা ফল হবে। অল্লসার এই ত্রত নিশ্চয় জানিবে॥ ষ্মতএব খাচরিব এ ব্রত চুম্বর। অনুমতি কর মোরে ওছে ঋষিবর॥ তাহার কানে গুরু কুপিত হইল। মহাক্রোধে তবে তারে কহিতে লাগিল। হেথা হ'তে আবলম্বে করহ গমন। তোমাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন #

তুমি হও ত্রাক্ষণের অপমানকারী। অতএব যাহ ভূমি অতি শীঘ্র করি॥ শিখিয়াছ মম পাশে যেই সব ব্ৰত। পরিত্যাগ করি যাও তুমি ইচ্ছামত॥ গুরুর বচনে তবে সেই মুনিবর। বমন করিয়া মন্ত্র চলিল সভর॥ অনন্তর মুনিগণ তাহা নিরখিল। দরশনে সকলের লোভ জনমিল॥ পরেতে তিতির পক্ষীরূপ সবে হৈল। সেই সব মন্ত্র সবে গ্রহণ করিল। ইহা হ'তে তৈতিরীয় শাখার গঠন। পরে যাজ্ঞবন্ধ্য করে বেদ অন্থেষণ ॥ তদন্তর সূর্য্যন্তব করি মহামতি। কহে দেব আদিত্য হে তব পদে নতি॥ আপনিই আত্মারূপে সদা বিরাজিত। তোমাতেই ভুতগণ করে অবস্থিত॥ কালরূপী প্রাণিগণে আবাদের ভূত। জগতের সর্বস্থানে তুমি প্রকাশিত॥ সময় রূপেতে দেব রহ সর্ব্ব স্থান। অচিন্ত্য অব্যয় তুমি ওহে বিবস্থান ॥ গ্রহণ করিছ বারি পুনঃ বরষিছ। এইরূপে জীবগণে পালন করিছ।। দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ দেব দিবাকর। ভকতগণের তুমি ক্লেশ নাশ কর॥ দকল ছঃথের বীজ করহ বিনাশ। তব তেজে এ জগত হয় হে প্রকাশ। জগতেতে মহাপাপ করহ প্রদান। একান্ত হইয়া দেব করি তব ধানে॥ অন্তর্য্যামী তুমি দেব এ জগতময়। স্থাবর জঙ্গম যত তোমার আশ্রয়॥ আর যত প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়াদি মন। জড় আদিগণে কার্য্যে করি নিয়োজন॥ প্রাণিগণে অন্ধকার হ'তে ত্রাণ কর। জ্ঞানহীনে জ্ঞানদান কর দিবাকর॥

অসাধ্গণের দেব তুমি ভয়ত্রাতা। চারিদিকে ভ্রম তুমি দাধু ভয়ত্রাতা॥ যেইদিকে তুমি দেব করিছ গমন। লোকপালগণে করে তোমায় অর্চন ॥ অন্তের অজ্ঞাত যজুং প্রার্থী আমি হই। তোমার চরণে যেন অনুগত রই॥ গুরুগণে যেই পদ করয়ে অর্চন। সেই পদ আমি যেন করিছে পূজন॥ যাজ্ঞবন্ধ্য এইরূপ স্তব যে করিল। তদন্তর দিবাকর প্রসম হইল ॥ তথন অশ্বের রূপ করিয়ে ধারণ। মুনিবরে সেই যজুঃ দিল সেইকণ ॥ পঞ্চশ শাখায় মুনি তাহা বিভাজিল। क् 9 अधान्मिन चामि त्राच्ना कतिल ॥ জৈমনি নামেতে মুনি মহামতি অতি। স্থমন্ত নামেতে পুত্র দর্কত্রেতে খ্যাতি॥ অপরেতে মহামুনি জৈমনি হইতে। পুত্র পৌত্র করি যাহা কহিনু তোমাতে॥ এক এক সংহিতার করিল রচন। বিশেষ করিয়া তাহা কহিন্তু এখন॥ অপরেতে শুন কহি অপূর্ব্ব ভারতী। জৈমনির শিশ্ব দে স্থকর্মা মহামতি॥ সাম:বদ তরুণাখা সহস্র সংহিতা। বিভাগ করিল তাহা সেই জ্ঞানদাতা ॥ স্থকর্মার ছুই শিষ্য গুণবান হয়। হিরণ্যনাভ পৌশ্বঞ্জি মেধার আলয়॥ সংহিতা গ্রহণ তারা সকলে করিল। হিরণ্যনাভ সংহিতা বহু শিষ্য হৈল॥ উদীচ্য নামেতে তারা ব্যক্ত ধরাময়। কেছ কেছ প্রাচ্য বলি তাহাদের কয়॥ এইরূপে বেৰ চারি বিভাগ হইল। দাস ভাষে হরিপদে মানস মজিল। हेि निमहागवट बानन करक (वह विज्ञान नव थ ।

व्यथं मार्क ७ कर्ड़क मात्राव्रत्गत खर । তবে যত মুনিগণ আনন্দ অস্তরে। সূত প্রতি কহে তবে অতি মৃহুম্বরে॥ তুমি সাধু মহামতি চিরজীবী হও। ভাগবত পুণ্য কথা তুমি সব কও॥ ওহে জানী শ্রেষ্ঠ মোরা জিজাসি তোমারে সেই সব কথা তুমি বল সবাকারে॥ অপার সংসার এই হয় দরশন। তাহাতে মানব সব করয়ে ভ্রমণ॥ তাহাদের পথ সদা দেখাইয়া দেহ। জিজ্ঞাসি তোমারে যাহা দেই কথা কহ॥ লোকে বলে মার্কণ্ড সে মুকণ্ডু তনর। চিরজীবী হয় সেই কল্প শেষে রয়॥ এ জগত এককালে যবে নাশ হয়। সেই কথা আমাদের কহ মহাশয়॥ আমাদের বংশে যেই জনম লভিল। ভুগু তনয়ের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ যে হইল॥ জীবগণ লয় নাহি পায় সেইক্ষণে। প্রলয়ে জীবিত তিনি রহেন কেমনে॥ প্তহে সূত সেই কথা বলহ এক্ষণে। ভনিতে চরিত্র কথা বাসনা যে মনে॥ পুনর্বার মার্কণ্ড সে সাগরের জলে। ভ্রমণ করিতে পরে হেরিল ভূতলে॥ বট-পত্র-শায়ী শিশু করি দরশন। কেন বা সন্দেহ তার হইল তথন॥ সেই কথা বিস্তারিয়া কহ স্বাকারে। সন্দেহ ভঞ্জন তুমি কর এইবারে॥ পুরাণে বিশেষ জ্ঞান তোমার আছয়। অতএব সেই কথা কহ মহাশয়॥ সূত কছে ঋষিগণ করহ শ্রাবণ। कथा श्रुनित्न हम्र भाभ निवातन ॥ ইহাতে কলির পাপ বিনাশ যে পায়। সেই কথা মন দিয়া শুন মহাশয়॥

মার্কণ্ড জনম ল'য়ে মাতার উনরে। কিছুদিন পালিত সে হইল আদরে॥ গর্ভাধান আদি যত বিজ্ঞ-সংক্ষার। লভিয়া মার্কগু বেদ পড়ে অনিবার॥ পিতার নিকটে ঋষি ধর্ম সহকারে। মার্কণ্ড তপস্থা করে বিধি অমুসারে॥ শ্বরুহৎ মহাত্রত সদা আচরিল। সন্মাদীর মত শিরে জ্বটা সে রাখিল। তাহাতে তাহার মনে শাস্তি অভিশয়। জটাবল্ধ (১) পরিধান করিল ত্বরায়॥ দণ্ড কমণ্ডলু আদি করিল ধারণ। সম্যাদীর রূপে করে দর্বত্র ভ্রমণ॥ ধর্ম্মের কারণ সেই মহামুনিবর। হরির তপস্থা করে একান্ত অন্তর॥ প্রাতঃ সন্ধ্যা ভিক্ষাদ্রব্য করি আহরণ। ভক্তিতে সে সব করে গুরুকে অর্পণ ॥ গুরু অমুমতি বিনে ভোজন না করে। এইরূপে গুরুভক্তি তাহার অন্তরে॥ বেদপাঠে তপস্থায় নিযুক্ত হইয়া। অযুত অযুত বর্ষ হরিকে পূজিয়া॥ হরি আরাধনা করি মৃত্যু করে জয়। তাহাতে দেবতা সব চমংকৃত হয়॥ তপস্থা (২) আচার আর বেদ আরাধনে রাগ আদি ক্লেশ যত ত্যজে মনে মনে॥ অনাদি পুরুষে সদা করেন চিন্তন। এইরূপ মহাযোগে চিত্ত নিমগন॥ ছয় মন্বন্তর কাল জীবিত রহিল। পরে শ্বরপতি ইন্দ্র জানিতে পারিল॥

 বক্তের বন্ধ, কমগুলু, উপবীত, মেখলা, ক্লফার চর্ম্বক্তস্ত্র এবং কুব গ্রন্থতি।

 ভৃত্ত, ধক্ষ আর আর একা-পুরগণ, ধেবতা-গণ, পিতৃ ও ভৃত্তগণ ইহারা মার্কণ্ডের তপক্তা দশনে অত্যক্ত আকর্মা; যত হইগাহিশেন। সপ্ত মন্বন্তর কাল আগত যথন। ভীতমতি হ'য়ে করে বিদ্ব উৎপাদন॥ তপ ভঙ্গ হেডু তবে দেব শচীপতি। মদন বদস্তে তথা করে অমুমতি॥ · মাৰ্কণ্ড নিকটে সবে পাঠাইয়া দিল। ইন্দ্রের আজ্ঞায় তবে সকলে চলিল॥ যমালয় উত্তরেতে ঋষির আলয়। সেই স্থানে সকলেতে উপনীত হয়॥ পুষ্পভদ্রা নামে তথা মহা স্রোতস্বতী। চিত্রা নামে শিলা তথা করে অবস্থিতি॥ পবিত্র আশ্রয় তাঁর স্লদৃশ্য দর্শন। পবিত্র বিহগকুলে পরিপূর্ণ বন॥ পবিত্র নির্দ্মল তাহে মহা জলাশয়। উন্মন্ত ভ্রমরকুল আনন্দ হৃদয়॥ উন্মত্ত কোকিল সব করে কুহুরব। নররূপী শিথি যত নৃত্য করে সব॥ কাননের শোভা আসি কহিব বা কত। সমাকীৰ্ণ আছে তাহে মত্ত পাণী যত॥ মুত্র মন্দগতি বছে মলয় পবন। পুষ্পান্ধে জাগরিত হ'য়েছে মদন॥ প্রকৃত বদস্ত তাহে হইল উদয়। নিশাপতি নিশাকালে প্রকাশিত হয়॥ বুক্ষ সব পুষ্পফলে শোভিত হইল। কামিনীকুলের সহ মদন আইল। তাহার পশ্চাতে যত গন্ধর্বেরগণ। नानाविध वाछ यख कत्रया वामन ॥ মহানন্দে গাহি গীত সকলে ধাইল। ইন্দ্র অনুচর সবে দর্শন করিল॥ যোগীবর হোমকার্য্য করি সমাপন। বসিয়া আছেন যেন দেব হুতাশন॥ যুর্তিমান পাবক সম সকলে হেরিল। তবে তথা রমণীরা নৃত্য আরম্ভিল॥ বান্তকর বান্তযন্ত্র করিল বাদন। মহানন্দে দবে করে স্বকার্য্য দাধন॥

রতিপতি পঞ্চবাণ যুড়ি শরাসনে। স্থির হ'য়ে দাঁড়াইয়া রহে সেইস্থানে॥ ইন্দ্র অনুচরগণ স্বকার্য্য সাধিতে। স্থিরভাবে সকলেতে লাগিল ভাবিতে ॥ পরে শুন শৌনকাদি অপূর্ব্ব ভারতী। পুঞ্জিকস্থলী নামে অপ্লরা যুবতী॥ সে স্থানে কন্দুক্রীড়া করিতে লাগিল। পীনস্তন হেতৃ কটি হইল চঞ্চল॥ শ্বলিত হইল মালা কবরী হইতে। আকর্ণ পর্যান্ত আঁথি লাগিল ঘুরিতে॥ বায়ু তার কোটি বস্ত্র করিল হরণ। হেনকালে হানে শর গুরম্ভ মদন॥ কিন্তু তাহা এককালে হইল বিফল। মহা ঋষিবরে নাহি প্রকাশিল বল ॥ এইরূপে তপ নম্ট করিতে তাহার। সকলে প্রব্রুত কার্য্যে হয় বার বার॥ তাহার তেজেতে সবে হ'য়ে দগ্ধ প্রায়। তাঁহাকে ছাড়িয়া পরে পলাইয়া যায়॥ কি আর কহিব দেব অপূর্বা কথন। ইন্দ্র অনুচরে তাঁরে করে আক্রমণ॥ তাহাতেও মুনিবর চঞ্চল না হয়। অহঙ্কার বিকার তার না হয় উদয়॥ মহতের পক্ষে ইহা নহে অসম্ভব। ভগবান ইন্দ্র তাহা শুনিলেন সব॥ তেজহীন হেরি তবে গুরম্ভ মদনে। আশ্চর্য্য মানিল ইক্ত প্রভাব প্রবণে॥ অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন ঋষিগণ। এইরূপে মার্কগু সে তপেতে মগন ॥ একমনে সদা করি বেদ অধ্যয়ন। নারায়ণ প্রতি করি চিত্ত নিমগন ॥ নারায়ণ পদে চিত্ত যোজনা করিল। অমুগ্রহ করি হরি আবির্ভাব হৈল। नत्र नातायुण ऋटण मिल मत्रभन। খেত কৃষ্ণ মনোহর রূপ তুইজন॥

नव नीत्नाष्ट्रभन मम नयन-यूगन। পরিধিত রুরুচর্মা রুক্ষের বাকল। চতুভু জধারী হয় অপূর্বে দর্শন। নবগুণ স্থাসম্পন্ন পবীত ধারণ ॥ কমগুলু বংশদগু পদা অক্ষমালা। চারিহাতে দর্ভমুষ্ট সতত উজ্জলা॥ স্থপিঙ্গল কান্তি যেন তড়িং সমান। তপস্থা সমান যথা হয় মূর্ত্তিমান॥ মনোহর কলেবর হয় সমুন্নত। দেবগণে সর্বাক্ষণ হইয়ে বন্দিত। তবে মুনি ছুইজনে করি দরশন। মার্কণ্ডেয় ভূমিতলে হইল পতন। সমাদরে বিষ্ণুপদে করি নমস্বার। তাঁহারে হেরিয়া মনে আনন্দ অপার॥ মহানদ্দে মুনিবর রোমাঞ্চ হইল। অশ্রুজনে বক্ষঃস্থল তথনি ভাগিল॥ এরূপ হইয়ে মুনি করে দরশন। দেখিতে যে পায় মুনি তথা চুইজন॥ পরেতে উঠিল মুনি কুতাঞ্চলি হ'য়ে। কহিতে লাগিল তবে বিনয় করিয়ে॥ গদগদ স্বরে তবে কছে মুনিবর। ভগবানে সত্বর করিল নমস্বার ॥ পরে হুইজনে মুনি বসিবার তরে। আসন প্রদান করে আনন্দ অন্তরে॥ তদস্তর করে মুনি পাদ প্রকালন। চিত্ত আত্মা নিজে<u>ক্রি</u>য় করি সমর্পণ ॥ পাত অর্ঘ্য ধুপ দীপ কুত্ম চন্দনে। কুত্র মালায় পূজা করিল চুজনে॥ সর্ব্ব পূজনীয় সেই হন নারায়ণ। ঋষিদত্ত স্থাসনে বসিল তথন॥ পরম সম্ভক্ত তাহে হন নারায়ণ। মনে মনে আশীর্কাদ করেন তথন ॥ পদে প্রণমিয়া মূনি তথা পুনর্বার। নিবেদন করে পরে করি যোড়কর॥

মাৰ্কণ্ডেয় কছে নাথ শুনহ কচন। কি বলিয়া ভোমা আমি করিব বর্ণন॥ তোমা হ'তে স্বাকার জীবন রচিত। ব্ৰহ্মা শিব প্ৰাণিগণ তোমাতে গঠিত॥ ভিন্নত নাহি দেব ভোমাতে কাহার। এই চরাচরে সব প্রেরিত তোমার॥ তথাপি তোমার তারা করয়ে ভজন। তাহাদের আত্ম বন্ধু (১) তোমরা হুজন।। তব দত্ত বাকৃশক্তি তাহার ৰারায়। কাষ্ঠ পুত্তলীর মত তোমার মায়ায়॥ তোমার প্রদন্ত বাক্যে কৈলে তব স্তব। মায়া মোহে ছঃখ সব পায় পরাভব॥ ভূমি আত্মা বন্ধু প্রভূ ওছে নারায়ণ। একাল্লা হইয়া ছুই মূর্ত্তি যিনি হন॥ মঙ্গল জনক ত্রিলোকের এই মূর্ত্তি। মুক্তির কারণ তাপ নাশে পায় কীর্ত্তি॥ মৎস্থ কৃশ্ম নানা দেহ করিয়া ধারণ। জগতের রক্ষা প্রভু কর নারায়ণ॥ ত্রিলোকের তাপ শাস্তি করিবার তরে। ভোমাদের ছুই মূর্ত্তি অতি শোভা করে॥ যেমন রাখিতে বিশ্ব ভূমি নারায়ণ। যুগে যুগে নানারূপ করিয়া ধারণ॥ উর্ণনাভী সম বিশ্ব করিয়া স্থজন। পুনর্বার কর গ্রাস হে ভূতভাবন। জগত পালনকারী জগতের সার। স্থাবর জঙ্গমাদি সর্বব বিখাধার॥ তব শ্রীচরণ আমি করি হে ভঙ্গন। যোগিগণ যার লাগি যোগেতে মগন॥ স্তবে মর্ম অমুক্ষণ যে পদের তরে। অনশনে পূজে তারা বহু সমাদরে॥ কি আর কহিব আমি হে জগৎপতি। তোমা বিনে জীবকুলে নাহি অন্ত গতি॥

। অর্থাৎ পিতা মাতার স্থায় কেবল দেহেরই
 গর্ম নহেন।

ভয়শীল মানবের কি আছে উপায়। मुक्लिक्रि भन विद्य अटह नगामग्र ॥ দ্বিপরার্দ্ধ কাল সেই ব্রহ্মার জীবন। কালব্ধণী ভাবি তোমা ভীত সর্বাক্ষণ॥ আত্মার নিয়ন্তা তুমি হও আত্মাময়। আবরণ মাত্র দেহ জানিবে নিশ্চয়॥ সত্যজ্ঞান রূপ তুমি জীবের জীবন। সকলের মূল হয় তোমার চরণ॥ সেই পদে বার বার করি নমস্কার। যদি কেহ এই পদ পায় একবার॥ সর্বব বাঞ্ছা পূর্ণ তার সেইক্ষণে হয়। ঈশ্বর তুমিই হও সর্বব কুপাময়॥ সন্ত্রঃ রক্ষঃ তমোগুণে তোমার প্রকৃতি। স্ষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা তুমি মহামতি॥ মায়াময় তুমি নাথ জীবের কারণ। সর্বব ক্রীড়া কর তুমি ওহে নারায়ণ॥ তব তত্ত্বময়ী লীলা যত জীবগণে। সমর্থ যে হয় দেব মুক্তির সাধনে॥ তমো রজঃগুণে তুমি জীবে হুঃথ দাও। তাহাতে উৎপন্ন হয় মোহ আর ভয়॥ অতএব পশুতেরা সদা সর্বক্ষণ। নারায়ণ রূপ তব করেন ভজন। যত সাধুজন এই আছয়ে জগতে। সত্তকে পুরুষরূপে ভাবয়ে মনেতে॥ যাহা হ'তে আত্মা হ্ৰথ লভে সৰ্ব্বজ্জন। ভয়হীন হয় সবে ওহে নারায়ণ॥ সেই অন্তর্যামী হও দেব বিশ্বময়। বিশ্বের ঈশ্বর হরি দেব দয়াময়॥ পরম দেবতা ভূমি বিশ্ব ভয়হারি। নারায়ণ নরোভম বহু মুর্ভিধারী॥ বেদ প্রবর্ত্তক সেই ভগবান পদে। নমন্ধার করি সদা মজি ভক্তিমদে॥ তব মায়া ময় হ'য়ে যত জীবগণ। আত্মনিষ্ঠা বিশ্বত যে হয় সর্ববক্ষণ॥



ିଲ୍ଲାଣ୍ଟ ମନ୍ତୁ ଦମ ପ୍ରମାନ ପର ବୁର୍ଗ ଲୋଗ ଜନ ଜନ ଜଳ ପୌଷ୍ଟ ଅନ୍ତ । ୧୯୭୭

কপট ইন্দ্রিয়ে চিত্ত লিগু যেই হয়। না পারে জানিতে তারা তোমারে নিশ্চয়॥ পূর্ব্বেতে আছিল যারা তোমারে বিশ্বত। তোমা হ'তে যদি বেদ হয় অবগত॥ তাহা হ'লে আপনাকে জানি সেইজন। বাঞ্চামত তব পদ করিবে পূজন॥ বেদেতে প্রকাশ হরি ভূমি সর্ব্যয়। সর্ববজ্ঞাতা তুমি নাথ সবার আশ্রয়॥ অনুক্ষণ তব পদে করি সদা নতি। দাদে দয়া কর দেব অখিলের পতি॥ মার্কণ্ডেয় কৃত স্তব শুনে যেইজন। সর্বব পাপ হতে মুক্ত পায় সেইক্ষণ॥ ইতি শ্ৰীমভাগৰতে বাদশ স্বন্ধে মাৰ্কণ্ড কৰ্ত্তক

নারারণের স্থব সমাপ্র।

व्यथ जी इत्सान भारा दर्जन। মার্কণ্ডের স্তবে তুন্ত হয়ে নারায়ণ। পরম আদরে ডাকি কছিল তথন। ওহে ব্রহ্মধি তুমি জগতের সার। তপস্থায় (১) সিদ্ধ তুমি হ'য়েছ এবার॥ করিয়াছ ভূমি মহাত্রত আচরণ। তাহাতে সম্ভুষ্ট বল হয়েছি এখন॥ তোমার মঙ্গল এবে হইবে নিশ্চয়। মনোমত বর মাগ ওহে সদাশয়॥ যাহা চাবে তাহা দিব শুন মহামতি। মার্কগু বলেন শুন ওহে দেবপতি॥ অখিলের নাথ তুমি দেব দেবেশ্বর। বিপন্নজনের দেব সদা ছঃখ হর॥ আপনি আমারে নাথ মহন্ত দেখালে। আমারে মাগিতে বর আপনি কহিলে॥ আপনি আমারে হরি দিলে হে দর্শন। অতএব অস্থা বরে নাহি প্রয়োজন॥ তোমার অভয় পদ নয়ন-গোচরে। প্রয়োজন কিবা আছে বল অন্ম বরে॥ অতএব কহি শুন কমললোচন। পুণ্যশ্লোক শিরোমণি দেব নারায়ণ॥ তথাপি তোমারে মায়া ইচ্ছা দেখিবারে। যে হেতু করয়ে ভেদ দেবতা-নিকরে॥ সকল বস্তুতে ভেদ তোমার যে করে। অতএব সেই মায়া দেখাও আমারে ৷৷ সূত কহে মুনিগণ করহ শ্রবণ। এইরূপে মার্কণ্ডেয় করে জিজ্ঞাসন॥ সে কথা শুনিয়া তবে জগৎ ঈশ্বর। হাসিয়া ঋষির প্রতি করেন উত্তর॥ শুন কহি হে মার্কণ্ড আমার বচন। যা কহিলে তাই হবে ওহে মতিমান॥ এত কহি বদরিকা আশ্রমেতে গেল। মার্কণ্ডের মহাঋষি আশ্রমে রহিল॥ আশ্রমে থাকিয়া ঋষি করেন চিন্তন। সর্ববত্রে ছরিকে চিন্তা করে সর্ববক্ষণ॥ মনোময় দ্রব্য দিয়া তাহারে পূজয়। কখন বা প্রেমস্রোতে অভিষিক্ত হয়॥ কখন প্রজ্ঞিতে হরি হয় সে বিশ্মত। এইরূপে মুনিবর হ'লে সমাহিত॥ **এक दिन मन्द्राका (ल मिट्टे भूनियत्र ।** পুষ্পভদ্রা নদীতীরে বসি শিলাপর॥ মনে মনে নারায়ণে করয়ে চিন্তন। হেনকালে ঝড় বাত্যা আইল তথন ॥ (২) মহাশব্দে মহাঝড় বহিতে লাগিল। মহা উচ্চৈঃস্বরে তবে তর্জন করিল।

১। তপ্ৰা ও বেদাধায়ন, নিয়ম এবং আমাতে বিচলিত ভক্তি ও চিত্তের একাঞ্রতা দারা সিদ্ধ ছইয়াছ।

অগ্নি, হুৰ্যা, চন্দ্ৰ, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, আয় প্রভৃতি সর্বতেতে হবিকে চিস্তা করিতে লাগিলেম ৷

তৰস্তর মেঘমালা হয় দরশন। বিচ্যাতের চকমক বিষম গর্জন ॥ চারিদিকে অক্ষসম রৃষ্টি বরিষয়। তদস্তর শুন সবে যাহা দৃষ্টি হয়॥ ভয়ের আকর মহা নক্র সমন্বিত। মহাশব্দ সম্পন্ন আবর্ত্ত বিঘূর্ণিত॥ চারিদিকে তরঙ্গিত চারিটি দাগর। গরাসিছে সেই ধরা দৃশ্য ভয়ঙ্কর॥ তবে মুনি আপনাকে আর প্রাণিগণে। মহার্ম্তি প্রচণ্ড দে বায়ু দরণনে॥ দেখিল সকলে হয় বিদ্যুৎ পীড়িত। জলে মগ্ন দেখি ধরা হয় ব্যাকুলিত॥ অন্তরে হইল মহা ভয়ের উদয়। পরে শুন মুনিগণ কথা সমুদয়॥ বায়ুতে ঘূর্ণিত জল তরঙ্গ ভীষণ। এইরূপে মহাসিম্ব হয় দরশন॥ ধারা বরিষণ করে যত মেঘদল। ক্রেমে পরিপূর্ণ হয় ধরণীমণ্ডল॥ একেবারে পৃথিবীকে করে আচ্ছাদন॥ (১) পরেতে ত্রৈলোক্য হয় জলেতে মগন॥ কেবল সে মহামুনি একাকী রহিল। মস্তকের জটা সব বিস্তার করিল। জড ও অন্ধের সম করেন ভ্রমণ। দেখিতে না পান কিছু মেলিয়া নয়ন॥ কুধানলে তনু জলে আকুল হদয়। পিপাদায় একেবারে অন্থির যে হয়॥ মংস্থ ও মকরে তারে করে জ্বালাতন। তরঙ্গ বায়ুতে বহু পায় সে ঘর্ষণ ॥ মহা পরিশ্রমে দেহ হইল কাতর। আকাণ পৃথিবী জ্ঞান নাহি হয় তার॥ মহ।শব্দ করি মুনি করেন ভ্রমণ। কোনমতে দিক সব নছে দর্শন ॥

১। ৰীপ বর্ষ পর্বাচ সকলের সহিত পৃথিবীকে আছোদন করিল।

দাগর জলেতে মগ্ন কভু ম্নিবর। কথন দংশন করে কুন্তীর মকর॥ কখন বা হন তিনি তরঙ্গে তাড়িত। ক সুভয় কভু ছুঃধ হুথ উপনীত॥ ব্যাধিত পীড়িত হ'য়ে কভু মৃত প্রায়। এইরূপ মুনিবর আকুল হৃদয়॥ বিষ্ণুর মায়াতে আত্মা আচ্ছন্ন করিন। সাগরের জলে ঋষি ভ্রমিতে লাগিল॥ এইরূপে কতকাল সেই ঋষিবর। অবস্থিতি করে সেই জলের উপর॥ একদিন সেই দ্বিজ ভ্রমিতে ভ্রমিতে। পরেতে দেখিল সেই সাগর মাঝেতে॥ পৃথিবী উন্নত ভাগে হয় দরশন। ফল পুষ্প ক্ষুদ্র বট পূর্ণিত তথন॥ বুক্ষের ঈশান কোণে দেখে মুনিবর। পত্রপুটে এক শিশু নিদ্রায় কাতর॥ অন্ধকার নাশে সেই শিশুর প্রভায়। মনোহর কিবা কান্তি প্রকাশিত তায়॥ মহা মরকত সম শ্রামল বরণ। মনোহর হৃদ্র সে কমল বদন॥ কম্ব ভুল্য গ্রীবা তার পরম স্থন্দর। স্থবিশাল ককঃ তার অতি মনোহর॥ कि ञ्चनद यूत्रा जुक इस नद्रभन। অলকা শোভিত হয় স্থন্দর বদন॥ মনোহর কর্ণন্বয় কুগুলে শোভিত। দাড়িম্ব পুষ্পেতে তাহা রয়েছে রঞ্জিত॥ কিবা সেই স্থমধুর হাস্য দরশন। অধরের কান্তি হয় অরুণ বরণ॥ হে বিপ্রেক্ত কহি শুন অপূর্ব্ব ভারতী। হেরিলেক ঋষি সেই শিশু অল্লমতি॥ নিজ হত্তে পদাঙ্গুলি করিয়ে ধারণ। আনন্দেতে সেই শিশু করিছে লেহন॥ তাঁহারে দেখিয়া ঋষি আশ্চর্যা হইল। তারে ছেরি ঋষিবর বিশ্বয় মানিল।

তাহাতে যে পরিশ্রম দুরীকৃত হয়। ছদপদ্ম বিকসিত হয় সে সময়॥ সমস্ত শরীরে লোম হর্ষিত হইল। অত্যাশ্চর্যা রূপ হেরে শঙ্কা উপজিল ॥ তথাপি সে মুনিবর জিজ্ঞাসিতে তায়। দ্রুতপদে সেইস্থানে শীঘ্রগতি যায়॥ যথন সে ঋষিবর করিল গমন। শিশুর নিশ্বাসে হয় মশক বেমন ॥ প্রবৃত্ত হইল তার শরীর ভিতর। বিশ্ময়েতে মগ্ন ঋষি হয় তদন্তর॥ তথায় দে মুনিবর করে দরশন। পূৰ্বব্যত বিশ্ব সব বিশ্বস্ত তখন॥ व्यान्टर्ग इंटल श्रवि मृत्या मुक्क हरा। দিবাতে প্রকাশ বিশ্ব দেখে সমুদয়॥ তথায় হেরিল ঋষি গিরি হিমালয়। (১) পুস্তবহা নদী আর আশ্রম দেখয়॥ এইরূপ দেখে বিশ্ব শিশুর অন্তরে। তারপর শ্বাদপথে আইল বাহিরে॥ প্রলয় সাগরে তবে হইল পতন। পৃথিবীর উচ্চদেশ হয় দরশন॥ বটরুক্ষ পত্রপুটে বালকে ছেরিয়া। একেবারে ঋষিবর আনন্দ হইয়া॥ পরে সে বালক করিবারে আলিঙ্গন। তাহার নিকটে তবে করিল গমন॥ অমনি সে যোগেশ্বর সেই স্থান হ'তে। অন্তর্জান হইলেন মুনির সাক্ষাতে ॥ তদন্তর বটজলে অন্তর্হিত হয়। পূৰ্ব্যত মুনিগণ নিজাশ্ৰয়ে যায়॥

১। আকাশ অন্তরীক, তারাগণ, পর্কাত-নিকর, লাগর সম্বর, বীপদমুহ, বর্ধনিকর, থিনচয়, আকর-সমুহ, থেটসমূহ, বয়সমুহ, আপ্রমন্ধ্র, রুত্তিসকল, মহাতৃত নিকর, ভৌতিক পদার্থসমূহ, কাল, মুগ, কর বাহা কিছু গোক্ষাআর করণীতৃত অন্ত প্রবা ইত্যাধি বিধকে বিবালারা প্রশান্ত দর্শন করিলেন। ভাগবত কথা হয় পরম কারণ।
দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন॥
ইতি শ্রীমন্তাগবতে দাদশ করে শ্রীঞ্কের মারা
দর্শন সমাপ্ত।

অথ মাসা-বৈত্ৰ।

শৌনকাদি ঋষি তবে কহে সূত প্রতি। তদন্তর কি প্রদঙ্গ করে মহামতি॥ সূত কহে শুন সবে অপূর্ব্ব কথন। মায়াতে নিৰ্মিত বিশ্ব জানিল তথন ॥ যোগমায়ার মায়া সব জানিতে পারিল। বিষ্ণুর চরণে তবে শরণ লইল॥ মার্কণ্ডেয় কহে হরি তুমি দয়াময়। যে পদে বিপন্নজন পায় হে অভয়॥ সেই পাদমূলে আমি হইকু শরণ। তোমার মায়ায় মুগ্ধ জগতের জন॥ জগতে প্রকাশ সদা সেই মায়া হয়। তাহাতে পণ্ডিতগণ সদা মুগ্ধ রয়॥ এইরূপে মার্কণ্ডেয় দুঢ় করি মন। করিতে লাগিল ক্রমে কালের যাপন॥ একদিন ভগবান পার্ব্বতীর প্রতি। দেবগণ বোম্বত আর রুদ্রাণী সংহতি॥ আকাশে ভ্রমণ করে রুষ আরোহণে। খাষিবরে দরশন করে সেইক্ষণে॥ ঋষিরাজে অনস্তর হেরিয়া পার্ববতী। বিনয়েতে কহে তবে শঙ্করের প্রতি॥ হেন ভূতনাথ এই মহাঋষিবর। আত্মা মন ইন্দ্রিয়ের সংযমে তৎপর॥ সংযত করিয়া সবে অবস্থিতি করে। ঝটিকার অবসানে যেরূপ সাগরে॥ মৎস্থাদি জলজন্ত স্থিরভাবে রয়। সেইমত ঋষিবর দেখহ আছয়॥ অতএব উমাপতি ধরহ বচন। তপস্থার ফল এরে দাও এইকণ॥

ভবানীর কথা শুনি দেব মহেশ্বর। হাস্থাননে মুত্রভাষে করেন উত্তর॥ कान कन वाक्षा नाहि करत श्रविवत । অন্ত কি কহিব আমি শুনহ অপর॥ মুক্তি বাঞ্চা নাহি ওর শুনহ পার্বতী। চলহ ঋষির সহ কহিব ভারতী॥ সাধু সমাগত এই জগতের সার। শ্রেষ্ঠলাভ স্বাকার কহিল ঈশ্বর॥ এই কথা কহি হর ঋষিপাশে যায়। কিন্ত খাষি সেই স্থানে স্থিরভাবে রয়॥ যে হেতু অন্তর রুত্তি রুদ্ধ করেছিল। বিশ্ব আত্মা ছুইজনে কিছু না জানিল। জগতের আত্মা সেই পরম কারণে। ঈশ্বর ঈশ্বরী জ্ঞান কিছু নাহি জানে॥ তাহা জানি মহেশ্বর যোগমায়া বশে। প্রবেশ করিল তার হৃদয় আকাশে॥ বায়ু যথা ছিদ্রপথে করয়ে গমন। সেইমত ভোলানাথ করেন পয়ান ॥ তড়িত সদৃশ সেই মহা জটাধর। ত্রিনয়ন দশভুজ পরা বাঘাম্বর ॥ প্রভাতি ভাক্ষর সম উন্নত হৃদয়। অন্ত্রধারী (১) মহেশ্বরে দেখে যে সময়॥ আপন হৃদয় মাঝে শরীর ভিতরে। অকশ্মাৎ আবিভূতি দেখিল শঙ্করে॥ বিস্ময় মানিল ঋষি কহিল তথন। কোথা হ'তে এইরূপ আসিল এখন ॥ এই ভাবি সমাধি যে তথনি ছাড়িল। নিমীলিত আঁথি মুনি খুলিয়া দেখিল।। দেবগণ সহ আর দেবী ভগবতী। আসিয়াছে এইথানে দেব উমাপতি॥ তবে খাষি নতশিরে করে নমস্কার। স্বাগত জিজাসা তবে করে তদন্তর॥

১। শ্ৰী, শরাসন, বাণ, থড়গ, চর্ম, অক্ষিনাম ডমক, হুপাণ, পরত ইত্যাদি অন্নাধারী। স্বগণ সহিত দেবে করিল পূজন। কতকত মহাদেবে করিল স্তবন॥ ভূমি দেব সর্বেশ্বর আত্মার কারণ। সত্ত্ব রক্ষঃ তমোগুণে হও বিভূষণ॥ মুনির স্তবেতে তুফ হ'য়ে মহেশ্বর। হইয়ে প্রদন্ধ চিত্ত কছে তদন্তর॥ হাসিতে হাসিতে দেব কহিতে লাগিল। মাগ বর ঋষিবর হইবে মঙ্গল ॥ বরদাতার অধীশ্বর আমারে জানিবে। মোদের দর্শন কডু নিম্ফল না হবে॥ মনেতে জানিবে তুমি মানব-নিচয়। আমাদের নিকটে যে সবে মুক্তি পায়॥ যে সকল দ্বিজ হয় সদা সদাচার। নিক্ষাম অন্তরে আর শৃগ্য অহকার॥ দয়াপাত্র হয় সেই যত প্রাণিগণ। আপনার ভক্ত যত হয় শক্রহীন॥ তবে তাহাদের প্রতি লোকপালগণ। সর্ববদা তাদের করে বন্দনা অর্চন। কেবল সে লোকপাল নহে মহামতি। আমি ব্রহ্মা আর সেই জগতের পতি॥ আমার বন্দনা যাঁর করিছে অর্চ্চন। তোমারে কহিন্দু এবে বিশেষ বচন॥ এই সব সদাচারী দ্বিজগণ যত। আমি হরি ব্রহ্ম আত্মা অস্ত জীব কত॥ কিছুমাত্র ভেদ তাহে নহে দরশন। অতএব তোমারে আমি করিব ভজন॥ क्रनमग्न नमनमी ठीर्थ क्ष्रू नग्न। শিলাময় শালগ্রাম দেব নাহি হয়॥ পবিত্র করিতে পারে তারা বছকালে। কিন্ত তোমাদের দৃশ্যে সদা মুক্তিফলে॥ ছিঙ্গপদে আমি সদা করি নমস্কার। কি আর কহিব ঋষি এই কথা সার॥ একাস্ত চিত্তেতে যেই করে আলোচন। বাক্যাদি সংযম আর করে অধ্যয়ন॥

দেইজন ধরে মন বেদ রূপময়। কহিলাম সেই কথা এখন তোমায়॥ আর এক কথা শুন ওছে ঋষিবর। তব নামে উদ্ধারিবে পাপী যত নর॥ ভোমাদের দেখি যত মহাপাপীগণে। অনায়াসে মুক্তি তারা পাবে সেইক্ষণে॥ সূত কহে শৌনক আদি শুন বিবরণ। শঙ্করের ধর্ম্ম বাক্য করিয়ে শুবণ॥ বহু কফ্ট পায় ঋষি বিষ্ণুর মায়ায়। মহেশের বাক্যে তাহা বিদূরিত হয়।। চঞ্চল মানস তার স্থস্থির হইল। করযোড়ে শিব প্রতি কহিতে লাগিল॥ হে ঈশ্বর এক কথা জিজ্ঞাসি তোমায়। জগৎ ঈশ্বর করে শাসন যাহায়॥ তিনি তাঁহাদের করে কেন বা স্তবন। এ লালা বুঝিতে বল পারে কোনজন। ধর্মা শিক্ষা দিতে সেই ধার্মিকেরগণ। নিজে নিজে করে তারা ধর্ম আচরণ॥ ইহাতে আমার এই হয় অভিপ্রায়। বর্ত্তমান কার্য্য হয় আপন মায়ায়॥ যথা ভাণকারী ব্যক্তি নিজে ভাণ করে। সেইমত ভগবান নিজ মায়া ধরে॥ থর্ব করিবারে পারে আপন প্রভাব। তব মায়া মহেশ্বর নাহিক অভাব ॥ মন দ্বারা এই বিশ্ব করিয়া স্থজন। আয়ারূপে অভ্যন্তরে কর প্রকাশন॥ স্বপ্ন দেখি মানবেরা যেইরূপ হয়। সেইমত কর্ত্তারূপে তোমারে দর্শয়॥ গুণের নিয়ন্তা তুমি ত্রিগুণ ধারক। অদ্বিতীয় একমাত্র বিশ্বের পালক॥ সকলের গুরুনাথ ব্রহ্ম মূর্তিধর। ভগবান তব পদে করি নমস্কার॥ অত এব ভবপতি তোমার দর্শন। ইহাই পরম বর 🐯ন ভগবান ॥

আর কিবা বর আমি প্রার্থনা করিব। চরণ দর্শনে নাথ পবিত্র হইব॥ তথাপি বাসনা মম করহ পূরণ। যেন তব পদে ভক্তি থাকে অমুক্ষণ॥ আর তবঁ ভক্তগণে যেন ভক্তি রয়। আমার প্রার্থনা এই শুন দ্যাময়॥ সূত কছে শৌনকাদি করছ শ্রবণ। মুনিবর এইরূপে করিল পূজন।। বহু স্তব করে তথা বেদ অনুসারে। ভগবান কহে তারে পরম আদরে॥ ওহে মহাঋষি ধর আমার বচন। মনোমত বর তুমি করহ গ্রহণ॥ দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ আমারে জানিবে। আমা হতে মানবের মুক্তিলাভ হবে॥ ह महर्षि कहि जामि वित्नव वहन। মহাপুরুষের ভক্ত তুমি একজন॥ ममुनय कहा यत (शव ह'रय याता। তেজস্বী তোমার কীর্ত্তি বিরাজ করিবে॥ ত্রৈকালিক জ্ঞান হবে অজর অমর। পুরাণে আশ্চর্য্য হবে তুমি মুনিবর॥ এইরূপে মুনিবরে বর করি দান। ভগবতী সহ তবে করিল প্রস্থান ॥ মার্কণ্ডেয় তপস্থাদি করি কার্য্য যত। ভগবান মায়া যাহা দেখিলে অন্তত। সেই সব কথা দেব কছে দেবী আগে। তবে সেই ঋষি মক্ত হয় মহাযোগে॥ কি আর কহিব শুন ওছে ঋষিবর। ভাগবত মধ্যে তিনি হইলেন প্রবর॥ হরিতে একান্ত ভক্তি তাঁহার হইল। পৃথিবীর মাঝে দদা ভ্রমিতে লাগিল॥ অস্কৃত সে মায়া মুনি করিল দর্শন। ভোমার নিকটে তাহা করিমু বর্ণন॥ যাহারা মানব স্থান্ত নহে অবগত। প্রলয় স্বরূপ মায়া থাক্যে অজ্ঞাত।

মার্কণ্ডেয় অনুভূত এই মহামায়া। বছকাল প্রবর্ত্তিত হয় মাত্র ছায়া॥ আর যারা এই মায়া হয় অবগত। তারা বলে ক্ষণমাত্র হয় সমাগত॥ এই কথা যেইজন করয়ে তাবন। সংসার যাতনা তার না হয় কখন। ভাগবত কথা হয় স্থার সাগর। কর্ণপথে পিয়ে ভাহা যত সাধু নর॥ সাগরের মন সাধ পূর্ণ যে হইল। বদন ভরিয়া সবে হরি হরি বল ॥ ইতি প্ৰীমন্তাগৰতে ছাদশ ক্বন্ধে মায়। বৈভব সমাপ্ত।

व्यथ कि ब्रायांश कलन।

শৌনকাদি মুনি কহে ওছে সূতবর। কহিলে বিশেষ তত্ত্ব মোদের গোচর॥ মহাবিজ্ঞ তত্ত্ববিৎ তুমি মহামতি। জিজ্ঞাসিব এক কথা তোমারে সম্প্রতি **॥** কেবল চৈতক্তময় দেব নারায়ণ। তান্ত্রিকেরা যেইকালে করে উপাসন॥ নানামতে তারা কেন কল্পনা করয়। সেই কথা আমাদের কহ মহাশয়॥ যে কার্য্য করিলে জীব নির্ববাণ লভয়। সেই কথা এবে সূত কহু সমুদ্য ॥ कियात्यात्थ कानियात्त्र मत्न केव्हा व्य । সে কথা আমারে দেব কহ কুপাময়॥ সূত কহে গুরুদেব করি নমস্বার। সে কথা কহিব আমি নিকটে তোমার॥ বেদ তন্ত্রে বিষ্ণুর যে বিস্তৃতি কথন। ব্ৰহ্মাদি আচাৰ্য্য যাহা করিল বর্ণন। সেই কথা মন দিয়া কছ মুনিবর। নির্মিত বিরাট মূর্ত্তি অতি ভয়কর॥ তাহাতে ভুবনত্রয় দরশন হয়। চেত্তন বিশিষ্ট তাহা জানিবে নিশ্চয়।

বিরাট পুরুষ রূপ ইহাই জানিবে। পৃথিবী ইহার পদ শুন কহি তবে॥ স্বৰ্গলোক ইহার যে মস্তক গঠন। আকাশ ইহার নাভি সূর্য্য যে নয়ন॥ বায়ু সে নাসিকা হয় দিক সে প্রাবণ। প্রজাপতি মেঢু হয় শুন বিবরণ॥ কাল সে আপনি বায়ু শুন মহামতি। লোকপাল চুই বাছ মন নিশাপতি॥ যুগ্মক্রক হয় যেন রবির নন্দন। ক্তোৎস্না জানিবে তাঁর স্থদৃশ্য দশন॥ লজ্জা ভোগ অধরোষ্ঠ ভ্রম হাস্ত হয়। বুক্ষরাজ লোম তাঁর কেশ মেঘময়॥ ভূলোক মানব দেহ যেরূপ নির্মাণ। আপনার সাত বিঘত দেহ পরিমাণ॥ সেরূপ বিরাট দেহ নির্মিত জানিবে। সপ্ত বিঘত তাহা পরিমিত হবে॥ কৌস্তুভ ধারণচ্ছলে চৈত্রন্স ধারণ। ইহাকেই কহে লোকে বিশুদ্ধ জীবন॥ माक्कार जीवरम याहा क्रमर्य धावन। তাহাই প্রতিভা হয় বিশ্ব-বিমোহন॥ বনমাল। রূপে তিনি স্বীয় মায়াধরা। আর শুন ছন্দোময় পীতবাদ পরা॥ আর যে করেন তিনি প্রণব ধারণ। ব্ৰহ্মপূত্ৰ রূপ তাঁর তিমাত্র তখন॥ সাংখ্যযোগরূপ কর্ণে কুণ্ডল মকর। মস্তকেতে ব্রহ্মপদ শির অলঙ্কার॥ বসিয়া আছেন সেই অনস্ত আসনে। তাহা হয় জ্ঞান আদি যুক্ত সত্ত্ৰণে॥ প্রাণতত্ত্বরূপ গদা করেন ধারণ। জলতত্ত্ব পদ্ম তেজতত্ত্ব হৃদর্শন ॥ অসিচর্ম আকাশের তত্ত্ব তমোময়। কালরপ শার্স ধনু জানিবে নিশ্চয়॥ কর্মময় ভূণীর তার হস্তেতে ধারণ। বাণরূপ হয় সেই ইন্দ্রিয়াদিগণ॥

ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মন রথ তার হয়। পঞ্চন্মাত্রা রূপ কহিন্তু তোমায়॥ মুদ্রাদ্বারা অভয়াদি রূপের প্রকাশ। সবিতৃমণ্ডল এর পূজার আবাস॥ দীক্ষাতেই আস্থার যে সংস্কার হয়। ভগবৎ পরিচর্য্যা স্বীয় পাপক্ষয় ॥ এইরপ বিজবর জানিও সকল। আর আর কথা শুন হইবে মঙ্গল॥ হস্তবিত লীলা পদ্ম যাহা দৃশ্য হয়। ঐশ্বর্যাদি ছয় গুণ জানিবে নিশ্চয়॥ ধর্মা আর যশঃ তার ব্যক্তন চামর। ছত্ররূপ হয় তার বৈকুণ্ঠ নগর॥ অভয় কৈবল্যধামে সদা বাস করে। কহিলাম তত্ত্বপা জানিও অন্তরে॥ গরুড় বাহন তাঁর হয় বেদত্রয়। স্বয়ং সে যজ্ঞরাজ কহিনু নিশ্চয়॥ আর শুন ছিজবর অপূর্বে কথন। প্রত্যান্ন ও অনিরুদ্ধ আর সঙ্কর্যণ ॥ এই চারি পরমূর্ত্তি জানিহ নিশ্চয়। এই মৃত্তি-ব্যুহ যাহা বেদে উক্তি হয়॥ দেবতা কারণ এই হয় ভগবান। নিজ মহাতত্ত্ব পূর্ণ রহে সর্বস্থান॥ আপন মায়াতে বিশ্ব করেন হজন। তাহার মায়ায় পুনঃ হয় বিনাশন ॥ এই হেতু ব্ৰহ্ম আদি নামে খ্যাত হয়। জ্ঞানরপ ভক্তজনের আত্মাতেই রয় ॥ (इ कुछ अर्क्ट्न मथा दुखिवः म (अर्छ। বিল্লকারী ক্ষত্রবংশ তোমা হ'তে নই ॥ ছে গোবিন্দ তব যশ গায় সর্ববজন। নারদাদি ঋষি যত করেন চিন্তন॥ গোপকুল নারী যত তব যশ গায়। ভাবণে তোমার নাম পবিত্র হৃদয়॥ ভক্ত রক্ষাকারী হরি দেব নারায়ণ। শয্যা হ'তে প্রাতঃকালে উঠি যেইজন॥ তোমার চরিত্র বার্ত্তা কছে একমনে।
সেই যায় শীপ্রগতি বিষ্ণুর সদনে॥
অবিলম্বে ক্রন্ধপদ প্রাপ্ত সেই হয়।
দাস ভাবে রাঙ্গাপদে মতি যেন রয়॥
ইতি শ্রীমতাগবতে বাগপ হরে ক্রিয়াবোগ সমাপ্ত।

অথ প্রথমাবধি ক্ষরসমূহের কার্য্য সম্বলন। সূত কছে ধর্ম্মপদে প্রণতি বিস্তর। শ্রীকৃষ্ণ চরণে আমি করি নমস্বার॥ অসংখ্য প্রণতি করি ছিজের চরণে। সনাতন ধর্ম আমি কহিব একণে॥ যে সকল কথা মোরে সবে জিজাসিলে। শ্রবণের যোগ্য যাহা সকলে শুনিলে॥ কহিলাম তত্ত্বকথা ব্যাদের কুপায়। কুষ্ণের চরিত্র যত কহিনু হেলায়॥ অন্তত সে লীলা কথা করিন্ম বর্ণন। ভগবান হুষীকেশ সেই নারায়ণ॥ ভক্তপতি মহামতি পাপনাশকারী। সর্বত্তেতে বিরাজেন মুকু<del>ন্দ</del> মুরারী॥ তাঁহার স্বরূপ আমি কহিন্দু স্বায়। জগৎ উৎপত্তি স্থিতি যাহাতে প্রনয়॥ তোমাদের কাছে যাহা করিমু বর্ণন। ভক্তিয়োগে তদাশ্রয় বৈরাগ্য কথন ॥ মম পাশে অবছেলে জ্রবণ করিলে। পরীক্ষিৎ উপাখ্যান সকলে শুনিলে॥ নারদের উপাখ্যান অপূর্ব্ব কাহিনী। শুকদেব সহ পরীক্ষিৎ নরমণি॥ সে সব সংবাদ আমি কহিয়াছি এবে। পরীক্ষিতের প্রাণত্যাগ শুনিয়াছ সবে॥ মহানন্দে যে সকল করিতু বর্ণন। বিচুর উদ্ধবে যত কথোপকথন॥ বিছুর মৈত্র যে কছে সংবাদ সকল। পুরাণ সংহিতা যত কর্মাদি মঙ্গল॥

य मकल अनियाह आयात वनत्न। প্রাক্টতিক স্বর্গ যত জেনো সর্বজনে॥ সপ্তম্বর্গ বিকারম্বর্গ ব্রহ্মার উৎপত্তি। বিরাট পুরুষ করে ত্রন্ধাত্তেতে স্থিতি॥ তাদের স্বরূপ আমি কহিনু পূর্বেতে। স্থুল সূক্ষ্ম কাল গতি নাভি পদ্ম হ'তে॥ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় শুন সারোদ্ধার। সমুদ্র হইতে এই পৃথিবী উদ্ধার॥ महारेलका हिन्नगाक हरेल निधन। এই সব কথা আমি করেছি বর্ণন॥ স্বৰ্গ মৰ্জ্য রসাতল স্থান্তী যাতে হয়। স্বায়স্ত্রুব মতু স্বাস্ত বাতে সমূদয়॥ রূপ বিদ্যা প্রকৃতি যে হ'য়েছে বর্ণিত। ভগবান মহামুনি কপিল ভারত॥ দেবাছুতি সহ তার কথোপকথন। নরত্রকা সমূৎপত্তি দক্ষের মোকণ॥ পৃথুর চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত। এ সকল কথা পূৰ্ব্বে হ'য়েছে কথিত॥ নারদ সংবাদ প্রিয়ত্তত উপাখ্যান। ভরত চরিত পূর্বে হ'য়েছে কথন ॥ দ্বীপ সমুদ্র পর্বত বর্ষ স্রোতস্বতী। কহিয়াছি অপূর্ব্ব সে এ ভব ভারতী॥ পূর্বেক কহিয়াছি আমি এদের বিষয়। জ্যোতিশ্চক্রের স্থল পাতাল সমুদয়॥ নরকের স্থান যত করেছি বর্ণন। কহিয়াছি প্রজাপতি দক্ষের জনম। দক্ষত্নতার সন্তান প্রচেতা হইতে। দেবাহুর নর নাগ জন্ম তাহা হ'তে॥ তিষ্যক ও খগাদির উৎপত্তি বর্ণন। রুত্রাহ্র জন্ম নাশ দিতি পুত্রগণ॥ দৈত্যরাজ উপাধ্যান প্রহলাদ চরিত্র। অপূৰ্বৰ কাহিনী দৰ হ'য়েছে বণিত॥ গজেন্ত মোকণ আর যত মন্বস্তর। হয় গ্রীবা আদি সব বিষ্ণু অবভার ॥

মৎস্থ কৃশ্ম নরসিংহ রূপ সে বামন। অমৃত লাভের জন্ম সমৃদ্র মন্থন ॥ মহাযুদ্ধ অন্তর সহ ময় দেবগণ। ইক্ষাকুর জন্ম আর বংশের কীর্ত্তন ॥ প্রহান্ন রাজার বংশ ইলা উপাখ্যান। তারা আর সূর্য্যবংশ সর্বাদি কথন॥ নুপ রাজার কাহিনী যে বংশের বিস্তার। রামচন্দ্র কাকুন্থ সৌভরি সাগর॥ যাহাতে সবার হয় পাপের মোচন। জনকের উৎপত্তি আর নিমি বিনাশন **॥** পৃথিবী নক্ষত্র হয় পরশুরাম হাতে। কহিয়াছি দেই সব সবার সাক্ষাতে॥ ঐল সোমবংশ আর ভরত যযাতি। তুম্মন্ত নহুষ সে শান্তসু মহামতি॥ তাহাদের পুত্রগণ যযাতি তনয়। যত্রবংশাবলী যত আছে সমৃদয়॥ যেই বংশে নারায়ণ জনম লভিল। বহুদেব গুছে হরি উদ্ভব হইল॥ नन्नानस्य नन्नगृरह श्रेया जेनय । অঘাত্রবাতী সেই দেব দয়াময়॥ শিশুকালে পুতনায় করিল নিধন। তৃণাবর্ত্ত আদি করি দৈত্য বিনাশন॥ ব্ৰহ্মকৃত বৎস্থ চৌৰ্য্য আদি কাৰ্য্য যত। ধেমুক প্রলম্বে পরে করিল নিহত॥ দাবাগ্নি হইতে গোকুলের পরিত্রাণ। নন্দের মোক্ষণ আর কালীয় দমন॥ বিপ্র অনুতাপ যজ্ঞ পত্নীর সম্ভোষ। ব্ৰেন্দাৰ্য্য কন্সাগণের কহিন্তু বিশেষ॥ ইন্দ্র আর স্থরতীর যজ্ঞ বিবরণ। উদ্ধার করিল হরি গিরি গোবর্দ্ধন॥ নিশাতে করয়ে ক্রীড়া লইয়া যুবতী। কেশরী নিধন শহাচুড়ের ছুর্গতি॥ পরে ব্রজপুরে হয় অক্রুরাগমন। दक की विनाभ त्राम कुरक्षत्र गमन ॥

গজ মৃষ্টিক চাণুর ও কংসের বিনাশ। মথুরা দর্শন আদি গুরুগৃহে বাস॥ মৃত গুরুপুত্রে আনি প্রদান করিল। জরাসন্ধ আক্রমণ সৈন্ত বিনাশিল॥ যবন নৃপতি বধ কুশন্থলী বাস। স্বর্গের স্থর্মা পুরী করেছি প্রকাশ। পারিজাত হরণ রুক্মিণী পরিণয়। মহাযুদ্ধে মহাদেব হয় পরাজয়॥ বাণ-ভুজচ্ছেদ তার তনয়া হরণ। পরে বহু রাজগণে করিল হনন॥ এ সকল কথা আমি করেছি প্রকাশ। কুরু পাগুবের যুদ্ধে ভূপতি বিনাশ। আর বলিয়াছি বারাণদীর দাহন। বিপ্রশাপে যতুবংশ সমূলে নিধন ॥ বাস্থদেব উদ্ধব সংবাদ মনোহর। আত্মজান কর্ম আদি শ্রুতি স্থকর॥ যোগ প্রভাবেতে মর্ত্ত্যলীলা ত্যাগ কৈল। তোমাদের কাছে তাহা কথিত হইল। যুগধর্ম কলিধর্ম সকল প্রলয়। পরীক্ষিৎ দেহত্যাগ কার্য্য সমুদয়॥ বেদের বিভাগ মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান। অদ্ভত কাহিনী সব হ'য়েছে বর্ণন॥ ঈশ্বরের লীলা আদি যত অবতার। কর্ম আদি সমুদয় করিয়ে বিস্তার॥ ভোমাদের নিকটেতে করেছি কীর্ত্তন। অন্তত কাহিনী এবে করহ প্রবণ॥ যদি কোনজন হয় পতিত শ্বলিত। ক্ষুধায় বিবশ অঙ্গ হইয়ে পীড়িত॥ উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম করে উচ্চারণ। সর্বপাপে মুক্ত তবে হয় সেইজন॥ যে ব্যক্তি শ্রবণ করে প্রভাব তাঁহার। নাম কর্ম্ম কীর্ত্তন যে করে বার বার॥ ভগবান তার চিত্তে প্রবেশ করয়। বছবিধ পাপ তার সভা বিনাশয়॥

সূর্য্য যথা প্রকাশিয়া নাশে অন্ধকার। অতি বাতে মেঘ যথা ধায় স্থানান্তর॥ সেইমত মানবের পাপের মোচন। কৃষ্ণ নাম উচ্চারণে জানিবে তথন॥ যে কথাতে পুরুষের নাম মাত্র নাই। সে সকল মিথ্যাময় জানিবে তাহাই॥ ভাগবত গুণ যাতে প্রকাশিত হয়। সত্য মঙ্গল তাহা হয় পুণ্যময়॥ যাতে শ্রীকুঞ্জের আছে যশের কথন। রমণীয় হয় আর সর্বদা নৃতন ॥ মনেতে উৎসাহ তাহে হয় বার বার। শুক্ত হয় মানবের ছঃখের সাগর॥ অপরেতে বিপ্রগণ করহ শ্রবণ। সর্ব্বশুভঙ্কর সেই দেব নারায়ণ॥ তাঁহার মাহাত্ম্য যত শুনিলে সকল। এখন কহিব বাক্য পরম মঙ্গল ॥ ভগবান প্রকাশিল লীলা মনোহর। তাহাতে নিমগ্ন সদা যাহার অন্তর॥ পরমার্থ প্রকাশক যেই বেদব্যাস। পুরাণ সংহিতা ভবে করিল প্রকাশ॥ তার পুত্র শুকদেব পাপ নিস্তারিতে। মহাজ্ঞানী ভাগবত আনে অবনীতে ॥ তাঁর পদে অসংখ্য যে আমার প্রণতি। দাদ ভাষে হরিপদে যেন রহে মতি॥

> ইতি শ্রীমন্তাগৰতে বাদশ ক্ষমে প্রথমাবধি ক্ষম-সমূহের কার্য্য সকলন সমাপ্ত।

> > व्यथु (भ्रोक मर्था)।

সূত কৰে মুনিবর করহ প্রাবণ।
ব্রহ্মা ইন্দ্র ক্ষদ্র যম মরুত বরুণ।
দিব্য স্তুতি করিবারে স্তবন করয়।
সামবেদী যাঁর গীতে সদা মন্ত রয়।
যোগিগণ ধ্যানে মগ্র হ'য়ে স্ক্রিশণ।
আপন হদয়ে বাঁরে করেন দর্শন।

অন্ত নাহি পায় যাঁর সুরাকুর যত। ভার পদে প্রণিপাত করি শত শত॥ বাঁহার নিশ্বাদে দবে হ'তেছে পালন। পরে শুন মুনিগণ পূর্ব্ব বিবরণ॥ পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয় ভাগবত সার। ইহার ভাবণে হয় পুণ্যের সঞ্চার॥ ইহার প্রবণ পাঠে হয় যে মহন্ত। এইক্ষণে কহি আমি সেই সব তত্ত্ব। ব্রহ্ম পুরাণে দশ সহত্র শ্লোক হয়। পদ্মে পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্র নির্ণয়॥ বিষ্ণুপুরাণে শ্লোক তের হাজার জানিবে। চতুর্বিংশ সহজ্র শিব পুরাণে শুনিবে॥ ভাগবত অফ্টাদশ সহস্র নির্ণয়। नात्रमभूतार्ग शकिरिश महत्य हम् ॥ মার্কণ্ডেতে নয় সহত্র শ্লোক যে উক্ত। অগ্নিতে পনর হাজার চারি শ' উক্ত ॥ চৌদ্দ হাজার পঞ্চশত ভবিষ্যপুরাণে। **बन्नोदेवर्ख बक्षामम महत्व कथान ॥** এগার হাজার লিঙ্গ পুরাণেতে হয়। বরাহে চবিবশ ছাজার জ্ঞাত জনিশ্চয়॥ একাধিক শতাধিক একাশী হাজার। ক্ষম পুরাণের শ্লোক গণন প্রকার॥ ছি-পঞ্চ সহত্র ধরে কমল পুরাণ। সতর হাজার শ্লোক কূর্ম্মে পরিমাণ॥ চৌদ্দ হাজার হয় মৎস্থ পুরাণে। উনিশ হাজার শ্লোক গরুড় পুরাণে॥ ব্ৰমাণ্ডপুরাণে শ্লোক সহস্ৰ বাদশ। সর্ব্ব পুরাণে চারি লক্ষ প্লোক প্রকাশ। তার মধ্যে ভাগবত আঠার হাজার। শুন কহি মুনি সবে প্রকাশ তাহার॥ পিতামহ জক্ষা তাঁর নাভি পদ্মে রয়। তাঁরে দিল দয়া করি হরি দয়াময়॥ ভাগবত আদি মধ্যে আর অবদানে। বৈরাগ্য সংযুক্ত হরি লীলার বর্ণনে ॥

এই কথায়ত হয় অতি মনোহর। তাহে দেবগণ সদা আনন্দ অন্তর॥ একমাত্র আত্ম তত্ত্ব সর্বব বেদসার। অদ্বিতীয় বস্তু মাত্রে প্রয়োজন যার॥ আর শুন মহামতি কহি সে বচন। ভাদ্ৰমাদে পূৰ্ণিমায় অতিথি দেবন ॥ স্বৰ্ণ দিংহাদন সম মহাভাগবত। দান করি একান্তেতে হও নিষ্ঠারত॥ নিশ্চয় পরম গতি লভে সেইজন। আর শুন মহামতি অপূর্ব্ব কথন॥ অমুত সাগর সম ভাগবত সার। (यहेकन नाहि क्टान अटह श्रिवित ॥ কোনমতে সেইজন সাধুর সঙ্গেতে। সমাদর নাহি পায় এই অবনীতে॥ এই ভাগবত হয় বেদান্তের সার। রসনায় পান যেই করে একবার॥ কিছুতেই ভৃপ্তি তার নাহি হয় মন। অক্স গ্রন্থ পাঠ তার সব বিভূম্বন ॥ ननी मर्द्या यथा शका (नव नांत्रायन। ভক্তমধ্যে দেবতা শঙ্কর 🖭 ন্ঠ হন ॥ পুরাণের মধ্যে ভাগবত মনোহর। ভক্তি শান্ত্রে কিছু নাই ইহার দোসর॥ নির্ম্মল পুরাণ ইছা বৈষ্ণবের প্রিয়। পরমহংদের প্রাপ্য হয় অদ্বিতীয়॥ নির্মাল পরম জ্ঞান ইহাতে আছয়। পরম বিরাগ এতে আবিষ্কৃত হয়॥ ভক্তিদহ যেইজন করয়ে প্রবণ। বিচার করিয়ে আর করে अ। গুরন॥ চরমে পরমগতি তাহার নিশ্চয়। মহাপাপে মহাপাপী তাহে মুক্ত হয়॥ জ্ঞানলোকে পূৰ্ব্বকালে যেই মহাজন। যতনে প্রকাশে সেই ব্রহ্মার সদন॥ অপরে সে মহাঋষি নারদেরে দিল। কুষ্ণ ৰৈপায়নে পরে প্রদান করিল॥

পরম আনন্দে শুকদেবে করে দান। পরীক্ষিতে হইলেন যিনি কুপাবান॥ দয়া করি তারে সেই উপদেশ দিল। ব্রহ্মা শাপানলে হুধা বর্ষণ করিল। লোক রহিত সে শুদ্ধ পরম মঙ্গল। জগতের হিত তরে অকাতরে দিল॥ সেই সত্যময় পদ সদা ধ্যান করি। সর্ববদাকী ভগবান ভবার্ণবে তরি॥ মুমুক্ষ ব্রহ্মারে যিনি হ'য়ে কুপাময়। প্রকাশিলা ভাগবত কথা স্থাময় ॥ ব্রহারপী যোগেন্দ্র সে শুকদেব মুনি। তাঁর পদে নমস্কার করি যোড়পাণি॥ সর্পদক্ত পরীক্ষিতে সংসার গহনে। মুক্ত করিলেন যিনি স্তথা সঞ্চারণে॥ তাঁর পদে কোটি কোটি মম নমস্কার। ভাগবত কথা হয় জগতের সার॥ শ্রবণে পঠনে পাপী দত্য মুক্তি পায়। মহাপাপী তুরাচারী বৈকুঠেতে যায়॥ ভাগবত গ্রন্থ বার থাকয়ে গৃহেতে। ধন ধান্য বুদ্ধি হয় তাহার বংশেতে॥ ছুঃখ শোক জরা তার নহে কদাচন। বংশরুদ্ধি হয় তার বেদের বচন॥ অচলা হইয়ে লক্ষ্মী সেই গুহে রয়। কোনমতে নাহি থাকে কোন শক্ৰভয়॥ অবশেষে ভাগবত সমাপ্ত হইল। উচ্চৈঃম্বরে একবার হরি হরি বল॥ হরিনাম বিনে গতি নাহি এ সংসারে। তাই বলি হরিনাম কর উচ্চৈঃম্বরে॥ সদা ভাব হরিপদ নাম কর সার। কেবল সে হরিনাম জীবের নিস্তার॥ দাস ভাষে হরিপদে যেন রহে মন। হরি হরি হরি বল হুখে সর্বজন॥ थ मीन मागत हक्त याति तम हत्र। স্থানে স্থানে ভ্রম কিছু করি সংশোধন ॥

সাধ্গণ পাশে মম এই নিবেদন।
নিজগুণে দৌষ যেন করেন খণ্ডন॥
ইতি শ্রীনভাগবতে দাদশ করে প্লোকসংখ্যা সমাধ্য।

পাঠ মাহান্ম।

মুনি জনে নতি করি সূত বিজ্ঞবর। 🗐 কৃষ্ণ চরণে করি স্তুতি বহুতর॥ সম্বোধি কহিল তবে যত দ্বিজগণে। পাঠের মাহাত্ম্য কথা শুন একমনে॥ ক্ষণকাল যেইজন একান্ত অন্তরে। ভাগবত কথা হুধা পিয়ে কর্ণ ভ'রে ॥ **এक्সাত্র** क्षांक यि अत्न कानजन। পড়ে কিম্বা অর্দ্ধল্লোক করয়ে ভাবন॥ নিশ্চয় তাহার আত্মা স্থপবিত্র হয়। ব্যাদের বচন ইহা জেনো স্থনিশ্চয় ॥ দ্বাদশী তিথিতে কিংবা একাদশী দিন। শুনে যদি ভাগবত হ'য়ে শুদ্ধ মন॥ আয়ু যশ রুদ্ধি তার হয় দিনে দিনে। সাযুজ্য করয়ে লাভ সহ ভগবানে॥ উপবাস করি যেবা যত্নবান হ'য়ে। এই কথা পাঠ কিম্বা মুখেতে কীৰ্ত্তরে॥ দৰ্ব্ব পাপ হ'তে দেই হয় বিমোচন। পুণ্য কথা মন দিয়ে করয়ে ভাবণ॥ মপুরা দ্বারক। আর পবিত্র পুক্ষর। উপবাদ করি তথা যদি কোন নর॥ এ মহাসংহিতা যদি করে অধ্যয়ন। শমনের ভয় তার না রছে কথন ॥ करत्रन कीर्जन यिनि वहन विवरत । বাঞ্ছা পূর্ণ হয় তার এ ভব সংদারে॥ আর যদি বিপ্রাগণ করে অধ্যয়ন। চতুর্বেদ ফল লাভ করে সেইজন ॥ ক্ষত্রিয় যতাপি করে ইহা অধ্যয়ন। সাগর বেষ্টিতা ধরা লভে সেইকণ ॥

বৈশ্যেতে পড়িলে নিধি পায় স্থনিশ্চয়। শূদ্র মহাপাপ হ'তে পাঠে মুক্ত হয়॥ কলির কলুষ হস্তা অখিলের পতি। ত্রাণ হেতু বিভরিল নাম ভাষাপ্রতি॥ অশু শাস্ত্রে এত লীলা না আছে বাখান কিন্তু এ পুরাণে আছে বিশেষ কথন॥ প্রতি পদে প্রতি বাক্যে কহে সৃষ্টিপতি বিশ্বের রূপেতে তত্ত্ব আছয়ে ভারতী॥ স্বৰ্গপতি ব্ৰহ্মা ইন্দ্ৰ দেবতা শঙ্কর। না পারে করিতে স্তব বাঁহার গোচর ॥ স্থিতি ও উৎপত্তি লয়কারী নারায়ণ। অনম্ভ অচ্যুত অজ শ্রীমধূসুদন॥ পুনঃ পুনঃ তাঁর পদে করি নমস্কার। স্থাবর জঙ্গম হয় আলয় যাঁহার॥ সনাতন ভগবান দেব যতুপতি। করি আমি তাঁর পদে অসংখ্য প্রণতি॥ প্রকাশিল ভগবান লীলা মনোহর। তাঁহাতে নিমগ্ন রবে যাহার অন্তর॥ পরমার্থ প্রকাশক যেই বেদব্যাস। পুরাণ সংহিতা আদি করিল প্রকাশ। তাঁর পুত্র শুকদেব পাপ নিস্তারিতে। মহাজ্ঞানী ভাগবত কহে অবনীতে॥ প্রকাশিল প্রথমেতে সাধুর সকাশ। চন্দ্র সূর্য্য সম ইহা রবে স্থপ্রকাশ। অনন্ত হরির নাম হরি তত্ত্বয়। পাপী উদ্ধারিতে ব্যাস রচিল ইহায়॥ ধরামাঝে ভাগবত অমৃত সাগর। যেবা পাঠ নাহি করে জীবন অসার॥ যতদিন নাহি পড়ে করি সমাদর। অথবা এ ভাগবতে করে অনাদর॥ জীবনেতে মহাত্রুখ পাবে নিরন্তর। (यर्पत किन हेश कारन हताहत ॥ ভাগবত রসামতে পরিতৃপ্ত যারা। অন্ত রসাস্থাদ কভু নাহি করে তারা॥

সর্বব বেদান্তের হয় ভাগবত সার। পরম পবিত্র হয় ইহা দেবতার॥ কলির পাপেতে মোরা আছি জরজর। ভাগবত নীরে কর শু**দ্ধ কলেবর ॥** এদ ভাই শুদ্ধ হ'য়ে লভি পরিত্রাণ। শ্রীতি ভক্তি চক্ষে হেরি হরির বয়ান॥ সূতের শুনিয়া বাণী যত ঋষিগণ। ভাগবত কথা শুনি আনন্দিত হন ॥ ভাগবত কথা হয় জগতের সার। অগতির গতি ইহা জগত মাঝার॥ শ্রবণে পঠনে পাপী সন্ত মুক্তি পায়। মহাপাপী ছুরাচারী বৈকুণ্ঠেতে যায়॥ ভাগবত গ্রন্থ যার থাকয়ে গৃহেতে। ধনধান্ত বৃদ্ধি হয় তাহার বংশেতে॥ তুঃখশোক জরা তার না রহে কখন। বংশরুদ্ধি হয় তার বেদের বচন॥ অচলা হইয়া লক্ষী তার গৃহে রয়। কোনমতে নাহি তার হয় শক্ত ভয়॥ ঋষিরা পুরাণ শেষে করিয়া ভাবণ। হরি হরি ধ্বনি দবে কৈল উচ্চারণ॥ অবশেষে ভাগবত সমাপ্ত হইল। উচ্চ স্বরে সবে মিলি হরি হরি বল॥ হরি বিনে নাহি গতি এ ভব সংসারে। তাই বলি হরিনাম কর উচ্চৈঃস্বরে॥ সদা ভাব হরিপদ নাম কর সার। হরিনাম বিনা ভবে নাহিক নিস্তার॥ লৌকিক রচনা এবে কৈন্তু সমাপন। দাদশ ক্ষত্কেতে হরিলীলা বিবরণ॥ রচিলাম ভাবি গুরু হরির চরণ। একমনে স্মর সদা দেব নারায়ণ॥ বিষ্ণুভক্তি হ'লে হয় সর্বপাপ কয়। তুঃখ কফ্ট আর তারে সহিতে না হয়॥ বিষ্ণুভক্তি সম ভক্তি আর কিছু নাই। বিষ্ণুতে হইলে ভক্তি সর্বকল পাই॥

ভগবৎ ভক্তই যে প্রধান হে হয়। ভগবৎ ভক্তি বিনা আর কিছু নয়॥ ভক্তের অধীন হরি ভকতের প্রাণ। শ্যামল ফুন্দর রূপ অখিল কারণ॥ তোমার চরণে যার দৃঢ় ভক্তি রয়। সেই সে নিৰ্ব্বাণ পদ অনায়াসে পায়॥ দীনবন্ধু ওহে হরি অথিলের পতি। কর তুমি ব্রহ্মরূপে এই সৃষ্টি স্থিতি॥ জীবগণে বিষ্ণুরূপে করিয়া পালন। শেষে ভূমি শিবরূপে সংহার জীবন। সকলের সার হরি তুমি মূলাধার। যোগেন্দ্র পুরুষ তুমি সর্বব গুণাধার॥ পরাৎপর পরমত্রন্ধ করি নমস্কার। তোমা বিনা কিছু নাই জগং মাঝার॥ তোমার স্বরূপ তত্ত্ব করিতে বর্ণন। দেব খাষি মুনি আদি বিধি পঞ্চানন॥ নিশিদিন অহঃরহ করিয়া চিন্তন। বুঝিতে অক্ষম তব চরিত্র মহান্॥ এ দীন সাগরচন্দ্র ভাষা মতে কয়। তুমি হরি সর্ববদার অচিন্ত্য অব্যয়॥ ত্রিগুণ অতীত হরি পরম কারণ। নিলিপ্ত হইয়া তবু লিপ্ত অমুক্ষণ॥ ধ্যানের অতীত তুমি সর্ব্বাভিউকরী। তোমার সারণে পাপ যায় পরিহরি॥ সোহহং রূপেতে যেবা বসি প্রাণায়ামে। হৃদপদ্মে একান্তে তাজি সর্বাকামে॥ আপনা সমর্পি তোমা তোমাময় হয়। ধন্য সেই জীবশ্রেষ্ঠ ভাগবতে কয়॥

হরিনাম অর্থ জীব করহ প্রবণ। যাহাতে কলুষ নাশ হয় সৰ্বাক্ষণ॥ সর্বব পাপে মুক্ত হয় হরিনাম বলে। যমেরে দিয়া সে ফাঁকি যায় স্থতে চলে।। 'হ' তে করয়ে হরণ শোক তাপ আদি। 'রি' তে রিপুগণে ত্বরা নাশে নিরবধি॥ 'না' তে করয়ে নাশ কালিমার রাশি। 'ম' তে মঙ্গল হয় লভে তত্ত্বমদী॥ এ হেন হরির নাম করে যেইজন। সর্ববপাপে মুক্ত হয় বেদের বচন। হরিনাম কর সার বল হরি হরি। হরি হন ত্রাণকর্তা গোলোকবিহারী॥ জয় জয় মুকুন্দ মুরারী জয় রাধাপতি। জয় জয় শ্রীনিবাস দেব যতুপতি॥ জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র দশ অবতার। পুরুষ কখন হও প্রকৃতি আবার॥ তোমার অপূর্ব্ব লীলা কহনে না যায়। ক হরূপে প্রকাশিত বুঝে উঠা দায়॥ তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি মূলাধার। তুমি বন্ধু তুমি সথা তুমি সর্ববাধার॥ তুমি বিতা তুমি শক্তি তুমি মোহমায়া। তুমি দেব সর্ববদার দিও পদ ছায়া॥ এ দীন সাগরচন্দ্র করিয়া প্রয়াস। স্থানে স্থানে ভাগবতে করি রুদ্ধি হ্রাস॥ সরল ভাষাতে ভাব করিল প্রকাশ। সহজে হইবে যাহে জ্ঞানের বিকাশ॥ সমাপিনু ভাগবত লৌকিক রচন। **ভ্ৰম দোষ যদি রহে ক্ষম সাধুজন**।

অহম্ প্রণম্য প্রণিধার কারং, প্রদাদয়ে ত্বামহমীশমীভ্যম্।
পিতেব পুত্রস্থা সংখব সধ্যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ার্ছিসি দেব সোঢ়ুম্॥ (ভাঃ ১১।৪৪)
ইঙি শীম্ভাগবতে গাল্ল ভ্রু স্থাধ।